

শ্রীমদ্ভাগবত

কবিচন্দ্র জয়গোবিন্দ দাসের

শ্রীমদ সনাতন গোস্বামীর ভাগবতভূতের অনুবাদ।

রচনাকাল ১৭৬৪ শকাব্দ, ২রা চৈত্র

“তবে প্রভু আইলেন বরাহমগরে
মহাভাগবত এক ব্রাহ্মণের ঘরে
সেই লিপে বড় সুশিক্ষিত ভাগবতে
প্রভু দেখি ভাগবত লাগিলা পড়িতে
শুনিয়া তাহান অজ্ঞিযোগের পঠন
আবিষ্ট হইলা গৌর চন্দ্র মারামণ”



বসুমতী - - সাহিত্য - - মন্দির

১৬৬, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

বঙ্গবর্তী-সাহিত্য-মন্দির
১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মূল্য—পাঁচ টাকা

প্রকাশক ও মুদ্রাকর
শ্রীশশিভূষণ দত্ত,
বঙ্গবর্তী প্রেস, কলিকাতা।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

শ্রী ম দ্রা গ ব ত

শ্রীরহস্তাগবতায়ত

শ্রীল সবাতিব গোস্বামী

প্রথম অধ্যায়

জয়জয় শ্রীচৈতন্ত ভক্তগণপ্রাণ ।
জয়জয় দানবকো কুপার নিধান ॥
জয়জয় শচীর নন্দন গোরচাঁদ ।
কোটি শনৈ জিনি মুখচ্ছে প্রেমফাঁদ ॥
মুতগু-কাঞ্চন-কাস্তি অরুণ-নয়ান ।
করুণাপুরিতদেহ—দেহ' দয়াদান ॥
জয়জয় নিত্যানন্দময় নিত্যানন্দ ।
সদামৃত পীয়ে গোরপ্রেম-মকরন্দ ॥
জয়জয় অভিন্ন-চৈতন্ত শ্রীনিতাই ।
পতিতপাবন । এ পতিতে দেখ চাই ॥
জয় শাস্তিপূরনাথ শ্রীঅবৈতচন্দ্র ।
যে আনিল নববীপে প্রভু গোরচন্দ্র ॥
করুণা করিয়া জীবে করিলা নিস্তার ।
কেবল বঞ্চিত আমি অতি দুরাচার ॥
জয় গোরভক্তবৃন্দ—কুপার নিধান ।
কিছু বণ গাই, যদি শক্তি দেহ' দান ॥
আমি অতি অধম অজ্ঞান অনাচার ।
করুণা করিয়া সবে কর মোরে পার ॥
জয় রূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ ।
শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, দাস রঘুনাথ ॥
সাবধানে বন্দো এই ছয়ের চরণ ।
যাহে নিঃ হৈলে হয় প্রেম প্রকাশন ॥
ছোট বড় সকল বৈষ্ণব-পদে নতি ।
ষে-কুপায় যায় যায় সংসার দুর্গতি ॥
কৃষ্ণভক্তি-রস-সুখ-পানে মগ্ন মন ।
গোরাঙ্গ-ষিঠীর-কলেবর সনাতন ॥
রচিলা শ্রীভাগবতায়ত গ্রন্থ সার ।
ভক্তিরস-তাৎপর্যের যাহাতে প্রচার ॥
অত্যন্ত নিগূঢ় ভাব—বর্ণন আশ্চর্য ।
তনিলে পাইয়ে কৃষ্ণভক্তি অতি বর্ষা

কিছু সংস্কৃত—গুঢ় বর্ণন বিশেষ ।
সর্বসাধারণ-বোধ হয় কিছু ক্লেশ ॥
এহেতু বৈষ্ণবগণ করুণা করিয়া ।
আমারে করিলা আজ্ঞা পয়ার-লাগিয়া ॥
যদ্যপি আমিহ মুখ—অত্যন্ত অজ্ঞান ।
বুঝিতে না পারি কিছু গ্রন্থের ব্যাখ্যান ॥
তথাপি বৈষ্ণব-আজ্ঞা বাচাল করিল ।
অতএব সাহসেতে ইহা আরম্ভিল ॥
অদোষ-দর্শন হয় বৈষ্ণবের গুণ ।
এ বড় ভরসা মনে ক'রেছি নিপুণ ॥
কম অপরাধ মোর শ্রীল সনাতন ! ।
ধরিলাম দৃঢ় করি তোমার চরণ ॥
কিছু শক্তি দেহ' যেন সম্পূরণ হয় ।
জয়গোবিন্দ দাস এই দিব্যদয় ॥

জয়তি নিজ-পদাঙ্ক-প্রেমদানাবতীর্ণো
বিবিধ-মধুরিমাঙ্কিঃ কোহপি কৈশোরগন্ধিঃ ।

গত-পরম-দশাঙ্কঃ যুগ্ম চৈতন্যকপা-
দম্বভবপদমাশ্রুঃ প্রেম গোপীবৃ নিত্যম্ ॥ ১ ॥

শুন সাধুগণ ! কুপা করিয়া প্রকাশ ।
শ্লোক লাগাইতে আগে কহিয়ে আভাস ॥
এই গ্রন্থে করিয়ে শ্রীভক্তি নিকরপণ ।
যাহা হৈতে চতুর্ধর্গফলের জনন ॥
ব্রহ্মানন্দ-অমৃতব হৈতে সুখযোগ ।
বিষয়-অনিত্য-সুখ যে করে বিয়োগ ॥
শ্রীরাধাবল্লভপদ যাহার আশ্রয় ।
ব্রজলোক-ভ্রায় মহাপ্রেমে প্রাপ্তি হয় ॥
এই ভক্তিদেবী যার হৃদয়ে বিরাজে ।
আনুকূল্য-আদি সব আভরণ সাজে ॥

শ্রীগোলোকধামে সেই বৈকুণ্ঠ-উপরে ।
 শ্রীনন্দকিশোর-সহ সতত বিহরে
 কিছু সেই ভক্তি নহে অস্ত্র উপায়েতে
 কেবল মিলয়ে কৃষ্ণকৃপাপ্রসাদেতে
 অতএব তাঁর মহাপ্রসন্ন চাহিয়া ।
 আচরণে মঙ্গল শ্রীচরণ বন্দিয়া—
 কোন অনির্কচনীয় সর্বগুণবান্ ।
 সর্ব-উৎকর্ষেতে সদা হয় বর্তমান ॥
 বিহ নিজ পাদপদ্মে প্রেমভক্তি-দান ।
 করিতে প্রকট হৈল যথা ব্রজস্থান ॥
 রূপ-গুণ-লীলা-আদি নানা মধুরিমা ।
 সাগর-সমান বীর নাহি অস্ত্র সীমা ॥
 নিত্য-কৈশোর-বয়স—পরম মোহন ।
 বালাদিক-ভাব-অমুখায়ি সুশোভন ॥
 এই সব বিশেষণ—স্বয়ং ভগবান্ ।
 শ্রীনন্দনন্দন কৃষ্ণ—হইতেছে জ্ঞান ॥
 বিহ বৈকুণ্ঠ-উপরি শ্রীগোলোকধামে ।
 বিহার করেন নিরন্তর পূর্ব-কানে ॥
 পরম দুর্লভ তিহ—অতএব তাঁর ।
 ভক্তির মহিমা কথা প্রসাদ-দুস্পার ॥
 তাহাতে আশ্রয় বার্থ—এই আশঙ্ক্য ।
 আত্ম-বিশেষণেতে উত্তর দিলাতায় ॥
 নিজ-প্রেম-দান-হেতু হইলা প্রকাশ ।
 এই লাগি বার্থ নহে তাহাতে আশ্রয় ॥
 পুন অসাধারণ লক্ষণ-নির্দেশনে ।
 লীলামধুরিমা তাঁর করেন বর্ণনে ॥
 পাইয়াছে চরম-কাটার সন্ত যেই ।
 কেবল গোপিকাগণে নিত্য প্রেম সেই ॥
 অর্থাৎ বল্লবীগণ-বল্লভ নিশ্চিত ।
 ইথে দশাক্ষর-মন্ত্রবার্থ স্মৃতিত ॥
 ইহা দ্বারা গোপিকার মহিমা-নির্দেশ ।
 হইল প্রকাশরূপে পরম বিশেষ ॥
 হেন প্রেমের মহিমা কেমনে-জানিয়ে ।
 মানসেরো অগোচর যাহারে মানিয়ে ॥
 সত্য, কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র করি অবতার ।
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে করিলা প্রচার ॥
 তাঁহা হৈতে অমুভব-বিষয় হইল ।
 আপনি আশ্বাদি জগজনে জানাইল ॥
 দীন-হীন-নীচ-জন—অত্যন্ত অক্ষেম ।
 পাইল সাক্ষাৎ অমুভব গোপীপ্রেম ॥
 ইথে গোপিকার আর শ্রীকৃষ্ণ-মহিমা ।
 পরস্পর হৈল সিদ্ধ অত্যন্ত গরিমা ॥

আর এই গ্রন্থে প্রতিপাদ্য যেই অর্থ ।
 এই-শ্লোক-দ্বারে হৈল স্মৃচনসমর্থ ॥
 কৃষ্ণকৃপাসমূহের পাত্র-নির্ধারণে ।
 সর্ব-অবসানে বর্ণিবেন গোপীগণে ॥
 অতএব শ্রদ্ধা করি শ্রীবৈষ্ণবগণ ।
 সকল বৃত্তান্ত কর শ্রদ্ধায় শ্রবণ ॥

শ্রীরাধিকাপ্রভৃত্যো নিতরা জয়ন্তি
 গোপ্যো নিত্যস্ত-ভগবৎ-প্রিয়তা-প্রসিদ্ধাঃ ।
 যাসাং হরো পরম-সৌরভ-মাধুরীগাং
 নির্বিকল্প-মৌন্যপি জাতু ন সোতপি শক্ভঃ ॥ ২ ॥

শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রসাদ হয় উপসন্ন ।
 তাঁর প্রিয়তম জন হইলে প্রসন্ন ॥
 অতএব সেই সব মধ্যে শ্রেষ্ঠ লম্বো ।
 শ্রীরাধিকাপ্রভৃতির মহিমা কহিয়ে ॥
 অতি গাঢ় যেই ভগবানের প্রিয়তা ।
 তাহাতে প্রসিদ্ধা গোপী শ্রীরাধা-প্রভৃতা ॥
 সর্ব উৎকর্ষেতে সদা হউ বর্তমান ।
 বাহাদের প্রেমে ঋণী কৃষ্ণ ভগবান্ ॥
 সে গোপীগণের কৃষ্ণে যে প্রেম নিশ্চিত ।
 তাহার মাধুরীগণ-মধ্যেতে কিক্তিত ॥
 কদাচিত গোপীনাথ সযত্নে আপনে ।
 শক্ভ নাহি হন করিবারে নিরূপণে ॥
 অস্ত্রের কা কথা তথা কহিতে মহিমা ।
 কৃষ্ণ সদা বশীভূত—এই তাঁর সীমা ॥

সদয়িত-নিজভাব যো বিভাব্য যতাবাং
 স্রমধুবমবতীর্ণো ভক্তরূপেণ গোভাং ।
 জয়ন্তি কনকধামা কৃষ্ণচৈতন্যনামা
 হবিরিত যতিবেশঃ শ্রীশটীসুহৃৎসবঃ ॥ ৩ ॥

৩বে উপক্রম তাহা বর্ণনে কেমনে ।
 করিতেছ, কর তাই ! মোরে অবগতে ॥
 এ আশঙ্কা উঠাইয়া উত্তর-কারণ ।
 কহিছেন গোপীনাথ শ্রীযুত সনাতন—
 সব দীন-হীন-জনগণে উদ্ধারক ।
 নিজনাথ-সঙ্কীর্ণন-ভক্তি-বিস্তারক ॥
 শ্রীভগবানের প্রিয়তম অবতার ।
 মহাশুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—দেবসার ॥
 তাঁহার প্রসাদ-প্রাপ্তি করিয়া কামনা ।
 করেন পরমোৎকর্ষ তাঁহার বর্ণনা ॥

নিজন্তজনের যে ভাব তাঁহা-প্রতি ।
 ভক্তে নিজপ্রেম হৈতে সুমধুর অতি ॥
 ভাবিয়া ভক্তের ভাবে—মনে লোভ কৈলা ।
 ভক্তরূপে নবরূপে অবতীর্ণ হৈলা ॥
 কিশা বিপ্রকুলাচার্য্য কর্ণাটে বিখ্যাত ।
 শ্রীকুমার নাম—জগদগুরু-বংশজাত ॥
 তাঁর পুত্র রূপ—গৌড়দেশি ভক্তবর ।
 তাঁর সহ অবতীর্ণ শ্রীগৌরমুন্দর ॥
 শচীর নন্দন হরি ধরে যতিবেশ ।
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম জয়তি বিশেষ ॥
 কনকের মতো কান্তি—গৌরাঙ্গ সুন্দর ।
 'এব' কহি—ক্ষুণ্ণিয়ারা সাক্ষাৎ গোচর ॥
 অথবা 'কনকা'—বর্ণবর্ণা শ্রীকিশোরী ।
 তাঁর 'ধাম' কান্তি যাতে, সেই গৌর হরি ॥
 'দ্বিপাণোঃ' স্তব্ধেতে আকারের হ্রস্ব করি ।
 অর্থাৎ শ্রীরাধা-রূপ নিজ-অঙ্গে ধরি ॥
 অবতারি প্রেমভক্তি সর্বত্র বিস্তার ।
 কলিতে করিলা কিবা রূপার সকার ॥
 জয়তি মথুরা দেবী শ্রেষ্ঠা পুরীষ মনোবমা
 পরমদয়িতা কংসাব্যতর্জনি-স্থিতি-রঞ্জিতা ।
 ছবিত-হরণমুজ্জ্বলভক্তেরপি প্রতিপাদনা-
 জগতি মহিতা তত্ত্বকৌতুকান্ত বিদ্রুতঃ ॥ ৪ ॥
 সর্ব-অভিলাষ-সিদ্ধকারি সেই ভক্তি ।
 তার প্রাপ্তি মথুরায় হয় অমুরক্তি ॥
 যেহেতু মথুরা কৃষ্ণপ্রেমোতে অধিতা ।
 নিরন্তর ক্রীড়াবিশেষেতে সুশোভিতা ॥
 এ লাগি তাঁহার প্রসন্নতা পাইবারে ।
 মহাশয়্য কহিয়া স্তব করেন বিচারে— ॥
 জয়তি মথুরা দেবী পরম-ঈশ্বরী ।
 কিশা ভোতমানা কৃষ্ণক্রীড়ার নগরী ॥
 নিত্য ভগবান্ কৃষ্ণ যাহে বিরাজয় ।
 নাহিক তাহাতে কভু কালাদির ভয় ॥
 অতএব কানী-আদি যে সপ্ত মোক্ষদা !
 তাহাদের মধ্যে শ্রীমথুরা শ্রেষ্ঠা সদা ॥
 কিশা উর্দ্ধ অধো মধ্যে পুরী যে সকল ।
 দেবাদির কিবা ভগবানের নির্মল ॥
 সে-সকল-মধ্যেতে উৎকৃষ্টা মনোরমা ।
 পরমসুন্দরী—শোভা বিচিত্র অসয়া ॥
 কিশা সকলের সর্ব-অভীষ্ট পুরণ ।
 অন্যায়সে করিয়া সে রমায়েন মন ॥
 অতএব শ্রীকৃষ্ণের পরম-দয়িতা ।
 আবির্ভাব-নিরন্তর-বাসেতে রঞ্জিতা ॥

'কংসারান্ধি'-শব্দ দিলা এই যে কারণ ।
 কংসবধে মথুরাবাসির দুঃখগণ ॥
 বিনাশিলা, ইহাদ্বারা পরমদয়িতা ।
 নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের হইল সাধিতা ॥
 ছবিতহরণ, মুক্তি-ভক্তির প্রদান ।
 লাগিয়ে জগতপূজ্যা,—কি কহিব আন ॥
 সেই সেই অনির্বাচ্য প্রসিদ্ধ ক্রীড়ার ।
 কথা দূরে থাকুক যে কৃষ্ণের বিহার ॥
 অর্থাৎ তা-লাগি এহি যত পূজ্য হন ।
 কেবা শক্তি ধরে করিবারে নিরূপণ ॥
 হেন শ্রীমথুরা দেবী মোরে কৃপা কর ।
 মো-পতিতে কৃষ্ণভক্তি কিঞ্চিৎ বিস্তর ॥
 জয়তি জয়তি বৃন্দাবনোত্তমপুরীঃ
 প্রিয়তমমতিসামু স্বাস্তবৈকুণ্ঠবাসাং ।
 রময়তি স সদা গাঃ পালয়ন্ যত্র গোপীঃ
 স্বরিত-মধুরবেণুর্দ্বয়ন্ প্রেম রাগে ॥ ৫ ॥
 এই মথুরায় ব্রজভূমি প্রিয়তর ।
 বিহরেন যাহে সুমধুর-বংশীধর ॥
 পুনঃ তার মধ্যে প্রিয়তম সুনবীন ।
 বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন, যমুনাগুলিন ॥
 তাহাদের প্রসন্নতাপ্রাপ্তির কারণ ।
 এমতে পরমোৎকর্ষ করেন বর্ণন ॥
 প্রথমে শ্রীবৃন্দাবন-মহিমা বর্ণনে ।
 করিছেন গোবর্দ্ধনী অত্যন্ত হৃষ্টমনে— ॥
 এই বৃন্দাবন সদা জয়তি জয়তি ।
 ছইবার কহিলেন অতি হর্ষমতি ॥
 'এই'-শব্দ-প্রয়োগেতে এ অর্থ বুঝায়— ॥
 গ্রন্থকার সেইকালে বৈসেন তথায় ॥
 সাধুদের মনে আর বৈকুণ্ঠে নিবাস ।
 হৈতে প্রিয়তম সেত অত্যন্ত প্রকাশ ॥
 যেই বৃন্দাবনে হরি করি গো-পালন ।
 শ্রীরাধাপ্রভৃতি গোপী করেন রমণ ॥
 রাসক্রীড়া-বিষয়েতে প্রেম বাড়াইতে ।
 সর্বাচিন্তাকর্ষ বেণু বাজান বিদিতে ॥
 গো-পালনে সুমধুর বেণু বাজাইয়া ।
 বিহার করেন সর্ব-গোপিকা লইয়া ॥
 বিবিধ বৈদম্বিয়ারা যে করে বিলাসে ।
 মুখ্য প্রয়োজন প্রেম বাড়ান শ্রীরাগে ॥
 যেহেতুক প্রেমরস বিশেষ বিস্তার ।
 লাগিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কৈলা অবতার ॥
 গো-পালন গোপিকা-রমণ—ক্রীড়াচর ।
 তার উপকরণ জানিবে সুনন্দর ॥

জয়তি তরুণী ধর্মরাজবাসা বা
কলয়তি মথরায়াঃ সখ্যমতোতি গঙ্গাম্ ।
মুদ্রহরদয়িতা ত্বংপাদপদ্মপ্রসূতাঃ
বহতি চ মকবলং নীরপবচ্ছনেন ॥ ৬ ॥

পূর্বমতে যমুনার করেন বর্ণনা ।
হিহ বৃন্দাবনের হয়েন সুভূষণা ॥
জয়তি শ্রীমথ্যকন্ঠা জগৎপ্রকাশিনী ।
ধর্মের পালিকা ধর্মরাজের ভগিনী ॥
মথুরার সহ সখ্যবিধান করিলা ।
তাহে অতি গতিলীলা সুন্দর বহিলা ॥
ইহা দ্বারা বৃন্দাইলা সর্বার্থপ্রদান ।
সহ-ভীর্ষশিরোমাণ হইল আখ্যান ॥
অন্তএব অতিক্রম করিলা গঙ্গায় ।
তাহা হৈতে অধিক মাহাত্ম্যবতী যায় ॥

তথাপি বাবাহে ।—

“গঙ্গাশতগুণা প্রোক্তা মাথুরে মম মণ্ডলে ।
যমুনা বিজ্ঞতা দেবী নাত্র কার্য্য বিচারণা ।
তত্বাঃ শতগুণা প্রোক্তা যত্র কেশী নিপাতিতঃ ।
কেক্ষাঃ শতগুণা প্রোক্তা যত্র বিশ্বামিতো হরিঃ ।”
ইতি :

এই প্রমাণেতে স্পষ্ট মাহাত্ম্য কহিলা ।
গঙ্গা হৈতে শতগুণা বর্ণন করিলা ॥
হেতুগত-বিশেষণে প্রকাশ করেন ।
শ্রীকৃষ্ণদয়িতা—বাহে সদা বিহরেণ ॥
তাথে কৃষ্ণ-পাদপদ্ম-জাত-মকবল ।
জলের প্রবাহ-হলে বহেন আনন্দ ॥
ইথে অমৃতব—কোনপ্রকারে আশ্রয় ।
নৈলে, সন্ত তাপ যায়—আর তৃপ্তি হয় ॥

গোবন্ধনো জয়তি শৈলকুলাধিরাজো
যো গোপিকাভির্দ্রুদিতো হরিদাসবর্ষ্যঃ ।
কৃষ্ণেন শক্রমধ-ভঙ্গকৃতার্চিতো যঃ
সস্তোত্রমস্ত্য করপদ্মতলেহপাবাসীং ॥ ৭ ॥

জয়তি শ্রীগোবর্দ্ধন-গিরি মহাশয় ।
সর্কপর্বতের অধিরাজ সদা হয় ॥
বীকে ‘হরিদাসবর্ষ্য’ গোপিকা কহিলা ।
কৃষ্ণসেবকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাখানিলা ॥
ইন্দ্রযজ্ঞ-ভঙ্গকারি শ্রীনন্দনন্দন ।
গোপাদির দ্বারা কৈলা আপনি পূজন ॥
ইথে সুরেশ্বর হৈতে অধিক মহিমা ।
স্বয়ং করি প্রদর্শন দিলেন গরিমা ॥

আরো অসাধারণ মাহাত্ম্য শুন ইবে ।
যাহাতে প্রত্যক্ষ অমৃতব সে পাইবে ॥
সপ্তাহ শ্রীকৃষ্ণ-করপদ্মতলে বাস ।
কৈলা গোবর্দ্ধন—আর কি কব প্রকাশ ॥

জয়তি জয়তি কৃষ্ণপ্রেমভক্তি-যদজিৎ
নিখিল-নিগম-তত্ত্বঃ গুচমাজ্যয় মুক্তিঃ ।
জ্ঞতি শরণকামা বৈষ্ণবৈস্ত্যজ্যমানা
জপ-যজ্ঞ-তপস্যা-জ্ঞাননিষ্ঠাং বিহায় ॥ ৮ ॥
ইদানী সচ্চিদা-নন্দরূপা কৃষ্ণভক্তি ।
সৎসম্প্রদায়ে তাঁর উৎকর্ষ-প্রযুক্তি ॥
কহিছেন গোপাশ্রমী করিয়া অবনতি—
শ্রীকৃষ্ণের প্রেমভক্তি জয়তি জয়তি ॥
যার চরণারবিন্দ—অর্থাৎ কিঞ্চিৎ ।
সর্ববেদ-শাস্ত্র-সার-রহস্য নিশ্চিত ॥
জানি জপ-যজ্ঞ-তপ-জ্ঞায়-নিষ্ঠা ত্যজ্যে ।
সর্বদা আপনি মুক্তি সযতনে ভজে ॥
অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্তনাদি নব ভক্তি ।
কিঞ্চিৎ আশ্রয়ে অনায়াসে হয় মুক্তি ॥
যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণভক্ত মুক্ত সর্বথায়ে ।
তথাপি মুক্তিরে তুচ্ছজ্ঞানেতে সদায় ॥
অনাদর করেন, তথাচ দাসীমত—
সেবন করেন সদা শরণ-কামত ॥
কোনমতে বিষ্ণুদীক্ষা যে কৈল গ্রহণ ।
সেহো তাঁরে ত্যজে—তারো করেন সেবন ॥
জপাদির দ্বারা অস্ত্রে করিয়া প্রার্থন ।
নাহি পায়, অতএব মূর্থ সেইজন ॥

জয়তি জয়তি নামানন্দরূপঃ মুরারে-
বিরমিত-নিজধর্ম-ধ্যান-পূজাদিযত্নম্ ।
কথমপি সন্ধুদান্তঃ শ্রুতিকা প্রাণিনাং যৎ
পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে ॥ ৯ ॥
আনন্দস্বরূপ কি আনন্দ প্রকাশতি ।
মুরারির নাম সদা জয়তি জয়তি ॥
সকল হইতে দেখি পরম উৎকর্ষে ।
তুহিবর কহিলা ‘জয়তি’ অতি হর্ষে ॥
‘নিজধর্ম’-শব্দে বর্ণাপ্রমাচার কয় ।
তাহা অনাদরে লয় ভক্তির আশ্রয় ॥
তাহাতেহ ধ্যানেতে নিগ্রহ নহে মন ।
পূজাতেহ পবিত্র দ্রব্যের সম্পাদন ॥
‘অ’দি-শব্দে শ্রবণাদি যে অস্ত্র প্রকার ।
সে সকলে বক্তাদির অপেক্ষা বিস্তার ॥
সেই সব দুঃখ বাঁধা হইতে বিয়ায় ।
সর্বকল সিদ্ধ হয় নৈলে যাত্র নাম ॥

কিন্তু সে অস্ত্রের তিনবর্গ-সিদ্ধকারি ।
মুক্তিতে ব্রাহ্মণগণ হয় অধিকারী ॥
তাহাতেই শ্রদ্ধাভক্তিধারে যদি নাম— ।
গ্রহণ করয়ে, তবে পায় মুক্তিধাম ॥
এই পূর্বপক্ষ উঠাইয়া নিম্নমানে ।
কহিছেন উত্তর তাচার বিশেষণে— ॥
যে-কোন প্রকারে দত্তে লোভে নামাভাসে ।
ইচ্ছিয়া পড়িয়া অমে কিম্বা পরিহাসে ॥
উচ্চারণ একবারমাত্র সর্বজন ।
মুক্তি পায়—নাহি অধিকারীর গণন ॥
কিম্বা কোন ইচ্ছিয়েতে বারেক গ্রহণ ।
করিলেই মুক্তি পায়—কি আর কখন ॥
মনেতে গ্রহণ—নামাক্ষরের চিন্তন ।
স্পষ্ট আছে বাক্য কর্ণ-দ্বারেতে গ্রহণ ॥
চক্ষুতে গ্রহণ—নাম লিখিত দর্শন ।
স্বচোতে গ্রহণ—বক্ষঃস্থলাভে লিখন ॥
আর নামে লেখা পত্র স্বচোতে স্পর্শন ।
নামাক্ষিত মুদ্রা ধরা—হস্তের গ্রহণ ॥
ইহাতে অনেক শাস্ত্র-প্রমাণ-আহুয়ে ।
লিখিলেন টাকায় গোস্বামী মহাশয়ে ॥
আমি না লিখিল গ্রন্থবিত্তারের ভয়ে ।
দেখিবে যাহার মনে প্রীতি নাই হয়ে ॥
যেই নাম পরম-নির্ব্যাণ সে আমার ।
মুক্তিসুখাধিক—বৈষ্ণবের সুখসার ॥
কিম্বা মধু হৈতে অতি সুমধুর হন ।
পরম-জীবন যোর পরম-ভূষণ ॥

নমঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রায় নিক্রপাধিকৃপাকৃতে ।

যঃ শ্রীচৈতন্যরূপোহভূতবনু প্রেমরস' কলৌ ॥ ১০ ॥

এই প্রকারেতে করি মঙ্গলাচরণ ।
আপনার অভিলাষ-সিদ্ধির কারণ ॥
বৈষ্ণবের সম্প্রদায়-মতে অনুগতি ।
ইষ্টদেবরূপ গুরুবরে শ্রণমতি — ॥
শ্রীকৃষ্ণ-স্বৈর পদে সধা নমস্কারে ।
নিক্রপাধি নিহেঁতুক করুণা বিস্তারে ॥
বিহু স্তূল্য ভক্তের সর্বত্র-গোপন ।
নিজ প্রেমরস করিবারে বিস্তারণ ॥
নবদীপে অবতীর্ণ শ্রীচৈতন্য-রূপে ।
করিল। জগত প্রেমভক্তিরস-কূপে ॥
এই দশ শ্লোকে করি মঙ্গলাচরণ ।
নিজগ্রন্থে প্রতিপাদ্য কহেন এখন ॥

কিন্তু অতঃপর যোর শুন নিবেদন ।
মূল শ্লোক আর নাহি করিব লিখন ॥
তাহাতে বাড়িবে গ্রন্থ—মনে করি ভয় ।
লিখিব যথার্থ অর্থ বিচারি নিশ্চয় ॥
ইহাতে যতপি কারো জন্ময়ে সংশয় ।
মূলগ্রন্থ দেখিলেই হইবেক ক্ষয় ॥
অতঃপর শুন তাই ! হৈয়া সাবধান ।
অত্যন্ত অপূর্ব কথা অমৃত-সমান ॥
কৃষ্ণভক্তি-সম্বন্ধীয় যত শাস্ত্রচয় ।
সকলের সার-তত্ত্ব-সংগ্রহ এ হয় ॥
'সার'-শব্দে ছেয়-ভাগ-রহিতের নাম ।
সেইরূপ সংগ্রহ এ গ্রন্থ অমুপাম ॥
ইহাদ্বারা জানাইলা—স্বয়ংকৃত নয় ।
ইহাতে প্রমাণো সব ভক্তিশাস্ত্রচয় ॥
যদি বল—সব ভক্তিশাস্ত্রের একত্র ।
অত্যন্ত দুশ্ভব, পুনঃ সার জানো তত্র ॥
কেমতে সম্ভবে তার সংগ্রহ-আশ্রয়ে ।
শুন কহি তার হেতু করিয়া প্রকাশে ॥
যেই বাসুদেব চিত্ত অধিষ্ঠানকারী ।
তার প্রিয় রূপ শ্রীত্রিতত্ত্ব বংশীধারী ॥
তার সেবা পূজা-ধ্যান-মননাদি দ্বারা ।
সর্বশক্তি সার অমুতব উজ্জ্বলার ॥
অন্তর্যামী নিহেঁতুক সহজ দয়াল ।
শ্রীনন্দনন্দন যারে কৃপা করে ভাল ॥
ধ্যানাদিতে স্বয়ং ক্ষুণ্ণ করেন আকারে ।
সর্বশাস্ত্রতত্ত্ব-আদি ক্ষুরয়ে তাহারে ॥
অথবা চৈতন্যদেব খ্যাত শচীসুত ।
তার প্রিয় রূপ—যতিবেশ যে অদ্বুত ॥
প্রকাণ্ড শ্রীগৌরমুখি করিয়া-দর্শনে ।
ভক্তিশাস্ত্রগণ-সার হৈল প্রকাশনে ॥
কিম্বা শ্রীচৈতন্যপ্রিয়—রূপ মহাশয় ।
তার সঙ্গগুণে সর্বশাস্ত্রার্থ ক্ষুরয় ॥
এই কৃষ্ণরূপ বিশেষেতে অদ্বুতব ।
ইথে নহে এ সংগ্রহ দুর্বট-প্রভব ॥
এই ভাগবতায়ত শাস্ত্র সুগোপন ।
বৈষ্ণবসকল সুখে করুন শ্রবণ ॥
বিশেষেতে অবৈষ্ণবগণ-শুদ্ধমনে ।
রসের অভাবে শ্রদ্ধা না হবে শ্রবণে ॥
তাহাতে জন্মিবে মহাপাতক আপনি ।
অতএব তাদিগে নিষেধ—কৃপা গণি ॥
যতপি শ্রীবিক্রদীক্ষা করিলে গ্রহণ ।
'বৈষ্ণব' কহিয়ে তারে—শাস্ত্রের লিখন ॥

শ্রীমদ্ভাগবত

তথাপি তাতে ভীষণসিক সকল ।
 পুন তাব মধ্যে স্তন আচ্ছয়ে বিরল ॥
 শ্রীনন্দকিশোর-পাদপদ্মে লোভ যায় ।
 এ-গ্রন্থশ্রবণে প্রীতি বাড়িবেক তার ॥
 এই গ্রন্থতত্ত্ব বিশেষেতে প্রকাশিতে ॥
 ইতিহাস দ্বারা কবিছেন নিন্দাপেতে ॥
 বাহা শ্রীল জন্মেজয়েব প্রীতি মনি ।
 মহাভাগ জৈমিনি কহিলা মহাশুণী ॥
 বেদমধ্যে সামবেদ—কৃষ্ণ-কলেবর ।
 তার তত্ত্ববেত্তা শ্রীজৈমিনি সাধুবর ॥
 ভক্তিপথ-প্রবন্ধক করুণা কবিয়া ।
 কহিলা জনমেজয়ে প্রেম প্রকাশিয়া ।
 মহাভাগবত পরীক্ষিতের নন্দন ।
 উত্তমাধিকারী ইথে করিতে শ্রবণ ॥
 মুনীন্দ্র জৈমিনি দ্বারা পরম আশ্চর্য্য ।
 ভারত আখ্যান শুনিলেন রাজবর্ষা ॥
 তার শেষ তাৎপর্য্যের শ্রবণে উৎসুক ।
 পরীক্ষিত-পুত্র জিজ্ঞাসেন সকৌতুক—
 হে ব্রহ্ম ! শাস্ত্রাত বেদ মুক্তি মহাশয় ।।
 শ্রীবেদম্পায়ন হৈতে যেই রসচয় ॥
 মহাতারত শ্রবণে প্রাপ্তি না হইল ।
 তার লাভ হইবে তোমা হইতে করি ॥
 করহ মধুরে তার শেষ সমাপন ।
 অর্থাৎ কেবল 'ভক্তি' বলচ একণ ॥
 শুনিয়া শ্রীজৈমিনি কহেন—সুপবর ॥
 সাবধান হৈয়া স্তন প্রেমের উত্তর ॥
 তব পিতা—রাজা পরীক্ষিত মহাশয় ।
 শুকদেব-উপদেশে গত-সুখভয় ॥
 স্বর্গ অর্থ কাম মোক্ষ প্রাপ্ত অনায়াসে ।
 কৃষ্ণপ্রেমরসে মগ্ন—ছাড়ি অস্ত্র আশে ॥
 সপ্তাহেতে শুনি ভাগবত শুকমুখে ।
 বাইবেন নিজাভীষ্ট-স্থানে মনঃস্থে ॥
 এইকালে তাঁর মাতা—বিরটি-তনয়া ।
 পুত্র-শোক-জন্ত অতি পীড়িত-হৃদয়া ॥
 রাজা পরীক্ষিত কহি জ্ঞান-উপদেশ ।
 মাথা দূর করি দিলা আনন্দ-বিশেষ ॥
 তাহাতে হইয়া মাতা কৃষ্ণভক্তিপরা ।
 স্বহস্তেলে রেহিয়া জিজ্ঞাসে উত্তরা—
 কহ বাহা ! শুকদেব যেই উপদেশ ।
 তোমারে করিলা, তার বিচারি বিশেষ ॥
 সত্য হইয়া মোরে প্রকাশহ সার ।
 কীর্তিসিদ্ধ হৈতে যেন অমৃত-উদ্ধার ॥

ইক্ষ্যন্তে যেন ইক্ষু করিয়া পাড়ন ।
 শর্করা সারাংশ তার কবয়ে গ্রহণ ॥
 একথা শুনিয়া মাতৃবৎসল রাজন ।
 পরীক্ষিত শুকমুখে যে কৈল শ্রবণ ॥
 অত্যন্ত আশ্চর্য্য সে গোবিন্দকথাখান ।
 রসের উৎসুকে হৈলা তবে যত্ববান ॥
 একে রাজা পরীক্ষিত মহাভাগবত ।
 তাহাতে জিজ্ঞাসা কৈলা মাতা বিশেষত ॥
 তাতে মাতৃবৎসল রাজন, একারণ ।
 সব ভাগবত তত্ত্ব কহিলা তখন ॥
 পরীক্ষিত কহে—মাতা ! যত্নপি আমা ।
 এসময় মৌনব্রত করা সে ব্রাহ্ম ॥
 তথাপি তোমাব এই প্রেমের মাধুর্য্য ।
 করিল আমারে ঠেবে বাচাল প্রাচর্য্য ॥
 অতএব প্রশমিয়া অচ্যুতচরণ ।
 পুত্রসহ তব প্রাণ যে কৈল রক্ষণ ॥
 তাহাব করুণাসমূহের প্রভাবেতে ।
 শ্রীব্যাসনন্দন গুরুদেব-প্রসাদেতে ॥
 কহি ভাগবতামৃত—ভাগবত-সার ।
 যত্নে নারদাণি বাহা করিলা উদ্ধার ॥
 অতি গোপনীয় সাধুগণের সম্মিত ।
 মুনীন্দ্র-মণ্ডলী-মধ্যে লইল নিশ্চিত ॥
 সকল কহিয়ে মাতা । করহ শ্রবণ ।
 কালের অন্নতাহেতু না করি গোপন ॥
 শ্রীমদ্ভাগবত নাম—পূরণ-উত্তম ।
 তাহার অমৃত এই হয় শ্রেষ্ঠতম ॥
 যত্নপি 'নিগমকল্প'-শ্লোকাদি-নির্নীত ।
 ভাগবতে হয়ভাগ নাহি কল্যাচিত ॥
 তথাপি শ্রীগোপীনাথ-চরণারবিন্দ—
 মধুপানে লম্পটতা যাহার আনন্দ ॥
 তাতে কৃষ্ণরস-ক্রোড়া বিশেষ-কথন ।
 বিনা অস্ত্র কথা নাহি রোচে কদাচন ॥
 যেন ভক্তিমাগেতে পবিষ্ট ভক্তজনে ।
 নাহি রোচে ব্রহ্মজ্ঞান-মোক্ষাদি-কথনে ॥
 আরো স্তন—যেন মুক্তি-ইচ্ছাকারি-জনে ।
 অর্থ-কাম-আদি কথা না রোচে কক্ষণে ॥
 তেন অক্লিষ্টর দ্রব্য অপেক্ষায় 'সার' ।
 নিজ অভিমত দ্রব্য সর্ব্বত তাহার ॥
 তাহা ভিন্ন সব তার মতেতে 'অসার' ।
 ইথে নহে কোনরূপে দোষের প্রচার ॥
 যত্নপিহ গোপীনাথ চরণ-মহিমা ।
 আর তাঁর তত্ত্বগণ-বাহাদর্য্য—অসীমা ॥

সর্বভাগবতগ্রহে এই সে তাৎপর্য্য ।
 তথাপি সাক্ষাত নাহি তাহাতে প্রাচুর্য্য ॥
 অপ্রকাশ-হেতু তাথে রসিকের মন ।
 পূরণ না হয়—এই হেয়-কারণ ॥
 অতঃপর শুন এক আশা-বিশেষ ।
 যার দ্বারা ব্যক্ত হবে ভক্তের নিঃশেষ ॥
 একদিন মাধ্যমাসে মূনির সমাজে ।
 প্রোতঃস্নান করিয়া প্রয়াগ তীর্থরাজে ॥
 শ্রীমাদ্ব-নিকটে বসিয়া হর্ষযুত ।
 আপনা কৃতার্থ বলি মানেন বহুত ॥
 দ্বাধাসহ প্রশংসা করিয়া পরস্পরে ।
 কহেন—কৃষ্ণের প্রিয় তুমি নিরন্তরে ॥
 মাঘে প্রোতঃস্নান কৈলে কৃষ্ণে ভক্তি হয় ।
 তাথে গজ-যমুনার সঙ্গ-বিষয় ॥
 অতএব তুমি কৃষ্ণপ্রিয় মহাশয় ।
 এই কথা পরস্পর নিরন্তর হয় ॥
 ওগো মাতা ! সেইকালে সেই তীর্থ-পরে ।
 দশাশ্বমেধিক-নাম তীর্থের উপরে ॥
 আশ্রয় এক বিপ্র—সেই-দেশের রাজন ।
 হরিভক্তিপরায়ণ—সহ পরিজন ॥
 অশেষ-সম্পদ-বৃদ্ধ—সর্বোপায়ে উত্তম ।
 ব্রাহ্মণভোজন-জ্ঞান করিয়া উত্তম ॥
 বিচিত্র উৎকৃষ্ট দ্রব্য করিয়া সাধন ।
 চব্য চুষ্য লেহ্য পেয়—বহু আয়োজন ॥
 অগ্রে নিত্যকৃত্য স্নানাদিক সমাপিয়া ।
 পরিষ্কার করাইলা স্থান লেপাইয়া ॥
 সত্ত্বর চক্ষুর তার মধ্যে নির্মাইলা ।
 স্বহস্তে লেপিয়া চক্ৰাতপ টানাইলা ॥
 অত্যন্ত সুন্দর তাথে স্বর্ণের আসনে ।
 শালগ্রামশিলারূপি-কৃষ্ণে যত্মনে ॥
 বসাইয়া ভক্তিপূর্ব্ব—যেমনে বিধান ।
 বহু উপহারে পূজা করি সমাধান ॥
 অন্ন-পান-বস্ত্র-আদি গায়ত্রী বহুত ।
 কৃষ্ণ-অগ্রে অর্পণ করিল ভক্তিযুত ॥
 আপনি নাচিয়া—মেলি পরিজন সব ।
 গীত-বাৎসল্য শ্রুতিতে কৈলা মহোৎসব ॥
 ততঃপর বেদ-পুরাণাদি-ব্যাখ্যা-ব্যাজে ।
 অস্তোত্র-বিবাদকারি-ব্রাহ্মণ-সমাজে ॥
 যতিগণ, আর যত গৃহস্থ-সকল ।
 ব্রহ্মচারি-আদি পুন যতক বিরল ॥
 লম্পট সর্বদা কৃষ্ণকীর্তন-আনন্দে ।
 শ্রীযুত বৈষ্ণবপদ বলিয়া সানন্দে ॥

পাদপ্রক্ষালনাদি মধুর ব্যবহারে ।
 বহুত তাদৃশ বাক্যে তুলিলা সবারে ॥
 তাঁদের চরণোদক মস্তকে ধরিয়া ।
 পুজিলা হরিশ-মত অন্নাদিক দিয়া ॥
 নীরাঞ্জন সবাকারে করিয়া তখন ।
 সমর্পিলা সযত্নেতে সুমাল্য-চন্দন ॥
 হেলে বিষ্ণুদীক্ষিত—যে-কোন নীচজাতি ।
 পবিত্র সর্বদা—সেই ‘বৈষ্ণব’-বিখ্যাতি ॥
 বিষ্ণুদীক্ষা-রহিত আদয়ে বিপ্রাশেষ ।
 এ লাগি ‘বৈষ্ণব’-পদ পৃথক-নির্দেশ ॥
 বুকিয়া সকল শ্রোতাগণ-নিবেদন ।
 পরে দীন-অস্ত্রাজাদি করাল্যা ভোজন ॥
 সাদরেতে খাণ্ড-ভায় কৈলা সন্তোষণে ।
 কুকুর-শৃগাল পক্ষি-কুম্মী-আদি গণে ॥
 এ-প্রকারে সর্বপ্রাণি-জাতি-তৃপ্তি দিয়া ।
 পরে সাধুসকলের আদেশ পাইয়া ॥
 মহাযজ্ঞশেষ সেই পরম মধুর ।
 মৃত্যু-নিবর্তক—সুখস্বরূপ প্রচুর ॥
 অমৃত খাইলা নিজ ভৃত্য-পরিবার ।
 কুটুম্বাদি-সহ হর্ষ হইয়া অপার ॥
 তবে শালগ্রামশিলা-কৃষ্ণাগ্রে আইলা ।
 তাঁরে সর্বকর্ম্মফল-সঞ্চয় অর্পিলা ॥
 সুখে দেব-ভগবানে করায়্যা শ্রবন ।
 উদ্ধত হইলা গৃহে গমন-কারণ ॥
 দূরে থাকি দেখি শ্রীনারদ মুনিবর ।
 মূনির সমাজে হৈতে উঠিয়া সত্ত্বর ॥
 ‘এই বিপ্রবধ্য মহা-বিষ্ণুপ্রিয়ত্তর’ ।
 বারবার এই কথা বলি মুনিবর ॥
 তাঁর আলাপনে মনে সত্ত্বর হইয়া ।
 বিপ্রোক্তের নিকটেতে গেলেন ধাইয়া ॥
 শ্রীকৃষ্ণ পরমোৎকৃষ্ট-রূপার ভাজন ।
 জনসকলের করিবারে বিখ্যাপন ॥
 কিঞ্চিৎ শ্রীকৃষ্ণের কৃপা-বিশেষ অধিকা ।
 চরম-কাষ্ঠার সে আশ্রয় শ্রীরাধিকা ॥
 তাঁর তত্ত্ব যতাপি আপনি হন জ্ঞাত ।
 তথাপি লোকেরে ব্যক্ত করিতে বিখ্যাত
 কৃষ্ণভক্তি-রসপানে আসক্ত লম্পট ।
 শ্রীনারদ মহাশয় কহেন সুষট— ॥
 হে ব্রাহ্মণকুলশ্রেষ্ঠ ! আপনি সে হন ।
 শ্রীকৃষ্ণের মহা-অনুগ্রহের ভাজন ॥
 যার এতাদৃশ ধন দ্রব্য উদারত্ব ।
 বৈভব ভগবদ্বর্ষ্য-সম্পাদন-তত্ত্ব ॥

এইক্ষেণে সব এই তীর্থে মহামতি ।
 দেখিছ সাক্ষাতে হৈবে স্বয়ং প্রকাশতি ॥
 এত শুনি মুনিবরে কহেন ব্রাহ্মণ— ।
 ওহে স্বামী ! এমত না হয় কদাচন ॥
 আশাতে কি শ্রীকৃষ্ণের রূপার লক্ষণ ।
 দেখিলে,—পরম তুচ্ছ আমি কিবা জন ॥
 কিবা বা দিবারে পারি,—আছে কি বৈভব ।
 ভগবানের তজন কোথা বা সম্ভব ॥
 কিন্তু যে দক্ষিণদেশে মহারাজা হয় ।
 শ্রীকৃষ্ণের রূপাপাত্র সেই ত নিশ্চয় ॥
 বার দেশে দেবালয় অনেক আছয় ।
 সর্বত্র তৈর্ধিক-ভিক্ষু অভ্যাগত-চয় ॥
 শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ অল্প স্নমধুরতর ।
 খাইয়া ভ্রমরে সুখী হয়্যা নিরন্তর ॥
 রাজধানী-সমীপে সুস্থিরে ককণায় ।
 ভগবান্ আছেন—সচ্চিদানন্দ-কার ॥
 নিত্য নবনব তথা পরম উৎসব ।
 প্রতিক্ষণ প্রিয়তম পূজাদ্রব্য সব ॥
 মহারাজা—দেশবাসী, বৈদেশিক আর ।
 সবারে সাদরে বিষ্ণুপ্রসাদ আহার— ॥
 করায়েন, তাহা লাগি নানানেশ হৈতে ।
 মহাপ্রসাদান্ন-উপভোগ-সুখ লৈতে ॥
 পুণ্ডরীকাক-দেবের দর্শন-লোভেতে ।
 আর সাধুজন-সঙ্ক-লাভের আশেতে ॥
 তথা আসি বিষ্ণুপরায়ণ সাধুগণ ।
 নিবসিয়াছেন নিরন্তর সুখিম ॥
 নরপতি দেব-বিপ্রগণেরে বিশেষ ।
 বিভাগ করিয়া দিয়াছেন সেই দেশ ॥
 কতু সেই দেশে উপদ্রব নাহি হয় ।
 নাহি কোনো শোক তথা আর কোনো ভয় ॥
 কুবির্য্যতিরেকে সর্ব শস্ত্র ভূমে হন ।
 অভিশাষমত বৃষ্টি হয় ত বর্ষণ ॥
 প্রিয় ফল মূল আর বস্তাদি সুলভ ।
 আপন-আপন ধর্ম্মে রত প্রজাসত ॥
 কৃষ্ণপরায়ণ সবে অতি সুখিম ।
 পুত্রমত রাজ-আজ্ঞা করয়ে পালন ॥
 এতাদৃশ অল্পময় রাজ্যাদিবৈভবা ।
 বিষ্ণু আর বৈষ্ণবের সেবা-সুপ্রভবা ॥
 থাকিতেহ অহঙ্কার-শূন্য নিরন্তর ।
 নীচযোগ্য সেবার ভজয়ে চক্রধর ॥
 গৃহ-যজ্ঞ-লেনন আদি কর্ম্ম ।
 করে প্রেমে অচ্যুতের প্রিয় সাধুধর্ম্ম ॥

কৃষ্ণ-অগ্রে নানাবিধ নামসংকীর্ণনে ।
 দিব্য গীত স্তোত্র বাস্তব করয়ে আপনে ॥
 তাই ভাষ্যা পুত্র পৌত্র ভৃত্য বন্ধু আর ।
 পুরোহিত স্বজন বৈষ্ণব সব সার ॥
 সকল-সহিত নাচি গাই কৃষ্ণগুণ ।
 তোষয়ে প্রভুরে ভক্তিভাবেতে নিপুণ ॥
 কৃষ্ণভক্তি-অমুবর্ত্তি গুণ সমুদায় ।
 কতেক বা জানি সংখ্যা কহিতে কথায় ॥
 এই সব কহিলাম রূপার লক্ষণ ।
 ইথে ভগবানের রূপার পাত্র হন ॥
 সেই মহারাজ মহাশয় সুনিশ্চিত ।
 আমি অতি নীচ, হাড় যোর প্রশংসিত ॥
 শুন তাই শ্রোতাগণ ! হয়্যা সাবধান ।
 বিপ্র হৈতে ক্ষত্রিয়ের মহিমা-আখ্যান ॥
 বিষ্ণুভক্তি লাগি ইহা জানিবে বিশেষ ।
 তদভাবে ব্রাহ্মণেরো নীচতা অশেষ ॥
 সর্বশাস্ত্রান্বিতে ইহা আছে প্রকাশিত ।
 ক্রমে অগ্রে ব্যক্ত হবে—দেখহ নিশ্চিত ॥
 তবে নৃপবরে দেখিবারে সেই দেশে
 চলিলেন শ্রীনারদ মনের আবেশে ॥
 দেখিলেন সেই দেশে প্রজা ষে-সকল ।
 দেবপূজা-উৎসবেতে আসক্ত সফল ॥
 হর্ষে বাজাইয়া বীণা রাজধানী গিয়া ।
 বিপ্র-উক্ত হইতেহ অধিক দেখিয়া ॥
 মহারাজ-নিকটেতে বাইয়া তখন ।
 শ্রীনারদ মুনিবর বলেন বচন—
 তুমি শ্রীকৃষ্ণের রূপাপাত্র সে বাহার ।
 এতাদৃশ রাজ্য আর বৈভব-বিস্তার ॥
 স্বর্ঘ্যাদি-পরায়ণ সর্বপ্রজাগণ ।
 গুণ—সর্বক্ষেত্রে বিষ্ণুভক্তি-প্রবর্ত্তন ॥
 ধর্ম্ম—ভিক্ষুকাদিজন অন্নাদিক-দান ।
 অর্থ—বিষ্ণুপূজা-দ্রব্য-সাধন-আখ্যান ॥
 রাজ্য-বৈভবান্তে কাম উৎকৃষ্ট সদায় ।
 মোক্ষের সাধক জ্ঞান মিলিত তোমার ॥
 ভক্তিপ্রেমে শ্রীবিষ্ণুর সদা সেবা কর ।
 অন্তর্য্যব তোমাতে কৃষ্ণের রূপাত্তর ॥
 বৈভবাদি বিস্তারিয়া কহি পুনঃপুন ।
 আলিঙ্গন করিলেন রাজ্যারে নিপুণ ॥
 মহারাজা নিজ শ্লাঘ্য শুনি অতিশয় ।
 নোরাইলা মতক লজ্জায় মহাশয় ॥
 পাণ্ড-অর্ঘ্য-আদি দ্রব্যে পূজি মুনিবরে ।
 করণ্টু হই কিছু নিবেদন করে—

আমি অন্নামুখ আর অত্যন্ন ঐশ্বর্য ।
 অন্ন পদ আমার এ—মহুব্য অঐশ্বর্য ॥
 স্বধর্ম্মাঙ্গি-পরাধীন—তবেতে আক্রান্ত ।
 তাগত্ব-দুঃখেতে সর্বদা হই শ্রান্ত ॥
 'কৃষ্ণ-অনুগ্রহ আছে'—এই যে বচন ।
 তাহাতে অযোগ্য আমি হই সর্বক্ষণ ॥
 কৃষ্ণের করুণাপাত্র কেমন প্রকারে ।
 মানিতেছ আপনি আমারে অবিচারে ॥
 নিশ্চয় কহিয়ে—যেই সব দেবগণ ।
 বিষ্ণুভগবানের দয়ার পাত্র হন ॥
 মহুব্যের পূজ্যমান—তেজোময়-কায় ।
 নিম্পাপ, সাত্ত্বিক, দুঃখরহিত সদায় ॥
 সুখময়, নিজেছায় আচার গমন ।
 ভক্ত-ইচ্ছায়ত বর দেন সর্বক্ষণ ॥
 বাহাদের ভোগ্য হয় অমৃত নিশ্চয় ।
 মৃত্যু-রোগ-জর-দুঃখ-আদি যে হয় ॥
 যতাপি নাহিক ক্ষুধা-তৃষ্ণার উদয় ।
 বিনা-বস্ত্রে আসিয়া তথাপি সন্তোষয় ॥
 ভারতবর্ষেতে করি সুপুণ্য সঞ্চয় ।
 যেই স্বর্গ মহুব্যগণের লাভ হয় ॥
 সেই স্বর্গে মহাতাগ্যবলে দেবগণ ।
 নিবাস করেন, মুনি ! কি কব কথন ॥
 অতএব মহুব্য হইতে দেবগণ ।
 বিষ্ণুর দয়ার পাত্র—কর নিরীক্ষণ ॥
 যেহেতুক অন্ন আয়ুঃ মহুব্য-সবার ।
 বহু আয়ুঃ—দেব করি অমৃত আহার ॥
 মহুব্যের নিত্য পূজনীরের কারণ ।
 মহত ঐশ্বর্য্যযুক্ত নিরন্তর হন ॥
 বহুদাতা—ভক্তের ইচ্ছায় বরদানে ।
 পরম স্বাধীন লাগি স্বচ্ছন্দ-গমনে ॥
 ওহে মুনি ! সেই সব দেবগণ-মাঝে ।
 দয়ার বিশেষ পাত্র—ইন্দ্র দেবরাজে ॥
 অনুগ্রহ-নিগ্রহে সামর্থ্য অতি ধরে ।
 দেবগণ হইতে অধিক দান করে ॥

ভক্তের ইচ্ছায় দেবগণ দেন বর ।
 আকাঙ্ক্ষার অধিক সে দেন পুরস্কার ॥
 রক্ষণ বৃষ্টির ধারে লোকের জীবন ।
 সত্য ত্রেতা ষাণ্ময় কলি যে চারি গণন ॥
 তার একান্তুরি ব্যাপি ত্রিলোক-ঈশ্বর ।
 সার্বভৌম-রাজাগণের যে দুলা তত্তর ॥
 কর্ষেতে অবশ্য ছিদ্র আছে সম্ভাবনা ।
 তাহে শত অশ্বমেধ ছুস্কর গণনা ॥
 তাধে শত অশ্বমেধ না হয় পর্যাণ্ডি ।
 অতএব দুর্লভ ইন্দ্রের পদপ্রাপ্তি ॥
 যার উচ্চৈঃশ্রবা হয়, গজ ঐরাবত ।
 সিদ্ধমথনেতে জন্ম পাইল মহত ॥
 গাবী কামধেনু, উপবন সে নন্দন ।
 যাহে পারিজাত-আদি কামের পূরণ ॥
 আর কল্পবৃক্ষগণ কামরূপধর ।
 কল্পলতা সব তাহে কামদাতাতর ॥
 যাহাদের একপুষ্পে—যেন বাঞ্ছা যার ।
 বিচিত্র বাজনা, বৃত্ত্য, গান, অলঙ্কার ॥
 শয়ন-আসন-ধন-জ্ঞান-আদি যত ।
 সুন্দর-রূপেতে সিদ্ধ হয় নানামত ॥
 আর কি কহিব তার সৌভাগ্য অপার ।
 বামন-রূপেতে বিষ্ণু ছোট ভাই যার ॥
 অমুরাদি হইতে আপদ হয় বত ।
 স্বয়ং শ্রীবিষ্ণু রক্ষা করেন নিয়ত ॥
 যার বিস্তারিত পূজা সাক্ষাৎ স্বীকারি ।
 হর্ষ দেন আপনি বামন-রূপ-ধারী ॥
 অপর মহিমা সব কহিব কতেক ।
 মুনিবর ! আপনি ত জানেন প্রত্যেক ॥
 প্রথম-অব্যায়-কথা হৈল সমাপন ।
 মূল আর টীকাতে করিলা যে লিখন ॥
 যথামতি বিবরিয়া করিখু লিখন ।
 শোধিবেন রূপা প্রকাশিয়া সাধুগণ ॥
 শ্রীল-সনাতন-পরে করিয়া প্রশংসিত ।
 দাস জয়গোবিন্দ মাগিয়ে অবগতি ॥

ইতি শ্রীভাগবতায়ুতে ভগবৎকৃপাভর-নির্দারখণ্ডে

ভূমিশব্দীয়ো নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

আত্মাধ্যয়েহত্র কৃষ্ণা পৰমশ্রেষ্ঠনির্ণয়ে ।

মৰ্ত্যোৎকর্ষাপকর্ষৌ চ নীচোচ্চাপেক্ষয়োদিতৌ ॥ •

আহাধ্যয়ে দ্বিতীয়ে তু তর্থেবেদ্য-স্বয়ভূবোঃ ।

উৎকর্ষমপকর্ষঞ্চ নিকৃষ্টোৎকৃষ্টবীক্ষয়া ॥ • ॥

জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ ।
জয়ানৈষতচক্রে জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
পরীক্ষিত কহেন—তখন মুনিবর ।
প্রশংসিয়া সেই মহারাজে বহুতর ॥
গমন করিয়া স্বর্গে দেখে সভামাঝে ।
দেবগণে পরিবৃত শ্রীবিষ্ণু বিরাজে ॥
গরুড়ের পৃষ্ঠেতে আছেন সুখে বসি ।
শুব করে বৃহস্পতি—প্রভৃতি মহর্ষি ॥
বিচিত্র সে কল্লতরু—পুষ্পমালা আর ।
বিলেপন বসন নানান অলঙ্কার ॥
পাশ্চ-অর্ধ্য-আদি চতুঃষষ্টি উপচারে ।
পূজা করে অমৃতাদি দিব্য উপহারে ॥
অদ্বিতি কোমল-হস্ততল-স্পর্শাদিতে ।
লালন করেন অতি আনন্দিত-চিত্তে ॥
শ্রীবামনদেব প্রিয় সুবাক্য কহেন ।
দেবগণে মহাশ্বষিগণে হর্ষ দেন ॥
সিদ্ধ বিভাধর আর গন্ধর্ব্ব অপ্সর ।
যোড-করে করে পরে শুব বহুতর ॥
জয়শব্দ বাতগীত নৃত্য বিস্তারিয়া ।
দিতেছেন পরিতোষ সকলে মিলিয়া ॥
তুলিয়া দক্ষিণ হস্ত—উচ্চস্বর করি ।
আপনি বামনদেব কহেন বিবরি— ॥
ভয় না করিহ দৈত্য হৈতে কদাচন ।
তাহাদিগে মারি তোমা কারব রক্ষণ ॥
কীৰ্ত্তি-নাম নিজ রমণীর সমর্পিত ।
তাস্থল চর্ষণ করিছেন কৌতুকিত ॥
যজ্ঞপিত্র নারদের মুখ্য প্রয়োজন ।
পূর্ব-উজ্জ্বল-রীতে ইন্দ্র-সহ সভাষণ ॥
বিষ্ণুর দর্শন নহে হৈবে প্রয়োজন ।
তথাপিহ যতেক আছেয়ে দেবগণ ॥
সকলের প্রধান আপনি ভগবান্ ।
এ মহাশক্তি ক্ষিত্তিলে সর্বত্র ব্যাখ্যান ॥

এইহেতু দৃষ্টি নিজ স্বভাব করেন ।
প্রথমত প্রধানেন্তে হয় সে পতন ॥
ইহাতেই ইন্দ্রে তাঁর দয়ার বিশেষ ।
বোধ করাইলা,—এই জানিবা উদ্দেশ ॥
অগ্রে ব্রহ্মলোকেতেহ হবে এইমত ।
তথাও সিদ্ধান্ত ইহা বুঝ প্রকাশিত ॥
দেখিলেন ইন্দ্রকেহ বিষ্ণুর মহিমা ।
ভক্তবাৎসল্যাদি গুণ যতেক অসীম ॥
আপন-বিষয়ে যত উপকারগণ ।
করিছেন মুহূর্হু আপনি কীর্ত্তন ॥
ত্রিলোকের রাজত্ব ঐশ্বর্য ধন-জন ।
বলি হৈতে ছলে লই করিলা অর্পণ ॥
এতাদিক নিজ প্রতি যত উপকার ।
মহাহর্ষভরে করে বর্ণন বিস্তার ॥
সহস্র নয়ন হৈতে বহে অশ্রুধার ।
শোভিত সহিত ছত্র মালা অলঙ্কার ॥
শ্রীবামনদেব পার্শ্বে আপন আসনে ।
বসিয়া আছেন সহ সম্পদ-বাহনে ॥
ততঃপর নিজাবাসে গেলা শ্রীবামন ।
ইন্দ্র কথদূর করি পশ্চাৎ গমন ॥
ফিরিয়া সভার মধ্যে করিলা গমন ।
তখন নারদ তাঁর কৈলা প্রশংসন ॥
বিষ্ণুর সম্মুখেতে অস্ত্রের প্রশংসন ।
যোগ্য নহে—এহেতু না কহিলা তখন ॥
হবে জয়-আশীর্বাদ-দ্বারেতে তাহার ।
প্রশংসা করিয়া কহিছেন সমাচার— ॥
শ্রীকৃষ্ণের অনুকম্পা সতত তোমাতে ।
যেহেতুক ব্যক্তরূপে দেখিয়ে সাক্ষাতে ॥
চন্দ্র, সূর্য্য, যম, বশু, আর যে পবন ।
তব আজ্ঞাকারী সর্ব লোকপালগণ ॥
আর কি বলিব—আমা আদি মুনিগণ ।
বশীভূত নিরন্তর দেখ বিলক্ষণ ॥

জগদীশ বলিয়া করেন শ্রুতিগণ ।
 স্বর্গাধর্মকলদাতা তোমারে স্তবন ॥
 সর্বলোকেশ্বরের কি কথা বিচার ।
 প্রপঞ্চাভীতেহ দেখি ঐশ্বর্য তোমার ॥
 কি আশ্চর্য যে তোমার ভ্রাতা নারায়ণ ।
 সর্বজীবেশ্বরের ঈশ্বর যিহ হন ॥
 তাথে সহোদর পুন কনিষ্ঠ হখেন ।
 জ্যেষ্ঠের সম্মানরূপ সদ্ধর্ম মানেন ॥
 বাক্যপ্রতিপালনাদি গৌরব নানান ।
 সর্বদা আপনি বিষ্ণু করেন বিধান ॥
 ইচ্ছা সৌভাগ্য সব এইত প্রকার ।
 কহিয়া, প্রশংসা মূনি করে বারবার ॥
 বীণা বাজাইয়া শ্লাঘা মানিয়া তাঁহার ।
 নাচেন শ্রীদেবখ্যি স-হর্ষবিস্তার ॥
 করি অভিবাদন মুনিরে লজ্জাবৃত ।
 মৃদুস্বরে ইন্দ্ররাজ কহেন প্রস্তুত— ॥
 সঙ্গীতকলার ওহে সুপণ্ডিতবর ! ।
 মিথ্যা-স্তুতি-ধারে মোরে উপহাস কর ॥
 এই স্বর্গরাজ্যের বৃত্তান্ত অবিকল ।
 আপনি কি না জানেন—কব কি বিফল ॥
 এই স্বর্গ হইতে সে কতকতবার ।
 দৈত্যভয়ে পলাইয়া সহ-পরিবার ॥
 তপস্বি-আদির বেশে আচ্ছন্ন হইয়া ।
 মর্ত্যালোকে নিভতেতে ছিনু লুকাইয়া ॥
 পুনঃপুনঃ উপদ্রব হয় অতিশয় ।
 তাথে মর্ত্য হৈতে স্বর্গ-উৎকর্ষতা নয় ॥
 স্বচ্ছন্দ-আচার-গতি এই যে উৎকর্ষ ।
 কহিলে, তাহাও নহে—হেতু ভয়-শর্শ ॥
 স্বর্ঘ্য-আদি লোকপাল যম আঙ্কাকারী ।
 এই যে কহিলে, তাহা শুনহ বিবরি ॥
 বলি ইন্দ্র হইয়া—অমুর-সভাকারে ॥
 নিয়োজিল স্বর্ঘ্য-চন্দ্র-আদি-অধিকারে ॥
 আপনি যজ্ঞের ভাগ করিল ভোজন ।
 আমাদের হৈল ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মরণ ॥
 অমৃতভোজনদ্বারা কি আছে মহিমা ।
 লোকপাল আঙ্কাকারী—কোথা বা গরিমা ॥
 তার পর আমাদের পিতামাতা দুহে ।
 করিলা তপস্বী—দৃঢ় বিস্তার-সমুহে ॥
 তাহে বহুকাল মোরা দুঃখভোগ কৈল ।
 পরে কথোদিনে হরি সন্তোষিত হৈল ॥
 অংশমাত্রে হইলেন ভ্রাতা সে আমার ।
 স্বয়ং নারায়ণ ভ্রাতা—কহ কি প্রকার ॥

তথাপি সে সব শক্রনাশ না করিয়া ।
 কেবল সে আমাদের লজ্জা বিস্তারিয়া ॥
 প্রথমে বামন-রূপে স্বপাদ-প্রমিত ।
 তিন পদ ভূমি তিক্তা করিলা নিশ্চিত ॥
 পশ্চাৎ বিরাট-রূপ করি আবির্ভাব ।
 তিন লোক আক্রমিলা—তাজিরা স্বভাব ॥
 বলি হৈতে এই ছলে লৈয়া রাজ্যভর ।
 সমর্পিলা আমারে,—এ হয় লজ্জাকর ॥
 মনুষ্যের নিজ পূজ্য হয় স্বর্গ-সব ।
 এই যে কহিলে, তাহা নহে অমৃতবর ॥
 অহঙ্কার-অনুযাদি আছে দোষগণ ।
 অতএব সাত্ত্বিকতা নাহি কদাচন ॥
 বিশ্বরূপ-বৃদ্ধ-আদি-বধেতে উৎপন্ন ।
 ব্রহ্মহত্যালাগি কোথা নিম্পাপ-সম্পন্ন ॥
 সদা স্বর্গ হৈতে অধঃপাত-ভয় হয় ।
 তাথে না আদর করি দেহ তেজোময় ॥
 যথা একাদশস্কন্ধে (ভাঃ ১১।১০।২০)—

কো স্বর্ঘ্যঃ স্ত্রুয়ন্তোনং কামো বা মৃত্যুরস্তিকে ।
 আঘাতং নীয়মানস্ত বধ্যস্তেব ন তুষ্টিদঃ ॥ ১০ ॥
 অর্থ কিম্বা অভিলাষ দিবে কিবে সুখ ।
 যেহেতুক মৃত্যু আছে নিকটে সমুখ ॥
 যারে লয় বাক্সিয়া ছেদন করিবারে ।
 যুবতী-সম্পত্তি-আদি কিবা সুখ তারে ॥
 এসব প্রকারে মনুষ্যের সাম্য প্রায় ।
 নিত্য পূজ্য নহে—এই গৃঢ় অভিপ্রায় ॥
 মোর প্রতি দেবগণ হইতে অধিক ।
 করুণা কদাচ নহে—শুন সম্প্রতিক ॥
 উপেক্ষের বিশেষত উপেক্ষা জানিহ ।
 তাহার কারণ কহি বিস্তারিয়া ইহ— ॥
 সুধর্ম-নামেতে দেবসভা যে আছিল ।
 আর পারিজাত—দুই মর্ত্যালোকে নীল ॥
 মরণ-ধর্মের শীল—মর্ত্যলোক হয় ।
 তাহে সুধর্মাদি লওয়া উপযুক্ত নয় ॥
 ইহাতে আমার প্রতি উপেক্ষা কেবল ।
 জানিবে,—বিস্তারি আর কি কব সকল ॥
 শ্রীমদাদি গোপ মোর পূজা চিরকাল ।
 করিত, নাশিলা তাহা শ্রীগোবিন্দ ভাল ॥
 সেই সব দ্রব্য পুনঃ গোপগণ লৈয়া ।
 পূজিলেন গোবর্ধনে—যত্ববান হৈয়া ॥
 মোর শ্রিয়তম বন—অখণ্ড ঝাণ্ডব ।
 অর্জুনের দ্বারা দাহ করাইলা সব ॥

তিন-লোক-গ্রাসকারী বুজানুর হয় ।
 তার বধ-হেতু পূর্বে প্রার্থনা-নিচয় ॥
 করিলাম, তাথে স্বয়ং উদাসীন হৈলা ।
 সে-বিষয়ে মোরে মাত্র প্রেরণ সে কৈলা ॥
 অমরাবতী মোর পুরী করিয়া ভঞ্জন ।
 রচিলেন সর্বোপরি আপন ভবন ॥
 ব্রহ্মলোক-উপরেতে 'শ্রীবৈকুণ্ঠ' নাম ।
 নুতন সচ্চিদানন্দঘন পরং ধাম ॥
 যদি কহ—কোট-সিন্ধু-গভীর-আশয় ।
 গ্রিহ হন, সদা ছুক্তিতর্ক্য-লীলাময় ॥
 পরদুঃখকাতর—করুণা প্রকাশিয়া ।
 করেন সকল, ইহা মাত্রে নিজ হিয়া ॥
 সত্য, কিন্তু যদি তিহ প্রসন্ন হইয়া ।
 আপনি সাক্ষাৎ হন কৃপা প্রকাশিয়া ।
 আমাদের পূজাসব করেন স্বীকার ।
 তবেত পারিয়ে মোরা সহ করিবার ॥
 তাহাসব দূরে থাকু, তাঁহার দর্শন—!
 প্রত্যহ না পাই মোরা, কি কব কখন ॥
 মাতা-পিতা দুহাকার যেই আরাধন ।
 পূর্বজন্মে ইহজন্মে অতি অগগন ॥
 তার বলে—বৃহস্পতি-আগ্রহেতে আর ।
 আমাদের পূজামাত্র করেন স্বীকার ॥
 সেইকণে আমাদের অশক্য দর্শন ।
 আপনার স্থানে প্রভু করেন গমন ॥
 বহুস্তবাদিতে মহাশয় পুনর্বীর ।
 আসি আমাদের পূজা করেন স্বীকার ॥
 এই লাগি কহ তুমি—'অমুগ্রহপাত্র' ।
 তাহাতে কহিয়ে কিছু শুন মূনি মাত্র ॥
 আমা-সকলের প্রতি করিয়া বঞ্চন ।
 কহেন বামনদেব আদেশ-বচন— ॥
 যেকালপর্য্যন্ত আমি এথা না আসিব ।
 তাবত করিবে পূজা ব্রহ্মা কিম্বা শিব ॥
 যে-কারণে তাঁরা আমাটহেতে ভিন্ন নন ।
 একমুহুতি তিন—ব্রহ্মা বিষ্ণু ঋদ্ধ হন ॥
 ইত্যাদি শাস্ত্রের বাক্য হইলে বিশ্বস্ত ।
 দেখখ কেবল ইহা বঞ্চনা বিজ্ঞত ॥
 অনন্তগতিক মোরা,—বিষ্ণুপাদদ্বয় ।
 বিনা অন্ন উপাসনে রুচি নাহি হয় ॥
 ইহা ভালমতে স্বয়ং জানিয়াও মনে ।
 'এক! মুক্তিপ্রদো দেবাঃ' শাস্ত্রের বচনে ॥
 অস্ত্রের পূজায় যে করেন প্রবর্তন ।
 কেবল মোদের প্রতি তাঁহার বঞ্চন ॥

যদি কহ—তাঁর পার্শ্বে করহ গমন ।
 তাহাতে কহিয়ে শুন সাবধান-মন ॥
 তাঁর বাসস্থান আশ্চর্য্য-মুনিগণে ।
 আশ্চর্য্যেরো হয় সদা দুর্লভ-গমনে ॥
 কখন বৈকুণ্ঠে কভু ব্রহ্মলোকে বাস ।
 কদাচ স্ত্রীরোদ-মাঝে করেন প্রকাশ ॥
 সপ্রতিক দ্বারকায় আবাস তাঁহার ।
 তাহাও নিয়ত নহে, শুনহ বিস্তার ॥
 কদাচিত পাণ্ডব-আলয়েতে নিবাস ।
 তার পূর্বে মথুরায় আছিল প্রকাশ ॥
 তাহার পূর্বেতে পুন গোকুলনগরে ।
 সেখানেহ ফিরে বনে হৈতে বনাস্তরে ॥
 অনিয়ত পরম রহস্য বাস লাগি ।
 আমাদের গমনের নহে কভু ভাগি ॥

তত্ক্ষণে প্রথমস্কন্ধে (ভাঃ ১।১১।১)—

বহুপূজাক্ষাপসসার ভো ভবান্.
 কুরুন মধুন বাথ স্নহদ্বিদৃক্ষ্যা । * ॥ ইতি ।
 এইসবপ্রকারেতে তাঁহার দর্শন ।
 দুর্লভ,—কোথায় তাঁর কৃপার লক্ষণ ॥
 ব্রহ্মপুত্র-শ্রেষ্ঠ হে নারদ মহাশয় ! ।
 সনকাদি হৈতে ভক্তিবিশেষে নিশ্চয় ॥
 আপনার পিতারে জানিহ স্মৃতিশ্চয় ।
 শ্রীহরির অমুগ্রহপাত্র মহাশয় ॥
 যেহেতুক তিহ লক্ষ্মীকান্তের সন্তান ।
 ইহাতে কহিলা এক ভাবের সন্ধান ॥
 বিষ্ণু-নাভিপদ হৈতে ব্রহ্মাত জন্মিলা ।
 লক্ষ্মীগর্ভ হৈতে নাহি জন্ম সে লভিলা ॥
 তথাপিহ বিষ্ণুপুত্র-হেতু অভিমত ।
 লক্ষ্মীহ জানেন তাঁরে নিজপুত্র-মত ॥
 ইহাধারা বুঝাইলা ব্রহ্মার সম্পত্তি ।
 নিঃশেষে যাহাতে নাহি এদাপি বিরক্তি ॥
 যার একদিনে মনস্তরাদিতে যুক্ত ।
 আমাতুল্য চতুর্দশ ইন্দ্র হয় ভুক্ত ॥
 সত্যাদিক-চারিষ্যুগ সহস্রপ্রমাণ ।
 যার দিন, পুন রাত্রি এই পরিমাণ ॥
 এ দিবা-রাত্রির তিনশত-বাটি-মানে ।
 যেই এক বৎসর হয় ত পরিমাণে ॥
 হেন শতবর্ষ যার আয়ুর গণন ।
 শুনিয়াছি—নাহি জানি অজায়-কারণ ॥
 লোক আর লোকপালগণ-সৃষ্টিকারী ।
 প্রাজাপত্য-ইন্দ্রাদি দেন অধিকারী ॥

যজ্ঞাদি-প্রবর্ত্ত দ্বারা জীবের পালক ।
 পাপপুণ্যফল-সুখ-দুঃখ-প্রদায়ক ॥
 নিজ দিবসেতে এই সকল ব্যাপার ।
 রাত্রি হৈলে পুনরায় করেন সংহার ॥
 সহস্র-মন্তক-অক্ষি-অবয়ব-বান্ ।
 জগত-আশ্রয় মহাপুরুষ-আখ্যান ॥
 প্রথমেতে ব্রহ্মা ধ্যানে হৃদয়ে দেখিলা ।
 নানামত স্তব-গোত্র তাঁহারে করিলা ॥
 আজ্ঞা পাই সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত হইলা ।
 আপন মানস বর ব্রহ্মা যে মাগিলা—॥
 আমার ভুবনে ভগবান্ হে দেখর ।।
 এইরূপ সাক্ষাৎ হইয়া বাস কর ॥
 স্বীকার করিয়া তাঁহা করিছেন বাস ।
 যজ্ঞভাগ সমৃদ্ধ করেন সদা গ্রাস ॥
 আনন্দ করেন তত্রবাসি-সবাকারে ।
 সহস্রসহস্র যুক্তি এই ত প্রকারে ॥
 শ্রীকৃষ্ণের কৃপাস্পদ সেই ব্রহ্মা হন ।
 কৃপা শাস্ত্র করি তাহে কি আর কখন ॥
 আপনি শ্রীকৃষ্ণ তিহু হইয়ে নিশ্চয় ।
 শ্রুতি-স্মৃতি-বাক্যোক্তে প্রসিদ্ধ ইহা হয় ॥

চতুর্থস্কন্ধে (ভাঃ ৪।৭।৫১)—

ত্রয়াণামেকভাবানাং যো ন পশুতি বৈ ভিলাম্ ।
 সৰ্ব্বভূতায়নাং ব্রহ্মণ স শাস্তিমধিগচ্ছতি ॥ ১ ॥
 তুমিহ জানহ আরো মহাত্ম্য তাঁহার ।
 সেই-লোকবাসি-সকলেরো সুবিস্তার ॥
 পরীক্ষিত কহেন—শ্রীহৃদ্ধের বচন ।
 তুমি, 'সাদুসাধু' বলি উঠিলা তখন ॥
 শীঘ্র ব্রহ্মলোকে মূনি গমন করিলা ।
 মহৎ যজ্ঞের তথা বিস্তৃতি দেখিলা ॥
 ব্রহ্মস্ববিগণ করে বেদ-উচ্চারণ ।
 তাহাতে প্রসন্ন পরমেশ্বর তখন ॥
 মহাপুরুষরূপক জটা-বিভূষিত ।
 সহস্রমন্তক ভগবান্ শ্রী-সহিত ॥
 আবির্ভূত হয়! যজ্ঞভাগের গ্রহণ ।
 করি, যজ্ঞকারিদিগে দেন আনন্দন ॥
 ব্রহ্মার আত্মাদ-জন্ত দ্রব্য নিবেদিত ।
 সহস্রহস্তে মূখসহস্রে অর্পিত ॥
 ভোজন করিয়া—দিয়া মনোমত বর ।
 নিজাগৃহে গমন করিলা সে সত্তর ॥
 করিতে লাগিলা লক্ষী পানসম্বাহন ।
 লীলাক্রমে করিলেন নিজার গ্রহণ ॥

অন্তর্যামিক্রমে দত্ত তাঁর আজ্ঞা পায়্যা ।
 ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ডের কার্য্যাচরণ লাগিয়া ॥
 আসি নিজালয়ে বসি পারমেশ্বাসনে ।
 নিজপ্রভু-মহিমার আখ্যান-প্রবণে ॥
 অষ্টনেত্রে অশ্রুধারা বহে অনিবার ।
 সেবিত বিচিত্র পরমৈশ্বর্য্যোপহার ॥
 নারদ আপন-পিতা-নিকটে আসিয়া ।
 কহিতে লাগিলা দণ্ডবৎ প্রণমিয়া—॥
 হরির রূপার পাত্র হন মহাশয় ।
 নিশ্চয় জানিল—হৈতে নাহিক সংশয় ॥
 প্রজাপতি-পতি সৰ্ব্ব-লোক-পিতামহ ।
 একম করহ সৃষ্টিস্থিতি লয়-সহ ॥
 ব্রহ্মাণ্ডের দেখর—স্বয়ম্ভূ নাম ধীর ।
 নিত্য অবিরাম শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য-বিস্তার ॥
 ইন্দ্রাদির মত প্রলয়েহ কদাচিত ।
 ঐশ্বর্য্যের ব্রংশত নাহিক স্নানশিত ॥
 যে তোমার চতুর্মুখ হৈতে প্রকাশিত ।
 পুরাণ-নিগম-আদি অর্থপ্রবোধিত ॥
 মূর্ত্তিমন্ত সভার আছেন বিদ্যমান ।
 আছয়ে অখিল-জ্ঞানসংপত্তি-প্রমাণ ॥
 সম্পূর্ণ বিস্তৃত স্বধৰ্ম্মাচরণ করি ।
 মদাদি-রহিত সাধুজন যজ্ঞাচারি ॥
 তব লোক পায়্যা সুখে করয়ে যাপন ।
 যাহার উপর নাহি ব্রহ্মাণ্ডে ভূবন ॥
 নারায়ণদেব-লোক অতি প্রকাশিত ।
 বৈকুণ্ঠাখ্যায়াম যার মধ্যে বিরাজিত ॥
 সেই ধামে নিত্য মহাপুরুষবিগ্রহ ।
 সাক্ষাত করেন বাস করি অহুগ্রহ ॥
 তব যজ্ঞভাগ করি আপনি ভোজন ।
 সেই ফলে বরদান করেনাহুক্ষণ ॥
 পূর্বে অবেষণ আর আয়াস বিস্তরে ।
 যাহার উদ্দেশ না পাইলে যত্নপরে ॥
 তপস্বী করিয়া বহু—ক্ষণমাত্র তাঁর ।
 পাইলা দর্শন হৃদিমধ্যে একবার ॥
 এক্ষণে সাক্ষাৎ তব গৃহে নিবসয় ।
 অতএব সত্য কৃষ্ণপ্রিয় মহাশয় ॥
 যদি কহ—সহস্র-মন্তক জনাধিন ।
 করিছেন গৃহমধ্যে এক্ষণে শয়ন ॥
 অল-অল্ল বহু রূপ আছয়ে তাঁহার ।
 তুমি চতুর্মুখ—তাঁহা হৈতে ত্রিাকার ॥
 কহিতে নারিবে তুমি ঐযত বচন ।
 লীলাক্রমে নানাদেহ করহ ধারণ ॥

এইমত ব্রহ্মার মাহাত্ম্য সুবিহিত ।
 স্বয়ং যা দেখিলা,—আর ইন্দ্রের কথিত ॥
 শাস্ত্রদ্বারা আর যাহা আছিলেন জ্ঞাত ।
 বিস্তারি কহিয়া প্রণমিলা ভক্তি-সাত ॥
 এইরূপ নারদের কথিত বচন ।
 চতুর্মুখ ব্রহ্মা তবে করিয়া শ্রবণ ॥
 চারিহস্তে অষ্ট-কর্ণ আচ্ছাদন হেতু ।
 অত্যন্ত হইয়া ব্যগ্র ব্রহ্মা ধর্মসেতু ॥
 ‘আমি দাস আমি দাস’ কহে বারবার ।
 অশ্রব্য শ্রবণে হৈল ক্রোধের সঞ্চার ॥
 বয়েতে করিয়া সেই ক্রোধ-সম্বরণ ।
 স্বপুত্রে কহেন তবে সাক্ষেপ বচন— ॥
 প্রতি-স্মৃতি-বচনেতে—মুক্তিধারা আরে ।
 বাল্যকাল হইতে পুনঃপুন সুবিচারে ॥
 আমি নহি কদাচন রক্ষা ভগবান্ ।
 তোমাতে প্রবেশ কিবা না দিল প্রমাণ ॥
 সেই ত কৃষ্ণের শক্তি মহামায়া হয় ।
 দাসীতুল্যা—ঈশ্বরের পথে সদা রয় ॥
 নিজগুণে সমুদ্র-তমের সঞ্চারে ।
 জগতের করে সৃষ্টি পালন সংহারে ॥
 আমরা সকলে সেই মায়ার অধীন ।
 তাহা হইতে মোহিত আছিগে রাত্রিদিন ॥
 তুমিও হইয়া কৃষ্ণমায়াতে মোহিত ।
 এমত কহিছ বাক্য,—জানিহু নিশ্চিত ॥
 সেই মায়ামোহিত-কারণ সুবিচারে — ।
 কৃষ্ণকুপালেশমাত্র না জান আমারে ॥
 তাঁহার মায়ায় সদা জগতের আমি ।
 গুরু প্রভু পিতামহ সৃষ্টিকর্তা স্বামী ॥
 কৃষ্ণ-নাভিপদ হৈতে উদ্ভব আমার ।
 কিন্তু মহা-অভিमानে বিনাশ-প্রকার ॥
 ব্রহ্মাণ্ডসম্বন্ধি যেই আবশ্যকাপার- ।
 ব্যাপারের বিচারেতে বিহ্বল আমার ॥
 আমার যে ব্রহ্মলোক—ইহার বিনাশ ।
 নিকট জানিয়া চিন্তাকুলে সহতাশ ॥
 মহাকাল হৈতে আমি নিরন্তর ভীত ।
 মুক্তি-ইচ্ছা কেবল করিয়ে সুনিশ্চিত ॥
 ইথে প্রজাপতিদ্বাদি মহা অভিমান— ।
 দোষহেতু নহে কৃষ্ণকুপার নিধান ॥
 নাভিপদ হইতে উদ্ভব যে কহিল ।
 ইথে ‘স্বয়ংভূত’-নিরাকরণ হইল ॥
 ব্রহ্মাণ্ডের কার্যে বশীভূতের কারণ ।
 বেদবক্তা হইয়াহ ন কুপালক্ষণ ॥

ব্রহ্মলোক-বিনাশ ভয়েতে সদা ব্যস্ত ।
 ইথে হইল নিজলোকোৎকর্ষতা নিরস্ত ॥
 মহাকাল হৈতে ভীত,—এই যে, কহিল ।
 দীর্ঘ পরমায়ু ইহা নিরস্ত হইল ॥
 অতএব মুক্তি-লাগি কৃষ্ণের পূজনে ।
 করাই সর্বদা, আর করিয়ে আপনে ॥
 আর যে কহিলে—মম লোকমধ্যে হয় ।
 শ্রীবৈকুণ্ঠলোক—এই কথার নিশ্চয় ॥
 জগদীশ তিঁহ, তাঁর আবাস কোথায় ।
 নাহিক বুঝাই এই গূঢ় অভিপ্রায় ॥
 স্বয়ং-সম্পাদিত-প্রিয়-যজ্ঞানুগ্রহণ ।
 আর বেদপ্রবর্তন—এ দুই কারণ ॥
 কেবল করেন যজ্ঞভাগের গ্রহণ ।
 ইথে নহে আমাপ্রতি কুপাবলোকন ॥
 হে ‘বিচারচাৰ্য্য’!—ইহা করি উপহাস ।
 কহিছেন ব্রহ্মা—বুঝ তাঁহার বিলাস ॥
 কৃষ্ণ ভক্তিপ্রিয়—ভক্তে কুপা সে করেন ।
 কদাপিহ অভক্তিতে সদয় নহেন ॥
 থাকুক দূরেতে ভক্তি, অপরাধ যদি— ।
 নাহি হয়, তবে বহু মানিয়ে সম্পদী ॥
 অপরাধ-ক্ষমা যেন শিবের করেন ।
 তেমত আমার প্রতি দয়ালু নহেন ॥
 হিরণ্যকশিপু আমা হৈতে পায়্য বর ।
 সর্বলোক-উপতাপ দেয় দুষ্টতর ॥
 বৈষ্ণবের দ্রোহচেষ্টা করিল অপার ।
 বৃসিংহ-রূপেতে তাহে করিলা সংহার ॥
 সেইকালে আমি—সহ নিজ পরিবার ।
 ভয়ে দূরে থাকি স্মৃতি অনেক প্রকার ॥
 করিলাম, স্তবপাঠে তবু মোর পূর ।
 চক্ষুকোণে কটাক্ষেতে না কৈলা আদর ॥
 প্রহ্লাদের প্রতি কুপা করি অভিষেক ।
 করিলা বৃসিংহদেব যবে পরতেক ॥
 অল্পে-অল্পে নিকটেতে করিহু প্রবেশ ।
 রোষে আমাপ্রতি তবে করিলা নিদেপ— ॥
 হে পদ্মসম্ভব । হেন বর কদাচন ।
 অমুরের দানযোগ্য না হয় কখন ॥
 তথাপি আমিহ রাবণাদি রাক্ষসেরে ।
 বরদান করিলাম দুষ্ট-অনেকেরে ॥
 সীতাহরণাদিকর্ম রাবণের যেই ।
 গ্রহণ করিবে কোন-জন-জিহ্বা সেই ॥
 আমা হৈতে বর পায়্য উক্ত দুইজন ।
 যেইসব অপরাধ কৈল প্রকাশন ॥

তাহা মম অপরাধেতে পর্য্যবসান ।
 হইতেছে, মনে হৈ'হা ববহ বিধান ॥
 ইন্দ্র-আদি লোকদিগে দিল অধিকার ।
 তাহাদের মহামদে হৈল অহঙ্কার ॥
 ইন্দ্র কৈলা গোবর্দ্ধনযজ্ঞে বৃষ্টিপাত ।
 বৃদ্ধগর্ভ করিল—হরণে পারিজাত ॥
 ষাদশীর রাত্রিশেষে নন্দ মহাশয় ।
 যমুনার জলে যগ্ন—স্নানের আশয় ॥
 এইকালে বরণ হরণ তাঁরে করি ।
 আপনার পূরে লৈয়া গেল অহঙ্কারি ॥
 ধেমু বাণমুনির না কৈল সমর্পণ ।
 পুন তাহে করিলেক অনেক বঞ্চন ॥
 শ্রীকৃষ্ণের অধ্যাপক সান্দীপনিবর ।
 শ্রীমধুমঙ্গল তাঁর পুত্র শ্রেষ্ঠতর ॥
 বরণ মারিল তাঁরে পঞ্চজন-বারে ।
 পুন বৃদ্ধ কৈল—বিষ্ণুপুরাণে উচ্চারে ॥
 কুবেরের ভৃত্য যেই শঙ্খচূড়-নামে ।
 কৈল গোপীহরণ শ্রীকৃষ্ণাবনধামে ॥
 পাতালমধ্যেতে যেই অনুরের গণ ।
 বৈষ্ণবের দ্রোহচেষ্টা করে সর্বক্ষণ ॥
 কালিয়-বান্ধব যত দুষ্ট সর্পগণ ।
 সহজ-ক্রোধিত—করে মন্দ আচরণ ॥
 দিক্‌পালগণ আমি হৈতে অধিকার ।
 পায়্যা, কৈল অপরাধ বহু প্রকার ॥
 আমায়ে পর্য্যবসান সেই সব হয় ।
 সংশ্রুতিকো কৈল আমি অপরাধচয় ॥
 পুলিনভোজনে কৃষ্ণ ছিলা বৃন্দাবনে ।
 মায়াতে করিহু বৎস-বালক-হরণে ॥
 সব বৎস-বালক আপনি কৃষ্ণ হৈলা ।
 সংবৎসরব্যাপি-লীলা বহুবিধ কৈলা ॥
 পরে সকলেই শ্রীগোবিন্দ-রূপাশ্রয় ।
 দেখিয়া হইহু আমি মহাশ্রম্যয় ॥
 ভীত হৈয়া প্রণমিয়া করিহু স্তবন ।
 অতি রুষ্টতর আমি—কি কব কথন ॥
 গোপবালকের মত যেই কৃষ্ণলীলা ।
 গ্রাসহস্তে বৎস-বালকেরে অধেষিলা ॥
 সেসব দেখিয়া আমি হইহু বঞ্চন ।
 অহুগ্রহে আমায়ে না কৈলা সম্ভাষণ ॥
 তবে কৃষ্ণমুখপদ্ম সহজ প্রসন্ন ।
 দেখি কৃতার্থতা মানি হর্ষ উপন্ন ॥
 সে কেবল কৃষ্ণপ্রিয় যেই ব্রজভূমি ।
 তাহার গমনফল—জানিবে সে ভূমি ॥

ঈশ্বরের হয় ব্রজ—সুহৃৎ-স্থানে ।
 লীলার সঙ্কোচ হবে মোর অবস্থানে ॥
 তাহে অপরাধ হবে—ইহা অমুমিল ।
 এইহেতু ব্রজে বাস সদা না করিল ॥
 অল্প নিজ অসৌভাগ্য কি করি বর্ণন ।
 তবে শুব সব ইথে হৈল নিরন্তর ॥
 এই ব্রজাণ্ডের মধ্যে করি বিচরণ ।
 তাদৃশ রূপার স্থান নাকরি দর্শন ॥
 কিন্তু মহাদেব হন কৃষ্ণরূপাঙ্গদ ।
 'কৃষ্ণপ্রিয়'—খ্যাত তিঁহ—প্রসিদ্ধ সম্পদ ॥
 কৃষ্ণ-পাদপদ্ম-রসে সদা উন্মাদিত ।
 চতুর্ভুজ অবজায় তাজিলা নিশ্চিত ॥
 পরমৈশ্বর্য্যতা আর সুখাদি-বিলাস ।
 বিভোগ করিলা ত্যাগ—জানিহ প্রকাশ ॥
 ব্রজ-ইন্দ্র-আদি যেই মোরা দেবগণ ।
 অনিত্য বিষয়ে সক্ত হই সর্বক্ষণ ॥
 আমাদিগে উপহাস করিবা-কারণ ।
 ধৃত্রু আর কন্দ অস্থিমালার ধারণ ॥
 বস্ত্র নাহি পরে, করে ভস্মাঙ্কলেপন ।
 আলুলিত জটাতার না করে বন্ধন ॥
 উন্মত্তের ভ্রায় ঘূর্ণ্যমান সর্বক্ষণ ।
 সহ ভূত-প্রেত-পিশাচাদি স্বীয় গণ ॥
 কৃষ্ণপাদপদ্মদ্ব্যন্ত জল যেই গঙ্গা ।
 ত্রিলোকতারিণী—কালনিবারিণী-ভঙ্গা ॥
 তাঁহারে মস্তকে ধরি অতি হর্ষভরে ।
 বৃত্য করি জগতেই হর্ষযুক্ত করে ॥
 শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদে মমতুল্য অধিকারি ।
 গণের অতীষ্টদানে শক্তা পত্নী তাঁরি ॥
 শিবলোক-নিবাসি-সকলে সদা মুক্ত ।
 যেইসবজন হয় তাঁর রূপাযুক্ত ॥
 তারা মুক্ত আর কৃষ্ণভক্ত হইয়াছে ।
 দেখ ইহা সর্বজ্ঞেতে ঘোষণা রয়াছে ॥
 কৃষ্ণ হৈতে শিবের যে বিভেদ-কথন ।
 মহা দোষকরী সেই হয় সর্বক্ষণ ॥
 শ্রীকৃষ্ণেতে অপরাধ করে যেইজন ।
 শরণ লইলে, তাহা করেন ক্ষমন ॥
 শিবের নিকটে হৈলে আপরাধাবিত ।
 না করেন তাহে ক্ষমা কৃষ্ণ কদাচিত ॥
 শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিরস-গ্রাহকতিশয় ।
 মহা অবতার প্রিয় পরম নিশ্চয় ॥
 ত্রিপুরেশ্বরেরে শিব বর কৈলা দান ।
 সুধারসকূপ তার পূরে বিচরমান ॥

অশক্ত ত্রিপুর-ভেঙ্গে শঙ্কর হইলা ।
 গাবীরূপে স্রুধা পিয়া নিস্তার করিলা ॥
 বৃকাসুরে বর দিলা—যার শিরে হস্ত—।
 দিবেক, ফুটিয়া যাবে শীঘ্র তার মস্ত ॥
 পরে শিরে হস্ত দিতে হৈল ধাবমান ।
 শিবের পশ্চাতে, শিব হৈলা ব্যস্তবান্ ॥
 বহুস্থান ভ্রমি গেলা বৈকুণ্ঠভুবনে ।
 তাহা বিনাশিলা হরি করিয়া মোহনে ॥
 রাবণেরে দিলা বল পরাক্রম সম্ব ।
 কৈলাস-চালনে সেই হইল প্রবর্ত ॥
 শ্রীরাম-রূপেতে তারে বধি ভগবান্ ।
 সঙ্কট হইতে শিবে করিলেন ত্রাণ ॥
 বাক্যরূপামৃতে তাঁরে হম্বিত করিলা ।
 মমতুল্য তিরস্কার তাঁরে নাহি দিলা ॥
 আপনার অন্তরঙ্গ সন্তুষ্টি-নিচয় ।
 তাহাতে হইয়া বশ কৃষ্ণ অতিশয় ॥
 শিবের মাহাত্ম্য ভব-বিস্তার-কারণ ।
 শ্রীপরশুরাম-রূপে কৈলা আরাধন ॥
 সমুদ্রমন্ধান-কালে কৃষ্ণচন্দ্র ছিলা ।
 তথাপিহ বিবস্ত্র দূর না করিলা ॥
 শিবের মাহাত্ম্য অতি করিতে খ্যাপন ।
 প্রজাপতিগণ-দ্বারা কৈলা আনয়ন ॥
 ঘোর বিব শিব-দ্বারা পান করাইলা ।
 কণ্ঠদেশে নীলবর্ণ শোভা অতি দিলা ॥
 অভিবিক্ত কৈলা মহামহিমার ধারে ।
 এই কথা স্রব্যক্ত নাহিক কোথাকারে ? ॥
 রুদ্র-বিষয়েতে হরি দয়ালু হইলেন ।
 সকল পুরাণ গান সর্বত্র করেন ॥
 তুমিও জানহ ইহা—করনা স্মরণ ।
 আর সুবিস্তর ইহা কি কব কথন ॥
 যতপি শ্রীকৃষ্ণা রজোগুণে অবতার ।
 সৃষ্টিকর্তা—যার মুখে বেদের প্রচার ॥
 তথাপি শ্রীকৃষ্ণভক্তিরঙ্গ-সুধাময় ।
 দেহ তিঁহ তেঁই হেন করেন বিনয় ॥
 শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তির এই গুণ সর্বদায় ।
 অস্ত্র হৈতে দীনবোধ আপনা করায় ॥
 এত শুনি নারদ গুরুরে প্রণমিয়া ।

কৈলাস-গমন-হেতু উজ্জত হইয়া ॥
 এত দেখি নারদে কহেন ব্রহ্মা পুনঃ—।
 ওহে বৎস পুত্র ! আরো কহি কিছু শুন—॥
 ভক্তিতে কুবের পুরে করি আরাধনে ।
 বশীভূত করিলেক রুদ্ধে যত্মমনে ॥
 ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যেই কৈলাস পৰ্বত ।
 কুবেরের অধিকার তাহাতে সর্বতঃ ॥
 দৈশান-পালক-রূপে বসেন দৈশান ।
 উমার সহিত—অন্ন-বিভব-সম্মান ॥
 কশ্যপাদি-আমাদের ভক্তি-বশীভূত ।
 কৃষ্ণ ভগবান্ যেন হইয়া প্রস্তুত ॥
 নমলোকে আর স্বর্গাদিতে নিবসেন ।
 উচিত লীলায় কৈলাসে—শিব তেন ॥
 কিন্তু যেই শিবলোক হয়েত উপরি ।
 বায়ুপুরাণের মতে কহিয়ে বিস্তারি—॥
 পৃথিবীর আনরণ ঘেঁই সম্ভ হয় ।
 তাহার বাহিরে মহাদেব-লোক নয় ।
 ব্রহ্মাণ্ডের মত নহে কদাপি নম্বর ।
 আনন্দের পরিপাকরূপ নিত্যতর ॥
 মায়িক নহেত—সত্যরূপ সর্বদায় ।
 শিবের উক্ত্য ভক্তে সেই লোক পার ।
 সমান-মহিমা-শোভা-যুক্ত পরিবার ।
 গণে পরিবৃত—অতি ঐশ্বর্য্য-বিস্তার ॥
 ঋত-চামরাদি অলঙ্কারেতে শোভিত ।
 দীপ্তিমান আছেন শ্রীউমার সহিত ॥
 নিজ ইষ্টদেবতা শ্রীদেব সঙ্করণ ।
 পুজিয়া না করে কিবা অভ্যুতারণ ॥
 শ্রীকৃষ্ণাবতার শিবে তুমি শুদ্ধভক্ত ।
 অতএব তথা যাইবারে হও শক্ত ॥
 গমন করিয়া তথা করহ আশ্রয় ।
 সাক্ষাতে দেখিবে কৃষ্ণ-কৃপা যেন হয় ॥
 এইমত শ্রীনারদ হইয়া শিক্ষিত ।
 শিব কৃষ্ণ গান মূনি করি প্রছাষিত ॥
 কোতুকে শ্রীশিবলোকে করিলা গমন ।
 লোকশিক্ষা লাগি মূনি আনন্দিতমন ॥
 শ্রীল-সনাতন-পদে করিয়া প্রণাম ।
 শ্রীজয়গোবিন্দ দ্বাস মাগে প্রেমধাম ॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে ভগবৎকৃপাতর-নির্দ্ধারণে

দিব্যো নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥

এত শুনি নারদ শুক্রে প্রণমিয়া ।
কৈলাস-গমন-হেতু উদ্ভত হইয়া ॥
এত দেখি নারদে কহেন ব্রহ্মা পুনঃ—।
ওহে বৎস পুত্র । আরো কহি কিছু শুন—।
ভক্তিতে কুবের পূর্বে করি আরাধনে ।
বশীভূত করিলেক রুদ্রে বসুধনে ॥
ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে বেই কৈলাস পর্বত ।
কুবেরের অধিকার তাহাতে সর্বতঃ ॥
ঈশান-পালক-রূপে বসেন ঈশান ।
উমার সহিত—অন্ন-বিত্ত-সম্মান ॥
কশ্যপাদি-আমাদের ভক্তি-বশীভূত ।
কৃষ্ণ ভগবান্ যেন হইয়া প্রস্তুত ॥
মন্ডলোকে আর স্বর্গাদিতে নিবসেন ।
উচিত লীলায় কৈলাসেতে শিব তেন ॥
কিন্তু যেই শিবলোক হয়েত উপরি ।
বায়ুপুত্রের মতে কহিয়ে বিস্তারি—।
পৃথিবীর আবরণ দেই সপ্ত হয় ।
তাহার বাহিরে মহাদেব-লোক রয় ॥
ব্রহ্মাণ্ডের মত নহে কদাপি নব্বয় ।
আনন্দের পরিপাকরূপ নিত্যতর ॥

মায়িক নহেত—সত্যরূপ সর্বদার ।
শিবের উত্তম ভক্তে সেই লোক পার ॥
সমান-মহিলা-শোভা-যুক্ত পরিবার-।
গণে পরিবৃত্ত—অতি ঐশ্বর্য-বিস্তার ॥
ছত্র-চামরাদি অলঙ্কারেতে শোভিত ।
দীপ্তমান আছেন শ্রীউমার সহিত ॥
নিজ ইষ্টদেবতা ত্রিদেব সর্ব্বগণ ।
পূজিয়া না করে কিবা অভ্যুতচরণ ॥
শ্রীকৃষ্ণাবতার শিবে তুমি শুদ্ধভক্ত ।
অতএব তথা বাইবারে হও শক্ত ॥
গমন করিয়া তথা করহ আশ্রয় ।
সাক্ষাতে দেখিবে কৃষ্ণ-রূপা যেন হয় ॥
এইমত শ্রীনারদ হইয়া শিক্ষিত ।
শিব কৃষ্ণ গান মূনি করি শ্রদ্ধাষিত ॥
কোতুকে শ্রীশিবলোকে করিয়া গমন ।
লোকশিক্ষা লাগি মূনি আননিতমন ॥
শ্রীল-সনাতন-পদে করিয়া প্রণাম ।
শ্রীজয়গোবিন্দ দাস মাগে প্রেমধাম ॥

হিতি শ্রীভগবতামৃতে ভগবৎকৃপাভর-নির্দারথণ্ডে
দ্বিষ্যো নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয়ে তু শিবেনোক্তং স্বশ্রাদ্বেকুণ্ডবাসিষ্ ।

যথা কৃষ্ণকৃপাধিক্যং তেষ্যঃ প্রহ্লাদকে তথা । • ।

শ্রীনারদ শিবলোকে করিয়া গমন ।
দেখিলেন শিবে কৃষ্ণভাবিষ্ট-মন ॥
করিয়া সর্ব্বগদেবের অর্চন ।
করেন প্রেমের ভাবে নর্ত্তন-কীৰ্ত্তন ॥
নন্দীশ্বর-আদি নিজ পারিষদ-চরে ।
শ্রীতে জয়শব্দ গীত-বান্ধ বে করয়ে ॥
তাহাদের প্রতি শিব সন্তুষ্ট করেন ।
সাধু সাধু বলি ভূয়ঃ প্রশংসা করেন ॥
দেবী উমা শুনি পুন করতালী দেন ।
তাঁহারে শ্রীমহাদেব প্রশংসা করেন ॥
কৃষ্ণের ভক্তাবতার—দেব ত্রিলোচন ।
তাঁর কার্য সদা—কৃষ্ণভক্তি-প্রবর্ত্তন ॥

ব্রহ্মাহ বচেন শ্রীকৃষ্ণের অবতার ।
তাঁহা হৈতে শ্রীশিবের মহিমা বিস্তার ॥
নিজধর্ম্মনিষ্ঠ শতশত জন্মে জীবৈ ।
আর বশিষ্ঠাদি মূনি ব্রহ্মত্ব পাইবৈ ॥
কিন্তু কোনকালে জীব শিবত্ব না পায় ।
এহেতু বাহ্যাত্ম্যাদিক সর্ব্বশাস্ত্রে গায় ॥
নারদ দেখিয়া শিবে অতি দ্বষ্টমন ।
বীণা বাজাইয়া তাঁরে কৈলা প্রণমন ॥
'শ্রীকৃষ্ণের পরমাত্মগৃহীত আপনে ।'
মুহূর্মুহী এই কথা গায়েন তখনে ॥
ব্রহ্মার কথিত মহাদেবগুণগণ ।
স্মরণ করিয়া সব করিয়া কীৰ্ত্তন ॥

মৃত্যুর পরেতে রুদ্র-পাদপদ্ম-মুনি - ।
 স্পর্শেছার নিকটে আইলা হস্ত তুলি ॥
 তবে রুদ্র—বৈষ্ণব বাহ্যর প্রিয়তর ।
 কৃষ্ণরসধার-পানে উন্নত বিস্তর ॥
 নারদোক্ত বাক্য নাহি করিয়া শ্রবণ ।
 সমাদরে প্রশ্ন তাঁরে করেন তখন ॥
 আকর্ষিয়া আলিঙ্গন দিলা মুনিবরে ।
 ব্রহ্মপুত্র ! কি কহিলা ?—কহ ব্যক্ততরে ॥
 মৃত্যুর কোতুক ছাড়ি রুদ্র মহাশয় ।
 অন্ন প্রিয়জনেতে আবৃত সে সময় ॥
 পার্শ্বতীর প্রাণনাথ বসি বীরাসনে ।
 রসে মগ্ন শ্রীবৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ-গভাবশে ॥
 তবেত নারদমুনি অগ্রেতে হইলা ।
 রুদ্রবড়লক পটি প্রণাম করিলা ॥
 জগতের ঈশরূপ মহিমা প্রকাশ ।
 করিলেন স্তব তারে—বিবিধ নির্ঘাঙ্গ ॥
 কৃষ্ণকৃপা-সমূহের পাত্র মহাশয় ।
 ত্রিলোকোবতে বার তুল্য কেহ নাহি চয় ॥
 এতেক শুনিয়া সর্ববৈষ্ণবমুগ্ধত ॥
 বিষ্ণুভক্তিপ্রবর্তক মহাদেব ধন ॥
 কর্ণ আচ্ছাদন করি দেব পুনঃপুন ।
 সক্রোধ কহেন—ওহে মুনিবর ! শুন ॥
 জগত-ঈশ্বর আমি নহি কদাচিত ।
 কৃষ্ণকৃপাস্পদ নাহি হইয়ে নিশ্চিত ॥
 কেবল কৃষ্ণের দাস-দাসের বিস্তর ।
 অল্পগ্রহ কামনা করিয়ে নিরন্তর ॥
 এত শুনি - নি হৈলা সন্তোষেতে মুক্ত ।
 কৃষ্ণে ঐক্য-স্তুতি আর না করিলা উক্ত ॥
 অপরাধী আপনারে মানি মুনিবর ।
 কহিতে লাগিলা কিছু বাক্য অন্নশ্বর— ॥
 বিষ্ণু আর বৈষ্ণবগণের সুমহিমা ।
 অত্যন্ত দুর্গম—আর নিগূঢ়ের লীলা ॥
 আপনি জানহ, আর বত জীবগণে ।
 জ্ঞাপন করাহ তুমি কৃপাবলোকনে ॥
 এইহেতু বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠ গুণিতর ।
 তব অল্পগ্রহ বাঞ্ছা করে নিরন্তর ॥
 শ্রীকৃষ্ণ আপনি তোমা প্রতি হৈরা শ্রীত ।
 অধিক মহিমা তব করে বিভারিত ॥
 কত-বার কত-বার কত মুক্তি ধরি ।
 লৈলা কৃষ্ণ তন্ত্বে তোমা আরাধনা করি ॥
 একথা শুনিয়া শিব হইল লজ্জিত ।
 দৈর্ঘ্য করিবারে হৈলা অশক্ত নিশ্চিত ॥

‘আমার সে খাট্য’ না কহিবা কদাচন’ ।
 এত কহি, শীতলর উঠিয়া তখন ॥
 দুইহস্তে নারদের মুখ আচ্ছাদন ।
 করিলেন মহাদেব হইরা বিনন ॥
 ততঃপরে উচ্চৈঃস্বরে হৈরা সবিস্ময় ।
 কহে—ওহে মুনি ! তাবি দেখহ বিষয় ॥
 প্রভুর লীলার যেই হয়ত বৈভব ।
 বিতর্কে না বোধ হয় তার এক-লব ॥
 বিচিত্র পরমাশ্চর্য্য বিবিধ গভীর ।
 মহিমা-সমুদ্র মলীশ্বর প্রভু বীর ॥
 করিলেহ অপরাধ নানান প্রকারে ।
 না করেন কৃষ্ণদেব উপেক্ষা তাহারে ॥
 বরদান-আদি নিজ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ।
 করিলাম অপরাধ নিজ প্রভু-পাশ ॥
 তথাপিহ ত্যাগ মোরে প্রভু না করিলা ।
 অদ্যাপি আপন ভক্তি আমাতে রাখিলা ॥
 কৃষ্ণভক্তিরসে-মগ্ন-শিব-পাদদ্বয় ।
 ধরিয়া আনন্দে মুনি স্তবন করয়— ॥
 নাহি হয় অপরাধ অচ্যুতে তোমার ।
 লোকদৃষ্টে যদি হয় কখনো প্রচার ॥
 তাহাও অচ্যুতে নাহি হয় সে প্রচার ।
 যেহেতু পরম শ্রিয় তুমি হও তাঁর ॥
 বাণরাজ’ নিজবাহুবলে অহঙ্কারী ।
 সাধুসকলের বহু উপদ্রবকারী ॥
 নিজকল্যাণ-উদ্বাস-সহ দেখি অনিচ্ছা ॥
 মায়া প্রকাশিয়া যবে করিলেক ক্লে ॥
 গণসহ কৃষ্ণ আইলা করিতে উদ্ধার ।
 বহু যুদ্ধ কৈল বাণ সহিত তাঁহার ॥
 হতপ্রায় যখন হইল রাজা বাণ ।
 দেখিয়া আপনি তারে হর্যা কৃপাবান্ ॥
 নিজভক্ত পুত্রতুল্য—পালিতে সে জন ।
 প্রাণরক্ষা-হেতু তার—হরিয় স্তবন ॥
 করিলা, তাহাতে রোব তাজি সেইক্ষণে ।
 নিজ স্বরূপজ্ঞান করি প্রীতিমনে ॥
 তোমার পার্শ্বদ তারে করিলা শ্রীহরি ।
 দেবগণ বাহা নাহি পায় তপ করি ॥
 গার্গ্য-আদি যেই বাদবাদি-দ্রোহকারী ।
 করিল সে নানায়ত ভগবত তোমারি ॥
 তাহাদিগে নিশ্চিন্ত করিলা বরদান ।
 এইহেতু না হয় তব অপরাধ-ভাণ ॥
 গার্গ্যে বর দিলা—পুত্র তোমার অগ্নিবে ।
 যদুকুল-তরোৎপন্ন সেই ত করিবে ॥

বহুবলবান্ধী পুত্র হইবে তোমার ।
 এইমত বর নাহি দিলা প্রীতি তার ॥
 পার্শ্ব-ভিন্ন পাণ্ডবে জিনিবে একবার ।
 অত্রস্থে বর দিলা এমত-প্রকার ॥
 পুত্রকিণে বর দিলা অগ্নি-অভিচার ।
 অত্রস্থ্য-প্রবোজিত ইষ্ট সাধিবার ॥
 এ আদি যে বর দিলা—বিশেষ তাহার ।
 শ্রীমদ্ভাগবতাদিতে আছয়ে প্রচার ॥
 চিত্রকোতু-আদি যেই বিচার-বিহীন ।
 শেবাди-আশ্রিত—শিবতত্ত্বজ্ঞানে দীন ॥
 যতপি তোমার নিন্দা তাহারা করিল ।
 তব কোপ তথাপি তাহাতে না হইল ॥
 তাঁহা হৈতে শ্রেষ্ঠত্বের বাঞ্ছা তুমি করি ।
 কৃষ্ণপ্রীতি লাগি পূজা করিলা বিস্তরি ॥
 চাতুৰ্য্যবিশেষে কৃষ্ণভক্ত্যবিশেষে ।
 প্রার্থনা করিয়া বর লইলা অশেষে ॥
 ব্রহ্মাদির প্রার্থনীয় যেই যুক্তিমান ।
 তাতে অধিকার শ্রীল প্রভু ভগবান্ ॥
 দান কৈলা আপনারে আর ত দুর্গারে ।
 এহেতু কৃষ্ণের কৃপা তোমা প্রতি সারে ॥
 ব্রহ্মাদি দেবের যেই দুপ্রাপ্য আশ্চর্য্য ।
 থাকিতেহ এতাদৃশ তোমার ঐশ্বর্য্য ॥
 আর আশ্চর্য্য সব করি অনাদর ।
 অবধূত-মত বিষ্ণুতাবিষ্টতর ॥
 মহা-উদ্যাদিত-জ্ঞান হইয়া দিগম্বর ।
 কেবা মৃত্য করে পত্নী-সহ-সহচর ॥
 কৃষ্ণভক্তিলালসিতা—মহিমা অদ্ভুত ।
 তোমার হইল আজি যোর অদ্ভুত ॥
 কৃষ্ণের পংম প্রিয় নিত্য সে আপনি ।
 ইহার সন্দেহ মাত্র আর নাহি গণি ॥
 কৃষ্ণের নিঃশেষে কৃপা তোমাতে যে হয় ।
 আর কি কহিব—তাহা কখন-অত্যয় ॥
 তোমার প্রসাদে দশ-প্রচেতাঙ্গিণ ।
 পাইল কৃষ্ণের প্রিয় প্রেমাস্পদ মন ॥
 জনশর্মা-আদি পার্কীতীরো প্রসাদেতে ।
 হইল কৃষ্ণের প্রিয়—খ্যাত পুরাণেতে ॥
 যশোদার গর্ভজাত যেই মহামায়া ।
 তাঁর সহ অভেদ—অধিকা তব জায়া ॥
 কৃষ্ণের ভগিনী গ্রিহ—স্নেহপাত্র হন ।
 তাতে আশ্বাস তুমি না কর ভ্যজন ॥
 বিচিত্র কৃষ্ণের যেই নামসংকীৰ্ত্তন ।
 আর লীলাকথার উৎসবে সৰ্ব্বক্ষণ ॥

এই পার্কীতীর করি সম্ভোষিত মন ।
 বিষ্ণুভক্ত-সদমুখ করহ তজন ॥
 নারদ হইতে হৈল যবে এত উক্ত ।
 বস্তুতঃশ্রবণে শিব হৈয়া লক্ষ্যায়ুক্ত ॥
 বৈকুণ্ঠকলমধ্যে শিব শ্রেষ্ঠতর ।
 বিষ্ণুভক্ত নারদে কহেন উত্তর— ॥
 অহো মহৎকষ্ট—আর কি কব বচন ।
 ত্যক্ত-সৰ্ব-অভিমান হে ব্রহ্মনন্দন ! ॥
 অভিমান-সকলের মূল—কোথা আমি ।
 কৃষ্ণভক্ত সৰ্ব-অভিমানগণ-স্বামী ॥
 অতএব কৃষ্ণধন আমার সঞ্চয় ।
 কদাপিহ নাহি হয় ঘটন নির্মল ॥
 'লোকের ঈশ্বর জ্ঞানদাতা আর জ্ঞানী ।
 স্বয়ং মুক্ত যুক্তিপ্রদ আপনাকে মানি ॥
 বিষ্ণুভক্ত ভক্তিপ্রদ—শ্রেষ্ঠ কৃপাপাত্র ।
 শ্রীকৃষ্ণস্বয়ং আমি হই প্রিয়মাত্র ॥
 ইত্যাদিক বত অহঙ্কারেতে আবৃত ।
 মহা-অভিমानी আমি—কি কব বিবৃত ॥
 অতএব শ্রীকৃষ্ণের কৃপার লক্ষণ ।
 আমাতে কিঞ্চিৎ নাহি—কি কব কখন ॥
 সকলের গ্রাসকারী যোর মহাকাল ।
 সমাগত হবে যবে অত্যন্ত বিশাল ॥
 অশেষ ভগতজন-সংহার-স্বরূপ ।
 নিজ প্রয়োজন যেই তমসাদি রূপ ॥
 আমাদের যে দুঃখদ্বন্দ্বসন্ধান করিয়া ।
 লক্ষ্যায়ুক্ত হইতেছি এখনো ভাবিয়া ॥
 পরম উপেক্ষা তাঁর আশ্রিতে বিশেষ ।
 যতপি থাকিত যোর কৃষ্ণকৃপালেশ ॥
 যবে কৃষ্ণ পারিজাত করিলা হরণ ।
 তবে কি আমার সহ হইত সে মণ ॥
 আর অনিচ্ছ যবে উবার সহিত ।
 চৌর্য্যেতে মিলিলা, বাণ হইয়া জাপিত— ॥
 বাক্সিলা তাঁহারে, কৃষ্ণসহ সেইক্ষণে— ।
 কদাপিহ না হইত আমার সে মণ ॥
 আমা দাসে করিত কি প্রভু আরাধন ।
 লোকে যেই পরমোপহাসের কারণ ॥
 ক্রিষা তাঁর মনে ছিল গুঢ় ক্রোধতর ।
 সেহেতু আমার কৈল আরাধনতর ॥
 তাহাতে সঙ্কোচ যোরে করিলা প্রদান ।
 যদ্বারা পরম দুঃখ হৈল উপাদান ॥
 এহেতু যে বহবার বর বহুতর ।
 আমাহেতে করিলেন গ্রহণ বিস্তর ॥

তাহা নহে কৃপার লক্ষণ মুনি ! তখন— ।
 সেই শ্রেষ্ঠ উপেকার জাপক নিপুণ ॥
 ইহাতে দেখহ মম অপরাধগণ ।
 কমা নাহি করেন গোবিন্দ কদাচন ॥
 আর যবে নমুচি-নামেতে মহাসুর ।
 ত্রিভুবন অধিকার করিল প্রচুর ॥
 ইচ্ছাদির তাপ দেখি ব্রহ্মা-সহ আমি ।
 কীর্ত্তনোদের তীরে স্ববিলাস লক্ষ্মীস্বামী ॥
 তবে দেব অনুরেয়ে অনাচারী করি ।
 মারিবার তরে কহিলেন মমোপরি— ॥
 কল্লিত আগম তুমি করি তাহা-বারে ।
 আমা হৈতে বিমুখ করহ সবাকারে ॥
 থাকিলে আমার প্রতি কৃষ্ণকৃপালেশ ।
 না করিতা আমা প্রতি এমন আদেশ ॥
 আমাদের মুক্তিদানে অধিকার হয় ।
 তুমি যে কহিলা মুনি ! হৈয়া কষ্টায় ॥
 সে অতি দারুণ—ভক্তিবিরোধী কারণ ।
 বাহার শ্রবণে দুঃখী হয় ভক্তগণ ॥
 এইহেতু শ্রীকৃষ্ণের রূপায় আশ্রয় ।
 কদাচ আমারে নাহি জানিহ নারদ ! ॥
 হে কৃষ্ণপার্বণ শ্রেষ্ঠ !—কি কহিব আর ।
 বৈকুণ্ঠবাসির প্রতি তাঁর রূপা সার ॥
 তৃণতুল্য সকল বাহারা ত্যাগ করি ।
 আরাধনা করিলা ভক্তিতে প্রিয় হরি ॥
 সাধনপ্রভাবে ধর্ম-অর্থ-কাম-মুক্তি ।
 অশিষাদিসিদ্ধি হৈল উপস্থিত যুক্তি ॥
 গ্রহণ থাকুক দূরে, হৈয়া ভক্তিপর ।
 চক্ষুকোণকটাক্ষেতে না কৈলা আদর ॥
 সচ্চিদানন্দরূপ বৈকুণ্ঠ—জ্ঞাতাতীত ।
 নিত্য সত্য ধাম—সব-ভয়-বিবর্জিত ॥
 ভ্যস্ত-সর্ব-অভিমান সেই ভক্তগণ ।
 সেই নিত্য বৈকুণ্ঠেতে করিলা গমন ॥
 সে-স্থলে সচ্চিদানন্দ-দেহ যেই সব ।
 স্বীকার না করে প্রাপ্ত পরম-বৈভব ॥
 অনারাসপ্রাপ্ত মুক্তি স্বীকার না করে ।
 ভগবান-সহিত সন্তোষেতে বিহরে ॥
 হরির ভক্তিতে সদা সঙ্কট-মানস ।
 তাহাদের সুখময় সব দিগ দশ ॥
 কর্মজানাসক্তি-বিয় হইতে রক্ষণ ।
 করেন ভক্তিরে আত্মকল্যাণে বর্জন ॥
 সর্ববিধ হৈতে রক্ষা করে ভক্তগণে ।
 বাড়ায়েন ভক্তি—উদ্বীপন-সম্পাদনে ॥

নিজেক্ষার সর্বদ্রোহে করেন গমন ।
 নাহি হন কর্ম-বশীভূত কদাচন ॥
 এমত যতাপি হয় শ্রীবৈকুণ্ঠধাম ।
 তবে কেন বৃক্ষ-হংস-সুখারি বিশ্রাম ? ॥
 এই আশঙ্কায় কহে—মুক্তসকলগণে ।
 উপহাস করেন বৃক্ষাদি-বোনি ধরে ॥
 অর্থাৎ ভজন-মহাসুখ করি ত্যাগ ।
 অতি তুচ্ছ মুক্তিহেতু কিহেতু অত্যাগ ? ॥
 এই মনে করি—ধরি বৃক্ষাদি-শরীর ।
 ভজন করেন হরিপদাযুক্ত ধীর ॥
 কমলা-সেবিত নিত্য শ্রীপাদকমল ।
 সাক্ষাৎ করেন হরিদর্শন বিমল ॥
 করেন সে নিত্য ক্রীড়া হরির সহিত ।
 আমরা দেখিয়ে ভাগ্যোদয়ে কদাচিত ॥
 এইহেতু তাঁহারা কৃষ্ণকৃপার বিষয় ।
 অধিক জানিহ—ইথে নাহিক সংশয় ॥
 কৈকুণ্ঠলোকেতে নিত্য তদীয় সকলে ।
 হরির যতেক রূপা আছয়ে বিমলে ॥
 হেন রূপা কোন স্থানে নাহি কারো'পর ।
 যাতে মহাহর্ষেতে অশ্রান্ত নিরন্তর ॥
 সংকীর্তন-নৃত্য-গীত-পরিচর্যাদিতে ।
 প্রেমভক্তি বিনা অস্ত নাহি কদাচিত ॥
 আশ্রয় পরমানন্দ-রসসিদ্ধ তাঁর ।
 মহিমা অদ্ভুত—সাধ্য কার বর্নিবার ॥
 স্বীয়-স্বরূপামৃত-ব্রহ্মানন্দ যেই ।
 যে কণার অর্ধ-অংশে সম নহে সেই ॥
 সেই ত বৈকুণ্ঠ, আর তদীয় সকল ।
 আর বৈকুণ্ঠের যত বস্তু সুনির্মল ॥
 সকল কৃষ্ণের পাদপদ্মের আশ্রয় ।
 পরম প্রেমের অমুকম্পিত সে হয় ॥
 আমা হ'তে অধিক তাদৃশ রূপাপাত্র ।
 শ্রীবৈকুণ্ঠনিবাসিসকল জানি মাত্র ॥
 সর্ববিলক্ষণ মহা-উৎকর্ষ-বিষয় ।
 বাহাদের মাহাত্ম্য বর্ণন নাহি হয় ॥
 পঞ্চভূত-দেহ—মর্ত্যালোকবাসী যেবা ।
 কৃষ্ণভক্তিরসিক করয়ে কৃষ্ণসেবা ॥
 তাঁহারা হ'তে হন শ্রেষ্ঠতর ।
 মমস্ত হরেন আমাসভার বিস্তর ॥
 শ্রীকৃষ্ণচরণপদ্মে অর্পিতাশ্রয়ন ।
 মর্ত্যালোকবাসী যেই হন ভক্তগণ ॥
 কৃষ্ণপ্রেম-লাভ-আশে করিলা ভ্যজন— ।
 অর্থ ধন জন পুত্র কলত্র জীবন ॥

ইহলোক-সুখ, আর ধন-উপার্জন।
 পরলোক-সুখভোগে ধর্ম-আচরণ।
 সাধ্য-সাধনাদি করি যত কাণ্ড হয়।
 কিছুতে নাহিক বাহ্যে যাত্র সমুদয়।
 জাতি-বর্ণ-আশ্রয়ের যেই ধর্মোচার।
 তাহার অধীন নহে,—অতিক্রান্ত তার।
 জন্মের গ্রহণ যেইকালে জীব করে।
 দেব-ঋষি-পিতৃ-ঋণে বদ্ধ হয় নরে।
 বজ্রে দেব-ঋণ, ঋষি-ঋণ অধ্যয়নে।
 মুক্ত হয় পিতৃ-ঋণে—পুত্র-উৎপাদনে।
 যদি এই তিন ঋণে নির্মুক্ত না হয়।
 একারণ বেদমার্গ-অতিক্রান্ত রয়।
 হরিপাদপদ্ম-ভক্তিবলে ত নিশ্চয়।
 ঋণত্ব-আদি হৈতে সে অপ্রত্যোত্তর।
 এমতে ভক্তের কর্মে নহে অধিকার।
 পাপাধির অভাবেতে—ভয় নাহি তার।
 বিষ্ণুসাক্ষিপাদি কিছু বাহ্যে নাহি করে।
 তাঁর ভক্তিরসেতে লম্পট যেই নরে।
 ব্রহ্মলোক-আদি যেই বিষয়ের ভোগ।
 নির্বাণের সুখ-আদি মানে হের-যোগ।
 স্বর্গ-মুক্তি-নরকেতে দেখয়ে সমান।
 তাঁরা মোর বড় প্রিয়—যেন ভগবান্।
 সেই সব ভক্তসহ আমার মিলন।
 পরম প্রার্থনা আমি করি সর্বকণ।
 সেই সব ভক্তের হয় যেই স্থানে স্থিতি।
 সে-ই সে বৈকুণ্ঠলোক—নিঃসংশয় ইতি।
 কৃষ্ণভক্তি-মুখ্যপানে হইয়া উন্নত।
 দেহ-দৈহিকাদি কার্য-বিস্মরণ-তত্ত্ব।
 মর্ত্যলোকবাসিতত্ত্বগণের স্বরূপ।
 প্রাকৃতিক দেহেতে সচ্চিদানন্দরূপ।
 মর্ত্যলোকে যতপি সকল সিদ্ধি হয়।
 বৈকুণ্ঠ বৈকুণ্ঠবাসী কিবা প্রাণী রয় ?।
 কহিছেন এ লাগি—সাক্ষাৎ ক্রীড়া সব।
 বিষ্ণুসহ হয় ত বৈকুণ্ঠে অমৃতব।
 চিন্তে আবির্ভাব ধ্যানে হয় কদাচিত।
 অন্তর্দান হৈলে ভক্ত হয় ত দুঃখিত।
 বিচিত্র-বিনাস লক্ষ্মীকান্তের সহিত।
 শ্রীবৈকুণ্ঠলোক বিনা না হয় বিদিত।
 অতএব বৈকুণ্ঠনিবাসি-ভক্তগণ।
 কৃষ্ণে পরম প্রিয়—দয়াবান্ হন।
 অপ্রাপ্ত-বৈকুণ্ঠ বিমুগ্ধ বত মন।
 তাহা হৈতে আর আশা হৈতে প্রোত্তর।

ততঃপর পার্বতী স্ব-স্বামির কথিত।
 মহালক্ষ্মীদেবীর মায়া-বিবর্জিত।
 শুনিয়া সহিতে নাহি পারিয়া পার্বতী।
 ক্রোধ করি কহিছেন নারদের প্রতি—।
 তার মধ্যে বিশেষ শ্রীলক্ষ্মীদেবী হন।
 'হরিশ্রিয়া'-নাম ঈশ প্রসিদ্ধ ভুবন।
 যতক বৈকুণ্ঠবাসী, বৈকুণ্ঠে যে আর।
 সকলের দৈবরী—নিশ্চিত শুন সাব।
 ঈহার কটাক্ষপাত হৈলে উপপত্তি।
 লোকপাল ইন্দ্রাদির হয় ত সম্পত্তি।
 জীবন্ত-তত্ত্বজ্ঞান, আর হরিভক্তি।
 ভোগ-মোক্ষাদিতে বেধা হয় ত বিরক্তি।
 হইলে ঈহার অমুগ্রহ মুপ্রকাশে।
 হয় তাঁ জীবের শীঘ্র সিদ্ধ অনাগ্রহে।
 ভোমরা সকলে ভজমান সমাদরে।
 সমুদ্রমন্ধানকালে বিহ হেলা করে।
 আত্মারাম পূর্ণকাম নিরপেক্ষ-মন।
 হরি করি আরাধন করিলা বরণ।
 সম্পত্তির অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীর চাকলা।
 জগতের মধ্যে আছে সর্বত্র প্রাণল্যা।
 তঁহি মহালক্ষ্মীর হয়েন অবতার।
 সে চাকলাদোষ কিবা ক্রোহাতে প্রচার ?।
 এই অশঙ্ক্য কহিছেন—হিরমতি।
 হরি-বক্ষে মনোহরে করেন বসতি।
 যেই-যেই অবতার করেন শ্রীহরি।
 লক্ষ্মী সহায়িনী তাঁর হন অবতারি।
 নিরন্তর সর্বত্র হরির সহ রমা।
 পতিব্রতা সকলের হয়েন উত্তমা।
 এতক শুনিয়া মুনি পরম হর্ষিত।
 বিবশ হইলা—মন অত্যন্ত কোষিত।
 সেইকালে পৃথিবীতে কৃষ্ণ-অবতার।
 ঈশ্বরাতে নানা লীলা করেন প্রচার।
 তাহা বিস্মরণ মুনি হইয়া তখনে।
 হইলেন উত্তম শ্রীবৈকুণ্ঠগমনে।
 'জয় শ্রীকমলাকান্ত হৈ বৈকুণ্ঠপতি ।।
 জয় শ্রীবৈকুণ্ঠবাসী, বৈকুণ্ঠ জয়তি ।।
 জয় কৃষ্ণপ্রিয়া পদ্মা—বৈকুণ্ঠাবধারী ।'
 এইবাক্য মুনিবর কহে উচ্চ করি।
 করিবারে মহালক্ষ্মীদেবীর স্তবন।
 বৈকুণ্ঠে গমন লাগি উঠিলা তখন।
 বুঝিয়া শ্রীমহাদেব হরি মুনিবরে।
 নিবেশি বৈকুণ্ঠগতি কহিছেন পরে—।

কৃষ্ণের পরম-প্রিয়জন-আলোকন—।
 ঔৎসুক্যেতে বিনাশিত তোমার স্বরণ ॥
 সেই মহালক্ষ্মী, আর শ্রীহরি আপনে ।
 তুমি হারকার বৈসে—নাহি কি স্বরণে ? ॥
 মহালক্ষ্মী দেবী স্বরণ হয়েন কৃষ্ণিণী ।
 স্বরণ ভগবান্ কৃষ্ণ বিরাজেন তিনি ॥
 শ্রীবামন-নিকটে দেব্যাদি লক্ষ্মী ধারা ।
 এই মহালক্ষ্মীর হয়েন অংশ তাঁরা ॥
 পরিপূর্ণ মহালক্ষ্মীদেবী শ্রীকৃষ্ণিণী ।
 নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণপাদভূমিবেষিণী ॥
 সেইহেতু বৈকুণ্ঠে গমন ত্যাগ কর ।
 এই স্থানে কণকাল বৈস মুনিবর ॥
 অত্যন্ত রহস্য তব কর্ণেতে কহিব ।
 অনেকের মধ্যে কথা নাহি প্রকাশিব ॥
 মহালক্ষ্মী হৈতে প্রিয় কৃষ্ণের কহিব ।
 তাহে তাঁর প্রিয়সখী পার্শ্বতী কহিব ॥
 অতএব তোমারে কহিব সংগোপনে ।
 শ্রদ্ধা করি মুনিবর । শুন একমনে ॥
 তব তাত ব্রহ্মা, আমি, গুরুাদি গার ।
 বৈকুণ্ঠপার্শ্বদ যত, মহালক্ষ্মী আর ॥
 সকল হইতে কৃষ্ণতত্ত্ব প্রিয়তম—।
 প্রহ্লাদ হয়েন খ্যাত জগত-ভিতর ॥
 ভগবদ্ভবন কিবা হৈলা বিস্মরণ ।
 শ্রীমদ্ভাগবতে যাহা কৈলা অব্যয়ন ? ॥

তথাহি (ভাঃ ১ । ৪ । ৬৪) ভগবৎকায়—

নাহমাস্তানমাশাসে মন্তকৈঃ সাধুভির্ভিনা ।
 প্রিয়কাত্যস্তিকৌ ব্রহ্মন বেদাঃ গতিরহং পরা ॥ • ॥
 বাহাদের আমি সে পরমগতিময় ।
 বিনা সেই মম সাধু-ভক্ত-সমুদয় ॥
 আপনার শ্রীমুষ্টিরে না করি বাঞ্ছন ।
 মহালক্ষ্মীদেবীরেহ,—এ কৃষ্ণভবন ॥
 হে নারদ । শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ যেই ।
 আমি-ব্রহ্মাদি-দেবের জগৎহেতু সেই ॥
 নিজভক্তসকলের আহ্বাদকারক ।
 অনির্বাচ্য যে সৌন্দর্য-মাধুর্য-ধারক ॥
 ভক্তগণ হৈতে হেন শ্রীমুষ্টি আপন ।
 আদরের বিষয় কৃষ্ণের নাহি হন ॥
 সে সব ভক্তের স্তব করিতে কে শক্ত ।
 সেই-সব-মধ্যেতে প্রহ্লাদ প্রিয় ভক্ত ॥
 সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্ কহিলা আপনি—।
 ‘সর্বভক্তগণমধ্যে প্রেষ্ঠ তোরা গণি ॥

তথাচ সপ্তমঙ্ক্রে (ভাঃ ৭ । ১০ । ২১)—

ভবন্তি পুরুষা লোকে মন্তজ্যামহমুভ্যতাঃ ।

ভবায়ে খলু ভক্তানাং সর্বেষাং প্রতিকরণক্ ॥ • ॥

শ্রীমুখে শ্রীপ্রহ্লাদের করিলা ব্যাখ্যান ।
 অতএব হয়েন অন্তর্ক্য-ভাগ্যবান্ ॥
 আমি-ব্রহ্মা-আদি করি, মহালক্ষ্মী আর ।
 সর্বহৈতে প্রেষ্ঠমত সৌভাগ্য তাঁহার ॥
 হিরণ্যকশিপু যবে হৈল বিদারণ ।
 যার প্রতি যত কুপা—বিদিত তখন ॥
 প্রহ্লাদের প্রতি অতি সন্তোষ-অন্তর ।
 হইলা উদ্যত দিতে বিষ্ণু মুক্তি-বর ॥
 চাহিয়া নিলেন ভক্তি পুনঃপুনর্বার ।
 সেই প্রহ্লাদেরে আমি করি নমস্কার ॥
 দেবতাগণের স্বর্গ, দৈত্যের পাতাল ।
 ব্রহ্মাকৃত এ নিয়ম আছে সর্বকাল ॥
 বলি তাহা লাজ্জ কৈল স্বর্গ অধিকার ।
 গুরু নিদেশ নাহি করে অধীকার ॥
 আপনার বাক্য সত্য করিবার তরে ।
 শ্রীবামনে তিনপদ-ভূমি দান করে ॥
 সেই কলে বিষ্ণু কিবা হারপালে তার ।
 সত্য বস্তু না মিলে অসত্য হৈতে কার ॥
 না করিলা মোর স্তব বাণের রক্ষণ ।
 কেবল সে প্রহ্লাদের সম্বলক্ষণ ॥
 কি আর মহাশ্য তাঁর কহিব বিস্তরি ।
 প্রিয়সখী লক্ষ্মীর আছেন এথা গৌরী ॥
 লক্ষ্মী হৈতে প্রহ্লাদের স্তনিলে মহিমা ।
 হইবেক তাঁমার সে ক্রোধের অসীমা ॥
 অতএব সংক্ষেপেতে হইল কথিত ।
 প্রহ্লাদের মহাশ্য পরম সুনিশ্চিত ॥
 গর্তস্থ ছিলেন যবে প্রহ্লাদ, তখন ।
 তব উপদেশে ভক্তি করিলা গ্রহণ ॥
 তথাপি তাঁহার সহ হৈলে তব সঙ্গ ।
 অত্যন্ত পাইবে সুখ—প্রকৃষ্টিত অঙ্গ ॥
 অতএব স্মৃতলেতে করিলা গমন ।
 প্রহ্লাদেরে আশীর্বাদ করিবে বর্জন ॥
 আপনি প্রথমে তাঁরে করি আলিঙ্গন ।
 আলিঙ্গন আবার কহিবে ততঃক্ষণ ॥
 এমন সম্মানে কেন না কর প্রণতি ।
 এই আশঙ্ক্য কহিছেন গৌরীপতি—।
 প্রহ্লাদ হয়েন প্রেষ্ঠ সজ্জন-আবহে ।
 আমাদের শ্রণন-স্বজন নাহি গৃহে ॥

শ্রীকৃষ্ণভাগবতামৃত

এহেতু অসাধনান না হবে কখন ।
 তাঁর সহ যদি কর সুখ-ইচ্ছা মন ।
 তোমার প্রণাম-পুটে মনে কৃষ্ণ হবে ।

আলাপ-দর্শনে সুখ নাহি পাবে তবে ।
 শ্রীল সনাতনগোস্বামীর পদে আশ ।
 চাহে তজ্জি শ্রীজয়গোবিন্দ বন্দনাস ।

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে ভগবৎকৃপাতর-নির্ভারখণ্ডে
 প্রপঞ্চাতীতো নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥

চতুর্থ অধ্যায়

চতুর্থে স্বয়ং মাহাত্ম্যমাক্ষিপ্যোক্তং হনুমতঃ ।

প্রহ্লাদেন যথা তৎ পাপবানানং হনুমতা । * ।

এই সব বৃত্তান্ত শ্রীশিবমুখে শুনি ।
 প্রহ্লাদ-দর্শনে হৈলা সকৌতুক মনি ॥
 মন-রূপ-বাহনেতে করি আরোহণ ।
 অতিশীঘ্র সূতলেতে করিলা গমন ॥
 ধাবমান আশ্চর্য্যক-ব্যগ্রযুক্ত মন ।
 অম্বরের পুরে হৈলা প্রবিষ্ট তখন ॥
 হরিপাদপদ্ম-ধ্যানে প্রেমাসক্ত-মন ।
 শ্রীবৈষ্ণবগণশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ সজ্জন ॥
 ধ্যানেতে দেখিয়া শ্রীনারদ-আগমন ।
 দূরে হৈতে উঠিয়া করিলা প্রণমন ॥
 অতিযত্নে বসাইয়া কাঠের আগনে ।
 পূর্ব্বমত নানাবিধ করিলা পূজনে ॥
 সেই পূজা পরিহরি সংশ্রম-অন্তরে ।
 ছুনরনে অশ্রুধারা বর্ষে হর্ষভরে ॥
 আলিঙ্গন দিয়া প্রহ্লাদে মনিবর ।
 কহিতে লাগিল কিছু প্রহ্লাদে সঙ্কর— ॥
 কৃষ্ণকৃপাসমূহের পাত্র সে আপনি ।
 দেখিলাম বহুদিন-অন্তরে এখনি ॥
 প্রমাগ-অবধি যত ক্রমণের শ্রম ।
 এতদিনে সফল হইল অল্পক্ৰম ॥
 বালা হৈতে বিমুক্তা শ্রীকৃষ্ণতজ্জি যার ।
 জন্মিল,—নাছিল পুং কুত্রাপি প্রচার ॥
 তব পিতা বহু কৈল যারণ-উপার ।
 উপদ্রববিয়রূপ দারুণ, তাহার ॥
 কিছুই তোমার নাহি করিবারে পারে ।
 বৈকুণ্ঠশ্রেষ্ঠের বিয় নাহি কোথাকারে ॥
 তব ভক্তি প্রভাবেতে যত বৈভাগ্য ।
 হৈল ভাগবত—করি দর্শন-দর্শন ॥

রক্ষেতে আবিষ্ট—উন্মত্তের তুল্য ক্রমে ।
 করি বৃত্ত্য গীত কম্প হাত সে রোদনে ॥
 জন্ম-মরণাদি একবিশংখতিপ্রকারে ।
 ঙ্গারশাস্ত্র-উক্ত যেই দুঃখ এ সংসারে ॥
 সেই সব হৈতে লোকে করিয়া উদ্ধার ।
 ভক্তি বিস্তারিয়া দিল হর্ষ সবার্য্য ॥
 বৃষ্টিংহক্ৰপেতে কৃষ্ণ সমুদ্রের তীরে ।
 আবিভূত হইয়া তোমারে ক্রোড়ে করে ॥
 মাতার সমান স্নেহ করি তোমা'পর ।
 করিলেন নানাবিধ লালন বিস্তর ॥
 ব্রহ্মা-শিব-আদি করিলেন বহু স্তব ।
 কোপ সঙ্করণ তব না হৈল সম্ভব ॥
 লক্ষ্মী স্তব করিলেন অনেকপ্রকার ।
 তাঁর প্রতি নাহি হ'লে আদর-প্রচার ॥
 ব্রহ্মার প্রার্থনে তুমি পাদপদ্মমূলে ।
 পতিত হইলা,—স্বয়ং প্রভু তোমা তুলে ॥
 হস্তপদ্ম তোমার মন্তকোপরি ধরি ।
 চাটিতে লাগিল অঙ্গ কুপায় বৃহরি ॥
 ব্রহ্মাদির প্রার্থনীর মুক্তিপদ বারে ।
 অত্যন্ত আগ্রহে হরি লাগিলা দিবারে ॥
 তথাপি তাহারে তুমি হেলে ত্যাগ করি ।
 হরিতজ্জি জন্মেজন্মে বর নিলা বরি ॥
 শ্রীসুগিহস্তবে তুমি করিলা কামনা— ।
 ভক্তি-প্রবর্তনে উদ্ধারিবে অগজনা ॥
 তাহ দেখি প্রভুপ্রীতি—পৈতৃক স্বরাজ্য ।
 স্বীকার করিয়া বিজ্ঞান-পরকার্য্য ॥
 একদিন তুমি দেখিবারে নারায়ণ ।
 নৈমিষারণ্যেতে যবে করিলা পয়ন ॥

তথায় দেখিলা এক ঝাপরূপ নর ।
 তপস্বির বেশ—কিন্তু হস্তে ধনুঃধর ।
 বিরুদ্ধ-আচার-বেশ দেখিয়া তাঁহার ।
 জানিলা আপনে তাহে দাঙ্কিত-আকার ।
 ‘অবশ্য জিনিব’ বলি প্রতিজ্ঞা করিয়া ।
 মহাযুদ্ধ তাঁর সহ করিলা যাইয়া ।
 জিনিতে অশক্ত হৈয়া প্রাতে একদিন ।
 পুজিলা নিজেইদেব—ভক্তিতে প্রবীণ ।
 ইষ্টদেব যেই মালা কৈলা সমর্পণ ।
 নিজযোদ্ধা-বক্ষঃস্থলে করিয়া দর্শন ।
 সাক্ষাৎ শ্রীনারায়ণ-জ্ঞান করি তাঁরে ।
 সন্তোষিলা শ্রব করি বিবিধ-প্রকারে ।
 তবে ভগবান্ করি শ্রীহস্তস্পর্শন ।
 দূর করিলেন তব যত শ্রমগণ ।
 কহিলেন—তোমা হৈতে আমি পরাজিত ।
 বামনপুরাণে ইহা আছে কথিত ।
 এইমত শ্রীনারায়ণ অনেক কহিলা ।
 হরিতত্ত্বসিঙ্গারবে নিমগ্ন হইলা ।
 হরির প্রিয় সেবক হর্ষে মৃত্যু করে ।
 জিনিহু জিনিহু মোরা’ কহে উঠেঃস্বরে ।
 হে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ ! তুমি জিনিলা কি কব ।
 জিনিলা শ্রীমুকুন্দে বলি—পৌত্র তব ।
 তোমার প্রসাদে বলি আপনার ঘারে ।
 রাখিল মুকুন্দে সবা নিজভক্তিঘারে ।
 দক্ষাদির শাপ যেই আছে আশা’পর— ।
 ‘একস্থলে বাস নাহি হবে নিরন্তর’ ।
 সেই শাপে পরাভব করি, অভাবধি ।
 এইস্থানে নিবাস করিব নিরবধি ।
 প্রভাষ আপন শ্রাবা না পারি সহিতে ।
 অবনত-বদন হইলা লজ্জাযিতে ।
 গৌরব-হেতুক করি নারদে প্রণাম ।
 অল্পস্বরে কহিতে লাগিলা গুণধাম - ।
 ওহে গুরো ভগবান্ ! নিবেদি কি আর ।
 আপনি দেখুন সর্ব করিয়া বিচার ।
 বাল্যকালে ব্যক্ত জ্ঞান না হয় সম্ভব ।
 কৃষ্ণভক্তি কি প্রকারে হইবে প্রভব ।
 সাধু-গুরু-উপদেশ হইলে বিধান ।
 চতুর্দশকলে হয় অনাদর-জ্ঞান ।
 ভক্তি-ভক্তগণের সুমাহাত্ম্যবিশেষ ।
 বিজ্ঞানলক্ষণ যার জন্ময়ে অশেষ ।
 তাহার যে বিষ হৈতে নাহি পদাভব ।
 দৈত্যশিশুগণে যেন উপদেশ সব ।

সাধুগণ-মত—মৃত্যুদীপ্ত সঙ্গাচার ।
 আর্জুনকলের প্রতি দয়ার প্রচার ।
 মোক্ষের অনঙ্গীকার, লোক-সন্তোষণ ।
 লোকসবপ্রতি কৃষ্ণভক্তিপ্রবর্তন ।
 এই সব হরিতত্ত্বপ্রবর্ত-জনার ।
 মাহাত্ম্যসূচক নাহি হয় পুন তার ।
 অমুগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের—পূর্বোক্ত ৬ কণে ।
 না করেন অহুমান যত সাধুজনে ।
 বিষ্ণুসেবাসম্পত্তিসমূহযুক্ত নাথ ।
 সেই কৃষ্ণকৃপা হয় সেবকের সাথ ।
 হনুমান্-মত কোন সেবা নাহি করি ।
 বিদ্বাকুলচিত্তে মাত্র শ্রয়ণ আচরি ।
 সর্বোত্তমশ্রয়গণ-মধ্যে মুখ্য হয়—‘মন’ ।
 তাহার অর্পণ কৃষ্ণে কহিয়ে—‘শ্রয়ণ’ ।
 ভক্তগণ-মধ্যে শ্রেষ্ঠ—শ্রয়ণ যে করে ।
 এ আশঙ্কা উঠাইয়ে, করেন উত্তরে— ।
 লয়-বিক্ষেপাদি-বিয়ে ব্যাকুলত মন ।
 বিদ্বাকুলচিত্তে নাহি হয় ত শ্রয়ণ ।
 ‘শ্রয়ণ চিত্তের ধর্ম, —বিদ্বাকুল চিত্ত ।
 এহেতু ‘শ্রয়ণ’ মুখ্য নাহি হয় উক্ত ।
 প্রশংসা করিহ—কৃষ্ণ-লালন আচারে ।
 মায়াবাদী বেদান্তী—‘মায়িক’ কহে তারে ।
 ভক্তিমার্গরত কহে—লীলার চরিত ।
 অতএব নহে সেই কৃপা ত নিশ্চিত ।
 হরির সহজ যেই বাৎসল্যের ভাব ।
 সেই লালনাদি হয় তাহার স্বভাব ।
 কহিতেছ আপনারা তত্ত্বাভিজ্ঞজন ।
 কিন্তু আমি স্বপ্নতুল্য করিয়ে মানন ।
 যতপিও সত্য সেই হয় ত লালন ।
 কণকাল-হেতু নহে করুণালক্ষণ ।
 প্রভুর প্রসাদ—ভক্তে চিত্তা-সেবা-দান ।
 নহে লালনাদি,—ইহা সাধুর ব্যাখ্যান ।
 হনুমান্-প্রভৃতিকে যেন সেবাদান ।
 করিলেন, তেন নহে কৃত্রিম বিধান ।
 হিরণ্যকশিপুবধ-আদি লীলা সব ।
 শ্রীমুসিংহদেব যাহা করিলা প্রভব ।
 আশা প্রতি অমুগ্রহ না হৈল বিদিত ।
 সে লীলার হেতু কহি, শুনহ নিশ্চিত— ।
 নিজভক্ত-দেবগণে করিতে রক্ষণ ।
 আর জয়-বিজয়-পার্বন-বিযোচন ।
 ব্রহ্মা-গনকাদির করিতে সত্য কথা ।
 দেখাইতে নিজভক্তি-মাহাত্ম্য সর্বথা ।

অবতীর্ণ হইয়া মুসিংহ ভগবান্ ।
 করিলা বিবিধ লীলা—বহু আখ্যান ॥
 পরমাকিঞ্চনশ্রেষ্ঠ যবে ভগবান্ ।
 আশা প্রীতি রাজ্য-অধিকার কৈলা দান ॥
 জানিলাম তখন নিশ্চয় আমি সার—।
 কৃপালেশ মোর প্রতি নাহিক তাঁহার ॥
 যার প্রতি অনুগ্রহ করে নারায়ণ ।
 অল্পে-অল্পে তার ধন করেন হরণ ॥
 এ সব প্রমাণ দেখ আছে ভাগবতে ।
 অতএব মোরে কৃপা নাহি কোনমতে ॥
 দেখহ আমার রাজ্যসম্বন্ধকারণ ।
 বন্ধু-ভৃত্য-আদি-সহ সঙ্গ সৰ্বক্ষণ ॥
 সে লাগিয়া গেল মোর দূরেতে ভজন ।
 ধিক্-ধিক্ আমারে—যে না করি রোদন ॥
 অস্তথা অনুরজাতিস্বভাবে আমার ।
 বদরিকাপ্রমে রণ প্রভু-সহকার ॥
 হইত কি, ইহাতেই বৃদ্ধ অশুভবে ।
 হরি-কৃপালেশ নাহি আমাতে সম্ভবে ॥
 বিনা ভক্তি আশ্রয়-উপদেশময়-।
 দুর্পাণ্ডিত্যপূর্ণ-দেহ অশুর-সঙ্ঘ ॥
 তাহাদের সঙ্গহেতু না কৈল গমন ।
 ভক্তিরসহীন-শুদ্ধজ্ঞানাত্ম এখন ॥
 এই হেতু শুদ্ধভক্তি আমাতে কোথায় ।
 যাহা হৈতে প্রভুর করুণা ব্যক্ত পায় ॥
 যার বংশোদ্ভব বাণ—অনেক দৌরাভ্য ।
 করিল, তাহাতে কোথা ভক্তির মাহাত্ম্য ॥
 বলির নিরোধ হেতু হরি দ্বারে তার ।
 থাকেন, নহে ত তাহা কৃপার বিস্তার ॥
 এখন কোথায় তিহ—না জানি সন্ধান ।
 কদাচিত্ত ভাগ্যে দেখা দেন ভগবান্ ॥
 বলি জিনিবারে যবে আইল রাবণ ।
 পদাঙ্গুষ্ঠে ভগবান্ কৈলা উচ্চাটন ॥
 বলির রক্ষার হেতু তাহা কৃপা নয় ।
 দ্বারপালনের গতিকেতে তাহা হয় ॥
 কুশস্থলী-রক্ষক কুশাদি দৈত্যগণ ।
 দিলেক অনেক হুঃখ করি দুষ্টপন ॥
 তাহাতে খেদিত হইলা দুর্কাসা বিশেষ ।
 আপনি নারদ তারে দিল উপদেশ—॥
 সংপ্রতি স্নাতলে বলি-দ্বারে ভগবান্ ।
 শ্রীব্রহ্মাণ্ডেব হরি আছে বর্তমান ॥
 দর্শন পাইবে শীঘ্র করহ প্রস্থানে ।
 ইথে হৈল দুর্কাসার বিশ্বাস-বিধানে ॥

সেইহেতু দুর্কাসা আসিলা বলিদ্বারে ।
 পাইল শ্রীগদাধরপদে দেখিবারে ॥
 ভগবৎপ্রাপ্তির ইচ্ছা—উৎকর্ষাসিহিত ।
 যেই স্থলে যে জনের হয় প্রকাশিত ॥
 সেই স্থলে সেই জন পায় ত দর্শন ।
 অস্তথা কোথায় বাস নহে কোন্ ক্ষণ ॥
 প্রকটরূপেতে দ্বারে যদি সৰ্বক্ষণ ।
 নিবাস করেন এথা প্রভু নারায়ণ ॥
 তবে কি শ্রীপীতাম্বরে করিতে দর্শন ।
 আমিহ নৈমিষারণে করিয়ে গমন ॥
 আপনার প্রসাদে সে সকল বিদিত ।
 আমারে শ্রীহরিকৃপা যে হৈল নিশ্চিত ॥
 নব ভক্তগণে যেই হরিকৃপাভর ।
 তাহা হৈতে আশা প্রীতি কৃপা অল্পতর ॥
 নিহেতুক করুণায় দ্রবীভূত-মন ।।
 আপনি উদ্দেশ দিলা দ্বার কারণ ॥
 যতক আমার আছে অসৌভাগ্যগণ ।
 বিস্তারিয়া কি করিব তার নিরূপণ ॥
 যতপি কিঞ্চিৎ কহি করি অনুভব ।
 শশিষ্য-বাৎসল্য-হেতু হবে হুঃখ তব ॥
 কিংপুরুষবর্ষে যে আছেন হনুমান্ ।
 তাঁর প্রতি হরিকৃপা দেখ বিচক্ষমান ॥
 ওহে ভগবান্ গুরো ! কর অবধান ।
 আমার পিতার বধ করিতে নিদান ॥
 শ্রীমুসিংহদেব প্রভু কৈলা অবতার ।
 কার্য সমাপিয়া অন্তর্দ্বান হৈল তাঁর ॥
 অভিলাষ ভরি না পাইল দেখিবারে ।
 সেইমত স্বপ্নতুল্য সমুদ্রের ধারে ॥
 মহাভাগ্য হনুমান্—সেবাসুখ তাঁর ।
 অনেক সহস্রবর্ষ নির্বিকল্পপ্রকার ॥
 করিলেন অনুভব পরম-আনন্দে ।
 শ্রীরামচন্দ্রের থাকি সমীপে স্বচ্ছন্দে ॥
 বাল্যে অতিবলী জন্মমাত্র হনুমান্ ।
 উদয়কালেতে সূর্য দেখি বিচক্ষমান ॥
 রক্তবর্ণ-পঙ্কতাল-জ্ঞানে খাইবারে ।
 ৬.ক্ষ দিবা উপরে গেলেন ধরিবারে ॥
 সূর্য্যরক্ষাহেতু ইন্দ্র বজ্রের প্রহার ।
 মারিলা হনুতে, মুচ্ছা হইল তাঁহার ॥
 পড়িলেন ভূমিতলে,—এমত দেখিয়া ।
 বায়ুদেব পুত্রশোকে পীড়িত হইয়া ॥
 ত্রিলোকের বায়ু সব নিরোধ করিলা ।
 তাহে ত্রিলোকের লোক প্রাণেতে পীড়িলা ॥

ঐতেক দেবিতা ব্রহ্ম-আদি দেবগণ ।
 আসি হনুমান্ স্নহ করিলা তখন ।
 জরামৃত্যুবিবজ্জিত বর কৈলা দান ।
 রহিত-অশেষ-জ্ঞান শ্রীল হনুমান্ ।
 ব্রহ্মচর্যানিষ্ঠ সৎশাস্ত্র-তত্ত্বজ্ঞাত ।
 মহাকবি মহাবীর মহাযুদ্ধদাতা ।
 দান-ধর্ম-যুদ্ধ-পরে বীরত্বকারক ।
 শ্রীরত্নপতির অসাধারণ সেবক ।
 প্রভুর আজ্ঞায় সীতা-উদ্দেশ-কারণ ।
 হেলায় লজ্জিলা সিদ্ধ শতৈক-মোক্ষন ।
 রাবণপুরেতে সীতা স্নহঃখিত-মন ।
 পবননন্দন তাঁরে কৈলা আশ্বাসন ।
 বৈদ্য-রাবণাদি-রাক্ষসের সম্বন্ধক ।
 লঙ্কাদাহকারী আর দুর্গপ্রভঙ্কক ।
 লইয়াসী তার বার্তা শ্রীরামে কহিলা ।
 তাহে গাঢ় আভিমন প্রভুর পাইলা ।
 কিঙ্কিদ্ধ । হইতে সিদ্ধতীর-আগমনে ।
 পুষ্টে করি রামচন্দ্রে করিল বহনে ।
 সূর্য্যের আভরণ পুষ্টে কৈল আচ্ছাদন ।
 শ্বেত-ছত্র-সত অতি হইল শোভন ।
 মহাপৃষ্ঠ স্তম্ভময় আসন-সমান ।
 অগ্রগামী সেতুবন্ধক্ৰিয়া-বিশ্বমান ।
 রঘুনাথপাদপদ্মে আনি বিভীষণে ।
 মিলাইলা বর্ণিরা তাঁহার গুণগণে ।
 রাক্ষসগণের বল-বিনাশকারক ।
 যবে যুদ্ধরজনীতে হইল দুঃশক ।
 রাবণের অমোঘ শূলেতে শ্রীলক্ষ্মণ ।
 ব্রহ্মব্যাক্য-সত্য-লাগি হইলা মোহন ।
 সূবেণ-বৈত্থের বাক্যে অরং হনুমান্ ।
 ছয়মাসের পথ সে করিলা প্রস্থান ।
 গিয়া গন্ধমাদনে—গন্ধর্বে করি জয় ।
 মারিলেন্ কালনেমি রাক্ষস দুর্জয় ।
 উপাড়িয়া পুরুতে আনিলা শিরে করি ।
 বিশল্য করণী হৈল প্রাপ্ত তার'পরি ।
 তাহাতে পাইলা প্রাণ ঠাকুর লক্ষ্মণ ।
 নিজস্থানে গিরি পুন করিলা স্থাপন ।
 হর্ষদাতা রামচন্দ্র-লক্ষ্মণ-সহিত ।
 ইন্দ্রজিতবধে হৈলা বাহন শোভিত ।
 লক্ষ্মণদেবের জয় কৈলা সঙ্গাদান ।
 মহাবৃদ্ধি-পরাক্রম সংকীর্্তিবর্দ্ধন ।
 ইন্দ্রজিত-রাবণাদি অতি বলবান্ ।
 তাহাদের বধে কৈলা যত্নপাশ্রয়ান ।

রাবণবিনাশকারি-শ্রীরঘুনাথের ।
 বাঢ়াইলা সাধুকীর্্তি মধ্যে-জিলাকের ।
 রাবণবধের কথা কহিয়া সীতারে ।
 আনিলেন শ্রীরামের নিকটে তাঁহারে ।
 তাহাতে শ্রীসীতানেবী অত্যন্ত হর্ষিতা ।
 হইলেন হনুমান-উপরে নিশ্চিতা ।
 অযোধ্যায় রামচন্দ্রে হইলে ভূপতি ।
 পাইলেন প্রসন্নতা-সমূহ স্মৃতি ।
 জানকী দিলেন আপনার কণ্ঠহার ।
 নিশ্চলা-বিশুদ্ধভক্তি পাইলেন আর ।
 আপন প্রভুর আজ্ঞা করিয়া গ্রহণ ।
 কিংপুরুষবার্ষে করিলেন নিরসন ।
 প্রভুর বিরহ নাহি পায় সাহবारे ।
 তথাপি প্রভুর আজ্ঞা রহে তথাকারে ।
 আশ্রিতেন-আদি কিংপুরুষাচার্য্য বত ।
 রামচন্দ্র-গুণ-লীলা গায় অবিরত ।
 তাহাদের মুখে শুনি স্বয়ং করি গান ।
 ধারণ কবেন অতি কষ্টে নিজপ্রাণ ।
 শ্রীরামচন্দ্রের মুক্তি আছে সেই স্থান ।
 সত্য করেন তাঁর সেবার বিধান ।
 পুরুষমত আছেন নিকটে শোভমান ।
 প্রসিদ্ধ আছেই বীর দাশে হনুমান্ ।

তথাহি—

ঐবিবেশে শ্রবণে পরীক্ষিতভবদেয়াসকিঃ কীর্্তনে,
 প্রহ্লাদে শরণে তদজি জ্ঞানে লক্ষ্মীঃ পুংঃ পুজনে ।
 অত্রুতবভিবন্দনে কপিপতির্দাস্ত্রেথ সখ্যং সখ্যং,
 সর্ববাস্তবনিবেশনে বলিরত্নভূতিঃ কথং বর্ণ্যতে ॥

ইহাতে প্রসিদ্ধ বীর আছেই মহিমা ।
 অতএব দেখ তাঁরে কৃষ্ণকপাসীমা ।
 আপন প্রেত বিনা লঙ্কা-মুক্তি-আশ ।
 না করিলা বিনা বিকুদাত্ত-অভিলাষ ।
 ভক্তিময়-দেহ—পরিপূর্ণ গুণগ্রাম ।
 সেই হনুমানে আমি করিয়ে প্রণাম ।
 আশা হৈতে অস্ত্র মাহাত্ম্য বহুতর ।
 জানেন তাঁহার সে আপনি মুনবর ।
 অতএব কিংপুরুষে করিয়া গমন ।
 আমোদ পাইবে তাঁরে করিলে দর্শন ।
 এত শুনি 'অহো তদ্র অহো তদ্র' বলি ।
 আসন হইতে মূনি আলোড় উর্দ্ধলী ।
 আকাশমার্গেতে তবে করিলা গমন ।
 উপস্থিত কিংপুরুষবার্ষেতে তখন ।

দেখিলেন হনুয়ানে ঐরাব-চরণে ।
 সাক্ষাৎ প্রভুরে জানি করেন অর্চনে— ।
 বস্ত্রবস্ত্র বিচিহ্নেতে,—ছাড়ি মুক্তিজন ।
 স্বয়ং ভগবান্ এই হন বিভূষান ।
 গন্ধকাঞ্চি গায় রসায়ন রায়ারণ ।
 তনি পুলকাক্ষ-কম্প সর্কাক্ষব্যাপন ।
 দিব্য হৈতে দিব্য গন্ত-পন্ত স্থানির্মিত ।
 আর বেদ-পুরাণাদিবর্ভা করি গীত ।
 করেন শ্রবন হর্ষে দণ্ডবৎ প্রণতি ।
 দেখিয়া নারদ উচ্চ কহে হৃষ্টমতি— ।
 জয় রঘুনাথ জয় শ্রীজানকীকান্ত ।
 জয় শ্রীলক্ষ্মণগ্রজ জয় মুক্তি শান্ত ।
 নিজ-ইষ্টদেব-স্বামি-শ্রীনাথকীর্তন ।
 তনি হনুয়ান্ হৈলা হর্ব্বুক্ত-মন ।
 লক্ষ্যগতি দিয়া আসি গগনে তখন ।
 কণ্ঠে ধরি নারদেয়ে দিলা আলিঙ্গন ।
 আকাশে থাকিয়া হর্ষে করেন নর্ত্তন ।
 কপীশের প্রেমাক্ষধারার সম্মার্জন ।
 করিয়া, শ্রীরাঘচন্দ্রপ্রোমে পরিপূর্ণ ।
 উচ্চৈঃস্বরে শ্রীনারদ কহে কিছু তূর্ণ—
 ওহে হনুয়ান্! সত্য হইল বিদিত ।
 হরির পরম প্রিয় তুমিহ নিশ্চিত ।
 অত আমি হই নাম হরিপ্রিয়জন ।
 করিলাম যেহেতুক তোমাকে দর্শন ।
 ফলে সুস্থ হৈয়া রঘুবীরকে প্রণাম ।
 আনিলেন করিতে মূনিরে নিজ-ধাম ।
 করিলা প্রণাম তত্র শ্রীরাঘচরণে ।
 হনুয়ান্ যত্নে তাঁরে বসাল্যা আসনে ।
 কম্প-বেদ-পুলকাক্ষ-গন্ধাদে বিভূষার ।
 প্রেমজ-সম্পত্তি ব্যক্ত শরীরে তাঁহার ।
 কেবল হস্তেতে বীণা আছে মাত্র তাঁর ।
 বাজাইতে অশক্ত, কহেন কিছু আর— ।
 সত্যসত্য নিশ্চিত আপনি হনুয়ান্! ।
 হরিকৃপাসমূহের নিরুপম স্থান ।
 অহো বহুপ্রভু হরেন নিরন্তর ।
 যিহঁ চিত্র-ভজনের অমৃতসাগর ।
 দাস সখা বাহন আসন ধ্বজ ছত্র ।
 বিতান ব্যজন স্তম্ভিকারী মন্ত্রী তত্র ।
 চিকিৎসক যোদ্ধাপতি উত্তম সহায় ।
 মহাকীর্ত্তিগণ-বিবর্দ্ধন হন তার ।
 রাঘচন্দ্রপথে সমর্পিত-আত্ম-মন ।
 পরমপ্রসাদস্থান মহাশয় হন ।

প্রভুর সংকীর্ত্তিকথা-পরম-জীবন ।
 সবভক্তগণের আনন্দ-বিবর্দ্ধন ।
 গন্ধুড়াদি হইতে পরম শ্রেষ্ঠতর ।
 অহো আপনি বিস্তৃত ভক্তিয়ান্ পর ।
 চতুর্ভুজ-আদি করি স্তব্ধ বত জানি ।
 সেবাসুখ হইতে অল্প অধিক না মানি ।
 ভক্তগণপ্রমোদিনী কথা মহন্তরে ।
 কহিলা শ্রীরাঘচন্দ্রে উদারশেখরে ।

তথাহি—

ভববন্ধছিদে ততৈশ্চ স্পৃহয়ামি ন যুক্তয়ে ।
 ভবান্ প্রভুং দাস ইতি স্বয়ং বিলুপ্যতে ।
 ভববন্ধচ্ছেদকারি-মুক্তির নিমিত্তে ।
 কদাপিহ আমি ইচ্ছা নাহি করি চিন্তে ।
 ‘আপনি প্রভু, সে আমি দাস’—এই কথা ।
 যে মুক্তিপ্রসঙ্গে লোপ হয় ত সর্ব্বথা ।
 তবে হনুয়ান্ প্রভুপাদপঙ্কজের ।
 কঙ্কণাবিশেষরূপ-শ্রবণ-কাণ্ডের ।
 প্রজ্জলিত প্রভুপাদবিরহ-আনলে ।
 সন্তপ্ত শোকেতে আর্ন্ত কান্দেন বিকলে ।
 করিলেন শাস্ত মূনি কহি নানামতি ।
 পরে কিছু কহিতে লাগিলা কপিপতি— ।
 রাঘচন্দ্র-পাদপদ্ম হৈতে আমি হীন ।
 অতএব দেখ আমা সম নাহি দীন ।
 করাইয়া নিষ্ঠুরতা তাঁহার শ্রবণ ।
 মূনিপ্রভ! কেন যোরে করাহ রোদন ।
 যত্নপি হইব আমি সেবক তাঁহার ।
 তবে ইথে করিবেন কেন পরিহার ।
 সুগ্রীব-অঙ্গদ-আদি নিজপ্রিয়জন ।
 অধোধ্যবাসিরে লৈলা পার্শ্বেতে আপন ।
 পরিভাগ আমারে করিলা গীতাপতি ।
 ইহাতে দুর্ভাগ্য মোর কর অবগতি ।
 সেবা-সৌভাগ্যে প্রভুর যে কৃপা আমাতে ।
 স্নিগ্ধ আপনারা অহুমান কর যাতে ।
 ইবে অবতীর্ণ প্রভু মথুরানগরে ।
 প্রকটিল্য নিঃশেষ-বিতবের বরে ।
 মহায়া ত্রিযুক্তির-আদি পাণ্ডুগণে ।
 করিলেন অহুগ্রহী শ্রীপ্রভু যেমনে ।
 তার এক অংশ সহ তুলনা না হয় ।
 আমা প্রতি অহুগ্রহ—তন মহাশয় !
 সুবর্ণের-মহাগিরি-সুবেক-সহিত ।
 না হয় মুক্তিকাকণ-তুলনা নিশ্চিত ।

বাল্যকাল হইতে সে পাণ্ডবের গণে ।
 বিষদানাদি আপদ করিয়া প্রেরণে ॥
 বৈষ্ণৱ ধর্ম যশোজ্ঞান ভক্তি সপ্রণয় ।
 দেখাইলা সকলেরে প্রভু মহাশয় ॥
 নঃবা পাণ্ডবগণে বিপদ কোথায় ।
 যাহাদের শ্রীগোবিন্দ সতত সহায় ॥
 সারথী সতত-পার্শ্ববর্তি সে আর ।
 রাজসূরপ্রভৃতিতে সেবন-প্রকার ॥
 ময়নাগ্রদান আর দূরত্বকরণ ।
 রাত্রে বীর্যগনে খজাহস্তে জাগরণ ॥
 পশ্চাতে গমন আর স্তম্ভি-প্রণয়ন ।
 আপনি করিলা যাহাযোগে নারায়ণ ॥
 হইয়া স্নেহেতে প্রভু সকাতির-মন ।
 তাহাদের কিবা নাহি করে আচরণ ॥
 সেবা সখা প্রিয়তম—মিশ্রিত পরস্পর ।
 নাহি দ্বীপ্তি পায় এক-বিনা অস্তর ॥
 যাহাদের প্রতি কৃপা করি নিরন্তরে ।
 নিবাস করেন প্রভু হস্তিনানগরে ॥
 তাহে হৈল মহাবিগণের তপোবন ।
 কিবা তপস্তার ফলদাতা সে ভুবন ॥
 কপীশে উক্ত তবে শ্রীনারায়ণ ।
 কৃষ্ণপ্রিয়তমের মাহাত্ম্যকথা শুনি ॥
 কৃষ্ণপাদপঙ্কজে লালস গুরুতর ।
 সতত দ্বারকাবাসে রসিক অন্তর ॥
 কথা-মধ্যমধ্যে উঠিউঠি বারবার ।
 অত্যন্ত করিলা বৃত্তা সহিত হৃদয় ॥
 হনুমান পাণ্ডবমাহাত্ম্যকথারসে ।
 হইলেন অতিশয় নিমগ্ন-মানসে ॥
 বাঢ়িল মূনির মৃত্যু আনন্দবিশেষ ।
 না নাচিয়া কহিলা প্রস্তুত কথা শেষ— ॥
 পাণ্ডবগণের যে আপদ সব হয় ।
 সুসেবিত মহন্ত তাহার নিশ্চয় ॥
 যে সব আপদ কৃষ্ণে কারায়। ত্যজন— ॥
 অস্ত্র কর্ম অশেষ—সম্ভাস্ত করি মন ॥
 শীঘ্রতর আনি কৃষ্ণ করায় মিলন ।
 তাহাদের সম্পদ কে করিবে বর্জন ? ॥
 হনুমান পরম-আনন্দাবেশ-মনে ।
 পাণ্ডবে সাক্ষাৎ জানি করে সন্মোহনে— ॥
 অর প্রেমপরাধীন পাণ্ডবকুমার ।।
 ‘ইহ কৃষ্ণ ভগদীশ’—না করি বিচার ॥
 সাধুর আচার হাড়ি প্রভুরে আবার ।
 নিরোজন কর দৌত্যসারথ্যে প্রকার ॥

প্রেমবিবশেতে ছাড়ি বিচার-আচার ।
 করুন পাণ্ডবগণ হেন ব্যবহার ॥
 ভগবান কেন তাহা করেন স্বীকার ? ।
 এই আশঙ্কা কহে উত্তর তাহার— ॥
 ওহে পাণ্ডব । তোমরা জানহ নিশ্চিত ।
 মহামন্ত্র কিবা মহোষধি লোকাভীত ॥
 পরমমোহন-কৃষ্ণ-বিমোহনকারী ।
 তাহাতেই বশীভূত হৈলা গদাধারী ॥
 এত কহি হনুমান মুনিসহকারে ।
 লক্ষ দিয়াদিয়া নাচি কহে বারেকারে— ॥
 অহো ভক্তগণচিন্তাকর্ষক-চেষ্টিত ।।
 মহাপ্রভো : ক্রুরেহ-সমূহ-নিজিত । ॥
 সারথ্যাদি কর্ম—যেই কর্তব্য না হয় ।
 তাহাও করহ তুমি প্রভু মহাশয় । ॥
 পাণ্ডবমধ্যেতে যারা কুদ্বীপ্তজাতা ।
 তাহার মধ্যম ভীম—হয় মম ভ্রাতা ॥
 বয়েসে কনিষ্ঠ, কিন্তু শ্রেষ্ঠ গুণবান্ ।
 তাহার সম্বন্ধে আমি অতি ভাগ্যবান্ ॥
 করিলেন মহাপ্রভু অর্জুনের প্রতি ।
 ভগিনীদানাদিসাথে অমুগ্রহ অতি ॥
 তাঁহার রথের ধ্বজ—প্রিয়তম তার ।
 আমার সমান যার হয় ত আকার ॥
 প্রিয়তম প্রভুর যে সব ভক্তগণ ।
 তাঁহারা প্রসন্ন নাহি হন বতকণ ॥
 দাস্তসেবা কদাচন সিদ্ধ নাহি হয় ।
 ককণাও প্রভুর কদাপি না ফলয় ॥
 ওহে ভাগবতশ্রেষ্ঠ প্রভুপ্রিয়তর ।।
 মহিমা কহিব আমি কি আর বিস্তর ॥
 আমাদের তথাকারে গমন উচিত ।
 দর্শন আশ্রয় লয়া হয় সুবিহিত ॥
 অবোধ্যাত্তে পূর্ব প্রভু যেই সব জীলা ।
 অতি গূঢ় সুবাস্ত নাহি প্রকাশিলা ॥
 সেই সব জীলাগণ অত্যন্ত আশ্চর্য্য ।
 বিচিত্র বাধ্যুর্বা আর পরম ঐশ্বর্য্য ॥
 ব্রহ্ম-কল্প-আদি দেব তর্কিতে না পারে ।
 ভক্তসকলের ভক্তি হয় ত বিস্তারে ॥
 মধুরার অংশ দ্বারকাতে এইক্ষেণে ।
 করেন প্রকাশ প্রভু আনন্দিতমনে ॥
 নারদ কহেন—কি কহিলা—‘অবোধ্যাত্ত’ ॥
 বৈকুণ্ঠেও সেইসব জীলা নাহি তার ॥
 অতএব উঠিউঠ শীঘ্র সেই স্থানে ।
 ওহে সখা ! দুইজনে করিবে প্রয়াণে ॥

ততঃ পরে হনুমান্ ধৈর্য্যের সাগর ।
 কণেক নিবাস ত্যজি কহেন উত্তর ॥
 গমনে তাদৃশাকাঙ্ক্ষ হইল হৃদয়ে ।
 নারদের প্রেরণা তাহাতে মুহু হয়ে ॥
 তথাপি আপন পাতিব্রতভঙ্গতরে ।
 ৯) উট্টিল। কপিপতি ধৈর্য্য-সমুচ্চরে ॥
 নারদের বাক্যে অনাদরে করি ভর ।
 কণেক বিচারি মনে তখন কহয়— ॥
 শ্রীমদ্ভাগবতের যে দর্শন-সেবন- ।
 নিমিত্তে মোদের তথা উচিত গমন ॥
 কিন্তু মহা-কারুণ্য-মাধুরী-রসভর ।
 পূর্ব হৈতে অধিক গভীর নিরন্তর ॥
 বিচিত্র লীলার ভঙ্গী পরম-মোহিনী ।
 এইকণে প্রকাশিত করিলেন তিনি ॥
 অত্যন্ত অভিভূত যেই সব মূনিচর ।
 তাঁহাদের যাহে হয় ভ্রম অভিযম ॥
 অহো ব্রহ্মা—আপনাদিগের বিহি তাত ॥
 লোকপিতামহ সৃষ্টিকর্তা অমৃতাত ॥
 বেদপ্রবর্তকাচার্য্য যে-লীলা-দর্শনে ।
 মুগ্ধ হইলেন বৎস-বালক-হরণে ॥
 অবদ্বি বানর আমাদিগের কা কথা ।
 তাহার বৃন্তান্ত তুমি জানহ সর্বথা ॥
 দ্বারকা'পরেতে প্রতি-বহিবীর ঘরে ।
 ভ্রমণ করিলে মোহ পাইয়া অস্তরে ॥
 তাঁরে দেখি যদি হয় মোহিত হৃদয় ।
 অতএব করি অপরাধ হৈতে ভয় ॥
 অনন্তভাবেক যেই সব দাসগণ ।
 তাঁদের পরমগতি—আপদে শরণ ॥
 প্রভুর বিচিত্র লীলা করিলে দর্শন ।
 প্রেমের সহিত ভক্তি করে বিবর্জন ॥
 যতাপিহ নিরন্তর হয় ত প্রকারে ।
 উপযুক্ত গমন আমার তথাকারে ॥
 তথাপি শ্রীরঘুনাথ-স্বরূপে আমার ।
 দৈবকীনন্দন বাঢ়াইলা প্রীতিসার ॥
 সহজ-অব্যাজ-করণায় মুহূ-মন ।
 কোটিল্যরহিতভাব-স্বভাবাক্ষণ ॥
 পূজ্যভূমিদিগের আচারপ্রবর্তক ।
 কিবা শ্রেষ্ঠ-ধর্ম্মের করেন প্রদর্শক ॥
 একপত্নীকৃতধর সর্বদা বিনয়ে ।
 লজ্জার বিনত শ্রীমদুৎপন্ন হয়ে ॥
 অধোবিলোকন—নাহি দৃষ্টি ইতত্তত ॥
 জগত্তরঙ্গন-শীল-যুক্ত অবিরত ॥

অযোধ্যাপুরের পুরন্দর ভগভাজ ।
 মহারাজাগণের হয়েন অধিরাজ ॥
 শ্রীজানকী-লক্ষ্মণ-কর্তৃক নিবেশিত ।
 ভরতের জ্যেষ্ঠ, স্ত্রীকীর্তীর প্রিয়হিত ॥
 কপিগণেশ্বর বিভীষণাশ্রিত হন ।
 হনুবাণহন্তে দশরথের নন্দন ॥
 কোশল্যাকুসুম-রামে-শ্রীকৃষ্ণকুপায় ।
 বাটিল আমার প্রীতি-ভক্তি অতি তার ॥
 সেহেতু দৈবকীনন্দনের এই রূপ ।
 সাক্ষাত জানিয়ে লীলাপতির স্বরূপ ॥
 তাঁহার চরিতামৃত সদা করি পান ।
 নিবাস করিয়া আছি আমি এইস্থান ॥
 যবে কোন প্রয়োজন করি নিজচিত্তে ।
 কিম্বা মহা-করণায় সেবাসুখ দিতে ॥
 কিম্বা আশা প্রতি রেখে—প্রাণাধিক মম ।
 করাইতে দর্শন শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়তম ॥
 করিবেন দ্বন্দ্বের আমারে ত আহ্বান ।
 তবে আমি গমন করিব সেই স্থান ॥
 এই কথা নারদে কহিলা কপিপতি ।
 তাহার কারণ কিছু কর অবগতি— ॥
 ইহাতে প্রসিদ্ধ এক আছে ইতিহাস— ।
 একদিন দ্বারকাতে কৃষ্ণ করি বাস ॥
 গুরুড়ের অহংকার করিতে ভঙ্গন ।
 করাইতে নিজপদে একান্ত দর্শন ॥
 দ্বারকাতে গুরুড় কহিলা ভগবান্— ।
 শুনায়া আমার আজ্ঞা—আন হনুমান্ ॥
 কিংপুরুষবর্ষে আসি গুরুড় তখন ।
 বীর হনুমান্ প্রতি কহিলা বচন— ॥
 যাবৎকাল করিছেন তোমায়ে আহ্বান ।
 গুরুডেতে আগমন কর হনুমান্ ॥
 শ্রীরামচরণপদ্মে তাঁর ভক্তভর ।
 গুরুড়ের বাক্যে নাহি করিলা আদর ॥
 ক্রোধেতে গুরুড় বল করি ততক্ষণ ।
 কৃষ্ণপার্শ্বে আনিবারে করিলা গ্রহণ ॥
 লাসুল-অগ্রেতে হনুমান্ তবে ধরি ।
 ফেলাইয়া দিলা গুরুডেরে হেলা করি ॥
 বিহ্বল হইয়া পড়িলেন দ্বারকার ।
 হাসি ভগবান্ তবে কহিলেন তার— ॥
 'রঘুনাথ করিছেন তোমায়ে আহ্বান ।'
 এই কথা কহি এখা আন হনুমান্ ॥
 স্বয়ং ভগবান্ হৈলা শ্রীরাম-স্বরূপ ।
 বলরামে করিলেন শ্রীলক্ষ্মণ-রূপ ॥

সীতা-রূপ হৈতে সত্যতামা না পারিলা ।
 তাঁরে হাসি শ্রীকৃষ্ণগীদেবীরে কহিলা ॥
 তখন জানকী-রূপা কৃষ্ণগী হইলা ।
 তাঁহারে আপন বামভাগে বসাইলা ॥
 পুনর্বার গরুড় আসিয়া হনুমানে ।
 কহিলা—শ্রীরামচন্দ্র করেন আহ্বানে ॥
 এত শুনি আনন্দেতে বিবশ হইয়া ।
 দেখিলা শ্রীরাম-রূপ ষারকা আসিয়া ॥
 ভক্তিতে অনেক স্তব করিলা সখ্য ।
 পাইলেন নিজাভীষ্ট বহুতর বর ॥
 এই অভিপ্রায়ে কহিলেন হনুমান— ।
 বাইব আমিহ কৃষ্ণ করিলে আহ্বান ॥
 তুমি অত্র বাহ শীঘ্র পাণ্ডব-ভবনে ।
 নরাকৃতি পুং ব্রহ্ম করহ দর্শনে ॥
 পাণ্ডবগণের ঐহ স্বয়ং সুপ্রসন্ন ।
 মুনি-চিন্ত-বাক্য-অগোচর উপসন্ন ॥
 সৌন্দর্য-মাধুর্য-যুক্ত মনোহরতর ;
 বহুবিধ লীলামধুরিমায় আকর ॥
 তাঁর বৃহৎ তথর পাণ্ডবের গণ ।
 কৃষ্ণাজ্ঞায় গৃহস্থধর্ম্মেতে প্রবর্তন ॥
 সঙ্গাগরা পৃথিবীর রাজ্যকর্ম্মবৃত্ত ।
 জানিয়া না হবে তথা অপরাধ কৃত ॥
 তাহাদের কৃষ্ণপাদপদ্মের সেবার ।
 ইহপরকাল কানে স্পৃহা নাহি ভার ॥
 পরমহংসগণের আচার্য্যসকল ।
 পূজা করে ঐহাদের চরণকমল ॥
 তাঁহাদের জ্যোষ্ঠ—যুধিষ্ঠির মহাশয় ।
 শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়-হেতু সাক্ষাৎ করয় ॥
 রাজসুয়-অবশেষ-আদি যজ্ঞ করি ।
 কৃষ্ণে সমর্পিয়া বহু বিবিধ আচরি ॥

সেই মহাপুণ্যার্জিত ভুলভ দেবের ।
 রাজ্যসম্পত্তি—অধিক হয় বর্ণনের ॥
 ত্রৈলোক্যব্যাপক সুনির্মল বশ আর ।
 অপর বিবর দেববাহনীর সার ॥
 বত্ৰপি বিবর সর্বদোষাশ্রয় হয় ।
 কৃষ্ণে সমর্পণ কৈলে—সে অমৃতময় ॥
 কৃষ্ণের প্রসন্ন-হেতু অগ্নিল বিবর ।
 কৃষ্ণে সমর্পণ করিয়াছে মহাশয় ॥
 সে-সব সম্পদ কোন প্রীতি জন্মাবারে ।
 পাণ্ডবরাজের কদাচন নাহি পারে ॥
 ক্ষুধারূপ-অগ্নিতে বিকল যেই জন ।
 বস্ত্রাদিতে তাহার নাহিক হয় মন ॥
 তেন কৃষ্ণপ্রোয়গ্নিতে অতি দক্ষমন ।
 বস্ত্র-মালা-চন্দন না হয় সন্তোষণ ॥
 অত্র কিবা মহিষী শ্রীদ্রোপদী সুলারী ।
 তাদৃশ ভ্রাতর ভীষ্মার্জুন-আদি করি ॥
 দেহসম্বন্ধেতে নহে প্রিয় কদাচন ।
 হইলেও চতুর্ভুজফলের সাধন ॥
 কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রেম-সম্বন্ধ-কারণ ।
 ভ্রাতা-পত্নী-পুত্র-আদি তাঁর প্রিয় হন ॥
 জ্ঞাতিতে বানর আমি—শুনহ নিশ্চিত
 তাঁহাদের মহিমা কি পারিব কহিতে ॥
 সঙ্গজ আপনি মুনি ! জানেন বিস্তর ।
 তাঁহাদের মাহাত্ম্য অধিকাধিকতর ॥
 শ্রীল-সনাতন-পদ ভাবি যত্নে মনে ।
 চতুর্থ অধ্যায়-ব্যাখ্যা হৈল সমাপনে ॥
 শ্রীরাধাগোবিন্দপাদপদ্মে করি মন ।
 শ্রীজয়গোবিন্দ দাস চাহে প্রেমধন ॥

ইতি শ্রীভাগবতাস্তোত্রে তপস্বৎকৃপাতর-নির্দ্যায়কণ্ডে

ভক্তো নাম চতুর্থাধ্যায়ঃ ॥

পঞ্চম অধ্যায়

পঞ্চমে নিজমাহাত্ম্যং ব্রহ্মাক্ষং পাণ্ডবা যথা ।

নিরক্তোচুর্ভূন্যাত্তত্বা তেহপ্যদ্যবস্ত তত্ ॥ ১ ॥

ততঃপরে শ্রীনারদ হর্ষভরাক্রান্ত ।
 ধাইয়া চলিলা বৃত্তাসহিত নিত্য ॥

কৃকদেবশর্ম্মা যুধিষ্ঠির-রাজধানী ।
 প্রবেশ করিলা যার্যা মুনি হর্ষ মানি ॥

সেইকালে বৃষভিষ্ণু রাজা মহাশয় ।
 নিজভ্রাতা-আদি সহ যজ্ঞা করত—॥
 কোন বাগ-ছলে কিবা বিপদের ছলে ।
 বৃষ্ণ আনাইয়া করি দর্শন সকলে ॥
 বহুদিন কৃষ্ণের দর্শন নাহি পাই ।
 ভীম কিবা অর্জুন—আনহ কৃষ্ণ বাই ॥
 এইকালে ঘোরপাল আনাইল গিয়া—।
 উপনীত মহামুনি নারদ আসিয়া ॥
 শুনি মাতা-ভ্রাতা-পত্নী-সহিত ততক্ষণ ।
 উঠিলেন মহারাজা পাণ্ডুর নন্দন ॥
 সংগ্রহ-সহিত অগ্রে ধাইয়া আইলা ।
 প্রণমিয়া; সমাদরে সভায় আনিলা ॥
 যত্ন করি উত্তম পীড়িতে বসাইলা ।
 পূজার নিমিত্ত দ্রব্য সব আনাইলা ॥
 নীত্র শ্রীনারদ সেই সকল দ্রব্যোত্তে ।
 পাণ্ডবগণের পূজা করিলা অগ্রেতে ॥
 হনুমান্ কহিলেন যেই সব তত্ত্ব ।
 পাণ্ডবেরে শ্রীকৃষ্ণের কৃপার মহত্ব ॥
 মুহূর্ত্ত বীণায়ত্রে বিমুগ্ধিত করি ॥
 সঙ্গীভূত করিলেন মধুর উচ্চরি—॥
 নরলোকমধ্যেতে অনেক ভাগ্যবান্ ।
 আপনারা হয়েন,—নাহিক ইথে আন ॥
 জগতের ঈশ্বরগণের ত ঈশ্বর ।
 দৈবকীনন্দন বাহাদের প্রিয়বর ॥
 দেব-গুরু-বন্ধু মধ্যে মাতুলের আর ।
 দূত সুহৃৎ সারথী বন্দীভূত কথার ॥
 ব্রহ্ম-কৃত্ত্বাদি-দেবের সমাধি-চুলভ ।
 কিন্তু তোমাদের গৃহে হয়েন স্থলভ ॥
 বেদোক্তি-তৎপার্থ্যের যে সারাংশ বিশেষ ।
 তাহার গোচর যেই হয়েন দেবেশ ॥
 শ্রীমুনিঃ হ বান শ্রীরাঘবচন্দ্র আর ।
 যেই শ্রীকৃষ্ণের হন অংশেতে প্রচার ॥
 মৎস্য-কূর্প-আদি অস্ত্র বত অবতার ।
 প্রকট হয়েন অংশলেশেতে বাহার ॥
 বৈভবস্বরূপ ব্রহ্মা-আদি দেবসার ।
 দাসীতুল্যা চক্ষুপথবর্তী মায়া যার ॥
 মারাদেবী সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী ।
 জগত-মোহিনী—যার আদেশ-পালিনী ॥
 কংসের মৌর্য্যে যবে পৃথিবী পীড়িতা ॥
 ব্রহ্মার নিকটে গেলা গো-রূপা মোহিতা ॥
 ব্রহ্মা মহাদেব সহ করি দেবগণ ।
 কীরোদগমুদ্রভীরে করিলা গমন ॥

নানামত ব্রতের নিষ্ঠায় সে থাকিলা ।
 কিঞ্চিৎ প্রসাদ তথাপিহ না পাইলা ॥
 নানাবিধ স্তব করি ধ্যানেতে রহিলা ।
 ব্রহ্মাভ্যাসে বীর আভা হৃদয়ে জালিলা ॥
 প্রসিদ্ধ সে আভা ব্রহ্মা প্রকাশ করিলা ।
 বাহে সুখ প্রাপ্ত সব দেবতা হইলা ॥
 গর্গ-আদি প্রাজবর অত্যন্ত নিষ্ঠুরে ।
 নন্দ্রের নিকটে করিলেন প্রকাশনে— ॥
 শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বর প্রভু দেব নারায়ণ ।
 ইহার সহিত সম কোনমতে হন ॥
 নরেন্দ্র সমূহ 'নার'—তাহাদের প্রতি ।
 তাবতে কারুণ্যভর-বাতে পশতি ॥
 জ্ঞান-জিহ্না-শক্তিদানে করেন পালন ।
 সংকর্ষে প্রবর্ত্ত করে—ইথে 'নারায়ণ' ॥
 বড়ৈশ্বর্যপূর্ণ তিহঁ হয়েন সমান ।
 কিন্তু সর্বপ্রকারেতে নহে তুল্যাখ্যান ॥
 নানা অবতারের শ্রীকৃষ্ণ অবতারী ।
 'মহানারায়ণ' বলি বেদেতে প্রচারি ॥
 তাঁহার সমান অস্ত্র কেহ নাহি হন ।
 মাহুর্ষ্য ঐশ্বর্য বীর অতুল্য-কথন ॥
 মধুপুরে 'দীর্ঘদীক্ষু'-নামেতে বিখ্যাত —।
 'মহাহরি' 'মহাবিক্রু'—গুণ অবদাত ॥
 আশ্চর্য্যমবরূপ যৌন, শান্তি আর— ।
 মুক্তি, নববিধা ভক্তি-আদি অতি সার ॥
 ইত্যাদি সাধন দ্বারা প্রসন্নতা যার ।
 প্রার্থনা করিয়ে,—নাহি পাই একবার ॥
 সেই প্রভু তোমাদের প্রতি সে আপনি ।
 বন্দীভূত প্রসন্ন হইলা মধুগণি ॥
 আশ্চর্য্য শুনহ—পূর্বে মুক্তি-বিতরণে ।
 যৌক-অধিকারি-মধ্যে কৈলা কোনজন ॥
 দেবাসুরযুদ্ধে কালনেমি-দানবারে ।
 শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বর-রূপে করিলা সংহারে ॥
 হিরণ্যাক্ষ শ্রীব্রাহ্ম, মুনিঃসাবতারে—।
 হিরণ্যকশিপু-দৈত্যে করিলা সংহারে ॥
 সুভকর্ণ-রাবণে শ্রীরাম-অবতারে ।
 মারিলেন, মুক্তি নাহি দিলেন কাহারে ॥
 তাহাদিগে এই-অবতারে মুক্তি দিলা ।
 উত্তমা আপন ভক্তি নাহি বিভ্রালা ॥
 প্রহ্লাদে কেবল জ্ঞানমিশ্রভক্তি-দান ।
 মুনিঃসবতারে প্রভু করিলা বিধান ॥
 হনুমান্ জাম্ববান্ শ্রীমান্ ঐশ্রীব ।
 বিভীষণ শুহ দশরথ—কত জীব ॥

যখনাথ-পদে করি সেবা-অমরজি ।
 প্রভুর কৃপায় পাইলেন শুভা ভক্তি ॥
 বিমুক্ত-প্রেমের বার্তা না শুনিলা কানে ।
 হইবেক সে প্রেমের আশি কোন্ স্থানে ? ॥
 মুক্ত ভক্ত শুদ্ধপ্রেমরসেতে পুরিত ।
 কতকত-জনে না করিলেন নিশ্চিত ॥
 আপনাদিগের মাতুলের যত্নপতি ।
 সে-সম্বন্ধে তোমাদেবো মহাশয় সে অতি ॥
 দৈত্যাত্ম-প্রবেশ-হেতু কর্ণ-দুৰ্ব্বোধন-
 আদি করি দৈত্যমধ্যে হয় ত গণন ॥
 আর দৈত্যগণ—বিষ্ণু-বৈষ্ণবের দ্রোহী ।
 নরকের যোগ্য তারা হয় ত বিবোহী ॥
 তাহাদিগে কতজনে আপনি মারিলা ।
 আর অর্জুনাদি দ্বারা মারি মুক্তি দিলা ॥
 তপ-জপ-জ্ঞানপর যেই মুনিগণ ।
 ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ করেন সাধন ॥
 বিশ্বামিত্র, গোতম, বিশিষ্ট—আর কত ।
 কুরুক্ষেত্রযাত্রাতে গমন করি ততঃ ॥
 শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদে ভক্তি করিয়া প্রার্থনা ।
 কৃষ্ণভক্তি-তৎপর হইলা সব জনা ॥
 তরু-লতা-আদি যেই সকল স্থাবর ।
 তমোযোনি প্রাপ্ত তারা হয় নিরন্তর ॥
 বৃন্দাবনে যেই তরু-লতা-আদি-গণ ।
 তমোযোনি নহে—কিন্তু তার তুল্য হন ॥
 বিমুক্ত-সাত্বিক-ভাব পাইয়া তাহার।
 কৃষ্ণপ্রেমরস বর্ষে বর্ষি মধুধারা ॥
 শ্রীকৃষ্ণের রূপ আর লাভ্য সৌন্দর্য ।
 মাধুর্যের অতিশয় হয় ত আশ্চর্য ॥
 ওহে কৃষ্ণভক্তাগণ ! কে বর্ণিবে তাহা ।
 অপূর্বদে বিস্ময়-বিধান করে যাহা ॥
 সেইমত লীলা প্রেমা আর গুণগণ ।
 অপূর্ব—মহিমা, কেলিভূমি বৃন্দাবন ॥
 বর্ণন করিতে তাহা পারে কোন্ জন ।
 আপনারা তাহা জ্ঞাত আছ সর্বজন ॥
 রূপসৌন্দর্যাদি যদি নাছিল পূর্বেতে ।
 নিত্যক্লেব হানি তবে হয় প্রত্যেকেতে ॥
 যদি ছিল, তবে পূর্ব হইতে প্রেভতা ।
 সিদ্ধ নাহি হয় রূপাদি-অপূর্বতা ॥
 কহিছেন মুনিবর এই আশঙ্কায়—
 স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র যদি এই মধুরার ॥
 অবতীর্ণ না হইত, তবে ত অক্ষয়—
 পরমেশ্বরকে ব্যক্ত না হৈত নিশ্চয় ॥

কিং পুনঃ পরমাত্ম্য-রূপাদিহ তয় ।
 তাদৃশ লীলাদি কার হইত গোচর ॥
 কিংবা তাদৃশ রূপাদি হয় 'ভগবদ্ভা' ।
 প্রকট নাহিত—ইহা যানি আশি সত্তা ॥
 এই অবতারে ভগবদ্ভা সর্বোত্তম ।
 বিশিষ্ট-মহিমা-শ্রেণী-মাধুরী মূগম ॥
 ব্যক্ত হৈল সর্বমতে সর্বথা সর্বত্র ।
 ইত্যরেহ অনুভব করিলেক অত্র ॥
 শ্রীকৃষ্ণের করুণায় যেই সব কথা ।
 তাহার বর্ণন দূরে থাকুক সর্বথা ॥
 শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ সকল যেই হয় ।
 তাহারও প্রশংসার যোগ্য সে নিশ্চয় ॥
 কংস-আদি, কালিয়-পুতনা-আদি আর ।
 বলি-শিশুপাল-আদি প্রমাণ তাহার ॥
 এই ত প্রকারে অতি প্রকর্ষেতে গান ।
 শ্রীনারদমুনি করিলেন সন্নিধান ॥
 শ্রীমাদবকীর্তিতে রসিক স্ব-রসনা ।
 দশনে কাটিয়া মুনি করেন শিক্ষণা— ॥
 শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের যেই মহিমা-মহত্ত্ব ।
 তাহা বর্ণিবারে ব্রহ্মাদি নহে শক্ত ॥
 সেই ত প্রভুর আর ভক্তসকলের ।
 প্রবৃত্ত হইলা জিহ্বা তাহা বর্ণনের ॥
 হইলাম ইহাতে সে অত্যন্ত বিস্ময় ।
 অতএব তোমারে কহিয়ে মুনিশ্চয়— ॥
 কৃষ্ণপ্রিয়-পাণ্ডবগণের যে আচার ।
 নিজশক্তিমতে যদি কিংকং তাহার ॥
 উচ্চারণ করিবারে পারহ রসনে ! ।
 মহদ্ভাষ্য সে তোমার করিয়ে গণনে ॥
 পরম মহাশয়বস্ত হে পাণ্ডবগণ ! ।
 আপনাদিগের শ্রীকৃষ্ণেতে প্রতিজন— ॥
 প্রীতি বিশেষ, আর তোমাদের প্রতি— ॥
 শ্রীকৃষ্ণের করুণা-বিশেষ যেই অতি ॥
 কোন্ বৃষ্টজন তাহা লইবে জিহ্বায় ।
 বর্ণনে অশক্তি যেই হেতু পূর্ণতায় ॥
 দেহাদ্র-হৃদয় কৃষ্ণ আশ্রয়-বচন ।
 অকুরের মুখে কহিয়া পাঠালা যখন ॥
 তনি এই কুন্তী-মাতা প্রেমের প্রবাহে ।
 শুৎকণাৎ নিমগ্ন হইলা অবগাহে ॥
 বিচিত্র বিলাপে বহু করিলা রোদনে ।
 বিদারিত হয় বক্ষ যাহার প্রবণে ॥
 আপনারা কৃষ্ণপ্রিয় হও একারণ ।
 তোমাদের স্নেহ যাতা করিলা রক্ষণ ॥

ত্রিদিনপরে যদি দ্বারকাগমনে ।
উভত হরেন কৃষ্ণ বাদবজীবনে ।
বহু কাকু-ভূতিবাক্য কহিয়া তখন ।
আপনার গৃহে যাতা করেন রক্ষণ ।
রাজস্বয়-আদি যজ্ঞ করি সম্পাদন ।
লোকসম্মোহকৃষ্টা মহাপ্রতিষ্ঠা অর্পণ ।
যুধিষ্ঠিরমহারাজে করিলেন হরি ।
বিশেষ-রূপেতে কৃপাসমূহ বিস্তারি ।
জয়স্বয়ম্বাদি-দ্বারায় ভীমসেনে ।
করিলেন যত্নাথ সংকীর্ণ-অর্পণে ।
এই ভগবানজুন বিষংগ হইলেন ।
শ্রীকৃষ্ণের শ্রিয়সখা প্রসিদ্ধি আছেন ।
পুরাণ, বিখ্যাত শ্রেষ্ঠশ্রেষ্ঠ কবিগণ ।
ইহার মহিমা-স্তবে শক্ত নাহি হন ।
যমজ—নকুল সহদেব দুইজন !
রাজস্বয় মহাযজ্ঞ হইল যখন ।
অগ্রপূজা-বিচারেতে যেরূপ কহিলা ।
তাতে কৃষ্ণশ্রীতিপরি বিখ্যাত হইলা ।
রাজস্বয়যজ্ঞকালে আপনি শ্রীহরি ।
দ্রোপদীকে স্নান করাইলা কৃপা করি ।
“শ্রিয়সখী” বলিয়া করেন সম্বোধন ।
সম্রাট শ্রীকৃষ্ণ ধারে করেন মানন ।

দুর্কাসা শশিষ্য যবে পারণ করিতে ।
বনমাধ্যে হইলেন আসি উপনীতে ।
যাবত দ্রোপদী নাহি করিবে আহার ।
স্বর্ঘ্যবরে একস্মার হইত তাঁহার ।
করিয়াছিলেন কৃষ্ণা সেকালে ভোজন ।
অতএব অন্ন নাহি ছিল সেইক্ষণ ।
বিপদকালেতে কৃষ্ণ আসিয়া তখন ।
চাহিয়া শাকের কণা করিলা ভোজন ।
‘তৃপ্তোহর্ষাশ্ব’ বলিয়া কৃষ্ণ কহিলেন যবে ।
জগত হইল তৃপ্ত—তঁার তৃপ্তে তবে ।
নিজ-শিষ্য-সহিত দুর্কাসা পলাইলা ।
দ্রোপদী-সহিত রক্ষা এমতে করিলা ।

সভামধ্যে দুঃশাসন বস্ত্র আকর্ষিল ।
বস্ত্ররূপী হেয়া হরি সম্মান রাখিল ।
পুনঃদুঃশাসন-আদি করিয়া নিধন ।
করিলেন তাঁর সর্বশোক-বিমোচন ।
বিভূরের অন্ন যে করিলা আশ্বাদন ।
ভীষ্মের মরণমহোৎসবে যে গমন ।
সে সকল তোমাদের সম্বন্ধ-নিমিত্তে ।
বিচার করিয়া ইহা দেখ নিজচক্ষে ।

অহো বস্ত্রবহাচর্য্য।—কহিব কি আর ।
তোমাদের মহিমা থাকুক বর্ণিবার ।
তোমাদের সম্বন্ধে এ পুরনারীজন ।
কহিলেক যেই জ্ঞান-ভক্তির কথন ।
ব্যাসাদিক কবি তাহা করেন প্রশংসা ।
ইহার কি আর বহু করিব আশংসা ।

এক-পৌত্র-সহ প্রত্নদেবের কৃপাশ্রিত ।
একলা শ্রীহনুমানের ককণা বিদিত ।
আপনারা সর্ববন্ধু-স্বজন-সহিত ।
কৃষ্ণ-শ্রেয়কৃপাতর-পাত্র মুনিশ্রিত ।
কৌরবের সভামধ্যে শ্রীকৃষ্ণ আপনি ।
আমাদিগে উদ্দেশিয়া কহিলা তখন—
পাণ্ডবগণের যেই সুহৃদ হইবে ।
আমার সুহৃদ সেই—নিশ্চয় জানিবে ।
পাণ্ডবের শত্রু সেই—শত্রু সে আমার ।
যেহেতু পাণ্ডব মম প্রাণ—সুত সার ।

তথ্যচ শ্রীভগবদ্বাক্যমুদ্যোগপর্ব্বকণি—

যজ্ঞান যেষ্ট স মাং যেষ্ট যজ্ঞানম্ স মামহু ।
ঐকাদ্যামাগতঃ বিদ্ধি পাণ্ডবৈধঃ প্রচারিভিঃ ।

অন্তত্ৰাপি—

যিষদম্ ন ভোক্তব্যং যিষন্তঃ নৈব ভোজয়েৎ ।
পাণ্ডবান্ যিষসে রাজন্ মম প্রাণা হি পাণ্ডবাঃ

আশ্চর্য্য আমার ধার্ট্য হয় ত অপারে ।
যেহেতু শ্রবন্ত গুণগণ কহিবারে ।
তোমাদের গুণগণ শ্রীকৃষ্ণ একল ।
জানিতে কহিতে শক্ত হইলেন সকল ।
কিন্তু আমি নির্ণয় করিহু ইহা সত্য—
আপনাদিগের সুখ-সম্পদ-মাহাত্ম্য ।
বিষেব বিস্তার করিবার সে কারণ ।
অবতীর্ণ হইলেন দৈবকীনন্দন ।

মুনিমুখে ধর্ম্মরাজ এতেক শুনিয়া ।
নিজোৎকর্ষ-শ্রবণেতে লজ্জিত হইয়া ।
কণেক থাকিয়া মোন—ভ্যজি দীর্ঘশ্বাস
মাতা-ভ্রাতা-পত্নীসহ কহিছেন ভাষ ।
প্রথমত যুধিষ্ঠির কহেন বচন—
বাবদুক-শিরোধার্য্য আপনি ত হন ।
বাৎসর্য্য চাতুর্য্যে এত কহিলা বচন ।
পরমার্থবিচারেতে নহে কদাচন ।
শৌনঃপুত্র আমরা করিয়া সুবিচার ।
দেবিতাম ভাবিয়া-চিন্তিয়া বহুবার ।

শ্রীকৃষ্ণের কোন কৃপা আমাদের প্রতি ।
হইল না কদাচিত কিছু অবগতি ॥
কৃষ্ণভক্ত আমরা—আপদ আমাদের ।
ঈক্ষণ করিয়া যত শ্রীকৃতজনের ।
শ্রীকৃষ্ণভক্তিতে প্রবৃত্তির হবে নাশ ।

যথা—

ন বাসুদেবভক্তানাংভক্ত বিদ্যাতে কচিৎ ।

ইত্যাদি বিশ্বাস হইবেক সব ভ্রাস ॥
এই অভিশয় কষ্ট প্রাণে নাহি সর ।
আমাদের তুমি প্রাণ জীবন আশ্রয় ॥
প্রাণিকালের অন্ন বিনা যেন হয় ।
জল বিনা মীনগণ যেমন সংশয় ॥
এইহেতু করিলাম আমিহ প্রার্থন ।
যজ্ঞসম্পাদন-হল করিয়া এখন— ॥
“তব ভক্তগণের আপদ নাহি হয় ।
অভক্তের সর্বদা বিপদ-সমাপ্ত হয় ॥
এই নিষ্ঠা ভক্তভক্ত সকলজনেরে ।
করাহ দর্শন প্রভু ! সর্বজগতেই ॥
তব ভক্ত-সম্পদ—বিচিত্র শুদ্ধতর !
ইহ পরলোকে শুদ্ধ—বিলক্ষণবর ॥
দেখি সবে পরম বিশ্বাসী হৈয়া মন ।
তব শ্রীচরণপদ্ম করিয়া ভজন ॥
সর্বদুঃখরহিত—নির্ভয় নিরন্তর ।
শ্রেষ্ঠস্বপ্ন প্রাপ্ত হইবেক সব নর ॥”
এইহেতু যখনাথ সখ্য হইয়া ।
আমাদের বিপদ অভক্তে বিনাশিয়া ॥
রাজ্যের প্রদান করিলেন মহাশয় ।
পূর্বে হৈতে হৈল তাহে শোক অভিশয় ॥
দ্রোণ-ভীষ্ম-আদি করি বহু শুদ্ধজন ।
অভিমুখ্য-বটোৎকচ-আদি নুতনগণ ॥
অন্তেও অগণ্য বহুবহু সাধুগণ ।
আমাদের কারণেতে হইল নিধন ॥
নিজপ্রাণাধিক প্রার্থনীর সদা হয় ।
শ্রীবিষ্ণুজনের সঙ্গ—জানিহ নিশ্চয় ॥
কি কহিব, এইক্ষণে বিচ্ছেদে তাহার ।
সুখের কিঞ্চৎ লেশ নাহিক আমার ॥
কৃষ্ণমুখপদ্ম-সন্দর্শন-সুখভোগে ।
চিরকালে কচিৎ হয় কোন-কার্য্যযোগে ॥
এহেতু পরম শোক হৈল এইক্ষণে ।
বিচার করিয়া দেখ সকল লক্ষণে ॥

যদি কহ—তোমাদের কোন কার্য্যহেতু ।
গিয়াছেন কোনস্থানে কৃষ্ণ—ধর্মসেতু ॥
করিয়া নিম্পন্ন তাহা শীঘ্র আসিবেন ।
এই আশঙ্কায় তার উত্তর কহেন— ॥
পরম সম্ভাগ্যবন্ত সকল যাদব ।
কৃষ্ণপ্রিয়তম অতি সখ্য-সম্ভব ॥
তাঁহাদিগে সুখদান করেন সদায় ।
নিরন্তর নিবসিয়া কৃষ্ণ দ্বারকার ॥
আপনারা দেখেন যে শ্রীকৃষ্ণ কখন ।
আমাদের দোষ-সারথ্যাদি আচরণ ॥
ভূভারহরণ, আর পাপবিনাশন, ।
ধর্মরক্ষা-হেতু তাহা করে নারায়ণ ॥
আমাদের প্রতি স্নেহ-ভাবে তাহা নয় ।
যথার্থ এ অর্থ জানিবে হে মহাশয় ॥

ততঃপরে ভীমসেন সুধার্মিক-মতি ।
শ্রীবাদবেষ্টের নর্ম্মসুহৃদম অতি ॥
উচ্চশব্দে অতি হাসি কহেন তখন ।
হে শ্রীকৃষ্ণশিষ্য যুনি ! তুমি কখন ॥
এমত ধূর্ততা, আর বচনচাতুরী ।
সংস্থানে শিক্ষা তুমি ক’রেছ প্রচুরি ॥
কহিতেছো এতাদৃশ বচন তাহাতে ।
নতুবা তোমার দোষ নাহিক ইহাতে ॥
দুর্কৌণ্ড লীলার সিদ্ধ—মায়াদি-কারণ ।
পরম চতুরসিংহ—শ্রীবত্নন্দন ॥
তীর বাক্য আর ব্যবহারের কৌশল ।
কোন স্থানে কিবা নাহি প্রবর্ত্ত প্রবল ? ॥
মহালীলাধারে আর মহামায়াধারে ।
কোন-কোন-স্থলে মহাচাতুর্য্যপ্রকারে ॥
সর্বত্র সকল তীর হয় ত প্রবর্ত্ত ।
বিশ্বাস না করি তাহা—মোরা জানি তত্ত্ব ॥
পরীক্ষিত কহিতে লাগিলা—মাতা ! তন ।
পরে মম পিতামহ—শ্রীমান্ অর্জুন ॥
শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা শোকের সহিত ।
মুহঃখাগ ছাড়ি তবে কহেন কিকিঁত— ॥
ওহে ভগবান্ ! তব প্রিয়তমেশ্বর ।
সারথ্যাধিকারে যে করিলা কৃপাতর ॥
সে সকল আমাদের দুঃখের কারণ ।
না হইল কিবা ?—যুনি ! কর বিবেচন ॥
‘পরব্রহ্মরূপ কৃষ্ণ—অস্রাদি-পীড়ন ।
সংগত না হয়’ এই শুদ্ধজ্ঞান মন— ॥
ভীষ্মাদির কৃষ্ণপাদপদ্মমুখারে ।
কচির অতাবহেতু নাহি প্রেমসায়ে ॥

সেইহেতু শ্রীকৃষ্ণের কোমল আকারে ।
 বর্ষ-বর্ষ-ভেদী কত করিল প্রহারে ॥
 বারবার আমার বারণ নাহি মানি ।
 শ্রীমুখিতে তাহা সহিলেন চক্রপাণি ॥
 সে-প্রহার-সহ্য-চিন্তা-দুঃখ শেলগ্রায় ।
 অতাপি ভ্রমর হইতে নাহি বাহিরায় ॥
 অতএব ওহে ব্রজ ! কহিতেছি সায়ে ।
 অমিবেক আমাদের সুখ কি-প্রকারে ? ॥
 যদি কহ—তোমাদের প্রতি কৃপা করি ।
 সহিলেন সেই সব প্রহার শ্রীহরি ॥
 তাহার উত্তর কহি—তন মহাশয় ! ।
 নিজ প্রিয়জনের যে কর্ষে দুঃখ হয় ॥
 তাহা অচরণ নহে প্রীতির কারণ ।
 প্রীতি রহ, নহে কতু কৃপার লক্ষণ ॥
 তীক্ষ্ণ-দ্রোণাদি-হনন-হইতে-নিবৃত্ত ।
 আমারে কেবল তাহে করিতে প্রবর্ত ॥
 মহাভ্রানিশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ—মহিমা অশেষ ।
 কংকিঞ্চিৎ করিল। আমারে উপদেশ ॥
 শুক্লাম্বাণী মুক্তিবাঞ্ছাকারী যতজনে ।
 সুখ হয় তাব বখাশ্র-তর্পণ-অবগে ॥
 ভক্তিমাহাত্ম্য জীবন আমাদের হয় ।
 মহাদুঃখকর তাহা—জানিহ নিশ্চয় ॥
 তাৎপর্যার্থবিচারে যতপি—ভক্তিপর ।
 তথাপি না হয় সে কিঞ্চিৎ সুখকর ॥
 বরং শ্রীকৃষ্ণের তাহা-দ্বারায় বন্ধনা ।
 বোধ হয় নিশ্চিত,—করিলে বিচারণা ॥
 সদা-শুদ্ধ-নিরুপাধি-কৃপার-আকরে ।
 সত্যপ্রতিজ্ঞ সৎসা সাধু-মিত্রবরে ॥
 সেই মহাপ্রভু কৃষ্ণচক্রেতে আমার ।
 দৃঢ়তর বিশ্বাস আছয়ে অনিবার ॥
 সাক্ষাৎ সংপ্রাপ্ত মহা-মনোহরাকার ।
 পরব্রজ প্রাপতি শ্রীদৈবকীকুমার ॥
 তাঁহা হৈতে মম প্রিয় নাহি ত্রিভুবনে ।
 তাদৃশোপদেশ তাঁর মাত্র প্রতারণে ॥
 শ্রীনকুল সহদেব কহেন তখন—
 বিশস্তিসমূহে যেই ধৈর্য্য-আচরণ ॥
 শক্রবর্গনাশ, অশ্বমেধযজ্ঞ পূর্ণ ।
 সম্পন্ন করিলা বেই কৃষ্ণচক্রে তুর্ণ ॥
 বশোভাজ্য-পুণ্য-আদি দুলভ সবার ।
 করিলেন কৃষ্ণ আমাদের যে বিস্তার ॥
 সে সকল কৃষ্ণকৃপা—আমরা না মানি ।
 ওহে ভগবান্ শ্রীনারদ ! তন বাণী—

কিন্তু মহাযজ্ঞোৎসব অনেক সম্পন্ন ।
 করিয়া শ্রীকৃষ্ণচক্রে আগনি নিশ্চয় ॥
 অগ্রপুজা স্বীকার করিলা মহাশয় ।
 তাহে হর্ষ আছি যোর—কৃপা সেই হয় ॥
 করিলেন উপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণ এইক্ষণে ।
 তাহে স্নহঃখিত,—প্রাণ বাঁচিবে কেমনে ॥
 আমাদের গৃহপুজা করিয়া স্বীকার ।
 মহোৎসব সম্পন্ন থাকুক দূরে তাঁর ॥
 অত্যন্ত দুর্ঘট তাঁর হইল দর্শন ।
 অতএব কিসে আর বাঁচিবে জীবন ॥

তাঁহাদের বাক্য সব করিয়া শ্রবণ ।
 দ্রোণদী শোকেতে হৈলা বিমোহিত-মন ॥
 আপনারে স্থির করি কৃষ্ণ কতক্ষণে ।
 কান্দিতেকান্দিতে কহে গগনদ বচনে— ॥
 শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রাণসখা সর্বক্ষণ ।
 করিবেন নানামত লজ্জা-নিবারণ ॥
 দুর্ঘোষন-দুঃশাসন-আদি দুষ্টগণে ।
 মারি অমুগ্রহ করিবেন প্রকাশনে ॥
 এই মতি ছিল সদা, এক্ষণে আমার ।
 পিতা ভ্রাতা পুত্র বহু হইল সংহার ॥
 কৃষ্ণেচ্ছামুসারে আর সিদ্ধি নিজাভীষ্ট ।
 ইহা ভাবি তাহে শোক না করি গরিষ্ঠ ॥
 হতবন্ধুজন্য আমি—আমার সাধনে ।
 পার্থে বসি কৃষ্ণ কৈলা স্তুতি-বচনে ॥
 সেই দৈবৎ-হাস্তযুক্ত বাক্যামৃতগণ ।
 মনোহর মধুর সুপেয় সর্বক্ষণ ॥
 সে থাকুক দূরে, মম দোষাগ্য-কারণ ।
 পূর্বমত না করেন কৃষ্ণ আগমন ॥
 অতএব মুনিবর ! কিবা দয়া তাঁর ।
 মানিব, আপনি দেখ করিয়া বিচার ॥

ততঃপরে কুন্তী অতিশোকেতে পীড়িতা ।

শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন-প্রাণ-জীবন নিশ্চিতা ॥
 শ্রীকৃষ্ণের কৃপা আর অকৃপা স্মরণ ।
 করি, কান্দি সর্বক্ষণ কহেন বচন— ॥
 অনাথা সপুত্রা আমি—যোর বারবার ।
 আপদগণ হৈতে শত্রু করিলা উদ্ধার ॥
 দৈবকী-মাতা হইতে কৃপা সবিশেষ ।
 কৃষ্ণের আমাতে অমূল্যাম অশেষ ॥
 আপনার অস্ত্রের-গৃহেতে এইক্ষণ ।
 সর্বদিকে হতবন্ধু বত নারীগণ ॥
 করে মহারোদন—সে করিয়া শ্রবণ ।
 ব্যাকুলিত নিরন্তর আছে মম মন ॥

পূর্বে কৃপা সবিশেষ যে ছিল প্রকাশনে ।
মনেতেও স্থান নাহি পায় এইক্ষণে ॥
অতএব শ্রীকৃষ্ণের দর্শন-রহিত ।
সম্পদ সকল আমি তাজিয়া নিশ্চিত ॥
মাগিলাম কৃষ্ণস্থানে আপদ—পূর্বেতে ।
তাহার দর্শন পাই যে-সব-দ্বারেতে ॥

তথাহি (ভাঃ ১।৮।২৫)—

বিপদঃ সন্ত তাঃ শতন্তত্র জগদুত্তরা ।
ভবতো দর্শনং যৎ হৃদয়পূনর্ভবদর্শনম্ ॥ * ॥
ওহে জগতের গুরু যাদব ঈশ্বর ! ।
সেই সব বিপদ হউক নিরন্তর ॥
'পুনর্ভব'—নব সংসারের দুঃখ কর ।
তাহার দর্শন যাহা হৈতে নাহি হয় ॥
অথবা 'অপুনর্ভব'—নব মোক্ষ কন ।
সে সুখ তুচ্ছতা করি যে করে জ্ঞাপন ॥
কিছা 'পুনর্ভব'—পুনর্বার সে সন্তব ।
না হয় সাদৃশ্য বার অতুল্য-প্রভব ॥
যে আপদগণ হৈতে এমত দর্শন ।
তোমার পাইয়ে প্রভু দেব জনার্দন ! ॥
পূর্বে করিলাম এইপ্রকার প্রার্থন ।
ঘটিল এক্ষণে দেখ অতি দুঃখগণ ॥
সংপ্রতিক নিষ্কটক রাজ্যপদ দিয়া ॥
পাণ্ডবে জানিয়া সুখী—শ্রীকৃষ্ণ তাজিয়া ॥
দ্বারকানগরে করিলেন অবস্থিতি ।
এই ত কারণে তাঁর আগমন প্রতি ॥
অপগত হৈল আশা, হৈবে মানি আর ।
আপন মরণ শীঘ্র—অনুগ্রহ তাঁর ॥
'কৃষ্ণ বদ্ধবৎসল হয়েন'—সদা এই ।
আশারূপ পুত্র অবলম্ব করি যেই ॥
গাঢ়-সম্বন্ধ-বিচারে যদুগণ তাহা ।
ছেদন করিল, কি কহিব মুনি । হাহা ॥
কৃষ্ণের পরম প্রিয়বর্গমুখ্য হন ।
নিরুপম-প্রেমসিদ্ধ-ময় যদুগণ ॥
তেকারণে শীঘ্র তাঁহাদের সম্মিধান ।
করহ আপনি মুনি ! তথায় প্রস্থান ॥
তাঁহাদের অতুল মহিমা সে আপনে ।
জানেন, আমরা কিবা করিব বর্ণনে ॥
পরীক্ষিত মহারাজ কহে—ত্বন মাতা । ।
কৃষ্ণভাগিনেরবধু—সৌভাগ্য-বিখ্যাতা ॥
শীঘ্রতর মূনিবর উঠি ততঃক্ষণ ।
শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাপুরে করিলা গমন ॥

পুনঃপুন করি দণ্ডপ্রণাম-নিকর ।
পুরমধ্যে প্রবেশ করিলা মূনিবর ॥
সৌভাগ্যবিশিষ্ট যদুপুত্রবসকল ।
অনিরীচ্যাগণে দেখি মানিলা সকল ॥
সুধর্ম্ম-নামক দেবসভা শ্রীমুখেতে ।
বসিরা আছে জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠাদির ক্রমেতে ॥
সুখেতে শ্রীযাদব সকল হর্ষাশিত ।
নিজ-সৌন্দর্য-ভূষণে যুক্ত অপ্রমিত ॥
স্বর্গবর্ত্তী আর শ্রীবৈকুণ্ঠবর্ত্তী যত ।
রাগ ব্রত সংগীত কোশল বহু-মত ॥
তাহার পরমোৎসবে নিত্য সেব্যমান ।
পারিজাতপুষ্পের মালাতে সুশোভন ॥
বন্ধিগণ সম্মুখেতে ষোড় করি কর ।
বিচিত্রে-উজ্জ্বলিত শুব করে নিরন্তর ॥
পরম্পর বিচিত্রে নর্ম্মোজিত-কেলি-দ্বারে ।
হাস-পরহাস-হর্ষে নানান-প্রকারে ॥
নিজতেজে সূর্য্যভ্যন্ত করে আচ্ছাদন ।
অত্যন্ত মাদুরীময় লোক-আহ্লাদন ॥
নানাবিধ মহাদিব্য ভূষণে ভূষিত ।
বৃদ্ধগণে ভাস্করবলে যৌবনে পুঞ্জিত ॥
শ্রীকৃষ্ণ-বদনচন্দ্র-করিত অমৃত ।
নিরন্তর পান করি তৃপ্ত অধিকত ॥
উগ্রসেন মহারাজ বসি সিংহাসনে ।
তাঁহারে বেষ্টিরা শোভিয়াছে যদুগণে ॥
আদরেতে শ্রীকৃষ্ণদেবের আগমন ।
সবে আছে প্রতীক্ষা করিয়া ব্যগ্র-মন ॥
শ্রীকৃষ্ণস্তুঃপুয়পথ করিয়া লক্ষণ ।
অত্যন্ত সুব্যগ্রতর মানস-লোচন ॥
কৃষ্ণকথা-কথনে আসক্ত যদুগণ ।
দেখিলা নারদ কোটিকোটি অগণন ॥
দ্বারপালমুখে ত্বনি মূনি-আগমন ।
সন্ত্রমে আকুল ধাইলেন যদুগণ ॥
দণ্ডপ্রণামে আসক্ত ছিলা মূনিবর ।
বলে উঠাইলা তাঁরে ধারি ছই-কর ॥
লইয়া গেলেন সত্যমধ্যেতে তখন ।
বসিবার হেতু দিলা মহাদিব্যাসন ॥
তাহে না বসিরা মূনি বসিলা ভূমিতে ॥
যদুগণ বসিলেন তার চতুর্ভিতে ॥
যদুগণ পূজ্যদ্রব্য কৈলা আনয়ন ।
তাহে নমস্করি মূনি ভক্তিযুক্ত-মন ॥
অঞ্জলি বাঙ্কিরা মূনি উঠিরা ওয়ায় ।
বিনয়যুক্তেতে পুনঃপুন কহে তায়—॥

ওহে কৃষ্ণপাদভ্রের মহামুকম্পিত ! ।
 সর্বলোকশ্রেষ্ঠ স্ন-উত্তম-ঐশ্বর্যবিত ! ।
 আশ্বাসে করহ দয়া—যেন অবিরত ।
 তোমাদের কীৰ্ত্তিগানে ত্রিময়ে জগত ॥
 আশ্চর্য্যাতিশয় স্নাত্যতম যত্নকুল ।
 বৈকুণ্ঠনিবাসী হৈতে শোভয়ে অতুল ॥
 এই ত মহাব্যালোক শ্রীকৃষ্ণকুণায় ।
 বৈকুণ্ঠ লজ্জিয়া অতিশয় শোভা পায় ॥
 অর্থাৎ বৈকুণ্ঠবাসিজনে তত নয় ।
 ষারকানিবাসিজনে যত কৃপা হয় ॥
 হে পুণ্ড্র ! হইল তব সফল প্রয়াস ।
 যাতে ইহাদের সব জন্ম কেলি বাস ॥
 যে বহুগণের গৃহে দৈবকীনন্দন ।
 নিবসি করেন অতি অপূর্ব ক্রীড়ন ॥
 যাহাদের দর্শন সত্তাবণ ভোজন ।
 স্পর্শানুগমন আর আগুন ভোজন ॥
 বিবাহ শয়ন—অস্ত্র দুঃশ্চর্য্য দৈহিক-
 দূচ-শ্রেয়-সম্বন্ধ আত্ম-সম্বন্ধে অধিক ॥
 ইথে বদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ করেন অমূল্যকণ ।
 স্বর্গ-মোক্ষ-বাছা ছেদি ভক্তিবিবর্ধন ॥
 বিস্তারেন যাদবগণের সুখভর ।
 অনির্বচ্য প্রতিক্ষণে নব মহন্তর ॥
 শয্যাসন গমন আলাপ ক্রীড়া স্নান ।
 ভোজনাদি কার্য্যেও থাকিয়া বর্তমান ॥
 কৃষ্ণপ্রণমে মগ্নচিত্ত হৈয়া যত্নগণ ।
 না করেন কদাপিহ আপনা স্বরণ ॥
 মহারাজাধিরাজন ওহে উগ্রসেন ! ।
 অত্যন্ত অদ্ভুত স্নগ্নসিদ্ধ সে হয়েন ॥
 তব মহাসৌভাগ্যমহিমা কোন্ জন ।
 শক্ত হয় ক্রিডুবনে করিতে বর্ণন ? ॥
 দেখ মহাস্বর্ঘ্য চমৎকার স্ন-বিবরি ।
 প্রিয়জনপ্রণয়ের অধীন মহা হরি ॥
 মহারাজোচিত সিংহাসনে উপবিষ্ট ।
 থাকহ আপনি যত্নরাজ ! সুবিশিষ্ট ॥
 সেবকের তুল্য অগ্রে দৈবকীনন্দন ।
 সাদরেতে তোমারে করেন সখোদন—
 অবধান কর দেব ! ভৃত্যেরে আদেশ' ।
 কিবা করণীয়,—কর তাহার নিদেশ ॥
 ওহে যত্নগণ ! তোমাদিগে নমস্কার ।
 নমামি সখ্যধারী হর যে তোমার ॥
 পরীক্ষিত কহে—মাতা ! শুনিয়া কখন ।
 ব্রহ্মণ্যদেবের অতুল্য যত্নগণ ॥

নারদের করি দুই চরণ গ্রহণ ।
 নমস্কার করি সবে কহেন বচন— ॥
 আশ্বাসের মহাপ্রভু কৃষ্ণচন্দ্র হন ।
 তাঁরো পূজ্য তুমি পরমারাধ্য-চরণ ॥
 মহা-নীচ আশ্রয়—জানিহ মুন ! সার ।
 নীচতুল্য কি-কারণে কর নমস্কার ? ॥
 ব্রহ্মারে জিনিয়া তব বাক্যের চাতুর্য্য ।
 তাহাতেই কহিতেছি এসব প্রাচুর্য্য ॥
 আশ্বাসের প্রতি যে কহিলে মহাশয় ! ।
 বাধবেপ্রপ্রভাবে—সে অসম্ভব নয় ॥
 কোনো গন্ধ শ্রীকৃষ্ণের যে-জন রাখয় ।
 কিবা বাছা সে-জনের সিদ্ধি নাহি হয় ? ॥
 বেহেতুক কৃষ্ণ মহা-দয়ার আকর ।
 অহেতুক পরমোপকারি-শ্রেষ্ঠতর ॥
 দীনজননাথ মহামহিমসাগরে ।
 স্বরণবাঞ্ছিতে সর্ব-অর্থ দান করে ॥
 অনাশ্রয়জনের অধিতার শরণ ।
 হীনের অধিক অর্থ করেন সাধন ॥
 আশ্রয় পরম দীন দীন নীচ জন ।
 অতএব শ্রীকৃষ্ণের কৃপার ভাজন ॥
 তাঁহার প্রভাবে সব হয় ত ঘটন ।
 বিচারে পর্য্যবসান কৃষ্ণে বিলক্ষণ ॥
 কিন্তু আশ্বাসের মধ্যে উদ্ধব শ্রীমান্ ।
 শ্রীকৃষ্ণের পরমাত্মগ্রহের স্থান ॥
 শ্রীবাদযজ্ঞের যিই মহা মন্ত্রিবর ।
 মহা-শিষ্য মহা-ভৃত্য মহা-প্রিয়তর ॥
 আশ্বাসের সকলরে ত্যজি কোন স্থানে ।
 মহাপ্রভু যত্ননাথ করেন প্রয়াণে ॥
 পুনরীর তাঁহারে ত করিলে দর্শন ।
 পরিত্যাগজন্ত দুঃখ না করে গমন ॥
 নাহি আনি পুনরীর গমন কোথায় ।
 করিবেন কৃষ্ণ—ইহা ভাবি দুঃখ পায় ॥
 উদ্ধব পরম সুখী—নিত্য সন্নিধানে ।
 থাকিয়া প্রভুর সেবা করেন বিধানে ॥
 যেহেকার্য্য আপন গমনযোগ্য হয় ।
 তাহে উদ্ধবেরে পাঠিয়েন মহাশয় ॥
 সাধ করিলেন যবে লক্ষণ-হরণে ।
 কুরুগণ করিল তাঁহারে আবরণে ॥
 আপন গমন যোগ্য তাঁহার মোচনে ।
 হস্তিনার উদ্ধবেরে করিলা প্রেরণে ॥
 নন্দব্রজজনের আশ্বাস করিবারে ।
 পাঠাইলা কৃষ্ণচন্দ্র গোকুলে তাঁহারে ॥

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ হৈতে তাহাতে দ্বিগুণ ।
 পাইলেন অতি সুখ উদ্ধব নিপুণ ॥
 হরির ভোজন-ক্ৰীড়া-কৌতুক-সময়ে ।
 থাকি নিত্য একা মহাপ্রসাদ লভয়ে ॥
 শয়ন করেন যবে শ্রীযত্ননন্দন ।
 করেন শ্রীপদধ্বজ তবে সন্ধানন ॥
 তার পরে নিদ্রাপ্রবে আবিষ্ট হইয়া ।
 নিদ্রা যান তাঁর ক্রোড়ে শ্রীপদে রাখিয়া ॥
 কোন রহঃক্ৰীড়াহলে সজ্জতে তাঁহার ।
 গমন করেন অতি হর্ষেতে বিস্তার ॥
 সত্য উত্তম মন্ত্ররত্নে মন্ত্রিবর ।
 নানা পরিহাস-উক্তি করে নিরন্তর ॥
 হরিকৃত মনোহর শ্লাঘন করয় ।
 তাহে সুধবর-প্রাপ্তি আমাদের হয় ॥
 কিবা তাঁর সৌভাগ্যসমূহ কব আর ।
 অতি শিশুকালাবধি ব্যাপিয়া ধাহার ॥
 প্রভু-পাদপদ্ম-সেবা-রসাবষ্ট মন ।
 মুখে বলে—বাতুল হইয়া এইজন ॥
 সর্বদা মাধবপাদপদ্মের সেবায় ।
 রসিকতা-মহত্ব অদ্ভুত গুণ তার ॥
 এই মাছুষিক দেহে ত্যজি নিজরূপ ।
 পাইলা হরির শ্রামসুন্দর স্বরূপ ॥
 মনোহর-রূপ আর প্রভুর দয়িত ।
 প্রহ্লাদ হইতে শ্রীউদ্ধব মুনিশিত ॥
 কৃষ্ণের উজ্জিষ্ট বনমালা পীতবাস ।
 মণি-মকরকুণ্ডল-হারাদি বিলাস ॥
 নানা অলঙ্কার সব করিয়া ধারণ ।
 সঙ্গদয়গণ-মন করে আকর্ষণ ॥
 কৃষ্ণাংশনাবসরে দেখিলে তাঁহার ।
 দৈবকীনন্দন-প্রমে মন সুখ পায় ॥
 পরীক্ষিত কহে—মাতা ! ইত্যাদি বচন ।
 নহা সৌভাগ্য উত্তম করিয়া শ্রবণ ॥

উদ্ধবের গৃহে যাতে অতি হর্ষভরে ।
 উদ্ভত হইলা মুনি নারদ সত্বরে ॥
 জানিয়া নারদ-প্রতি তখন কহেন ।
 শ্বেদ-কম্প-পুলকাক্রম্বুক্ত উগ্রসেন— ॥
 ওহে ভগবান্ ! পূর্বে কহিলাম ইহ ।
 কৃষ্ণের আদেশ বিনা একক্ষণ তিই ॥
 অস্ত্র কোথাও নাহি থাকেন উদ্ধব ।
 নিরস্তর বাস করে সহিত মাধব ॥
 কৃষ্ণসঙ্গে স্থিতি—তাঁরে করিয়া যাচন ।
 কদাপিহ নাহি পাই আমিহ যেমন ॥
 কেবল অসতী রাজ্যরক্ষার কারণ ।
 কৃষ্ণসঙ্গে স্থিতিলাভে হীন সর্বক্ষণ ॥
 রাজ্যরক্ষা-রূপ-আজ্ঞা-পালন কেবল ।
 সেবার আদরে মম উৎসব সকল ॥
 মিথ্যা মম গৌরব-বস্ত্রণা করি হরি ।
 করিলেন বঞ্চনা—কি কহিব বিস্তরি ॥
 ভেমত উদ্ধব নহে কদাপি বঞ্চিত ।
 মহা-সৌভাগ্যবিশিষ্ট মহা-সুখাবিত ॥
 কৃষ্ণপার্শ্বে সেবার সৌভাগ্যে অতি সুখী ।
 আমাদের মত নহে কদাপিহ দুঃখী ॥
 অতএব কৃষ্ণ-অন্তঃপুরেতে গমন ।
 করিয়া, উদ্ধবে তুমি করহ দর্শন ॥
 আমাদের এ সন্দেশ তাঁরে নিবেদন ।
 করিবে আপনি মহাশয় ! ততঃক্ষণ ॥
 অতঃ শ্রীকৃষ্ণের আগমনের সময় ।
 বহি গেল, তথাপি না আলা মহাশয় ॥
 আপনার নাথে আনি সভারে সনাথ ।
 করহ, কহিবে ইহা উদ্ধবের সাথ ॥
 শ্রীশঙ্করদারবিদ্য ভাবিয়া অন্তর ।
 শ্রীজয়গোবিন্দ মাগে কৃষ্ণভক্তি বর ॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃত ভগবৎকৃপাতর-নিষ্কারথণ্ডে
 প্রিয়ো নাম পঞ্চমোঃধ্যায়ঃ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়

বল্লী মুহুরিতোহন্তোক্তঃ কৃত্যায়ুধ্ববাদিভিঃ ।

চিত্রায়াং ব্রহ্মবর্তীয়াং মোহঃ প্রেষোচ্যতে প্রভোঃ ॥

কহে পরীক্ষিত নরপতি— ।
 ওমা অর্ঘ্যে ! কর অবগতি ॥

উদ্ধবের মহাশ্রম সে শুনি ।
 মহাপ্রেমরসাবেশে মুনি ॥

মহা-বিকৃপ্রিয় যুনিবর ।
 বিশ্বত রহৈলা বহুতর ॥
 হস্তে মাত্র আছে বীণা তাঁর ।
 বাজাইতে নাহি সংজ্ঞাকার ।
 সদা ঝারকাতে করি বাস ।
 আছে অন্তঃপুরপথাভ্যাস ॥
 শ্রীকৃষ্ণের অট্টালিকাদেশ ।
 যেই পথে—করেন প্রবেশ ॥
 আশ্চর্য্য সে পথেতে গমন ।
 সদা পূর্বাভ্যাসের কারণ ॥
 প্রভুর মন্দির-সন্নিধানে ।
 নারদ হইলা উপস্থানে ॥
 মহোন্মাদে মুক্ত কলেবর ।
 ভূতাবিষ্ট যেমত ইতর ॥
 ভূমিতলে স্থলন পতন ।
 অচেষ্ট থাকেন কোনক্ষণ ॥
 কখন উৎকম্প কলেবরে ।
 কখন নুঠেন ভূমি'পরে ॥
 আর্ত হৈয়া কুত্রাপি রোদন ।
 কুত্রাপি করেন আকোশন ॥
 লক্ষ দিবা কখন গমন ।
 কুত্রাপি গায়েন স-নর্ত্তন ॥
 শ্বেদ কম্প পুলকাক্ষ সার ।
 আদি প্রেমসম্পদ বিকার ॥
 একবারে করেন আশ্রয় ।
 অতি উন্মাদিত মহাশয় ॥
 ওগো মাতা ! তুমি এইক্ষণে ।
 সাবধানতর হও মনে ॥
 মোরে স্থির করহ আপনি ।
 দৈর্ঘ্যসহ স্তন গো জননি । ॥
 মন্দিরের প্রকোষ্ঠভিতরে ।
 স্ততিয়া আছেন ঔভুবরে ॥
 সে দিবস উদ্ধব বিমন ।
 কোনো দৈবনস্তের কারণ ॥
 প্রভুপার্ব ছাড়িয়া সে কাছে ।
 দেহলীর প্রান্তে বসি আছে ॥
 বলদেব দৈবকী রোহিণী ।
 আর বসি আছেন কল্লিণী ॥
 লতাভামা-আদি দেবীগণ ।
 বসিয়া আছেন অন্তরন ॥
 কংসমাতা পদ্মাবতী আরে ।
 ছলিল ক্রমিল-দৈত্য বারে ॥

কৃষ্ণবার্তা-প্রকাশ-কারিণী ।
 সেই স্থানে আছে নিবসিনী ॥
 দাসীগণ আছে সেই স্থান ।
 তুফী হৈয়া সবে বর্তমান ॥
 শ্রীনারদ—অপূর্ব্বচেষ্টিত ।
 আইলেন তথা আচম্বিত ॥
 সবিস্ময় সকলে দেখিলা ।
 একবারে তখন উঠিলা ॥
 যত্নেতে করিয়া আনয়নে ।
 বাহ্য করিলেন তাঁরে ক্ষণে ॥
 প্রেম-অশ্রুজলেতে বদয় ।
 ভিজিয়াছে যুনির সেকণ ॥
 অল্পে-অল্পে করি প্রক্ষালন ।
 মনোদুঃখে দুঃখী সর্ব্বজন ॥
 কৃষ্ণনিদ্রাভঙ্গ আশঙ্কিয়া ।
 কহিছেন অমুচ্চ করিয়া— ॥
 ওহে যুনি ! তোমার চেষ্টিত ।
 অশ্রু কিপ্রকার প্রকাশিত ? ॥
 আকস্মিক ব্যক্ত এইক্ষণ ।
 না দেখিলু' আমরা কখন ॥
 ওহে ব্রহ্ম ! না কহি বচন ।
 তুফী হৈয়া বৈস একক্ষণ ॥
 শ্রীনারদ তনি এবচন ।
 অশ্রুধারে মুদ্রিত-নয়ন ॥
 যত্নেতে করিয়া উন্মীলন ।
 নমস্কার করিলা তখন ॥
 কম্প-পুলকেতে ব্যাপ্ত কায় ।
 মৃদু-স্বরে কহেন তথায় ॥
 শ্রীউদ্ধব নিকটে আছেন ।
 সম্ভাষণ সাক্ষাতে করেন ॥
 প্রেমবিবশেতে যুনিবর ।
 না করিয়া তাঁহারে গোচর ॥
 কহেন—উদ্ধব মহাশয় ।
 মনোহর সৌভাগ্য-নিলয় ॥
 তাঁহার সহিত সে আমার ।
 মিলন করাহ একবার ॥
 তাঁর পদধূলি পাই যবে ।
 মম আত্মা-শান্তি হয় তবে ॥
 পুরাতন আধুনিক যত ।
 ভক্তগণ—ভিতর জগত ॥
 না পাইলা অঙ্গগ্রহ যেহ ।
 উদ্ধব পাইলা কৃপা সেহ ॥

ভাগবতমধ্যে মহত্তম ।
ত্রিজগতে নাহি ব্যর্থ সয় ॥
হন মহাবিকৃতি উদ্ধব ।
কহিলেন স্বয়ং শ্রীমাদ্ভব ॥

তথাহি ভগবদ্বক্তা (ভাঃ ১১।১৬।২১) ।
বক্ত ভাগবতেশ্বরম্ ॥ • ॥

ভক্তগণ হইতে মহিমা ।
কি কহিব অধিক অসীমা ॥
ব্রহ্মা-আদি সকল তনয় ।
বলরাম-আদি ভ্রাতাচয় ॥
মহাদেব-আদি সখাগণ ।
লক্ষ্মী-আদি ভার্য্যায়ে গণন ॥
অমুপম শ্রীকৃষ্ণ ভাঁহার ।
যার নাহি সাধারণ আর ॥
যে উদ্ধব অপেক্ষা নিশ্চিত ।
প্রিয়তর নহে কদাচিত ॥
শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুত্ৰাণে ।
সুপ্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণবচনে ॥
উদ্ধবের মহিমাব্যঞ্জক ।
সৌভাগ্যসমূহ-প্রকাশক ॥
অদ্ভুত প্রসাদ-জাত হন ।
ত্রিজগতমধ্যে বিলক্ষণ ॥
উগ্রসেন-আদি যদুগণ ।
যাহা অস্ত্র করিলা কীৰ্ত্তন ॥
কর্ণদ্বারা করি প্রবেশন ।
হৃদয়ে করিয়া আক্রমণ ॥
ধূর্ত চৌর-মত হঠ করি ।
সব ধৈর্য্যধন নিল হরি ॥

এত শুনি স-সন্তান-মতি ।
উদ্ধব উঠিয়া শত্রুগতি ॥
নারদের পাদদ্বয় ধরি ।
ক্রোড়ে রাখি আলিঙ্গন করি ॥
কৃপাভর-পাত্রনির্দারণ ।
অনুমানি নারদের মন ॥
মনে হৈল কৃষ্ণ-কৃপাচয়ে ।
অনির্বাক্য যে প্রসাদ হয়ে ॥
শ্রীরাধিকা-আদি পাত্রে তার ।
ভাবি প্রেমসম্পত্তির সার ॥
হইলা পাড়িত অতি ক্ষীণ ।
রোদনেতে বিবশ সুদীন ॥
যত্নে ধৈর্য্য আনি মূনবরে ।
সাবধান করিয়া সঙ্করে ॥

পদোৎকর্ষাবলিত বচন ।
উদ্ধব কহেন ততঃক্ষণ— ॥
হে সৰ্ব্বজ্ঞ মহামুনিবর ! ।
সত্যবাক্যগণশ্রেষ্ঠতর ! ॥
প্রভো ! কৃষ্ণতত্ত্বমার্গ যত ।
আদিগুরু আপনি সম্মত ॥
যে কহিলে, সেই সব, আর— ।
ইহা হইতে অধিক বিস্তার ॥
সত। আমি প্রতি প্রকাশিত ।
বর্তমান আছয়ে নিশ্চিত ॥
ইহা আমি জানিয়ে বিদিত ।
অস্ত্রেও জানেন সুনিশ্চিত ॥
গিয়া ব্রজে ইদানী সে সব ।
অনির্বাক্য কৈলু অমুভব ॥
তাহে মম সৌভাগ্যাভিমান ।
সত্ত্ব হৈল চূর্ণিত-বিধান ॥
সেই অমুভবেতে প্রাচুর্য্য ।
কৃষ্ণ-প্রসন্নতার মাধুর্য্য ॥
প্রেম-প্রেমবানের মাধুরী ।
অদ্ভুত জানিলু আমি জুরি ॥
সব ব্রজবাসির দর্শনে ।
অতি যত্ন হইল আপনে ॥
অনুকম্পা প্রভুর তাহাতে ॥
সম্যক জানিয়া আপনাতে ॥
তথা তাঁর প্রসাদাতিশয় ।
আম্পদ আপনায়ে নিশ্চয় ॥
জানি, অতি আনন্দসাগরে ।
হইলাম নিমগ্ন তৎপরে ॥
গোপীগণ-মহিমা আধান ।
আমি যাহা করিলাম গান ॥
আর গোপী-পদরজ-লাগি ।
গুল্ম-লতা হইবারে মাগি ॥
গোপীপদরেণু নমস্কার ।
করিলাম, জানি যাহা সার ॥
তাহা সবে জানয়ে বিদিত ।
ভাগবতে আছয়ে বর্ণিত ॥
কৃষ্ণ-অনুগ্রহের বিষয় ।
শ্রীরাধিকা-আদি গোপীচয় ॥
আমি হৈতে অধিক-অধিক ।
সুপ্রসিদ্ধ আছে সাক্ষাৎক ॥
তাহা ব্যক্ত করি এইস্থানে ।
কহা নহে—জান অমুমানেন ॥

সত্যভাষাদির সে শ্রবণে ।
 হুঃখ হবে সাপস্বাকারণে ॥
 কিবা তাহা শুনিলে বিভার ।
 শ্রীকৃষ্ণের আর আপনার ॥
 পরম প্রেমের অল্পভাবে ।
 পীড়াদি হইবে আবির্ভাবে ॥
 অতএব মূনিবর । শুন ।
 নমস্কার করি পুনঃপুন ॥
 কাকু-সহ করিয়ে প্রার্থনে ।
 সেই সব বৃত্তান্তশ্রবণে ॥
 যেই রস, তাহা হৈতে হবে ।
 মূনিবর ! বিস্ময় করিবে ॥

পরীক্ষিত কহেন তখনে— ।

শ্রীমোহিণী দেবী সুবিমানে ॥
 চিরকাল গোকুলে বসতি ।
 তথাবার-জন-প্রিয় অতি ॥
 উদ্ধবের তাৎপর্য্যচর্চন— ।
 কৃষ্ণকৃপাপাত্রে ব্রজজন ॥
 জানি, অশ্রুভক্ত-বিলোচনী ।
 নারদেয়ে কহেন মোহিণী— ॥
 অহো মহা-দুর্দ্দৈব-মারিত ।
 সোভাগ্যের গন্ধ-বিরহিত ॥
 নিবন্ধ সুরৈশ্বরের সাগরে ।
 উরু-রুহিমালাতাপ ধরে ॥
 বিরহে বর্জিত প্রেমাবেশে ।
 বিবতুল্য ব্যাকুল বিশেষে ॥
 গোপ-গোপী-ব্রজবাসিগণ ।
 তাহাদের কি কব কখন ॥
 কণকাল করিয়া চিত্তন ।
 হইতেছি মুখিণী এক্ষণ ॥
 হরিদাস । বার্তা সে-সবার ।
 না করাহ শ্রবণ আমার ॥
 বহুদেব আমারে যখন ।
 ব্রজ হৈতে কৈলা আনয়ন ॥
 মহার্তা শ্রীযশোদা তখন ।
 করিলেন অনেক রোদন ॥
 তাহা শুনি পাবাণ গলয়ে ।
 বস্ত্রের অন্তর বিদারয়ে ॥
 নিশ্চিত ইহাতে নাহি আন ।
 নাহি পারি করিতে ব্যাখ্যান ॥
 কিছু একজনের অন্তর ।
 ব্রজ হৈতে মুকঠিনতর ॥

নাহি হৈল আর্জ তাহা শুনি ।
 হুঃখ আর কি কহিব মূনি । ॥
 শ্রীরাধিকা-আদি গোপীগণ ।
 জীবনেতে-মৃত সর্বকণ ॥
 তাহাদের বার্তা কোন্ জন ।
 করিবেক মুখেতে গ্রহণ ॥
 আমি অতি হুঃখিত অন্তরে ।
 আইলাম মথুরানগরে ॥
 তব প্রত্ন শ্রবণ আলয় ।
 হইতে আইলে সে-সময় ॥
 কুবুদ্ধি আমিহ হই অতি ।
 হুঃখেতে কিঞ্চিত্ত তার প্রতি ॥
 সংক্ষেপেতে নিশ্চয় তাহার ।
 কহিয়াছিলাম সমাচার ॥
 তাহাতেহ মানস ইহার ।
 আর্জ নাহি হৈল একবার ॥
 যেহেতুক সন্দেশ-চাতুরী- ।
 বিস্তাতে প্রাগলভ্য তব ভূরি ॥
 করিলেন তোমায়ে প্রেবণ ।
 না করিয়া আপনি গম ॥
 আশ্বাস কি হইবে তাহাতে ।
 বাঢ়িল বিষণ্ণ হুঃখজাতে ॥
 এই কিবা প্রভুর তোমার ।
 মহা-কৃপা-প্রসাদ-বিস্তার ॥
 তাঁহাদের প্রতি হৈল বর্ষা ।
 কহিতেহ বাহার তাৎপর্য্য ॥
 প্রত্যক্ষ হইল মম সবে ।
 গেলেন শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে যবে ॥
 সেইদিনাব্যধ পুতনাদি ।
 দৈত্যগণ হইয়া বিবাদী ॥
 ইন্দ্র-বরুণাদি দেবচর ।
 শকট, অর্জুন-বৃকষ ॥
 অঙ্গগর-আদি বৃন্দাবনে ।
 বনে ক্রেশ দিল বহুক্ষণে ॥
 ব্রজবিনাশক উপদ্রব ।
 কিবা নাহি হইল উদ্ভব ॥
 তাহে ব্রজজনের তথাপি ।
 কৃষ্ণপ্রীতি ক্ষীণ ন কদাপি ॥
 নাহি করে তদম্লসজ্জান ।
 নিত্য বৃষ্ণপ্রীতি বর্জমান ॥
 কৃষ্ণপ্রেমে হইয়া মোহিত ।
 উপদ্রবকালেতে নিশ্চিত ॥

সদা কৃষ্ণমদল ইচ্ছেন ।
 কভু নিজ-ক্ষেম না চাহেন ॥
 শ্রীনন্দনন্দন কৃষ্ণে জানে ।
 বহুদানাদি নাহি মানে ॥
 স্বাভাবিক-প্রেমেতে তাঁহার ।
 করেন যে কিছু ব্যবহার ॥
 সব কৃষ্ণসুখের কারণ ।
 নিজ-সুখ না চাহে কখন ॥
 ব্রজজনগণের তখন ।
 তব প্রভু না কৈল করণ ॥
 গুপ্তে বাস করি বৃন্দাবনে ।
 নিজকার্য্য করিয়া সাধনে ॥
 পরিত্যাগ-আদি কার্য্য ঘেই ।
 করিলেন কৃষ্ণচক্রে এই ॥
 কহিতে না পারেও জুয়ায় ।
 হবে অপকীৰ্ত্তি ব্যস্ত তায় ॥
 এতেক শুনিয়া পদ্মাবতী ।
 কংসের জননী - দুঃখ অতি ॥
 ক্রমিল-নামেতে দৈত্য-সঙ্গে ।
 পুত্রোৎপন্ন হৈল যার রঙ্গে ॥
 অতএব সুখট-চেষ্টিতা ।
 জরাতে বিচার-বিনাশিতা ॥
 কাঁপাইয়া মন্তক বচন ।
 কহিতে লাগিল ততঃক্ষণ— ॥
 অহো মহাকষ্ট গোপচর ।
 অকুপাবিশিষ্ট সুনিদ্রয় ॥
 তাহাদের হরি গোপালনে ।
 করিলেন কণ্টক-কামনে ॥
 অচ্যুতে তাহার কদাচিত ।
 পাছুকা না কৈল পরিহিত ॥
 সূৰ্য্যাতুর হইয়া কখন ।
 ভক্তাদিক করেন ভক্ষণ ॥
 গোপনারী তাহার কারণ ।
 করিলেন কৃষ্ণেরে বন্ধন ॥
 ভাঙন বিস্তর করিলেন ।
 বহুভয় যে দুঃখ দিলেন ॥
 সমুদ্রের গতিকে তথায় ।
 সহিলেন কৃষ্ণ সমুদায় ॥
 তাহাদের কৃষ্ণচক্রে ইবে ।
 আর উপকার কি করিবে ? ॥
 ব্রতপ্রিয়তমা শ্রীরোহিণী ।
 সংপূর্ণ-গান্ধীৰ্ব্য-প্রজা বিনী ॥

মুখা পদ্মাবতীর বচন ।
 অবজ্ঞাতে না করি শ্রবণ ॥
 প্রভুত কহিতে যাহা ছিল ।
 সংপূর্ণ তা করিতে লাগিলা— ॥
 যদুরাজধানী-মথুরায় ।
 আসি কৃষ্ণ অরি যারি ভায় ॥
 ষাটকাষ স্রুখে নিবসেন ।
 রাজরাজেশ্বর হইলেন ॥
 ইন্দ্রে পারিজাতের হরণে ।
 জিনিলেন অবলীলামনে ॥
 নরকাদি-অস্তুর-সংহারে ।
 করিলেন বহু উপকারে ॥
 তাহে দেববৃন্দ বন্ধে পায় ।
 স্তব-ভোজ্য করি সর্বদায় ॥
 অহো তব দৈত্ব কখন ।
 ব্রজবাসি-গোপ-গোপীগণ ॥
 চিত্তেও স্মরণ নাহি করে ।
 গমন থাকুক দূরতরে ॥
 এত শুনি দেবী শ্রীকৃষ্ণিণী ।
 কৃষ্ণপ্রিয়া ভীষ্মকনন্দিনী ॥
 শ্রীকৃষ্ণবন্ধেতে বাস ধীর ।
 মানস জানেন সব তাঁর ॥
 রোহিণীর বাক্য না সহিতে ।
 পারি, কিছু লাগিলা কহিতে— ॥
 ওগো মাতা ! শ্রীকৃষ্ণ-অস্তুর ।
 নবনীত হৈতে মৃদুতর ॥
 অস্তুরের ভাব যে তাঁহার ।
 না জানি কহিছ এপ্রকার ॥
 শুনিয়াছি যে সব কখন ।
 তাহা কর তোমরা শ্রবণ ॥
 রাড্রে নিদ্রাগমরে স্থপনে ।
 কিবা-কিবা কহেন বচনে ॥
 কালিন্দী-বমুনা-আদি করি ।
 যত খেজুগণ-নাম ধরি ॥
 মধুর-মধুর শ্রীভাষ্যানে ।
 খেজুগণে করেন আব্বানে ॥
 শ্রীলাম, সুদাম, হে সুবল ! ।
 স্তোককৃষ্ণ, হে মধুমঙ্গল ! ॥
 আদি নাম করিয়া গ্রহণ ।
 লখাগণে ডাকেন কখন ॥
 কখনো বা হইয়া জিতজ ।
 মুখে বংশী লইয়া স-রজ ॥

মনোহর পরম আকৃতি ।
 অভিনয় করেন প্রকৃতি ॥
 কদাচিত্ কহেন—জননি ।।
 বিতরহ আমারে নবনী ॥
 কড় বনি 'শ্রীরাধে ললিতে' ।।
 আমারে ডাকেন প্রাণিচিতে ॥
 কড় 'চন্দ্রাবলি'-সম্বোধনে ।
 'কিবা মোরে করহ বঞ্চনে' ॥
 ইহা কহি করে আকর্ষণ ।
 মম শাটী করিয়া গ্রহণ ॥
 কখনো বা নয়নের জলে ।
 শয্যা-আদি ভিজন সকলে ॥
 স্বপ্ন হৈতে উঠিয়া তৎক্ষণ ।
 আঁধারে করেন যৌদন ॥
 বাতে যগ্ন হই যোরা সবে ।
 দুঃখ-শোকরূপ-মহার্ণবে ॥
 অস্ত্র রাখে স্বপ্নে কি দেখিয়া ।
 হৈলা শোকে বিকল কান্দিয়া ॥
 বিমনস্ক-কারণে পীড়িত ।
 শিরে বস্ত্র করিয়া অর্পিত ॥
 সুপ্ত-তুল্য পালকে আছেন ।
 নিত্যকৃত্য নাহি আচরেন ॥
 সত্যভামা শুনিয়া কথিতা ।
 স-সপত্নী হই ঈর্ষ্যাযিতা ॥
 সহিতে না পারিয়া ভামিনী ।
 কহিতে লাগিলা—হে কুন্সিগি ।।
 নিদ্রাতে সেমত আচরণ ।
 ইহা তুমি কি কর জ্ঞান ? ॥
 কিমপি-কিমপি জাগরণে ।
 নিজচিতে করিয়া চিন্তনে ॥
 সুপ্ত-তুল্য করেন তাদৃশ ।
 বিস্তারিয়া কহিলা যাদৃশ ॥
 ষারকানগরে যোরা-সব ।
 মামযাত্র ভার্য্যা অশুভব ॥
 নন্দব্রজবাসি-গোপীচয় ।
 তাহাদের দাসী যারা হয় ॥
 বস্ত্রত তাহারা সুবিদিত ।
 শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া সুনিশ্চিত ॥
 তবে বলরাম নাহি পারে ।
 তাহাদের বাক্য সহিবারে ॥
 গোকুল গোকুলবাসিন ।
 অতি প্রিয়তম যার হন ॥

কুন্সিগ্যাদিবাক্য মিথ্যা মানি ।
 রোহিণীনন্দন রোষে বাণী ॥
 কহেন—শুনহ বধুগণ ।।
 জ্ঞাতার কহিলে আচরণ ॥
 ব্রজবাসি-সহজ-দৈন্তের ।
 বার্তা-কথা-পর আমাদের ॥
 বঞ্চনানিমিত্ত সে আচারে ।
 কপটকার্য্যেতে পটুতরে ॥
 গোকুলে থাকিয়া মাসঘরে ।
 তাহাদের স্বাস্থ্যের আশয়ে ॥
 তাহাদের মন বুঝাবারে ।
 কহিলাম অনেকপ্রকারে— ॥
 তোমাদের বিরহে ব্যাকুল ।
 হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণ আকুল ॥
 অতিদুঃখে করিতে সাধন ।
 করিলেন আমারে প্রেরণ ॥
 শেষ বৈরিবর্গ আছে যত ।
 তাহাদিগে করিয়া নিহত ॥
 অস্ত্র কিম্বা কল্যা সুনিশ্চিত ॥
 স্বয়ং আসিবেন দিতে প্রীত ॥
 ইত্যাদি কহিয়া নানামত ।
 আর আচরিয়া লীলা কত ॥
 না পারিহু করিতে সাধনা ।
 করিলাম তবে বিবেচনা— ॥
 কৃষ্ণ-ব্যতিরেকেতে কখন ।
 না হইবে শাস্ত ব্রজজন ॥
 ইহা দেখি শপথ বিবিধ ।
 শতশত দিয়া নানাবিধ ॥
 করি যত্ন বহু আচরণ ।
 দৈবৎ করিয়া আশ্বাসন ॥
 তাহাদের সম্মতি-ব্যতীত ।
 আইলাম এখানে স্বরিত ॥
 কহিলাম কাতর-প্রকারে— ।
 গিয়া কৃষ্ণ । ব্রজে একবারে ॥
 করি বালালীলাচ্চারণ ।
 ব্রজজন রক্ষহ জীবন ॥
 'বাইতেছি' মুখে যাত্র কহে ।
 মন তাঁর সেইমত নহে ॥
 মানসের থাকে যেই ভাব ।
 কার্য্যদ্বারা সাক্ষী অমুভাব ॥
 বাক্যে অস্ত্র মুখে অস্ত্র তাঁর ।
 কপট-পাটব এই সার ॥

ইহা শুনি শীঘ্র ভগবান ।
 শয্যা হৈতে করিয়া উত্থান ॥
 প্রিয়-প্রেম-পরাদীন-মন ।
 উচ্চৈঃস্বরে করেন রোদন ॥
 গৃহমধ্য-হইতে তখন ।
 বাহিরেতে করিলা গমন ॥
 প্রকুল-পঙ্কজ—নেত্রদ্বয় ।
 অশ্রুধারা অনেক বর্ষয় ॥
 পরমকারুণ্যেতে কাতর ।
 কহিছেন সগদগদস্বর— ॥
 সত্যসত্য মহা-ব্রজসারে ।
 ঘটিল হৃদয় এ আমারে ॥
 যেহেতু এখনো দুইখান ।
 না হইল বিদীর্ণ-বিধান ॥
 বাল্যাবধি মোরে ব্রজজন ।
 চিরকাল যে কৈলা পালন ॥
 সেই প্রেম নহে সাধারণ ।
 করিলাম সব বিস্মরণ ॥
 কোনমতে তাহাদের হিত ।
 কিঞ্চিৎ কর্তব্য সুনিশ্চিত ॥
 সে থাকুক, প্রত্যুত এখনে ।
 কোমলান্মা যত ব্রজজনে ॥
 আমি ক্রুরমন অতিশয় ।
 দিলাম অত্যন্ত দুঃখচয় ॥
 ওরে ভাই সর্বজ্ঞ উদ্ধব ।।
 তুমি শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ-যতসব ॥
 কহ অতি স্বগায় বচন— ।
 কি করিব ব্রজের কারণ ? ॥
 এই শোকসমুদ্র ছুপার ।
 ছেঁত মোরে করহ উদ্ধার ॥
 নন্দপত্নী-প্রিয়সখী তবে ।
 দেবকী শুনিলা এত যবে ॥
 পুত্রে রেহবতী অনুভব— ।
 করিলেন—বড়পি উদ্ধব ॥
 ব্রজে যাতে কৃষ্ণেরে কহিবে ।
 তবে পুত্রবিচ্ছেদ হইবে ॥
 এ আশঙ্কা করি নিজ-মনে ।
 কহিলেন দেবী সেইকণে— ॥
 পরমোপকারি-ব্রজজন ।
 বাহে বাঞ্চে—দেহ ত এইকণ ॥
 তবে মুচুবুঝি পদ্মাবতী ।
 উগ্রসেনমহিষী দুর্ধৃতি ॥

বুড়া ত্রীকৃষ্ণের মাতাবতী ।
 রাজ্যদানে ভয় পায়্য তহি ॥
 পূর্ব তাঁর বাক্য অশ্রবণে ।
 রামমাতা করিলা হেলনে ॥
 স্বামিরাজ্য-রক্ষার কারণ ।
 চাতুরী করিয়া বিরচণ ॥
 বাক্যের কোশলে অস্তচিত্ত ।
 ত্রীকৃষ্ণেরে করিবা-নিমিত্ত ॥
 বহুবংশগণের শরণে ।
 কৃষ্ণে স্নহ করিবা মননে ॥
 পরিহাস-তুল্য পদ্মাবতী ।
 সেইকালে কহিছে ভারতী— ॥
 কৃষ্ণ ! কেন কর অমুতাপ ।
 শুন মম মন্ত্রণা-বিলাপ ॥
 একাদশবর্ষ দুইভাই ।
 নন্দগোপ-মন্দিরেতে বাই ॥
 গোচারণ করিলে তাহার ।
 দেয় বা না দেয় বৃত্তি তার ॥
 তোমরা যা করিলে ভোজন ।
 গর্গহস্তে করায়্যা গগন ॥
 জ্যোতির্বেস্তা গর্গ যে গণিবে ।
 ন্যূনাধিক তাহাতে নহিবে ॥
 অণু-কণ গগনে যতেক ।
 হবে, তার শিঙণ প্রত্যেক ॥
 আমি নিজ স্বামীর দ্বারেতে ।
 দেয়াব, শপথ কৈলু তাতে ॥
 ভগবান্ এতেক শুনিয়া ।
 শ্রুত বাক্য অশ্রুত করিয়া ॥
 ব্রজবাসিজনদের অতীষ্ট ।
 নিজ কৃত্য হয় যেই ইষ্ট ॥
 জানিয়াও যেন না জানেন ।
 শোকবেগে উদ্ধবে পুছেন—
 গোকুলবাসির অতিশ্রায় ।
 আপনি জানহ সমুদার ॥
 হে বিদ্বান্-শ্রেষ্ঠ । তাঁহাদের ।
 কিবা হয় অতীষ্ট মনের ? ॥
 বিলম্ব না করিয়া উদ্ধব ।।
 আমারে বলহ শীঘ্র সব ॥
 দৈবকী যে কহিলা বিদিত— ।
 ‘দিতে ব্রজবাসির বাঞ্ছিত ॥’
 এই প্রশ্ন সেই অতিপ্রায় ।
 করিলেন কৃষ্ণ ভ্রামরার ॥

‘বস্ত্রপিহ কোন দানাদিতে ।
বাহ্য পূর্ণ তাদের নিশ্চিত ।
নাহি হইবেক কদাচিত ।
আপনার গমন-ব্যতীত ।’
জানিয়াও আপনি এ ভাষা ।
মস্ত্রবরে করিলা জিজ্ঞাসা ॥
‘মস্ত্র-যুক্তিবচন লইয়া ।
ব্রজে বাব সত্বর হইয়া ॥
নারিবেক কেহ নিষারিতে ।’
এই ভাবে পুছিল নিশ্চিত ॥
সেই কৃষ্ণবাক্যের শ্রবণ ।
করিয়া উদ্ধব ততঃক্ষণ ॥
হৃদয়েতে দুঃখিত নিতান্ত ।
প্রেমভরে বিবশ একান্ত ॥
তাৎপর্য না করি অবধান ।
যথাক্রম অর্থ করি জ্ঞান ॥
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যজি ক্ষণ ।
সাক্ষ্যতাপে কহেন তখন— ॥
রাজরাজেশ্বরতা বৈতব ।
আর দিব্য বস্ত্র যত সব ॥
অন্ত কিছু না করে কামনা ।
নন্দাদিক ব্রজবাসিজন ॥
ইহলোকে পরলোকে আর ।
কামনাবিষয় নাহি তাঁর ॥
তোমাতে কেবল সঙ্গ চাহে ।
ব্রজবাসী সুদুঃখিত তাহে ॥
আমি বাহ্য করিয়ে জ্ঞাপন ।
অবধান কর ইথে মন ॥
পশ্চাৎ বিচারি যে কর্তব্য ।
করিবেন যথোচিত ভব্য ॥
আমি তাহা কি কব এখন ।
স্বয়ং বুঝি করহ করণ ॥
পূর্বে ভূমি নন্দের সহিত ।
ভূষণাদি করিলে প্রেরিত ॥
যশোদামাতা ঐরাবামাতা আর ।
দেখি বস্ত্র সে-সব-প্রকার ॥
হৈয়া মগ্ন শোকের সাগরে ।
কহিলেন বাক্য পরস্পরে— ॥
অহোবত মহৎকষ্ট এই ।
ভূষণাদি পাঠাইলা যেই ॥
এই-কৃপা-বোগ্য যোরা অতি ।
জানিলেন ঐক্য সংপ্রতি ॥

পূর্বে নাহি ছিল এইমত ।
ইবে মহা-কুর্জাগ্য-নিরত ॥
ধিক-ধিক সেহেতু জীবনে ।
কষ্টমধ্যে যে আছে এখনে ॥
ধিক-ধিক গোপগণে,—বারা ।
কৃষ্ণ ত্যজি আনে অলঙ্কার ॥
তাথে তব গমন-আশয় ।
ত্যাগ করি সবে স্তম্ভিচয় ॥
তব মাতা-যশোদা-সহিত ।
মৃতপ্রায় সকলে নিশ্চিত ॥
নির্দায়া করিয়া স্ব-মরণ ।
আরম্ভিলা সবে অনশন ॥
ততঃপরে নন্দ-মহাশয় ।
কৃতাপরাধ-তুল্য দিনত্রয় ॥
শক্তি নাহি কিঞ্চিত কহিতে ।
শোকহুঃখে অত্যন্ত পীড়িতে ॥
ব্রজের রক্ষিতে তব প্রাণ ।
করি যুক্তি-কৌশল-বিধান ॥
ব্রজে তব গমন-বচন ।

তাহা (ভাঃ ১০।৪৫।২৩)—

জাতীন্ বো ব্রহ্মমেব্যামো বিধায় সুদনাং সুখম্ ॥*

দিয়া বহু শপথ তখন ॥
সাঁস্কারে ব্রজবাসিচয় ।
কহিলেন নন্দ-মহাশয়— ॥
প্রেমের বোধক দ্রব্য প্রথমেতে ।
পাঠাইয়া দিল পুত্র এখানেতে ॥
নহে তোমাদের অভিলାষ-জ্ঞানে ।
প্রেরণ করিলা এসব এখানে ॥
সত্যবাক্য কৃষ্ণ পশ্চাৎ স্বরায় ।
আসিবেন অতি-অবশ্য এখায় ॥
নিজ ঐক্যতার্থ যে আছে সেখানে ।
শীঘ্র সেই সব করি সমাধানে ॥
সয়ল-মানস-সকলে এ কথা ।
শুনিয়া বিশ্বাস করিলা সর্বথা ॥
‘করিলে ধারণ এই অলঙ্কার ।
কৃষ্ণ হুঁই হবে’—করিয়া বিচার ॥
অলঙ্কার মেহে করিলা ধারণ ।
কিন্তু না হইলা তাহে সুখমন ॥
ঐক্য গোহুলে করি আগমন ।
প্রসাদ-ভূষণ-ধারণ-কারণ ॥

আমাদিগে আত্মপালক দেখিয়া ।
করিবেন কৃপা সন্তোষ পাইয়া ॥'

আপনি না গিয়া স্বয়ং তথাকারে ।
সমর্পিয়া যেই সন্দেশ আমারে ॥
শ্রীব্রজধামেতে করিলা প্রেরণ ।
কহিলাম আমি সকল বচন ॥

তথাহি কৃষ্ণসন্দেশঃ (ভাঃ ১০।৪৭।২১)—
ভবতীনাং বিরোগো মে নহি সর্বাঙ্গনা কচিৎ ।
যথা ভূতানি হৃতেষু খং বায়গ্নিজং মহী ।
তথাহং মনঃ প্রাপবৃদ্ধোজ্জ্বরগুণাভয়ঃ । ০ ॥ ইতি

তব জ্ঞানমিশ্র এসব বচন ।
তুনি শ্রীরাধিকা-আদি গোপীগণ ।
নিরাশা হইয়া তব আগমনে ।
হতপ্রায় হৈল যত ব্রজজনে ।
সাক্ষাতে তাঁদের দেখি সে প্রকার ।
অতি দুঃখি-মন হইল আমার ॥
'অবশ্য শ্রীকৃষ্ণ আনিব এখায় ।'
এই ত প্রতিজ্ঞা করিয়া তথায় ।
বহুযত্নে প্রাণ তাঁদের রক্ষিয়া ।
আইলাম তব নিকটে ধাইয়া ॥
তুমিহ তথাপি স্বয়ং নাহি গিয়া ।
বলদেবে পুন দিলে পাঠাইয়া ॥
মন-আগমন-পরে দুঃখি-চিত্ত ।
ব্যাকুলিত তব প্রাপ্তির নিমিত্ত ।
পরিত্যজ সব বিষয়ের ভোগ ।
যে অবস্থা হৈল তাহাদের যোগ ॥
নিজাগ্রজে তাহা করহ জিজ্ঞাসা ।
কহিবারে আমি না পারি সে ভাষা ॥

এত শুনি কৃষ্ণ ব্রজের বিচ্ছেদে ।
হইলেন মগ্ন সিদ্ধতুল্য-খেদে ॥
তা দেখি দৈবকী-ক্লম্মিণ্যাদি সবে ।
অবনত-স্নানমুখ কান্দে তবে ॥
কৃষ্ণ যাবে ব্রজে,—বিরহে তাঁহার ।
ভাবে মনে—নাহি বাঁচিবেক আর ॥

কৃষ্ণচন্দ্র অতি স্নানকোমল-মন ।
সন্নেহে তাঁদের দেখিয়া বদন ॥
না হইলা শক্ত সত্ত্ব ত্যজিবারে ।
ব্যগ্রচিত্ত কিছু নায়ে কহিবারে ॥
লিখিবারে তবে পত্র আশ্বাসন ।
একখণ্ড-পত্র মসীর যাচন ॥
সঙ্কেত-দ্বারেতে করেন তখন ।
এইরূপ পত্র করিতে লিখন ॥

যথা (বৃহভাগবতাস্ত ৬।৭৬)—
প্রস্তুতার্থং সমাধায়াজ্ঞানাত্মাশ্রয়ং বাক্যবান্ ।
এবোহহমাগতপ্রায় ইতি জানীত মৎপ্রিয়াঃ । ০ ॥

উপস্থিত প্রয়োজন আছে যাহা ।
কথঞ্চিৎ করি সমাধান তাহা ॥
দ্বারকানিবাসী যত বহুজন ।
যাদবাদি সব করি আশ্বাসন ॥
এই আমি তথা সমাগতপ্রায় ।
হে মৎপ্রিয়া । ইহা জানিবে বিধায় ॥
এইরূপ প্রেমপত্র আশ্বাসন ।
ব্রজমধ্যে কৃষ্ণ করিতে প্রেষণ ॥
স্বহস্তেতে তাহা করিলা লিখন ।
সে কেবল গাঢ়-প্রতীতি-কারণ ॥

পত্র-প্রেরণ-পন-মাত্র কক্ষেহিত ।
অঃপ্রায়ে জানি উদ্ধব নিশ্চিত ॥
ব্রজবাসিন-মনোভিষেকর ।
অত্যন্ত বেদনা পাইল অস্তুর ॥
অতএব করি উদ্ধব রোদন ।
শপথপ্রদানে কহেন তখন—
পরম মধুর অতি মনোহর ।
তব পাদপদ্মযুগল স্নানর ॥
কুম্ভাবনে শুভ প্রয়াণ ব্যতীত ।
প্রেমপত্রাদিক হইলে প্রেরিত ॥
না বাঁচিবে কোনপ্রকারে নিশ্চিত ।
নাহি ইচ্ছে অস্ত্র কিছু কদাচিত ॥
ইহা আমি করিলাম স্মরণর ।
জান প্রভো । ইহা কহিলু নিশ্চয় ॥

এত শুনি কংসমাতা সে কুমতি ।
মাথা হেলাইয়া হস্ত করি অতি ॥
কহে হংকারিয়া—বুঝিল-বুঝিল ।
নিবুঝে দৈবকি । বুভাভু যে ছিল ॥
শ্রীনন্দাত্মা চির গোরগ দিলেন ।
উদ্ধবেয়ে বশীভূত করিলেন ॥
তাহার সাহায্যে পুত্রেরে ভোমার ।
আনাইয়া গো । লেতে পুনর্বার ॥
অতি ভয়ানক সূহৃৎ বনে ।
ব্যাত্রাদি-সেবিত কণ্টক-বলনে ॥
নিজ পশুসব করাবে রক্ষণ ।
এ ইচ্ছা করিল ধৃত গোপগণ ॥

এ কুৎসিত বাক্য শুনিয়া তাহার ।
রামমাতা—প্রিয়সখী যশোদার ॥

সহিতে অশক্তা হইয়া তখন ।
 অতি-কোপাধিতা কহেন বচন—॥
 আঃ কংসমাতা স্নুসুমাভিবরে ।।
 গোরক্ষায় কৃষ্ণে নিযুক্ত কি করে ? ॥
 ক্ষণমাত্র কৃষ্ণ না করি দর্শনে ।
 ব্রজজন নাহি বাঁচয়ে জীবনে ॥
 বনশোভা কৃষ্ণ দেখিতে কচিৎ ।
 বৃক্ষ-মধ্যে যদি হয় অন্তর্হিত ॥
 ওহে সতি । শ্রীদামাদি সহচর ।
 রোদন-সহিত ব্যাকুল অন্তর ॥
 'কৃষ্ণঃ কৃষ্ণ' বলি মহা উচ্চস্বরে ।
 ডাকিয়া বেড়ায়—অন্বেষণ করে ॥
 ব্রজস্থিত শ্রীরাধিকাদির 'দিন' ।
 হয় 'রাত্রি' যেন প্রলয়কালীন ॥
 কৃষ্ণ-অদর্শনে লবমাত্র কাল ।
 চতুর্দ্ব গতুলা মানেন বিশাল ॥
 মুহমূহ রবি করেন দর্শন ।
 পশু-ব্রজ-পথ হেরেন তখন ॥
 বিকালে শুনিয়া কৃষ্ণবংশীরবে ।
 মহাপ্রেমময়ী দশা পান সবে ॥
 এ-সব-প্রকারে—'কৃষ্ণ গিয়া বন ।
 গোরক্ষা করুন'—এ ইচ্ছা কখন ॥
 তাঁহাদের মধ্যে না ঘটে কাহার ।
 সবিশেষ ইহা কহিলাম সার ॥
 ইহ বৃন্দাবন-নবীন-বিপিনে ।
 গোবর্দ্ধনে আর যমুনাগুলিনে ॥
 সহ-সহচর সর্বত্র ভ্রমণ ।
 করিবারে অতি সকৌতুকমন ॥
 গোবৎসাদি-সঙ্গে রঞ্জে নিত্য বনে ।
 সহ্যগ্রজ স্বয়ং করেন গমনে ॥
 যে সব বিপিনে বহু সরোবর ।
 স্নানিঞ্চল জল অতি মনোহর ॥
 চক্রবাক চক্রবাকী দ্বয়ে মেলি ।
 সারস-সারঙ্গী করে কত কেলি ॥
 ডাহক-ডাহকী-আদি পক্ষিগণ ।
 যন্ত হৈয়া তত্র করে বিহরণ ॥
 প্রকুল্লিত চাক্র কয়ল উৎপলে ।
 অগ্নির আবলি কেলি কুতূহলে ॥
 করয়ে তাহাতে গন্ধ প্রসারিত ।
 চতুর্দিক সব করে আশোদিত ॥
 ভেমত-প্রকার যমুনা আছেয়ে ।
 বহাশচর্য্য-বিচিত্রভাবনী হয়ে ॥

শ্রীব্রজভূমির সজিনী স্নুগতি ।
 অনির্কটনীর অতি শোভাবতী ॥
 তথা বিহ্যাগিরি-আদির সম্ভবা ॥
 মানসগন্ধাভা নদীগণ সুবা ॥
 কলিন্দজা-ভুল্যা অতি শোভাবতী ।
 যে সব বিপিন-মধ্যে বিলসতি ॥
 যমুনাদি নদী আর সরোবরে ।
 অতি রম্য তট—দেখিতে স্নন্দরে ॥
 কোমল-বানুকাচিত ভব্যতর ।
 ভৃগগণ নবীন সদা নিকর ॥
 স্বাভাবিক ঘেষ তাজিয়া বিহরে ।
 নানা মৃগ পক্ষী অতি মনোহরে ॥
 দিব্য-পুষ্প-ফল-পল্লব-আবলী- ।
 ভারে নম্র নতা-বৃক্ষাদি সকলি ॥
 স্নমস্ত-ময়ূর-পিক-শ্রেণী আর ।
 করে নাদ তথা বিবিধ-প্রকার ॥
 ব্রহ্মা ষোড়-করে নানান-প্রকারে ।
 অতি স্তুতি নতি সে করে যাহারে ॥
 তথাহি—

যথোক্তং ব্রহ্মণৈব (ভাঃ ১০।১৪।৩৪)—
 তদ্ভবিভাগ্যমিহ জ্ঞান কিমপ্যটব্যামিত্যাदि ॥

বৃন্দাবনে ব্রজে গোবর্দ্ধনে আর ।
 নাহিক হরণ-হিংসা-ব্যবহার ॥
 সেহেতু রক্ষক-অপেক্ষা ন তথা ।
 স-মহিম্যাদি গাবীগণ সর্বথা ॥
 বাই প্রাতঃকালে বিপিনে সকলে ।
 স্বচ্ছন্দে খাইয়া তথা ঘাস-জলে ॥
 পুন আন্তে গৃহে সন্ধ্যার সময়ে ।
 তথা নাহি ক্লেশ গোরক্ষা-বিষয়ে ॥

পুনঃ কংসমাতা কহিছে—য়ে বলে ।।
 শুন রোহিণি রামমাতা বাচালে । ॥
 যদি রক্ষকোপেক্ষা নাহি তথায় ।
 তবে এক্ষণে কেনে গবাদি তায় ॥
 রক্ষক কৃষ্ণের অভাবেতে নষ্ট ।
 হইল সকল—শুনিতেছি স্পষ্ট ? ॥

শ্রীগোপালদেব শুনি বুঝার বচন ।
 হইলেন সম্মেতে পীড়িত বিমন ॥
 চিন্তে তাপ জন্মি শুক মুখাজ বিপুল ।
 প্রিয়জন-অপবর্তা-শঙ্কার ব্যাকুল ॥
 যধুপুরী-আগমন-হইতে প্রাচীন ।
 তাহার পরেতে য়েই হয় অবাচীন ॥

ব্রজের বৃন্দাস্ত সব বলদেব জানে ।
 অশ্রুযুক্ত চাহিলেন তাঁর মুখপানে ॥
 বুঝিয়া ভ্রাতার ভাব রোহিণীনন্দন ।
 ব্রজের বৃন্দাস্ত সব করিয়া স্মরণ ॥
 অধৈর্য্য-রক্তগেতে অশ্রুত হইলেন ।
 উচ্চ স্রবরেতে কান্দি প্রবাস্ত কহেন— ॥
 গবাদি তোমার প্রতিপালিত-জীবন ।
 না হয় বিচিত্র কিছু তাদের মরণ ॥
 বৃন্দাবন-বনবাসি যুগপক্ষিগণ ।
 তাণ্ডীর-কদম্ব-আদি যে বৃক্ষগণ ॥
 তৃণলতা-নিকুল-পুঞ্জাদি স্বজীবন ।
 তোমাতে করিল তাহা সকলে অর্পণ ॥
 যমুনাভা নদী আর গিরি গোবর্দ্ধন ।
 কুশতা হইল প্রাপ্ত—সংশয়-জীবন ॥
 তোমার বিচ্ছেদে অতি দুঃখের প্রভবে ।
 মরিল অনেক ব্রজনিবাসি-মানবে ॥
 কতক মানব তব সত্য ব্যাক্য জানি ।
 আশায় কেবল তারা ধরি আছে প্রাণি ॥
 অতঃপর শুনিবারে ইচ্ছা নাহি কর ।
 মহানর্থাপত্তি হবে তাহাতে প্রশ্নর ॥
 তুমি যদি অবশিষ্ট ব্রজবাসিগণে ।
 অমুক্শা প্রকাশ না করহ এক্ষণে ॥
 তবে যম অল্পগ্রহ তাদিগে স্বরায় ।
 করিবেন, তাতে দুঃখ যাবে সমুদায় ॥
 নির্বিষ কালিয়হুঁদে করিলে আপনি ।
 তাহাতে বিপুল শোক জানয়ে এখনি ॥
 ত্যজিতেন বিবপানে ঝরায় জীবন ।
 নির্বিষ-কালিয়হুঁদে দুঃখ একারণ ॥
 স্তন অস্ত্র হেতু শোকে—কলিন্দনন্দিনী ।
 হৈল স্বল্পজলা ব্রজভূমিসংক্লিনী ॥
 শুকরসা—তাহাতে প্রবেশ নাহি হয় ।
 মরণের অল্পপায় দেখি দুঃখযয় ॥
 আপনি করিয়া যারে করিতে ধারণ ॥

স্বর্গপ্রাপ্ত কৈলে—সেই গিরি গোবর্দ্ধন ॥
 তোমার বিরহে হৈল নীচ অভিশয় ।
 অতএব তাহা হৈতে পতন না হয় ॥
 নাহি বাহিরায় অনশনেতে জীবন ।
 তব নামানুত করে বেহেতু সেবন ॥
 কিন্তু আমি অমুমানি—শুদ্ধ মহাবনে ।
 দাবান্নি উপায় হবে তাঁদের মরণে ॥
 এত শুনি কৃষ্ণ—পরহুঃখেতে কাতর ।
 কোমলস্বভাব হৈলা অতি দুঃখিতর ॥
 মহা-দীন-তুল্য বলরামকণ্ঠে ধরি ।
 অদ্বৈত চন্দন অশ্রুধারে ধৌত করি ॥
 অতি উচ্চ স্রবরেতে করিয়া রোদন ।
 পরে রাম-সহ ভূমে নুঠেন তখন ॥
 হইলেন মুচ্ছিত শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম ॥
 সখিৎ নাহিক—ব্যাক্য হইল বিরাম ॥
 রোহিণী, উদ্ধব, আর দৈবকী, ক্লান্তিণী ।
 সত্যভামা-আদি যত পুরবাসী যিনি ॥
 তাদৃশ রোদন আর দুঃখতা যোহিত ।
 অপূর্ক দেখিয়া সবে অত্যন্ত দুঃখিত ॥
 বিকল হইয়া সবে করেন রোদন ।
 এক্রপ শুনিয়া যত পুরবাসিজন ॥
 বসুদেব-সহ উগ্রসেনাদি যাদব ।
 মহা আর্ভসরে কান্দি ধাবমান সব ॥
 সেইস্থানে আগমন করিয়া সকলে ।
 প্রভুরে তেমত দেখি হইলা বিহ্বলে ॥
 গর্গ-সান্দীপনি-আদি আর পুরজন ।
 এমত দেখিয়া সবে বিমোহিত-মন ॥
 শ্রীল সনাতন গোষ্ঠামির স্তবর্ণন ।
 প্রেমোদয় হয় যার করিলে শ্রবণ ॥
 তার সর্ব অর্থ ব্যাখ্যা করে সাধ্য কার ॥
 কিঞ্চিৎ কেবল কহি আশ্ব শোধিবার ॥
 শ্রীশঙ্কর-চরণপদ্ম তাবিতা অন্তরে ।
 শ্রীজয়গোবিন্দদাস যাগে প্রেম-বরে ॥

ইতি শ্রীভাগবতস্মৃতে ভগবদ্গুহ্যতরপাত্র-নির্দারখণ্ডে

শ্রীমদভ্যাস নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥

সপ্তম অধ্যায়

সপ্তমে ব্রহ্মণো যুক্ত্যা মোহে শান্তে স্বয়ং প্রভুঃ ।
গোপীনাং পরমোৎকর্ষমাহাধো হর্ষয়ন্তুমি ॥

পরীক্ষিৎ কহে—দেহ মাতা ! মন ।
পরিবার-সহ শ্রীকৃষ্ণ তখন ॥
বহাতি-রোদন করিলেন যেহে ।
সকল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিলেক সেই ॥
কথাবাহু-শব্দ—নির্ধাতোক্তাপাত ।
ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া হৈল মহোৎপাত ॥
গুরু-পুরোহিত-প্রভৃতি মোহিত ।
নাহি প্রবোধক কেহ সন্নিহিত ॥
ব্রহ্মা স্বয়ং তথা কৈলা আগমন ।
বেদ-পুরাণাদি-বৃত্ত দেবগণ ॥
দেখিলেন কৃষ্ণে মোহিতাদিপর ॥
শ্রীরতমজন-প্রণয়-কাতর ॥
নিগূঢ় আপন মাহাত্ম্যের ভর ।
প্রকাশ করিতে উদ্ভত অন্তর ॥
পূর্বে যে মোহাদি-দশা নাহি ছিল ।
তেমত অপূর্ক দশা নেহারিল ॥
চতুর্মুখ—পিতা গুরু আপনার ।
মহানারায়ণে দেখি চমৎকার ॥
ভক্তিপ্রেমোদয়ে ধৈর্য্য পেল দূর ।
কণকাল ব্রহ্মা কানিল প্রচুর ॥
যত্নে ধৈর্য্যবৃত্ত করি আপনারে ।
স্বাস্থ্য প্রভুবরে তবে করিবারে ॥
হৃদয়েতে চিন্তা করিয়া উপায় ।
পাইলেন নিজ মানসে তাহার ॥
তত্বে কৃষ্ণপার্শ্বে গরুড় মোহিত ।
ছিল রোদনেতে অতি মগ্নচিত ॥
উচ্চভাবে ডাকি করি সচেতন ।
চতুর্মুখ তারে কহেন বচন— ॥
রৈবতপর্কিত-লবণসাগর- ।
মধ্যস্থলে এই দ্বারকাভিতর ॥
বিশ্বকর্মা করিলেন স্থনির্মাণ ।
যে শ্রীবৃন্দাবন অতি শোভমান ॥
শ্রীনন্দ-যশোদা-আদি শ্রীরাধিকা ।
তাঁহার সঙ্গিনী যতক গোপিকা ॥
ইত্যাদি সকল ব্রহ্মপরিপূর ।
প্রতিমাত্রপেতে শোভিত ভিতর ॥

ব্রহ্মবর্ষি-তুল্য শ্রীকৃষ্ণপালিত ।
গোযুথপ্রতিমা আছে নিশ্চিত ॥
পক্ষি-মৃগ-আদি যেন বৃন্দাবনে ।
তা-সবার মুক্তি আছে রচনে ॥
'স্বয়ং বৃন্দাবন এইস্থানে যেন ।
আসিয়াছে'—নিঃসংশয় মানি হেন ॥
সেইস্থানে কৃষ্ণে অগ্রজ-সহিত ।
এইমত মোহ যেন হয় স্থিত ॥
বিনতানন্দন ! তুমি যত্ন করি ।
অল্পে-অল্পে লৈয়া যাহ পুটে ধরি ॥
সেখানে যাউন গোহিলী কেবল ।
অন্তর্যজন কেহ না যাবে বিরল ॥
ব্রহ্মার প্রবন্ধে সেই খগেশ্বর ।
সুস্থ হইলেন বিশায়দবর ॥
অল্পে-অল্পে তবে কৃষ্ণ-বলরায়ে ।
উঠাইয়া লইলেন পৃষ্ঠধামে ॥
বনুদেবাদিরে ব্রহ্মা প্রবোধিয়া ।
দিলেন স্বকীয় স্থানে পাঠাইয়া ॥
গরুড় লইয়া চলিল যখন ।
রাম-কৃষ্ণ সংজ্ঞা পাইলা তখন ॥
সাক্ষাতের তুল্য আছে বর্তমানে ।
শ্রীনন্দ-যশোদা-প্রভৃতি যেস্থানে ॥
তথা অল্পে-অল্পে পালঙ্কোপরি ত ।
শ্রীনন্দনন্দনে করিলা স্থাপিত ॥
শ্রীদৈবকী পুত্রবাৎসল্যানিষেবী ॥
শ্রীকৃষ্ণিণী-সত্যভামা-আদি দেবী ॥
কংসমাতা পদ্মাবতী যারাধ্যানে ।
উদ্ধব-সহিত আসিয়া সেস্থানে ॥
তেন-যত দশা কৃষ্ণের চিন্তিয়া ।
নাহি পারিলেন যাইতে তাজিয়া ॥
সেস্থান হইতে পান দেখিবারে ।
দাঁড়াইলা আসি সবে তথাকারে ॥
ব্রহ্মার প্রার্থনে দূরে বৃন্দান্তরে ।
লুক্কায়িত হৈয়া থাকিলেন পরে ॥
শ্রীকৃষ্ণের মোহোৎপাদন-কারণ ।
বেহেতু নারদ কৈলা উপাশন ॥

সেইহেতু মানিলেন বোধাকারে ।
 কৃতাপরাধির তুল্য আপনারে ॥
 দেবগণ আর যদুগণ-সঙ্গে ।
 গমন নাহিক করিলেন রঙ্গে ॥
 শ্রীকৃষ্ণচরিত-মাধুর্য্যামৃতব ।
 করিবারে মুনি দর্শনপ্রভব ॥
 হৈয়া অন্তর্ধান কুতূহল নীয়া ।
 বাক্ষি যোগপট্ট থাকিলা বসিয়া ॥
 গরুড় আকাশে হৈয়া অপ্রত্যক্ষ ॥

প্রভুবরে ছায়া করি নিজ-পক্ষে ॥
 থাকিলেন সেবা করিয়া মানস ।
 দেখিবারে কৃষ্ণচরিত সুরস ॥

তবে কৃষ্ণাঙ্কুর বলরাম কণে ।
 কিঞ্চিৎ স্নহতা পাইয়া তখনে ॥
 কৃষ্ণস্বাস্থ্য-হেতু ব্রহ্ম-মন্ত্রগায়ে ।
 প্রাপ্ত সেইস্থানে জানি অভিপ্রায়ে ॥
 বিচক্ষণশিরোমণি শীঘ্র করি ।
 নিজ অমৃতের মুখপদ্ম পবি ॥
 ধূনি-আদি বাহা লাগিয়া আছিল ।
 প্রেষত্বেন্তে সমাৰ্জ্জন করি দিল ॥
 বন্দ্রোদর-মধ্যে বংশীর অর্পণ ।
 শিলা-বেত্র কক্ষে দিলেন তখন ॥
 নব-কদম্বের মালা কণ্ঠে ধরি ।
 ময়ূরপুচ্ছের চূড়া শিরোপরি ॥
 শুভামালা আর মকরকুণ্ডল ।
 অল্ল-অল্ল কণে দিলেন শ্রীবল ॥
 বিশ্বকর্ষার কল্পিত দ্রব্যজাতে ।
 রচিলেন বস্ত্র বেশ সব তাতে ॥
 আপনার বেশ করি সেপ্রকারে ।
 লাগিলা উঠাতে বলে ধরি তাঁরে ॥
 বলদেব অভি-উচ্চতর-স্বরে ।
 ডাকিতে লাগিলা জাগাবার তরে— ॥
 শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ ! উঠ উঠ ভাই ! ॥
 জাগ-জাগ কেন নিদ্রা ভাদে নাই ? ॥
 দেখ বেলা অন্ত অতিক্রান্ত হৈল ।
 পশুগণ বন-প্রবেশন কৈল ॥
 শ্রীদাম-প্রভৃতি সখাগণ যত ।
 অপেক্ষায় তব আছে বিশেষত ॥
 মাতাপিতা তোমা-প্রতি স্নেহচর ।
 কিঞ্চিতে কহিতে নাহি শক্ত হয় ॥
 সাক্ষাদবর্তমান এই গোপীগণ ।
 তব মুখপদ্ম করিয়া দর্শন ॥

কর্ণাকর্ষি কিছু কহে পরম্পর ।
 হাসয়ে সকলে তোমার উপর ॥
 এইমত বহু জল্পনা শতক ।
 পৌনঃপুন্য তথা কহেন অনেক ॥
 'শ্রীকৃষ্ণ গোপাল গোবিন্দ শ্রীমান' ।।
 নাম ধরি-ধরি করেন আহ্বান ॥
 মুখচূষনাদি-মধুরোক্তি-ঘারে ।
 প্রশংসন করি ডাকেন তাঁহারে ॥
 বলে বলদেব কৃষ্ণহস্তে ধরি ।
 চালান উঠান বহু যত্ন করি ॥

বহুক্ষেণে কিছু পাইয়া চেতন ।
 শ্রীনন্দনন্দন হৈয়া জাগরণ ॥
 'শিবশিব' ইতি কহি সবিস্ময়ে ।
 উঠিলেন তব মোহিত হৃদয়ে ॥
 নয়নকমল করি উন্মীলন ।
 অগ্রে শ্রীনন্দরে করিয়া দর্শন ॥
 দ্বৈব হাসিয়া হৈয়া লজ্জাযিত ।
 শ্রীনন্দরে অণমিলা নিয়মিত ॥
 যশোদা স্নেহেতে শ্রীকৃষ্ণ-আননে ।
 দিছেন নিমেষ-রহিত দৈক্ষণে ॥
 তেমত প্রতিমা-স্বরূপে মানিয়া ।
 পার্শ্বে দেখি কৃষ্ণ কহেন হাসিয়া— ॥
 ওগো মাতা ! অন্ত প্রভাতসময়ে ।
 কতকত স্বপ্ন—চিত্র অতিশয়ে ॥
 জাগরণ-তুল্য আমি এইক্ষেণে ।
 নাহি করিলাম সকল দর্শনে ॥
 ব্রজ হৈতে আমি মধুপুরী গিয়া ।
 কংসাদিক দুষ্ট-দানবে নাশিয়া ॥
 জরাসন্ধ-আদি ভূপে করি জয় ।
 করিলাম শ্রুতী দেব-সমুদয় ॥
 নির্মাণ সমুদ্রতীরে করিলাম— ॥
 'শ্রীধারকা মহাপুরী' যার নাম ॥
 ইবে ওরা আছে যাইতে গোচারে ।
 অন্ত বৃত্ত নাহি পারি কহিবারে ॥

তবে অনিমেষা তাঁহারে দেখিয়া ।
 নিজ-নিজাধিক্য-ভুংখিতা মানিয়া ॥
 মোহেতে প্রকৃত্য জানি প্রতিয়ার ।
 কহেন সাধনা-হেতু প্রতি যার ॥
 এই দীর্ঘ স্বপ্নবির চিত্তহরে ।
 না উঠিল অন্ত-দিন-যত পরে ॥
 এসব বিচিত্র কর্ম বহুকালে ।
 আচরিত হয় অত্যন্ত বিশালা ॥

কণে স্বপ্ন-মধ্যে দেখিলা কেমনে ।
বলদেব মানে, হেন জানি মনে ॥
কহেন—হে আৰ্য্য ! মহাস্বর্ঘ্য সব ।
বদি ভূমি নাহি মান অসম্ভব ॥
তবে বনমধ্যে করিয়া গমন ।
কহিব বিস্তারি সকল কথন ॥

এপ্রকার কৃষ্ণ কহিয়া মাতার ।
সাদরে প্রণাম করিলেন পার ॥
বনভোগ্য ষোগ্য দধ্যোদন-সর ।
চাহি কৃষ্ণ প্রসারিত কৈলা কর ॥
এত দেখি অত্যভিজ্ঞ শ্রীরোহিণী ।
নিজমনে কৈলা বিচারণ তিনি—॥
এই শ্রীযশোদাপ্রতিমা হয়েন ।
কিছু দ্বিতে কথা কহিতে নারেন ॥
তবে ভোগ্যদ্রব্য, প্রতিবাক্য আর ।
প্রিহা হৈতে নাহি পাবেন বিস্তার ॥
তাহাতে ‘প্রতিমা’ এই বুদ্ধি হবে ।
অধিক অনর্থ হইবেক তবে ॥
তাহা স্মরণ করিতে তখন ।
শ্রীরোহিণী দেবী কহেন বচন—॥
ওরে বৎস ! তব জননী এখন ।
তব নিদ্রাধিক্য করিয়া দর্শন ॥
‘অস্বাস্থ্য-শরীর অত’ জানি মনে ।
অতি দুঃস্থচিন্তা আছেন এখনে ॥
ভূমি মাত্র পুত্র একল ষীহার ।
চিন্তা কেনে নাহি হইবে তাঁহার ? ॥
অতএব বহু কথোপকথনে ।
ওরে বাছা ! অস্ত নাহি প্রয়োজনে ॥

কৃষ্ণ কহে—তবে গৃহেতে রহিব ।
বনে গিয়া কিবা ভোজন করিব ? ॥

শ্রীরোহিণী কহে—অগ্রেতে গোধন ।
গোপগণ-সহ করিলা গমন ॥
তুমিহ কাননে করহ গমন ।
আমিহ উক্তম ভোগ্যোপকরণ ॥
আয়োজন করি পশ্চাৎ এখন ।
করিতেছি বনমধ্যেতে প্রেরণ ॥

সুসিদ্ধা রোহিণী কহে এপ্রকার ।
শ্রীকৃষ্ণ বন্দিয়া চরণ তাঁহার ॥
মাড়-করতলে স্থিত নবনীত ।
চৌর্য্য-রূপে তাহা করিয়া হরিত ॥
নিজজ্যেষ্ঠে ভাকে করিতে ভোজন ।
না পাইয়া নাহি খাইলা তখন ॥

অস্বাস্থ্য দেখিয়া অশ্রুজের অতি ।
আর শ্রীকৃষ্ণের গোপীর সংহতি ॥
স্বচ্ছন্দ-ভাষণে সঙ্কোচ না হবে ।
একারণ অগ্রে রাম গেলা তবে ॥
দয়ানু শ্রীকৃষ্ণ না পাইয়া তাঁরে ।
না খাইলা সেই নবনীতসারে ॥
যশোদা-রোহিণী-সন্তোষ-কারণে ।
কাকুবাদ-সহ বিনয়-বচনে ॥
মধ্যাহ্নের ভোগ্য প্রার্থনা করিয়া ।
চলিলেন গোষ্ঠে নির্গত হইয়া ॥
অগ্রে দেখি চন্দ্রাবলী-আদি গণ ।
নর্যোজ্ঞিতে কৃষ্ণ করি সন্ধ্যাষণ ॥
মধুর বেগুন গানে গাবীগণে ।
অগ্রেগতো তার করেন রোধনে ॥
অগ্রে শ্রীরাধিকা—সহ সহচরী ।
দাড়ান্না আছেন দেখিয়া শ্রীহরি ॥
ঈবং হাসিয়া কোশল-সহিত ।
শ্রীনন্দনন্দন কহেন কথিত—॥
ওহে প্রাণেশ্বর ! প্রাপ্ত রহঃস্থানে ।
অনুরক্ত ভক্ত আমারে এখানে ॥
কেনে অস্ত নাহি কর সংভাষণী ।
তবে কি হয়েছে মানিনী আপনি ॥
অপরাধ কিছু নাহি করিলাম ।
তাহাতে নিশ্চর হইবে জানিলাম— ॥
আপনি সর্বজ্ঞা—ওহে প্রাণেশ্বর ! ।
শ্রীবার্ষতানবি শ্রীব্রজসুন্দরি । ॥
অস্তকার মম স্বপ্নের বৃত্তান্ত ।
সকলি আপনি জানিলা নিতান্ত ॥
ওহে প্রাণপ্রিয়ে ! তোমারে ছাড়িয়া ।
মথুরায় আর দ্বারকায় গিয়া ॥
মরণে উদ্ধতা রাজপুত্রীগণে ।
অনেক বিবাহ করিছ তখনে ॥
পুত্র-পৌত্র-আদি অনেক বিস্তার ।
জন্মিলেক দুর্বর্ত্তী সে আমার ॥
সেসব বৃত্তান্ত মানিনীও আর ।
ধাক্কক এক্ষণে হে প্রিয়ে ! তোমার ॥
অগ্রে গেল গাবী-সহচর-গণ ।
যাৰ সেকারণ শীঘ্রতর বন ॥
সন্তোষ সে অস্ত প্রদোষ-সময়ে ।
প্রমোদ তোমার দিব হে নিশ্চরে ॥
এইমত কথা কহি শ্রীরাধারে ।
পুষ্পগণ কেলি মারিয়া তাঁহারে ॥

তবে চতুর্দিশ দেখিয়া তখন ।
 চুপনের সহ করি আলিঙ্গন ॥
 অপূৰ্ণ রাধার প্রেমের গরিমা ।
 অনির্বচনীয়—নাহি যার সীমা ॥
 বাহাতে শ্রীকৃষ্ণ হইয়া মোহিত ।
 বাহুশূন্য—অতিশয় মুগ্ধচিত ॥
 প্রতিমা রাধার করিয়া স্পর্শন ।
 শ্রান্তি তবু নাহি করিল গমন ॥
 এইমতে কৃষ্ণ গো-গোপ-সহিত ।
 অগ্রেতে গেলেন অতি মুগ্ধচিত ॥
 ব্রজবেশ—পূৰ্ণ নহে দৃষ্টচর ।
 অত্যন্ত আশ্চর্য্য মহা-মনোহর ॥
 মধুর-মুরলী-সবেতে অরিত ।
 দেখিলেন যবে দৈবকী বিমিত ॥
 স্নেহভরে তবে হইল বাহির ।
 বুঝাবস্বাতেও শুনে হৈতে কীর ॥
 শ্রীকৃষ্ণগী, মিত্রবিন্দা, জাম্ববতী ।
 সত্যা, ভদ্রা, আর লক্ষ্মণাত্মা সতী ॥
 দেখি ব্রজবেশ মহা-প্রেমোদয় ।
 হইল, কখনো যাহা নাহি হয় ॥
 তাহে ধৈর্য্যহানি—কম্পাদি দেহেতে
 মোহিতা হইয়া পড়িল ভূমেতে ॥
 পদ্মাবতী আর সত্যভামা পরে ।
 মহামত্তা হৈলা কামবেগ-ভরে ॥
 মুহুমুহু আলিঙ্গনানুকরণ ।
 করিলেন করি বাহুপ্রসারণ ॥
 চুষাঙ্কুরণে অধর-চালন ।
 করি হরি ধরিবারে ধাবমান ॥
 কালিন্দীপূর্ব্বোক্তে কৃষ্ণ-বস্ত্রবেশে !
 দেখিয়াছিলেন ব্রজের নিবেশে ॥
 প্রোজ্জবরা তাহে ধৈর্য্যাবলম্বন ।
 করিয়া, সহিত উদ্ধব তখন ॥
 সত্যভামা, আর বুন্ধারে প্রোবোধে ।
 বলে আকর্ষিয়া করিলা নিয়োধে ॥
 শ্রীগোবিন্দদেব গোচার-কারণে ।
 তথা হৈতে অগ্রে করিলা গমনে ॥
 লবণসমুদ্রে করি নিরীক্ষণ ।
 তাহারে ‘মুনা’ মানিয়া তখন ॥
 সেইস্থানে করি বিহার-কামনা ।
 প্রমোদে হইলা ঔৎসুকিত-মনা ॥
 মধুরোচ্চ-স্বরে নিজস্বাংগণে ।
 আহ্বান করেন শ্রীকৃষ্ণ তখনে— ॥

কোথা গেলে সখা শ্রীদাম সুবল ! ।
 শ্লোককৃষ্ণার্জুন হে মধুমঙ্গল ! ॥
 সবে আপনাত্মা হৈয়ে ধাবমান ।
 হর্ষেতে স্বরায় আইসহ এহান ॥
 মধুর নির্মল সুনীতল জল ।
 বহয়ে যমুনা অতি সুবিমল ॥
 তাহে গাবীগণে জল পীয়াইয়া ।
 আপনাত্মা অবগাহন করিয়া ॥
 যথাস্থখে আজি করিব বিহার ।
 সখাগণ । নাহি বিলম্বন আর ॥
 এইপ্রকারেতে গোগণ-সহিত ।
 সমুদ্র-নিকটে হৈলা উপস্থিত ॥
 তরঙ্গের মহা কল্লোলমালার ।
 মহাকোলাহল-বিশিষ্ট তাহার ॥
 তবে ইতস্তল করি নিরীক্ষণ ।
 সমুদ্রের তীরে প্রকট আপন ॥
 করি মহাপুরী দ্বারকা দর্শন ।
 বিস্মিত হইয়া আপনা-আপন ।
 শ্রীকৃষ্ণ তখন কহেন বচন— ॥
 কিবা ইহা সমুদ্রাদিক কি হয় ।
 মহাপুরীযুক্তা ব্রজভূমি নয় ॥
 তবে কোথা আমি আছিযে এখন ।
 দ্বারকায় ?—ইহা নাহি লয় মন ॥
 শ্রীানন্দনন্দন আমি কদাচন ।
 ব্রজবিনোদিত না করি গমন ॥
 তবে অস্ত্র কেহ হইবেক এই ।
 কেবা আমি—নাহি বুঝি হেতু সেই ॥
 কিবা দ্বারকাতে রাজরাজেশ্বর ।
 আত-বিলক্ষণ-বেশাদিক-পর ॥
 তাহা নহি আমি—এ যে বস্ত্রবেশ ।
 কেবা আমি—নাহি করিয়ে নিবেশ
 এইত প্রকার সহ চমৎকার ।
 কহেন বিস্ময়ে কৃষ্ণ বারম্বার ॥
 মহাসিদ্ধ আর পুরী সে আপন ।
 পুনঃপুন হেরি করে বিচারণ ॥
 তবে বলরাম কহেন তাঁহারে ।
 ব্রজপ্রমে অনাবেশ করিবারে— ॥
 ওহে মম প্রভু শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বর ! ।
 আপনাত্মে অঙ্গসজ্জান যে কর ॥
 ব্রহ্মাদিক-দেবগণ-প্রার্থনায় ।
 ভূতার-হরণে অবতীর্ণ তায় ॥
 সত্য সে শ্রীানন্দনন্দন আপনে ॥

তথাপিহ কিছু কহিয়ে যচনে ॥
 বৈকুণ্ঠ হইতে আমার সহিত ।
 যেহেতু আইলেন—কর সম্পাদিত ॥
 যত্নপি আইলা গোলোক-হইতে ।
 বৃন্দাবনে গুঢ় প্রেম আন্বাদিতে ॥
 সে তত্ত্ব কহিলে হবে মোহাপত্তি ।
 পুনর্বার সেই হইবে বিপত্তি ॥
 একারণ রাম তাহা আছাদিয়া ।
 কহেন তাহারে অত্থথা করিয়া ॥
 শ্রীগোলোকেশ্বর-আদিক বচন ।
 না কহিলা রাম সেই যে কারণ ॥
 দুষ্টের সংহার—শিষ্টের পালন ।
 করহ হে প্রভু ! সব সম্পাদন ॥
 ধর্মরাজ পৈতৃষসেব তোমার ।
 এবে কর যজ্ঞ তাহার বিস্তার ॥
 সার্বভৌমপতি রাজ্য বৃথিষ্টির ।
 যজ্ঞ করিবারে করিল স্থষ্টির ॥
 মতাবিক্রমেতে অমুশাসাদির ।
 কিন্তু ভয়যুক্ত আছে বৃথিষ্টির ॥
 এমতে মধুর পরম কোমল ।
 প্রেমবস ত্যাগ করাতো শ্রীবল ॥
 রোদ্ররসে ক্রোধ জন্মাইতে তাঁর ।
 কহেন কিঞ্চিৎ অত্থথা-প্রকার— ॥
 হস্তিনাতে গিয়া সহ যদুগণে ।
 দুষ্ট দৈত্য সব করহ হননে ॥
 বৈরতাতে তারা তব নিজজনে ।
 বহুমত পীড়া দেয় অল্পকণে ॥
 রসান্তর নীয়া এই ত প্রকারে ।
 নিজ অজ্ঞের স্বাস্থ্য করিবারে ॥
 যে কহিলা বলরাম নানামত ।
 শুনি কৃষ্ণ হৈলা ভাবান্তর-গত ॥
 ক্রুদ্ধ হৈয়া কৃষ্ণ কহেন তখন— ॥
 ওহে ভাই ! অমুশাসাদিকগণ ॥
 বরাংকরো মধে। তারা নাহি হয় ।
 একা গিয়া আমি করি হৈবে কর ॥
 আপনি প্রত্যয় কর এবচন ।
 প্রতিজ্ঞা-সহিত করিল কখন ॥
 এইমত প্রসঙ্গের সঙ্গতিতে ।
 ভ্যজিলেন প্রেমরসময়-চিত্তে ॥
 পূর্বমত স্বাস্থ্য হইল তখন ।
 চতুর্দিকে বৃহৎ করি আলোকন ॥
 তবে যাদবেশে দ্বারাবতীধর ।

আপনারে জানিলেন ‘পরেধর’ ॥
 প্রাসাদ-ভিতরে স্তুতিয়া ছিলেন ।
 স্বরণ সকল বৃত্ত করিলেন ॥
 বংশী করস্থিতা—বজ্রবেশ সার ।
 দেখিলা নিজের অগজের আর ॥
 করিলা প্রয়াণ পুরীর বাহিরে ।
 গো পালেন যেই সমুদ্রের তীরে ॥
 দেখি ভাবে—কোথা হৈতে বজ্রবেশ ।
 কে রচিল, ইথে বিশ্বয়নিবেশ ॥
 ইহা সত্য, কি অসত্য স্বপ্ন-সম ।
 পাইলেন তাথে সংশয় বিষম ॥
 তাহার কারণ হৃদয়ে ভাবিয়া ।
 হাসিলেন অমুসন্ধান করিয়া ॥
 তবে হলধর দ্বিধা হাসিয়া ।
 হৃদয় প্রসন্ন কৃষ্ণের জানিয়া ॥
 মোহ তাঁর আর ব্রহ্মার উপারে ।
 গরুড়ের দ্বারা বহিঃ প্রাপ্ত তায়ে ॥
 কহিলেন রাম হেতু-সমবিত ।
 শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ হইলা লজ্জিত ॥
 নিজ-জ্যেষ্ঠমুখ করিয়া লোকন ।
 দৈবদ্বাস্ত্রবৎ হৈল শ্রীবদন ॥
 তবে বলরাম সমুদ্রেতে নীয়া ।
 স্নান করাইলা ধূলি ধোয়াইয়া ॥
 সেইকালে শ্রীগরুড় মহামতি ।
 জানি কৃষ্ণভাব—অস্তঃপুর-গতি ॥
 আইলা, তাহাতে করি আরোহণ ।
 অলক্ষিতে গেলা মন্দিরে আপন ॥
 কৃষ্ণ-মোক্ষালীলা-অপগম সব ।
 প্রাসাদাগমন জানিয়া উজ্জ্বল ॥
 দৈবকী-রোহিণী-আদি দেবীগণে ।
 নানামতে তবে করিয়া চেতনে ॥
 কৃষ্ণগমনাদি বৃন্তান্ত কহিলা ।
 অস্তঃপুরে তাঁর নিকটে আনিলা ॥
 বুঝা বার্তাহারিণীরে অন্যস্থানে ।
 তাঁরা সব করাইলেন প্রস্থানে ॥
 হইবেক যে প্রসঙ্গ তথাকারে ।
 পরম অবোধ্যা বুঝা থাকিবারে ॥
 এহেতু অজ্ঞতা তাঁরে পাঠাইলা ।
 শ্রীকৃষ্ণী-আদি সকলে থাকিলা ॥
 যাতা শ্রীদৈবকী রোহিণী দুজনে ।
 আশীর্বাদ বহু করিয়া নন্দনে ।
 তৎকালে তাহাতে থাকা নহে বোধ্য ॥

আনি, সম্পাদন করিবারে ভোগ।
 গত হয় কাল কৃষ্ণের ভোজন।
 আনি হুহে শীঘ্র করিলা গমন।
 বলদেব ভাই-ভাবে বিজয়।
 মান ছলে গেলা মন্দিরে সত্বর।
 কৃষ্ণগী-প্রভৃতি সব কৃষ্ণপ্রিয়া।
 তন্তাদির আড়ে থাকিলেন গিয়া।
 সত্যভামা কৃষ্ণপার্শ্বে না অহিলা।
 উদ্ধবেদে কৃষ্ণ সেহেতু পুছিলা।
 হরিদাস শ্রীউদ্ধব কহে তবে—।
 রৈবত-নিকটে বৃন্দাবনে যবে।
 প্রভুর বিজয় হইল, তখন।
 নন্দপ্রতিমাদি করিয়া দর্শন।
 অনির্কচনীয় যে প্রেমবিশেষ।
 অপ্রেমরসজ-ব্রাহ্মক নিঃশেষ।
 শ্রীকৃষ্ণগী-আদি দেবীর সহিত।
 ঘুরিতে থাকিয়া হৈয়া লুকাইত।
 সে ভাব দেখিয়া সু-খলা দুর্ভৃতি।
 কহিতে লাগিলা তবে পদ্মাবতী—।
 অরে পুণ্যহীনে দৈবকি বিরামে!।
 রে রে কৃষ্ণগী দুর্ভগে সত্যভামা!।
 হে আশ্বত্থাদি অর্কটীনা সব!।
 দেখ-দেখ এই স্নেহের বৈভব।
 অতঃপর নিজ নিজ অভিমান।
 ত্যাগ কর, নাহি দেহ' দেহে স্থান।
 শ্রীযশোদা-শ্রীরাধিকাদি গোপীর।
 কামনা করিয়া দাসীস্বপ্রাপ্তির।
 তপস্বী করহ উত্তমপ্রকার।
 কহিলাম আমি এই বাক্যসার।
 বৃদ্ধার দুর্ভাষা শ্রবণ করিলা।
 প্রথমে দৈবকী অভিজ্ঞা কহিলা।
 শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত-জগত-আধার।
 যিনি হন পুন আধার তাঁহার।
 সে দৈবকী ক'ন—মূর্খ! তন এই।
 নন্দাদিবিষয় কৃষ্ণপ্রেম যেই।
 নহে সেই অসম্ভাবনা কখন।
 তাহাতে আশ্চর্য্য কিবা মান মন?।
 পূর্ব্বজন্মে বসুদেবের সহিত।
 করিলাম বহু তপস্বী নিশ্চিত।
 ভগবান্-তুল্য পুত্রে আমাদের।
 জন্মক'—কামনা করিয়া মনের।
 বরদগণের দ্বন্দ্ব ইহাতে।

আমাদের পুত্র হইলেন তাতে।
 নন্দ-যশোমতী ব্রহ্মারে প্রার্থনা।
 কৈলা 'কৃষ্ণে ভক্তি—প্রেমের লক্ষণ'।
 ব্রহ্মা তন্তশ্রেষ্ঠ—তীর দত্ত বর।
 কৃষ্ণদত্ত বর হইতে প্রবর।
 তাহাতে শ্রীনন্দ যশোমতী আর।
 সহ ব্রজবাসী নিজ-পরিবার।
 আমাদেরো হৈতে মহিমার সীমা।
 পাইলেন তাঁরা জগতে গরিমা।
 শ্রীনন্দ যশোদা অতি-স্নেহভরে।
 কৃষ্ণের পালন বহুদ্বন্দ্ব করে।
 এহেতু কৃষ্ণের তাঁহাদের'পর।
 এতাদৃশ ভাব উপযুক্ততর।
 মম প্রিয় সেই হয় অতিশয়।
 কহিলাম তন্ত তোরে যে নিশ্চয়।
 শ্রীকৃষ্ণগীদেবী হর্ষের সহিত।
 কহিতে লাগিলা করি সবিদিত।
 তন্তসকলের যে-বাক্য শ্রবণে।
 প্রেমবৃদ্ধি হয় শ্রীকৃষ্ণচরণে।

যথা শ্রীকৃষ্ণগীবাক্য, বৃহত্তাগবতামৃত ৭।৭০-

যা ভর্গুপুত্রাদি বিহার সর্ব্বং,
 লোকদ্বয়ার্থান্ অনপেক্ষমাণাঃ।
 বাসাদিভিত্তাদৃশবিভ্রমৈস্ত,
 দ্রীত্যাত্তজংস্তত্র তমেনমার্গাঃ ॥০॥
 যে গোপিকাগণ সকল ত্যজিয়া।
 স্বামি-পুত্র-মিত্র-প্রভৃতি করিয়া।
 ইহ-পরলোক যতেক সাধন।
 তাহার অপেক্ষা না করিয়া মন।
 অতি ব্যগ্রা—বৃন্দাবনে কুন্তবনে।
 এই কৃষ্ণে স্নমধুর-বিভূষণে।
 পরম রহস্ত—অবোধ্য প্রকাশে।
 এমতপ্রকারে মধুরিত আশে।
 অনির্কচনীয় রাসাদিবিলাসে।
 ভজিলেন সবে কৃষ্ণসুখ-আশে।

তথা (বৃহত্তাগবতামৃত ৭।৭১)—
 অন্তো হি যা নো বহুসাধ্যসোত্তমৈঃ,
 সাধ্যস্ত চিহ্নস্ত চ ভাবযোগতঃ।
 মহাপ্রভোঃ প্রেমবিশেষবপালিভিঃ,
 সংসাধনধানপদদ্বমাগতাঃ ॥০॥

আমাদের বহু উৎকৃষ্ট সাধনে ।
সাধ্য,—ভাবযোগে চিন্তা সর্বক্ষণে ॥
সে কৃষ্ণের অসাধারণ প্রেমের ।
শ্রেণীতে করিয়া উৎকৃষ্টতরের ॥
সাধ্য-সাধনের পদস্থপ্রাপিকা ।
তাদৃশ ভঞ্জে হইলা গোপিকা ॥

তথ্যচ (বৃহদাগবতামৃত ৭। ৭২)—
তন্ত্ৰৈতত্ত্বং হি ধর্মকর্মসুতপোভাগ্যাকৃত্যাদিভু,
ব্যাক্রান্তোন্মদবাদরৈঃ পতিভ্যাং সেবাকরীভ্যোথিকঃ
মুক্তো ভাববরো ন মৎসরপদকোষাহভাগভ্যো ভবেৎ,
সংলাভ্যোচচ মৎপ্রভোঃ প্রিয়জনাদীনবমাহাশ্রয়কৃৎ ॥

গোপীগণ হৈতে অন্তর অনেক ।
আমাদের আছে, শুনহ প্রত্যেক— ॥
গোপীগণ হন ইহ-পরকাল ।
অশেষ-অপেক্ষা-রহিত নিশ্চাল ॥
আমরা সুব্যগ্রা ধর্ম-কর্ম-সুত- ।
পোভাগ্যাকৃত্যাদি-সংযুত ॥
তঁারা রাসকীর্তী-আদি সুবিলাসে ।
ভজিলেন কৃষ্ণে অতি প্রেম-আশে ॥
আমরা স্বামিতে করিয়া আদর ।
সেবামাত্র তাঁর করিয়ে অন্তর ॥
উপপত্ত্যভাবে তাঁহার স্বচ্ছন্দে ।
নানা বিলাসেতে ভঞ্জন আনন্দে ॥
আমরা বিধানমত বিবাহিতা ।
গাইহু্যধর্ম্মেতে ভজিয়ে বিদিতা ॥
অতএব গোপীগণে ভাববর ।
শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় নিরন্তর ॥
আমাদেরো হৈতে অধিক যে হয় ।
উপযুক্ততম সেই শুনিস্বর ॥
অতএব তাহে মাৎসর্য্যবিষয় ।
আমাদের কদাচিত নাহি হয় ॥
অতি-শ্রেষ্ঠ-সহ নিরুপকরণের ।
সপত্নীত্বভাব হইবে কিসের ? ॥
স্বামিনীগণের সহিত যেমন ।
দাসীসকলের না হয় বিমন ॥
অথচ সে-ভাব-বর প্রাণনীর ।
নিরন্তর হয় অনির্বচনীয় ॥
আমার প্রভুর প্রিয়জনাদীন ।
বাহ্যাকারক যে হয় প্রবীণ ॥

তবে ভাববতী-আদি ঘেবীগণ ।
তিনি শ্রীকৃষ্ণদেবীর বচন ॥

‘সাধু সাধু সাধু’ বলিয়া তখন ।
করিলেন সকলে অভ্যুদয়ন ॥
সত্যভামামাত্র তাহা না গহিলা ।
মানগৃহে শীঘ্র প্রবেশ করিলা ॥
শ্রীউদ্ধব এইপর্য্যন্ত কহিয়া ।
রহিলেন তবে বিরাম করিয়া ॥

শুনি কৃষ্ণকন্ডে হৈলা সক্রোধিত ।
তাহাতে শরীর হইল কম্পিত ॥
শ্রীমদগোপীজনা প্রাণনাশা ধীর ।
তঁাদের প্রেমের হয় আজ্ঞাকার ॥
সেই গোপীজনে মাৎসর্য্য-বচন ।
সহিবারে নারে শ্রীকৃষ্ণ কখন ॥
অতএব সত্যভামার মাৎসর্য্যে ।
কহিতে লাগিলা অতিক্রোধচর্য্যে— ॥
মুখরাজ সক্রোধিত নরপতি ।
তাহার কস্তার সেইমত মতি ॥
যাহ ওরে দাসীসকল ! ওয়ার ।
ধরিয়া তাহারে আনহ এথায় ॥

শ্রীগোপালনারী-রতিতে রসিক ।
স্বামীরে দিবারে আনন্দ অধিক ॥
‘পরম-বিদগ্ধ-চূড়ামণি তায়ে ।
প্রিয়মানভঙ্গে মুখী’ অভিপ্রায়ে ॥
করিয়াছিলেন অভিমান রামা ।
বিদগ্ধা-মধ্যেতে শ্রেষ্ঠা সত্যভামা ॥
দাসীদের প্রতি সেমত আদেশ ।
কৃষ্ণের প্রবণ করিয়া বিশেষ ॥
মান-সময়াদি অভিজ্ঞা তখন ।
বিচক্ষণা ত্যজি ভূমির শয়ন ॥
উষ্টি অভ্যুজি করিয়া মার্জ্জন ।
শীঘ্র করিলেন তথা আগমন ॥
অসময়ে মানে প্রযুক্তো লজ্জিতা ।
স্বামির ক্রোধেতে হৈয়া ভয়ানকিতা ॥
তত্ত্ব-আড়ে নিজদেহ লুকাইয়া ।
রহিলেন সত্যভামা অবিদিতা ॥

সৌরভ্যবিশেষ-লক্ষণেতে আনি ।
ক্রোধাবেশে কৃষ্ণ ব্যক্ত কহে বাণী— ॥
অরে সক্রোধিত-মুখী হইতে ॥
অরে অতিশয় কীর্ণচিত্তযুতে ॥
স্বরত্ন হৈতে পুশ পানিত্যেতে ।
নারদ আনিয়া দিলেন আমাতে ॥
সে কুসুম আমি কল্পিত্যে দিলে ।
সেকারণে মান যেমত করিলে ॥

শ্রীরাধিকা-আদি ব্রজজন'পরে ।
 আমাদের প্রেম হয় ত নির্ভরে ॥
 সে অতি প্রণয় হইতেও মান ।
 করিতেছ তুমি ভেমত বিধান ॥
 না জানহ কিবা আমারে অবরে ।
 ব্রজজনেচ্ছাহুসারী নিরন্তরে ॥
 তোমা-আদি-দাস্যপুত্রাদি-ভ্যজনে ।
 ভক্ত নাহি মানে ব্রজজন মনে ॥
 যদি মানে ভক্ত ভ্যজিলে সকল ।
 তোমারি শপথ করিয়ে প্রবল ॥
 সত্যসত্য কহি তবে এইকণে ।
 করি আমি শ্রী পুত্র সকল ভ্যজনে ॥
 স্তুতি করি ব্রহ্মা যে কহিল চর ।
 বৃদ্ধ-প্রামাণিক-বাক্য মিথ্যা নয় ॥

তথ্যচ দশমস্কন্ধে (ভাঃ ১০।১৪।৩৫)—

এবাং যোবনিবাসিনামুত ভবান্ কিং দেব রাত্তেতি ন
 চেতো বিশ্বফলাং ফলং স্বদপরং কৃত্যপায়মুহতি ।
 সত্বেশাদি ব পুতনাপি সকুলা ভামেব দেবাপিতা,
 বন্ধামার্ষস্বহুংপ্রিয়ান্বনয়প্রাণশয়াবৎকুতে । * ।

তাদের প্রতাপপ্রকারে শক্ত নহি ।
 অতএব মহা-ঋণী আমি হই ॥
 যজ্ঞপি তাঁদের শ্রীতের কারণে ।
 গমন করিয়া থাকি বৃন্দাবনে ॥
 তথাপিহ কিছু স্বাস্থ্য যেই হয় ।
 বিচারিয়া হেন মনে নাহি লয় ॥
 আমার দর্শন-মাত্রে শৃগঞ্জীর ।
 প্রেমের উদয় হইবেক স্থির ॥
 তাহাতে পরম-সজ্জমে বিকলে ।
 হইবেন সুনিশ্চিত সে সকলে ॥
 স্বৈদকসাদিক সাহিত্য-বিকার ।
 অতিশয় দেহে হইবে প্রচার ॥
 তাহাতে অত্যন্ত মোহিত হইবে ।
 বাহুবলি মাত্রে কিছু না রহিবে ॥
 মুচ্ছাতেহ নাহি ক্ষুভির বিরাম ।
 শ্রীগোপীগণের,—সত্য কহিলাম ॥
 আপনারে, দেহদৈহিকাদি আয় ।
 পতি, পুত্র, গৃহকার্যের প্রকার ॥
 গোপীজন সব কিছুই না জানে ।
 সে-সম্বন্ধি অত্র কার্য্য কোন ঋণে ॥
 অতএব বিনা বাহ্যভুস্মানে ।
 স্বাস্থ্য তাঁহাদের নাহি হবে প্রাণে ॥

যদি কহ—যোহে নহে অজ্ঞান ।
 ময় ক্ষুভিমাত্র থাকয়ে সন্ধান ॥
 ক্ষুভিমায়ে বাহে হত ত দর্শন ।
 বিগাঢ়-প্রেমের এইত লক্ষণ ॥
 কলাধিকতর তোমার দর্শনে ।
 অবশ্যই স্বাস্থ্য হবে গোপীজনে ॥
 সত্য বটে, তথাপিহ তাহাদের ।
 দুঃখবিশেষ-বিশিষ্ট মানসের ॥
 সত্ত্ব স্বাস্থ্যচিন্তা নিশ্চিত না হয় ।
 কিবা ভাবি-বিরহের শঙ্কা রয় ॥
 দেখিলেহ যোরে করি অল্পভব ।
 শাস্য কভু নাহি হবে সেইসব ॥
 আমার বিচ্ছেদে যেই চিন্তাগগন ।
 তাহে আকুলিত তাহাদের মন ॥
 যেমত বহুল-উপবাস-পর ।
 কীর্ণধাতু—অতি ক্ষুধাতুর নয় ॥
 অন্ন পাইলেই স্বাস্থ্য-না যায় ।
 কিন্তু তাহা ভোজনেতে শাস্তি পায় ॥
 সত্ত্ব নহে,—তাহাতেই ক্রমে হয় ।
 সেইমত দৃষ্টিমায়ে স্বাস্থ্য নয় ॥
 শ্রীভাদিক-বারে চির-সুখিলনে ।
 তাহাদের দুঃখশাস্তি হয় মনে ॥
 আবশ্যক নানাকৃত্য-সমুচ্চরে ।
 ব্যগ্রহেতু যোর চির বাস নয়ে ॥
 ভাবি-বিরহের করিয়া চিন্তনে ।
 তাঁহাদের স্বাস্থ্য নাহি হবে মনে ॥
 তাঁহাদের হর্ষনিমিত্ত বিধান ।
 যাহাবাহা আমি করিয়ে নির্মাণ ॥
 তাহে শ্রীরাধাদি-গোপিকাগণের ।
 সত্ত্ব হয় দুঃখ বিগুণ মনের ॥
 না দেখিলে আমারে ত সুনিশ্চয় ।
 প্রদীপ্ত-বিরহবহি জ্বালা হয় ॥
 তাহাতে বিকলা হইয়া নিশ্চিত ।
 মোহে মৃতাতুল্য হয়ে কদাচিত ॥
 কখন উগ্ৰাদ-হতা ইব হয়ে ।
 বহুবিধ ভাব মধুর ভজয়ে ॥
 আমার পরম-স্বীয়ামল-ভ্রাম- ।
 কান্তির সদৃশ অকারণধাম ॥
 শ্রীগোপিকাজন দেখেন যখন ।
 আমা-বৃদ্ধি তাহে করিয়া তখন ॥
 সূচন তাহে করে আলিঙ্গন ।
 বাহে নিরন্তর সপ্রণয় ধন ॥

আমার লীলার ভঙ্গি কোন জনে ।
 বর্ণিবে,—অযোগ্য সকলে শ্রবণে ॥
 অতএব বুলাবনে মম স্থিতি ।
 জানিয়ে সতত সমান অস্থিতি ॥
 মম সন্দর্শনে হয়েন বিকলে ।
 অস্তর্ধান হই তাহাতে বিরলে ॥
 অদর্শনে পুন ব্যাকুল দেখিয়া ।
 সাক্ষাৎকার হই সত্ত্বর করিয়া ॥
 কোনমতে স্বাস্থ্য শ্রীগোপীজন্যর ।
 না করিতে পারি—অস্বাস্থ্য আমার ॥
 অতএব মহা ঋণিত্ব আমার ।
 সুপ্রসিদ্ধ আছে শ্রীগোপীজন্যর ॥
 অতএব ব্রজে না করি গমন ।
 তুন তোমাদের বিবাহে কারণ— ॥
 শ্রীগোপিকাগণ-বিরহে যখন ।
 মথুরানগরে কৈলু নিরসন ॥
 বিবাহকরণে তথা কোন-কণে ।
 কোন ইচ্ছা মম নাহি হৈল মনে ॥
 ওহে মানিনি ! নতুবা মথুরায় ।
 করিতাম আমি বিবাহ তথায় ॥
 তবে অতি-ব্যগ্র মানস হইয়া ।
 স্বয়ম্বরে ভীষ্মনন্দিনী হরিয়া ॥
 করিলাম সে বিবাহ যে-কারণ ।
 তাহা কহি ব্যক্ত, করহ শ্রবণ— ॥
 আমারে না পায়্যা শ্রীমতী কৃষ্ণগী ।
 প্রাণত্যাগে বাহ্য করিলেন হৈনি ॥
 আপন আশ্রিত বিজ্ঞপ্তি-লিখন ।
 করিলেন বিপ্রহস্তেতে প্রেরণ ॥
 মমজ্ঞাতে পত্নী পটীলা ব্রাহ্মণ ।
 তুনি যাত্রা করিলাম সেইকণ ॥
 জয়সঙ্ক-শিশুপাল-আদি করি ।
 মহাভূত-স্বপ্নশ্রেণী-দর্প হরি ॥
 কৃষ্ণ-প্রভৃতির যুদ্ধে করি জয় ।
 দেখিতেছে যত নরপতিচয় ॥
 তার মধ্যে হৈতে হরিয়া হইয়া ।
 কুণ্ঠিত হইতে আনি দ্বারকায় ॥
 আবশ্যক-কৃত্যে করিলু বিবাহ ।
 নহে মনঃপ্রীতিহেতু সে নির্বাহ ॥
 শ্রীগোপীগণের সাদৃশ্য কিঞ্চিত ।
 কৃষ্ণগীতে আমি দেখিয়া বিদিত ॥
 মহা-শৌকাভি-জনক সে দর্শনে ।
 আধিক্যেতে স্মৃতি হৈল গোপীগণে ॥

তাহাতে পরম-আকুলিত-মন ।
 হইলাম অতি ব্যগ্র সর্বকণ ॥
 ষোড়শ-সহস্র শতাধিক মত ।
 নন্দব্রজকুমারিকাগণ যত ॥
 পতিত্ব আমারে প্রাপ্তির কারণ ।
 কাত্যায়নীব্রত কৈলা আচরণ ॥
 তাঁহাদের কিছু দেখি নিদর্শন ।
 কিছু স্মৃহ করিবারে নিজ মন ॥
 তোমাদিগে তাবতেরে দ্বারকায় ।
 করিলাম আমি বিবাহ এখায় ॥
 অহো হে ভামিনি ! তুনহ বিদিত ।
 ব্রজের সে সব সুখ স্মৃনিশ্চিত ॥
 মহিমার সহ আমারে ত্যজিল ।
 নিজোচিত-স্থানে ব্রজেতে রহিল ॥
 পরমানন্দীচ্য পরম-মোহন ।
 শ্রীমদ্রন্দ-আদি ব্রজবাসিন ॥
 তাহাদের সঙ্গে যে সব বিহার ।
 চিত্র-হৈতে-চিত্র—চিত্র-চমৎকার ॥
 তাহাতে আনন্দসাগর-তরঙ্গে ।
 মন মগ্ন নিত্য থাকিত সুরঙ্গে ॥
 ব্রজভূগণকি তত্রকালে স্থিত ।
 দিবারাত্রি কিছু না জানি বিদিত ॥
 পুতনা-প্রভৃতি দুষ্ট দৈত্যগণ ।
 অবহেলে আমি করিল মারণ ॥
 মহা ভয়ানক কালিয় দমন ।
 করি, ক্রমে-হৈতে কৈলু নিঃসারণ ॥
 অতি উচ্চতর গিরি গোবর্ধন ।
 বামহস্তে আমি করিলু ধারণ ॥
 বাল্যক্রীড়া-কৌতুকেতে এসকল ।
 করিলাম—যাহে আনন্দ প্রবল ॥
 অনির্কচনীয় সন্তোষ-সাগরে ।
 আমি হইলাম নিমগ্ন নির্ভয়ে ॥
 ব্রহ্ম-ইন্দ্র-নারদাদি আসি সবে ।
 করিলে আমারে নানাবিধ স্তবে ॥
 তাহাদের দর্শনে আর সন্তোষেণে ।
 দুঃখ মানি দেব-কার্য্য-বিস্মরণে ॥
 সৌন্দর্য্য-লাবণ্য-রূপ নিরূপমে ।
 মদনমোহন বেশের সুষমে ॥
 পূর্বে যাহা কভু না কৈলু বিদিত ।
 তাহে সর্বকিঞ্চ কৈলু সংকোচিত ॥
 মহাপ্রেমভরে মোহিলু জগত ।
 সমাধিস্থখেতে নহে অভিযত ॥

সদা-অমুরাগরসান্বাদ-মন ।
 দুরেতে থাকুন ব্রজবাসিজন ॥
 গোপসব আর শ্রীগোপিকাগণ ।
 প্রেমভরে করি রূপাদি দর্শন ॥
 বিমোহিত তাঁরা হয়েন উচিৎ ।
 তাহা কিবা আমি কহিব বিদিত ॥
 আকাশ-গিমানে বিধি রুদ্ধ আর ।
 ইন্দ্র চন্দ্র দেবগণ সুবিস্তার ॥
 মুনি ঋষি সিদ্ধ গন্ধর্ব চারণ ।
 বিজ্ঞাধর-সহ অঙ্গুরের গণ ॥
 গাবী বৃষ বৎস মৃগ পক্ষী সব ।
 বৃক্ষ গুল্ম লতা তৃণ নবোদ্ভব ॥
 নদী গিরি বন—যত চরাচর ।
 সচেতন অচেতন সবিস্তর ॥
 তথায় আকাশে স্থিত জলধর ।
 বায়ু-বশগত বায়ু সে অপর ॥
 সবে প্রেমপ্রবাহোখিত বিকারে ।
 রুদ্ধিত হইয়া বিবিধ-প্রকারে ॥
 ত্যজি নিজনিজ স্বভাব সকলে ।
 পরিবৃত্তিগুণ পাইলা প্রবলে ॥
 ব্রহ্মা-আদি দেব অতি জ্ঞানবান ।
 অনিশ্চিততত্ত্ব হৈয়া মোহ পান ॥
 পশুসকল পরম জ্ঞানিতাব ।
 পাইল যেমত সমাধিপ্রভাব ॥
 স্বাবর কম্পেতে জজ্ঞমের গুণ ।
 জজ্ঞম চেতন হরি স্থির পুন ॥
 যমুনার জল হয় শিলাময় ।
 শিলা দ্রবীভূত হৈয়া জল হয় ॥
 করিতেছি আমি স্তুতি প্রেমভরে ।
 না মানিহ এইপ্রকার অন্তরে ॥
 সত্য কি অসত্য এসব কথন ।
 এই কালিন্দীরে কর জিজ্ঞাসন ॥
 ব্রজজন-সহ স্বচন্দ-বিলাস- ।
 আনন্দের যিনি সাক্ষিণী প্রকাশ ॥
 সঙ্গাতিক পরিহাসবাক্য আর ।
 নানাজীড়া—সিন্ধুজলাচ্চে বিহার ॥
 কুতূহল এথা করিয়া অনেকে ।
 নিজ-জ্ঞাতি-যছুগণেয়ে প্রত্যেকে ॥
 ব্রজবাসিতুল্য প্রেম অসাধারে ।
 নাহি হই শঙ্ক প্রাপ্ত করাবারে ॥
 গোপিকার মান—চিন্ত-আকর্ষক ।
 যাহাতে আনন্দ বাড়ে বিশেষত ॥

তোমাসকলের মানের ভঞ্জন ।
 ছড়র আমারে হইল এখন ॥
 অতএব আমি বাধিত লজ্জায় ।
 অতি প্রিয়া বংশী ত্যজিলুঁ এখায় ॥
 ইথে বৃক্ষ—যথা-স্থানে সে আমার ।
 আবির্ভাব হয় মহিমা-বিস্তার ॥
 লীলাকরণেচ্ছা তেমত-প্রকার ।
 স্থানবিশেষেতে হয় ত প্রচার ॥
 হায়হায় আমি শ্রীভ্রজভুবনে ।
 যেহঁসব লীলা কৈলুঁ আচরণে ॥
 দুরেতে থাকুক সেই লীলাগণ ।
 অশক্ত করিতে এথা নিরূপণ ॥
 যদি কহ—তাহা বিনা-নিরূপণ ।
 কলাচন নাহি হয় ত শ্রবণ ॥
 তাহাতে সুপ্রেমরস-বিস্তারণ ।
 তব অবতার-মুখ্য-প্রয়োজন ॥
 কলিতে সম্পন্ন হইবে কেমনে ? ।
 তাহার উত্তর করহ শ্রবণে— ॥
 সুপ্রসিদ্ধ এক ব্যাসের নন্দন ।
 ব্রজলোকতুল্য মম প্রিয় জন ॥
 ব্রজবাসি-সম মহাপ্রেমভর- ।
 প্রভাবেতে অতি-গদগদ-অন্তর ॥
 মম বাল্যলীলা-প্রভৃতি কিঞ্চিত্তে ।
 কহিবেন শিষ্যবরে পরীক্ষিতে ॥
 করিলুঁ যাহার জীবন রক্ষণ ।
 নিরূপম তার হয় গুণগণ ॥
 এমতে পরম গোপনীয় ভায় ।
 হইবেক কলিকালেতে প্রকাশ ॥
 যেহঁস্থানে বক্তা-শ্রোতা সে-প্রকারে ।
 হইবেক প্রভাবেতে তথাকারে ॥
 কলিকালেতেও কোনকোনস্থানে ।
 সে-রস-সঞ্চার হবেক আখ্যানে ॥
 এইমত ব্রজভাগ্যের বৈভব ।
 ক্রোধাবেশে কহিতেছেন মাধব ॥
 'মহাষ্টি-রোদন-ভাব পুনর্ব্যায় ।
 পূর্বমতে কিবা হইবেক তাঁর ॥
 এ আশঙ্কা মনে করি মস্তিষ্কর ।
 মহিবীগণেয়ে সঙ্কেতিলা-পর ॥
 সত্যভামা-সহ কল্পিণী-প্রভৃতি ।
 তথা হৈতে করিলেন অভিস্রুতি ॥
 উদ্ধব প্রভুর চরণে ধরিয়া ।
 রোদনের সহ বিনয় করিয়া ॥

নানাপ্রকারেতে তবে স্তবিলেন ।
 অল্পে-অল্পে তাঁরে শাস্ত করিলেন ॥
 প্রভুর ভোজন-মিমিস্তে ঝরিতে ।
 অন্ন-পান-আদি-দ্রব্যাদি-সহিতে ॥
 শ্রীদৈবকী শ্রীরোহিণী দেবী আরে ।
 আনিলেন শ্রীউদ্ধব তথাকারে ॥
 কৃতস্নান বলদেবে ততঃক্ষণ ।
 সেইস্থানে করাইলা প্রবেশন ॥
 বিজ্ঞাপন তবে প্রভুরে করেন— ।
 ‘বারাস্তে নারদ দাঁড়িয়া আছেন ॥’
 শুনি সৰ্ব্ব-অস্ত্রধারী প্রভুবর ।
 নারদের সব জানিয়া অন্তর ॥
 অনর্থোদয়ক চেষ্টা নারদের ।
 তাহে নাহি হৈল উৎপন্ন ক্রোধের ॥
 নন্দব্রজজন-মহিমাতিশয়- ।
 প্রকট-করণে যেহেতু আশয় ॥
 শ্রীনন্দনন্দন কহেন হাসিয়া— ।
 অজ্ঞ কে রাখিল তাঁরে নিরোধিয়া ? ॥
 প্রত্যহ যেমত অব্যাহতবার ।
 নারদ আসেন নিকটে আমার ॥
 তেমত না আশ্বে কেনে এথাকারে ? ।
 ধারী কেহ নাহি নিবারণে তাঁরে ॥
 শ্রীউদ্ধব তবে দ্বিষৎ হাসিয়া ।
 কহিতে লাগিলা প্রাজ্ঞলি হইয়া— ॥
 অপরাধভয়ে নিরুদ্ধ আছয়ে ।
 অতিপ্রেমভরে সুলজ্জিত হ’য়ে ॥
 তবে শ্রীব্রহ্মণ্যদেব অগ্রে গিয়া ।
 আনিলা নারদে হস্তেতে ধরিয়া ॥
 কহিতে লাগিলা শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র— ।
 হে আমার স্ত্রীতি-উৎপাদনে ব্যগ্র ! ॥
 ওহে শ্রীনারদ মহা-সুহৃদম ! ।
 করিলে আপনি অতি হিত মম ॥
 হে রসিকোত্তম ! লজ্জা নাহি কর ।
 এ স্বভাব রসিকের নিঃসত্তর ॥
 যদি কহ—মহামোহ-উৎপাদনে ।
 বলদুঃখ দিলে—হিত কোন কণে ? ॥
 তাহে শুন,—প্রিয়জনের বিরহে ।
 দাবানলতুল্য বেগ সুদুঃসহে ॥
 দুঃস্বপ্ন-শোকের আবেশেতে হয় ।
 অন্তরে সত্তাপ জ্বলে প্রেমময় ॥
 দুঃখমত বৈরাগ্যতা অতিশয় ।
 প্রথমে যতপি স্নগাঢ় জন্ময় ॥

তথাপিহ সেই দুঃখের পশ্চাতে ।
 অথবা তাহার পরিপাক-সাথে ॥
 যে প্রমোদরাশি-স্মৃতি হয় তায় ।
 মিলনের সুখ হৈতে শ্লাঘা পায় ॥
 ব্রহ্মানন্দ হৈতে কোটিগুণে শ্রেষ্ঠ ।
 নিরন্তর হয় তাহে মম প্রেষ্ঠ ॥
 সুনিশ্চিত মনোরম অতি প্রিয় ।
 তাদৃশ-রসিকভন-জ্ঞাপনীয় ॥
 বিরহজ-শোক-দুঃখ-শাস্তি-পরে ।
 চিত্ত সুপ্রগম সম্পূর্ণতা ধরে ॥
 সংপ্রাপ্ত-সন্তোষ-মহাসুখে যেন ।
 সম্পদের তুল্য থাকে সদা তেন ॥
 সেইমত ভাব বাঞ্ছে পুনর্বার ।
 দুঃখমধ্যে সুখ মানে বহবার ॥
 প্রিয়তম-বিরহিজননের মনে ।
 সে-ভাব-অভাব না হয় কখনে ॥
 কোনমতে যতপি অভাব হয় ।
 পরম দুঃখিত চিত্ত তাহে রয় ॥
 হিমে জ্যোতিম পদাদি শরীরে ।
 অগ্নিস্পর্শজ্ঞান হিমে হয় ধীরে ॥
 মিথ্যা সে অনল-স্পর্শন-প্রত্যয় ।
 পরমজ্যোত্যা মাত্র সত্য হয় ॥
 সেইমত মিথ্যা দুঃখের প্রতীতি ।
 সুখের সমূহ তাহে জান নিতি ॥
 যাহাদিগে নাহি আমার বচন ।
 ক্রুচে, তাহাদের মতেও—কখন ॥
 বিরহে ভাবনা সে প্রিয়তমের ।
 অংগদ গাঢ় উপকারী হের ॥
 কোনমতে প্রিয়জনের স্মরণ ।
 জীবনদানের পরম কারণ ॥
 প্রাণাধিক-প্রিয়গণ-বিস্মরণ ।
 কখন হৈলে সে সুনিন্দ্য মরণ ॥
 আপন জীবনতুল্য প্রিয়জনে ।
 কদাপি সন্তব নহে অস্মরণে ॥
 তথাপিহ কোন বিশেষ কারণ ।
 স্মৃতি হয় অতি হর্ষের জনন ॥
 যেন মহোৎসব-সহিত জীবন ।
 প্রকৃষ্ট হর্ষের হয় ত কারণ ॥
 মহোৎসব-আদি-সুখেতে রহিত- ।
 জীবনে না হয় প্রহর্ষ নিশ্চিত ॥
 দারিদ্র্যাদিদুঃখে অতিশয় শোক ।
 জীবনেতে প্রাপ্ত হয় যত লোক ॥

সেইমত প্রেম বিনা স্নানিচ্ছিত ।
 প্রিয়জনগণ-স্বরণ বিদিত ॥
 এপ্রকার অদ্ভুত মহা উপকার ।
 করিলে আপনি—সম নাহি যার ॥
 অতি প্রেমসহ গোপীর স্বরণ ।
 করাইলে তুমি আমায়ে এক্ষণ ॥
 সে-কারণে আমি অতিশয় প্রীত ।
 তোমার উপর হইলু নিশ্চিত ॥
 ওহে শ্রীনারদ ! শুনহ বচন ।
 নিজাভীষ্ট বর করহ গ্রহণ ॥

পরীক্ষিত কহে—শুন গো জননি ।।

শুনি মূনি এই বাণী ততঃকপি ॥
 জয়জয়জয় কহি উচ্চস্বরে ।
 স্নমধুর বীণাগীতে স্তব করে— ॥
 শ্রীগোকুলজন-মনোমহোৎসব ।
 শ্রীযশোদানন্দকুমার কেশব ॥
 শ্রীগোপ-গোপিকাজন-প্রিয়তর ।
 শ্রীরাধিকা-আদি-গোপী মনোহর ॥
 মুরলীবাদন-সুশ্রিত বদন ।
 পীতাম্বর, বনমালাসুশোভন ॥
 শ্রীরাধিকা-মান-ভঞ্জন কারণ ।
 নিরন্তর অতিশয় ভীতমন ॥
 রাধাকুণ্ডলী-কানন-বিলাসী ।
 গোপীগণ-মন-চোর মুহূর্ত্তাসি ॥
 শ্রীরাধারমণ মদনমোহন ।
 শ্রীরাসবিলাসী বহা-বিধারণ ॥
 ইত্যাদি শ্রীব্রজকীড়াতে উথিত ।
 গুণ-নাম-আদি সুখদ নিশ্চিত ॥
 উচ্চমিষ্টস্বরে করিয়া কীর্তন ।
 বরপ্রদ কৃষ্ণে করিলা স্তবন ॥
 স্বয়ং প্রমোদের দশাশ্বমেধীয়- ।
 তীর্থাবধি দ্বারাবতী-পর্য্যন্তীয় ॥
 সহ বিপ্রাদির সম্ভাষ-বিষয়ে ।
 করিলা ভ্রমণ অতি ব্যগ্র হ'য়ে ॥
 শ্রীমদভুগ্ৰহে পূর্ণার্থতা পাই
 সাধাৎ কৃষ্ণমুখে শুনিবারে চাই ॥
 পরম উত্তম দাতা প্রেষ্ঠতরে ।
 মুনীন্দ্র মাগিলা অতি দৃঢ় বরে ॥

তথাপি বরঃ (বৃহদ্ভাগবতায় ৭।১১৫) —

শ্রীকৃষ্ণস্ত কতাপি তৃপ্তিরন্ত কদাপি ন ।

তবচোঃসুগ্রহে জন্তো প্রেষ্ঠা চানন্দভাজনে ॥১

হে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ! কখন কাহার ।
 তৃপ্তি নাহি হকু রূপাতে তোমার ॥
 ভক্তি আর প্রেমে—আনন্দভাজনে ।
 কারো তৃপ্তি নাহি হকু কদাচনে ॥

এত শুনি কৃষ্ণ কহিছেন পুন—

বিদগ্ধ-সবার আচার্য্য হে ! শুন ॥
 কিবা বর তুমি করিলা প্রার্থন ? ।
 অনর্থক ইহা,—শুনহ কারণ ॥
 মম রূপা-ভক্তি-প্রেমের স্বভাব ।
 ঐক্লপ নিত্য হয় ত প্রভাব ॥
 শ্রীপ্রয়াগতীর্থ আরম্ভ করিয়া ।
 ইতস্ততো বহু ভ্রমিয়া-ভ্রমিয়া ॥
 সর্ব্বত্রোতে আর দ্বারকাভূবনে ।
 যে দেখিলা আর করিলা শ্রবণে ॥
 সকলে সাংপ্রাপ্ত সর্ব্ব অর্থ হয় ।
 জগতজন্যার নিস্তারকাময় ॥
 সকলে আমার রূপার বিষয় ।
 কিছু তারতম্য কেবল আশ্রয় ॥
 পূর্ব্বপূর্ব্ব হৈতে সে উত্তরোত্তর ।
 জানিহ ক্রমেতে হয় শ্রেষ্ঠতর ॥
 এমতে সকল হইতে শ্রেষ্ঠতা ।
 শ্রীরাধিকাদিতে পর্য্যবসিততা ॥
 তারতম্য থাকিতেই স্ব-স্ব-রস- ।
 জাতীয় সুখেতে পূর্ণিত-মানস ॥
 তথাপি তাঁদের মধ্যে কোনজন ।
 কোনমতে তৃপ্তি না পায় কখন ॥
 নিজনিজ অসৌভাগ্যের বর্ণনে ।
 করে সবে নিজ-ন্যূনতা-স্থাপনে ॥
 অতএব বঝ করিয়া বিচার ।
 রূপাদিতে তৃপ্তি নাহিক কাহার ॥
 এহেতু অভীষ্টতর বরগণ ।

আমা হৈতে মূনি । করহ গ্রহণ ॥

শ্রীকৃষ্ণভুগ্ৰহে তাঁর ভক্তগণ ।

কদাচিত নাহি হয় তৃপ্তি-মন ॥

সাক্ষাৎ কৃষ্ণমুখে এই স্তবচন ।

শুনি মূনিবর হৈলা হর্ষমন ॥

বৃত্য করি,—বস্ত্র প্রসারি যেমত ।

অন্নাদিক মাগে ভিক্ষুক, তেম- ॥

অঞ্জলি বাকিয়া সাধু বরদায় ।

চাহি দাতাশ্রেষ্ঠ নারদ কহয়— ॥

হে নিজ-পর্য্যন্ত দানেও অতৃপ্ত ।।

ভক্তজনে অতি রূপাগার-দৃপ্ত ! ॥

অধ্যয়নাদিক আমার আয়াস ।
কিবা প্রয়াগাদিত্রয়-প্রয়াস ॥
সকল সফল ইদানী হইল ।
তব মহা কৃপাপাত্র সে জানিস ॥
তব কৃপাসার-করুণার পাত্র — ।
মহাভগবতী গোপীগণ মাত্র ॥
সাক্ষাৎ করিহুঁ অমৃতবোদিত ।
এই বর প্রাপ্ত হইলুঁ নিশ্চিত ॥
অনুগ্রহ এই উত্তম আমারে ।
জানিলাম যেহে তব কৃপাসারে ।
তথাপি হৃদয়ে চিরকাল স্থিত ।
ওহে উদারেন্দ্র ! মাগিয়ে কিঞ্চিত ॥

তথাহি (বৃহত্তাগবতায়ত ৭।১২২)—

পায়ঃ পায়ঃ ব্রজজনগণপ্রেমবাপীমরাল,
শ্রীমদ্রামানুজমবিতং গোকুলারূপিতং তে ।
তত্ত্বদেশাচারিনিকবোজ্জ্বলিতং মিষ্টমিষ্টং,
সর্বান লোকান্ ভগতি রময়ন্তুচাষ্টো ভ্রমাণি ॥১

বৃন্দাবন-জন-গণ-প্রেমসার- ।
দীর্ঘিকার বাজহংস সুবিহার । ॥
অবিরত তব শ্রীমদ্রামায়ত ।
গোকুলসাগর হইতে উথিত ॥
অনির্বচনীয় বেশ-আচরিত- ।
সকল হইতে যেহে উজ্জ্বলিত ॥
অর্থাৎ শিখিপিজ্জ্বলি বিহরণ ।
গুঞ্জা-অবতংস—কদম্বভূষণ ॥
পুতনাশ্রাণপ শকটভঞ্জন ।
যশোদাবৎসল শ্রীনন্দনন্দন ॥
ব্রজজনানন্দ গোপীমনোহর ।
ইত্যাদিক নাম অমৃতসঞ্চর ॥
অন্য নামাদিক হৈতে মিষ্টমিষ্ট ।
নিরন্তর পান করিকরি ইষ্ট ॥
জগতে সকল লোকে সুখ দিয়া ।
মন্তুচাষ্টো যেন বেড়াই ভ্রমিয়া ॥

তথাহি (বৃহত্তাগবতায়ত ৭।১২৩)—

ভদ্রীয়াস্তাঃ ক্রীড়াঃ সৰুদপি ভূবো বাপি বচসা,
দৃশা জ্ঞান্যাক্ষরী স্পৃশতি কৃত্বাঃ কশ্চিদপি যঃ ।
স নিত্যং শ্রীগোপীকুচকলসকাস্মীমবিলস,
ভদ্রীয়াস্তি কলয়ন্তুতরাং প্রেমভঞ্জনম্ ॥১

বৃন্দাবনগণধ্বিনী ক্রীড়া তব ।
বাক্য-চক্ষু-কর্ণ-অঙ্গ-স্বারা সব ॥

নিশ্চয় বিশ্বস্ত-মতি যেহৈজন ।
একবার তাহা করয়ে স্পর্শন ॥
বাক্যস্বারা স্পর্শ—ক্রীড়ার কীর্তন ।
চক্ষুস্বারা—ক্রীড়াস্থানের দর্শন ॥
শ্রীমদ্রাগবতপুরাণাদি যেহে ।
বৃন্দাবনক্রীড়া-বিজ্ঞাপক সেই ॥
তার স্পর্শ অঙ্গে—ক্রীড়ার স্পর্শন ।
বারেক ভক্তিতে করে যেহৈজন ॥
শ্রীরাধাদি-কুচকলস-কাস্মীয়ে ।
শোভিত ভূদীয় পদধন্দে চিরে ॥
প্রেমের সহিত ভজন সে জন ।
নিশ্চল প্রতাহ করুক লভন ॥

ততঃপরে কৃষ্ণ শুনি এসকল ।

আদরে প্রসারি শ্রীহৃদকমল ॥
'এবমস্ত' ইতি সানন্দে সঙ্ঘর ।
গোপীনাথ কহিলেন দ্বিধা বর ॥
তাহে মহাপরানন্দের সাগরে ।
অতিশয় ময় হৈয়া মুনিবরে ॥
বহুবিধ করি নন্দন-কীর্তন ।
শ্রীকৃষ্ণেরে করিলেন সুধমন ॥

নারদমুনিরে লইয়া তখনে ।

শ্রীরাম শ্রীকৃষ্ণ বসিলা ভোজনে ॥
পরমায় পেয়জব্যাদি সহিত ।
দৈবকী-রোহিণী-দৃষ্ট মিষ্টামিত ॥
শ্রীকৃষ্ণী পরিবেষণ করেন ।
সত্যভামাদেবী তাঁরে সখীজেন ॥
'তব প্রিয় ইহা করহ ভোজন ।'
উজ্জ্বল এল্পে করান স্রবণ ॥
জাষবতী-আদি মহিষীসকল ।
অর্পণ করেন সুশীতল জল ॥
ভোগদ্রব্য-প্রশংসন সুবীজন ।
অগুরুধুমাত্তে করেন রঞ্জন ॥
এইমতে সুখে করিয়া ভোজন ।
করিলেন সকলেতে আচমন ॥

গঙ্গালো কৈলা মুনিরে মণ্ডিত ।
নানামত অলঙ্কারেতে ভূষিত ॥
সমাদর বহু তাঁরে করিলেন ।
তবে মুনি শ্রীমাধবে কহিলেন — ॥
প্রয়াগে আছেন যোর অপেক্ষায় ।
মুনিগণ করি বিলম্ব তথায় ॥
তথা যার্যা তাহাদিগে কৃতার্ণিব ।
যতপি প্রভুর অমুজা পাইব ॥

তাহে কৃষ্ণ তাঁরে আত্মা প্রচারিলা ।
 প্রণমিয়া নিবিদায় হইলা ॥
 প্রয়াগাদি নানা স্থানে ভ্রমি সব ।
 যে ভক্তিমাহাত্ম্য কৈলা অমুভব ॥
 সেইসব মুনি আনন্দসহিতে ।
 বীণার তানেতে গাইতে-গাইতে ॥
 কৃষ্ণপ্রেমভক্তিরসেতে রসিক ।
 গমন করিলা সহর্ষে অধিক ॥
 প্রয়াগে ছিলেন পথনিরীক্ষণে ।
 সার-সংগ্রাহি যতেক মুনিগণে ॥
 পুরোক্ত সকল মহামহাভূত ।
 নারদের মুখে সব হৈয়া শ্রুত ॥
 জ্ঞানকর্ম্ম-আদি অশেষ তখনে ।
 ত্যজিলেন ভক্তি দঢ়াইয়া মনে ॥
 নারদ-শিক্ষাতে করিলা গ্রহণ ।
 কেবল পরম দৈত্য়বলধন ॥
 শ্রুত-মদনগোপাল-চরণ- ।
 উপাসনা যত্ন করে মুনিগণ ॥

পরীক্ষিত উপাখ্যান সমাপিয়া ।
 নিজমাতা প্রতি কহে স্বেধাধিয়া— ॥
 ওগো মাতা ! সেই শ্রীগোপকিশোর ।
 রাসরসসিন্ধু—প্রণয়ে বিতোয়— ॥
 শ্রীগোপিকাগণে আবৃত সর্বতঃ ।
 ভজহ ভজহ শ্রীকৃষ্ণ যত্নতঃ ॥
 শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে মোহিতা আত্মারী ।
 রহেন ঝাঁহারে নিরন্তর যিহি ॥
 গোপিকাগণের দাস্ত ইচ্ছা ক'রে ।
 গোপীসম প্রেমভঙ্গির প্রসরে ॥
 কৃষ্ণনার-সঙ্গীর্জন-পরায়ণা ।
 হইয়া কর গো মাতা ! উপাসনা ॥
 গোপিকাগণের সকল মহিমা ।
 একান্তনন্দ নাহিতে নারে লীয়া ॥
 তার মধ্যে কোন-এক মহিয়ারে ।
 শক্ত নহি নিজমুখে করিবারে ॥
 স্নমেকপর্ব্বতে মক্ষিকা যেমন ।
 নাহি পারে গ্রাসিবারে কদাচন ॥
 শ্রীকৃষ্ণের রসে নিত্যাবিষ্ট-মন ।
 শ্রীকৃষ্ণ আমার—ব্যাসের নন্দন ॥
 কৃষ্ণ আর তার প্রিয়া শ্রীকৃষ্ণলীলা ।
 প্রভৃতির নাম-গুণ গায়েন তিনি ॥
 বিস্তৃত আশ্চর্য্য অতি ব্যক্ততর— ।
 প্রেমায়িজালায়ে দধি নিরন্তর— ॥

শ্রীগোপীগণের নামের কীর্ত্তনে ।
 তাঁদের হইবে বিশেষ স্মরণে ॥
 সে-অগ্নিশিখা-গ-কণিকা-স্পর্শনে ॥
 সত্ত্ব হন মহাব্যাকুলিত-মনে ॥
 গোপিকাগণের নাম কদাচনে ।
 শক্ত নাহি হন করিতে বদনে ॥
 এইহেতু শ্রীমদ্ভাগবতখ্যানে ।
 শ্রীরাধিকাদির নাম কোনস্থানে ॥
 প্রকাশিয়া তিহ নাহি কহিলেন ।
 কিন্তু হৃদে সदा ভাবনা করেন ॥
 'নাম নাহি লৈলা পরম-গৌরবে ।'
 এই কথা নাহি মানি যোরা সবে ॥
 ওগো মাতা ! বলবীর প্রাণনাথ ।
 শ্রীরাধিকা-আদি গোপীগণ-সাথ ॥
 ভজ উপাসনা-শাস্ত্রের বিধানে ।
 প্রেমেতে আশ্রয় লৈয়া সাবধানে ॥
 সত্য সত্য সত্য বলবীনাথের ।
 প্রসাদেতে আর বলবীগণের ॥
 বলবীগণের মহিমা কিঞ্চিত ।
 তুমিও জানিতে পারিবে নিশ্চিত ॥
 এই গ্রন্থ মহাখ্যানশ্রেষ্ঠ হয় ।
 কৃষ্ণকৃপাসারপাত্রেয় নিশ্চয় ॥
 যেজন আশ্রয় করেছে ইহায়ে ।
 প্রদ্বায় শ্রবণ-কীর্ত্তন-প্রকারে ॥
 সেইজন শ্রীকৃষ্ণ প্রেমচয় ।
 যেইমত পায়—নাহিক সংশয় ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, নিত্যানন্দ ধর্ম্ম
 অধৈত-আচায্য আর ।
 সবার চরণ, সাবধান-মন,
 বন্দিয়ে করিয়ে সার ॥
 শ্রীকৃষ্ণচরণ, ভক্তি বিস্তরণ,
 যাহা হৈতে সদা হয় ।
 যাহার কৃপায়, নাহিক অপায়,
 সম্পদ সর্বদা রয় ॥
 গুরুরূপে হরি, ক্ষিতি অবতরি,
 অমুগ্রহ প্রকাশিয়া ।
 স্বপথ দেখান, ভব হৈতে ত্রাণ,
 করেন বিজ্ঞান দিয়া ॥
 ভূমি লোটাওয়া, সশ্রদ্ধ হইয়া,
 করিয়ে অসঙ্খ্য নতি ।
 জিতুবনে সার, যাহা বিনা আর,
 নাহি অধমের গতি ॥

ভাগবতামৃত, গোপনীয় কৃত, শ্রীলসনাতন,— গোস্বামিচরণ,
 গ্রন্থ শ্রুতিনি হন। যদি সাবধানে অতি ।
 যে পদ ভাবিয়া, ভাষা প্রবন্ধিয়া, শ্রীজয়গোবিন্দ, ভাষায় নির্বন্ধ,
 রচিল এ দীনাশয় ॥ পূর্বখণ্ড পরিগতি ॥

কৃষ্ণশ্রবণপাশায়ঃ নির্বাতো ধ্যানরঞ্জিতঃ ।
 গ্রাহন্ত্যভ্যাস নিবাতো নামকীৰ্ত্তনশ্রুতৈঃ ॥
 বৃদ্ধজিলোলিতেনাত্ত ন ময়া জাতু মোক্ষ্যসে ।
 যতো যতোসি গাঢ়ং তং পাতকৌষেয়বাসসি ॥ * ॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে ভগবৎকৃপাভর-নির্দারখণ্ডে পূর্ণো নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥

। • । সমাপ্তশচায়াং প্রথমখণ্ডঃ । • ।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

তত্রাস্যো হৃতরাশ্রমোত্তররূপেতিহাসতঃ ।

বক্তৃঃ গোলোকমাহাত্ম্য ভূলোকমহিমোস্যতে । • ॥

জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুণধাম ।
 জয়জয় নিত্যানন্দ প্রভু বলরাম ॥
 অবৈত-আচার্য প্রভু সদাশিবাধ্যান ।
 জীবপ্রতি যোর অতি করুণানিধান ॥
 জয়জয় গুরুদেবচরণাবিন্দ ।
 বাহার কৃপায় পাই ব্রজে শ্রীগোবিন্দ ॥
 জয় শ্রীলসনাতন-শ্রীকৃষ্ণচরণ ।
 জয়জয় শ্রীজীবগোস্বামিপদধন ॥

জয়জয় তটস্থয় রঘুনাথদাস ।
 সবার চরণে যোর সদা রহ আশ ॥
 জয়জয় ভক্তগণ । চরণে প্রণতি ।
 দ্বিতীয়খণ্ডের কথা কর অবগতি ॥
 অত্যন্ত নিগূঢ়তর গ্রন্থ অতি সার ।
 বুদ্ধিমতে লিখি—দোষ না লবে আমার ॥
 কহেন জনমেজয় গুরুসম্মিধান ।
 শ্রুত-বাক্যামোদে করি হর্ষের প্রদান—॥

কৃষ্ণভক্তিপর ভাগবতাধি পুরাণ ।
 সে-সবার সার অতি চুল্লভ-বিধান ॥
 গোপনীয় মম পিতা অতি সংগৃহীত ।
 নিজ মায়ে কৈলা কৃষ্ণপ্রেমে প্রকাশিত ॥
 শ্রীযুক্ত ভগবৎপর শাস্ত্র যে সাগর ।
 তাহা হৈতে উদ্ধৃত অমৃত সারসর ॥
 কৃপাসারনির্দারগোপাখ্যানে কথিত ।
 তব মুখপদ্মের সৌরভে সুবাসিত ॥
 ওহে মুনিশ্রেষ্ঠ ! ইহা সব পান করি ।
 না হয় আমার তৃপ্তি—কি কব বিবরি ॥
 অতএব কৃপাপাদপদ্মে লুক্‌মন— ।
 সেই দুই মাতা-পুত্র—অতি বিচক্ষণ ॥
 সুধাসারময় জ্ঞান তাঁদের সম্বাদ ।
 কহ কহ তত্ত্ববেত্তা ! শুনিতে আহ্লাদ ॥
 এতেক শুনিয়া শ্রীজৈমিনি মুনিবর ।
 কহেন—শুনহ মহারাজ ! গুণতর ॥
 গোলোকমাহাত্ম্য-উপাখ্যানাদিপ্রকার ।
 শ্রীমদ্ভাগবতগিদ্ধপীষ্ম-সুসার ॥
 ভূত-ভবিষ্যতি-বর্তমান-কাল-জ্ঞানী ।
 আর ব্রহ্মানুভাবিক হয় যেই প্রাণী ॥
 তাঁহাদের দুজের আপন-শক্তিঘারে ।
 জ্ঞানিতে বলিতে ইহা কেহ নাহি পারে ॥
 যদি কহ—মহদুপাখ্যান কিপ্রকার ।
 কহিলে ?—শুনহ কহি উত্তর তাহার— ॥
 শ্রীমৎ শুকদেব কৃষ্ণভক্তিরসার্ণব ।
 তাহার প্রসাদে আমি কৈলুঁ অমৃতব ॥
 পরীক্ষিতুস্তরাপার্শ্বে বলিয়া তখন ।
 শুনিয়াছি শাক্ষাতে সকল বিবরণ ॥
 শ্রীগোলোকমহিমা শ্রীগোপনীয় অতি ।

তথাহি (বৃহদ্ভাগবতামৃত ২।১।৬)

পরং গোপ্যমপি শ্রিঙ্গে শিষ্যে বাচ্যমিতি শ্রুতি ॥১॥

তাতে শুন মহাভাগ ! কহিয়ে সম্প্রতি ॥
 শ্রীকৃষ্ণকরুণাসারপাত্রের নির্দার ।
 আত্মোপাস্ত সুধাসার সংকথাবিতার ॥
 হইলেন শ্রবণ করিয়া সেই সব ।
 পরম আনন্দে পূর্ণ পিতামহী তব ॥
 সেই ভক্তি গোপীকান্ত-পাদপদ্মঘরে ।
 তাহার বিশেষ ফল-শ্রবণেচ্ছা হয়ে ॥
 আর তার ভোগস্থান—বৈকুণ্ঠ হইতে ।
 হইবেক সাধুতম—মানিয়া স্বচিতে ॥
 হৃদয়ে ভাবিয়া—না করিতে পারি স্থির ।
 পুছিলা উত্তরা পরীক্ষিতে সুগভীর ॥

গোপীনাথপাদাঙ্গে পরম-প্রেমবান্ ।
 সেই সব—তাহাদের প্রাপ্য শ্রেষ্ঠ স্থান ।
 ইতর-সবার প্রাপ্য হইতে উত্তম ।
 উত্তম সে হয়—সর্বশ্রেষ্ঠ সপোত্তম ॥
 সর্ববিলক্ষণ তাহা জিজ্ঞাস্য কারণ ।
 বিবিধের প্রাপ্য পদ করে নির্দেশন— ॥
 যে গৃহস্থ ফলপ্রাপ্তি বাঞ্ছা করি মনে ।
 নিত্যনৈমিত্তিক-পুণ্যকর্ম আচরণে ॥
 ভূতুর্বশলোকনাম-ত্রিলোকে নিশ্চয় ।
 তাহাদের প্রাপ্য স্থান আছেয়ে নির্ণয় ॥
 নিকাম-গৃহস্থে যারা স্বধর্মনিষ্ঠিত ।
 নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম করে সাবহিত ॥
 মহর্জনন্তপঃ সত্য—লোক-চতুষ্টয় ।
 তাহাদের প্রাপ্য স্থান হয় ত নিশ্চয় ॥
 ভোগান্ত হইলে সাকামিক সবজন ।
 মুহমুহ করে ভবে গমনাগমন ॥
 নিকাম স্বধর্মনিষ্ঠ যেই সব জন ।
 মহর্জোকাদিক-মধ্যে করে নিমগন ॥
 তার মধ্যে কতক ভোগি । ভোগচয় ।
 মহাপ্রলয়েতে ব্রহ্মাঙ্গহ মুক্ত হয় ॥
 কতজন অর্চিরাদি-পথে নিজেচ্ছায় ।
 ভুক্তি বহুভোগ ক্রমেক্রমে মুক্তি পায় ;
 ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণ যতিসমুদয় ।
 দেহান্ত হইলে সত্তমুক্তি প্রাপ্ত হয় ॥
 কামনাসহিত যেই কৃষ্ণভক্তগণ ।
 ভোগান্তি-সাধেতে ভজে প্রভুর চরণ ॥
 বিক্রম-তিতিকা-শূরাদি গুণ দিলা ।
 ইক্ষু-কু-আদির অমুবর্তী যে করিলা ॥
 দিগ্বিজয়ে কুরুক্ষেত্রে সরস্বতীতীরে ।
 গাবী-বৃষ-রূপী ভূমি ধম্ম এতুইরে ॥
 হিংসা করে কালি—ইহা করি বিলোকন ।
 কলির নিগ্রহ করিলাম ততক্ষণ ॥
 বিখ্যাপিত আমারে ত করিলেন যেই ।
 সম্পন্ন করিলা রাজশ্রী অদ্ভুত সেই ॥
 শূদ্রির শাপের দান করিয়া বিদিত ।
 রাজশ্রী হইতে করিলেন নির্বেদিত ॥
 শবীকের শিষ্যরূপে প্রিয় সে আমার ।
 শাপ শুনাইয়া মন করিয়া স্মার ॥
 গৃহ-অন্ধরূপ হৈতে করি আকর্ষণ ।
 বাহুদেব গঙ্গাতীরে আনি ততক্ষণ ॥
 ‘মরণপর্যন্ত ভক্ষ্যপেষয়-বিবর্জনে ।’
 শাস্ত্রেতে ‘প্রায়োপবেশ’ আছে নিরূপণে ॥

বিশুদ্ধ তাহার—বহু সুখভোগ যত ।
 আপন ইচ্ছায় ভোগ করিয়া সম্মত ।
 তাহার করেন লাভ ভগবত-স্থান ।
 মুক্তের দুর্ভাগ্যভর—বৈকুণ্ঠ-আখ্যান ।
 নিবিড়-অনন্দ-জ্ঞানময় বর্তমান ।
 নিকামী তাঁহার ভক্ত সত্তা তাহা পান ।
 শ্রীকৃষ্ণচরণাজে সাক্ষাৎ সেবাসুখ ।
 যে সুখ করয়ে তুচ্ছ সদা মোক্ষসুখ ।
 অমৃত বহুবিধ করিয়া তথায় ।
 পরম-নিবিড়ানন্দে বিলসে সদায় ।
 মোক্ষ-তুচ্ছ শ্রীকৃষ্ণের মহিমা-জ্ঞান ।
 তাহে মিশ্র ভক্তি হৈলে জ্ঞানভক্ত্যাখ্যান ।
 ভরতাদি যেমত তাহার পাত্র হয় ।
 কতজন শুদ্ধভক্ত করে পাদাশ্রয় ।
 কর্মজ্ঞানবৈরাগ্যে, অযুক্ত—ভক্তিময় ।
 ভক্তিমাত্রাকামী—অধরীষ-আদি হয় ।
 প্রেমের সহিত ভক্তিমন্ত কতজন ।
 প্রিয়তমপ্রভু-পাদসেবামাত্রেক্ষণ ।
 যেমন শ্রীহনুমান-আদি মহাশয় ।
 পরে প্রেমপরা—শ্রীপাণ্ডবগণ হয় ।
 প্রেমসম্পত্তো বিহবল—প্রেমাতুর যত ।
 শ্রীউদ্ধব-আদি প্রেমে হৃষ্টাশ্রয় মত ।
 জ্ঞানভক্ত শুদ্ধভক্ত প্রেমভক্ত আর ।
 প্রেমপরা প্রেমাতুর—যে হয় বিস্তার ।
 ভাবভেদে প্রেমভারভর্য কল্পনীয় ।
 কিছু শ্রীবৈকুণ্ঠে তাহা নহে যোজনীয় ।
 যদি কহ—কেহ নিকটের সেবা পায় ।
 কেহ বা দূরেতে থাকি দ্বার পালে ভায় ।
 এইরূপে তারতম্যাবিশেষ কহিয়ে ।
 ইহার উত্তর কহি—তনু মন দিয়ে—
 সাক্ষ্য-সামীপ্যাদিক যেহি প্রাপ্ত হয় ।
 তুল্যেই পর্যাবসান—কিছু ভেদ নর ।
 বৈষ্ণবের অধিক কিঞ্চিৎ প্রাপ্য স্থান ।
 অপর না তানি কিছু ইহার বিধান ।
 নিজনিজ ভাবোচিত বৈকুণ্ঠপ্রদেশে ।

তথাহি (বৃহদ্রাণবর্তায়ুত ২।১।২৬টিকায়াম্)—
 যা যথা হুবি বর্তন্তে পৃথ্যা ভগবতঃ প্রিয়াঃ ।
 তাবুখা সাং বৈকুণ্ঠে তন্ত্রাণাংসাদৃতাঃ ॥ ইতি

স্বপ্নপ্রিয়বস্তুর সংপ্রাপ্তির বিশেষে ।
 সকলের সুখপ্রাপ্তি হইক তাহার ।
 রস-জাতীরোচিত পরম শ্রেষ্ঠতায় ।

শ্রীরাগবিহারী গোপীনাথ ব নীধারী— ।
 চরণকমলসুখ যেই সেবাকারী ।
 সে সব ভক্তের হইবেক কিবা গতি ।
 সর্বনাধারণ ফল প্রাপ্য,—মুক্ত অতি ।
 শ্রীমদমদ-গোপালপ্রিয়া শ্রীরাধার ।
 দাসী হৈতে বাঞ্ছা যেইসব ভক্তসার ।
 সাধনাধারণ-প্রেমে পরিপূর্ণ-কার ।
 অত্যন্ত আত্মদে শ্রীগুণলনাম গায় ।
 শ্রীরাধাগোবিন্দ রাধা-মুরলীবদন ।
 রাধাপ্রাণপতি রাধা-মদনমোহন ।
 রাধাকৃষ্ণ রাধানাথ রাধাদামোদর ।
 রাধাভ্রামসুন্দর শ্রীরাধাগিরিধর ।
 ইত্যাদিক নাম সদা করে সঙ্কীর্তন ।
 অতএব তাঁহার নহেন সাধারণ ।
 প্রাপ্য হৈলে তাঁহাদের অন্তের প্রকার
 তাহাতে হৃদয় তৃপ্তি না পায় আমার ।
 গোপীনাথপাদপদ্ম-প্রসাদ-প্রভাবে ।
 মহাপ্রেমসিদ্ধি সাধিলেক ভক্তিতাবে ।
 সে সব ভক্তের তাদৃশী গতিতে স্থিত ।
 যত্নপিও সহিবারে পারি কদাচিত ।
 তথাপি শ্রীনন্দযশোদাদি ব্রজজনে ।
 কদাপি তাদৃশী গতি না যায় সহনে ।
 অসম্মা বিবিধ মহিমার অন্ত্যসীমা ।
 যাহাতে পর্যাবসান হয় ত গরিমা ।
 সর্বনদীগণ যেন সমুদ্রে মিলয়ে ।
 নন্দাদির তেমত মহিমাগণ হয়ে ।
 তাঁহাদের নিমিত্ত উচিত যোগ্য স্থান ।
 অবশ্য বৈকুণ্ঠোপরে থাকিবে বিধান ।
 মগ্ন হইয়াছি আমি সংশয়সাগরে ।
 উদ্ধার আমারে সব কহিয়া সত্তরে ।
 পৃথিবীর মধ্যে যত্নপিছ বিচাৰ্জিত ।
 সর্বদানশ্রেষ্ঠা শ্রীমথুরা ভগবতী ।
 নন্দ-যশোদাদি ব্রজবাসির সহিত ।
 শ্রীনন্দনন্দন অতি সুখে বিরাজিত ।
 তথাপিহ প্রণকাত্তর্গতের কারণ ।
 দেহবিকারাদি দেখি অর্কাচীনগণ ।
 মায়িকত্ব-প্রসঙ্গ আশঙ্কা করে মনে ।
 কিন্তু তাহা অভক্তের বন্ধন-কারণে ।
 আর নিজভক্তগণ-হর্ষণার্থ হয় ।
 যেন কৃষ্ণ দেখি অভক্তের সুখ নয় ।
 পরম-নিগূঢ়-হেতু সর্বলোকে দ্রুত ।
 মাহাত্ম্যবিশেষ তার ক্ষুণ্ণি নহে দ্রুত ।

করিল উত্তর; হেন প্রশ্ন সে-কারণ ।
 গোলোকমহাশাখা যাঁহে হইবে কখন ॥
 কিছু কালবিশেষেতে শ্রীনন্দনন্দন ।
 অখিল রূপাঙ্গি আর সহ নিজগণ ॥
 অগ্রত অগভ্য ক্রীড়াবিশেষকারণে ।
 স্বয়ং অব-রেন মথুরা-বৃন্দাবনে ॥
 তাহে শ্রীগোলোক হৈতে মহাত্মা হৈঃর ।
 শ্রীনারদাক্ষতে অগ্রে হইবে বিস্তার ॥
 ফেল ত্রিকাণ্ড-ত্রিলোকীর নাশে আর ।
 অন্তর্ধান হইবে শ্রীযুতা মথুরার ॥
 গোলোকের যাহিত হয়েন ত্রিকাপতি ।
 নিত্য বৃন্দাবন শ্রী-গোলোক-অন্তর্ভুক্ত ॥
 গোলোক মথুরা দুই ধামে ভেদ নাই ।
 দুইর মহাশাখা বেদপুরাণাদি গাই ॥
 শ্রীকৃষ্ণপ্রকটকা ল শ্রীগোলোকধাম ।
 প্রকট হয়েন—শ্রীমৎ রা-ব্রজ-নাম ॥

মাতার এ মহারম্য প্রস্নের শ্রবণে ।
 সূত পরীক্ষিত হৈলা আনন্দিত মনে ॥
 প্রণমিয়া তাঁরে অশ্র-রোমাঙ্ক-সহিত ।
 প্রত্যুত্তর দিতে আরম্ভিলা সাবহিত—॥
 শ্রীকৃষ্ণবীণিতে । অখাণ্ড শ্রীকৃষ্ণ হইতে ।
 ব্রহ্মাশ্রে পাইলা প্রাণ—স্বগত রক্ষিতে ॥
 শ্রীকৃষ্ণবিরহাগহে যাতঃ কৃষ্ণ মন ! ।
 তব যোগ্য প্রাণ এ—না কৈল কেনজন ।
 কৃষ্ণপ্রিয়গণা যিহ—শ্রীমুতদ্রাপতি ।
 শ্রীমুখুদ মহাশয়—খ্যাত ত্রিভুগতি ॥
 তাঁহার পৌত্রকে তব উদরে আমার ।
 ষাঁহার রূপায় ভ্রম হইল বিস্তার ॥
 চক্ৰ গদা ধরি যিহ গভের ভিতরে ।
 দ্রৌণির ব্রহ্মাস্ত্র হৈতে অতি যত্ন করে ॥
 সহ-মহাশ । কক্ষ করিলা আমারে ।
 বাণে নিজ-রূপ দেখাইলা কৃপাধারে ॥
 পরম শ্রীভাগবতগণের উচিত ।
 বারবার কৃষ্ণ-রূপ-পরীক্ষণ-নীত—॥
 প্রজার পালন, ব্রহ্মণ্যতা, সত্যসত্য ।
 দাতা-শরণ্যাদি গুণে মহতাম্বল ॥
 সেই ব্রতে সুধুনীতীরে দিলা মতি ।
 শুকদেবরূপে ভ্রম দূর করি অতি ॥
 মুনীন্দ্রসভার মধ্যে উপবেশি তত্ব ।
 প্রদান করিলা যোরে প্রমোদ-মহত্ব ॥
 কৃষ্ণের স্বপ্রিয় মাত' । তব সজদানে ।
 করিলেন সুতপ্ত স্বকথামূল্যপানে ॥

সেই নিরুপাধি-পাকর-কৃষ্ণ-পায় ।
 সপ্তাঙ্গ প্রণাম আমি করি শতধায় ॥
 বিপ্রের বচন করি আদরে গ্রহণ ।
 নিজ অন্তকাল যাতে বৈলু সংবর্ধন ॥
 এতমানে সকলবৈষ্ণবশাস্ত্রসার ।
 কহিয়ে উত্তর হইবে প্রস্নের তোমার ॥
 শ্রুতি-স্মৃতি-বাক্যসব যথাশ্রুতার্থেতে ।
 তাৎপর্য্যবৃত্তিতে—পরম্পরায় মর্মেতে ॥
 ব্যাখ্যা করি প্রশ্নোত্তর প্রবোধি তোমায়ে ।
 যত্বাপি সক্ষম আমি সন্তোষ দিবারে ॥
 তথাপি স্বগুরু শুকদেবের প্রস্নয়ে ।
 প্রাপ্ত ইতিহাস এক অত্র উপপ্নয়ে ॥
 যাঁহাতে তোমার হয় সংশয় ছেদন ।
 আদৌ ব্যক্তহেতু কহি—করহ শ্রবণ ॥
 কামরূপদেশে—প্রাগজ্যোতিষপুর-গ্রামে ।
 দরিদ্র ব্রাহ্মণ এক করিত বিশ্রামে ॥
 অধ্যয়ন শ্রবণ শাস্ত্রার্থ নাহি ছিল ।
 অতি মূর্খ—স্বধর্ম্মাদি নাহি আচরিল ॥
 ধনকামে তদ্রূপিতা শ্রীকামাখ্যা দেবী ।
 প্রজ্ঞাভারে অনুদিন ভঞ্জে তাঁরে সৌব ॥
 তুষ্টা হৈলা দেবী—তাঁহা হইতে ব্রাহ্মণ ।
 স্বপ্নে দশাক্ষরি-মন্ত্র লভিত তখন ॥
 মদনগোপাল-পাদপদ্মোপাস্ত যায় ।
 ধ্যানাদি-বিধান-বৃক্ত মহানিষিপ্রায় ॥
 স্বপ্নজানে বিপ্র তাহা না করে জপন ।
 পুনঃ স্বপ্নে দেবী তাহে আশে তখন ॥
 তাতে সেই মন্ত্র সদা জপিয়া নিব্বনে ।
 ধনবাহা গেল—পাইল সুনিবৃত্তি মনে ॥
 বস্তুতত্ত্বে অনভিজ্ঞ সেই ত ব্রাহ্মণ ।
 অত্র পারলৌকিকাদি যে সাধ্যসাধন ॥
 সকল সে মন্ত্রজপপ্রভাবে নিশ্চিত ।
 বর্তমান মানিলেক যেন সম্পাদিত ॥
 গৃহচেষ্টা-আদি পরিত্যজিয়া সকল ।
 তীর্থেষ্টে ভ্রমণ বিএ করয়ে একল ॥
 ভিক্ষার দ্বারেতে করে দেহনির্দাহন ।
 গঙ্গাসাগরসঙ্ঘমে করিল গমন ॥
 পথমধ্যে গঙ্গাতটে গোড়ীর ব্রাহ্মণ ।
 অনেক দেখিল—স্বীয় ধর্ম্মে রত-মন ॥
 শিলা, কল, ব্যাকরণ, জ্যোতিষের গণ ।
 ছন্দের বিচিত্রি, আর নিরুক্ত-লক্ষণ ॥
 এই ছয় অঙ্গ, চারি বেদ, সে পুরাণ ।
 নীমাংসা, জ্ঞানবিস্তার, ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যান ॥

এই-চতুর্দশবিভা-বিশারদ সবে ।
 প্রায় সকলেতে গৃহী কৈল অহুতবে ।
 নিত্যট-মিষ্টিক-আদি-সদাচার ধর্ম ।
 অবস্ত কঠব্য আর কাম্য বত কর্ম ।
 সেইসকলের ফল—স্বর্গভোগমুখে ।
 তুলিলেক সেই-সব-বিপ্রগণমুখে ॥
 অমেক সংকল্প গজাস্ত্রানাদি-বিষয় ।
 সদাচার-অহুতানে নিষ্ঠা বিলোকয় ॥
 জ্ঞাতপ্র করে কর্ম প্রবৃত্ত হইয়া ।
 গজাতটবাসী বিপ্র হইতে শিক্ষিয়া ॥
 দেবীর আজ্ঞায় প্রতি করিয়া আদর ।
 রহঃস্থলে নিত্য মন্ত্র জপে বিপ্রবর ॥
 সে-মন্ত্র প্রভাবে সেইসব-কর্ম-হারে ।
 অন্তরে সন্তোষ নাহি হইল তাহারে ॥
 বিরক্ত হইয়া কান্ধে করিল গমন ।
 সন্ন্যাসিবহুল জন কৈল বিলোকন ॥
 অদ্বৈতব্যাখ্যাতে ঠাৱা ব্রহ্মনিরূপণে ।
 পরস্পর বিবাদ করয়ে সর্বজন ॥
 আদৌ বিশেষরূপেবে প্রণাম করিয়া ।
 ঋতিগণে নমস্করি প্রতিমঠে গিয়া ॥
 ঋতিগণ-সহ সজ্জায় আচরিল ।
 তাহাদের পার্শ্বে বিপ্র বিশ্রাম করিল ॥
 শুদ্ধাচ্ছ তাহাদের বাদের বচনে ।
 করতলস্থিতস্তায় মোক্ষ বুঝি মনে ॥
 তাহাদের মত বিপ্র মানিলেক সার ।
 প্রশংসিল মনমনে তাহাদের আচার ॥
 সন্ন্যাস-উৎকর্ষপর বোদ্ধাবচন ।
 তাহাদের মুখে বিপ্র করয়ে শ্রবণ ॥
 মণিকণিকাতে গজাস্ত্রান আচরিয়া ।
 বিশেষরূপে মহাদেব দর্শন করিয়া ॥
 তাহাদের সজ্জাতে অপ্রমোদে ব্রাহ্মণ ।
 যিষ্ট ইষ্ট ভোগে সব করয়ে ভোজন ॥
 সন্ন্যাস করিতে ইচ্ছা করিলেক মনে ।
 প্রজ্ঞাহানি হৈল নিজমস্ত্রে ততঃক্ষেণে ॥
 কামাখ্যা-দেবীর বাক্য-গৌরবে ব্রাহ্মণ ।
 অন্তঃস্বখলাতে মন্ত্র না করে ভোজন ॥
 স্বমন্ত্রদেবতা শ্রীমদ্ভগবদগোপালে ।
 দর্শন করিল বিপ্র স্বপ্নে এককালে ॥
 তাঁর পরম সৌন্দর্য বশীকৃত-মন ।
 পরম-অনন্দযুক্ত হইল ব্রাহ্মণ ॥
 সেই-ধর্ম-জপ ভিন্ন সন্ন্যাসাদিকর্ম ॥
 প্রকৃতিতে নাহি পায় চিত্তোৎসাহ-শর্ম ॥

সন্ন্যাস কঠব্য—নিজ যজ্ঞজপ কিবা ? ।
 নিশ্চয় করিতে নারে তাবি রাজি-দিবা ॥
 সন্ন্যাসিসহিত সদা ততাক্যশ্রবণে ।
 মনের চাকল্যে নারে কৃত্যনিরূপণে ॥
 মনের অস্থিরে একদিন নিদ্রা যায় ।
 কামাখ্য-সহিত শিব স্বপ্নে আসি তায় ॥
 কহেন—না কর মূর্খ । সন্ন্যাসগ্রহণ ।
 শূন্য শ্রীমধুরাধামে করহ গমন ॥
 তথা বৃন্দাবনে বিপ্র যখন যাইবে ।
 পূর্ব সর্বমনোরথ অবস্ত হইবে ॥
 উৎকর্ষাসহিত বিপ্র মথুরা যাইতে ।
 ‘মথুরা-মথুরা’ সদা কীর্ত্তয়ে পাইতে ॥
 মথুরাদেশের দিগে করিতে গমন ।
 উপস্থিত পথমধ্যে প্রয়াগে ব্রাহ্মণ ॥
 সেই তীর্থরাঞ্জে বিষ্ণুভক্তিপ্রদা তাতে ।
 শ্রীমাদ্ভগবাদপদ্ম শোভমান যাতে ॥
 ভক্তিতে সংগতা যমুনাতে গজা যথা ।
 অতি মনোহর স্থান হয় ত সর্বথা ॥
 দেখিলেক সেইস্থানে সাধু শতশত ।
 মাধবাসে প্রাতঃস্নানহেতু সমাগত ॥
 গীত-নাট্য-স্তবাদিতে বিষ্ণুপূজোৎসব ।
 নানা উপচারে আচরেন সাধুসব ॥
 শঙ্খনামগকীর্তন বাদন নটন ।
 প্রেম আন্তনাদ রোদনেতে শোভমান ॥
 অপ্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসয়ে ততঃক্ষেণ— ।
 ওরে দণ্ডপ্রায়-নন্দ্যারকারিগণ । ॥
 ওরে বন্দিগণ ! হে নর্তক ! হে বাদক ! ।
 ওরে রামকৃষ্ণবাদি-সব হে গায়ক ! ॥
 হে রমা-তিলক ! মনোহর-মালাধর ।
 হু হু কণেক, কোলাহল নাহি কর ॥
 কি কর্ম বিধান কর, কোন্ দেবাচ্চন ।
 সাধরে আচর ?—কহ, কারয়ে শ্রবণ ॥
 এ কথা শুনি তত্রস্থিত অজ্ঞ জন ।
 উপহাস করি কত কাঁহল বচন ॥
 কহ কহ ওরে মুঢ় ! থাক চূপ করি ।
 কহেন বৈষ্ণবগণ কৃপা দীনোপরি— ॥
 বিপ্র মুঢ় জেহাজ বুঝি । কিছু নাহিন ।
 হাযহায কিছুমাত্র নাহি তব জ্ঞান ? ॥
 বিমুতক্কে হেন সঞ্ছোধন নাহি কর ।
 এমত জ্ঞান পুনর্বার না আচর ॥
 এই মোরা সকলেতে বিষ্ণুভগবানে ।
 উপাসনা করিয়ে—যেমত আছে জ্ঞানে ॥

শুক্র হৈতে করি বিষ্ণুদীক্ষার গ্রহণ ।
 যথামন্ত্র যথাবিধি করিয়ে তর্চন ॥
 কেহ শ্রীসিংহভক্ত—কেহ বচুনাথ ।
 কেহ শ্রীগোপালদেব শ্রীরাধিকাসাথ ॥
 চতুর্ভুজ, দ্ব্যস্ত্র, কুর্খ, বরাহ, বামন
 যার যেই ভাব মত করিয়ে পূজন ॥
 এত শুনি সেই বিপ্র হইয়া লজ্জিত ।
 হর্ষে সন্নিবেদে ভিজ্জসয়ে সাবহিত— ॥
 কোথায় থাকেন,—কি ব-রুণ তিহ হন ।
 কিবা অর্থ-দানে ক্ষম—কহ ত কখন ? ॥
 শুনিয়া বিপ্রের বাক্য করণা করিয়া ।
 কহেন তাঁহার প্রতি কিছু বিবরণ— ॥
 বাহু অস্ত্র সর্বত্র সর্বদা হন স্থিত ।
 কাল, দেশ, বস্ত্র—তিন পরিচ্ছেদাতীত ॥
 প্রপঞ্চমধ্যেতে, আর প্রপঞ্চ অতীতে ।
 থাকেন কোথায় ?—কেহ না পায় দেখিতে ॥

অনুধ্যায়ী—সকলের হৃদয়ে বসতি ।
 সব জগদীশ্বরের ঈশ্বর নিয়তি ॥
 নিগূঢ় সচ্চিদানন্দ মনোরম অতি ।
 বৈকুণ্ঠলোকে প্রকট স-দা বসতি ॥
 চতুর্ভুজ, ভাস্কর, বা বৈকুণ্ঠবাসাদিক ।
 আপনাপর্যন্ত দেন সেবকে অধিক ॥
 যার স্তব করে সদা শ্রুতিস্মৃতিগণ ।
 তাঁহার মহিমা কেবা করিবে বর্ণন ? ॥
 এথা হইতেছে যত পুরাণপঠন ।
 মুহুমূহু সেই সব করহ শ্রবণ ॥
 জগৎপ্রভুর প্রতিকল্প—শ্রীমাধব ।
 দর্শন করিয়া নমস্কার সহ-স্রব ॥
 তাহাতে কথিত অকথিত মহিমার ।
 বৃন্দান্ত স্বরায় তুমি জানিবে তাঁহার ॥

ততঃপরে শ্রীমাধব করিয়া দর্শন ।
 প্রজ্ঞাযুক্ত নমস্কার করিল ব্রাহ্মণ ॥
 ধ্যানে অবলম্ব করি জপের সময়ে ।
 শ্রীম-নগোপালদেবের কতিপয়ে ॥
 মূখনেত্রাদির তাঁতে সাক্ষ্য দেখিল ।
 বৈষ্ণবসংহিত কিছু পুরাণ শুনিল ॥
 বিবিধ শ্রীবিষ্ণুমুক্তি পুঙ্জন বৈষ্ণব ।
 দর্শন করয়ে বিপ্র তথা সেইসব ॥
 তথাপি চিত্তের অগোচর সে তাঁহার ।
 না হয় প্রত্যভিজ্ঞান—বুঝিলাম সার ॥
 ইহ মম দেব জগদীশ শ্রীমাধব
 সাধুসকলের প্রভু—অসংখ্য-বৈভব ॥

এই সাধুসকলের উপাস্ত নিশ্চিত ।
 ভারত জগদীশ্বর অত্র অধিষ্ঠিত ॥
 আমি যার উপাসনা করি—ভিহঁ হন ? ।
 অত্র কেহ ?—এই মনে ভাবয়ে ব্রাহ্মণ ॥
 গ্রিহ শঙ্খচক্রগদাপদ্য-বিভূষিত ।
 মাধব হবেন কিসে মদেব প্রতীত ? ॥
 নরসিংহ-রূপধারী মম প্রভু নন ।
 মৌন, কুর্খ, বরাহ, বামন নাহি হন ॥
 শ্রীরাম কোদণ্ডপাণি—রাজার লক্ষণ ।
 নহেন আমার প্রভু—বুঝিল এখন ॥
 ইহাদের মধ্যে কোন সূজন-অর্চিত ।
 গোপালের তুল্য বা থাণ্ডন সুনিশ্চিত ॥
 তথাপি মানিয়ে আমি করিয়া বিচার—
 না হন জগদীশ্বর দেব সে আমার ॥
 মাধবাহাখ্যাদিতে যেহেতু সে লক্ষণ ।
 নাহি করিলান আমি এথায় শ্রবণ ॥
 আমার প্রভুর হয় আশ্চর্য আকার ।
 মনোহরতর রূপ—গণে মণিহার ॥
 নিজ-সখাগণ-গোপবালক-সহিত ।
 গোচারণ বনেতে করেন হর্ষাষিত ॥
 ময়ূরপিচ্ছেদ চূড়া—বৈজয়ন্তীহার ।
 গৈরিক-তিসক—কদম্বের মালা আর ॥
 গুচ্ছা-বতংস, নানা পুষ্পে বিভূষণ ।
 মধুর মধুর বংশী করেন বাদন ॥
 শ্রীরাধিকা-আদি গোপালনার সহিত ।
 বিলাসে লম্পট সদা বশীভূত-চিত ॥
 সাধুগণ-ধর্ম পরদারে-পারহার ।
 ইত্যরুজনের তুল্য লঙ্ঘন তাঁহার ॥
 ধর্মের লঙ্ঘনে বনমধ্যে গোচারণে ।
 প্রকট জগদীশতা না হয় সঘনে ॥
 তারাদনে গ্রিহার আনন্দলাভ হয় ।
 কান্যাসাদেবীর এই প্রভাব নিশ্চয় ॥
 অতএব না ভ্যজিৎ কদাপি বিস্তার ।
 মদনগোপালময় দশাক্ষর আর ॥
 এইমত বিবেচনা করিয়া ব্রাহ্মণ ।
 পূর্বমত অপে, মন্ত্র নিজনে আপন ॥
 িন্তুশক্তি সাধুসঙ্গ-প্রভাবে হইল ।
 সাক্ষাতের মত নন্দকিশোরে দেখিল ॥
 তাঁর তত্ত্ব আলোচনা নাহি অনুভব ।
 কিং সর্বা-নন্দক তদর্শনস্বভাব ॥
 তাহে প্রাপ্ত কখন আনন্দমূর্ত্তি হয় ।
 উঠি জপকাল গত দেখিয়া শোচয়— ॥

এই কোন্ উপজব আমার হইল ?
তাহে মহাবিশ্ব আসি নিশ্চয় জন্মিল ॥
অত্যাশ্চর্য জগৎ মোর সমাপ্ত নহিল ।
কি করি উপায়—রাত্রি আগত হইল ॥
এই অচেতন কিবা নিজাতে প্রভব ?
কিবা হইল আমারে ভূত-অভিভব ?
হা হা মম দুঃস্বভাব জানিহু নিশ্চয় ।
শোকস্থানে হৃদয়ের স্থখ যাহে হয় ॥
একদিন উক্তমতে করিয়া শোচন ।
নিহিত হইল বিপ্র না করি ভোজন ॥
স্বপ্ন আদেশেন শ্রীমাদব স-সাম্বন—
কি কারণে বুঝা শোক করহ ব্রাহ্মণ ! ॥
উপবাসে নোরে আপনারে দেহ' কেশ !
শীঘ্র সিদ্ধ হৈবে তব মানস অশেষ ॥
উদ্যোগ-বিশেষের কথিত বচন ।
আপনার চিন্তে তাহা করহ স্মরণ ॥
যমুনার তীরপথে দুরায় ব্রাহ্মণ !
যাহ তুমি অনিচ্ছনীয় বৃন্দাবন ॥
আমার প্রসাদে সেস্থান অসাধারণ ।
তোমার হইবে লাভ হর্ষ বিলক্ষণ ॥
পথমধ্যে কোনমতে বিলম্ব করন ।
কুত্রাপি না করি শীঘ্র করহ গমন ॥

শ্রীমাদবদেবে প্রাতে উঠিয়া ব্রাহ্মণ ।
হৃষ্টচিত্তে প্রস্থান করিল ততক্ষণ ॥
পথগতিক্রমে যায়। শ্রীমদধরায় ।
জান করি বিশ্রামতীরেতে যমুনার ॥
শ্রীমদ শ্রীমদাবনে গিয়া ততঃপর ।
নিজ জপে ধ্যানমান যত পরিকর ॥
গো-গোপ-কদম্ববৃক্ষ প্রভৃতি সুন্দর ।
প্রায় দেখি হৈল অতি আনন্দিততর ॥
সেই গো-ভূষিত বৃন্দাবনে ইতস্ততঃ ।
কোনজনে না দেখি স্রমে অভিমত ॥
শ্রীকেশবতীরে পূর্বাঙ্গিতে ব্রাহ্মণ ।
হঠাৎকারে শুনিবারে পাইল রোদন ॥
সেইদিকে গিয়া—প্রেমে নামসকীভন ।
শুনি বারবারে—তারে করে অশেষণ ॥
নিবিড়াকার বনে না দেখিয়া কারে ।
কোথা হৈতে আসে শব্দ ?—অশেষয়ে তারে ॥
সেই সাকীভনধনিস্থানে নিরুপিয়া ।
যমুনার তীরে বিপ্র উপনীত গিয়া ॥
কদম্বনিবন্ধমধ্যে করিল দর্শন—
গোপবেশ বেণু-শব্দ-বেত্রাদিধারণ ॥

কিশোর সুকুমারাজ পরমসুন্দর ।
সর্বাঙ্গ-সৌন্দর্য্য অতি মনোহর ॥
নিজের দেবতাব্রজে সে গোপকুমারে ।
মহাভৈরব গোপালেতি সর্বাধিয়া তাঁরে ॥
প্রণমিয়া দণ্ডতুল্য ক্ষিতিতে পড়িল ।
তাহাতে তাঁহার বহির্দৃষ্টি সে জন্মিল ॥
সর্বাঙ্গের শিরোমাণ শ্রীগোপকুমার ।
জানিল—বাৎসর্য্যবিশ্রুতে জন্ম তার ॥
কামাখ্যাদেবীর কামরূপনামে দেশ ।
তথায় নিবাস বিপ্র করয়ে বিশেষণ ॥
শ্রীমদ-গোপালের উপাসনা করে ।
দূর হৈতে আসিয়াছে এথা সমাদরে ॥
কুঞ্জে হৈতে বাহিরিয়া করি উদ্যোগন ।
নমস্করি আলিঙ্গিয়া বসাল্য তখন ॥
করিলেন সন্তোষ আতিথ্য-ব্যবহারে ।
শ্রীগোপকুমার করি কক্ষণা তাঁহারে ॥
দেবী-আরাধনাবধি ব্রজে আগমন ।
পর্য্যন্ত যে অমৃতব কারণ ব্রাহ্মণ ॥
হাসিয়া সংক্ষেপে তাহা করিলা তখন ।
নিজ বক্ষ্যমাণ বাক্যে বিশ্বাসকারণ ॥
দুবিয়া ব্রাহ্মণ গোপকুমার তাঁহার !
অতি হর্ষে আপনার প্রিয়জনে পায় ॥
বিশ্বাসী জানিয়া তাঁরে আপন বৃত্তান্ত ।
সকল করিল বিপ্র যত আত্মোপাস্ত ॥
'সুতম গোপনন্দন সর্বাঙ্গের বর ।'
জানিয়া তাঁহারে বিপ্র হইয়া কাতর ॥
বিনয়বনত দৈন্ত্যসহিত তখন ।
পুনর্বার বিশেষিয়া কহেন বচন— ॥
স্বর্গ-মোক্ষ-আদিক্রম সাধ্য নানামত ।
তাহার সাধন—কর্ম্ম-জ্ঞান-আদি যত ॥
গঙ্গাতীর-বারাণসী-আদিস্থানে আর ।
বহু-বাদ-শ্রবণ হইল যে আমার ॥
তার মধ্যে প্রাপ্য কিবা করণীয় হয় ? ।
আমিহ না পারি তাহা করিতে নির্ণয় ॥
দেবীর আজ্ঞায় যে কথিত অমুষ্ঠান ।
নিত্য করি, তার তত্ত্ব নাহি নোরে জ্ঞান ॥
কিবা তার ফল, কিবা কক্ষ প্রয়োজন— ।
কর্ম্ম জ্ঞান ভক্তি ?—ইহা না জানি কখন ॥
সাধ্য আর সাধন নির্ণয়ভাবে মনে ।
বিফল মানিয়ে জন্ম—বারিষ্মে মরণে ॥
কেবল কামা-গ্যা-শিব-মাধবকুপায় ।
জীবন ধরিয়ে আমি প্রবল আশায় ॥

আমার উপাত্ত শ্রীগোপালদেবপ্রায় ।
দয়ানু সর্বজ্ঞ কৃমি সদগুণী তাহার ।
অন্ত উক্ত দেবতার কৃপায় তোমায়ে ।
পাইয়া হইলু' হৃষ্ট প্রায় বিতারে ।
সংশয়সাগরে মগ্ন পীড়িত আমার ।
কৃপা করি মহাশয় ! করহ উদ্ধার ।

সাদরে বিপ্রেয় বাক্য শ্রীগোপকুমার ।

তুমিই আপন মনে চিন্তেন বিচার— ।
মদনগোপালদেবোপাসক এজন ।
কৃতকৃত্য এই শুদ্ধ মাধুদত্তাক্ষণ ।
অগ্নিমাছে পূর্ণ মনোরথ সে ইহার ।
নিশ্চয় ইহাতে নাহি সন্দেহ আর ।
কেবল তাঁহার পাদপদ্মের সাক্ষাতে ।
দর্শন আছয়ে অর্বাণ্ট মাত্র তাতে ।
কিন্তু আসক্ত তাঁহার নামসঙ্কীর্ণনে ।
যোগ্য হয়, কিন্তু নহে জপের সাধনে ।
শ্রীমদগোপালের দুই ইচ্চরণ ।
বাহ্যভীত-ফলপ্রদ হয় সর্বকণ ।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল' এই প্রকৃতি ;
অধুরথেরেতে লঙ্কাতন যে বিকৃতি ।
সেই প্রায় বহুল নিশ্চয় যাহে হয় ।
ইতি উপাসনার লক্ষ্য স্থানিণয় ।
ঔর লীলাস্থপ্রণী যে আছয়ে তার ।
প্রজ্ঞা সন্দর্শন আর আদর-সারায় ।
স্পন্দমান যেই হয় আভিশয় ।
অথবা তাহাতে তাক্ত-কারণ নিলয় ।
সে চরণ-উপাসনা হইতে সাধন ।
শ্রেষ্ঠ নাহি কিছুমাত্র—নিশ্চয় কথন ।
মদনগোপাল-পাদপদ্ম-উপাসনা ।
চতুর্বে তুচ্ছরূপে করে বিভ্রমণা ।
যাহা হৈতে মর্যাক্ জন্ময়ে প্রেমধন ।
তৎপাদোজ-বন্দ্যকার-দ্রব্যরূপ হন ।
তাহা তির সাধ্য বস্ত্র কিছু নাহি আরে ।
এই সাধ্য-সাধন তাহারে বুঝাবারে ।
সকলসংশয়ক্ষেপী আপন বৃত্তান্ত ।
প্রথমে বর্ণন করি সব আভোপান্ত ।
কৃষ্ণকথামৃত পান হইবে হৃদয় ।
নম অমৃতত অংগ তানবেক আর ।
তাহা ছাড়া চৈতন্য হইবে যতন ।
সাধ্য-সাধনার্থ-জ্ঞান জানিবে যতন ।
'সজ্ঞানসম্মত' প্রবোধ মৃত্যু' শাস্ত্রের বচন ।
নহে সাধুসম্মত—স্বমাহাঙ্গ্য কথন ।

অন্তের আখ্যান শুনে নাহিবেক হিত ।
তনুবেক মমাখ্যান প্রচার নিশ্চিত ।
তাহাতে নিরাশ হবে অশেষ সংশয় ।
হইবে ইহার সর্বহিতের উদয় ।
শ্রীমতী রাধার আশ্রয় মন্তকে ধরিয়া ।
অসিয়ারি এখায় এ বিপ্রেয় লাগিয়া ।
যাহে শীঘ্র হিত হয়—সেই ত উচিত ।
অতএব মোষ নাহি ইহাতে বিদিত ।

নিশ্চয় করিয়া মনে এই ত প্রকার ।
মহানুভাবক সেই শ্রীগোপকুমার ।
প্রজ্ঞায় তনিতে করি বিশেষ সাবধানে ।
পৌরাণিক ঋষি যেন কহেন পুরাণে ।
সেইমত নিজ অমৃতত সমাচার ।
হইলেন প্রবৃত্ত সকল কাহবার ।

এই সাধ্য-সাধনের-তত্ত্ব-নিরূপণে ।
বিজ্ঞমান আছে বহু ইতিহাসগণে ।
তথাপি আপন সব বৃত্তান্ত নিশ্চিত ।
স্মরণ করিয়া কাহ—শুন প্রজ্ঞাবিত ।
প্রেম-ভাবোদয়ে যদি মোহ প্রাপ্ত হই ।
তথাপি তোমায়ে সব আভোপান্ত কই— ।
গোবন্ধনবাণী বেদ্য, বৃত্তি গোপালন ।
তাহার নন্দন আঁম —বালক এমন ।
বিশিষ্ট-যোজনাত্মক জগত-বব্যাত ।
শ্রীমধু-বামণ্ডল প্রদেশ-মধ্যে জাত ।
যমুনার তীরে গোবর্ধনে বুদ্ধাবনে ।
এইস্থানে আর অতিরম্য মহাবান ।
বালকগণের সহ নিজ গাবাগণ ।
করিতাম বিপ্রবর । পুষ্কিতে চারণ ।
বনমধ্যে করিতাম প্রত্যহ দর্শন ।
দিব্যমুখের এক বিরক্ত ব্রাহ্মণ ।
ইত্যন্ত কখনো করেন পণ্ডিতন ।
'কৃষ্ণকৃষ্ণ' মুহূর্মুহু করেন কাতন ।
কখনো জপেতে রত, কখনো বা ধ্যানেন ।
কখনো করেন নৃত্য—কোনকালে গানে ।
কদাপি হাসেন আর তথা বিকোশন ।
কখনো ভ্রামর 'পরে হয় ত পতন ।
উন্মত্তের তুল্য লুপ্ত পাড়িয়া ভ্রামিতে ।
উচ্চৈঃস্বরে কখনো বা পাগলেন কান্দিতে ।
শ্রেয় লাগি অশ্রুধার হইয়া নিগম ।
গোপথের রক্ত সব করেন কাম ।
পড়িয়া থাকেন কখনো বা অচেতন ।
কদাপি মৃতের জায় নিশ্চেষ্টবচন ।

আমরা বালকসব কৌতুক করিয়া ।
 সেই সাধুবরে সদা দেখিতাম গিয়া ॥
 আমরা-সকলে গোপকুমারে পাইয়া ।
 নমস্কার করিতেন অতি আদরিয়া ॥
 গাঢ় আলিঙ্গিয়া প্রেমে সর্কাজে চুষন ।
 পরিত্যাগ করিতে না পারে কদাচন ॥
 বহুদিনান্তরে প্রিয়বন্ধুরে পাইয়া ।
 যেন নাহি তজ্জে, তেন মোদগে ধরিয়া ॥
 দধিভুঞ্জনান, জলপাত্র-আহরণ ॥
 সমীপবর্ত্তি-আদ অনেক সেবন ।
 করিয়া আমহ তাঁরে প্রসন্ন করিল ॥
 কৃপা করিবার তরে উন্মুখী হইল ।
 একদিন পাশ্চাত্য মোরে যমুনার তীরে ॥
 আশিঙ্গিয়া কাহিতে লাগলা ধীরেধীরে— ॥
 সকল-অভাষ্টা-সিদ্ধ বৎস হে ! তৎক্ষণ ।
 বর্জ্যাপ করহ ইচ্ছা—সুন্দর বচন ॥
 আমি হৈতে জগদীশ-প্রসন্ন-বারণ ।
 কেশিনীথে স্নান কার করহ গ্রহণ ॥
 এমত কাহিয়া মহামন্ত্র দশাক্ষরী ।
 তুমি যাহ উপাসনা কর শ্রদ্ধা করি ॥
 পূর্ণকামানন্দেক দয়ালু-সরোমাণ ।
 সেই ষিদ্ধোত্তম নিজ-চেষ্টে কৃপা গণি ॥
 স্নানোত্তরে কারলেন আদেশ আমারে ।
 পূজ্যাবধি স্নানস্থানাদিক শিক্ষাবারে ॥
 জপে ধ্যেয় মদনগোপাল-রূপসার ।
 উচ্চারণ জিহ্বায়ে করিয়া একবার ॥
 বিরাহিণী নারী প্রস্রাবরহস্তা হ'য়ে ।
 স্মরণে বিহ্বলা মাত যেমত যেমত কান্ধে ॥
 সেইমত প্রেমাগুলাচেষ্টেতে রোদন ।
 করি হইলেন ষিদ্ধোত্তম অচেতন ॥
 কতক্ষণ পরে পুনঃ পাইলা চেতন ।
 ভয়ে কিছু জিজ্ঞাসিতে নাহিল বচন ॥
 প্রেমভরাবতাবেতে বিমনস্ক-মন ।
 আপনিও কিছু নাহি কারলা কারণ ॥
 কোথায় গেলেন,—অধেষাষা পুনর্বার ।
 নাহি পাইলাম আমি দর্শন তাঁহার ॥
 কি ইহা পাইলু—ফল বা কিবা ইহার ।
 যদি মন্ত্র হয়—সাধনীয় কিপ্রকার ॥
 কিরূপে বা সর্গসিদ্ধ হইবে উদতে ॥
 ইহা কিছু না পাইলু আমিহ জানিতে ॥
 সেই মহাপ্রভাবের বাক্যের গৌরবে ।
 কৌতুকেতে নিরন্তর অলাকিত গবে ॥

কেবল মুখেতে সেই মন্ত্র জপ করি ।
 অতি বিরলেতে লোকলজ্জা পরিহরি ॥
 তত্ত্বজ্ঞানাতাবেতেও মহাপুরুষের ।
 প্রতাবেতে, আর দ্বারা সে মন্ত্রজপের ॥
 চিন্তস্তম্বি হৈল—কামকোথাদিনিকৃতি ।
 হইল মন্ত্রের জপে শ্রদ্ধার প্রবৃত্তি ॥
 'জগদীশ-প্রসাদ গ্রহণ কর' য়েই ।
 শ্রীশুকর বাক্য, অমুসন্ধানিয়া সেই ॥
 সেই মন্ত্র জগদীশ্বরের সুসাধক ।
 যানি তোষ পাশ্চাত্য হেন জপ-প্র-কারক ॥
 কীদৃশ শ্রীজগদীশ,—কিনা রূপ তাঁর ? ।
 কবে বা হইবে দৃষ্টিগোচর আমার ? ॥
 ইহাতে লালসাবৃত্ত অত্যন্ত হইয়া ।
 জাহ্নবীর তীরে গুলু গৃহাদি ত্যজিয়া ॥
 দূরে হৈতে শঙ্কাদিনি করিয়া শ্রবণ ।
 ধনিস্থানে পুলিনেতে করিলু গমন ॥
 শালগ্রামশিলাচিহ্ন ব্রাহ্মণে দেখিয়া ।
 করিলাম প্রণাম নিকটে তাঁর গিয়া ॥
 কিহ কে,—কাহার পূজা করিতেছ আমি ! ।
 ব্রাহ্মণে জিজ্ঞাসা যবে করিলাম আমি ॥
 হাসিয়া কহিল তবে—না জান বালক ! ।
 কিহ জগদীশ্বর—জগৎপ্রপালক ॥
 তাহা শুনি হইলাম সুগভ্রান্ত-বিধি ।
 দরিত্র মানব যেন পাইলেক নির্ধি ॥
 মৃতবন্ধুজনে যেন বাধব পাইল ।
 যেমত পশম হর্ষ আমার হইল ॥
 শালগ্রাম-রূপি-জগদীশে বারবার ।
 দেখি প্রীতে করি দণ্ডবত-নমস্কার ॥
 বিশেষ কৃপায় কিছু নির্মাল-সহিত ।
 পানোদক পাইলাম—পরম-হর্ষিত ॥
 সেই বিশ্র গৃহে যাতে উত্তত হইয়া ।
 শালগ্রামে করণ্ডে রাখিল শোয়াইয়া ॥
 জগদীশে এইমত দেবিয়া পাঁড়িত ।
 করিলু প্রলাপ বহু রোদন-সহিত— ॥
 হায়হায় করণ্ডমধ্যে অবোগ্যস্থানে ।
 নিক্ষেপ করিল পরমেশ্বরে কি-জ্ঞানে ? ॥
 জীব্যাদি সকল আছে—কিছু না থাকিলা !
 কুণ্ডায় কি-মতে নিদ্রায়ুক্ত সে হইলা ? ॥
 এই শালগ্রাম হৈতে কোন বিলক্ষণ ।
 কোথায় জগদীশ্বর আছেন কেমন ? ॥
 প্রকৃত না জানি আমি ইহা সর্ব্বথায ।
 যাবুৎ-ব্রাহ্মণোত্তম । কহিয়ে তোমায় ॥

অকৃত্রিমগড়াপি-বিলাপেতে পীড়িত ।
 আমারে দেখিয়া বিপ্র হইলা লজ্জিত ॥
 প্রেমবিশেষদর্শনে বিনয়ে অধিত ।
 সাধনা করিয়া বিপ্র কহিল কিস্তি— ॥
 হে নববৈষ্ণব ! শালগ্রামের পূজন ।
 মন্তুল্যেতে কিয়মান না কৈলা দর্শন ? ॥
 কিবা পূজা করিবারে পারিবে নিধন ।
 জগদীশে করি যাত্র স্বভোগ্য-অর্পণ ॥
 যদি জগদীশ্বরের পূজার উৎসব ।
 দেখিবারে চাহ,—অর তাঁহার বৈভব ॥
 এই গজাতীরবর্জিতদেশের মূপতি ।
 বিষ্ণুপূজা-অমুরাগী মহা সাধুমতি ॥
 নিকটে তাঁহার পুরী—করহ গমন ।
 সাক্ষাৎ সকল তথা করিবে দর্শন ॥
 প্রকট-সর্কাদ্রশোভা-চাক্ষ-বিশেষক ।
 দুন্দর্ভ জগদীশ্বর হৃদয়গুরুক ॥
 ভোগদ্রব্য-পর্যাক-মন্দিরাদি দেখিবে ।
 গীত-স্ততি নানামত তথায় শুনিবে ॥
 মহানন্দ সধবা করিবে অমৃতব ।
 হইবে মানস কব সন্তোষিত সব ॥
 যজ্ঞপিত্র শালগ্রামরূপী ভগবান্ ।
 তথাপি সর্কাদ্র-শোভা-প্রভাবেতে জান ॥
 আর মম দারিদ্রে অভাব পূজোৎসব ।
 প্রেমভঞ্জে নাহি হয় সুখ অমৃতব ॥
 তথায় সকল তুমি করিবে দর্শন ।
 হইবে তোমার বহু আনন্দিত মন ॥
 ইদানী তোমার গৃহে করি আগমন ।
 বিষ্ণুনিবেদিত কিছু করহ ভোজন ॥
 তাঁর বাক্যে আনন্দিত হইলাম অতি ।
 উপবাসী—না গেলাম তাঁর গৃহ প্রতি ॥
 বাক্যলঙ্ঘনাপরাধ-ক্ষমার নিমিত্তে ।
 পুনঃপুন প্রণমিয়া সন্তোষিত চিন্তে ॥
 তাঁর উদ্দেশিত পথে যাইয়া অধিত ॥
 উক্ত রাজপুরে হইলাম উপস্থিত ॥
 অন্তঃপুরে দেবতামন্দিরে শুবিপুল ।
 জগদীশার্চনধনি অপূর্ব তুমুল ॥
 দূরে হৈতে তনি জিজ্ঞাসিলাম মানবে—
 কোথা জগদীশ,—কিবা শব্দ এইগবে ? ॥
 ধনির কারণ তার স্থান জানি, পরে ।
 শ্রদ্ধাক্ত জগদীশ্বর দেখিবার তরে ॥
 কোন দ্বারিগণ হৈতে অব্যবহিতগতি ।
 দেবের দানদে প্রবেশিলা বেগে অতি ॥

শব্দচক্রগদাপন্ন শোভে পদ্মকরে ।
 দেখিলু সমক্ষে চতুর্ভূজ-রূপধরে ॥
 সর্কাদ্র সুনয়নতর অতি মনোহর ।
 নবমেঘগম-কান্তি, সুবিশ্ব-অধর ॥
 পট্ট-পীতাম্বর, বনমালা-বিরাজিত ।
 সুবর্ণরচিত-বর্ণভূষণে ভূষিত ॥
 অকণ্ট কিশোর মূর্তি, পূর্ণেন্দু-বদন ।
 ক্রীৎ হান্তমুখা তাহে, পঙ্কজ-নয়ন ॥
 নানাবিধ সেবাচার্য্যে অমুখময়ন ।
 বহু পরিচারক করয়ে সুসেবন ॥
 নৃত্য নৃত্য গীত অগ্রে যে হয় তাঁহার ।
 অনিমেষদৃষ্টে দেব করেন স্বীকার ॥
 আছেন বসিয়া স্বর্গসিংহাসনবরে ।
 পরিচ্ছদসমূহ আছয়ে সুশূন্যতরে ॥
 পরম আনন্দে পূর্ণ আমি হইলাম ।
 দণ্ডবৎ প্রণাম মুহূর্মুহ করিলাম ॥
 চিন্তিলাম—যেবা ছিল দেখিতে ইচ্ছিত ।
 করিলাম অত্র আমি দর্শন নিশ্চিত ॥
 জন্মের সাক্ষ্য ফল পাইলু এখন ।
 এখা হৈতে কোনস্থানে না যাব কখন ॥
 পাইয়া বৈষ্ণবগণ-কৃপা-সমুদরে ।
 করিলু নিবাস সুখে সেই দেবালয়ে ॥
 বিষ্ণুর নৈবেদ্য নিত্য করিয়ে ভোজন ।
 পূজা-মহোৎসব সুখে করিয়ে দর্শন ॥
 পূজাদিমায়া নিত্য তথা শুনিলাম ।
 গোপনীয়স্থানে যত্নে মন্ত্র জপিতাম ॥
 গোপকীড়াশুধ—ব্রজভূমির শ্রী আর ।
 কখনো না যায় মনে হইতে আমার ॥
 এইমত কতদিন আনন্দ-স্বপ্নে ।
 থাকিলাম তথাকারে সন্তোষিত হ'য়ে ॥
 পূর্বের কথিত পূজাবিধানে আমার ।
 পরমা লালসা মনে জমিল বিস্তার ॥
 কতদিমাত্তরে সেই অপূত্র মূপতি ।
 বৈদেশিক আমি—তবু প্রিয় করি অতি ॥
 সুশীল দেখিয়া যোরে পুত্রেষে কল্পিয়া ।
 অচিরকালেতে গেল শরীর ত্যজিয়া ॥
 আমি সেই রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া তথায় ।
 পূর্বহৈতে বহুকণ প্রবর্তিত পূজায় ॥
 বিষ্ণুর প্রণাদ-অগ্রে আমি প্রতিদিন ।
 করাইতু ভোজন বৈষ্ণব সুপ্রবীণ ॥
 রাজ্যপ্রাপ্তিপূর্বে যেন ছিলু অকিঞ্চন ।
 রাজ্য পাইয়াও থাকিলাম সে তেমন ॥

জপি নিজ মন্ত্র,—দেহ নির্বাহ-কারণ ।
 করিতাম প্রসাদান্ন কেবল ভোজন ॥
 মৃত-বৃপতির সেই ছিল পরিবার ।
 তাহাদিগে বাঁটিয়া দিলাম স্বাভ্যস্তার ॥
 তথাপি রাজ্যসম্বন্ধে বহুদা পকার ।
 নিরন্তর দুঃখবোধ হইল আমার ॥
 কদাচিত্ত অস্ত্র রাজ্য হৈতে ভয় হয় ।
 কখনো বা চক্রবর্তী বৃপতি যে হয় ॥
 বিবিধ-আদেশগণ-পালনে তাহার ।
 নিরন্তর নহে বশীভূত আপনার ॥
 ‘জগদীশ্বরের সেবা-সিদ্ধের কারণ ।
 সহিবারে হয়’—যদি বলহ বচন ॥
 তাহার উত্তর কহি—করহ শ্রবণ ।
 জগদীশ্বরের প্রসাদান্ন যেই হন ॥
 অস্ত্র স্থানে যত্নপিহ কেহ লয়া যায় ।
 কোনক্রমে অস্ত্র জন স্পর্শ কৈল তায় ॥
 জগদ্রাধদেব-মহা প্রসাদ ব্যতীত ।
 অস্ত্রশৃষ্ট খাত্যে নাই—এ করি নিশ্চিত ॥
 কোন সজ্জন তাহা না করেন ভোজন ।
 এই মন্ত্রশৈল্য কৈল হৃদে প্রবেশন ॥
 তাহাতে সে-রাজ্যে মহা-বৈরাগ্য জন্মিল ।
 কিন্তু শীঘ্র সেই রাজ্য তাজিতে নারিল ॥
 তাহে হেতু—জগদীশসেবা স্মৃতিময় ।
 রাজ্যত্যাগে তাঁহারো সেবার ত্যাগ হয় ॥
 এমতসময়েতে তৈরিক সাধুবর ।
 মম পুরে আগমন করিলা বিস্তর ॥
 কহিলেন—লবণসাগরতীরে ধাম ।
 নীলাচলক্ষেত্র—পুরুষোত্তম যে নাম ॥
 তাহে বিরাজিত দাক্ষর্য্য জগদ্রাধ ।
 ত্রিমুখদ্রা-গ্রাম-শ্রীলক্ষ্মীদেবী-সাধ ॥
 ভগবান পরমবৈষ্ণববৃক্ষ হন ।
 উৎকলের রাজ্য স্বয়ং করেন পালন ॥
 সেবকগণের প্রতি অতি স্নিগ্ধমন ।
 আপন মাহাত্ম্য সদা করে প্রকাশন ॥
 লক্ষ্মীদেবী অন্নাদিক করেন রঞ্জন ।
 স্বয়ং মহাপ্রভু তাহা করেন ভোজন ॥
 দেবতাপণের তাহা সুদূরত হয় ।
 আপন সেবকগণে দেন দয়াময় ॥
 নাম ‘মহা প্রসাদ’—সুপরিচিত হন ।
 স্পর্শ্যাস্পর্শ্যদোষ তাহে নাহি কদাচন ॥
 যেবা-কোন-স্থ নে নীত—না করি বিচার ।
 ভোজন করিলে সর্বপাপেতে নিভার ॥

আশ্চর্য্য পুরুষোত্তমক্ষেত্রের মহিমা ।
 অনন্ত অনন্তমুখে দিতে নারে সীমা ॥
 গদ্বিতাদি চতুর্ভূজ যোনে সদায় ।
 প্রবেশমাগ্নেতে অনায়াসে মুক্তি পায় ॥
 প্রকল্পপুণ্ডরীকাক দেখিলে তথায় ।
 আশ্চর্য্য অশ্রুত নিজজয়ফল পায় ॥
 এতেক শুনিয়া হৈল ইচ্ছা দেখিবার ।
 তাহে অভিবৃত্ত জ্ঞান জন্মিল আমার ॥
 সেইক্ষেণে রাজ্য-ধন-জনা দি বৈতব ।
 বাহু-অস্ত্রেরেতে করি পরিত্যাগ সব ॥
 ‘জগদ্রাধ জগদ্রাধ’ করি সঙ্গীতন ।
 গুড়দেশদিগে শীঘ্র করিলু গমন ॥
 সেই ক্ষেত্র অচিরকালেতে পাইলাম ।
 ক্ষেত্রবাসিজনসবে কীরলু প্রণাম ॥
 পরমবৈষ্ণব সেই সবার কুপায় ।
 প্রবেশ করিলু পুরমধ্যেতে তথায় ॥

তথ্যতি (বৃহত্তাগবতায় ২:১:১৫২)—

দ্বাদশর্শ পুরুষোত্তমবক্তৃচন্দো,
 ভ্রাজ্জিশালনয়নো মণিপুং ভালঃ ।
 ত্রিগুণভক্তাবস্থাবরূপাধরীপুত্রম্যো,
 গণেশপ্রসাদবিকসংখিতচন্দ্রিকাভাঃ ॥ * ॥
 দূরে হৈতে দেখিলাম অতি শোভাতর ।
 শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম-বদনেন্দুবর ॥
 সুপ্রকাশমান অতি বিশাল নয়ন ।
 তিলক-সমান মণি ভালে বিভূষণ ॥
 কাপি অতি স্নিগ্ধ—সহ-জল জলধর ।
 অরুণ-অধর-দীপ্ত কিবা মনোহর ॥
 অশেষ জনের প্রতি প্রসন্নতাচিত্ত ।
 তাহে বিকসিত মন্দহাস্য-জ্যোৎস্নাচিত্ত ॥
 দর্শন করিয়া পেয়ে হইলাম হত ।
 কক্ষণেতে নিরুদ্ধ দেহ হইল বিস্তৃত ॥
 রোমাঞ্চসমূহে যুক্ত হইলু তখন ।
 অশ্রুতে মুদ্রিত তবে মম দুঃস্বপ্ন ॥
 গমনে মানস—কিন্তু নাহি শক্তি তায় ।
 গরুড়ের স্তম্ভ পাইলাম কষ্টতায় ॥
 ততঃপর নিকটেতে করিয়া গমন ।
 করিলাম বিশেষপ্রকারেতে দর্শন ॥
 দিব্য বস্ত্রালঙ্কার সুখালা বিরাজন ।
 মনোলোচনের করে হর্ষবিবর্জিত ॥
 লীলাক্রমে সিংহা-নোপরেতে স্থস্থিত ।
 ভোজন করিয়া মহাভোগ মনোনীত ॥

প্রণাম নন্তন স্তুতি বাত্ গীত আর ।
যেইসব লোক করে ভক্তিপুরস্কার ॥
বিলোকেন তাহাদের প্রতি প্রেমসাধ ।
মহামহিমার পদ—প্রভু জগন্নাথ ॥

করিয়া দর্শন হইলাম মোহবৃত্ত ।
পড়িলাম ভূমিতলে হৈয়া অভভূত ॥
কতক্ষণপরে তবে পাইয়া চেতন ।
চাহি পুনর্বার তাঁরে করিয়া দর্শন ॥
হইলু উন্মত্তত্বা—ধরিবারে তাঁরে ।
বেগে ধাইলাম অগ্রে দুবাহু প্রসারে ॥
চিরকাল হৈতে দৃষ্ট—ইষ্ট প্রভুবর ।
এই জগদীশ অত্ পাইলু সত্ত্বর ॥
পাইলু জীবন অত্ পাইলু জীবন ।
এই কথা অগ্রে কহি যাইতে তখন ॥
ঘারী বেজাঘাতে তবে কৈল নিবারণিত ।
বিচার ভয়িয়া হইলাম সলজ্জিত ॥
'এই নিবারণ হৈল প্রভুর কৃপায় ।'
ইহা অমুখানি আইলাম বাহিরায় ॥
কোন জন দয়ালু হইয়া রূপাবান ।
আমারে করিল মহাপ্রসাদান্ন দান ॥
সেই মহাপ্রসাদান্ন করিয়া ভোজন ।
ভগ্নবন্দিরে পুন করিলু গমন ॥
প্রবেশ করিয়া যাহা হইল দর্শন ।
হৈল প্রমোদের পদ আশ্চর্যজনন ॥
হৃদয়ে করিতে তাহা শক্তি নাহি হই ।
অনন্ত-হেতুক কিপ্রকারে মুখে কই ॥

এইমতে সমস্তদিবস দেবালয়ে ।
থাকিলাম আনন্দানুভব-পূর্ণাশয়ে ॥
রাত্রি প্রহরেক গতে অতি মহোৎসব ।
বিচিত্র বেশাদি বৃহচ্ছন্দ্রার সম্ভব ॥
হইলে সংপূর্ণ পুষ্পাঞ্জলিমহোৎসব ।
আইলাম বাহিরেতে সানন্দবিভব ॥
নূতননূতন আনন্দেতে সাধু-সঙ্গে ।
দিবারাত্রিজ্ঞান নাহি প্রমোদপ্রসঙ্গে ॥
বৃন্দাবন-অদর্শনে শোক ছিল যত ।
সে সকল আমাহৈতে হইল বিগত ॥
'সেবকগণের প্রতি উত্তম বক্রণা ।'
জগন্নাথদেবের সর্বত্র যায় শুনা ॥
'সেবকের ইচ্ছা প্রভু করেন পালন ।'
করিলু এ রূপা অনুভব বিলক্ষণ ॥
সর্বদা শ্রীজগন্নাথদর্শন ব্যতীত ।
অত্ কিছু আমারে না রোচে কদাচিত ॥

দেবালয়মধ্যে বহু পৌরাণিকগণ ।
করেন প্রভুর বহু মাহাত্ম্য বর্ণন ॥
তাহাও শুনিতে ইচ্ছা নাহি হয় মন ।
প্রভুর দর্শনে সদা পাই সুখতম ॥
যদি কিছু দৈহিক চৈতন্য দুঃখ হয় ।
দেখিলে পুণ্ডরীকাক্ষ—সদা পায় ক্ষয় ॥
'পাইলাম মঙ্গলফল' ইহা মানি ।
থাকিলাম বহুদিন অতি সুখ জানি ॥
কতদিনপরে মহাপ্রভুর সেনায় ॥
অগ্নিল আমার রুচি একদিন তায় ॥
বহুদূর করি সেই সেবা না ঘটিল ।
তাহাতে মানসে তাপ আমার অগ্নিল ॥
ক্ষেত্র-পুরুষোত্তমের রাজ্য চক্রবর্তী ।
প্রভুর সেবক মুখা—সেবা-অমুভবর্তী ॥
রথযাত্রা-আদি মহোৎসবের সময়ে ।
শ্রীমুখ দেখিতে যান নৃপ মহাশয়ে ॥
উজানাদি ভজ হয় হস্তাঙ্গাদিপাতে ।
সঙ্কন-সবার হয় দর্শন বিঘাতে ॥
রাজগণে জনে পথ হয় নিবারণিতে ।
হান মোরা নাহি পাই স্বচ্ছন্দ দেখিতে ॥
এইমতে বহু দুঃখ অগ্নিল হৃদয়ে ।
নিজ শুকদেবে দেখিলাম এসময়ে ॥
জগন্নাথদেবাগ্রে বিহ্বল প্রেমে অতি ।
মহানুভাবক—ভাবে বিভাবিত-মতি ॥
জগন্নাথ-শ্রীমুখ হরিল মম চিত ।
সংভাষণ করিতে হইল বিলম্বিত ॥
করিলেন অলক্ষিত-গমন কোথায় ।
ইতস্ততঃ অবৈয়িয়া না পাইলু তাঁর ॥
অত্‌দিন সমুদ্রের তীরে মহাশয় ।
আনন্দে কীর্তন-নৃত্য করেন সংশয় ॥
একক পাইয়া তাঁরে দণ্ডের সমান ।
করিলাম প্রণাম পড়িয়া ভূমিস্থান ॥
শেষ আশীর্বাদপূর্ব্ব দিয়া আলিঙ্গন ।
অনুগ্রহে করিলেন সর্বজ্ঞ বচন— ॥
মনোবচনাদি-দ্বারা সে সঙ্কল্প করি ।
জপবে আপন মন্ত্র—সযত্ন আচারি ॥
মন্ত্রের প্রভাবে সেই সব সঙ্কল্পিত ।
প্রাপ্তি হইবেক—আরো ফল বাঞ্ছাভীত ॥
জগন্নাথদেবের সেবানুরূপ হয় ।
এই মন্ত্রজপ তুমি জানিহ নিশ্চয় ॥
এমত জানিবে, আর বিশ্বাস করিবে ।
নিজমন্ত্রজপ কদাচিত না ত্যাগিবে ॥

বহুজপ বহুনিষ্ঠা বহুভোগচয় ।

বহুকালে ক্রমে সেইসব সিদ্ধ হয় ॥

এই জন্মে সিদ্ধ হবে কেমনপ্রকারে ? ।

এই আশঙ্কায় আশীর্বাদ করে সারে— ॥

মন্ত্রজপপ্রভাবেতে চিরজীবী হও ।

এই গোপশিশুরূপে চিরকাল রও ॥

এই মন্ত্রজপের যে ফলনিরূপণ ।

শ্রীমদনগোপালের সাক্ষাৎ দর্শন ॥

কৌড়াকৌতুকাদিক্রপ যেই ফল শার ।

তার প্রাপ্তিযোগ্যমন হউক তোমার ॥

পূর্বের অমুক্ত মন্ত্রসাধন যে হয় ।

যথা-অবসর-স্থান কর সমুদয় ॥

আমারে কখনো এইস্থানেতে দেখিবে ।

কদাপি বা বৃন্দাবনে দর্শন পাইবে ॥

এইমত প্রমুক্ত করিয়া তত্তক্ষণ ।

করিলেন কোন্ স্থানে সহসা গমন ॥

তাহার বিয়োগে চৈতন্য দীনতর-মন ।

জগন্নাথ দোষিবারে করিলু গমন ॥

দেখিয়া পাইলু শান্তি—দুঃখ গেল দূর ।

কেবল মস্তকের জপে যত্ন সে প্রচুর ॥

এই ব্রজভূমির দর্শনোৎকণ্ঠাচয় ।

যখন আমার মনে হয় অতিশয় ॥

তখন শ্রীজগন্নাথদেবের মহিমা ।

আমার উপর ক্ষুণ্ণি হয় ত গরিমা ॥

সেই ত পুরুষোত্তমক্ষেত্র উপবন ।

ক্ষুণ্ণি হয় আমারে—যেমন বৃন্দাবন ॥

যমুনাক্রপেতে বোধ হয় ত সাগরে ।

গোবর্দ্ধনরূপ ক্ষুরে নীলগিরিবরে ॥

এইমতে সূখে তথা করি নিবসন ।

প্রাতঃকালে করি মহাপ্রভুর দর্শন ॥

পশ্চাৎ আপন বাসে করি আগমন ।

জগন্নাথসেবাপ্রাপ্তি করি সত্বজন ॥

তার সিদ্ধিহেতু গুরুচরণাজ্ঞামতে ।

নিজমন্ত্রজপ নিত্য করি অবিরতে ॥

কতদিনপরে চক্রবর্তী নৃপবর ।

কালপ্রাপ্তে দেহত্যাগ করি ন সত্তর ॥

তার জ্যেষ্ঠপুত্র অতি বিরক্ত সন্তত ।

প্রভুর দর্শন বিনা অন্তে নহে সন্ত ॥

না করিল কোনমতে রাজ্য অধীকার ।

জ্যেষ্ঠগণ্ডে কনিষ্ঠের নাহি অধিকার ॥

এইহেতু নিয়মপূর্বক মন্ত্রগণ ।

জগন্নাথদেবস্থানে কৈল নিবেদন ॥

আজ্ঞা হৈল—গোবর্দ্ধনবাসী সাধুতর ।

এক গোপকুমার—আমার তত্ত্ববর ॥

মহারাজচিহ্ন দক্ষহস্তে চক্র হয় ।

দুইপদে পদ্মকোষ তাহার আদ্রয় ॥

তারে কর অভিব্যেক ত্বরায়ুক্ত হৈয়া ।

এত শুনি পরীক্ষিয়া গেল মোরে লৈয়া ॥

অভিব্যেক করিল আমারে নৃপাঙ্গনে !

সাক্ষিভৌমরাজ্য করিলেক সমর্পণে ॥

আমারে হইল যেই রাজ্য সমর্পিত ।

মহাপূজামহোৎসব হইল বর্দ্ধিত ॥

বিশেষত মহাযাত্রা দ্বাদশ প্রভুর ॥

বাড়াইলু অতিশয় করি যত্নপুর ॥

সর্বযাত্রা হইতে শুণ্ডিচাযাত্রা শ্রেষ্ঠ ।

পৃথিবীর যত সাধু জানিয়া সন্দেশ ॥

আসি প্রেমে উন্নত হইয়া যত নর ।

নৃত্য-গীত-আনন্দ করয়ে নিরন্তর ॥

রাজ্য আর রাজোপভোগিণ্য দ্রব্যচয় ।

প্রভুর পদাঙ্কে সমর্পিয়া সমুদয় ॥

যখন যে সেবা হয় ইচ্ছা আপনার ।

তখন করিয়ে সেবা সেই ত প্রকার ॥

নিজপ্রিয়তম-নিত্যাসেবকসহিত ।

কৌড়াকৌতুকাদি প্রভু করেন বিদিত ॥

নীলাক্রমে মৌনভাবে হয়েন কথন ।

নানামত বিনোদ কৌতুক আচরণ ॥

সেইসেই নীলা অনুসারি ভক্তগণ ।

প্রভুর আশ্রয়ভাবে সুকৌতুক-মন ॥

নীলাচলক্ষেত্রবাসী ভক্তগণ যত ।

প্রভুসহ কৌতুকাদি করয়ে যেমত ॥

সেই-সেই ভাবে হয় আনারো আশ্রয় ।

তাহাতে হৃদয়ে দুঃখ আমার জন্ময় ॥

আগন্তুক আমি—নহি সেবক বিরল ।

নীলাচলনাথে নাহি নিষ্ঠা ত নিশ্চল ॥

অতএব সে প্রসাদভাগী কিসে হব ? ।

তথাপি উৎকলবাসী ভক্ত যেইসব ।

ঐদের নর্থগোষ্ঠাদি সৌভাগ্য-ভাবনে ।

জন্মিয়া আশ্রয় হয়—তাছে দুঃখ মনে ॥

কিঞ্চ ‘শ্রীমথ-রান্য গোবর্দ্ধনধর !

বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীধিকামনোহর ।

বংশীধারী’ ইত্যাদিক নাম সংকীৰ্ত্তিত ।

স্তোত্র পৌরাণিক আর কবি-বিরচিত ॥

স্বরতালাদিকযোগে গীতা সব গান ।

মথুরাআরক প্রভু-অগ্রে গীতমান ॥

স্তনি মধুরাগমনে উৎকণ্ঠা বাচিয়া ।
 হইত অত্যন্ত উপতাপযুক্ত হিয়া ॥
 সাধুসঙ্গবলে গিয়া রাজীবলোচন ।
 দেখি সর্বশোক দূর হইত তখন ॥
 ইচ্ছা না হইত মন কুত্ৰাপি গমনে ।
 তথাপি সাত্বিকাসম্পর্কেতে মগ মনে ॥
 জগন্নাথদেবের দর্শনানন্দ যত ।
 সম্যক উদয় নাহি হয় পূর্বমত ॥
 যাত্ৰামহোৎসবে নিজেচ্ছায় নানামত ।
 পথসম্মার্জনাদি বিবিধ সেবা যত ॥
 রাজগণে আবৃত হইয়া সব করি ।
 তথাপি মানসে সুখ না হয় বিস্তরি ॥
 রাজার সন্তান আর পাত্রমিত্রগণে ।
 রাজ্যকার্য্যভার করিলাম সমর্পণে ॥
 পূর্বেতে ছিলাম উদাসীন যেহঁমত ।
 তেমত থাকিলুঁ রাজ্যে হইয়া বিরত ॥
 ততঃপরে রহঃস্থানে প্রথমে জপ করি ।
 প্রভুপদাজসমীপে সেবা ত আচরি ॥
 তথাপি রাজসম্বন্ধে যত সব নর ।
 করয়ে আমার প্রতি সম্মান-আদর ॥
 সেহেতু না পার্যা গ্রন্থ পূর্বতুল্য মনে ।
 তথায় থাকিতে হৈলুঁ বিরক্ত তখনে ॥
 তবে চিন্তে হৈল যাইবারে বৃন্দাবনে ।
 কিন্তু প্রভু-আজ্ঞা বিনা যাইব কেমনে ॥
 করিয়া চিন্তন মনে এমত প্রকারে ।
 গেলাম প্রভুর অগ্রে আজ্ঞা মাগিবারে ॥
 শ্রীমুখ দেখিয়া পূর্ব যত দুঃখ ছিল ।
 ব্রজে গমনেচ্ছা আদি সব বিস্মরিল ॥
 এইমতে সঙ্ঘৎসর হইল যাপন ।
 আইল তথায় মাথুরিক কতজন ॥
 তাহাদের বাচনিক করিলুঁ শ্রবণ ।
 মধুরা শ্রীবৃন্দাবন আর গোবর্ধন ॥
 গো গোপ-গোপিকা মুগ-পক্ষী-বৃন্দাদির ।
 বিশেষ বৃত্তান্তে মন হইল অস্থির ॥

শোক আর দুঃখে অতি হইয়া কাতর ।
 রাজিতে শয়ন করি আছি শয্যা'পর ॥
 জগন্নাথদেব পরদুঃখেতে কাতর ।
 আমারে করিলা আজ্ঞা অনুগ্রহপর— ॥
 হে গোপনন্দন ! স্তন বাকা সমীহিত ।
 ব্রজভূমিবাস তব হয় ত উচিত ॥
 এই ক্ষেত্রে আমার যেমত প্রিয় হয় ।
 জন্মভূমিহেতু শ্রীমধুরা প্রিয়চয় ॥
 নিবাস করিয়ে আমি যেমত এখায় ।
 সেইমত বৃন্দাবনে থাকি সর্বদায় ॥
 বিশেষ বাল্য পোষণ কৈশোর বয়সে ।
 নানা অনির্বচনীয় লীলা শ্রুনির্দেশ ॥
 নিরন্তর নানাবিধা লীলা নিয়মিতা ।
 তাহাতে শ্রীবৃন্দাবনভূমি বিঃখিতা ॥
 কি কারণে তুমি মতি হইয়া অস্থির ।
 অনুতাপ করিতেছ—যেমত অধীর ? ॥
 সেই বৃন্দাবনে তুমি করহ গমন ।
 নিশ্চয় আমার রূপ মদনমোহন ॥
 যথাকালে অবশ্য পাইবে দেখিবারে ।
 আর শোক কখনো না হইবে তোমারে ॥
 পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা এমত প্রকারে ।
 প্রাতঃকালে উঠি বসি আছি নিজাগারে ॥
 জগন্নাথদেবের পূজক বিপ্রগণ ।
 আজ্ঞামালা আনি যোরে কৈল সমর্পণ ॥
 সেই মালা কণ্ঠে বান্ধি—দেগি চক্রবর ।
 প্রণমিয়া প্রস্থান করিলুঁ ততঃপর ॥
 উৎকণ্ঠিত-মতি অতি করিয়া প্রয়াসে ।
 এই বৃন্দাবনে আইলাম সহতাশে ॥
 শ্রীগুরুপদারবিন্দ বন্দি সাবহিতে ।
 গাহার প্রসাদে পাই প্রেমরস চিতে ॥
 শ্রীজয়গোবিন্দদাস মাগে এই বরে— ।
 ভক্তিদান দেহ তব শ্রীচরণ'পরে ॥

ইতি শ্রীভাগবতস্মৃতে গোলোকমাহাত্ম্যখণ্ডে

বৈরাগ্যং নাম প্রথমোধ্যায়ঃ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীশ্রীরাধামদনমোচনো জয়তাম্ ।

দ্বিতীয় আদি মাধ্যম্যঃ স্বর্গাদিনাঃ বথোত্তরম্ ।

সমাপ্তেঃ ৫ বহির্দৃষ্টস্তথা ভক্তৈঃ ৫ মুক্তিতঃ । ০ ।

জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুণদাম ।
জয় নিত্যানন্দ রৌহিণী বলধাম ॥
জয়জয়দৈতচক্রে প্রাণমিবে পায় ।
শ্রীচৈতন্যগুণ পাই যাহার কপায় ॥
জয় রূপ সনাতন—বন্দিয়ে চরণ ।
শ্রীমকৌরাজের কায়বুহু দুইজন ॥
জয় গৌরপ্রিয়বর্ণ সাধুভক্তগণ ।
সীহাদের কপায় পাই গৌরাক্ষচরণ ॥
তবে গোপকুমার কহয়ে বিবরণ— ।
হে মাধুরশেষ্ঠ বিপ্র । শুনহ কখন ॥
যমুনায় বিশ্রামঘাটেতে করি স্নান ।
বৃন্দাবনমধ্যে তবে করিলু প্রয়াণ ॥
বৃন্দাবন, যমুনাপুলিন, তালবন ।
ভাণ্ডীরগহন, যধুবন, মহাবন ॥
রাধাকুণ্ড, শ্রামকুণ্ড, গিবি গোবর্দ্ধন ।
ইচ্ছামত সর্বস্থলে করিয়ে ভ্রমণ ॥
করিয়া গোরস-পান আমি কদাচিত ।
পূর্ববকুগণের হইয়া অলঙ্কিত ॥
নিজ জপনীয় মন্ত্র করিয়া ভজন ।
করলাম সুখে কতদিবস যাপন ॥
এই বৃন্দাবনে নিত্য সন্নিহিত হরি ।
নিরন্তর রাধাসহ ফিরেন বিচরি ॥
কিছু সে-সময়ে কৃষ্ণকৃপা নাহি ছিল ।
বিশেষ ব্রজের তত্ত্ব তাহে না জানিল ॥
সেইহেতু শুল্কমত দেখি বৃন্দাবন ।
পুরুষোত্তমক্ষেত্র মনে হইল অরণ ॥
ভগবাদে দর্শনের উৎকর্ষা জন্মিল ।
পুনর্বার ওড়দেশে প্রস্থান করিল ॥
পথে সজাতীয়ে দেখিলাম ততক্ষণ ।
স্বর্গাচারপরায়ণ কত দ্বিজগণ ॥
বিচিত্র শাস্ত্রের বিজ্ঞ সেই সবজন ।
করিলু তাদের মুখে আশ্চর্য্য শ্রবণ— ॥
আছে উদ্ধে অস্তরীক্ষে—স্বর্গ-নামে দেশ ।
দেবভাগ্যের বাসস্থান সবিশেষ ॥
বাতাস-উপরে আছে যে সব বিমান ।
তাহে শোভাযুক্ত—ভয় ছুঃখ বর্জমান ॥

জরা-শোক-যোগ-মরণাদি দোষ যত
তাহাতে রহিত—মহাশুভময় তত ॥
ভূমণ্ডলে পুণ্যকর্ষ উত্তম যে করে ।
সেইজন স্বখবাস করে স্বর্গপরে ॥
শ্রীধামনন্দেবের যে জ্যেষ্ঠ সহোদর ।
স্বর্গের হয়েন রাজা—সেই পুরন্দর ॥
যত্নাপিহ বিলস্বর্গ—বৃক্ষ শোভাজাল ।
সুতলে আছেন বিষ্ণু বলি-দায়পাল ॥
সপ্তম-পাতালেতে আছেন শেষরাজ ।
বিতলেতে বর্তমান শ্রীকপিলরাজ ॥
রাবণের মদধ্বংসী দাসীক অন্তলে ।
কুন্দ-আদি দেবগণে শোভিত নিশ্চলে ॥
ভূমিস্বর্গে সপ্তদ্বীপ নববর্ষ আর ।
সপ্তসিন্ধু নদনদী অনেক বিস্তার ॥
বিচিত্ররূপেতে কৃষ্ণপুঞ্জর উৎসব ।
নানাস্থানে নানামতে শ্রীবিগ্রহ সব ॥
তাহে শোভমান ভূমিস্বর্গ অতিশয় ।
তথাপিহ উদ্ভূতর দেবস্বর্গ হয় ॥
বিল-ভূমি-স্বর্গ হৈতে হয় ত বিশিষ্ট ।
দুইর উপরে যেন মুকুট গরিষ্ট ॥
যাহাতে শ্রীজগদীশ অদ্বিতিনন্দন ।
ইন্দ্রের উপরে ইন্দ্র আছেন বামন ॥
'উপেন্দ্র' তাঁহার খ্যাতি সেইহেতু হয় ।
অদ্বুত তাঁহার বাস্তা বিলক্ষণোদয় ॥
গরুড়ের উপরি করিয়া আরোহণ ।
ইতরূপে ক্রীড়ারূপে করেন ভ্রমণ ॥
অসুরসকলেরে করেন বিনাশন ।
মনোহরতর লীলা আর যে বচন ॥
তাহে দেবগণে স্রব দেন নিরন্তর ।
নিজব্রাহ্মতায় ইন্দ্র করেন পূজন ॥
এত শুনি মনোরথ তাহার দর্শনে ।
হইলাম তাহে অতি ব্যাকুলিত মনে ।
স্বর্গে শীঘ্র উপেন্দ্রের দর্শন-কারণ ।
সকলপূর্বক করি স্বয়ংজপন ॥
স্বল্পকালে বিমানে করিয়া আরোহণ ।
হর্ষে স্বর্গপুরে আমি করিলু গমন ॥

পূর্বে গজাভীরে—নরপতির আগারে ।
 প্রতিষ্ঠা ষাঁহার দেখিলাম তথাকারে ॥
 সেই বিষ্ণু—সৌন্দর্য্যামাধুর্য্য অতিশয় ।
 চতুর্ভুজ—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মচয় ॥
 শ্রামকান্তি—বহুতর ভূষণে ভূষিত ।
 চতুর্দিকে দেবতাগণেতে আবরিত ॥
 নিবিড় সচ্চন্দনমুখি মহাশয় ।
 কুচির গরুড়শঙ্ক-সিংহাসনে হয় ॥
 নায়ক বোণায় গান মধুরমধুর ।
 তাঁহারে সম্মান প্রভু করেন প্রচুর ॥
 পাইতে উচিত যাহা—পাইয়া তথায় ।
 দেখিলাম—অভিলাষ দেখিতে ষাঁহায় ॥
 দূরে হৈতে পুনঃপুন দণ্ডের সমান ।
 করিলাম প্রণাম হইয়া ভক্তিমান ॥

তবে অমুগ্রহ যোরে করি শ্রীবামনে ।
 নিকটে আহ্বান কৈলা সুপ্রিয়বচনে— ॥
 ভালভাল আগমন করিলা এখানে ।
 হে গোপনন্দন ! এথা মম সন্নিবানে ॥
 দণ্ডতুলা প্রণাম তোমার ব্যর্থ হয় ।
 গৌরব দেখিয়া মম না বীর্য্য ভয় ॥
 করিলেন বিষ্ণু আজ্ঞা ইন্দ্রের উপর—
 আন গোপকুমারের করিয়া আদর ॥
 আজ্ঞা-অমুসারে ইন্দ্র করিয়া প্রেরণ ।
 দেবগণে আনাইলা আনারে তখন ॥
 অগ্রেতে সাদরে যত্নে বসাল্যা আসনে ।
 করাইলা অমৃতাদিভ্রব্যেতে ভোজন ॥
 নন্দনবনেতে বাস দিলেন আমার ।
 মনে অভিশয় হয় পাইলাল তাৎ ॥
 দেখিলাম—কোন ভয় নাহিক তথায় ।
 শোক রোগ মৃত্যু মানি পাণ্ডা জরা ভয় ॥
 স্পর্শাদি কতক দোষ যে আছে নিহিত ।
 তাহা আমি গণনা না করিয়ে কিঞ্চিৎ ॥
 যেহেতু শ্রীজগদীশ্বরের সন্দর্শনে ।
 অনির্ব্বচনীয় সুখ করিলু ভঞ্জে ॥
 ভ্রাতা আর ঈশ্বর শরণ হৈছা জানি ।
 স্নেহ আর গৌরব আদর বহু আমি ॥
 সুধা-পারিজাত-আদি ভ্রব্যে পুরন্দর ।
 পূজন করেন নিত্য শ্রীযুক্ত ঈশ্বর ॥
 করিতাম মনে হৈছা আমি নিরন্তর—
 অহো ভাগ্যবান—ধনুধনু পুরন্দর ॥
 যারে শ্রীবামন-দেব করিয়া সাধন ।
 স্তব উপদ্রব করি সুদূরীকরণ ॥

করিলেন ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য অর্পণে ।
 তাহা পায়্যা দেবরাজ অতি হর্ষ মনে ॥
 এই ভগবানে অতি সন্তোষিতমনে ।
 দিয়া উপচারচয়ে করেন পূজনে ॥
 স্বয়ং শ্রীবামনদেব হৈয়া তুষ্টমন ।
 গ্রহণ করেন হস্ত করি প্রাসারণ ॥
 এইমত ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্য্য বভব ।
 হইবেক আমার সম্পদ আদি সব ॥
 তাহে শ্রীবামনদেব সাদরে পুজিব ।
 যেহেতে লক্ষ্মীশ তাহা গ্রহণ করিব ॥
 এইমত কৃপা কি করিবে ভগবান ?
 এইরূপ কামনা করিয়া অমুমান ॥
 করিয়া সঙ্কল্প—ইষ্টমন্ত্র আপনার ।
 ধারিক্যা তথায় জপ কারি অমুবার ॥

এক মুনবরের প্রয়াগে ইন্দ্ররাজ ।
 গোপনে দৃশিয়া তারে পাইলেন লাজ ॥
 শাপভয়ে পদ্বের মৃগাল-মধ্যে গিয়া ।
 লুকাইত থাকিলেন গোপিত হইয়া ॥
 দেবতাসকলে করি বহু অশেষণ ।
 ইন্দ্রের না পাইলেন কুত্রাপি দর্শন ॥
 অরাজকহেতু অমুগ্রাহ্য উৎপাতে ।
 ত্রিলোকের মধ্যে হৈল অনেক ব্যাঘাতে ॥
 পরে শ্রীউপেন্দ্রমহাশয়ের আজ্ঞায় ।
 শচী-অদিতি-আদির অমুমতি তায় ॥
 দেবগণ শ্রীশঙ্কর আজ্ঞা-অমুসারে ।
 ইন্দ্রভ্যন্তে অভিযুক্ত করিল আমারে ॥
 ইন্দ্রকে পাইলু পদ—তথাপি আমার ।
 নহু্যদি মত নাহি হৈল অহঙ্কার ॥
 শচী, অদিতি, শ্রীশঙ্ক, আর বিপ্রগণে ।
 করিতাম আমি নিত্য পূজা-সম্মাননে ॥
 নববিধ বিবুভক্তি ত্রিলোকভিতর ।
 সযত্নেতে প্রবর্ত্তন করি নিরন্তর ॥
 স্বর্গরাজ্য পাইয়াও ভক্তির প্রভাবে ।
 থাকিলাম পূর্ব্বমত অকিঞ্চনভাবে ॥
 নিরন্তর বাস করি নন্দনাথ্য বনে ।
 নিজ জপ ত্যাগ নাহি করি কদাচনে ॥
 বাহ্যসিদ্ধ হৈলে ত্যাগ করিলে সাধন ।
 হয় অকৃতজ্ঞ—এহেতু সে জপন ॥
 শ্রীমদনগোপালের করিয়া স্মরণ ।
 তাঁর ক্রীড়ামাধুর্য্যান্তে সদা মগ্ন মন ॥
 সেইহেতু এই ব্রজভূমি কদাচন ।
 শক্ত নাহি হইলাম হেতে বিস্মরণ ॥

ব্রহ্মের বিচ্ছেদ শোক-দুঃখ অতিশয় ॥
 অমৃত্যু করি শুদ্ধবদনতা হয় ॥
 শ্রীযুক্ত জগদীশ্বর তাহা ত দেখিয়া ।
 আশা প্রতি বারম্বার কৃপা প্রকাশিয়া ॥
 করপদ্মস্পর্শ—আর অমৃতবচন ।
 নানামত কহিয়া করেন সন্তোষণ ॥
 জ্যেষ্ঠভ্রাতৃসম্বন্ধের যেই আচরণ ।
 গৌরবাধি ব্যবহার হয় ত করণ ॥
 সেইমত করি মম তোষের কারণ ।
 মদন্ত সামগ্রী লৈয়া করেন ভোজন ॥
 তাহে ব্রজবিরহজ-দুঃখ-বিস্মরণ ।
 অপূর্বপ্রকারে তাঁর করিয়া পূজন ॥
 শ্রেষ্ঠভাবে শ্রীবামনে কনিষ্ঠের স্নায় ।
 যতপূর্ব করিতাম লালন তাঁহায় ॥
 এইমতে স্বাস্থ্যচিন্ত করিয়া আশায় ।
 নিরুদ্বেগে বৈকুণ্ঠান্তে গেলেন কোথায় ॥
 লক্ষ্মীর সহিত হইলেন অন্তর্দান ।
 নিরন্তর নাহি পাই দর্শনবিধান ॥
 তাঁর অদর্শনে হয় শোক অতিশয় ।
 তাহাতে মনেতে হয় সর্বদা আশয় ॥
 পৃথিবীতে আসি—নীলাচলে জগদ্রাথ ।
 বলরাম সুভদ্রা শ্রীলক্ষ্মীদেবী সাথ ॥
 দেখিবারে ইচ্ছা আমি করি মনোমনে ।
 তাহাতে দুঃখিত চিন্ত হয় সর্বক্ষণে ॥
 মধোমধো প্রাদুর্ভব হৈয়া শ্রীবামন ।
 কৃপা প্রকাশিয়া পূজা করেন গ্রহণ ॥
 তাহে সর্ব মনঃপাড়া বিনাশিত হয় ।
 পুনঃপ্রাপ্তীচ্ছায় বিরহজদুঃখক্ষয় ॥
 এমতপ্রকারে স্বর্গে নিবাস করিয়া ।
 ত্রিলোকপালনাদি ইচ্ছা আচরিয়া ॥
 দেবদানে গণনেকে এক সম্বৎসর ।
 গন্ত হৈল তপাকারে আঁত সুখভর ॥
 অকস্মাৎ ভৃগু-আদি মহাঋষিগণ ।
 মহামৌনিক হৈতে করিতেছেন গমন ॥
 পৃথিবীতে গঙ্গাদিক তীর্থ যে রয়েন ।
 মহাপাতকির স্পর্শে মালিন্য হয়েন ॥
 তাঁহাদিগে পাদস্পর্শে পবিত্রীকরিতে ।
 কৃপা করি গমন করেন পৃথিবীতে ॥
 গতিক্রমে স্বর্গে হইলেন উপস্থিত ।
 দোষিয়া সকলে হৈলা সঙ্গমাবিত ॥
 সর্ব-দেব-ঋষিগণ গুহর সহিত ।
 অভ্যর্থন করি বসাইলেন ঐরিত ॥

শ্রীব্রহ্মাণ্ডদেব বিষ্ণু ঈদ্রিগে আদর ।
 করেন, তাঁদ্রিগে দেখি চমৎকারভর ॥
 নূতন আগত আমি মহাঋষিগণে ।
 নাহি জানি কিবা দেবঋষি কোন জনে ॥
 বিষ্ণুসেবানন্দে হৃত আগার অন্তর ।
 কোনদিগে নাহি ছিল সন্ধান বিস্তর ॥
 সেহেতু প্রথমে আমি পূজিতে নারিল ।
 পরে গুরু-আদি-মুখে শুনিয়া পূজিল ॥
 স্তম্ভাশীর্ষাদে তাঁরা করি অভিনন্দন ।
 যথাসুখে করিলেন পৃথিবীতে গমন ॥
 তাঁহাদের মহিমা শুনিতে হৈল চিত ।
 কিন্তু বিষ্ণু-অগ্রে অস্ত বার্তা অগৃহিত ॥
 পরে শ্রীউপেন্দ্র হইলেন অন্তর্দান ।
 দেবগণে প্রশ্ন তবে করিলু আখ্যান— ॥
 মনুষ্যালোকের পূজ্য হন দেবগণ ।
 দেবতার পূজ্য ইহারা বা কোন জন ? ॥
 মহাতেজোময় নিবসেন কোন স্থানে ? ।
 কীদৃশ মহাশক্তি ?—কহ বিশেষ আখ্যানে
 মনেতে হইল এই মানস-বিধান— ।
 ইহাদের বাসস্থান হৈলে পরে জ্ঞান ॥
 তথাকার পূজ্য যেই শ্রীঈশ্বরবর ।
 ব্রহ্মনার্থে তাঁহার করিব যত্নভর ॥
 কিন্তু মম প্রশ্নবাক্য করিয়া শ্রবণ ।
 সাহসিক মহা-অভিমানী দেবগণ ॥
 মৎসরতাবৃত্ত-চিন্ত হইলা তখন ।
 পরের উৎকর্ষ-বাক্যে নিজাপকর্ষণ ॥
 বৃত্তান্ত না কহিলেন লজ্জায়ুক্ত চিতে ।
 তবে গুরু কৃপা করি লাগিলা কহিতে— ॥
 স্বর্গোপরি মহলোক বিভ্রমণ বয় ।
 ত্রিলোকবিনাশে তার নাশ নাহি হয় ॥
 বিষ্ণুজির অধিকারিগণের সে স্থান ।
 ব্রহ্মার আয়ুঃপয়ান্ত থাকে বিভ্রমণ ॥
 স্বর্গের প্রাপক পুণ্য হইতে অধিক ।
 যাগ-যোগ শুদ্ধকর্ম যেই সশুদ্ধিক ॥
 করয়ে, তাহার প্রাপ্য সেই লোক হয় ।
 ভূমিস্বর্গ হৈতে স্থান অতি সুগময় ॥
 সকল পৃথিবীর রাজ্যসুখ হৈতে হয় ।
 কোটিগুণে অধিক—ইন্দ্রভূবসুখত্ব ॥
 তাহা হৈতে কোটিগুণে সুখ সেশ্বরের ।
 প্রজাপতি-ভৃগু-আদি মহাঋষিগণের ॥
 সেই সুখে মহলোকে সদা নিবসেন ।
 কোথাও কোনকারণে গমন করেন ॥

সাক্ষাৎ যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা যজ্ঞেশ্বর ।
 তথাকারে স্থানেস্থানে প্রকটিততর ।
 সেই ত প্রভুর ভৃগু-আদি মুনিগণ ।
 মহামহাযজ্ঞে নিত্য করেন পূজন ॥
 এতেক গুরু উক্ত শুনিয়া বচন ।
 হইল ইন্দ্রতপদে বরাক্ত তখন ॥
 মনুষ্যালোকের পূজ্য হন দেবগণ ।
 তাহাদের পূজা—ভৃগু-আদি ঋষিজন ॥
 তাঁহারা পূজেন যেহঁ মহা প্রভুবরে ।
 তাঁরে দেখিবারে ইচ্ছা হইল অন্তরে ॥
 মন্তো পূজ্যমান বিষ্ণু হইতে স্বর্গোতে ।
 মধুর বৈভব দেখিলাম প্রত্যক্ষোতে ॥
 স্বর্গে পূজ্যমান বিষ্ণু চৈতে এইমত ।
 মহলোকে থাকিবে মহাশয় বিশেষত ॥
 তথায় যাইয়া দেখিবারে যোগ্য হয়ে ।
 আরভিলুঁ জপ এই স্তব্ধনিশ্চয়ে ॥
 অচিরকালেতে তবে চাচিয়া বিনানে ।
 উপস্থিত হৈলুঁ উক্ত মহলৌকস্থানে ॥
 তাবত শ্রীভৃগু-আদি ঋষিগণ যত ।
 তীর্থ হৈতে চইলেন ভবনে আগত ॥
 ভৃগুর আশ্রমে তবে কারয়া গমন ।
 অপরূপ মহলৌকে কারলুঁ দর্শন ॥
 স্বর্গ মর্ত্য-পাতালেতে যেহঁ সুখ নাই ।
 সেই সুখ বৈভব-ভজন তথা পাই ॥
 হইলে ব্রহ্মার রাত্রি ত্রিলোকের নাশে ।
 তথাকার সুখাদির না হয় উদাশে ॥
 স্পর্শাদিরহিত-হেতু অধঃস্ফারণ ।
 আছয়ে, এমত সুখ-বৈভব-ভজন ॥
 সেইসব নিবচন করা নাই যায় ।
 এমত ভজন-সুখ বৈভব তথায় ॥
 ভৃগু-আদি মহাঋষিগণ ভক্তিপর ।
 মহাযজ্ঞ সহস্রশঃ করেন বিস্তর ॥
 যজ্ঞাগ্নিমধ্যেতে প্রভু হইলা যিত ।
 যজ্ঞেশ্বর যজ্ঞভাগভোক্তা ক্রীড়ান্বিত ॥
 বিরাজিত যজ্ঞাগ্নি হৈতে তেজোময় ।
 যজ্ঞমূর্ত্তি—রবিবকোটি জ্বলি তেজস্বয় ॥
 জগতের মনোহারি-সুন্দরকার ।
 হস্ত প্রসারিয়া চক্ৰ লগেন তথায় ॥
 সঙ্কট হইয়া প্রিয়তর বরণণে ।
 প্রদান করেন সে যাজ্ঞক-বপ্ৰগণে ॥
 তাহার দর্শনে হৈল সঙ্গম বিস্তর ।
 হর্ষে নমস্কার করিলাম ততঃপর ॥

যজ্ঞেশ্বর আমাপ্রতি হৈয়া দয়াবান্ ।
 মিষ্টবাক্যে করিলেন নিকটে আহ্বান ॥
 আপন উচ্ছ্রষ্ট মহাপ্রসাদ আমারে ।
 স্বহস্তে দি'য়েন প্রভু করুণা-প্রচারে ॥
 তাহাতে পরমানন্দ অপূর্ব পাইল ।
 ত্রিভুবনমধ্যে য'হা না অমুভবিল ॥
 প্রভুর করুণা অতিশয়ের কারণ ।
 সংগিদ্ধ হইল মম অশেষ বাঞ্ছন ॥
 দয়ালু-মহর্ষিগণ সহ বাস করি ।
 মহলৌকে স্থানেস্থানে ভ্রমণ আচরি ॥
 প্রায়ুক্ত জগদীশ্বর করিয়া দর্শন ।
 কৃতার্থের পারপাক মানিল তখন ॥
 নিবাস করিয়ে সদা আনন্দসংবৃত ।
 কহিলেন ভৃগু-আদি মহর্ষি প্রত্যুত— ॥
 গোরক্ষক বৈশ্বপুত্র ! শুনহ বিষয় ।
 মহলৌকস্বভাবোতে বিপত্ত জন্ময় ॥
 আমরা দিতেছি হইবে বিপ্রভূ তোমার ।
 অতি শীঘ্র তাহা তুমি কবহ স্বীকার ॥
 মহর্ষিসকলমধ্যে হৈয়' একজন ,
 আমাদের সঙ্গে করি যজ্ঞ-আচরণ ॥
 কর তুমি এই জগদীশ্বরের পূজন ।
 যারে দেখিবারে তব বাঞ্ছা সর্বক্ষণ ॥
 এতেক শুনিয়া চিন্তে করিলাম সার— ।
 বৈশ্বকূপে মহাসুখ হইবে আমার ॥
 যজ্ঞেশ্বররূপি জগদীশ্বরের সেবন ।
 তাঁর ভক্ত এ বিপ্রগণের উপাসন ॥
 বৈশ্বকূপে যেমত হবে—ব্রাহ্মণভে নয় ।
 অতএব বৈশ্বকূপ আমার শ্রেয়ো হয় ॥
 সদৃগুরু উদ্দেশ্যে মম মনবর ।
 সৎফল যাহার দেখিতেছি বহুতর ॥
 হেন মন্ত্ররূপে মান্য হইবে আমার ।
 এ বিপ্রগণের সহ ত্রৈক্য হৈলে আর ॥
 এ বিপ্রগণের নিষ্ঠা যেন যজ্ঞে সার ।
 হইবেক তেমতি আমার ব্যবহার ॥
 তাহে আবশ্যক নিজমন্ত্রের জপনে ।
 শৈথিল্য হইবে মম, সেই ত কারণে ॥
 এ বিচারে বিপ্রভূ না করি অস্বীকার ।
 করিলাম তাঁহাদিগে সম্মত ইহার ॥
 স্বতোজাত পুরোক্ত সকল সুখতরে ।
 বাস করিলাম সেই মহলৌক'পরে ॥
 স্পর্শা-মৎসরতা-কাম-ক্রোধাদিক ঘোষ ।
 শত্রু হৈতে পরাজয়, শোক, দেহশেষ ॥

তিনলোক-শাশে পতননিশ্চয়-ভয় ।
 কিছু নাহি তথাকারে বিস্তারন হয় ।
 যজ্ঞেশ্বর শ্রীতে যজ্ঞ-উৎসব ব্যতীত ।
 সেইলোকে অস্ত্র কর্তৃক নাহিক ক্রিয়িত ॥
 কিন্তু যজ্ঞসমাপন হৈলে সেসময় ।
 প্রভু অন্তর্ধান হন—তাহে হুঃপ চয় ॥
 পুনর্যজ্ঞান্তবে প্রভু হৈলো পাতকুত ।
 স্মর্য হয়, কিন্তু থাকে মন হুঃপ ॥
 সত্য জ্যোতা স্বাপর কলি—এ চকুটী ॥
 যুগের-সংশয়-মানে—ব্রাহ্মা দিন হয় ॥
 মহলোকে সেইমত নিবস-গণন ॥
 ব্রহ্মার দিনান্তে হয় ত্রিলোকনাশন ॥
 তাহাতে উত্তাপ মহলোকে চয় জ্ঞান ।
 সেইকালে জনলোকে কৃত্ত আদি যান ॥
 ব্রহ্মণীও জ্ঞান হৈল যজ্ঞ নিবারণ ॥
 জনলোকে যজ্ঞেশ্বর হয় অশ্বর্ষন ॥
 সর্গধর্মমুখ্যায়িত ত্রিলোক দহয় ।
 তাহা হৈতে সেই হুঃপ দহে অতিশয় ॥
 সেইহেতু অক্ষয়বটের ছায়াধিতে ॥
 ক্ষেত্র শ্রীপুরুষাত্ম্য আসিবা স্বরিতে ॥
 শ্রী কৃষ্ণ শ্রীজগন্নাথ করিবে চর্চন ॥
 এই মনে অতিক্রি হব স কন— ॥
 মহলোকে থাকিতেই সমস্তরূপনে ।
 এই শ্রীমদুভয় হইয়া ত মন ॥
 নীলাচলপাতা-প্রয় বনাসের স্থান ।
 মাধুর্য শ্রীমদুভয় মনোহরস্থান ॥
 তাহার দর্শন-ইচ্ছা হইয়া আনার ।
 পূর্ণমত শোক মনে জন্ময়ে অপার ॥
 যজ্ঞপী শ্রীভগবান্ দয়ার নিধান ।
 প্রভুভূত আশা হৈতে হৈয়া পূজ্যমান ॥
 শ্রীঈশ্বারা আমায়ে ত করিয়া আহ্বান ।
 মম দত্ত ভোগদ্রব্য কৃপা করি যান ॥
 তবে ত আমায় সঙ্গহঃখনাশ হয়ে ।
 যেন অন্ধকার ক্ষয় পায় সুখাদয়ে ॥
 দিবান্তে প্রভুর সন্দর্শন পূজ্যৎসব ।
 তাহার করুণা সৎ কার অমৃত ॥
 কুর্য্যাপ গমনে শক্তি ইচ্ছাও না হয়ে ।
 রাজিতেও যজ্ঞেশ্বর পূজ্য দাবয় ॥
 আশাক্রম বজ্জুতে হইয়া বন্ধ-মন ।
 কোথাও গমনে শি না হয় ভবন ॥
 মহলোকে জনলোকে—দুই ত সমান ।
 ক্রিয়িত বিশেষ যাত্র হইল আখ্যান— ॥

ত্রিলোকবহনে তাপ মহলোকে হয় ।
 জনলোকেপরি সেই তাপ নাহি বয় ॥
 তাহা অনুভবনাম রাগে তথা গিয়া ।
 পুনর্দিনে মহলোকে থাকিলু অ'গিয়া ॥
 সেইস্থলে একদিন এক দিগম্বর ।
 মহন্তেজঃপুঙ্করূপময় কলেবর ॥
 পঞ্চ স্তম্ভসংসারের বালক-সমান ।
 কতজন-সঙ্গে উল্লসিতে উপস্থান ॥
 মহাশ্ববিগণ যজ্ঞকর্ম ত্যাগ করি ।
 শুক্লিত উট্টিয়া প্রণমিলেন অ'দরি ॥
 যজ্ঞেশ্বরভূত ঈশ্বাদিতে পূজিলেন ।
 তাঁরা ধ্যাননিষ্ঠ—বাক্য নাহি কহিলেন ॥
 যথা-অভিলাষ তাঁরা করিলে গমন ।
 মহর্ষিগণেও করিলাম জিজ্ঞাসন— ॥
 কোথায় থাকেন, বা হইলেন কোন্ জন ? ॥
 তেজঃপুঙ্ক—বয়ঃকম বালক যোশন ॥
 দেবতার পুত্র আপনারা মহাশয় ।
 প্রত্যক্ষ শ্রীযজ্ঞেশ্বর পুঙ্ক নিশ্চয় ॥
 যজ্ঞেশ্বরপূজ্যকার্য করিয়া তাজন ।
 আপনারা কিকারণে করিয়া পূজন ? ॥
 মহাশ্ববিগণ তবে কহেন বিস্তার— ॥
 নাম 'সনৎকুমার' সে হয় ত ঈশ্বর ॥
 আমরা-সকল যেই ব্রহ্মার নন্দন ।
 আমাদর মখে জ্যোত্সবন্তম হন ॥
 অ'দ্বারাম আপুসাম সেইসবজন ।
 তাহাদের আত্মাচার্য্য মার্গপ্রদর্শন ॥
 সুঠো-ঈশ্বরভূত্যা-ঈশ্বরতথার ।
 সূর্যের সমান তেজঃপুঙ্ককলেবর ॥
 ইহার উপরে আছে যেই জনলোক ।
 তাহার উপরি আছে—নাম 'তপোলোক' ॥
 এই সনৎকুমার থাকেন সেইঠাই ।
 সনক সন্দ্ব সনাতন—তিন তাই ॥
 সহ নিবসেন, আরো তুল্য আপনায় ।
 যোগীশ্বর-করি হারি অস্ত্রীক আর ॥
 প্রবুদ্ধ পিঙ্গলানয় প্রভূতি তথার ।
 বৃহদব্রতধর যোগীশ্বর যাহা পার— ॥
 উল্লসিতগণযোগ্য স্মর্য যত্র হয় ।
 নিরন্তর যজ্ঞ যাহাতে নিবসয় ॥
 মহর্জনলোকে প্রজাপতিগণ যত ।
 তাঁদের অনুভব স্মর্য যেইমত ॥
 তাহা হৈতে কোটিগুণে সুখাদিক হয় ।
 সেই তপোলোকে নিরন্তর ক্ষেম রয় ॥

এই সনৎকুমার পরমভাগবত ।
 পরমেশ্বরের অবতার অভিমত ।
 অতএব বিষ্ণুর যেমত পূজা হয় ।
 সেইমত পূজিবারে সদা যোগ্যাশ্রয় ॥
 আবশ্যক নিজ কৃত্য করিয়া ত্যজন ।
 গৃহস্থের মত যোগ্য করিতে পূজন ॥
 এতেক শুনিয়া করিলাম আ ম মনে— ।

তথায় আশ্চর্য্য সুখ হয় বা কেমনে ? ॥
 ইহার সমান বা আছেন কতজন ? ।
 ইহাদের পূজ্য বিষ্ণু কৌদূৰ্ণ বা হন ? ॥
 এত চিন্তি সেইসব-দর্শন-আশায় ।
 ধ্যাননিষ্ঠ হৈয়া জপ করিলাম তায় ॥
 পরম তেজস্বী আমি হৈয়া সেকারণ ।
 সেই তপোলোকে শীঘ্র করিঁ গমন ।
 দেখিলাম—শ্রীমান্ সনক সনন্দন ।
 আর সনৎকুমার, চতুর্থ সনাতন ॥
 তাঁহাদের তুল্য তপোলোকে যতজন ।
 মান্তমান অত্যন্ত করেন আচরণ ॥
 সুখে ইষ্টগোষ্ঠী তাঁরা করেন বিস্তার ।
 আমাদের বোধগম্য না হয় সাহার ॥
 অতএব বিবেচিয়া বৃক্ষ সমুদায় ।
 মুক্তি-ভক্তি-আদি জ্ঞান নাহিক তথায় ॥

যতপিহ তপোলোকে সনকাদি চারি ।
 হয়েন নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিবেশধারী ।
 ব্যক্ত ভগবানের যে হয় ত লক্ষণ ।
 পরমেশ্বরকে চতুর্ভুজাদি গণন ॥
 নাহি অসাধারণ, তথাপি সন্মর্শনে ।
 মহামোদ জমিল আমার স্বতো মনে ॥
 তপোলোকে দর্শনে আনন্দ হৈল যত ।
 মহলোকে তাঁরে দেখি না হইল তত ॥
 সেই তপোলোকের মাধ্যম্যে ইহা হয় ।
 দেশ-কাল-অধিকারী সর্বত্র যোগ্য ॥

ততঃপর ধ্যাননিষ্ঠ সেই ঋষিগণ ।
 করিলেন নিজনিজস্থানেতে গমন ॥
 কোথায় আছেন বিষ্ণু করিয়া ভাবন ।
 জিজ্ঞাসিতে অবসর না পায়্যা তখন ॥
 করিলাম সেইলোকে সর্বত্র ভ্রমণ ।
 ইতস্তত কোনস্থানে নহিল দর্শন ॥
 তবে মহামুনিগণে করিঁ জিজ্ঞাসা— ।
 'কোথায় শ্রীজগদীশ—কহ সত্য ভাষা ? ॥'
 করিলাম অগ্রে বহু প্রণাম-স্ববন ।
 তথাপি না করিলেন তাঁরা আলোচন ॥

প্রায় সবে নিরন্তর সমাধিতে রত ।
 উদ্ধরেতা—নৈষ্ঠিক করেন সদা ব্রত ॥
 পূর্ণকায় অনন্তে করেন সবে রতি ।
 সেবে অণিমানি-সিদ্ধিগণ মুক্তিমতী ॥
 ভগবদর্শন-আশা স্নুমহতী যেই ।
 তথায় ফলিতা না হইল মম সেই ॥
 কিন্তু আত্মারামগণ-সঙ্গ-স্বভাবেতে ।
 সেই আশা হৈল মম বিরামভায়েতে ॥
 তথাপি সেস্থানে আয়ি কৈনু নিবসন ।
 তাঁদের প্রভাবসব-দর্শন-কারণ ॥
 গৌরব করিয়া নিজস্বরূপ বচন ।
 আর তার সাদরকল হৈয়াছে দর্শন ॥
 এইহেতু নিজমন্ত্রজপ না ত্যজিয়া ।
 থাকি, কিন্তু পূর্বতুল্য প্রীতি না করিয়া ॥
 স্থানের স্বভাবহেতু হইল সে জ্ঞাত ।
 চিন্তের প্রায়সত্যর অনিন্দসম্পাত ॥
 সেকারণে সম্পন্ন অধিক জপ করি ।
 বিষ্ণুদর্শনেচ্ছা মম বাঢ়িল বিস্তরি ॥
 জগদ্রাধদেব নীলাচলে বিরাজিত ।
 তাঁর দর্শনেচ্ছা সদা হয় ত নিশ্চিত ॥
 এমত ব্রহ্মীয়া নবযোগেন্দ্রপ্রধান ।
 ঋষভদেবের পুত্র মহামতিমান ॥
 করিয়া করুণা কিছু আমারে তখন ।
 কহিতে লাগিল পিপলায়ন বচন— ॥
 প্রাজাপত্যমুখ-কোটিলম্ব সুখচর ।
 সম্পদহেতুক শ্রেষ্ঠ এই স্থান হয় ॥
 উদ্ধরেতা-যোগীন্দ্রগণের এই স্থান ।
 ছাড়িয়া অন্তর কেনে বাতো ইচ্ছাবান্ ? ॥
 নেত্রাদির অগেচর সে পরমেশ্বর ।
 দেখিবারে তাঁরে কেনে ভ্রম' নিরন্তর ? ॥
 সমাধিতে স্তব কর আপনায় মন ।
 অনায়াসে পাইবে সে তাঁহার দর্শন ॥
 যেমত দর্পণ আত করিলে মার্জন ।
 সুখে প্রীতিবিষে মুখ হয় নিরীকণ ॥
 অস্তবাহ সদা সর্বত্র সাক্ষাতকার ।
 দেখিবে, ভ্রমণ, বিখ্যা কর অনবার ॥
 পরমাশ্রা বাসুদেব—চিন্তে অধিজাতা ।
 বিগ্রহ সচ্চিদানন্দ—সর্বকলদাতা ॥
 নিতান্ত শোখিত চিন্তে অস্ত্র সুদয় ।
 পরব্রহ্মঘন হোষ্ট্রাভারিত হয় ॥
 চিন্তে ভগবান্ সৃষ্টি হইবে যখন ।
 না থাকিবে অন্তর্ভুক্ত তাহাতে কখন ॥

মুসিদ্ধ হইবে তবে মানসে দর্শন ।
নেত্রের দর্শন হৈতে অতি প্রশোভন ॥
মনের হইলে সুখ—আপনা হইতে ।
সর্কেজিয়গণ সুখ পায় সুবিহিতে ॥
চক্ষুঃপ্রবণাদির যে-সব বৃত্তি হয় ।
মনোবৃত্তি-মধ্যবর্তী সে-সব নিশ্চয় ॥
ইজিয়গণের বৃত্তি হয় যে-সকল ।
মনোবৃত্তি বিনা তাহা নিতান্ত নিফল ॥
যতপি ইজিয়গণ করয়ে বাসনা ।
চিন্তবৃত্তি বিনা তাহা বিফল কামনা ॥
ভক্তবাৎসল্যহেতুক যদি কদাচিত ।
হয়েন চক্ষুর প্রভু গোচর বিহিত ॥
সেই জ্ঞানদৃষ্টি-দ্বারা দর্শন নিশ্চয় ।
পরিচ্ছিন্নেজিয়ে তাঁর গ্রহণ না হয় ॥
'চক্ষু-দ্বারা করিলাম প্রভুর দর্শন ।'
এই অতিমান মাত্র করে জীবজন ॥
তাঁহার করুণাশক্তি অত্যন্ত প্রবর ॥

তথাহি—

নৃকঃ কৰোতি বাচালঃ পঙ্ক্ জজ্বরতে গিবিম্ ॥৩৭॥

তাহে যদি হন চক্ষুঃগোচর ॥
তথাপি দর্শনানন্দ হৃদয়ে জন্ময় ।
যাহে সুবক্তৃঃবজ্রস্থান হৃদি হয় ॥
নেত্র জ্ঞানেজিয়,—দর্শনজ সুখ তার ।
কিন্তু সে পর্য্যবসান মনোমধ্যে পায় ॥
যেমত নুপের মহাপাত্র যেই নয় ।
দ্রব্যবিশেষের উপযুক্ত সে প্রবর ॥
সেইমত সব সুখ গ্রহণে উচিত ।
মহাপাত্র হন 'মন'—জানিহ নিশ্চিত ॥
'মন পরিচ্ছিন্ন,—সুখ কিমতে বিস্তর ?'
ইহা যদি বহু, তার স্তনহ উত্তর— ॥
ত্রিবিধুর প্রগল্ভতা হইলে উন্নয় ।
যত পরিমাণ সুখ বিবর্তিত হয় ॥
স্বল্পরূপে আত্মার আকার-হেতু মন ।
তত পরিমাণে বাঢ়িবারে শক্ত হন ॥
অস্তর্যেতে ধ্যানযোগে দেখিলে প্রভুরে
সাক্ষাৎ-দর্শন-তুল্য করুণা প্রচুরে ॥
করেন তাহার প্রতি বিশেষপ্রকার ।
পদ্মযোনি ব্রহ্মা হন প্রমাণ ইহার ॥
নাতিপদ্মমধ্যে ব্রহ্মা জন্মিয়া সঘর ।
আজ্ঞামতে করিলেন সমাধি বিস্তর ॥

পরিতুষ্ট হৈয়া তবে দেব ভগবান্ ।
দিয়া নিজ দর্শন—করিল। বরদান ॥
সাক্ষাৎ-দর্শনে ভক্তগণ সুখী হয় ।
কংস-দুষ্যোধনাদির ভয় দোষচয় ॥
শ্রীনন্দনন্দন-মুখচন্দ্রের দর্শনে ।
নন্দাদির প্রেমরস হইল বর্ধনে ॥
সেই রত্নমধ্যে কংস করে আলোকন ।
ভয়-ক্রোধ তাপে পূর্ণ হৈল তার মন ॥
কোরবশতায় কৃষ্ণ করিয়া দর্শন ।
ভীষ্ম-বিদুরাদি হৈলা অতি সন্তোষণ ॥
সেই-কুরুবংশ-জাত রাজা দুষ্যোধন ।
হৃদয়ের তাপে পূর্ণ হইল তখন ॥
শ্রীমদ্রায়ণ-রূপ—যুক্ত শোভাচয় ।
ঘনীভূত-পরম-আনন্দ-পূর্ণময় ॥
সর্কেজিয়গণে শুণে করেন রঞ্জন ।
এমত আশ্চর্য্য রূপ করিয়া দর্শন ॥
নধুকৈটভাদি যত দুরাচ্যাগণের ।
অপগত না হইল দুষ্টতা মনের ॥
সে দুষ্টতা সকল যে পীড়ার আকর !
আর সর্বজগতের হয় পীড়াকর ॥
শ্রীমদ্রায়ণদেব পরম দৈবর ।
দুর্ভিতক্যঅত্যন্ত-বিচিত্র শক্তির ॥
আনন্দস্বভাব ভক্তে করিতে হর্ষিত ।
আর দেবাবারে ভক্তিমাহাত্ম্য নিশ্চিত ॥
দুর্ঘট যে কার্য্য—নাহি বটে কদাচন ।
তাহাও কয়েন প্রভু নিশ্চয় কখন ॥
নববিধা ভক্তি যেই হয় ত প্রধান ।
কীত্তনাচ্ছে চাহি সদা মনের প্রদান ॥
সকল-ইজিয়শ্রেষ্ঠ হয় যেই 'মন' ।
তার বৃত্তি সমর্পণে কহিয়ে 'স্মরণ' ॥
অতএব সর্বভক্তিমধ্যেতে 'স্মরণ' ।
শ্রেষ্ঠতম,—ইহাতে নাহিক সংশয়ন ॥
জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি অন্তরঙ্গ সে সাধন ।
তাচা হৈতে অন্তরঙ্গ—প্রেমভক্তি হন ॥
সমাহিত হৈল মন—সেই প্রেমভক্তি ।
রুচি-অমুসারে নরে পায় অভিব্যক্তি ॥
পদার্থ প্রেম-সংজ্ঞক—অতি সুখময় ।
অশেষ সাধন-দ্বারা সাধ্যবস্ত হয় ॥
চতুর্ভুজ হৈতে শ্রেষ্ঠ—বিষ্ণু-উপাসন ।
তার ফলরূপ-হেতু অধিক সে হন ॥
ভগবানে বশীকারকরণে সমর্থ ।
অদ্বিতীয় সুগাঢ় উপায় এই-অর্থ ॥

তাঁর মুখ্য প্রসঙ্গ তা হৈতে লাভ হয় ।
 তত্ত্বজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ মহানির্মলময় ।
 বিচিত্র পরমানন্দগুণে যে মাধুর্য্য ।
 অতিক্রম্যেতে তার পূর্ণিতে প্রাচুর্য্য ।
 পরিচ্ছিন্নরহিত মহৎ অনীকীচ ।
 'মহাত্মা'—পবন-রূপেই বিবাচ্য ।
 চিত্তের বৃত্তির পরিণাম'বশে হোতে ।
 সেই প্রথম প্রকাশিত হয় উদয়েতে ॥
 ইহাতে তাৎপর্য্য হৈল—মন-সম্মানে
 সর্বত্র দর্শন পায় শ্রীল ভগবানে ॥
 মন সম্মান যদি মানহ হৃদয় ।
 নেত্রেই সাফল্যকামে দর্শনকলা কর ॥
 তবে ত ভারতবর্ষে যাহ সেইস্থান ।
 আমাদের ঈশ্বর রূপে রাজমান ॥
 গুরুমাননপক্ষেই শ্রীমদ্রাণী ॥
 নরসম্মানে তত্র করহ দর্শন ॥
 আনন্দাসকলে সমাধিতে পদায়ণ ।
 অস্তরে-বাহ্যেতে তাঁরে করিয়ে দর্শন ॥
 অতএব বিজ্ঞানের দুঃখ নাহি হয় ।
 এইতহু তথা গেলা প্রভু মহানন্দ ॥
 ধর্ম্মবিদ্যাগুরু কোন গুমুগুত কর ।
 ব্রহ্মচারিবশ—মস্তকেতে ভট্টাধর ॥
 লোকসকলেরে তপশ্চর্যা শিক্ষা দাবে ।
 করেন তথায় মহা তপস্কা-আচারে ॥
 এতক শুনিয়া গুরুমাননে যাইতে
 হইলাম উজ্জ্বল অমিত তপস্বিতে ॥
 তবে সনকাদি মহাঋষি চারিজন ।
 'তাঁরে দেখ এখানে' কহিয়া এতজন ॥
 শ্রীল ভগবানের মূর্তির বহুরূপ ।
 আমাদের দর্শন করাইলেন স্বরূপ ॥
 একজন হৈলা নারায়ণ,—অন্য নর
 কেহ হৈলা উপেন্দ্র বিষ্ণুব মূর্তিদর ॥
 মহর্লোকে যজ্ঞেশ্বর যে কৈলু দর্শন ।
 কেহ সেই রূপ তথা করিলা ধারণ ॥
 ব্রহ্মহ-বামন-আদি বহু অবতার ।
 হইলেন এম্ব ক্রমে সেন্সব আকার ॥
 এত দেখি হইলাম ভয়ে কম্পমান ।
 প্রণমিয়া করযোড়ে ক'হলু বিতান — ॥
 দ্রুত অপরাধ আমি করিলাম হৈতে ।
 হে দীনবৎসল-সব ! দয়াকর করিবে ॥
 মন মস্তকেতে স্পর্শ করিলা কৃপায় ।
 চিত্তের একাগ্রতা সমাধি পাখ্যা তায় ॥

স্বর্ণাদিতে দৃষ্ট ভগবানের বহুরূপ ।
 সমাধিতে দেখিলাম সংকীর্ণ স্বরূপ ॥
 বহির্দৃষ্টে সমাধিভঙ্গেতে কদাচিত ।
 ধ্যানবেগে সম্মোহে দেখিয়ে প্রত্যক্ষিত ॥
 সমাধিতে আর বিষ্ণু দর্শন-বিধে ।
 শ্রুতি মম ভূপে নিষ্ঠা অতো হৈল মনে ॥
 ভূপের কাল্পিতে মনে করিতে অরণ্য ।
 মনে হৈয়া এই নিভাস্ত্রয় কৃপাবন ॥
 এই ব্রহ্মভূমিব মাধুর্য্য উপলব্ধি ।
 আমার মানস অতি হইল ব্যাকুল ॥
 সর্কেন্দ্রিয়বৃত্তি লোপ—সমাধির দশা ।
 কদাচিত নিঃশব্দ করয়ে বিবশা ॥
 তাহা হৈতে হয় মম ভূপে অস্ত্রায় ।
 আর বিষ্ণুবাদি দর্শন বিব্রত তায় ॥
 তাহে আমি বিলাপ করিয়ে অবিরত— ।
 'অহো মন কি নৌলভ্য উপদ্রব যত' ॥
 তাহাতে কামনা মম হয় নিরন্তরে ।
 নীলাচলে জগন্নাথ চৈত্রিয়ার তরে ॥
 এত দেখি ব্রহ্মসিংহলে অসংখ্যে ।
 ভিক্ষাসিল সে বৃত্তান্ত মায়া-অচারে ॥
 শোকের সাহিত দশা সকল কহিল ।
 শুনি সনকাদি সবে মোরে পলংসিল— ॥
 আশ্চর্য্য হইল এতমত সে হইল ।
 পরমলভ্য দশা দিলু আশ্রয় ॥
 আমি তাঁহাদের ভাব না করিলু জ্ঞান ।
 কেবল নিশ্চয় দুঃখ হয় অনুমান ॥
 অভ্যাসভেতে দেখি বাহিরে-অস্তরে ।
 প্রত্যক্ষ পূর্ণোক্ত রূপ শ্রীজগদীশ্বরে ॥
 কদাচিত সনকাদি ধ্যানপরায়ণ ।
 ভাব অনুরূপ রূপ করেন ধারণ ॥
 চিত্তাভিনিবেশে সদা করিয়া চিহ্নন ।
 সেই-সেই স্বরূপ হইলেন ততক্ষণ ॥

তথাহি (ভাঃ ৭।১।২৭)—

কীটঃ পেশস্ততা ক্রমঃ কৃচায়াং তমুশ্বতঃ ।
 সংস্কৃতভাষাণে বিকৃতে তৎস্বরূপত্বম্ ॥ ১ ॥
 সেইসব রূপ আমি করিয়া দর্শন ।
 পরম-আহ্লাদযুক্ত হইলাম মন ॥
 সেকরূপ দর্শনের রহিত কালে প্রায় ।
 বিস্ময় নহিত পুন দর্শন-অপায় ॥
 এইরূপে চিরদিনে শব্দেতে তথায় ।
 থাকিলাম, কোনদিন দুঃখ মনে তায় ॥

একদিন চতুর্দশ রূপ করি চিতে ।

পুঙ্খবীণে স্বভক্তগণেরে দেহিতে ॥

পমন করিয়াছিল হৃৎস-আবোহণে ।

সেই তপোলোকে করিলেন অ'গমনে ॥

সেই বৃদ্ধ—পরম গীর্ষ্য তে সম্পন্ন ।

দেখি সনকাদি সঙ্গে হইল' প্রসন্ন ॥

ভক্তিতে হইয়া সকলকে নম্রমান ।

সম্মুখে প্রণমি পূজিলা সবিধান ॥

আশীর্বাদে সকলগে করিয়া বর্জন ।

স্নেহেতে আশ্রয় শিরে করিলা তখন ॥

বিস্তৃতক্লিষ্টহৃদা শিক্ষায়া বাদসার ।

পুঙ্খবীণেতে সঙ্গ করিলা প্রসার ॥

না জানিয়া আমি দাঁত তত্ব-নিবরণ ।

সনকাদি সব্বারে করি' জিজ্ঞাসন ॥

বিশেষে হাসিয়া তাঁরা কহিলা বন—

করিয়াছ এককাল এণা আগমন ॥

পরম প্রসিদ্ধ হন এই মহাশয় ।

ওহে গোপবালক ! না জানহ বিষয় ? ॥

প্রজাপতি ভৃগু-আদি যতক আছেন ।

তাঁহাদের পাসক জনক দেহয়েন ॥

এইচ আমাদে' পিতা—বিশ্বকৃষ্ণকাব্যী ।

পরমেশী—শ্রেয়ত্তম পর-আশ্রয়ী ॥

অমৃত—শ্রীনিবুনাতিপদ্মোত্তে জনন ।

জগতের করেন পালন সংচারণ ॥

বেদ-প্রবক্তনে ধর্ম শিক্ষার শাসন ।

করেন বৃষ্টিা দর্শনে জগত-পালন ॥

সর্ব লোক—আব এই লোকের উপরি ।

বৈসেন সত্য-খালোকে এইচ নিরতরি ॥

শতজগৎকৃত শুদ্ধ বসন্তের বলে ।

সেইলোক-লাভ হয় মানব বিরলে ॥

সেই লোকে বৈকুণ্ঠ-নাগেতে লোক হয় ।

যাহাতে সহস্রাধা সেই মহাশয় ॥

শ্রীমুক্ত জগদীশ্বর অনির্কটনীয় ।

সদা মহাপুরুষ প'কেন শোভনীয় ॥

তাঁর পূজ্যত্বা ব্রহ্ম — ধরিয়ে অরণ ।

কিছু ভেদজ্ঞান কিছু না জানি করণ ॥

লীলায় ব্রহ্মাই তথা ধরি দুই মূর্তি ।

বিদ্যাজেন আম'দের মত এই ক্ষুণ্ণ ॥

এত শুনি আমি সেই লোকে যাইবারে ।

আর সেই মহাপুরুষেরে শেখবারে ॥

জপ করি তপোলোকে হইয়া নির্বৈঠ ।

সমাধিতে অন্তর্দান করি সমাবিষ্ট ॥

মুহূর্ত-অন্তরে চক্ষু করি উন্মীলন ।

আপনারে ব্রহ্মলোকে গৈলু' অ'লোকন ॥

শ্রীমুক্ত জগদীশ্বরবর যে তাঁহানে ।

কহিলাম দর্শন আমিহ তথাবারে ॥

শ্রীমত সহস্র ভূক্ত শীর্ণ পর আর ।

নীল-মেঘ-আভা—বু ২ প্রমাণ আকার ॥

অম্ব অমুরূপ বিভ্রমণে ত অ'ধার ।

তেজোনিধি—নাতি হৈতে কমল উখিত ॥

অনন্তদেবের ভেগে করিয়া শয়ন ।

অভিরাম আশ্রয়ভনের চক্ষু মন ॥

বরেন শ্রীচক্ষুচোদ্য পদ সম্বলন ।

বহ্মাভালি গরুড়ে কনেন আলোকন ॥

আপন ভৈরবে বিধি ভক্তগুণ-মন ।

শৌনঃপুত্রা সযুক্তে বরেন পূজন ॥

শ্রীকরকমলম্পর্শ করিয়া তাঁহারে ।

করিছেন লালন স্মৃতিত প্রকারে ॥

নারদের ত্রণসংযুক্ত নৃশাণ্ডিতে ।

হর্ষাবিত হইয়া তাহাতে দর্শিতে ॥

নিভর্তাক্ষগণ—বেদার্থের ভূতসার ।

কমলাসনেও প্রভু কাঁড়িয়া নিস্তার ॥

মহা বৈষ্ণবভূক্ত আতি অল্পববে ।

উপদেশ দেন প্রভু অত স্নেহভরে ॥

আলয়গণেরে শ্রেষ্ঠ নিজ সশোভিত ।

তাঁর মধ্যে লীলাক্রমে প্রভু বিবাজিত ॥

ভক্তপরে ব্রহ্মা স্থান সেই ভূতসার ।

প্রমোদাম্পদে হৈয়া বিকশ আকার ॥

অল্পে অল্পে কহি তাঁ'র অমুখোদয় ।

চরণবন্দন বহু করেন সন্মান ॥

এতেক দর্শন করি প্রমোদসংগেতে ।

চেতনব্রহ্ম হৈয়া পাণ্ডু অগেতে ॥

দেখিয়া শ্রীচক্ষু অগ্রে করি আগমন ।

নিজ শিশু-ভায় বহু কাঁড়িয়া লালন ॥

করম্পর্শাদিতে সচেতন করলেন ।

আপন ভক্তের পার্শ্বে তবে আনিলেন ॥

মুহূর্ত-ভগবানে কাঁড়িয়া দর্শনে ।

প্রণমিয়া কহিলাম তবে নিজমনে—

অম্বা পালো নিজাভিলাষের অস্তা স্থল ।

দ্বিধ হৈয়া হর্ষ ভূমি—হৃৎ ত নিশ্চল ॥

সত্যলোক-নামে শ্রেষ্ঠ লয় এই স্থান ।

নারী-শোক-ক্রোধ দুঃখহীন—শোভমান ॥

পরম বিভূত আর পরম আনন্দে ।

বাস্য, আর পূজা বরেন জগতের বৃন্দে ॥

ওহে মন! জগদীশে উচিত যাদৃশ।
 এই স্থানে সুপ্রকাশ আছেন তাদৃশ।
 আকৃতি-সৌন্দর্য্য-গুণ বৈভবাদি যেই।
 নানা মহেশ্বর সীমা প্রাপ্ত বাস্তব সেই।
 চৈতন্যপ্রাপ্ত-লালনাদিরূপ সব।
 শ্রীলক্ষ্মীদেবীর স্নেহ কর অনুভব।
 তপোলোকাদিতে দেখিয়াছ যেই দিশ।
 তাহে বিলম্ব—নেত্রে দেখ জগদীশ।
 মাথুর শ্রীকৃষ্ণ-ভূমির বিরহ।
 ত্যজ শোক—নীলাচলে গম্যোচ্ছ। ত্যজহ।
 ব্রহ্মাধিকারপ্রাপ্তে ব্রহ্মার উপরে।
 জগদীশ্বরের যেন অনুগ্রহভরে।
 সেইমত লালন যদ্যপি ইচ্ছা কর।
 তবে ত আমার বাকা ওহে মন! ধর।
 সেই মহাপুরুষের আদিষ্ট মন্ত্রের।
 শক্তি-সারা ফলিবৎ—ইতে নাহি ক্ষের।
 নিদ্রালীলা অবলম্ব কৈলা প্রভু পরে।
 যদ্যপি চিদ্ব্যনুরূপে নিদ্রা দূরতরে।
 প্রভুর নাভিজলোক-পদ্মে ব্রহ্মা তবে।
 তদ্বারা সৃষ্টির বিধি শিক্ষা করি সবে।
 ব্রহ্মাণ্ডের চর্যা নিজাবস্থ প্রয়োজনে।
 তথা হৈতে বাহে ব্রহ্মা কৈলা আগমনে।
 আমি সে প্রভুর মহাভূত রূপসার।
 পরম মহত্ত্বতে প্রসিদ্ধ দেখি আর।
 নাভিপদ্মে চন্দ্র ভুবন জগত।
 সূক্ষ্মরূপে হেরিলাম একদা একতঃ।
 গুঢ়ভক্তিরহস্তের যেই উপদেশ।
 কহিলেন ভগবান্ ব্রহ্মারে বিশেষ।
 তাহা শুনি ব্রহ্মার যে প্রেমের প্রবাহ।
 দেখিয়া সুখেতে বাস করিঁলু তথাহ।
 সত্য ত্রেতা স্বাপর কাল—এ চারি গণি।
 তাহার সহস্রে দিন, তেমত রজনী।
 ব্রহ্মার দিবস রাত্রি এইমত হয়।
 প্রভাতে করেন সৃষ্টি, সন্ধ্যাকালে লয়।
 ব্রহ্মার দিনান্তে যবে তিন লোক নাশে।
 জন্ম হয় সব—একারণে ভালে।
 শেষোপরি ভগবান্ ব্রহ্মার সহিত।
 গমন করিয়া প্রভু থাকেন নিশ্চিত।
 জন-তপঃ-সত্যলোকবাসি-ঋষিগণ।
 বিচিত্র বাক্যে বিস্তার করেন শুবন।
 ব্রহ্মলোকপ্রভাবেতে আমি থাকি তথা।
 সেই মহা কৌতুক দেখিয়ে সুখ যথা।

অন্তর্ধান হইয়া যত্নপি ভগবান্।
 কদাচিত গমন করেন কোন স্থান।
 শোক হয় পুনঃ প্রভু কৈলে আগমন।
 মূলের সহিত ক্ষয় পায় ততক্ষণ।
 এইমতে ব্রহ্মার কতক দিন গত।
 প্রাতঃকালে একদিন ব্রহ্মা কৌতুকতঃ।
 মহাপ্রলয়ারণবেতে ফেনপুঞ্জজা।
 স্পর্শ করিলেন ব্রহ্মা তখনি সাক্ষাত।
 তাহে মহাবলী এক জন্মিল অমুর।
 ব্রহ্মারে মারিতে যায় সেই দুষ্ট ক্রুর।
 লুকাইলা ব্রহ্মা কোনস্থানে তার ভয়ে।
 ভগবান্ করিলেন সেই দৈত্য ক্ষয়ে।
 তবু ভয়ে বিধি না করিলা আগমন।
 ব্রহ্মতে আমারে প্রভু কৈলা নিয়োজন।
 আমি ভগবানের ভক্তির বুদ্ধিহেতু।
 সৃজিলাম বৈষ্ণবসকল ধর্ম্মসেতু।
 তবে ত সর্ব্বত্রেতে বৈষ্ণবসবাকারে।
 করিলাম নিবৃত্ত সকল অধিকারে।
 অশ্বমেধ-আদি মহাযজ্ঞে ইতস্ততঃ।
 জগদীশ্বরের পূজা করিয়ে সম্মত।
 সমুহ অহ্লাব আর চিন্তাসম্বোধনে।
 করিলাম ব্রহ্মাণ্ডসকল প্রপূরণে।
 মুক্তিধর বেদ যজ্ঞ আগম পুরাণ।
 ইতিহাস তীর্থ মহাঋষিগণাখ্যান।
 ব্রহ্মজ্ঞানিগণ বহু শুব মম করে।
 তাহে মহা মন্ত্রতায় ব্যাপ্ত কলেবরে।
 সর্ব্ব হৈতে মহত্তম ব্রহ্মাধিকার।
 হৈল সে পরমৈশ্বর্য্য যত্নপি আমার।
 নিজ অকিঞ্চনতা না ত্যজি কদাচন।
 তথাপি ব্রহ্মার যেই করণীয়াগণ।
 তদ্রূপ-সমুদ্র যেই অনন্ত গভীর।
 তাহার তরঙ্গে মগ্ন হইলু অস্থির।
 তদমুগ্ধদ্বন্দ্বিতাতে ব্যাভুল হৈল মন।
 পূর্ব্বমত ভক্তিসুখ না হয় প্রাপণ।
 দ্বিপদার্থ আয়ু নিজ করিলে শ্রবণ।
 কাল হৈতে ভয়াতুর হয় নিজ মন।
 নিজমুগ্ধ জপি যদি নাশিবারে ভয়।
 এই ব্রহ্মভূমির বিরহে দুঃখ হয়।
 শ্রীযুক্ত জগদীশ্বর পুত্রের সমান।
 করেন লালন মম মহা-সুখ-দান।
 তাহা অনুভব করি আগার নিশ্চয়।
 চন্দের বৈকল্যাতা সকল নাশ হয়।

শ্রীবৃহত্তাগবতামৃত

পিতৃবৃদ্ধে করিতাম আমি যে সেবন ।
অত্যন্ত নৈকট্য তাহে হইয়া কারণ ॥
কদাপিহ অপরাধ জন্ময়ে আমার ।
কেমন করি'ল তুপা প্রভৃ দোষভার ॥
তথাপি অন্তরে হয় মহোদ্বৈগভার ।
মহালক্ষ্মীদেবী করি তুপা ত প্রচার ॥
জননীসমান মেহ করেন প্রকাশ ।
তাহে হৃষ্ট হইয়া কৈমু চিরকাল বাস ॥

একদিন মুক্তিপ্ৰাপ্ত দেখি কোন জনে ।
সত্যলোকবাশি-সবে করে প্রশংসনে ॥
আমি তাহা শুনি মানি পরম অদ্ভুত ।
জিজ্ঞাসিনু—‘কিবা মুক্ত, বহু ত প্রস্তুত ?’
‘মুক্তি অতি উৎকর্ষ—দুলভতরবর ।’
তাহাদের মুখে আমি হইয়া গোচর ॥
সর্বজ্ঞসকলকে সে মুক্তিপ্ৰাপ্তীচ্ছায় ।
প্রশ্ন করিলাম মুক্তি-সাধন-উপায় ॥
বহু উপনিষৎ শ্রুতি শ্রুতি সে কহয়— ।
‘অব্যয়জ্ঞানেতে মুক্তি সাধা স্নিগ্ধয়’ ॥

বিষ্ণুভক্তিপ্রবর্তনে চতুর পুরাণ ।
পঞ্চরাত্র্যাদি আগম হৈয়া একতান ॥
অশ্বোত্তম-গাভীয়া-সহিত তবে কন— ।
‘মোক জ্ঞানসাধ্য’ যেই কহিলা বচন ॥
সত্য, কিন্তু সেই অতিশয় দুঃখসাধ্য ।
বিষ্ণুভক্তিদ্বারা তাহা সুখে হয় বাধ্য ॥
কিছা সেহ ভক্তি যদি নিষ্ঠামে নিঃসঙ্গে ;
অমুষ্ঠে, তবে মোক সুলভ প্রসঙ্গে ॥
কোন-কোন শ্রুতি শ্রুতি ধর্মশাস্ত্রগণ ;
বিষ্ণুপন্থা হাদের তাৎপর্য্যবচন ॥
উক্ত বাক্যে করিলেন তাহার সন্মতি ॥
অর্থাভ্যাংপর্য্যবৃত্তো ভক্তি: সুসিদ্ধ্যতি ॥

যথা পাণ্ডে (শ্রীবৃহত্তাগবতামৃত ২।২।১৪৮ টীকা)
অপত্য্য ত্রিবিং দারা হারা হর্ষা হয়া গজা : ।
সুখানি বর্গমোকৌ চ ন দূরে ত্রিভুক্তিত: ।
ন দূরে ভবক্তি, অপি তু নিকটএব,

ইতি তাৎপর্য্যোক্তি: ॥

এতক শুনিয়া তবে হৈয়া ক্রোধভর ।
মহোপনিষদ বিষ্ণুমায়াভ্যাতংপর ॥
আপনার অমুদর্ভা আগম পুরাণ— ।
সহিতে কহিতে তবে লাগিলা আখ্যান— ।
কেবল শ্রীবিষ্ণুভক্তি করিল সাধন ।
মোক হয় সুলভ—এ সুবক্ত বচন ॥

যথা বৃহন্নারদীয়ে (ঐ ২।২।১৪৯ টীকা)—
ধর্মার্থকামমোক্ষার্থা: পুরুষার্থা বিজ্ঞোত্তমা: ।
ত্রিভুক্তিপরাণাং বৈ সম্প্রজ্ঞান্তে ন সংশয়: ॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চ ভগবৎস্তোত্রো (ঐ)—
ধর্মার্থকামৈ: কিং তত্র মুক্তি স্তত্র করে হিতা ।
সমস্তজগতাং মূলে যত্র ভক্তি: স্থিরা স্থয়ী-ইতি

কোন উপনিষদগণ বিষ্ণুভক্তিপর ।
পরম রহস্যরূপ স্মৃৎসংভতর ॥
কোন-কোন গৃহ মহাগমের সহিত ।
সাধন-সিদ্ধান্ত তন্ত্র বৈষ্ণব নিশ্চিত ॥
ভাগবত-আদি মহাপুরাণসংহিত ।
এঁহারা সকলে ঈশ্বর হাসিলেন অতি— ॥
পরম আশ্রয় বিষ্ণুমায়া বৈভব ।
ব্যক্ত তত্ত্ব সর্বজ্ঞেরো নচে অমুভব ॥
যেই শ্রীভক্তির হয় মহিমা অপার ।
মুক্তিদাত্ত্ব মায়াব্যা জানিতেছে সার ॥
অতএব অসদৃশ এই সব হয় ।
ইহাদের সহিত কখন যোগ্য নয় ॥
আর ভক্তিতত্ত্ব সুরহস্ত কখন ।
যোগ্য নহে সভামধ্যে তার নিরূপণ ॥
এতক বিচার তাঁরা করি মনে-মন ।
মৌনে রাহিলেন কিছু না কহি কখন ॥
‘মোকের সুসিদ্ধি বিষ্ণুমন্ত্রের জপনে ।
হয় কি না হয়’—এই সংশয়-বচনে ॥
কোন বেদ ধর্মশাস্ত্র পুরাণেতিহাস ।
সহিত বিবাদ আগমাদিতে বিকাশ ॥
উৎকট হইল তাহে বচনাবচন ।
কলহ লাগিল দুই দলেতে তখন ॥
উপরোক্ত সন্দেহ না সহিতে পারিয়া ।
শ্রীমত্তাগবতাদিক স্বরায় উঠিয়া ॥
গৃঢ়োপনিষদ-সহ কর্ণ আচ্ছাদিয়া ।
সভা হৈতে বাহিরেতে গেলেন চলিয়া ॥
তবে মহাপুরাণোপনিষদের গণ ।
ব্যাখ্যাবরূপে করিলেন বিচারণ— ॥
‘বিষ্ণুমন্ত্র-জপমাত্রে মোক হয় সিদ্ধ ।’
সুপ্রকৃপে এই পক্ষ হইল সুসিদ্ধ ॥
আগমগণের তাহে হইল সে জয় ।
তাহা মন্ত্রজপের মম প্রিয় হয় ॥
তবে আমি ঈশ্বাক্সগাভীর্থ্যের তাব ।
গৃঢ় অভিপ্রায় সব করি অমুভাব ॥

ভাগবত-সী. তসিদ্ধান্ত-আনিচয়ে ।
 সত্যমধো আনিসাম করি অতনয়ে ॥
 স্তবপাঠে বশীভূত ঐহাদিগে করি ।
 ভিজ্ঞাসিত সাদরেতে শুনিতে বিবরি— ॥
 দৈবজ্ঞাত্যে থাকি কেনে মৌনাবলম্বনে ।
 কর্ণ আচ্ছাদিয়া কেনে কারলে গমনে ॥
 মোক্ষের যাথার্থ্য তত্ত্ব কিবা নত হয় ? ।
 কৃপা করি কহ মোরে সব মহাশয় ॥
 এত শুনি সাত্বত-সিদ্ধান্ত-গমপন ।
 সহ স্পর্শনিরোধার্থ্য গুণোপনিষদ ॥
 আশাপ্রতি অতুগ্ৰহ তবে প্রকাশলা ।
 ভক্তিশাস্ত্রগণ পরে কহিতে লাগিল— ॥
 লঙ্কাক্ষাধিকার হে । ভিজ্ঞাসিলে বাহা ।
 মহানির্ঘ হইতেও মহাগোপ্য তাহা ।
 ব্রহ্মাণ্ডেও ইহা কহিবারে না যুগারে ।
 কহিব তোমার প্রাতি কিবা অতিপ্রায়ে ॥
 তব ভক্তনৃত্যাদি সঙ্গপুংসকরে ।
 চকল হইয়া কহি—শুন মহাশয়ে ॥
 বিষ্ণুভক্ত-সংসার আমরাসব হই ।
 মোক্ষনিরূপণ কথা আমরা না কই ॥
 জ্ঞাতি নিন্দি বিশেষেতে জ্ঞানের সহিত ।
 ত্যাগ করাইতে মোক্ষ করি নিরূপিত ॥
 বোনস্থানে মোক্ষের করিয়ে প্রবেশন ।
 শ্রবণ করে কহি তাহার কারণ— ॥
 প্রথমত মোক্ষের প্রশংসা করি চর ।
 এমত পরমোৎকৃষ্ট মোক্ষপুংস হয় ॥
 তাহা হৈতে কোটিপুণে মহা-সুখময় ।
 বিষ্ণুভক্তসুখ ইহা জানিবে নিশ্চয় ॥
 অজ্ঞানদর্শনাতাবে নহে নিরূপণ ।
 এ-হেতু মোক্ষের কিছু করিয়ে বর্ণন ॥
 মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকারী যে জন হইবে ।
 জ্ঞানের মতামুগারে ইহাও জানিবে ॥
 সাধ্যক্ষরূপে নাহি কহি সে কখন ।
 সুখগত মোক্ষেতে নাহিক যেকাণে ॥
 আরোগিতে রোগাভাব যেন সুখ হয় ।
 সুখপ্ৰাপ্তে নিদ্রাভাবদুঃখ নাহি হয় ॥
 সেইমত মোক্ষে সর্কশূন্যরূপময় ।
 জন্মমরণাদি দুঃখহীন সুখ হয় ॥
 কেবল অজ্ঞানসংক্রম হয় ত বাচক ।
 অনভিজ্ঞ সকলের সুরূচিকারক ॥
 তথাপি 'ভাঃসার' কিবা হয় ত সাধন ? ।
 ইহা যদি ভিজ্ঞাসহ, করহ শ্রবণ— ॥

ভগবদ্ভাষ্যের সেবা থাকুক তাহেত ।
 নামের আভাস—স্বপ্ন পরিত্যক্ত ॥
 যদি পরিহাসে অগ্ৰহনেন সঙ্কেতে ।
 একবার কোনমতে কঃসে মতে ।
 কিম্বা কোমনতে যদি কর্ণে প্রবেশয় ।
 অনায়াসে সেজনের মোক্ষ প্রাপ্ত হয় ॥

বধা বদন্তক (ভাঃ ৬'৪ ২৪)—

বিকৃত পুত্রমণ্যান্ বদন্তমিশোহপি,
 নারায়ণেতি শ্রিয়মাণ ইয়ায় মুক্তম্ ॥ ইতি ॥

এ মুক্তিকে মুক্তিবৎপ্রাপ্তি যত জন ।
 'পরম পুণ্যার্থ' বল করেন গণন ॥
 কিন্তু চাতুর্যাত-ভিন্ন কৈলে বিচারণ ।
 মনোহর হয়—কত এ অবধারণ ॥
 মোক্ষের প্রবেশ্য যেই বৈদ-পরাধেত ।
 হয় ত প্রমাণ সেই মোক্ষমাধ্যমোত্তে ॥
 একবিংশতিপ্রকার দুঃখের বিনাশ ।
 নৈয়ায়িকমতে মোক্ষ হয় ত প্রকাশ ॥

তদুক্তং নৈয়ায়িকৈঃ (বৃঃ ভাঃ ১২।১৩১ টীকা)—
 আত্মস্তিকী হুংনিবৃত্তিমুক্তিরিত্যাদি ॥

কর্ম আর অবিত্যার ক্ষয়—'মোক্ষ' হয় ।
 কোন বৈদান্তিক দেশ্যের মতে কয় ॥
 মায়া দ্বারা কৃত যেই অজ্ঞা বরূপ ।
 সংসারিত্ব কিবা তার ভেদ অরূপ ॥
 ত্যজি অজ্ঞাহরূপ ব্রহ্মহুত্ব যেই ।
 বিবর্তবাদি বৈদান্তি-মুখ্যমত সেই ॥

বধা দ্বিতীয়ক (ভাঃ ২।১৩১)—

মুক্তিহিমাশ্রয়াক্ষণং স্বরূপেণ ব্যবহৃত্যতি ॥

তাতে অজ্ঞা পক্ষরয়ে মোক্ষের বিস্তার — ।
 দুঃখাভাব, তাহার কারণাভাব আর ॥
 তাহা-পর মতে সিদ্ধ হৈল এই মত ।
 সুখ নাই মোক্ষে ইহা বুল হৈয়া রত ॥
 আত্ম-রূপামৃতবে দুঃখ সুখ হয় ।
 বিবর্তবাদির মতে এই ত সাধয় ॥
 জীব যার স্বরূপ সচ্চিদানন্দবন ।
 স্বয়ংভগবান্ সর্কেশ্বরেরম্বর হন ॥
 ঐহার পরাবাবন্দ হৈলে অতুগ্ৰহ ।
 ভক্তসুখসাগর যে লাভ হয় সব ॥

তদপেক্ষা যোক্ষেতে অত্যন্ত সুখ হয় ।
 দুঃখাতাব কেবল যোক্ষেতে সুনিশ্চয় ।
 যদি কহ—ব্রহ্ম ‘পরিক্ষেদশূন্য’ কর ।
 তদন্তুতবে অপরিচ্ছিন্ন সুখ হয় ? ।
 তাহার উত্তর কহি, করহ শ্রবণ— ।
 তদ্ব পরমায়া তদ্ববস্তা যেই হন ।
 তাঁহাকেই ‘ব্রহ্ম’ বলে তদ্ববেত্তা জন ।
 কারুণ্যাদিগুণহীন সেই ব্রহ্ম হন ।
 নিরন্তর ভক্তজনসঙ্গাদিরহিত ।
 চিত্তার্দ্ভতা-আদি নাহি বিকার কচিত ।
 বিচিত্রে-শ্রীমুক্তি-বৈভবাদি-বিরহিত ।
 বিচিত্রে-মধুর-লীলা-হীন যে নিশ্চিত ।
 এবং ভগবন্তাভাবে অমৃততবে তাঁর ।
 সুখো সেইমত অল্প হয় ত প্রচার ।

যত্বপি বলহ—সাত্ত্ব সুখ অমৃততবে ।
 হইবেক কি প্রকারে ? শুন কহি তবে ।
 ভগবন্তুক্তিতে হয় সম্পন্ন তাহার ।
 সেই বাক্য কহি শুন করিয়া বিস্তার ।
 সাক্ষাত পরমব্রহ্ম ভগবান্ স্খিহ ।
 সর্বজীব-অন্তর্যামী পরমায়া স্খিহ ।
 ব্রহ্মাদিরো নিরন্তর শ্রীবৈকুণ্ঠাধিষ্ঠাতা ।
 পরম পরমেশ্বর সর্বকলনাতা ।
 সুখন সচ্চিদানন্দ শ্রীবিগ্রহমুর্তি ।
 অচিন্ত্য আচর্য্য মহিমাগরপূর্তি ।
 সগুণস্ব-অগুণস্ব-আদি বিরোধার্থ ।
 তাঁহাতে প্রবেশে যেন সমুদ্রে প্রবাহ ।
 নিঃসঙ্গি-সঙ্গিত্ব নির্বিকার সবিকার ।
 নিরীহস্ব দেহাবস্তা নির্বিশেষ আর ।
 বিশেষস্ব-আদি যত বিরোধ বিশেষ ।
 তাঁহাতে সকল যাই করয়ে প্রবেশ ।
 ব্রহ্মস্বহেতুক নিগুণস্বাদি সকল ।
 তাঁহাতে বৈসয়ে বৃদ্ধ হইয়া নিশ্চল ।
 পরমায়া পরমেশ্বরের কারণ ।
 সগুণস্বাদিক তাঁহে কর বিবেচন ।
 অনাম-অরূপস্বাদি যে কর শ্রবণ ।
 তাহার বিশেষ আছে নিশ্চয় বচন ।

তথাহি (বৃ: ভা: ২।২।১৬৪ টীকা)—
 অপ্রসিদ্ধভঙ্গ্যগুণাদনামাসৌ প্রকীৰ্ত্তিত: ।
 অপ্রাকৃতস্বাক্রপতাপ্যরূপোষ উদীৰ্য্যতে । * ।
 নির্ভুগ যে ব্রহ্ম উপাসয়ে যোগিগণ ।
 ভক্ত ভগবানের করয়ে উপাসন ।

সেই দুই পৃথক্ না জান কদাচিত ।
 শ্রীকৃষ্ণর তেজ সেই হয় ত নিশ্চিত ।
 ব্রহ্মতত্ত্বরূপ মহা বিভূতি ইহার ।
 ব্রহ্ম ভগবানের ত ভেদ এপ্রকার ।

ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৪০)—

যত্র প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি,
 কোটিষশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্ ।
 তদ্ব্রহ্ম নিরুপমনস্তমশেষভূতঃ,
 গোবিন্দমাদিপুরুষঃ তমহং ভজামি ॥ * ।

তাত্বে ভগবানের শ্রীপাদামৃতভ্রম ।
 শ্রীপরমশোভামুক্ত ঘনসুখময় ।
 ভক্তিদ্বারা অমৃততবে যেই করে মনে ।
 নিশ্চয় নিবিড়সুখ পায় সেই জনে ।

যথা বিষ্ণুপুরাণে (বৃ: ভা: ২।২।১৬৬ টীকা)—
 একদেশস্থিতশ্রোতৃশ্রোতৃগোত্রা বিস্তারিণী যথা ।
 পরম ব্রহ্মণ: শক্তিস্তথেষদমখিলং জগৎ ॥ * ।

গীতায়াং (১৪।২৭)—

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতত্বাব্যয়তা চ ।
 শাস্বততা চ ধর্ম্মতা সুখত্বেকান্তিকতা চ ॥

শ্রীকৃষ্ণচরণস্বন্দ সুখের আধার ।
 সুখরূপ—শরীরের পিণ্ডের আকার ।
 ব্রহ্মসুখ কেবল নহে ত সুখাধার ।
 শ্রীকৃষ্ণরূপের তেজ হয় ব্রহ্মস্বকার ।
 জীবস্বরূপ নিশ্চয় যেই বস্তা হয় ।
 সেই যদি পরংব্রহ্ম হয় ত নিশ্চয় ।
 শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দঘন ভগবান্ ।
 তাঁহারি স্বরূপ তাহা জানিহ আখ্যান ।

যথা প্রথমস্কন্ধে (ভা: ১।২।১১)—
 বদন্তি তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং স্বজ্ঞানমমৃতম্ ।
 ব্রহ্মেতি পরমাস্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে

এপ্রকার হইলেও জীবের স্বরূপ ।
 সেই পরমব্রহ্মের হয় অংশরূপ ।
 পরাশর-আদি তত্ত্ববেত্তা মুনিচয় ।
 তাঁহাদের এই মত জানিবে নিশ্চয় ।
 ঘন তেজঃসমূহ আদিত্য যেইমত ।
 তেজঃসব তাঁর অংশ হয় প্রকাশত ।

মায়াধারা জীবতত্ত্ব ভিন্নানেক হন ।
 মোক্ষ হৈলে মায়া গেলে অভেদ তখন ? ।
 এমন না হয়, শুন তাহার উত্তর— ।
 তত্ত্ববাদি-অতাত্ত্বগারেতে বাক্যবর ॥

পরব্রহ্ম হৈতে জীব অংশে প্রসিদ্ধ ।
অতএব ভেদপ্রাপ্তি হয় নিত্যসিদ্ধ ॥
যায়া দ্বারা প্রযোজ্য নহে ত উৎপাদিত ।
তাহাতে দৃষ্টান্ত শুন কহিয়ে বিদিত— ॥
সূর্যের কিরণ যেন হৈয়া সমবেত ।
ভিন্নে ত নিত্যসিদ্ধ খ্যাত বিশেষে ত ॥
আর যেইমত হয় স্মূলিক অগ্নির ।
তরঙ্গসকল যেন হয় বারিধির ॥

যায়া বিনা সদা ভেদ নহে ত সম্ভব ? ।
এমত না কহ, শুন বিবরণ সব— ॥
বিষ্ণুর যে শক্তি মহাযোগমায়া নাম ।
চিহ্নালাস্বরূপা অনাদি সিদ্ধকাম ॥
তাহাদ্বারা জীব সদা হয় ত ভেদিত ।
অর্থাৎশরূপে পৃথক্কৃত সুবিদিত ॥
তাথে জীবরূপের অনাদিসিদ্ধির ।
নিশ্চয় জানিবে—এই কহিলাম তত্ত্ব ॥
এইহেতু পরব্রহ্ম হৈতে ভিন্ন নয় ।
ভিন্ন হইয়াও—এই সাধুমত হয় ॥
সচ্চিদানন্দব্রহ্মস্বার্থো অভিন্ন ।
রবির কিরণ-মত অংশে ত ভিন্ন ॥
মুক্ত হইলেও এইমত ভেদপ্রায় ।
যাকয়ে নিশ্চয় দৃঢ় বুঝিবে তাহার ॥

যথা শ্রীশঙ্করাচার্য্যবচনম্ (বৃ: ভা: ২।২।১৭১ টীকা—
মুক্তা অপি লীলায়া বিগ্রহা কৃত্বা ভগবন্তঃ
ভজন্তীতি—

যথাচ মহাপুরাণবচনম্ ।—
মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নাবায়ণপরায়ণঃ ।
অচলভে: প্রশান্তাস্থা কোটিমপি মহামুনে ॥

অন্তথা মুক্তিতে ঐক্য হৈলে ব্রহ্মে লয়ে ।
লীলায় বিগ্রহ করা ক্রূপেতে হবে ॥
নায়ায়ণপরায়ণ কেমতে বা হয় ।
যেহেতুক মোক্ষে যদি পৃথক্কৃত না হয় ? ॥
না বলিহ এযচন জীবমুক্তপর ।
শ্রবণ করহ কহি তাহার উত্তর— ॥
জীবমুক্তদের দেহ থাকে বিভ্রামান ।
সংগত না হয় দেহকরণ-ব্যাখ্যান ॥
কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে আছে শ্রীপদ্মপুরাণে— ।
ঋত মহামুনি হৈয়া লয় ভগবানে ॥
পুন হৈল নারায়ণরূপে প্রাতীভাব ।
তথা বৃহস্পতিরসিংহে কর অহুতাব ॥
নরসিংহচতুর্দশব্রততে কথিত ।
সাহস্রে, সংকেপ তার কহিয়ে বিদিত—

বেশ্য সহ বিগ্রহ করি সুসাধনচয় ।
নিজকর্মফলে হৈল ভগবানে লয় ॥
পুনর্বার ভাষ্য্য সহ প্রভাদরূপেতে ।
আবির্ভাব হইলেন তত্ত্বপ্রকারেতে ॥

এই অভিপ্রায়ে 'প্রায়'-পদ শ্লোকে দান ।
কতু বিষ্ণুচ্ছায় পায় সাংজ্ঞানির্বাণ ॥
যদি কহ—মুক্তিতেও ভেদ যদি রয়ে ।
তবে বহুজন্মকৃত প্রশাসনিচয়ে ॥
সাধ্যমান্য মুক্তি হৈতে হৈল কিবা ফল ? ।
তাহার উত্তর কহি শুনহ নিশ্চল ॥
শ্রীকৃষ্ণমায়ার অনাদি অবিজ্ঞা হয় ।
তাহাতে সচ্চিদানন্দরূপ জীবচয় ॥
পরমব্রহ্মের অংশভূত নিজ তত্ত্ব ।
বিস্মৃতি সন্ধানহীন হয় বিশেষত্ব ॥
তাতে সংসারিত্ত্বরূপ ভ্রম উপজয় ।
ইহার ব্যাখ্যা এই হয় মহাশয় ॥
অবিজ্ঞাহেতুতে যেই সংসারিত্ত্ব হয় ।
ভ্রমাত্মক কেবল সে জানিবে নিশ্চয় ॥

মুক্তি হৈলে নিজ তত্ত্বজ্ঞান যবে হয় ।
যায়া নাশ পাইলে ত ভ্রম নিবর্তয় ॥
যনাদন্দ-ব্রহ্মাংশ যে আদ্যার স্বরূপ ।
বিশেষত্ব হয় তার অহুতবরূপ ॥
মুক্তিতে সুখাংশপ্রাপ্তি সিদ্ধ এই হৈল ।
তত্ত্বগণো ইদৃশস্বরূপ যদি কৈল ॥
তথাপিহ তাহাদের শ্রীকৃষ্ণভঞ্জন ।
অহুতব হয় সদা তাহার চরণে ॥
তাহে ভক্তিযুগপ্রাপ্তি নিত্যানন্দময় ।
মুক্ত হৈতে বিশেষ ভক্তের এ নিশ্চয় ॥
যেমত সাধন করে—সদৃশ তাহার ।
ইহ-পরলোকে ফল সিদ্ধ হয় তার ॥

যথা (বৃ: ভা: ২।২।১৭৪ টীকা)—

নতি সংপরশুনা সাধ্যং কর্ত্তরিকয়া সিধ্যোৎ ॥
সেহেতু ব্রহ্মাংশভূত আদ্যতত্ত্বজ্ঞানে ।
সাধ্য মোক্ষে অল্পমুখ জ্ঞান পরিমাণে ॥
কেনে তবে—'মোক্ষে সুখপরাঙ্কাস্তা হয়' ।

কেহ কেহ কহে ? তার শুনহ বিষয়— ॥
জন্মমরণাদি যেই হয় ত সংসার ।
তার যাতনাতে চিত্ত উদ্ভিন্ন যাহার ॥
রস আর চিন্তাদ্র'কারক দ্রব্যহীন ।
মুক্তিবাঞ্ছাকারী যত হৈয়া অতি দীন ॥
তাহারা করেন শ্রব—'অতি সুখময় ।
যোক্ষে' ইত্যাদিক কহি বচননিচয় ॥

স্বর্গকারী জন যেন স্বর্গস্তব করে ।
 পতনানিভয় তাহে যদ্যপি বিহরে ॥
 পরাকাষ্ঠা সূত্রে তত্ত্বিত্তে স্থনিশ্চয় ।
 আপনা হইতে সিদ্ধ অনায়াসে হয় ॥
 সুখপরাকাষ্ঠায় শ্রীকৃষ্ণচরণ ।
 সেবা দ্বারা অনুভব করে যেইজন ॥
 তাহার সাধনোচিত সুখ প্রাপ্ত হয় ।
 বাদুশ সাধন—সাধা তাদুশ ফলয় ॥
 পরমাতিশয়-প্রাপ্ত যে মহন্ত হয় ।
 তাহার বোধনজন্ত 'পরাকাষ্ঠা' কয় ॥
 তাহে অনন্তসুখের সীমা কভু নাই ।
 যতেক সাধয়ে তত স্বখ সদা পাই ॥
 প্রতিক্রম নূতন মধুর শ্রীচরণ ।
 ভক্তির দ্বারায় করিলে অনুভবন ॥
 অনন্ত ভক্তিজন সুখ—পরম মহত ।
 নিরন্তর বৃদ্ধি পায়—নাহি সীমা তত ॥
 মুক্তি-প্রাপ্তে ব্রহ্মসুখ বৃদ্ধি নাহি পায় ।
 যেহেতুক সৌম্যবৃত্ত আছয়ে তাহার ॥
 ইথে 'পরব্রহ্ম আর পরমাত্মা গত ।
 সজাতীয় ভেদ আছে'—না কহ এমত ॥
 সঙ্কীৰ্ত্তন-অন্তর্যামী পরমাত্মা যিনি ।
 নিশ্চয় জানিবে পরব্রহ্মরূপ তিনি ॥
 তিনিই হইলেন পরমেশ্বর নিশ্চয় ।
 গুণ-সীমা-ভেদে বহু-রূপ তাঁর হয় ॥
 পরমাত্মা পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের ।
 আর তাঁহা হৈতে প্রকাশিতাবতারের ॥
 ভিন্নত্বপ্রত্যয়ে ঐক্য-হেতু ভেদ নয় ।
 অতএব সজাতীয় ভেদ নষ্ট কয় ॥
 পরিকল্পিতাদি ভেদ যে বিজাতীয়ত্ব ।
 তাহা-প্রাপ্ত জীবসকলেরো ব্যুতত্ত্ব ॥
 ব্রহ্মাংশহেতুক অংশিসহ ভেদ নয় ।
 ইথে বিজাতীয়রূপ ভেদ নষ্ট হয় ॥
 এই উক্তপ্রকার সিদ্ধান্তবিশেষেতে ।
 বস্তুভক্তিপর-আমাদের সুসম্মতে ॥
 বিচারেতে ব্যাখ্যা দ্বারা হৈলে প্রকাশিত ।
 উক্তানুক্ত-সৰ্ব-ভক্তিমাৰ্গবিষয়ী ত ॥
 ব্যাখ্যা নির্গত-দোষ—নির্দোষ তাহে হয় ।
 যেহেতু সন্দেহ গণমাত্র নিরসয় ॥

তথাহি (বৃ: ভা: ২।২।১৮১ টীকা)—
 এষমেব ব্রহ্মণ এবোৎপাদ্যন্তে তস্মিন্বেব লীয়েন্তে ।
 ইহাতে 'ব্রহ্মের সহ অভেদ জীবের' ।
 যে কেহ মাঝে—দেখ মতে তাহাদের ॥

ব্রহ্মের অশেষ-স্বরূপানুভবাবে ।
 মুক্তিতেও অন্ন সুখ সিদ্ধ অনুভাবে ॥
 যেন সমুদ্রের একদেশ হৈতে হয় ।
 তরঙ্গসকল পুন একদেশে লয় ॥
 জলময়-হেতু সিন্ধু হইতে অগ্নি ॥
 রত্ন-গাভীৰ্য্যাদি-গুণাভাবে হয় ভিন্ন ॥
 সিন্ধুজলে লয় হেতু পৃথক্ নাহি রয় ।
 ঐক্য হৈয়া 'সমুদ্র-প্রাপ্ত' ইহা কর ॥
 তেন স্বকারণে ব্রহ্মাংশেতে জীবগণ ।
 মোক্ষ-লয়ে 'ব্রহ্মে ঐক্যগত' ইহা কন ॥
 কিন্তু স্বভাবেতে জীব পরিকল্পিত হয় ।
 ব্রহ্ম সে অপরিচ্ছিন্ন সূক্ষ্মঘনময় ॥
 জীবের ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তি কখন না হয় ।
 তাতে ব্রহ্ম হৈতে জীব ভিন্ন সদা রয় ॥

যথা শঙ্করাচার্য্যোক্তম্ (ঐ টীকা)—

সতাপি ভোগ্যগমে নাথ তবাহং ন মামকীনৃষম্ ।
 সামুদ্রে তি তরঙ্গঃ কচন সমুদ্রো ন তবঙ্গঃ । • ।

মায়াবৃত্ত জীবের ভেদ নষ্ট হয় ।
 তদীয়স্বরূপে পুনর্বার ভেদ রয় ॥
 যদি কহ—ঐক্যাপত্তি হয় অতিশয় ? ।
 তবে 'নাথ তবাহং' এ বাক্য নাহি রয় ॥
 যেন নদীপ্রবাহাদি সমুদ্রে মিলায় ।
 বহির্বিভক্তমানস নদীর তাহে যায় ॥
 বিচিত্র-অপরিচ্ছিন্ন-সুরঙ্গাদিময়-
 সমুদ্র নদীদের কদাপি না হয় ॥
 এমত বিচারে মোক্ষে কেবল অতাব ।
 দীপনির্বাণের জ্বায় কর অনুভাব ॥
 মুক্তি হইলেহ ভেদ থাকে পরিমাণ ।
 পূর্বমত একদেশে করে অবস্থান ॥
 আত্যন্তিক-প্রলয়েতে এমতপ্রকার ।
 মোক্ষ হয়, জীব পুনঃ সৃষ্টিতে প্রচার ॥

'মোক্ষে সুখ অতি ভক্তিপরায়ণ-মত ।'

এরূপ না কহ, শুন উত্তরাভিমত—
 সৰ্বদা প্রমাণভূত আমরা যে হই ।
 শ্রীমদ্ভাগবতাদিক শাস্ত্রপণ কই ॥

যথা (ভা: ১।৭।১০)—

আত্মারামাশ্চ মনয়ো নির্বাহা অপ্যুক্তমে ।
 কুর্কৃত্যহৈতুকী ভক্তিমিবভূতগুণো হরিঃ ।

(ভা: ৩।২।১৩১)—

ভক্তি: সিদ্ধেরীয়সী ।

(ভা: ৬।১৭।২৮) —

নারায়ণপরা: সর্বৈ ন কৃতশ্চন বিভ্রাতি ।

স্বর্গাপবর্গনরকেষপি তুল্যার্থদর্শিন: ॥

ইত্যাদৌনি বহুনি সন্তি ॥

মহত—শ্রীনারদ প্রভাদ হনুমান্ ।

চতুঃসন ব্যাস শুক আদি সমাখ্যান ॥

ঐহাদের বাক্য বহু আছেয়ে প্রমাণ ।

ভক্তির অগ্রেতে মুক্তি অতি তুচ্ছাখ্যান ॥

যথা (বৃ: ভা: ২।২।১৮২ টীকা) —

ভববদ্ধাচ্ছিদে তত্শৈ স্পৃহয়ামি ন মুক্তয়ে ।

ভবান্ প্রভুরং দাস ইতি যত্র বিলুপাতে ॥

মুক্তোপশ্যব্যাপদেশাদিতি

বেদান্তে চ (ব্রহ্মসূত্র ১।৩।২) ॥

সেইমত সাধুদের দেখ ব্যবহার ।

ভগবান্ মুক্তি দিলে না করে স্বীকার ॥

অতএব এইসব ইহাতে প্রমাণ ।

অন্তপ্রমাণাপেক্ষা নাহিক পরিমাণ ॥

মোক্ষাধিক ভক্তির মাহাত্ম্যানিরূপণে ।

অনুকুল পুরাবৃত্ত আছে অগণনে— ॥

দ্বারকানিবাসি-ব্রাহ্মণের পুত্রগণ ।

মুক্তিপ্রাপ্ত হৈয়াছিল ত্যজিয়া জীবন ॥

কিন্তু বিপ্র আশ্রয় হইয়া শোকে তার ।

রক্ষক পার্শ্বের নিন্দা করিল বিস্তার ॥

অর্জুন হইয়া তাহে বিষাদিত-মন ।

স্বর্গ মর্ত্য রসাতল কৈল অব্বেষণ ॥

কোথাও না পায় পতি বিষমবদন ।

শ্রীকৃষ্ণনিকটে আসি কহিল কখন ॥

শ্রীকৃষ্ণ আপনি লৈয়া অর্জুনে তখন ।

উত্তর-দিশাতে প্রভু করিলা গমন ॥

সপ্তদ্বীপ সপ্তসিন্ধু অতিক্রম করি ।

স্বর্গময়ী আর অন্ধকারময়ী করি ॥

পশ্চাতে রাখিয়া কারণার্ণবের তীরে ।

উপস্থিত হৈয়া কাঁপ দিলেন সে নীরে ॥

অর্জুন জলের মধ্যে পড়িয়া তখন ।

অপরূপ স্থান এক করিল দর্শন— ॥

অনন্তন্যায় হরি আছেন শয়নে ।

লক্ষী করিতেছেন শ্রীপদসম্বাহনে ॥

বহুতর স্তব তবে ঐহার করিল ।

জিজ্ঞাসু হুসারে পার্থ সকল কহিল ॥

বিপ্রস্তুত মুক্ত হৈয়া সুদেহ-ধারণে ।

প্রভুকে করিতেছিল চামরব্যঞ্জনে ॥

অর্জুনের স্তবে প্রভু হৈয়া সন্তোষণ ।

বিপ্রস্তুতে লৈয়া যাতে কৈলা আজ্ঞার্পণ ॥

তীরে লৈয়া পুন ভগবানের সহিত ।

দ্বারকায় আসি বিপ্রে করিলা অর্পিত ॥

মুক্ত বিপ্রস্তুত আসি পুন দ্বারকায় ।

ভক্তি আচরণ বহু করিলা তথায় ॥

ইত্যাদি অনেক আছে বৃন্দ পুরাতন ।

পাবে মহাপুরাণ করিলে ত শ্রবণ ॥

সেই-হেতু ইহাতে সঙ্গত নাহি হয় ।

অর্থবাদত্বকল্পনা শুন মহাশয় ! ॥

অর্থবাদ-কল্পনা সে যে করে আচার ।

যাহা হৈতে নাস্তিকত্ব হয় ত বিস্তার ॥

কল্পনাকর্তা মানব হয় সে পতিত ।

দুস্তর নরক ঘোরে জানিহ নিশ্চিত ॥

অতএব কৃতকর্কশ মিথ্যাচার ।

গৌড়বাদ-আদি ত্যাগ করিয়া নিশ্চয় ॥

মোক্ষ হৈতে ভক্তির মাহাত্ম্য সবিশেষ ।

এই পক্ষ করিবেক স্বীকার নিঃশেষ ॥

অন্তথা নরকপাত অবশ্য হইবে ।

এই কথা সুসিদ্ধান্ত নিশ্চয় জানিবে ॥

মোক্ষ কোনপ্রকারেতে শ্লাঘ্য নাহি হয় ।

অমুরগণেরো দেখিতেছি মুক্তিচয় ॥

গোবিপ্রাদিঘাতী কংসাদিক দৈত্যগণ ।

মুক্তিপদ-শাস্ত্রে করে তাদের নিন্দন ॥

সেইসব অমুর শ্রীকৃষ্ণহস্তে মরি ।

মুক্তিপদ পাইলেক আশ্রাস না করি ॥

সাধুঃ—শ্রীকৃষ্ণপদে ভক্তির আচার ।

অমুরস্ব—নিরস্তুর ঘেষ করে তাঁর ॥

গুণ-কর্ম-প্রভৃতিক অশেষপ্রকারে ।

বৈপরীত্য নিরস্তুর হইতে প্রচারে ॥

অতএব তাহাদের সাধুসাধনেতে ।

বৈপরীত্য নিশ্চিত উচিত বিধানেন্তে ॥

সাধুদের কৃষ্ণপদোপাসন সাধন ।

দৈত্যদের অবৈতাক্রান্তস্বজ্ঞানে মন ॥

সাধুসকলের সাধ্যা 'প্রেমভক্তি' হয় ।

দৈত্যদের তার বিপরীত 'মুক্তি' কয় ॥

ভগবানে ঘেবাদি করিলে আচরণ ।

সমকল একত্রে যে আছেয়ে গণন ॥

যথা সপ্তমঙ্কজ (ভা ৭।১।২১) —

কামাদ্বেষান্দ্যং স্নেহান্ধব্যা ভক্ত্যধরে মনঃ ।

আবেশ্ত তদযঃ হিহা বহুবক্ত্যগতিঃ গতাঃ ॥

ইত্যাদি ॥

সে কেবল জন্মমরণাদিক সংসার-।

প্রবাহের অভাবেতে সমতা-আকার ॥

জ্ঞানবৈরাগ্যাদি গোণ-সাধুনিশ্চয় ॥

পরমসাধু কৃষ্ণভক্তি দ্বারা হয় ॥

যেহেতুক সেই ভক্তি পরম সাধন ॥

শ্রীকৃষ্ণচরণবন্দ্যপ্রাপ্তির কারণ ॥

তজ্জ্যায়ন্তে কৰ্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি সব ॥

তদন্তহেতুক গোণ হয় ত সম্ভব ॥

অতএব তাহে সাধ্য পরম সুফল ॥

শ্রীযুক্তশ্রীকৃষ্ণচরণগুণগল ॥

পর-পুরুষার্থে যেই মোক্ষ বস্তু হয় ॥

তদধিক বলি ভক্তি 'সাধন' সে নথ ॥

অতএব সে-ভক্তির ফলও উচিত ? ॥

সত্য এই কথা, শুন উত্তর বিদিত— ॥

শ্রীকৃষ্ণপদাঙ্গদ্বন্দ্বে যেই ভক্তি হয় ॥

তাহাতে রসিক যেই-যেই মহাশয় ॥

কৃষ্ণভক্তিবরূপ সমগ্র হয় জ্ঞান ॥

ঐহাদের সাধ্যফলরূপা ভক্তি জ্ঞান ॥

শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দবন্দ্য-মরকন্দ ॥

সারভূত-মধুগন্ধি-রস—পরানন্দ ॥

তদাশ্রিত্য সেই ভক্তি হয় সুনিশ্চয় ॥

ইহার তাৎপর্য্য কহি, শুন মহাশয় ॥ — ॥

শ্রীল ভগবানের সাক্ষাৎকার হয় ॥

দর্শনমাত্রে যাদৃশ সুখ উপচয় ॥

তাহার অধিকাধিক তদীয় সেবায় ॥

সুখপ্রাপ্তি আর ভক্তি নিত্যফল পায় ॥

আত্মারাম জীবমুক্ত সিদ্ধ যতজন ॥

মুক্ত-সহ দুঃখাভাবমাত্র প্রাপ্ত হন ॥

শ্রীবিষ্ণুর ভক্ত শ্রীবৈকুণ্ঠগত হয় ॥

কিবা পাক্‌ভৌতিক-শরীরধারী হয় ॥

তাহাদের সাক্ষিসুখ-বিশেষবাহুভাব ॥

নিরঞ্জন শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদে হয় সব ॥

স্বধৰ্ম্মাচরণ-আদি 'কর্মেতে' আখ্যান ॥

আত্ম-অনাশ্বেয় তত্ত্ববোধ হয় 'জ্ঞান' ॥

বিরহেতে বিতৃষ্ণাকে 'বৈরাগ্য' কহয়ে ॥

ইহাসবে অপেক্ষা আসক্তি যায় হয়ে ॥

তাহার সে ভক্তি কতু সিদ্ধ নাহি হয় ॥

শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় কেবল সুসিদ্ধ হয় ॥

ভক্তিমাত্রাপেক্ষক যেজন সুনিশ্চিত ॥

সেই কৃপা তার প্রতি হয় প্রকাশিত ॥

অতএব ভক্তির বিরুদ্ধ কর্মাদিক ॥

ভক্তিপর জন ভ্যাজিবেক সার্বদিক ॥

ভক্তিবিক্ষেপক 'কর্ম' হয় সর্বক্ষণ ॥

নানা-ব্যাপার-শেতেতে করয়ে চালন ॥

'বৈরাগ্য' তদ্বিবরক রসের শোষণ ॥

অর্থাভ্যুৎসাহদ্বীয়-রংগ নিবারক ॥

ভগবৎসেবায় হয় নির্বিঘ্নতা ভায় ॥

বৈরাগ্যেতে এই সব দোষ ব্যক্ত পায় ॥

'জ্ঞান' হয় সেই ত ভক্তির হানিকর ॥

তাহে ভক্তি ক্ষীণতা পাঞ্জে নিরন্তর ॥

আত্মতত্ত্বাদিক বোধ হইয়া বিত্তীর্ণ ॥

ভক্তিতে প্রবৃত্তি অতিশয় করে শীর্ণ ॥

সেই কর্মাদিক যদি হয় ভক্তিপর ॥

তবে ত সার্থক কিছু করিয়ে গোচর ॥

কর্ম করি তার ফল করি নিরসন ॥

কেবল ভগবৎপ্রীতে করে তদর্পণ ॥

বৈরাগ্যেতে—মোক্ষেতেহ বিতৃষ্ণা করিয়া ॥

কৃষ্ণসেবারাগে থাকে সে অমুবর্ত্তিয়া ॥

জ্ঞানেতে—অদ্বৈততত্ত্ববোধ ত্যাগ করি ॥

কেবল 'ভগবদীয় আত্মা' মনে ধরি ॥

এইরূপে কর্ম জ্ঞান বৈরাগ্য যদি ত ॥

তত্ত্বমূলহীন হইয়া হয় ত শোধিত ॥

তবে ত ভক্তির হয় অমুবর্ত্তমান ॥

অর্থাৎ প্রথমসাধনাদ্বিতা বিধান ॥

আত্মারামগণ হইয়া কৃষ্ণমুগ্ধহীত ॥

ভক্তসঙ্গে ব্রহ্মানন্ডা করিয়া ভ্যাজিত ॥

কৃষ্ণগুণমহিমাতে আকৃষ্ট হইয়া ॥

ভজয়ে বহুধা ভক্তিমার্গে প্রবেশিয়া ॥

প্রাপ্তে মোক্ষ ব্রহ্মলয়, —নাহি কলেবর ॥

কিমতে ভজয়ে ? তার শুনহ উত্তর— ॥

যোগমায়া-বিষ্ণুশক্তিদ্বারা যুক্তসব ॥

পাইয়া সচ্চিদানন্দময়-দেহ-ভব ॥

পরমাকর্ষকগুণ শ্রীল ভগবানে ॥

তাদৃশ ইচ্ছায় দ্বারা ভজয়ে নানানে ॥

'ভক্তি বিনা কিছুমাত্র নাহি সিদ্ধ হয়' ॥

ভক্তিপর-সকলের মত এ নিশ্চয় ॥

ব্রহ্মলোকাদিক মহাবিভূতির চয় ॥

প্রাপ্তি হৈতে শ্রেষ্ঠ আত্মারাম্য সে হয় ॥

ভক্তি বিনা তাহা সিদ্ধ কিপ্রকারে হয় ? ॥

'ভক্তিদ্বারা হয়' যদি কহ মহাশয় ! ॥

তবে উপপন্ন নাহি হয় কদাচন ॥

'আত্মারাম ভক্ত হইয়া ভজে' এ বচন ॥

যেহেতু তাহের ভক্তি পূর্ব্ব হৈতে হয় ॥

'ভক্ত হইয়া' এবচন উপপন্ন নয় ॥

যদি কহ—‘ভক্তি হৈতে হয় সিদ্ধগতা ।
পরমপুরুষার্থরূপ যে আত্মারামতা ?’
তাহাতেও বিষয়ের বাসনার ছায় ।
ভক্তির বাসনা তথা নিবর্ত না পায় ॥
তাহাতেহ ভক্তির প্রকৃত-ফলাভাব ।
সেইহেতু পুনর্বার প্রবৃত্তি-সম্ভাব ॥
বাসনাস্বভাবে ঘটে অল্পবৃত্তি তাঁর ।
কৃষ্ণগুণমহিমার এই চমৎকার ॥
আত্মারামত্ব ভক্তির ফল মাত্র নয় ।
মুক্তিও ভক্তির অবাস্তব ফল হয় ॥
শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দে প্রেমের সম্পত্তি ।
এই মুখ্যফল দান করেন সে ভক্তি ॥

‘মহাআরামতা তাহে বিরুদ্ধ প্রচার ?’
ইহা আশঙ্কিয়া করিছেন পরিহার— ॥
অহঙ্কার-ত্যাগ-মাত্রে সে আত্মারামত্ব ।
সিদ্ধ হয়, ভক্তির নাহিক অপেক্ষ ॥
সেই অহঙ্কারত্যাগ হয় ত শূন্যর ।
তত্ত্ববেদিসব ইহা কহেন বিস্তর ॥

তথ্যচ বাশিষ্ঠে (বৃঃ ভাঃ ২।২।১১৩ টীকা)
অপি পুষ্পাবল্লভনাদপি নেত্রনিমীলনাং ।
স্বকরোহংকৃতিত্যাগো মতস্তত্ত্ববেদিতঃ ॥

‘সকল কর্মের মূল হয় অহঙ্কার ।
তদগতে ভক্তিপ্রবৃত্তি হয় কিপ্রকার ?’
এমত না কহ, শুন তাহার সিদ্ধান্ত ।
যাহাতে সন্দেহ দূর হইবে নিতান্ত— ॥
কৃষ্ণশক্তিবিশেষে সচ্চিদানন্দময় ।
দেহযুক্ত হয় ভক্ত, নাহিক সংশয় ॥
‘শ্রীকৃষ্ণের দাস এ সচ্চিদানন্দময় ।’
অহঙ্কারবিশেষের উপলব্ধি হয় ॥
তাহা হইতে স্মৃতরাং ভক্তি সিদ্ধ হয় ।
এই সুসিদ্ধান্ত ইথে জানিহ নিশ্চয় ॥

‘আত্মারামত্ব ভক্তের আছে কিবা নয় ?’
এই জিজ্ঞাসায় শুন উত্তর যে হয়— ॥
যোক্ষ আত্মারাম যোগ সিদ্ধি জ্ঞানাদিক ।
অবাস্তব ফল সে ভক্তির নিরূপিক ॥
রক্তনার্থে প্রজ্জলিত অগ্নিতে যেমত ।
শীত-অবকার-আদি হয় ত বিহত ॥
তেমত ভক্তির অবাস্তব ফল হয় ।
যোক্ষাদিক, এই তত্ত্ব জানিহ নিশ্চয় ॥
তথাপি আত্মারামত্ব ভক্তগ্রাহ্য নয় ।
কেহেতুক প্রেমের বিরোধী সেই হয় ॥

ভক্তির পরম ফল ‘প্রেম’ সর্বদায় ।
‘হৃদয়ের অভাব’ হয় স্বভাব যাহায় ॥
অতএব প্রেমে আর আত্মারামতায় ।
অত্যন্ত বিরোধ ব্যস্ত, বুঝহ ইহায় ॥
অবাস্তব-ফল-সব-মধ্যেতে নিশ্চিত ।
অতি চেয় হয় আত্মারামত্ব বিদিত ॥
অতি পরিহরণীয় সেই ত সত্যত ।
সাধু ভক্তিরসিকগণের এই মত ॥

ভক্তি না থাকিলে আত্মারামত্ব-সিদ্ধিতে
মন-অসন্তোষ নাহি হয় ত নিশ্চিত ॥
দোষাভাব বরং মহাশুণ্যযুক্ত সেই ।
শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণবোক্তগণের মত এই ॥
‘ভক্তি বিনা আত্মারামতার সিদ্ধি নয় ।’
এইকথা অব্যক্ত সর্বতোভাবে হয় ॥
‘মহারত্ন বিনা প্রাপ্তি নহে তুষকণ ।’
পণ্ডিতের অসম্মত সদা এ বচন ॥

তবে ‘ভক্তি ব্যতিরেকে কিছু সিদ্ধ নয়’ ।
কোন বৈষ্ণবের মত এহো সত্য হয় ॥
তাহার সিদ্ধান্ত শুন করি নিবেদন— ।
চিন্তন্তুই আত্মারামত্বের সে কারণ ॥
সেই চিন্তন্তুই হয় স্বধর্মাচরণে ।
আত্মারামত্বের প্রতি প্রবল সাধনে ॥
স্বধর্মাচরণে আত্মা কৈলা তগবান্ ।
তৎপারিপালনে হয় ভক্তিতে আখ্যান ॥
স্বধর্মাচরণরূপ অন্ন ভক্তি ভায় ।
আত্মারামত্বক অতি তুচ্ছ ফল পায় ॥
শ্রবণ-কীর্তনরূপ ভক্তি যে আস্তর্য্য ।
পরোৎকৃষ্ট ফল প্রেমসম্পত্তি প্রাচুর্য্য ॥

হৈলে আত্মারামত্বের সিদ্ধি যেই জন ।
কৃষ্ণকৃপাহেতু তাহা করিয়া ত্যাগন ॥
কৃষ্ণপাদবন্দ করে ভক্তিতে ভজন ।
নির্কিস্তেতে মহামুখে সিদ্ধ সেইক্ষণ ॥

কেহ কহে—‘ভক্তি করিবারে আচরণ ।
উত্তমাদিকারী হয় আত্মারামগণ ?’
তাহা নহে, ভক্তিতে সকলে অধিকারী ।
যেমত গজার স্নানে নাহিক বিচারি ॥
বর্ণপ্রমাচারপ্রভৃতির কোন রীতে ।
অপেক্ষা নাহিক সেই ভক্তি আচরিতে ॥
আমাদের মতে—যেইজনের উপর ।
কৃষ্ণ-কৃষ্ণভক্ত-কৃপা হয় বহুতর ॥
শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দমাত্রাপেক্ষা করে ।
সুখেতে সম্পন্ন ভক্তি হয় সেই নরে ॥

তত্র ভক্তিসুখাত্মক—‘ভক্তগণ’

আয় অমৃতবনীয়—‘শ্রীমুচরণ’ ।

অমৃতবক্রিয়া—‘সর্ব-করণ-সাধন’ ।

বহুমতে প্রকথ্যে হয় ত মুরণ ॥

‘অহং দাস সেবাকারী’ ইত্যাদিপ্রকার ।

অমৃতাবকের ক্ষুধি বহুতা বিস্তার ॥

বিচিত্র মধুর রূপ মধুর বিলাস ।

অমৃতবনীয়-ক্ষুধি এ আদি প্রকাশ ॥

প্রবণকীর্তনাদিক ক্ষুধি করণের ।

তাহাতে বৈচিত্র্যক্ষুধি অমৃতভূত্বের ॥

সমাধিতে চিন্তাদিক ইচ্ছায় সবার ।

বৃত্তির অভাব হয়—শূন্যতা-আকার ॥

সেহেতু কেবল একরূপ সুখ হয় ।

ইচ্ছায়ের বৃত্ত্যভাবে বিস্তৃত সে নয় ॥

সেই ত অক্ষুট হয় শূন্যের সমান ।

অমৃতবাতাবহেতু সর্বশূন্যাত্মান ॥

ভক্তিতে ইচ্ছায়গণে বাহ্যস্তঃকরণে ।

কোটি চিত্র বৃত্তি বর্তমান অমুক্ণে ॥

বিচিত্র পরমাশ্রয় সুখ সবিশেষ ।

স্বয়ং সম্পন্ন তাহাতে হয় ত অশেষ ॥

সমাধিতে যেই ছিল অক্ষুট আকার ।

সেই ত ভক্তিতে হৈলে বৃত্তি সৎকার ॥

ক্ষুধি পায় অধিক হইয়া দীপ্তমান ।

তাহাতে দৃষ্টান্ত দেখ সাক্ষ্য প্রমাণ ॥

স্বর্ষাদির তেজ যেন আকাশমণ্ডলে ।

ততোধিক দীপ্তমান স্ফটিক অচলে ॥

অতএব সমাধিতে অমৃতদুয়মান ।

যত সুখ হয় আত্মতত্ত্ব কৈলে জ্ঞান ॥

ততোধিকাদিক-সুবিবিড় সুখময় ।

শ্রীচরণপদাঙ্ক-ভজনে নিশ্চয় ॥

প্রতিকল্প নুতন বিচিত্র ব্যাহাস্তরে ।

ক্ষুধি হয় সে পদারবিন্দ নিরন্তরে ॥

সেহেতু অধিকাদিক সর্বাঙ্কুরাদময় ।

সম্পন্ন পরম সুখ নিরন্তর হয় ॥

সমাধিযুগ্ম যোক্ষসুখ হৈতে এপ্রকারে ।

পরম মহৎসুখ ভক্তির আচারে ॥

কৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্য-রূপার মাধুর্য্য ।

হইতে বঞ্চিত সদা সে সুখপ্রার্থী ॥

পরব্রহ্মরূপ-হেতু সদা একরূপ ।

কৃষ্ণৈশ্বর্য্যবিশেষ অদ্বৈত বর্ধ-রূপ ॥

বিশিষ্টা সামুদ্র্যাক্রুপা সেই যুক্তি হয় ।

ভার সুখ হৈতে বিপরীত আচরয় ॥

যোক্ষসুখ এক-রূপ, বহু-রূপ ইহ ।

তার সীমা আছে, সীমারহিত এনিহ ॥

পরিপূর্ণ-হেতু তৃপ্তিজনক সে হয় ।

তৃপ্তি-নিরাশক এই—তৃপ্তি কভু নয় ॥

শ্রীহরির মহাভক্তিবিলাসমাধুরী ।

তার অতিশয়ায়ক এই সুখপুরী ॥

ভক্তিবিলাস-মাধুরী-স্বখ যে না জানে ॥

তাহাদের তর্কের গোচর নহে স্থানে ।

সদা একরূপ হইয়াও বিষ্ণু ভায় ।

অভ্যন্তরে দুর্ধিতর্ক্য অশক্তি মায়ায় ॥

আপনার তথা নিজ ভক্তির সে আর ।

অমুক্ণ নবনব বিচিত্রপ্রকার ॥

শত শত মাধুর্য্য করেন প্রকটন ।

ভক্তি দ্বারা কৃত যত সেইরূপ হন ॥

নবনব বিচিত্র মাধুর্য্য অমুক্ণ ।

জনন হেতুক পারব্রহ্মানুক্ণপণ ॥

মধুরমধুর রূপ বিলাস বৈভব ।

পরমেশ্বরতা যেই সেই এই সব ॥

ভক্তসব প্রতি যেই করুণা প্রবর ।

তাহার সীমার অন্ত্য প্রকটনতর ॥

ভক্তদের নিবিড় মধুর ঘে আনন্দ ।

তার সমুহের অমৃতব সুবৃন্দ ॥

তাহার চরম সীমা স্বভাব কথিত ।

ব্রহ্মানুভবিক স্বখ যাহাতে তুচ্ছিত ॥

স্বভক্তগণের পরমানন্দচর্চনীয় ।

বিবিধ মধুর আনন্দের লহরীয়ায় ॥

তার নিরন্তর সম্পত্তির সে কারণ ।

বহুতর বিশেষ করেন বিস্তারণ ॥

সচ্ছিদানন্দ-বিগ্রহে যত ভক্তগণ ।

একরূপ হয়, তবু আছে বিশেষণ ॥

প্রবণ-কীর্তন-প্রভৃতির পরায়ণে ।

ভক্তদের বহু ভেদ হয় বিস্তারণে ॥

নানা বিশেষ স্বভাব রহিত আপনে ।

নিত্য একরূপ, কার্যে হন বিস্তারণে ॥

সেইমত ভক্তদের বিচিত্র অনেক ॥

ইচ্ছায়বৃত্তি বিভব হয় বিস্তারক ॥

নিত্যাদৈত ব্রহ্মরূপ কৃষ্ণ রূপায়ণ ।

নিত্য-নানা-বিশেষ-সৌন্দর্য্য-গুণালয় ॥

নিত্যৈশ্বর্য্য নিত্যশ্রীক নিত্যভক্তিময় ।

নিত্যভূতাসহ সঙ্গ প্রকৃষ্ট অবায় ॥

নিত্য যার লোক,—কভু নাহিক অপায় ।

ভক্তিবির হৈতে রক্ষা করুন তোমায় ॥

এই বিষ্ণুভক্তিরূপ মহারস হয় ।
 অতি সুকোমল ভাষে পণ্ডিতনিচয় ॥
 কর্ণশ তর্ককণ্টক রোগ নাহি করে ।
 অজ্ঞাথা মূর্খতা পুনঃ হয় ত বিস্তরে ॥
 তথাপি নির্কাণরত যতেক নরের ।
 প্রবৃদ্ধি-নিমিত্তে ইথে হেতু বিস্তারের ॥
 দৃঢ় বৃত্তি বিনা মুক্তি ত্যাগ না করয়ে ।
 ভক্তিমার্গে তাহাদের প্রবেশ না হয়ে ॥
 কণ্টকে কণ্টক বিদ্ধ করয়ে নির্গত ।
 কহিহু কিঞ্চিৎ তর্ক ইথে সেইমত ॥
 হৃদয়ে মুক্তি-কণ্টক লাগিয়াছে যার ।
 এই তর্ক বিচারিলে হয় ত উদ্ধার ॥
 আর যত নবীন শ্রীবিষ্ণুভক্তজন ।
 অর্থাৎ অপ্রাপ্তনিষ্ঠা যাহাদের মন ॥
 মুক্তি হৈতে ভক্তির মাহাত্ম্য সবিশেষ ।
 শুনি তাঁহাদের হবে আত্মলাভ অশেষ ॥
 আপনি যতাপি মনে বিচারিয়া সব ।
 'মোক অতি তুচ্ছ' ইহা করি অনুভব ॥
 বিশুদ্ধ প্রেমলক্ষণা যেই বিষ্ণুভক্তি ।
 তার নিষ্ঠাসম্পত্তি ইচ্ছহ আনুরক্তি ॥
 তবে তব গুরুর আদিষ্ট মন্ত্রবর ।
 নিজেপাস্ত্র ভজন করহ নিরন্তর ॥
 সেই মোক্ষে এই মহা নিগূঢ় বচন ।
 ভক্তের হৃদয়স্থ করহ শ্রবণ— ।
 এঁ ত ব্রহ্মাণ্ড কোটিপঞ্চাশযোজন ।
 তাহার বাহেতে আছে অষ্ট আবরণ ॥
 মহী জল তেজ বায়ু আকাশাহকার ।
 মহৎ প্রধান—অষ্ট কারণ প্রকার ॥
 অতিক্রম করি শেষ অষ্ট আবরণ ।
 কার্য-কারণাদি সব করি বিলোপন ॥
 মহাকালপুর নাম—নির্কাণের স্থান ।
 প্রপঞ্চাতিরিক্ত অনন্তর তাহা পান ॥
 ঈশ্বরস্বরূপ—নহে বাক্যের গোচর ।
 কেবল জ্ঞানেতে যত পণ্ডিতপ্রবর ॥
 কোনপ্রকারেতে করে বর্ণন তাঁহার ।
 কেহ ত সাকার কেহ কহে নিরাকার ॥
 কিন্তু পরব্রহ্ম হন পুরুষ-আকার ।
 স্মরণশরীর—কোটিসূর্য্যতেজঃসার ॥
 ভক্তি দ্বারা ভক্তদের নির্ভয় লোচন ।
 সেই ত স্বরূপ গ্রন্থে করে নিরীক্ষণ ॥
 শুদ্ধজ্ঞানিগণ সেই তেজে অন্ধ হয় ।
 আকার না দেখি তারা 'নিরাকার' কর ॥

ভগবৎসেবকগণ আপন ইচ্ছায় ।
 সেই পদে গমন করিয়া সুখাশায় ॥
 ঘনীভূত ব্রহ্মরূপ মনোহরাকার ।
 সাক্ষাৎ দর্শন করে কেবল তাহার ॥
 অতএব সেখানে নিশ্চয় আপনার ।
 দীর্ঘবাছা যেই আছে কৃষ্ণ দেখিবার ॥
 তার মহাফল হবে সাক্ষাৎ সম্পন্ন ।
 স্বীয় মহামন্ত্রপ্রভাবেতে সুনিষ্পন্ন ॥
 এই ব্রহ্মলোকগত রাগী যতজন ।
 হয় সেইসকলের পুনরাবর্তন ॥
 বিরক্তসবার মহাপ্রলয়সময়ে ।
 ষিপরাক্ষিপরে ব্রহ্মাসহ মুক্তি হয়ে ॥
 বহুকাল বিলম্ব হইবে এপ্রকার ।
 না কর যতাপি তুমি অপেক্ষা তাহার ॥
 তবে শ্রীমথুরামধ্যে অতি মনোহর ।
 নিভপ্রিয়া ব্রহ্মভূমি গমন যে কর ॥
 ভক্তির মাহাত্ম্য-প্রতিপাদক বচন ।
 তাহাদের এইসব করিয়া শ্রবণ ॥
 প্রভুপাদপদ্মে ভক্তি হৈল বৃদ্ধিগত ।
 হৃদয়েতে বিচার জন্মিল এইমত— ॥
 'দৈদৃশী মুক্তিদাসিকা ভক্তি হয় ঈশ্বর ।
 সাক্ষাত পাইলুঁ দেই প্রভু পিত্রাকার ॥
 তারে পরিত্যাগ আমি করি এইক্ষণে ।
 অজ্ঞাত যাইব আমি হাছা কি কারণে ? ॥'
 এইমত উদ্বিগ্ন দেখিয়া মোর মন ।
 সেই ভগবান্ কৃপাকারী ততক্ষণ ॥
 সকলের অন্তরায়বৃত্তিজ্ঞ আপনে ।
 সমাদেশ করিলেন শ্রীমুখ-বচনে— ॥
 অনির্কচনীয় মম পরম ক্রীড়ন ।
 রাসাদিক লীলা তার স্থলী-শ্রেণীগণ ॥
 তাহে বিভূষিতা—নিজ প্রিয়তমা অতি ।
 মাথুরিক-ব্রহ্মভূমে তুমি কর গতি ॥
 সেইস্থানে ব্রহ্মা তৃণজন্ম বাছা করে ।
 ব্রহ্মপদ হৈতে তথাবাস প্রিয়তরে ॥
 করিয়াছ পূর্বে তুমি যাদৃশ দর্শন ।
 বহুকালগতেও তাদৃশ ধাম হন ॥
 আমার পরমপ্রিয় নিজগুরুবরে ।
 পাবে পুনর্বার সেই বৃন্দাবনান্তরে ॥
 তাঁহার কৃপায় তুমি সধনতত্ত্বসার ।
 নিশ্চয় জানিবে বৎস । তথা সবিস্তার ॥
 মহাকালপুরে মুক্তিপদে ততক্ষণ ।
 আমারে সম্যক শীঘ্র করিবে দর্শন ॥

এই স্থান হৈতে অতি আনন্দ উত্তম ।
পাইবে চিত্তপুরক নিজ মনোরম ॥
আমার প্রসাদ-প্রভাবেতে যথাকাম ।
অষ্ট-আবরণ-মুক্তিপদে অবিরাম ॥
শ্রীবৈকুণ্ঠলোকাদিতে করিবে ভ্রমণ ।
অমৃতবিবে পরমাশ্চর্য্যশতগণ ॥
কতককালেতে পুজি ! শ্রীগোলোকধামে ।
শ্রীমদনগোপালের দর্শনার্হি-রামে ॥
পরিপূর্ণ সর্ব্ববাঞ্ছা হইয়া বৃন্দাবনে ।
আমাসহ ক্রীড়িবে সে নিজ-ইচ্ছা-মনে ॥

এই ত প্রকার শ্রীমদ্ভগবদাজ্ঞায় ।
হইলাম হর্ষশোকে আবিষ্ট তথায় ॥
তার সহ ক্রীড়া-আশে হৈল হর্ষ-মন ।
তদ্বিরহ-জাত শোক হরল চেতন ॥
তবে এই শোভাযুক্ত শ্রীমদ্-ন্দাবনে ।
মনোবেগ-তুলা আইলাম সেইক্ষণে ॥
প্রণমিয়া শ্রী ন সনাতনের চরণ ।
দ্বিতীয়-অধ্যায়-ভাষা হৈল সমাপন ॥
শ্রী গুরু শ্রীপাদপদ্ম সদা অভিলাষ ।
ভক্তি মাগে শ্রীজয়গোবিন্দ বসু দাস ॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে গোলোকমাহাত্ম্যখণ্ডে জ্ঞাননামা

দ্বিতীয়েহধ্যায়ঃ ॥

তৃতীয় অধ্যায়

অষ্টাবরণতো মুক্তিপদে প্রাপ্তে শিবাংগ্রতঃ ।

বৈকুণ্ঠপাদৈন্দ্রকুণ্ডঃ তৃতীয়ে ভক্তিলক্ষণম্ ॥১॥

জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত্য দয়াময় ।
জয়জয় নিত্যানন্দ সদঃ-সুদয় ॥
জয়জয়দ্বৈতাচার্য্য করুণার সার ।
বাহা হৈতে অবনীতে চৈতন্যাবতার ॥
জয়জয় শ্রীগুরুপদারবিন্দ সার ।
তৃতীয়-অধ্যায়কথা কহিয়ে বিস্তার ॥
মাথুরব্রাহ্মণে তবে করি সন্মোহন ।
কহিতে লাগিলা গোপকুমার তখন— ॥
ব্রহ্মলোক চৈত্রে এই পৃথ্বীতে আসিয়া ।
দেখিলুঁ আশ্চর্য্য সবদিগ নেহারিয়া ॥
পূর্ব্ব দেব-মহুঘ্যাদি যেখানে যে ছিল ।
কোথাও তাহার গন্ধমাত্র না দেখিল ॥
কেবল শ্রীমথুরা সে পূর্ব্বের সমান ।
তরু-শুল্ল-লতা-গিরি-আদি বিভ্রমণ ॥
রাধাকৃণ্ড শ্রামকৃণ্ড কালিন্দীপুলিন ।
পশুপক্ষিমহুঘ্যাদি কানন প্রবীণ ॥
পূর্ব্ব যেইখানে বাহা ছিল যেপ্রকার ।
সেইরূপ বিরাজিত—নহে অস্ত্রাকার ॥
শ্রীমদ্ভগবদাজ্ঞা করিয়া সুস্বরণ ।
বৃন্দাবনমধ্যে আমি করিয়া ভ্রমণ ॥

অবেষণ করি এই কুঞ্জেতে আইলুঁ ।
প্রেমোন্মত্তে মুচ্ছিত নিজ গুরুরে দেখিলুঁ ॥
জলসেচনাদি বহু প্রয়াস করিয়া ।
সুস্থ করিলাম তাঁরে বহুত সেবিয়া ॥
প্রণত দেখি আমারে কৈলা আলিঙ্গন ।
মম বাগ্ম্য বুলিলেন সর্ব্বজ্ঞ তখন ॥
নিভরপ্রেমাবিতাবে শ্লেষ অশ্রুজল ।
ব্যাপ্ত ছিল কলেবর—দেখিলা সকল ॥
যমুনাতে স্নান করি হৈলা পরিষ্কার ।
আমারে করিয়া তবে করুণার সার ॥
স্বদন্ত-মস্তক ধ্যান-ন্যাস-মুদ্রাদিক ।
উদ্দেশ্য দিলেন যথা বিধি বিশেষিক ॥
মুখেতে কিঞ্চিৎ, কিছু সঙ্কেতধারায় ।
শিক্ষা করাইলেন সকল সক্রপায় ॥
কহিলেন—নিজ এই সর্ব্বপ্রকরণ ।
প্রিয়তম তুমি, তাহে দিলাম এক্ষণ ॥
ইহার প্রভাবে আরো অমুক্ত সকল ।
জানিবে, পাইবে ইথে মনোমত ফল ॥
মহাচর্ষে আমি তাঁর পড়িলুঁ চরণে ।
অতর্কিত হইয়া কোথায় সেইক্ষণে ॥

গেলেন শ্রীশঙ্করদেব হৈয়া অলঙ্কিত ।
 তাঁহার বিচ্ছেদে মন হইল পীড়িত ॥
 যত্নে স্থির করি মন প্রভু আজ্ঞামত ।
 স্বমন্ত্ররূপে প্রবৃত্ত হৈলু আদরতঃ ॥
 মন্ত্রের প্রভাবে লৈল অতিক্রম সার ।
 পাঞ্চভৌতিকতা হৈতে শরীর আমার ॥
 অর্থাৎ শরীরভ্যাগ-বিনা ততক্ষণে ।
 চিন্ময় পাইয়া দেহ মন্ত্রের জপনে ॥
 মুক্তিদ্বার রবির মণ্ডল নির্ভেদিয়া ।
 চতুর্দশ ভুবন দেখিলু উর্দ্ধে গিয়া ॥
 সকল ভুবন বহুদোষেতে দূষিত ।
 বিনা পরমার্থ প্রথাভাসেতে ভূষিত ॥
 মায়াময়—মনোরথে স্বপ্নে দৃষ্ট যেন ।
 বিশেষ অনিত্য সব দেখিলাম তেন ॥
 পূর্বে বহুকালে ক্রমে আশ্বাস করিয়া ।
 সংপ্রাপ্ত হইল যেই লোকসব গিয়া ॥
 এক্ষণে ননের-বেগ-সমান গমনে ।
 একেবারে নিমেষে সকল উন্নয়নে ॥
 ততঃপরে পাইলাম আবরণগণ ।
 ব্রহ্মলোক হৈতে স্রুখে কোটিগুণ হন ॥
 দশদশগুণাধিক উত্তর-উত্তরে ।
 সেইমত বৈভবেতে হয় মহন্তরে ॥
 কাষ্যের উপাধি অতিক্রম যে করিল ।
 ক্রমে মুক্তি প্রাপ্তব্যতা বাহার হইল ॥
 সেই জীব—জীবত্বের উপাধি-কারণ ।
 লিঙ্গদেহ অতিক্রম করিতে তখন ॥
 পৃথিব্যাদি-আবরণরূপে প্রবেশয় ।
 যথা-অভিলাষ তত্তৎস্থানে ভোগ হয় ॥
 পৃথিবী-আদিতে যত দ্রব্য উপজয় ।
 তার সম্পূর্ণ-সুখ-সবার সারময় ॥
 কহিলু সামান্তে এই আবরণগণ ।
 ইবে শুন বিশেষেতে কহিয়ে কখন— ॥
 সেইসব আবরণমধ্যেতে প্রথমে ।
 পৃথিব্যাবরণে আমি গেলাম অশ্রমে ॥
 শ্রীমহাশূকররূপী প্রভু ভগবানে ।
 দেখিলাম আমি বিরাজিত যেহস্থানে ॥
 তাঁর প্রতি-লোমে লমে ব্রহ্মাণ্ডবৈভব ।
 চতুর্দশভুবনেতে যুক্ত সেইসব ॥
 তথাকার ঐশ্বর্যাধিকারিণী ধরণী ।
 মুক্তিমতী শ্রেষ্ঠ দ্রব্যে করেন পূজনী ॥
 এইসবকারণেতে বুঝহ নিঃশেষ ।
 ব্রহ্মলোক হৈতে সর্বমতেতে বিশেষ ॥

তথা কারণস্বরূপ সেই ধরণীতে ।
 কার্যরূপ এ জগত আছেয়ে প্রণীতে ॥
 ঘটের মৃত্তিকা যেন কারণোপাদান ।
 দেখিলাম সকল তথায় স্তুতিমান ॥
 পূজা ভগবানের করিয়া সমাপন ।
 করিলেন আতিথ্যে আমারে সংমানন ॥
 কহিলেন—কথোদিনি থাকি এইস্থানে ।
 চিন্তের স্রুতেতে কর ভোগ সুবিধানে ॥
 কিন্তু আমারে যেমন আকর্ষণ করে ।
 মুক্তিপদপ্রাপক সাধন শীঘ্রতরে ॥
 সেইহেতু ধরণীর অমুক্তা লইয়া ।
 পৃথিব্যাবরণ তবে অতীত হইয়া ॥
 পাইলাম ক্রমেক্রমে ছয় আবরণ ।
 মহারূপধর বারি তেজঃ সমীরণ ॥
 গগনান্ধকার মহৎ—এই আবরণ ।
 তাতে ছয় বিষুমুষ্টি পূজ্যমান হন— ॥
 মৎস্ত সূর্য্য প্রজ্ঞানানন্দ সঙ্গরূপ ।
 বাসুদেব—ক্রমে এই ছয়ের অর্চন ॥
 পূজা—মৎস্তাদিক, আর জলাদি—পূজক ।
 ভোগ শ্রী মহন্ত সর্বসুখের ব্যঞ্জক ॥
 তাহে পূর্ব-পূর্ব হৈতে উত্তর-উত্তর ।
 অধিক-অধিক সুখ সৃষ্টিশীলতর ॥
 পূর্বমত আতিথ্য ভোগাদিক সংকার ।
 সর্ব আবরণে মোরে দিলেন বিস্তার ॥
 থাকিতে কহিলা সব, কিন্তু না থাকিয়া ।
 ক্রমেতে গেলাম সং-অমুক্তা লইয়া ॥
 ক্রমে অতিক্রম আমি করিয়া তখনে ।
 উপস্থিত হৈলু যায়্যা প্রকৃত্যাবরণে ॥
 পরমাবরণস্বভাবা যেই প্রকৃতি ।
 তার পরিণামরূপ তমোময় অতি ॥
 ণিনিবিড়-শ্রাম ণিস্ত-স্বরূপেতে তাঁর ।
 নেত্র-মনোহর করিল যে আমার ॥
 শ্রীমদনগোপালের যেই শ্রামশায় ।
 তার তুল্য বর্ণ তথা দেখি অভিষায় ॥
 অত্যন্ত হইয়া কৃষ্ট তথা হৈতে আর ।
 গমন করিতে ইচ্ছা না হয় আমার ॥
 শ্রীমোহিনীমুর্তিধর ঈশ্বর আপন ।
 করিলা প্রকৃতি তাঁর পূজা সমাপন ॥
 সুপ্রকৃষ্ট-মুষ্টি তিহ আমার গমনে ।
 অর্ধাদিকহস্তে দেবী আইলা তখনে ॥
 অণিমাণি মহাশক্তি করি আনয়ন ।
 আমার অগ্রেতে তবে দিয়া উপায়ন ॥

পৃথিব্যাদিত্য দেবী মম অবস্থিতি ।
করিলেন প্রার্থনা তখন যথারীতি ॥
স্নেহের সহিত কথা কহিল তখন— ।
যত্বপি করহ তুমি মুক্তির ইচ্ছন ॥
তবে তাঁর দ্বারদ্বারকারিণী আমারে ।
অনুগ্রহ কর, এই কহিলুঁ বিস্তারে ॥
ববে আমি পরিত্যাগ করিব তোমায়ে ।
তবে ত প্রবেশ শীঘ্র হবে মুক্তিধারে ॥

শ্রীবিষ্ণুর দাসী আমি—তদধীনা আর ।
যশোদাগর্ভজা-হেতু ভগিনী তাঁহার ॥
শক্তিরূপা ভক্তিদাত্রী আমারে ভজন ।
করহ কৃপায়, ভক্তি বাহু বা এখন ॥

এতক শুনিয়া তার উক্ত বাক্যগণ ।
আর উপানীত দ্রব্য না করি গ্রহণ ॥
বিষ্ণুশক্তি তিঁহ—এই-বুদ্ধিতে তখন ।
নমস্কার করিলাম করি আদরণ ॥
প্রাকৃতাবরণ নেই বর্ণ মনোহর ।
দেখিবারে ইতস্তত ত্রিলুঁ বিস্তর ॥

হেতুরূপা-প্রকৃতিময় যে জীবগণ ।
তাঁরা ভজয়ে—অতি মনোরম হন ॥
শূলশস্ত্র কাণ্ড আর কারণ হইতে ।
সর্বমাহাত্ম্যধিক্যে ত স্বয়ং বিলসিতে ॥
যত্বপি নাহিক তাঁর স্বয়ংপ্রকাশিতা ।
আবরিকারূপে তথা হয়েন শোভিতা ॥
বহুরূপ দুর্কিভাবে অচিন্ত্যপ্রচয় ।
মহামোহকারিণী সে বিভূতি ঐহার ॥
কার্য আর কারণের সম্বন্ধ যে হয় ।
তাহাদেবো সেব্যমান হন জগন্ময় ॥

পরম সুন্দর বর্ণ দেখিয়া তাঁহার ।
অতিক্রমে ইচ্ছা নাহি ছিল সে আমার ॥
তথাপি ঈশ্বরেচ্ছায় দুস্তরাত্তিঘন ।
করিলাম প্রকৃতিজ-তম উল্লসন ॥
ততঃপরে দেখিলাম তেজঃপুঞ্জঘন ।
বাহার দর্শনে চক্ষু হয় নিরীলন ॥
পরম ভক্তিতে যত্ন করিয়া তখন ।
করিলাম অগ্রে আমি দৃষ্টিপ্রসারণ ॥
তথায় পরমেশ্বর করিলুঁ দর্শন ।
কোটিসুখসম দীপ্ত, রূপ বিলক্ষণ ॥
মনোনয়নের হর্ষবিশেষ বাচন ।
বিচিত্র-মাধুর্য্য-বিভূষণ-ব্যাপ্তমান ॥
দ্বাত্রিংশত খেই মহাপুরুষলক্ষণ ।
তাহাতে অধিত বিভূ ব্যাপক সে হন ॥

মায়া-আবরণভাবে সর্বা দীপ্তমান ।
পরব্রহ্মময় মহাদ্রুত ভগবান ॥
পরব্রহ্মহেতু প্রকৃতিজ-শুণ্যাতীত ॥
ভক্তবাৎসল্যাঙ্গি অতি সদৃশগুণে অধিত ॥
প্রাকৃত আকার তাঁর রহিত সতত ।
লোকমনোরমাকৃতি হয় অভিমত ॥
প্রকৃত্যধিষ্ঠানরূপে বিলাসী অদ্রুত ।
প্রাকৃত-সম্বন্ধস্পর্শ-বিহীন অচ্যুত ॥
এ রূপ দেখিয়া হৈলুঁ বিবশ পরেতে ;
মহাসংগ্রহ-সংক্রান্ত-প্রমোদতরংগে ॥
কি করিব—সেইকালে কর্তব্যতা বাহা ।
জানিতে নারিলুঁ কোনপ্রকারেতে তাহা ॥
যত্বপি পরমেশ্বর স্বয়ংপ্রকাশিত ।
সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তি হইতে অতীত ॥
তথাপি তাঁহার করুণার প্রভাবেতে ।
দেখা দেন সৌন্দর্য্যাদি প্রত্যক্ষ সাক্ষাতে ॥
নিশ্চয় করিতে ইহা নারিলুঁ তখন ।
চক্ষুদ্বারা কিবা চিন্তে করিয়ে দর্শন ॥
কিবা বাহ্যস্তর যত ইন্দ্রিয়সকল ।
তাঁর বৃত্তি অতিক্রম করিয়া বিরল ॥
কোন অনির্কচনীয়ে চেতনাবিশেষে ।
দর্শন করিয়ে—এহো ভাবি মনে শেষে ॥
অতি-তেজোময়-হেতু বিশেষগ্রহণ ।
নাহি হয়—কিবা মুক্তিপদস্বতাবন ? ॥
নিরাকারমত তাঁরে ক্ষণেক দেখিয়ে ।
নীলাচলনাথ-রূপা স্বরণ করিয়ে ॥
ক্ষণপরে মহাতেজঃপুঞ্জ পূর্বমত ।
সাকার দেখিয়া হর্ষ হৈল অবিরত ॥
সেই-স্থান-স্বভাবেতে আমিহ কখন ।
সেই তেজঃপুঞ্জে লীন হই সেইক্ষণ ॥
কতু নিজ পাদপদ্মনথের কিরণ ।
স্পর্শহেতু প্রভু করি রূপা বিতরণ ॥
পূর্বমত শরীরসহিতে আমাপ্রতি ।
করেন অবলোকন কৃপায় সম্প্রতি ॥
কদাপি সংসিদ্ধমুক্তি যত জীবগণ ।
তদংশকারণে তিন্ন-অভিন্ন-কখন ॥
মুক্তি-হেতু ব্যক্তরূপে অপূর্ণদর্শন ।
স্বল্পমুক্তি-হেতু যেন সূর্য্যের কিরণ ।
ভক্তগণতুল্য তাঁর চতুর্দিকে বৃত্ত ॥
কদাপি দেখিয়া হয় মনঃপ্রীতিকৃত ॥
সেবাদিক নাহিক সেই মুক্তিপদস্থানে ।
সূর্য্যতেজোমত মাত্র আছে বিভ্রমানে ॥

এপ্রকারে আনন্দের-সমূহ-সাগরে ।
 হইয়া নিমগ্নবুদ্ধি থাকিলাম পরে ॥
 আত্মারামতায় কিবা পূর্ণকামন্যায় ।
 হইলাম সে প্রভুর দর্শনবিধায় ॥
 তর্কেতে আগ্রহ করি সমূহ বিচার ।
 জানিলাম—এই মহাকালপুর সাধ ॥
 পরংপদ অন্তা-সীমাপ্রাপ্ত হইা হয় ।
 অন্তেতে পরম ফল মানিলু' নিশ্চয় ॥
 'শ্রীমদনগোপালদেবের উপাসক ॥
 জানিয়াহ সৌন্দর্য শ্রীমূর্ত্তিবিষয়ক ॥
 এভাদৃশ হৈল কেন বহু ত নিভাস্ত ॥
 এমত পুছ যদি, শুনহ দ্ব্যস্ত— ॥
 স্থানস্বাভাবিক যেহি আনন্দভরদ্ব ॥
 তার ক্ষোভে বিহ্বলিত চিত্ত অমুগ্ধ ॥
 তাহে 'সেই স্থান—কি সে ঈশ্বর হইতে ।
 অজ্ঞ কিছু নিজ প্রাপ্য আছেয়ে পাইতে' ॥
 সেই জ্ঞান আমার হইল অন্তর্দান ।
 কিন্তু মম শরীরের রহিল সংস্থান ॥
 সন্ন্যাসভাগবত-গুরু-উপদেশে ।
 সন্ন্যাসের সেবাদল তাহাতে বিশেষে ॥
 নিজ পুত্র্য দেবতা শ্রীমদনগোপাল ।
 তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম অতি সুরসাল ॥
 তাঁহার সাক্ষাৎ-অবলোকন-লালসা ।
 লীনা নাহি হৈল, কভু জাগি অন্তর্দিশা ॥
 মুক্তিপদ-অধিষ্ঠাতা সেই তেভোময়ে ।
 পুরুষের চিরকাল অবলোকাশ্রয়ে ॥
 নিজেষ্ট-দেবতা শ্রীমদনগোপালে ।
 সাক্ষাৎ দর্শনে যেহি লোভ চিরকালে ॥
 বরং তাহা বিশেষেতে হইল বর্জিত ।
 প্রকর্ষেতে স্মৃতিপথে যেন হৈল নীত ॥
 তেকারণে সেই মুক্তিপদাধিষ্ঠাতায় ।
 সাকাররূপেতে ব্যস্ত দেখিয়া তথায় ॥
 তথাপিহ পূর্যমত প্রীতি নাহি পায় ।
 অর্থাৎ পূর্কোঁতে যেন দেখিয়া তাঁহার ॥
 নিজেষ্টদেবস্বরূপে যেন হৈত প্রীতি ।
 ইদানী তেমত নাহি হয় কদাচিত ॥
 'সে স্থান-স্বভাবে পাছে নিজ লয় হয় ।'
 এই আশঙ্কায় হৈলু' বিষন্ন নিশ্চয় ॥
 অতএব 'এই ব্রজভূমিতে আসিয়ে ।
 স্বাধ্বিত-ইষ্টদেব-দর্শন সাধিয়ে ॥'
 এইমত মনে বিচারিয়া সমুদয় ।
 কিছু অগ্রে গিয়া মহাপুরুষ-আজায় ॥

গীতব্যাখ্যাদির ধনি অদ্ভুত সেন্থানে ।
 শুনিলাম, হেন কভু না শুনিয়ে কাণে ॥
 চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে তখন ।
 দেখিলাম কোন বুৎকৃত বিলক্ষণ ॥
 উপরিস্থিত প্রদেশ হইতে তখন ।
 সেই মুক্তিপদে করিছেন আগমন ॥
 কপূরের সম স্বেত—দেব সুললিত ।
 দিগম্বর—অঙ্গচন্দ্র মণ্ডকে ভূষিত ॥
 গজাঙ্জলে অন্মান যে জটীর আবলী ।
 করেন ধারণ শিরোপরি কুতূহলী ॥
 ত্রিশূলী—অন্ধ্রতে ভস্ম আছে বিলোপিত ।
 মৃত-বৈষ্ণব-শিখের মালাতে ভূষিত ॥
 গৌরা তাঁর ক্রোশিতা—তাহে সুশোভিত ।
 দিব্য হৈতে দিব্য চামরাঁদিতে কলিত ॥
 নিক্রপম সেইসব পরিচ্ছদ হয় ।
 অথবা শিখের উপযুক্ত যে নিশ্চয় ॥
 মনোহর আকার চেষ্টিত সুলক্ষণ ।
 হেন পরিবারগণ করেন সেবন ॥
 তাঁরে দেখি পাইলাম পরম বিস্ময় ॥
 হইল হর্ষও চিস্তে এই চিন্তা হয়— ॥
 কেবা এত নিজ পরিবারেতে অধিত ।
 মুক্তিপদোপরি যে আছেন বিরাজিত ॥
 জগদ্বিলক্ষণ নিক্রপমৈশ্বর্যাদিক ।
 মুক্তবর্গসব হৈতে হয়েন অধিক ॥
 দিগম্বর হইখাও প্রিয়া-আলঙ্কর ॥
 অতিক্রান্ত সঙ্গার হয় ত লক্ষণে ॥
 মহাবিশেষেতে-যুক্তকায় ত সাক্ষাতে ।
 বিচিত্রবিভূতিমান দেখিয়ে যাঁহাতে ॥
 ধর্মপরিপালক যে পদম ঈশ্বর ।
 পরম মুক্ত স্বভাব সুবিদিততর ॥
 তাহার বিষয়ভোগ করিয়া দর্শনে ।
 বিতর্ক হইল নানাবিধ মম মনে ॥
 সেই গৌরীপতিকে করিয়া আলে কন ।
 পরম আনন্দভরা সন্ত হৈল মন ॥
 সহ-পরিবার তাঁরে কৈলু' নমস্কার ।
 কুপায় করিলা অবলোকন আমার ॥
 সে গৌরীপ তর গলাধাক্ষ নন্দীশ্বর ।
 নিকটে গেলাম হর্ষবেগে শীঘ্রতর ॥
 করিলাম জিজ্ঞাসা—'কহিবে সমুদায় ।
 কে এত, থাকেন কোথা, যায়েন কোথায় ?'
 ভাস্ত করি কহিলেন তিহ বিশেষক— ॥
 গোপালোপাসনাপর হে গোপবালক ॥

শ্রীশিব জগদীশ্বরে তুমিহ না জান ? ।
তাহে সদাচারত্যাগে দোষ নাহি মান ॥
ভোগমুক্তিদাতা—কৃষ্ণে ভক্তিবিবর্দ্ধন ।
মুক্তগণপূজ্য—বৈষ্ণবের প্রিয় হন ॥
শিব-কৃষ্ণে অপুণ্যদৃষ্টি ভক্তি যেহে ।
তাহে লভা নিজলোক উপযুক্ত যেহে ॥
তাহা হৈতে সখা কুবেরের বশীভূত ।
এই নিজ-প্রিয়তমা-পার্বতী-সংযুত ॥
অল্প প্রিয় পরিবার লইয়া সংহতি ।
কৈলাসপর্বতে বাহিঁতেছেন সম্প্রতি ॥

এত শুনি হইলাম অভ্যস্ত হর্ষিত ।
কোন প্রসন্নতা তাঁর যাহা মনোনিভ ॥
সেই মহেশ্বর হৈতে ইচ্ছা পাইবারে ।
করিলু মানসে সে অভেদজ্ঞান-দ্বারে ॥

সর্বজ্ঞের শিরোমণি জানি মহেশ্বর ।
করিলেন আদেশ সে নন্দীশ্বর'পর ॥
নন্দীশ্বর আমারে দিলেন উপদেশ ।
তাহাতে সুখেতে স্বয়ং শ্রবিল বিশেষ ॥
শ্রীমদ্ভগবৎগোপাল স্বপ্রাণেষ্ঠদেব ।
তাহাতে নহেন ভিন্ন এই মহাদেব ॥
শ্রীমদনগোপালের যুগলচরণে ।
বিশেষ কবেন গিচ্ছ ভক্তি-বিবর্দ্ধনে ॥

শিবগণমধ্যে সুখে হইলু প্রবিষ্ট ।
শিবভক্তসব মোরে করিলেন কৃষ্ট ॥
শ্রীমন্দি হইতে তথা করিলু শ্রবণ ।
কথামান বৃত্তান্তসকল বিলক্ষণ— ।
শিব ভগবান্ সদা একরূপ হন ।
নিজলোকে প্রকট করেন নিবসন ॥
শিবলোকবাসে তুষ্ট যত প্রিয়জন ।
তদেকনিষ্ঠসকলে করয়ে দর্শন ॥
শ্রীমদ্ভগবানের সে ভক্ত-অবতার ।
বটেন শ্রীশিব, তাহে নহে তিন্নাকার ॥
তাহে নিজ হইতে অভিন্ন ভগবান্ ।
তাঁর ভক্তিবিশয়ক-রসিকতা-দান ॥
দিবারে স্বভক্তগণে, করান রমণ— ।
রুক্ষণামগীতনৃত্যাদিতে অহুক্ষণ ॥
শেষমুর্তি ভগবান্ সহস্রবদন ।
তম-অধিষ্ঠাতা-হেতু নিজ-প্রিয় হন ॥
হইয়াও জগতের দৈশ্বর আপনে ।
প্রেমে দাস-মত নিত্য করেন অর্চনে ॥

এমত শিবলোকের মাহাত্ম্য অশেষ ।
সর্ব হৈতে অধিক শুনিয়া সবিশেষ ॥

পরম প্রবোধ প্রাপ্ত হইলু তখন ।
কিন্তু পূর্ণ না হইল তাহে মম মন ॥
তাহার নিদান নাহি বুঝিয়া তখনে ।
পরামর্শ করিলাম আপনার মনে ॥
শ্রীমদগুরুপ্রসাদেতে প্রাপ্ত দশাক্ষরী ।
মহামত, তাঁর সেবা-প্রভাবে সজ্বর ॥
সেইক্ষণে পারিলাম আমি জানিবারে ॥
যেহেতু কৃষ্ট নহে মন বারেবারে— ॥
শ্রীমদ্ভগবৎগোপাল ব্রজেন্দ্রনন্দন— ।
পাদপদ্মদ্বয়ের যেসব লীলাগণ ॥
সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদির যেহে অমুভব ।
তাহার অণব মোরে পীড়া দেয় সব ॥

মম মন বুঝি করিলেন শ্রীমহেশে ।
লীলাবিশেষবৈচিত্র্য স্বস্বকৃতিবিশেষে ॥
প্রবোধ দিলেন বহু আমারে তখন ।
তাহাতেও স্বাস্থ্য নাহি হৈল মম মন ॥
এইমত যখন আমিহ দেখিলাম ।
আপনার চিন্তাপ্রতি তবে কহিলাম— ॥
যদি করিতেছ এই শিবে অমুভব ।
তাঁর গুণলীলামাধুর্য্য প্রকৃতি সব ॥
তথাপি হুয়ায় দীর্ঘব-জ্বাতে তোমার ।
সিদ্ধ হইবেক অমুগ্রহেতে ইহার ॥
ওহে মন ! মান' ইহা করিলু নিঃশেষ ।
যেহেতুক তোমা প্রতি প্রসাদাবিশেষ ॥

এমত প্রবোধে হইলাম তুষ্ট-মন ।
তবে কোন কারণেতে মহেশ তখন ॥
সেই মুক্তিপদে করিলেন শ্রীশ্রামণ ।
তাঁর পার্শ্বে সুখে থাকিলাম একক্ষণ ॥
সেইক্ষণে দূরে কো- সব মহাত্মার ।
অত্যন্ত মধুর সঙ্কীর্ণনন্দনি সার ॥
আবির্ভাব হৈল—মহেশ্বর শুনিলেন ।
পরমানন্দসাগরে মগ্ন হইলেন ॥
মহাপ্রেমবিকারেতে হৈয়া বশীভূত ।
নাচিতে প্রবৃত্ত স্বয়ং হইলা ভূত ॥
পতিব্রতোক্তমা সেই দেবী ভগবতী ।
নন্দ্যাদির সহ উঠিলেন স্বরাবতী ॥
বান্ধ-সংকীর্ণন-আদি করিয়া তখন ।
করিলেন প্রভুর সে উৎসাহ-বন্দন ॥
সেইক্ষণে সেইস্থানে কৈলা আগমন ।
চাক্র চতুর্ভুজগণ—করিলু দর্শন ॥
শ্রীমুক্ত কৈশোরমুর্তি আত শ্রুশোভিত ।
সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-বিভবোতে বিভূষিত ॥

ভূষণের ভূষণ সে অধের কিরণে ।
 আচ্ছাদিত করিলেন সব শৈবগণে ॥
 নিজেস্বর বৈকুণ্ঠনাথের মহাকীর্তি- ।
 গানানন্দরসে মগ্ন,—নাহি পরিচ্ছিন্নি ॥
 অনির্বাচ্যতম রূপ-গুণাদিক সব ।
 চিত্তহারি-সর্ববস্ত্রালঙ্কারবিশ্বব ॥
 পূর্বে তপোলোকে ধারে করিলু' দর্শন ।
 সনকাদি-চারি-ঋষি-সহিত মিলন ॥
 তাঁহাদের দর্শন-স্বভাবেতে উথিত ।
 প্রকৃষ্ট হর্ষেতে মনো হইল হর্ষিত ॥
 অন্তর্বাহে কিছু অন্ত নিজ প্রিয় আর ।
 নাহি হইলাম তাহে শক্ত জানিবার ॥
 কণকালপরে তবে পাইয়া চেতন ।
 মনেতেও তাঁহাদের দাসত্বাচন ॥
 করিতে নারিলু' ভয়লঙ্কার কারণ ।
 স্মৃতিতে সেই পদ হয় সর্বক্ষণ ॥
 উচ্চপদ-প্রার্থন নীচের যোগ্য নয় ।
 তাহে অপরাধে ভয়-লঙ্কা সম্ভব ॥
 আনি দাস্ত-প্রার্থনে অশক্ত দীনমন ।
 নিশ্চয় এ লালসা বাধয়ে অমুক্ষণ— ॥
 'শিবের কৃপায় এই চতুর্ভুজগণ ।
 একবার করবে কি মম সংভাষণ ? ॥
 কোথায় থাকেন, কেবা হয়েন ইহারা ।
 কৃপাপাশে রক্ষা যোগে করবে কি পারা ? ॥'
 'ইহারা পরম মহত্তম কোনজন ।
 হইবেন নিশ্চয়' সে জানিলু' তখন ॥
 'বাহাদরে আলিঙ্গন করি অতিশয় ।
 হইলেন ক্রুদ্ধদেব প্রেমমূচ্ছ'ময় ॥'
 ইত্যাদি আমার মনোবৃত্তি যেই ছিল ।
 শিবানুবর্তিনী উমাদেবী সে জানিল ॥
 সঙ্কেত গণেশ-প্রতি দেবী করিলেন ।
 তবে ত আমারে গণপতি করিলেন— ॥
 মহাপ্রভু ত্রীকৃষ্ণ ত্রীবৈকুণ্ঠনাথের ।
 পার্শ্বদ ইহারা হন, নিকটেতে হের ॥
 তাঁহার সমান রূপ হইলা প্রাপণে ।
 নিশ্চয় বৈকুণ্ঠ হৈতে কৈলা আগমনে ॥
 দেখহ করেন এই পার্শ্বদের গণ ।
 চতুমূখ-ব্রহ্মার ব্রহ্মাণ্ডেতে সমন ॥
 তাহাতে দ্বিগুণ অষ্টমূখ ব্রহ্মা জান ।
 শতকোটিযোজন ব্রহ্মাণ্ডপরিমাণ ॥
 তাহে ঐ পার্শ্বদগণ যান বেগবান ।
 তাহার দ্বিগুণ বোলমূখ ব্রহ্মা মান ॥

তাহে ঐ পার্শ্বদগণ করেন গমন ।
 এইমতে কোটিকোটি ব্রহ্মা অগণন ॥
 কোটিকোটি মূখপদ্ম অতি গুরুতর ।
 তাদৃশ ব্রহ্মাণ্ড তাঁহাদিগের বিস্তর ॥
 সেই সেই ব্রহ্মাণ্ডমূরূপ সবিভব ।
 বনোনেত্র হরণ করেন রূপে সব ॥
 সকলে গমন করিতেছেন লীলায় ।
 গণেশ অনেক দেখাইলেন আমায় ॥
 এসব পার্শ্বদগণ আপন ইচ্ছায় ।
 ত্রয়েন সর্বত্র,—পরতন্ত্রতা না ভায় ॥
 সূতাকালেতেও জিহ্বাগ্রেতে যে জনার
 ত্রীকৃষ্ণের নামাতাস হয় ত উচ্চার ॥
 কিম্বা কোনপ্রকারেতে যদি একবার ।
 শ্রবণে শ্রবিত হয় কৃষ্ণনাম যার ॥
 সর্ব-বিষ-ভয় হৈতে সেই ভক্তগণে ।
 করেন পার্শ্বদসব সর্বথা রক্ষণে ॥
 উচ্ছ্বাসা বিশুদ্ধা ভক্তি করেন বিস্তার ।
 যেহেতুক ভক্তি এক প্রিয়া এসবার ॥
 সনকাদি এই চারি নৈষ্ঠিক-উত্তম ।
 বৈকুণ্ঠনাথের ভক্ত-অবতারাগম ॥
 ক্ষতএব ত্রীপতির পার্শ্বদের শ্রায় ।
 লোকে হিতার্থে মাত্র ত্রয়েন সদায় ॥
 তপোলোকে উদ্ধরেতা যোগিগণ যত ।
 ত্রিহারায়াণ বিনা অনাথের মত ॥
 তাহাদের মঙ্গলার্থে কৃষ্ণসঙ্কীৰ্ত্তন ।
 করি তপোলোকে বাস করেন কখন ॥
 সঙ্গতিক বৈকুণ্ঠেতে করিয়া গমন ।
 তথা সর্বাধর্মক-সঙ্গ, নারায়ণ ॥
 ভগবানে দেখি যেই আনন্দ অপার ।
 বোক্ষবিষয়কানন্দে করয়ে ধিকার ॥
 তাহা পাব্য্য করিয়া আশ্রয় সংযোজন ।
 হস্তিভক্তি-মহারস পিয়ে অমুক্ষণ ॥
 তদীয় কীর্তন-গানামৃতরস-পানে ।
 তত্তগণসহ আইলেন এইস্থানে ॥
 বৈকুণ্ঠলোকের সে করিব কি মহিমা ।
 শক্ত নাহি হই যার কহিবারে সীমা ॥
 নিত্য পরিচ্ছেদহীন মহাসুখ যেই ।
 তার অন্ত্য-পরিপাক-বিশিষ্ট ত সেই ॥
 সেপ্রকার পরিচ্ছদ আর পরিবার ।
 গুণনারহিত নিত্য বৈভব যাহার ॥
 সাক্ষাৎ ত্রিমানাধিপদপঙ্কজের ।
 ক্রীড়াভরে সদা বিভূষিত অজস্রের ॥

সেই রমানাথের যে জন প্রেমভক্ত ।
তাঁহার স্মরণে সেই লোক অতি ব্যক্ত ॥
আত্মসহ ভগবানে অভেদ-বাসনা ।
নিশ্চয় জানিহ সেই হয় দুর্ভাগনা ॥
তাঁহার দ্বারায় বেই মুক্তির বাঞ্ছন ।
সুবিধ সর্বদা হয় যাহাদের মন ॥
তাঁহাদের মনোরো দুর্লভ সেই স্থান ।
মনোরথেষ্টেও শক্ত নহে ত প্রয়াণ ॥

যথা বাশিষ্ঠে (বৃ: ভা: ২।৩।৮৬ টীকা)—
অন্তস্যাঙ্গিপ্রবুদ্ধতা সর্বং ব্রহ্মেতি যো বদেৎ ।
মহানরকজালেষু তে নৈব বিনিবোজিতঃ ॥

ব্রহ্মবৈবর্তে চ (ঐ)

বিশ্বমুখসংযুক্তো ব্রহ্মচরিত্তি যো বদেৎ ।
কল্পকোটিসংস্রাণি নবকে স তু পচাতে ॥

যদি তোমাশ্রিত এই আমার পিতার ॥
আত্মস্তিক করুণা সে হয় ত বিস্তার ॥
তবে ত বৈকুণ্ঠে হবে গমন তোমার ।
অনু হবিবে তথায় মহিমা তাহার ॥

গণেশের মুখে শুনি এ সব কথন ।
ওহে দ্বিজ ! শ্রীবৈকুণ্ঠপ্রাপ্তির কারণ ॥
মহতী লালসা ত জন্মিল অতিশয় ।
সেহেতু চিন্তাসাগরে অপার যে হয় ॥
তাঁহার তরঙ্গরূপ যেই রঙ্গস্থলী ।
তাঁহাতে নর্ত্তিত আমি হইলু একলী ॥
মনেতে ঘিচার তথা বহু করিলাম ।
বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তিতে নিজাযোগ্য দেখিলাম ॥
শোকের বেগেতে উচ্চ করিয়া রোদন ।
মোহ প্রাপ্ত হৈয়া পাড়িলাম সেইক্ষণ ॥
তবে মহাদেব মহা দয়ালু ঈশ্বর ।
পরদুঃখাগ্রহী বৈষ্ণবৈকপ্রিয়বর ॥
উঠাইয়া আমারে করিয়া আশ্বাসন ।
কাহতে লাগিল কিছু করুণাবচন— ॥
ওহে শ্রীবৈষ্ণব ! শুন কহিয়ে প্রকাশ ।
সেই বৈকুণ্ঠলোকেতে সর্বদা নিবাস ॥
আমিও তোমার মত পার্শ্বতী-সহিত ।
করিয়ে কামনা, ইহা জানিহ নিশ্চিত ॥
সেই লোক বৈকুণ্ঠ-দুর্লভ অতিশয় ।
মুক্তসকলের প্রার্থনীয় স্থাননিশ্চয় ॥
ভৃগু-আদি ব্রহ্মপুত্র সাধনা করেন ।
তথাপিহ তাঁহাদের সাধিত নহেন ॥
ব্রহ্মা আর আমার সে-লোক সাধ্য হয় ॥

বিশেষ কহিয়ে তবু, শুনহ নিশ্চয়— ॥
নিষ্কাম বিশুদ্ধ স্বীয় ধর্মে যেই নয় ।
নিষ্ঠাপরিপাক প্রাপ্ত হয় বহুতর ॥
শ্রীহরির যত কৃপা তাঁর প্রতি হয় ।
তাঁর শতশৃণু হৈলে ব্রহ্মত্ব লভয় ॥
তাঁর শতশৃণু কৃপা হয় যদি নরে ।
তবে মম ভাব সে শিবত্ব প্রাপ্তি করে ॥
আমার উপরেতে যাদৃশ-পরিমাণ ।
অমুগ্রহ প্রকাশ করেন ভগবান্ ॥
তাঁর শতশৃণু কৃপা হয় যদি নরে ।
তবে ত বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হয় পরে ॥
হে বৈষ্ণব ! তুমি বটে মধুরেশভক্ত ।
মদনগোপালদেবমুখ্যেতে আসক্ত ॥
তাঁর একা ভক্তি প্রিয়তম যার হয় ।
হেন ব্রাহ্মণের শিষ্য তুমি মহাশয় ॥
গোবর্দ্ধনে গোপপুত্র ! কহিলু তোমায়ে ।
তথাপি ত তুমি যোগ্য হও পাইবারে ॥
সালোক্য সাঙ্গি' সাক্ষ্য সাযুজ্য লিখয় ।
এই চতুর্বিধ মুক্তি জানিহ নিশ্চয় ॥
সায়ুজ্যের স্থান এই পায় যতিগণে ।
অদ্বৈতব্রহ্মভাবনা ভাবে যারা মনে ॥
মহাসংসারের দুঃখ অগ্নিচ্ছালাচয়ে ।
অতিশয় শুদ্ধ চিত্ত তাদের আছয়ে ॥
অন্তরেতে সারাসার-বিবেক-রহিত ।
অসারগ্রাহী সে সব জানিবে নিশ্চিত ॥
শ্রীকৃষ্ণের আদেশে আমিহ সুনিশ্চিত ।
তাঁহাদিগে ভাবাবে করিলু পাতিত ॥

তদ্বক্তা তে নৈব পদ্যপুবাণোত্তরখণ্ডে—
(বৃ: ভা: ২।৩।১৫ টীকা)—

মায়াবাদমসচ্ছাত্র প্রচ্ছন্ন বোধমুচ্যতে ।
মর্ষেব বক্ষ্যতে দেবি কলৌ ব্রাহ্মণকপিণা ॥
ব্রহ্মণ্যচাপ্যং কণা নিঃশব্দং বক্ষ্যতে ময়া ।
সর্বত্র জগতোহপ্যত্র মোহনার্থং কলৌ যুগে ॥

তথাচ বৃহৎসহস্রনামস্তোত্রাবন্তে—
(পাদ্যোত্তরখণ্ড ৭২।১০৭)—

সাগমৈ: কল্পিতৈশ্বক জনান্ মদ্বিখ্যান কুরু ।
ইত্যাদি ॥

বেহেতুক নিজপাদ্যযুক্ত-প্রেমভক্তি ।
সংগোপনে শ্রীকৃষ্ণের ছিল আত্মরক্তি ॥
তাহে আত্মা করিয়াছিলেন আত্মপ্রতি ।
সেহেতু অদ্বৈতমার্গে পাড়িলাম যতি ॥

শ্রীকৃষ্ণভজনানন্দ-অমৃতরসের ।
 একমাত্র অপেক্ষা আছে যে সে দাসের ॥
 তাঁহাদের উপেক্ষিত হয় এই স্থান ।
 ভক্তিবিষয়ত্বা—ত্যাগ কর হে সৃজন !
 দ্বারকানিবাসী বিপ্র ইহাতে প্রমাণ ।
 কৃষ্ণভক্তিরসাধী পরম ভক্তিমান ॥
 স্বেচ্ছাতুর্ধ্যাবিশেষ করিয়া প্রকাশন ।
 এথা হৈতে দ্বারকায় লৈল পুত্রগণ ॥
 তোমাশ্রিত সদাকুর রূপা যে আছে ॥
 শ্রীকৃষ্ণ দেখিতে ইচ্ছা ভাব তাহে হয় ॥
 তাহে এই মুক্তিপদে করিলা দর্শনে ।
 সুন্দর-আকার ভগবান্ স্বনয়নে ॥

এইরূপ শঙ্করর প্রসাদকারণ ।
 পাইলাম পরানন্দভব সেইক্ষণ ॥
 ইচ্ছিয়া পার্শ্বদগণ-সহ সম্ভাষণ ।
 লজ্জায় কহিতে কিছু নারিলু কখন ॥
 বৈকুণ্ঠপার্শ্বদগণ শ্রীউমাপতির ।
 কথিত বচন সব শুনিয়া সুস্থির ॥
 কৃষ্ণপ্রেমবিশেষাবিতাবে কারণ ।
 শোকাকুল দেখিয়া শ্রীশিবে ততক্ষণ ॥
 সাদরে প্রণমি প্রীতে করিতে সান্বন ।
 বিনয়সহিত বাক্য কহেন তখন— ॥
 বৈকুণ্ঠনাথের সহ ওহে ভগবান্ ! ।
 নাহিক তোমার কিছু ভেদ বিভ্রমান ॥
 লক্ষ্মীসহ পৌরীর সেমত ভেদ নাই ।
 তাঁদের ভক্তাবতার তোমরা দুইই ॥
 অতএব সেই লোকে বাস আপনায় ।
 যুক্ত হয় সুনিশ্চয় দেবী-সহকার ॥
 শ্রীমত্তগবানের আপনি প্রিয়তর ।
 মহা অবতার তাঁর,—কি কব বিস্তর ॥
 কহিলেন তথাপি এক্ষণে যে কিস্তি ।
 কৃষ্ণপ্রিয়তমত্বের স্বভাব-উচিত ॥
 তাঁর ভক্তিরস-সমূহের প্রবর্তক ।
 বৈষ্ণবগণের স্তব ভক্তিপ্রচারক ॥
 অতএব শ্রীকৃষ্ণের যত অবতার ।
 সব হৈতে মহিমা অধিক সে তোমার ॥
 তুমি মহাদেব নিজ স্তুতি এইমত ।
 তুমি হৈয়া থাকিলেন প্রভু লজ্জাগত ॥
 তবে ভগবানের যে পার্শ্বদের গণ ।
 নিহেতুক-রূপাকারি-মধ্যে শ্রেষ্ঠ হন ॥
 রূপা প্রকাশয়—দীপ্য সব আলিঙ্গন ।
 কহিতে লাগিলা আরাগতি সুবচন— ॥

আমাদের দৈবের সন্মোক্ষোপাসক ।
 ওহে উমাপতিপ্রিয় হে গোপবালক ! ॥
 ভক্তগামুদয়িকের মধ্যে আপনারে ।
 গণিয়ে, আমরা জান নিশ্চয় ইহারে ॥
 সন্মাতটে জন্ম গৌড়ে—উত্তম ব্রাহ্মণ ।
 যথৈব জয়ন্ত-নামে খ্যাত যি'হ হন ॥
 হরেন কৃষ্ণস্বরের মহা অবতার ।
 তিহ ত তোমার গুরু জানিবে প্রচার ॥
 সত্য জান—এইস্থানে তোমার কারণ ।
 করিলাম আমরা সকলে আগমন ॥
 শুন কহি তব নিজকৃত্য যেই হিত— ।
 বৈকুণ্ঠ যত্ন পি ইচ্ছা করহ নিশ্চিত ॥
 ব্রহ্মপাদি-আসক্তি পরিত্যাগি সব ।
 কেবল মত্তরূপে সে লাভ অসম্ভব ॥
 প্রেমের সাহিত ভাক্তি যে নবপ্রকার ।
 কর শ্রদ্ধাসূক্ত হৈয়া অতুষ্ণ তার ॥
 তাহার জ্ঞাপক তত্ত্ব শাস্ত্র ভাগবত ।
 স্ত্রীলোকের কৃষ্ণের শুনত নিত্য ততঃ ॥
 করণে প্রণবেতে প্রবেশি সে সব ।
 সত্ত্ব হরিপদ দিতে হয় ত প্রভব ॥

বধা শ্রীমত্তাগবতে (১২।৪।৪০)—

সদ্যঃসিদ্ধিমতিহস্তরমুত্তিতায়ে,
 নারীঃ প্রবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমতঃ ।
 লীলাকথারসনিবেশনমতুরেণ,
 পুংসো ভবেদ্বিবিবদুঃশ্রদধানিততঃ ॥

দ্বিতীয়োঃপি (ভাঃ ২।২।৩৭)—

শিবস্তি যে ভগবত আনন্দঃ সত্যঃ,
 কথাশ্রুতঃ শ্রবণপুটেবু সত্বতম্ ।
 পুংস্তি তে বিষয়বিদ্বদ্ভিতাশয়ঃ,
 ব্রহ্মস্তি তচ্চরণসৌক্যহাস্তিকম্ ॥

যে নবপ্রকারমধ্যে একই প্রকার ।

সমুদায় সাধনের মধ্যে হয় সার ॥
 তাহা হৈতে সুগিদ্ধ হয়ে ত অভিরাম ।
 সাধ্যের সত্তম সেই শ্রীবৈকুণ্ঠধাম ॥
 কলত্রতাদি অপর অনেক আছে ।
 মহত্ত্বরূপে খ্যাতি তাহাদের হয় ॥
 কিন্তু বিচারেতে সেই সব তুচ্ছ হয় ।
 বহুভক্তগণ সে সবে না আদরয় ॥
 একদিগ ভক্তি আচরণের আশ্রয়ে ।
 যত্নপিহ শ্রীবৈকুণ্ঠলোক গিচ্ছ হয়ে ॥
 তথাপি সে সব ভক্তিরসজ্ঞ যে জন ।
 শ্রবণ-কীর্তন-আদি যে বহু গণন ॥

তার রসমাধুর্যের প্রাপ্তির কারণ ।
সাদ্ধ নববিধা ভক্তি করে আচরণ ॥
অনির্বাচ্য-মহারস-সুবিশেষময়ী ।
সেই নববিধ ভক্তি জানিহ নিশ্চয়ী ॥

তথাহি মূলম্ (বৃ: ভা: ২।৩।১১২) —
তেষাং কস্মিংশ্চিদেকস্মিন্ শ্রদ্ধয়াহুষ্ঠিতে সতি ।
স্বয়মাবির্ভবেৎ প্রেমা শ্রীমৎকৃষ্ণপদাভ্যুদয়োঃ ॥

তার মধ্যে কোন-একপ্রকার শ্রদ্ধায় ।
অহুষ্ঠান করিলে সে বিশ্বাসঘাতায় ॥
শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র-পাদপদ্মদ্বয়ে ।
স্বয়ং প্রেমা তার চিত্তে আবির্ভাব হয়ে ॥
তথাপিহ ফলান্তরে যেই কাম হয় ।
বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তির প্রতি বিরোধী নিশ্চয় ॥
হৃদয়ের রোগরূপ—ভ্যাগ লাগি তার ।
প্রেমঘাৱা সাধিবেক সেই ভক্তি সার ॥
যত্নপি সপ্রেম ভক্তি যে নবপ্রকার ।
যেই যেই স্থানে হয় উপপন্ন তার ॥
সেই সেই স্থান হয় বৈকুণ্ঠ নিশ্চয় ।
শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ তত্র তত্র নিবসয় ॥
তথাপি সৌন্দর্য্যগুণলীলাদিকময় ।
অন্তত্ৰ সাক্ষাৎ শ্রীশ দৃষ্ট নাহি হয় ॥
এইহেতু শ্রীবৈকুণ্ঠলোক সনিশ্চয় ।
অবশ্য ত ভক্তগণ অপেক্ষা করয় ॥

বৈকুণ্ঠলোকীয় ভক্তি সর্বপ্রকারিকা ।
কিঞ্চিৎ প্রেমপরিপাকযুক্তা বিশেষিকা ॥
ভক্তিনিষ্ঠ-বহু-সহ নির্বিঘ্নে সদায় ।
অন্তস্থানে কোন রূপে সম্পন্ন না পায় ॥
বৈকুণ্ঠেতে কালাদির কৃত বিষয় নাই ।
সাহজিক-প্রেমভক্তি-রসিক সদাই ॥
বিগ্রহ-সচ্চিদানন্দ নিত্য সব গণ ।
সম্পন্ন তাদৃশ ভক্তি হয় প্রতিক্ষণ ॥
অতএব বৈকুণ্ঠের অপেক্ষা সতত ।
অবশ্য করয়ে—ইচ্ছা জানিহ সত্যত ॥
কাস্মিকাদি-চেষ্টারূপা না জান তাহারে ।
প্রাকৃত ইন্দ্ৰিয়ে লহঁবারে নাহি পারে ॥
নিত্য-সত্য-ঘনানন্দরূপা সেই হয় ।
সব্বরজস্বযোগুণাভীত স্নানিশ্চয় ॥
কৃষ্ণপ্রসাদেতে যেই শুদ্ধ জীবতত্ব ।
নিগুণ সচ্চিদানন্দরূপে হয় সর্ব ॥
তাহাতে ক্ষুরিয়া বিলসয়ে সে সতত ।
স্বসেবকগণের হর্ষার্থে বহুমত ॥

বিচারেতে জীবতত্ব হৈলে বিশুদ্ধিত ।
দেহেন্দ্রিয়াদি-সম্বন্ধ হইতে রহিত ॥
তবে অপাকৃত-হরিস্থান-প্রাপ্তি হয় ।
তার হৃদে নানাবিধ ভক্তি বিলসয় ॥
অন্তথা যত্নপি প্রাকৃতত্বের কারণ ।
ইন্দ্রিয়াদিবিপারের রূপ ভক্তি হন ॥
তবে কায়েন্দ্রিয়াদ্বার চেষ্টা ত হইতে ।
জ্ঞানবিবেকেতে আত্মা হইলে শোধিতে ॥
ইতর কর্মের মত না হয় সঙ্গত ।
অকর্তৃস্বজ্ঞানে মনে প্রাপ্ত বিশেষতঃ ॥
বিয়ুভক্তিবিষয়েতে কর্ম আছে যত ।
সে-সকল হইতে ইতর-কর্ম-মত ॥
বিবিক্ত হইলে নাহি শ্রীবৈকুণ্ঠ যায় ।
নৈকস্ম্যাহেতুক কিন্তু মুক্তিপদ পায় ॥
ইহাতে তাৎপর্য্য এই হইল নিশ্চয়— ।
বিয়ুভক্তি নিরন্তর অপ্রাকৃত্য হয় ॥
ইতরকর্মের মত ভক্তির কর্মহ ।
না মানিহ, কহিলাম এই সার তত্ব ॥

দেহ-শব্দে—ভক্তের সচ্চিদানন্দ-কায় ।
আর প্রাকৃত-শরীর তাহাতে বুঝায় ॥
মণি-শব্দে—চিন্তামণি কাচমণি আর ।
দ্রুইকে বুঝায় যেন বিভিন্নপ্রকার ॥
সেই স্বধর্ম্মাচরণাদিক সব আর ।
কর্মও ভক্তিশব্দেতে হয় ত প্রচার ॥
বহির্দৃষ্টে কখন বা করয়ে জল্পন ।
কিন্তু বিচারেতে ভতি 'কর্ম' নাহি হন ॥
বৈকুণ্ঠে অন্তত্ৰ বর্তমান যত হন ।
বৈকুণ্ঠ-নিবাসী আর অন্ত ভক্তগণ ॥
তাহাদের অদ্বৈত-আত্মা-আদি যত ।
নিবিড়সচ্চিদানন্দরূপ অভিমত ॥
তাদৃশ ভক্তিসদৃশ হন ভক্ত-গণ ।
স্বত হয় শ্রবণকীর্ত্তনাদি ঘটন ॥
পঞ্চভূতময় দেহী যেই ভক্তগণ ।
তাহাদেরো শ্রীভক্তির ক্ষুণ্ণতার কারণ ॥
সচ্চিদানন্দরূপেতে সুপরিব্যবসান ।
হয়, এই জানিহ বিশেষ সমাধান ॥
ভক্তির কারণ শক্তিবিশেষদ্বারায় ।
কর্ণাদিতে শ্রবণাদি ভক্তি ক্ষুণ্ণি পায় ॥
কিঞ্চিৎ ভক্তি-ক্ষুণ্ণি যবে হয় ত আত্মার ।
অদাদিক সচ্চিদানন্দরূপতা পায় ॥
ভক্তির অপ্রাকৃতত্বের আমরা প্রমাণ ।
বৈকুণ্ঠপার্বদগুণ সবিশেষ জান ॥

প্রাকৃতের গুণস্পর্শ নাহিক কখন ।
 বহুবিধ ভক্তি বিস্তারিয়ে সর্বক্ষণ ॥
 সেই ভক্তি নবীন-সেবকের মননে ।
 প্রীতিপূর্ব্ব সম্যক্ সে প্রবৃত্তিকারণে ॥
 নিজেস্ত্রিয়ব্যাপারের মত দীপ্তি পায় ।
 অত্যা তাহাতে পাছে ঔদাসীন্ত ভায় ॥
 ভক্তিনিষ্ঠ সাধু স্মহাস্ত যত জন ।
 তত্তিকে স্বাধীনা কতু না করে মানন ॥
 'প্রভুর মহাপ্রসাদরূপা জিহ্বা হন ।'
 এইমত অমুভব করে সর্বক্ষণ ॥
 শিবলোকপ্রাপ্তিপরে মহেশকুপায় ।
 শ্রীবৈকুণ্ঠলোক যদি ক্রমে ক্রমে পায় ॥
 তথাপি তোমার মনে বৈকুণ্ঠলোকে ।
 স্মরা যদি বিজ্ঞমান আছয়ে এক্ষণে ॥
 তবে সর্বাভীষ্টপ্রদা শ্রেষ্ঠা ব্রজভূমি ।
 শ্রীবিশিষ্টা—তাহাতে গমন কর তুমি ॥
 সদা শ্রীমৎপাদপদ্মদ্বয়ের সঙ্গতি ।
 করহ কামনা যদি কর অবগতি ॥
 জ্ঞান-কর্ম্মাদির অসংমিশ্রা ভক্তি যেহি ।
 নামসঙ্কীর্ণনপ্রায়া—আচরহ সেই ॥
 তাহা দ্বারা তাদৃশিক প্রেমের সম্পত্তি ।
 অতিশীঘ্র হইবেক হৃদয়ে উৎপত্তি ॥
 যাহা দ্বারা শ্রীবৈকুণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণদর্শন ।
 স্মৃথিতে হইবে তব পুলকিত মন ॥
 তপোলোকে পিঙ্গলায়নাদি যত গণ ।
 যোগীভ্রসকল এইপ্রকার সে কন— ॥
 স্মরণ প্রেমের অস্তরঙ্গ স্নানিচ্ছয় ।
 সাধন-উত্তম পুনঃ কীর্তন না হয় ? ॥
 সর্বেস্ত্রিয়মধ্যে জিহ্বারূপেস্ত্রিয় যেহি ।
 কার্যোস্ত্রিয়-হেতু হয় অচেতন সেই ॥
 তাহাতে কীর্তনাত্মিকা ভক্তি অনায়াসে ।
 নীজ স্মৃতি হয়, সেইহেতু অল্পতা সে ॥
 স্মরণরূপা সে ভক্তি সুপ্রকৃষ্টা হয় ।
 তাহার কারণ শুন করিয়ে নিচ্ছয়—
 সর্বেস্ত্রিয়-মধ্যে অধিপতি হয় 'মন' ।
 অনর্থোৎপাদক-হেতু ভয়ানক হন ॥
 পরম দুর্কশ-হেতু বলিষ্ঠ সে হয় ।
 পরম চঞ্চল মন জানিয়ে নিচ্ছয় ॥
 প্রয়াসেতে বশ করি হৈলে বিশোধিত ।
 'স্মরণ' তাহাতে পায় দীপ্তি সুশোভিত ॥
 তাহে আমাদের মত করহ প্রবণ— ।
 সর্ব ভক্তি হৈতে শ্রেষ্ঠ মানিয়ে 'কীর্তন' ॥

চঞ্চলস্বভাব এক হৃদয়ে স্মরণ— ।
 যে 'স্মরণ' তাহা হৈতে সত্তম 'কীর্তন' ॥
 বাক্য আর তাহে যুক্ত মনে দীপ্তি পায় ।
 আর কর্ণেস্ত্রিয়মধ্যে প্রবেশে সদায় ॥
 যেহিসব শুনে কীর্তনের ধ্বনি সার ।
 সেবকের মত করে তাহে উপকার ॥
 ইহাতে স্মরণ হৈতে অধিক কীর্তন ।
 ধ্যান-যাগ-পূজা-ফল কীর্তনে ঘটন ॥
 যথা শ্রীমদ্ভাগবতে (১২।৩।৫২)—
 কৃতে বন্ধায়তো বিষ্ণুং ত্রোতায়্য যজতো মথৈঃ ।
 দ্বাপবে পরিচর্য্যায়্য কলৌ তদ্বিকীর্ণনাং ॥
 যে কেহ বা শ্রীভগবদ্ভ্যানেতে রসিক ।
 'কীর্তনের ফল ধ্যান' করে মাননিক ॥
 তাহাদের মত কহি চাতুর্ধ্যবিচারে ।
 অঙ্গীকার করি তারে বরে পরিহারে— ॥
 অন্তর্দ্বায়েস্ত্রিয়কোভকারী বাক্যোস্ত্রিয় ।
 কীর্তনের সহ যদি মিলে সদা প্রিয় ॥
 তবে চিত্ত স্থির হৈয়া শ্রীকৃষ্ণস্মরণে ।
 প্রবর্তয়ে, তাহে 'স্মৃতি' ফল ত কীর্তনে ॥
 ধ্যানরতগণের সে মত এপ্রকার ।
 বুদ্ধি দ্বারা তাহে বিবেচনীয় এ সার ॥
 আকেশ পাদান্ত শ্রীকৃষ্ণের অবয়ব ;
 তাহার মাধুর্য্য-সৌন্দর্য্যাদি অমুভব ॥
 তার পরিচুরণে সাক্ষাৎকায়মত ।
 চিন্তেতে প্রকাশ—তার পরিপাকগত ॥
 তার নাম 'ধ্যান', পুনঃ শুনহ 'স্মরণ' ।
 'মনের সম্বন্ধ মাত্র' হয় ত লক্ষণ ॥
 'দাসোহস্মীতি' প্রভৃতি-প্রকার ভগবানে ।
 মনেতে সম্পর্ক মাত্র—স্মৃতির আখ্যানে ॥
 সঙ্কীর্ণন-দর্শন-স্পর্শনাদিক যত ।
 ইস্ত্রিয়ের বৃত্তি সব হয় অভিমত ॥
 ধ্যানের প্রাবল্য হেতু সে সব নিচ্ছয় ।
 চিত্তবৃত্তিমধ্যে সদা অন্তর্ভাব হয় ॥
 ধ্যানে কীর্তনাদি হয় সম্পন্ন অন্তরে ।
 তাহাতে কীর্তন হৈতে ধ্যান হয় বরে ॥
 যদি কহ—'ধ্যানে নাহি হয় ত উৎপত্তি ।
 সঙ্কীর্ণন-স্পর্শনাদিরূপা মনোবৃত্তি ॥
 কেবল শ্রীমুর্তে চিত্তবৃত্তির বিস্তার ।
 কীর্তনাতে ইচ্ছা হৈলে কি করি তাহার ? ॥
 উত্তর কহিয়ে শুন হৈয়া একমন— ।
 যাহাতে রসিক-চিত্ত হয় যেইজন ॥
 যাতে প্রীতি আর সুখ হয় সমুদয় ॥

প্রিয়তম সে সাধন তাহারে নিশ্চয় ।
 সুষ্ঠু সেবা বরং সাধ্যরূপ সে তাহার ॥
 সাধুসকলের মত এই ত প্রকার ।
 সঙ্কীৰ্ত্তন হৈতে ধ্যান সুখবিস্তার ॥
 ধ্যান হৈতে সুখের মাধুরী সঙ্কীৰ্ত্তন ॥
 পরস্পর সঘর্ষক-পরিপোষকত্ব ।
 অমৃতব আমরা করিয়ে এই তত্ত্ব ॥
 সেইহেতু সঙ্কীৰ্ত্তন ধ্যান এই দ্বয়ে ।
 একই কর্তব্য—মনঃপ্রীতি যাতে হয়ে ॥
 সঙ্কীৰ্ত্তনে যেইমত সুখপ্রাপ্তি হয় ।
 ধ্যানেতেও সেই সুখ পায় সুনিশ্চয় ॥
 যেহেতুক এক বস্তু অভীষ্টতরের ।
 চিত্তে অমৃতব দ্বারা ইচ্ছামুগারের ॥
 তার এক প্রাপ্ত্যে চিত্ত আসক্ত যাদের ।
 হয়ত উদ্ভব সুখ সব তাহাদের ॥
 যেন অরোগ্যেতে পীড়িত যার কায় ।
 শীতল অমৃততুল্য জল যদি পায় ॥
 মনে পান করিলেও বৈকল্য ভুগার ।
 হাস পায়—তাহাতেও সুখ হয় তার ॥
 সেই সেই প্রিয়তম বস্তুর কীৰ্ত্তনে ।
 সেইমত শাস্তি যদি শক্ত সে করণে ॥

যথা (বৃ: ভা: ২।৩।১৩১টাকা)—

নিবেদ্য দুঃখঃ সুখিনো ভবন্তি ॥ ইতি ।

মানসিক অধিলার্য যে হয় উদ্ভব ।
 বাক্যশব্দেই সেইসব গ্রহণাসম্ভব ॥
 যত্ববিশেষেও যদি শক্ত হয় তায় ।
 তথাপি পরম গোপ্য অর্ঘঘটনায় ॥
 কোন অর্থ একাকীও স্বচ্ছন্দ কীৰ্ত্তনে ।
 বিরলেও লজ্জা পান যত সাধুজনে ॥
 এইরূপ ধ্যানের করিয়া প্রশংসন ।
 নিজ পরম সম্মত যে নামকীৰ্ত্তন ॥
 তার সর্কোৎকৃষ্ট হয় মায়াভ্যাতিশয় ।
 কহিতে লাগিলা তবে করি ক্রমাশ্রয়— ॥
 একাকিছে নিজ নপ্রদেশেতে নিশ্চয় ।
 ‘ধ্যান’ সিদ্ধ হয়—ইথে অন্তথা না হয় ॥
 নিজ নপ্রদেশেতে আর বহর সঙ্গতে ।
 সিদ্ধ হয় ‘সঙ্কীৰ্ত্তন’ সর্বত্র রঙ্গেতে ॥

বেদপুরাণাদিপাঠ স্তুতি কথা গীত ।
 কৃষ্ণের কীৰ্ত্তন হয় বহুবিধ স্থিত ॥
 তার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নামসঙ্কীৰ্ত্তন ।
 শীঘ্র প্রেমসম্পত্তি-জননে শক্ত হয় ।
 অতএব শ্রেষ্ঠতম ‘নামসঙ্কীৰ্ত্তন’ ॥

সুমুখ্য সাধন এইমত বিলক্ষণ ।
 আপনার হৃদ্যে যেই কৃষ্ণনামামৃত ।
 প্রেমরসান্বাদনের ভঙ্গিপূর্বক কৃত ॥
 জিহ্বা দ্বারা অবিরাম করয়ে সেবন ।
 তার মায়াভ্যা অতুল—কে করে জয়ন ? ॥
 যত্বপিহ সব কৃষ্ণনামের মহিমা ।
 সমান প্রত্যেকে, নাহি ন্যূনান্তি-গরিমা ॥
 তথাপি আপন প্রিয় নামে শীঘ্রতর ।
 স্বীয় অর্থসিদ্ধি সুখে হয় ত বিস্তর ॥
 এই স্পর্শমণিতেই কার্য সিদ্ধ পায় ।
 বহু স্পর্শমণি ব্যর্থ বহন তাহায় ॥
 যেমত শ্রীরামনামপ্রিয় মহাশয় ।
 উদ্যাপতি কহিলেন এই বাক্যচয় ॥

তথা (পাদ্যোত্তরখণ্ড ৭২।৩৩৫)—

সহস্রনামভিল্যঃ রামনাম বরাননে ।
 কচিরি বৈচিত্র্যেহেতু কোনো নামে কার ।
 কারো নামদ্বয়ে কারো নামদ্বয়ে আর ॥
 প্রিয়তা সকল নামে ক্রমেতে জন্মায় ।
 এমতে সকল নাম প্রিয়তম হয় ॥
 একেস্মিয়ে প্রাচুর্য ত নামামৃত হয় ।
 নিজ মধুরসে সর্কোন্মিয়ে সে প্রাবয় ॥
 বর্ণময়-হেতু তার জিহ্বে মুখ্যোদয় ।
 বক্তৃশ্রোতৃগণের হর্ষদ সুনিশ্চয় ॥
 এইসবহেতু ধ্যান হইতে নিশ্চয় ।
 প্রাকুর শ্রীনামসঙ্কীৰ্ত্তন শ্রেষ্ঠ হয় ।

তথাহি (বৃ: ভা: ২।৩।১৪৭)—

নামসঙ্কীৰ্ত্তনঃ প্রোক্তঃ কৃষ্ণশ্চ প্রেমসম্পদি ।
 বলিষ্ঠঃ সাধনঃ শ্রেষ্ঠঃ পরমাকর্ষমন্ত্রবৎ ॥
 সর্কোৎকর্ষের অন্ত্যসীমাপ্রাপ্ত ফল ।
 সঙ্কীৰ্ত্তন হৈতে হয় জানিহ নিশ্চল ॥
 কৃষ্ণের প্রেমসম্পদে নামসঙ্কীৰ্ত্তন ।
 বলিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ সাধন—নিশ্চিত কথন ॥
 পরমাকর্ষময় দুলভ-প্রয়োজন ।
 দূরে হৈতে আকর্ষণা ঘটায় যেমন ॥
 সেইমত জানিহ শ্রীনামসঙ্কীৰ্ত্তন ।
 শ্রীকৃষ্ণেরে বলদ্বারা করে আকর্ষণ ॥
 সাধনভক্তির যত আছেয়ে প্রকার ।

সকলের প্রেমফল অভিপ্রোক্ত সার ॥
 নামসঙ্কীৰ্ত্তনে প্রেম আবশ্যক হয় ।
 এহেতু কীৰ্ত্তন—সাধনের ফল কয় ॥
 কৃষ্ণপ্রেমসম্পত্তি সুসম্পন্ন হইলে ।
 অবশ্য সর্বদা নামসঙ্কীৰ্ত্তন মিলে ॥

নামসঙ্কীৰ্তনেতে রসিক যত জন ।
কহে—সাধনের ফল ‘নামসঙ্কীৰ্তন’ ॥
কৃষ্ণপ্রেমভরের যে উৎকৃষ্ট লক্ষণ ।
কোন কোন রসজ্ঞ কহেন এ কথন ॥
যেহেতুক প্রেমভরে ক্ষুণ্ণাভিকারণ ।
ক্ষুরয়ে আপন ইষ্ট নামসঙ্কীৰ্তন ॥

মেঘ বিনা বর্ষাকালে চাতকের গণ ।
আন্তর্য্যে ‘প্রিয় প্রিয়’ করে আক্ৰোশন ॥
চক্রবাকীগণ যেন বিরহে পতির ।
রাত্রিকালে আন্তনাদ করয়ে অস্থির ॥
কুরবীবর্গও পতিবিরহিত হ’য়ে ।
রাত্রে আক্ৰোশন আন্তনাদেতে করয়ে ॥
সেইমত আন্তির গোরবের কারণ ।
নামসঙ্কীৰ্তন হয়, জানিহ লক্ষণ ॥
ইথে পরম আন্তিতে সংযুক্ত হইয়া ।
বিচিত্র মধুর গাথা প্রবন্ধ করিয়া ॥
করিলেক শ্রীকৃষ্ণের নামসঙ্কীৰ্তন ।
এই ত তাৎপর্য্য ইথে ব্যা করি মন ॥

যথা (বৃঃ ভাঃ ২।৩।৩৫০ টীকা)—

সিদ্ধান্ত লক্ষণঃ যৎ শ্রাব্য সাধনঃ সাধকত্ব তদিত্তি
জ্ঞান্যং ॥

বিচিত্রলীলারসের সাগর প্রভুর ।
বিচিত্র প্রসাদ যদি হয় ত প্রচুর ॥
সঙ্কীৰ্তন বিচিত্রমাধুরী সে ক্ষুরয়ে ।
স্বীয় যত্নে কিছু নাহি সাধু সিদ্ধ হয়ে ॥
যেই সদা করে কৃষ্ণনামসঙ্কীৰ্তন ।
ভোগোন্মুখ-পাপ-ক্ষয় হয় ততক্ষণ ॥
ইচ্ছাধীন-হেতু পুণ্য থাকয়ে তাহার ।
যেকারণ স্তম্ভফল তাহাতে প্রচার ॥
সঙ্কীৰ্তন-উপাসকগণের ইচ্ছায় ।
কর্ম থাকি আর নাশ—জানিহ সদায় ॥

যথোক্তঃ হরিতজিস্তমোদয়ে (৫।৬৩)—

কণ্ডচক্রং যৎ প্রোক্তমবিলজ্যং সুরাস্তরৈঃ ।
মন্তজিপ্রবণৈর্মৈতৈরিকিঞ্চি লজ্জিতমেব তং ॥

উপাসক-ব্যতিরিক্ত জন কদাচিত ।

নামসঙ্কীৰ্তন যদি করে সবিহিত ॥
সব নাশ হয়, প্রারম্ভমাত্র থাকয়ে ।
তা অবশ্য ভোগিবার—ভোগে যায় ক্ষয়ে ॥

‘উপাসক-ভরত-আদির ভোগপরে ।
কর্মক্ষয় দেখি ?’ তার শুদ্ধ উত্তরে— ॥

পরম-গভীর-ভাব যেই মহাশয় ।
হরিনাম নিরন্তর সেবনে নিশ্চয় ॥
তাঁহারও সুগোপ্য শ্রীভক্তি মহানিধি ।
প্রকাশের ভয়ে ভঙ্জি করি বহুবিধি ॥
হরিণবালক-পোষণাদি-ব্যবহারে ।
দুঃসঙ্গাদি-দোষদুঃখ দেখান সবারে ॥
পরম রহস্যরূপ কৃষ্ণভক্তি হয় ।
তার আচ্ছাদন-হেতু তাদৃশ করয় ॥
‘সর্বলোকনিস্তারার্থ ভক্তিপ্রকাশন ।
উচিৎ ?’ যত্নপি কহ, করহ শ্রবণ— ॥
কেবল শ্রীহরিনাম করিলে কীৰ্তন ।
শ্রীহরিচরণে ভক্ত হৈয়া সবজন ॥
বিনাশিত-দুঃখ-দোষ যত্নপিহ হয় ।
তথাপিহ কৃপাকুল কাহারো হৃদয় ॥
দুঃসঙ্গাদি-পরিহাসরূপ সদাচার ।
লোকে শিক্ষা দেন নিজে করিয়া প্রচার ॥
নৃপতি ভরত, মুনি সৌভরি প্রভৃতি ।
দুঃসঙ্গের দোষ দেখাইলেন আকৃতি ॥
যুধিষ্ঠির-নল-আদি নৃপতি বিখ্যাত ।
দুষ্ট-দ্যুত দোষ দেখাইলেন শাক্যত ॥
বৃগ-আদি ব্রহ্মশ্বেশ্বর ভয় দেখাইলা ।
বস্ত্রত সে মল হৈতে শুদ্ধ তাঁরা ছিল ॥

যদি কহ—‘বিষাকুল-হেতুক-কীৰ্তনে ।
নিষ্ঠা নাহি হবে ?’ তবে করহ শ্রবণে— ॥
সমুদায় জন্মিতেছে যে-ভক্তি-প্রভাব ।
তাহাতে বিচার সব হৈতেছে সম্ভাব ॥
সেহেতু । বস্তুনিষ্ঠবিশ্ব সকল নিশ্চয় ।
অনায়াসে তুমি সব করিবে সে জয় ॥
অন্ততঃ সর্বত্র নিরন্তর সর্বদায় ।
আমরা তোমার অতি আছিষে সহায় ॥
শ্রীকৃষ্ণচক্রে মহা অমুকম্পাচয় ।
তোমাপ্রতি স্থিরতর আছে সমুদয় ॥
করিয়াছি আমরা ত এ অবধারণ ।
ব্যক্ত করি কহি, শুন তাহার কারণ— ॥
তপোলোকবাসী পিপ্পলায়ন তোমারে !
কহিল শাক্য-দর্শনের পরিহারে ॥
চিস্তের দর্শন প্রশংসিল তাহে সব ।
শাক্য-দর্শন-ইচ্ছা নাহি গেল তব ॥

পিপ্পলায়নের বাক্য পূর্বের কথিত ।
কহিছেন অনুবাদ করিয়া কিঞ্চিত— ॥
নিবিড় সচ্চিদানন্দ সত্যের স্বরূপ ।
শ্রীমদ্ভগবানের নিশ্চিত নিত্য রূপ ॥

ইন্দিয় সচ্চিদানন্দরূপযোগ্য যেই ।
 তাহার গ্রহণযোগ্য হয় রূপ সেই ॥
 তাঁহার কারুণ্যশক্তি দ্বারা কিবা আর ।
 সত্যোল্লস জ্ঞানশক্তি হইলে প্রচার ॥
 নেত্রেষু ব্যাপ্যপারেতে তবে ত ঘটয়ে ।
 তাঁহার দর্শন শুদ্ধ মাংসচক্ষুদ্বয়ে ॥
 জ্ঞানচক্ষুদ্বারা ভগবানের দর্শন ।
 হৃদয়ের মধ্যদেশে জন্ময় যখন ॥
 এই অভিমান হয় মনেতে তখন— ।
 চক্ষুদ্বারা করিতেছি আমিহ দর্শন ॥
 সেই অভিমান হর্ষবুদ্ধি-নির্মিতক ।
 কৃষ্ণরূপপ্রভাবের বিশেষ জ্ঞাপক ॥
 প্রভুর রূপাসমূহ-বলে কিবা আর ।
 ভক্তির প্রভাবে হয় দর্শন তাঁহার ॥
 এইহেতু পরিচ্ছন্ন চক্ষুর দ্বারায় ।
 সিদ্ধ হয়, কিন্তু তাহে আছে অন্তরায় ॥
 যখন শ্রীভগবান হন অন্তর্দ্বান ।
 নেত্রের দর্শন তবে হয় ব্যবধান ॥
 সর্বাঙ্গলাবণ্যাদিক গ্রহণপূর্বক ।
 মনেতে দর্শন হয় নির্বিঘ্নে সম্যক ॥
 কারুণ্যবিশেষ, ভক্তিপ্রভাবেতে আর ।
 এতদ্বিধে যদি নহে দর্শন তাঁহার ॥
 তবে স্বয়ংপ্রকাশিত-দৈশ্বর্য-দর্শন ।
 মনেতেও সম্ভব না হয় কদাচন ॥
 যেহেতুক পরম স্বতন্ত্র মাংশয় ।
 মনোবৃত্তি সকলের না হন বিষয় ॥
 স্বয়ং মনস্বাখ্যক—সুখে বিরাজিত ।
 মনোধ্যানাদিপ্রকারে হৈলে উপাসিত ॥
 ঘনসুখ দেন ভক্তগণে সুনিশ্চয় ।
 ইত্যাদি পিঙ্গলায়ন-উক্ত বাক্য হয় ॥
 কিন্তু ধ্যানে দর্শন হইতে সমুদয় ।
 সাক্ষাদর্শনে ফলবিশেষ নিশ্চয় ॥
 কদমাত্রি-ধ্রুব-আদি সাধু ভক্তজন ।
 চক্ষুদ্বারা প্রভুর করিয়া বিলোকন ॥
 প্রভুর পাদদেশে অনেক পাইল ।
 সর্বত্র সাক্ষাৎ ইহা স্বেক্সণ করিল ॥
 ‘সমাধিবিশয়ে ব্রহ্মা পাইয়া দর্শন ।
 প্রসন্নতা প্রভুর পাইল ততক্ষণ ॥’
 কহিলা পিঙ্গলায়ন এই যে বচন ।
 তাহা ব্রহ্মা-প্রতি, নহে প্রায়িক কখন ॥
 নেত্রে দৃষ্টে সর্বাধিক ঘনসুখ পায় ।
 সাধ্য তাহা শ্রবণাদিভক্তির দ্বারায় ॥

অতএব ধ্যান ধারণাদি মানসিক ।
 ভক্তির সাক্ষাৎ-দৃষ্টি-ফল বিশেষিক ॥
 সব সাধনের হয় সৎফল নিশ্চয়— ।
 শ্রীমদ্ভগবানের সাক্ষাৎকারোদয় ॥
 তৎকালেতে ভগবানে প্রেম বুদ্ধি পায় ।
 তাহা হৈতে আমূলত মায়া নাশ যায় ॥
 ‘ভগবদ্বিশ্বাসি—মূল-মায়া, সেপর্ধ্যস্ত ।
 মায়া নাশ পায়’—এই অর্থ জানো অন্ত ॥
 প্রভাদি প্রভুরে দেখিয়াও হৃদয়ে ।
 নেত্রে দেখিবারে ইচ্ছা সর্বদা নিশ্চয়ে ॥
 ইহাই প্রমাণ—তথা-দর্শনানন্তর ।
 প্রেমভরবিশেষের লাভ শ্রেষ্ঠতর ॥
 কোন ভক্তগণের শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে ;
 চক্ষুদ্বয় নিম্নীলন হয় সে তাহাতে ॥
 ধ্যান সেই নহে, কিন্তু হর্ষতর সার ।
 অশ্রুক্ষণাদির মত প্রেমের বিকার ॥
 অতএব যেহেতুক ধ্যানের সমান ।
 ধ্যান কহে, যাথার্থ্যেতে নহে সেই ধ্যান ॥
 এইপ্রকারে প্রভুর যে সাক্ষাতকার ।
 পরমফলঃ তাঁর হইল বিস্তার ॥
 ধারুক সাক্ষাৎকার, ধ্যানের ন্যূনতা ।
 সর্গীর্জন হৈতে আছে, বর প্রকৃততা ॥
 পরোক্ষেতে ধ্যান, নহে প্রভুর সাক্ষাতে ।
 পরোক্ষাপরোক্ষে যুক্ত সর্গীর্জন যাতে ॥
 যথা রাসকীড়ায়াম্ (ভাঃ ১০।৩০।৭)—
 গায়ন্তান্তঃ তড়িত ইব ত মেঘচক্রে বিবেজুরিতি ।
 বিজুপূরণে চ (৫।১০।৫১)—
 কৃষ্ণঃ শবজজ্ঞমসং কোমুদীকুমুদাকরম্ ।
 জগৌ গোপীজনধ্বকং কৃষ্ণনাম পুনঃপুনঃ ॥
 পরোক্ষে কীর্তনং গোপীগীতানো—
 (ভাঃ ১০।৩১।১)—
 জয়তি তেহরিকমিতাদিকং প্রসিদ্ধমেব ॥
 শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বর-প্রভু-শ্রীযুক্ত-শ্রীনাম ।
 তাঁহার শ্রীমুষ্টি হৈতে অতি প্রিয়ধাম ॥
 অধিকারী অনধিকারী নাহি বিচারি ।
 উচ্চারণমাত্র জগতের হিতকারি ॥
 জিহ্বাগ্রে উচ্চাধা-হেতু সুখোপাস্ত হয় ।
 সরস সচ্চিদানন্দ নিত্য রসময় ॥
 নামের সমান নাম—নিরূপম তাঁর ;
 নমস্কার তাঁহারে করিয়ে সর্বদায় ॥

উক্তজায়হেতু আর শিবাজ্ঞা মানিয়া ।
 মুক্তিপদ হৈতে বাহ সত্ত্ব করিয়া ॥
 কৃষ্ণপ্রিয়তমা-শ্রীমদ্ভূতামণ্ডলে ।
 যাইব তোমারে লইয়া ত কুতূহলে ॥
 পার্শ্বদগণের এইসকল বচন ।
 মন-কর্ণ-রসায়ন করিয়া শ্রবণ ॥
 প্রমোদভারেতে পূর্ণ হইয়া তখন ।
 পার্শ্বদগণেরে করিলাম শ্রণমন ॥
 শিবা আর শিবে তবে অষ্টাঙ্গ হইয়া ।
 প্রণমিলুঁ সবাঁকারে আদর করিয়া ॥

তৎকালে পার্শ্বদগণ শীঘ্র হইলেন ।
 এই ব্রজভূমি মম প্রাপ্তা করিলেন ॥
 আমার হইল তাহে অত্যন্ত বিস্ময় ।
 মুগ্ধবুদ্ধি হইলাম—না করি নিশ্চয় ॥
 করিতেছিলাম অষ্টাঙ্গেতে নমস্কার ।
 চক্ষুর নিমেষে আইলাম এধাকার ॥
 তৃতীয়-অধ্যায়-কথা হৈল সমাপন ।
 নমস্করি শ্রীল সনাতনের চরণ ॥
 অষ্টাঙ্গে শ্রণমি শ্রীশঙ্করপদারবিন্দ ।
 তাহে ভক্তিরস মাগে শ্রীজয়গোবিন্দ ॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে গোলোক-মাহাত্ম্য-ধণ্ডে
 ভজন-নামা তৃতীয়াধ্যায়ঃ ॥

চতুর্থ অধ্যায়

তুর্থে কৈবর্ত-তদ্বাসিকপাদেস্তত্ত্বচ্যতে ।
 প্রতিমামহিমাশ্রুত্বৈবোধ্যাতো দ্বারকাগমঃ ॥

জয়জয় শ্রীচৈতন্ত গুণধাম ।
 জয়জয় শ্রীমদ্বিত্যানন্দরাম ॥
 শ্রীঅবেতস্ত-পদে নমস্কার ।
 যাঁহা হৈতে শ্রীচৈতন্ত অবতার ॥
 শ্রীচৈতন্তপ্রিয় শ্রীচন্দ্রশেখর ।
 আচার্য্য সকল-ভক্তিভবধর ॥
 তাঁর বংশোদ্ভব সর্বগুণময় ।
 প্রাবৃত্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রাণ মহাশয় ॥
 গোস্বামী সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণবতার ।
 শ্রীসচ্চিদানন্দময় দেহ বার ॥
 মম প্রভু তিঁহ কল্পনা করিয়া ।
 মূঢ়ে উদ্ধারিলা পদরজ দিয়া ॥
 কোটি-কোটি শ্রীচরণে নমস্কার ।
 ত্রিভুবনে মম গতি নাহি আর ॥
 শুন তন্তুগণ । হৈয়া একমন ॥
 চতুর্থ-অধ্যায়-কথা রসায়ন ॥

শ্রীগোপকুমার কহেন তখন—
 অতঃপর বিপ্র । শুনহ কথন ॥
 একাকী এথার করিতে ভ্রমণ ।
 দেখিলাম বৃন্দাবনের শোভন ॥
 ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে বাহিরে প্রস্থানে ।
 হেন শোভা না দেখিলুঁ কোনস্থানে ॥
 এহেতু প্রমোদী হৈয়া বহুতর ।
 বনমধ্যে বাস করি নিরন্তর ॥
 পার্শ্বদোক্ত বৈকুণ্ঠলোক-সাধন ।
 মুগ্ধমত সব কৈল বিস্ময়ণ ॥
 ক্রীড়ায় ভ্রমণক্রমেতে গমন ।
 শ্রীমদ্ভূতপুণ্ডরীক করিয়া তখন ॥
 মাথুরব্রাহ্মণমুখে ভাগবত ।
 আদি ভক্তিশাস্ত্র শুনিলাম যত ॥
 তাহে নববিধ ভক্তি-সমুদয় ।
 সাধ্য-সাধনাদিক্রম সেই হয় ॥

অনুকূল প্রতিকূল হেয় আর ।
উপদেশে আমি বিবেচনা সার ॥
জানিয়া বিশেষে আমি এই বনে ।
করিলাম সেইক্ণে আগমনে ॥
এইস্থানে তবে সহসা সম্মরে ।
দেখিলাম নিজ শ্রীমঙ্গুরুবরে ॥
এই ব্রজে বিরাজিত পূৰ্ণমত ।
হর্ষাবিত দেখি আমারে প্রশ্নত ॥
আশীর্বাদসহ করি আলিঙ্গন ।
অতিক্রপা কৈলা সর্বজ্ঞ তখন ॥
পরম ব্রহ্ম ভক্তিতত্ত্ব যত ।
উপদেশ করিলেন বিস্তারতঃ ॥
মহাগুঢ় ভক্তিতত্ত্বপ্রকাশক ।
তাহার প্রসাদ পাইয়া সম্যক্ ॥
নিত্য ভক্তিযোগ আমি সাধিবারে ।
প্রবৃত্ত হইলুঁ আজ্ঞা-অনুসারে ॥
বিশেষে জন্মিল শীঘ্র প্রেমপূব ।
তাহাতে বিবশ হইয়া প্রচুর ॥
পূজাদিক কিছু নারি করিবারে ।
কেবল কীৰ্ত্তন করিয়ে তাঁহারে ॥

কংকীৰ্ত্তনং যথা (বৃ: ভা: ২।৪।৭)—

শ্রীকৃষ্ণ গোপাল হরে মুকুন্দ,
গোবিন্দ হে নন্দকিশোর কৃষ্ণ ।
হা শ্রীশোভাতনয় প্রসাদ,
শ্রীবল্লবীজীবন রাধিকেশ ॥

এইমতে করি সুস্বরেতে গান ।
করিয়ে তাঁহারে বহুত আস্থান ॥
'কোথা আছ ওহে ব্রজেন্দ্রনন্দন ! ।
দেখা দিয়া মম রাখহ জীবন ॥'
ইহা বলি প্রকর্ণেতে নাচি ক্ণে ।
ক্ণে উচ্চস্বরে করিয়ে বোধনে ॥
দেহদৈহিকাদি সকল আপন ।
উন্মত্তের মত হৈলুঁ বিস্ময়ণ ॥
যথা-অভিলাষ আমি ইতস্তত ।
ভ্রমণ করিয়ে মাত্র বাহ্যহত ॥

একদিন নিজ প্রাণনাথে যেন ।
দেখিলুঁ অগ্রেতে দাঁড়িয়া আছেন ॥
ধায়া ধরিবারে হৈয়া মোহগত ।
পড়িলাম প্রেমে বিহবল তাবত ॥
সে পার্শ্বদগণ আসিয়া আনারে ।
শ্রীবৈকুণ্ঠলোকে লৈয়া যাইবারে ॥

করাইল বিমানেন্তে আরোহণ ।
আমি উঠি তবে প্রসারি নয়ন ॥
সর্ব স্থানাদিক অত্যা দেখিয়া ।
নিজ প্রিয় ব্রজভূমি না হেরিয়া ॥
বিস্মিত হইয়া স্তম্ভ হইলাম ।
আপনার পার্শ্বে তবে দেখিলাম ॥
পূৰ্ণশরিত্তি পার্শ্বদেব গণ ।
ধারা মম প্রিয় কৈল আচরণ ॥
মহাতেজস্বী শ্রীসুখাদিক যত ।
তাঁহাদের তেজে হরেন নিম্নত ॥
যোগ্য শ্রেষ্ঠ ভূপম যে বিমান ।
তাঁহে আরোহিত সুশোভিতমান ॥
সম্মেতে করিলাম প্রণমন ।
কৃপায় তাঁহারা দিলা আলিঙ্গন ॥
মুহমুহ বহু করি আশ্বাসন ।
দেখাইয়া শতশত যুক্তিগণ ॥
চতুর্ভুজাদিকযুক্ত রূপ য়েই ।
আমারে নিবারে ইচ্ছিলেন গেই ॥
করিলাম আমি তাহা অস্বীকার ।
গোবর্দ্ধনভব বপু রাশি আর ॥
তাঁদের প্রভাবে হইল প্রাণণ ।
গুণ-কাস্ত্যাদিক ভাদৃশ তখন ॥
তবে দুর্বিতর্ক পথ বেই হয় ।

পরম আনন্দযুক্ত সুনিষ্ঠয় ॥
জগতের বিলক্ষণাসাধারণ ।
সু-উৎকৃষ্টতর—না হয় বর্ণন ॥
সে পথে পার্শ্বদগণের সহিত ।
শ্রীবৈকুণ্ঠধামে গমনে বিনীত ॥
স্বর্গাদিক লোকে বাহে আর তার ।
অষ্ট-আবরণ সর্বতঃপ্রকার ॥
যুক্তিপথে আরোহণের সময়ে ।
মানিলাম পূর্বে শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে ॥
এক্ণে সে-সবে করি দৃষ্টিপাত ।
তুচ্ছ-জ্ঞানে লজ্জা হইল সে জাত ॥
'যুক্তি অতি তুচ্ছ' হৈল তবে জ্ঞান ।
অতিশয় ঘৃণা হৈয়া অবধান ॥
তবে ইন্দ্র-আদি লোকপাল যত ।
অঞ্জলি মস্তকে ধরিয়া সংযত ॥
উর্দ্ধমুখে আঁত বেগেতে তখন ।
পুষ্প-লাজ-আদি করিয়া বর্ষণ ॥
লাগিলেন সবে পূজা করিবারে ।
জয়শব্দে স্তব করেন আমারে ॥

যেই যেই-স্থানে করিয়ে গমন ।
 সেই ত পদের অধিকারিগণ ॥
 স্তবপ্রণামাদি করে আচরণ ।
 বহুতর আর করয়ে পূজন ॥
 অগ্রে মুক্তিপদ হইল দর্শন ।
 করিলাম তুচ্ছরূপে আলোচন ॥
 তবে সেই মুক্তিপদের উপরে ।
 পাইলুঁ শ্রীশিবলোক ততঃপরে ॥
 সেইস্থানে শিবে উমার সহিতে ।
 হর্ষে করিলাম প্রণাম বিহিতে ॥
 তাঁর প্রেমাদর স্মিষ্টবচনে ।
 হইলাম আমি আনন্দিত মনে ॥
 তবে শ্রীবৈকুণ্ঠে করিঁ গমন ।
 না যার মহিমা জানে বাক্যমন ॥
 কহিলা আমারে পার্শ্বদেয় গণ—
 বহির্দেশে তুমি থাক একক্ষণ ॥
 শ্রীবৈকুণ্ঠে যবে করি বিজ্ঞাপন ।
 করিব পুরীর মধ্যে প্রবেশন ॥
 অদৃষ্ট অশ্রুত আশ্চর্য্য যে সব ।
 তার সমুদ্রের তরঙ্গ-বিভব ॥
 সুস্থির হইয়া করহ গণনে ।
 কৃষ্ণভক্তিদীপ্তিযুক্ত হুনয়নে ॥
 এত কহি সেই পার্শ্বদেয় গণ ।
 পুরের মধ্যেতে কৈলা প্রবেশন ॥
 দেখিলাম একজনে সেইক্ষেণে ।
 শ্রীবৈকুণ্ঠমধ্যে করে প্রবেশনে ॥
 শত ব্রহ্মাণ্ডের ঐশ্বৰ্য্যে অধিত ।
 এমত বিমানে আছে আরোহিত ॥
 গীত-সঙ্কীৰ্ত্তন-সহিত বিনয়ে ।
 হর্ষেতে আবিষ্ট আছে অতিশয়ে ॥
 শ্রামবর্ণ-অবয়ব-অলঙ্কারে ।
 প্রভুর সদৃশ দেখিয়া তাঁহারে ॥
 মানি হরি—করি তাঁরে নমস্কার ।
 'পাহি নাথ ।' কহিলাম বহুবার ॥
 এত শুনি তিঁহ কর্ণ আচ্ছাদিয়া ।
 কহিলেন সঙ্কেতেতে নিবারিয়া ॥
 'দাসোহস্মি দাসোহস্মি দাসদাসোহস্মীতি ।'
 কহি পুরমধ্যে করিলা প্রস্থিতি ॥
 পুন তাঁহা হৈতে বৈভবে মহত ।
 একজন হইলেন সমাগত ॥
 তাঁরে দেখি আমি সৎপা মানিল ।
 'জগদীশ ঐহ' নিশ্চয় জানিল ॥

'লীলায় কোথায় করিলা গমনে ।
 আগমন পুরে করিলা এক্ষণে ॥'
 এত ভাবি প্রণমিলাম সত্বমে ।
 স্তুতিবাদ বহু করিলাম ক্রমে ॥
 সেহ পূর্বমত স-স্নেহে কহিয়া ।
 গেলেন পুরেতে প্রবেশ করিয়া ॥
 কেহ বা একল কেহ বা যুগলে ।
 কেহ বা একত্রে বাধিয়াছে দলে ॥
 পূর্বপূর্বাধিক-শ্রীযুক্তাতিশয় ।
 পুরের মধ্যেতে প্রবেশ করয় ॥
 তাঁহাদিগে দেখি-দেখি পূর্বমত ।
 নমস্কার স্তব করি সন্তমতঃ ॥
 স্নেহযুক্ত-বাক্যামৃতে নিবারণ ॥
 করি করিলেন পুরে প্রবেশন ॥
 তার মধ্যে কেহ স্বসেবা-সম্বন্ধি ।
 সামগ্রী গ্রহণ করি পরিসন্ধি ॥
 অগ্রে ধায় ছত্রচামরা দি লৈয়া ।
 কেহ ভক্তিসুধারসে মত্ত হৈয়া ॥
 উক্তপ্রকারেতে আপন-আপন ॥
 করণীয় সেবা সাহার যে হন ॥
 তাহে ব্যগ্র অন্তঃকরণ প্রভৃতি ।
 ইন্দ্ৰিয়সকল যাদের প্রকৃতি ॥
 বিচিত্র-তজ্জন-আনন্দ-প্রভব ।
 বিনোদাতিশয়ে বিভূষিত সব ॥
 ভ্রূষার ভূষণ সকল অঙ্গেতে ।
 নিজপ্রস্তুবরোচিত সকলেতে ॥
 শ্রাম চতুর্ভূজ লাবণ্যপূরিত ।
 সৌন্দর্যাতিশয় কাম উর্করিত ॥
 প্রণাম স্তবন নর্দন কীৰ্ত্তন ।
 বিচিত্র চেষ্টিত করে সর্বজন ॥
 লক্ষ্মীপতি যেই চক্রবর্ত্তিভ্রায় ।
 মহালীলাকৌতুকা দি বিস্তারয় ॥
 সে ভগবানের পাদ-পদ্মবর ।
 দেখিবার লাগি বাঞ্ছা ত সবার ॥
 কেহ বা বৈকুণ্ঠনাথ-সেবাকার ।
 সহপুত্রকলত্রাদি পরিবার ॥
 চত্রচামরাস্ত্র আর ত বাহন ।
 পরিচ্ছদ-সহ কোন কোন জন ॥
 কেহ নিজ পরিচ্ছদ পরিবার ।
 পুরীর বাহিরে রাখিয়া বিস্তার ॥
 কেহ বা আপন পরিষ্কার যত ।
 আপনাতে লীন করি বিশেষত ॥

অকিঞ্চনমত একাকী হইয়া।
 ধ্যানরসে মন নিমগ্ন করিয়া।
 পশু-পক্ষি-বৃক্ষ-প্ৰভৃতি আকার।
 কেহ ধরি-ধরি পুনঃপুনরীকার।
 বিচিত্র ভূষণ আহার বিহার।
 মনোহরতর ধারণ কাহার।
 কেহ নর-বানরাদি দৈত্য দেব।
 ঋষি বর্ণাশ্রমচার-দীক্ষাসেব।
 ইন্দ্রচন্দ্রাদির সম কোনজন।
 ত্রিনয়ন কেহ বা চতুরানন।
 চতুরষ্টভূজ সহস্রবদন।
 পুরীর মধ্যেতে করে প্রবেশন।
 ইন্দ্রচন্দ্রাদিক যতেক আকার।
 শ্রীভগবানের নহে অবতার।
 রূপসাম্যমাত্রে তাহার সমান।
 বৈকুণ্ঠবাসির হইল আখ্যান।
 বৈকুণ্ঠে সচ্চিদানন্দদেহ সব।
 নরাদি আকার হয় অসম্ভব।
 তথাপি প্রভুর হর্ষের কারণ।
 বিচিত্র শরীর করেন ধারণ।
 এসব পরম বৈচিত্রী-কারণ।
 অগ্রে নারদোক্তে হইবে কথন।
 'বানরাদি-দেহ সৌন্দর্য্যবিরহ-।
 যুক্ত তথা নহে ?' হেন নাহি কহ
 কৃষ্ণভক্তিরসাস্বাদবান্গণে।
 কি বা না সুন্দর হয়ত দর্শনে ?।
 মায়িক সকল বস্তুর অতীত।
 বৈকুণ্ঠনিবাসিগণ সুনিশ্চিত।
 বৈকুণ্ঠলোকের, তার নায়কের।
 প্রপঞ্চান্তরিত-মাহাত্ম্যার্পকের।
 প্রপঞ্চান্তর্গত-দৃষ্টান্তে কহিতে।
 শক্য উপযুক্ত না হয় নিশ্চিত।
 তথাপি তোমার প্রপঞ্চান্তর্গত।
 দ্রব্যদৃষ্টে চিত্ত আছে অভিমত।
 অতএব সে দৃষ্টান্ত-সমুদয়ে।
 সুখেতে প্রবোধ দিবার আশয়ে।
 ওহে ষিঙ্খ ! কহি সেইমত করি।
 কমা কর সেই অপরাধ হরি !।
 বৈকুণ্ঠনিবাসিগণে নিরন্তর।
 সমতা সবার হয় পরস্পর।
 অন্ন-বৈভবাদি-প্রকটকারণ।
 তারতম্য পুন হয় ত লক্ষণ।

কিন্তু তথাপিহ বিরোধ কাহার।
 নাহি আছে তত্র, কহিলাম সার।
 মাৎসর্য্য অনুরা স্পর্ধা তিরস্কার।
 দোষ নাহি তথা-মধ্যেতে কাহার।
 সহস্রসহস্র স্বাভাবিক গুণ।
 নিত্য সত্য আছে তাঁহাদের পুন।
 প্রপঞ্চান্তর্গত-ভোগপরায়ণ।
 বিষয়িসকল আছয়ে যেমন।
 সেইমত বহির্দৃষ্টির দ্বারায়।
 শ্রীবৈকুণ্ঠবাসিগণেরে দেখায়।
 কিন্তু নিরন্তর তাঁদের চরণ।
 মুক্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ করেন সেবন।
 নির্বিকারতার প্রান্তসীমা তাঁরা।
 পায়্যাছেন প্রভু-গীলা-অমুসারা।
 ঐ-যুক্ত প্রভুর সন্তোষকারণ।
 বিচিত্র রূপাদি করেন ধারণ।
 এইহেতু বৈকুণ্ঠবাসিগণ।
 ব্রহ্মধনজন্ত একরূপ হন।
 শ্রীভগবানের লীলা-অমুসারে।
 হয়েন তাঁহারা পৃথক প্রকারে।
 বিমানসংহ-সহ সেই স্থান।
 তত্রস্থিত সব এইমত জ্ঞান।
 কদাচিত স্বর্ণরত্নাদিকময়।
 ধাম বিমানাদি প্রতীতি সে হয়।
 ঘনীভূত চন্দ্রজ্যোৎস্না-কণ্ঠিনতা-।
 সমান প্রবোধ হয় কখন তা।
 কথঞ্চিৎ সে স্থানের কক্ষণার।
 প্রভাবে বিশেষ জ্ঞান হয় তার।
 অগ্ৰথা তাঁদের রূপের গ্রহণ।
 মানসের শক্তি নহে কদাচন।
 বিনা নিজ সদা নিষ্ঠা অমুভব।
 বুঝিবারে কেহ না হয় প্রভব।
 অন্যাসে 'এইমাত্র' নিরূপণ।
 করিবারে শক্ত হয় কোনজন।
 ব্রহ্মামুভবেতে মুখ যেই হয়।
 বৈকুণ্ঠাদি-দর্শনেতে সমুদয়।
 সুন্দর তুচ্ছতা পাইয়া আপনি।
 লজ্জাতে বিরাম পায় সে তখন।
 আত্মায়াম পূর্ণকাম জনচ।।
 সর্কাপেক্ষা হৈতে বিবর্জিত হয়।
 বৈষ্ণবের সঙ্গ-হেতু সারাসার-।
 বিচার সকল পাইয়া প্রচার।

আশ্রামাদি ব্রহ্মস্থ যত ।
 যাহে আছে অল্পভূত অবগত ॥
 সব ত্যজি ভক্তিমাৰ্গে সৰ্বক্ষণ ।
 প্রবেশ করেন তাঁরা যেকারণ ॥
 সেহেতু তথায় গিয়া সে আশ্রম ।
 হৈল নিশ্চয়েতে অমৃতের তার ॥
 পুরীতে গমন আর নিঃসরণ- ।
 পরাম্ভ দেখি সেবকের গণ ॥
 মনে চিন্তি—‘যার সেবক ঈদৃশ ।
 সে প্রভুরা পুন হইবেন কীদৃশ ?’
 এইমত হর্ষ-প্রহর্ষ-আখ্যানে ।
 পুরীদ্বারে বসি আছি বর্তমানে ॥
 আসিয়া বেগেতে পার্শ্বদেব গণ ।
 পুরীমধ্যে করাইল প্রবেশন ॥
 অদ্ভুত হইতে অদ্ভুত যে সব ।
 তথায় হইল দৃষ্টির প্রভব ॥
 দ্বিপহাদ্বিকালে সহস্রবদন ।
 বলিতে নহেন ক্ষম কদাচন ॥
 দ্বারে-দ্বারে দ্বারপালগণ নীয়া ।
 নিজনিজাধ্যক্ষে জ্ঞাপন করিয়া ॥
 প্রবেশ করান লইয়া আমারে ।
 এইমতে যাই প্রত্যেক সে দ্বারে ॥
 সেই-সেই-দ্বারে অধ্যক্ষ যে হয় ।
 যত দ্বারিগণ তারে প্রণময় ॥
 দেখি তারে তারে আমি সে নিশ্চয় ।
 মানিলাম এই ‘জগদীশ হয়’ ॥
 পূর্বমত সন্ত্যাবেশেতে তাঁরে ।
 প্রণাম-স্ববন করি বারেবারে ।
 তদনন্তরে সে পার্শ্বদেব গণ ।
 স্বভাবেতে অতি স্নিগ্ধ তাঁরা হন ॥
 অসাধারণ সে প্রভুর লক্ষণ ।
 করিলেন আমারে ত বিজ্ঞাপন ॥
 ‘প্রণামানন্তর আপন নয়নে ।
 রাখিয়া প্রভুর যুগলচরণে ॥
 একপার্শ্বে থাকি—হইয়া নিশ্চল ।
 স্তব করা—বাকি অঞ্জলি প্রবল ॥’
 এইসব রীতি পার্শ্বদেব গণ ।
 শিক্ষা দিলা করি করুণালক্ষণ ॥
 মহামহা-চিত্র-বিচিত্র-রচিত ।
 গৃহ দ্বার সব প্রকোষ্ঠ সে যত ॥
 ক্রমেক্রমে সব করিয়া লক্ষন ।
 আতবেগে তবে করিয়া গমন ॥

পরম উত্তম এক অন্তঃপুরে ।
 তাহে অতিশয় শোভিত প্রচুরে ॥
 পাইলাম এক মন্দির উত্তম ।
 চতুর্দিকে বহু মন্দির সুষম ॥
 পরম-মহত্তা-সমূহে বিশিষ্ট ।
 কোটি-স্বর্ঘ্য-চন্দ্র-তুলা-কাস্তি-নিষ্ঠ ॥
 মনোনয়নের বৃত্তি চুরি করে ।
 অগ্নত্র প্রবৃত্তি আর নাহি ধরে ॥
 তার মধ্যে রত্নশ্রেষ্ঠশ্রেণীযুত ।
 স্বর্ণসিংহাসন বিরাজে অদ্ভুত ॥
 তারোপরে হংসতুলিকা সুন্দর ।
 অতিশুকোমলা নিখিলা বিস্তর ॥
 তাহে চন্দ্রাকৃত মৃৎ উপাধান ।
 বানকক্ষতলে করিয়া আধান ॥
 সুষে উপবিষ্ট শ্রীমদ্ভগবান্ ।
 শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ বিরাজিতমান ॥
 দূরেহৈতে অগ্রে করিলু দর্শন ।
 নবযৌবনেশ—নিত্য সম হন ॥
 সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যময় অজকাস্তি ।
 নবমেঘ-শোভা হরে যে অশ্রাস্তি ॥
 দীপ্তিময় স্বর্ণ রত্নে বিরচিত ॥
 কিরীটাদি অলঙ্কারে বিভূষিত ॥
 বনমালা পীতাম্বর পরিধান ।
 ভূষণের ভূষা অজ শোভমান ॥
 চতুর্ভূজল কিবা বলসময় ।
 কঙ্কণ-অঙ্গদে বিভূষিত হয়ে ॥
 পীতপটবস্ত্রদ্বয়েতে সেবিত ।
 চাক্র কুণ্ডলেতে কপোল শোভিত ॥
 পীনবকঃস্থলে কোমলভাতরণ ।
 কঙ্কণে ধৃত মুক্তাবলিগণ ॥
 মুখচন্দ্র স্নিত-অমৃতে সহিত ।
 নেত্রপদ্ম দৃষ্টিভঙ্গ্যে উল্লসিত ॥
 কুপাতরোত্তত শ্রেষ্ঠ ভুরুদ্বয় ।
 নত ধনুকের আকার নাচয় ॥
 নিজ বামপার্শ্বে মহালক্ষ্মী স্থিতা ।
 আশ্রয়োগ্যা—সদা উপহারহিতা ॥
 তিঁহ দিতেছেন তাহুল উত্তমে ।
 লইয়া রাখেন লীলায় বিভ্রমে ॥
 সে তাহুলরাগে অরুণিততর ।
 হইয়াছে কিবা শোভা বিদ্যাম্বর ॥
 কুন্দপুষ্প জিনি অতি সুনির্মল ।
 দম্পণংকিতম্বর শোভয়ে বিরল ॥

তাহার দীপ্তিতে হয় সুপ্রকাশ ।
উজ্জল সুন্দর মুখে ক্রীড়াহাস ॥
কৌশলের উক্তিভঙ্গির ধারায় ।
আকর্ষণে ভক্তগণচিত্ত তায় ॥
ধরলী-নাগিকা যে দ্বিতীয় প্রিয়া ।
করে পতঙ্গা হি ধারণ করিয়া ॥
কটাক্ষভঙ্গির ধারায় তখন ।
বারম্বার যত্নে করেন সেবন ॥
সুদর্শন-গদা-শঙ্খাদি যে সব ।
মূর্ত্তিমান শিরে চিহ্ন প্রভব ॥
চতুর্দিকে সব করয়ে সেবন ।
জ্ঞতি নতি অতি বিনাতলক্ষণ ॥
ভক্তিতে সেবয়ে সেবকের গণ ।
প্রভুর সমান আকারাদি হন ॥
চামর-বাজন-পাদুকাদি যাহা ।
শ্রীবিশিষ্ট পরিচ্ছদগণ তাহা ॥
করেতে করিয়া আছে দাঁড়াইয়া ।
চতুর্দিকে সব আবৃত হইয়া ॥
শেষ-খগরাজ-বিষকসেন-আদি ।
পার্বদবর্গে যে মুখ্য অমুখ্যাদি ॥

তথা চাষ্টমস্কন্ধে (ভাঃ চাঃ ১১।১৬।১৭)—

নন্দঃ সুনন্দোহথ জয়ো বিজয়ঃ স্তবলোবলঃ ।
কুমুদঃ কুমুদাক্ষচ বিষকসেনঃ পতত্রিবাট ।
জয়ন্তঃ ঞ্জতদেবশ্চ পুষ্পদন্তোহথ সাহকঃ ॥ ইতি ।

এইসব যত গণাধাক্ষগণ ।
ভক্তিতে আনত হই সর্বক্ষণ ॥
যন্তকে অঞ্জলি করিয়া ত সব ।
প্রভুর অগ্রেতে দাঁড়াইয়া তবে ॥
নানাবিধ চিত্র বিচিত্র বচনে ।
করেন প্রভুর সকলে স্তবনে ॥
নারদ করেন অদ্ভুত নর্ত্তন ।
বীণাগীত-আদি ভক্তি প্রকটন ॥
সে চাতুরী শুনি লক্ষী ধরণীর ।
সহিত হাসেন উচ্চৈঃ কভু স্থির ॥
স্বতন্ত্রে যাহার নিজ শ্রীচরণে ।
চিস্ত আছে প্রসারণ-সমর্পণে ॥
তাদের আনন্দবিশেষ-বর্দ্ধন- ।
হেতু কভু নিজ যুগ্ম শ্রীচরণ ॥
প্রসারণান্তর করি সমর্পণ ।
অদ্ভুত বিলাস করেন কখন ॥

এপ্রকার করি প্রভুরে দর্শন ।
আনন্দভারেতে হৈয়া মগ্ন-মন ॥
ঘোরে লৈয়া গেলা যে পার্বদগণ ।
তঁাহাদের শিক্ষা করি বিস্মরণ ॥
'হে গোপাল হে জীবিত ! মম' এই ।
বাক্য বারম্বার বলি তথাতেই ॥
আমি করিবারে তাঁরে আলিঙ্গন ।
ধাইলাম বাহু করি প্রসারণ ।
পৃষ্ঠস্থিত সেই বিজ্ঞবরণ ॥
ধরিলেন আমা-দীনেরে তখন ॥
করিয়া অত্যন্ত বিনয় বিস্মৃত ।
হইলাম অতি প্রেমে বশীকৃত ॥
অতিশয় মোহ প্রাপ্ত হইলাম ।
শ্রীভগবানের অগ্রে পড়িলাম ॥
তবে সে পার্বদগণ বলে উঠাইলা ।
বহুক্ষেণে প্রণয়েতে বোধ জন্মাইলা ॥
দর্শনের বিষয়কারী নেত্রে অশ্রু ছিল ।
তাহা মাজি আমি নেত্র প্রকাশ করিল ॥
তবে ত দয়ালুশ্রেষ্ঠ স্নেহে বিলক্ষণ ।
গম্ভীর-মৃদু-স্বরেতে বলিলা বচন— ॥
শুশ্রূ হও শীঘ্র আস্তো হে বৎস ! এখন ;
সমুদ্রাদি ত্যজ, মিলি কর আলাপন ॥
এতেক শুনিয়া আনন্দের অন্ত্য সীমা ।
পাইলাম যাহা হৈতে নাহিক গরিমা ॥
মহোন্মাদগ্রস্ততায় নৃত্য বারম্বার ।
করিয়া পতিত হইলাম পুনর্বার ॥
সে পার্বদগণ বহুপ্রয়াসের দ্বারে ।
দৈর্ঘ্য আর বোধযুক্ত করিলা আশ্বাসে ॥
করিতে সুস্থতা ধরি অতিথি-বিধান ।
কহিলেন পরম দয়ালু ভগবান— ॥
স্বাগতঃ স্বাগতঃ বৎস ! মঙ্গল মঙ্গল ।
তব দর্শনার্থে ছিল উৎকণ্ঠা প্রবল ॥
এইক্ষেণে তোমাসহ হইল মিলন ।
তনহ বিস্তারি কাঁহ উৎকণ্ঠাকারণ— ॥
হে অঙ্গ হে সখ্যে । বহুজন্ম গোয়াইলা ।
আভিমুখ্য আমাতে কিছুই না করিলা ॥
এই এই বর্ত্তমান জন্মে এইজন ।
আমাতে উন্মুখ হইবেক সহ-মন ॥
অত্যন্ত তোমার এইপ্রকার আশায় ।
বহুকাল নর্জিত আছিমে অজ্ঞপ্রায় ॥
মদ্রামকৌন্তন-আদি ছল কোনো এক ।
কিঞ্চিৎ না পাইলাম দেখিয়া প্রত্যেক ॥

বাহা দ্বারা স্বয়ং ত নিৰ্বন্ধ পুরাতন ।
পালিয়া বৈকুণ্ঠে তোমা করি আনয়ন ॥
আমাতে উপেক্ষাক্রম অকুপা দেখিয়া ।
ব্যগ্র আমি অমুগ্রহে কাতর হইয়া ॥
অনাदि-নিবন্ধ সেতু করি উন্নয়ন ।
নিজপ্রিয়তম যেই শ্রীমদগোবর্দ্ধন ॥
তাহাতে তোমার এই জন্ম করাইলুঁ ।
জয়দ্বাখ্য তব গুরু আপনি হইলুঁ ॥
ইথে করিলাম বহু তব উপকার ।
বাহ্য চিরকালের পুরাহ সে আমার ॥
তোমার আমার সুখ করিয়া বিস্তার ।
কর বাস বৈকুণ্ঠে স্থস্থিরে অনিবার ॥

কহিলা যে নারায়ণ এতেক বচন ।
তাহার তাৎপর্য্য শুন কহি বিবরণ— ॥
কুপা হয় শ্রীকৃষ্ণের উপরে যাহার ।
সেই ত তাঁহারে পায়, জানিহ এ সার ॥
কৃষ্ণকুপা-হওনের সম্ভাবনা যারে ।
সর্ব্বাঙ্গাতে সেজন শরণ লয় তাঁরে ॥

যথা দ্বিতীয়স্কন্ধে (ভাঃ ২।৭।৪২)—

যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়দনন্তঃ,

সর্ব্বাঙ্গানাল্লিতপদো যদি নির্বালীকম্ ।

তে দন্তরামতিতরস্তি চ দেবমায়াং,

নৈবাং মমাহমিতি ধীঃ শশুগালভক্ষ্যে ।

প্রভুর এ-বাক্যরূপ-মহামৃতপানে ।

হইলাম মত্ত—বিস্মরণ সব জ্ঞানে ॥

ভগবানে শ্রব করিবারে না পারিলুঁ ।

কিছুই করিতে আর জানিতে নারিলুঁ ॥

তাঁহার অগ্রেতে আছিলেন কতজন ।

বেণুপ্রবাদক আমাসদৃশ সে হন ॥

গোপবালকের বেশ—স্নিগ্ধতর-মন ।

আমায় সাহুনা সুস্থ করিয়া তখন ॥

করিয়া উৎপন্ন সখ্য ঘোরে আকর্ষিত ।

বেণুবাদনে দিলেন প্রবর্ত্ত করিয়া ॥

এই মম করস্থিতা নিজ বংশী যেই ।

গোবর্দ্ধনপর্কতপ্রভা হয় এই ॥

অন্তএব মহাপ্রিয়তমা ত আমার ।

নিনাদন করিলাম বহুধা ইহার ॥

শ্রীমাদেব মহা বদন্ত্যসিদ্ধ স-গণ ।

কুপানিধি পাইলেন তাহে সন্তোষণ ॥

তবে বহির্গমনের হইলে সময় ।

মহাশ্রীযুক্ত বাহিরে আলা সমুদয় ॥

নির্গমে আমার ইচ্ছা যতপি না ছিল ।

তথাপি শ্রীমহালক্ষ্মী আক্সা প্রকাশিল ॥

ভোজনাদিকালে মহালক্ষ্মী বিনা আর ।

অস্ত্রের উচিত নহে স্থিতি তথাকার ॥

এইহেতু তাঁরা বহু ব্যক্তির দ্বারায় ।

আনিলেন সেইকালে বাহিরে আমার ॥

অন্ত বৈকুণ্ঠবাসিতে স্বয়ং উপস্থিতা ।

মহাবিভূতি সর্ব্বদা আছেন ব্যাপিতা ॥

তাহারে করিয়া আমি দূরে পরিহার ।

গ্রহণ না করিলাম আমি একবার ॥

শ্রী বৈকুণ্ঠলোকপ্রাপ্তিস্বভাবেতে যেই ।

মহাবিভূতি আনাতে বর্ত্তমানা সেই ॥

প্রকাশ না করি গোপবাসকল্পেতে ।

অকিঞ্চন থাকিলাম সেই বৈকুণ্ঠেতে ॥

তথা সর্ব্ব বিভূতি—সচ্চিদানন্দাকার ।

স্বাধীন—প্রকাশ হয় নিঃসঙ্কাজুসার ॥

এপ্রকার বিভূতির অভাবেহ সার—

বৈভব ঘটয়ে, পুন বৈভবে ত আর— ॥

অকিঞ্চনস্থ ঘটয়ে বৈকুণ্ঠে নিশ্চয় ।

শ্রী বৈকুণ্ঠস্থানের স্বভাব এই হয় ॥

তথাপিহ পূর্বাভাস যেই মম ছিল ।

নিষ্কিননরূপে স্থিতি অতি নিরাবল ॥

তার বলে দীনরূপে প্রভুর ভজন ।

সদা সুখ নিশ্চিত মানিয়ে সদাঙ্গণ ॥

তবে হৃদে ইহা কৈলুঁ সর্ব্বতো নিশ্চিত — ।

স্বকীয় অখিল জন্ম-কর্ম্ম যে বিহিত ॥

তার লভ্য শ্রেষ্ঠফল সম্পূর্ণের সীমা ।

পালুঁ প্রভুরূপাতর হইতে মহিমা— ॥

অহো বৈকুণ্ঠে যে সুখ অমুভয়মান ।

কার তুল্য ?—অর্থায়হে কাহারো সমান ॥

অশক্য সে মন-দ্বারা তর্ক করিবারে !

পরমানির্ব্বচনীয় জানিলাম সারে ॥

অহো মহন্তম এই বৈকুণ্ঠাখ্য স্থান ।

কীদৃশ ?—অর্থাৎ নাহি যার তুল্যাখ্যান ॥

অহো মহাশর্য্যতর শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বর ।

কীদৃশ—তেমত তাঁর কুপাশর্য্যাতর ? ॥

তবে ত নিযুক্ত হৈলুঁ প্রভুর কুপায় ।

চামরবিজনরূপ-সমীপসেবায় ॥

নিজ বংশী বাদন করিয়া নিরন্তর ।

পাইলাম তাঁহার দর্শনে হর্ষভর ॥

পূর্বাভাসবশে করি কখন কীর্জন ।

‘হে কৃষ্ণ গোপাল !’ বারবার অঙ্গুক্ষণ ॥

এই প্রভু গোকুলে যে কৈলা আচরণ ।
 বাল্যলীলাদিক-মহামাহাত্ম্য-দর্শন ॥
 পরম-উৎকর্ষ-সকীর্তনরূপে তাঁর ।
 সাক্ষাৎ করিয়ে গান সদা অনিবার ॥
 বৈকুণ্ঠনিবাসী যত সেবক হরির ।
 সেখান হইতে তবে হইলা বাহির ॥
 বারম্বার হাসি-চাঁসি স্নেহাঙ্গ-হৃদয়ে ।
 শিক্ষকের তুল্য তবে আগারে কহে— ॥
 ব্রহ্মাদি আছেন যত জগতে দৈবর ।
 তাঁদের দৈবর ঐহ শ্রীপরমেশ্বর ॥
 সাক্ষাতে অযোগ্য নাম ঐহাং গ্রহণ ।
 'হে কৃষ্ণ !' কহিয়া নাহি কর সোধোদন ॥

তথা ব্রজকৃত-বাল্যলীলাদি প্রকারে ।
 সকীর্তন নাহি কর এথা অমুবারে ॥
 কিন্তু সে অদ্ভুত হৈতে অতীব অদ্ভুত ।
 অনন্ত মাহাত্ম্য শ্লোকস্বারা কর স্ত ৫ ॥
 দুষ্ট-পুতনাদিসব করিতে সংহার ।
 শিষ্ট-বন্দুদেবাদের পালন-নিস্তার ॥
 করিবারে কংসের বধনা সে মায়ায় ।
 গোপ-স্বীকার প্রভু করিলা লীলায় ॥
 এই পরমেশ্বরের মায়া বর্ণন ।
 ভক্তগণ নাহিক করেন আদরণ ॥

যদি কহ—ব্রহ্মবাক্যে আছে ত প্রমাণ ।

বথা (ভা: ২।৭।৫৩)—

মায়া বর্ণনতোহমুখ্য ঈশবক্তৃত্বান্নমোদতঃ ।
 শ্রুতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং মায়রাস্মা ন মুহতি ।
 ভক্তগণশ্চক্ৰ তিহ—ইথে কিবা আন ? ॥
 ইহার উত্তর শুন,—আরন্তে ভক্তির ।
 উপযুক্ত হয় তাঁর মায়া উক্তি ॥
 ভক্তিরূপ শ্রীবৈকুণ্ঠ হৈলে প্রাপ্ত ।
 উপযুক্ত নহে মায়াবর্ণন সম্প্রাপ্ত ॥

অতএব সেই মায়াবর্ণনদ্বারায় ।
 কিম্বা গোকুলাচরিত-সকীর্তনে ভায় ॥
 প্রভুশ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বরে স্তব করা নয় ।
 এই তত্ত্ব তোমারে কহিল সমুদয় ॥

তার মধ্যে কেহ-কেহ কহিলা কখন— ।
 গোপালন আদি কোনো লীলা তাঁর হন ॥
 পাঞ্চভৌতিকের যেই হয় ত নির্মাণ ।
 এই লীলা নহে সেই মায়ায় সমান ॥
 যদি কহ—কণ্টকারণ্যেতে ভ্রমগাণি ।
 কিবা শ্রুত যাহে লীলা হৈবে অমুবাদী ? ॥

তাহে শুন—দূর্বোধাচরণ হয় তাঁর ।
 তাহার কারণ কেবা শক্ত বুদ্ধিবার ? ॥
 তিহ ত পরমেশ্বর—জানিহ কখনে ॥
 অতএব দোষ নাহি মায়ায় কীর্তনে ॥
 কোন কোন মহত্তম মুখ্যসেবিজন ।
 সেইসকলেরে তবে করি নিবারণ ॥
 ক্রোধে কহিলেন—অহে ! কি অবোধমত ।
 কহিতেছ তেমায়া এ সকল সাম্প্রত ? ॥
 ভক্তবাৎসল্যাতাহেতু কৃত লীলাচর ।
 মায়াকৃত আর নিরর্থক নাহি হয় ॥

যথোক্তং ভগবতা (বৃ: ভা: ২।৪।১৪ টীকা)—

মহুর্জেনাপি সংহর্ষং শক্তো যদ্যপি দানবান্ ।
 যন্তস্তানান্ বিনোদার্থং কয়োমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ ॥
 সে-সবার সকীর্তনে মহাশুণ হয় ।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের তোষণ সুনিস্চয় ॥
 তাহাদের এতাদৃশ বাক্যের প্রবণে ।
 প্রথম সিদ্ধান্তে লজ্জা জন্মিল তখনে ॥
 শেষের সিদ্ধান্তে তৃপ্ত হৈল কিন্তু মন ।
 অন্তরে না হৈল তৃপ্ত সর্বপ্রকারণ ॥
 নিজেষ্ঠদেবতা শ্রীমদ্বদনগোপাল-।
 চরণপদ্মের অসাধারণ বিশাল ॥
 রূপ বিনোদ বিহার ক্রীড়া পরিবার ।
 পরিচ্ছদ করুণা সে বিশেষপ্রকার ॥
 সেইসব তথা না দেখিয়া মম মন ।
 দীনমত সেইস্থানে থাকে সর্সর্কণ ॥

সেইকালে প্রভু সর্সর্কজের শিরোমণি
 মম মনোহুঃখ সব জানিলা আপনি ॥
 তবে দেখি বৈকুণ্ঠনাথে নন্দনন্দন ।
 লক্ষ্মীরে বাধিকারূপা করি আলোকন ॥
 চন্দ্রাবলীর স্বরূপা ধরারে দেখিয়ে ।
 তাঁর সব গণে ব্রজবালক হেরিয়ে ॥
 এপ্রকার দেখিলেহ এই বৃন্দাবনে ।
 করেন সপারিবার যেন বিহরণে ॥
 সে প্রকার বৈকুণ্ঠে না করি আলোকন ।
 খেদযুক্ত মম মন হয় সর্সর্কণ ॥

কখন গোপগণে ব্যাপ্ত বৈকুণ্ঠোপবনে ।
 দেখি গোপাললীলা করে বিহরণে ॥
 কখন বা লক্ষ্মী-ধরা-আদির সহিত ।
 দেখি সিংহাসনে প্রভু পূর্বমত স্থিত ॥
 শ্রুত্ব শ্রীমদনগোপালদেবাকারে ।
 কখনো দেখিয়ে তাঁরে সকলপ্রকারে ॥

তথাপি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথেরে অহুক্ষণ ।
 ‘পরমেশ ঐহ’ এই বোধের কারণ ॥
 আর বৈকুণ্ঠলোকেতে নিজ আগমন-
 স্মরণ-হেতুক জন্মে যেই আদরণ ॥
 তদ্ব্যক্ত গৌরবে সেই প্রেম হানি হয় ।
 তে কারণে মম মন তৃপ্ত কভু নয় ॥
 গোপালদেবের কৃপাবিশেষ সন্ধানে ।
 আলিঙ্গনচূষনাদি পাইলু’ যে ধ্যানে ॥
 বৈকুণ্ঠেই হৈতে তাহা ইচ্ছা করি মনে ।
 না পাইয়া অবসন্ন হই ক্ষণেক্ষণে ॥
 কখন ঈশ্বর যান নিভূতে বিহিত ।
 অভ্যস্তরবর্জিত-শেষ-আদির সহিত ॥
 সেইকালে করেন বৈকুণ্ঠবাসিসব ।
 প্রভুর দর্শনা ভাবে শোক অশ্রুতব ॥
 প্রভুদর্শনাভাবের বুভুক্ষণ যাহারে ।
 জিজ্ঞাসা করিয়ে অতি-গৌরব-প্রকারে ॥
 পরম-রহস্য-জ্ঞায় করি সঙ্গোপন ।
 কেহ নাহি কহে ব্যক্ত করি উদ্ঘাটন ॥
 ‘আমার প্রভুর গোপনীয় লীলা যেই ।
 অযোগ্য তার প্রকাশ’—কহে মাত্র এই ॥
 কিন্তু সে-লীলা-প্রকাশে বৈকুণ্ঠের বাসে ।
 না রবে আদর—এইহেতু নাহি ভাষে ॥
 যান যেইকালে প্রভু—পুন সে-সময়ে ।
 হয়েন ভগদীপ্তর সে-স্থানে উদয়ে ॥
 সূক্ষ্ম হৈতে অতি সূক্ষ্ম সে কাল তথায় ।
 মর্ত্যলোকে বহুকাল তার মধ্যে যায় ॥
 তবে ত তাঁহারে দেখি সন্তাপ নাশয়ে ।
 হর্ষসিক্ত বাঢ়ে যেন চন্দ্রের উদয়ে ॥
 মনের স্বভাবে জ্ঞাত বিকলতাচয় ।
 যত-তত-পরিমাণ উৎপন্ন সে হয় ॥
 বৈকুণ্ঠলোকের মহিমার উদ্রেকতে ।
 কল্প হয় যেন তমঃ সূর্য্য-উদয়েতে ॥
 শ্রীবৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি হৈতে আপন অশেষ ।
 প্রাপ্য সিদ্ধ হইলেহ যেমত বিশেষ ॥
 নিজ ইষ্ট-অসিদ্ধিতে বিষন্নতা হয় ।
 তেমত যেকালে কভু আমার হৃদয় ॥
 পূর্বপূর্বমত ব্যথা পায় সে-সময় ।
 ইচ্ছার পূর্ণতাভাব রোগ যেই হয় ॥
 তাহার উৎপত্তির কারণ বিশেষতঃ ।
 অধীং বৈকুণ্ঠাধিক প্রাপ্য স্থানান্তরতঃ ॥
 লাভেচ্ছাস্বরূপ সব বুঝিয়া আপনি !
 আপন হইতে করি নিরাস তখনি—

‘অনির্বচ্য শ্রীবৈকুণ্ঠবাস হৈতে অশ্রু ।
 কিছু প্রাপ্য নাহি—ইহা সুনিশ্চিত মন্ত ॥
 এ সিদ্ধান্তে সন্দেহ না কর অল্প মন ! ।
 অশ্রু ইহা হৈতে কিবা কর জিজ্ঞাসন ? ॥
 রে চঞ্চল চিত্ত ! তাহে বিচার করিয়া ।
 এখনো স্বভাব দূরে দেহ তেয়াগিয়া ॥
 শ্রীবৈকুণ্ঠলোকে বাস হইতে অপর ।
 উৎকৃষ্ট নাহিক ফল, এই সর্বোপর ॥
 সেইহেতু শতশত করিয়া বিচার ।
 শ্রেষ্ঠ উপশম প্রাপ্ত হও এইবার ॥’
 এইমতে নিজমনে করি প্রবোধন ।
 বৈকুণ্ঠলোকেতে যেই প্রভুর ভজন ॥
 সেহেতু সচ্চিদানন্দময় আপনারে ।
 করি বিলোকন আপনি সে সাক্ষাৎকারে ॥
 আর যে পরম সুখ বিচিত্রপ্রকারে ।
 তাহাও আপনি করি মন-মধ্যে বারে ॥
 শ্রীযুক্ত শ্রীমদনগোপালদেবে মন ।
 আকর্ষিত হৈলে যায় বিচার যখন ॥
 তখনি বিষন্ন মন হয় ত আপনি ।
 ইহাও হইল ব্যক্ত উক্ত বাক্যে ধ্বনি ॥
 এই ত প্রকারে হই উদ্বিগ্ন কখন ।
 কখন বা হর্ব্যুক্ত হয় মম মন ॥
 বৈকুণ্ঠে নিবসি একদিন স্মনিজ্ঞানে ।
 শ্রীনারদগোস্বামিরে করিলু’ দর্শনে ॥
 মহাপ্রিয় কৃষ্ণের—দয়ালুচূড়ামণি ।
 কৃষ্ণভক্তিরসসিক্ত নারদ আপনি ॥
 বীণাব্যক্ত-হস্তে মন মন্তক স্পর্শিয়া ।
 কহিতে লাগিলা শুভাশিবে হর্ষ দিয়া—
 হে গোপনন্দন ! কহি শুন দিয়া চিত ।
 তুমি বৈকুণ্ঠেশ্বরের সদাহুগৃহীত ॥
 মুখমুখানি-শ্রুতদৃষ্টি-স্বাসাদি-লক্ষণে ।
 দীনমত শোকী তোমা করিয়ে দর্শনে ॥
 শোক আর দুঃখের প্রবেশ এইস্থানে ।
 কি প্রকারে হয় ? কহ তাহার নিদানে ॥
 যেহেতু এথায় শোকদুঃখপ্রবেশন !
 কাহারো সম্বন্ধে না করিলাম দর্শন ॥
 অতএব মম অতি কৌতুহল ইবে ।
 এমত বচন তাঁর শুনি আমি তবে ॥
 নিহেতুক-কৃপাকারী আছে যত জন ।
 তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইথে স্মৃছে ঠ হন ॥
 পরমাপ্ত নিজগুরুত্বা পায়্যা তাঁরে ।
 নিজ মনঃকথা সব কহিলু’ বিতারে ॥

আমার কথিত এ ত বৃত্তান্ত শুনিলা ।
 আপনিও তাঁহার অপ্রাপ্তে দীন ছিল ।
 বিশেষত এক্ষণে তাহার স্বরণে ।
 শৌকেতে নিখাস কিছু করিয়া ত্যজনে ॥
 মম শোকবৃদ্ধিতে আপনার শোক ।
 সঘরি সকল দিক করিয়া বিলোক ॥
 গৃঢ়-কথা-ব্যক্তিভয়ে পার্শ্বেতে আনিলা ।
 অল্পস্বরে সক্রমে কহিতে লাগিলা—॥
 এই শ্রীবৈকুণ্ঠলোক হইতে অপর ।
 প্রাপ্যফল কিছু আর নাহি অত্ৰত ॥
 মানিতেছে যেই যুক্তিশ্রেণীর দ্বারায় ।
 সে সত্য নিশ্চিত—নাহি অত্ৰথা ইহায় ॥
 কিন্তু নিজ ইষ্ট শ্রীমদ্ভদ্রনগোপাল-।
 দেবের ‘বিনোদ’—লীলাবিশেষ বিশাল ॥
 ধ্যানে যে মিলিত তাহা সাক্ষাত-দর্শনে ।
 সর্বথাপ্রকারে ইচ্ছা কর যেই মনে ॥
 সেই ত বিনোদ কৃষ্ণসুখপ্রদায়ক ।
 মনোহারী শ্রীভক্তি-বিশেষের গোচরক ॥
 আনন্দের সুলভ কখন তাহা নয় ।
 তাঁহারি নিগূঢ়-মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই হয় ॥
 কিন্তু প্রাসঙ্গ্যমহিমা যেই ব্রজজন ।
 তাঁহাদের মত মহাপ্রেমে লভ্য হন ॥
 প্রপঞ্চ প্রপঞ্চাতীত যত লোকচর ।
 তাহাদের উপরেতে কোনো লোক হয় ॥
 তাহাতে প্রশিদ্ধ সেই লীলা বিরাজিত ।
 নিজভক্তগণে লোভ দিয়া সুবিহিত ॥
 অতএব জগদীশবৃদ্ধো করি ভক্তি ।
 বৈকুণ্ঠে আসিয়া তাহা দেখিতে কি শক্তি ?
 অতি-প্রিয়তম-বৃদ্ধো যে প্রেমবিশেষ ।
 তার সম্পাদনে সেই লোকে সর্বশেষ ॥
 পাইয়া পরম গোপ্য বিনোদ সে সব ।
 অনায়াসে হয় সে সাক্ষাৎ অত্ৰতব ॥
 পরম-ঐশ্বর্য্য-প্রাপ্ত-গীয়া যে নিশ্চিত ।
 তাহা ভগবানের এ লোকে প্রকাশিত ॥
 মহা গোপনীয় সুরহস্ত লীলা যেই ।
 এ বৈকুণ্ঠে কিপ্রকারে ব্যক্ত হবে সেই ? ॥
 সকল মনের শোক করিয়া ত্যজন ।
 শ্রীযুক্ত শ্রীবৈকুণ্ঠ-নায়কে করি মন ॥
 নিজ-ইষ্টদেববৃদ্ধো করহ দর্শন ।
 উভয়েতে ভেদ নাহি কর আশ্রয়ন ॥
 অভেদদর্শনে স্তম্ভ মন-তপ্তিকর ।
 অনির্বচনীয় বর্দ্ধমান নিরন্তর ॥

পরম মহত—পরিচ্ছেদ নাই যার ।
 ছেন সুখ এখানেও পাইবে বিস্তার ॥
 তবে শ্রীনারদের উক্তির পটুতায় ।
 মনেতে আশ্বাসমত পাইলাম তায় ॥
 বৈষ্ণবসিদ্ধাস্ত-মহারত্ন প্রকাশেন ।
 অশেষ-সংশয়-উপদ্রব বিনাশেন ॥
 মানস করিয়া কোনো সিদ্ধান্তনিচয় ।
 যেসকল নিজ বুদ্ধিগোচর আছয় ॥
 বৈষ্ণববৃন্দের প্রিয় সে-সব শুনিতে ।
 শ্রবণ-ইন্দ্রিয় হঠে করিল প্রেরিতে ॥
 ইচ্ছলাম নারদের মুখে শুনিবারে ।
 অত্ৰথা শ্রবণ-সুখ না হয় প্রচারে ॥
 তাঁহার গৌরব-হেতু লজ্জার কারণে ।
 নাহি পারি তাঁরে সেইসব জিজ্ঞাসনে ॥
 সর্বজ্ঞের শ্রেষ্ঠ সেই ভাগবতোত্তম ।
 অভিপ্রায়ে জানিলেন সব মনোগম ॥
 আপন জিহবার—কর্ণধ্বয়ের আমার ।
 সুখ-হেতু মম হৃদিস্থিত যেই সার ॥
 সকল সিদ্ধান্তে ব্যক্ত সংক্ষেপের দ্বারে ।
 শ্রীনারদমুনি লাগিলেন কহিবারে— ॥
 গো-বোটক-গজ-আদি যত পশুগণ ।
 পারাবত-কোকিলাদি পক্ষিয়ে গণন ॥
 মন্দার-কুন্দাদি বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, তৃণ ।
 কীট-আদি এ বৈকুণ্ঠে যে দেখ নয়ন ॥
 তমোযোনিগত—পৃথিবীতে জাত-মত ।
 না মানহ এসকলে, তনহ সম্মত— ॥
 এসব সচ্চিদানন্দরূপ সূনিশ্চয় ।
 শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ইহার্য্য পার্যদ হয় ॥
 বিচিত্রে সেবাতে হর্ষ দিব্য কারণে ।
 পশু-পক্ষি-আদি রূপ করেন ধারণে ॥
 এই ভগবানের যে রূপ যে আকার ।
 যে যে বর্ণ নিজপ্রিয়তম-হেতু সার ॥
 ভাবনা করিয়া যেই যেই ভক্তগণ ।
 বৈকুণ্ঠনাথের করিয়াছেন ভজন ॥
 ইহার তাদৃশাকার বর্ণ-স্বরূপতা ।
 পাইয়াছে নানাবিধ শোভা-আকারতা ॥
 শ্রীল-রঘুনাথাদির ভজন করিল ।
 তাঁদের সারপ্য-প্রাপ্তে মমুষ্য হইল ॥
 শ্রীকপিলদেবাদির যে ভক্তি করিল ।
 মুনিরূপ সাক্ষ্য বৈকুণ্ঠ সে পাইল ॥
 মনস্তর্য্যবতার শ্রীবিভূ সত্যসেন ।
 তাঁদের সাক্ষ্যে হৈল দেবাকার যেন ॥

বাসু-বহি-আদি ঈশবদের অবতার ।

ইহা আনি ঘেইজন করয়ে ভজন ।

তাদের সাক্ষ্যে সেই সেই-মুষ্টি হন ॥

মহাপুরুষবিগ্রহ প্রথমাবতার ।

তাহার সাক্ষ্যপ্রাপ্তে হয় তদাকার ॥

অর্থাৎ সহস্রবাহু সহস্রচরণ ।

সহস্র-মস্তক-নেত্রবৃক্ষ-দেহ হন ॥

চতুর্ভুজাদির সাদৃশ্যেতে সে আকার ।

সমুচিতমত ধরে বেশ অলঙ্কার ॥

যদি কহ—‘প্রভুর যে নহে অবতার ।

কারে কেন দেখি কপি-দৈত্যাদি-আকার ?’

তাহে শুন—যে যে জন সংসারের শেষে ।

যে যে রস ভাব-বেশ-আকারবিশেষে ॥

সেবি কৃষ্ণপাদপদ্ম বৈকুণ্ঠে আইল ।

প্রভুর প্রিয় সে সব রসাদি হইল ॥

শ্রীযুক্ত সে রসাদিক সেইসব জনে ।

কৃষ্ণপ্রিয়-হেতু হয় প্রকৃষ্ট রোচনে ॥

অতএব নিজনিজ অন্ত-দেহ-স্থিত ।

দেহাদির করে অনুকরণ বিহিত ॥

নিরন্তর সেই-সেইমত দৃষ্ট হয় ।

ইথে এই সিদ্ধান্ত জানিহ সূনিশ্চয় ॥

শ্রীযুক্ত শ্রীনারায়ণ দ্বিধরে তাহার।

যুক্ত হৈয়া নিজপ্রিয়-বেশাদি-আকার।

আপন উপাস্তদেবতার তুল্যরূপ ।

দেখে মনোহর নব দেবাদিশরূপ ॥

পূর্বের চরম-দেহমত নবনব ।

অসীম ভজনানন্দ প্রাপ্ত হয় সব ॥

এই বৈকুণ্ঠেতে এক্ষণেতে বিশেষত ।

কোন কোন বিশেষে ত পায় অধিকত ॥

যারা ইষ্টদেবে পূর্বকর উপাসিতে ।

আত্মমনোরম অসাধারণ বিদিতে ॥

সর্বপরিবারে যুক্ত দেখি প্রভুবরে ।

পূর্বমত ইচ্ছায় সেবিতে নিরন্তরে ॥

তাহারা প্রভুতে যে অত্যন্ত নিষ্ঠা হয় ।

তাহারা চরমসীমাপ্রাপ্ত মহাশয় ॥

নিজনিজ উপাস্ত যে প্রভু আছিলেন ।

যেই যেই ধামে স্থিতিবাস করিলেন ॥

একরূপ আঁতে যার নিষ্ঠা নাহি হয় ।

বিশেষ আকার আছে আগ্রহ না রয় ॥

অর্থাৎ প্রভুর সব-অবতার-রূপে ।

সে-সবার মধ্যে এক কোন বা স্বরূপে ॥

উপাসনা করিলে তাহার প্রাপ্তি হয় ।

এই বিবেচনা করি মনেতে নিশ্চয় ॥

এক দুই তিন কিম্বা বহুরূপ তাঁর ।

সেবা করে যেইসব হৈয়া নিষ্ঠাচার ॥

আর যারা শ্রীলক্ষ্মীপতির মন্ববর ।

অষ্টাক্ষর পঞ্চাক্ষর দ্বাদশ-অক্ষর ॥

উপাসনা করে—তার।-সবে দেহশেষে ।

এই বৈকুণ্ঠ আশ্রয় করয়ে বিশেষে ॥

যথা-অভিলাষ সুখ পায় তার।-সব ।

পূর্ব হৈতে অধিক অধিক সবিভব ॥

তাহাদের নিজনিজ অনৈক্য রসের ।

প্রবণকীর্্তনাদিক ভাগবিশেষের ॥

তাহাতে আছয়ে তারতম্য পরস্পর ।

তাহাতেও নিজনিজ-রস-অনুসর ॥

সে রসজাতীয় সুখ সবার যথেষ্ট ।

লাভ হয়, তাহে সবে তুল্য সবে শ্রেষ্ঠ ॥

যেমন ধরার আলম্বন-রত্নরূপ— ।

নরনারায়ণ, আর দন্তের স্বরূপ ॥

জামদগ্নি-কপিলাদি কোতুকেতে আর ।

ইলাবতে সঙ্ঘর্ষণ-আদি অবতার ॥

ক্ষেত্রপুরে জগন্নাথ আদি যত স্থিত ।

প্রতিনাবরূপ সব ইষ্টারা নিশ্চিত ॥

স্বর্গলোকাদিতে বর্তমান যে তখনে ।

বিষ্ণু-যজ্ঞেশ্বর-আদি করিলে দর্শনে ॥

এক মহামীন যুগান্তে অবতরিল। ।

মহাপ্রলয়সাগরে বেদ উদ্ধারিলা ॥

অস্ত্র মায়িক-অকাণ্ডপ্রলয়-সাগরে ।

সত্যব্রতে ঋণ-হেতু অবতার করে ॥

এক কুর্খ সমুদ্রেতে অমৃতমহনে ।

মন্দরপর্বত পৃষ্ঠে করিলা ধারণে ॥

অস্ত্র কুর্খ সদা ক্রিতি বহেন অশ্রমে ।

এমত বরাহ এক সৃষ্টির প্রথমে ॥

ব্রহ্মার নাসিকা হৈতে হৈয়া আবির্ভূত ।

পৃথিবী উদ্ধারি জলে হন অন্তর্ভূত ॥

অন্ত বরাহ অকাণ্ড-প্রলয়-সাগরে ।
 নিমগ্না পৃথ্বীর উদ্ধারণ করিবারে ॥
 আবিভূত হৈয়া হিরণ্যাক্ষে ক্ষয় করি ।
 আপনার লোকে গত হইলেন শ্রীহরি ॥
 অন্ত কূর্ম যজ্ঞাঙ্গ—যজ্ঞাদি প্রবর্তিলা ।
 ধরণীর প্রতি তিহ পুরাণ কহিলা ॥
 যোগধারণার্থে হইলেন অন্তর্জ্ঞান ।
 অন্ত কূর্ম পৃথিবীতে করিতে সমান ॥
 অবতীর্ণ হৈয়া নিজ দন্তের আঘাতে ।
 চূর্ণ করিলেন যত পর্বত পশ্চাতে ॥
 বরাহরূপধারণী ধরার সহিত ।
 পুত্র জন্মাইলা করি রমন বিহিত ॥
 পশ্চাৎ মুসিংহদেহে লীন সে হইলা ।
 অন্ত কূর্ম পৃথিবীতে নিয়ন্তে ধরিলা ॥
 মুসিংহদেহেরো মাহুচক্র-প্রমথন ।
 আর হিরণ্যকশিপু দেহবিদারণ ॥
 মার্জার-আকার-ধরণাদি বহুরূপ ।
 বৃহৎ-সহস্রনামাণ্ডে প্রসিদ্ধ স্বরূপ ॥
 করিবারে ধুকু আর বলির ছলন ।
 বারম্বার অবতীর্ণ হইলা বামন ॥
 হয়গ্রীব হংসদেব এমতপ্রকার ।
 অবতীর্ণ হইলেন দুই-দুই বার ॥
 এইমত হইলেন অনেক অবতারে ।
 তাঁহাদের প্রত্যেকেতে ভেদ চেষ্টাঘারে ॥
 তাঁহারাসকলে শ্রীসিদ্ধানন্দধন ।
 নানা হইয়া ৩ একরূপ সদা হন ॥
 যেমত মথার জীব একবস্ত্র হয় ।
 অবিজ্ঞা-উপাধি-ভেদে নানা দর্শন ॥
 অথবা মায়িক দেহ বিজ্ঞমান যত ।
 নানা হৈয়া জীবরূপে ব্রহ্ম সবে গত ॥
 তেমত ভগবদ্ভূপসবার নিশ্চয় ।
 নানা মায়িক কভু না কর প্রত্যয় ॥
 কিন্তু ভগবানের সে চিহ্নিলাসময় ।
 শক্তি দ্বারা প্রকটিত নানা রূপ হয় ॥
 নানাবিধ উপাসক যতেক আছয় ।
 তাহাদের ভাবসব নানাবিধ হয় ॥
 সেই ভাবে দর্শনের উৎকর্ষ জন্ময়ে ।
 সেকালে সে-রূপে প্রভু আবির্ভাব হয়ে ॥
 অতএব বত অবতার—নিত্য সবে ।
 মায়ী-সম্বন্ধ-রহিত সুসত্য-বৈভবে ॥
 এইহেতু বিশ্ব-প্রতিবিশ্ব-ভেদশায় ।
 সব অৱতারের নানা নাহি ভায় ॥

জলে আর দর্পণাঙ্কে রবির যেমত ।
 বিশ্ব-প্রতিবিশ্ব হয়—সে মায়ী সম্মত ॥
 তেমত নহেন, কিন্তু গগনেতে স্থিত ।
 এক সূর্য্যদেব যেন হইল উদ্ভিত ॥
 নিজনিজ স্থানে সর্ব উপাসকগণ ।
 কেহ ভাবমত দেখে সূর্য্য তেজোঘন ॥
 কেহ দেখে চতুর্ভুজ-রক্তবর্ণ-রূপ ।
 কেহ দুইবাহুপদ দেখে স্বরূপ ॥
 সেইমত নানামত দেখে ভক্তজন ।
 না হয় মায়িক—নিত্য সত্য সর্বকণ ॥
 যতপিহ সবার পৃথক জ্ঞান হয় ।
 সুখও পৃথক অমৃতবে ত নিশ্চয় ॥
 তথাপি যেহেতু জ্ঞানসুখ ব্রহ্মরূপ ।
 সেহেতু দুইর এক। সুসিদ্ধ স্বরূপ ॥
 এই উক্ত প্রকারেতে নানাদেশ-স্থানে ।
 স্বপ্নমনোরথাদিতে হয় দৃশ্যমানে ॥
 শ্রীক্ষ-রূপের আর তাঁহার স্থানের ।
 আর শেষ-গুরুভাদি পার্শ্বদগণের ॥
 হইয়াও এক সে অনেকসময় ।
 সবার সত্য সত্য সুসঙ্গত হয় ॥
 শ্রীকৃষ্ণের এক রূপ করিলে ভোযিত ।
 তুষ্ট হয় সব রূপ তাঁর সুনিশ্চিত ॥
 একের ভজনে সকলের প্রীতি হয় ।
 পরস্পর পীতি ভক্তগণেরো জন্ময় ॥
 এক শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সেই সেই স্থানে ।
 নারদাদি স্বভক্তের করি হর্ষদানে ॥
 নরনারায়ণ-আদি-রূপেতে বৈসেন ।
 নিজভক্তগণেরে কৃপায় দেখা দেন ॥
 বৃন্দাবনে কৃষ্ণ-সখা-শিশু-বৎসগণ ।
 ব্রহ্মা যবে করিলেন সকল হরণ ॥
 শিশু-বৎস-রূপ সব শ্রীকৃষ্ণ তখন ।
 গোপ্যাদির হয়-হেতু করিল ধারণ ॥
 বর্ষাশ্বে আসিয়া পুন ব্রহ্মা মহাশয় ।
 দুইস্থানে শিশু বৎস দেখি গবিষ্ম ॥
 রূপপরে সেই বৎস-বালাদিসকলে ।
 দেখিলেন শ্রীকৃষ্ণের রূপ অবিকলে ॥
 মহিষাবিবাহকালে আমি দ্বারকায় ।
 ব্রহ্মণ করিয়া সব মন্দিরে তথায় ॥
 এককালে কৃষ্ণ ঘোলগহস হইয়া ।
 করেন বিবাহ সব কন্তারে লইয়া ॥
 দেখিলাম সমুদায় সত্য সেইসব ।
 মায়ার প্রপঞ্চ তাহা নহে অন্ততঃ

শৌভরী-আদির শক্তি তাদৃশ সে হয় ।
 পরমেশ্ববেতে ইহা নহে ত বিস্ময় ॥
 পারমেশ্বরী স শক্তি অদ্বুতা নিশ্চয় ।
 তদীয়গণেরো হুবিতর্ক্যা সদা হয় ॥
 কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সে একান্ত-ভক্তগণে ।
 গোপনীয় নাহি কিছু—করে প্রকাশনে ॥
 শ্রীরাধাপ্রভৃতি কৃষ্ণগাদি কিবা হয় ।
 পত্নীসহস্রের দত্ত যেই দ্রব্যচয় ॥
 এক কৃষ্ণ যেইকালে করেন ভোজন ।
 তাঁহর সকলে তবে করেন দর্শন—
 ‘মম দত্ত দ্রব্য অগ্রে করিয়া গ্রহণ ।
 ভোজন করেন প্রভু—শ্রুত করণ’
 কভু কোন জীবে তাঁর শক্তির প্রবেশে ।
 আবশ্যবতার হয় তেমত বিশেষে ॥
 এসব নিঃস্বার্থ-মাধুরী-প্রকটন ।
 শ্রীকৃষ্ণাবতারে প্রায় সুব্যক্ত সে হন ॥
 পরমাবতারী তঁহি জ্ঞানো দৃঢ়তর ।
 সর্বোৎকৃষ্ট-মহিমাবশেষ নিরন্তর ॥
 যাদৃশ শ্রীযুক্ত প্রভু কৃষ্ণ ভগবান ।
 মহালক্ষ্মীও হয়েন তাদৃশ ব্যাখ্যান ॥
 বৈকুণ্ঠেশ্বরের বিষ্ণু-আদি অবতার ।
 মহত্তম-হেতু ‘মহাবিষ্ণু’ সংজ্ঞা তার ॥
 তেমত সজ্জার ‘মহালক্ষ্মী’-আদি নাম ।
 বৈকুণ্ঠেশ্বরের নিত্যপ্রিয়া আভিরাম ॥
 নিবিড়-সচ্ছিদানন্দ বিগ্রহ তাঁহার ।
 প্রভুর সে বক্ষঃস্থলে বাস আনিবার ॥
 স্বর্গাদিতে বামন-আদির সন্নিধানে ।
 অপর যে লক্ষ্মীসব—সেই সেই স্থানে ॥
 তাঁহারও হন এ-লক্ষ্মীর অবতার ।
 যেন নানা অবতারে কৃষ্ণের প্রচার ॥
 মৌন-কৃষ্ণাদিক যতযত অবতার ।
 তাঁহার সদৃশ সব অতিরপ্রকার ॥
 কিন্তু ভগবতাপ্রকটনে তারতম্যে ।
 তারতম্য হয় সব অবতারে গম্যে ॥
 সেইমত শ্রীলক্ষ্মীদেবীর অবতার ।
 তারতম্য ঐশ্বর্যপ্রকাশেতে বিস্তার ॥
 কিন্তু মুক্ত-ভক্তাদির উপেক্ষা যে হয় ।
 তাহার বৃন্তান্ত গুন—নুনতা সে নয় ॥
 মহালক্ষ্মীর সকল মূর্তির ভিতরে ।
 ‘অগ্নিমান্নং মহাসিদ্ধি বন্তে ধীর’ পরে ॥
 ‘বহুবধ সব সম্পদের অধীশ্বরী ।
 ঐশ্বর্যদায়িনী তিনি অশিষ্টাত্মা পরি ॥

মুক্তির ইচ্ছা, মুক্ত, ভক্তগণ আর ।
 উপেক্ষা করেন সেই লক্ষ্মীর স্মার ॥
 যে চঞ্চলা লক্ষ্মী হৈতে সর্বত্র ত প্রায় ।
 নবভক্তগণে কৃষ্ণপ্রিয়তাধিকায় ॥
 দুর্কীয়ার শাপাদির ছলে ইতস্ততঃ ।
 তিরোতাব আবির্ভাব তাঁহারি হৃদয় ত ॥
 কিন্তু মহালক্ষ্মীর তঁহি সে অবতার ।
 প্রভুর গৃহাতা—বক্ষঃস্থলে বাস তাঁর ॥
 শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা মহালক্ষ্মীদেবী ।
 সদা তাঁর বক্ষঃস্থলে বাস পদসেবী ॥
 অতি স্থিরতর্য্য ভগবানের সমান ।
 তাঁরে আরাধয়ে ভক্তগণে সদা জ্ঞান ॥
 কোনপ্রকারেতে কদাচিত সে তাঁহার ।
 উপেক্ষা সম্ভব নহে—কহিলাম সার ॥
 ধরণীও এইরূপ জ্ঞান বিশেষিয়া ।
 অস্ত্রা সরস্বতী-আদি শ্রীপ্রভুর প্রিয়া ॥
 সচ্ছিদানন্দাবগ্রহা নিত্যপার্বস্থিতা ।
 প্রভুর শক্তি সেরূপ জানিহ নিশ্চিতা ॥
 মহাবিভূতি-শব্দেতে যোগ-শব্দে আর ।
 কোনস্থলে যোগমায়া-শব্দেতে প্রচার ॥
 প্রকৃতি-শক্তি-শব্দপ্রভৃতিতে যাহারে ।
 বেদপুরাণাদি শাস্ত্রে কহে ব্যক্তদ্বারে ॥
 নিবিড়-সচ্ছিদানন্দ বিলাস-বৈভব ।
 ধীর আত্মা তঁহি নিত্য সত্য্য সবিভব ॥
 অনাত্মা অনস্তা নিজস্বরূপেতে রহে ।
 ধীর শক্তি সব কহিবারে শক্য নহে ॥
 প্রভুর ভজনানন্দ-বোচন্যগগন ।
 তার মাধুর্যের আবির্ভাবয়িত্রী হন ॥
 নানাবিধ বিশেষ প্রভুর প্রকাশেন ।
 সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-একত্বাদি বিশেষণ ॥
 ভক্ত আর ভক্তের শ্রীবৈকুণ্ঠলোকের ।
 আর ভগবানের আচরণসবের ॥
 অনির্বচনীয় বিশেষের বিচিত্রতা ।
 ধীর শক্তি হৈতে হয় নিত্য সম্পন্নতা ॥
 শ্রীলক্ষ্মীদেবীর চেষ্টা অনির্বচনীয় ।
 বিমুক্তভক্তিবিশিষ্ট ভক্তের জানীয়া ॥
 নীরস-দ্রবক-জ্ঞান-মিলিত মনে ॥
 তর্কিবারে শক্তি নাহি সে চেষ্টাগণেরে ॥
 পরাপরশক্তিদ্বয়মধ্যে পরা শক্তি ।
 মহালক্ষ্মীদেবী হন পুরাণান্তে ব্যক্তি ॥

তথাচ বিকুপরাগে প্রহ্লাদজ্যোতি (১১১১৭৬)—

সর্বভূতেষু সর্বাস্থান বা শক্তিরপরা ভব ।
গুণাশ্রয়া নমস্তুতৈশা শাস্ত্রতায়ৈ সুরেশ্বর ।
যাতীতগোচরা বাচ্যঃ স্নানসাক্ষ বিশেষণা ।
জ্ঞানিজ্ঞানপরিচ্ছত্তা বন্ধে তামৌখরীঃ পরম ॥ ইতি

‘অপরা’ মায়াখ্যা জড়রূপা শক্তি হয় ।
‘পরা’ শক্তি মহালক্ষ্মীদেবী শাস্ত্রে কয় ।
স্বাভাবিকী শক্তি সেই প্রভুর সে হয় ।
পৌরাণিকগণে তাঁরে ‘প্রকৃতি’ও কয় ।
ভক্তি-ভক্ত ভজনীয়-ভেদের কারণ ।
সে পরাশক্তি অনেক অংশ হন ।
মায়া শক্তি প্রতিচ্ছায়ারূপা সে তাঁহারি ।
সবুজ তুমোক্তগম্যী সুপ্রচারি ।
মিথ্যা প্রপঞ্চকার্যকারণের জননী ।
মিথ্যাদ্রাবি-ভমোময়ী মায়া সে আপনি ।
‘এইমত এই মায়া’ নির্দেশ না হয় ।
অনিত্যা—যেহেতু জ্ঞানোদয়ে পায় লয় ।
চিহ্নিত হারারূপা হেতু ‘আত্মা’ তিনি ।
জীবসকলের সদা সংসারকারিণী ।
বিহ অষ্টাবরণের অধিকারিণী ।
মুক্তিমতী সতী প্রকৃতি হয়েন তিনি ।
কার্যরূপ বিকারের অপ্রাপ্তি তাঁহার ।
এইহেতু ‘প্রকৃতি’ তাঁহারে কথা যায় ।
যেই মায়া অতিক্রম করিলে নিশ্চিত ।
মুক্ত আর ভক্তি সিদ্ধ হয় সুবিদিত ।
তাই এই বিশ্বে করেন উৎপাদিত ।
মিথ্যা ইজ্জালাল বেন দ্রব্যাদি দর্শিত ॥
সমর্থের দ্বারা যেই বস্তু উপজয় ।
তাঁহারেও চিরস্থায়ী সত্য দৃষ্ট হয় ।
কন্দমের তপোযোগে কামগ বিমান ।
সৌভাগ্যের দিব্য অট্টালিকাদিনির্মাণ ।
ইজ্জামতে উপভোগ করেন তাঁহার ।
সেইসব নিত্যসত্য দেখি দৃষ্টিদ্বারা ।
কৌবের তপেতে কৃত স্থির সত্য রয় ।
পরমেশ্বরের কৃতে কি আছে বিষয় ? ॥
নিঃশেষ-সৎকর্ম-ফলদাতা যে অময় ।
যোগীশ্বরগণ ধীর পাদোজ পূজয় ।
এমত কৃষ্ণের চিহ্নলাস মহাশক্তি ।
তাঁহারে জন্মে যেই দ্রব্যসববাস্তি ।
তারা সেই শক্তিভারা কীবা কৃষ্ণভার ।
পরম নিত্য পরম সত্য হয় সমুদায় ॥

এইমতে প্রসঙ্গের কথা সমাপিয়া ।
‘কৃষ্ণ স্বয়ংভগবান’ শুন বিবরিয়া ।
শ্রীকৃষ্ণ গোলোকনাথ সর্ব-অবতারী ।
স্বয়ং ভগবান, আর অবতার তাঁরি ।
অতএব যতেক আছেন অবতার ।
সবে কৃষ্ণতুল্য নিত্য সত্য জ্ঞানো গার ।
অভিন্ন হৈলেও সিদ্ধ পরমোৎকর্ষতা ।
অবতারি-হেতু শ্রীকৃষ্ণের সে নিত্যতা ।
স্বয়ং অবতার শূন্যরূপে দেখে রয় ।
সর্বাবতারের বীজ এক কৃষ্ণ হয় ।
বিবিধ মহৎ সর্বপ্রোক্তানুষ্ঠান ।
জয়তি গোলোকনাথ কৃষ্ণ ভগবান ।
যদি কহ ‘শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ ।
অবতারী’ এই কথা করিয়ে শ্রবণ ।
তাঁহা হৈতে কৃষ্ণের মহিমাধিকতর ।
কেমতে ত হয় ? তার শুনহ উত্তর—
নারায়ণ হইতেও অবতারতাবে ।
মনোহর মধুর বাহায়া অমুখাবে ॥
কৃষ্ণপ্রেম-প্তিহারা আর্দ্র যে হৃদয় ।
সেই জানিবারে—পরে অন্তবেদ্য নয় ।
নিরন্তর ব্যক্ত হয় যে বাহায়া অতি ।
তাঁহাতে বহু বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণে জয়তি ॥

নরনারায়ণ-আদি অবতারগণ ।
অবতারী—শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ ।
কৃষ্ণস্বরূপ অবতার এবং অবতারী ।
অবতারে বিবিধ লীলামাধুর্য তাঁরি ।
অবতাররূপে পরমৈশ্বর্যপ্রকার ।
স্বয়ংভগবান কৃষ্ণ, কি কহিব আর ।
সে সব অবতারের সেবক যেসব ।
জি-জি নিজ প্রিয় সেবারস অমুতব ।
পরম মহত সুখ ভাষে লাভ হয় ।
ভাবমত রস-জাতি হর্ষ উপজয় ॥
উপাসনামত ফল দেন মহাশয় ॥
নিজসাধ্যসাভেতে অপরিতোষ নয় ।
বিচিত্র লীলাবিভব শ্রীকৃষ্ণের হয় ।
কোটিলমুদ্র হইতে গহন আশয় ॥
বিচিত্র কৃচিদায়ক তাঁর লীলা সবে ।
তাঁহা বুঝিবারে শক্তি কোন্ জন হবে ? ॥

যদি কহ—ভক্তে সুখতারতম্যতায় ।
পরম দয়ালুতা কিরূপে সিদ্ধ পায় ? ॥
তাঁহে শুন—ফল দেন রুচি-অমুগারে ।
ইথে কৃপার মহিমা পরম বিস্তারে ॥

সুখগত-তারতম্য হইলেও স্থিত ।
 নিজস্বভাবেতে স্পর্ধাআদি-বিরহিত ॥
 ভক্তির স্বভাবে পরস্পর প্রীতি রয় ।
 সেবাসুখ-অন্ত্যসীমা যথাকৃতি পায় ॥
 যদি কহ—নান সুখে পূর্ণবৃদ্ধি পায় ।
 অজ্ঞানের হেতু ঘটে ? — শুন কহি তায় ॥
 বিষয়লম্পট যেই সংসারিকচয়—
 তুচ্ছ বিষয়ের সুখে বহুমতি হয় ॥
 কিবা সন্ধ্যাসিগণ স্বরূপ-মাত্রজ্ঞানে ।
 যোক্ষপ্রাপ্তে তুচ্ছ সুখ হয় ত বিধানৈ ॥
 তেমত সচ্চিদানন্দ-ঘন ভক্তগণ ।
 নানাসুখে পূর্ণবৃদ্ধি না করে মনন ॥
 নানাসুখপ্রাপ্তিও না হয় কদাচনে ।
 যেহেতু আনন্দঘন সেই ভক্তগণে ॥
 স্ব-সেবা-অনুসারে রস-সজাতীয় ।
 নানা সুখাপেক্ষা তারতম্য হয় স্বীয় ॥
 প্রবণকীৰ্ত্তনাদিক ভক্তির প্রকার ।
 পাদসংবাহন কেশসংস্কার সেবার ॥
 স্ব-কৃতি-অনুসারে সাধন কয়ে ।
 সিদ্ধিপ্রাপ্তে সুখলাভে তারতম্য হয় ॥
 বৈকুণ্ঠনিবাসী শৈব গুরুড় প্রভৃতি ।
 হয়েন নিত্য পার্শ্বদ সেবক প্রকৃতি ॥
 জয়-বিজয়ব্রতাদিক সাধিয়া ।
 বৈকুণ্ঠে আইল কৃষ্ণকৃপা ত পাইয়া ॥
 নিত্য আর আধুনিক এ দুইপ্রকার ।
 পার্শ্বদগণের ভজ্ঞানানন্দ-বিস্তার ॥
 সম হইলেও স্বয়ং ভেদ আছে তায় ।
 বাহ্য অন্তরীণ—দূরস্থ পার্শ্বদতায় ॥
 কারো মতে থাকুক বা 'সেবাদির ভেদে
 ফলভেদ' তথাপি অত্যন্ত নাহি ছেদে ॥
 প্রভু যবে করেন ভূতলে অবতার ।
 নিত্যপার্শ্বদের গণ যায় সঙ্গে তাঁর ॥
 এমতে সাধন করি পার্শ্বদ যে হয় ।
 সেই সব আধুনিকসহ ভেদ রয় ॥
 শৈবগুরুড়াদি যে নিত্যপার্শ্বদগণ ।
 যত্নপিও প্রভুসহ সম তাঁরা হন ॥
 স্বভাবত নিত্য সত্য সেবাতা প্রভুর ।
 শেবাদির সেবকতা তেমত প্রচুর ।
 নিবিড়সচ্চিদানন্দঘন ভগবান্ ।
 হইলেও শেবাদিক তাঁহার সমান ॥
 ভজ্ঞানানন্দমাধুর্য্য বিত্তা আকর্ষক ।
 অনির্কচনীয় কৃষ্ণে বর্ণিতকারক ॥

তাতে অতর্ক্য নান। মাধুর্য্যের সাগরে ।
 কৃষ্ণপাদোজ্জ্বল ঘটে দাসত্ব নিরন্তরে ॥
 সচ্চিদানন্দঘন অশেষ অবতার ।
 নারায়ণ-আদি যত সহিত তাঁহার ॥
 শ্রীকৃষ্ণ গোলোকনাথ দেবের সমতা ।
 থাকিলেও মাধুর্য্য মহত্বে বিশেষতা ॥
 অবতারিত শ্রীকৃষ্ণদেবের যে হয় ।
 অবতারগণ হৈতে শ্রেষ্ঠ খ্যাত রয় ॥
 অতএব সে সবার যে পার্শ্বদয়ে ।
 তাহা হৈতে ভগবতা বিধেয় নিশ্চয় ॥
 মধুর মধুর সৌন্দর্য্যাদির কারণ ।
 ঘটয়ে মহাবিশেষ তাহে সর্বক্ষণ ॥
 অন্তোত্তে কহয়ে—শ্রীল কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 শোভন সচ্চিদানন্দঘনদেহাখ্যান ॥
 তিহ পরং ব্রহ্ম, আর পার্শ্বদ তাঁহার ।
 ব্রহ্মস্বরূপ সকলে—বিমুক্ত সুসার ॥
 ভক্তিরূপ আনন্দবিশেষের কারণ ।
 লীলাতে বিগ্রহ তাঁরা করেন ধারণ ॥
 চিহ্নালাস্বরূপা প্রভুর শক্তি যিহ ।
 বিগ্রহধারণপ্রতি কারণ সে তিহ ॥
 কহে গোপপুয়ার—করিয়ো এ প্রবণ ।
 পুনঃ শ্রীনারদে করিয়াম জিজ্ঞাসন— ॥
 ওহে ভগবান্ শ্রীনারদ ! ধরাতলে ।
 শ্রীমহাপ্রভুর যত প্রতিমা অচলে ॥
 সকল সচ্চিদানন্দঘনমূর্তি হন ।
 নীলাচলনাথ পুরুষোত্তম যেমন ? ॥
 আপনি কহিলে—'এক শ্রীল ভগবান্ ।
 নিবিড়সচ্চিদানন্দবিগ্রহ বিধান ॥
 জগন্নাথদেব কিবা কৃষ্ণদেব আর !
 নীলাচল-বর্ষ-পুরী-আদিতে প্রচার ॥
 নিজভক্তজনপ্রতি অনুগ্রহ করি ।
 লীলায় আছেন সেই সেই রূপ ধরি ॥'
 উদাসীন হৈয়া ধর্ম্ম-কর্ম্ম-যোগাদিতে ।
 কিবা দোষ সেইসব প্রতিমা পূজিতে ? ॥
 বরং কোনপ্রকারেতে করিলে পূজনে ।
 মহালাভ হয়—এই বোধ মম মনে ॥
 একস্থানে অশেষ ত ভক্তির প্রকারে ।
 সিদ্ধি হয়—এই গুণ বুঝিয়ে বিচারে ॥
 যদি লাভমাত্র হয়—তবে কি কারণে ।
 পুরাণসকলে শুনি সেসব-বচনে ? ॥

তথাহি (ভা: ১২।২।৪৭) —

অর্চ্যায়ামেব হরয়ে পূজাং য শঙ্কয়েহতে ।

ন তন্ত্বন্তেষু চাত্তেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ইতি ॥

(ভা: ৩।২।১২২) —

যো মাং সর্কেণ ভুতেন্দ্রমাত্মনামীশ্বরম্ ।

হিত্বাক্ষাঃ ভজতে মৌচ্যাত্মজ্ঞাব জুহোতি সঃ ॥

ইত্যাদি

এইসব উক্তি নাহি হয় অপ্রমাণ ।
মহত্তের মুখ হৈতে নির্গত আখ্যান ॥
শ্বেতদ্বীপাদিতে সঙ্কর্ষণ-আদি করি ।
ভারতবর্ষেও রজন্য-আদি হরি ॥
যত্নপি তাঁদের পূজা করিবে শ্রদ্ধায় ।
তাহাতে বিমতি নাহি আছে অভিশ্রায় ॥
তথাপি পূর্বের উক্ত সকল বচনে ।
'প্রতিমাপূজনে' শব্দ আছে শ্রবণে ॥
তাঁহারাও লীলাহেতু প্রতিমাগমন ।
প্রতিমাবর্গের মধ্যে হয় অসুমান ॥
তাঁহাদের পূজনেও হয় ত সংশয় ।
এহেতু সামান্য প্রশ্ন করিলু' নিশ্চয় ॥

আমার কথিত এইসব বাক্য শুনি ।
প্রভুর পূজার পথে আদিগুরু মুনি ॥
পরমানন্দেতে উঠি করি আলিঙ্গন ।
কহিতে লাগিল এই উত্তর তখন — ॥
আছেন প্রতিমা যত ক্ষেত্র-আদি স্থানে ।
কহিলাম 'সাক্ষাতে শ্রীকৃষ্ণের সমানে' ॥
তাঁহাদের পূজনের নাহায়া তাবত ।
সুদূরেতে থাকুক কি কব বিশেষত ॥
পুরাতনী কিম্বা সংপ্রতিক-প্রকাশিত ।
প্রভুর প্রতিমা যেবা আপন-নিমিত্ত ॥
'স্বয়ং - গবান্ প্রিহ' এই বুদ্ধি করি ।
স্বধর্মপ্রভৃতিতে আসক্তি পরিহারি ॥
যে-জন পূজয়ে তার ধর্মত্যাগাদিতে ।
পাতিত্যাগি দোষ নাহি হয় কদাচিত্তে ॥

যথা (বৃ: ভা: ২।৪।১৮৭ টীকা) —

মৎকম্য কুরতাং পুংসাং ক্রিয়ালোপো ভবেদ্যদি ।

তেষাং কন্ধ্যাণি কুর্ন্তন্তি তিস্রঃ কোট্যোমহযয়ঃ ॥ ইতি

ভক্তিতে প্রবৃত্ত যেই যেই জন হয় ।
তাঁহাদের কর্মে অধিকার নাহি রয় ॥
ভক্তিসাধনেতে প্রবৃত্তের পূর্বকাল ।
কর্মের পর্যন্ত সেই জানিহ এ ভাল ॥

কৃষ্ণপ্রতিমাপূজনে মহাশুণ হয় ॥
সেই সে উত্তম ভক্তি ভক্তসব কর ॥
ভক্তিশব্দের মুখ্যার্থ 'সেবা' — শাস্ত্রে গায় ।
অশেষ-ভক্তিপ্রকার অনুবৃত্তি তায় ॥
যেই ভক্তি পরম মহত ফল মত ।
চতুর্কণ হইতে অধিক বিশেষত ॥
অন্তর্যামিরূপে কৃষ্ণ আছেন ইহায় ।
এইজ্ঞানে তুণে যদি করে মাননায় ॥
আর কৃষ্ণনামাভাস একবার কয় ।
কিম্বা শুনে, তাদের সর্বার্থপ্রাপ্তি হয় ॥
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের যেই প্রতিমা আকার ।
আবাহন আদি মন্ত্রে কৃত সংস্কার ॥
কৃষ্ণসমাকারহেতু স্মারক তাঁহার ।
শ্রবণাদি-নববিধ-ভক্তিপদ সার ॥
সেবনে সর্বাদি ভক্তি সিদ্ধ সমবার ॥
তাহাতে সে দোষাদির বিচার কোথায় ? ॥
যদি কহ — বৈষ্ণবাপরাধে পূজাফল ।
নাহি পায় ? শুন তার উত্তর নিশ্চল — ॥
শ্রীকৃষ্ণপ্রতিমা পূজা করে যেইসবে ।
কতু বৈষ্ণবেতে অনাদর না সম্ভবে ।
যেহেতুক ভক্তিতে প্রবৃত্তির কারণ ॥
বৈষ্ণবের সহ শ্রীতি হয় উপজন ॥
কৃষ্ণপ্রতিমাপূজনে আসক্তিকারণ ।
যদি অনাদর কতু হয় ত ঘটন ॥
বৈষ্ণব সে অপরাধ না করি গ্রহণ ।
পূজায় আসক্তিহেতু করেন দান ॥
যদি কহ — দোষশ্রুতি যেসব বচনে ।
কোন-বিষয়ক তাহা ? শুন সে কথনে — ॥
'হরির প্রতিমা এই স্বয়ং হরি নয় ।'
এইরূপ ভেদদৃষ্টে যেসব পূজয় ॥
কিম্বা শৈল-দাক্ষ-লৌহ-আদির নিমিত্ত ।
এই বুঝে যেইসব পূজয়ে নিশ্চিত ॥
কৃষ্ণভক্তগণে গংমানন না করয় ।
প্রাণসকলের অবমানকর্তা হয় ॥
পূজাগর্বে স্বধর্মাদি করিয়া ত্যজন ।
প্রভুর বোঝা যেবা করয়ে লঙ্ঘন ॥
সেইসব জন অতিশয় নান হয় ।
নিশ্চয় সগুণ ভক্ত হইতে নিশ্চয় ॥
সেইসব মন্দবুদ্ধি শাস্ত্রোক্তাহুসারে ।
পূজাফল নাহি পায় নিশ্চিত বিচারে ॥
যদি জিজ্ঞাসহ — ভগবানের পূজন
বিফল হইতে যোগ্য কিমতেতে হন ॥

সকল হইলে বা কিমতে নিন্দ্য হয় ? ।
 তাহার উত্তর শুন সিদ্ধান্ত নিশ্চয়—
 উত্তমতে যেইসব প্রতিমা পূজয় ।
 নির্দোষ মহাবিষয়ভোগফল হব ।
 অশেষ সংকর্যফল হৈতে গুরুতর ।
 আপনা হইতে ভুলে সেই ত সম্বর ॥
 স্বর্গভোগাদি বিষয়দোষ-বিরহিত ।
 উত্তম মহাবিষয় ভোগে সে নিশ্চিত ॥
 কিন্তু কৃষ্ণভক্তিযোগ্য যেই ফলচয় ।
 প্রেমসম্পত্তি শ্রীকৃষ্ণচরণবিষয় ॥
 তাঁর ধামলাভ—সদা তাঁহার দর্শন ।
 শ্রীকৃষ্ণহিত নিতা বিহারকারণ ॥
 এ ফল না জন্মে সে পূজায়, একারণ ।
 সাধুবর নিন্দে পুরাণেতে সে পূজন ॥
 অতএব সেইসব পুরাণবচন ।
 প্রতিমাপূজকের ন্যূনতাসংপাদন ॥
 উত্তরূপ প্রতিমাপূজকপ্রতি সেই ।
 সকল পূজকপর নহে, মানো এই ॥
 গুরুীকৃতসকলে যদি লেখ পূজন ॥
 সর্বথা নিশ্চিত যদি না করে ত্যজন ।
 তবে তাহাদের নিষ্ঠা পূজাতে জন্ময় ।
 নিষ্ঠা হৈতে চিত্তের শোধন ক্রমে হয় ॥
 গুণদর্শিত্বকৃতকরণের কৃপায় ।
 অভিমান-আদি দোষ সব ক্ষীণ পায় ॥
 কিছুকালমধ্যে তারা পরম উত্তম ।
 শুদ্ধভক্তিমন্ত সব হয়েন সত্তম ॥
 তাহার দৃষ্টান্ত দেখ—কামিতত্ত্বগণ ।
 তুচ্ছ ফলভোগ করি বাঞ্ছায় আপন ॥
 ভক্তির প্রভাবে কালান্তরে তারাসব ।
 পায় কৃষ্ণভক্তিযোগ্য ফল অমৃতব ॥
 ভক্তিযোগ্য সংফল তৎকালে নাহি হয় ।
 এহেতু নিষ্কামিতত্ত্ব তাহারে নিন্দয় ॥
 শ্রীকৃষ্ণচরণপদ্ম সদা সন্দর্শন ।
 ক্রীড়ানন্দ বিশেষানুগ্রহের আপণ ॥
 এইসব সংকল ভক্তির যোগ্য হয় ।
 শুদ্ধভক্তিমন্তগণ মানেন নিশ্চয় ॥
 প্রেমভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের সন্দর্শনে ।
 না সহেন একলবমাত্র বিলম্বনে ॥
 ভগবানো সেইসব প্রেমভক্তগণে ।
 অন্নকালো না পায়ের করিতে ত্যজনে ॥
 অতএব অন্য সর্ব কামফল যত ।
 সব তুচ্ছ, মুক্তিও নিশ্চয় তুচ্ছামিত ॥

সেইসব শ্রীকৃষ্ণ হৈতে স্নাত নিশ্চয় ।
 ভক্তি প্রেমলক্ষণা স্নাত কত নয় ॥
 সেই প্রেমভক্তির প্রসাদে ভগবান্ ।
 ভক্তের অধীন হন, শুনহ ব্যাখ্যান ॥
 এইহেতু পরাধীন লাগি মহেশ্বর ।
 সেই প্রেমভক্তি নাহি দেন নিরন্তর ॥
 ইহা পরমত, বিদ্য আমি মানি এই— ।
 মহাপ্রিয়তমের অধীন কৃষ্ণ সেই ॥
 কোনো দুঃখ-দোষ নাহি করেন বিধান
 অর্থাৎ ভক্তের মনে না হয় আখ্যান ॥
 ‘কৃষ্ণ পরাধীন তাঁর—কি ঐশ্বর্য হয় ।’
 এত ভাবি দুঃখ-দোষ কদাচিত নয় ॥
 কিন্তু মহাপ্রেমজন্যধীনতা তাঁহার ।
 লোকের প্রমোদ সদা করেন বিতারণ ॥
 আর নিজ ভক্তবৎসলতাদিসংকল্প ।
 মহাকীর্তিরূপ গুণ করে বিস্তারণ ॥
 বিশেষে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নাগরশেখর ।
 ভক্তাধীনতা তাঁহার অতি প্রিয়তর ॥
 শ্রীমদ্ভগবতাস্বভাবের সীমা যেই ।
 তাহার অস্ত্রের পরিপাকরূপা সেই ॥
 আত্মারাম পূর্ণকাম মহাযোগেশ্বর ।
 এইসব গুণ হৈতে শ্রেষ্ঠা নিরন্তর ॥
 বিরহ-আয়তে সুবৈকুণ্ঠ মহাভাব ।
 তাহার সম্পত্তি সে আনন্দীচ্য প্রভাব ॥
 সপ্রেম ভক্তির পারপাকে তাহা হয় ।
 পরামার্থীবাচ্যে তাহা সে নিশ্চয় ॥
 মহাপ্রহর্যের যেই সাম্রাজ্য ত হয় ।
 তাহার মন্তকোপরি সর্বদা নাচয় ॥
 যথাপ একরূপ হর্ষ তাহাতে আছয় ।
 তথাপি স্বভাবহেতু মহা আন্তিচয় ॥
 শোক-সন্তাপাদি চিহ্ন বাঞ্ছা বিস্তারয় ।
 মনে তাহা নহে—যাহে নিত্যানন্দময় ॥
 সে বাহুদশাও প্রিয়তমের কখন ।
 সাহিতে নারেন কৃষ্ণ, যাতে প্রিয়জন ॥
 সেই ভাব প্রেমভক্তপরিণামে জাত ।
 মুখসকলের স্রম জন্ময়ে তাহাত ॥
 আত দুঃখময় কিবা আত সুখময় ।
 বাহদুঃখপরি লোক হেন বিলোকয় ॥
 বুঝতে না পারি তব সেই ভক্তগণে ।
 করে পরিহাস ভক্তিতে আনন্দায়নে ॥
 এইহেতু ভগবান্ সেইসবজনে ।
 প্রেমগহ ভক্তি নাহি দেন কদাচনে ॥

প্রেমের সহিত ভক্তি অত্যন্ত দুর্লভ ।
 স্বর্গাদির ভোগ আর মুক্তিও সুলভ ॥
 চিন্তামণিরত্ব সর্বজন নাহি পায়
 কাচ-আদি কিম্বা স্বর্ণ কভু প্রাপ্ত তায় ॥
 স্বর্গাদির ভোগ হয় কাচাদি-উপায় ।
 মুক্তি তাহা চেষ্টাতে দুর্লভ স্বর্ণময় ॥
 কদাচিত কোনজন স্বর্ণ প্রাপ্ত হয় ।
 চিন্তামণি পরম দুর্লভ,—লভ্য নয় ॥
 সেইমত প্রেমভক্তি জানিহ নিশ্চয় ।
 কদাচিত কোনজন পায় তাগোদয় ॥
 এক প্রেমভক্তিরূপে স্পৃহা যার হয় ।
 লোকাভীতরীত যেই অতিমহাশয় ॥
 হেন কোনজনে কদাচিত ভগবান্ ।
 প্রেমের সহিত ভক্তি করেন প্রদান ॥

প্রেমভক্তিপরিপাকে যে ভাব জন্মায় ।
 তার তত্ত্ব নিরূপণে শক্তি নাহি হয় ॥
 যোগ্যও নহে ত, যেন সাধুশাস্ত্রবর ।
 যেসব প্রভুর ভক্তি শ্রবণার্থপর ॥
 তাহে অজ্ঞজনের বিরুদ্ধত্ব হয় ।
 প্রেমের স্বভাব শুনি ভয় উপজয় ॥
 তাহে প্রেমভক্তিতে অজ্ঞের মতি নয় ।
 দুঃখভাবজ্ঞানে মোক্ষ প্রাপ্ত জন্ময় ॥
 সে ভাবের উৎকর্ষ মাধুর্য্য জানে সেই ।
 সেই ভাবরূপ রস সেবা করে যেই ॥
 তুমিহী শ্রীগোকুলনাথের প্রসাদেতে ।
 স্বরায় জানিবে, যাহে জন্ম গোকুলেতে ॥

তথ্যচ গ্রন্থকারো নারদঃ প্রণমতি,

(বৃ: ভা: ২।৪।২১৪ টকা)—

গুটবৈষ্ণবসিদ্ধাস্তমনিমঞ্জরিকা ৪৪১ ।

স্ট্রুটদ্ব্যটিতা খেন তং প্রপন্নোহ্যম নারদম্ ।

শ্রীগোপকুমার তবে কহেন বচন—
 প্রকার বাক্য তাঁর করিয়া শ্রবণ ॥
 নিজেষ্টদেবতা শ্রীগোপালশ্রীরণে ।
 অত্যন্ত দর্শনোৎকর্ষা বাটিল তখনে ॥
 প্রেমভক্তজাত-ভাববিশেষে তৎকণে ।
 আশাবাস্যসমূহ জটিল মম মনে ॥
 এ উভয়ে শোকার্ণবে পতিত আবারে ।
 দেখিয়া কহেন মূনি শান্ত করিবারে— ॥
 যত্নাপিহ এই মহা গোপনবচন ।
 উপযুক্ত নহে এই বৈকুণ্ঠে কথন ॥

তথাপি তোমায়ে অতি কাতর দেখিয়া ।
 হইলাম বাচাল, কহিয়ে এ লাগিয়া ॥
 শ্রীমন্নরায়ণের পুরী অদূরেতে ।
 আছে শ্রীরামের পুরী অযোধ্যানাগেতে ॥
 তাহার অদূরে আছে পুরী দ্বারাবতী ।
 শ্রীযুক্ত মধুর মধুপুরীতুল্য অত ॥
 শ্রীযত্নপতির প্রিয়া, তুমি সেই স্থানে ।
 গিয়া নিজ ইষ্টদেবে দেখ সন্নিধানে ॥
 শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্মের সেবায় ।
 রাসিকের সম্মত যে হয় সদুপায় ॥
 উত্তম প্রকার যেই অযোধ্যাগমনে ।
 প্রথমত কহি, তাহা করহ শ্রবণে— ॥
 শ্রীকৃষ্ণ গোলোকনাথ বহুলীলাকারী ।
 সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্ সর্ব-অবতারী ॥
 প্রকট পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত সে অশেষ ।
 তাঁর চরণের উপাসনার বিশেষ ॥
 শ্রীমদনগোপালদৈবত। দশাক্ষর ।
 মন্ত্ররাজ্যশ্রয়ণের দ্বারা নিরস্তর ॥
 রঘুনাথপাদপদ্মাদিক সমুদয় ।
 যত্নাপি সাক্ষাৎ লাভ হয় সুনিশ্চয় ॥
 তথাপিহ শ্রীরাঘুণীরের শ্রীচরণ-
 সরোজ যে হয় অত্যন্ত অসাধারণ ॥
 তাহে রসবিশেষের লাভের কারণ ।
 উপদেশ কহি, যত্ন করহ শ্রবণ ॥
 অর্থাৎ সর্বাবতারী মদনগোপাল ।
 তাঁর ভক্ত্যে যদি সৰ্ব্ব সিদ্ধ হয় ভাল ॥
 তথাপিহ অবতার যতেক অশেষ ।
 তাহাতে শ্রীরাঘুনাথ কঙ্কিত বিশেষ ॥
 তাঁর ভক্তিবিশেষ না করিলে আশ্রয় ।
 তদগত রসবিশেষ লাভ নাহি হয় ॥
 এইহেতু উপদেশ বিশেষ করিয়ে ।
 ওহে গোপকুমার ! শুনহ মন দিয় ॥

তথ্যচ (বৃ: ভা: ২।৪।২২১)—

সীতাপতে শ্রীরাঘুনাথ লক্ষণ-

চোষ্ঠ প্রভো শ্রীহুমৎপ্রিয়েশ্বর ।

ইত্যাদিকঃ কৌন্তর্য বেদশাস্ত্রতঃ

খ্যাতঃ স্মরন্তুগুণরূপবৈভবম্ ।

সীতাপতে আদি নাম করহ কীৰ্ত্তন ।

বেদশাস্ত্রদ্বারা যাহা খ্যাত সৰ্ব্বক্ষণ ॥

তীর রূপ গুণ আর বৈভব চরিত ।
 অরণ করহ—যাহা জানহ নিশ্চিত ॥
 যদি কহ—মদনগোপালদেব মন ।
 হরণ করিলে, অস্ত্র নহে ত রোচন ॥
 কেমনে অস্ত্রের প্রেম করিবে গ্রহণ ? ।
 তাহার উত্তর কহি, করহ শ্রবণ—॥
 যে প্রকারে নিজ-ইষ্টদেব লাভ হয় ।
 তার অমুষ্ঠান হয় চাতুর্য্য নিশ্চয় ॥

তথ্যচ (বৃ: ভা: ২।৪।২২২ টীকা—
 স্বক্যার্থমুদ্বয়েৎ প্রাজ্ঞঃ কার্য্যাক্ষংসেন মুখতা ॥

শবের কৃপায় যেন বিকৃপদ পায় ।
 শ্রীগোপাল প্রাপ্ত তেন রামের কৃপায় ॥
 যদি কহ—মম ঐক্যপত্যত্রত ভঙ্গ ।
 হইবেক ? তাহে শুন উত্তরপ্রসঙ্গ—॥
 আপন ইষ্টদেবের যাহাতে সে গঙ্গ ।
 অর্থাৎ যে কার্য্যে আছে ভ্রম ও সংকল্প ॥
 তাহাতে উত্তমা প্রীতি করে অমুক্ষণ ।
 নিজ এক ইষ্টদেবে নিষ্ঠাপর জন ॥

শ্রীরামপাদামৃত্যু করিলে দর্শন ।
 দর্শনোৎকণ্ঠতা যদি না হয় গাভন ॥
 তবে রামকৃপাভরে দ্রবীভূত মন ।
 সুখে দ্বারকায় করিবেন প্রস্থাপন ॥
 দ্বারকায় গমন করিয়া যথোদিত ।
 তাঁর নামসঙ্কীৰ্ত্তন করিবে নিশ্চিত ॥
 সুখের গাথায় উচ্চ নাম-উচ্চারণ ।
 গুণকীৰ্ত্তনাদি গান করিয়া শ্রবন ॥
 সুখে দ্বারকায় গিয়া নিজ প্রিয়েশ্বর ।
 যদুগণে বৃত্ত কৃষ্ণচন্দ্র মনোহর ॥
 দেখিতে হইলিত যার যুগল চরণ ।
 তাঁহারে অচিরে তুমি করিবে দর্শন ॥

অযোধ্যা-দ্বারকা-পুরুষোত্তম-আদিক ।
 এই শ্রীবৈকুণ্ঠের প্রদেশবিশেষিক ॥
 তথায় যাইতে বৈকুণ্ঠের ত্যাগ নয় ।
 এ লাগি প্রভুর আজ্ঞা অপেক্ষা না হয় ॥

যদি কহ—‘তথাপি অমুক্ষা লৈয়া তাঁর
 গমন উচিত ?’ শুন উত্তর তাহার—॥
 সর্ব্বহৃদ্বত্তিদশী শ্রীদেব নারায়ণ ।
 করিলেন আশ্বাসে ত প্রঃ আজ্ঞাপন—॥
 ‘হে নারদ ! রঃস্থলে করিয়া গমন ।
 গোপকুমারের নর মানসপূরণ ॥’
 এ আজ্ঞায় আইলাম ; মম বদনেতে ।
 তাঁর আজ্ঞা হৈল, তান এ অমুমানেন্তে ॥

এক মহাভক্তে অমুগ্রহ করিবারে ।
 গেলেন শ্রীভগবান্ স্বয়ং কোথাকারে ॥
 আসিতে বিশেষ তাঁর হবে কতক্ষণ ।
 না পারিবে তুমি ব্যাজ করিতে সহন ॥
 এই সে কারণে তব গমন-বিষয়ে ।
 এই অবসর শ্রেষ্ঠ জানিহ নিশ্চয়ে ॥
 ‘আজ্ঞাহেতু প্রভুসম্মিধানেন্তে যাইবে ।
 তাঁহার দর্শনে পুন তাজিতে নারিবে ॥
 অস্ত্র যাইতে ইচ্ছা না হবে তোমার ।
 চিরকালাতীষ্ঠ সিদ্ধ না হইবে আর ॥’
 ইত্যাদিক পরামর্শ করি ভগবান্ ।
 করিলা পুণ্যোক্তমত, কর অমুমান ॥

কহে গোপকুমার—শুনিয়া এ বচন ।
 অতিশয় হর্ষযুক্ত হৈল মম মন ॥
 শ্রীনারদে বারম্বার করি প্রণমন ।
 লৈয়া আশীর্বাদ গেলু’ অরিয়া শিক্ষণ ॥
 দূরে হৈতে দেখিলাম বানরসকল ।
 অনিবাচ্য-মাধুর্য্য—অত্যন্ত সুচঞ্চল ॥
 লক্ষ্য দিয়া ইতস্তত করয়ে গমন ।
 ‘রাম রাম রাম’ ইহা বলয়ে বচন ॥
 শ্রীরামচন্দ্রের অসাদৃশ্য না সহিয়া ।
 লৈলা মম হস্ত হৈতে বংশী আকর্ষিয়া ॥
 তাঁহাদের সহ অগ্রে করিয়া গমন ।
 দেখিলাম মনুষ্যসকল বিলক্ষণ ॥
 বৈকুণ্ঠপার্বদ যেই চতুভূজাকার ।
 তাহা হৈতে সুন্দর রামের সমাকার ॥
 সেই-সব নর আর বানরের গণ ।
 মম প্রণামাদি নাহি করিলা সহন ॥
 পুরৌমধ্যে করাইলা মম প্রবেশন ।
 প্রথমে গেলাম বাহুপ্রকোষ্ঠে তখন ॥
 পরম-বিনীত-মত তাঁদের আচার ॥
 যোরে নীতে আশির্জনা আজ্ঞায় তাঁহার ॥
 অত্থা শ্রীরামপদ সেবে সর্ব্বক্ষণ ।
 দূরগমনেন্তে নহে সম্ভব কখন ॥
 তবে দেখিলাম অতি মনোহর রীত ।
 সুগ্রীব-অঙ্গদ-জাম্ববানাদি-সহিত ॥
 শ্রীমান্ ভরত সুখে বসিয়া আছেন ।
 বামে তাঁর পত্নী, অগ্রে শক্রয় রহেন ।
 নরে বৃত্ত দেখি তাঁরে মানি রম্যবর ।
 তাঁর যোগ্য স্তব তবে করিলু’ বিস্তর ॥
 ‘মহারাজাধিরাজ শ্রীরামচন্দ্র জয় ।
 জানকীবল্লভ দশবদনবিজয় ॥’

ইত্যাদিক শুবে কর্ণ আচ্ছাদন করি ।
‘আমি দাস’ বলি মুহু নিবেধ আচরি ॥
তীর অসম্মত কর্ণে অপরাধে ভীত ।
হইলুঁ অল্পলিঙ্গ অগ্রে অবস্থিত ॥

পুরমধ্যবর্তি-রঘুনাথ-সম্মিধান ।
হইতে বাহ্যেতে আশি শীঘ্র হনুমান ॥
স্বরায় গমন-হেতু হস্ত-আকর্ষণে ।
করাইলা অস্তঃপুরমধ্যে প্রবেশনে ॥
তথায় অদ্ভুত হৈতে অদ্ভুত স্বরূপ ।
দেখিলাম রাম নরবরাকৃতি রূপ ॥
অবিলম্বাধুরীশ্বর মন্দিরে সগণে ।
মহারাজাধিরাজের ষোণ্য সিংহাসনে ॥
সুখে অধিষ্ঠান করি আহেন বসিয়া ।
মহাপুরুষলক্ষণে সুক্ণ—চুই-হিয়া ॥
কোনপ্রকারেতে নারায়ণের সমান ।
সর্বপ্রকারেতে নহে উপমা-আখ্যান ॥
আকার-সৌষ্ঠব-বরোবর্ণাদি শোভন ।
ভূষণাদি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের সমান ॥
তীহা হইতেও অতি মধুর বিশেষ ।
দ্বিভূজ-আদি স্বরূপে মনোরমাশেষ ॥
কোদণ্ডনামেতে ধনু হস্তেতে শোভন ।
সবিনয় লঙ্কার রমিত আলোকন ॥
রাজেশ্বরের জায় প্রজাপালনাদি কর্ম ।
আশ্রিত-সৎকার্য্যকরণাদি-কথা-ধর্ম ॥
তীহার দর্শনানন্দভরেতে মোহিত ।
দণ্ডপ্রণামার্থ অগ্রে হইলুঁ পতিত ॥
কিঙ্ক সর্বপুরুষার্থে শ্রেষ্ঠ মোহ এই ।
ভক্তিতেও সাধ্য হয় যেহেতুক সে-ই ॥
সে মোহে হইলুঁ দর্শনানন্দে বঞ্চিত ।
দেখিলুঁ রূপায় তাঁর হৈয়া উত্থাপিত ॥
মোরে তথা রাখি নিজ-সেবন-বিধানে ।
একলশ্বে হনুমান গেলা সম্মিধানে ॥
অর্থাৎ শ্রীরামসহ জ্ঞানকী লক্ষণ ।
অগ্রে হনুমান এইরূপ সুশোভন ॥
ভক্তেরো হর্ষবিশেষ হয় সন্দর্শনে ।
এ লাগিয়া হনু শীঘ্র করিলা গমনে ॥
প্রভুপ্রিয়া অমুরপা জনকী বামেতে ।
অমূল্যলক্ষণ বর শোভে দক্ষিণেতে ॥
হনু অগ্রে থাকি স্তম্ভচামরে কখন ।
করেন বীজন গাই তাঁর গুণগণ ॥
কখন বা স্বনির্ধিত বিচিত্র শুবেতে ।
করেন প্রভুস্ব স্ব অল্পলিপুটেতে ॥

কণেকে করেন খেতচ্ছত্রের ধারণ ।
কণে বা প্রভুর পাদব্রজ-সংবাহন ॥
কণে একবারে বহু সেবার প্রকার ।
শ্রীরামে ব্যগ্রতা-বিনা করেন বিস্তার ॥
অতি হর্ষভরে আমি হৈয়া পূর্ণাধার ।
জয় জয় কহি প্রণমিলুঁ বারম্বার ॥
তগবান্ হইয়া রূপায় স্নিগ্ধ-মনে ।
পরম অদ্ভুত মূহু অমৃত-বচনে ॥
করিলেন আপ্যায়িত মোরে অবগম—
‘ওহে গোপনন্দন আমার সুসুভম ! ॥
আমাদের প্রতি স্নেহবিধানদ্বারায় ।
করিলা শুভাগমন এই অযোধ্যায় ॥
সাধু সাধু অতএব বৈশ এইস্থানে ।
তাজি ইতস্তত যাতায়াতের বিধানে ॥
ইহাতেই পরিপূর্ণ হইল সকল ।
প্রণামাদি বহুতর প্রয়াসে বিফল ॥
চিরকাল দুঃখ নাহি দিও তুমি আরে ।
আপন বান্ধব জ্ঞান নিশ্চয় আমারে ॥
উত্তিষ্ঠ উত্তিষ্ঠ হনু মঙ্গল তোমার ।
তাজ মম গৌরবের সত্ত্ব বিস্তার ॥
যেহেতু তোমার প্রেমসমূহে সতত ।
বশীকৃত অছি সখা ! নহে অগ্রমত ॥’
তথাপি পরমানন্দভরে বিশেষতঃ ।
প্রণাম হইতে নাহি হইলুঁ বিরত ॥
প্রভুর আশ্রায় তবে আসি হনুমান ।
করাইয়া ভূমি হৈতে আমায়ে উত্থান ॥
শ্রীযুক্ত চরণপদ্মপীঠসম্মিধানে ।
বল করি লৈয়া গেলা মোরে সেইস্থানে ॥
তবে আমি করিলাম আপনার মনে—
দীর্ঘ আশা আমার ফলিল এইক্ষণে ॥
বাহ্যভীত ফল মম সম্পন্ন এক্ষণ ।
কোথা এথা-হৈতে আর করিব গমন ? ॥
নিজগোপবালকবেশেতে পূরুষত ।
করি চামরান্দোলন-আদি সেবা যত ॥
কিছুকাল করিলামনিবাস তথায় ।
হৈয়া আনন্দভরেতে বশীকৃত প্রায় ॥
অনন্তর শ্রীরঘুসিংহের সেইস্থানে ।
মহারাজাধিরাজ লীলার বিধানে ॥
ধর্ম্মামুসারিণী দেখি অমুরূপ তার ।
নাহি ভক্তবাৎসল্যেতে ধর্ম্মত্যাগাচার ॥
ইষ্টদেব মদনগোপালচরণের ।
বেণুবাদ্যগোপীমোহনাদি ক্রীড়নের ॥

বিহারমাদুরী অনির্কচনীয় সব ।
 ধ্যানাবেশে স্বয়ং বাহ্য হয় অমৃতব ॥
 সেই-সব তথ্য না হয় আলোকন ।
 আনিজনাদিক কৃপা না হয় লভন ॥
 শ্রীরামের পাদাঙ্গের মহিমানিচয় ।
 লজ্জা নম্রতা সরলস্বভাব বিনয় ॥
 ইত্যাদিক হনুমান-মুখেতে শ্রবণে ।
 দেখি সাক্ষাতেও শোকস্তায় প্রাপণে ॥
 কৃষ্ণপ্রেমহেতু সেই শোক যেকারণ ।
 বস্তুতঃ সে শোক নহে—পরানন্দ হন ॥
 মনোদুঃখ নিবারি শ্রীরামে আরোপণ—।
 ধ্যানে করি নিজেইদেবের গুণগণ ॥
 পূরীভ্যাসবশের কারণ যেসময় ।
 ব্রজভূমি আর শ্রীকৃষ্ণের লীলাচয় ॥
 আর তাঁর অমুকম্পাবলের দ্বারায় ।
 আমার হৃদয়মধ্যে অক্রমণ পায় ॥
 পরম শোকান্ত তবে হৈয়্য দ্বারকায় ।
 অযোধ্যা হইতে যাইবারে ইচ্ছা ভায় ॥
 মহিবর হনুমান্ সেকালে দেখিয়া ।
 বিচিত্র যুক্তিচা তুর্গ্যে রাখে আশ্বাসিয়া ॥
 তথাপি আমার শোক হয় পুনর্বার ।
 দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্র সে দুঃখবিস্তার ॥

প্রথম-করণী-হেতু কোমলহৃদয় ।
 জানেন অগতচিত্তবৃত্তি সমুদয় ॥
 তাহাতে জানিলা তঁহ আমার হৃদয়—।
 'মদনগোপালদেবোপাসক এ হয় ॥
 তাঁহার চরণে হয় শ্রেয়নিষ্ঠ জনে ।
 এহেতুক যোগ্য তাঁর সহিত মিলনে ॥
 অতএব আনন্দবিশেষে এথাকায় ।
 হনুমানকৃত আশ্বাসের দ্বারা আর ॥
 হুট্ট না হইবে, অমৃতাপ চিন্তে রবে ।
 কেবল দ্বারকা যাতে ইচ্ছাবান্ হবে ॥'
 ইহা জানি প্রণয়েতে কোমল বচনে ।
 'মুখে দ্বারাবতী যাও' এই আদেশনে ॥
 শাস্বমাতামহ জাম্ববানে সঙ্গে দিয়া ।
 দ্বারকায় শীঘ্র যোরে দিয়া পাঠাইয়া ॥
 শ্রীযুক্তশ্রীগুরুদেব-পাদপদ্ম মনে ।
 নিরন্তর সাবধানে ঐশিয়া চিন্তনে ॥
 সটাক মূলের অর্থ করি অমৃতব ।
 ষণ্মতি ষণ্মাধ্য আমি লিখি সব ॥
 তাহাতে যে দোষ থাকে করুণা করিয়া
 সাধুজন ! শুদ্ধচিন্তে দিবেন শুধিয়া ॥
 বসুচতুর্ধু রীণাত্ত শ্রীজয়গোবিন্দ ।
 নিবেদয়ে ভাবি মনে শ্রীজয়গোবিন্দ ॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে গোলোকমায়াথঙে
 বৈকুণ্ঠো নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায় ।

পঞ্চমে দ্বারকানাথে দৃষ্টে গোলোককীর্ত্তয়ে ।
 ভৌমেগাকুল-তৎকীড়া-তল্লাকমতিমোচ্যতে ॥ • ॥

জয়জয় শ্রী : ষষ্ঠৈতস্ত শচীমুত ।
 জয়জয় নিত্যানন্দ পরম অমৃত ॥
 জয়দৈবতস্ত জয় গৌরভক্তগণ ।
 কৃপা করি তন পঞ্চমাখ্যায়কথন ॥

কহেন গোপকুমার—তবে দ্বারকায় ।
 গিয়া দেখিলাম যাদবের সম্প্রদায় ॥
 নাথুরবিপ্রগণের সহ বর্ত্তমান ।
 কুমারবর্গসহিত আনন্দবিধান ॥

করেন নিশ্চিন্তে সদা বিচিত্র বিহার।
 পৃথকপৃথক বর্গে সমূহ বিস্তার ॥
 পূর্বের আমি সর্বস্থানে করিয়া ভ্রমণ।
 কোনস্থানে শ্রীবৈকুণ্ঠদেবও কখন ॥
 যে মাধুর্য্যপরা কাঠা না কৈলু' দর্শন।
 যাদবগণেতে তাহা করে বিরাজন ॥
 তাঁহাদের দর্শনে যে আনন্দ হইল।
 তাথে প্রণামাদি করি সর্কার্য ভুলিল ॥
 সর্বজ্ঞপ্রবর তাঁরা সকল জানিল।
 যে আমি যেহেতু যথা হইতে আইল ॥
 অতএব বলবার করিয়া গ্রহণ।
 আমারে যাদবগণ কৈলা আলিঙ্গন ॥
 'ব্রজে গোবর্দ্ধনপর্ব্বতের সন্নিধানে।
 গোপালের পুত্র' এই সুনিশ্চয় জ্ঞানে ॥
 স্নেহসমূহেতে আদ্র তাঁহাদের যন।
 করে ধরি অন্তঃপুরে কৈলা প্রবেশন ॥
 তবে আমি দূরে হৈতে দেখিলু' বিস্তার।
 মধ্যেতে স্মরণ্যনামে মহত সত্যর ॥
 মণিস্বর্ণময়কৃত আসনবরেতে।
 পরম উৎকৃষ্ট তুলিকার উপরেতে ॥
 বসিয়া লীলাভুক্রমে বিরাজিতমান।
 শ্রীধারকানাথ কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান ॥
 নারায়ণের বিচিত্র যে মাধুরীর সার।
 শ্রীমুখ-লোচনাদি আকার অলঙ্কার ॥
 পূর্ব্বোক্ত-সকলেতে হয়েন সুসেবিত।
 অর্থাৎ কিঞ্চিৎ সাম্য ইহার সহিত ॥
 কোন অধিকাধিক শোভাসিঙ্গমুদয়ে।
 তাঁহা হৈতে শ্রীধারকানাথ যুক্ত হয়ে ॥
 কৈশোরশোভা-মিশ্রিত যৌবনে পূজিত।
 মনোহর হস্তদ্বয় ভঞ্জে প্রকাশিত ॥
 মাধুর্য্যভঞ্জে সেবকের মনোহরে।
 বোধাতীত মহাশর্য্যাবিনোদ-সাগরে ॥
 শ্রীধারকানাথের মন্তক-উপরিতে।
 বিস্তারিত শ্বেত ছত্র আছে বিরাজিতে ॥
 শ্বেত দুই চামর সুবৃহৎ-আকার।
 পার্শ্বদ্বয়ে বীজনেতে ভ্রমে অনিবার ॥
 অগ্রে সুবর্ণরচিত পীঠের উপরে।
 শ্রীযুক্ত পাছুকাষয় বিরাজন করে ॥
 শ্রীরাজরাজেশ্বর শ্রীধাবকাধিনাথ।
 তাঁর অমূল্যপ ভূষণাদিক সাথ ॥
 চতুর্দিকে আছে পরিচারকের গণ।
 অমূল্য শ্রীভগবানের যোগ্য হন ॥

মহাবিভূতি রথাস্থ নিধি পারিজাত।
 গীতনৃত্যাদি সকল বিরাজে বিখ্যাত ॥
 নিজনিজাগনে বসুদেব রামাক্রুর।
 গর্গাদি দক্ষিণপার্শ্বে বসিয়া প্রচুর ॥
 বামে রাজা উগ্রসেনে অগ্রেতে করিয়া।
 গদ সাত্যকি সূজনে আছেন বসিয়া ॥
 মন্ত্রী বিক্রম আছেন তাঁর সন্নিধানে।
 সেনাপতি কৃতবর্মা-আদি সঙ্গজনে ॥
 যাদবের শ্রেষ্ঠ ভোজ-অন্ধকাদি আর।
 অন্ত নৃপ-আদি সব বসিয়া বিস্তার ॥
 হেনই সময়ে সেই নারদ এখানে।
 কৌশলে বীণার বাজে আর শ্রেষ্ঠ গানে ॥
 হাশাইয়া প্রভুরে বিবিধপ্রকারে।
 শ্লাঘায় আমোদি বারবার উঠি ফেরে ॥
 অগ্রে থাকি শ্রীগুরুড় করেন শ্রবন।
 পুনঃপুনঃ করেন পানপল্পসংবাহন ॥
 রহস্য স্তম্ভিয় গোকুলাদির কথায়।
 আপন ঈশ্বরে দেন সন্তোষ-উপায় ॥
 সভামধ্যে ব্যক্ত করা অযোগ্য সে-সব।
 এহেতু নিকটে থাকি কহেন উদ্ধব ॥
 শিষ্য বৃহস্পতির—মন্ত্রিবর হন।
 সঙ্কেতে কহেন, অন্যে না বুঝে কখন ॥
 চিরকালীনের দর্শনেচ্ছার বিষয়।
 দেখিয়া হৈলাম প্রেমভরে মোহময় ॥
 দূরে পড়িলাম দৌধ প্রভু প্রকাশিত।
 উদ্ভট স্নেহরসেতে হইয়া পুরিত ॥
 আনিবারে আমারে আপন সন্নিধানে।
 উদ্ধবে আদেশ করিলেন ভগবানে ॥
 প্রভুপাদ-সংবাহনরত শ্রীউদ্ধব।
 গোকুললোকপ্রিয় দেখিয়া মম সব ॥
 গোপকুমারের বেশ লক্ষিয়া আমারে।
 হর্ষযুক্ত হৈয়া আইলেন শীঘ্রকারে ॥
 যত্নে উঠাইয়া সচেতন করিলেন।
 হস্তদ্বয় ধরি প্রভুপার্শ্বে আনিলেন ॥
 নিজনিকটে আশা করিতে আনয়নে।
 উঠিবার কামনা করিয়া সে আপনে ॥
 ভগবান্ অতিশয়ে কৃপার লক্ষণে।
 অগ্রে যেই পাদপল্প করিলা অর্পণে ॥
 উদ্ধব বলেতে মম হস্তে আকর্ষিয়া।
 তাহাতে মন্তক মম দিলেন রাখিয়া ॥
 প্রাণনাথ নিজকরাধুজের দ্বারায়।
 প্রত্যঙ্গ আবার করে মার্জনের দ্বার ॥

বস্ত্রতো ধূলি-অভাব গাত্রেতে আমার ।
 চাতুর্ধ্যাবিশেষ সেই স্পর্শ করিবার ॥
 মম কর হৈতে বংশী করিয়া গ্রহণ ।
 অনুক্ষণ তাহারে করিয়া বিলোকন ॥
 ছুঁনম্ন হইতে অশ্রুর জল বারে ॥
 মহা-আর্জুনত থাকিলেন চূপ ক'রে ॥
 বাস্তব যত্নাপি মহা-আন্ত হইলেন ।
 কিন্তু সভামধ্যে সংবরণ করিলেন ॥
 ক্ষণেক শ্রীহরি জিজ্ঞাসিলেন আবারে—।
 'ভাল ত আছহ, কিবা ক্ষেম সে তোমাতে ॥
 ব্রজে অমঙ্গল কিবা প্রভাব কি হয় ।'
 ইহা কহি পাইবেন মোহদশাচয় ॥
 পরমাত্মলক্ষণ দেখিয়া সে সম্বর ॥
 করিলেন দৈর্ঘ্যাব্যাহিত তাঁরে মন্ত্রিবর ॥

যত্নপি একরূপ ভূমিহিত-দ্বারকায় ।
 থাকিলে সে অমঙ্গল ব্রজমধ্যে ভায় ॥
 তথাপি দ্বারকাষয়ে অভেদাভিপ্রায়ে ।
 প্রভুর তাদৃশ ভাব অনুবৃত্তি পায় ॥
 দৈর্ঘ্য করিবারে শ্রীউদ্ধব মহাশয় ।

দেখাইলা সঙ্কেতজ্বারেতে—অগ্রে হয় ॥
 বহুদেবাদি যাদব, ইন্দ্রাদি অমর ।
 ঋষি গর্গাদিক, হুদিষ্টিরাদি নৃপবর ॥
 প্রভুর পার্শ্ব ইহারা সকলে হন ।
 কোতুকহেতু তাঁহার সভামধ্যে র'ন ॥
 উগবান্ করি পল্লবনেত্র উন্মালন ।
 যাদবপ্রভৃতি অগ্রে করিয়া দর্শন ॥
 আপনারে সুস্থির করিয়া প্রযত্নতঃ ।
 অন্তঃপুর যাইবারে ইহালা উচ্চত ॥

নিজজীবিতেশ অর্থাষ্টদেবে সূচিরে ।
 পাইয়া হইলুঁ মগ্ন হর্ষসিদ্ধিনীদে ॥
 নি বাক্য কহিব কি ধাঁরব আচরণ ।
 জানিতে না পারিলাম কিছুই তখন ॥

অন্তঃপুরে যাইবেন প্রভু একারণ ।
 করিলেন যাদবাদি সকলে গমন ॥
 তাহুল বিলপন সুবাক্যাদি দ্বারায় ।
 মাগু করি সকলেগে করিয়া বিদায় ॥
 দক্ষিণহস্তেতে মম করদ্বয় ধরি ।
 মোহান্বব-সহ পুরে প্রবেশিলা হরি ॥
 তবে ত যোলসহস্র অষ্টোত্তরশত ।
 মহিষীসকল হৈয়া হর্ষিত সম্মত ॥
 অশ্রু দেবকীরে রোহিণীরে অগ্রে করি ।
 সদাসী ভক্তার অগ্রে আইলা সম্মরি ॥

তথাচ (বৃ: ভা: ২।৫ ২২)—
 ক্লম্বিণী সত্যভামা সা দেবী জাহ্নবতী তথা ।
 কালিন্দী মিত্রবিন্ধ্যা চ সত্যা ভদ্রা চ লক্ষ্মণা ॥
 সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠা এই অষ্টজন ।
 ইহাদের সহ আলা যত নারীগণ ॥
 নরকের গৃহে হৈতে হরিয়া আনিলা ।
 রোহিণীপ্রভৃতি যোলসহস্র আইলা ॥
 ক্লম্বিণীপ্রভৃতি যত মহিষী-আখ্যান ।
 সর্বোৎকর্ষ রূপগুণ কৃষ্ণের সমান ॥
 সর্বপ্রকারেতে সবে তাঁহার উচিতি ।
 তুল্য দাসীগণে করে সেবা নানারীতি ॥
 দেবকী রোহিণী আর মহিষীর গণে ।
 হইলেন আবৃত সলঙ্ঘ্যায় সেক্ষণে ॥
 প্রহ্মমুখাদি কুমারেতে সুশোভিত ।
 আপন মন্দিরে হইলেন প্রবেশিত ॥
 যে ভাব জন্মিল মনে গোকুলস্মরণে ।
 লুকাইয়া ভূষ্টমত বলিলা আসনে ॥

দৈবকীরে যশোদা, রোহিণী স্বয়ং, আর ।
 মহিষীবর্গকে মানি গোপীয়ার আকার ॥
 প্রহ্মমুখাদি সেই কুমার-আখ্যান ।
 তাঁহাদিগে জানি গোপকুমারসমান ॥
 মম হস্ত হৈতে বেগু করিয়া গ্রহণ ।
 নিজকরকমলেতে করিলা ধারণ ॥
 তাহে ধোয় মদনগোপালদেবসম ।
 দেখি সমক্ষে হইল হর্ষে মোহ মম ॥
 পূর্বে হৈতে বিশেষ কণ্ঠেতে উপবীত ।
 উত্তরীয়বস্ত্রে তাহা আছে আচ্ছাদিত ॥
 শ্রীনন্দনন্দন ব্রজজনানন্দকারী ।
 কৃপা-অতিশয়েতে ব্যাকুল-মনোধারী ॥
 সখ্যম-সহিত স্বয়ং উষ্ণিয়া তখন ।
 বারবার অঙ্গসব করিয়া মার্জন ॥
 নিজকরদোরোজের স্পর্শের বলেতে ।
 মোহ ভাঙ্গি প্রবোধ করিলা কোশলেতে ॥
 বর্তমান হইলেও ভোজনসময় ।
 গোকুলবিরহে ভোজনেচ্ছা না করয় ॥
 মাতাসকলের অতি আগ্রহে নিশ্চয় ।
 করিলেন স্নানাদি মধ্যাহ্নকৃত্যচয় ॥
 আপন করেতে সেই দৈবকানন্দন ।
 করাইলেন কিঞ্চিৎ আগারে ভোজন ॥
 পশ্চাত স্বয়ং ভোজন লাগিলা করিতে ।
 বাল্যলীলাক্রমেতে আমারে সন্তোষিতে ॥
 পূর্বে ব্রজে কহিতেন ভোজ্য নৃত্যোত্তরী ।
 সখার মণ্ডলীমধ্যে রাখি বলদ্বায়ে ॥

বলাই না গোষ্ঠে গেলে শ্রীকৃষ্ণ আপনে ।
মণ্ডলীর মধ্যে থাকি করিতা ভোজনে ॥
সেইমত বালকের মণ্ডলী করিয়া ।
মধ্যে নিজ অগ্রভেদে যত্নে বসাইয়া ॥
নিজে পরিবেশি নানা কৌশলোক্তিধারে ।
হাস্তলীলা বিস্তারিয়া করিলা আহায়ে ॥

প্রভুর মনেতে এই—‘পরম-ঐশ্বর্য্য- ।
বিশেষ-প্রকাশময় অস্তঃপুরবর্ষ্য ॥
ইথে এ থাকিলে নিজ সুখ ন্যূন হবে ।
এবং ইহার সুখ তাহাতে না রবে ॥
অতএব ব্রজপ্রিয়-উদ্ধব-আলয়ে ।
এই গোপকুমারের বাস যোগ্য হয়ে ’
এই ভগবানের জানিয়া অভিপ্রায় ।
উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ খাইয়া তথায় ॥
প্রভুর ইচ্ছায় আর স্বয়ং বল করি ।
আনিলেন আমারে আপন গৃহে ধরি ॥

উদ্ধবের গৃহে গেলে সম্যক প্রকার ।
সম্পূর্ণরূপেতে বোধ ভগ্নিল আমার ॥
তথা অনুভূত সব করিয়া ভাবনে ।
মুহুত্ব্য করি ইহা মানিলাম মনে— ॥
আহা মম মনোরথ যে-সব আছিল ।
তাহার পরম অস্ত অত সে হইল ॥
যেহেতুক ইষ্টদেব শ্রীব্রজনাগরে ।
মনে ধারমান বহু-মাদুরী-আকরে ॥
গোকুললম্পটে অত্ন আমি সাংকাততে ।
পাইলাম, দেখিলাম সব নয়নেতে ॥

অতদিন উদ্ধব-সঙ্ক্ষেপে পুন যাই ।
করি বিলোকন নিজপ্রভুরে তথাই ॥
হর্ষের বিবশে কিছু করিতে নারিল ।
দর্শনাতিরিক্ত কিছু সেবা না হইল ॥
শ্রীযুক্ত-শ্রীদ্বারকানাথের করুণার ।
বিচিত্রতা অতিশয় পাইয়া বিস্তার ॥
দ্বারকায় বসি মহা আনন্দের পুর ।
যতেক করিয়ে অনুভব সে প্রচুর ॥
তার নিরূপণ করিবারে ব্রহ্মজ্ঞানী ।
দূরেতে থাকুক, কিবা কহিবে সে জন ॥
ঋতজ্ঞানানো বাক্যমনে কোন্ জন ।
পাইয়া ব্রহ্মার আয়ু পাবে কোন্ কণ ॥

‘মোক্ষেতে সুখের মহত্তমপ্রাপ্তি হয় ।’
মুক্তি-ইচ্ছুগণ সব এই কথা কয় ॥
‘তাহা হৈতে বৈকুণ্ঠেতে কোটিকোটিকণ
সুখপ্রাপ্তি’ ভক্তগণ কহেন নিপুণ ॥

দুঃখাভাবমাত্র সুখ মুক্তিতে আছয় ।
পরাকাষ্ঠা সুখের শ্রীবৈকুণ্ঠেতে হয় ॥
‘তাহা হৈতে সুখপ্রাপ্তি আছে’ এ কথায় ।
‘বৈকুণ্ঠেতে অন্নসুখ’ এই দোষ পায় ॥
তথাপি পরম একান্তিতায় সেবনে ।
রসনিষ্ঠাবিশেষেতে সুখবিশেষণে ॥
অযোধ্যায় বৈকুণ্ঠ হইতেও অধিক ।
পরমগম্যীয় যুক্তিধারা এই ঠিক ॥
দ্বারকায় যত সুখ হয় অনুভব ।
কোন্ যুক্তিধারা নিরূপণ হয়ে সব ? ॥
দ্বারে চিরকাল দেখিবারে ত ইচ্ছিয়া ।
সেই প্রাণনাথ নন্দকিশোরে পাইয়া ॥
কৃষ্ণ এক প্রিয় যার,—অন্ত-কিছু নয় ।
তাহার যাদৃশ সুখ অনুভব হয় ॥
মনোবচনের কোন বৃত্তির দ্বারায় ।
গ্রহণ করিতে পারে নিরূপণে তায় ॥
সেই সুখ অনুভব করিতে য পারে ।
সে-সুখ-গ্রহণ-যোগ্য মনে জানে তারে ॥
ইহাতে অস্তুর অনুভব অসম্ভব ।
কিপ্রকারে নিরূপিয়া কহিবেক সব ॥
সেবারসবিশেষনিষ্ঠায় অযোধ্যায় ।
বৈকুণ্ঠ হইতে সুখাধিক যেন পায় ॥
তেন দ্বারকায় সৌন্দর্য্যবিশেষ ।
নিষ্ঠায় অযোধ্যা হৈতে সুখাধিকশেষ ॥
এতাদৃশ সুখ অনুভবি দ্বারকায় ।
নিবাস করিয়ে আমি, তখন আশায় ॥
বিশ্বের অন্তরবাহ্য আনন্দ দেখিতে ।
আত্ম মন যত্নগণ লাগিলা কহিতে ॥
উৎকৃষ্ট-পরমৈশ্বর্য্য-সম্পদে পুরিত ।
এই স্থান বৈকুণ্ঠ হইতে প্রভাবিত ॥
এথা আসি আছি আমা-সবার সহিত ।
সখে । বহুবিশেষ অতি দীনমত স্থিত ॥
এথায় দুঃখপ্রসঙ্গ নাহি কথকিত ।
তথাপি দুঃখীর ত্রায় দেখি প্রকাশিত ॥
কোনমতে যোরা সাধু না মানি ইহায় ।
আমাদের চিতে কিছু দুঃখমত ভায় ॥
আমাদের অনির্বাচ্য আনন্দবিশেষে ।
আছয়ে যেমত ভোগবিলাসাদি বেশে ॥
সেক্ষপ বেশাদি নিজ করহ বিস্তার ।
স্থানশুণে আপনি হইবে তব সার ॥
এতেক আগ্রহ করিলেন যত্নগণ ।
কিন্তু তাহে না হইল আপনার মন ॥
অচ্যুতেরো না হইল অনুমতি তায় ।
তাহে থাকিলাম নীচ-অকিঞ্চন-প্রায় ॥

সভামধ্যে ভগবান্ বৈসেন যখন ।
 মহা-ঐশ্বর্য্যসকল সেবয়ে চরণ ॥
 মম বন্যবেশে তাঁর নিকটে গমনে ।
 লজ্জা আর ভয় হয় ঐশ্বর্য্যদর্শনে ॥
 সেইস্থানে শ্রীধারকানাথেরে কখন ।
 শ্রীকৃষ্ণগী-আদিরে করিতে আনয়ন ॥
 আর নারদার্জুনাদিসাহিত মিলনে ।
 চতুর্বাহুযুক্ত দেখি আপন নয়নে ॥
 ব্রহ্মভূমিকৃত সেই ক্রীড়া গোচারণ- ।
 বনবিহারাদি সলা না করি দর্শন ॥
 কতু দ্বারকায় বিরচিত বৃন্দাবনে ।
 ব্রজলীলা কিছুকিছু হয় বিলোকনে ॥
 বৈকুণ্ঠেতে দ্বারকাসমীপে বর্তমান ।
 পাণ্ডবসকল—প্রিয় বান্ধব-আখ্যান ॥
 তাঁদ্বিগে দেখিতে য'ন একাকী কখন ।
 লোকালেতে নাহি হয় তাঁহার দর্শন ॥
 এইপ্রকারেতে চিরকালের অভীষ্ট ।
 সম্পূর্ণ না হই মন ব্যাথয়ে গরিষ্ঠ ॥
 কিন্তু পূরোক্ত তাঁহার রূপগুণচয় ।
 দেখিলে মনের ব্যাথা-উপশম হয় ॥
 পূরোক্তপ্রকার বাক্য-অমৃতে তাঁহার ।
 বাহা হৈতে প্রকাশিত হয় ত কুপার ॥
 যে সুখবিশেষ মম জন্ময়ে শ্রবণে ।
 জিহ্বা কিপ্রকারে তারে করিবে স্পর্শনে ? ॥
 এপ্রকারে উদ্বের আলয়ে তখন ।
 কতকদিবস মম হইল যাপন ॥
 যদি শোক হয় বৃন্দাবনাদিস্মরণে ।
 আকারগোপনে তাহা করি সংবরণে ॥
 একদিন শ্রীনারদ আইলা তথায় ।
 বৈকুণ্ঠেতে উপদেশ যে দিলা আমার ॥
 তাঁরে দেখি প্রণমিয়া হর্ষ-বিস্ময়েতে ।
 শ্রব করি কহিলাম এই প্রকারেতে— ॥
 মুনীশ্বের মত বেশ মহিমা সম্ভব ! ।
 প্রভুর পার্শ্বদমধ্যে উত্তম সত্তত ॥
 সব স্বর্গলোকমধ্যে বৈকুণ্ঠেতে আরে ।
 এখানেও এইরূপগুণেতে তোমারে ॥
 সর্বত্র ত একমত করিয়া দর্শন ।
 অত্যন্ত বিস্ময়যুক্ত হয় মম মন ॥
 এত শুনি শ্রীনারদ কহেন তথায়— ।
 করি বাস বৈকুণ্ঠেতে আর দ্বারকায় ॥
 অজ্ঞাপি কৌতুকী তুমি হে গোপবালক ! ।
 তোমাদের কৌতুকতা কি অনিবারক ? ॥

যেহেতু সিদ্ধান্ত শুনি—করি অমৃতব ।
 জানিয়াও সন্দেহ এ কৌতুক সম্ভব ? ॥
 যদি কহ—কৌতুক না হয়, এ অজ্ঞানে ।
 জিজ্ঞাসিয়ে, তবে কহি শুন একধ্যানে— ॥
 পূর্বে বৈকুণ্ঠেতে আমাদের যত তত্ত্ব ।
 সংক্ষেপে কি কহি নাই সকল মহত্ত্ব ? ॥
 বহু মূর্ত্তি ধরি যেন কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 বহুস্থানে হয়েন আপনি বর্ত্তমান ॥
 সেইরূপ আমরা সেবকগণ তাঁর ।
 বহু রূপে বহুস্থানে থাকিয়ে বিস্তার ॥
 গরুড়-অনন্ত-হুম্মান-আদি যত ।
 উদ্ধব যাদব সব হয় প্রভূমত ॥
 পৃথিবীতে কিংপুরুষবর্ষে হনুমান্ ।
 আর রামচন্দ্রকীর্ত্তি যথা হয় গান ॥
 আর দ্বারকা বৈকুণ্ঠ থাকেন সত্তত ।
 উদ্ধবা দ্বারকানাথের সেইমত ॥
 সকল পার্শ্বদগণ নিত্য স্মৃতিশ্রয় ।
 প্রভুর ক্রীড়ানুশ্লেষের অমুরূপ হয় ॥
 আমরাসকলে হই সেবাপরায়ণ ।
 বহুরূপবিশিষ্ট সকলে নিরূপণ ॥
 কিন্তু একরূপ তবে হই ত প্রত্যেক ।
 যেন ভগবান্ বহু হইয়াও এক ॥
 তেন আমি সেবাহেতু অনেক-আকার ।
 ইহাতে বিস্ময় নাহি করহ বিস্তার ॥
 চক্রে সূর্যদর্শন কোণ্ডভাদি পরিচ্ছদ ।
 রাম লীলা প্রিয় মথুরাদি যত পদ ॥
 অনেক হৈয়াও এক—নিত্য সত্য জ্ঞান ।
 কৃষ্ণপ্রায় সচ্চিদানন্দস্বরূপ মান ॥
 তুমিও বৈকুণ্ঠে আসি আমাদের প্রায় ।
 সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ধরিয়া এথায় ॥
 গোপবালকের মত পূর্বের স্বভাব ।
 লীলায় বিস্তার কর—এ আশ্চর্য্য ভাব ॥
 অস্ত্র মহাশর্য্য—অসম্পূর্ণ দুঃখিমন ।
 তোমারে এথাও সদা করি বিলোকন ॥
 এত শুনি আমি তাঁর ধরি পাদদ্বয় ।
 নমস্করি কহিলাম সদৈশ্র-বিনয় ॥
 ওহে ভগবান্ ! যেহেতুক দুঃখিমন ।
 আপনি সকল জ্ঞান, কি কব কখন ? ॥
 শ্রীনারদ পরমদুল্লভার্থকারণ ।
 আগ্রহসমূহ মম করি আলোচন ॥
 ঈষত হাসিয়া ছেরি উদ্ধব-আনন ।
 কহিতে লাগিলা তবে সুসত্য বচন— ॥

হে উদ্ধব ! এই ব্যক্তি গোপের তনয় ।
বৃন্দাবনে গোবর্দ্ধনে উদ্ভব এ হয় ॥
ভোমরা সুহৃদ আর যোরা ভক্তগণ ।
সকলের সুহৃদ যেই বস্তু হন ॥
তাঁহা অবেষণ করি ভূমি বহুতরে ।
প্রপঞ্চ-অতীতে আর প্রপঞ্চ-ভিতর ॥
ব্যগ্র হৈয়া চিন্তে-লগ্ন শোক পীড়াকরে ।
কোনস্থানে কোনক্ষণে নাহি পরিহরে ॥
'মথুরা-ব্রজলোকেতে কুপায় কাতর ।
আপনি হয়েন'—ইহা সর্বত্র গোচর ॥
পার্শ্বে আসিয়াছে এইজন সেকারণ ।
প্রতিবোধ কেনে নাহি দেন একক্ষণ ॥
সেই শ্রীগোলোকনাম ধাম দূরতর ।
বৈকুণ্ঠ হইতে পরমোচ্চস্থানোপর ॥
সেই লোকনাথ প্রভু শ্রীনন্দনন্দন ।
তাঁর সহ বিহারাদি তাহে সুখগণ ॥
এ-দুইর সাধনো সকলি সে প্রার্থনে ।
আমরা পার্শ্বদ আশ্রয়েরো দৃষ্টনে ॥

শ্রীউদ্ধব নারদের বাক্যেতে স্মৃতিতে ।
আমার ন্যূনত্ব নাহি পারিয়ে সহিতে ॥
মদীয় অতীষ্ট শ্রীপ্রসাদি করণ ।
নারদের হর্ষহেতু কহেন বচন— ॥
ব্রজভূমিমধ্যে এই ব্যক্তি সে জন্মিল ।
সে-স্থানে গোপক গোপালনাদি করিল ॥
শ্রীমদনগোপালের মন্ত্র দক্ষশার ।
জপ-আদি তাঁর উপাসনানিষ্ঠাপর ॥
তত্ত্বিগ্ন অতৃপ্তহেতু এই মহাশয় ।
আমাদের হইতে উৎকৃষ্ট সদা হয় ॥

এত শুনি শ্রীনারদ সানন্দিত-মন ।
উৎসাহযুক্ত উদ্ধবে করি আলিঙ্গন ॥
কহেন—'যেহতে এ অতীষ্টলাভ করে !
সেইমত উপদেশ করহ সত্তরে ॥'

কহেন উদ্ধব—ওহে মহামুনিবর ! ।
ভক্তিপথাদির ভূমি হও গুরুতর ॥
আমি ত কত্রিয়জাতি, ভূমি বর্তমানে ।
নহি অধিকারী উপদেশের প্রদানে ॥
নারদ অত্যন্ত উচ্চ হাসিয়া তখন ।
উদ্ধবের প্রতি কিছু কহেন বচন— ॥
বৈকুণ্ঠে সচ্চিদানন্দদেহ হয় সব ।
জাত্যাদির বিচার এখানে অসম্ভব ॥
এখানেও অস্ত্যাপিহ কত্রিয়ত্বমতি ।
না গেলে সোঁমার, এই সে আশ্চর্য্য অতি ॥

দৈবত হাসিয়া তবে কহেন উদ্ধব— ।
সে মতি না গেল আমাদের কিবা কব ॥
আমাদের প্রভুর সে কত্রিয়বজ্ঞান ।
নাহি যায়, এ নিশ্চয় বিশ্বয়ের স্থান ॥
ভূমি-বারকায় যেন লঙ্ঘ্য পালয় ।
গৃহস্থানুরূপ ব্যবহার শত্রুজয় ॥
রাম-আদি গুরুবিপ্রগণে সন্মানন ।
এখানেও সেইমত করেন এখন ॥
নারদ শ্রবণ করি উদ্ধব-বচন ।
হর্ষগম্ভেতে হৈয়া আক্রমিত-মন ॥
হাসি লক্ষ দিম্বা-দিয়া উচ্চন্দ্য করি ।
সুবিস্মিত হৈয়া ইহা কহেন বিবরি— ॥
অহো ভগবানের লীলার মাধুরীর ।
মহিমা আশ্চর্য্যরূপ সদা হয় স্থির ॥
সেবকগণের কৃষ্ণে একনিষ্ঠরূপ ।
গাভীর্ষ্য অদ্ভুত ভগবানের স্বরূপ ॥
অহো শ্রেষ্ঠ কৌতুক এ করিয়ে দর্শন ।
পৃথিবীতে যেন কৃষ্ণ করেন ক্রীড়ন ॥
সেইমত বৈকুণ্ঠ-উপরি ষারকায় ।
বর্তমান থাকি ক্রীড়া করেন সদায় ॥
পরম একান্তিভক্ত নিজপ্রিয়গণ ।
কেবল তাঁদের পরিতোষের কারণ ॥

যে লীলার অনুভব করিয়া নিশ্চয় ।
সর্বজ্ঞপ্রবর আমাদিগে ভ্রম হয় ॥
'বৈকুণ্ঠে ষারকায় হইয়ে বর্তমান ।
কিবা ভূমি-বারকায়' নাহি হয় জ্ঞান ॥
ভক্তসকলের আর প্রভুর এমত ।
ব্যবহার উপযুক্ত হয় ত সত্তত ॥
প্রভুপাদপদ্মে ভক্তি প্রেমের সহিতা ।
কেবল ভক্তগণের হয় অপেক্ষিতা ॥
ভক্তপ্রিয় প্রভুর উত্তম ইচ্ছা এই ।
ভক্তের কামনা প্রপূরণযাত্রা যেই ॥
এইহেতু বৈকুণ্ঠেতে বাসের উচিত ।
ভোগ্যদের সচ্চিদানন্দদেহঘটিত ॥
ব্যবহার কদাচিত অপেক্ষিত নয় ।
কিবা মর্ত্যালোকের যেই বাসযোগ্য হয় ॥
হেন পঞ্চভৌতিক-দেহীর সমুচিত ।
নহে আদরণীয় চেষ্টিত কদাচিত ॥
প্রভুরো ঐশ্বর্য্য যোগ্য নহে অপেক্ষিত ।
কিবা লোকবদ্ধতার যোগ্য কদাচিত ॥
ইহাতে পরম একান্তিভার কারণ ।
লীলা অনুভবে সুখ পায় ভক্তগণ ॥

ভক্ত-প্রিয় ভগবান—অনুরূপ তার ।
 নিরন্তর আপনি করেন ব্যবহার ॥
 তাহা মর্ত্যালোকে কি বৈকুণ্ঠে সিদ্ধ হয় ।
 ইহাতে বিশেষ কিছু অপেক্ষিত নয় ॥
 বৈকুণ্ঠে সচ্চিদানন্দদেহ-অনুরূপ ।
 ব্যবহার হৈতে মর্ত্যালোকেতে স্বরূপ ॥
 পার্শ্বার্থোক্তিকদেহীর ভায় ব্যবহার ।
 শ্রেষ্ঠ হয়, যাহা প্রেমভক্তি-পুষ্টিকার ॥
 প্রভুর তেন লৌকিক বন্ধুব্যবহার ।
 পারমেশ্বর্য্য-প্রকাশ হৈতে শ্রেষ্ঠ সার ॥
 ভোমরা প্রেমভক্তিতে অতি নিষ্ঠাকার ।
 ভোমাদের দৈন্ত—দীনমত ব্যবহার ॥
 সপ্রেমভক্তির অতি অনুকূলকার ।
 মহাপুষ্টিকরো সেই নিরন্তর সার ॥
 শ্রীভগবান্বেরো যেই হয় ত বিস্তার ।
 ভোগাকুল গ্রাম্যজন-ভায় ব্যবহার ॥
 সে অতি সমর্থ কৃষ্ণে প্রেমপ্রকাশনে ।
 পরমাত্মকুল মহাপুষ্টি প্রেমগণে ॥
 যদি কহ—ইহা ঘটে মায়ায় বন্ধনে ? ।
 তাহা শুন—নহি নহি এমত কথনে ॥
 প্রেম-উদ্বেকের পরিপাকের মহিমা ।
 বর্ণন করিয়া কেবা দিবে তার সীমা ॥
 যাহা ভগবান্ পরমেশ্বরে সন্তত ।
 করয়ে সে লৌকিক পরমবন্ধুমত ॥
 অতএব শ্রীভগবানের ভক্তগণ ।
 পরস্পর প্রেমোদ্বেকপরিপাকে মন ॥
 তাহে প্রভু নিঃস্বার্থাদিক পরীহারে ।
 ভক্তের অতীষ্ট পরিপূর্ণ করিবারে ॥
 লৌকিক বন্ধুর মত করে ব্যবহার ।
 নহে সে তাদৃশ ভক্তে বন্ধনা মায়ায় ॥
 যদি কহ—‘পরমেশ্বরের প্রকাশে ।
 তাঁহার বাহ্যস্বাক্ষানে প্রেমোদ্বেক ভাসে ॥
 পুত্রাদিদৃষ্টে লৌকিক বন্ধুভাবে নয় ।
 পরমেশ্বরে তেমত দৃষ্টি দোষ হয় ?’ ।
 তাহে শুন—আশ্চর্য্য যে লোকানুসারিণী ।
 পরম বান্ধব কৃষ্ণে ভাব সে মোহিনী ॥
 তারে করি স্তব যাহা হইতে নিশ্চয় ।
 গৌরব ভয় বিশ্বাস করি লোপচয় ॥
 শ্রীকৃষ্ণে উৎকৃষ্ট প্রেম করয়ে বিস্তার ।
 গৌরবাদি কৈলে প্রেমহানি জান সার ॥
 এত কহি নারদ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমভরে ।
 হইয়া অত্যন্ত বশীভূতচিন্ত পরে ॥

কম্প-স্বৈদ-পুলকান্ধ প্রভৃতি সাস্থিক ।
 বিকার হইল সব অদ্বৈতে অধিক ॥
 থাকিলেন কতক্ষণ নিরন্ত হইয়া ।
 কণপরে আমার অনুস্থতা দেখিয়া ॥
 আপনার উপদেশ সাপেক্ষ জানিয়া ।
 কহিতে লাগিলা মুনি রূপা প্রকাশিয়া— ॥
 হে গোপালদেবপ্রিয় হে গোপনন্দন ! ।
 শ্রীগোলোক-নাম যেই শোভাযুক্ত হন ॥
 বৈকুণ্ঠেতে আছে দেশ-বিদেশাদি যত ।
 তাহাদের চূড়ামণি হয়েন সম্মত ॥
 সর্ব্বধাম-উপরে আছেন বর্তমান ।
 এথা হৈতে অতিদূরে বিরাজিত হন ॥
 মাধুরীয় শ্রীবিশিষ্টব্রজভূমিক্রমে ।
 সেই শ্রীগোলোক এই জানিহ স্বরূপে ॥
 সেই শ্রীগোলোকে ভোক্তামান্য মনোহরা ।
 মধুরানামেতে পুরী অত্যন্ত সুন্দরা ॥
 বৃন্দাবন ব্রজভূমি—মধুরার সারে ।
 তাহাবিনা গোলোক থাকিতে নাহি পারে ॥
 সেই শ্রীমধুরা গ্রাম-বনাদি-সহিতা ।
 গোপ্রধানদেশহেতু ‘গোলোক’-সংজ্ঞিতা ॥
 রহস্ত্রজীভার স্থান-হেতু গোপনীয় ।
 হইয়াও সর্ব্বত্র স্বনামে খ্যাত হয় ॥
 সুপ্রসিদ্ধ ব্রজলোকে, রাধা-আদি করি ।
 তাঁদের শ্রীযুক্ত প্রেম কৃষ্ণে শুভতিরি ॥
 জ্ঞানাদি-গন্ধরহিত সেই ভাব হয় ।
 তার অনুবর্ত্তে শ্রীগোলোকলাভোদয় ॥
 ‘ক্রিহ পরমেশ্বর হয়েন’ এই জানে ।
 ভয়-গৌরবাদের সম্ভব সেইজ্ঞানে ॥
 তাহাতে তাদৃশ প্রেম সর্ব্বদা নিশ্চয় ।
 ভগবানে কদাচিত সম্পন্ন না হয় ॥
 যতেক ভুবন আর যত আবরণ ।
 তথাবাসিলোক-প্রেম হৈতে শ্রেষ্ঠ হন ॥
 বৈকুণ্ঠেরো উত্তর কেবল প্রেম সেই ।
 লৌকিক ‘প্রাণবন্ধু’ বৃদ্ধিতে সিদ্ধ বেই ॥
 শ্রীগোলোকনাথ আর তথাকার জন ।
 তাঁহাদের পরস্পর প্রিয়তা লক্ষণ ॥
 লোকানুসারিণী হইয়াও নিরন্তর ।
 লোকস্বভাবাদি হৈতে অতিক্রান্ততর ॥
 কহেন নারদ—এই উদ্ধব-আলয়ে ।
 শুনিতে অযোগ্য ভিন্ন কেহ নাহি হয়ে ॥
 বধুরাব্রজের লোক প্রিয় এ উদ্ধব ।
 মথুরাব্রজের গোবন্ধনে জন্ম তব ॥

যেমত অরণ্যমাঞ্জেতে যশোদার ।
 অকালেও স্তন হৈতে করে স্তন্যদার ॥
 পিতা শ্রীনন্দের তেন বহে অশ্রুদার ।
 কৃষ্ণসুখার্থেতে গোপদির পরিবার ॥
 কোন বৃদ্ধা যশোদার মত ভাবাচরে ।
 কৃষ্ণপ্ৰীতে কেহ বন্ধুকন্যাবেশ করে ॥
 বয়স্ৰ তাঁহারে যত গোপের তনয় ।
 বৃক্ষ-আড় হইলে বিরহ নাহি সয় ॥
 শ্রীগোপিকাগণ কৃষ্ণবিনা নাহি জ্ঞানে ।
 অন্তরে বাহ্যেতে সদা কৃষ্ণময় জানে ॥
 সংযোগকালেতে আর বিচ্ছেদসময়ে ।
 নানাবিধ দশা নানাভাব প্রাপ্ত হয়ে ॥
 অত্যন্ত মথুরা সে প্রিয়তা নিশ্চয় ।
 ঐশ্বর্য্যেতে লৌকিকত্বে বিনিমিত্তময় ॥
 এই ত ঐশ্বর্য্যে ভক্তসকলের হয়— ।
 বৈদিক্যাদি প্রকাশন শ্রীকৃষ্ণলীলায় ॥
 লৌকিকত্বে—ভোজনাদি শ্রীকৃষ্ণসহিত ।
 প্রভুরো এই প্রকার দেখহ বিহিত ॥
 ঐশ্বর্য্যে—পুতনাদির প্রাণের শোষণ ।
 লৌকিকত্বে—নানালীলা-আদি গোচারণ ॥
 শ্রীকৃষ্ণের আর তাঁর ভক্ত-বাক্য ।
 লৌকিক বন্ধুর মত যেই ব্যবহার ॥
 তাহা ভক্তসকলের শ্রীকৃষ্ণের আর ।
 উভয় প্রেম বাঢ়ায় অত্যন্ত বিস্তার ॥
 পরম-ঐশ্বর্য্যস্থান শ্রীকৃষ্ণ হয় ।
 তাহাতে সে ভাব নহে সিদ্ধ সুনিশ্চয় ॥
 অযোধ্যাও বৈকুণ্ঠের জ্ঞানই সমান ।
 ষারকাও তাহা হৈতে অধিক আখ্যান ॥
 অত্যন্ত পরমৈশ্বর্য্যবিশেষকারণ ।
 সেই ভাব বৈকুণ্ঠাদ্যো নহে প্রকাশন ।
 অতএব শ্রীকৃষ্ণ গোলোক-নাম স্থান ।
 করিলেন দূরে ব্যবস্থাপিত বিধান ॥
 সুখক্লীড়াবিশেষ সে অনিচ্ছাচ্যতর ।
 যাহা অমুভবহেতু তুমি বাঞ্ছা কর ॥
 মাধুর্য্যের অন্ত্যসীমা পাইল নিশ্চয় ।
 গোলোকে উচিত স্থানে তাহা সিদ্ধ হয় ॥
 অহো সুনিশ্চয় ভগবান্ শ্রীহরির ।
 গোলোকেতে প্রকাশিত রূপগুণাদির ॥
 মাধুর্য্য প্রভুর গোপ্য ভগবত্তা যেই ।
 সকলের সার প্রকাশন সদা সেই ॥
 রূপগুণাদি প্রভুর প্রকাশ অশেষ ।
 অতএব গোলোকের মহিমা বিশেষ ॥

বৈকুণ্ঠের উপরেতে আচ্ছ বর্তমান ।
 জগতের এক শিরোমণি সেই স্থান ॥
 শ্রীগোলোকধামের মহিমা অমুভব ।
 অধিক হৈতে অধিক হয়ত সম্ভব ॥
 মর্ত্যালোকস্থিত যেই মথুরা গোকুল ।
 বৈকুণ্ঠাদি সর্ব্বহৈতে শ্রেষ্ঠ সুবিপুল ॥
 আশ্চর্য্য সে ধাম হয় মহিমা তাহার ।
 কোন জন লেশমাত্র পারে বর্ণিবার ? ॥
 তথাপি কহিয়ে সখে ! করহ শ্রবণ ।
 চপলা জিহ্বা আমার করে কণ্ঠয়ন ॥
 মহামণি মথুরা গোকুলের মহিমা ।
 হৃদয়কোটায়া রাখিয়াছি স-গরিমা ॥
 অতি গোপনের ধন তাহারে কখন ।
 কাহার নিকটে না করিবুঁ প্রকাশন ।
 চিরকালপরে অত সেই মহাধন ।
 জিহ্বার অধৈর্য্যাহেতু করি প্রকাশন ॥
 ব্রাহ্মকল্লে যে হয় সপ্তম মমন্তর ।
 তার অষ্টাবিংশচতুর্গীষ দ্বাপর ॥
 তার শেষে শ্রীগোলোকনাথ ভগবান্ ।
 প্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণচক্রে যাহার আখ্যান ॥
 অনির্ব্বচনীয় মহা প্রেমের বিহার ।
 কামনায় আপনার গণ-সহকার ॥
 পূর্ণ সর্ব্ব ঐশ্বর্য্যাদি শক্ত্যে আপনার ।
 করেন মথুরা-গোকুলেতে অবতার ॥
 শ্রীকৃষ্ণের রূপ বিষ্ণু-আদি অবতার ।
 নানা স্থানে বর্তমান অনেকপ্রকার ॥
 সকল আসিয়া মিলে এই অবতারে ।
 এহেতু অম্বয় হৈয়া সৰ্ব্বতঃপ্রকারে ॥
 ত্যক্তি শীঘ্র বৈকুণ্ঠাদি ধাম আপনার ।
 নিজ নিত্য ভূষণানু-আসনাদি আর ॥
 নিজ পারমৈশ্বর্য্য যে নিত্য আনুয্যজি ।
 তাহারে অতি দূরেতে উপেক্ষিয়া রঙ্গী ॥
 মহালক্ষ্মী অনন্তা সজিনী নিরন্তর ।
 তাঁরে সঙ্গে না আনিয়া করি অনাদর ॥
 আমার অনন্তগতি ভূতো অনাদরি ।
 মর্ত্য মথুরা গোকুলে যান কৃষ্ণ হরি ॥
 অন্তস্থানে অন্তসহ যেই সুখচয় ।
 শ্রীকৃষ্ণের কদাচিত লাভ নাহি হয় ।
 সেই সুখ মথুরাভ্রজবাসি সহিত ।
 হাঁহাদের স্বভাবক্লীড়া যোগ্য বিশেষিত ॥
 নিজেচ্ছানুসারে বহু করিয়া বিহার ।
 মথুরাভ্রজেতে লাভ করে অমুভব ॥

ইথে শ্রীগোলোক হৈতে কদাচিতাশেষ ।

ভোম-মথুরা-ব্রজের মহিমা বিশেষ ॥

অবতারকালে জগতের যতজন ।

দৃঢ়-ভক্তিভাগ্যাবিশিষ্ট ষাঁহারা হন ॥

তাদের সাক্ষাৎ দৃশ্য হন স্মৃতিচয়ে ।

অন্তকালে অপ্রকাশ রূপা সমুদয়ে ॥

অতএব ভূমে অবতারের কারণ ।

বৈকুণ্ঠনাথের বৈকুণ্ঠেতে কদাচন ॥

দর্শন না পান বৈকুণ্ঠনিবাসিব ।

ভূমিও করিলা ইহা তথা অমৃতব ॥

অতএব কৃষ্ণ সর্বস্বরূপসহিত ।

করেন শ্রীব্রজে অবতার প্রকাশিত ॥

অতএব মন্ত্রপ্রবর্তক ঋষিগণ ।

আপন-আপন মতি-অমুসারে কন ॥

কেহ বৈকুণ্ঠনাথ, কেহ সহস্রশির ।

কেহবা ক্ষীরোদশায়ী, কেহ বিষ্ণু স্থির ॥

কেহ নরনারায়ণ, কেহবা কেশব ।

মথুরাতে অবতীর্ণ কেহ মুনিসব ॥

বিহ হন যে-লোক-বৃত্তান্ত পরায়ণ ।

‘সেই-লোকনাথে তথা না করি দর্শন’

আপন নির্ণীত নিজ নাথের মহিমা ॥

মাধুর্যাদি শ্রীকৃষ্ণেতে দেখিয়া গরিমা ॥

‘সেই-লোকনাথ এই কৃষ্ণজ্ঞ হন।’

কহেন তাঁহারা অতি সুসরল-মন ॥

শ্রীভগবানের রূপ আছেন যতেক ।

তাদের মাহাত্ম্য-গুণ-রূপাদি প্রত্যেক ॥

সকল শ্রীকৃষ্ণজ্ঞে হয় বিরাগিত ।

ইথে সর্বোচ্চৈশ্বর্য পরম প্রকটিত ॥

কিন্তু শ্রীগোলোকনাথ স্বয়ং স্মৃতিচয় ।

ভূমে নিজস্থান মথুরা-ব্রজ যে হয় ॥

তাহাতে সর্বদা ক্রীড়াবিশেষ প্রকাশে ।

ভূষিত করেন অতি সমুদ্রা বিলাসে ॥

শ্রীগোলোকনাথের মহিমা এইমত ।

সুন্দর কারণা ব্যক্ত মূনি কতি যত ॥

মথুরা-ব্রজতে ভগবন্ত-প্রকাশন ।

বিস্তারি কহিতে করিলেন আরম্ভণ ॥

করেন নারদ—এই উদ্ধব-আলয়ে ।

অন্তিতে অযোগ্য ভিন্ন কেহ নাহি হয়ে ॥

মথুরাব্রজের লোক প্রিয় এ উদ্ধব ।

মথুরাব্রজতে গোবর্দ্ধনে জন্ম তব ॥

প্রেমভক্তবৃত্তান্ত এথা কেহ নাহি ।

অতএব গোপ্য কিছু কহিয়ে এথাই ॥

এই শ্রীমথুরাব্রজে প্রকট প্রভুর ।

ঐশ্বর্যের অন্ত্যসীমা আছেয়ে প্রচুর ॥

রূপানুতা বিবিধা পরমসুন্দরতা ।

অশেষমহিমার মাধুরী প্রকাশিতা ॥

বিলাসের লক্ষ্মী আর ভক্তের বশ্যতা ।

বিবিধপ্রকারে সব আছে সুব্যক্ততা ॥

সেই শ্রীনন্দের ব্রজ গুণে আপনার ।

হৈল মহালক্ষ্মীর বিলাসভূমি সার ॥

তথ্যচ (ভাঃ ১০।৫।১৮)—

তত আবল্য নন্দস্ত ব্রজঃ সর্বসমুদ্ভিয়ান্ ।

হরেনির্বাসাশ্রয়ণৈ বমাক্রৌড়মভ্যুপ ॥ ইতি

সেই মহালক্ষ্মীর কটাক্ষেতে কেবল ।

ব্রহ্মরূপাদিভগবতে ঐশ্বর্য সকল ॥

ব্রহ্মরূপাদিলোকেষু যে বিভূতি স্থিত ।

এহা হৈতে ব্রজে হৈল অধিক দর্শিত ॥

বৈকুণ্ঠনাথের গৃহেশ্বরী বিহ হন ।

অতএব গৃহকৃত্য-আদিতে কখন ॥

বিলাসের সঙ্কেচ বৈকুণ্ঠধামে হয় ।

সদা বিলাস এথাই—এ ঐশ্বর্যচয় ॥

যে ব্রজের কোনে-বৃক্ষ কোনো-দ্রব্যদ্বারে

যাচকগণের দেন বাঞ্ছা বহুবারে ॥

তবু নিজ প্রভুর বিদ্যার-বিষয়ভয়ে ।

সে সব ঐশ্বর্য সদা নাহি প্রকাশয়ে ॥

বালকধাতিনী সে রাক্ষসী পুতনারে ।

সদ্বেশমাত্রিতে দিলা মাতৃগতি তারে ॥

পুনঃ অবাসুদ-আদি তার বন্ধুগণ ।

যাহারা সাধুর মন্দ করে অশুক্ষণ ॥

পরম মহা মধুর লীলার আদায় ।

তাহাদিগে মুক্তিপদ দিলেন হেলায় ॥

ইথে দেব শ্রীকৃষ্ণের করুণা অপার ।

দ্রোহচেষ্টা করিয়াও হইল উদ্ধার ॥

নবনীতচৌর্য্য-হেতু যশোদা কোপিয়া ।

যতেক গোসকলের রজ্জু সব নীয়া ॥

শ্রীকৃষ্ণের উদরেতে করিতে বন্ধন ।

রজ্জু দুই-অঙ্গুলি না আঁটে কদাচন ॥

দেখিয়া মাতার শ্রম করিলা গ্রহণ ।

আপন উদরে উদ্বলিতে বন্ধন ॥

ব্রজগোপিকার আর বাচ্যায় আনন্দ ।

করেন আশ্রয় মৃত্যু-গীতাদি প্রবন্ধ ॥

পুনঃ কৃষ্ণ তাঁহাদের আশ্রয়-অমুসারে ।

আনেন পাছুকা-আদি বহিঃশরদ্বারে ॥

ইথে এই দেখাইলা—‘শ্রীনন্দনন্দন ।
বশীভূত ভক্তের আপনি সদা হন ॥’
ঐহার রূপের যে মহিমা সমুদয় ।
কোনোজন কহিবারে সমর্থ না হয় ॥
তথাপি যেমত আছে শক্তি আপনার ।
কহিয়ে কিঞ্চিৎ তাহে হেতু জানিবার ॥
যেহেতুক সেই ভগবানের বিস্তার ।
আপনার রূপসৌন্দর্য্যাদি দেখি হয় ॥
যা দেখি গো-মুগ-পক্ষি-লতা-ভরুগণ ।
পুলকান্দ্র-আদি ভাব হইল প্রাপণ ॥
ওহে তাত ! সেই রূপ আশ্চর্য্যকথন ।
গোপিকাগণেরে ধৈর্য্য করেন হরণ ॥
যদি কহ—দ্রাগণের চাক্ষুস্যভাব ।
সেহেতু ধৈর্য্যহরণ হয় ত সম্ভাব ? ॥
তাহাতে শুনহ—সেই শ্রীগোপিকাগণ ।
কুলদ্বীপকলে পুজে ধাঁদের চরণ ॥
মহালক্ষ্মী হইতে যাহারা হৈল শ্রেষ্ঠ ।
রূপ-শীল-গুণ-কর্ম্ম-লাবণ্য যথেষ্ট ॥
শ্রীগোপালদেবপ্রিয় সেই গোপীগণ ।
ঐহাদের ধৈর্য্যহানি কি কব কথন ॥
সে রূপ দেখিয়া যত ইতরজন্যন ।
যেই ভাব হয় তাহা করহ বিচার ॥

তথাহি (বৃ : ভা : ২।৫।১০৪)—

বদর্শনে পঙ্করূপ-শপতি
বিধি সহস্রান্দমপি স্তবন্তি ।
বাহুস্তি দৃক্শ্চ সর্কসেন্দ্রিয়াণাং
কা কা দশাং বা ন ভজন্তি লোকাঃ ।
বিধাতারে শাপ দেয় যে-রূপ-দর্শনে ।
যেহেতু করিল নেত্রে পঙ্কের সৃজনে ॥
পঙ্কের দ্বারায় তক্ষু হৈয়া আবরণ ।
সে রূপ-দর্শনে হয় বিষ যে কারণ ॥
সহস্রান্দ নানা অপরাধী সেকারণ ।
অথবা গৌতম-শাপে বিরূপলক্ষণ ॥
তাহাতে শুবের যোগ্য সেই নাহি হয় ।
তথাপি সর্কদা শুব তাহার করয় ॥
সহস্র নেত্রেতে করে সে রূপ দর্শন ।
এই লাগি তার শুব জানিহ কারণ ॥
‘সকল ইচ্ছয় হই নয়ন আমার ।
সেইসবদ্বারে দেখি কৃষ্ণরূপ সার ॥’
এইমত করে সদা বাঞ্ছা সমুদয় ।
কোন্ কোন্ দশা নাহি ভজে লোকচয় ? ॥

মহিমা ব্রজ-মির কি করি বর্ণন ।
অর্থাৎ বর্ণনে শক্তি নহি কদাচন ॥
যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণ রূপ-সৌন্দর্য্য আপন ।
পরম আশ্চর্য্য সে করেন বিস্তারণ ॥
যেহেতু ব্রজের তুলা স্বভাবেতে স্থিত ।
এমত কৃষ্ণের সহ হইয়া মিলিত ॥
ব্রজভিন্ন বৈকুণ্ঠদ্বারকাবাসিজন ।
ব্রজবাসিতুলা ভাব না করে বহন ॥
শৈশবশোভায় তাঁর বয়স আশ্রিত ।
সদা তথা যৌবনলীলায় আদরিত ॥
অতএব মনোহর কৈশোর-দশায় ।
অবস্থিত পঞ্চদশবর্ষ অবস্থায় ॥
গুণ-কান্তি-লাবণ্যাদি দ্বারা প্রতিক্ষণ ।
নূতন হইতে অতিশয় স্নুতন ॥
যে যে কর্ম্ম পূর্য্য কর্ত্ত ব্রজা পকানন ।
স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ-রঘুনাদি কথন ॥
না করিলা কোন স্থানে কোনই প্রকারে ।
মহাদৈত্যগণে বধকরণাদি আরে ॥
ভক্তিবিত্তারাদি যেই দুষ্কর হইল ।
সুন্দর বাল্য-চেষ্টায় ব্রজে তা করিল ॥
সেই সেই লীলামৃতসাগর-ভিতরে ॥
অবগাহে মম জিহ্বা অতি ভয় করে ।
সে-লীলা-মধুদ্রব্য-প্রিয়া জিহ্বা মম ।
ভয় পায় তবে এই লজ্জা ত অসম ॥
যেহেতুক যেই কর্ম্ম অশক্য নিশ্চয় ।
কখন তাহাতে নোক প্রবৃত্ত না হয় ॥
মম চিত্ত শ্রীহরির লীলামৃত সার ।
না করিল পান করণপটে একবার ॥
তাহে প্রবর্ত্তিতে বাঞ্ছা করে, সে-কারণ ।
নিশ্চয় চাক্ষুস্য লজ্জা না করে দক্ষণ ॥
তিনমাসকালে যেই করিয়া শয়ন ।
মৃদুপদে কৈলা স্থল শকটভঞ্জন ॥
এমত পারদৈবদ্যবিশিষ্ট যে হয় ।
শুভ্রহেতু রোদন কি তারে সম্ভব ? ॥
তথাপি বাল্যলীলায় করেন রোদনে ।
পুনঃ শুভ্রপানে আর যুক্তিকাতক্ষণে ॥
দুইবার মায়ে মুখভিতরে আপনে ।
সমস্ত জগত করাইলেন দর্শনে ॥
তৃণাবস্তবধে যেই লীলা করিলেন ।
আর গমনের ভঙ্গী যে আচারিলেন ॥
আর গোপীগণের তোষণের কারণ ।
করিলেন শ্রীকৃষ্ণ যে গোরস-চোরণ ॥

সে সব আশ্চর্যলীলা মধুরের সারে ।
 শ্রবণজ মোহ হৈতে রক্ষতু ভোমারে ॥
 গোপিকার আকোশনে জননীর ভয়ে ।
 সাক্ষাৎ মুখাবলোকে যে চাতুরী হয়ে ॥
 মুক্তিকার ভক্ষণে যে কৌতুক করিলা ।
 তাহাতে পুরোক্ত বিম্বরূপ দেখাইলা ॥
 মাতার দধিমহনে দণ্ডাদিধারণ ।
 সেইসব লীলা কর আমারে রক্ষণ ॥
 প্রসিদ্ধ রোদন দধিভাণ্ডের ভঞ্জন ।
 শিক্যপাত্র হৈতে নবনীতের চোরণ ॥
 মায়ের ভয়েতে যে করিলা পলায়ন ।
 ভয়াকুল-আলোকন-বিশিষ্ট নয়ন ॥
 গোপাশেতে জননী যে ভঠরে বাকিলা ।
 তাহাসহ উদুখল ক্রমে থাকিলা ॥
 যমল-অর্জুন দুই বৃক্ষের ভঞ্জন ।
 সে দশায় বরদান হরে মম মন ॥
 বৃন্দাবনে বৎসচারণেতে ক্রীড়া করি ।
 বৎস-বকাসুরদ্বয়ে মারিলা যে হরি ॥
 জন্তুকলের মত করেন রবণ ।
 শিখিপুচ্ছ-গুপ্তা-বনমালা-সুভূষণ ॥
 বেণু-বীণা-আদি বাজগণে গুরু হন ।
 করুন সে কৃষ্ণচন্দ্র আমারে রক্ষণ ॥
 প্রান্তঃকালে সখা-বৎস-সহ বৃন্দাবনে ।
 প্রবেশিয়া করিল যৈ-সব বিহরণে ॥
 অঘাসুর সর্পরূপা মুখ প্রসারিয়া ।
 বালকগণের পথে আছিল সূতিয়া ॥
 বৎস-বালকেরা তাহা নাহি করি জ্ঞান ।
 অসুরের মুখমধ্যে করিলা প্রয়াণ ॥
 কৃষ্ণ দেখি পরামর্শ করিলেন মনে ।
 খলনাশ আর বালকাদির রক্ষণে ॥
 কি প্রকারে এই দুই হইবে সাধন ।
 এত ভাবি তার মুখে করি প্রবেশন ॥
 বাটাইলা অপ্রমিত দেহ আপনার ।
 মরিল অসুর তাহে—গেল প্রাণ তার ॥
 অঘের শরীর হৈতে তেজ নিকশিল ।
 শ্রীকৃষ্ণের চরণ-সরোজে প্রবেশিল ॥
 মুক্তিদান করিলেন কৃপায় তাহারে ।
 ভজিয়ে সরস সেইসকল বিহারে ॥
 পুলিনভোজনে যেই করিলা বিহার ।
 অতি আকর্ষণে সেই মানস আমার ॥
 অদ্ভুত মহিমা তাঁর জ্ঞানার কারণে ।
 ব্রহ্মা সব বৎসগণে করিলা হরণে ॥

বৎসহেতু উৎকণ্ঠিত হৈলা সখাগণ ।
 তাঁহাদিগে ভোজনেতে করি আশ্বাসন ॥
 দধি-মিশ্রিতাম্রাস শোভে বামকরে ।
 বৎস-অবেষণে প্রভু গেলেন সত্তরে ॥
 এখানেতে ব্রহ্মা সব বালকে হরিয়া ।
 পরিতগত্বরে রাখিলেন মায়া দিয়া ॥
 শ্রীকৃষ্ণের যেই বিলাসের সুমধুর্য্য ।
 ব্রহ্মাও দেখিয়া হৈলা মোহিত প্রাচুর্য্য ॥
 কোন্ জন তাহা বর্ণিবারে যোগ্য হয় ।
 যাহে চিন্তচমৎকার অত্যন্ত ভয় ॥
 কোথা দুর্ঘটপ্রায় সখা-বৎস অবেষণ ।
 কোথা সেইসকলের স্বরূপধারণ ॥
 অর্থাৎ তাদৃশ পারমৈশ্বর্য্যপ্রকাশে ।
 না হয় সম্ভব হেন মুখতাবিলাসে ॥
 সেই-সেই শ্রীকৃষ্ণের যতক বিহার ।
 শ্রীগোকুলব্রজ হয় আশ্রিত তাহার ॥
 সে ব্রজের মহিমাজ্ঞ যতক আছে ।
 সকলের মধ্যে সেই ব্রহ্মা শ্রেষ্ঠ হয়ে ॥
 বীহ ভগবানে অতি করিয়া আদরে ।

তথ্যহি (ভাঃ ১৩ঃ ৮ঃ ৩৫)—

তল্লভরিভাগামিহ জন্ম বিমপ্য নস্যঃ
 যক্ষগোকুলেহপি কতমাজিতুংকোভিভেকম্ ।
 বক্ষ্যাবিত্ত্ব নিখিলং ভগবান্ যদুন্দ-
 শ্রুতাপি যৎপরমজঃ স্রীমদগ্যমেব । ইত্যাদি ॥
 করিলেন স্তব প্রণিপাতে যোড়করে ॥
 সেই ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজের নিশ্চয় ।
 মুক্তিমান মহাপ্রেমরস নিঃশংশয় ॥
 গোপালনে আর বলরামের মাননে ।
 বৃন্দাবনমধ্যেতে শ্রীলক্ষ্মীর স্তবনে ॥
 ভ্রমরের গানপ্রায় গান সে করণে ।
 শুক-কোকিলান্মিত শব্দাহুকরণে ॥
 যে সুন্দর ক্রীড়া করিলেন ভগবান্ ।
 তাহার ভঞ্জন কর হৈয়া শ্রদ্ধাবান্ ॥
 ভালবনে যে লীলা প্রকাশ করিলেন ।
 জ্ঞাতিসহ ধেনুকাসুরে যে নাশিলেন ॥
 সাংসকালে ব্রজনারীগণের মিলনে ।
 যেই লীলা করিলা আশ্চর্য্য প্রকাশনে ॥
 স্তোত্ররূপেও না পারি করিতে বর্ণন ।
 ইথে বাক্যে নমস্করি সেই লীলাগণ ॥
 কালিয়হুদে শ্রীযুক্ত যশোদাতনয় ।
 যেইবেই করিলেন বিহারনিশ্চয় ॥

তাহা শোক-হর্ষ-বেগে না পারি স্মরিতে ।
 কি প্রকাহর শক্ত হব সে-সব কহিতে ? ॥
 কোথা অতি দুষ্টচেষ্টা খল যে কালিয় ।
 তার দণ্ড ক্রোধভরে তবে করণীয় ॥
 কোথায় নমিতফণাবর্গ-রজহলে ।
 হর্ষভরে নৃত্যোৎসব তাদৃশ কোশলে ॥
 কোথায় শ্রীপাদদ্বয় করিয়া প্রহার ।
 সকল মন্তকভঙ্গ-নিগ্রহবিস্তার ॥
 কোথা অমুগ্রহ তার মন্তক-উপরি ।
 পদযজ্ঞে দিলেন তাদৃশ নৃত্য করি ॥
 যেই অমুগ্রহ শেষ সহস্রবদনে ।
 বর্ণন করিতে না পারেন কদাচনে ॥
 সেই কালিয়েরে আর নাগপত্নীগণে ।
 নমস্কারি যে করিল সন্ততি-পুঙ্কনে ॥
 কালিয়হৃদয়ের তৌরে আসি দাবানলে ।
 অতি তাপ দেয় গোপগোপিকাসকলে ॥
 তাহাদিগে করাইয়া নয়ন মুদ্রিত ।
 খাইলেন দাবানল দয়ায় স্মরিত ॥
 পুন মুক্তবনেতে যতেক পশুগণে ।
 দাবানল পান করি করিলা মোচনে ॥
 ভাঙীরতলায় সেই করিল জীউন ।
 হারিয়া আপনি কৈলা শ্রীদামে বহন ॥
 বলরামহস্তে হৈল প্রলম্ব-সংহার ।
 কঙ্কর সে সব লীলা মঙ্গলবিস্তার ॥
 বর্ষাকালে বৃক্ষকোড় করিয়া আশ্রয় ।
 করিলেন যেই মনোহর লীলাচয় ॥
 তৎকালীন কন্দমূলফলাদিভক্ষণ ।
 আর দধিমিশ্রিতাম্র সহ সখাগণ ॥
 শরৎকালে বনশোভা বাটে অতিশয় ।
 গোপীয় কন্দর্পতাপ করয়ে উদয় ॥
 পরম অদ্ভুত এই লীলাসমুদয় ।
 নিরন্তর বিরাজিত হউক নিশ্চয় ॥
 সেই বজ্রভূষা—সেই মোহন বাঁশরী !
 তার মধু-রব-রাশি সর্ষচিস্তহারী ॥
 সেই গোপললনার মোহন—এ-সব ।
 করিব তাঁহার কবে সাক্ষাদমুভব ? ॥
 অহো কোথা গোপকজাগণের বসন
 চৌর্যাক্রপোৎসব তৈলা শ্রীনন্দনন্দন ॥
 কদম্ববৃক্ষমণ্ডকে করি আরোহণ ।
 অনেক কোশল করিলেন ততক্ষণ ॥
 অঞ্জলিবন্ধনে করাইয়া নমস্কার ।
 নিজ স্বয়ং হৈতে বস্ত্র দিলেন সবার ॥

সেই যজ্ঞকারি-বিপ্রগণের ওদন ।
 করাইলা সখাগণদ্বারায় যাচন ॥
 তারা নাহি দিলে তাহাদের পত্নীগণে ।
 অমব্যক্তনাদিসহ কৈলা আকর্ষণে ॥
 সেকালের ভূষণে করিলা অবস্থিতি ।
 বাক্যের প্রসাদ যে করিলা শুভ রীতি ॥

তথ্যি (ভাঃ : ১ : ১২৩ : ২)—

জামা হিরণ্যপরিধিঃ বনমাল্যবত্—
 ধাতুপ্রবালনগৈবমমুভবতাংসে ।
 বিনাস্তহস্তমিতবেণ ধুনানমস্ত্ ।
 কর্ণোৎপলাসককপোলমুখাভ্যুহাসম্ ॥ ইতি ॥
 সখাগণসহ অম্র যে কৈলা ভোজন ।
 সেইসব লীলা তব করি অনুক্ষণ ॥
 নন্দাদির দ্বারা গোবর্দ্ধনের পুজন ।
 নিজ বামহস্তে মহাপর্কতদারণ ॥
 সন্তোষ দিলেন তাহে যত গোপগণে ।
 ইন্দ্র এত দেখি লজ্জা পাই বহু মনে ॥
 সুরভিরে আনি ইন্দ্র ভক্তির উদ্দেশে ।
 গোবিন্দদেবে করিলেন কৃষ্ণে অভিশেষে ॥
 ব্রহ্মহৃদ-নিকটেতে ব্রজবাসিগণে ।
 করাইলা বৈকুণ্ঠাখ্যানের দর্শনে ॥
 দ্বাদশীর অন্নতা দেখিবা নন্দরায় ।
 একাদশীরাত্রে কৈলা আন যমুনায় ॥
 তথা হৈতে ষড়্ভুজের দূতভেতে হরিলি ।
 কৃষ্ণ তার লোক হৈতে নন্দরে আনিলা ॥
 যোগ্যে নাহি হই এইসকল কথনে ।
 কেমনে সে বিদগ্ধতা যে বেংরাদনে ॥
 তাহাতে মোহিয়া গোপীসকলে আনিয়া ।
 করিলা যে রাসলীলা সানন্দ হইয়া ॥
 সকল লীলার সেই শেষগীমা হয় ।
 ভগবন্তামাধুরী কে কহিতে পারয় ? ॥
 সর্কীবতারের লীলা হইতে নিশ্চয় ।
 বিচারে এ ব্রজলীলা শ্রেষ্ঠ অতিশয় ॥
 যে লীলাসম্বন্ধী বর্ণ শ্রবণে প্রবেশে ।
 স্বভাবেতে প্রেমভর-উদয় অশেষে ॥
 অপেক্ষা না সহে তাহে অর্থের বিচার ।
 অগ্নি যেন স্পর্শমাত্রে গুণ করে তার ॥
 সর্কীবতারেতে কৈলা যেই লীলা-সব ।
 তাহাহৈতে কৃষ্ণলীলা উত্তম প্রভব ॥
 ইহা যুক্তিদ্বারা যেই করয়ে স্থাপন ।
 সেই ঋতু ভাগ্যবান্ হয় প্রাণাভ্যজন ॥

ব্রজলীলাসকলের দ্বৈত শ্রবণে ।
 যেমত পূতনামোচনাদির কথনে ॥
 আভ্যশব্দ 'পূতনার' শ্রবণে যাহার ।
 শ্রেমে পূর্ণ হয়—সেইজনে নমস্কার ॥
 অহো কৃষ্ণপ্রিয়বস্ত্র বেণু দাক্ষয় ।
 বহুরূপ-গুণাদিয়ে বিলক্ষণ হয় ॥
 শ্রীকৃষ্ণের যোগ্য সদা হস্তপদে রয় ।
 অধরামৃত-পানাদি করি বিহরয় ॥
 সে বেণুর মহিমা সে স্পর্শিতে নিশ্চয় ।
 আধার রসনা কভু শক্ত নাহি হয় ॥
 অধাপিহ শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদপ্রভাবে ।
 যতেক কহিতে পারি করি অনুভাবে ॥
 তার মত কহি কিছু মহিমা বংশীর ।
 শ্রবণ করহ হৈয়া সাবধান স্থির— ॥
 শ্রীমুখেতে বেদবাক্যে অন্তবাক্যমুতে ।
 উপনিষদ্ভাষা যাহা না হইল কৃতে ॥
 তাহা মোহন বংশিকা—দাক্ষর নির্মিতা ।
 তাঁর বিশ্বাধরযোগে করিল সাধিতা ॥
 বিমানগামী যতেক দেবগণ ছিলা ।
 বধুসহ বেণু শুনি প্রণয়ে মোহিলা ॥
 ব্রহ্মা মহাদেব মহেশ্বর প্রভৃতি আর ।
 তত্ত্ব বিস্ময়িতা হৈল মুগ্ধতা সবার ॥
 ব্রহ্মনিষ্ঠ আত্মারাম যেই মুনীগণ ।
 তাঁহাদের সমাধির হয় ত ভঞ্জন ॥
 পুলকাক্রোশপাতাদির জন্ম হয় তার ।
 ইহাও হইতে পারে নিজাধীন যায় ॥
 সদা পরাধীন যেই চন্দ্র-আদিগণ ।
 কালচক্র-ভ্রমণের অনুবর্তী হন ॥
 নিত্য শীতলগমন তাঁদের নিরন্তর ।
 তাহার নিরোধ হৈল বিস্মিত বিস্তর ॥
 গোপগণ দেহ-দৈহিকাদি আত্মাহিত ।
 পুত্র-কলত্রাদি কৈলা কৃষ্ণসমর্পিত ॥

তথ্যচ (বৃ: ভা: ২।৫।১৪০ টীকা)—

হরিবংশে শ্রীনন্দ প্রভি গোপানাং বচনম্—
 অন্তপ্রভৃতি গোপানাং গবঃ গোষ্ঠস্থ চানব ।
 আপংস্র শরণঃ কৃষ্ণঃ প্রভুত্বায়তলোচনঃ । ইতি ।

ইহাতে 'গোষ্ঠের প্রভু' এই ত বচনে ।
 গোপীদেরো প্রভু কৃষ্ণ হইল সূচনে ॥
 লক্ষ্যক্রমে গোপগণ স্পষ্ট না কহিলা ।
 ইথে নিজব্যবহারে উদালীন ছিলা ॥

ইহপরলোকে যে সাধ্যের সাধন ।
 তাহে নিরপেক্ষহেতু সমাপ্রিত হন ॥
 অতএব স্বভাষ্যারে করেন বন্দন ।
 যেহেতু তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া হন ॥
 ভাষ্যশব্দে গোপিকার কেবল ভরণে ।
 পতিপ্রয়োজন অন্ত নহে ত কিঞ্চে ॥
 সেই গোপগণের বালকগণ যত ।
 শ্রীকৃষ্ণের ছায়ামত সদা সঙ্গে রত ॥
 বৃন্দাবনশোভাদর্শনাদি কোতুহলে ।
 কদাচিত কৃষ্ণচন্দ্র দূরে গেলে ছলে ॥
 তাঁরে না দেখিয়া হৈয়া দুঃখী লগণ ।
 পুন আলে শীঘ্র স্পর্শ করেন ক্রীড়ন ॥
 শ্রীরাধিকাপ্রভৃতি পরম ভগবতী ।
 শ্রীকৃষ্ণগী-আদি হৈতে হন শ্রেষ্ঠা অতি ॥
 বেণুবাঞ্জে পতি শিশু লোক ধর্ম আর ।
 লজ্জা পরিহরি পাইলেন ভাবসার ॥
 যেইভাবে সদা কটু-মধুর-বিকারে ।
 ব্যাকুলা হইয়া সদা মোহিত আকারে ॥
 বৃক্ষমত স্থাবরত্ব পাইলেন গতি ।
 কিছু অনুগমনে নহেন শক্তিমতী ॥
 যজ্ঞপিত ব্রজবাসীগোপগোপিকার ।
 ভগবানে প্রেমভাব নিত্য আছে আর ॥
 তাহাতে কি নাহি ঘটে মোহ নিরন্তর ? ।
 তথাপি প্রভুর অসাধারণ সত্ত্বর ॥
 পরম মধুর মহিমা বেণুবাদন ।
 তাহাতে পরম মোহযুক্ত গোপী হন ॥
 বেণুর মাহাত্ম্যপ্রসঙ্গেতে একারণ ।
 বর্ণন করিলা এই জান নিদারণ ॥
 নিশ্চয় আশ্চর্য্য কথা করহ শ্রবণ—।
 পশুজাতি গোবৎস-বৃষভ-আদিগণ ॥
 বনমৃগ, বৃক্ষেতে নিবাসী পক্ষী যত ।
 জলচর পক্ষী দূরে থাকে ক্রীড়ারত ॥
 স্থাবর নদী-মেঘাদি জ্ঞানশূন্য হয় ।
 বেণু শুনি নিজনিজ স্বভাব ত্যজয় ॥
 গবাদির কৃষ্ণসঙ্গে সর্বদা বসতি ।
 তাহাদের হৈতে পারে জ্ঞানশূন্য গতি ॥
 হইল তেমত বনবাসী মুগগণ ।
 অহো তারা গাবীসঙ্গে থাকে কদাচন ॥
 বৃক্ষবাসিপক্ষীগণ জ্ঞানশূন্য হয় ।
 তাহারাও কভু মূলে কৃষ্ণকাছে রয় ॥
 দূরে থাকে ক্রীড়ারত জলপাক্ষীগণে ।
 তাহাদেরো আছে শক্তি নিকটে গমনে ॥

তরু-লতা-নদী-আদি অচেতন সব ।
 অহো ব্রজ বাসহেতু হয় ত সম্ভব ॥
 গগননিবাসী ধূলিধূমেতে উদ্ভব ।
 জ্ঞানশূন্য স্বভাব ত্যজিল মেঘসব ॥
 বেণুবান্ধে ঘোহে—গতিশক্তি না রহিল ॥
 তাহে চর প্রাণিসব স্থিরত্ব পাইল ॥
 পত্রের উদগম আর কম্পাদিপ্রভাবে ।
 স্থির বৃক্ষগণ হৈল চরত্বস্বভাবে ॥
 যত জ্ঞান-ক্রিয়া-শক্তি করিল গমন ।
 তাহে সচেতন সব হৈল অচেতন ॥
 বারম্বার কম্প-আদি পত্রের চলনে ।
 অচেতন শিলা-আদি হৈল সচেতন ॥
 মহাপ্রেমরসে সব হৈবা নিমজ্জিত ।
 ব্বেদ-কম্পাদি বিকারে হৈল আক্রমিত ॥
 রাসলীলা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শ্রেষ্ঠা হয় ।
 অনির্বাচ্য পরম ঐশ্বর্য্য অতিশয় ॥
 সর্ব্বস্ব শারের সেই পরিপাকময় ।
 উৎকৃষ্টতা মাধুর্য্যের সীমা প্রকাশয় ॥
 অতএব করি মনোরথ শত আশ ।
 লক্ষ্মীরো হইল সদা হুল্লভ যে রাস ॥
 অহো শ্রীকৃষ্ণের হয় বিদগ্ধতা অতি ।
 অগতে নাক্ষে কোন্ অভিজ্ঞের মতি ? ॥
 সেইপ্রকারেতে যত কুলনারীগণে ।
 বংশীবাদে বনমধ্যে কৈলা আকর্ষণে ॥
 সেইক্ষণে বাক্যের চাতুর্য্য যে করিলা ।
 যাহে অতি দৈর্ঘ্যবতী গোপিকা কান্দিল ॥
 আকারগোপনে যেই পাণ্ডিত্য হরির ।
 অর্থাৎ মনের ভাব না করে বাহির ॥
 তাহার প্রশংসা আমি তবে ত করিত ।
 গোপীর বিনয়সমূহে যদি ত থাকিত ॥
 সেইক্ষণে ব্যক্ত করি মন-অতি প্রায় ।
 মোহিত করিয়া কৃষ্ণ সব গোপিকায় ॥
 কামকৌড়্য-সুরভেতে বিদগ্ধতা যেই ।
 রমিলা গোপীর সহ প্রকাশিলা সেই ॥
 বিচ্ছেদলীলায় দক্ষ শ্রীল ভগবান্ ।
 তাঁর অন্তর্ধান সদা কে না করে গান ? ॥
 যেই অন্তর্দানেতে যতেক গোপীগণে ।
 দৈর্ঘ্য-গান্ধীর্ঘ্যাদি সদা বাধাদের মনে ॥
 তাঁহারও অশ্রুখাদি-বৃক্ষে জিজ্ঞাসিলা ।
 উন্মত্ততা-আদিক্রম অবস্থা পাইলা ॥
 ষীর লীলাচেষ্টা অতি হৃকৌশল সে হয় ।
 হেন ভগবান্ হৈতে আমি করি ভয় ॥

কোথা ত্যজি গোপীগণে নিভৃতসীলয় ।
 সৌভাগ্যের সারাৎসার দিলা রাখিকায় ॥
 কোথা সত্ত্ব অন্তর্দানে অনাথা রাখায় ।
 ডুবাইলা বোদনসাগরে একা তাঁয় ॥
 পরে হৈয়া একত্র আশ্রিতে গোপীগণ ।
 গীতপ্রায় স্রবরেতে করিলা বোদন ॥
 তাহে কৃষ্ণচন্দ্র প্রাতুর্ভাব হইলেন ।
 সমূহ আনন্দ গোপীসবারে দিলেন ॥
 গোপিকার প্রাণে স্ব-ঈশ্বর-স্থাপনায় ।
 যে দিলা উত্তর তিঁহ রক্ষন তোমায় ॥
 সেই মণ্ডলীবন্ধনে প্রভুর চাতুরী ।
 সেই নৃত্য-গীতাদিবিদ্যায় দাক্ষ্য ভূরি ॥
 সেই পূর্ণশোভা হৈতে অধিক শোভন ।
 সব বিশ্বমোহিনী হরয়ে মম মন ॥
 কৃষ্ণপাদপদ্মধূপানে নু যেই ।
 সে-রস-ভোজীর স্নমহত্ব জানে সেই ॥
 ব্রহ্মা আর এই ত উদ্ধব—দুই তত্ত্ব ।
 গোকুলজাত সবার জানেন মহত্ব ॥
 যেহেতু ইঁহারা গোপীগণের চরণ ।
 ধূলি-অভিষেক সদা করেন প্রার্থন ॥

তথা (ভাঃ ১০।১৪।৩৪)—

ব্রহ্মণা প্রার্থিতম্—

তদ্ব্যুরি ভাগ্যমিহ জন্ম কিমশ্যটব্যং,
 যদোকুলেহপি কতমাজি বজ্রোহভিষেকমিত্যাদি ।

উদ্ধবেন চ (ভাঃ ১০।১৪।৩১)—

আগাম্যহো চবণেরেচ্ছামহং ত্রাং,
 বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মমলতৌষধীনামিত্যাদি ॥

যাহাদের সে-বস্ত্রতে লোভ প্রকাশয় ।
 সে-বস্ত্র-যুক্তের ভাগ্যবল সে জানয় ॥
 কৃষ্ণের অধরপানে লুক গোপীগণ ।
 বংশীর সৌভাগ্যভর গান সর্ব্বক্ষণ ॥
 মাধুর-ব্রজের লোকে সদা প্রেমভরে ।
 কৃষ্ণের আসক্তি মহা অদ্ভুত বিহরে ॥
 যে লাগি ব্রহ্মারে দেখিতে অনিচ্ছা তাঁর ।
 যদ্যপি আসিয়া কৈলা স্তব নমস্কার ॥
 কৃষ্ণপাদপদ্মমাত্র আমাদের গতি ।
 কদাচিত নহে অত্র আশ্রয়েতে মতি ॥
 আমাদের গন্তব্যিতে শ্রীকৃষ্ণ কখন ।
 উৎসাহী না হন, কি করিবেন মানন ? ॥

বৃন্দাবনবাসী গোপ-গোপীসব যত ।
বিচিত্র ঔষধিমন্ত্র জ্ঞানেন সম্ভত ॥
তাহাতে নিশ্চয় গোষ্ঠনাগর যোহিত ।
ইথে বিদগ্ধতাভাব হইল স্মৃতিত ॥

ব্রজবাসিনসকলের সৰ্বদা আগক্তি ।
অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণপরা যেই অমুদ্রক্তি ॥
তাহা কহিবারে শক্ত না হয় বচন ।
ঐহারা শ্রীভগবানে প্রেমের কারণ ॥
'নন্দগোপের কুমার' সত্যত জ্ঞানেন ।
'পরমেশ্বররূপে' কভু না মানেন ॥
প্রেমে বহুসেবা করি—তব নিরন্তরে ।
করেন কাব্যাপন মহা-আজিতরে ॥
বহুতর জ্ঞানযুক্ত হই ত আমরা ।
আমাদেবো পূজনীয় হয়েন তাঁহারা ॥
বৈকুণ্ঠে আনন্দ বহু যত যদুগণ ।
তাঁহাদেবো পূজনীয় কালাতীত হন ॥

কৃষ্ণ না পারিলা ব্রজজনে মোহিবারে ।
বিশেষে মোহিলা ব্রজবাসিনসব তাঁরে ॥
এই কথা সত্য সত্য দেখিলু' নিশ্চয় ।
নিশ্চরিত হৈলে কৃষ্ণ দেবকার্য্যচয় ॥
আমি যায়্য স্ততিপরিপাটী-আদি-দ্বারে ।
স্মরণ দিলাম কংসবধাদিক তাঁরে ॥

যদি কহ—'তবে কৃষ্ণ কেনে মথুরায় ।
গমন করিলা ?' শুন বৃত্তাস্ত তাহায় — ॥
পরম চতুরশ্রেষ্ঠ হয়েন অক্রুর ।
শ্রীনন্দনন্দনে ব্রজে-হাতে মধুপুর ॥
লৈয়া-গেলা কষ্ট-শ্রেষ্ঠে বহু বল করি
যদুকুলের হিতকামনা আচরি ॥

কৃষ্ণ সেই ব্রজবাসিনজনে কদাচন ।
ত্যাগ করিবারে শক্তিমান নাহি হন ।
যদুকুলসকলের হিতের কারণ ।
বারবার মধুপুরে করে আগমন ॥
পুনর্বার বারবার করেন গমন ।
ব্রজপুরে—যেহেতু তাঁহারা প্রিয় হন ॥
যদি কহ—'মধ্যেতে বিচ্ছেদ তবে হয় ?' ।

তাহার সিদ্ধান্ত শুন, কহিয়ে নিশ্চয়— ॥
সেই ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ থাকেন নিরন্তর ।
করেন অনেকমত ক্রীড়া বহুতর ॥
প্রকটাপ্রকট দুইরূপেতে নিশ্চয় ।
নিত্য লীলা করে কৃষ্ণ—নাহিক সংশয় ॥

যদি কহ—'ব্রজবাসিনদের কি কারণ ।
বিরহেতে দুঃখাদিক করিয়ে শ্রবণ ?' ॥

ইহা সত্য, কিন্তু সেই ক্রীড়ার কোতুক ।
তাহা বিস্তারিয়া কহি, শুন সহেতুক— ॥
বিরহেতে জন্মে যেই ভাবের তরঙ্গ ।
তাহে শ্রেষ্ঠ ব্রজের বিবিধ চোষ্টারঙ্গ ॥
নিজ মনোরম তাহা করিতে দীক্ষণ ।
পরম কোতুকগুণ শ্রীনন্দনন্দন ॥
ব্রজনিবাসীর দৃষ্টি হইতে কখন ।
ছল প্রকাশি কেবল করে পলায়ন ॥
যেমত বিবিধ-লীলা-দ্বারে কদাচন ।
নিকুলকুলহরে কৃষ্ণ অস্থিহিত হন ॥

যদি কহ—'তথাপিহ বিরহের লেশ ।
সহিতে না পারে ব্রজজন এই ক্রেশ ॥
তাহাদিগে হেন ব্যবহার যোগ্য নয় ?' ।
তাহাতে কহিয়ে শুন সিদ্ধান্ত যে হয়— ॥
সুহৃদ ভ বস্ত যে 'পরম প্রেম' হয় ।
অতি গোপনীয় দ্রব্য সেই ত নিশ্চয় ॥
তাহা অতি প্রিয়তম ব্রজবাসিনজনে ।
শ্রীনন্দনন্দন যে করেন সমর্পণে ॥
দাতা-শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের এই ব্যবহার ।
কিন্তু তাহা বিরহেতে হয় ত প্রচার ॥
বিরহে পরমপ্রেম বিশেষ সে জানি ।
সেই-লাগি অন্তর্দ্বান—আমি এই গানি ॥

মথুরা-ব্রজভূমিতে যেন বিরহেন ।
তেমত গোলোকে লীলা শ্রীকৃষ্ণ করেন ॥
উদ্ধভাগে—গোলোক, অধোতে—বৃন্দাবন ।
এইমাত্র উভয়ের ভেদের কল্পন ॥
কিন্তু সেই ব্রজে নন্দপ্রভৃতি-সংহতি ।
যদুপি সৰ্বদা কৃষ্ণচন্দ্রো বিহরতি ॥
তথাপিহ কোন ষাণ্ডুগের শেবে ।
সকলেতে দর্শন করয়ে সবিশেষে ॥
অন্তকালে—পরম একান্ত ভক্ত সেই ।
কদাচিত দর্শন করয়ে সুখে যেই ॥
গোলোকে সৰ্বদা তত্ত্রগত সর্বজন ।
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের লীলা করেন দর্শন ॥

গরুড়প্রভৃতি নিত্যপার্ষদ যেমন ।
বৈকুণ্ঠলোকে প্রভুর নিকটেতে রন ॥
তেমত গোলোকে সে নন্দাদি সমুদয় ।
নিত্য প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সুনিশ্চয় ॥

মথুরা-গোকুলে আর উর্দ্ধে গোলোকেতে
দুইতে অভেদরূপ—ধামের ঐক্যেতে ॥
নন্দাদি যতক ভোম গোকুলনিবাসী ।
নিজ-প্রাণনাথ-কৃষ্ণসংহিত বিলাসী ॥

উক্ত দুইধামে ভগবানের সংহতি ।
 যদুচ্ছাক্রমেতে নানামতে বিহরতি ॥
 সাধকসকল করি যেমত উপায় ।
 গোপালক পাইতে যোগ্য হয় সর্বদায় ॥
 তাদৃশ উপায়ে ভোগ্যগোকুলমণ্ডলে ।
 শ্রীকৃষ্ণ দেখিতে শক্ত হয় ত সকলে ॥
 ইহাতে বিশেষ আছে—যদি কোনজন ।
 কতু ভ্রজে কোনমতে করয়ে দর্শন ॥
 তবু সব-পরিবার-সহ ক্রীড়ারত ।
 দেখিতে না পায়, এই শুন সাধুমত ॥
 সেইমত ক্রীড়াকারী কৃষ্ণ কদাচিত ।
 যতপি দর্শন করে কেহ ভাগ্যোদিত ॥
 কিন্তু তাঁর নিত্য পরিবারের ভিতরে ।
 প্রবেশি যাহাতে যথা-ইচ্ছায় বিহরে ॥
 হেন প্রসাদবিশেষ লাভ নাহি হয় ।
 কহিলাম মম মত তোমারে নিশ্চয় ॥
 ওহে ভাত । তাদৃশ শ্রীগোপালদেবের ।
 পাদসরোজের লীলামাধুরীভাবের ॥
 অনির্বচনীয় সব তুমি কি প্রকারে ।
 হইতেছ উৎসুকবিশিষ্ট দেখিবারে ? ॥
 যদি কহ—‘আপনারা ছায়েন মহত ।
 তোমাদের অনুগ্রহে কি না সিদ্ধিগত ? ॥’
 তাহে শুন—ওরে ভাই ! ইহা সত্য জান ।
 শ্রীগোপালকপ্রাপ্তি অতি দুর্ভট-বাখ্যান ॥
 ‘গোপ্তির উপায় তার দুর্ভটাতিশয় ।’
 এই ত আমার হয় পরম নিশ্চয় ॥
 পশু-পক্ষি-কীট-আদি যত প্রাণিগণ ।
 প্রায় নাহি সবে হিতাহিত-বিবেচন ॥
 সেই প্রাণিগণ-মধ্যে মনুষ্যসকল ।
 হিতাহিত-বিবেচনা-বিশিষ্ট কেবল ॥
 সে-সব-মনুষ্য-মধ্যে কতকজনর ।
 আত্মে যথোক্তমত আচার-বিচার ।
 হয় ত তাহারা অর্থকামপরায়ণ ।
 ধনভোগে রত—ধর্মপর নাহি হয় ॥
 কেহকেই যদি ধর্মপরায়ণ হন ।
 তাহা যশঃপ্রাপ্তিহেতু, স্বর্গহেতু নয় ॥
 অতি অল্প লোক স্বর্গপ্রাপ্তির কারণ ।
 নিশ্চিত করয়ে কিছু ধর্ম-আচরণ ॥
 তাহাতে নিকামকর্মে কত জন রত ।
 নিকামিগণের মধ্যে অরাগী কেহ ত ॥
 অন্তরে বৈরাগ্যযুক্ত—মুক্তি-ইচ্ছু তার ।
 ইহাতে বিশেষ কিছু ব্যবহ বিস্তার ॥

নিকামকর্মেতে রত-হৈলে অরাগিষ ।
 সিদ্ধ হয়, তবু কাম-সাক্ষাৎ-ত্যাগিষ ॥
 অতি মহাফল হয় এই সে কারণ ।
 রাগশূন্য-মন-জন পৃথক্ কখন ॥
 তাঁর মধ্যে হংস-নামা হয় কতজন ।
 যোগাভ্যাসে নিষ্ঠা ঐহাদের সর্বক্ষণ ॥
 তাঁহাদের মধ্যেতে পরমহংস কেহ ।
 পাইয়াছে আত্মতত্ত্ব ঐরা নিঃসন্দেহ ॥
 তাঁহারা নিশ্চয় কেহ কেহ মুক্ত হন ।
 তাঁহাদের মধ্যে জীবমুক্ত কোনজন ॥
 তাহাতে কেহবা হয় সিদ্ধ ইহা জান ।
 সিদ্ধ মুক্তিগণমধ্যে বিশেষত মান— ॥
 শ্রীকৃষ্ণভক্তিতে কেহ হয়েন তৎপর ।
 তাঁর ভক্তি বিনা অন্য না বাঞ্ছে অন্তর ॥
 যেহেতুক মহাশয় গভীরাত্তিপ্রায় ।
 মোক্ষে তুচ্ছ করেন সে স্বল্পমুখি তার ॥
 ভক্তিরত যতজন তাহার ভিতরে ।
 শ্রীমদ্ভদ্রনগোপাল-পাদপদ্মবরে ॥
 রত-মন সব সুদুর্লভ অতিশয় ।
 তাঁর পূর্ণ কৃপা বিনা না হয় নিশ্চয় ॥
 অর্থ-কাম-ধর্ম-মোক্ষ-ভক্তি-আদি করি
 তাদের সাধন ক্রমে অল্পত্ব বিবরি ॥
 অর্থ কাম—কাম-বাক্য-মানসের আর ।
 বিবিধ ব্যাপারে জাত হয় ত বিস্তার ॥
 তাহার সাধন হৈতে ধর্মের সাধন ।
 অল্প হয় শাস্ত্র-বিধি-নিয়মকারণ ॥
 তাহা হৈতে অল্প সন্দেহের সাধন ।
 মোক্ষের সাধন তাহা হৈতে অল্প হন ॥
 তাহা হৈতে শ্রবণভক্তির সাধন ।
 স্বল্প হয় অতি গোপনীর কারণ ॥
 সাধনজ্ঞাপক শাস্ত্রসব আছে যত ।
 তাহাদের বচনেরো রীতি সেইমত ॥
 অর্থকামশাস্ত্র হৈতে ধর্মশাস্ত্র অল্প ।
 তাহা হৈতে গুচহেতু মোক্ষশাস্ত্র স্বল্প ॥
 তাহা হৈতে ভক্তিশাস্ত্র স্বল্পতর হয় ।
 অতিশয় গোপনীয়হেতু সুনিশ্চয় ॥
 তাথে কৃষ্ণপাদপদ্ম-প্রেমপরায়ণ ।
 শাস্ত্র অতি অল্প—সুদুর্লভের কারণ ॥
 সেইসব-শাস্ত্র-মধ্যে ধর্ম-আদি-পর ।
 বচনের অল্পকতা জানিবে বিস্তর ॥
 এই প্রকারেতে যত হয় ত সাধন ।
 তদ্বোধক গ্রন্থ আর তাহার বচন ॥

ক্রমে স্বল্পহেতু ভক্তি অতি দুঃসাধন ।
 তাহাতে শ্রীমদনগোপাল-শ্রীচরণ-
 বিষয়-প্রেমপর যেই ভক্তি হয় ।
 অতি-পরম-দুর্লভ জিনিবে নিশ্চয় ॥
 কেবল তাঁহাতে লভ্য শ্রীগোলোক যেই ।
 এইমতে দেখাইলা সুহৃৎ সেই ॥
 শ্রীমদনন্দন-পাদপদ্মের বিষয় ।
 প্রেমভক্তিক্রিয়ুক ব্যক্তি যতেক আহর ॥
 তার মধ্যে শ্রীমতী-শ্রীগোপিকা-সমান ।
 তাবস্ত পদ দুর্লভতর জান ॥
 এ আশয়ে কহেন নারদ মুনিবর—
 মদনগোপালপদ-ভক্তের ভিতর ॥
 কাহাদের যে-কোনো বিশেষ আছে ভরি ।
 তাহার কখনে আমি নহি অধিকারী ॥
 এত কহি নারদ উদ্ধবে আলিঙ্গিয়া ।
 কহেন সদৈশ অতি বিনয় করিয়া— ॥
 বিশেষ যে আছে তুমি তাহার কিঞ্চিৎ ।
 বলহ আপনি হে উদ্ধব ! প্রকাশিত ॥
 নারদের অভিপ্রায় জন্মিয়া উদ্ধব ।
 প্রেমে পরিপূর্ণ হইলেন গাত্রে সব ॥
 বারম্বার ভূকে স্পর্শ করি নিজশির ।
 করিতে লাগিলা গান উদ্ধব সুধীর— ॥

যথা (ভাঃ ১০।৪৭।৬৩)—

বন্দে নন্দব্রজস্বামী পাদপদুমলীলকঃ ।
 কণ্ঠে মহাভিতে ব্যগ্র ধরি দন্তে তুণ ।
 নারদের পদ ধরি হরিদাস বন— ॥

যথা চ (ভাঃ ১০।৪৭।৬১)—

আসামাহো চরণেজ্জ্বলমহা ত্যাং ।
 বন্দেদাবনে কিমপি গুণলভ্যবধীনাম্ ।
 বা দুস্ত্যজঃ স্বজনমাধিপত্যকং হিবা
 ভেজুয়ু কুলপদবীঃ স্খতিভিবিমুগ্যাম্ ॥
 প্রেমপরিপাক হই বিকারের চয় ।
 কম্প-স্বৈদ-পুলকাস্প-আদি সমুদয় ॥
 তাহে ব্যাপ্ত পুনঃপুনঃ করিয়া কুর্দন ।
 গান গান উদ্ধব পুনঃ প্রেমে বন— ॥

তথাচ (ভাঃ ১০।৪৭।৬০)—

নায়ে শ্রিগোষ্ঠ উ নিতাত্তবতঃ প্রসাদঃ
 স্বসৌমিতাঃ নলিনগন্ধকটং কুতোভ্যতাঃ ।
 রাসোৎসবেত্য ভক্তদগুদীতকঠ
 লঙ্কাশিবাঃ ব উল্লাসজ্জস্মরনাম্ ॥

এইমতে ভাগবতবক্তি-শ্লোকগণ ।
 গোপিকার মহিমা করিতে নির্দারণ ॥
 শ্রীউদ্ধবমহাশয় করিলেন গান ।
 বিবেচনা করি বুঝা এসব আখ্যান ॥
 এইমতে নিজেষ্টদেবের দুর্লভতা ।
 জানিয়া দুঃখিত অতি হইল সন্মতা ॥
 আমারে এরূপ দেখি নারদ তখন ।
 বিস্মিত উদ্ধবগানে কহেন বচন— ॥
 এই ত উদ্ধব হরিদাস হরিপ্রেষ্ঠ ।
 অখিলবৈষ্ণবগণমধ্যে অতি শ্রেষ্ঠ ॥
 যে গোপীগণের পাদপদুমলিগণ ।
 'বন্দে নন্দ'-শ্লোকে বহু করেন বন্দন ॥
 যেই গোপিকার পাদপদুমলিগণের ।
 রেণু-স্পর্শ-সৌভাগ্য ভঞ্জন বিমলের ॥
 হেন তৃণজন্ম বৃন্দাবনের ভিতরে ।
 'আসামাহো'-শ্লোকেইতে চাছেন নিরন্তরে ॥
 কুঙ্গিণী হবিব প্রিয়া প্রসিদ্ধা আহয়ে ।
 তাক্ত-কুলকল্যাণ্য হরির আশয়ে ॥
 কৃষ্ণ কহিলেন বাণী কোশল সম্বতী ।

তথাপি (ভাঃ ১০।৬০।১৭)—

তথাস্থানোহন্যকপঃ বৈ ভক্ত্যঃ স্মরিত্বভম্ । ইতি ।

শুনি মৃততুলা যেই ঠৈয়াছিল। সতী ।
 সেই ত কুঙ্গিণী যেই গোপিকাসবার ।
 সৌভাগ্যের গন্ধ নাহি পান মনদ্বার ॥
 স্বর্গদেবীজ্যায় নাবীমধ্যে শ্রেষ্ঠতমা ।
 সত্যতামা-কালিন্দীপ্রতি সপ্ত সমা ॥
 তাঁহারও সে সৌভাগ্যগন্ধ নাহি পান ।
 কোথায় পাবেন ইহা বিচারিয়া জান ॥
 রোহিণীপ্রতি অজ্ঞা নচিনী যতেক ।
 কোথায় অর্থাৎ দূরে আছেন প্রত্যেক ॥
 সে সৌভাগ্যকলের লেশের ভাজন ।
 কোন কৃষ্ণপ্রিয়া নহে—জান বিলক্ষণ ॥
 সেইসব গোপিকার মাহাত্ম্যবর্ণনে ।
 আমি অতি বরাক—হইয়ে কোন জনে ? ॥
 তথাপি যে বর্ণনাম, তার হেতু এই— ।
 মম জিহ্বা চঞ্চলা—না রাখে ধৈর্য্য সেই ॥
 অতএব কহি শুন পরম অদ্ভুত ।
 শ্রীভ্রজনাথের মিত্র ওহে গোপমুত ! ॥
 কৃষ্ণপ্রেমভক্তশ্রেষ্ঠ এই ত উদ্ধব ।
 তাঁর সারকৃপাবিশেষের ভাগ্যসব ॥

যত পরম শ্রীভগবতী গোপিকার ।
প্রেমভর দেখিলেন সাক্ষাতে প্রচার ॥
তাহাদের অতিশয় কুপার ভাজন ।
গোপনীয়-নিজ-ভাব-প্রকাশ-কারণ ॥
আবালা যে সেবিলেন ইষ্ট কৃষ্ণে রঙ্গে ।
তার সঙ্গ ভুলিলেন গোপিকার সঙ্গে ॥
সেই ত উদ্ধব যেই গোপিকা বিষয় ।
পরম উৎকর্ষ সদা করেন নিশ্চয় ॥
করিয়া দৈদৃশ বন্দনাদি-বাবহার ।
যে কহেন, সে অত্যন্ত সম্ভব তাঁহার ॥

যেই ত অক্রুর হন স্বফলনন্দনে ।
ক্লেশকর্মহেতু অপরাধী ব্রজজনে ॥
ভক্তিরসে স্পর্শ নহে যে নীরসজ্ঞান ।
তাহাতে পরমশুদ্ধচিত্ত সবিধান ॥
বাঙ্কিকোতে বাহরসিকতায় বিহীন ।
দয়াদ্রুতদয় হৈতে হীন অশ্রুদিন ॥
কংসদূত হৈয়া ব্রজে করিয়া গমন ।
কৃষ্ণপাদমুগ্ধস্বয় করিয়া ভাবন ॥
তাহাতে চঞ্চল হৈয়া দাষ্ট্য আপনার ।
হৃদয়েতে ভাবনা না করি বারবার ॥
সহিত গোপীর মহোৎকর্ষ-বর্ণনের ।
বর্ণিলেন প্রকৃষ্টতা কৃষ্ণচরণের— ॥

“ব্রহ্মা-শিব-আদি দেব, লক্ষ্মীদেবী আর ।
মুনি সাংসারের গণ পুঞ্জ পদ ধার ॥
অমুচয়সহ বনে সে গাবা চরায় ।
গোপীকুচকুমুমেতে ব্যাপ্ত আছে যায় ॥
পতিত হইবে পাদপদ্মমূলে যবে ।
শিরে হস্তপদ্ম ধরিবেন প্রভু তবে ॥
যে হস্তে অভয় দেন শরণাগতেরে ।
কালভুজঙ্গের বেগে উদ্বিগ্নজনেরে ॥
পূজাদ্রব্যাদিক সমর্পিয়া যেই করে ।
ইচ্ছত পাইল ইচ্ছ জগত-ভিতরে ॥
কিঞ্চা ‘কৌশিক’-শব্দেতে বিশ্বাসিত হয় ।
তিহ করিলেন রামচন্দ্রে পূজায় ॥
তাহাতে তাঁহার পাদপদ্ম-ভজনের ।
পাইলা আনন্দ আত্ন মাহাভাগ্যগণের ॥
সেইরূপে বলি তাঁর করিল পূজন ।
যাহে দ্বারে দ্বারী হইলেন শ্রীবামন ॥
কিঞ্চা বলি ত্রিজগতে পাইবে ইচ্ছ ॥
প্রসিদ্ধ এসব কথা পূজার মহত্ত্ব ॥
সৌগন্ধিকগন্ধায় গন্ধ চরণের ।
স্পর্শে দূর করে শ্রম ব্রজদ্রীগণের ॥”

ইত্যাদি অক্রুর বহু করিলা প্রার্থন ।
দশমস্কন্ধেতে তার দেখ বিবরণ ॥
ভীষ্ম—কৃষ্ণ-পাণ্ডব-গণের পিতামহ ।
দ্বৈনৈষ্টিক ব্রহ্মচর্য্য নিষ্ঠ অহরহ ॥
ক্ষত্রিয়ের জাতি-হেতু যুদ্ধ না ত্যজিলা ।
গুরু-শ্রীপরশুরাম-সহিত যুঝিলা ॥
অর্জুনসারথি-ভগবানের অঙ্কেতে ।
মারিলা নিষ্ঠুর বাণগব যে রঙ্গেতে ॥
তিহ ব্রজাঙ্গনার উৎকর্ষনিরূপণে ।
অন্তকালে ভগবানে করিলা স্তবনে— ॥
“ললিত-গতি-বিনাস, চারু হাসে আর ।
প্রণয়-স্কন্ধে শ্রেষ্ঠ সব গোপিকার ॥
কৃষ্ণের বিরহে অত্যন্ত প্রেম-আবির্ভাবে ।
উন্মাদেতে অকৃত্যয় নিরন্তর-ভাবে ॥
ইহ-পরলোকের নে সাধ্যাদি সাধন ।
সকলবিষয়ে দৃষ্টিশূন্য গোপীগণ ॥
গোবর্দ্ধনধারণাদি লীলা কৃষ্ণকৃত ।
করিলেন গোপীসব তার অমুকৃত ॥
কৃষ্ণের স্বভাব যেই জগতপূজ্যত্ব ।
আকারে সচ্চিদানন্দ জগদ্বিস্তারত্ব ॥
বাৎসল্যাদি সব গোপবধুর শরীরে ।
আগমন করিলেক নিশ্চয় স্থান্বরে ॥”

পুন যাবে যুধিষ্ঠিরনগর হইতে ।
কৃষ্ণচন্দ্র দ্বারকায় উত্তত যাইতে ॥
সেইকালে তাহারে ত করিয়া দর্শন ।
পরস্পর কহিলেক পুরনারীগণ— ॥
“এই ত দৈবের কৃষ্ণমাহাধীর গণ ।
ব্রতশ্রাদ্ধাদির দ্বারা বহুত অর্চন ॥
নিশ্চয় করিল, যাহে শুন সখি । সার ।
কৃষ্ণের অধরামৃত পীয়ে বারবার ॥
যাহার আশয়ে যত ব্রজাঙ্গনাগণ ।
অত্যন্ত পাইলা মোহ চিত্তে অমুক্ষণ ॥”

ইথে দেখ ক্রীড়ণ্যাদি হৈতে গোপিকার
মহিমা বিশেষ হৈল স্মৃতিত প্রচার ॥
যেহেতু তাঁহারা পান করিবারে পারে ।
অরণমাত্র ত গোপী যোহে প্রেমদ্বারে ॥
যজ্ঞাপি শ্রীন্ন-যশোদাদির সমান ।
ভাবিতে গোলোকধাম সাধকেতে পান ॥
তথাপিহ প্রায় গোপীসদৃশভাবনে ।
গোলোকে সর্বথা মনোরথের পূরণে ॥
ফলাবিশেষের তথা সম্পাদন হয় ।
কহিলু নিগূঢ় সব তোমায় নিশ্চয় ॥

কহে গোপকুমার—এপ্রকার কথন ।
 কহিয়া নারদ মোরে কৈলা আলিঙ্গন ॥
 প্রেমরূপ সাগরেতে নারদ স্নান ॥
 কম্পপুলকাক্ষর তরঙ্গে হৈলা মগ্ন ॥
 বর্ণনে চঞ্চল জিহ্বা দন্তেতে কাটিয়া ।
 পাইলা বিবিধ দশা বিচিত্র নাচিয়া ॥
 কণকালে শ্রীনারদ সুস্থতা পাইয়া ।
 দৈজ্ঞবৃক্ষ-মন তবে আমারে দেখিয়া ॥
 মধুর বাক্যের দ্বারা করিয়া সান্বন ।
 পুনর্বার আমারে নারদমুনি কন— ॥
 এককল বৃন্তান্ত যে কহিলু তোমায়ে ।
 সর্বত্র করিবে সদা গোপন তাহারে ॥
 পরম ঐশ্বর্যভর প্রকট যেখানে ।
 বিশেষে করিবে তথা গোপনবিধান ॥
 তখন বৈকুণ্ঠে বহু সিদ্ধান্ত কহিলু ।
 কিন্তু গূঢ় এই কথা নাহি প্রকাশিলু ॥
 তবে প্রেমমাধুর্য্যেতে হৈয়া চঞ্চলিত ।
 এখায় উদ্ধবগৃহে কহিলু কিঞ্চিত ॥
 উদ্ধবের আপনার, আর সে তোমার ।
 শপথ করিয়া কহি শুনহ প্রচার— ॥
 সেই শ্রীগোলোকধাম দুঃসাধ্য এখায় ।
 সাধনো তাহার দুঃসাধ্য ত সর্বদায় ॥
 ‘মর্ত্যালোকবর্তী’ যে মথুরা বৃন্দাবন ।
 তাহাতে তাহার সিদ্ধি হয় সর্বক্ষণ ॥
 এই গূঢ় অভিপ্রায় ইহাতে আছয় ।
 পশ্চাত হইবে স্পষ্ট এ এথা নিশ্চয় ॥
 কিন্তু এক হিত উপদেশের কথন ।
 আমা হৈতে এইক্ষেণে করহ গ্রহণ— ॥
 পুরুষোত্তম-নামে ক্ষেত্র পূর্বে ভূমে যেই ।
 দেখিলে, নিকটে এখা বিরাজিত সেই ॥
 তাহাতে স্রুতদ্রা-বলরামের সহিত ।
 শ্রীপুরুষোত্তম করে লীলা আচরিত ॥
 কালিন্দীর তীর গোবর্ধন বৃন্দাবনে ।
 স্বয়ং যেই লীলাসব কৈলা আচরণে ॥
 সর্বাবতারের এক হয়েন নিধান ।
 সেমত চরিত সব করেন বিধান ॥
 যদি কহ—মদনগোপাল মম মন ।
 হরিলেন, অস্ত রূপ না হয় রোচন ॥
 তাহে শুন—সেই দেব যারে বোচে যেই ।
 নিশ্চয় ভক্তকে দেখায়েন রূপ সেই ॥
 সেই ক্ষেত্র শ্রীকৃষ্ণের সদা প্রিয় হয় ।
 যেমত শ্রীমথুরা তেমত সুনিশ্চয় ॥

তাহার পরমৈশ্বর্য্যভরের প্রকাশ ।
 লোক-অমুসারি-ব্যবহার রম্য বাস ॥
 বাইয়া তথায় জগন্নাথের দর্শনে ।
 যত্বাপি নাহিক হয় তৃপ্তি তব মনে ॥
 থাকিহ তথাপি সেখা নিভেষ্ঠপ্রাপ্তির ।
 উপায় হইবে, ব্রজতুল্যস্থান স্থির ॥
 তাহার সাধন ‘প্রেম’—প্রেমের আশ্রয়- ।
 গোপীপ্রাণনাথপাদসরোরুহদ্বয় ॥
 ব্রজ-শ্রীমথুরা-গোলোকের প্রেম সেই ।
 অন্তসজাতীয় নিজ নাহি রাখে সেই ॥
 সেই ত প্রেমের আদিকারণ নিশ্চয় ।
 পরম শ্রীকৃষ্ণের করুণা অতিশয় ॥
 কাহারো সাধন বিনা হয় ত উদয় ।
 কাহারো সাধনক্রমে,—এ প্রকারবয় ॥
 তাহার উদয়েতে শ্রীকৃষ্ণকৃপাতর ।
 হয় আদিকারণ জানিবে নিরন্তর ॥
 যেন কোন দাতা ব্যাক্ত হৈতে কোন জন ।
 পাককৃত অন্ন পায় করিতে ভোজন ॥
 কেহবা ততুল-পাত্র-কাষ্ঠ-আদি সব ।
 পাক করিবার দ্রব্য পায় ত বিতব ॥
 বাহারে যেমত দিতে উপযুক্ত হয় ।
 তাহে সেইমত দাতা দেয় সুনিশ্চয় ॥
 সাধকজন্য সাধনের ক্রম বাহা ।
 শাস্ত্র-অমুসারে আমি কহি হইবে তাহা— ॥
 ব্রজ-গোপ-গোপিকার দাস্তার ইচ্ছায় ।
 লোকাতুল্যারেতে শ্রেষ্ঠ-বন্ধু-বোধ তায় ॥
 দৈব-বৃত্তিতে ভয়াদিতে বিষয় হয় ।
 তাহারে তাজিয়া প্রেম অর্জ্জিবে নিশ্চয় ॥
 পরমেশ্বরবদৃষ্টে ভয়াদি গোরব ।
 উৎপন্ন হইয়া প্রেমহানি হয় সব ॥
 ব্রজলীলা-ধ্যান-গান প্রধান যাহাতে ।
 হেন ভক্ত্যে সেই প্রেম হয় সম্প্রদাতে ॥
 প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের নামসঙ্কীর্ণনে ।
 প্রকাশিতমান সেই প্রেম সর্বক্ষণে ॥
 প্রেমের সাধন অন্তরঙ্গ—সঙ্কীর্ণন ।
 এহেতুক গান হৈতে বিশেষে কথন ॥
 সেই প্রেমে অতিপ্রীতিবৃক্ষজন-সঙ্গে ।
 অত্যন্ত প্রকাশ পায় আপনি সে রঙ্গে ॥
 তথাপি সে বস্তু অতি প্রযত্ন করিয়া ।
 গোপন করিবে তাহা সতর্ক হইয়া ॥
 অভিব্যক্ত হৈলে প্রেম না হয় গোপন ।
 ব্যক্তের পূর্বেতে করিবেক সংবরণ ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়কীড়াবনেতে বিরলে ।
 বাস করি সাধনাচ্ছানের সকলে ॥
 তাহাচার্য্য সেই প্রেম করিবে বিস্তারে ।
 হইবে সম্পন্ন শীঘ্র এই ত প্রকারে ॥
 ‘কর্ম’—আপন-আপন ধর্মের আচার ।
 ‘জ্ঞান’—আত্মা-অনাচার হয় ত বিচার ॥
 ‘যোগ’—অষ্টাঙ্গ বৈরাগ্য-জপাদিক যোগে ।
 তাহার সাধন হৈতে দূরে স্থির সেই ॥
 অতএব সে-সকলে করি অনাদর ।
 শ্রবণাদিতত্ত্ব-নিষ্ঠ হইবে নিরন্তর ॥
 ইহ-পর-লোক দেহ-দৈহিকাদি সবে ।
 সাধ্যসাধনাদি কার্য্য-নিরপেক্ষ হবে ॥
 সে-সকলে ঔদাসীন্ত করিবে ভূষিত ।
 দৈন্ত মূল সেই প্রেমে হয় ত নিশ্চিত ॥

দৈন্ত যথা—(বু: ভা: ২।১২।১৯) —

যেনাসাধারণশক্তাধমবুদ্ধি: সদাশ্রয়ি ।
 সর্বোৎকর্ষাধিত্তেপি স্যানবুদ্ধৈর্দৈন্তমিবাচে ॥
 সর্বযতে শ্রেষ্ঠ হইয়াও আপনাতে ।
 অত্যন্ত-অশক্তাধম-বুদ্ধি হয় যাতে ॥
 শাস্ত্রের লিখিত বিধি-নিষেধ-পালনে ।
 পছন্দানুভাবে ভবভয়-আলোচনে ॥
 রোদনাদিকারণ পরম ব্যাকুলতা ।
 পণ্ডিতেরা ‘দৈন্ত’ তারে কহেন ক্ষুণ্ণতা ॥
 যেই কার্য্যব্যাপারে বা মনের ব্যাপারে ।
 দৈন্ত স্থির হয়—অতি যত্ন করি তারে ॥
 ভজিবে বিধান—পুন বিবুদ্ধ সকল ।
 তাহার যে হয়—সব বজ্রিবে বিরল ॥
 পুরুষের প্রবৃত্তিতে সাধ্য দৈন্ত এই ।
 এবে তনু কৃষ্ণপ্রসাদজ দৈন্ত যেই— ॥
 প্রেমপরিপাকে দৈন্ত উত্তম জন্ময় ।
 কৃষ্ণের বিরোগে গোপিকার যেন হয় ॥
 মধুরাগমন-আদি-বিরহ-কারণ ।
 শ্রীরাধিকাদির যেন দৈন্ত-উৎপাদন ॥
 শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহবিশেষেতে প্রায় ।
 তাঁর মাধুর্য্যাদি অমৃতবের দ্বারায় ॥
 প্রেমবিশেষের উদয়ে বিরহ হয় ।
 তাহার লাগিয়া দৈন্ত বিশেষ জন্ময় ॥
 যতযত প্রেমপরিপাক জন্মে নরে ।
 তততত দৈন্তের উদয় তাহে করে ॥

যদি কহ—‘দৈন্ত প্রেমফল যে কহিলে ।
 অবুদ্ধ সে, ‘প্রেম’ সকলের ফল মিলে ? ॥’

তাহে তনু—প্রেমে-দৈন্তে অতি তির নর ।
 আন্তরলক্ষণ মুখ্য অঙ্গ দৈন্ত হয় ॥
 দৈন্ত-পরিপাকে নিত্য প্রেম রিত্তারয় ।
 পরস্পর দৈন্ত আর প্রেম এই হয় ॥
 কার্য্যকারণত পোষ্য-পোষকত হয় ।
 উভয়ের উভয়েতে পোষ্যতা করয় ॥
 ওহে তাই ! প্রেমের স্বরূপ যেই হয় ।
 প্রেমজ্ঞসকল তাহা বিশেষ জানয় ॥
 অতএব তাহা কহিবারে শক্ত নই ।
 তটস্থলক্ষণ তার কেবল সে কই— ॥
 চিত্তের আত্মত-হেতু যাহাতে সে হন ।
 কম্প-বেদ-পুলকাদি বাহ্যের লক্ষণ ॥
 সেই-প্রেম-বৃক্ষ-সকলের হয় যত ।

দাবানল-শিখা—যমুনার-জলমত ॥
 যমুনার জল—অগ্নিশিখামত হয় ।
 বিষ—সুখাতুল্য, সুখা—বিষসম রয় ॥
 মরণ—সুখদ, পীড়া-বৈবব—জীবন ।
 বিপরীতজ্ঞান প্রেমস্বভাবে ক্ষুরণ ॥
 সন্তোগে-বিরোগ যেই ভেদ সে ভাহায়ে ।
 যেই প্রেমে বিবেচিত্তে সাক্ষাত না পারে ॥
 ঘন হিমচয় যেন থাকে কোন স্থানে ।
 তাহার স্পর্শনে অগ্নিস্পর্শতুল্য মানে ॥
 তেমত সন্তোগানন্দে প্রেমের স্বভাবে ।
 বিরহ-ফুটিতে দুঃখ হয় অস্বভাবে ॥
 আর সেই প্রেমবস্ত্র বুঝ না হয়— ॥
 আনন্দসমূহ কিবা মহাশোকময় ॥

যে প্রেমের সম্পত্তির উদয়-কারণ ।
 মহা উদয়ের জায় হয় আচরণ ॥
 যেই প্রেম বিনা নববিধা কৃষ্ণভক্তি ।
 কদাচিত্ত সুখ নাহি করে অভিব্যক্তি ॥
 লবণ-বাতীত যেন ব্যক্তনাদিচয় ।
 কৃধা বিনা যেন ঋতুদ্রব্যসমূহয় ॥
 অর্ধবোধব্যতিরিক্ত শাস্ত্রপাঠ যেন ।
 ফল বিনা উপবনে সুখ না জন্মেন ॥

প্রেমের সামান্য কিছু কহিলু লক্ষণ ।
 কহিতে না পারি তার বিশেষ কথন ॥
 শ্রীরাধিকা-আদি যেই ব্রজগোপীগণ ।
 তাঁদের শ্রীকৃষ্ণপ্রেম যে অসাধারণ ॥
 তার তত্ত্ব কহিবারে কেমনপ্রকারে ।
 সমর্থ হইব ? এই কহিলাম সারে ॥

কৃষ্ণ মধুপুরী গেলে তাঁর গোপিকার ।
 প্রলয়াগি হৈতে তীত্র হৈল সবারায় ॥

সে ভাবের হেতু 'প্রেম'—এই তত্ত্ব তার ।

ভটস্থলক্ষণদ্বারা কহিলাম সার ।

উক্ত হৈল যে-পর্যন্ত—ইহা বহি আর ।

না হউক অভিলাষ বৃথিতে তোমার ।

এইমতে প্রেম নাহি হয় নিক্রপিত ।

কোনপ্রকারেতে যত্নে কহিলুঁ কিঞ্চিত ।

তাহাও তব হৃদয়ে প্রতীতি না হবে ।

তেন প্রেমবান্ লোক না দেখিবে যবে ।

গোপীগ'-মধ্যে শ্রেষ্ঠা কৃষ্ণপ্রিয়া অতি ।

পরমপ্রেমাতিশয়যুক্তা ভগবতী ।

শ্রীরাধায় কখন দেখিবে তুমি যবে ।

যুক্তিমান্ প্রেম অমৃতত্ব হবে তবে ।

তিহ যদি সেই প্রেম পারেন কহিতে ।

তব শক্তি হৈলে তবে পারিবে শুনিতে ।

রাধাসম নিজ-প্রেম-স্ববিস্তারকার ।

যদি হয় শ্রীকৃষ্ণের মহা অবতার ।

কদাচিৎ শ্রীরাধার হয় অবতার ।

তবে সেই প্রেম অমৃত্যু পায় সার ।

হে মথুরাজন্মভূমিজাত ! স্মৃতিচয় ।

শ্রীগোলোকনাথের সে কুপার আলয় ।।

সে-হেতুক ইষ্টসিদ্ধি দ্রুপ্তি নহিবে ।

মম সম নহ, মনস্কামনা পূরিবে ।

আপনার প্রয়োজনসিদ্ধির কারণ ।

সেই ক্ষেত্রে শাস্ত্র তুমি করহ গমন ।

নারদের উক্তি দ্বারা এই ত প্রকার ।

ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তম হৈতে দ্বারকায় ।

ন্যূনত্ব হইল, তাহা না সহিতে পারি ।

দ্বারকানাথের এক তক্ত অধিকারী ।

শ্রীউদ্ধব—'সেক্ষেত্রে কৃত্য দ্বারকায় ।

সিদ্ধ হ'ল—এই কথা কহিছেন তার ।

শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে প্রভুর যেমত ।

প্রিয় হয়—শ্রীদ্বারকাপুর দেহমত ।

পরম ঐশ্বর্য আর লৌকিক উচিত ।

কার্যে বেন ক্ষেত্রে—তেন ইহো বিভূষিত ।

আমাদের প্রভু এ শ্রীদৈবকীনন্দন ।

দাক্ষত্বময়মুক্তি করিয়া ধারণ ।

তার প্রেমে আত্ম'মন ক্ষেত্রবাসিগণে ।

নিরন্তর হর্ষসব দিব্যার কারণে ।

শ্রীপুরুষোত্তমে স্থির হৈয়া বর্তমান ।

করেন সর্বদা ক্রোড়া অনেকবিধান ।

সেই বস্তু সেই ক্ষেত্রে মধ্যে সিদ্ধ হয় ।

এখানেও তাহা সিদ্ধ হয় স্মৃতিচয় ।

তাহে নাহি উভয়েতে ভেদ স্মৃতিশ্রুতি ।

কিন্তু নাহি হবে ইষ্ট সিদ্ধ বিকল্পিত ।

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে রুত লীলাসমুদায় ।

সেই ক্ষেত্রে দেখি অমূল্যকরণদ্বারায় ।

কিষ্ণা গীতাদির দ্বারা করিয়া শ্রবণ ।

ইষ্টপ্রাপ্তিভ্রম শোক হইবে তখন ।

সেই ক্ষেত্রে জগন্নাথমুখাজনর্শনে ।

আর মহাপ্রসাদান্ন-লাভের কারণে ।

রথযাত্রা-আদি যেই হয় ত উৎসব ।

তাহে হবে মনে ক্ষুতি-উল্লাস-বিভব ।

সে-লাগি দীনতা নাহি হইবে ক্ষুরণ ।

ইষ্ট সিদ্ধ নাহি হবে তথা কদাচন ।

শ্রীগোলোকপ্রাপ্তি যেই প্রেম হৈতে হয় ।

দৈত্ব বিনা সেই প্রেম না হয় উদয় ।

সেইলোক-লাভ বিনা নিশ্চয় ই'হার ।

উৎপন্ন না হইবেক কভু সুখভার ।

শ্রীপুরুষোত্তম পরদুঃখেতে কাতর ।

পুনর্বার ক্ষেত্রে হৈতে গোপপুত্রবর ।

মথুরা-গো;লে পাঠাইবেন ইহার ।

তবে কেন গোকুলে না পাঠায়েন তার ?

সেইস্থানে বন-নদী-গিরি-আদি যত ।

শুভ্রভার দেখিয়া যতেক সাধুসত ।

সদা হাহারব সব করেন বদনে ।

মহা সন্তাপেতে সদা দগ্ধ হয় মনে ।

আপনার প্রিয় যেই শ্রীনন্দনন্দন ।

সদা সর্বমতে তাঁর করে অধেষণ ।

সে-সব সতের দৈত্ব তথা উপজয় ।

তাহে প্রেম শ্রীনন্দনন্দনে নিতা হয় ।

তবে মস্তিষ্কে প্রীউদ্ধবের বচন ।

যুক্তিতে বর্দ্ধিত নিজপ্রিয় সে কথন ।

কিষ্ণা হৃদয়েতে ছিল ইহা সমুদায় ।

না কহিলা মত্তিবাক্যশ্রবণাপেক্ষায় ।

একণে শুনিয়া সব অতি প্রীতমনে ।

শ্রীনারদ ভগবান্ কহেন তখনে—

হে উদ্ধব ! ব্রজভূমিস্থিত সবজনে ।

প্রীতিমান্ তুমি—সত্য কহিলে বচনে ।

ইহার স্বরায় ইষ্টসিদ্ধির কারণ ।

কহিলে যে যুক্তি—সেই হিত সর্বক্ষণ ।

পরম-মাহাত্ম্য সেই ব্রজমণ্ডলের ।

জানেন আপনি সে নিশ্চয় সকলের ।

নিজেষ্টদেবতা কৃষ্ণে ত্যজিয়া যে-স্থানে ।

করিজে অনেকদিন নিবাসবিধানে ।

পুনর্বীর নারদ বৈষ্ণবপ্রিয়জন ।
 যাত্রাসিদ্ধিপ্রতি যত শুভ মূলক্ষণ ॥
 চতুর্দিকে দেখিয়া হইয়া হৃষ্টমন ।
 সর্বজ্ঞ আমার প্রতি কহেন বচন—॥
 হে শ্রীযুক্তব্রজবীরপ্রিয় । সে ভরায় ।
 নিজ প্রয়োজন সিদ্ধ জান সমুদায় ॥
 ওহে মহাতাগ । অতিশয় শোভমান ।
 পূর্বের করিলাম ইহা সব অজ্ঞান ॥
 অতুল্যসুখভরের প্রাপ্তসীমা হয় ।
 শ্রীবৈকুণ্ঠধাম—ইথে নাহিক সংশয় ॥
 তাহা হৈতে সুখাধিক শ্রীঅযোধ্যাপুরে
 দ্বারকায় তাহা হৈতে স্নেহের প্রচুরে ॥
 এসবস্থানেতে আগমনেও তোমার ।
 দুর্ঘট চিন্তের দুঃখ ঘটয়ে বিস্তার ॥
 সেই যত স্বর্গাদিতে সৌন্দর্য্যস্থানের ।
 অধিষ্ঠানকর্ত্তা-স্বামী-শ্রীভগবানের ॥
 পাদপদ্মদ্বয়দর্শনেও ঘটে তব ।
 মহল্লৌকাদিসবার অজ্ঞান সম্ভব ॥
 উপরে কথিত দুঃখ আর ত অজ্ঞান ।
 যেহেতু হইল তার কহি অজ্ঞান ॥
 নিজপ্রিয়বর স্বামী—মদনগোপাল ।
 তার পাদপদ্মদ্বয়-দর্শনে বিশাল ॥
 প্রণয়সমূহ বাটাইবার কারণ ।
 দুঃখ আর অজ্ঞান মানয়ে মোর মন ॥
 তাহা ন' হইলে এই বৈকুণ্ঠাদি ধামে ।
 কাহার কেমনে বা ঘটয়ে দুঃখগ্রামে ? ॥
 স্বর্গাদিক হয় জ্ঞানস্থান নিরন্তর ।
 তাহাতে অজ্ঞান কেনে ঘটয়ে দ্বন্দ্ব ? ॥
 অজ্ঞাতহেতুক মনঃকোভের রহিতে ।
 আর মহাকৌতুকেতে মহল্লৌকাদিতে ॥
 সর্বশ্রেষ্ঠমনোভিনিবেশের দ্বারায় ।
 অতি প্রেমে বিষ্ণুর দর্শন হৈল তায় ॥
 বিবিধ জ্ঞানেতে মনে চাঞ্চল্য জন্ময় ।
 অত্যন্ত ঔৎসুক্যভাবে ভাব নাহি হয় ॥
 তাহে ভগবানের করিলেও দর্শন ।
 সুখোদয় তাদৃশ না হয় কদাচন ॥
 অতএব ভাবে বিষ্ণু কৈলে বিলোকন ।
 তাহে সুখবিশেষ জন্মিল সেইক্ষণ ॥

সেইহেতু নিজ ভব দীর্ঘ চিরন্তন ।
 অতীষ্ট শ্রীমদনগোপালপ্রাচরণ ॥
 সন্দর্শন সিদ্ধ লাগি যাহ বুদ্ধ্যবন ।
 পৃথিবীর শোভা কীষ্টি যে করে বর্জন ॥
 সে স্থানে সাধনসব অচিরে নিশ্চয় ।
 হইবেক সত্য সাধু সম্পন্ন বিষয় ॥
 সর্ববৈকুণ্ঠোপরি বিরাজিত শ্রীমান্ ।
 গোলোক-প্রাপক সেই সাধন-বিধান ॥
 তবে নারদের বাক্যামৃতে হৈয়া প্রীত ।
 উজ্জত হৈলাম ব্রজে গমনে নিশ্চিত ॥
 মনে আকাজিত কৃষ্ণ-অজ্ঞা লইবারে ।
 এত বঝি কহিলেন উদ্ধব আমারে— ॥
 যদি তাঁর স্থান-ভিন্ন যাহ অত্র স্থানে ।
 তবে যাদবেজের আজ্ঞাপেক্ষা-বিধানে ॥
 সেই শ্রীমাধুর-ব্রজস্বধিকারী ভূমি ।
 দ্বারকা হইতে মহাপ্রিয় জান তুমি ॥
 এই দ্বারকায় তাঁর সাক্ষাত সেবার ।
 শ্রীকৃষ্ণচক্রে যত প্রীতি না জন্মায় ॥
 সেই ব্রজস্থানে বাস করিলে কেবল ।
 তাঁর প্রীতি দৃঢ়তর জন্ময়ে সকল ॥
 অতএব যাদবেজপ্রিয় সুবিরল ।
 ব্রজবাসিজনের আশ্বাস করি ছল ॥
 শ্রীমদব্রজভূমিনধ্যে বহুদিন ।
 করিলাম বাস আমি সুখেতে প্রবীণ ॥
 যদি কহ—‘তবে গমনাজ্ঞা না প্রার্থিব ।
 মঙ্গল দর্শন করি গমন করিব ? ॥
 তাহে মানি ব্রজভূমি গমনকরণ ।
 তোমার কামনা যেই মনেতে এক্ষণ ॥
 মদীশ্বর জানি সেই নিজপ্রিয়স্থানে ।
 লইবেন নিজপ্রিয় তোমারে বিধানে ॥
 তবে তাঁর বাক্যামৃত পান করি হিত ।
 হইলাম পরম-আনন্দেতে পুরিত ॥
 মোহপ্রাপ্তমত দ্বারকায় হইলাম ।
 বাহুদৃষ্টি মুদ্রিত কণেক করিলাম ॥
 কেহ যেন কোথায় আমারে লৈয়া যায় ।
 এইরূপ বিতর্ক তখন মনে ভায় ॥
 ‘কেনচিৎ’-শব্দের অর্থ শুনি দিয়া যন ।
 সাক্ষাত শ্রীভগবানে হইলে দর্শন ॥

তীরে ত্যজি অস্ত্র গমন স্থিতি আর ।
 দুই অসম্ভব হয়—জান এই সার ॥
 এইহেতু সাক্ষাত দর্শন না হইল ।
 ইহা-লাগি শ্রীউদ্ধব নিষেধ করিল ॥

তবে কণপরে চক্ষু করি উন্মীলন ।
 এই কুঞ্জে আপনারে দেখিলু তখন ॥
 শ্রীশঙ্করপদারবিন্দ করিয়া চিন্তন ।
 শ্রীজয়গোবিন্দ দাস করে নিবেদন ॥

ইতি শ্রীভাগবতানুশ্রেণ্যে গোলোকমাহাত্ম্যখণ্ডে প্রথমোধ্যঃ ।

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

যষ্ঠে গোলোকগমনং তত্র শ্রীকৃষ্ণলীলনাম্ ।

কৃপাবিশেষস্তত্ৰাখ লীলা তল্লোকবর্ণিনী ॥ ০ ॥

জয়জয় শ্রীঃচৈতন্ত্য দরায়র ।
 জয়জয় ভক্ত ভক্তি প্রেমসমাশ্রয় ॥
 জয়জয় নিত্যানন্দ অবধূতবর ।
 বিহ শ্রীচৈতন্তের দ্বিতীয় কলেবর ॥
 জয়জয় সীতানাথ অশেষসুন্দর ।
 জগত-উদ্ধার বীর কৃপার বিস্তার ॥
 জয়জয় ভক্তগণ করিয়ে প্রণতি ।
 বাহাদুর কৃপাবলে কৃষ্ণে হয় মতি ॥
 অবিরত গুরুপদ করিয়া চিন্তন ।
 বঠাধায়-কথা কহি শুন দিয়া মন ॥
 শ্রীগোপকুমার কহিছেন সবিতারে—
 উক্ত নারদের শিক্ষা-আদেশানুসারে ॥
 নিজশ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের নাম অল্পক্ষেণে ।
 সুখের কীৰ্ত্তন করি এই বৃন্দাবনে ॥
 আর তাঁর বৃন্দাবন-লীলা যতযত ।
 করিয়ে চিন্তন আর গান অবিরত ॥
 এই বৃন্দাবনে তাঁর লীলাস্থল সব ।
 দেখি যেই ভাব-দশা হইল উদ্ভব ॥
 লঙ্কা পাই ভাবি সে ভাবাদি নিজমনে ।
 অস্ত্রজনপ্রতি তাহা কহিব কেমনে ॥

সদা মহা-পীড়াহেতু কল্লণার স্বরে ।
 কান্দিয়া দিবস-রাত্রি গোঙাই কাতরে ॥
 চিরকাল সাধিলু যেন-সব অকুঠান ।
 সুখ কিছা দুঃখহেতু না জানি বিধান ॥
 কোনমতে ইহা মম নাহি হয় জ্ঞান ।
 কিবা দাবান্নিশিখার আছি বর্তমান ॥
 কিবা পরমমধুর নির্মল শীতলে ।
 বলি আছি আমি যমুনার মধ্যজলে ॥
 কখন এমন মনে করিয়ে নিশ্চিত ।
 কোন অতিশঠহস্তে আছিযে পতিত ॥
 সন্দেহ নিমগ্ন বহু দুঃখগিদ্ধারে ।
 কখনো সুখগন্ধও না স্পর্শে আমারে ॥
 এই উক্তপ্রকারেতে এই বৃন্দাবনে ।
 এই কুঞ্জে কতদিন কৈলু নিবসনে ॥
 একদিন যোদ্ধনসাগরের ভিতরে ।
 নিমগ্ন হইয়া মোহ প্রাপ্ত হৈলুপরে ॥
 শ্রীমদনগোপাল দয়ালুচুড়ামণি ।
 আমার নিকটে প্রভু আসিয়া আপনি ॥
 অমৃতশীতল বংশীবিক্রম পদ্মকরে ।
 মম গাত্র হৈতে ধুলি ঝাড়েন আদরে ॥

মহাধ্বংসশ্রেষ্ঠ নিজ সৌরভ্যাতিশয় ।
 বাহা পূর্বে অমুভূত না হৈল নিশ্চয় ॥
 মম নাগাধারা তাহা প্রবিষ্ট করিয়া ।
 সংজ্ঞা করিলেন মূঢ় লীলায় চলিয়া ॥
 তাঁর মুখপঙ্কজ করি অবলোকন ।
 সঙ্গমে সত্তর উঠিলাম তখন ॥
 হর্ষভরে ব্যাপ্তদেহ কৃষ্ণে ধরিবারে ।
 শ্রেষ্ঠ পীতবস্ত্রে হৈলু উত্তম তাঁহারে ॥
 পশ্চাত-গতিতে নাগরেন্দ্র মুরলীকে ।
 বাজাইতে বাজাইতে চলিলা অধীরে ॥
 নিজ লীলাক্রমে কুঞ্জে হৈলা লুক্কায়িত ।
 তখন না পালু অতি হৈয়াও ধাবিত ॥
 অন্তর্ধানকৃত কৃষ্ণ—না দেখিয়া তাহে ।
 মুচ্ছা হৈয়া পড়িলাম যমুনাপ্রবাহে ॥
 জলবেগে কতদূর বহিলে আশ্রয় ।
 বোধ পায়্যা নিরু নেত্র প্রকাশি তথায় ॥
 দেখিলে মনের বেগ জিনিয়া বিনামে ।
 তর্ক নাহি হয় যাচা—উদ্ধ সে যানে ॥
 মহাশর্যা কোন পথে কোন দেশান্তরে ।
 আগমন করিয়াছি অত্যন্ত সহরে ॥
 যাবত বিচারি চিত্তসমাধান করি ।
 তাবত বৈকুণ্ঠলোক পাইলু স্তব্ধরি ॥
 তাহা দেখি হৈলু হৃদয়কৃত অতিশয় ।
 তবে অতিক্রম হৈল অযোধ্যানিচয় ॥
 তবে সর্ববৈকুণ্ঠানিলোকের উপরে ।
 শ্রীগোপীকথাম নিত্য বিরাজন করো ॥
 সদা নিজেষ্টদেবের ক্রীড়ার বিষয় ।
 চিরকালকৃত সর্ব আশার আশ্রয় ॥
 এই শ্রীকৃষ্ণ মথুরামণ্ডল যাদৃশ ।
 আছয়ে গোলোকধামে সকল তাদৃশ ॥
 শ্রীমথুরামণ্ডলস্বরূপ সে ভূবনে ।
 সেই মধুপুরী তাহে করিয়া গমনে ॥
 এ মথুরামত সেই পুরীতে বসন্ত ।
 বৈকুণ্ঠোপরিও মর্ত্যালোককীর্তি হয় ॥
 ইহা দেখি মানস-সিদ্ধির সম্ভাবনে ।
 অত্যন্ত বিষয়-হর্ষ হৈল মম মনে ॥
 সেই মধুপুরীমধ্যে শুনিলাম এই—
 শাস্ত্রাধিতে প্রসিদ্ধ আছয়ে কংস যেই ॥
 পিতা-উগ্রসেন বনুদেব-দেবকীরে ।
 নিগ্রহ করিয়া কংস স্বয়ং রাজ্য করে ॥
 পৃথিবীতে পূর্বে যে কংসাদিসমুদয় ।
 করিলেন কৃষ্ণচন্দ্র বিনাশ নিশ্চয় ॥

তাঁদের সংপ্রতি শ্রীগোলোকে থাকিবার ।
 কারণ অগ্রেতে ব্যক্ত হইবে বিস্তার ॥
 সে কংসের দৈত্য-আদিগণ পরিবার ।
 অত্যন্ত অগ্নায়কারী সকল দুর্কার ॥
 তাঁহার শঙ্কায় দেব আর যতুগণ ।
 করিতে না পারে কেহ স্থখে বিহরণ ॥
 তাহে তাঁরা বহুবিধ পীড়া সদা পায় ।
 উদ্ভাদি কেহকেহ গেলেন কোপায় ॥
 অক্রুরাদি কেহকেহ কংসের আশ্রয় ।
 করিয়া তথায় বাস করিলা সভয় ॥
 এইসব পূর্বে ভূমি-বৃন্দাবনে যেন ।
 করিলেন শ্রীনন্দনন্দন ক্রীড়া তেন ॥
 গোলোকে কৃষ্ণের বাহ্যাস্থেতে ক্রীড়ার ।
 সানন্দীর কারণ দেখাইলা বিস্তার ॥
 অতথা পরমৈকান্ত যেই ভক্তজন ।
 মনঃপরিপূর্ণ তার নহে কদাচন ॥
 আমিও হইয়া কংস হৈতে ভীতমন ।
 বিশ্রান্ত-ভীথেতে তবে করিয়া মজ্জন ॥
 মধুপুরী হৈতে শীঘ্র হৈয়া বাহগত ।
 চলিলাম বৃন্দাবনে তখন যত্নতঃ ॥
 ইন্দ্র-ব্রহ্ম-আদি গুরুর্দাদি পার্শ্বের ।
 অগম্য সে ধাম স্থযাচল্লাদি দেবের ॥
 ভূমি ভারতবর্ষে যে আখ্যায়িক্ত দেশ ।
 তার রীতি সে গোলোকে নিকৃপি বিশেষ ॥
 ভৌম-ব্রহ্ম নরভাষাচার্যাদিন্দ্রারে ।
 স্থধোদয় প্রভৃতিতে মনোহরবারে ॥
 গোলোকেও এইরূপ ব্যবস্থার বিচারে ।
 রুদ্ধ হইলাম অতি মহা চমৎকারে ॥
 তাহাতে আনন্দরূপ রসের সাগরে ।
 হইলাম নিমগ্ন সপ্রেমভাব পরে ॥
 ক্ষণপরে দেখিলাম কতজন তায় ।
 বনেতে ভ্রমণ করে গোপবেশভায় ॥
 আর কতগুলি তথা কৈলু আলোকন ।
 গোপীবেশবৃত্তা পুষ্প করেন চয়ন ॥
 তাঁরা সব মম পূর্ষদৃষ্ট যতজন ।
 রূপগুণাদিতে সর্ব হৈতে শ্রেষ্ঠ হন ॥
 মনোহর হরণ তাঁদের যে করিল ।
 তার ভাবে ব্যকুলিত সকলে হইল ॥
 দর্শনমাত্রাতে আমি তাঁদের সমান ।
 পাইলাম ব্যাকুলতাদিক বিজ্ঞান ॥
 যত্নেতে পাটয়া ধৈর্য্যমত ক্ষণপরে ।
 তাঁহাধিগে ইহা জিজ্ঞাসিলাম আদরে—॥

ওহে পরমহংসের মনের বাহিত-।
 দুর্লভ-পরমহর্ষভরেতে সেবিত ।।
 কমলাপতির যে প্রণয়ভক্তজন।
 তাদের পরম-বাচ্য দয়ার ভঞ্জন ।।
 অতিদীন আমি হই শরণে আগত।
 আহ! করুণা করিয়া দেখত দেখত ॥
 কহ এ দেশের রূপ কোন্ মহাশয়।
 কোথা তাঁর গৃহ কোনপথে যাতে হয় ? ॥
 তথাপি না করিলেন তাঁরা সন্তাষণ।
 পুনর্বার কহিলাম তাঁদিগে বচন—
 ওহে ওহে ভক্ত-সব! বিনয়সহিত।
 জিজ্ঞাসিয়ে কর কৃপা আমারে নিশ্চিত ।।
 হে স্তম্ভতসব! যদি হও মৌনব্রত।
 তথাপি সঙ্কেতে দ্বারা উত্তর দেহ ত ॥
 তাহেও না করিলেন তাঁরা দৃষ্টিপাত।
 পুনর্বার কহিতে লাগিলাম বিখ্যাত— ।।
 অহো! অহো মম বাক্য করহ শ্রবণ।
 অত্যন্ত পীড়িত আমি হৈয়াছি এক্ষণ ॥
 ব্রজে বেই ধূর্ত মোরে করিল বঞ্চিত।
 তোমরা তাহার ভাবে হবে বা মোহিত ? ॥
 এইমতে ইতস্ততঃ দেখিলাম যারে।
 বারবার সন্মুখেরে পুছিলাম তারে ।।
 গমনক্রমেতে অগ্রে যাইয়া তখন।
 পে-আবাস-স্থান সব পাইলুঁ দর্শন ।।
 তবে চতুর্দিকে চক্ষু করিয়া চালন।
 অতি দূরে এক পুরী কৈলুঁ আলোকন ।।
 মাধুরীগারের পরিপাকেতে সেবিত।
 বৈকুণ্ঠাদি পুরী হৈতে উৎকর্ষনিশিত ।।
 তার সর্বদিকে পার্শ্বে করিলুঁ শ্রবণ।
 গোপিকাসবার গীত অদ্ভুতরচন।।
 দধিমহনের শব্দে যুক্ত চাক্তর।
 বলয়াদি ভূষণের শব্দে মনোহর ।।
 প্রকৃষ্ট হর্ষে আকুল তাহে হইলাম।
 স্থির করি আপনারে অগ্রেতে গেলাম ।।
 দেখিলাম—একজন বৃদ্ধ নিরস্তরে।
 ব্যগ্ধতার 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ!' সঙ্গীত করি ।।
 বলিয়া কান্দেন কহি গঙ্গাদ অক্ষর।
 বস্ত্র-চাতুরীতে তাহা শুনিলুঁ সঙ্গর— ।।
 'শ্রীকৃষ্ণজ্যেষ্ঠের পিতা নন্দ মহাশয়।
 গোপরাজ তাঁহার এই ত গৃহ হয় ।।'
 এই শব্দ বৃদ্ধ হৈতে শুনিল যখন।
 হর্ষবেগে অতি মোহ পাইলুঁ তখন ।।

কণপরে যৈই বৃদ্ধ দয়াশীলন।
 মোহ ভঙ্গ করি কৈল আমারে চেতন ।।
 তবে বায়া খায়া অগ্রে বসিলুঁ স্থানারে ।
 শ্রীগোপরাজের সে পুরের বহির্দ্বারে ॥
 সেই স্থানে লক্ষলক্ষ কোটিকোটি বত ।
 দেখিলাম আশ্চর্য্য সকল বহুমত ॥
 দর্শন-শ্রবণ-গত কহু নহে সব ।
 অস্ত্রজন অমুভাবে না করে সম্ভব ॥
 ওহে দ্বিজোত্তম! তদ্ব্রজিত সর্ষভন ।
 পরম আনন্দে কিবা স্মৃতিবৃত্তম ? ॥
 কিবা কৃষ্ণভরগৃহ তাঁহার বিদিত ? ।
 নিশ্চিত না করিবারে পাবিলুঁ কিঞ্চিত ॥
 সেই স্থানে গোপীসতলের যেই গীত ।
 শুনিলাম তাঁহাদের রোননে অধিত ॥
 তোমের কি শোকে সে অন্ত্যগৌর্য হন ।
 না বুঝিলুঁ প্রেম-পরিপাকজ-কারণ ॥
 সেই শ্রীগোলোকস্থান করিয়া দর্শন ।
 'মর্ত্যালোকে আছি' এই মানে যোর মন ॥
 যেহেতুক ভূমিস্থিতি মথুরামণ্ডল ।
 সহিত অভেদ হয় গোলোকে সকল ॥
 বৈকুণ্ঠ-অযোধ্যা-প্রভৃতিতে আগমন ।
 যবে পূর্ণপূর্ণ বহু করিয়ে শ্রবণ ॥
 তবে বৃষ্টি চতুর্দশ যতক তখন ।
 তার বাহে 'শ্লোক' সেসব শ্রবণ ॥
 আর বত বৈকুণ্ঠাদি লোকের উপরে
 বর্তমান আছি এই বোধ মন করে ॥
 এইকালে তথ' আলা বৃদ্ধা এক নারী ।
 অগ্রেতে যাইয়া তাঁরে করি নমস্কারি ॥
 করিলাম অতি বিনয়েতে জিজ্ঞাসন— ।
 অস্ত্র বিহরেন কোথা শ্রীনন্দনন্দন ? ॥
 বৃদ্ধা কহে—প্রাতঃকালে বিহার করিতে ।
 গো বয়স আর বলরামের সহিতে ॥
 গহনে প্রবিষ্ট হৈলা করিতে বিহার ।
 প্রাণদাতা কৃষ্ণ ব্রজনিবাসিসবার ॥
 তিহি গোষ্ঠ হৈতে সায়াংকালে এইকণে ।
 কুশলসহিত করিবেন আগমনে ॥
 যমুনাভীরের যেই পথে ব্রজজন ।
 আছেন সকলে চক্ষু করিয়া অর্পণ ॥
 গোসকল উর্দ্ধপুচ্ছ হইয়া উন্মুখ ।
 আছয়ে দেখহ দেখিবারে তাঁর মুখ ॥
 এই পথ দিয়া অস্ত্র শ্রীনন্দনন্দন ।
 আসিবেন নিশ্চয় এ করহ শ্রবণ ॥

তবে আমি ত্বনি তাঁর বাক্যসমুদায় ।
 অতিবিক্ত হৈলুঁ পরমানন্দধারায় ।
 বৃদ্ধার দেখান পথে কৃষ্ণ আগমনে ।
 একদৃষ্টে থাকিলাম করি আলোকনে ।
 পরম-আনন্দ-ভারে দু' উরু স্তম্ভিত ।
 হইল, তথায় ক্ষণ হৈলুঁ অবস্থিত ।
 কোনমতে বড়ে অগ্রে বাইয়া তখনি ।
 দূরে তনিলাম কোন অনিবার্য ধ্বনি ।
 মোহন বংশীর ধ্বনি অশ্রুট মধুর ।
 গোসবার হৃদয়ারে ললিত প্রচুর ।
 বড়-জ-আদি সপ্তস্বর লীলায় সুগীত ।
 মধুর মল্লার-আদি রাগেতে কলিত ।
 জগত-মধ্যেতে অতি শ্রেষ্ঠ বিরচিত ।
 বিবিধ মুচ্ছনা-পরিণাটা-বিলসিত ।
 গোপিকাশ্রুতি এজনবাসিজনের ।
 কটিলি বলিত পরমাকর্ষ মনের ।
 যেই মুরলীর ধ্বনি করিয়া শ্রবণ ।
 বৃন্দদের শ্রবে দীর্ঘ রসধারাগণ ।
 ব্রজবাসিসকলের নয়ন হইতে ।
 অশ্রু প্রবাহ যাছে লাগিল বহিতে ।
 কৃষ্ণমাতৃগণ বৃদ্ধবয়স্কাসবার ।
 শুন হৈতে শ্রবে অতিশয় কীর্ত্তার ।
 কালিন্দীর প্রচলিত জলবেগ সব ।
 নিবর্ত্ত হইল—স্থির রহয়ে বিতব ।
 নাহি জানি শ্রীকৃষ্ণের বংশীর করণ ।
 অমৃত কি গরল সে করয়ে বমন ।
 না জানি সে নাদ বজ্র হইতে কঠিন ।
 কিবা জল হৈতে অতি মৃদু অহুদিন ।
 নাহি জানি চন্দ্র হৈতে শতল সে হয় ।
 কিবা জলিতায় হৈতে উষ্ণ অতিশয় ।
 যেই নাদ শ্রবণেতে উদ্ভাদ জন্মিয়া ।
 যত ব্রজবাসিজন থাকিল মোহিয়া ।
 ক্ষণপরে দেখি গৃহ হইতে নির্গতা ।
 ব্রজগোপীগণ যত হইলা আগতা ।
 শ্রীনন্দনন্দনের করিতে নীলজন ।
 দীপ-সর্বপাদি বস্ত্র হস্তেতে ধারণ ।
 অস্ত্র গোপী শিরেতে অর্ণিত অলঙ্কার ।
 উপভোগ্য দ্রব্য যত শিরেতে কাহার ।
 কেহ নাহি করে কিছু অপেক্ষা আচারে ।
 সর্বম বিয়েতে যুক্ত হলে অহুবারে ।
 সেইমিগে ধায় গোপী-বেদিগে সংঘে ।
 বেদাদেশে বেছে হৃদয়ার করে ।

কেহকেহ বিপরীত ধরিল ভূষণে ।
 কেহবা আকুল নীবি-কেশের বন্ধনে ।
 কেহবা হইল গৃহে তরুর সমান ।
 কেহ ভূমে পড়িল মোহিতা—নাহি স্থান ।
 কেহবা মুচ্ছিতা অশ্রু-লালার-বদন ।
 সখীগণে লৈয়া যায় করিয়া ধারণ ।
 কেহ প্রেমভরেতে অকুল গোপী যায় ।
 সখীগণ কহে—‘ওই দেখ শ্রামরায়’ ।
 তবে কৃষ্ণনামলীলাগানেতে তৎপর ।
 বিচিত্র-ভূষণ-বস্ত্র বেশ-কাঙ্ক্ষধরা ।
 রম্যার সৌভাগ্য মদ করে প্রহারণ ।
 বেগে যমুনার তট বৈলা আশ্রয়ণ ।
 করিতে করিতে এইসব আলোকন ।
 কেহ যেন অগ্রে মোর কেলা আকর্ষণ ।
 ধাধমানা যতেক গোপিকাগণ-সঙ্গে ।
 বেগেতে ধাইয়া আমি চলিলাম রঙ্গে ।
 তবে দেখিলাম দূরে হৈতে বংশীধরে ।
 মধুর মুরলী বাজাইয়া ধরি করে ।
 স্থাপপুগণমধ্য হইতে স্বরায় ।
 বেগে বহির্গত হৈয়া কৃষ্ণচন্দ্র ধায় ।
 শ্রীদামেরে ক’ন—ওই শ্রীদাম সুন্দর ।।
 তব কুল-কমলের সাক্ষাৎ ভাষার ।
 স্বরূপ-নামক এই সুন্দর আমার ।
 আইল পাইলুঁ—ইহা কহে বারবার ।
 ধাবনেতে চলে কদম্বের মালা যায় ।
 অবতংস বস্ত্র বর্হামুকুট সে আর ।
 বনমালা-আদি বনবেশ সুশোভিত ।
 নিগমব কৈল সৌরভোন্মত্ত সুবাসিত ।
 লীলাতে দৈবত সে হাসেন অহুক্ষণ ।
 তাহার শোভায় বিকসিত পদ্মানন ।
 কৃপাবলোকে দীপ্ত পঙ্কজনন ।
 বিচিত্র সৌন্দর্য্যভর শ্রেষ্ঠ বিভূষণ ।
 গোমূলিতে অলঙ্কৃত অলকা চঞ্চল ।
 তাহা সংবরণে ব্যগ্র হতাবলিলল ।
 ভূমির শোভাতিশয় দান করিবারে ।
 ভূমি স্পর্শি বৃত্তোন্মত্তে গমন আচারে ।
 সুভাতপঙ্কজপদ বেগে উচ্চালনে ।
 উন্মত্তভরেতে যনোহর সুশোভনে ।
 কৈশোরমাধুর্য্যভরে সদা উল্লসিত ।
 শ্রীগায়ে যেন কান্তো দিগ, উজ্জলিত ।

গোলকীয় নিত্যপ্রিয়-চিন্তগ্রহণীয়।
আশ্চর্য্য অনেক মহিমা সাগরপ্রিয় ॥
নিজদীনজনের প্রেমেতে বণীভূত।
বলে লক্ষ দিয়া আলা সমীপে প্রস্তুত ॥

আমি শ্রীনন্দনন্দন করিয়া দর্শন।
হইলাম প্রেমে অতি বিমোহিত-মন ॥
আমার গলেতে কৃষ্ণ করিয়া গ্রহণ।
সহসা পৃথিবীতলে পড়িলা তখন ॥
কণেকপরেতে জ্ঞান প্রাপ্ত হইলাম।
যত্নে গলা তাঁহা হৈতে মুক্ত করিলাম ॥
দেখিয়ে ভূমিতে পড়ি বিমুগ্ধ আকারে।
পথখুলি আদ্র করিছেন অশ্রুধারে ॥

গোপীসব আসি কহে—আহা এইজন!
কেবা, কোথা হৈতে এখা কৈল আগমন? ॥
কি করিল, প্রাণনাথে এই দশা দিল।
হা হা ব্রজবাসিন্দব হস্ত সে হইল ॥
কন্দরাজ্য মাঝাকাবা হয় সধকন।
হইবে বা তাঁর দৃষ্টা কেহ এইজন? ॥

এইমতে বিলাপ উচ্চ কবিবা বোদন।
কৃষ্ণচতুর্দশে সবে বেড়িলা তখন ॥
ততঃপরে পিছে হৈছে আসি গোপগণ।
তাদৃশ অবস্থা কৃষ্ণে করিয়া দর্শন ॥
বোদন করিলা সবে সধকন সবে।
সেই কন্দনের পনি শুনি ধোবতরে ॥
ব্রজস্থিত বৃদ্ধ নন্দআদি গোপগণ
যশোদা পুত্রবৎসলা ভরতাদি জন ॥
তথা সব দাসী আসি শত্রু সেই স্থানে।
মূলিতচরণ অতি হৈয়া ধাবমানে ॥
কৃষ্ণের সে দশা সবে করিয়া দর্শন।
হৈয়া মুগ্ধ 'আগা আহ' কহেন বচন ॥

তবেত গো বৃষ বৎস মৃগ কৃষ্ণসার।
আসিয়া কাতর সেই দশা দেখি তাঁর ॥
অশ্রু ধারাতে ধৌত হৈতেছে বদন।
স্নেহেতে কোমল অতি তাহাদের মন ॥
আসিয়া আসিয়া তারা শ্রীনন্দনন্দনে!
মুহূর্মুহ ব্রাণ লয় স্মৃতিত মনে ॥

পক্ষিসব শৃঙ্গেতে উপরিদেশে তাঁর।
করয়ে শ্রবণ অতি দুঃখিত-আকার ॥
অনেক অনেক করে কোলাহল-ধ্বন।
যেন করিতেছে তারা সকলে বোদন ॥

স্বাবরসকল হৈয়া উদ্ভাপিত-মন।
সমস্ত শ্রবণত তারা হইল তখন ॥

বহু আর সে গুস্তান্ত কহিব কি হয়।
চরাচরসকল হইল মৃতপ্রায় ॥

আমি মগ্ন হৈয়া মহা শোকের সাগরে।
তৎকালকর্তব্য কার্য্য নাহি মম স্মরে ॥
পাইয়া পরম পাঁড়া তাঁর শ্রীচরণ।
রাখি নিজ শিরে কান্দি বহু বিলাপন ॥
বিদুরেতে ছিলেন শ্রীযুক্ত বলরাম।

তাঁহ-সম বেশ-বয়সাদি অভিরাম ॥
নীলবস্ত্রধয়ে শ্বেতকাস্তি অলঙ্কৃত।
নিকটে আইলা ভয়যুক্ত বেগমত ॥
প্রথমে তাদৃশ দশা দেখি অমুজের।
কান্দিয়া কণেতে অবলম্বিয়া ধৈর্য্যের ॥
না পাই নিশ্চয় তাঁর স্খলার কারণ।
সকল দিগেতে দৃষ্টি করি প্রসারণ ॥

পশ্চাত আমারে তথা করি আলোকন।
করিয়া মোহের সা নিদানা বধারণ ॥
পরমাত্মজ্ঞের রক্ত-ভ্য সেইক্ষণে।
আপনি প্রকট যত্ন করি প্রকাশনে ॥
নিজ অমুজের কণ্ঠ মম হস্তদয়ে।
করাইলা গ্রহণ যত্নেতে সে-সময়ে ॥
মম হস্তে শ্রীমদ বাঞ্ছন করাইলা।
বিচিত্র বৈদ্যে উচ্চৈঃ তাঁরে ডাকাইলা ॥
আমার দ্বারা করাইয়া সচেতনে।
ভ্রাম হৈতে উঠাইলা শ্রীনন্দননে ॥

অশ্রুধারে নেত্রপদ্ম আইল মুদ্রিত।
হস্তেতে মাঞ্জিয়া চাখিলেন সাবহিত ॥
লজ্জা পালা সকলেরে করি আলোকন।
মোরে দেখি হর্ষে কৈলা চূষনালিঙ্গন ॥
প্রাণপ্রায় সখা বহুকালে প্রাপ্ত যেন।
পাইলেন আমারে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তেন ॥
নিজ বাম-করকমলেতে প্রভূবর।
ধরিলেন অত্যন্ত স্নেহেতে মম কর ॥
'ওহে প্রিয়সখা! কেম আরোগ্য তোমার?'
ইত্যাদি বিচিত্র প্রশ্ন করিয়া আমার ॥
অত্যন্ত আনন্দ দিয়া যত ব্রজজনে।
গজগামী ব্রজমধ্যে কৈলা প্রবেশনে ॥

শ্রীকৃষ্ণবিরহে দীন বস্ত্র মৃগগণ।
কৃষ্ণবিনা শস্ত্র নহে কুত্রাপি গমন ॥
প্রাণত্যাগে চাইবেক শ্রীকৃষ্ণদর্শন।
তাঁহার আশায় তারা করি নিজমন ॥
কোনমতে রাজকাল করিতে যাপন।
ব্রজের দ্বারেতে থাকিলেন মৃগগণ ॥

উড়িয়াউড়িয়া যতযত পক্ষিগণ ।
 ব্রজের মধ্যেতে কৃষ্ণে করেন দর্শন ॥
 নিশাতে না দেখি যেন করয়ে রোদন ।
 উচ্চরব করি সবে করিল গমন ॥
 তত্রস্থিত বস্ত্র পশুপাক্ষসবাকার ।
 শ্রীকৃষ্ণেতে শ্রেষ্ঠ প্রেম দেখহ প্রচার ॥
 গোদোহনাস্তরে নন্দ পুত্রের প্রাণয়ে ।
 করেন আগ্রহ বহু আকুল হৃদয়ে ॥
 “ওহে তাত ! বনের ভ্রমণ করি দিনে ।
 সর্বতোভাবেতে শ্রান্ত আছ অতি ক্ষীণে ॥
 অগ্রজের সহ করি গৃহেতে গমন ।
 দুইভাই কর স্নানাদিক আচরণ ॥
 গোর সন্তালন আমি করিব এথায় ।
 তব মাতা শোক করি নির্দিবে আশায় ॥
 যানিয়া শপথ মম যাও ত ডরায় ।”
 ইত্যাদি করিলা বহু প্রযত্ন বিধায় ॥
 তাহে নাহি করি গোসবার সন্তালন ।
 দুইভাই নিজগৃহে করিলা গমন ॥
 তবে ত যশোদা দেবী রোহিণী-সংহতি ।
 স্নেহে ক্ষরে স্তম্ভ আর নেত্রধারাভিত ॥
 তাহে দ্বৌত অঙ্গ আর বসন গাঁহার ।
 আগমন করিলেন অগ্রে শীত্ৰকার ॥
 কৃষ্ণবলরাম দুইজনের তখন ।
 করিলেন বহু প্রতাপের নীরাজন ॥
 আপনার কেশ পুত্রে করি নীরাজন ।
 অতি স্নেহে করিলেন চুষ্মনালিঙ্গন ॥
 না জানেন—স্বিবেন বক্ষের অন্তরে ।
 কিবা শিরে, কিবা নিজ জঠর-ভিতরে ॥
 প্রাণয়ে আকুলচক্ৰ শ্রীনন্দনন্দন ।
 করাইলা মোরে নীরা মাতার বন্দন ॥
 মাতা দেখি আশাতে পুত্রের স্নেহভর ।
 করিলা স্বপুত্রমত লালন বিস্তর ॥
 ততঃক্ষেণে সেইস্থানে যত গোপীগণ ।
 একবারে আসিয়া মিলিলা হর্ষমন ॥
 কেহকেহ আইলেন কোন ছল ধরি ।
 কেহ লোকধর্মাদির অপেক্ষা না করি ॥
 যশোদা রোহিণী দুইভাইর তখন ।
 করিলেন আরম্ভ করাইতে সপন ॥
 এত দেখি কহিতে লাগিলা ভগবান ।
 বল্লবীগণের যতিলম্পট বিধান— ॥
 ওগো মাতামহ গো ! আমরা দুইভাই ।
 ক্ষমাতে নীড়িত অতি আছিযে এথাই ॥

অন্নব্যঞ্জনাদি শীত্ৰ করায় সাধন ।
 পিতারে আনাইয়া ভুজাহ দুইজন ॥
 এত শুনি কহে প্রিয় গোপাপক্ষিনী— ।
 হে যশোদে ব্রজেশ্বরী ! হে দেবি রোহিণি ! ॥
 স্নান-করান হইতে বিরাম করিয়া ।
 কর ভোজনসামগ্রী সম্পন্ন যাইয়া ॥
 আমরা সুখেতে ইহাদিগেরে নিশ্চয় ।
 করাই ডরায় স্নান—না কর সংশয় ॥
 যশোদা কহেন—ও বাণিকাস্মদায় ! ।
 অগ্রে করাইয়া স্নান জ্যোত্বেরে ডরায় ॥
 ভোজনার্থে নন্দে করাইতে আনয়ন ।
 বলরামে ডরায় করহ প্রস্থাপন ॥
 তবে গোপকুমার—স্বরূপ নাম যার ।
 শ্রীকৃষ্ণ-উজ্জ্বলিত নাম হইল প্রচাব ॥
 কহেন—শুনহ দ্বিজ ! যশোদাবচন- ।
 নিজপ্রিয় শুনি গোপী করি প্রশংসন ।
 যশোদা রোহিণী গেহে প্রবিষ্ট হইলে ।
 কতক গোপিকা রামনিকটেতে মিলে ॥
 অতি শীঘ্র বলরামে করাইয়া স্নান ।
 নন্দে ডাকিবারে করাইলেন প্রস্থান ॥
 তবে ত গোপিকাসব বিচিত্র ভূষণ ।
 কৃষ্ণ-অঙ্গ হৈতে ক্রমে করি উত্তারণ ॥
 নিজনিজ উস্তরায়বসনে তখন ॥
 শ্রীকৃষ্ণের গাত্রসব করিলা মার্জ্জিত ॥
 শ্রীকৃষ্ণের বংশী হন সপত্নীসমান ।
 অধরায়ত সর্বদা যাহে করে পান ॥
 ‘মোরে দেহ মোরে দেহ’ সবলে চাহেন ।
 হস্ত হৈতে কাড়িবারে উজ্জতা হয়েন ॥
 তিহ সঙ্কেতে কাঁহিলা অমাংসে বচন ॥
 পুষ্ঠে আসি দূরে হস্ত করি প্রসারণ ॥
 ‘ফেলিয়ে মুরলী তুমি করহ গ্রহণ ।’
 তবে মম মুক্ত হস্তে কৈলা নিক্ষেপণ ॥
 পরে গোপী নিজহস্তকমল কোমলে ।
 যাহাতে আছয়ে স্পর্শপটুতা বিমলে ॥
 মহারাজাদিক তৈল করাই মর্দন ।
 অল্পে-অল্পে আরম্ভ করিলা উত্তরন ॥
 তথাপি অঙ্গের স্নানমাত্রা-কারণ ।
 আর লীলাকৌতুকেতে নাগরেন্দ্র-মন ॥
 ব্যাধা পায়্যা শ্রীমুখের ভঙ্গির সহিত ।
 করিলা শীৎকারবনি তখন বিদিত ॥
 যশোদা পুত্রৈকপ্রাণা শুনি সেই ধনি ।
 শীঘ্র গৃহে হৈতে আলা বাহিরে তখন ॥

‘কি হইল কি হইল, করি জিজ্ঞাসন।
 স্রুতের স্রুতিত মুখ কবি আলোকন।।
 গৃহে প্রবেশিলে তাঁর মিথ্যা। সে শীতকারে।
 জীবত হাসিয়া ত্রাস পাইয়া। বস্তারে।।
 গীতপ্রিয়-হেতু গীত গাঠিয়া তখন।
 করিলা অন্ধের উদ্ভটন-নিষ্পাদন।।

ততঃপরে অল্প উষ্ণ অতি সুবাসিত।
 নির্মল যুনাডলে লীলার সহিত।।
 রত্নের কুণ্ডলে ক্রমে ঘটীর ঘারায়।
 গোপীগণ স্নান করাইলেন তাঁহার।।
 নিজনিজ গৃহ হৈতে করি আনয়ন।
 মালাচন্দনলেপন বসন ভূষণ।।
 আপন-আপন ক্রটিমত গোপীগণ।
 মালাবিধ নটবেশে কৈলা বিভূষণ।।
 পুস্ত্রের উদরাস্বাস্য হইবে বলিয়া।
 যশোদা করিবে ক্রোধ—এ ভয় করিয়া।।
 আর প্রেমবিশেষেতে কৃষ্ণেরে নিজনে।
 নবনীত-আদি কিছু করিয়া ভোজনে।।
 কপূরের দীপ সর্ষপাদিবস্ত্রদ্বারে।
 আরাতি করিয়া গোপীগণ বারম্বারে।।
 সেইসব দ্রব্য সবে মস্তকে ধরিলা।
 দিব্য চন্দন কান্দীর কন্তুরী আনিলা।।
 তাহার পঙ্কেতে গলে ভালে কপোলেতে।
 অঙ্কিত বিচিত্র চিত্র কৈলা সকলেতে।।

কৃষ্ণ তাঁহাদের ভাব করেন দর্শন।
 তাহে প্রেমোদয়ে হয় হস্তের কম্পন।।
 বস্ত্রে স্থির করি নেত্রে দিবারে কঙ্কলে।
 প্রবৃত্তা হইলে হর্ষমনেতে সকলে।।
 কৃষ্ণ নিজ বাল্য ক্রীড়া স্তরের বৃত্তান্ত।
 বহুতর গোপীগণে কহেন একান্ত।।
 বিচিত্র কোশল গোপীগণিত ধরেন।
 স্তনগ্রহণাদি নানা কৌতুক করেন।।
 এমতে অস্ত্রোত্ত প্রেমভর প্রকাশনে।
 সমাপ্তি না হয় তিলকাদিবিচরনে।।
 এক গোপী কৈলে অস্ত্রে কহেন তাঁহারে—
 ‘উন্মত্ত না হইয়াছে, কর পুনর্কীরে।।’
 লোপ করি বারম্বার করিতে রচন।
 সমাপ্তি না হয় বেশাদিক একারণ।।

পুত্রস্নেহ বিবর্ণ-অস্তর যশোমতী।
 পুনঃপুনঃ বাহিরেতে করিয়া আগতি।।
 বেশাদিসমাপ্তি না দেখিয়া ক্রষ্টান্তায়।
 কহেন সকল গোপীগণপ্রতি তার—।

অহো গোপকুমারিকা। বাল্য হৈতে সবে।
 চক্স বগব তোমাদের স্ত প্রভবে।।
 স্নান-অঙ্করগাঢ় হইয়া যে ছিল।
 এতক্ষণপর্যন্ত না সম্পন্ন হইল।।

স্বরূপ কহেন—যশোদার এ বচনে।
 নিভপ্রিয় মুখ মুহু হেরে গোপীগণে।।
 পরিহাসে তাঁহাদের আনন্দিত মন।
 বুদ্ধ অভিপ্রায় বুঝি কহেন তখন—।।
 অরে পুত্রি যশোদে। হইয়া হর্ষভর।
 এখানে আসিয়া তুমি নিরীক্ষণ কর।।
 আপনার এই পুত্র শ্রামবর্ণ ছিল।
 গোপকুমারিকাগণ সন্দর করিল।।

যশোদা আপনধাত্রী-মুখরা-বচন।
 স্তনি পুনর্কীর বাহে করি আগমন।।
 তাঁহার কোশলবাক। বুঝি অভিপ্রায়।
 রোষযুক্ত মত মাতা কহেন তথায়—।।
 সহজ অশেষ সেই সৌন্দর্যের গণ।
 তাহাতেই নীরাজিত কমলচরণ।।
 মম পুত্র শ্রীযুক্ত শ্রীভ্রামল সুন্দর।
 জগতের শিরে করে নৃত্য বহুতর।।
 শ্রীরাধিকা প্রভৃতি সকল গোপিকার।
 সৌন্দর্যের ভাব যেই আছে-সবা দাম।।
 কৃষ্ণপাদনখাণ্ডের এক সৌন্দর্যের।
 যোগ্য নাহি হয় নীরাজনের কার্যের।।

স্বরূপ কহেন—সেই সৌন্দর্য্য তাঁহার।
 সে লাবণ্যলক্ষ্মী আর মাধুর্যের তার।।
 বর্ণিত কি হইবেক সে-সব নিশ্চয়।
 লৌকিক দ্রব্যতে যোগ্য উপমা না হয়।।
 নারায়ণ-রাম-আছে কি দিব উপমা।
 ষারকানায়কো তাঁর নাহি হন সমা।।

বথা (বৃ: ভা: ২।৩।১০৭)—

কৃষ্ণে বথা নাগরশেখরাগ্র্যা,
 রাধা তথা নাগরিকাবরাগ্র্যা।
 রাধা বথা নাগরিকাবরাগ্র্যা,
 কৃষ্ণতথা নাগরশেখরাগ্র্যা:।

নাগরশেখরশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ যেমন।
 নাগরিকাবরশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধা তেমন।।
 নাগরিকাবরশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধা যেমন।
 নাগরশেখরশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ তেমন।।

ইথে বৃষ্ণ শ্রীরাধাক্ষেপে পরম্পর।
 উপমা করেন—অন্ত নাহি সমপর।
 ততঃপরে গোপরাজ আনাদিক করি।
 আইসেন বলরাম-সহিত সত্বরি।
 স্বরাদিতে ইহা আনি যত গোপীগণ।
 লুকাইলা, কৃষ্ণ অগ্রে হইলা তখন।
 ভোজনশালায় নন্দ কনক-আসনে।
 বসিয়া আরম্ভ কৈলা করিতে ভোজনে।
 রামকৃষ্ণ দুইভাই তাঁর পার্শ্বদ্বয়ে।
 কনক-আসনে বসি ভোজন করয়ে।
 শ্রীকৃষ্ণ বামেতে—রাম দক্ষিণে তাঁহার।
 একপাত্রে ভোজন হৈতেছে সবার।
 তাঁহাদের অনেক আগ্রহেতে সন্দেহে।
 বসি আমি পৃথক ভোজন করি সুখে।
 রত্ন-স্বর্ণ রত্নেত্তর বিবিধ ভোজনে।
 দ্রব্যাদি ভরি রোহিণী করেন প্রেরণ।
 গৃহমধ্য হৈতে আনি যশোদা আপনে।
 করেন পরিবেষণ পুত্রে স্নেহননে।
 ভোগপূরনার যক্ষ চতুর্ধ্ব অন্ন।
 ভোজন করেন সর্ব সদৃশ-সম্পন্ন।
 ভিন্নভিন্ন বিচিত্র কটোরিতে পূরিত।
 বিস্তার কনক-স্থানে করিয়া আনীত।
 গ্রাসগ্রাস রচনা করিয়া সেইসব।
 ভোজন করেন কৃষ্ণ সুখ-অনুভব।
 মাতা পিতা ভ্রাতা বন্ধু ক্রমে কৃষ্ণমুখে।
 অর্পণ করেন কত খান কৃষ্ণ মুখে।
 মধ্যমধ্যে স্বর্ণভূষারিকাতে পূরিত।
 উত্তম নির্মল জল পিয়েন বিহিত।
 নানাবিধ পিষ্টকাদি পূর্ণ কটোরায়।
 ভোজন করেন কৃষ্ণ অতি মিষ্টভায়।
 স্মৃতি উৎকৃষ্ট মিষ্ট সস্তুত শরীর।
 পায়স খায়েন কৃষ্ণ স্নানপূরতর।
 জিলাপী ফেনিকা আর রোটিকা-সহিত।
 অল্প ঘৃতপক নানাবিধ স্নানবিহিত।
 দধিচূর্ণবিকারেতে ভাত নানামত।
 শিখরিণী, অপর মিষ্টান্ন কব কত।
 মধ্যে অন্ন উষ্ণ স্নান অন্ন বিলক্ষণ।
 বটক পর্পট শাক স্নান স্নানজন।
 মধুরায়সপ্রায় গোরস-সাধিত।
 ময়ীচাদিচূর্ণ জীরা-লবণ-সহিত।
 অতিমিষ্ট শিখরিণী অস্ত্রে পুনরায়।
 দধির সন্তব দ্রব্য বিকারে তাহার।

হিঙ্গ-আস্ত্রে সংযুক্ত তত্র স্নানপূর।
 ভোজন করিয়া আমি খাইলা প্রচুব।
 চর্কণে উদয়কৃষ্ণ অক্ষণ-অধর।
 ভিহ্মা গগনস্থল মুখপদ্ম মনোহর।
 তাহার বিলাসভঙ্গী জ্ঞান-নর্তন।
 আর নন্দনপদ্মে-মুখের শোভন।
 তাহার যে শোভা সব হৈল সেইক্ষেণে।
 বাক্য-মনোগোচর নহে ত কদাচনে।
 তবে গোপী ক্ষীর ঘৃত চিনি পঙ্কজত।
 স্বয়ং গৃহ হৈতে আনি মিষ্টান্ন বহুত।
 যশোদার অগ্রে সেইক্ষেণে ধরিলেন।
 বিচিত্র লীলায় কৃষ্ণ তাহা প্রাধিকার।
 তাঁদগে রক্তিয়া খাইলেন একবার।
 স্বহস্তে কিঞ্চিৎ ঘোরে কারিয়া আহার।
 তবে সেই শ্রীরাধিকা অতি মনোহরা।
 গুটিকা পুরিকা সহ লাগু মনোহরা।
 আনিয়া কৃষ্ণের বামপার্শ্বেতে ধরিল।
 নথ্যহেতে কৃষ্ণ তার কিঞ্চিৎ লইল।
 আপন জিহবার অগ্রে করিয়া ক্ষেপণ।
 নিষমত করিলেন ভক্তি শ্রীবদন।
 পরিহাস-ভঙ্গীর বিস্তার করিলেন।
 তাহে ভ্রাতা বলরাম অন্ন হাসিলেন।
 পুত্রে ভিত্তব্রহ্ম-দান হেতু-যশোদার।
 হইল ক্ষোভিত মন প্রতি শ্রীরাধার।
 পিতা নন্দ হইলেন সবিষ্ময়মন।
 এ লজ্জা নহে ত তিস্ততা কদাচন।
 শ্রীরাধার সখী সকলের পীড়া মনে।
 তাঁহার আনীত দ্রব্য তিষ্ঠ কি-কারণে।
 বিদগ্ধ সখীগণের হৈল হর্ষজাত।
 পরিহাসে শ্রীরাধার সৌভাগ্য বিখ্যাত।
 হর্ষ হৈল ঘেবকারী সপত্নীসবার।
 তিস্ত অজুমানিয়া আনীত দ্রব্য তাঁর।
 ততঃপরে কৃষ্ণ সেই লজ্জাভূষারিণে।
 রাধাভ্রাতৃবংশজাত আমার ভাঙনে।
 করিলেন নিক্ষেপ অত্যন্ত প্রীতিমনে।
 সর্বোৎকৃষ্টতর বস্ত্রসকল তখনে।
 পরম-আশ্বাদযুক্ত সেই দ্রব্যসর।
 ভোজন করিয়া আমি হইলু বিস্ময়।
 সরলবুদ্ধিতে রোষ মাতার হইল।
 তাহে শ্রীরাধার লজ্জা-দুঃখ সে অনিল।
 গোপনে কৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধা চাহিল।
 সে-ক্রোধ অল্প গোপী কেহ না আনিল।

কৃষ্ণ তাহে মুহু হাসি আনত-বদনে ।
 কটাক্ষেতে শ্রীরাধায় করিলা রঞ্জন ।
 বিদগ্ধশিরোমণির এই লীলাসব ।
 সেইক্ষণে আমি করিলাম অমৃতব ।
 কৃষ্ণপ্রেমভরেতে পীড়িত যার মন ।
 তাহার পরমপ্রীতিদায়ী লীলা হন ॥
 ততঃপরে শ্রায়মত করি আচমন ।
 লীলায় তাহুলোভন করিহা চরণ ॥
 রাধিকার প্রীতি চাহি তাহুলচর্কিত ।
 আমার মুখেতে তবে করিলা অর্পিত ॥
 স্নেহেতে বিবশা মাতা যশোদা তখন ।
 বিভূক্তজারক মস্থ করিয়া পঠন ॥
 বামপাণিতলদ্বারা কৃষ্ণের উদর ।
 বারংবার মাজন করেন ততঃপর ॥
 'কৃষ্ণরহঃক্লীড়ায় সময় এইক্ষণ ।'
 এত জানি সুপ্ত হৈলা রাম বিচক্ষণ ॥
 গোসমুহমধ্যে নন্দ নামন করিলা ।
 গৃহকৃত্যহেতু মাতা গৃহে প্রবেশিলা ॥
 ব্রজাঙ্গনে কৃষ্ণ ব্রজাঙ্গন'র সহিত ।
 পুনঃপুনঃ ভ্রমণ গাইয়া সুখে গীত ॥
 ব্রজসুন্দরীতে রত শ্রীনন্দনন্দন ।
 ভ্রমণ-ক্লীড়ন-আদি কবি কতক্ষণ ॥
 যশোদার আছবানের গোরব-আদরে ।
 শয়নগৃহের মধ্যে গেলেন সত্তরে ॥
 চুপ্তফেননিন্দ-চারু-তুলিকা-উপরে ।
 করিলেন শয়ন তখন সুগান্তরে ॥
 মনোহর পর্য্যঙ্কে সুমহা প্রভাবিত ।
 অমৃতা রক্তে ঋচিত কাঞ্চনে রচিত ॥
 অকলঙ্ক-পূর্ণচন্দ্র-সম উপাধান ।
 পার্শ্বে লম্বাকার উপাধান শোভমান ॥
 আছে সে পর্য্যাক্ষশ্রেষ্ঠ অট্টালিকাবরে ।
 বহুরূপে নির্মিত প্রকোষ্ঠ মনোহরে ॥
 মুক্তমালা চতুর্দিকে আন্দোলায়মান ।
 বাসিত অঙ্কুরধূপে বিচিত্রে বিতান ॥
 বিদগ্ধা সে মুখ্যা রাধা মুখের অন্তরে ।
 সংস্কৃত তাহুল তাঁর অর্পণে সাদরে ॥
 চন্দ্রাবলী ললিতা শ্রীকমলচরণ ।
 লীলার সহিত করিছেন সংবাহন ॥
 কোনকোন গোপী কেলা চামর গ্রহণ ।
 কেহ তাহুলের পাত্রে শ্রেণীর ধারণ ॥
 কেহ চর্কিত-তাহুল-ধারণের পাত্র ।
 কেহ জলপূর্ণ ভূষারিকা সব মাত্র ॥

বিভাগেতে সকলেতে করেন সেবন ।
 কেহকেহ গান গান সচিহ্ন কীর্তন ॥
 কর্ণমনোহর হয় সেইসব গীত ।
 কেহকেহ বাতা বজায়েন বহু-নীত ॥
 কেহকেহ গোপিকা শ্রীকৃষ্ণের সহিত ।
 নানামত কৌশল করেন বিস্তারিত ॥
 অতিশয় প্রেমে বশীকৃত গোপীগণ ।
 সবে এইমত করে কৃষ্ণের সেবন ॥
 তাহুলচর্কিত অতি প্রিয় গোপিকায়ে ।
 দিলেন সে অল্প গোপী লক্ষিতে না পারে ॥
 মহাধৃষ্টসমাজেব কৃষ্ণ শিরোমণ ।
 এইমতে চেষ্টাসব করিয়া আপনি ॥
 সকল প্রেমসীগণে শ্রী-নন্দনন্দন ।
 করিলেন মনোহর সবার রমণ ॥
 সুনিবৃত্ত শ্রীরাধার প্রেমের কথায় ।
 ক্ষণকাল ভজিলেন শয়নলীলায় ॥
 জনর্জুন-আদি কোন সঙ্কেতের দ্বারে ।
 কহিলেন রহঃক্লীড়া-হেতু যাইবারে ॥
 হর্ষরস-প্রবাহেতে নিমগ্ন হইয়া ।
 সবে নির্জনজ গৃহে গেলেন মোহিয়া ॥
 ততঃপরে সেই স্থানে শ্রীদামা আসিয়া ।
 যত্নে ঘোরে নিজগৃহে গেলেন লইয়া ॥
 অল্প নিশাক্রীড়া যেই হইল তাঁহার ।
 কহিতে স-স-নাহি যোগ্য তা আমার ॥
 মহাদুঃখে সেই রাত্রি কাটয়া যাপন ।
 প্রাতঃকালে নন্দগৃহে করিলু গমন ॥
 দেখিলাম রাত্রি জাগি পৃথক-উপরে ।
 শয়নে আছেন রতিচিহ্ন অঙ্গবরে ॥
 গোপীর বিলাসে নিশা জাগি নিদ্রা যায় ।
 দেখি মাতা অগ্রমত ভাবিয়া তাহার ॥
 সরলস্বভাবা মাতা বসি পার্শ্বে তাঁর ।
 করি বহু লালন কহেন কিছু আর— ॥
 আহা এই আমার বালক বনেবনে ।
 সমস্ত দিবস গাবী করিয়া রঞ্জন ॥
 শ্রান্ত হৈয়া নিদ্রাজন্ত সুখ পাইয়াছে ।
 সেইহেতু এতক্ষণো নাহি জাগিয়াছে ॥
 বিদগ্ধগোপিকাকৃত দেখি নশ্কত ।
 কহেন যশোদা মনে ভাবি অগ্রমত— ॥
 অরণ্যেতে সর্কদিগে মুহু ধাইয়াছে ।
 সর্কাজে কণ্টক দুষ্টে সব ক্ষুটিয়াছে ॥
 গোপীনেত্রচূষনেতে অধরে কঙ্কল ।
 লাগিয়াছে দেখিয়া মাতা কহেন সরল— ॥

আহা কষ্ট নিদ্রাবশে কিছু না জানিল ।
 নেত্রের কঙ্কল নিজগাত্রেতে মাখিল ॥
 গোপীর অধর-তাম্বুলের রাগ তাঁর ।
 গণ্ডাদিতে লগ্ন দেখি কহে পুনর্বার—
 তাম্বুলের রাগ অধরের আপনার ।
 ইতস্তত মাখিয়াছে নহে জ্ঞাতসার ॥
 পুনঃপুনঃ পার্শ্বপরিবর্তন করিয়া ।
 কণ্ঠভূষা হার-আদি ফেলিল ছিঁড়িয়া ॥
 গোপিকার স্তনের কুঙ্কম কৃষ্ণগায় ।
 লগ্ন দেখি করে মাতা অত্র অভিশ্রা—
 যমুনানীরমৃতিকা কুঙ্কমের রঞ্জে ।
 লাগিয়াছে তাহা স্নানিচ্ছয় কৃষ্ণ-অঙ্গে ॥
 জানেতেও অজ হৈতে না হৈল ত্যজিত ।
 শরীরের সহচর-মত সংলগ্নিত ॥
 চপলা বালিকাগণ করি অবধান ।
 সঙ্ঘার সময় নাহি করাইল স্নান ॥
 তৈলাত্মক আর শরীরেতে উত্তর্জন ।
 মনোভিনিবেশে না করাইল তখন ॥
 বারম্বার যশোদা কহেন এইমত ।
 ব্রজকন্তাগণসকলের সম্মুখতঃ ॥
 শুনি ভয় হাস লজ্জা হৈয়। আবির্ভাব ।
 লজ্জাবৃন্ত-মুখ গোপী হইলা স-ভাব ॥
 ততঃপরে কৃষ্ণ নিদ্রা হইতে উঠিল ।
 রামের সহিত মাতা স্নান করাইলা ॥
 বহু অলঙ্কারে করাইয়া বিভূষিত ।
 করাইলা তবে ত ভোজন সুবিহিত ॥
 ভোজনাশ্তে গোপিকার স্তনের বার্তার ।
 ক্ষণেক করিলা কৃষ্ণ বিশ্রাম তথায় ॥
 তবে ত কাননে শুভ শ্রাঙ্গণ করেন ।
 করিলেন যশোমতী যোগ্য আয়োজন ॥
 বনশ্রাঙ্গণেতে ভাবি-বিরহ-শঙ্কার ।
 যত্নপি গোপিকামন পৌড়িতা তাহার ॥
 তবু দিব্য সুমঙ্গলগীতের ধারায় ।
 পূর্ণকুন্ত-দধি-আদি রাখাইলা তার ॥
 বলরামসহ এক পীড়ার উপরে ।
 বসাইয়া কৃষ্ণে মাতা বেশ-ভূষা করে ॥
 বনের উচিত সর্ব অঙ্গেতে ভূষণ ।
 পরাইলা আর সে ঔষধপ্রকরণ ॥
 মণি ব্যাজনধ আর বিশল্যকরী ।
 রক্তাডোর মঞ্জ পড়ি করিলা রক্ষণী ॥
 বৃদ্ধা গোপী আর বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীদ্বারায় ।
 শুভ আশীর্বাদ বহু করাইলা তার ॥

ত্রিহস্তের তর্জনী অঙ্গুলী নাসিকায় ।
 ধরাইয়া শুভযাত্রা করাইলা মায় ॥
 মধ্যাহ্নের সময়েতে করিতে ভোজন ।
 শিকায় বাধিয়া দ্রব্য করিলা অর্পণ ॥
 শ্রীদামাদি-বালকের হস্তে তাহা দিয়া ।
 নিকসিলা গো-অগ্রেতে বেণু বাজাইয়া ॥
 সেইকালে কৃষ্ণ-সখা গোপের কুমার ।
 উচিতত্ব-প্রাপ্ত সদা সখ্যতায় তাঁর ॥
 নিজনিজ ভোজ্য সবে করিয়া গ্রহণ ।
 শ্রীকৃষ্ণের নিকটেতে করি আগমন ॥
 যুগ্মেযুগ্মে সকলেতে মিলি কৃষ্ণসঙ্গে ।
 বাহির হইলা ব্রজ হৈতে গোষ্ঠে রঞ্জে ॥
 সখাসহ কতু বংশী শিলা বা কখন ।
 নানা বাস্ত্র বাজাইয়া করে বিলসন ॥
 সখাগণ লৈল ছত্র পাতুকা চামর ।
 ধ্বজ ভোগ্য পেয়াসন কল্লুক বিস্তর ॥
 তাল-মুদকাদি বহু ক্রীড়ার সাধন ।
 স্বচ্ছন্দে খেলিতে সবে করিলা গ্রহণ ॥
 গায় নাচে তারা কতু ধৈর্যে স্থব করে ।
 চলিল রামের সহ কানন-গোচরে ॥
 অগ্রে বলদেব আমি স্বরূপ পশ্চাতে ।
 সখাগণ চতুর্দিকে শোভা নানা ভাঁতে ॥
 গোষ্ঠীযাত্রা দেখিবার লাগি করি ছল ।
 আইলেন সেইস্থানে গোপিকাসকল ॥
 কৃষ্ণের বিরহহুঃখ সহিতে না পারে ।
 আকর্ষিত প্রেমপাশে আলা তথাকারে ॥
 গোপীমুখ নিরীক্ষণ করি ভাবোদয়ে ।
 কৃষ্ণের মুখেতে ঘর্ম্ম হৈল সে-সময়ে ॥
 ঘর্ম্মযুক্ত মুখপদ্ম দেখি বালকের ।
 স্নেহেতে বরষে ক্ষীর মাতার স্তনের ॥
 মার্জন করিলা হস্তে অকলেতে আর ।
 পিছে আলা পর্য্যন্ত ব্রজের বহির্দ্বার ॥
 কৃষ্ণের কখনে গৃহে করিতে গমন ।
 গ্রীবা ফিরাইয়া মাতা করিয়া দর্শন ॥
 দুই তিন পদ গিয়া ফিরি পুনর্বার ।
 পুত্রের নিকটে আইলেন ব্যগ্রাকার ॥
 তাম্বুল সাজিয়া কৃষ্ণমুখে হস্তে আয় ।
 সমপিয়া চলিলেন গৃহে পুনর্বার ॥
 গ্রীবা ফিরি পুত্রমুখ দেখি পূর্বমত ।
 অতিবেগে ব্যগ্রা পুন হইলা আগত ॥
 কিছু মিষ্টকলাদিক আর মিষ্টজল ।
 পথে পুত্র করাইয়া ভোজন সকল ॥

গৃহে যাতে ফিরিয়া আসিয়া পুনর্ব্বার ।
 সংনিবেশি বালকের বস্ত্র অলঙ্কার ॥
 স্নেহভরস্বভাবতে দুঃখিতা হইয়া ।
 শিক্ষা দেন বালকেরে সুযত্ন করিয়া—॥
 হে বাছা ! দুর্গম বনে দূরে না যাইবে।
 সঙ্কটকারণে কত নাহি প্রবেশিবে ॥
 এত কহি মাতা অতি বিনয়সহিত ।
 আপনার শপথ দিলেন বিস্তারিত ॥
 নিবর্ত্ত হইয়া দুই চারি পদ গিয়া ।
 পুনর্ব্বার আইলেন তথায় ফিরিয়া ॥
 'ওহে বাপ বলরাম ! সকল সময় ।
 নিজ অমুজের অগ্রে থাকিবে নিশ্চয় ॥
 শ্রীদামা স্বরূপ-সহ পৃষ্ঠেতে থাকিবে।
 দক্ষিণেতে অংগ বামে সুবল বস্তিবে ॥
 কটককাননে কিবা ভয়ঙ্কানে আর ।
 যদি যান, নিবারণ করিবে ইহার ॥
 রোদ্ভের আতপে ছায়া করিবে নিশ্চয় ।
 ভোজনাদি করাইবে সকল সময় ॥
 ইত্যাদি প্রার্থনা দস্তে ভণ ধরি করি ।
 নিরীক্ষণ করে পুত্রে অতি স্নেহে ভরি ॥
 স্নেহভরে ব্যাকুল হৃদিতে যশোমতী ।
 এইমত মুহু কৈলা যাতায়াত অতি ॥
 নূতন প্রসূত গাবী অতিবিক্ত হয় ।
 মাতা স্নেহভরে তারে করিলেন জয় ॥
 পায়ে ধরি করি নমস্কার আলিঙ্গন।
 যশোদারে পুত্র করে বিবিধ ছলন ॥
 'সন্ধ্যাকালে আসি মাতা । খাইবার তরে।
 দ্রব্য আয়োজন কর' উচিত সম্বরে ॥
 গৃহকৃত্য আছে মাতা ! করুন গমন ।'
 ইত্যাদিক বহু ছল করিয়া তখন ॥
 আপন শপথ দিয়া মাতারে তখন ।
 কৃষ্ণকস্তুর করিলেন যত্নে নিবর্ত্তন ॥
 যেইস্থলে মাতারে করিলা নিবর্ত্তন ।
 অতি উচ্ছল সেই নিকট কানন ॥
 চিত্রপুস্তলিকাভায় মাতা সেইস্থানে ।
 শুনে ক্ষীর নেত্রে ধারা দেখেন সন্তানে ॥
 করেন গোপিকাসব পশ্চাতে গমন ।
 বাম্পেতে সংকল্পকণ্ঠ গদগদ বচন ॥
 গানেতে অশ্রুত সবে স্থলিতচরণ ।
 অশ্রুদৃষ্টি হৈলা—কৃষ্ণ অশ্রুতে নয়ন ॥
 লজ্জাভরে করিতে বলিতে কিছু নারে ।
 শয় হৈলা মহাশোকসমুদ্রসম্মারে ॥

সে শোকের প্রতীকার করণে অক্ষম ।
 বিনা আলিঙ্গনে দুঃখ নহে উপশম ॥
 'কেমনে বাঁচিব' ইত্যাদিকো কহিবারে ।
 নাহি পারে, যাহে কিছু শোকপ্রতীকারে ॥

যথা (বৃঃ ভাঃ ২।৬।১৬৭ টীকা)—

নিবেদ্য দুঃখঃ সুখিনো ভবতি ॥

ব্রজ হৈতে দূরতর গোপিকা আইলা ।
 তাহাদের মনোনেত্র শ্রীকৃষ্ণ হরিল্লা ॥
 অতি যত্নে করি তাগণারে নিবর্ত্তন ।
 মুহুমুহু ফিরি-ফিরি করে নিরীক্ষণ ॥
 ব্যগ্রমন কৃষ্ণ ইন্দুতের দ্বারায় ।
 প্রেমে স্বয়ং গ্রীবা ফিরি করি দৃষ্টি তায় ॥
 বারবার আশ্বাস করেন গোপীগণে ।
 ক্রক্ষেপ মন্তককম্প জিহ্বাগ্রে দর্শনে ॥
 বল করি লজ্জাভর তাঁদের জ্ঞান ।
 সম্যক স্তুতিতা গোপী হৈলা সেইস্থান ॥
 যশোদার অগ্রে উচ্ছলনে দাড়াইয়া ।
 রোদন করেন প্রাণনাথেরে ছোরিয়া ॥
 গোপেন্দ্রে আপনি স্মরিত আশায় ।
 বিশেষত পত্নীর বাৎসল্য দেখি তায় ॥
 সর্ব্বভ্রজজনের ছোরিয়া স্নেহভর ।
 বৈরাগিক্যপ্রকাশে হইলা বশীকর ॥
 উপনন্দ-আদি পুরোহিতের সহিতে ।
 পশ্চাতে গিয়াও দূরে না পারে ত্যজিতে ॥
 গো-মহিষ-মৃগ-খগ-আদির হৃষ্টতা ।
 দেখিলা কুশল শুভ অত্যন্ত পুষ্টতা ॥
 অন্তরে প্রকৃষ্ট হৃষ্ট হইয়াও নন্দ ।
 পুত্রবিচ্ছেদকাতরে অতি নিরানন্দ ॥
 রামসহ পুত্রে কৈলা পৃথগালিঙ্গনে ।
 পুন একবারে আলিঙ্গিলা দুইজনে ॥
 করিলেন মন্তকের আভ্রাণ-গ্রহণ ।
 স্নেহভরে আর্দ্র বহু করিলা রোদন ॥
 ততঃপরে পুত্র শ্রীনেত্রে প্রণমিলা ।
 অনেক আছয়ে কার্য্য তাঁরে দেখাইলা ॥
 'ব্রজবাসীগণের আশ্বাস রক্ষণ ।
 ময়ামগকালে ব্রজে শোভাদিকরণ ॥
 ইত্যাদিক বহু কর্ম্ম অ'ছে আপনার ।'
 ইহা কহি প্রস্থাপন করাইলা রি।।
 ফিরিয়া শ্রীনন্দ কৃষ্ণে করিয়া লিঙ্গণ ।
 সেইস্থানে অবস্থান কৈলা কতক্ষণ ॥

রামঃ দূরে বনে করিলে গমন ।
 অরণ্যেতে দর্শন হইল আচ্ছাদন ॥
 হবে শিখা-হৃদারব না হয় শ্রবণ ।
 ব্রজপ্রতি নিবর্ত্ত হইলা সেইক্ষণ ॥
 শ্রীমদ্বার্ত্তা-আনয়নকারী ভূত্যাগণে ।
 করিলা নিয়োগ কৃষ্ণবার্ত্তা আহরণে ॥
 পত্নীসহ গোপীগণে করিয়া সাহসন ।
 সবারকারে গৃহে করিলেন আনয়ন ॥
 গোপিকারা শ্রীকৃষ্ণের বিলাসসকল ।
 গান করি প্রবেশ করিলা ব্রজতল ॥
 শ্রীকৃষ্ণসদয় ধ্যান করি গোপীগণ ।
 করিতে লাগিলা সেই দিনের যাপন ॥
 তাঁহার বিশেষ করিবারে নির্বাচন ।
 অনন্তের শক্তিতে না হয় কদাচন ॥
 মহাপীড়াজনক বার্ত্তা সে-সব হয় ।
 কোন্ বুদ্ধিমান বা তাহাতে প্রবর্ত্তয় ॥
 গোপীগণে কৃষ্ণচক্রে করি প্রস্থাপন ।
 হইলা অধিক অতি মৃদুঃখিতমন ॥
 সখাগণ কল করি তাঁহারে লইলা ।
 অগ্রে শ্রীমদ্বন্দাবনমধ্যে প্রবেশিলা ॥
 সখাগণ বৃন্দাবন-শোভা দেখাইলা ।
 স্বয়ং বণি পীড়াগতমত সে হইলা ॥
 তবে বিস্তারিলা যেই ক্রীড়া গোপমত ।
 পাইল যে ভাব তাহে চরাচর যত ॥
 সে-সব বৃত্তান্ত ধ্যানে নাহি হয় মনে ।
 জিহবা কিপ্রকারে করিবেক নিরূপণে ?
 গোচারণ করি গোবর্দ্ধনসন্নিধানে ।
 করায়্যা তাদিগে যমুনার এলপানে ॥
 গায়ংকালে পূর্ব্বমত নিজব্রজে আসি ।
 ব্রজেশ ক্রীড়েন সহ ব্রজবধূরাশি ॥
 নন্দীশ্বরস্থানে পুরী শ্রীনন্দর হয় ।
 কিন্তু কৃষ্ণ সদা কুঞ্জমধ্যে বিরাজয় ॥
 কৃষ্ণমত অমুখিত গোলাকনিবাসী ।
 কুঞ্জে বাস বহু করি মানে অভিলাষা ॥
 এইমতে গোলাকেতে নিবাস করিয়া ।
 যে আনন্দ অমুভব হয় যম হিয়া ॥
 যেবা সখ সেইস্থানে হইল তাহার ।
 বর্ণন না হয় সে কীদৃশপ্রকার ॥
 মুক্তসকলের সুখ হৈতে অভিমত ।
 বৈকুণ্ঠবাসীর হয় অত্যন্ত মহত ॥
 কৃষ্ণভক্তিমাহাত্ম্য তাহার হেতু হয় ।
 সে-সুখবেদ্য-সকল কহিলা নিশ্চয় ॥

বৈকুণ্ঠে বিচিত্র ভক্তিরসের কারণ ।
 মোক্ষ হৈতে হয় সে অধিক শ্রবণ ॥
 অযোধ্যায় সেবারস-নিষ্ঠা বিশেষেতে ।
 বৈকুণ্ঠ হইতে সুখ হয় অধিকেতে ॥
 দ্বারকায় সৌকণ্ডরস-বিশেষ-চয় ।
 অযোধ্যা হইতে সুখবিশেষ সে হয় ॥
 গোলোকেতে প্রেমরস-নিষ্ঠাবিশেষিক ।
 দ্বারকা হইতে সুখ অধিক অধিক ॥
 অযোধ্যাদিবাসিসুখ হইতে সুস্থির ।
 অধিকাদিক সে সুখ গোলোকবাসীর ॥
 সেই সুখ অতিক্রান্ত তর্কের বিধানে ।
 কিপ্রকারে বাক্যে তাহা ধরিবেক স্থানে ॥
 গোলোকনিবাসিজন সব নিরন্তর ।
 সেই সুখ অমুভব করেন বিস্তর ॥
 গোলোকনাথের প্রেমবিষয়ী হয়েন ।
 সে সুখের তত্ত্বমাত্র তাঁহারে জানেন ॥
 গোলোকনিবাসী গোপরাজ নন্দাদির ।
 অবতার বৈকুণ্ঠের নন্দাদি সুস্থির ॥
 অবতার-শব্দে হয় নিত্যস্তের হানি ।
 তাহা নহে, তবে নিত্য সুনিশ্চয় মানি ॥
 বৈকুণ্ঠে নিবাসী ইন্দ্রচন্দ্রাদির যেন ।
 প্রতিরূপ স্বর্গে ইন্দ্রচন্দ্রাদি হয়েন ॥
 যথাচ উপেক্ষ বিষ্ণু নীড়া করিবারে ।
 ধরণীমণ্ডলেতে করেন অবতারে ॥
 তাঁর প্রীতিহেতু সেইসব দেবগণ ।
 বারম্বার ধরাতলে অবতার হন ॥
 যেন গোপরাজ নন্দ শ্রীগোলোকধানে ।
 তাঁর অবতার বৈকুণ্ঠেতে নন্দরূপে ॥
 দ্রোণ-নামে বসু তিহ দেবেতে গণন ।
 কদাচিত পৃথিবীতে নন্দরূপ হন ॥
 গোলোকে শ্রীবলদেব বৈকুণ্ঠেতে শেষ ।
 দেবের মধ্যেতে তিহ ধরণীধরেশ ॥
 পৃথিবীতে কদাচিত বলরাম জ্ঞান ।
 সেইমত গোলোকেতে শ্রীদামা আখ্যান ॥
 বৈকুণ্ঠে গরুড় দেবে বিনতানন্দন ।
 পৃথিবীতে কদাচিত শ্রীদামাখ্যা হন ॥
 এইরূপ অন্তসব বিশেষ জানিবে ।
 দীন-দীন বিস্তারিয়া কতকে লিখিবে ? ॥
 যেন কৃষ্ণ অবতারী তাঁহার সহিত ।
 অবতার সব হন অভিন্ন নিশ্চিত ॥
 তেন গোলোকস্থ নিত্যপ্রিয় নন্দাদির ।
 তাঁহাদের অবতারে অভিন্ন সুস্থির ॥

অংশেতে কখন, পূর্ণরূপে কদাচিত ।
 যথাকাল যথাকার্য্য যথাস্থানোচিত ॥
 যেখানে যেমত প্রয়োজন অবতারে ।
 তথায় তেমত তাঁহা হয়েন প্রকারে ॥
 কৃষ্ণ যেন কার্য্য স্থান ব্রহ্ম অবতরে ।
 তেমত পার্শ্বদসব ধরে কলেবরে ॥
 এইমতে কোনরূপে হৈয়া আকর্ষিত ।
 কদাচিত শ্রীগোলোকনাথের সহিত ॥
 ইচ্ছাযুক্ত হৈয়া মথুরায় অবতারে ।
 নিজ অংশ দ্রোণাদিকসহ ঐক্যাকারে ॥
 যবে প্রাত্তর্জব হন সেই ত সময় ।
 ব্রহ্মবরে দ্রোণাদিক তাহে হন লয় ॥
 পরমেশ্বরের জায় তাঁরা অবতরে ।
 সেই লীন-হেতুক যতেঃ মুনিবরে ॥
 কহেন নন্দাদিরূপে দ্রোণাদি হইল ।
 সুনিক্ত সিদ্ধান্ত এসকল কহিল ॥

এসকল আরো যত গোলোকে আহয় ।
 জানিবে সচ্চিদানন্দময় অংশময় ॥
 কৃষ্ণের ইচ্ছায় লীলাবিত্তারকারণ ।
 গোলোকমধ্যেতে কংসাদির নিবসন ॥
 পূর্বেতে সিদ্ধান্ত যেই নারদকথিত ।
 তার অল্পসারে সব জানিবে নিশ্চিত ॥

হে মথুরোত্তম । মহাস্বর্ঘ্য বৃত্ত যেই ।
 কৃষ্ণ-প্রভাবেতে কিছু কহি স্তন এই— ॥
 গোলোকমধ্যেতে যত গোপসব হয় ।
 বালক যুবক বৃদ্ধ কোটিকোটি চয় ॥
 সবে জানে—‘শ্রীকৃষ্ণের আমি প্রিয়তর ।
 আমার সমান কেহ নহে ত ইতর ॥’
 তাঁহাদের নহে মনে কেবল মনন ।
 সেইরূপ ব্যবহার দেখি সর্ব্বক্ষণ ॥
 তাঁহাদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণেরো সেইমত ।
 বিস্তৃত দেখিয়ে প্রেম নিত্য অবিরত ॥
 তথাপিহ তাহাতে কাহার কদাচিত ।
 নাহি হয় মনঃপরিপূর্ণতা উদিত ॥
 বিধবা প্রেমের তৃষ্ণা—দৈন্তের জননী ।
 অহুক্ষণ অতিশয় বাঢ়য়ে আপনি ॥
 গোলোকবাসিনী কোটিকোটি গোপী যত ।
 তাহাদের প্রতি কৃষ্ণচক্ষের সতত ॥
 শ্রেষ্ঠ প্রীতি রূপা আর আসক্তি বিরল ।
 করিলাম অল্পভব সাক্ষাতে সকল ॥
 শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি রূপা আসক্তিকারণ ।
 করিলাম ব্যক্ত অহুমান সর্ব্বক্ষণ ॥

গোপিকা হইতে কিবা গোপিকার সম ।
 নাহি গোলোকেও শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ॥
 তথাপি যে গোপিকার প্রতি যেইক্ষণে ।
 কৃষ্ণের বিশেষ প্রেম করিয়ে দীক্ষণে ॥
 সেইক্ষণে সুনিক্ত হয় ত প্রত্যয়— ।
 ‘কৃষ্ণের সর্ব্বদা প্রিয় এই গোপী হয় ॥’
 নিজনিজপ্রেমযোগ্য সেই গোপীসব ।
 করিয়াও ক্রীড়ামুখবিশেষামুভব ॥
 নিরন্তর নিজমনে করেন মনন— ।
 ‘নাহি প্রেম প্রভুর আঘাতে কদাচন ॥’
 করেন প্রত্যেকে অভিলাষ এইমত— ।
 ‘হইবেক কি আমার সৌভাগ্য কিয়ত ? ॥
 যাহাতে অধম দাসী কৃষ্ণের হইব ।
 ছেন শুভ দিন কিসে উদয় করিব ? ॥

গোপেরা ‘কৃষ্ণের প্রিয়’ আঘারে মানেন ।
 আপন সৌভাগ্য তাহে বিশেষ জানেন ॥
 কিন্তু প্রেমবিশেষস্বভাবে ভগবানে ।
 অতৃপ্তি মানসেতে বিশেষ তৃষ্ণা জানে ॥
 গোপীসব অতি নিষ্ঠ-হেতু নিরন্তর ।
 পরমদৈন্ততায়ুক্তা অন্তর-অন্তর ॥
 কৃষ্ণের অধমা দাসী হবার কারণ ।
 আপনার সৌভাগ্য সে করেন ইচ্ছন ॥
 ইথে যত গোপগণ হৈতে গোপিকার ।
 সৌভাগ্যবিশেষ কর বিবেচনা সার ॥
 যতপিহ বৈকুণ্ঠের পার্শ্বদগণের ।
 ভক্তস্বভাবেতে তাহাদিগের মনের ॥
 প্রভুর চরণভজ্ঞানানন্দ প্রভূতে ।
 নিশ্চয় মনের তৃপ্তি নাহিক প্রকৃতে ॥
 তথাপি সকলে ‘কৃষ্ণরূপা অতিশয় ।
 আমাদিগে’ এই তাঁদিগের মনে হয় ॥
 গোলোকবাসীর তাহা নহে কদাচিত ।
 ইথে বৈকুণ্ঠ হইতে মহিমা বিদিত ॥

অহো গাঢ় প্রেমের সাবেশ-স্বভাবের ।
 অদ্ভুত মহিমা অতি গভীর সবার ॥
 মহত্ত্বজনেও হুঃখে তর্কিতে না পারে ।
 অনন্ত মাহাত্ম্য নাহি পার কহিবায় ॥
 একদিন বিহরেন শ্রীনন্দনন্দন ।
 যমুনার তীরে সহ যত সখাগণ ॥
 কায়লেন শ্রবণ সে লোকের মুখীয়— ।
 কালিয়ভূদেতে পুন আইল কালিয় ॥
 মহাবিবে বিদূষিত স্থানেতে গমন ।
 সখাগণে বোধ্য নহে করি এই মন ॥

কিবা বিবজলহুবে আমারে পড়িতে ।
 যত্নে সখাগণ করিবেক নিবারিতে ॥
 এত ভাবি একাকী সে হৃদতীরে গিয়া ।
 নীত্র কৃষ্ণ কদম্ববৃক্ষেতে আরোহিয়া ॥
 বেগে লক্ষ্য দিয়া হৃদজলে পড়িলেন ।
 জলসব উপরে নিঃসার করিলেন ॥
 জলে সত্তরিয়। বহু বিচিত্র বিলাস ।
 জলশব্দ বহুবিধ করিল সহাস ॥
 তাহে খল কালিয় হইয়া উপস্থিত ।
 করিলেক নিজদেহে কৃষ্ণেরে বেষ্টিত ॥
 তাহাতে কৌতুকী কৃষ্ণ দশা আপনার ।
 অনির্বচনীয় দেখাইলেন বিস্তার ॥
 সহসা গমনকারী কৃষ্ণে না দেখিয়া ।
 কৃষ্ণসখাগণ মৃতপ্রায় সে হইয়া ॥
 সবে তাঁর অবেষণে হইয়া কাতর ।
 দেখি পদচিহ্ন হৃদে গেলেন সত্তর ॥
 দেখিলেন কালিয়ের শরীরে বেষ্টিত ।
 কৃষ্ণে নাহি কিছু করেন চেষ্টিত ॥
 বয়স্যসকল তাহে হৈলা মোহগত ।
 স্পন্দনবিহীন রহিলেন জ্ঞানহত ॥
 বন-আচ্ছাদনে যারা না পায় দর্শন ।
 নাহি ইচ্ছা করে তারা রাখিতে জীবন ॥
 ধেনু বুধ বৎস মহিষাদি গ্রাম্য আর ।
 বনজাত পশুপক্ষ আদি কৃষ্ণসার ॥
 সবে কৃষ্ণবদনেতে অপিয়া নয়ন ।
 ভীরে থাকি আর্তনাদে করয়ে ক্রন্দন ।
 উচ্চৈঃস্বরে রোদনে বিকল পক্ষিগণ ॥
 বেগে উড়ি হৃদমধ্যে হয় ত পতন ॥
 শুদ্ধ হৈল বৃক্ষাদিক নিশ্চয় সেক্ষণে ।
 ত্রিবিধ উৎপাত মহা হৈল প্রকাশনে ॥
 এক বৃদ্ধে প্রভু কৈলা মনেতে প্রেরণ
 ব্রজমধ্যে ধাবমান গেল সেই জন ॥
 হাঃ মহারব করি স্রবোর কান্দিয়া ।
 সে-সব বৃদ্ধাজ ব্রজে কহিলেক গিয়া ॥
 বৃদ্ধ-আগমন-পূর্বে মহত উৎপাত ।
 রক্তবৃষ্টি ভূকম্পাদি ভয়ঙ্কর জাত ॥
 দেখিয়া শ্রীনন্দ-যশোমতা-আদি যত ।
 ব্রজবাসিগণে হৈলা সত্তর সত্তর ॥
 ব্রজের মঙ্গল কৃষ্ণ—তাঁরা অবেষণে ।
 ব্রজে হৈতে বাহির হইয়াছে সর্বজন ॥
 পুন সেই বৃদ্ধ ভয়কণ্ঠে স্বর করি ।
 হৃদে ময় সর্পবেষ্ট কহিল বিবরি ॥

তুনি সে বৃদ্ধান্ত যত ব্রজবাসিগণ ।
 বজ্রপাতসম সবে করিল মনন ॥
 নিজ অমুজের প্রভাবজ্ঞ বলরাম ।
 আপনার গৃহে স্থিত জ্ঞানি সবকাম ॥
 'ইহা মিথ্যা মিথ্যা' এই উচ্চশব্দ করি ।
 রোহিণীমাতাকে যত্নে প্রবেশ আচরি ॥
 গৃহরক্ষা-হেতু তাঁরে নিয়োগ করিয়া ।
 সর্ব ব্রজজনে শাস্তকরণ লাগিয়া ॥
 মৃতপ্রায় সকলেরে অগ্রেতে ধাবিত ।
 ধাইয়া মিলিলা রাম তাঁদের সহিত ॥
 নীত্র সেই হৃদে রাম আসিয়া তখন ।
 অমুজে তাদৃশ দশা করি নিরীক্ষণ ॥
 তাইর প্রেমোত্তে অতি স্বকাতর-মন ।
 ধৈর্য্য না রক্ষিতে পারি করিলা রোদন ॥
 বিবিধ বিলাপ বলরাম সে করিল ।
 কাষ্ঠপাষণাদি-ভেদ যাহাতে হইল ॥
 পূর্বে নন্দ-যশোমতী মুচ্ছা হৈলা যেন ।
 বলরাম মুচ্ছিত হইলা ক্ষণে তেন ॥
 তবে সে-সকলে আর যত প্রাণিগণ ।
 অতি মহাউচ্চৈঃস্বরে করয়ে রোদন ॥
 অতি আর্তিনাদে তাহা হইল পূরিত ।
 বিশ্বের রোদন যাহা হৈতে প্রকাশিত ॥
 সেই মহানাদে রাম পাইয়া স্ফুটান ।
 যত্নে ধীরশিরোমণি হৈলা ধৈর্য্যবান ॥
 যশোমতী-নন্দ সংজ্ঞা ক্ষণেকে পাইয়া ।
 তাদৃশ অবস্থা হৃদে কৃষ্ণেরে দেখিয়া ॥
 উচ্চৈঃস্বরে বেগে হৃদে করে প্রবেশন ।
 বলরাম দুইকরে করিলা রোধন ॥
 মৃত্যুভূল্য মুচ্ছিত দেখিয়া ব্রজজনে ।
 হৈলা রাম অতি ব্যথায়ুক্ত নিজমনে ।
 স্তম্ভর গলাদ স্বর করিয়া তখন ।
 কৃষ্ণ সঙ্ঘোধিয়া উচ্চৈঃস্বরে কথন—
 পার্শ্বদ বৈকুণ্ঠবাসী এসকল নয়ন ।
 অযোধ্যানিবাসী নহে এ বানরজন ॥
 ঝারকানিবাসী এই নহে ত যাদব ।
 গোলোকনিবাসী হয় এই জনসব ॥
 বৈকুণ্ঠনিবাসী পারে বিরহ সহিতে ।
 কৃষ্ণের প্রভাব তাঁরা সদা ভাবে চিতে ॥
 এ গোলোকবাসী তোমাগত সে জীবন ।
 পরম প্রেমোত্তে মগ্ন-মন সর্বক্ষণ ॥
 আমি আর রক্ষিবারে নারিয়ে এখন ।
 দেখিয়া এ দশা তব মরে সর্বজন ॥

হে কল্পণ ! এসবে না মরে যতক্ষণ ।
 ত্যজ চেষ্টারাহিত্যাদি কৌতুক এখন ॥
 গোষ্ঠজন একবন্ধু হে কৃষ্ণ ! তোমার ।
 মৃদুলস্বভাব — দুঃখ নার সহিবার ॥
 যত্নপি এ বিনোদ এখনো না ত্যজিবে ।
 পরে নিজমনে শোক অত্যন্ত পাইবে ॥
 স্বরূপ কহেন তবে—যত গোপীগণ ।

বিবিধ বিলাপ করি করেন রোদন ॥
 পুনঃপুনঃ মোহযুক্ত হয়েন সকলে ।
 এইহেতু পশ্চাতে আইলা সেইস্থলে ॥
 পরম পীড়িতা শঙ্খ-বলয়াদি ভঙ্গ ।
 মুক্ত কেশ-নীবি-আদি দুঃখিত সর্বাঙ্গ ॥
 প্রভুর পার্শ্বেতে যাইবারে সে-সময় ।
 হুচে প্রবেশিতে যান সব গোপীগণ ॥
 শোকেতে বিনষ্টচিত্তা—নাহি অবধান ।
 প্রভুর প্রভাব তাহে নাহি হয় জ্ঞান ॥

হুদে প্রবেশিতে গোপী চাহেন যাবত ।
 আপন কৌতুক কৃষ্ণ ত্যজিয়া তাবত ॥
 না সহিয়া প্রভু সকলের দুঃখ যত ।
 কালিয়বন্ধন হৈতে হৈলা বহির্গত ॥
 অতি উচ্চ বিত্তীর্ণ সহস্রক্ষেপে তার ।
 আরোহিয়া হস্তপদ্ম করিলা বিস্তার ॥
 কালিয়ের সহস্রেক ফণ শোভমান ।
 রত্নেতে খচিত স্থলশ্রেণীর সমান ॥
 তাহাতে সত্তর নিজপ্রিয়া গোপীগণে ।
 একবারে করাইলা কৃষ্ণ আরোহণে ॥
 চিত্ত হৈতে বিচিত্র ভ্রমণে বহুতর ।
 সেইসব ফণা হৈল অতি মনোহর ॥
 পরম অদ্ভুত সেইসব রত্নস্থলে ।
 সকল গোপীর সহ মিলিয়া একলে ॥
 আকাশে দেবতাগণ করে বাতগীত ।
 তাহাতে নাচেন অতি বিচিত্র বিহিত ॥
 কৌতুকসাগর নৃত্যে বহু করিলেন ।
 রসবিলাসেতে জাত সুখ পাইলেন ॥

কৃষ্ণশক্তিবিশেষেতে নন্দাদিক যত ।
 মোহের গান্ধীয়া কিম্বা নহে অপগত ॥
 সেইহেতু গোপীসহ এই নৃত্যলীলা ।
 নন্দাদিক গুরুবর্গ কেহ না দেখিয়া ॥
 নন্দাদি শ্রীরাম হৈতে পায়্যা বোধোদয় ।
 কৃষ্ণে তটোপরি হেরি অংকন, বিন্দয় ॥
 সর্পরাজ-কালিয়ের করিবে দমন ।
 নাগপত্নীসকলেতে করিল গুবন ॥

তাহাদের গাত্র হৈতে উত্তরীয়বস্ত্র ।
 কাড়িয়া লাইলা মন্দহাস্তযুক্ত তত্র ॥
 তাহে বাগডোর দীর্ঘ করিলা রচন ।
 কালিয়ের নাসা বিদ্ধি করি প্রবেশন ॥
 কৌতুকী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বামহস্তে ধরি ।
 অশ্বস্তায় চড়িলেন তাহার উপরি ॥
 হঠ করি ইতস্তত তাহারে চালন ।
 দক্ষহস্তে ধৃত বংশী হর্ষেতে বাজান ॥
 চাবুকের মত সেই বংশীতে কখন ।
 বলের দ্বারায় তারে করেন চালন ॥
 গরুড়ের মত তারে বাহক করিলা ।
 অতিশয় প্রসন্নতা তাহারে সে দিলা ॥
 সেইক্ষেণে আনি দিল নাগপত্নীগণ ।
 অমূল্য বসন মাল্য রত্নের ভূষণ ॥
 অমুলেপ-আদি যত দিল ভক্তিতরে ।
 রাখিলেন কৃষ্ণচন্দ্র ফণার উপরে ॥
 পঙ্কজ-উৎপল-আদি পুষ্প বহুতর ।
 যমুনায জাত আনি দিলেক বিস্তর ॥
 সে-সব ভূষণে নাগপত্নীর দ্বারায় ।
 ভূষাইলা আপনারে আর গোপিকায় ॥
 ফণীন্দ্র কালিয় নিজ অসভ্য বদনে ।
 করিলেক শুভ বহু শ্রীনন্দনন্দনে ॥
 নন্দাদি সবারে হর্ষে করায়্যা নর্ত্তন ।
 হুদে হৈতে করিলেন তবে নিঃসারণ ॥
 গরুড়ের দুস্ত্রাপ যে মহাপ্রসন্নতা ।
 বরশ্রেণী লাভে নাগ মহা প্রকটতা ॥
 কালিয় হইতে গোপীসহস্রসহিত ।
 নামিলেন কৃষ্ণ মহা আশ্চর্য্য বিদিত ॥
 নন্দাদিক করি আরাট্রিক আলিঙ্গন ।
 হর্ষযুক্ত অশ্রুধারে করিলা প্রাবন ॥
 কুপা করি কালিয়েরে কিঞ্চিৎ কহিলেন ।
 হুদ হৈতে তাহারে ত দূর করিলেন ॥

তথ্যচ (ভাঃ ১০।১৬।৬০ ৬১) ভগবদাক্সা—

নাত্র স্বেয়ং ভয়া সর্প সমুজ্জং বাহি মা চিরম্ ।
 স্বজ্ঞাতপত্ন্যদারাত্যা গোবৃভিভূজ্যতে নদী ।
 ষ এতৎ সংস্বরেম্মর্ত্যাস্তভ্যং মদমুশাসনম্ ।
 কীর্ত্তয়ন্তু ভয়োঃ সঙ্কোচান্ যুগ্মভয়মাধুয়াৎ ॥

গোপ-গোপী-সমুদয় একত্র হইয়া ।
 নানাবিধ যন্ত্র-তন্ত্র-আদি মিলাইয়া ॥
 গাইতে লাগিলা অতি মনোহর গীত ।
 সেই মহোৎসবে কৃষ্ণ হৈয়া সন্তোষিত ॥

গোপ-গোপীগণসহ শ্রীনন্দনন্দন ।
 ভগবান্ কৈলা নিজগৃহেতে গমন ॥
 কদাচিত সে দুষ্ট কংসের অত্মকর ।
 কেশী আর অরিষ্ট হুঁহেতে নামধর ॥
 কেশী মহা অশ্বের আকার সেই হয় ।
 বুর্বেয় আকৃতি ধরে অরিষ্ট দুর্জয় ॥
 বহিস্চর-প্রাণরূপ কংসের সুপ্রিয় ।
 বৃহত শরীর তাহে গগনস্পর্শায় ॥
 ঘোরশব্দে প্রাণিমায়ে ভূতলে ফেলায় ।
 গোপসকলের ভয় বিবিধ দেখায় ॥
 গোসকলে পদদ্বারা করে আক্রমণ ।
 একবারে ব্রজেতে করিল আগমন ॥
 দুই অশ্বের ভয়ে গোপগোপীগণ ।
 আকর্ষিয়া কৃষ্ণে করিছেন নিবারণ ॥
 তাঁদিগে আশ্বাসি বীরদর্প দেখাইয়া ।
 অগ্রে হৈলা নিজহস্তে ভূজ আশ্ফোটিয়া ।
 প্রথমত কেশী দৈত্য আলা বেগভরে ।
 পাদেয় প্রহারে তারে দূরে ক্ষেপ করে ॥
 পশ্চাতে বুর্বেয় নাসা-বিত্তন করিয়া ।
 রাখিলেন গোপীশ্বর-শিবাগ্রে বাঁধিয়া ॥
 পুনর্বীর কেশী দৈত্য আইল তথায় ।
 অমলবিজ্ঞম কৃষ্ণ লক্ষ্য দিয়া তার ॥
 মহাপরাক্রমে তার পৃষ্ঠে আরোহিল ।
 নানা গতি শিক্ষাইয়া দমন করিল ॥
 সেই অশ্ব আরোহিয়া নিজসংগণে ।
 সহস্রসহস্র শীঘ্র করিয়া ভ্রমণে ॥
 তাহার কুর্দনেতে বিচিত্র কোতুকিত ।
 ভূতলে আকাশে এমি শোভা বিরাজিত ॥
 কণমধ্যে নিয়মিয়া স্বপন করিয়া ।
 আরোহণহেতু ব্রজে রাখিল বান্ধিয়া ॥
 বুর্বেকেই পূর্বে গোপীশ্বরেতে বান্ধিল ।
 শকটবাহনহেতু ব্রজেতে রাখিল ॥
 শ্রীগোলোক-ব্রজবর্তি-নন্দীশ্বরপুরে ।
 নিবসেন কৃষ্ণ নানা আনন্দপ্রচুরে ॥
 ব্রজ হৈতে মধুপুরী তাঁরে লইবারে ।
 কংসাজায় অক্রুর আইল একবারে ॥
 সেইকালে ব্রজে যেই বৃন্ডাঙ্গ হইল ।
 কে কহিবে—তাতে ব্রজে কি গতি ধরিল ? ॥
 অস্তিত্বিক শিলা-কাষ্ঠাদিক তা শুনিয়া ।
 নিশ্চয় রোদন করি যায় বিদরিয়া ॥
 সেই বার্তা রাজিলেই করিয়া শ্রবণ ।
 গোলোক-গোকুলবাগী যত সবজন ॥

বহুত প্রকার সবে করি বিলপন ।
 পুনঃপুন অতিশয় মোহযুক্ত হন ॥
 পুত্রপ্রাণা যশোদা শুনিয়া সমুদয় ।
 দুষ্ট কংস হইতে পাইয়া অতিভয় ॥
 আপন শপথ দিয়া করি আচ্ছাদন ।
 লুকায়্যা রাখেন পুত্রে করিয়া গোপন ॥
 প্রভাতে অক্রুর বহু যুক্তির দ্বারায় ।
 প্রবেশ দিলেন নন্দরাজেরে তথায় ॥
 নন্দ নিজপত্নী যশোদারে নানামত ।
 বুঝাইয়া পুত্রে বাহ্যে আনিলেন ততঃ ॥
 দেখি লজ্জা ত্যজিয়া যতক গোপীগণ ।
 হাহা আর্জস্বরে উচ্চ করেন রোদন ॥
 করিতে অশক্তি মাত্র করেন দর্শন ।
 তাঁহাদের প্রাণ যেন করিল ছেদন ॥
 সেইকালে যশোমতী অতি দীনমন ।
 নিজ অশ্রুধারে করে করেন মার্জ্জন ॥
 ধরি নিজপুত্রকরে করে অক্রুরের ।
 নিক্ষেপের ছায়া অর্পিলেন স্বপুত্রের ॥
 কহিলা নন্দে—তব হস্তেতে এক্ষণ ।
 প্রাণধনাধিক পুত্র করিলা অর্পণ ॥
 কারেও না বিশ্বাসিবা স্বপার্থে রাখিয়া ।
 দিবে মম করে তুমি এখানে আনিয়া ॥
 এইমতে স্তম্ভনোত্তরোত্তরে আতুরা ।
 পৌনঃপুত্র মোহযুক্তা হইলেন প্রচুরা ॥
 বাক্যরোধ যশোমতী আপন আলয়ে ।
 কৃষ্ণবিনা একা আইলেন যেসময়ে ॥
 তবে ব্রজগোপিকাগণের স্নানহত ।
 ক্রন্দনের ধ্বনি হৈল অতি উচ্চগত ॥
 যে ক্রন্দন অজ্ঞাপিহ করিলে স্মরণ ।
 শুদ্ধকাঠে জল বহে—শিলায় রোদন ॥
 স্বয়ং ব্রজ তাহা শুনি হয় ত বিদার ।
 কহিব কি কথা ইথে অন্তের কি আর ? ॥
 নিশ্চয় জগত যদি কণে নাহি মরে ।
 তবে মগ্ন হয় সেই শোকের সাগরে ॥
 সরলস্বভাবা যশোমতী বহুতর ।
 প্রবেশ দিলেন গোপীগণেরে বিস্তর— ॥
 মুনিপুত্র অক্রুরের করে এইক্ষণ ।
 নিক্ষেপরূপেতে করিলাম সমর্পণ ॥
 সাধুলোকহস্তে সমর্পিলে দ্রব্যচয় ।
 কদাচিত তাহে কোন আশঙ্কা না হয় ॥
 শীঘ্র তাঁরা কৃষ্ণে আনি করিবে অর্পণ ।
 অতএব শোক নাহি কর গোপীগণ ॥

এমতে প্রবেশ সাধু বহু করিলেন ।
 তব্ গোপী শোকার্গবে যম্ হইলেন ।
 কোণের সহিত যশোদারে সেসময় ।
 কহিতে লাগিল খেদে ব্রজনারীচয়—
 যে নিদ্রায় ! আরে বুদ্ধিবিহীন হইলে ।
 নিজপুত্র ব্যাঘ্রের করেতে সমর্পিলে ?
 কৃষ্ণবিনা শূন্ত এই হইল আলয় ।
 একা তুমি প্রবেশিলে কেমন হৃদয় - ।
 এইমতে যশোদারে নন্দাদিরে আব ।
 নিন্দন করেন গোপী অনেকপ্রকার ।
 অধিক শোকের বেগে অক্রুরে শাপিয়া ।
 ধাইলেন বেগে গৃহে হৈতে বাহিরিয়া ।
 প্রভুরে আহ্বান করি কল্পণা করিয়া ।
 করেন রোদন অতিশোকাক্ত হইয়া ।
 প্রিয় কৃষ্ণ রথোপরি আরোহণে স্থিত ।
 নন্দ বলদেব গোপ অক্রুর সহিত ।
 গোপীদের মল্যশোক দৃঢ়াঙ্কি রোদনে ।
 কান্দিলো মোহিলা যত ব্রজবাসিগণে ।
 কণে স্বাস্থ্য পাই সেই গোপিকার গতি ।
 গোপীগণে দেখি প্রাপ্ত-শেষদশা অতি ।
 স্বয়ং তাঁহাদিগে বাঁচাইবার কারণ ।
 রথ হৈতে লক্ষ দিরা নামিলা তখন ।
 আবৃত হইয়া কৃষ্ণ সেই গোপীগণে ।
 অলক্ষিতে কুঞ্জমধ্যে করিলা গমনে ।
 ততঃপরে কংসদূত শূন্যতা পাইয়া ।
 কৃষ্ণচক্রে রথের উপর না দেখিয়া ।
 অতুতাপ করি বলরামে কহিলেক ।
 বাক্যের চাতুর্যে তাঁরে বশ করিলেক ।
 বসুদেব দেবকী যাদব সবাকার ।
 দুঃখ কহিলেক—এক্ষণে যাহার ।
 তবে রাম অক্রুরের সহ অবৈয়া ।
 পাইলেন কুঞ্জ পদচিহ্নিত দেখিয়া ।
 গোপীগণে আবৃত শ্রীকৃষ্ণেরে দেখিয়া ।
 অবিদূরে বলরাম থাকিলেন গিয়া ।
 অক্রুর তখন উচ্চ করিয়া রোদন ।
 কহিতে লাগিল কৃষ্ণ শুনে যেন—
 বসুদেব দেবকী শূন্য অতিদীন ।
 দুষ্ট কংস নির্ভয় করে প্রতিদিন ।
 উঠাইয়া খড়্গ নিত্য কাটিবারে চায় ।
 জ্ঞান-শোক-পীড়াসাগরেতে ফেলি তাঁর ।
 সেই দুইজন তব ভক্ত অতি হয় ।
 ত্যাগ করিবারে কদাচিত যুক্তি নয় ।

সকল বাদবগণ অনন্তালসন ।
 দিবা আছে মম পথমধ্যেতে নয়ন ।
 কংস হৈতে ত্রস্ত দেববিপ্রাদিকসব ।
 মহা আর্ষ শোকোত্তপ্ত হত-আশা হবে ।
 সেই কংসরাজ হয় দেবের মর্দন ।
 নিজ বাহুবল সদা করয়ে প্লাবন ।
 নিজ অমুরূপ য়েই মহাবলান্বর ।
 সেইসব তার সঙ্গী হয় ত প্রচুর ।
 জরাসন্ধ-নরকাদি যত রাজগণে ।
 তাহারে পূজয়ে নাহি মানে কোনজনে ।
 স্বরূপ কহেন—তব শ্রীনন্দনন্দন ।
 গোপিকাগণেরে নাহি করিল ত্যজন ।
 কহিতে-কহিতে দস্তে ধরি তৃণচয় ।
 অক্রুর করিল মহা কাকুসমুদয় ।
 পরমোগ্রকর্ষ্য সেই ব্রজনারীগণে ।
 একে-একে প্রণমিয়া কহয়ে বচনে—
 যদুবংশজাত আর যত লোকগণে ।
 ওগো দেবীসব ! নাহি কর বিনাশনে ।
 এইসব গোপ কংস হৈতে ধরে জ্ঞান ।
 ইহাদের প্রতি কৃপা করহ প্রকাশ ।
 বসুদেব-দেবকী—কৃষ্ণের মাতা-পিতা ।
 কংস হৈতে রুদ্ধ দীন হও গো রক্ষিতা ।
 গোপিকাগণের ওহে মহাধূর্তবর ! ।
 কংস-অমুবর্তি মিথ্যা প্রলাপ না কর ।
 পিতামাতা কোনস্থানে হয় ত ইহার ।
 নন্দ-যশোদার পুত্র প্রসিদ্ধ বীহার ।
 গোকুল গো-কুল আর যত নারীকুল ।
 না মার না মার ইহা কহিলাম মূল ।
 স্বরূপ কহেন—দুষ্টকংসের চেষ্টিত ।
 তনিয়া হইল কৃষ্ণে ক্রোধ উপস্থিত ।
 বন্ধুগণ-দুঃখ হেতু আপনি যাহার ।
 শ্রবণ করিয়া শেক হইল প্রচার ।
 মধুরাগমনে দেখি রামের সম্মতি ।
 যেহেতু আছেন মৌনে অক্রুরসংহতি ।
 গোপীসকলের কৃষ্ণ করি আশ্বাসন ।
 কুঞ্জ হৈতে নির্গমন করিলা তখন ।
 তাহাতে অক্রুর অতি হৈয়া আনন্দিত ।
 সঙ্কত পাইয়া বলরামের স্মরিত ।
 সেইস্থানে রথ আনিবারে চলিলেন ।
 ধাইয়া বেগেতে বহির্গত হইলেন ।
 মধুরাগমনকারি-কৃষ্ণের নিশ্চয় ।
 মুহু তাঁর মুখপদ্ম দেখে গোপীচয় ।

বিরোগ-আনন্দে ভীত করিয়া রোদন ।
 পাদপদ্মে পড়ি কৃষ্ণ কহেন বচন—
 ওহে নাথ ! না পারিব ধরিতে জীবন ।
 তোমা বিনা অনাশ্রয়ে কত একক্ষণ ।
 এই নিজদাসীগণে ত্যাগ না করিবে ।
 লৈয়া চল তথা প্রভু ! যেখানে যাইবে ।
 তব সজলাভহেতু গৃহ হৈল বন ।
 গৃহ বন তব সঙ্গ-অভাব-কারণ ।
 হইল সপত্নীবর্গ সুহৃদে গণন ।
 তব সঙ্গের সাহায্যতার কারণ ।
 বৈরী হৈল পতিপুত্রাদিক বন্ধুগণ ।
 যেহেতুক কৃষ্ণসঙ্গ করে নিবারণ ।
 বিব হৈল সুধা প্রেমে করিতে ভোজন ।
 জ্যোৎস্না-চন্দ্রনাড়ি-মিষ্ট বিষতুল্য হন ।
 এইহেতু তোমা বিনা অবশ্য মরিব ।
 কদাচিত্ত জীবন ধরিতে না পারিব ।
 দৈবজ্ঞানযুক্ত তব সুন্দর আনন ।
 মনোহর পাদপদ্ম উরুধর হন ।
 বক্ষঃস্থল নানামত শোভাতে পুজিত ।
 কোথাও না দেখি নাহি থাকিবে জীবিত ।
 যদি কহ—আমি শীঘ্র আসিব এখান ।
 নিশ্চয় জানিহ, শুন উত্তর তাহায়—
 গোপবিলাসের হেতু তুমি বৃন্দাবনে ।
 সখার সহিত নাথ । করিলে গমনে ।
 সন্ধ্যাকালে অবশ্য সে আসিবে আপনে ।
 এই আশে কুচ্ছে দিন করিয়ে যাপনে ।
 কংস দুষ্টজনের আজ্ঞায় তার পুর ।
 দূরে গেলে কংসপ্রিয় সহিত অক্রুর ।
 নানাবিধ শঙ্কিতে আকুল হইবারে ।
 প্রবাসাশ্রি চিন্তিয়া বাঁচিব কি প্রকারে ?
 সহঅনুচর সেই কংসের বিনাশে ।
 নাহি জানি তব কত হইবে আয়াসে ।
 নখূরানিবাসিজন-পীড়া-বিনাশনে ।
 না জানিবে কতকাল হবে বিলম্বনে ।
 আবাদের নৃতি তথা হবে না কি হবে ।
 অভাব শীঘ্র আসিবে কিরূপে তবে ।
 স্বরূপ কহেন—তবে এই ত প্রকার ।
 বহু কাকু করিলেন গোপিকা প্রচার ।
 যাহা শুনি সেইস্থানবাসী যতজন ।
 করিয়া রোদন মোহ পাইল তখন ।
 কোনমতে কৃষ্ণ করি ধৈর্য আলম্বন ।
 বচন হইতে অঙ্গ করিয়া মার্জন ।

গোপিকার নেত্রজল করিয়া মার্জন ।
 কহিতে লাগিল ইহা গদগদ বচন—
 সাধু আর মম ঘেবী—অল্পশক্তি তার ।
 কংসের বিনাশ আমি করিয়া হেলায় ।
 আইলাম প্রায় আমি প্রতীতি গে ধর ।
 ওহে সখি ! কান্দি অমঙ্গল নাহি কর ।
 স্বরূপ কহেন—ভক্ত করিলা গমন ।
 গোপপুত্রোহিত-পশু-দাস-দাসীগণ ।
 অতিবেগে আত্মা নন্দ যশোদা রোহিণী ।
 তথায় আনিল রথ অক্রুর সে তিনি ।
 বলদেব-সহ কৃষ্ণ তাহে আরোহিলা ।
 গোপীতে সংলগ্ন দৃষ্টি যত্রে নিবর্তিলা ।
 মুখা বিহবলিতা গোপী কান্দেন পড়িয়া ।
 নেত্রজলে ধরণী কর্দম হয় গিয়া ।
 তাহা দেখি যশোমতী সক্রোধবরে ।
 পুনঃ উচ্চ অধিক রোদন তথা করে ।
 মনোহুঃখী নন্দ তাঁরে কহেন সাস্থিয়া ।
 প্রস্তুতার্থসমাধান-নৈপুণ্য দর্শিয়া—
 কংসের পুরেতে মম হর্ষেতে প্রয়াণ ।
 এইমত তোমরা কদাচ নাহি জান ।
 মিথ্যাতারী অক্রুরের বাক্যে কদাচিত ।
 অস্ত্রের সন্তান কৃষ্ণে না জানি নিশ্চিত ।
 কোনমতে কৃষ্ণে রাখি ব্রজে না আসিব ।
 কার সাধ্য বল করি ইহারে রাখিব ?
 মধুপুরে উন্নয়ন—বিলম্ব না করিব ।
 কংসবধে ব্যাজপ্রাপ্তে ভুলিতে না দিব ।
 জানি কৃষ্ণ বিনা যত ব্রজবাসিগণ ।
 জীবন ধরিতে নাহি পারি একক্ষণ ।
 তাহে জান শীঘ্রাগত যোরে পুত্রসহ ।
 মুক্ত করি বন্দুদেব-দেবকী-নিগ্রহ ।
 স্বরূপ কহেন—নন্দরাজ এপ্রকারে ।
 নপথাদি দিয়া আশ্বাসিলা যশোদারে ।
 চিন্তে শান্তি-মত তাহে যশোদা ধরিল ।
 গোপীগণে বহুতর আশ্বাস করিলা ।
 জলসেক-আদি বহুপ্রকার করিয়া ।
 যত্রে গোপীগণে লইলেন উঠাইয়া ।
 গোপসব শকটে করিল আরোহণ ।
 অক্রুর শীঘ্রতে রথ করিল চালন ।
 গমন করেন কৃষ্ণ দেখি ব্রজনারী ।
 কিক্রিত বিরহ তাঁর সহিতে না পারি ।
 হাছা উচ্চ নামে শুভ হইল বচন ।
 অত্যন্ত খলিত হয় পদের গমন ।

ভয় কণ্ঠস্থ দীর্ঘরবেতে ভখন ।
মহা-আশ্বি-কাকুতস্ট্র করেন রোদন ॥
যায় শব্দে দশদিগ হইল পূরণ ।
রথের পশ্চাতে গোপী করিল ধাবন ॥
কোনকোন গোপী রথ করিল ধারণ ।
কেহকেহ অমুমানি আপন মরণ ॥
কিছা রথগমন-বিরোধ করিবারে ।
চক্রেব তলেতে পড়িলেন বেগবারে ॥
কেহ কেহ কিছুদূর যাইয়া যোহিলা ।
কেহকেহ অগ্রে যাইবারে না পারিলা ॥

ততঃপরে ধেনু বুধ বৎস যুগগণ ।
অস্ত্র-অস্ত্র জঙ্ঘ বত হৈয়া দুঃখিমন ॥
উচ্চরোদনের অশ্রুজলে ধোতানন ।
থাকিল সকলে রথ করি আবরণ ॥
কোলাহল রব কবি আকুল হইয়া ।
পক্ষিসব রথোপরি বেড়ায় ভ্রমিয়া ॥
সেইক্ষেণে বৃক্ষজাতি যতক আছিল ।
পত্রেব সক্ষয় সব শুষ্কতা পাইল ॥
মহাগিরিসকলের বৃক্ষের সহিত ।
শিলাসব নিম্নস্থলে হয় ত স্থলিত ॥
নদীর হইল শুষ্ক জল পুষ্প যত ।
অতিক্রীণ উজান বহনে হৈল গত ॥

পরম প্রেমসী গোপী প্রভৃতি সবার ।
অতি দুঃখময়ী দশা দেখিয়া প্রাণার ॥
শোকোতে আকুল হৈল কৃষ্ণের মানস ।
রোষিবারে নারে উচ্চরোদন-বিবশ ॥
অশ্রুধারা অতিশয় হয় ত পতন ।
তাহার মাজনে ব্যগ্র হইলা ভখন ॥
'রথ হৈতে প্রভু লক্ষ দিয়া পাছে যান ।'
পুনর্বার এ আশঙ্কা করি অমুমান ॥
যত্নবদ্ধ অকুর প্রভুরে পৃষ্ঠে ধরে ।
উৎপ্রেক্ষা করিয়ে এই চিস্তের ভিতরে ॥
'কদাপি মোহেতে পাছে হয় ত পতন ।'
এই প্রণয়েতে যেন করিলা ধারণ ॥
মোহ-প্রাপ্ত-মত কৃষ্ণে জানিলা লক্ষণে ।
বলরাম নন্দাদির সম্মতে ভখনে ॥
রথের ঘোটকগণে করাবাত করি ।
অকুর চালাইয়া দিলা অতিবেগ ধরি ॥
চেতনবিহীন গোপনারী পশুগণ ।
ইতস্তত পড়িয়া আছয়ে কতজন ॥
তাহাদিগে বঞ্চিত রথ বক্রগতি করি ।
বাহির করিলা রথ অকুর সছরি ॥

করিছেন গোপীগণ প্রভুরে দর্শন ।
কুররীপকীর ভ্রায় অতি আকোশন ॥
নির্দিয় অকুর তথা প্রভুরে হরিল ।
পক্ষিমধ্য হৈতে শ্রেন যেন মাংস নীল ॥
অকুরের তাড়নায় রথ-অবগণ ।
তেন অতি বেগযুক্ত করিল গমন ॥
যেন কোন্স্থানে ঠুস করিল গমন ।
লক্ষিতে নহিল শক্ত তাহা কোনজন ॥

তবে করিলেন নন্দ-আদি গোপগণ ।
নিজনিজ শকটেতে বুধ-বোজন ॥
তাহার উপরে সবে করি আরোহণ ।
করিলেন অতিবেগে পশ্চাতে গমন ॥
ব্রহ্মহুদে অকুর করিয়া আনয়ন ।
বহুবিধ স্তব দ্বারা স্তুতির রচন ॥
অনেকপ্রকার নীতিবিস্তার দ্বারায় ।
করিলেন শ্রীকৃষ্ণচক্রে স্নেহভায় ॥

তবে ব্রজজনের জন্মিল দশা যেই ।
প্রবণে প্রাবকে তেন দশা দেয় সেই ॥
তাহার কথায় মন হৃদয়-দলন ।
হাহা বজ্র হয় যেন মস্তকে পতন ॥
পরীক্ষিত কহিছেন—শুন মা উত্তরে ।।

কহিতে-কহিতে এইমত কথা পড়ে ॥
স্বরূপ করুণস্বরে বাতর-সহিত ।
উচ্চ কান্দি প্রেমভোলে হৈল মুচ্ছাধিত ॥
শ্রোতা দ্বিধবর ঠুসকথা শুনাইয়া ।
অতি ক্রেশে ক্ষণে স্নেহ করিলেন নীয়া ॥
পুনশ্চ স্বরূপ প্রেম-গদগদ বচনে ।
কহিতে আরম্ভ করিলেন ততঃক্ষেণে ॥
কিন্তু পুনর্বার মোহ করি আশঙ্কন ।
তাজিখা ব্রজের দুঃখ দুর্দশা বর্ণন ॥
কহেন—শ্রীকৃষ্ণচক্রে মধুরায় গিয়া ।
মালাকার-বামক-কুজাদিরে তোষিয়া ॥
অমুচর-সহ কংসে করিয়া নাশন ।
বন্দুদেব-দেবকীরে করিলা মোচন ॥
কংসের জনক উগ্রসেনে রাজ্য দিলা ।
সর্কদিগ হৈতে যত্নগণে আনাইলা ॥
কংসের দৌরায্যে ত্যক্ত ছিল পৌরজন ।
মিষ্টবাক্যে সকলে করিলা আশ্বাসন ॥
কসে হৈতে পরম পীড়িত যত্নগণ ।
কৃষ্ণ বাহাদের গতি আর ত জীবন ॥
কংসবদ্ধ অরাসন্ধ-আদি-সুপ-ভয়ে ।
তথায় থাকিতে কৈলা বর অতিশয়ে ॥

ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজসহিত ।
সুখ করিবারে তথা হৈলা নিবাসিত ॥
ব্রজবাসিজন করিবারে আশ্বাসন ।
নন্দাদিরে গোকুলেতে করিলা প্রেরণ ॥

কৃষ্ণ কহে—ওহে পিতা । তবত আপনে
গোপবর্গ-সহ ব্রজে করহ গমনে ॥
আমাদের বিনা যত ব্রজবাসিজন ।
বাবত কাহার নাহি হয় ত যরণ ॥
উদ্বিগ্নমানস তব মিত্র যদুগণ ।
ক্রমেতে করিয়া সবার্থ প্রথিমন ॥
শীঘ্র আমি মম প্রিয়তম বৃন্দাবনে ।
নিঃসংশয় জানিবে করিব আগমনে ॥

নন্দ কহে—তুমি আমাদের ত্যাগ করি ।
পারহ অস্ত্রে বাস করিতে শ্রীহরি । ॥
এ প্রত্যয় আমার না হয় কদাচন ।
ইহা জানি আমি এখা করিল গমন ॥
নিজপরিজনদিগে নিজসম্বিহিতে ।
রক্ষ রক্ষ মা মুঞ্চ মা মুঞ্চ কদাচিত্তে ॥
আপন ইচ্ছায় যবে করিবে গমন ।
তোমার সঙ্গেতে যোরা যাইব তখন ॥
মম দত্ত আশায় ব্রজের যতজন ।
তব জননীর সহ আছে স-জীবন ॥
তোমা বিনা গেলে আমি কঠিনহৃদয় ।
মরিবে তখনি বাপ । সকলে নিশ্চয় ॥

শ্রীদাম কহেন—কিবা করিবে এখন ।
গোষ্ঠভূমে তুমি যবে কর গোচারণ ॥
ভক্ত-লতা-আদিতে হইলে আচ্ছাদন ।
যে আমরা নাহি পরি ধরিতে জীবন ॥
ওহে প্রভু । তোনা বিনা তত্র চিরকাল ।
থাকিতে হইব শক্ত কেমনে গোপাল । ॥

স্বরূপ কহেন—মন্দাদির বিরূপিত ।
এপ্রকার শুনি প্রভু হৈলা তুষীকৃত ॥
ইচ্ছা ব্রজে যাইবার তাঁর আশঙ্কিত ।
বসুদেব কহেন কিঞ্চিৎ বিবরিয়া— ॥
তাই নন্দ । তব পুত্র অগ্রজসহিত ।
ব্রজে সদা সুখে থাকে অস্ত্রে দুঃখিত ॥
কিন্তু একাদশবর্ষবয়স-সময় ।
উপনয়নের কাল এই ত নিশ্চয় ॥

তাহে দুহে ব্রজচারী হই স্থানান্তরে ।
বেদ-অধ্যয়ন কার ব্রজে যাবে পরে ॥

স্বরূপ কহেন—বসুদেবের বচনে ।
কৃষ্ণের সম্মতি নন্দ জানিরা লক্ষণে ॥

আপন বাক্যেতে তাঁর অসম্মতি-জ্ঞানে ।
রোদনে আকুল নন্দ করিলা প্রস্থানে ॥
বস্ত্রত নন্দের এই আশ্রয় সে মনে ।
আমাদের গতি কৃষ্ণ করি আলোকনে ॥
বিরহে অস্ত্রে কৃষ্ণ না পারি থাকিতে ।
আমাদের সঙ্গে ব্রজে আসিবে ত্রিভুতে ॥
এই অভিপ্রায় নন্দ করিয়া হৃদয়ে ।
প্রস্থান করিলা ইহা জানিবে নিশ্চয়ে ॥

বাদবকুলের সহ শ্রীকৃষ্ণ আপনি ।
অল্পব্রজ্যা যান গোপরাজের তথনি ॥
রোদন করিরা ক্রমেক্রমে গোপগণ ।
কৃষ্ণকণ্ঠে ধরে ভিহ করেন রোদন ॥
ব্রজে যাইবারে কৃষ্ণে ব্যাকুলিতমন ।
দেখি বসুদেবাদি বাদব ধীরগণ ॥
অনেকপ্রকার যুক্তিপাঞ্জি দেখাইয়া ।
নিবর্ত করিলা কৃষ্ণে যাইতে না দিয়া ॥

নন্দাদি আইলা ব্রজে কৃষ্ণের ইচ্ছায় ।
অস্ত্রাণা শ্রীকৃষ্ণ বিনা কেবা ব্রজে যার ? ॥
নন্দ আইলেন শুনি ব্রজবাসিজন ।
কৃষ্ণাগম-আশে সবে করিলা গমন ॥
নন্দ কৃষ্ণবিরহেতে শোকে আকুলিত ।
কৃষ্ণবিনা নিজ আগমনে লজ্জাযিত ।
তাহে বস্ত্রে মুখাচ্ছাদি হইয়া রোদিত ।
গৃহে গিরা ভূমে শোয় পরম দুঃখিত ॥

ব্রজবাসিগণ কৃষ্ণ না করি দর্শন ।
পরম পীড়ায় অতি সকাশতরুন ॥
নাহি জানে কি কর্ম করিবে সে-সময় ।
বহুতর শঙ্কা হৈতে বিবশ-হৃদয় ॥
শুক হৈল বদন—কেহ ত নাহি পারে ।
'শ্রীকৃষ্ণ কোথায় ?' এই প্রশ্ন করিবারে ॥
বৃন্দগোপ-সুখে শুনি কৃষ্ণসমাচারে ।
'এক্ষণে বাদবকুল-দুঃখ হরিবারে ॥
মধুপুর-মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র থাকিলেন ।'
এই কথা যখন সকলে শুনিলেন ॥
হা হা হা মহা-আশ্চি-শব্দেতে তখন ।
কৃষ্ণমাতা-সহ উচ্চ করিয়া রোদন ॥
নারীগণ যে দশা পাইলা সে-সময় ।
হা হস্ত হা হস্ত কার সাধ্য তাহা কয় ? ॥

পরীক্ষিত কহেন—এপ্রকারে তখনে ।
ব্রজজন-দশা আসি স্বরূপের মনে ॥
শোকানল প্রজ্জ্বলিত হৈয়া অভিযন ।
দগ্ধ হৈলা শ্রীগোপকুমার মহাশয় ॥

মোহযুক্ত পুনঃ আর স্বরূপ হইল।
 চেতনবিহীন ভূমিতলেতে পড়িল।
 সেই বিপ্রবর জলসেকাদি-দ্বারায়।
 যত্নে অল্প স্বাস্থ্য-ভ্রায় করিল। তাঁহার।
 স্বরূপ আপন মোহ পুন আশঙ্কয়।
 অধিক সে বার্তা বিশেষেতে না বর্ণয়।
 প্রভুতা কথার শেষ করিতে শ্রবণ।
 মাধুর্য ব্রাহ্মণে ব্যগ্র করিয়া দর্শন।
 যত্নে নিজমনঃস্থির করি সে-সময়।
 পুনর্বার কহিতে লাগিল। মহাশয়।
 'ব্রজজন-শোক-পীড়া ভর কদাচিত।
 অল্পপ্রকারেতে নাহি হবে নিবর্তিত'।
 প্রতীতির যোগ্য উদ্ধবদির দ্বারায়।
 শুনিয়া যাদবগণে কহি সব ঐয়।
 শ্রিয়প্রেমবশ কৃষ্ণ রামের সহিত।
 ব্রজে আগমন করিবেন সম্বরিত।
 বিশ্বঙ্গণের মন্তকের শ্রেষ্ঠমণি।
 কৃপা করিবারে নিত্য আকুল আপনি।
 ব্রজস্থিত সকলের কৈলা প্রাণদান।
 তাহাদের সহ বিহারিলা তথা স্থান।
 যেন তাঁরা এই দুঃখ মূলের সহিত।
 বিশ্বরণ করিলেন হৈয়া আনন্দিত।
 যদি ব্রজবাসিসকলের কোনজন।
 মধুপাগমন করু করয়ে স্মরণ।
 খেদে কহে—'আমি স্বপ্ন দেখিলুঁ কিস্তি'।
 ভয়ে শোক করে বহু রোদন-সহিত।
 গোপালের বিহারের মাধুরীর তরে।
 আকর্ষিত বিমোহিত সর্বেক্ষিয়বরে।
 চিরকাল এইমত ব্রজবাসিজন।
 তৃত ভবিষ্যত কিছু না করে স্মরণ।
 কালান্তরে সেই ত অক্রুর পুনরায়।
 রথ নীয়া আন্য ব্রজে অনাগতপ্রায়।
 পূর্বমত নীয়া গেলে ব্রজের জীবনে।
 হৈলা পূর্বমত দশা ব্রজবাসিজনে।
 পুনর্বার মধুপুরে করিয়া গমন।
 করিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কংসের নাশন।
 পূর্বমত ব্রজমধ্যে করেন গমন।
 এইমত নিশ্চয় করেন বিহরণ।
 এইমতে পুনঃপুনঃ পূর্বপূর্বমত।
 পুনঃ যান পুনঃ আসি ব্রজে ক্রীড়ারত।
 সেইমত কালিদমন পুনঃপুন।
 মুহুমুহ গোবর্দ্ধনধারণে নিপুণ।

বারবার প্রভুর বিবিধ লীলা পর।
 আশ্চর্য্য প্রবর্ত হইত ভক্তমনোহর।
 কৃষ্ণের পরম প্রেম কালকূটসম।
 তাহে বিমোহিত ব্রজবাসী নিরুপম।
 যত কৃষ্ণ-লীলাগণে যানে নিজমনে।
 পূর্ব অমৃতব যেন না কৈল কখনে।
 ইথে তাহাদের প্রেমাবেশ নিরন্তর।
 বিষোণে যোগেতে বাড়ে স্নমহততর।
 গোলোকেতে নিত্যবাসিগণ যত হয়।
 তাহারা যে বিশ্বরণ করে সমুদয়।
 সে কথা থাকুক দূরে—আমরা নূতন।
 আবারো স্মৃতি নাহি থাকে কদাচন।
 অনির্করচনৌষ মহা মোহন মাধুর্য্যে।
 সরিতের ধারা সিন্ধু নিমম প্রাচুর্য্যে।
 তাদৃশ প্রিয়ে প্রেম-মহাধনচয়।
 লাভের উন্নত্রে কেবা কি না বিশ্বয় ?
 অহো মহাশ্রু এই প্রভু সে আপনে।
 নিজপ্রিয়-প্রেম-সমুদ্রেতে মগ্ন-মনে।
 কিছু কৃতকার্য্য সদা করিতে সন্ধান।
 ক্ষম নাহি হন বিজ্ঞশ্রেষ্ঠ ভগবান।
 প্রভুচরণের লীলা সব নিত্য হয়।
 সচ্চিদানন্দময়ীশ্রেয়ঃ স্বয়ং বিরাজয়।
 প্রভুপাদসেবা দ্বারা আকর্ষিত হয়।
 সেইসেই পরিবারযুক্ত প্রবর্তয়।
 গোলোকের মাধুর্য্য-মাধুরীধারা যেই।
 তোমারে কহিলুঁ তার অন্তর্গামী এই।
 সর্ব বৈকুণ্ঠাদি ধাম হৈতে বিলক্ষণ।
 নিঃশেষে কহিলুঁ এই তোমারে ব্রাহ্মণ।
 মাধুর্য্য ব্রাহ্মণ তাঁরে করে জিজ্ঞাসন।
 কৃষ্ণচন্দ্র মধুপুরী করিলে গমন।
 তুমি কোথা বসতি করিলে কিপ্রকারে।
 বাহে চিরকাল করি বহু যত্ন সারে।
 ব্রজভূমে শ্রীগোপালদেবের সহিত।
 ক্রীড়ার আশায় পাল্যে সে ধাম বিহিত।
 ব্রজভূমে শ্রীকৃষ্ণের সর্বদা ক্রীড়ন।
 পরিত্যাগ নাহি ঘটে তাহা কদাচন।
 মধুপুরী গেলে তাঁর সহিত বিলাস।
 নাহি ঘটে, কহ দেখি ইহার নিষ্ঠাস।
 স্বরূপ কহেন—মম তুল্য যতজন।
 পাশ্চাত্যে গোলোক যারা করিয়া সাধন।
 প্রভুর আদেশে ব্রজে নন্দাদি-সহিত।
 নিজতুল্যজন-সহ সদা হয় স্থিত।

যেহেতুক গোলোকের এই ত স্থিত ।
 কৃষ্ণসদৃশ বিনাও সর্বদা স্মৃতি ।
 সেইস্থানে থাকিবার ইচ্ছা সদা হয় ।
 অল্পত গমন করিবারে বাঞ্ছা নয় ।
 বিরহাদিকৃত দুঃখ গোলোকে যে হয় ।
 সর্বস্বত্ব-মন্তকে সে অত্যন্ত নাচয় ।
 শ্রীগোলোকে বিরহেতে যে শোক জন্ময় ।
 সর্বানন্দ-সমূহের উপরে নাচয় ।
 এই উক্ত প্রকারে শ্রীগোলোকে বসিয়া ।
 আমার মনের পরিপূরণ হইয়া ।
 পাইয়াও বাহ্যিক ফল সে বাঞ্ছিত ।
 বস্তুর স্বভাবে সন্তুষ্ট নহে কদাচিত ।
 তাথে ব্রজনারী-কুচ-কুম্ভমে আচিত ।
 মনোরম পাদপঙ্খদয় সুললিত ।
 কোন নিজ-ইন্দ্রিয়াদি-দ্বারায় নিশ্চিত ।
 ত্যজিতে না পারি লগ্নকালো কদাচিত ।
 এই দীনতর জনে মাধুর্য্য-নিষ্ঠার ।
 রূপাঙ্গসরভা যেই হইল তাঁহার ।
 অস্ত্রে অসম্ভাব্যহেতু কুজাপি কহিতে ।
 যোগ্য নাহি হয়—তবু কহিনু বিদিতে ।
 তোমার হিতার্থে শ্রীরাক্ষিকার আঞ্জায় ।
 কহিলাম এইভাবে জানিহ ইহার ।
 যদি কহ—তবে এই ভৌমমথুরায় ।
 কি প্রকারে আইলে ? উত্তর শুন তায়— ।
 এইমতে চিরকাল থাকিয়া তথায় ।
 মর্ত্যলোক-মধ্যস্থিত এই মথুরায় ।
 শ্রীবিষ্ণু যেমত গোলোকে সব হয় ।
 সেইমত দেখিলাম ইহাতে নিশ্চয় ।
 হইলে শ্রীগোলোকের তত্ত্ব অল্পতব ।
 এই মথুরার তত্ত্বজ্ঞান হয় সব ।
 শ্রীগোলোকভী যত গোপ-গোপীগণ ।
 পশু পক্ষী কুমি গিরি সরিত গোপন ।
 তাঁদের পৃথক মৃতি বিশেষেতে বৃত ।
 সদা একরূপে কৃষ্ণকৌড়ায়োগ্য কৃত ।
 লোকের উজ্জ্বল প্রকারেতে সুনন্দয় ।
 গোলোকবিরহী কৃষ্ণ সর্বদা সময় ।
 গোলোকসদৃশ কৌড়া-আবলি-সকল ।
 বিস্তারিয়া বিভূষিত করেন নিশ্চল ।
 সেহেতু এ মথুরা-ব্রজেতে কদাচিত ।
 থাকিয়া কখন বা গোলোকে করে স্থিতি ।
 ভৌমমথুরামণ্ডলে গোলোকেতে আর ।

দুইস্থানে কিছু তেদ না দেখি ইহার ।
 এখানে থাকিয়ে জানি আছিয়ে তথায় ।
 গোলোকে থাকিয়ে জানি আছিয়ে এথায় ।
 যদি কহ—‘পূর্বে কেন ছাড়ি এই স্থান ।
 গোলোক পাইতে যত্ন করিলে বিধান ?’
 পূর্বে এই তত্ত্ব অল্পতব না হইয়া ।
 পরম বিভেদজ্ঞান কৈল মম হিয়া ।
 এইক্ষেণে সেই তত্ত্ব জানিয়া সন্ধান ।
 দুইধামে অভেদ হইল মম জ্ঞান ।
 যদি কহ—‘উর্দ্ধ-অধ-ভাবে, ভেদ হয়ে ।
 গমনাগমন হবে কর লোকদ্বয়ে ।
 তবে দুই লোকের বিচ্ছেদে দুঃখ হয় ?’
 ইহার উত্তর কহি শুনহ নিশ্চয়—
 গমনাগমনে ভেদ যে হয় জনন ।
 লোকদ্বয়ে চিন্ত-আহুরক্তির কারণ ।
 তাহাও না জানিয়ে যেমত প্রকাশিত ।
 কখনোবা কিছু দুঃখ হয় ত স্থচিত ।
 ‘এই স্থানদ্বয় হৈতে অল্প কোনধামে ।
 না স্মৃহে শ্রবণ দৃষ্টি মন কোনকামে ।
 এই স্থানদ্বয় হৈতে অল্প কোনস্থানে ।
 বর্তমান কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ংভগবানে ।
 আছেন তাদৃশ ভক্তসকল তাঁহার ।’
 এমত না মানে কতৃ হৃদয় আমার ।
 কৈকুর্থাদিবাসিগণ দেখে কদাচিত ।
 তাদিগেও দেখি কৃষ্ণবিরহে পীড়িত ।
 বৈকুর্থাদিলোকবাসি-মধ্যে কদাচিত ।
 গোলোকস্থ-ব্রজবাসী-সম ভাবান্বিত ।
 না দেখিয়া অনুতাপে শ্রেয় প্রকাশিতে ।
 গোলোকস্থ শ্রেষ্ঠ স্তম্ভ হয় ত উদিতে ।
 ভুলোক অবধি বৈকুর্থাদিবাসিগণ ।
 গোলোকবাসির নিত্য করেন পূজন ।
 সেই গোলোকীয়গণ সেই অল্পতবে ।
 মহত পদার্থ গোলোকের বৃত্ত সবে ।
 তার কতকত বিবরণ কহিবারে ।
 শক্ত হব আমি তাহে কেমতপ্রকারে ?
 অহো সেই গোলোকের যত পরিকর ।
 তাঁহাদিগে প্রণাম আমার বহুতর ।
 বন্দিয়া আনন্দে গুরুচরণাবিন্দ ।
 সর্বভোগদয় হয় যাহাতে অনিন্দ্য ।
 কথা যষ্ঠাধ্যায় সমুদায় বিরচনে ।
 কহে জয়গোবিন্দ গোবিন্দ ভাবি মনে ॥

ইতি শ্রীভাগবতাস্ত গোলোকমাহাত্ম্যে-ইতিষ্টলাভো নাম যষ্ঠোধ্যায়ঃ ॥

সপ্তম অধ্যায়

সপ্তমে শ্রীকৃষ্ণপত্নী কৃপয়া প্রেমবেগতঃ ।

তৎকং কৃষ্ণপ্রসাদোহভূৎবিপ্রৈঃ তন্নিমিত্তার্থ্যতে ॥*

অরুণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময় ।
 অরুণ নিত্যানন্দ পদ্মাবতীর তনয় ॥
 অরুণ সীতানাথ অরুণ ভক্তগণ ।
 দীনহীন-প্রতি কর কৃপাবলোকন ॥
 স্বরূপ কহেন তবে—শুন হে ব্রাহ্মণ ।
 পরম যে সাধ্য, আর পরম সাধন ॥
 মম উক্তপ্রকারেতে করিয়া বিচার ।
 সাক্ষাতিক করহ নিশ্চয় তুমি তার ॥
 মাধুর ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! মহৎপ্রাপ্য যেই ।
 দেবীর প্রসাদে সর্ব পাল্যে মান সেই ॥
 অবশিষ্ট মদনগোপালের দর্শনে ।
 আছে, সেই হৈল প্রায়, তাহা জান মনে ॥
 ভগবান্ গোলোকনাথের কৃপাভর ।
 দেখিতেছি ব্যক্তরূপ তোমার উপর ॥
 দেখে ভক্তসকলের, আর আপনার ।
 নিশ্চয় পরম গোপ্য যে বৃত্তান্ত সার ॥
 কহিলাম নিঃশেষেতে আমি সেইসব ।
 আপনার মনে ইহা কর অহুভব ॥
 নিজ ভাববিশেষেতে কৃষ্ণপদাশ্রয় ।
 নিজমনে লজ্জায় প্রকাশে যোগ্য নয় ॥
 মোহ-উন্মাদাদি নশা জন্মিলে আমার ।
 তাহে বিশ্বরিয়া নিজপর-সমাচার ॥
 সেহেতু বিশেষ-জ্ঞান-রহিত প্রকারে ।
 যেই নাহি অহুভব হৈল। আপনারে ॥
 কৃষ্ণের আমার হৃদয়ে প্রবেশিলা ।
 সেইসেই সব এই বলে নিঃসারিলা ॥

সেইহেতু তব অগ্রে আইল বদনে ।
 মম অনিচ্ছায় ইহা জ্ঞান কর মনে ॥
 ইথে শীঘ্র ফলপ্রদ বিশ্বাস তোমার ।
 জন্মেছেন কণে আমি জ্ঞানিল প্রচার ॥
 স্বয়ং শ্রীরাধিকাদেবী প্রভাতসময়ে ।
 করিলেন আদেশ আমারে কৃপোদয়ে—
 “হেদে হে স্বরূপ । মম কুঞ্জে এইক্ষণ ।
 আসিতেছে মম ভক্ত মাধুর ব্রাহ্মণ ॥
 সেখানে একাকী তুমি করিয়া গমন ।
 সর্বমতে করি উপদেশ-প্রকাশন ॥
 প্রবোধ করিয়া পুনঃ আশ্বাসিয়া তার ।
 প্রাপ্ত কর শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ স্বয়ং ॥”
 শ্রীরাধাদেবীর এই সমাদেশ পাই ।
 শীঘ্র এইস্থানে উপস্থিত হৈলু আই ॥
 শ্রীরাধার আজ্ঞাপ্রাপ্তি-হর্ষের কারণ ।
 কৃষ্ণসকলুখো না করিলু অপেক্ষণ ॥
 শ্রীরাধার আজ্ঞা প্রতিপালনে নিশ্চয় ।
 কৃষ্ণবশীকারে সেই প্রাথমিক হয় ॥
 পরীক্ষিত কহেন—স্বরূপ সেই যিজে ।
 এইমত বহুতর কহিয়াও নিজে ॥
 উদয় না দেখি প্রেমসম্পদের সার ।
 অর্পণ করিলা হস্ত মন্তকে তাঁহার ॥
 মহাত্মা শ্রীস্বরূপ যে কৈলা অহুভব ।
 তাঁহার কৃপায় ব্রাহ্মণের চিত্তে সব ॥
 আপনা হইতে যেন অহুভব ছিল ।
 তৎকণেতে এককালে সকল স্মরিল ॥

মহৎসম্মের এই মাহাত্ম্য সে হয় ।
 পূর্য অদ্ভুত তাহা জানিবে নিশ্চয় ।
 যেই সাধুসকল হৈতে সত্ত্ব বিপ্রবর ।
 স্বরূপের ভাষা হৈল কৃতার্থ সধর ।
 স্বরূপের মত সেই ব্রাহ্মণ সধরে ।
 যম হৈল মহাপ্রেমের সাগরে ।
 বিকারের উর্ধ্ব—বেদ-কল্প-আদি যত ।
 তাহে হৈল ব্যাপ্ত অতি স্বরূপের মত ।
 হা কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি বলি করয়ে যোদন ।
 'কিশোরশেখরে মোরে করাহ দর্শন ।'
 স্বরূপের আর চরিত্রপ্রাণিগণে ।
 নমস্কার করি ত্বণ ধরিয়া দশনে ।
 তব শোক আভিধনি বিকার-সহিত ।
 স্বিকার জিজ্ঞাসেন সবারে ব্রিত—
 'কোথায় কোথায় কৃষ্ণ শ্রীনন্দনন্দন ?
 করিয়াছ তুমি কিবা তাঁহারে দর্শন ?—
 প্রেমসমুদ্রেতে মগ্ন স্বরূপ তখন ।
 বিবশ বিপ্রের প্রেম করিয়া দর্শন ।
 হেন গুরুপদ বিপ্র করিয়া ধারণ ।
 কৃষ্ণনাম মনোরম করেন কীর্তন ।
 কণে মহাপ্রেমবেগে যন্ত্রিত হইয়া ।
 মহোন্মত্ত-মত উঠি সে বনে ব্রম্মিা ।
 করীরকূলেতে বহুকণ্টক-আঁচিতে ।
 পড়িল মাধুর স্বিক হৈয়া বিমুচ্ছিতে ।
 ওগো মাতা ! তবে দূরে হইল প্রচার ।
 গভীর মধুর বেণু-শব্দরব আর ।
 তৌষিবিধা আর দল-বাঞ্ছতে মিলিত ।
 গো-সবার হাস্যরবে অত্যন্ত মিশ্রিত ।
 সেইসব রবে গুরুশিষ্য দুইজন ।
 বোধপ্রাপ্ত হইয়া উঠিল সেইকণ ।
 সেই উচ্চনাদ-অভিমুখেতে ধাইলা ।
 শ্রীকৃষ্ণ গোপালদেবে তথায় দেখিলা ।
 অতি মনোহর রূপ শোভিত সকল ।
 স্মৃষ্ট্যাম গাত্র—কান্তিসমূহে উজ্জল ।
 পশুদিগে জল পিলাইতে যমুনায় ।
 আর বরস্তের সহ করিতে বিহার ।
 গোপীগণে নোকা-পার-করণ প্রভৃতি ।
 কার্য্যহেতু অনন্ত বাহার লীলাকৃতি ।
 গজেন্দ্রলীলার দ্বারা পূজ্য বৃত্যগতি ।
 করিছেন আগমন সন্নিধানে অতি ।
 স্বকীয় কৈশোর তাঁর মহা বিভূষণ ।
 বিচিত্র লাবণ্যভরণের সিদ্ধ হন ।

জগতের মনোনেত্রহর্ষেরে বাটার ।
 মুহুমুতঃ নতন মাধুরী ধরে তার ।
 দ্বাত্রিংশত সল্লক্ষণে গুণসরাজ হয় ।
 কদম্বের পুষ্পে কর্ণভূষণ শোভয় ।
 ময়ূরপিচ্ছের চূড়, পট্ট পীতাম্বর ।
 মুক্তাবলী-লবিত শ্রীকৃষ্ণকণ্ঠবর ।
 বিলম্বিত গুঞ্জা-মহা-হারেতে ভূষিত ।
 পীনবক শ্রীবৎস-লক্ষ্মীতে সুলক্ষিত ।
 সিংহশ্রেষ্ঠ-মধ্য, শতসিংহবিক্রমিত ।
 পাদপদ্ম সৌভাগ্যের সাগরেতে পুঞ্জিত ।
 কদম্ব তুলসী গুঞ্জা শিখণ্ড প্রবাল ।
 মালার শ্রেণীতে চারু বেশ অতি ভাল ।
 বিচিত্র পুষ্পের কাঞ্চী কটিকটে রাজে ।
 তাহা লম্বমানেন্তে নিতম্বদেশে সাজে ।
 স্তবর্ণে রচিত দিব্য অঙ্গদ কঙ্কণ ।
 মনোহর স্বলয়িত ভূজে স্তম্ভোভন ।
 বিদ্বাদ্বরে স্তম্ভ মনোহর বেণু সার ।
 সে বাঞ্ছে নাচয়ে পদ্মকরাসুলি তাঁর ।
 আপনি করিছে যে অপূর্ব বেণুগীত ।
 বিশ্বলোক তাহার ভক্তিতে বিমোহিত ।
 বক্র অঙ্গ-চঞ্চল লীলার বিলোকয় ।
 সে ভূষণে বিভূষিত নেত্রপদ্মদয় ।
 চাপতুলা ক্রবুগের নর্তনশোভায় ।
 বাচাইছে প্রেতজন-অম্বরগাগ তার ।
 মুখপদ্ম দ্বয়দ্বাশ্র শ্রীকৃষ্ণ সদায় ।
 আশ্চর্য্যামগণচিত্ত আকর্ষে শোভায় ।
 তিলপুষ্পসম নাসিকার অগ্রপার ।
 বিরাজিত গজেন্দ্রের এক-মুক্তাবর ।
 কভু গোমূলভূষিত অলকাভ্রমর ।
 সংবরণ করিবারে শোভমান কর ।
 উর্দ্ধগুণ্ড যমুনায় স্তম্ভমুত্তিকার ।
 অর্ধচন্দ্রাকৃতি তালপট্ট ক্ষীত তার ।
 গিরিহরিতালাদিত্তে চিত্রিতাজ হয় ।
 নানা মহারজ-স্তরঙ্গের সিদ্ধুর ।
 দাঁড়াইয়া কদাচিত্ত ত্রিভুজী-ললিত ।
 অনেক কোশলে বাজায়েন বংশীগীত ।
 সে কোশলে হাগায়েন নিজ মিত্রগণে ।
 ভূষিত করেন ভূমি নিজ শ্রীচরণে ।
 অগ্রজগা বলরাম রমণীয়দেহ ।
 গোপালদেবের তুল্য বয়োবেশে এহ ।
 নীলবস্ত্রে অগস্ত্য গৌরমুষ্টি তার ।
 হেন বলরামে যুক্ত কৃষ্ণ শোভা পায় ।

সখাগণ আত্মত্যাগ নিক্রম হই।
 শ্রিয় সেইগবে আছে আবৃত শোভায়।
 গুরু-শিষ্য সেই রূপ করিয়া দর্শন।
 হৈল মহাহর্ষশ্রেণীভার গাঢ়গণ।
 পড়িলেন কিবা দণ্ডপ্রশাসকারণ।
 সন্তোষ-ধ্বংসিত-সর্বনৈপুণ্য দুইজন।
 শ্রিয়প্রেমবশ কৃষ্ণ বাইলা তখন।
 হর্ষভরে মুগ্ধ করিলেন আগমন।
 তাঁহাদের উপরেতে হইলা পতন।
 দার্ষ মহাভূজ আলিঙ্গিয়া দুইজনে।
 অহো কৃষ্ণ মহাপ্রভু কৃপাত্র হৃদয়ে।
 স্নান করাইলা সে প্রেমাপ্রধারাচয়ে।
 ক্ষণেক উঠিয়া করষে দুইজনে।
 উঠাইয়া করিলেন স্থির সেইক্ষেণে।
 গাত্রে লগ্ন অশ্রু আর ধূলির মার্জন।
 করিয়া দয়ালু মুহূঃ কৈলা আলিঙ্গন।
 তথায় ভূমিতে বসি তাঁদের সহিত।
 বাক্যামুতে ভিন্নবরে করেন তোষিত—
 হে ঐক্যনন্দা মথুরাঙ্গুহীতার্থা।।
 বিশ্রবংশগারের চন্দ্রমা আচাধ্য।।
 জিজ্ঞাসিয়ে—সর্বযতে তোমার কুশল।
 কহ কহ বিরাজিত হয় কি সকল।
 সব পরিবারের সহিত সে আমার।
 তোমার প্রভাবতে কুশল অনিবার।
 তোমার উপরে যেই মম কৃপা হয়।
 তাহাতে আকৃষ্টচিত্ত জানিহ নিচয়।
 ‘কবে তুমি আগমন করিবে এখায়।’
 পথনিরীক্ষণে আমি থাকি সর্বদা।
 তত্ব তুমি আমারে যে করিলা স্বরণ।
 তত্ব চিরকালপরে করিলা দর্শন।
 তোমার স্বাধীন আমি জানিবে ব্রাহ্মণ।।
 আপন ইচ্ছায় এথা করহ জীড়ন।
 পরীক্ষিত কহে—জনশর্মা বিজয়রে।
 সম্পূর্ণ সন্তম আর প্রেমানন্দভরে।
 বশীকৃত হই তবে প্রত্যাশার দিতে।
 শত্রু নাহি হন আর দর্শন করিতে।
 বাঞ্ছিতে সখ্যকৃ কঙ্ককণ্ঠ সে হইল।
 নয়নের দৃষ্টি অশ্রুধারার রেখিল।
 কেবল শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্মধর।
 যত্নকে ধরিয়া বহু রোদন করয়।
 দ্বাতাচূড়ামণি কৃষ্ণ ভাবে নিজমনে—
 এই বিপ্র করিলেক আত্মা-সমর্পণে।

আমি যদি বশীকৃতরূপেতে ইহারে।
 নিজ আত্মা সমর্পণ করিয়ে প্রচারে।
 তবে সম হৈলে মম কিবা উদারতা।
 আত্মা হৈতে অধিকো না দেখিয়ে দেবতা।
 হইলা আকুল প্রতিদেব না দেখিয়া।
 বলে গাত্র চৈতে অলঙ্কার আকর্ষিয়া।
 সেসব ভূষণে বিপ্রে করিয়া ভূষিত।
 স্বরূপের মত করিলেন সুশোভিত।
 এইমতে কৃষ্ণ নিজ শ্রিয় সহচর।
 গোপকুমারস্ব করি প্রীতিপন্ন তাঁর।
 তাহাতে পরম কৃপা করিলা বিস্তার।
 জনশর্মা পাইয়া সে করুণার সার।
 স্বরূপের মত বিধানিতে সুনিশ্চয়।
 পরিপূর্ণ-সর্বকল হৈল সেসময়।
 অতঃপরে বেংধবনি স্নেহেত ঝারায়।
 পশুদিশে আব্বান করিয়া শ্রামরায়।
 মুখশব্দ বিচিত্র করিয়া সেইক্ষেণে।
 জলপান করাইলা সব পশুগণে।
 সেইশব্দে সুখদেশে যত পশুগণে।
 নিরোধিয়া পশুগণে, বসিয়া আপনে।
 জনশর্মা স্বরূপ অগ্রজ সখাগণ।
 সকলের সহ কৈলা জলেতে ক্রীড়ন।
 পরস্পর জল সেকে কৃষ্ণ সখাগণে।
 কত জল দিয়া করে ভক্তের প্রাণণে।
 কত সখাগণ হৈতে পাই ভক্তভর।
 বিহারবিদগ্ধ কৃষ্ণ হাসেন বিস্তর।
 বহু জলবান্য শুভ তাদের সহিত।
 বাজাইয়া যমুনায় প্রবাহে ছরিত।
 স্রোতের উজান আর তাটায় তখন।
 করিলেন বিচিত্র ক্রীড়ন সন্তরণ।
 কত যমুনায় জলে লুকাইয়া কায়।
 পদ্মবনে কৃষ্ণ নিজ মুখ রাখি তার।
 কুতুহলী এইমতে হইলেন স্থিতে।
 বেন কেহ তাঁহারে না পারয়ে লক্ষিতে।
 কৃষ্ণের দর্শনে প্রাণ ধরে সখাগণ।
 অবেষণ করি কৃষ্ণে না পান যখন।
 বন্ধুগণ ব্যগ্রবৃদ্ধি চাইয়া তখন।
 মহা দুঃখী স্তম্ভরোক্ষে করেন রোদন।
 তবে হাসি পদ্মবন হৈতে বাহিরিলা।
 সখাগণ যেনমাত্র শ্রীকৃষ্ণে দেখিলা।
 প্রকৃষ্ট হর্ষগমুহে বিকাসি নয়ন।
 লক্ষ্যগতি সবে অগ্রে করেন গমন।

পরম কৌতুকী কৃষ্ণ তাঁদের সহিত ।
বিহরেন জলক্রীড়া করি সুবিহিত ॥
পদ্মপুষ্পে মৃণালসমূহে গাঁথি হার ।
সহচরগণে করিলেন সালঙ্কার ॥
সেইরূপ মালাও কৃষ্ণেরে সবে দিলা
জল হৈতে তবে সবে উপরে উঠিলা ॥
মধ্যাহ্নে ভোজন করিতে সেই বনে ।
যমুনার পুলিন বিস্তীর্ণ শ্রবণে ॥
সখাসহ বসিলেন মণ্ডলী করিয়া ।
সকলের মধ্যে বলরামে বসাইয়া ॥
নিজনিজ গৃহ হৈতে প্রাতঃকালে যেই ।
আনিলা অভূত ভোজ্যদ্রব্য সব সেই ॥
স্বয়ং পরিবেশন করেন বিলসিয়া ।
জীলার রচিত মৃত্যুগতিতে ভ্রমিয়া ॥
সকল ক্ষতুতে সেই ফল সব হয় ।
বুন্দাবনে নিত্যনিত্য সে ফল জন্মায় ॥
আনিয়া সে ফল সব অতি স্বাদুতরে ।
ওগো মাতা ! যথাক্রটি দেন সহচরে ॥

কলানাং নামাকাহ (বৃ: ভা: ২।৭।১৫)—

রসাল-তাল-বিশ্বানি বদরামলকানি চ ।
নারিকেলানি পনস-ব্রাহ্মী কদলকানি চ ।
মাগরজানি গীলুনি করোরাণ্যপরাণ্যশি ।
খৰ্জুরাদিমাদীন পক্ষানি রসবন্তি চ ॥ ইতি ॥

যেইসব ফল পরিবেশন করিলা ।
তার মধ্যে কিছুকিছু আপনি লইলা ॥
খাঁকি তারতার কাছে অচ্যুত খায়েন ।
সহচরগণেরেও যত্নে খাওয়ায়েন ॥
সখাগণ কিছু খায়্যা মিষ্ট পরীক্ষিয়া ।
উঠিউঠি কৃষ্ণমুখে দেন সাদরিয়া ॥
প্রশংসি কৌশলহাস্তে মধুর চর্কণে ।
নানা সুখভঞ্জে হাসায়েন সখাগণে ॥
নানা প্রেয়দ্রব্য অন্ন মিষ্ট তজ্জ আর ।
অলাবুপাত্তাদি-ধৃত জল যমুনার ॥
পিয়া পিয়াইয়া গোপগণে রমে স্থিত ।
নানাবিধ-সুখক্রীড়া-কৌতুক-পণ্ডিত ॥
আচমন করিয়া তাহুল সুগন্ধিত ।
আপন-আপন গৃহ হইতে আনীত ॥
জ্বাক-কপূর-আদি মগলা মিলনে ।
বিভাগ করিয়া কৃষ্ণ খায়েন আপনে ॥
তুলসী মালতী জাতী লবঙ্গ মল্লিকা ।
স্বর্ণযুথী শ্বেতযুথী কেতকী বিষ্ণিকা ॥

কুল কুল করবীর মাধবী কাঞ্চন ।
রক্তপদ্ম শ্বেতপদ্ম পলাশ দমন ॥
কদম্ব বকুল নাগ পুরাণ চম্পক ।
জবা নবমল্লিকা অর্জুন পাটলক ॥
কুটজ অশোক নীপ কর্ণিকা মন্দার ।
প্রিয়ক প্রভৃতি পুষ্প নিবিধপ্রকার ॥
পত্রসহ আনি বিরচিলা সখা যত ।
বৈজয়ন্তী-বনমালা-আদি নানামত ॥
অশ্রু কণ্ডুরী আর কুসুম চন্দন ।
বুন্দাবন হৈতে সবে কৈলা আনয়ন ॥
অল্প সুগন্ধিসহিত কারিয়া পেষণ ।
সকলের অঙ্গ তাহে হইল লেপন ॥
নিকুঞ্জে সুগন্ধি পুষ্প সুবাসিতবরে ।
মধুকরপুঞ্জ গুঞ্জগুঞ্জ শব্দ করে ॥
নবীন-কোমল-পত্রগুচ্ছে পুষ্পজাতে ।
রচিত শয্যায় কৃষ্ণ শুইলেন তাতে ॥
প্রিয়সখা শ্রীদামের ক্রোড়ে শির দিলা ।
পদসংবাহন কেহ করিতে লাগিলা ॥
কেশ প্রসাধয়ে কেহ কর সংবাহয়ে ।
কেহ গীত শ্রব, কেহ পত্রোতে বীজয়ে ॥
মুখকমলের নানা করিয়া বিকার ।
কোশলের ভঙ্গী সব তাহাতে প্রচার ॥
হাস্তকেলিদক্ষ সখাগণে সুখ দেন ।
রামসহ বিশ্রামের কেনি বিস্তারেন ॥
পরে শিলা-বেণু-নাদে উঠায়া গোপগণে ।
গৌবর্দ্ধননিকটেতে করেন চারণে ॥
শিখণ্ডের চূড়া, হরিতাণের ভিলক ।
গুজামালা-প্রভৃতিতে যতেক বালক ॥
'আমি পূর্বে আমি পূর্বে করিব রচিত ।'
এত কহি যথাক্রটি করেন ভূষিত ॥
নুতন আগত জনশ্রুতি বিপ্রবরে ।
সমর্পণ করি কৃষ্ণ স্বরূপের করে ॥
সারংকালে পূর্বভম ব্রজে প্রবেশিয়া ।
বিলাস করেন ব্রজজনে হর্ষ দিয়া ॥
এইমতে ইতিহাস করি সমাপন ।
মাতাপ্রতি পরীক্ষিত কহেন বচন— ॥
শ্রীগোপীনাথের প্রসন্নতা পাইয়াছ ।
মহাসাধুজনমত-মতি হইয়াছ ॥
আপন প্রণের মাতা ! উত্তর এক্ষণে ।
আপনি বিচার করি করহ গ্রহণে ॥
পুন পরীক্ষিত মাতৃস্নেহেতে উত্তর ।
প্রকাশিয়া ফলিতার্থ উপদেশপর ॥

প্রকরণার্থের উপসংহার করিয়া ।
 কহেন জননীপ্রতি তত্ত্ববোধ দিয়া—
 সম্পূর্ণ পরমানন্দসমূহ যে ভায় ।
 তার অন্ত্যসীমার গভীর সিদ্ধপ্রায় ।
 শ্রীগোলোক—তাহাতে গমন গো জননি ।।
 আপনি প্রয়াস দ্বারা সাধহ এখনি ।
 যতাপি শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদেতে তত্ৰ গতি ।
 তথাপি নিমিস্ত—সাধকের শ্রদ্ধা-রতি ।
 অত্ৰথা সৰ্বত্র যদি উদাসীন হয় ।
 তবে ভগবানের প্রসাদ কভু নয় ।
 যে গোলোকে যাত্রাযাত্রা সে নাথ-সহিত ।
 মধুরমধুর ক্রীড়া নানা সংঘটিত ।
 যদি কহ—‘তোমার উক্তির অনুসার ।
 শ্রীগোলোকসহ এই ভোম-মধুরার ।
 অভেদহেতুক কেনে এখানে গমন ।
 না সাধিয়ে’, তাহে শুন উত্তর বচন—
 গমনমাত্রাতে ভোম-মধুরামণ্ডলে ।
 যেকোন ব্যক্তির সদা সময়ে সকলে ।
 শ্রীকৃষ্ণের সহ সেই বিবিধ ক্রীড়ন ।
 সিদ্ধ নাহি হয় নিরন্তর কদাচন ।
 কিন্তু কোন ষাপরসুগাঙ্গে যে-সময় ।
 শ্রীগোলোকনাথ অবতরি প্রকটয় ।
 সে-কালে গমনমাত্রাে সবার নিশ্চয় ।
 যেকোনপ্রকারেতে মানস সিদ্ধ হয় ।
 অত্ৰকালে কৃষ্ণপ্রিয়জন-রূপাচয়ে ।
 ভোম-মধুরায় কারো ইষ্ট সিদ্ধ হয়ে ।
 সেইহেতু কৃষ্ণপদ প্রিয় যাহাদের ।
 পদধূলি সঞ্চয় করহ তাহাদের ।
 ওগো মাতা ! শিরে ধর সে ধূলিনিচয় ।
 যাহে গতমাত্রাে নিজাভীষ্ট সিদ্ধ হয় ।
 গোপীকুচতট-কুঙ্কমের শোভাভর ।
 তাহে আত্র শ্রীযুগচরণদ্বয়বর ।
 তার প্রীতিবৃত্ত সঙ্গ করয়ে প্রদান ।
 জানিবারে ইচ্ছা গো জননি ! হেন স্থান ।
 এই হেতু সংপ্রতিক সঞ্চকে তোমার ।
 মধুর-গহন-প্রভাব-অনুসার ।
 কহিলাম শ্রীগোলোকমাহাত্ম্যসঞ্চয় ।
 যাহা শুনি অশেষ-সংশয়-নাশ হয় ।
 বৈকুণ্ঠেরো উপরি যে ধাম বিরাজয় ।
 অত্ৰ কোন উপায়ে তাহার লাভ নয় ।
 নিতান্ত শ্রীগোপীনাথপদরূপাচয়ে ।
 লাভ হয় সেই ধাম জনিহ নিশ্চয়ে ।

বাহার-বাহার-পরে গুরু ফল যেই ।
 তাহার প্রাপ্তির ভূমি শ্রীগোলোক সেই ।
 যে-গোলোকবাসি-জনে যেজন মরেন ।
 তারে অতি প্রেমসম্পত্তির নিষ্ঠা দেন ।
 সম্প্রতিক এই উক্ত উপাখ্যানবশে ;
 মহামুনিগণের যে যুক্ত বাক্য হয়ে ।
 কহিয়ে একপে তাহা করহ শ্রবণ ।
 যাহে নিজ চিস্তের হইবে সজ্ঞাষণ—
 সবলোক-উর্দ্ধে শ্রীবৈকুণ্ঠলোক হয় ।
 নারদাদি ব্রহ্মঋষিগণেতে সেবয় ।
 তত্ৰ গতি হয় উমাসহ শ্রীশিবের ।
 জ্যোতিঃস্বরূপের মহাশয়সকলের ।
 তাহার উপরে শ্রীগোলোক বিরাজয় ।
 যারে সাধনেতে যোগ্য নন্দাদি পালয় ।
 অথবা যাহারা যোগ্য কৃষ্ণবন্দীকারে ।
 শ্রীরাধাপ্রভৃতি পালে বিচিত্র-বিহারে ।
 সেই ধাম নিত্য সর্বসময়েতে গত ।
 মহাকাশগত পর হয় ত মহত ।
 সর্বোপরি বৈকুণ্ঠের উপরি রাজয় ।
 সমাধির দ্বারা জানিবারে শক্য হয় ।
 জিজ্ঞাসিয়া ব্রহ্মারে ইন্দ্রাদি দেব সব ।
 করিতে না পারেন বাহার অনুভব ।
 ‘ব্রহ্মারে দুর্জয়’ হৈখে হইল ধ্বনিত—
 ‘অত্ৰে জানিবেক কিবা তারে প্রকাশিত ?’
 শব্দমে যুক্ত যে স্মৃতিবাক্য জন ।
 সত্যলোকপর্যন্ত তাদের প্রাপ্য হন ।
 বিষুবিসম-তপস্তায় যুক্ত যেই নর ।
 শ্রীবৈকুণ্ঠলোকে শ্রেষ্ঠা গতি নিরন্তর ।
 গোপ-গোপীপ্রভৃতির গোলোকেতে গতি ।
 অত্ৰে সে লোক হয় দুর্বারোহ অতি ।
 ‘ইন্দ্র যবে বর্ষণে তাহারে দুঃখ দিল ।
 ধৃতিমান ধীর কৃষ্ণ তখন রক্ষিল ।’
 হরিবংশে এই সব কহিল বচন ।
 স্বনন্দপুত্রীর ইবে শুনহ কথন—
 ‘এব বহুবিধরূপে পৃথীতে ভ্রমণ ।
 শ্রীগোলোক ব্রহ্মলোক সত্য সনাতন ।’
 কহেন জনমেজয়—হে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব ।।
 বৈষ্ণবায়নের মুখে এই শ্লোক সব ।
 শুনিয়া তখন কোন্ অর্থ হৈল জ্ঞান ।
 তোমা হৈতে শুনি কোন্ অর্থ চিস্তে ভাণ ?
 ‘সত্যনামে ব্রহ্মলোক প্রপঞ্চমধ্যেতে ।’
 ইত্যাদিক অর্থ জ্ঞান হইল পূৰ্ব্বোক্তে ।

তব মুখে সেইসব করিয়া শ্রবণ ।
‘প্রপঞ্চের অতীত বৈকুণ্ঠোপরি হন ॥
শ্রীগোলোক’ ইত্যাদিক অর্থ এইক্ষণে ।
তব প্রসাদেতে দীপ্ত পায় মম মনে ॥
ভাগবতসকলের আশ্রয় মহিমা ।
পরম অদ্ভুত—যার নাহি আছে সীমা ॥
কথার সমাপ্তি আশঙ্কিয়া মম মন ।
পরিতাপ করে যেন অরবুজজন ॥
কিছু রসায়ন—কৃষ্ণ তাঁর ভক্ত কথা ।
দান কর অতি সুখী থাকে মন যথা ॥

শুনি জৈমিনি কহেন—যেন রসায়ন ।
গোলোকমাহাত্ম্যে ব্রহ্মসংহিতাবচন ॥
তথা ব্রজ আর তদ্বাসীর মহিমার ।
দশমস্কন্ধোক্ত পদ্যে করেন বিস্তার ॥
ওহে বৎস ! মধুর বিচিত্র ভাবময়ে ।
তব পিতা যে কহিল উপাখ্যানম্বয়ে ॥
তাহে যুক্ত পত্ত সব মনোহর হয় ।
শ্রুতি-স্মৃতিগণের নানার্থসারময় ॥
হঠে হৈয়া গোলোকে র মাহাত্ম্যাকথার ।
গাইল তোমার অগ্রে শ্রুখে মন ভায় ॥
তাহে তব তাত-বিরোগের দুঃখ যায় ।
শ্রুতেতে ভ্রমিয়ে, তাহা কহিয়ে তোমায়—॥

ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (বৃ: ভা: ২।৭।৬৬)—

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিভাতি-
ভাতির্ষ এব নিজরূপতয়া কলাতি: ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাস্বভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষঃ তমহং ভজামি । ০ ।
শুপ্রসিদ্ধ বৈদক্ষী সে গুণ-রূপাদিক ।
অথবা নিজাংশ গোপগোপী প্রভৃতিক ॥
স্বাভাবিকহেতু কিবা সমানবিতবে ।
আনন্দচিন্ময়রসে নির্মিত যেসবে ॥
ঐহাদের সহিত শ্রীগোলোকে নিশ্চয় ।
অখিলের অন্তর্ধামী যেই নিবসয় ॥
সেই শ্রীগোবিন্দ আদিপুরুষ যে হন ।
ঐহার করিয়ে আমি নিতান্ত ভজন ॥

তত্রৈব (ঐ ৬৭)—

গোলোকনাথি নিজধামি তলে চ তত্ৰ,
দেবী-মহেশ-হরিধামত্ৰ তেবু ভেবু ।
তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন,
গোবিন্দমাদিপুরুষঃ তমহং ভজামি । ০ ।

গোলোকনাথ নিজ ধামে তলেও তাহার ।
প্রকৃতির শিবের হরির ধামে আর ॥
প্রভাবসমূহ কৈল যে প্রকট দিয়ে ।
সেই আদিপুরুষ গোবিন্দেই ভাজিয়ে ॥

তত্রৈব (ঐ ৬৮)—

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো,
ক্রমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্ ।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী শ্রিয়সখী,
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদানন্দ্যমপি চ । ০ ॥

যে গোলোকে নারীগণ মহালক্ষ্মী হয় ।
পরমপুরুষ কৃষ্ণ কান্ত বিরাজয় ॥
বৃক্ষগণ কল্পতরু, অমৃত সে জন ।
চিন্তামণিগণময়ী ভূমি ত সকল ॥
কথা গান কর্ণমুখাবহের কারণ ।
শ্রিয়সখী বংশী, নাট্যস্বরূপ গমন ॥
প্রদীপাদি জ্যোতি চিদানন্দরূপ যায় ।
গোবিন্দ-অম্বরামৃত আশ্রিত তাহার ॥
প্রায় সেইস্থলে ভগবতী গোপিকার ।
প্রাধাজ্জহেতুক হেন কহিলেন সার ॥

তত্রৈব (ঐ ৬৯)—

স যজ্ঞ কীরাক্তিঃ সরতি স্তরভীভাশ্চ স্তমহান্,
নিমেষার্দ্ধাখ্যো বা ব্রজতি ন হি যত্রাপি সময়ঃ ।
ভজে শ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোলোকমিতি ষং,
বিশ্বস্তম্ভে সন্তঃ ক্রিতিবিরলচাভাঃ কতিপয়ে । ০ ॥

যেই শ্বেতদ্বীপে কীরসাগর নিঃসরে ।
কামধেনুসকল হইতে নিরন্তরে ॥
নিমেষার্দ্ধ-পরার্দ্ধাখ্য যে স্থানে সময় ।
নাহি যায়—অর্থাৎ নাহিক কালভয় ॥
সেই শ্বেতদ্বীপে আমি করিয়ে ভজন ।
বিশুদ্ধ দ্বীপের তুল্য কোন স্থান হন ॥
প্রপঞ্চাস্তগত কীরসমুদ্রে বর্তন ।
‘শ্বেতদ্বীপ’-নামে সেই স্থান ইহা নয় ॥
যাহারে ‘গোলোক’ করি জানেন প্রভব ॥
কিতিতে বিরলচারী কতক সাধব ॥
ইহাতে নিগূঢ় স্থান হইল স্থচিত ।
সর্বজন তাহারে না জানেন নিশ্চিত ॥

শ্রীদশমস্কন্ধে (ভা: ১০।৪৪।১৩)—

পৃথ্যা বত ব্রজভূবো যদয়ং নৃলিঙ্গো,
গূঢ়ঃ পূৰ্বাপপুরুষো বনচ্ছিন্নমালাঃ ।
গাঃ পালয়ন্ সহবলঃ কৃশয়শ্চ বেগুঃ,
বিকীড়য়াকৃতি গিরিক্রয়মার্কিতাজ্জি: । ১ ।

মথুরায় রক্তভূমে শ্রীনন্দনন্দন ।
 চাপুসাদিস্থ যুদ্ধ করেন যখন ॥
 মথুরানাগরী সব কুনীতি দেখিয়া ।
 কহেন শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ মি প্রাশংসিয়া— ॥
 ব্রজভূমি কিম্বা ব্রজভূমিজাত যত ।
 পুণ্যযুক্ত এই পুরী না হয় সেমত ॥
 বাহে এই কৃষ্ণচন্দ্র পরমমোহন ।
 শিব মহালক্ষ্মী ষাঁর সেবন চরণ ॥
 পুরাণপুরুষ—চিত্র-বনমালা ধরে ।
 মল্লযুদ্ধক্ষেত্রে গোপনীয়ভাবে চরে ॥
 রামসহ কিম্বা গোপকুমার-সহিত ।
 গো-পালন করেন বাজায়্যা বেগুণিত ॥
 রাস আদি বহুলীলা করিয়া যাহার ।
 ভ্রমণ করেন কৃষ্ণচন্দ্র হারহায় ॥
 অথবা গিরির দ্বারা করেন রক্ষণ ।
 'গিরিত্রৈলোক্যে'তে হয় শ্রীনন্দনন্দন ॥
 তাঁহারে রমেন শিখি হর্ষভয় দিয়ে ।
 'গিরিত্রেননা'-শব্দেতে শ্রীরাধা কহিয়ে ॥
 তঁহ পূজা করেন শ্রীচরণ ষাঁহার ।
 ইহাতে শ্রীব্রজভূমি পুণ্যযুক্ত সার ॥

তট্টেব (ভাঃ ১০।১৪।৩১)—

অহোহতিথিতা ব্রজগৌরমণ্যঃ-
 স্তম্ভাস্থিতং পীতমস্তীৰ তে মুদা ।
 যাসাং বিভো বৎসতরাস্তজ্জাহ্ননা,
 যদুপ্তয়েহুদ্যাপ্যথ নালমধরাঃ ॥ ২ ॥

বৎস আর বালক হরিলো ব্রজা সব ।
 শ্রীনন্দনন্দন ইহা করি অমৃতব ॥
 সকলের স্বরূপ সে হইয়া আপনে ।
 একবর্ষ এইমতে করিল ক্রীড়নে ॥
 ব্রজা আসি প্রথমত হইয়া মোহিত ।
 তবে কৃষ্ণচন্দ্র হইল জ্ঞানোদিত ॥
 আনি কৃষ্ণভক্ত ব্রজজনের মহিমা ।
 বর্ণন করেন ব্রজা আপনি অসীমা— ॥
 ভগবান্ পান করিলেন দুগ্ধ ষার ।
 মহিমা বর্ণন হেন ধেনু-গোপিকার— ॥
 অহে' অতি ধন্য ব্রজে গৌরমণী যত ।
 পান কৈলা স্তম্ভাস্থিত অতি হর্ষগত ॥
 ওহে বিভো ! যাহাদের তৃপ্তির কারণে ।
 হৈলা বৎস-বালকস্বরূপ সে আপনে ॥
 অন্তাপিহ তাহাদের তৃপ্তি না হইল ।
 অন্তএব তাহাদের সৌভাগ্য বর্ণিল ॥

যত্বাপি শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়তমের প্রধান ।
 শ্রীরাধিকাপ্রভৃতি সর্বত্র সপ্রমা- ॥
 তাঁহাদের মহিমা বর্ণনে যুক্ত হয় ।
 ভবু প্রেমবিশেষের অভাবে নিশ্চয় ॥
 তাঁহাদের মহিমা বিশেষ না জানিয়া ।
 কহিলেন এতাদৃশ বচন প্রার্থিয়া ॥
 তাহে হৈল তাঁর বালগোপালদর্শন ।
 স্তম্ভারম্ভে যুগপাদ কহিলা বচন ॥
 কিম্বা ব্রজা সেবক হ'ন বুদ্ধতরে ।
 আপনি তাহার পুত্র-অভিমান করে ॥
 ষাষ্ট্যপরিহারহেতু তাহা না বর্ণিলা ।
 একরূপ সিদ্ধান্ত ইথে গোষ্ঠাস্থী লিখিলা ॥

তট্টেব (ঐ ৩২)—

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্য! নন্দগোপপ্রজৌকসাম্ ।
 যদ্বিত্ত্বঃ পরমানন্দ পূর্ণঃ ব্রজ সনাতনম্ ॥ ৩ ॥

নন্দ আর গোপ ব্রজবাসিগণ যত ।
 পরমাত্মশর ভাগ্য সবার সম্মত ॥
 যাহাদের মিত্র হিতকারী সদা হন ।
 পরানন্দদায়ী পূর্ণব্রজ সনাতন ॥

তট্টেব (ঐ ৩৩)—

এবাষ্ট ভাভামহিমাচ্যুতং তাবদাস্তা-
 মেকাদংশেব ত্রি বয়ং বত ভবিভাগাঃ ।
 এতচ্ছবীকচবকৈরসকুং পিবামঃ,
 শর্করাযোহজ্যাদজমপদমৃতাসবং তে ॥ ৪ ॥

হে অচ্যুত ! ইহাদের ভাগ্যের মহিমা ।
 থাকুক তাবত কেবা দিতে পারে সীমা ? ॥
 শিব ব্রজা চন্দ্র দিগ বাতাক প্রচেতঃ ।
 অশ্বি বজ্রোপেক্ষে মিত্র ষাদশে ত ।
 প্রজাপতি এই ত্রয়োদশ মোরা গণ ।
 বহুভাগ্যবান্, কহি তাহার কার— ॥
 ব্রজবাসীদের অহঙ্কার বৃদ্ধি মন ।
 চক্ষু কণ দ্বক রসন নাসিকা বচন ॥
 পাণি পাদ এইসব ইন্দ্রিয়ের গণে ।
 অধিষ্ঠাতা আমরা সকলে অক্ষুণ্ণে ॥
 তব পাদপদ্মমধু অমৃতসমান ।
 প্রাণদায়ী ইন্দ্রিয়-চবকে করি পান ॥

তট্টেব (ঐ ৩৪)—

তদ্বি ভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটবাং,
 যদগোবুলংপি কতমাজ্জিহাজ্জিহকম্ ।
 বজ্রীবিভক্ত নিখিলং ভগবান্ যুগল-
 বদ্যাপি বৎসদ্বয়ঃ স্ততিমুগ্ধমেব ॥ ৫ ॥

সেই ভূরি ভাগ্য গম তৃণাদিক্রপেতে ।
কোনো জন্ম হয় এই বনে গোকুলেতে ॥
যাহে গোকুলের কোনোজনেরো চরণ-।
ধূলি-অভিসেক মম হয় ত প্রাণপণ ॥
যাহাদের নিখিল জীবন ভগবান্ !
মাধুর্য্য-সৌন্দর্য্যৈখর্য্য-কারুণ্যাদিস্থান ॥
প্রেম-খদায়ক হয়েন, শ্রুতিচয় ।
ধীর পদধূলি সে অজ্ঞাপি অবেশয় ॥

তত্রৈব (ঐ ৩৫)—

এযাং যোবনিসানামৃত ভবান্ কিং দেবরাত্তেতি ন-
শ্চেতো বিশ্বফলাং ফলং ভদ্রপদং কুত্ৰাপ্যয়মুচ্ছতি ॥
সদ্বেশাদিব পুত্ৰনাপি সকুলা স্বামেব দেবাশিতা,
মহ্যমার্থ-স্বস্তং-প্রিয়াক্ষ-তনয়-প্রাণাশয়াৎকৃতো ৬।

সৰ্ব্বেকলার্থক তুমি—তোমা হৈতে অস্ত্র ।
কিবা ফল, তুমি ব্রজবাসিগণে ধন্ত ॥
দিবে ?—তাই ওহে দেব ! আমাদের মন ।
সৰ্ব্বত্র যাইয়া বিচারিয়া মুগ্ধ হন ॥
তোমার অঞ্চলীকারী দ্রব্য কোনস্থানে ।
না পাইয়া মুগ্ধ হয় চিত্ত সাবধানে ॥
যদি কহ—ইহাদিগে আপনারে দিবে ।
অঞ্চলী হইবে, তাহা কতু না ভাবিবে ॥
তত্ত্বসম বেশমাত্র পুতনা করিল ।
আপনার কুলসহ তোমায়ে পাইল ॥
যাহাদের ধাম অর্থ বন্ধু প্রিয় মন ।
পুত্রে প্রাণাশয় তব অর্থে সৰ্ব্বক্ষণ ॥
ভক্তিবিশেষের হেতু ব্রজবাসিগণে ।
মহাঋণিমত প্রভু ! থাকিলে আপনে ॥

তত্রৈব (ঐ ৩৬)—

তাবদ্রাগাদয়ঃ স্তেনাস্তাবৎ কারাগৃহং গৃহম্ ।
তাবদ্রোহোহজিহ্বা নিগড়ো যাবৎ কৃষ্ণ ন তে জনাঃ ॥

তাবৎ রাগাদি সব হয় চৌধ্যকারী ।
বিবেক-ধৈর্য্যাদি-সৰ্ব্বগুণরত্নহারী ॥
তাবৎ হয় ত গৃহ যেন কারাগার ।
তাবৎ সে রোহ পাদশূল-আকার ॥
যাবৎ হে কৃষ্ণ ! ভক্তি না হয় তোমার ।
তব তত্ত্ব হৈলে সব করে উপকার ॥

তত্রৈব (ঐ ৩৭)—

প্রেক্ষ্য নিম্প্রকোংপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে ।
প্রপন্ন-জনতানক-সম্বোধঃ প্রথিতুং প্রভো ৮।

নিজভক্তসকলের আনন্দনিচয় ॥
করিবারে বিস্তার হে প্রভো ! শ্রুনিচয় ॥
প্রপঞ্চের অতীত হইয়া তুমি শায় !
করিছ ভূতলে পুত্রহাদি-অনুকার ॥

তত্রৈব (ঐ ৩৮)—

জানন্ত এব জানন্ত কিং বহুত্যা ন মে প্রভো ।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবঃ তব গোচরঃ ১১।

জ্ঞানে যত্ববান জ্ঞান করুক সাধন ।
ভক্তির মহিমা বহু কি কব কথন ॥
হে প্রভো—বিচিহ্নানন্ত-গরিমা-প্রভাব ! ।
তোমার বৈভব ভক্তিমহিমামুভাব ॥
নহে মম কায়-মন-বাক্যের স্যাপার ।
অপরিচ্ছিন্ন স্ব অবিতর্ক হে ত তার ॥
দ্বিতীয়প্রকার অর্থ শ্রবণ হে কর ।
'প্রভো'—সৰ্ব্ববিলক্ষণরূপ শ্রেষ্ঠতর ! ॥
তব শরীরের যেই বৈভব সে হয় ।
মম মনোবচনের না হয় বিষয় ॥
কিবা তব মনোবপুর্বাক্যের বৈভব ।
না হয় গোচর মম তার অনুভব ॥
তৃতীয়ার্থে 'এযাং'-শব্দ আস্তে অনুবৃত্তি ।
পূর্বলোক হৈতে তাহে শুন অর্থ বৃষ্টি—॥
প্রভো—হে অপরিচ্ছিন্ন চিত্তশক্তিমান্ ! ।
এই ব্রজবাসিকলের মহিমান ॥
মম আর তব কায়-মনাদি-গোচর ।
নাহি হয়, ইথে স্নমাহায়া শ্রেষ্ঠতর ॥

তত্রৈব (ঐ ৩৯)—

অমুজানোহি মাং কৃষ্ণ সৰ্ব্বং জং বেংসি সৰ্ব্বদৃক্ ।
স্বমেব জগতাং নাথো জগচ্চৈতন্ত্ববাপ্তিতম্ ১০ ॥

কৃষ্ণের প্রসাদ হৈল পূে ঐক্য স্ববনে ।
অখিলাভিমান গেল ব্রহ্মার তখনে ॥
অতি দৈন্ত্যপ্রয়ে ব্রজবাসিসন্নিহানে ।
অযোগ্য দেখি দীর্ঘকাল অবস্থানে ॥
তাহে অস্ত্র অপরাধ আশঙ্কা করিয়া ।
নিজস্থানে যাইবারে কহেন প্রার্থিনা—॥
আমাদের নিকৃষ্টতা মহিমা আপন ।
নিশ্চয় জানহ তুমি সৰ্ব্ব সৰ্ব্বক্ষণ ॥
যেহেতু সাক্ষাৎ সৰ্ব্ব দেখছ নিশ্চয় ।
তাহে স্তব করিতেও শক্তি নাহি হয় ॥
গমনে আমারে কর অমুজ্ঞাপ্রদান ।
এইক্ষণে যাই আমি প্রভো ! নিজস্থান ॥

অগতের নাথ তুমি হও ত নিশ্চিত ।
তথাপি জগৎ কৈলু তোমায়ে অর্পিত ॥

তত্রৈব (ঐ ৪০)—

শ্রীকৃষ্ণ বৃষ্ণিকুলপুঙ্করজোবদায়িন্,
স্মা-নির্জ্বর-দ্বিজ-পশুদধিবুদ্ধিকাবিন্ ।
উৎকর্ষশার্করহর ক্ষিতিবাক্সসঞ্-,
গাকল্পমার্কমহন ভগবন্তমন্তে ॥ ১১ ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ বৃষ্ণিকুলপদ্মপ্রীতিদায়ি ॥
ইহাতে সূর্য্যের সহ উপমা নিশ্চয়ি ॥
পৃথ্বী আর দেব পশু দ্বিজ সিকুপম ॥
তাহাদের বুদ্ধিকারি-হেতু চন্দ্রসম ॥
হে পাবগুধর্ম্ম-অক্লকারের হারক ॥
ক্ষিতিতে বাক্স-কংসাদির বিনাশক ॥
আদিত্যপর্য্যাস্ত সর্ষপূজা ভগবান্ ॥
আকল্পপর্য্যাস্ত করি প্রণামবিধান ॥

তত্রৈব (ভা: ১০।১৫।৮)—

ধন্তেরমত ধরণী তৃণবীকৃৎসুং-,
পাদস্পৃশো দ্রুমলতা: করজাভিমুখা: ।
নতোহজ্রয়: পগমুগা: সদয়্যাবেলাটৈক-,
গোপ্যোহস্তরেন ভূজয়োরপি যৎস্পৃহা শ্রী: ॥ ১২ ॥

গোপালন-লীলায় পোগেও বৃন্দাবনে ।
বলরামপ্রতি কন শ্রীকৃষ্ণ আপনে— ॥
অন্ত এই ধরা তৃণ-শুল্কাদিক আর ।
তব পাদস্পর্শহেতু হৈলা ধন্তা সার ॥
বৃক্ষলতাগণ তব হস্তের স্পর্শনে ।
নদী গিরি খগ মুগ দয়্যাবলোকনে ॥
সবে ধন্তা, গোপীপণ ধন্তা অতিশয় ।
বাহাদের বক্ষশোভা লক্ষ্মীও বাঞ্ছয় ॥
ক্রমেক্রমে সকলের ধন্তা কহিতে ।
গোপীসব স শ্রেষ্ঠা হইল সৃষ্টিতে ॥

তত্রৈব (ভা: ১০।২১।১০)—

বৃন্দাবনং সখি ভূবো বিতনোতি কীর্ত্তিঃ,
বন্দেবকীন্তপদাশুজলকলস্মি ।
গোবিন্দবেণুমু মন্তময়ুন্নৃত্যং,
শ্রেণ্যাক্সিমাধপরতাত্তমমন্তসঙ্ঘম্ ॥ ১৩ ॥

বৃন্দাবনমধ্যে গত শ্রীনন্দনন্দন ।
করিলেন মনোহর বংশীর বাদন ॥
তাহা শুনি গৃহমধ্যস্থিত গোপীগণ ।
প্রেমে পূর্ণা পরস্পর কহয়ে কখন— ॥

ওহে সখি শ্রীরাধিকে । এই বৃন্দাবন ।
পৃথিবীর কীর্ত্তি করিতেছে বিস্তারণ ॥
যেহেতুক দেবকীমুতের শ্রীচরণ ।
হৈতে লভিয়াছে সর্ব্ব শোভাক্রপ ধন ॥
গোবিন্দের বেণুনাদ করিয়া শ্রবণ ।
মযজ্ঞানে নৃত্য করে ময়ূরের গণ ॥
তাহা দেখি পরস্পরের শৃঙ্গের উপরে ।
অন্তপক্ষিগণ যত আসি নৃত্য করে ॥

(তত্রৈব ১৮)—

হস্তায়মস্ত্রিরবলা হবিদাসবধ্যো,
যজ্ঞায়, ক্ষতবর্ণ-স্পর্শশ প্রমোদ: ।
মানং তনোতি সহগোগণয়োস্তরোর্থং,
পানীয় সূববস-কন্দব-কন্দ-মূলৈ: ॥ ১৪ ॥
হে অবলা! হস্ত এই গিরিগোবর্দ্ধন ।
হরিদাসলকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হন ॥
যেহেতুক রামকৃষ্ণচরণস্পর্শনে ।
কিছা ক্রীড়াকারী যেই কৃষ্ণের চরণে ॥
তাহার স্পর্শনেতে প্রমোদযুক্ত হয় ।
জল ঘাস গুহা কন্দ মূলে সমৃদ্ধয় ॥
ধেজু আর সহচরণের সহিত ।
শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা করে বিস্তারিত ॥
অথবা রময়ে যেই ঋকৃষ্ণচরণ ।
তাহা যবে গিরিবরে করয়ে স্পর্শন ॥
কঠিনতা তাজি অতি কোমল হইয়া ।
প্রমোদ তাহারে দেন চর-সেবিয়া ॥

তত্রৈব (ঐ ১৬)—

দৃষ্টাতপে ব্রজপশুং সহ রামগোপৈ:,
সকাবরন্তমহু বেণুমুদীরয়তম্ ।
শ্রেমশ্রবন্ত উদিত: কুস্তমাবলীভি:,
সথ্যার্য্যধাৎ স্ববপুবাশুদ আতপত্রম্ ॥ ১৫ ॥

বলরাম আর সহ সহচরণগণ ।
রৌদ্রে ব্রজপশুগণে করেন চারণ ॥
প্রতিক্ষণ বেণুনাদ করেন পূরণ ।
দেখিয়া অমুদ প্রেমে বাঢ়িয়া তখন ॥
উদিত হইয়া বিলুপিলু জল ঝরে ।
প্রিয়ের হইল ছত্র নিজ কলেবরে ॥

তত্রৈব (ঐ ১৫)—

নতন্তলা তত্পদার্থ মুকুলগীত,
মাবর্জলক্ষিতমনোভবভয়বেগা: ।
আলিননহগিতমুদ্বিগ্নভৈরুগোবর্ধে,
গৃহ্ণতি পাদমুগলং কমলোপহারী: ॥ ১৬ ॥

কালিন্দ্যাচ্ছা শুনি তবে মুকুন্দের গীত ।
অপৰ্বে দর্শিত কামে ভগ্নবেগাধিত ॥
কিছা মুকুন্দগীতের শোভা পরস্পরে ।
অতি প্রকাশিত কামে ভগ্নবেগ ধরে ॥
উশ্নিক্রমে ভূজে মুরারির পাদদ্বয় ।
আলিঙ্গনে স্থগিত সে গ্রহণ করয় ॥
যাহাদের পূজার সামগ্রী পদ্মসব ।
কিছা কমলার পূজ্যা সৌভাগ্যপ্রভব ॥

তত্রৈব (ভা: ১০।৩৫।১)—

বনলতাস্তব আশ্বনি বিসৃং,
ব্যঞ্জয়ন্ত ইব পুষ্পফল্যাঢ্যঃ ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ,
শ্রেয়স্বষ্টতনবো ববুযু: ॥ ১৭ ॥

পূর্বলোক-উক্ত বেগনাদ হৈল পর ।
বৃন্দাবনাদিতে যেই লতা তরুর ।
ভক্তিবশেহেতু বৃক্ষ নিজচিহ্নে স্থিত ।
গোপনীয় তবে প্রেমে করেন ব্যঞ্জিত ॥
পুষ্প আর ফল সবে যুক্ত অনিবার ।
বিনয়াদিগুণে নম্রগত পরিবার ॥
প্রেমিতে সঙ্কটতমু সদা মধুধার ।
বর্ষণ করেন আনন্দাশ্রুর সঞ্চার ॥

তত্রৈব (ভা: ১০।১৫।৬)—

এতেহলিনস্তব যশোহখিললোকতীর্থং,
পায়ন্ত আদিপুরুষানুপথং ভজন্তে ।
প্রায়ো অমৌ মুনিগণা ভবনীয়যুধ্যা,
গুঢ়ং বনেহপি ন জহন্তানযাস্বদৈবম্ ॥ ১৮ ॥

বলরামে কহেন শ্রীকৃষ্ণ পূর্বমত—।
হে আদিপুরুষ ! এইসব অলি যত ॥
পথেপথে ভজি পিছে করয়ে প্রস্থান ।
তব যশ সর্বলোকজ্ঞাত করি গান ॥
প্রায় এই সকল সে হয় মুনিগণ ।
ভক্তসবমধ্যে হয় মুখ্যমুখ্য জন ॥
নিজ ইষ্টদেব আছে সংগোপনে বনে ।
তথাপিও ত্যাগ নাহি করে কদাচনে ॥

তত্রৈব (ভা: ১০।৩৫।১১)—

সরসি সায়সংসবহিষ্কা-
শ্যাক্ষগীতস্বতচেতস এত্যা ।
হরিশূপাসত তে যতচিন্তা,
হস্ত মৌলিতদ্রশো বৃতমোনা: ॥ ১৯ ॥

দিবার বিরহদুঃখশাস্তির কারণ ।
পূর্বমত কৃষ্ণলীলা গায় গোপীগণ ॥
সরোবরে সারস-হংসাদি পক্ষিগণ ।
কৃষ্ণকৃত চাক্ষুগীত করিয়া শ্রবণ ॥
সবাকার চিন্তসব হরণ হইয়া ।
হরি-উপাসনা করে সমীপে আসিয়া ॥
যমন করিয়া চিত্ত মদ্রিতনয়ন ।
হস্ত হস্ত কৈ ন সবে মৌনের ধারণ ॥
পক্ষিজ্ঞাতিগণের এমত আকর্ষণ ।
কহ দেখি কিমতে রহিবে গোপীগণ ? ॥

তত্রৈব (ভা: ১০।২১।১৪)—

প্রায়ো বতাস্থ মনয়ো বিহগা বনেহস্মিন্,
কৃষ্ণেক্ষিতং তদ্রূপিতং বনবেগীতম্ ।
আকৃষ্য বে দ্রুমভূজান্ কচিরপ্রবালান্ ।
শশ স্তি মৌলিতদ্রশো বিগতানুব্রবাচ: ॥ ২০ ॥

খেদে কহে—ওগো মাতা ! প্রায় এইবনে ।
পক্ষিগণ মূনি কৃষ্ণ ধর্মপরায়ণে ॥
অথবা যে কৃষ্ণপরাধঃ মূনিগণে ।
পক্ষীর স্বরূপ হৈল সবে এইবনে ॥
মনোহরপত্রযুক্ত বৃক্ষের শাখায়
আরোহণ করি নিমৌলিতনেত্র তায় ॥
তাজি অস্ত্র বাক্য হৈয়া কৃষ্ণের দৈক্ষিত ।
কৃষ্ণের উদ্দত শুনে কলবেগীত ॥
'বত' এই খেদবাক্যে এই ত আশয় ।
কৃষ্ণপরাধ পক্ষিগণ মহাশয় ॥
ধিক্ আমাদিগে—মোরা সকল ত্যজিয়া ।
শ্রীকৃষ্ণদর্শন নাহি করি বনে গিয়া ॥

তত্রৈব (ভা: ১০।২১।১১)—

ধৃত্য: স্য মুচ্যতয়োহপি হরিণি এতা,
যা নন্দনন্দনমুপাস্তবিচিহ্নবেশম্ ।
আকর্ষ্য বেগুরণিত্তঃ সহকৃষ্ণসারাঃ,
পূজাঃ দধুবিরচিতাঃ প্রণয়াবলোকৈক: ॥ ২১ ॥

মুচ্যমতি হইয়াও হরিণীর গণ ।
ওগো সখি ! সব হয় ধৃত্য সর্বক্ষণ ॥
বেগুশব্দ শুনি কৃষ্ণসারের সহিত ।
নানাবেশভূষাধারিকৃষ্ণের নিশ্চিত ॥
পূজা করে প্রণয়াবলোকনে রচিত ।
অতএব ধৃত্য তারা হয় সুবিহিত ॥

ইহাতে হরিশীগণ পতির সহিত।
কৃষ্ণমুখ দেখে, তাহে ধৃত্য স্থনিশ্চিত ॥
গোপিকার মনেতেও হয় সে আশয়।
এপ্রকার এই শ্লোকে অর্থ নাহি হয় ॥
হরিশীগণের পতি 'কৃষ্ণসার' হয়।
'কৃষ্ণ সার যাহাদের' এ অর্থ নিশ্চয় ॥
আমাদের পতি দেখে করয়ে দর্শনে।
অতএব অধৃত্য আমরা সৰ্ব্বক্ষণে ॥

তত্রৈব (ঐ ১৩) —

গাবশ্চ কৃষ্ণমুখনির্গতবেগুগীত-
শীঘ্রমুত্তীর্ণতকর্ণপুটে পিবন্ত্যঃ ।
শাবাঃ স্তম্ভস্তপয়ঃকবলাঃ স্ম তস্থ-
গৌবিন্দমাত্মনি দৃশাক্ষকলাঃ স্পৃশন্ত্যঃ ॥ ২২ ॥

কৃষ্ণমুখনির্গত মুরলীগীতামৃত।
উর্দ্ধ কর্ণপুটে ধেমুগণ পান কৃত ॥
শবতুল্যা হৈয়া মুখ হৈতে গ্রাস পড়ে।
স্তন হৈতে দুগ্ধ করে, যেন রহে জড়ে ॥
মণ্ডোমধ্যে গোবিন্দেরে করিয়া স্পর্শন।
চক্ষুস হৈতে অশ্রু বর্ধে অশ্রুক্ষণ ॥
কিহা 'শাব, শব্দে বৎস — তাদের বদনে।
স্তম্ভদুগ্ধরূপ গ্রাস করে সেইক্ষণে ॥
অশ্রু অর্থ পূর্বনত জানিহ ইহার।
অতএব ধৃত্য তারা হয় সমুদায় ॥

তত্রৈব (ভাঃ ১০।৩৫।৫) —

বৃক্ষশো ব্রহ্মবৃষা যুগগাবো,
বেণুবাক্তজন্তচেতস আবাৎ ।
দম্ভদষ্টকবলা-ধৃতকর্ণা,
নিজিতা লিখিত-চিত্রমিবাসন্ ॥ ২৩ ॥

হে শাবি! ব্রহ্মের ধেমু বৃষ যুগগণ।
বেণুরবাঞ্ছিতে চিত্ত হইয়া হরণ ॥
শীঘ্র নিজস্থান হৈতে করি আগমন।
দম্ভে গ্রাস ধরি রহে, না করে ভক্ষণ ॥
বেণু শুনিবারে রহে ধৃতকর্ণ তার।
হইল নিজিত কি লিখিতচিত্রজ্ঞায় ॥

তত্রৈব (ভাঃ ১০।২১।১৭) —

পূর্ণাঃ পুলিন্দ্য উরুগারপদাভরাগ-
শ্রীকৃষ্ণমেন দয়িতান্তনমণিতেন ।
তক্ষণমবরুজজ্বলকবিতেন,
লিপ্পদ্য আননকুচেন জহন্তদাযিম্ ॥ ২৪ ॥

যে কৃষ্ণম কৃষ্ণপদাভরাগে শোভিত।
কৃষ্ণপ্রিয়া-স্তনমধ্যে আছিল মণ্ডিত ॥
রতিকালে পাদপদ্ম ধরিলেক স্তনে।
তাহাতে সে বৃক্ষম লাগিল শ্রীচরণে ॥
বনের ভ্রমণে তাণ লাগিল ভ্রণেতে।
দেখিয়া পুলিন্দী কামে পাড়িত মনেতে ॥
উঠাইয়া সে কৃষ্ণম লোপ মুখে স্তনে।
অনির্বাচ্য মনোব্যথা করিল ত্যজনে ॥
ইহাতে পুলিন্দী—শবরের নারী যত।
হইল কৃতার্থ বনচারিণী সৰ্ব্বতঃ ॥

তত্রৈব (ভাঃ ১০।১২।৬) —

যদি দূরংগতঃ কৃষ্ণো বনশোভেক্ষণায় তম্ ।
অহং পূর্বমহং পূর্বমিতি সংস্পৃশ্য বেমিরে ॥ ২৫ ॥

ব্রজবালকসবার মাহাত্ম্য এখন।
গোদামী শ্রীশুকদেব করেন বর্ণন— ॥
বনশোভা দেখিবারে সন্দন্দনন্দন।
যদি দূরবনমধ্যে করেন গমন ॥
'আমি পূর্বে আমি পূর্বে করিব স্পর্শন।'
ইহা কহি স্পর্শি সবে করেন ক্রীড়ন ॥

তত্রৈব (ঐ ১১) —

ঈদং সত্যং ব্রহ্মস্বখামুভূত্যা,
দাস্তং গতান্যং পরদৈবতেন ।
মায়াজিতান্যং নরদারকং,
সাক্ষিং বিজ্ঞঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জঃ ॥ ২৬ ॥

'নরদারক'—শব্দেতে কিশোরশেখর।
অতি মনোহর যেই নববধূবর ॥
দাস্ততায় যে গোপীরা লইলা আশ্রয়।
তাহাদের নরদারক শ্রীকৃষ্ণ হয় ॥
সাপ্ত ভক্তগণের সে পরম দৈবত।
তাহার সহিত ব্রহ্মস্বখামুভবতঃ ॥
বৎসচারণাদিমতে করিল বিহার।
কৃতপুণ্যপুঞ্জ যত গোপের কুমার ॥
অত্র 'পুণ্য'—শব্দে ভক্তি-পরিভাষা হয়।
'কৃতভক্তিপুঞ্জ' এই অর্থ স্থনিশ্চয় ॥

তত্রৈব (ঐ ১২) —

যৎপাদপাং তর্জজ্বলকুচ্ছ তো,
ধৃত্যভিধৌগিভিরপ্যালভাঃ ।
স এব যদৃষিষয়ঃ স্বয়ং হিতঃ,
কিং বর্ণ্যতে দিষ্টমহো ব্রজীকসাম্ ॥ ২৭ ॥

বীর পদরেণু বহুজমক্কচ্চয়ে ।
স্থিরীকৃতমন বোগিগণ না লভয়ে ॥
শ্রীসচ্চিদানন্দধনমুক্তি সে নিষ্ঠয়ে ।
স্বয়ং স্থিত বীহাদের চক্ষুর বিষয়ে ॥
হেন ব্রজবাসিনকলের ভাগ্যচর ।
অহো কি বর্ণিব, যার সীমা নাহি হয় ॥
কিবা 'মহঃ'-শব্দে হয়, ভেজের প্রভাব ॥
কি বর্ণিব 'দীপ্তমহঃ', নাহি অজুতাব ॥

তত্রৈব (ভাঃ ১০।১৫।১৬)—

কচিং পদবতলেয় নিযুক্তমকর্ষিতঃ ।
বৃক্ষমলাশ্রয়ঃ পেতে গোপোৎসকোপবর্ষণঃ ॥ ২৮ ॥

মল্ললীলাশ্রমে বৃক্ষ হইয়া কর্ষিত ।
কোনস্থানে যে শীতল-বাততে সেবিত ॥
কদম্বাদিবৃক্ষতল করিয়া আশ্রয় ।
পল্লব-পুষ্পাদি-শয্যা'পরে সেসময় ॥
শয়ন করেন কৃষ্ণ মুখে সেইস্থান ।
শ্রীদামের ক্রোড় তাঁর হন উপধান ॥

তত্রৈব (ঐ ১৭, ১৮)—

পাদসংবাহনং চকুঃ কেচিত্তস্য মহাত্মনঃ ।
অপরে হতপাশ্মানো ব্যজ্ঞনৈঃ সমবীজয়ন্ ॥ ২৯ ॥
অস্ত্রে তদমুরপাশি মনোজ্ঞানি মহাত্মনঃ ।
গায়ন্তি স মহারাজ মেহক্লিষ্ট মিয়ঃ শনৈঃ ॥ ৩০ ॥

কোন মহাশয় তাঁর পাদ সংবাহয়ে ।
কোন হত-অপরাধ ব্যজ্ঞনে বীজয়ে ॥
মেহে আর্জবুদ্ধি কেহ অমুরপ তার ।
মহাত্মা কৃষ্ণের ঘেই মনোহর সার ॥
করেন হে মহারাজ ! অস্ত্রে-অস্ত্রে গান ।
সখাসব হেন সেবা করে সাবধান ॥
'মহারাজ'-শব্দে তোমাদিগেরো কখন ।
হেন মুখ ক্রীড়া নাই বুঝ নিজমন ॥

তত্রৈব (ভাঃ ১০।১৮।১৯)—

নন্দঃ কিমকরোদ্ভ্রজন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ম্ ।
যশোদা বা মহাভাগা পপৌ বশ্তাঃ স্তনং হরিঃ ॥ ৩১ ॥

মাতৃপিতৃস্নেহ-আদি শুনিয়া বিশ্বয়ে ।
রাজা পরীক্ষিত শুকদেবে জিজ্ঞাসয়ে— ॥
ওহে ব্রহ্মমূর্ত্তে ! কিবা শ্রেয় মহোদয় ।
করিয়াছিলেন তাহে নন্দ স্নানিয় ॥

মহাভাগ্যবতী বা যশোদা আচরিল ।
বীর স্তনপান হরি আপনি করিল ॥
পিতা হৈতে মাতৃস্নেহ অধিক সে হন ।
'মহাভাগা' 'স্তনপান' কহি একারণ ॥
কিবা নন্দপক্ষে—'অজ্ঞা করিল ব্রহ্মপ' ।
যশোদাপক্ষেতে 'স্তনপান সে করণ' ॥

তত্রৈব (ঐ ৫১)—

ভতো ভক্তির্ভগবতি পুত্ৰীভূতে জনার্দনে ।
দম্পত্যোনি'ভরামাসীদগোপগোপীযু ভায়ত ॥ ৩২ ॥

কহেন শ্রীশুক—ব্রহ্মবরের কারণ ।
হৈলা পুত্ররূপে ভগবান্ জনার্দন ॥
সব গোপ-গোপী মধো নন্দ-যশোদার ।
তাঁহাতে হইল ভক্তি বিবিধপ্রকার ॥
'হে ভারত !'-সম্বোধনে—শ্রেষ্ঠবংশোদ্ভব ॥
অতএব তুমি স্বয়ং কর অজুতব ॥

তত্রৈব (ভাঃ ১০।৩৮।৪০)—

নন্দঃ স্বপুত্রমাদায় প্রোব্যাগত উদারধীঃ ।
মুক্ত্যবজ্রায় পরমায় মুদং লেভে কুরুষহ ॥ ২৩ ॥

পুত্নাবধের কালে নন্দ মথুরায় ।
গিন্নাছিল, আসিয়া শুনিলা সমুদায় ॥
দানশীলবুদ্ধি নন্দরাজ সেইক্ষণে ।
আপন পুত্রেরে ক্রোড়ে করিয়া গ্রহণে ॥
অতি স্নেহে মন্তকের আভ্রাণ লইয়া ।
ওহে কুরুষহ ! হর্ষ পরম পাইলা ॥

তত্রৈব (ভাঃ ১০।১৯।১৮)

ধমাতুঃ শ্বিনগাত্ৰায়া বিস্রজ্জকবরশ্রজঃ ।
দৃষ্ট। পবিত্রমঃ কৃষ্ণঃ কৃপাসীৎ স্ববন্ধনে ॥ ৩৪ ॥

নবনীতচৌর্য্য ভগ্ন দধির ভাজন ।
দেখি ক্রোধে মাতা কৃষ্ণে করিতে বন্ধন ॥
উদরে বান্ধেন যত রজ্জুতে তাঁহায় ।
নান হয় দ্বি-অঙ্গুলী রজ্জু সর্কণায় ॥
বর্ষযুক্ত সর্কণাত্রে হইল মাতার ।
খসিল কবরী আর মালিকা তাহার ॥
পরিশ্রম দেখি কৃষ্ণ কৃপা-প্রকাশনে ।
করিলেন স্বীকার আপনার বন্ধনে ॥

তত্ৰৈব (ঐ ২০)—

নমঃ বিবিধো ন ভবো ন শ্রীমদ্যজ্ঞানম্ভয় ।
প্রসাদে লেভিরে গোপী বহুং প্রাপ বিমুক্তিদাং । ৩৫ ।

বিমুক্তিদ কৃষ্ণ হৈতে গোপী যশোমতী ।
লাভ করিলেন যেই প্রসন্নতা অতি ॥
ব্রহ্মা, শিব মহালক্ষ্মী সদা বন্ধুস্থিতা ।
না পাইলা সেই প্রসন্নতা স্থনিশ্চিতা ॥
সংসারবন্ধন হৈতে মুক্তি দেয় যেই ।
গোপী হৈতে গোরক্ষ হৈতে বাক্য গেলা সেই ॥

তত্ৰৈব (ভাঃ ১০।১১।১৮)—

পরাসি যাসামশিবং পুত্রেনেহম্ভ্যাত্মনাম ।
ভগবান্ দেবকীপুত্রঃ কৈবল্যাঙ্কখিলার্থনঃ ।
তাসামবিরতঃ কৃষ্ণে কুবর্তীনাং স্ততেঙ্গম ।
ন পুনঃ কল্পতে বাঞ্ছনং সংসারোহজ্ঞানসম্বৎসরঃ । ৩৬ ।

যে যে বুদ্ধগোপিকার দুষ্ক স্থানস্থিত ।
কৃষ্ণে পুত্রেরহেতু হইল করিত ॥
কৈবল্যাঙ্গি-অখিলার্থপ্রদ ভগবান্ ।
দেবকীনাং অতি করিলেন পান ॥
কৃষ্ণে পুত্রদৃষ্টি তারা করে অবিরত ।
না চর অজ্ঞানোদ্ধব সংসার পুন ত ॥
'ব্রাহ্মসংসার' হৈল সংসারমোচন ।
গোপিকার তাহাতে কি হৈল প্রশংসন ? ॥
অতএব কহি শুন অর্থ-বিবরণ—।
সম্যক্‌সার 'সংসার'-শব্দেতে 'মুক্তি' হন ॥
অকার-বিলেব নাহি করি এইবার ।
জ্ঞান হৈতে হয় মুক্তি—জানিহ প্রকার ॥
তাহা নাহি হয় যত বুদ্ধগোপিকার ।
যেহেতুক সদা কৃষ্ণসীলপরিহার ॥

তত্ৰৈব (ভাঃ ১০।১১।১৯)—

গোপীনাং পরমানন্দ আসৌক্যাবিন্দদর্শনে ।
কণা যুগন্তমিব বাসাং যেন বিনাভবৎ । ৩৭ ।

মুক্তাটবীমধ্যে দাবানল-বিমোচন ।
করি কৃষ্ণ ব্রজতে করিলে আগমন ॥
গোবিন্দদর্শন করি যত গোপিকার ।
পরম আনন্দ অতি হইল প্রচার ॥
যেই কৃষ্ণে না দেখিয়া কণেক সময় ।
যে গোপীগণের যুগ-শত-নন্দ হয় ॥

তত্ৰৈব (ভাঃ ১০।১৩।১৮০)—

তদনন্তান্তদালাপান্তবিচেষ্টান্তদান্বিতিকাঃ ।
তদ্বর্ণনেনৈব গায়ন্ত্যো নাত্মগাংরাশি সম্বৎসরঃ । ৩৮ ।

রাগায়ন্তে কৃষ্ণচক্রে হৈলে অন্তর্জান ।
না পাইয়া গোপী অযেবিয়া নানা স্থান ॥
নিবিড় বনেতে জ্যোৎস্না সম্ভব না হয় ।
অন্ধকার দেখি নিবস্তিলা গোপীগণ ॥
কৃষ্ণে যন, কৃষ্ণালাপ, কৃষ্ণের কারণ ।
পুষ্পমালা-রচনাদি বিবিধ চেষ্টন ॥
তদ্বর্ণনা হইয়া সে তাঁহার গুণগণ ।
গায়েন আলয় দেহ না করি স্মরণ ॥

তত্ৰৈব (ভাঃ ১০।১৪।১৪)—

গোপান্তপঃ কিমচরন্ যদমুখ্য কণা,
লাবণ্যসারমমোদ্রম্ননস্তসিদ্ধম্ ।
দৃগ্ভিঃ পিবন্ত্যমুসবাভিনবং দ্ব্যপ ,
মেকান্তধাম বশসঃ ত্রিগু ঐশ্বর্যত ॥ ৩৯ ॥

কংসরক্ষস্থলে কৃষ্ণে করিয়া দর্শন ।
পরস্পর কহে কথা পুরনারীগণ— ॥
প্রসিদ্ধ তপস্তা সব যে আছে ভুবনে ।
এতাদৃশ ফল তার না করি শ্রবণে ॥
গোপীসব কিবা তপ কৈল আচরণ ।
যেহেতু ঈর্ষার রূপ সর্ববিলক্ষণ ॥
লাবণ্যের সার,—নাহি সম উর্দ্ধ যার ।
প্রতিফল-নুতন দুষ্কৃত্য স্বাকার ॥
যশঃ শ্রী ঐশ্বর্য্য তার যে এতাত ধাম ।
যতঃসিদ্ধ চক্ষুদ্বারা পিয়ে অবিরাম ॥

তত্ৰৈব (ঐ ১৫)—

বা দোহনেঃবহননে মথনোপলপনং,
প্রোক্ষ্যনাত্তরুণিতোক্ষণমাজ্ঞানাদৌ ।
গায়ন্তি চৈনমুদ্রকুণ্ডলিযোঃশ্রকণ্ডো,
ধন্য ব্রহ্মস্মিত্য উৎকৃষ্টমচিন্ত্যানাং । ৪০ ।

দোহন বর্তন আর দখির মথনে ।
বালক-বোধিতে আর দোলা-আকোলনে ॥
চন্দনামূলপ আর সেচন-মার্জনে ।
ইত্যাদিকে গায় যারা শ্রীনন্দনন্দনে ॥
অমুরকুবুজি উৎকৃষ্টে চিন্তগতি ।
অপ্রকণ্ডা ব্রহ্মনারীগণ বত্না অতি ॥

তত্রৈব (ঐ ১৬)—

প্রাতঃপ্রভাতকৃত আবিশতশ্চ সায়ং,
গোভিঃ সমং কথ্যতোহস্তা নিশম্য বেগুম্ ।
নির্গত্যা তূর্ণমবলাঃ পথি ভ্রূপুণ্যাঃ,
পতন্তি সন্মিতমুখং সদয়াবলোকম্ ॥৪১॥

গো-গোপকুমার-সহ প্রাতঃসময়ে ।

ব্রজে হৈতে কৃষ্ণচক্রে গমন করয়ে ॥
সায়ং-আগমনে বেগু করেন বাদন ।
সেই মুরলীর ধ্বনি শুনি নারীগণ ॥
শীঘ্র পথে আসি দেখে ভূরি-পুণ্যাগণ ।
সন্মিত-সদয়দৃষ্টি শ্রীকৃষ্ণবদন ॥

তত্রৈব (ভাঃ ১০।৩২।২২)—

ন পারয়েহহং নিরবদ্যাসংযজ্ঞা
বসধুভুত্যাং বিবৃধ্যযুযাপি বঃ ।
যা মা ভজন দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সবৃশ্য তদ্বঃ প্রতিবাতু সাধুনা ॥৪২॥

রাসে অস্বর্জান হৈয়া গোপীর জন্মনে।

আবির্ভূত কৃষ্ণচক্রে হইলা যখনে ॥
গোপীসকলের প্রশ্রয়ের উত্তরে ।
ঐহাদের কহেন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পরে—॥
তোমাদের সংযোগ হে গোপি ! অনিন্দিত ।
দেবগণ পরমায়ুকালেও ব্যাপিত ॥
আমি নাহি পারি তোমাদের কদাচিত ।
ঐতু্যপকারের কৃত্য করিতে নিশ্চিত ॥
দুর্জর সে গৃহরূপ শৃঙ্খল ছেদিয়া ।
আমার ভজন সব করিলে আসিয়া ॥
ভাহে সব তোমাদের সাধুত্বদ্বারায় ।
প্রতিকৃত হউক ; শুনহ তাব তায় ॥
তোমাদের সুশীলতা যদি না সহায় ।
তবে গুণী থাকিলাম আমি সর্বদায় ॥

তত্রৈব (ভাঃ ১০।৪৬।৩)—

গচ্ছোচ্চব ব্রজং সৌম্য পিত্রোহনঃ প্রীতিমাবহ ।
গোপীনাং মন্দিরোগাধিং মৎসন্দৈর্শরিকিমোচয় ॥৪৩॥

মথুরায় থাকি কৃষ্ণ গোপীর বিরহ ।
ভাবিয়া মনেতে অতি হইয়া অসহ ॥
প্রিয়সখা মন্দির উদ্ধবে ডাকিয়া ।
পাঠায়েন ব্রজে কিছু সাধনা করিয়া—॥

সহজ-কোমল-রীতি হে উদ্ধব ! তায় ।
ব্রজেতে গমন তুমি করহ স্বরায় ॥
যশোমতী নন্দ আমাদের মাতা পিতা ।
ঐহাদিগে প্রীতি দাও নিজচাতুরিতা ॥
গোপিকার মম বিরহের দুঃখ যত ।
আমার সন্দেহ-বাক্য মোচন কর ত ॥

তত্রৈব (ঐ ৪)—

তা ময়নম্বা মৎপ্রাণা মদর্শে ত্যক্তদৈহিকাঃ ।
যে ত্যক্তলোকধর্মাস্ত মদর্শে তান্ বিভ্রাহ্ম ॥৪৪॥

গোপিকার আমাতেই মন-প্রাণ হয় ।

মদর্শে ত্যজিলা দেহকার্য্য সমুদয় ॥
মন্নিমিত্তে লোকধর্ম ত্যজে যে যে জন ।
ঐহাদিগে করি আমি সুখেতে বর্জন ॥

তত্রৈব (ঐ ৫৬)—

ময়ি তাঃ প্রেয়সাং প্রেষ্ঠে দৃবদ্বৈ গোকুলদ্বিয়ঃ ।
ময়ন্তোহহং বিমুহস্তি বিরতোংকঠা-বিহ্বলাঃ ।
ধারয়ন্ত্যতিকুচ্ছ্ণে প্রায়ঃ প্রাণান্ কথঞ্চন ।
প্রত্যাগমনসন্দৈর্শরিকিবো মে মদাঙ্গিকাঃ ॥৪৫॥

আমি প্রিয়তম হই প্রিয়তমগণে ।

দূরেতে থাকিতে গোকুলের নারী মনে ॥
মরিয়া বিরহ-উৎকণ্ঠায় বিহ্বলিতা ।
বিশেষেতে মুহুমুহঃ মোহ প্রাপ্তহিতা ॥
হে অজ ! শ্রীরাধা-আদি বল্লবীসকল ।
মম প্রত্যাগম-আশা জানিয়া প্রবল ॥
মন্ময়ী ঐহারী অতি কৃচ্ছ্রে তে জীবন ।
কোনপ্রকারেতে মাত্র করেন ধারণ ॥

তত্রৈব (ভাঃ ১১।১২।১০)—

রামেণ সাক্ষি মথুরাং প্রবীতে,
সাক্ষিনা ময়াম্মবক্তচিহ্নাঃ ।
বিগাল্লভাবেন ন মে বিয়োগঃ,
তীত্ৰাধয়োহস্তং দদৃভুঃ সুখায় ॥ ৪৬ ॥

দারকায় কৃষ্ণ গোপীমহিমোৎথাপনে ।

উদ্ধবের প্রতি কিছু কহেন বচনে—॥
বুদ্ধাবন হৈতে মোরে রামের সহিত ।
মথুরায় অকুর সে করিলে আনীত ॥
মন্নি অকুর-চিহ্ন অতি গাঢ়ভাবে ।
বিচ্ছেদের তীর্থ গীড়া গদা অহুভাবে ॥

আমা হৈতে অত্র কিছু সুখের কারণ ।
না দেখিয়া থাকিলেন সুহৃৎখিত-মন ॥

তট্টেব (ঐ ১১)—

ভাস্তাঃ কৃপাঃ প্রেষ্ঠভ্যমেন নীতা,
মঠৈব বৃন্দাবনগোচরেণ ।
কর্ণাধিবতাঃ পুনরঙ্গ তাসাং,
হীনা ময়া কল্পসমা বভূবুঃ ॥ ৪৭ ॥

আমি প্রেষ্ঠতম সে বৃন্দাবনগোচর ।
আমার সহিত অনির্বচনীয়তর ॥
নিশা-সব রাসকীড়াদিক পরানন্দে ।
কর্ণাধিসমান গত করিলা স্বচ্ছন্দে ॥
হে অত্র । সে সব নিশা পুনঃ কল্পজায় ।
হেল আমা হৈতে হীন হৈয়া গোপিকায় ॥

তট্টেব (ঐ ১২)—

তা নাবিনম্যামুযজৎকং,
ধিয়ঃ স্বগাংমানমদন্তথেনম্ ।
বধা সমাধৌ মুনয়োহিকিতোরে,
নন্তঃ প্রবিষ্টৌ ইব নামকপে ॥ ৪৮ ॥

আমাতে সর্বদা-সঙ্গে বহুবুদ্ধি যত ।
ইহ-পর-লোক সুহৃদবর্গ অতিমত ॥
নিজ-আত্ম-পর্যাপ্ত না জানয়ে কিস্তিত ।
সিদ্ধতোয়ে নদীমত প্রবিষ্ট নিশ্চিত ॥
সমাধিতে প্রবিষ্ট যেমত মুনি যত ।
নাহি জানে নামরূপাত্মক এ জগত ॥

তট্টেব (ঐ ১৩)—

মৎকামা রমণঃ জারমরুবিদোহবলাঃ ।
ত্রক বাৎ পরমং প্রাপুঃ সঙ্গাচ্ছতসহস্রণঃ ॥ ৪৯ ॥

অবলা-শব্দের অর্থ কহেন প্রবীণ ।
জাতি-ক্রিয়া-জ্ঞান-শক্তাদিক বলহীন ॥
পুণিলীপ্রভৃতি শতসহস্রশো নারী ।
আত্মতত্ত্বজ্ঞানেতে রহিতা বনচারী ॥
গৃহাদিগমনে গোপীসম্মতি পাইয়া ।
আমাবিবয়ক-কাম-বিশিষ্টা হইয়া ॥
পরমেশ্বররূপ আমি শ্রীনন্দনন্দন ।
জামারে পাইল স্বাধিকাবে নারীগণ ॥

তট্টেব (ভাঃ ১০।৪৭।৫৮)—

এভাঃ পরং তদুভূতো ভূবি গোপবধো,
গোবিন্দ এব নিখিলাত্মনি রুচভাবাঃ
বাহুস্তি বহুবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ
কিং ব্রহ্মজগদ্বিভিন্নস্বকথারসস্ত ॥ ৫০ ॥

গুণাজ্ঞায় উদ্ধব আসিয়া বৃন্দাবনে ।
শ্রীকৃষ্ণের আদেশ কহিয়া গোপীগণে ॥
বিরহের শাস্তি নাহি অথচ বঞ্চিত ।
দেখিয়া উদ্ধব মনে হইলা বিস্মিত ॥
এমত গাভীর্য্য প্রেম না দেখি কোথায় ।
পরম ভক্তিতে প্রশমিয়া ইহা গায়— ॥
ব্রজে মহালক্ষ্মী এই গোপবধুগণ ।
ভূবিমধ্যে সফলজন্মা ইহারা হন ॥
যেহেতুক সর্বাত্মধামী শ্রীগোবিন্দে ।
রুচভাব অতি প্রেমবতী সে অনিন্দে ॥
মুক্তীচ্ছুকসব আর মুক্ত মুনিগণ ।
আমরাও বাছা করি বাছা সর্বক্ষণ ॥
অনন্তের কথা-রস-বিশিষ্ট যে মনে ।
কিবা ফল আত্মতত্ত্ব-প্রকাশ-সাধনে ? ॥

তট্টেব (ঐ ৫১)—

ক্বেমাঃ স্তিরো বনচরীর্বাভিচারহৃষ্টাঃ,
কৃক্ষে ক চৈব পরমাত্মনি রুচভাবঃ ।
নবীষরোহিহুভজতোহরিহুযোহপি সান্মা-
চেচ্ছস্তুতোত্যাগদরাজ ইবোপযুক্তঃ ॥ ৫১ ॥

বৃন্দাবনে রহঃস্থানে করেন ভ্রমণ ।
কোথা এই শ্রীনন্দব্রজের নারীগণ ॥
না করা প্রতিপালন আদেশ তাঁহার ।
তত্ত্বজ্ঞানিষ্ঠ-রাহিত্যাদি ব্যভিচার ॥
তাহে হৃষ্টা আমরা বা আছিযে কোথায় ।
পরমাত্ম-কৃক্ষে রুচভাব কোথা ভায় ? ॥
অর্থাৎ গোপিকাদের যেই রুচভাব ।
তাহা কোথা আমাদের হবে অমুভাব ? ॥
বুরিলাম—যত্বেপিও হৈয়া-অপণ্ডিত ।
নিরন্তর ঈশ্বরেতে ভজয়ে নিশ্চিত ॥
সাক্ষাত কুশল ভায় করেন বিস্তারে ।
ঔষধ খাইলে যেন রোগ নাশ করে ॥

তট্টেব (ঐ ৬০)—

নায়াং স্তিরোহস্র উ নিভান্তরভেঃ প্রসাদঃ,
বর্ধোবিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোহিষ্টাঃ ।
রাসোৎসবেহস্ত ভূজদন্তগৃহীতকণ্ঠ,
লহানিবাৎ ব উদ্যাতব্রজনারীগাম্ ॥ ৫২ ॥

রাসোৎসবে কৃষ্ণকণ্ঠ করিয়া গ্রহণ ।
সুখপাল্য যেই ব্রজসুন্দরীর গণ ॥
তাহারা যে প্রেমসত্তা কৃষ্ণের লভিলা ।
নিভান্ত রতির তাহা লক্ষ্মী না পাইলা ॥
পদ্মগন্ধকান্তি স্বর্গনারী সমুদায় ।
না পাইলা অজ্ঞা সব পাইবে কোথায় ? ॥

তট্টেব (ঐ ৬১)—

আসামহো চরণেরেণুর্জ্বলমহং ত্রাং,
বৃন্দাবনে কিমপি গুণলভৌবধোনাম্ ।
যা হস্তাজং স্বজনমার্যাপথঞ্চ হিত্বা,
ভেকুম্বকুন্ডপদবীং শ্রুতিভির্বিমুগাম্ ॥ ৫৩ ॥

গোপিকাসবার পাদরেণু যেই পায় ।
বৃন্দাবনে গুণলভাদিক সমুদায় ॥
তাসবার মধ্যে আমি কিছু কি ছইব ।
অহো গোপীপদরেণু সর্বোদে পাইব ॥
বাহারা অত্যাভ্য পতিপুত্রাদিক সব ।
সদাচাররূপ ধর্ম্য ত্যজিয়া বিতব ॥
পাইলা শ্রীমুকুন্দের কমল-চরণ ।
শ্রুতিসবার অবেষণীয় যে হন ॥
শ্রুতিদের ধর্ম্মাদির অপেক্ষা আছেয়ে ।
গোপীগণ সর্ব ত্যজি লৈল কৃষ্ণশ্রেয়ে ॥
অতএব শ্রুতিরা কেবল অবেষণে ।
গোপিকারা পাইলেন সে পদ নিশ্চয়ে ॥
এইহেতু গোপিকারা সর্বোক্ত হন ।
এবঞ্চ যে কেহ কহে—‘উপনিষদগণ ॥
বিশেষ ভজনলাভে গোপিকা হইলা ।’
সেকথাও একথায় নিরস্ত রহিলা ॥
লক্ষ্মী হৈতে তাহাদের নানদ সে হয় ।
অতএব নহে তত সৌভাগ্য-উদয় ॥
কেবল শ্রীগোবিন্দের করুণাপ্রভাবে ।
নিশ্চয় সম্ভবে তাহা, এই হয় ভাবে ॥

তট্টেব (ঐ ৬২)—

যা বৈ শ্রিয়াক্তিমজাদিভিরাশুকার্মৈ-
ধোগেশ্বরৈরপি বদান্তানি রাসগোষ্ঠীন্ম ।
কৃষ্ণস্ত তত্তগবতঃ প্রেমদারবিদ্যং,
ভক্ত্যন্ত ন্তনেষু বিজ্ঞতঃ পবিত্রতা তপম্ ॥ ৫৪ ॥

লক্ষ্মী বাহা নিরস্তর করেন অর্চন ।
ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদিক দেব আর ব্রহ্মগণ ॥

ভক্তিবোগসমর্থ প্রভৃতি সমুদয়ে ।
যেই পদ সদা মনোমধ্যেতে আছেয়ে ॥
সেই শ্রীকৃষ্ণের পদ গোপিকানিকরে ।
রাসে শুনে রাধি আলিঙ্গিয়া তাপ হরে ॥

তট্টেব (৬৩)—

বন্দে নন্দব্রজস্রীণাং পাদরেণুমভীক্ಷণঃ ।
যাসাং হরিকথোদগীতং পুণ্যতি ভুবনত্রয়ম্ ॥ ৫৫ ॥

শ্রীনন্দব্রজের যেই গোপীপারিবার ।
তাহাদের পাদরেণু বন্দি বারবার ॥
বাহাদের হরির কথায় উচ্চগীত ।
ত্রিভুবন পবিত্র করয়ে স্নানশিচত ॥
কিছা হরিকথা-জ্ঞায় বাদের উদগীত ।
কিছা ইহাদের পাদরেণু স্নানশিচত ॥
হরিকথোদগীত-জ্ঞায় এই ত্রিভুবন ।
পবিত্রয়ে ইত্যাদিক আছে অর্থগণ ॥

তট্টেব (১০১২১১)—

গোপ্যঃ কিমাচরণং কুশলং য় বেণু-
দ্যামোদরাধরস্বধামপি গোপিকানাম্ ।
ভূতন্তে স্বয়ং বদবশিষ্টবসং ব্রহ্মজ্ঞো,
হব্যবচোহক্ষ মুমূচুস্তরবো বথার্য্যাঃ ॥ ৫৬ ॥

বৃন্দাবনমধ্যে শুনি কৃষ্ণবংশীধ্বনি ।
কহেন সখীর প্রতি শ্রীরাধা আপনি— ॥
ওহে ললিতাদি সখি ! এই কাণ্ডময় ।
কৃষ্ণবেণু কীদৃশ কুশল আচরয় ॥
গোপীদের পানযোগ্য কৃষ্ণাধারায়ত ।
শেষ না রাখিয়া স্বয়ং পিয়ে অবিরত ॥
বাহার শ্রবণে যমুনাদি নদীগণ ।
হর্ষে ফুলপদ্ম দ্বারা রোমাঞ্চিত হন ॥
বংশেতে উদ্ভব বংশী তাহে তরুগণ ।
নয়ন হইতে করে অশ্রুবিমোচন ॥
যেন বৃদ্ধাগণ বংশে দেখি কৃষ্ণভক্ত ।
রোমাঞ্চিত হন অশ্রু মুখে গজুরক্ত ॥

তট্টেব (ভাঃ ১০১১০৮)—

জয়তি জননিবাসো দেবকীজয়বাসো,
বহুবরপরিবং বৈকুণ্ঠভিরতরুধর্ম্মম্ ।
দ্বিরচরবুজিনয়ঃ স্মৃতিশ্রীমুখেন,
ব্রহ্মপূর্ববনিতান্যং বর্জয়ন্ কামদেবম্ ॥ ৫৭ ॥

দশমস্কন্ধের শেষে শ্রীশুক আপনে ।
 প্রতিপাদ্য সজ্জপিয়া কহেন বচনে—
 জয়তি শ্রীকৃষ্ণ—জনেদের বাহে বাস ।
 অথবা জনসকলে ঐহার নিবাস ॥
 দেবকীতে জন্ম এই প্রসিদ্ধি ঐহার ।
 যছবরসব-সভা-সেবক আকার ॥
 ইচ্ছাধীন চতুর্বাছ হইয়া আপনে ।
 কিছা বদ্ধবাহুধারা দৈত্যবিনাশনে ॥
 বৃন্দাবনস্থিত স্থিরচরগণ যত ।
 তাহাদের ক্রেশনাশ করেন সতত ॥
 জ্যোতিষুক্ত কাম ব্রজপুর-বনিতার ।
 স্মৃতিত শ্রীমুখে বাণ্যেন অনিবার ॥ ইতি ॥

কহেন জনমেজয়—গুরো ভগবন ॥
 কৃতার্থোহস্মি কৃতার্থোহস্মি নিশ্চিত এক্ষণ ॥
 গোলোকের মাহাত্ম্য যে গোপনীর হয় ।
 করালো সে এবণ আমারে মহাশয় ॥
 জৈমিনি কহেন—কৃতার্থোহস্মি বাক্য বেই ।
 ওহে তাত । যে কহিলে, সব সত্য সেই ॥
 গোলোকমহিমাখ্যান ভক্তির দ্বারায় ।
 অরণে কীর্তনে ধ্যানে সেইপদ পায় ॥
 নিহেতুক কৃপাকুল শ্রীনন্দনন্দন ।
 গুরুভ্যম বিহ তাঁরে মন অদৃশ্য ॥
 ভক্তি করাইয়া বিহ স্বসেবকজনে ।
 পরমোপকারিনায়া হন সন্তোষণে ॥

ইতি শ্রীভাগবতায়ুতে গোলোকমাহাত্ম্যখণ্ডে
 জগদানন্দো নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥
 ॥● সমাপ্তস্তায়ং দ্বিতীয়খণ্ডঃ ॥●॥

* ॥ ইতি শ্রীভাগবতায়ুতং সম্পূর্ণম্ ॥ *

অনুবাদকের আত্মকথা

===== *) * =====

নমোনম সনাতনগোবিন্দমিচরণে ।
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্তের যে হন নিত্যজনে ॥
 শ্রীগুরুপদারবিন্দ বন্ধি সাবধানে ।
 ঐহার কৃপায় হৈল এ গৃঢ় ব্যাখ্যানে ॥
 বেনাপুর-নামে গ্রাম পরমসুন্দর ।
 বিরাজ করেন বাহে শ্রীগ্রামসুন্দর ॥
 তাঁহার সেবক—বনু শ্রীগোকুলচন্দ্র ।
 প্রেমভক্তিরূপ গগনেতে যেন চন্দ্র ॥
 তাঁহার তনয় জয়গোবিন্দ সুদীন ।
 ভক্তি-শ্রদ্ধা-নিষ্ঠা-আদি সকলে বিহীন ॥

বধামতি টাকা মূল করিয়া ভাবনা ।
 করিল সম্প্রতি ভাবাবচনে রচনা ॥
 ইহাতে কামনা এই সলা মম মনে ।
 করিবেন কৃপা এ অধীনে সাধুগণে ॥

শাক্য বেদরসাত্ত্বচন্দ্রগণিতে চৈত্রে দ্বিতীয়ৈহনি
 নব্বা শ্রীগুরুপাদপদ্মযুগলং শ্রীকৃষ্ণভক্তিরূপম্ ।
 শ্রীমদ্ভাগবতায়ুতায়াকমিদং সংপূর্ণকং ভাব্যং,
 পুণং সর্গফলাকরণং গুণযুতং হীনেন জাতং মুদা ॥১॥

শ্রীরাধাগ্রামসুন্দরাত্ম্যং নমঃ ॥ শ্রীহরয়ে নমঃ ॥
 শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্তচন্দ্রায় নমঃ ॥
 শ্রীরাধাকৃষ্ণার্পণমস্তু ॥

শ্রী ম দ্ভা গ ব ত

শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিণী

পণ্ডিত রঘুনাথ ভাগবতাচার্য

প্রথম স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

লাচরণ

বন্দে নিত্যমনস্তত্কিনিরতং ভক্তপ্রিয়ং সদৃশকৃষ্ণ,
শ্রীমদ্বীরগদাধরং দ্বিজবরং তৃতৈকরূপাতিম ।
শ্রীমদ্ভাগবতং বিলোক্য রুচিরাং ভক্তপ্রদাং শ্রীহরৌ,
কর্তুং কৃষ্ণচরিত্রপুণ্যরচনাং ধীরেতরাণাং মুদে ॥ ১
এষা ভাগবতী গদাধরপদাশ্চৌজৈকসম্প্রতিভা,
সর্বেষামঘনাশিনী শ্রুতিবনশ্রান্তামৃতস্নানিনী ।
নানাবর্ণলস্কিতাতিমধুরাকৃত্যা গতীরাময়া,
কৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিণী হরতু বঃ সন্তোষমস্তর্কহিঃ ॥ ২
শ্রীমদ্ভাগবতাদহনিশমিয়ং পীযুষসংবাহিনী,
স্বর্গদেব বিনির্গতা যতপতেঃ শ্রীমৎপদাশ্চৌকহাং ।
শ্রোত্রেঃ কৃষ্ণগুণামুকীর্ণনপয়ঃপানায়নোমহ নাং,
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী বিজয়তে তাপত্রয়োন্মলিনা ॥ ৩
শ্রীমদ্ভাগবতাচার্যোঃ প্রেমভক্তিবিবৃদ্ধয়ে ।
গীয়তে পরমানন্দং শ্রীগোবিন্দকথামৃতম্ ॥ ৪

মঙ্গল্য রাগ ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোপীনাথ গোকুলনন্দন ।
বৃন্দাবনচন্দ্র ব্রজরমণীজীবন ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ সার নাম এ দুই অক্ষর ।
এক কৃষ্ণ নামে হয় কোটিনামফল ॥
মুখে বাণী থাকিতে থাকিতে কৃষ্ণনাম ।
তবু লোক সংসারে ভ্রমে অবিদ্যায় ॥

সুখে ভব ভরিতে যাহার চিত্ত ধরে ।
সে জন কেবল মাত্র কৃষ্ণনাম করে ॥
বিনি একনামে ভাই গতি নাহি আর ।
বিনি কৃষ্ণ না ভজিলে নাহি পরিদ্রাণ ॥ (১)
কৃষ্ণনামে কৃষ্ণগুণ শ্রবণ কীৰ্ত্তন ।
কৃষ্ণাখ্যান (২) কৃষ্ণসেবা চরণবন্দন ॥
কৃষ্ণ বৈষ্ণবের হেতু সর্কধর্ম তেজে ।
কৃষ্ণপদ পূজন বৈষ্ণব পদ তেজে ॥
ভক্তিযোগ হয় কৃষ্ণচরণে তাহার ।
তবে সুখে হয় ঘোর সংসারের পার ॥
এ বোল বুঝিয়া ভাই কৃষ্ণে ধর মন ।
সুখে ভব তারি যাহ টুটুক বন্ধন ॥
পণ্ডিত গোপালকৃষ্ণ শ্রীযুত, গদাধর নামে ।
যাহার মহিমা ঘোষে এ তিন ভুবনে ॥
ক্ষতিতলে রূপায়ে কেবল (৩) অবতার ।
অশেষ পাতকী জীব করিতে উদ্ধার ॥

(১) সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত

পুস্তকে,—

“কৃষ্ণনাম বিনে ভাট গতি নাহি আর ।

কৃষ্ণ না ভজিলে কেহো নাহি পায় পার ।”

(২) পাঠান্তর—“কৃষ্ণকথা” !

(৩) পাঠান্তর—“কৈলেন” ; “করিল” ।

বৈকুণ্ঠনায়ক কৃষ্ণ চৈতন্ত-মুরতি ।
 তাঁহার অভিন্ন তেঁহ(১)সহজে শক্তি ।
 যোর ইষ্টদেব গুণ সে চুই চরণ ।
 দেহ মন বাক্যে যোর সেই সে শরণ ॥ (২)
 তাহার চরণে রহ সতত প্রণতি ।
 কৃষ্ণগুণ ভাষাতে বর্ণিব যথামতি ॥ (৩)
 দ্বিতীয়ে প্রণয় করে। গণেশ প্রবীর ।
 দিব্য করিমুগ্ধর স্থল শ্রীশরীর ।
 ষাঁহার প্রসাদে সর্বসিদ্ধি অব্যাহতি ।
 সে দেব-চরণে রহ সতত প্রণতি ॥
 বেদব্যাস চরণে করিয়ে নমস্কার ।
 ষাঁহার কৃপায় ভাগবতে পরচার ॥
 সর্ব ধর্মসায় বেদ পুরাণ-গোপিত ।
 হেন ভক্তিব্যোগ ভাগবতে প্রকাশিত ॥
 ষাঁহা হৈতে হেন ভাগবত উপাদান ।
 তাঁহার চরণে রহ সতত প্রণয় ॥
 দেব দ্বিজ চরণ বন্দিয়া গুরুজনে ।
 কথাক্ষলে ভাগবত কহিব পুরাণে ॥ (৪)
 ভাষায় রচিব কৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিণী ।
 শুনিলে গোবিন্দ প্রেম হয় হেন জানি ॥

(১) পাঠান্তর—“তত্ত্ব” ।

(২) পাঠান্তর—“জীবন” ।

(৩) সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত

পুস্তকে :—

“তাঁহার চরণে বহু সহস্র প্রণতি ।

কৃষ্ণগুণ পাচালী রচিব যথামতি ।”

(৪) “করিব রচনে” ।

জয় জয় মহামন্ত্র আদি অবতার ।
 জয় কৃষ্ণরূপ ক্ষীরজলধি-বিহার ॥
 জয় যজ্ঞকলেবর বরাহ-মুরতি ।
 জয় দিব্য নরসিংহ অনন্তশক্তি ॥
 জয় জয় অদভূত বামন বিহার ।
 জয় জয় ভৃগুপতি রাম অবতার ॥
 জয় রঘুকুলপতি রাবণ-সংহার ।
 জয় হলধর বলরাম অবতার ॥
 জয় বুদ্ধ অবতার অশুরমোহন ।
 জয় কঙ্করূপ স্নেহকুল-বিনাশন ॥
 জয় নন্দমুখ পূর্ণব্রহ্ম অবতার ॥
 শ্রুতিগণ (১) অগোচর বিচিত্রবিহার ॥
 জয় জয় জগত পাবন গুণবান । (২)
 জয় জয় অখিলমঙ্গল গুণধাম ॥
 জয় জগন্নাথ নীলাচল অবতার ।
 বিবিধ মঙ্গলধাম বিচিত্র বিহার ॥
 জয় জয় গৌরচন্দ্র চৈতন্ত বিহার ।
 ভক্তকুল-প্রাণধন ভক্ত অবতার ॥
 শ্রীঅশ্বৈত শ্রীনিবাস হরিদাস সজ ।
 নিত্যানন্দ বলরাম সহ নিত্য রজ ॥
 গদাধর প্রাণনাথ ভক্তকুলপতি ।
 ভক্তরূপ অবতার ত্রিজগৎগতি ॥
 তবে শুন কহি ভাই হরিগুণ-গাথা ।
 কথাক্ষলে কহিব শ্রীভাগবত-কথা ॥
 ধীরশিরোমণি শ্রীগদাধর জান ।
 ভাগবত-আচার্যের মধুরস-গান ॥

(১) “জ্ঞতি মূনি” ।

(২) পাঠান্তর—“গুণধাম” ।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
 সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে
 প্রেমতরঙ্গিণী প্রথমোধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রহারস্ত

যঃ স্বাস্থ্যভাববঞ্চিতশ্রুতিসারমেক-
 মধ্যায়াদীপমতিতীরবতঃ তমোহিকম্ ।
 সংসারিণাং করুণয়াহ পুরাণশুভং
 তং ব্যাসহুত্মমুপায়মি গুরুং মুনীনাম্ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যথৈকবান্নাং শ্রিয়ং
 যস্মিন্ পারমহংস্তুমেবমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে ।
 যজ্ঞ জ্ঞানবিরাগভক্তিসহিতং নৈকর্ষ্যমাবিকৃতং
 তচ্ছ্রুত্বং স্বপঠনং বিচারণপরো ভক্ত্যা বিশ্বতোয়মঃ

সিদ্ধিলাভ রাগ ।

অন্যাত্তেত্যাগি—

বন্দো প্রভু নারায়ণ সর্ব-সুখদাতা ।
নরাবতার বন্দো অখিল পরিত্রাতা ।
সত্যগর নিত্য ব্রহ্ম করিব চিন্তন ।
যাই হৈতে উত্তপতি প্রলয় পালন ।
চরাচর জগতে বাহার পরবেশ ।
জগতের ভিন্ন নাহি নাহি সঙ্কলেশ ।
পুরুষ-প্রকৃতি-পর নিত্য-পরকাশ ।
সহজ করুণানিধি আনন্দবিলাস ।
ব্রহ্মার আননে কৈলা বেদ সমর্পণ ।
সে বেদে মোহিত হয় মহামুনিগণ ।
ত্রিগুণজনিত যত এ সব সংসার ।
মিছা হেন জানি সব কুপায়ে যাহার ।
নিজ ভেজে কৈলা সব কপট খণ্ডন ।
হেন সত্য পরানন্দ করিব চিন্তন ।
নারায়ণ-মুখে ভাগবত উপাদান ।
স্থাপিলা ব্রহ্মার মুখে প্রভু ভগবান ॥
কহিল পরমধর্ম ত্রীভাগবতে ।
মুক্তিপদ পর্যন্ত কপট নাহি যাথে ॥
নির্মল্যগর শাস্ত্র জন যারা অধিকারী ।
হেন মহাভাগবত ধর্মঅবতারী ॥
পরমার্থ তত্ত্ববস্ত্র জানি ভাগবতে ।
ভাপজয় বিমোচন হয় যাঁহা হৈতে ॥
আর নানা শাস্ত্র যদি করিয়ে শ্রবণ ।
তবু কি বান্ধিতে পারি চিন্তে নারায়ণ ॥ (১)
তুনিবার ইচ্ছা মাত্র ভাগবত করি ।
সেইকণে চিন্তে কৃষ্ণ বান্ধিবারে পারি ॥

(১) অষ্ট পুঁথির পাঠ,—

‘আর নানা শাস্ত্র যদি না করি চিন্তন ।
তবু বান্ধিবারে চিন্তে পারি নারায়ণ ।’

নিগম কল্পভঙ্গ-বিগলিত কল ।

শুকমুখে পতিত অমৃত মধুতর ॥

ক্ষিতিতলে নিপতিত ভাগবত নাম ।

পিয় রে ভাবুক ভাই রসিক স্নেহান ॥

সর্বধর্ম সারবর্ম মহাভাগবতে ।

ব্যাস হুনি করিলা (২) চিন্তিয়া লোকহিতে ॥

শ্রুতি স্মৃতি ইতিহাস পুরাণের সার ।

বেদব্যাস বিরচিয়া করিলা উচ্চার ॥ (৩)

একত্র করিয়া সার রচিলা ভাগবতে । (৪)

সর্বলোক স্নেহে পার হৈব ইহা (৫) হৈতে ॥

ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চারি ধর্ম এহি ।

নানা ভেদে সর্ব শাস্ত্রে আন নাহি কহি ॥

সকল ধর্মের ফল কৃষ্ণ আরাধন ।

কৃষ্ণ ভজিবারে (১) বলি এই সে কারণ ॥

কেবল বৈষ্ণব-ধর্ম কৃষ্ণগুণ গাথা ।

মহাভাগবতে না কহিব অস্ত্র কথা ॥

কৃষ্ণগুণকর্ম (২) তাই স্তন সাবধানে ।

কৃষ্ণপ্রেমভঙ্গিনী রঘুনাথ গানে ॥

(২) পাঠান্তর,—“কহিলা” ।

(৩) অষ্ট পুঁথির পাঠ,—

“বেদ বিচারিয়া ব্যাস করিলা উচ্চার ।”

(৪) পাঠান্তর,—

“একত্র করিয়া কহিলেন ভাগবতে ।”

(৫) পাঠান্তর,—“বাহা” ।

(১) পাঠান্তর—“মহাভাগবত” ।

(২) “ধর্ম” ।

ইতি ত্রীভাগবতে প্রথম স্কন্ধে

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

কেদার রাগ ।

উগ্রপ্রবাহ স্রুত গেলা নৈমিষ অরণ্যে ।

ছাঞ্চিশ সহস্র তথা বৈসে হুনিগণে ॥

শৌনক প্রধান তাথে বৃদ্ধ কুলপতি ।

স্রুতকে জিজ্ঞাসা কেই কৈলা মহামতি ॥

স্তন স্তন স্রুত মহাধোর কলিকাল ।

হরি বিনে না দেখিয়ে জীবের নিস্তার ॥
 ধর্মশাস্ত্র যত যত পুরাণ বিদিত ॥
 তোমা ভালে আনি সর্বশাস্ত্রে স্থপণ্ডিত ॥
 সর্বশাস্ত্রের সার ধর্ম করিয়া উদ্ধার ॥
 বাহা হৈতে তরে জীব এ যোর সংসার ॥
 হরিনাম হরিকথা হরিসংকীৰ্ত্তন ॥
 যত যত অবতার কৈলা নারায়ণ ॥
 কহিবে সকল তুমি একত্রে করিয়া ॥
 স্মৃতে যেন তরে জীব গোবিন্দ ভজিয়া ॥
 স্মৃত মহামুনি শুনি মূনির বচনে ॥
 বাহু পাসরিলা হরি-গুণ স্মরণে ॥
 কণে বাহু পায়্যা চিস্তে হৈলা (৩) অবগতি ॥
 গুরুর চরণে কৈল প্রথমে প্রণতি ॥

নট রাগ ।

অখিল বেদের সার পুরাণে গোপিত ॥
 বাহা হৈতে হৈল ভাগবত প্রকাশিত ॥
 শুক মহাযোগেশ্বর মূনির প্রধান ॥
 তাঁহার চরণে বহু সতত প্রণাম ॥
 জগিয়া হইলা শুক মহা যোগেশ্বর ॥
 সেইকণে অরণ্যে চলিলা একেশ্বর ॥
 পুত্রশোক বেদবাস পাছে চলি যায় ॥
 পুত্র পুত্র করি মোহে ডাকে ঘন রায় (১) ॥
 যোগবলে বৃক্ষগণে পরবেশ করি ॥
 বাপকে সম্ভতি (২) দিল বৃক্ষরূপ ধরি ॥
 বৃক্ষরূপে কৈলা, ব্যাসের মোহ নিবারণ ॥
 তাহার চরণ স্মৃত করিয়া বন্দন ॥
 কহিতে লাগিলা স্মৃত সর্গধর্মসার ॥
 বাহা হৈতে হৈব সর্ব জীবের নিস্তার ॥
 সেই সে পরম ধর্ম সর্ব বেদে কহে ॥
 বাহা হৈতে হরির চরণে ভক্তি রহে (৩) ॥
 হরিভক্তি হৈলে তত্ত্বজ্ঞান পরকাশ ॥
 ছিওয়ে সংসার (৪) সব অবিজ্ঞা বিনাশ ॥
 এইমত কৈলা কিছু ভকতি বিস্তার ॥
 কহিতে লাগিলা তবে যত অবতার ॥

সুই রাগ ।

প্রলয়ে না ছিল কিছু এ লোকরচনা ॥
 ন চন্দ্রতারকাভ্যোতি ব্রহ্মাদি কলনা ॥

নিরাশার নিরালস্য এক ভগবান ॥
 তাহা বিনে বলিতে না ছিল কিছু আন ॥
 তবে বিহরিতে প্রভু যখনে ইচ্ছিলা ॥
 তখনে পুরুষরূপ প্রকাশ হইলা ॥
 আদি নারায়ণ তঁহ পুরুষ পুরাণ ॥
 তাঁহা হৈতে নানা অবতার উপাদান ॥
 প্রথমে সনকাদি চারি ব্রহ্মার কুমার ॥
 ব্রহ্মচার্য কৈল ব্রহ্মচারী অবতার ॥
 দ্বিতীয়ে বরাহরূপে কৈল অবতার ॥
 দশনে তুলিয়া কৈলা পৃথিবী উদ্ধার ॥
 আদি দৈত্য হিরণ্যাক্ষ তথাই বধিল ॥
 জলের উপরে প্রভু পৃথিবী স্থাপিল ॥
 তৃতীয়ে নারদরূপ হৈলা হৃষীকেশ ॥
 লম্বাইলা সাধুতত্ত্ব ভক্তি উপদেশ ॥
 চতুর্থে ধর্মের ঘরে কৈলা অবতার ॥
 নরনারায়ণ নাম বিদিত সংসার ॥
 বদরিকাশ্রম তীর্থে রহি নিরন্তর ॥
 আকল্প পর্যন্ত তপ করেন দুষ্কর ॥
 পঞ্চমে কপিলদেব হই মূনিবেশ ॥
 মায়ে বুঝাইলা ভক্তি-যোগ উপদেশ ॥
 দত্তাত্রেয়রূপে অত্রিমূনির কুমার ॥
 যোগধর্ম লম্বাইলা ষষ্ঠ অবতার ॥
 সপ্তমে ঋচির স্মৃত হয়ে নারায়ণ ॥
 যজ্ঞরূপে বৈবস্বত মনুর রক্ষণ (১) ॥
 অষ্টমে ঋষভ দেব নাভির তনয় ॥
 জড়ধর্ম জগতে লম্বাইলা মহাশয় ॥
 নবমে ধরিতা প্রভু পৃথু-কলেবর ॥
 পৃথিবী দুহিয়া লৈল ওষধি সকল ॥
 ধনু-অশ্ব দিয়া কৈল পৃথিবী সমান ॥
 পৃথুর পৃথুল (২) যশ জগতে বোধণা ॥
 মৎস্য অবতার প্রভু দশমে হইলা ॥
 পৃথিবী করিয়া নোকা বেদ উদ্ধারিলা ॥
 মনু-বৈবস্বত আর মহাবির গণে ॥
 নোকাতে তুলিয়া কৈল প্রলয় রক্ষণে ॥
 একাদশে হৈলা প্রভু কুর্ম-কলেবর ॥
 অমৃত-মথনে পুষ্ঠে ধরিল মন্দর ॥
 ষাদশে উদয় কৈল ধনুধরি-বেশে ॥
 দেব উদ্ধারিতে লৈলা অমৃতকলসে ॥

(৩) “কৈলা” ।

(১) রায় অর্থে “রবে” ।

(২) পাঠান্তর,—“বাপের প্রবোধ” ।

(৩) “হয়ে” । (৪) “সংশয়” ।

(১) “স্বায়ম্ভুব মনুর পালন” এইরূপ

পাঠ হইবে ।

(২) পৃথু, লু.—বিজ্ঞত ।

দ্রোণদশ অবতারে হৈলা মোহিনী ।
নারীবেশে অম্বর মোহিলা চক্রপাণি ॥
চতুর্দশে হৈলা নরসিংহ অবতার ।
হিরণ্যকশিপু দৈত্য করিলা সংহার ॥
পঞ্চদশ অবতারে কপট বামন ।
ছলিয়া পাভালে বলি লৈলা নারায়ণ ॥
ষোড়শে পরশুরাম দ্বিজ-অবতার ।
নিম্বজিহ্না কৈলা পৃথ্বী তিন সাত বার ॥
সপ্তদশে সত্যবতীস্নত বেদব্যাস !
বেদ বিভজিয়া কৈল ধর্ম পরকাশ ॥
অষ্টাদশে হৈলা রঘুনাথ অবতার ।
সীতা উদ্ধারিয়া কৈলা রাবণ সংহার ॥
ঊনবিংশে বিংশে রাম-কৃষ্ণ অবতার ।
অম্বর বধিয়া সব ঋগ্ভিলা ভূতার ॥
একবিংশে প্রভু বৃদ্ধ শরীর ধরিল।
জরাইয়া পাবণধর্ম অম্বর মোহিল ॥
দ্বাবিংশেতে কচ্ছিকপে হৈব অবতার ।
স্নেহ বধি সত্য প্রচারিব আর বার ॥
এই যত কতক অনন্ত অবতার ।
কহিতে উদ্দেশ জানে শকতি কাহার ॥
যত যত অবতার করেন মুরারি।
কেহ অংশ কেহ কলা বৃদ্ধ বিচারি ॥
পূর্ণব্রজ কৃষ্ণ অবতার-শিরোমণি ।
অন্ত অবতার অবতারী যতুমণি ॥

বেলয়ার রাগ ।

কৃপা কর প্রভু ঠাকুর যতুয়ার ।
দাক্ষণ বমের দূত লগে লগে ধায় ॥ ঐ ॥
তবে আর কথা স্মৃত কহিতে লাগিলা ।
যেযতে নারদ ব্যাস সমাগম হৈলা ॥
নানা বর্ণধর্ম ব্যাস কহিল পুরাণে ।
সকল বেদের অর্থ ভারত আখ্যানে ॥
এক বেদ চারি ভাগ বহু শাখা করি ।
পাটাইলা বহু শিষ্যে বেদ-অধিকারী ॥
লোক উদ্ধারিতে কৈলা এতক আয়াস ।
তমু ব্যাসের না হৈল হৃদয়ে (১) প্রকাশ ॥
সরস্বতী তীরে ব্যাস চিন্তিয়া বসিলা ।
হেনকালে তথা আসি নারদ মিলিলা ॥
শিষ্যগণ সহে ব্যাস উঠিলা সঙ্করে ।
আভিষ্য বিধানে পুজি আনিলা মন্দিরে ॥
প্রণাম করিব কৈল পাদ সযাহন ।
তবে তাঁরে পুজিলা নারদ-তপোদান ॥

(১) পাঠান্তর,—“চিন্তন” ।

কেন ব্যাস দেখি তোমা চিন্তিতহৃদয় ।
তোমা হৈতে জগতের ঘুচিল সংশয় ॥
নানা ভেদে নানা ধর্ম নানা উপাখ্যানে ।
বেদ বিভাজলে লোক বুঝিব কারণে ॥
জগতে রহিতে কৈলে ধর্ম সংস্থাপন ।
তোমার হৃদয়ে শৌক এ কোন্ কারণ ॥
দান ব্রত তপ যজ্ঞ বিবিধ আচার ।
লোক উদ্ধারিতে কৈলে এ সব প্রচার ॥
তবে কেন ব্যাস তুমি হৃদয়ে চিন্তিত ।
কহত কারণ তুমি জানে সুপণ্ডিত ॥

বরাড়ি রাগ ।

উত্তর মিলেন তবে ব্যাস মহাশয় ।
তুমি যত কহিলে সকল সত্য হয় ॥
তথাপি হৃদয় মোর না হয় প্রশয় ।
আপনে কহিবে তুমি ইহার কারণ ॥
মহাতাপগত তুমি ব্রহ্মার কুমার ।
তিন লোকে অগোচর নাহিক তোমার ॥
ভূত ভব্য বর্জমান তিনে সুপণ্ডিত ।
বাহু অভ্যন্তর সব গোমাতে বিদিত ॥
তোমার হৃদয়ে বৈসে প্রভু নারায়ণ ।
আমায় সংশয়-হেতু কহ তপোদান ॥
হাসিয়া নারদ তবে দিলেন উত্তর ॥
সকল পাসর হয়্যা আপনে দৈব ॥
দান ব্রত তপ যজ্ঞ কহিলে বিচারি ।
হরি সংকীর্ণন তুমি না কৈলে বিচারি ॥
তে-কারণে নহে তোমার সন্তোষ হৃদয় ।
আপনে চিন্তিয়া চাহ ব্যাস মহাশয় ॥
তুমি বোল পশুধর্ম লোকের আচার ।
আহার শৃঙ্গার নিজা ভয় ব্যবহার ॥
নিয়ম করিব তাথে ধর্ম উপদেশে ।
আমায় বচন লোক বরিব সন্তোষে ॥
স্বধর্ম করিতে লোক শুদ্ধমতি হৈব ।
সুদ্র মুখ তেজি তবে মহাসুখ পাইব ॥
আপনে বিচার করি ভজিব শ্রীহরি ।
পাছে তবে যাবে লোক ভবসিদ্ধ তরি ॥
যে তুমি চিন্তিলে হিত হৈল অপকার ।
নিভাইতে প্রদীপ বাঢ়াইলে আর বার ॥
পশুবুদ্ধি জীব তাথে না কৈল বিচার ।
মানিল পরম ধর্ম আহার শৃঙ্গার ॥
সুখভোগ স্বর্গবাস শুভ কর্মফল ।
এই বলি ধর্মকর্ম করে নিরন্তর ॥

দান দ্রুত তপ যজ্ঞ এই সতে জানে ।
 আপনে কহিলা ব্যাস ভারত পুরাণে ॥
 আহার শৃঙ্গার সতে জীবের ভজনা ।
 ইহার কারণে করে নানা উপাশনা ॥
 তুমি যে নিয়ম কৈলে সে হইল বিধি ।
 তে কারণে সংসারে ভ্রময়ে পশুবুদ্ধি ॥
 হরি না ভজিয়া জীব সংসারে ভ্রময়ে ।
 তে-কারণে নহে তোমার প্রসন্ন হৃদয়ে ॥
 শুন শুন ব্যাস সত্যবতীর নন্দন ।
 হরিনাম হরিকথা হরিসংকীৰ্ত্তন ॥
 হরির চরিত্রে বিনে না কহিবে আন ।
 জগতে করাহ তুমি হরিশুণ গান ॥
 হরিনাম শ্রবণ প্রণাম স্তুতিবাদ ।
 বৈষ্ণব মহিমা কহ বৈষ্ণবপ্রসাদ ॥
 হরিভক্তি বিনে আন না কহিবে ধর্ম ।
 সর্বধর্মফল হরি আরাধন-কর্ম ॥
 এতেক বলিয়া তবে ব্রাহ্মার নন্দন ।
 আপনার কহে পূর্বজন্ম-বিবরণ ॥
 দাসীসুত হয়্যা কৃষ্ণ দেখিলু সাক্ষাতে ॥
 হরির কিঙ্কর হৈলু বৈষ্ণবকৃপাতে ।
 দাসীসুত হয়্যা পাইলু কৃষ্ণদরশন ।
 তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ কৈলা নারায়ণ ॥
 এল বাণী বলিয়া নারদ তপোধান ।
 তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দিলা সেইক্ষণ ॥
 আপনে সাক্ষাৎ হই প্রভু স্বরীকেশ ।
 ব্রহ্মকে দিলেন ভাগবত উপদেশ ॥
 ব্রহ্মা নারদের মুখে কৈলা সমর্পণ ।
 নারদ ব্যাসের মুখে কৈলা আরোপণ ॥
 সংক্ষেপে কহিল ভাগবত উপদেশ ।
 বেদব্যাস হই তুমি পঢ়াহ বিশেষ ॥
 এতেক বলিয়া মহামুনি তপোধান ।
 অন্তরীক্ষ হয়্যা গেলা ব্রাহ্মার নন্দন ॥

নট রাগ ।

জ্ঞান পায়্যা ধ্যান কৈলা ব্যাস মহামুনি ।
 হৃদয়ে প্রকাশ দিল প্রভু চক্রেপাণি ॥
 হৃদয়কমলে ব্যাস দেখি গদাধর ।
 প্রেমভাবে পুলকে পুরিল কলেবর ॥
 নয়নে আনন্দজল গদ গদ বাণী ।
 কৃষ্ণভাবে বাহু পাসরিল মহামুনি ॥
 কণে চিত্ত সমাধিল ব্যাস মহেশ্বর ।
 নারদকৃপায় হৈল ভক্তির উদয় ॥

সত্য ধর্ম কর্ষে আমি জগৎ বাকিল ।
 বিষয়লম্পট করি লোক বিনাশিল ॥
 বিনে কৃষ্ণ ভজিলে সংসার নাহি ছুটে । (১)
 বেদ গৃহ করি ভক্তি রাখিল কপটে ॥

শ্রীরাগ ।

তবে সত্যবতী স্তুত হৈয়া প্রেমভক্তিসুত
 লোকহিতে চিন্তি পরকার ।
 পরমহংসের মত ভক্তিশাস্ত্র ভাগবত
 রচিল সকল বেদসার ॥
 শুকদেব তাঁর স্তুত মহাবোণী যোগে রত
 চলি গেলা তার বাসস্থানে ।
 পঢ়াইয়া ভাগবত বেদব্যাস সত্যব্রত
 পুন আইলা আপন ভবনে ॥
 ব্যাসের নন্দন বাই রাজা পরীক্ষিত ঠাঞি
 গঙ্গাভীরে মূনির মণ্ডলে ।
 সত্যর ভিতরে বসি গ্রহমধ্যে যেন শশী
 ভাগবত কহিলা সকলে ॥
 শুকদেব কৃপা কৈল তথা বসিবারে পাইল
 পঢ়িল সকল ভাগবত ।
 কহিলু তোমার স্থানে তুমি মহামুনিগণে
 তবে স্তুত হৈলা নিশবদ ॥
 শুনিঞা শোনক মূনি স্মৃতির অমৃত বাণী
 সাধু সাধু স্তবকে বাধানে ।
 গুহিলা বিশ্বমণর শুক মহা যোগেশ্বর
 কেন গেলা রাজসমিধান ॥
 তাঁর নাহি দেহধর্ম কেহ নহে ভিন্ন মর্ম
 কোন কার্য রাজসমিধান ॥
 দিব্যজ্ঞান মহাভক্তি পঢ়িলে কি তার সিদ্ধি
 কেন তেঁহ পুরাণ বাধানে ॥
 ইহার কারণ স্তুত কহ অতি অদভুত
 আর কথা গুহিব তোমায়ে ।
 মহা ভাগবত রাজা জগতে বাহার পূজা
 ব্রহ্মশাপ কে দিল তাহারে ॥
 কহ তাঁর ভ্রম কর্ষ শুনিলে বৈষ্ণবধর্ম
 গোবিন্দচরণে হয় মতি ।
 বিস্তারিয়া ভাগবত কহিবে সকল তত্ত্ব
 তনি লোক তরিব দুর্গতি ॥
 স্তুত বলে শুন শুন হেনপ্রি অনন্ত গুণ
 মুক্তগণে প্রভু গুণ গায় ।

(১) পরিবং কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকের পাঠ,—“কৃষ্ণে
 না ভজিলে কছু সংসার না ছুটে ।”

কৃষ্ণের মহিমা গাই অতুল আনন্দ পাই
 মুক্তিপনে সে স্বখ না পায় ॥
 তবে স্তত শুদ্ধচিত্তে ভাগবত আদি হৈতে
 কহিল সকল মুনি স্থানে ॥
 যুনিগণে হরষিত শুনি হৈলা আনন্দিত
 ভাগবত আচার্য্য শ্রুগানে ॥

ভাটিয়ালি রাগ ।

যত যত প্রগল্ভ পুছিলা শৌনকে ।
 তবে স্তত সকল কহিল একে একে ॥
 সেই ভাগবত হৈলে বিস্তার কথনে ।
 স্তত্রবন্ধে কহিল করিয়া সমাধানে ॥
 প্রথমে ভারতবৃদ্ধ সংক্ষেপে কহিল ।
 যেমত উত্তরাগর্ভ গোবিন্দ রাখিল ॥
 কুক্ষক্ষেত্রে শরশয্যা ভীষ্মের শয়নে ।
 নানা ধর্ম্ম বুঝাইলা যুধিষ্ঠির স্থানে ॥
 সাক্ষাতে দেখিয়া কৃষ্ণে হৈল অহুরাগ ।
 কৃষ্ণে প্রাণ প্রবেশিয়া কৈলা দেহত্যাগ ॥
 মহারাজ অভিষেক করি রাজ্যগনে ।
 যুধিষ্ঠির রাজ্য করি স্থাপিলা আপনে ॥
 সাগর পর্য্যন্ত দিল পৃথিবী শাসিয়া ।
 পৃথিবীর রাজ্য দিল সেবক করিয়া ॥
 অশ্বমেধ যজ্ঞ করাইল তিনবার ।
 ব্রহ্ম অস্ত্র কাটি পরীক্ষিৎ প্রতিকার ॥
 সত্যব্রত প্রভু কৈলা সত্যের পালন ।
 দারকা বিজয় তবে কৈলা নারায়ণ ॥
 ভাইগণ সঙ্গে রাজ্য সত্যে রাজ্য পালে ।
 পরীক্ষিৎ জনম হইল শুভকালে ॥
 তীর্থযাত্রা করিয়া বিদূর আগমন ।
 হতশেন বকুগণ কৈল সম্ভাবণ ॥
 ধৃতরাষ্ট্র বুঝাইল ধর্ম্ম উপদেশে ।
 ভিন জনে উঠিয়া চলিলা রাত্রিশেষে ॥
 গন্ধাধারে ধৃতরাষ্ট্র মহাযোগবলে ।
 জালিয়া আগুনি পোড়াইল কলেবরে ॥
 তার পাছে গান্ধারী পশিল হতাশনে ।
 বিদূর চলিল তবে তীর্থ পর্য্যটনে ॥
 তবে যুধিষ্ঠির হৈলা শোকে অচেতনে ।
 নারদ আসিয়া তবে বুঝালা যতনে ॥
 ছলে কৃষ্ণবিজয় কহিল তপোধন ।
 নারদ চলিলা রাজ্য চিন্তে মনোমন ॥
 ব্রহ্মশাপ ছলে করি যত্নহীন ক্ষয় ।
 বৈকুণ্ঠমাধের হৈল বৈকুণ্ঠ বিজয় ॥
 ভাৰ্য্যাগণ আনিতে অর্জুন মানভদ্র ।

আইলা হস্তিনাপুর হৈয়া নিরানন্দ ॥
 অর্জুনের মুখে শুনি শ্রীহরিবিজয় ।
 স্বর্গ আরোহণ কৈল পঞ্চ মহাশয় ॥
 নবখণ্ড জম্বুদ্বীপ পৃথিবী মণ্ডল ।
 পরীক্ষিৎ রাজ্য হৈয়া শাসিল সকল ॥
 ধর্ম্মমণ্ডলে যত আছিল নৃপতি ।
 দাস হইয়া করে তার চরণে প্রণতি ॥
 চতুর্দশ ধর্ম্ম করি নিজ অধিকারে ।
 নিগ্রহ করিয়া কলি স্থাপিল সংসারে ॥
 পশ্চম বৈষ্ণব রাজ্য ধর্ম্ম অবতার ।
 তাঁর গুণ কহে হেন শক্তি কাহার ॥
 দৈবযোগে শাপ দিল মূনির কুমারে ।
 স্বীকার করিয়া রাজ্য লইল আদরে ॥
 সে হেন সম্পদে তাঁর নৈল বস্তুজ্ঞান ।
 তিলেকে সকল ত্যজি গেলা মতিমান ॥
 গন্ধার ভিতরে (১) ব্রত উপবাস করি ।
 রহিল নৃপতিসিংহ ভয় পরিহারি ॥
 যতেক আছিল মহা মহামুনিগণ ।
 কোতুকে দেখিতে গেলা রাজ্যের মরণ ॥
 তা-সত্য পূজিল রাজ্য করিয়া প্রণতি ।
 বিনয়ে পুছিলা তবে পরলোকগতি ॥
 হেনকালে শুকদেব ব্যাসের নন্দন ।
 আসিয়া মিলিল যেন দীপ্ত ছত্ৰাশন ॥
 সত্যসদে নরপতি উঠিলা সম্মুখে ।
 আতিথ্য বিধানে শুকে পূজিল বিস্তরে ॥
 আসনে বসিলা তবে শুক যোগেশ্বর ।
 চৌদিকে সকল মুনি রচিল মণ্ডল ॥
 শিরে কর যুড়ি রাজ্য কৈল স্তুতিবাদ ।
 বিনয় ভকতি বহু কৈলা দণ্ডপাত ॥

বসন্ত রাগ ।

তবে রাজ্য জিজ্ঞাসিলা শুকের চরণে ।
 এ বোর সংসারে প্রজা তরিব কেমনে ॥
 দেবমায়ারচিত অনাদি ভববন্ধ ।
 কেমনে ছুটিব গোসাঞি পুন নহে সজ ॥
 কি চিন্তিয়া কি জপিয়া কি দেব ভজিয়া ।
 এ বোর সংসারে জীব যাইবে তরিয়া ॥
 বেদ-বেদান্তের সার করিয়া উদ্ধার ।
 বাহা হৈতে হয় সব জীবের নিস্তার ॥
 কৃপা যদি কর এই নিবেদি চরণে ।
 সে ধর্ম্ম কহিবে গোসাঞি জীবের কারণে ॥

(১) পাঠান্তর "উপরে"

ভূত ভব্য বর্তমানে তুমি স্থপতিত ।
বাহু আভ্যন্তর গোপাঞ্ছি তোরাতে বিদিত ॥
তুমি শুক মহামুনি মহা গুণনিধি ।
গর্ভবাসে হৈল যার মহাযোগ সিদ্ধি (১) ॥
হৃদ্রবন্ধে কছিল প্রথম স্বরূপকথা ।
সুখে যেন শুনে লোক কৃষ্ণগুণগীতা ॥

(১) ইহার পর অত্র পুঁথিতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি আছে ;—

“কহিবে পরম ধর্ম মহা যোগেশ্বর ।
সুখে যেন তবে জীব এ ভবসাগর ॥”

বৃদ্ধজনে গভে যোর এই পরিহার ।
দোষ ক্ষমা করি গুণ করিবে বিচার ॥
কৃষ্ণকথা শুধা পানে যে করিবে বোধ (২)
সেই সে ভরসা যোর চিন্তের প্রবোধ ॥
কৃষ্ণ-কথামৃত-মহৌষধি জল পানে ।
ভৃগু বা কাহার হয় এ তিন ভুবনে ॥
ভাগবত আচার্য্যের এ সব ভরসা ।
সুখে ভাগবত শুন ছাড়িয়া দুরাশা ॥

(২) পাঠান্তর,—“কে করে বিরোধ”

ইতি শ্রীভাগবতে প্রথম স্কন্ধে কৃষ্ণভক্তি-
তরঙ্গিণী তৃতীয়াধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥
সমাপ্তচায়াং প্রথমস্কন্ধঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

ইদং সভাসদঃ সর্বের দ্বিতীয়স্কন্ধবর্ণনম্ ।
ভবন্তু মুনিঃ প্রজ্ঞা বজ্রানন্দামৃতানুধিঃ ॥

সিদ্ধুড়া রাগ ।

রাজার বচন শুনি ব্যাসের নন্দন ।
কৃষ্ণের মহিমা হৈল হৃদয়ে স্মরণ ॥
নরনে আনন্দজল পুলকিত অঙ্গে ।
যজ্ঞিল ব্যাসের স্মৃত আনন্দ-তরঙ্গে ॥
বাহু পাগরিল চিন্তে নাহি অবধান ।
অলপে অলপে কৈল চিন্ত সমাধান ॥
যোগাসন করিয়া বসিলা মহাশয় ।
হরি হরি শব্দ উঠিল জর জর ॥
মুনিগণ বদন কটাক্ষে নিরখিয়া ।
কহিতে লাগিলা শুক সভাতে বসিয়া ॥
ধন্ত ধন্ত রাজা তুমি ধন্ত যতিমান ।
মরণ সময়ে তোমারে হেন দিব্য জ্ঞান ॥

ভুড়ি রাগ ।

শুন শুন মহারাজা শুন সাবধানে ।
কহিব পদ্ম ধর্ম হরিগুণ-গানে ॥
যোগ বজ্র তপ জ্ঞান দান ব্রত কহি ।
তব্ব নিত্য নহে হরিতত্ত্বি বহি ॥

সর্বভাবে কর যদি গোবিন্দ ভজন ।
তবে সে সংসার দুঃখ হবে বিমোচন ॥
সকল ধর্মের ফল হরি-আরাধন ।
হরিতত্ত্বি মহাধর্ম কহি তে-কারণ ॥
ভক্তজ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তির পরিকর ।
হরিতত্ত্বি হৈলে তারা মিলয়ে সঙ্গর ॥
হরিনাম হরিগুণ হরিসংকীর্তন ।
গোবিন্দ ভজিলে হয় ভববিমোচন ॥
কেহ একে বলে ব্রহ্মা কেহ জ্ঞানময় ।
কেহ হুল কেহ স্মর করয়ে নির্ণয় ॥
এক কৃষ্ণ নানা মতে নানা শাস্ত্রে কহে ।
সে কৃষ্ণ-ভজন বিনে পরিত্রাণ নহে ॥
সাংখ্য যোগ ধর্ম শাস্ত্রে এই অবধারি ।
অখিল জন্মের লাভ যদি বোলে হরি ॥
মুক্ত মুনিগণ বিধি-নিবেধ-রহিত ।
কৃষ্ণগুণ গায় তারা হৈয়া আনন্দিত ॥
এমত প্রভুর গুণ শুন বৃণবর ।
মুক্তগণ যায় গুণ গায় নিরন্তর ॥

আমি জানে সুপণ্ডিত নাহি কৰ্মলেশ ।
 বাপের নিকটে ভবু লৈলু উপদেশ ॥
 ভাগবত পঢ়িলু বাপের সন্নিধানে ।
 হরিল আমার চিত্ত কৃষ্ণগুণগানে ॥
 সেই ভাগবত রাজা কহিব তোমায়ে ।
 পরম বৈষ্ণব তুমি পুণ্য কলেবরে ॥
 জ্ঞানযোগী কৰ্মযোগী কৰ্মপরায়ণ ।
 সত্যের সূত্রে হেতু হরি-সংকীৰ্ত্তন ॥
 তবে শুন ভাগবত কহিব বিস্তারি ।
 সাবধানে শুন রাজা কৃষ্ণ মন ধরি ॥ (১)

দেশাল রাগ ।

জয় জয় নারায়ণ পরম কারণ ।
 অসার সংসার লয়্যা যায় অকারণ ॥
 প্রথমে ধারণা ধ্যান করি মহাশয় ।
 ব্রহ্মাণ্ড-বিগ্রহ পাছে বিরাট নিরণ ॥
 যেমতে শরীর তেজে যোগী যোগবলে ।
 যেমতে পরম পদ পায় অবতলে ॥ (২)
 নানা লোকে নানা কামে নানা দেব ভজে ।
 হরিভক্তি মহিমা কহিল মুনিরাজে ॥
 শৌনক পুছিল তব স্তব সন্নিধানে ।
 কি কি জিজ্ঞাসিলা রাজা শুকদেব স্থানে ॥
 সে রাজা পরম ভাগবত মহামতি ।
 হরিকথা ছাড়ি আন নাহি অবগতি ॥
 বালকীড়্য কালে কৈল কৃষ্ণালা-কেলি ।
 সে কেন পুছিব আন কৃষ্ণকথা ছাড়ি ॥
 কৃষ্ণকথা বিনে যার যত যায় কাল ।
 দিননাথ বুঝা আয়ু হরয়ে তাহার ॥
 যদি বল সতে জীয়ে নিবন্ধ অবশি !
 তৃণ গাছ জীয়ে তার আছে কোন্ সিদ্ধি ॥
 যদি বল তৃণ গাছে নাহিক চেতনা ।
 পশুপতি খায় ধায় কি গুণ করনা ॥
 কুকুর শূকর উষ্ট্র গদগদ সমান ।
 যার কর্ণে নাহি যায় হরিগুণগান ॥
 গৰ্ভ তুল্য তার ছুই শ্রবণ-বিবর ।
 কেশবচরিত্র যার নহিল গোচর ॥
 যে জিহ্বায় গোবিন্দমহিমা নাহি গায় ।
 তেজ-জিহ্বা সদৃশ সে কিবা গুণ তায় ॥
 বিচিত্র মুকুট পাগ যেনা শিরে ধরে ।

(১) অত্র পুঁপির পাঠ,—

“তবে শুক ভাগবত কহেন বিচারি ।

সাবধানে শুনে রাজা কৃষ্ণ মন ধরি ।”

(২) পাঠান্তর,—“বোধধরে” ।

পরমভায় সে যদি প্রণাম নাহি করে ॥ (১)

কঙ্কণ ভূষণ ভূজে সেবা নাহি করে ।
 কেবল মড়ার হাথ আছয়ে বিফলে ॥
 বৈষ্ণব বিষ্ণুর মুক্তি না দেখে নমনে ।
 ময়ুর পাখার চক্র (২) জানিহ সমানে ॥
 যে চরণে হরিক্ষেত্র না গেল চলিয়া ।
 বৃক্ষমূলে আছে যেন ভূমিতে পড়িয়া ॥
 বৈষ্ণব চরণধূলি যে না নিল মাথে ।
 জীয়েছেই মরা তাথে জানিহ সাক্ষাতে ॥
 শিলাতে অধিক তার কঠিন হৃদয় ।
 হরিনামে নহে যদি বিকার উদয় ॥
 তবে শুকে কি পুছিল রাজা পরীক্ষিৎ ।
 কি তার উত্তর দিলা শুক সুগণ্ডিত ॥
 বৈষ্ণব সত্য কৃষ্ণকথার প্রচার ।
 তে-কারণে স্মৃত তোনা পুছি বারেকবার ॥
 তবে স্তব কহিতে করিল অনুবন্ধ ।
 শুকদেব পরীক্ষিতে যে হৈল প্রসঙ্গ ॥
 তবে রাজা জিজ্ঞাসিলা শুকের চরণে ।
 কিরূপে ভকতি গোসাঞি হয় নারায়ণে ॥
 জগতের উতপত্তি কে করে পালন ।
 কে করে প্রলয় হেন বিবিধ রচন ॥
 এ সব কহিবে শুক হিত-উপদেশ ।
 তোমার প্রশ্নে যেন জানিঞে বিশেষ ॥
 নানা মুক্তি ধরি প্রভু করে নানা কেলি ।
 কিমতে বিবিধ লীলা করে বনমালী ॥
 আপনে নিষ্ঠুর হই সগুণ বিহার ।
 এক হয়ে নানাক্রমে করে অবতার ॥
 কহ শুক এ সব তোমাতে সুগোচর ।
 তোমার প্রশ্নে যেন জানিঞে সকল ॥
 রাজার বচন শুনি শুক মহাশয় ।
 কৃষ্ণভাবে পুলকিত চকিত হৃদয় ॥
 পুনঃপুনঃ প্রণাম করিয়া নারায়ণে ।
 পুরুষ সংবাদ শুক কহে আদি হনে ॥

গোড় মল্লার রাগ ।

পুরুষে নারদ গেলা ব্রহ্মার সদনে ।
 ব্রহ্মা তপ করেন দেখিল তপোধনে ॥
 বিষয় হইল মূনি দেখি প্রজ্ঞাপতি ।
 কি তপ করেন ব্রহ্মা কাহার ভকতি ॥

(১) অত্র পুঁথির পাঠ,—

“ভার বহে যদি কৃষ্ণে প্রণাম না করে ।”

(২) পাঠান্তর,—“চকু” ।

প্রণাম করিয়া মুনি ব্রহ্মাকে পুছিল ।
 এক্রপ তোমায়ে দেখি বড় ভয় পাইল ।
 তুমি আদিদেব তুমি জগতকারণ ।
 তোমা হৈতে উতপত্তি প্রলয় পালন ।
 তুমি তপ কর কিবা দেব আরাধন ।
 এ সব সংশয় মোর কর বিমোচন ।
 নারদের বচন শুনিয়া প্রজ্ঞাপতি ।
 চিন্তিতে লাগিলা ব্রহ্মা জগতের গতি ॥
 মন্মথ রাগ ।

সত্য সত্য দেবমায়ী মহাবলবতী ।
 মহাযোগী মোহে যার বলের শক্তি ॥
 আপনে নারদ হএা মহাযোগেশ্বর ।
 তব্ব না জানিয়া বলে আমায়ে দৈব ॥
 বাহার সৃজিত আমি সৃজিয়ে সংসার ।
 বাহার অজ্ঞাতে করি এ লোক বিস্তার ॥
 সেই সে সত্য মূল বিশ্বের আধার ।
 প্রলয়ে যাঁহাতে হয় সকল সংহার ॥
 নারায়ণ পরলোক নারায়ণ গতি ।
 নারায়ণ পরদেব নারায়ণ ঐতি ॥
 নারায়ণ পরব্রজ নারায়ণ ধর্ম ।
 নারায়ণ পরতপ নারায়ণ কর্ম ॥
 ষাঁর অংশ তেজ পেয়ে উরে দিনকর ।
 ষাঁর জ্যোতি বল পেয়ে দীপ্ত শশধর ॥
 দহন শক্তি লেশ পেয়ে হতাশন ।
 বাহার প্রসাদে করে ত্রৈলোক্য দাহন ॥
 ষাঁর অধিকার পেয়ে যমে দণ্ড ধরে ।
 দেবের উপরে ব্রজ ধরে পূরনরে ॥
 হেন প্রভু থাকিতে অঝল লোকনাথ ।
 আমায়ে বলয়ে লোক প্রভু পরিবাদ ॥
 এতেক বলিয়া ব্রহ্মা দেবের দেবতা ।
 আদি হৈতে কহিল সকল সৃষ্টিকথা ॥
 কহিল তোমায়ে মুনি তব্ব উপদেশ ।
 কাহার শক্তি কৃষ্ণে জানিতে উদ্দেশ ॥
 কৃষ্ণের চরণে মোর আছে দৃঢ় মতি ।
 সেই সে কারণে সৃষ্টি করিতে শক্তি ॥
 মোহর ক্ষময়ে বৈসে প্রভু নারায়ণ ।
 কুপথে না চলে চিন্ত এই-সে কারণ ॥
 অসত্য বচন আমি না কহি বদনে ।
 ষিকর্থে না ধায় মন হরিসেবা বিনে ॥
 কহিল তোমায়ে মুনি শুন যোগেশ্বর ।
 হরি সে সত্য প্রভু সত্য ঈশ্বর ॥
 কহিব তোমায়ে সংসার নারদ কুমার ।
 যে যে কর্ম করে প্রভু যে যে অবতার ॥

ঐরাগ ।

তোমার সেবক করি রাখ যোরে প্রভু হরি
 এবার উদ্ধার যত্নাথ ।
 দাক্ষণ যমের ভয় প্রাণ মোর স্থির নয়
 তোমা বহি নিবেদিমু কাত ॥ ধ্রু ॥

ধরিয়া বরাহরূপ প্রভু চক্রপাণি ।
 পাতাল ভেদিয়া তুলে দশনে যেদিনী ॥
 হিরণ্যাক্ষ নামে দৈত্য তথাই বধিল ।
 জলের উপরে ক্ষিতিমন্তল স্থাপিল ॥
 আকুতি উদরে জন্ম লৈল গদাধর ।
 কুচির তনয় হৈলা যজ্ঞ-কলেবর ॥
 স্বায়ম্ভুব মমু তার দক্ষিণা বনিতা ।
 হরি অবতার কৈল সর্গলোকপিতা ॥
 কর্দ্ধমতনয় হৈলা কপিল মুরতি ।
 তাহা হৈতে তত্ত্বজ্ঞান পাইলা দেবহুতি ॥
 অক্রিয় তনয় হই দস্ত অবতার ।
 যোগধর্ম জগতে করাইল পরচার ॥
 সনক সনন্দ আর সনৎকুমার ।
 সনাতন নাম চারিমুনি অবতার ॥
 স্মৃষ্টি উদরে হই ধর্মের কুমার ।
 নরনারায়ণ রূপে কৈলা অবতার ॥
 করেন দ্রুত তপ বদরিকাশ্রমে
 লোকহিতে হৈলা নরনারায়ণ নামে ॥
 আদি রাজা হৈলা আর পুথু অবতার ।
 ধনুহল দিয়া কৈলা পৃথিবী সুরার ॥
 নানা অদভূত কর্ম কৈলা মহারাজে ।
 বাহার নির্মল যশ দেবতাসমাজে ॥
 ঋষভ মুরতি হৈলা নাভির তনয় ।
 জড়ধর্ম জগতে করিল পরিচয় ॥
 হরগ্রীব রূপ হই নাগিকাশ্রমে ।
 কহিয়া সকল বেদ বুঝাইলা মোরে ॥
 কোতুকে ধরিলা প্রভু মৎস্রকলেবর ।
 করিয়া বিচিত্র নৌকা যেদিনীমণ্ডল ॥
 চারি বেদ মুনিগণ সত্যব্রত মমু ।
 প্রলয়ে রাখিলা প্রভু ধরি মৎস্রভমু ॥
 অমৃত মথনে তমু করিয়া বিস্তার ।
 মন্মথ ধরিল পৃষ্ঠে কুর্ম অবতার ॥
 নরসিংহরূপে আর বিভা অবতার ।
 অম্বর বধিয়া কৈলা বেদের উদ্ধার ॥
 হরিরূপে অবতার কৈলা নারায়ণ ।
 চক্রে নক্স কাটি কৈলা পঞ্চোক্ত মোক্ষণ ॥
 ধরিয়া বামনবেশ প্রভু দামোদর ।

বলি ছলি ত্রৈলোক্যে স্থাপিলা পুরন্দর ॥
ধনুস্তরিক্রপ ধরি অমৃতমথনে ।
যার নামে সর্বরোগ হরে সুরগণে ॥
ভৃগুপতি কামরূপ মুনির কুমার ।
নিক্সত্রিয়া কৈলা পৃথ্বী তিন সাত বার ॥
রাম অবতারে প্রভু রাবণ বধিলা ।
দেবের কুশল করি সীতা উদ্ধারিলা ॥
রামকৃষ্ণরূপে হই পূর্ণ অবতার ।
করিয়া অদ্ভুত কর্ম খুইলা চমৎকার ॥

শ্রীরাগ ।

দুটা ভাই কানাঙ্কি বলাই গোয়াল ।
ছাওয়ালের প্রাণধন ।

যমুনার কূলে কূলে চরায় গোধন ॥ ক্র ॥
বিষন্তন পান করি পুতনা বধিল ।
এক মাসে (১) পায়ে ঠেলি শকট ভাঙ্গিল ॥
যমল অর্জুন দুই মহাতরুবার ।
ভাঙ্গিল উর্ধ্বলি ঠেলি প্রভু দামোদর ॥
অথ বক তৃণাবস্ত্র মারিল অশুর ।
কালিনাগ দমিঞা করিল অতি দূর ॥
দাবানি করিয়া পান প্রভু কুতূহলী ।
গোপ গোপী গোবুল রাখিলা বনমালী ॥
এ চৌদ্ধ ভুবন প্রভু দেখালা উন্নরে ।
মায়ে ভয় পাওয়া মনে মানিল ঈশ্বরে ॥
নন্দকে হরিয়া নিল বক্রণের চরে ।
আপনে উদ্ধার করি আনিল সত্তরে ॥
গোপগণে দেখালা বৈকুণ্ঠ নিজ ধাম ।
বজ্র ভাঙ্গি ইশ্বের করিল অপমান ॥
সাতদিন গোবর্দ্ধন ধরি বামকরে ।
হরিয়া ইশ্বের দর্প রাখিল গোবুলে ॥
দিব্য রাস রসময় রচি বনমালী ।
ব্রজবধু সমাবে করিল রাসকেলি ॥
প্রলম্ব ধেমুক কেন্দ্রী অরিষ্ট অশুর ।
কুবলয়পিণ্ড গজ মুষ্টিক চাগুর ॥
কংস কালঘন বধিয়া শিশুপাল ।
কাশীপুরী পোড়াইল মারিল শৃগাল ॥

(১) মূলে, “ত্রৈমাসিক” পাঠ আছে ।

জরাসন্ধ অদি করি দুষ্ট মূপবর ।
দস্তবক্র বিদুরথ দ্বিবিদ বানর ॥
শাস্ত্র সত্ত্বর কুরু কুম্বী আদি করি ।
একে একে সকল মারিলা রাম হরি ॥
করিয়া ভারত যুদ্ধ প্রভু যদুবর ।
পৃথিবীর তার যত হরিলা সকল ॥
বেদব্যাসরূপে তবে হই অবতার ।
ভারত পুরাণ বেদ করিল প্রচার ॥
করিয়া পাশুপদ ধর্ম বোদ্ধ অবতারে । (২)
অশুর মোহিব হরি দেব দামোদরে ॥
কঙ্কি-অবতারে স্নেহ করিয়া সংহার ।
অধর্ম করিব নাশ সত্য পরচার ॥
এইরূপে কত কত অনন্ত মুরতি ।
কে জানে কিরূপে ধরে অনন্ত শক্তি ॥
আমি যাথে না জানি না জানে মুনীগণ ।
হর আদি সুরে যার না জানে মরম ॥
দশ শত বদনে অনন্ত গুণ গায় ।
তবহু গুণের যার অণু নাহি পায় ॥
সে প্রভুচরণে যার একান্ত ভক্তি ।
তবে তারে দয়া যদি করে প্রাণপতি ॥
সেই সে তরিতে পারে সে প্রভুর মায় ।
ঈশ্বর্য শরীর করি তার নহে দয়া ॥
শবর চণ্ডাল হীন পাপজীবীগণে ।
যদি সেবা করে তার ভক্ত চরণে ॥
কৃষ্ণগুণ মহিমা বৈষ্ণবমুখে শুনে ।
সেই তরে দেবমায়। কি কহিব আনে ॥
কহিঁ তুমারে বৎস নারদ কুমার ।
কে জানে কৃষ্ণের গুণ মহিমা বিস্তার ॥
ভাগবত নাম এই তত্ত্ব উপদেশ ।
আপনে বাঢ়হ তুমি জানিয়া বিশেষ ॥
সুখে যেন তরে লোক এ ভব সংসার ।
হরিগুণ গায়। যেন ভবে হয় পার ॥
এই ভাগবত তুমি বাঢ়াহ যতনে ।
ভাগবত আচার্য্য কহিল সাবধানে ॥

(২) অণু পৃথিবী ওর্ডে,—

“বৌদ্ধরূপে প্রভু আর হৈব অবতারে ।”

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে দ্বিতীয় স্কন্ধে

প্রেমভরদীপী প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

পঠমঙ্গরী রাগ ।

তবে রাজ্য পরীক্ষিৎ করিয়া বিনয় ।
তকদেবচরণে পুছিলা মহাশয় ॥
নারদ কাহার তরে কৈলা উপদেশ ।
কে বাঢ়াইল ভাগবত জানিঞা বিশেষ ॥
কৃষ্ণকথা বিনে তুমি না কহিবে আন ।
কৃষ্ণের চরণে যেন রহে মন প্রাণ ॥
কৃষ্ণে মন প্রবেশিয়া ছাড়িমু জীবন ।
কহ হেন উপদেশ শুক তপোধন ॥
হেন শুনি নারায়ণ নাতি পদ্ম'পরে ।
ব্রহ্মা উৎপন্ন হৈলা ভুবন আধারে ।
তথা রহি চিরকাল ব্রহ্মা স্তুতি কৈল ।
দেখিতে না পায়্যা রূপ ব্যাকুল হইল ॥
হেন অদভূত কথা কহ মুনিবর ।
কল্প বিকল্প আর কহিবে সকল ॥
সব্ব রজ তম আর ত্রিগুণ জনিত ।
কিরূপে জন্মিল বিধ মায়াবিরচিত ॥
নদ নদী পাতাল সাগর দিগন্তর ।
ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল তত বাহু অভ্যন্তর ॥
মহাজনচরিত্রে তকতগুণগাথা ।
একে একে কহ কৃষ্ণ অবতার কথা ॥
চারি যুগ যুগধর্ম যুগপরিমাণ ।
সকল জীবের ধর্ম কহ গুণগ্রাম ॥
কৃষ্ণ আরাধন বিধি ভকতিলক্ষণ ।
যোগপথ ধর্ম কহ মুক্তি কারণ ॥
কিরূপে করয়ে প্রভু প্রলয় পালন ।
কিরূপে করয়ে সৃষ্টি দেব নারায়ণ ॥
এই সব কথা মোরে কহ মহাশয় ।
যেমতে ঘুচয়ে মোর চিস্তের সংশয় ॥
তোমার বচন হরিকথা সুধাময় ।
শ্রবণে করিতে পান যুড়ায় হৃদয় ॥
সাত দিন উপবাস নাহি অবধানে ।
তৃপ্তি নাহি হয় হরিকথা রস পানে ॥
রাজার বচন শুনি মুনি ঐগোবন্দর ।
সাধু সাধু বলি তাঁরে দিলেন উত্তর ॥
সেই ভাগবত নাম চারি বেদসার ।
যাহার প্রসাদে পায় জগৎ নিস্তার ॥
শুন শুন মহারাজ কহিব তোমায়ে ।
প্রভুর মহিমা কহি বুদ্ধি অল্পগায়ে ॥
বিহার করিতে হরি হইছিলা যখনে ।
ব্রহ্মা উতপন্ন হৈলা নারীত পদ্ম হ'নে ॥

সৃষ্টি করিবারে ব্রহ্মা কৈলা অবধানে ।
না জানি কেমনে হৈব সৃষ্টি নিয়মাণে ॥
ধ্যান করি ব্রহ্মা মনে চিন্তিতে লাগিলা ।
হেনকালে তপ তপ শব্দ শুনিলা ॥
কোথা হৈতে উপজিল তপ তপ বাণী ।
দেখিতে না পাল্যা তাহা ব্রহ্মা পদ্মযোনি ॥
তবে তপ কৈল দিব্য সহস্র বৎসর ।
বৈকুণ্ঠ দেখাইলা তায়ে প্রভু সুরেশ্বর ॥

বেলোয়ার রাগ ।

আজু রে শ্রীচান্দমুখ দরশন ভেল ।
জনমে জনমে সব দুঃখ ধুরে গেল ॥ ১ ॥
নাহি শোক মোহ যথা নাহি জরা ভয় ।
নাহি কালগতি যথা মায়াপরিচয় ॥
কোটি কোটি বৈসে বিষ্ণু-পারিষদগণ ।
শ্রাম কলেবর ধরে সুপীঠ বসন ॥
চতুর্ভূজ মহাবাহু শঙ্খচক্রধারী ।
রাজীবলোচন তারা দিব্য বনমালী ॥
মহামণিময় দিব্য রতনভূষিত ।
মুহূট কুণ্ডল মণিগণ বিরাজিত ॥
তার মাঝে দেবদেব মহা রাজেশ্বর ।
কমলা করয়ে পদসেবা নিরন্তর ॥
মহাধন মণিগণ ভূষণ ভূষিত ।
মুহূট কুণ্ডল মণিহার বিরাজিত ॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে চারি ভুজে ।
পীতবাস কঙ্কণ কেয়ুর সুবিরাজে ॥
অষ্টনিধি চারি বেদ ধরিয়া মুরতি ।
তত্ত্বগণ রূপ ধরি করে নানা স্তুতি ॥
এরূপ দেখিল ব্রহ্মা প্রভু জগন্নাথ ।
চরণপঙ্কজে কৈলা বহু দণ্ডপাত ॥
প্রেমভরে পুলকিত পুরিল অন্তর ।
প্রেম জলে পুরিল ব্রহ্মার কলেবর ॥
প্রেমে গদগদ বাণী বাহু নাহি জানে ।
শিরে কর যুড়িয়া রহিলা সেই মনে ॥
হাসিয়া উত্তর তবে দিলা চক্রপাণি ।
বর মাগ প্রজাপতি শুন তত্ত্ববাণী ॥
বড় হুখে তপ তুমি কৈলে চিরকালে ।
ভুট্ট হৈয়া দিব্যরূপ দেখাইলু তোরে ॥
আমার এরূপ যার হয়ে দরশন ।
সেই ক্ষণে হয় ভববন্ধ বিমোচন ॥

গভাগত শ্রম আর নহিব তোমার ।
আজ্ঞা লৈয়া চল তুমি সৃষ্টি করিবার ॥
চারি দিক্‌কে ভাগবত कहিলু সংক্ৰিপে ।
এই ভক্তজ্ঞান ব্রহ্মা জানিহ স্বরূপে ॥
সৃষ্টিকার্য্যে চল তুমি চিন্তা নাহি কর ।
ভক্তজ্ঞান করি এই ভাগবত ধর ॥
তুমি সৃষ্টি কর ব্রহ্মা এক মন চিতে ।
তবে ত তোমার চিন্ত না যাব বিপথে ॥
এতেক বলিয়া দেবদেব নারায়ণ ।
অন্তরীক্‌ হইয়া তবে চলিলা তখন ॥

কানাড়া বাগ ।

দেখরে দেখরে শ্রমের যত্ননন্দনা ।
ইন্দ্রনীলমণি কিরে এ শ্রাম বরণ ॥ ৫ ॥
কৃষ্ণের চরণে ব্রহ্মা করিয়া প্রণাম ।
সৃষ্টি করিবার তরে গেলা নিজ স্থান ॥
পূর্ব্বে যে রূপে ছিল কল্প বিকল্পনা ।
সেই রূপে কৈল ব্রহ্মা অগত রচনা ॥
তবে মহা ষোড়শের নারদ কুমার ।
ব্রহ্মার সদনে গেলা তত্ত্ব জানিবার ॥
তবে ভাগবত ব্রহ্মা कहিল তাহারে ।
আপনে कहিল যাঁহা দেব দেবেশ্বরে ॥
দশবিধ লক্ষণ পুরাণ বেদসার ।
ব্রহ্মামুখে জানিলেন নারদ কুমার ॥
নারদ ব্যাসেরে তবে কৈলা উপদেশ ।
ব্যাসে আশা পঢ়াইল করিয়া বিশেষ ॥
সেই ভাগবত আমি कहিব তোমাতে ।
সাধনান হইয়া তুমি শুন নৃপবরে ॥
সর্ব্বে বিসর্গ স্থান পোষণ ধারণ ।
কর্ম্ম-বাসনা যত্নের বিবরণ ॥
ঈশ্বরচরিত মুক্তি প্রলয় আশ্রয় ।
দশবিধ कहিল লক্ষণ পরিচয় ॥
জীবের স্বরূপ গতি বহুবিমোচন ।
যে রূপে তত্ত্বের গতি মান্নার জনম ॥
সম্বৎসর ভয় তিন গুণ উতপতি ।
যে রূপে বিরাক্ষণ হৈলা সুরপতি ॥
যে রূপে সৃজিলা জল এ মহীমণ্ডল ।
মদ নদী স্বাবর অক্ষয় চরাচর ॥

যে রূপে সাগর গিরি পাতাল কল্পনা ।
যে রূপে উপরে সাত লোকের রচনা ॥
দেবতা দানব নর কিন্নর বানর ।
শূর সিদ্ধ মুনি যম বক্ষ বিদ্যাধর ॥
নগ নাগ কিন্নর গন্ধক চারণ ।
ভূতপ্রেত পিশাচ রাক্ষস দুর্ভাগ ॥
পশু পক্ষ খগ যুগ কীটাদি পতঙ্গ ।
চতুর্দিক্‌ জীব জাতি সিংহ ও মাতঙ্গ ॥
জল স্থল পাতাল সকল লোকবাসী ॥
একে একে সৃজিল যতেক জীবরাশি ॥
এই রূপে সৃজে হরি সকল সংসার ।
প্রলয় সময়ে করে জগত সংহার ॥
নানারূপ ধরি হরি করয়ে পালনে ।
তবে পাশ্চাত্ত্য कहি শুন সাবধানে ॥
পুছিল শৌনক তব স্মৃতি সন্ধানে ।
কেনে ঘর ছাড়িয়া বিদূর গেলা বনে ॥
সে হেন সম্পদ কেনে ছাড়িল বিদূরে ।
কি রূপে চলিলা তাঁহ তীর্থ করিবারে ॥
মৈত্রেয় মুনির সহে কোথা দরশন ।
কি কাজে একত্রে হৈলা দু'হাং মিলন ॥ (১)
কি কথা कहিল মুনি বিদূরের স্থানে ।
এ সব कहিবে স্মৃতি শুনে মুনিগণে ॥
তবে স্মৃতি कहিতে করিল অনুবন্ধ ।
যে রূপে মৈত্রেয় সহে বিদূরপ্রসঙ্গ ॥
এই কথা জিজ্ঞাসিলা রাজা পরীক্ষিত ॥
শুক মুনি कहিলা করিয়া বিস্তারিত ॥
কহিব তোমাতে রাজা শুন সাবধানে ।
বিদূর-মৈত্রেয়-কথা বিদিত ভুবনে ।
কহিল দ্বিতীয় স্বরূপ কথা সমাধানে ॥
ভক্তিব্যোগ कहি যাথে নানা উপাখ্যানে ॥
যন্ত পুণ্য পাপহর অগত-পবিত্র ।
ভব-বন্ধ-বিদারণ গোবিন্দচরিত্র ॥
মুখে ভাগবত লোক বৃদ্ধি কারণে ॥
শ্রীভবন্ধে ভাগবত কহে সমাধানে ॥
শ্রীশিরোমণি শ্রীগদাধর জানে ॥
ভাগবত-আচার্য্যের মধুর-গানে ॥

(১) অত পুঁথির পাঠ,—

“কি কাজে একত্রে তাঁহা দু'হাং মিলন”

ইতি শ্রীভাগবতে দ্বিতীয় স্বন্ধে প্রেমভরঙ্গিণী

দ্বিতীয়োচ্চারণঃ ২ ॥

সমাপ্তচরণ দ্বিতীয়ঃ স্বন্ধঃ ২ ॥

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম অধ্যায় ।

ভক্তিশততুর্কিধা জ্ঞানং বিজ্ঞানং তত্ত্বনির্ণয়ম্ ।
তৃতীয়স্কন্ধচরিতং শৃংখলং যত্র বর্ণ্যতে ॥

সিন্ধুড়া রাগ ।

ধৃতরাষ্ট্র রাজা ছিল কুপত্র অধীন ।
সে যেই ইচ্ছায় তাই করে অক্ষহীন ।
পঞ্চাশ পাণ্ডব শুদ্ধ ধর্ম কলেবরে ।
তা-সভা পোড়াতো রাজা ধুইল জোষেরে ॥
জলে রাজ্য ছাড়াইল দ্যুতক্রীড়া করি ।
দ্রৌপদী সভাতে আনে কেশপাশ ধরি ।
বিষলাড়ু দিলা ভীমে মাঝিবার তরে ।
এইরূপে কত কত কৈল পরকারে ॥
ধৃতরাষ্ট্র মহারাজ মদ্রণা করিতে ।
ডাক দিয়া বিদুরে আনিলা সভাসতে ॥
কহিতে লাগিলা তবে বিদুর সম্মতি ।
কহিব তোমাং রাজ্য কর অবগতি ॥
যুধিষ্ঠিরে দেহ তুমি অর্দ্ধ রাজ্যখণ্ড ।
দুতাই অর্জুন ভীম মহা পরচণ্ড ॥
কৃষ্ণ তার সহায় অখিল লোকপতি ।
তার সহে ছাড় রাজ্য বিবাদ যুগতি ॥
কুলদ্বার দুর্ঘোষন আছে নিজ পুরে ।
এ বড় বিষম দোষ দেখিয়ে তোমাংরে ॥
এ বোল শুনিঞা দুর্ঘোষন দুঃখচারি ।
বিদুরকে দিলা গালি ভৎসিয়া অপার ॥
কে আনিল হেন দুষ্ট সভার ভিতরে ।
যার অন্ন খেঞা জীয়ে মল বোলে তারে ॥
সহজে অন্ন জাতি দাসীর কুনার ।
আনিতে উচিত নহে সভার মাঝার ॥
সভা হৈতে দূর কর কুমন্ত্রভাজন ।
পর পক্ষ হৈয়া বনে অসত্য বচন ॥
এ বোল শুনিঞা ধীর ব্যাসের নন্দন ।
দ্বারে ধুইয়া বনে চলিলা তখন ॥
অবধূত বেশ ধরি শিরে জটাতার ।
দণ্ড কমণ্ডলু করে পরে বাধডাল ॥
নানা ভীর্থ যত যত আছে ক্রিতিলে ।
পুণ্য নদ নদী যত পুণ্য-সরোবরে ॥
যে যে রূপ পরি হরি যথা যথা বৈসে ।
করিয়া সদল ভীর্থ চলিলা প্রভাসে ॥

যখন বিদুর আসি প্রভাসে মিলিলা ।
লোকমুখে বন্ধুগণনিধন শুনিলা ।
জানিলা বিদুর ভার হরিলা শ্রীহরি ।
কণেক বসিলা তবে চিন্ত স্থির করি ॥
যুধিষ্ঠিরে রাজ্য করি প্রভু বধুর ।
শাসিয়া সকল দিল ধরণীমণ্ডল ॥
এ সব শুনিঞা সরস্বতীতীরে আসি ।
তথা রহি নানা ভীর্থ কৈল ভীর্থবাসী ॥
তবে আসি প্রয়াগে বিদুর উত্তরিল ।
উদ্ধবের সঙ্গে তথা দর্শন হৈলা ॥

মারাটি রাগ ।

বারকার কথা জিজ্ঞাসিলা একে একে ।
শ্রুতিরয়া উরু আকুল হৈলা শোকে ॥
সে মহা ভকত একে কৃষ্ণের কিঙ্কর ।
এ জন পরাণে জীয়ে বড় চমৎকার ॥
শ্রুতির বিচ্ছেদ তার জীয়ে হেন জন ।
এইত অল্প নহে শক্তি কারণ ॥
পাঁচ বরষের শিশু যখনে আছিল ।
ভাত খাইবার তরে মায়ে ডাক দিল ॥
না ছাড়িল কৃষ্ণকেলি না কৈল ভোজন ।
হেন সে উদ্ধব ভাগবত মহাজন ॥
ভূমিতে পড়িলা সে যে হয়্যা মরহিত ।
কণেক থাকিয়া তবে স্থির কৈল চিত্ত ॥
পুলকে পুরিল অঙ্গ সজলনয়নে ।
চিন্ত নিবারিয়া কথা কহে মতিমানে ॥
কি কহিব কুশল বিদুর মহামতি ।
হত্যভাগ্য সব লোক হত বসুমতী ॥
হত্যভাগ্য বহুকুল জ্ঞান ভাল মতে ।
একত্রে বসিয়া কৃষ্ণের না জানিল তত্ত্বে ॥
ইচ্ছিতজ্ঞ এক মহামতি - দুঃখাব ।
হেন হয়্যা না জানিল প্রভুর স্বভাব ॥
দেবমায়া বলবতী কি কহিব তারে ।
হরয়ে সভার মতি ভ্রম করিবারে ॥

ব্রহ্মশাপ ছলে হরি যদুকুল হরে ।
 বৈকুণ্ঠ বিজয় তবে কৈলা যদুবরে ॥
 উদ্দেশ্য না জানে যার ভব আদি সুরে ।
 কে জানে কিরূপে হরি কোন কৰ্ম করে ॥
 কৰ্ত্তা নহে কৰ্ম করে অজ্ঞ হঞা জন্ম ।
 কে জানে কিরূপে হরি করে কোন কৰ্ম ॥
 অম্মুর বধিতে জন্ম বসুদেবঘরে ।
 পলায়্যা গোকুলে যার কংসাসুরডরে ॥
 আর এক দুঃখ যোর শুন মহামতি ।
 বাপের চরণ ধরি করয়ে কাহুতি ॥
 বসুদেব দেবকীর ধরিয়া চরণ ।
 আপনার অপরাধ করায় খণ্ডন ॥
 শরণ পশিয়া তাঁর চরণকমলে ।
 কেবা দুঃখ নাহি তরে এ ভব সংসারে ॥
 সাক্ষাতে দেখিলে তুমি আর অদভুত ।
 কি কাজে কিঙ্কর হৈলা অর্জুনের দূত ॥
 শিশুপাল করিয়া অশেষ অপরাধ ।
 চরণে প্রবেশ কৈলা দেখিলা সাক্ষাৎ ॥
 ভারতে যতেক দৈত্য পড়িল সময়ে ।
 মুখচন্দ্র দেখি গেলা বৈকুণ্ঠ নগরে ॥
 উগ্রসেন সাক্ষাতে দাণ্ডিয়া বনমালী ।
 ত্য করি আজ্ঞা মাগে কর জোড় করি ॥
 কালকূট তন পান পুতনা করায় ।
 সে হেন রাক্ষসী হয়্যা মাতৃপদ পরায় ॥
 যত দৈত্যগণ মৈল সময় ভিতরে ।
 তারা সে বৈষ্ণব বড় যোর চিন্তে ধরে ॥
 গরুড় বাহন হরি দেখিয়া সাক্ষাতে ।
 সবংশে বৈকুণ্ঠে চলি গেলা সেই পথে ॥
 সে সব কহিতে যোর মনে দুঃখ উঠে ।
 শ্রুতি প্রভুর গুণ যোর প্রাণ ফাটে ॥
 আর কি কহিব কথা শুন হে বিদুর ।
 প্রাণ হরি লৈয়া প্রভু গেলা নিজপুর ॥
 গোপন চরায় হরি গোপবেশ ধরি ।
 গোপশিশু সঙ্গে করি করে নানা কেলি ॥
 বিবিধ দানব মায়ে বিবিধ প্রকারে ।
 দাবায়্য করিয়া পান গোকুল উদ্ধারে ॥
 ছুট নাগ দমিয়া পাঠাইল আন স্থান ।
 বমুনীর জল কৈল অমৃতসমান ॥
 যজ্ঞ ভঙ্গ করিয়া ইন্দ্রের ভাঙ্গে পূজা ।
 করে গিরি ধরিয়া রাখে গোকুলের পূজা ॥
 রাসকেলি করে ব্রজ-রমণীমণ্ডলে ।
 অখিল ভুবনে অমুপায় রূপ ধরে ॥

কংস মারি উগ্রসেনে অভিষেক করে ।
 গুরুসেবা লওয়াইতে গেলা গুরুঘরে ॥
 রাজ্যক্র জিনিঞা কৃষ্ণিণী দেবী হরে ।
 সাত বৃষ বান্ধি নাগজিহ্বা বিভা করে ॥
 এইমতে অষ্টদেবী বিবাহ করিয়া ।
 ষোল সহস্র কন্যা আর আনিলা হরিয়া ॥
 নয়ক মারিয়া তার পুত্রে কৈল রাজা ।
 স্বর্গে গেলা ইন্দ্রাদি দেবতে কৈল পূজা ॥
 পারিজাত আনিলা জিনিয়া দেবগণে ।
 কল্লতরু আরোপিয়া ষারকা ভুবনে ॥
 ঘোড়শ সহস্র রূপ ধরি এক কালে ।
 ষোড়শ সহস্র বিভা কৈলা যদুবরে ॥
 যত যত পরচণ্ড দৈত্য অধিকারী ।
 জরাসন্ধ আদি সব মারিল মুরারি ॥
 বৃধিষ্টির আদি পঞ্চ পাণ্ডবের সঙ্গে ।
 দুর্যোধন সহে কৈলা বৈর অমুবাঞ্চে ॥
 হরিলা সকল ভার এই লক্ষ্য করি ।
 সত্যের পালন তবে করিলা শ্রীহরি ॥
 বৃধিষ্টিরে রাজ্য করি নিজ অধিকারে ।
 অশ্বমেধ যজ্ঞ করাইল তিন বারে ॥
 শাসিয়া সকল দিল মোদনীমণ্ডল ।
 পৃথিবীর রাজা দিল করিয়া কিঙ্কর ॥
 উত্তরার গর্ভরক্ষা সত্যের পালন ।
 ষারকা চলিয়া তবে আইলা নারায়ণ ॥
 রাজরাজেশ্বর হই ষারকামণ্ডলে ।
 গৃহধর্মস্থখ করি ব্রাহ্মণ্য সংসারে ॥
 প্রকৃতি-পুরুষপর পুরুষ পুরাণ ।
 গৃহধর্ম কৈলা যেন জীবের সমান ॥
 কত কোটি স্তব দায় কে জানিতে পারে
 কত কত যজ্ঞ দান কৈলা ঘরে ঘরে ॥
 কত কৰ্ম কত রূপ কৈল একবারে ।
 ষারকার সম্পদ শ্রুতির অগোচরে ॥
 তিলেক সকল নাশ কৈলা যদুবর ।
 সাগরে মজিলা তবে ষারকা নগর ॥
 ব্রহ্মশাপ ছল করি তেজি নিজ পুরে ।
 প্রভাসে আসিয়া প্রভু বুলক্ষ্য করে ॥
 যদুকুল সংহার করিয়া যোগেশ্বরে ।
 বীরাসন করিয়া বসিলা তরুতলে ॥
 বৈকুণ্ঠনাথের হৈল বৈকুণ্ঠ বিজয় ।
 সুরগণে জানিলেন প্রভুর হৃদয় ॥

পঠয়ঙ্গরী রাগ ।

ব্রহ্মা ভব সুরপতি শশী দিনকর ।
 ২২২ সিদ্ধ মূনিগণ গন্ধর্ব্ব কিম্বর ॥
 তাঁরা সব সতাই রহিলা সাবহিতে ।
 সতেই বলেন প্রভু যাইবা এ পথে ॥
 নরবেশ ছাড়ি প্রভু নিজ বেশ ধরে ।
 সূর্য্যকোটি জিনিএ প্রকাশ কলেবরে ॥
 শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধরে চারি ভুজে ।
 ধ্বজ বক্ষ বিরাজিত চরণ পঙ্কজে ॥
 মুণ্ডট কুণ্ডল হার কটক বিরাজে ।
 সুপীণব বক্ষেতে বৌদ্ধত মণি সাজে ।
 দিব্য গন্ধ তুলসী কুম্ম দিব্য মালা ॥
 দিব্য মণিময় হার চমকে চপলা ।
 চরণে নুপুর করে কেয়ুর কঙ্কণ ।
 গীতবাস পরিধান বিচিত্র ভূষণ ॥
 বৈকুণ্ঠের পারিষদ অষ্ট মহানিধি ।
 নিজ রূপ ধরি সব আইলা যোগসিদ্ধি ॥
 স্বর্গে যেন তারা ছুটে বিজুরি সঞ্চারে ।
 হেন অলঙ্কিত গতি চলিলা সঙ্ঘরে ॥
 যে ধেব আসিল যথা রহিলা সেমতে ।
 কেহ না জানিলা প্রভু গেলা কোন্ পথে ॥
 তখনে আছিলা মুণ্ডি অধম বঙ্কিত ।
 না জানিলু কিরূপে চলিলা আচম্বিত ॥
 কহিলা মোহোর তরে দিব্য যোগ জ্ঞান ।
 বৈকুণ্ঠ চলিলা তবে পুরুষ পুরাণ ॥
 আজ্ঞা হৈল মোরে যাইতে বদরিকাশ্রম ।
 ভাগ্যে তোমা সনে হৈল পথে দরশন ॥
 নর-নারায়ণ তথা পুরুষ পুরাণ ।
 ভক্তিব্যোগ সাধিব তাঁহার সন্নিধান ॥
 এত মর্ষ্য শুনিএ বিদুর মহাশয় ।
 কর জোড়ে বলে কিছু করিয়া বিনয় ॥
 কৃপা করি যদি মোরে কহ তত্ত্বজ্ঞান ।
 তোমার প্রসাদে যোর হয় পরিজ্ঞান ।
 লোক হিত করিতে বৈষ্ণব অবতার ।
 সর্ব্বত্র বেড়ায়্যা করে জীবের উদ্ধার ॥

ভাটিয়ালা রাগ ।

কহিলা উদ্বত তবে জ্ঞানে সুপণ্ডিত ।
 আমি উপদেষ্ট দিতে না হয় উচিত ॥
 মৈত্রেয় মুনিকে আজ্ঞা দিলেন আপনে ।
 এই জ্ঞান দিহ তুমি বিদুরের স্থানে ॥
 বিদুর আবার সখা শুন মহামুনি ।
 যোর বিষয়ানে কহিলেন চক্রপাণি ॥

মৈত্রেয় তোমারে কহিবেন তত্ত্বজ্ঞান ।
 শীঘ্র চলি যাহ তুমি মুনি সন্নিধান ॥
 এতেক বলিয়া তুমি হরির কিম্বর ।
 চলিলা উত্তর মুখে ভকতশেখর ॥
 বিদুর অজ্ঞান হয়ে পড়ি ভ্রমিতলে ।
 হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলি কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥
 কণে চিত্ত স্থির করি চলিলা তখন ।
 গঙ্গাধারে গিয়া পাইল মূনির দর্শন ॥
 দেখিলা মৈত্রেয় মুনি মহা তপোনিধি ।
 কর ষোড়ি প্রণাম করিলা মনোবাক্ষি ॥
 প্রণত কঙ্কর হই বলে স্তুতিবাণী ।
 জিজ্ঞাসা করিব কিছু শুন মহামুনি ॥
 আমি দীন হীন জনে যদি দয়া হয় ।
 সে সব করিলে মোর ঋণে সংশয় ॥
 সুখ হেতু করে লোক নানা পুণ্য কর্ম্ম ।
 তাহাতে না দেখি সুখ না ঘুচে অধর্ম্ম ॥

বেলোয়ার রাগ ।

পরিণামে দুঃখ সতে দেখিয়ে তাহার ।
 কহ মুনি তপোধন কি হয় বিচার ॥
 কিরূপে করয়ে প্রভু সৃষ্টি পরলয় ।
 কিরূপে পালন করে প্রভু দয়াময় ॥
 প্রলয়সাগরে করি অনন্ত শয়ন ।
 যোগনিদ্রা কিরূপে করয়ে নারায়ণ ॥
 দান পুণ্য যজ্ঞ ব্রত শুনিলা ভারতে ।
 ব্যাসমুখে শুনিয়া সন্তোষ নৈল চিত্তে ॥
 হরিকথা স্মরণ করিতে শ্রবণে ।
 তৃপ্তি মানয়ে হেন আছি কোন্ জনে ॥
 সর্ব্বধর্ম্মসার হরি কথা স্মরণ ॥
 তাহা বহি মুনি তুমি না কহিবে আন ।
 বিদুরের বচন শুনিএ মহামুনি ।
 সাধু সাধু বাদ করি বিদুরে বাখানি ॥
 ব্যাসের নন্দন তুমি যম ধর্ম্মরাজ ।
 তুমি যে বৈষ্ণব হবে কত বড় কাজ ॥
 মুনি মাণ্ডব্যের শাপে তুমি শূদ্রজাতি ।
 শুদ্ধভাবে ভজিলে গোবিদ প্রাণপতি ॥
 তোমার কারণে হরি বলিলা আমারে ।
 তত্ত্ব উপদেশ তুমি কহিও বিদুরে ॥
 এতেক বলিয়া তবে মুনি যোগেশ্বর ।
 সৃষ্টি স্থিতি উতপত্তি কহিলা বিস্তর ॥
 সৃষ্টিকালে যখনে প্রভুর ইচ্ছা হৈল ॥
 প্রকৃতি পুরুষ কাল মহত জয়িল ।
 অহঙ্কার পঞ্চতত্ত্ব পঞ্চভূতগণ ॥

দশবিধ ইন্দ্রিয় দেবতা দশজন ।
এ সব একত্র হই করিব সৃজন ।
অহঙ্কারে একত্র নহিল কোন জন ।
তারা যদি না পারিল সৃষ্টি করিবারে ।
কৃষ্ণেরে প্রণাম কৈল কর যুড়ি শিরে
ভক্তি প্রতি প্রতি কৈল নানা ভাবে ।
সর্বভাব করিয়া ভজিলা সর্ব দেবে ॥
কালরূপ ধরিয়া অনন্ত স্থবীকেশ ।
সভার হৃদয় মাঝে কৈলা পরবেশ ।
তবে তারা সতে মেলি হৈল একমতি ।
সৃজিল ব্রহ্মাণ্ড নানা বিচিত্র শক্তি ।
ব্রহ্মাণ্ড মজিল তবে প্রলয়সাগরে ।
সহস্র বৎসর হৈল জলের ভিতরে ।
তবে প্রভু ধরিয়া বিরাট কলেবর ।
ব্রহ্মাণ্ড স্থাপিলা ঃমি জলের উপর ॥
আপনে প্রবেশ কৈলা বাহু অভ্যন্তরে ।
সুদৃঢ় ব্রহ্মাণ্ড হৈল কৃষ্ণশক্তি বলে ।
তাহার ভিতরে হল ব্রহ্মাদি কল্পনা ।
৫ চৌদ্দ ভুবন আর বিবিধ রচনা ।
চন্দ্র সূর্য্য পুরন্দর যম হতাশন ।
কুবের ঈশান মৃত্যু (১) বক্রণ পবন ।
সুর সিদ্ধ নাগ নর যক্ষাদি কিম্বর ।
নক্ষত্র সকল আর সাধ্য বিভাধর ॥

(১) পাঠান্তর, — “বহু” ।

সুরাসুর মূনিগণ গন্ধর্ব্ব খেচর ।
পশু পক্ষ ঋগ মুগ জল স্থলচর ।
অশেষ বিশেষ জন্তু নানা চরাচর ।
সকল সৃজিল প্রভু ব্রহ্মাণ্ড ভিতর ।
মুখে হৈতে ব্রাহ্মণ সৃজিলা সুরপতি ।
বাহুমূলে ক্ষত্রিয়ের করিলা উতপতি ।
বৈশ্য জাতি উরু স্থলে কৈলা উতপন্ন ।
পদযুগে শূদ্রজাতি করয়ে সৃজন ॥
সর্ব বর্ণ সর্ব ধর্ম্ম আশ্রম আচার ।
সৃজিলা সভার বৃত্তি আহার বিহার ॥
শস্ত্র শাস্ত্র নানা বিজ্ঞা শিল্প ব্যবহার ।
সর্ব জীব জীবন-উপায় পরকার ॥
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃজয়ে এইরূপে ।
কে জানে কেমন কর্ম্ম করে কোন্‌রূপে ॥
কহিল তোমায়ে কিছু বৃত্তি অমুসায়ে ।
সকল কহিব হেন শক্তি কেবা ধরে ॥
ভাগবত-আচার্য্যের মধুর বচন ।
উদ্দেশে কহিলুঁ কিছু সৃষ্টিনিরূপণ ॥
শুনিলে ছরিত হরে পুষ্য উপচয় ।
বিষলোকে বাস তার ঘুচে ভবভয় ।
ধীরশিরোমণি ত্রীগদাধর জান ।
ভাগবত আচার্য্যের মধুর-গান ॥

ইতি ত্রিভাগবতে মহাপুরাণে তৃতীয়

স্কন্ধে প্রেমতরঙ্গিণী প্রথম

অধ্যায়ঃ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

(বরাড়ী) রাগ ।)

এতেক শুনিলে তবে বিহুর সুধীর ।
নয়নে আনন্দজলে পুলক শরীর ॥
তবে আর জিজ্ঞাসিলা মূনি সন্নিধানে ।
প্রণত কঙ্কর হই পুছিলা বিধান ॥
অজ নিরঞ্জন হরি নিগুণ বিহার ।
সে কেন শরীর ধরি করে অবতার ॥
দান যজ্ঞ দ্রব্য বিধি নানা বর্ণ ধর্ম্ম ।
জীবগতি কহিবে সকল গুণ কর্ম্ম ॥

কোন্ কর্ম্মে দেবদেব হয় পরসর ।
কোন্ কর্ম্মে করিব গোবিন্দ আরাধন ॥
ভক্তি জ্ঞান বৈরাগ্য কহিবে যে গগতি ।
জ্ঞান দান দিঞা মোর ঘৃচাহ দুর্খতি ॥
কহিতে লাগিলা তবে মূনির প্রশান ।
ধন্য পুরুষংশ (১) যাণে তুমি উপাদান ॥

(১) পাঠান্তর, — “পুণ্যবংশ” ।

হরিকথামৃত পান কর মহাভাগ ।
 পদে পদে নব নব বাঢ়ে অঙ্কুরাগ ॥
 ব্রহ্মার আননে যে কহিল সুরেশ্বরে ।
 সেই ভাগবত আমি কহি সবিত্তারে ॥
 অনন্ত ধরণীধর সহস্র বদন ।
 সনকাদি চারি মুনি গেল। তাঁর স্থান ॥
 যেক্রমে তাঁহার স্তুতি কৈলা আরাধন ।
 যেক্রমে ধরণীধর হৈলা পরস্র ॥
 সনক সনন্দ আর মুনি সনাতন ।
 সনৎকুমার চারি ব্রহ্মার নন্দন ॥
 ধরিশিখরের স্থানে পাইলা উপদেশ ।
 মৈত্রেয় কহিলা সেই করিয়া বিশেষ ॥
 প্রলয় সময়ে বিশ্ব করিয়া উদরে ।
 অনন্ত-শয়নে ছিল। প্রভু বিশ্বস্তরে ॥
 তাঁর নাভিকমলে ব্রহ্মার উতপতি ।
 চিরকাল ধ্যান করি রহে প্রজাপতি ॥
 বত বড় নাভিপদ্ম কি তার আধার ।
 ব্রহ্মা হুয়া না পারিলা তত্ত্ব জানিবার ॥
 পদ্মনাল-বিবরে করিয়া পরবেশ ।
 কোথা হৈতে হৈল পদ্ম না পাইল উদ্দেশ ॥
 চিরকাল ত্রিমুখা উঠিল আর বার ।
 এইরূপে ত্রিমিতে রহিলা চিরকাল ॥
 চির পরিশ্রমে ব্রহ্ম হৈলা অবসন্ন ।
 তবে হরি সাক্ষাতে দিলেন দর্শন ॥
 অনন্ত শয়নে হরি দিব্যরূপ ধরে ।
 নানা স্তুতি কৈলা ব্রহ্মা প্রণত বন্ধরে ॥
 প্রসন্ন হইয়া প্রভু পুরুষ পুরাণ ।
 ব্রহ্মাকে কহিলা ভাগবত-তত্ত্বজ্ঞান ॥
 বিশ্ব সৃজসেন ব্রহ্মা পাঞ উপদেশ ।
 কহিল মৈত্রেয় মুনি করিয়া বিশেষ ॥
 বত বত পুছিলা বিদুর মহাশয় ।
 সকল কহিলা মুনি প্রসন্নহর ॥
 যতেক মানস সৃষ্টি কৈলা পিতামহে ।
 তবে আর যতেক সৃজিলা নিজদেহে ॥
 সনকাদি চারিমুনি মানস কুমার ।
 রুদ্র সৃষ্টি কৈলা ব্রহ্মা হয় অবতার ॥
 মনে উপজিল মুনি মরীচি তনয় ।
 নয়নে জন্মিল অত্রি মুনি মহাশয় ॥
 জন্মিলা অদ্বিরা মুনি ব্রহ্মার বদনে ।
 জন্মিলা পুলস্ত্য মুনি ব্রহ্মার শ্রবণে ॥
 জন্মিলা পুলহ মুনি নাভির বিবরে ।
 ক্রতু মুনি জন্মিলা ব্রহ্মার দুই করে ॥

চর্যে উপজিল কৃষ্ণ মুনির প্রধান ।
 প্রাণ হৈতে বশিষ্ঠ জন্মিলা মতিমান ॥
 দক্ষিণ অঙ্গুলি হৈতে দক্ষের জনম ।
 বক্ষঃস্থলে জন্মিলা নারদ তপোধন ॥
 স্তনে হৈতে জনমিলা ধর্ম্য অবতার ।
 পৃষ্ঠে উপজিলা মৃত্যু অধর্ম্য আচার ॥
 হৃদয়ে জন্মিলা কাম ক্রোধ ভুক্ষুণ্ডে ।
 অধরে জন্মিলা লোভ বাণী হৈলা মুখে ॥
 ছায়া হৈতে জন্মিলা কদম্ব মুনিবর ।
 চারিমুখে চারিবেদ সৃজে মুনিবর ॥
 অর্থ শাস্ত্র যজ্ঞ হোম বিবিধ প্রচার ।
 আয়ুর্কৌদ ধনুর্কৌদ শিল্প ব্যবহার ॥
 স্বায়ম্ভুব মহু যার শতরূপা নারী ।
 দুই মূর্তি ধরে আর ব্রহ্মা অধিকারী ॥
 করিয়া দম্পতিতাব তারা দুইজন ।
 বাচাইল অপত্য সৃষ্টি ব্রহ্মার বচনে ॥
 জ্যেষ্ঠ পুত্র হৈল তার প্রিয়ব্রত নাম ।
 দ্বিতীয় উত্তানপাদ পুত্রের প্রধান ॥
 তিন কন্যা হৈলা তার আকৃতি প্রসূতি ।
 দেবহুতি নাম আর কন্যা মহাসতী ॥
 জনমিলা জিজ্ঞাসিলা ব্রহ্মার চরণে ।
 কি সেবা করিব মুক্তি তোমার এখনে ॥
 বিরক্তি দিলেন আজ্ঞা তজ্জ নারায়ণ ।
 শতরূপা লঞা কর অপত্য সৃজন ॥
 ধরণী শাসিয়া কর এ লোক পালন ।
 এই সে আমার সেবা গুরু আরাধন ॥
 স্বায়ম্ভুব মহু নিবেদিল আরবার ।
 কোথাতে রহিব লোক নাহিক আধার ॥
 পাতালে মজিয়া রৈল ধরণীমণ্ডল ।
 কোথাতে রহিব আমি এ লোক সকল ॥
 এ বোল শুনিঞ ব্রহ্মা চিন্তিল আপনে ।
 না কহিল পুত্র মোর অসত্য বচনে ॥
 আপনে রহিলুঁ আমি সৃজিতে সংসার ।
 পাতালে মজিল পৃথ্বী এ লোক আধার ॥
 ক্রুরূপে এখন তবে উঠয়ে ধরণী ।
 প্রকার না দেখি আন বিনে চক্রপাণি ॥
 এইরূপে চিন্তিতে রহিলা প্রজাপতি ।
 হেনকালে জন্মিলা বরাহ মুরতি ॥
 ব্রহ্মার নাগিকারক্কে হৈলা উপাদান ।
 শূকর বালক হৈলা গজ পরমাণ ॥
 মহানাদ কৈলা রহি আকাশমণ্ডলে ।
 তিলেকে গগন যুড়ি ধরে কলেবরে ॥

মুর সিদ্ধ মুনিগণে করিলা স্তবন ।
গন্ধর্ব্ব কিয়রে কৈলা পুষ্প বরিষণ ॥
তখনে প্রবেশ কৈলা পাতাল বিবরে ।
পৃথিবী উদ্ধার কৈলা দশনশিখরে ॥
হিরণ্যাক্ষ নাম দৈত্য মহা বোরতর ।
ভায় সহে যুদ্ধ হৈল জলের ভিতর ॥
তাহাকে মারিয়া হরি পৃথিবী তুলিল ।
জলের উপরে প্রভু লীলায় স্থাপিল ॥

শকর বিরিকি আদি কৈলা নান। স্তুতি ।
অস্ত্রদান কৈলা তবে বরাহ মুরতি ॥
কহিলু সংক্ষেপে কিছু যজ্ঞ অবতায় ।
সকল কহিতে পারে শক্তি কাহার ॥
দিব্য যজ্ঞবরাহচারিত পুণ্য কথা ।
ভাগবত-আচার্য্য রচিল গুণগাথা ॥
সাবধানে শুন লোক গোবিন্দচরিত !
শুনিলে দ্রুত হরে খণ্ডে ভবভীত ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে তৃতীয়

অঙ্কে দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায় ।

গণ্ডরী রাগ ।

শুনিল। বিদুর যদি গোবিন্দ-চরিত্র ।
পাপহর পুণ্যকর জগতে পবিত্র ॥
আনন্দে পুরিল তহু সন্তোষ-হৃদয় ।
শিরে কর ধরি কৈল বিস্তর বিনয় ॥
তবে জিজ্ঞাসিল আর মুনির চরণে ।
হিরণ্যাক্ষ দৈত্য যুদ্ধ কৈল কি কারণে ॥
কোথাতে জনম তার কোন স্থানে বৈসে ।
এই সব কথা মোরে কহিবে বিশেষে ॥
শাধু শাধুবাদ করি বিস্তর বাধান । (১)
কহিতে লাগিলা তবে মুনির প্রধান ॥
দিতি নামে কশ্যপের আছিল বনিতা ।
দৈত্যের জননী তিঁহ দক্ষের দুহিতা ॥
চন্দ্র সূর্য্য পুরন্দর অদিতিতনয় ।
তা-সভা দেখিয়া দুঃখ পাইলা অতিশয় ॥
সন্ধ্যাকালে গেলা তিঁহ কশ্যপের স্থানে ।
পুত্রকামে রতিকেলি মাগিল চরণে ॥
কশ্যপ বিস্তর তাঁরে কৈলা নিবারণ ।
এখনে উচিত নহে নারী-সম্ভাষণ ॥
শকরের অছুর এখনে শ্রময়ে ।
অর্থ দেখিলে তার। কারো নাহি গয়ে ।
আম্রবী বেলার যত করি পুণ্য কর্ম্ম ।
অমুরে হরয়ে তাহা সে হয় অর্থ ॥

এতেক শুনিল। দিতি দক্ষের দুহিতা ।
ধরিতে না পারে চিত্ত কামে বিমোহিতা ॥
বিস্তর যতন কৈল বিস্তর বিনতি ।
তার ইচ্ছা পালিল কশ্যপ প্রজাপতি ॥
শ্রান করি কৈলা ব্রহ্মময় স্রঙরণে ।
অদৃষ্ট মানিয়া মুনি রহিল ধোয়ানে ॥
গর্ভস্থ ধরে তবে দিতি দৈত্যমাতা ।
সুরগণ জিনিব শুনিল। আনন্দিতা ॥
তার ভেঙ্গে তিন লোক দহয়ে সকল ।
দেবগণ মিলি গেলা ব্রহ্মার গোচর ॥
স্তুতি করি কৈলা দেবে দুঃখ নিবেদন ।
দেবতা শাস্তিয়া ব্রহ্মা কহিলা কারণ ॥

ভাটিয়ালি রাগ ।

চতুরানন-নন্দন, শ্রীসনক সনাতন,
আর সনৎকুমার সনন্দ ।
উয়া চারি কামচারী, চলিল বৈকুণ্ঠ পুরী,
দিব্যরূপ সদায় আনন্দ ॥
কহিলা চতুরানন, শুন শুন সুরগণ,
তুমি সব না করিহ ভয় ।
অম্বর শরীর ধরি দিতিগর্ভে অবতরি
জনমিলা শ্রীজয় বিজয় ॥
মণি ঘরে স্বর্ণকুণ্ড দিব্য রত্ন মণি তত্ত
রতন মন্দির ধরেধর ।

(১) পাঠান্তর,—

“শাধু শাধু বলি তায়ে করিলা বাধান”

চটক রচিত হল বিজয়ের বলয়ল
উজ্জলিত বৈকুণ্ঠ নগর ॥
ললিত বিতান জাল বিলোল মুকুতামাল
মরকত রুচির প্রাচীর ।
দিব্য বাণী উদ্ভট, বিজ্ঞত ঘটিত তট
তরলিত বিমল সলিল ॥
নিঃশ্রেয়স নাম বন শুক সারী ভৃঙ্গগণ
ভ্রাম সুর সুরধুর গান ।
যত পারিষদ বৈসে বিষ্ণুগম রূপ বেশে
সম লোকে বৈকুণ্ঠ সমান ॥
নিজ দেশে পরিহরি লক্ষ্মী বাধে শ্রুতিকরী
করয়ে মন্দির মারজনে ।
পুরুষ-প্রকৃতি পর বুদ্ধি মন অগোচর
বৈকুণ্ঠের মহিমা কে জানে ॥
চারি মহা যোগেশ্বর উঠিলা বৈকুণ্ঠ পর
যায় পুর পরবেশ করি ।
ছই পারিষদ বর বিষ্ণু সম তেজ ধর
রাখিল দুয়ারে বেত্র ধরি ॥
দীপ্ত হতশন জিনি কোপ কৈল চারি মুনি
তা-সভাকে শাপিল বচন ।
বৈকুণ্ঠে বসতি যার হেন সে কুবুদ্ধি তাঁর (১)
হেন জন বৈসে হেন স্থানে ॥

(১) পাঠান্তর—“হেন ভেদ বুদ্ধি তার ” ।

তোয়া এথা হৈতে নড় শীত্ৰগতি অথো চল
হও সে অনুর দুরাচার ।
কহে সেই জয় বিজয় জয় যথা তথা হয়
হরি-স্বতি রাখহ আমার ॥
চারি ব্রহ্মার কুমার কৈলা বর অঙ্গীকার
ঐরি ভাবে করিহ স্মরণ ।
দিব্য পরিচ্ছদ পরি বৈকুণ্ঠের অধিকারী
হেনকালে কৈলা আগমন ॥
তবে প্রভু ভগবত ধর্মদত্ত গত্যত্রত
নানা স্তুতি কৈলা নমস্কার ।
ভৃত্যে করে অপরাধ প্রভুর উপরে বাদ
কম দোষ সকল আমার ॥
প্রভুর মহিমা জানি স্তুতি কৈলা চারি মুনি
বিমোহিত হৈলা চারি জন ।
চলিলা প্রণাম করি প্রভু গেলা নিজ পুরী
ছই বীর পড়িল তখন ॥
জয় বিজয় ছইজন দিতি গর্তে উৎপন্ন
সুরগণ চলে নিজ স্থানে ।
প্রভু করি অবতার হরিব অনুর তার
ভাগবত আচার্য্য স্থগানে ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে তৃতীয়
স্কন্ধে তৃতীয়েঃধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায়

ব্রহ্মার বচন শুনি যত সুরগণে ।
হরিষে চলিলা তবে নিজ নিজ স্থানে ।
দিতি যে ধরিল গর্ত শতেক বৎসর ।
প্রসব হইল তবে অপত্য যুগল ॥
হিরণ্যকশিপু আর হিরণ্যাক্ষ নাম ।
ভার সম কেহ নৈল করিতে সংগ্রাম ॥
হরিয়া বরাহরূপ আপনে শ্রীহরি ।
পৃথিবী উদ্ধার কৈলা হিরণ্যাক্ষ মারি ॥
হিরণ্যাক্ষ বধ-কথা কহিল সকল ।
হিরণ্যকশিপু হৈল ত্রৈলোক্য ঈশ্বর ॥

হিরণ্যাক্ষবধ কথা বরাহচরিত ।
শুনিলে মুকতিপদ ছরিত খণ্ডিত ॥ (১)
হরিকথা শুনিঞা বিদুর মহাশয় ।
হরিষে পুরিল তনু প্রসন্ন হৃদয় ॥
তকতি করিয়া কৈল মুনিকে প্রণাম ।
বিদুর জিজ্ঞাসা কৈল তকত প্রধান ॥
সায়ন্তুব যন্ত্র ছিল ব্রহ্মার কুমার ।
লঙ্ঘনীয় পৃথিবী শাসিলা একেশ্বর ॥

(১) “তুলিলে মুকতিপদ”

তিল মাত্র না ছাড়িল গোবিন্দ ভজন ।
 মহাভাগবত তিঁহো ব্রহ্মার নন্দন ॥
 চারি বেদ শ্রম করি পঢ়ি চিরকাল ।
 ভকত চরিত শুনি এই ফল সার ॥
 হরিকথা শুনি কিবা ভকত চরিত ।
 সর্বশাস্ত্রে সার বর্ণ্য এই সুনিশ্চিত ॥
 সাধু সাধু বাখানিঞা মুনি যোগেশ্বর ।
 প্রসন্ন হৃদয়ে ভারে দিলেন উত্তর ॥
 স্বায়ম্ভুব মনু তিঁহো ব্রহ্মার নন্দন ।
 ব্রহ্মার বচনে কৈলা অপত্য সৃজন ॥
 দুই পুত্র তিন কন্যা সৃষ্টির কারণ ।
 শতরূপা উদরে জন্মিলা পাঁচ জন ॥
 আকৃতি বিবাহ দিল কৃতি মনু স্থানে ।
 প্রসূতি দক্ষেরে তবে কৈলা সংপ্রদানে ॥
 আছিল কন্দম মুনি ব্রহ্মার ভনয় ।
 পরম যোগেশ্বর তেঁহ মহাতপোময় ॥
 ব্রহ্মা আজ্ঞা দিলা যদি সৃষ্টি করিবারে ।
 সহস্র বৎসর তপ কৈলা নিরন্তরে ॥
 সাক্ষাতে আসিয়া বর দিলা অগ্নিধার ।
 স্বায়ম্ভুব কন্যা লঞা আসিব এখাত ॥
 বিনয় করিয়া কন্যা দিব দেবহুতি ।
 তবে নব কন্যা তাথে হইব উত্তপতি ॥
 আপনে আসিয়া পুত্র হইব তোমার ।
 ধরিত্র কপিল নাম মুনি অবতার ॥
 মায়েরে কহিব সাংখ্য যোগ তত্ত্ব জ্ঞান ।
 এ বোল বলিঞা প্রভু হৈলা অন্তর্ধান ॥
 যোগেশ্বর রহিলা যোগ সমাধি করিয়া ।
 সজ্জাব পাইলা কৃষ্ণ সাক্ষাতে দেখিয়া ॥
 স্বায়ম্ভুব মনু তবে ব্রহ্মার বচনে । (১)
 রাজসিংহ চলিল মূনির তপোবনে ॥
 শতরূপা মহিষী অলপ সৈন্ত সাথে ।
 দেবহুতি কন্যা তুলি নিল দিব্য রথে ॥
 সরস্বতী নদী তীরে দিব্য সিঁদাশ্রম ।
 সর্বগুণে অলঙ্কৃত দিব্য তপোবন ॥
 ভয়াল হস্তাল ভাল শাল যে পিরাল ।
 বকুল কদম্ব নীপ বিষ্ণু কোবিদার ॥
 চম্পক লবঙ্গ চূত নারেল পারিজাত । (২)
 ফল ফুলে লবিত বিবিধ তরুজাত ॥

(১) পাঠান্তরে—

“স্বায়ম্ভুব কন্যা লঞা চলিলা ভংকণে ।”

(২) পাঠান্তর—

“চম্পক পুরাণ চূত আর পারিজাত ।”

বিবিধ বিহঙ্গ ভৃঙ্গ বিবিধ ঝঙ্কার ।
 বিবিধ নির্মিত স্থল বিবিধ সঞ্চার ॥
 যোগীন্দ্র ধনীন্দ্রবৃন্দ বিবিধ মণ্ডল ।
 যজ্ঞ হোম বেদধ্বনি বিবিধ মঞ্জল ॥
 তথা গিয়া উত্তরিলা মনু মহারাজ ।
 আনন্দিত হৈল দেখি মূনির সমাজ ॥
 দণ্ড পরণাম করি ব্রহ্মার নন্দন ।
 কন্দম মূনির কৈলা চরণবন্দন ॥
 বিবিধ বিধানে স্তুতি কৈলা অতিশয় ।
 করযোড় করিয়া রহিলা মহাশয় ॥
 উঠিয়া কন্দম তবে রাজা সম্মতিলা ।
 বিবিধ বিধানে পুজি পাশ্চ অর্থ দিলা ॥
 আগত বচনে কৈলা কুশল জিজ্ঞাসা ।
 মধুর বচনে কৈলা আতিথ্য সম্ভাষা ॥
 তবে স্বায়ম্ভুব মনু ব্রহ্মার নন্দন ।
 মূনির চরণে কৈলা আত্মনিবেদন ॥
 যোর কন্যা দেবহুতি কুলশীলবতী ।
 নারদের বচনে বরিল তোমা পতি ॥
 পিতামহ যোরে আজ্ঞা দিলেন আপনে ।
 কন্যাখানি সমর্পিব তোমার চরণে ॥
 এতেক বলিয়া মনু কৈলা স্তম্ভকণ ।
 কন্দম মূনির কৈলা কন্যা সমর্পণ ॥
 বিবিধ যোতুক দিল বহুমূল্য ধন ।
 শতরূপা দেবী কিছু কৈলা নিবেদন ॥
 আজ্ঞা মাগি দম্পতি চলিয়া নিজ রথে ।
 বহিষতী নিজ পুরী গেলা রাজপথে ॥
 সম্ভাবতী দেবহুতি মনুর দুহিতা ।
 সর্বভাবে পতিসেবা কৈল পতিব্রতা ॥
 ছাড়িয়া সকল সুখ শয়ন ভোজন ।
 নিরবধি কৈল কন্যা পতি আরাধন ॥
 এইরূপে সেবিতে রহিলা চিরকাল ।
 রূপা কৈল মূনি দুঃখ দেখিয়া তাহার ॥
 যোগবলে দিব্যরথ আনিল তখনে ।
 রতনে রচিত রথ খচিত কাঞ্চনে ॥
 তরল কিঙ্কণীজাল বিলোলিত মাল ।
 বিবিধ মন্দির পুর বিবিধ সঞ্চার ॥
 দেবের নাচনী নাচে গায় বিভাধর ।
 দেবগণে সেবে রথ দিব্য কলেবর ॥
 যত ইচ্ছা করে রথ বাঢ়ে তত দূর ।
 বিচিত্র নির্মিত রথ যেন সুরপুর ॥
 পাটের খোপনা তাথে স্রবর্ণ গাঁথনী ।
 হেম মরকত মাঝে দীপ্ত করে বগি ॥

বহুবিধ ভোগ দিব্য তাথে মনোহর ।
 সুবর্ণ ভিদ্ধার তাথে সুশীতল জল ॥
 কপূর তাহুল তাথে মনোহর ভীতি ।
 স্বপনেই যাহা নাহি দেখে শরীপতি ॥
 ত্রিভুবনে নাহি সে যে রথের উপমা ।
 কাহার শক্তি তার কহিব মহিমা ॥
 একত্রে আছয়ে তাথে অষ্ট মহানিধি ।
 মুক্তিমতী হৈল কি মূনির যোগ সিদ্ধি ॥
 ছেন বধ মিলিল মূনির যোগবলে ।
 তাহাতে হইল আর দিব্য সরোবরে ॥
 ইহাতে করিয়া আন চতু দিব্য রথে ।
 তবে আমি পুরাণ তোমার মনোরথে ॥
 আজ্ঞা পেয়ে দেবহুতি জলেতে মজিল ।
 জলের ভিতরে সুরসুন্দরী দেখিল ॥
 অজ মারজন কেহ করায় মজ্জন ।
 বসন পরায় কেহ বিবিধ ভূষণ ॥
 কেহ বেশ করে কেহ চামর চুলায় ।
 কেহ মালা করে কেহ তাহুল যোগায় ॥
 ইন্দ্রের ইচ্ছাণী কিবা হরের পার্শ্বভী ।
 ভূবন জিনিঞা রূপ ধরে দেবহুতি ॥
 জলে হৈতে উঠিল কিস্করীগণ সঙ্গে ।
 মূনির বচনে রথে চড়িলা আনন্দে ॥
 চলিলা কর্দ্দম মূনি মহাযোগেশ্বর ।
 বাম কোটি জিনি রূপ ধরে মনোহর ॥
 যতেক বিহার স্থল আছে ত্রিভুবনে ।
 যোগবলে বিহার করিল স্থানে স্থানে ॥
 পরম যোগেশ্বর মূনি অব্যাহত গতি ।
 বিবিধ বিহার (১) করে লেয়া দেবহুতি ॥
 সুর-সিদ্ধ নর-পুত্র করেন বিহার ।
 এইরূপে বিহারিতে গেল চিরকাল ॥
 তবে নিজ স্থানে চলি আইলা মূনিবর ।
 পূৰ্ণরূপ ছাড়ি হৈলা মূনিকলেবর ॥
 তবে নব কস্তা প্রসবিনী দেবহুতি ।
 উতপল গন্ধ তহু মোহন মুরতি ॥
 চলিলা কর্দ্দম মূনি করিয়া সন্ধ্যাশ ।
 কন্যখোড়ে দেবহুতি দাণ্ডাইলা পাশ ॥
 পূৰ্ণবে আছিল আজ্ঞা হইব তনয় ।
 আপনে জানিয়া কৃপা কর মহাশয় ॥
 পত্নীর হৃদয় বৃদ্ধি মূনির প্রদান ।
 কথোদিন রহিলা করিয়া সমাধান ॥

শুভকালে শুভকপে শুভ বোগ-তিথি ।
 আপনে আসিয়া জনমিলা সুরপতি ॥
 ধরিলা কপিল নাম মহা মুনীশ্বর ।
 সূর্য্য কোটি সম তেজ দীপ্ত কলেবর ॥
 হেনকালে ব্রহ্মা আইলা সঙ্গে ঋষিগণ ।
 কর্দ্দম মূনিরে তবে কৈলা সম্ভাষণ ॥
 যত্ন তুমি মহাযোগী সফল জীবন ।
 আপনে তোমার পুত্র হৈলা নারায়ণ ॥
 তোমার আছয়ে কস্তা নব ধৃতব্রতা ।
 তাঁ-সত্যার যোগ্যবর এ নব জামাতা ॥
 নব ঋষি কুলে শীলে তোমার সমান ।
 বুঝিয়া করহ তুমি কস্তা সংপ্রদান ॥
 আমার কুমার বৎস তোমার জামাতা ।
 এ বোল বলিয়া গেলা সর্বলোক পিতা ॥
 তবে মূনি বিচারিয়া কৈল শুভকল ॥
 আনিয়া বরিলা নব ঋষি তপোধন ॥
 মরীচি ঋষিকে কস্তা দিলা কলা নামে ।
 অত্রিকে করিলে অননুয়া সংপ্রদানে ॥
 শ্রদ্ধা নামে কুমারী অঙ্গিয়া মূনি পাইল ।
 হবিভূ হুহিতা তার পুলস্ত্যে ভজিল ॥
 পুত্র হৈ পাইল গতি ক্রিয়া ক্রতু মূনি ।
 খ্যাতি কস্তা পাইল তৃপ্ত পরম রমণী ॥
 বশিষ্ঠ পাইল কস্তা নামে অক্ষকলী ।
 অথর্বকে দিলা শান্তি নামে সত্যবতী ॥
 কস্তা দিয়া কৈলা মূনি বিনয় বেথারে ।
 সাদরে চলিলা তারা নিজ নিজ ঘরে ॥
 বিষ্ণু অবতার দেখি কপিল কুমার ।
 আসিয়া কর্দ্দম মূনি কৈল নমস্কার ॥
 বহুবিধ স্তুতি কৈল বিবিধ বিধানে ।
 চলিতে মাগিলা আজ্ঞা পুত্রের চরণে ॥
 পুত্র বৃদ্ধি না শুচিব তোমার সাক্ষাতে ।
 দূরে থাকি চরণ ভজিব ধ্যান পথে ॥
 জগত-উদ্ধার-হেতু কৈলে অবতার ।
 যোর ভববন্ধ যেন নহে আরবার ॥
 আজ্ঞা দেহ পৃথিবী করিব পর্য্যটন ।
 যথা তথা থাকি যেন চিন্তয়ে চরণ ॥
 বাপের বচন শুনি কপিল কুমার ।
 কহিল যাহার তরে কৈলা অবতার ॥
 সত্যযুগে সাংখ্য যোগ পূৰ্ণবে কহিল ।
 ছেন যোগপথ চিরকাল নষ্ট হৈল ॥
 সেই সাংখ্যযোগ আমি কহিব এখানে ।
 সুখে যেন তবে লোক এই দরশনে ॥

চল তুমি মহাযোগী তজিহ আমারে ।
এই ঘোর সংসার তারি বাহ বিষ্ণুপুরে ॥
মায়েরে কহিব ভক্তিব্যোগ উপদেশ ।
অথৈ যেন ভজ্যে আমা জানিরা বিশেষ ॥
তারিব ছরন্ত ভব এ ঘোর সংসার ।
এই সে কারণে আমি কৈলু অবতার ॥
শুনিয়া কর্দম মুনি পুত্রের উত্তর ।
প্রদক্ষিণ করিয়া করিল ষোড় কর ॥
প্রণাম করিয়া তবে পুত্রের চরণে ।
চলিলা কর্দমমুনি হরবিভ মনে ॥

ছাড়িয়া সকল কৰ্ম আশ্রম আচার ।
নিরালস নিরাশ্রয় হৈলা নিরাধার ॥
একান্ত ভকতি করি ভজি নারায়ণ ।
পাইল পরমপদ ছুটিল বন্ধন ॥
তবে আইলা দেবহুতি কপিলজননী ।
প্রণাম করিয়া দেবী বলে কোন বাণী ॥
ধীরশিরোমণি শ্রীগদাধর জান ।
ভাগবত-আচার্যের মধুর-গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে তৃতীয়
স্কন্ধে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়।

কামোদ রাগ।

অজ নিরঞ্জন তুমি নিগুণ বিকার ।
লোক-পরিজ্ঞান-হেতু কৈলে অবতার ॥
স্বীকৃতি সহজে না জানে ভাল মন্দ ।
কিরূপে সংসার ছুটে ছুটে ভববন্ধ ॥
অজ্ঞানভিমির অন্ধ মুঞি মূঢ়রতি ।
জ্ঞানচক্ষু দিয়া যোর খণ্ডাহ দুর্গতি ॥
এ ঘোর সংসার পার কর দয়াময় ।
মাতৃভাবে কৃপা করি ঘৃণাহ সংশয় ॥
মায়ের বচন শুনি প্রভু স্ববীকেশ ।
কহিতে লাগিলা প্রভু ধরি মূনিবেশ ॥
ভক্তি যোগ হয় যদি আমার চরণে ।
বিষয়ে বৈরাগ্য বলে বাঢ়ে অনুক্ষেপে ॥
তবে সে ভরিতে পারে এ ঘোর সংসার ।
শুন মাতা কহিব তাহার পরকার ॥
প্রসঙ্গ দুর্জয় পাশ জীবের বন্ধন ।
সেই সাধু সঙ্গ হৈলে কৈবল্য কারণ ॥
ভাগ্যশীল দয়ালু সকল হিতকারী ।
জগতে যাহার নাহি উপজয়ে বৈরী ॥
এসব ভকতজন ভকতভূষণ ।
সংভাবে করে যেবা গোবিন্দ ভজন ॥
অন্ত দার পরিজন গৃহ ধন তেজে ।
ছাড়িয়া সকল ধর্ম সতে আমা ভজে ॥
পুণ্যকথা আমার শুনয়ে যেবা কহে ।
বিবিধ সংসারতাপ কতু তার নহে ॥

এ সব ভকত সহ্য কর তুমি সঙ্গ ।
সঙ্গদোষ হরিব এই সব ভঙ্গ ॥ (১)
ভকত জনের সঙ্গ হয় যথা তথা ।
আমার চরিত্রগুণ শুনে পুণ্য কথা ॥
নিরবধি হরিকথা শুনে বেই জন ।
শ্রদ্ধা রতি ভকতি বাঢ়য়ে অনুক্ষণ ॥
ভক্তিব্যোগ হয় যার হয়ে ভাগ্যোদয় ।
বিষয়ে বৈরাগ্য হয়ে খণ্ডয়ে সংশয় ॥
শুদ্ধভাবে নিরবধি ভজয়ে শ্রীহরি ।
তবে সে পরমপদ পায় সব তারি ॥
পুত্রের বচন শুনি মন্থর দুহিতা ।
আর কিছু জিজ্ঞাসিলা হৈয়া হরবিতা ।
কিরূপ ভকতজন কিরূপ ভকতি ।
কেমন লক্ষণে চিনি কহ মহামতি (২) ॥
মায়ের বচন শুনি প্রভু দামোদর ।
কপট কপিলবেশে দিলেন উত্তর ॥
বেদমুখে বুঝায় যাহার যে যে ধর্ম ।
সকল ইচ্ছিন্নগণ করে সেই কৰ্ম ॥
স্বভাবে যাহার যে যে করয়ে বিষয় ।
সে সব বিষয় যদি কৃষ্ণ-হেতু হয় ॥

(১) পাঠান্তর,—

“সঙ্গ গুণে নহিব হরির স্মৃতি ভঙ্গ ।”

(২) পাঠান্তর,—“ভকতের গতি” ।

সেই হরি ভকতি বলি বাকি কনা ।
 কৈবল্য অধিক সেই ভকতি প্রদানা ॥
 জীবের বাসনা বন্ধ হরয়ে সকল ।
 অন্নপান ভায়ে যেন উদর আনল ॥
 চরণসেবনে রত যে জন আমার ।
 কৈবল্য করিয়া কিবা বস্তুজ্ঞান তার ॥
 ভক্তসমাবে মেলি হরিগুণ গায় ।
 কৈবল্য অধিক সুখ তাহা হৈতে পায় ॥
 আমার কৃতি রূপ দেখে সেই জনে ।
 অতিশয় নাহি যার নাহিক সমানে ॥
 প্রসন্নবদন কুল কমললোচন ।
 মুক্তি করিয়া তার কোন প্রয়োজন ॥
 আমার অমৃত কথা কহে নিরন্তর ।
 জামল সুন্দর রূপ দেখে মনোহর ॥
 এই সুখে প্রাণ হরে হরয়ে চেতন ।
 তথাপি কৈবল্যপদ হয় উপগম ॥
 অষ্টসিদ্ধি অষ্টৈশ্বর্য অনন্ত বিভূতি ।
 মিলয়ে ভক্তজনে অষ্ট মহানিধি ॥
 ভক্ত জনের নাহি কবহু বিনাশ ।
 কালক্ষেপে না পারিয়ে করিতে গরাস ॥
 আমি যার প্রিয় সখী পুত গুরুজন ।
 আমি যার ইষ্টদেব সুহৃদ আপন ॥
 আমার নিমিত্তে ছাড়ি স্নাত গৃহ দার ।
 ইহলোক পরলোক তেজে আপনার ॥
 পশু বিস্ত সম্পদ সকল সুখ তেজে ।
 একান্ত ভকতি করি সবে আমি ভজে ॥
 ইহাকে করিয়ে মুক্ত সংসারের পায় ।
 তাহা বিনে আমার বাঞ্ছব নাহি আর ।
 আমি সে প্রকৃতি পর পুরুষ প্রদান ।
 আমি হৈতে সকল জীবের উপাদান ॥
 মোর ভয়ে রহে বায়ু উয়ে দিনকর ।
 মোর ভয়ে বরষয়ে দেব পুরন্দর ॥
 বমে দণ্ড ধরে ধর্ম করিয়া নির্ণয় ।
 ধর্মার ভয়ে সাবধানে হত্যাশন দয় ॥
 এই সে কারণে মহা মহাবোগেশ্বর ।
 ভকতি করিয়া ভজে পদ নিরন্তর ॥
 কহিব তোমারে ভক্তিযোগ তত্ত্ব কথা ।
 তত্ত্বভেদ লক্ষণ কহিব শুন মাতা ॥
 তত্ত্বভেদ জানিলে হৃদয় গ্রহি ছুটে ।
 তত্ত্বজ্ঞান উদয়ে অজ্ঞান বন্ধ টুটে ॥
 এই সে কারণে করি তত্ত্ব উপদেশ ।
 সুখে যেন ভজে হরি জানিও বিশেষ ॥

এতেক বলিয়া মহাযোগী দয়াময় ।
 কহিল সকল তত্ত্ব করিয়া নির্ণয় ॥
 অজ নিরঞ্জন জীব নিগুণ বিকার ।
 দেহধর্ম আপনাতে করে অহঙ্কার ॥
 সুখী দুঃখী ভোগী হেন আপনাকে মানে ।
 কর্মদোষে বন্দী জীব শরীর বন্ধনে ॥
 দেহধর্ম আপনাতে করে অভিমান ।
 তে কারণে নানা জনে ভ্রমে স্থানেস্থান ॥
 অকারণে ভ্রমে জীব এ ঘোর সংসারে ।
 বিষয় ধ্যানে দুঃখ পায় বারে বারে ॥
 স্বপনে অনর্থ যেন হয় দরশনে ।
 জাগিলে সকল যেন হয় মিথ্যা ভাণে ॥
 এইরূপ জান তুমি জীবের সংসার ।
 কি কারণে বন্দী জীব অধীন কাহার ॥
 এই সে কারণে চিত্ত করিব সংযম ।
 আনিয়া কুপথ হৈতে করিয়া নিয়ম ॥
 গোবিন্দচরণে চিত্ত ধরিব যতনে ।
 সত্য শৌচ ত্যাগ তপ সাধিব আপনে ॥
 কহিব আমার কথা মহিমা প্রচার ।
 চিত্তিব সকল জীব-হিত পরকার ॥
 ব্রহ্মচর্য ব্রত যৌন আশ্রম আচার ।
 করিব ছাড়িব দেহ গেহ অহঙ্কার ॥
 শাস্তি দয়া তৃষ্টি ধৈর্য করিব সাধনে ।
 এ সব উপায়ে চিত্ত করি সমাধানে ॥
 কেশব চরণে চিত্ত ধরিব যতনে ।
 তবে সে জীবের ছুটে এ ভববন্ধনে ॥
 যিনে হরিভকতি উপায় নাহি আন ।
 বিনে কৃষ্ণ ভজিলে না হয় পরিত্রাণ ॥ (১)
 তবে মাতা কহি শুন যোগের লক্ষণ ॥
 যাহার শ্রবণে চিত্ত হয় পরসর ॥
 শক্তি পর্যন্ত জীব করিব স্বধর্ম ।
 পরম যতন করি তেজিব বিকর্ম ॥
 যথা লাভে সন্তোষ ভক্তপদ পূজে ।
 গ্রাম্যধর্ম পরিত্যাগ মোক্ষধর্ম ভজে ॥
 মিততোজী বিরল-কুশল-স্থান-সেবী ।
 অসত্য ভাষণ পরহিংসা পরিত্যাগী ॥
 প্রয়োজন অবধি ধনের প্রয়োজন ।
 ব্রহ্মচর্য শৌচ তপ বেদ অধ্যয়ন ॥

(১) পাঠান্তর,—

“ঐক্য ভজন বিনে নহে পরিত্রাণ”

পুরুষ অর্চন মৌন জিনিব আসন ।
 বিষয় বিষুখ করি ইন্দির রক্ষণ ॥
 সমাধি ধারণা ধ্যান ধৈর্য্যাবলম্বন ।
 গোপীনাথ-লীলা ধ্যান শ্রবণ কীর্ত্তন ॥
 এতরূপে বশ করি মন দুয়াচার ।
 কেশব-চরণে ধরি করিব নিবার ॥
 চিস্তিব প্রভুর দুই চরণকমল ।
 ধ্বজ বজ্রাকুশ বিরাজিত মনোহর ॥
 উন্নত লোহিত বিলসিত নখপাতি ।
 ভকত হৃদয়-তম হরে যার জ্যোতি ॥
 যার পদধৌত জল শিব ধরি শিরে ।
 শিবপদ পাই শিব হৈলা মহেশ্বরে ॥
 সে পদপঙ্কজ ধ্যান করিব বিশেষে ।
 ভকত হরিত-শেল খণ্ডন কুলিশে ॥
 এইরূপ নিরন্তর চিস্তিব শ্রীহরি ।
 বৈকুণ্ঠে চলিব তবে ভবসিন্ধু তরি ॥
 তবে আর কহি কথা শুন সাবধানে ।
 বহুবিধ ভক্তিযোগ কহিব বিধানে ॥
 দম্ব মাৎস্য্য হিংসা করিয়া সন্ধান ।
 ক্রোধভাবে যেবা ভজে হয়্যা হীনজ্ঞান ॥
 তামস ভকত তারে জ্ঞানিব বিচারি ।
 বৈষ্ণব ছাড়িয়া আন কহিতে না পারি ॥
 ধন পুত্র সম্পদ বাঞ্জিয়া ভজে হরি ।
 সে ভকত জানিহ রাজস অধিকারী ॥
 সদকর্ম্ম তেজি কিবা করে আরোপণ ।
 যে ভজে কেশব সে সাত্বিক মহাজন ॥
 কৃষ্ণগুণ গুনি চিত্ত দ্রবয়ে যাহারে ।
 সর্ব্বজ্ঞাব উদয় করয়ে একিকালে ॥
 কৃষ্ণপদে অবিচ্ছিন্ন যার মন ধার ।
 শতমুখে গঙ্গা যেন সাগরে মিলায় ॥
 নিঃশব্দ ভকত তারে বলি মহাশর ।
 চারি ভেদে কহিল ভকতপরিচয় ॥
 গালোকা সাক্ষ্য সাক্ষি' সামীপ্য মুকতি ।
 দিলেহো না লয় যার নিঃশব্দ ভকতি ॥
 হেন ভক্তিযোগ মাতা কহিল তোমারে ।
 অবিভা বিনাশ করি কৃষ্ণ দিতে পারে ॥
 স্বার্থ করিব জীব ভেজি কর্ম্মফল ।
 পরিচর্যা করিয়া ভজিব গদাধর ॥
 কৃষ্ণমুষ্টি দরশন পূজন বন্দন ॥
 ভক্তি ভক্তি করিয়া ভজিব নারায়ণ ॥
 সর্ব্বভূতে বৈসে হরি করিব ভাবনা ।
 সর্ব্বলোক না করি অসত্য সম্ভাষণা ॥

দেখিয়া বৈষ্ণব-মুষ্টি করিব সম্মান ।
 দীনহীন দেখিয়া করিব জ্ঞান-দান ॥
 সমান জনের সঙ্গে করিব মিথালী ।
 যোগার্থ যোগকথা কহিব বিচারি ॥
 হরিনাম হরিগুণ হরীসংকীর্ত্তন ।
 থাকিব বৈষ্ণবজন সঙ্গে অমুক্ষণ ॥
 কৃষ্ণকর্ম্ম নিরবধি করে সাবধানে ।
 ভক্তিযোগ হয় তার পায় নারায়ণে ॥
 চারিভেদে ভক্তিযোগ কহি' তোমারে ।
 এক ভক্তি হৈলে জীব হৈলে ভব ভরে ॥
 আর এক কহি মাতা শুন তত্ত্বকথা ।
 না বুঝে প্রভুর লীলা শব্দর বিধাতা ॥
 সর্ব্বত্র মিলিব খণ্ডিত দুঃখভায়ে ।
 এই সে কারণে জীব নানা কর্ম্ম করে ॥
 অশ্রব শরীর গৃহ স্নাত বিস্ত দার ।
 অশ্রব সকল স্নুখ অশ্রব সংসার ॥
 এই শ্রব মানিঞা করয়ে নানা কর্ম্ম ।
 নানা যোনি প্রমে জীব ভুঞ্জয়ে অধর্ম্ম ॥
 দেখিয়া কুমতি তার প্রভু নরহরি ।
 তিলেকে সকল হরে কালমুষ্টি ধরি ॥
 নারকী নরক ভুঞ্জে তখি স্নুখ ভাণে ।
 কুযোনি-জনম সেই স্নুখ করি মানে ॥
 সাধুসঙ্গ সাধুসেবা না কৈল বিচারি ।
 কুটুবে আসক্তি করি না ভজিল হরি ॥
 গৃহ দার স্নুত বিস্ত িস্তা অতিশয় ।
 কুটু-ভরণ-হেতু আকুল হৃদয় ॥
 নানা পাপ কর্ম্মে ধন করে উপার্জন ।
 নানা দুঃখ তাপে করে কুটু-পোষণ ॥
 দুঃখ-নিবারণ-হেতু যে যে কর্ম্ম করে ।
 সেই সেই স্নুখ হেন তার চিন্তে ধরে ॥
 বিচারে দেখয়ে নহে দুঃখ প্রতিকার ।
 মানয়ে কুমতি মূখ স্নুখ আপনায় ॥
 নানা দুঃখ করি ধন উপার্জন করে ।
 সে ধন বিনাশ হৈল কোন পরকারে ॥
 পুন ধন অরাজিতে করয়ে সন্ধান ।
 ধনের কারণে ভেজে আপনার শ্রাণ ॥
 দৈবক্রমে নৈল তার যদি ধনযোগ ।
 হেনকালে উপজিল নানা দুঃখ রোগ ॥
 আছুক পুণিব স্নুত দার পরিজন ।
 করিতে না পারে নিজ উদয়-ভরণ ॥
 জরা পরবেশ করি হরয়ে গয়ান ।
 কম্পে ধর ধর অজ করে বকখ্যান ॥

দুঃখশোকে অরারোগে পোড়ে কলেবর ।
 চকল সকল অক করে টলবল ॥
 সন্ধিবন্ধ খসে সব টুটরে বন্ধন ।
 নিজ অঙ্গে না পারে করিতে সংবরণ ॥
 মৃত দার পরিজন নিতি বলে মন্দ ।
 বলিতে না পারে কিছু পড়ে রয়ে ধন্দ ॥
 আপনার ইচ্ছায়ে যখন যে জিজ্ঞাসে ।
 সেইকণে জীয়ে হেন আপনাকে বাসে ॥
 সর্বকণে সত্যই বলয়ে অপমান ।
 ভয়ণ শোষণ করে কুকুর সমান ॥
 অতিশয় ক্খা তৃক্ষা অলপ আহার ।
 করিতে না পারে কিছু করে অহকার ॥
 কক পিত্ত খাস কাস উঠে ঘনঘন ।
 কণে কঠরোধ কণে করয়ে মরণ (১) ॥
 দেখিয়া মরণকাল শব বন্ধুগণ ।
 চৌদিকে বেড়িয়া সভে করয়ে ব্রন্দন ॥
 বোলাইতে কিছুই বলিতে নাহি পারে ।
 কিল্লপে মরিব বলি কান্দে নিরন্তরে ॥
 কোথাতে রহিব মোর মৃত বিস্ত দার ।
 মরিলে কোথাতে যাব কি হব প্রকার ॥
 কুটুম্ব-ভরণ-হেতু এত দুঃখ হয় ।
 এইরূপে মরয়ে গৃহস্থ দুঃখায় ॥
 হেনকালে দুই সমদূত ঘোরতর ।
 নিকটে দাণ্ডায় আসি দেখি ভয়তর ॥
 তা-সভা দেখিয়া ভয়ে হরয়ে গেরান ।
 বিষ্ঠা মূত্রে ছাড়ে তবু নাহি অবধান ॥
 বাতনাশরীর বান্ধি যমের কিঙ্কর !
 যম পথে লৈল্য যাব যমের গোচর ॥
 তর্জন গর্জন তারা করয়ে তড়ন ।
 পথের কুকুর আসি করয়ে ভোজন ॥
 নিজকর্ম সজ্জিয়া কান্দে উচ্চবরে ।
 ক্খায়ে তৃক্ষারে মরে উদর আনলে ॥

(১) পাঠান্তর—“বমন” ।

তপ্ত বালুকার পথে নেয়ত বান্ধিয়া ।
 পিঠেতে চাবুক মারে না চাহে ফিরিয়া ॥
 নাহি জল বৃক্ষ যাহে নাহিক সঞ্চার ।
 হেন পথে লৈল্য যাব পাণী দুঃখায় ॥
 কণে মূরছিত হঞা পড়ে ভূমিতলে ।
 মারণের ভয়ে পুন উঠয়ে সঙ্করে ॥
 নিরানৈ সহস্র পথ প্রহর প্রমাণ ।
 তিনদণ্ডে লঞা যাব যম বিজ্ঞমান ॥
 সকল নরক ভোগ করায় তাহারে ।
 জলন্ত অনল দিঞা পোড়ে কলেবরে ॥
 তাহা হৈতে তার মাংস কাটিয়া খাওয়ার ॥
 শৃগাল কুকুরে আঁত টানিঞা খসায় ॥
 মহা সর্পগণ আসি দংশে কলেবর ।
 ডাশ মচ্ছর (১) বেচি খায়য়ে নিরন্তর ॥
 কাটয়ে সকল অক করি খণ্ড খণ্ড ।
 ভূমিতে ফেলায়ে গজ প্রবেশায় দন্ত ॥
 পর্কতশিখর হৈতে মারেন আছাড় ।
 গর্ভের তিতরে ধরি যোথেন দুয়ার ॥
 যন্তেক যাতনা আছে যমের সদনে ।
 একে একে ভুঞ্জায় সকল পাণিগণে ॥
 কুটুম্বের ভরণে ব্যাকুল যে যে জন ।
 কেবল করয়ে কিংবা উদর ভরণ ॥
 ছাড়িয়া কুটুম্ব সব নিজ কলেবর !
 যমপথে চলে সভে হঞা একেশ্বর ॥
 পরহিংসা পরপীড়া অনিত দুঃখিত ।
 পথের সঞ্চল সভে জানিহ বিদিত ॥
 এইরূপে করে যেন কুটুম্ব ভরণ ।
 নানা পাপ করিয়া পোষয়ে পরিজন ॥
 অন্তকালে দেখিয়ে নরকভোগ সার ।
 তবে মাতা শুন তুমি যে কহিব আর ॥
 ভক্তিরস-গুরু শ্রীগদাধর জান ।
 ভাগবত-আচার্যের মধুর-গান ॥

(১) পাঠান্তর—“মশা”

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে তৃতীয় স্কন্ধে
 পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

ভাট্যালি রাগ ।

তবে কর্মবশে জীব মায়ের উদরে ।
 বাপের ঔরস সহ পয়বশ করে ॥

এক রাত্রে কলল বৃষদ পঞ্চমিনে ।
 দশরাত্রে হয় যেন বদর প্রবাণে ॥

তাহার অন্তরে হয় অণু পরিমাণ ।
 এক মাসে হয় শির শ্রবণ নরান ।
 দুইমাসে হয় কর পদ উত্তপতি ।
 তিনমাসে নখ লোম ছিঁড় অবগতি ।
 চারিমাসে হয় সপ্ত ধাতু নিরূপণ ।
 পঞ্চমাসে হয় কুধা তৃষ্ণার উদগম ।
 ছয় মাসে ত্রয়ে শিশু মায়ের উদরে ।
 মায়ের ভোজনরসে নিতি নিতি বাড়ে ।
 বিষ্ঠা-মূত্র-গর্ভে রহে করিয়া শয়ন ।
 কুমি কাঁট বেচি করে সর্বাক ভক্ষণ ।
 কণে মুরছিত হয় কণে জীঞা উঠে ।
 দুঃখ ভয় পাঞা অঙ্গ করে ছটপটে ।
 কটু তিক্ত অম্লাদি মায়ের অন্ন পান ।
 তাহার পরশে কণে তেজসে পরাণ ।
 আঙলে বেষ্টিত চারিদিক অন্তপাশ ।
 নড়িতে না পারে শিশু দেখিয়া তরাস ।
 পৃষ্ঠ গলা ভগন উদরে শির ধরে ।
 এইরূপে শিশু নানা দুঃখ ভোগ করে ।
 দৈবযোগে জ্ঞান যদি হয় সাত মাসে ।
 শত শত জনম স্রগ্ডরে ভাগ্য-বশে ।
 এদিকে ওদিকে চালে প্রসব মারুতে ।
 ব্যাকুলিত শিশু কিছু না পারে করিতে ।
 জানিঞা ভজয়ে তবে প্রভু নরহরি !
 নানা স্তুতি করে জীব শিরে কর ধরি ।
 নমো নমো দেব দেব প্রভু নারায়ণ ।
 জানিঞা পশিলুঁ দুই চরণে শরণ ।
 না ভজিয়া প্রভু দুই চরণ তোমার ।
 এই গর্ভবাস দুঃখ হয় বার বার ।
 সংসারে পতিত জীব স্বকর্ম বন্ধনে ।
 মায়াবশে দুঃখ ভোগ করে স্থানে স্থানে ।
 মুখ দুঃখ রহিত কেবল জ্ঞানময় ।
 আনন্দে বিহরে প্রভু জীবের হৃদয় ।
 প্রণমোহ প্রাণনাথ চরণে তোমার ।
 গর্ভবাসদুঃখ যেন নহে আরবার ।
 চরাচর শরীরে বৈসয়ে হৃদীকেশ ।
 নিঃশব্দ নিঃশব্দ তাথে নাহি সঙ্গলেশ ।
 চরণপঙ্কজ তাঁর না ভজিলুঁ হেলে ।
 তে-কারণে মজি আমি উদরগহ্বরে ।
 বায়েক প্রভুর যদি দয়া হয়। বার ।
 দুর্গত পাতকী তবে পরিত্রাণ পায় ।

এইবার হকু মোর গর্ভবাস দুঃখ । (১)
 জন্মিঞা না দেখি যেন আর মায়ামুখ ।
 এথাই থাকিয়া মুঞি করিমু যতন ।
 তর্কিত করিয়া দৃঢ় ভজো নারায়ণ ।
 তবে সে করিব হরি দয়া পরকাশ ।
 গর্ভবাস ছুটিব খণ্ডিব মায়াপাশ ।
 দশমাস ধরি স্তুতি এইরূপে করে ।
 প্রসূত মারুও তবে প্রবেশে উদরে ।
 বাহিরে ঠেলিয়া পোলে অধোমুখ করি ।
 তিলেক পাগরে সব ভূমিতলে পড়ি ।
 ভূমিতে পড়িয়া শিশু হয় অচেতনে ।
 বন্ধুগণ মেলি শিশু জীয়ার যতনে ।
 কণে শিশু বিষ্ঠা মূত্র শয়নে লোটার ।
 কণে ক্রিমি কাঁট সব অঙ্গ বেচি খায় ।
 হস্ত পদ আছাড়িয়া কান্দে বনেবন ।
 বলিতে করিতে নারে না জানে মরম ।
 বন্ধুগণ জানি তার দুঃখের কারণ ।
 নানাপরকারে দুঃখ করে বিমোচন ।
 ডাকিনী যোগিনী হয় ভূত অশ্বিনান ।
 নানা রোগ নিবারিয়া রাখয়ে পরাণ ।
 এইরূপে দুঃখ ভোগ করে শিশুকালে ।
 যৌবন সময় হৈলে হয় বেদাকুলে ।
 হরিব পরের বিস্ত পশু গৃহদার ।
 দিনে দিনে কাম লোভ বাড়ে অহঙ্কার ।
 বিরোধ কন্দল বৃদ্ধ করে জনে জনে ।
 পরদুঃখ কায়ে বলে চিন্তেহ না জানে ।
 পঞ্চভূত রচিত আপন ভিন্ন কায় ।
 মোহোর শরীর বলি কুমতি দড়ায় ।
 করিয়া আপন বুদ্ধি অসত্য শরীরে ।
 হস্তবুদ্ধে পরহিংসা পরপীড়া করে ।
 সাধুসঙ্গ নহিল কুসঙ্গ-সঙ্গিদোষে ।
 আহা! শৃঙ্খার মাত্র জানিল বিশেষে ।
 কর্মদোষে সাধুসঙ্গ না কৈল বিচার ।
 তে-কারণে ভুঞ্জে জীব এত দুঃখতার ।
 সাধুসঙ্গে চিত্ত যার হয়ে পরসর ।
 কর্মদোষে হয়ে যদি কুসঙ্গে মিলন ।
 পুরুষে যেরূপ ছিল কুমতি তাহার ।
 সেইরূপে হয়ে পুনঃ কুমতি লকার ।

(১) পাঠান্তর,—

“এই হৈতে রহ মোর গর্ভবাস দুঃখ ।
 জনিয়া না দেখিব আর মায়ামুখ ।”

সত্য শৌচ দয়া দান লজ্জা যশ কমা ।
কুসঙ্গে সকল বুদ্ধি হয়সে মহিমা ॥
জীয়ে রত জীয়ের অধীন যুচ জনে ।
এ সব অসাধু লব ছাড়িব যতনে ॥
ব্রহ্মা হঞা নারীগণে হৈল বিমোহিত ।
অন্তকে মোহিব তাথে এ কোন্ বিচিত্র ॥

সন্তত যতন করি কুসঙ্গ ছাড়িব ।
ভকত জনের সঙ্গ যতনে করিব ॥
ভকত জনের সঙ্গে বাচয়ে ভকতি ।
ভব বিমোচন হয়ে বিকুপনে গতি ॥
ভক্তিরস-গুরু শ্রীগদাধর জ্ঞান ।
ভাগবত আচাৰ্যের মধুরস গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে তৃতীয়
স্কন্ধে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায় ।

শ্রীরাগ ।

পিতৃলোক ভঞ্জে যদি পিতৃলোক যায় ।
বে দেবে যে ভঞ্জে সেই সেই গতি পায় ॥
নানা দুঃখে তপ যজ্ঞ করে ব্রত দান ।
কর্মকল বিনে কিছু না দেখিয়ে আন ॥
সর্ব কর্ম করে কিবা সর্বদেব পূজে ।
সর্ব যজ্ঞ করি যদি সর্বদেব ভঞ্জে ॥
তবু তার না ঘুচয়ে ভব-অন্ধকার ।
বিনে কৃষ্ণ ভজিলে সংসার নহে পার ॥ (১)
পুণ্য পুরাণ ব্রহ্মা স্তত সত্যময় ।
সভার হৃদয়ে বৈসে প্রভু কৃপাময় ॥
সর্বভাবে লহ তুমি তাঁহাতে শরণ ।
তবে সে দেখিয়ে মাতা ভব বিমোচন ॥
গৃহরসে গৃহে যায় নিবদ্ধ হৃদয় ।
পিতৃযজ্ঞ দেবযজ্ঞ করে অতিশয় ॥
মধুরিপু চরিত্র পবিত্র দিব্য গাথা ।
শুনিলে সন্তোষ যার নহে হরিকথা ॥
কুকথা শ্রবণে যার সন্তোষ বাচয়ে ।
শুকর সদৃশ তারে জানিহ নিশ্চয়ে ॥
দেবময় পিতৃময় হরি সর্গময় ।
হরি বিনে বলিতে অগতে কিছু নয় ॥
সর্বরূপ ধরে হরি সর্বলোকপতি ।
হরি সে দিবারে পারে মুখ মোক্ষগতি ॥

এতক জানিঞে ভজ্ঞ শ্রীহরিচরণ ।
সর্বভাবে লহ মাতা গোবিন্দ শরণ ॥
কহিল তোমারে মাতা এই তত্ত্ব কথা ।
গোবিন্দ-শরণ লঞা রহ যথা তথা ॥
জ্ঞানযোগে ভক্তিরোগে নাহি কিছু ভেদ ॥
জ্ঞান হৈলে হয় তবে ভববন্ধ ছেদ ॥
ভক্তি হৈলে হয় কৃষ্ণ ভকত অধীন ।
জ্ঞানযোগে ভক্তিরোগে এই মাত্র তিন ॥
চারি ভেদে ভক্তিরোগে কহিল জননি ॥
ভকতি করিহা তুমি ভজ চক্রপাণি ॥
উপদেশ না করিহ খলমতি জনে ।
ধর্ম তেজি যেবা হয় বিনয় বিহীনে ॥
গৃহে যায় চিত্ত বদ্ধ দেখ অতিশয় ।
ভকত জনের ঘেষ যে জন করয় ॥
ব্রহ্মা ভক্তি বিহীন যে জন দুঃখাচারে ।
কদাচিত উপদেশ না করিহ তারে ॥
সর্ব জীব হিতে রত ভকত সুধীর ।
বিষয়ে বৈরাগ্য যার বিমল শরীর ॥
দম্ভ মান মদ হিংসা না দেখ যাহার ।
না দেখ যাহার কাম ক্রোধ অহঙ্কার ॥
উপদেশ করিহ এ সব মহাজনে ।
ভক্তিতত্ত্ব উপদেশ কৈল নিরূপণে ॥
যেবা শুনে যেবা কহে এ পুণ্য কথন ।
বৈকুণ্ঠে তাহার বাস ভববিমোচন ॥
ভক্তিরস-গুরু শ্রীগদাধর জ্ঞান ।
ভাগবত-আচাৰ্যের মধুরস-গান ॥

(১) পাঠান্তর,—

“কৃষ্ণ না ভজিলে কত সংসার নহে পার ॥”

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে তৃতীয়স্কন্ধে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায় ।

পুত্রের বচন শুনি কপিলের মাতা ।
মোহজাল সকল ছিড়িলা সুপণ্ডিতা ॥
পুনঃপুনঃ চরণে করিয়া দণ্ড হুতি ।
করজোড়ে স্তুতি কিছু করে দেবহুতি ॥
যার নাভিপদ্মে উপজিল প্রজাপতি ।
বাঁহা হৈতে চরাচর বিশ্ব উতপত্তি ॥
অখিল ভূষননাথ হেন নারায়ণ ।
অঠয়ে জনমে মোর না বুঝি কারণ ॥
যার নাম শ্রবণ করয়ে সোণ্ডর ।
যদি বা চণ্ডাল জনে কঃয়ে কীর্তন ॥
চণ্ডাল জনম দোষ হয়ে সেই ক্ষণে ।
কি বলিব সাক্ষাৎ তাহার দরশনে ॥
যাহার জিহ্বায় নাম বৈসয়ে তোমার ।
জানি বা সত্যর শ্রেষ্ঠ যদি বা চণ্ডাল ॥
সর্বতপ সর্বযজ্ঞ সর্বতীর্থস্থান ।
সর্ববেদ পঢ়িল সেই সে মতিমান ॥ (১)
মায়ের বচন শুনি কপিল দৈব ।
চলিলা পরম যোগী মহা যোগেশ্বর ॥

(১) পাঠান্তর,—

সর্বদেব পূজিল সেই সে মতিমান ।*

পুরুষ-উত্তর কোণে আছে মুনিবন ।
তথা আসি মিলিলা কপিল তপোধন ॥
কথো দূর স্থান ছাড়ি দিলেন সাগর ।
তথাই রহিলা তবে মুনি যোগেশ্বর ॥
পুত্রমুখে তব্ব কথা শুনি দেবহুতি ।
ভজিলা মুকুন্দপদ করিয়া ভক্তি ॥
সর্বভাবে লৈল যদি গোবিন্দে শরণ ।
চলিলা বৈকুণ্ঠপুরী ছুটিল বন্ধন ॥
যেবা কহে যেবা শুনে কপিলচরিত্র ।
পুণ্যকর পাপহর পরম পবিত্র ॥
হরিপদে হয় তার ভক্তি উদয় ।
বিষ্ণুপদে বাস তার খণ্ডে ভবভয় ॥
কহিল তৃতীয় স্বাক্ষচরিত্র অমৃত ।
পদে পদে ভক্তি তত্ত্বজ্ঞান সমৃদ্ধিত ।
যেবা শুনে শুনায় কপিল-যোগ কথা ।
ভবদাবদহন মুক্তি গুণগাথা ॥
বৈকুণ্ঠে বসতি তার ভববন্ধ ছেদ ।
নহিব সংসারে আর গত্যাগতি বেদ ॥
গদাধর-পদযুগ এই সে ভরসা ।
ভাগবত-আচাৰ্য্যের মধুরস-ভাষা ॥
চৈতন্য পদারবিন্দ-মকরন্দ রসে ।
প্রেমভরজিণী কহি মুদিত মানসে ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে তৃতীয়স্কন্ধে

প্রেমভরজিণী অষ্টমোহধ্যায় ॥ ৮ ॥

তৃতীয়ঃ স্বকঃ সমাপ্তঃ ॥

চতুর্থ স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায় ।

চতুর্স্কন্ধ চরিতং নানোপাখ্যানবৃহিতম্ ।
বর্ণ্যতে সদসঃ শ্রীভৈরবো হরিকথোদয়ম্ ॥
মালসি রাগ ।
আকৃতি বাহার নাম মন মমুর হুহিতা । (১)
সত্যবতী প্রিয়ব্রতা কুচিম বনিতা ॥
ধনু জারা বিষ্ণুরাত ধনু নয়েশ্বর ।
নিরমল ব্রতি ভূতি ভকতশেষর ॥

(১) অধ্যায়ের আরম্ভে অস্ত পুথির

অধিক পাঠ,—

নিরবধি হরি কথা শুনহ শ্রবণে ।
তাহার উদরে হৈল যজ্ঞ অবতার ।
দক্ষিণা লক্ষ্মীর অংশে বিদিত সংসার ॥
মরীচি মূনির পুত্র কণ্ডপ জয়িল ।
যাহার অপত্য সৃষ্টে জগৎ পুরিল ॥
ব্রহ্মার বচনে অত্রি মুনি যোগেশ্বর ।
করিল পরম তপ শতেক বৎসর ॥
এক পায়ে রহে বাহু করিয়া মোধন ।
ব্রহ্মরক্ষ কুটমা উঠিল হস্তাশন ॥

হেনকালে আইলা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ।
 তিন দেব দিল তারে তিন পুত্র বর ॥
 তিন অংশে তিন পুত্র হইব তোমার ।
 তোমার নিখিল বশ ঘুষিব সংসার ॥
 এতেক বলিয়া তাঁরা কৈলা অন্তর্ধান ॥
 অগস্ত্যা সনে মুনি আইলা নিজ স্থান ॥
 বিরিকির অংশে পুত্র হৈলা শশধর ।
 শিব অংশে চুর্কাসা জন্মিল মুনিবর ॥
 বিষ্ণু অংশে দত্ত নামে জন্মিল কুমার ।
 প্রসঙ্গে করিল দত্তাত্রেয় অবতার ॥
 অজিরা মুনির দুই জন্মিল তনয় ।
 উত্তম্য মুনির বৃহস্পতি মহাশয় ॥
 জন্মিলা অগস্ত্যা মুনি পুণ্ড্রাকুমার ।
 কনিষ্ঠ বিশ্রবা নাম বিদিত সংসার ॥
 বিশ্রবার তিন পুত্র হৈল মহাবল ।
 এক পক্ষে জন্মিল কুবের ধনেশ্বর ॥
 তমু বল বল তুমি বহু অমূল্যক ॥
 কহিব পরম সত্য তোমার গোচর ।
 দক্ষযজ্ঞ-ভঙ্গ কথা শুনি নরেশ্বর ॥
 এতেক শুনিঞ তব রাজ্য পরীক্ষিত ॥
 প্রেমভাবে পুলকে পুরণ হৈল চিত্ত ।
 ক্ষণে ত্তি নিবারিয়া কৈল সমাধান ॥
 মুনিকে পুছিল কিছু বিনয় বিধান ॥
 কৃষ্ণকথা সম শ্রবণে নহে ব্রহ্মপদ ।
 তে কারণে মুক্তগণ গায় অনন্তত ॥
 কৃষ্ণকথা শ্রবণে যাহার নাহি মতি ।
 কেবল না শুনে অট্টোত্তম পশুঘতি ॥
 রাজার বচন শুনি সবে যোগেশ্বর ।
 প্রেমভাবে পুলকে পুরণ কলেবর ॥
 আর পক্ষে জন্মিল রাবণ কুন্তকর্ণ ।
 নিজ ভুজে আচ্ছাদিল তিন লোকেশ্বর ॥
 এইরূপে নব ঋষি অপত্য বিস্তার ।
 একে একে কহিল সকল ধর্ম্মগার ॥
 মৃতি নামে দক্ষমুতা ধর্ম্মের ঘরগী ।
 তার ঘরে অবতার কৈলা ক্রেপাণি ॥
 নরনারায়ণরূপে কৈলা অবতার ।
 বদরিকাপ্রমে তপ করেন প্রচার ॥
 বেক্রপে জন্মিল দক্ষ শঙ্কর বিবাদ । (১)
 দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ আর সতী-দেহত্যাগ ॥
 কহিব বিদুর আর যত বিবরণ ।
 সাবধানে শুনি তুমি কৃষ্ণে ধরি মন ॥

(১) পাঠান্তর,— বিরাগ

প্রসূতি মনুর কন্যা মহা গুণবতী ।
 শুভকালে বিভা কৈলা দক্ষ প্রজাপতি ॥
 জন্মিল বোড়শ কন্যা তাহার উদরে ।
 ত্রয়োদশ কন্যা দিল ধর্ম্মরাজ তরে ॥
 এক কন্যা বিভা দিল অগ্নি-সম্মিধান ।
 পিতৃগণে কৈলা তার এক কন্যা দান ॥
 আর এক কন্যা দিল শঙ্করের তরে ।
 সতী নামে গুণবতী বিদিত সংসারে ॥
 পতিসেবা করে দেবী সতী পতিব্রতা ।
 বাপের চূর্ম্মতি দেখি পরম হুঃখিতা ॥
 শিবদেবে দেখিয়া বাপের অপরাধ ।
 যোগবলে কৈল সতী নিজ দেহত্যাগ ॥
 বিদুর জিজ্ঞাসা কৈলা মৈত্রেয়্যগণে ।
 শঙ্করের ছেব দক্ষ কৈলা কি কারণে ॥
 চরাচরগুরু শিব শাস্ত কলেবর ।
 আত্মারাম বৈরাবিবর্জিত মহেশ্বর ॥
 কেনে ছেব কলা তায় দক্ষ প্রজাপতি ।
 জামাতা স্বপ্নে কেন বিবাদ বৃগতি ॥
 শুনিঞা মৈত্রেয়্য মুনি বিদুরের বাণী ।
 কহিতে লাগিলা তবে পুরুষ কাহিনী ॥
 প্রজাপতিগণে কৈলা যজ্ঞ অনুবন্ধ ।
 দেবগণ আলা তাথে করিয়া আনন্দ ॥
 সিদ্ধ মহাঋষিগণ মুনিগণ মৌন ।
 সনকাদি মুনি ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি করি ॥
 সগণে শঙ্করদেব চলি গেলা তাথে ।
 সতে মেলি বসিয়া আছেন সভাসতে ॥
 হেনকালে গেলা তথা দক্ষ প্রজাপতি ।
 দশ দিগ্ প্রকাশিত যার অজ্ঞোতি ॥
 দক্ষ দেখি সভাসদ উঠিলা সন্ত্রমে ।
 কুণ্ড হৈতে আগুনি উঠিলা ভয় মনে ॥
 সভাসদে মেলি দক্ষ পুঞ্জিল সাদরে ।
 মা উঠিলা সতে ব্রহ্মা হম মহেশ্বরে ॥
 ব্রহ্মাকে প্রণাম করি দক্ষ প্রজাপতি ।
 আজ্ঞা পায়্যা আগনে বসিল মহামতি ॥
 দেখিয়া শঙ্করদেবে ক্রোধ করি মনে ।
 বলিতে লাগিলা দক্ষ ঘৃণিত ন নে ॥
 শুনি শুনি দেবমুনি মহা ঋষিগণ ।
 সভাসদে কহি কিছু সাধু বিবরণ ॥
 ক্রোধে নাহি বলি আমি না বলি অজ্ঞানে ।
 সাধুজন ধর্ম্ম কহি সত্য বিদ্যমান ॥
 হের-দেখ শঙ্কর নির্লজ্জ দুঃচার ।
 বেদবিনিশ্চিত পথে কেবল সঞ্চার ॥

ধর্মপথ বিনাশন মর্কটলোচন ।
 শিষ্য হয়্যা করে এত গুণ বিলম্বন ॥
 অগ্নি বিপ্র সাক্ষী থুয়া দিল কড়াবাদন ॥
 শিষ্য হয়্যা করে এত বড় অবজ্ঞান ॥
 বাহা দেখি উঠিয়া করিয়ে নমস্কার ।
 বসনেহ তাঁর কিনা করি পুরস্কার ।
 প্রোতভূতগণ ঘৃত উনমত বেশ ।
 বাঘছাল পরিধান পিঙ্গ জটাকেশ ॥
 ইচ্ছায় না দিলু কড়া বিধির ঘটনা ।
 দৈবযোগে হয় সাধুজনবিভূষণা ॥
 ভস্মবিভূষিত অঙ্গ অস্থিমালা ধরে ।
 স্রবানে বসিয়া রহে হৈয়া দিগন্তরে ॥
 নষ্টাচার পতিত পিশা, সঙ্গে রহে ।
 দৈবযোগে সম্বন্ধ ঘটিল তার সহে ॥
 এতেক বলিয়া দক্ষ জল লঞা করে ।
 ক্রোধ করি দিলা শাপ শঙ্করের তরে ॥
 আজি হৈতে যজ্ঞভাগ নহিব ইহার ।
 দেবধর্ম হয়্যা যেন রহে ছুরাচার ॥
 এ বোল শুনিঞা ক্রোধ কৈলা মহেশ্বর ।
 উঠিয়া চলিলা শিব না দিলা উত্তর ॥
 নন্দীশ্বর আদি যত শঙ্করের গণ ।
 ক্রোধ করি তারা সব কি বোলে বচন ॥
 মাছুষ শরীর পাঞা এত বড় গর্ব ।
 দৈবের দ্রোহ করিবারে এত দর্প ॥
 শঙ্করের অপরাধে দক্ষ প্রজাপতি ।
 তত্ত্বজ্ঞান দূর হকু বাচুক কুমতি ॥
 গৃহধর্ম িন্ত বদ্ধ হউ অতিশয় ।
 গ্রাম্যসুখে হোক দক্ষ নিবদ্ধহৃদয় ॥
 কর্মপথে দক্ষের বাচুক অমুরাগ ।
 বেদপথ ছাড়ক বাচুক দুঃখ ভাগ ॥
 তত্ত্বজ্ঞান খণ্ডক বাচক পশুপতি ।
 ছাগমুখ হোক দক্ষ যাউক অধোগতি ॥
 দক্ষপক্ষ হৈয়া যে যে কৈল উপহাস ।
 শিব অপরাধে তার হোক মতি নাশ ॥
 সর্ব ভক্ষ্য হোক তার দেহ গেহ মতি ।
 মাদ্রিতে বেড়ায় যেন ভুঞ্জয়ে দুর্গতি ॥
 এতেক বচন শুনি ভৃগু মহামুনি ।
 শিবের কিঙ্করে তবে বলে কোন বাণী ॥
 শিবব্রত ধরে যেবা শিবের কিঙ্কর ।
 পাবণী নিমিত্ত তারা হকু নিরন্তর ॥
 নষ্টাচার হকু তারা জটাত্মধারী ।
 সর্ব ধর্ম তেজে যেন বেদপথ

শিবের কিঙ্কর যেবা শিবদেব ভজে ।
 সে জন পাবণ হয় সর্ব ধর্ম তেজে ॥
 এত শাপ দিলা যদি ভৃগু মুনীশ্বর ।
 নিশবদে গেলা শিব না দিলা উত্তর ॥
 যজ্ঞ সমাপিয়া যত দেব-মুনিগণে ।
 সন্তেই চলিয়া গেলা নিজ নিজ স্থানে ॥
 যজ্ঞ সমাপন হৈল সহস্র বৎসরে ।
 পূর্ণা দিয়া গেলা দেব নিজ নিজ পুরে ॥
 এইরূপে হয় দক্ষ বাড়িল বিবাদ ।
 রহিল বিস্তর কাল নহিল প্রসাদ ॥
 এককালে দক্ষ আনি ব্রহ্মা সুরেশ্বর ।
 মহা অভিষেক করি দিলা দিব্য বর ॥
 প্রজাপতিগণ-অধিপতি করি দিল ।
 তে-কারণে দক্ষের অধিক দর্প হৈল ॥
 বৃহস্পতি সব নামে কৈলা যজ্ঞরাজ ॥
 তাহাতে মিলিল আসি দেবের সমাজ ॥
 ব্রহ্মঋষি দেবঋষি যত পিতৃগণ ।
 সন্তেই দক্ষের যজ্ঞে হৈল উপসন্ন ॥
 সগণে দেবগণ পত্নীগণ সহে ।
 দেখিতে দক্ষের যজ্ঞ মিলিলা উৎসাহে ॥
 সিদ্ধগ- চলি যায় আকাশমণ্ডলে ।
 রথে রথে ঘষাঘষি বাজিলা কন্দলে (১)
 দেবগণ সিদ্ধগণ যায় স্রাব্যরি ।
 দিব্য রথে চটি যায় দেবতা সুন্দরী ॥
 আকাশ মণ্ডলে যায় দেবদেবীগণ ।
 শিব দিব্যমানে সতী কি বোলে বচন ॥
 দক্ষ প্রজাপতি নাথ তোমার স্বশ্বর ॥
 যজ্ঞ আরম্ভিলা তেঁহ উৎসব প্রচুর ॥
 সাদরে দেবতাগণ রথে চটি যায়ে ।
 হের-দেখ আকাশে বিমানগণ ধায়ে ॥
 সকল ভগিনীগণ যায় শূত্রপথে ।
 নিজ পতিগণ সঙ্গে চটি দিব্য রথে ॥
 আজ্ঞা দেহ যদি নাথ বাট চলি যাই ।
 বাপের উৎসব যজ্ঞ সন্তে মেলি চাই ॥
 চিরকালে বাপ যায়ে হয় দরশন ।
 ভগিনীগণের সঙ্গে হয় সম্ভাষণ (২) ॥
 ভগিনী ভগিনীপতি আসিব উৎসবে ।
 একত্রে বাহুবগণ দেখি আমি সন্তে ॥

(১) পাঠান্তর,—“রথে রথে ঠেকাঠকি
 বাজে উত্তরাল ।”

(২) পাঠান্তর,—“ভগিনীগণের সনে
 করিব মিলন ।”

যদি হিংসা কর নাথ চলি চল বাই ।
 সকল বান্ধবগণ দেখি এক ঠাঞি ।
 তোমার মায়ায় নাথ নিশ্চিত সকল ।
 তুমি সৰ্বলোকপতি তুমি মহেশ্বর ॥
 ভিরি জাতি আমি তব্ব কি জানিতে পারি
 কৃপা যদি কর নাথ ঝাট করি চলি ॥
 দেখ নাথ সকল ভগিনী যায় রথে ।
 পতিগণ সঙ্গে চলি যায় শূন্তপথে ॥
 চল নাথ দেখি গিয়ে আনন্দ মঙ্গল ।
 ঝাট করি দেখি গিয়ে বান্ধব সকল ॥
 যদি বল যাচিয়া না যাই বন্ধুঘরে ।
 তথাপি বাপের ঘরে ঘোষ নাহি ধরে ॥
 স্নেহসম্বল হও নাথ বিলম্ব না কর ।
 বাপের উৎসব দেখি ঝাট করি চল ॥
 এতেক বচন শিব স্তনিঞা শ্রবণে ।
 স্মৃতি পুরুষ কথা হাসে মনে মনে ॥
 তুমি যে কহিলা সতী সে নহে অজ্ঞা ।
 যাচিয়া বাইতে হয় উচিত সৰ্বথা ॥
 যদি আমা দেখিয়া দক্ষের নহে ক্রোধ ।
 যদি বা দক্ষের সহে না হয় বিরোধ ॥
 যদি কোন মতে কিছু নহে বিপরীত ।
 তবে সে আমার হয় যাইতে উচিত ॥
 তপ বিস্ত কুলশীলে যার বাড়ে গৰ্ব ।
 অন্ত্য শরীর ধরি তার হয় দৰ্প ॥
 দেব বিজ্ঞ জ্ঞান করি নহে তার জ্ঞান ।
 পাসরে সকল ধর্ম বাঢ়ে অভিমান ॥
 তার ঘরে যাইতে উচিত নাহি হয় ।
 যে জন বান্ধব দেখি ক্রোধ দৃষ্টে চায় ।
 রিপুবাণে হয় যদি অজ জরজর ।
 তথাপি তাহাতে ব্যথা নহে তত বড় ॥
 বন্ধুগণ কুবচন-বাণ-বরিষণে ।
 যেক্রমে হৃদয়ে তাপ বাঢ়ে অশ্রুক্ষেপে ॥
 বাপের প্রধান তুমি কহা গুণবতী ।
 তোমাতে অধিক প্রেম ধরে প্রজাপতি ॥
 তবু তথা গেলে তুমি না পাবে সন্তোষ ।
 আমার বনিতা দেখি চব তার রোষ ॥
 পাপে দৃঢ়মতি যার কুজিত হৃদয় ।
 সম্পদ বিষয়ে গৰ্ব বাঢ়ে অতিশয় ॥
 দৈব না হয়ে করে দৈবের ঘেষ ।
 বুঝা যেন অনুরে হিংসরে স্ববীকেশ ॥
 যদি বল কেন তুমি না কৈলে প্রণাম ।
 তায় কথা কহি সতী তোমা বিজ্ঞান ॥

দেহ গেছে দেখিয়ে যাহার অহংকার ।
 বৃথাজনে তাহারে না করে নমস্কার ॥
 যাহার অন্তরে আছে প্রভু ভগবান ।
 চিন্তের ভিতরে তারে করিয়ে প্রণাম ॥
 বাসুদেব নাম সখ বিমুখ বিজ্ঞান ।
 তাহাতে পরম ব্রহ্ম বৈসে ভগবান ॥
 সেই বাসুদেব নাম করিয়ে চিন্তন ।
 শরীরে প্রণাম করি কোন প্রয়োজন ।
 প্রণাম না কৈলু আমি এই সে কারণে ॥
 না বুঝিয়া দক্ষ ক্রোধ কৈল অকারণে ।
 তুমি না চলিহ সতী দক্ষ-দরশনে ॥
 তার দৃষ্টগণ না করিবে সম্বোধনে ।
 কৌতুকে গেলাম মুঞি যজ্ঞ দেখিবারে ।
 তাহাতে ভৎসিয়া দক্ষ কৈল তিরস্কারে ॥
 তুমি যদি আমার বচন পরিহারি ।
 বাপের মন্দিরে য'হ চিন্তে কোপ করি ॥
 তবে সতী কলিবে বিষম পরমাদ ।
 এ বোল বুঝিয়া রহ না কর বিবাদ ॥
 এ বোল বলিয়া শিব হৈল নিশবদ ।
 মনে দুঃখ পায়া দেবী করে ছটফট ॥
 পুর হৈতে বাহির বাহির হৈতে পুর ।
 আইসে যায় মনে দুঃখ পাইয়া প্রচুর ॥
 সঙ্কল্প শরীরে আঁখি বেয়া পাড়ে ধসে ।
 লাজে ভয়ে সতী দেবী কিছুই না বলে ॥
 কারে কিছু না বলিঞা ক্রোধ করি মনে ।
 চলিলা বাপের ঘরে সঙ্গল-নয়নে ॥
 বুঝিয়া দেবীর মন দেব ত্রিলোচন ।
 পাঠাঞা দেবীর সঙ্গে দিলা নিজগণ ॥
 ধন ছত্র চামর পতাকা দিব্য বান ।
 চলিল দেবীর পাছে শত শত সেনা ॥
 শত শত মূদক দুন্দুভি কোলাহল ।
 সোদিগে পুরিয়া হৈল আনন্দ মঙ্গল ॥
 উত্তরিলা গিয়া দেবী বাপের মন্দিরে ।
 বিজ্ঞগণ বেদ ঘোষে পুরিত অন্তরে ॥
 পশু হিংসা বলিদান বিবিধ সম্ভার ।
 বহুবিধ ধাতুপাত্র কাঞ্চন অপার ॥
 হেন যজ্ঞঘরে দেবী করিলা প্রবেশ ।
 কেহ না বোলয়ে তারে শিবে ধরি ঘেষ ॥
 কিছুই না বোলে কেহ না চাহে নয়নে ।
 সকল ভগিনীগণ পূজিল আদরে ॥
 মায়ে কোল দিয়া ঘরে আনিল দুহিতা ॥

আগনে বসাক্ষা মাতা হৈলা আনন্দিতা ॥ (১)
মনে ক্রোধ করি সতী চৌদিকে নেহালে ।
না দেখি শিবের ভাগ যজ্ঞের ভিতরে ॥
বাপের দুর্নীত দেখি শিবে অবজ্ঞান ।
অন্তরে জানিলা দেবী পায়্যা অপমান ॥
শিব শিব এত বড় দেখিলুঁ দুর্নীত ।
মুনির সমাধে হয় হেন বিপরীত ॥
এ সব ব্রাহ্মণে করে যজ্ঞধূমপান ।
এই অহঙ্কারে করে শিবে অবজ্ঞান ॥
যার সম ত্রিভুবনে নাহি অতিশয় ।
সকল জগৎগুরু পিতা সর্বময় ॥
যার বৈরিভাব নাহি দেখি ত্রিভুবনে ।
হেন শঙ্করের ঘেষ করে বিজগণে ।
কোন কোন দুষ্ট জন গুণে দোষ ধরে ।
সাধুজনে অল্প গুণ সেহ বড় করে ॥
অসত্য শরীরে যে আপন করি মানে ।
হিংসাবুদ্ধি হয় তার সাধু মহাজনে ॥
মহাজন নিম্নিব এ কোন তার কাজ ।
কুলজ সংযোগে যার নাহি ভয় লাজ ॥
প্রসঙ্গেতে গিরে (১) যার শিব দু অক্ষয় ।
জগতমঙ্গল নাম সর্বপাপহর ॥
শিব নাম কীর্তনে সংসারদুঃখ হয়ে ।
হেন শঙ্করের ঘেষ বিজগণ করে ॥
যার পাদপদ্ম যোগী চিন্তয়ে ধিয়ানে ।
যার গুণ কীর্তন করয়ে সুরগণে ॥
হেন শঙ্করের সহে বাপের বিবাদ ।
তাঁহার দুহিতা আমি এ বড় বিবাদ ॥
ব্রহ্মা আদি দেবে যার তত্ত্ব নাহি জানে ।
হেন শঙ্করের হিংসা করে বিজগণে ॥
জটা ভঙ্গ্য ধরে শিব বাঘজাল পরে ।
শ্রেণ ভূত পিশাচ যোগিনী সঙ্গে ফিরে ॥
এ সব শিবের দোষ নাহি জানে আনে ।
সভে দোষ জানে এই যজ্ঞের ব্রাহ্মণে ॥
মহাজন নিন্দা যথা শুনি নিজ কাণে ।
হাথে কাণ ঢাকিয়া চলিব তথা হনে ॥
যদি পারি তার জিহ্বা কাটিয়া ফেলিব ।
নহে বা আপন প্রাণ আপনে ছাড়িব ॥
এথা আসি শিবনিন্দা শুনিলুঁ শ্রবণে ।
যজ্ঞভাগী নহে শিব দেখিলুঁ নয়নে ॥

হেন দক্ষ হইতে যোর উৎপন্ন কার ।
এ দেহ রাখিতে যোর আর না যুগায় ॥
লোভ-মনে গরিষ্ঠ ভোজন যদি করি ।
সেই অন্ন পাছে যদি উগারিয়া পেলি ॥
তবে পাছে পরিশ্রমে সেই ভাল হয় ।
এ দেহ রাখিতে আর উচিত না হয় ॥
বেদবাদরত মতি নহে মহাজন ।
নিজ ধর্ম্মে থাকি করে স্বধর্ম্ম রক্ষণ ॥
ঐশ্বর্যলক্ষ্য ধর্ম্ম বেদমুখে শুনি ।
নিবৃত্তিলক্ষ্য ধর্ম্ম সেই বেদবাণী ॥
এক কঠা দুই কর্ম্ম নহে অধিকারী ।
জ্ঞানপথে কর্ম্মযোগে ফল নাহি ধরি ॥
এ দেহ ধরিয়া কিছু ফল নাহি আর ।
ভজিতে শঙ্কর দেব নাহি অধিকার ॥
এ দেহ রাখিয়ে যোর নাহি প্রয়োজন ।
এ বড় কুচ্ছিত যোর কুয়োনি-জনম ॥
এ বোল বলিয়া দেবী বলিলা ধিয়ানে ।
যোগপথে কৈলা দেবী চিত্ত সমাধানে ॥
শিবচরণারবিন্দ হবয়ে ধরিয়া ।
যোগপথে নিজ দেহ আশুনি আলিয়া ॥
শরীর পোড়ায়্যা দেবী শিবলোকে গেল ।
তিনলোকে হাহাকার শব্দ উঠিল- ॥
কোন জনে সতীদেবী কৈলা অবজ্ঞান ।
কোন বাণী কে বলিল পাইল অপমান ॥
সতীদেবী শরীর ছাড়িল কি কারণে ।
এইরূপ নানা বাণী বলে সর্বজন ॥
হেনকালে শঙ্করের পারিষদগণ ।
জানিঞা সাক্ষাতে সতীদেবীর মণ ॥
অঙ্গ তুলি ধাইল তারা মারিবার তরে ।
হেনকালে তুণ্ডমুনি কোন যুক্তি করে ॥
যেই মাত্র কুণ্ডে হোম কৈলা মনিবর ।
কুণ্ডে হৈতে দৈত্যগণ (১) উঠিল সঙ্কর ॥
মহা ভয়ঙ্কর তারা দিব্য অস্ত্র ধরে ।
দুইগণে যুদ্ধ হয় পৃথিবী উপরে ॥
শিবগণে ব্রহ্মতেজ সহিতে না পারি ।
চৌদিকে পলংকা গেল ভয়ে রণ ছাড়ি ॥
শিবদেব শুনিলা দক্ষের অবজ্ঞান ।
সতীদেবী দেহ ছাড়ি গেলা নিজস্থান ॥

“পাঠান্তর,—“কৈলা আলিসিতা” ।

(১) গিরে,—(গির, বাক্য) বাক্য কুর্জি হয় ।

(১) পাঠান্তর,—“কৃত্যগণ” । মূল—

“অধঃপাণা হুয়মানে দেবা উৎপেতুবোজসা ।

ঋভবো নাম তপসা সোমঃ প্রাপ্তাঃ

ভয়ে রণ তেজি নিজগণের তন্ত্ৰান ।
 শুনিয়া নারদমুখে শিব ভগবান ॥
 ক্রোধ করি মহাদেব উঠিল। সত্বরে ।
 দন্তে দন্তে পিবিয়া ছিঙিলা জটাভারে ॥
 ভড়িতবরণ জটা দেখি ভয়ঙ্কর ।
 তাহা হৈতে পুরুষ উঠিল। ঘোরতর ॥
 শিরে পরশিল বীর গগণ-মণ্ডল ।
 তিন গোটা অক্ষি যেন তিন দিনকর ॥
 অলক্ত আঁগুলি যেন বিকট দশন ।
 বিশাল সহস্র ভূজ ঘোর দরশন ॥
 নানা অস্ত্র করে ধরে মুণ্ডমালা গলে ।
 শিবেয় অগ্রেতে বলে কর ঘৃড়ি শিরে ॥
 আজ্ঞা কর কি নাথ করিব আরাধন ।
 শিব বলে শুন শুন আমার বচন ॥
 সগণে মারিয়া আইস দক্ষ চুরাচার ।
 নজ্জত কর তার কুলের সংহার ॥
 গণের প্রধান তুমি নিজ অংশধর ।
 আমার বচনে তুমি শীঘ্র ইহা কর ॥
 আজ্ঞা শিরে ধরিয়া পুরুষ ঘোরতর ।
 প্রণাম করিয়া বীর চলিলা সত্বর ॥
 রুদ্ধ পারিষদগণ ধাইল তার পাছে ।
 মহারব করিয়া ধবীয়া রণকাছে ॥
 দেখিয়া উত্তর দিগে ধুলা অন্ধকার ।
 দক্ষগুরে শব্দ উঠিল হাহাকার ॥
 িস্তিতে লাগিলা দক্ষ যতেক ব্রাহ্মণ ।
 আকাশে উঠিল ধুলা এ কোন্ কারণ ॥
 নাহি ঝড় উতপাত দুষ্টজন-ভয় ।
 অরাজক রাজ্য নাহ দেখিয়ে প্রায় ॥
 কোন্ দোষে কৈলা দক্ষ সতী অবজ্ঞান ।
 পরমাদ ফলে হেন করি অনুমান ॥
 অজ্ঞকালে যে শিব মেলিয়া জটাভার ।
 দিগ্‌গজ বিদ্ধিয়া শূলে করয়ে বিহার ॥
 বার ক্রোধ আনলে ব্রহ্মাণ্ডকোটি দহে ॥
 কেন দক্ষ বিবাদ বাঢ়াইল তার সহে ॥
 এইরূপে বলাবলি করে সর্বজননে ।
 হেনকালে আসিয়া বেটিল রুদ্ধগণে ॥
 কেহ ঘর ভাঙে কেহ প্রাচীর দুয়ার ।
 কেহ সভা ভাঙে কেহ রন্ধনআগার ॥
 কেহ বজ্রহুণ্ড ভাঙ্গি আঁগুলি নিভায় ।
 কেহ কেহ বজ্রপাত্র ভাঙ্গিয়া পেলায় ॥
 কুণ্ডেয় উপরে কেহ ছাড়ো মলমূত্র ।
 বিজগণে বান্ধি কেহ ছিঙে যজ্ঞসূত্র ॥

কেহ নারীগণে ধরি করে বিড়ম্বন ।
 কেহ আনি বান্ধিয়া পেলায় মুনীগণ ॥
 দেবগণ পেলায় বান্ধিয়া কেহ আনে ।
 ভৃগুমুনি বান্ধিয়া আনয়ে যণিমান ॥
 বীরভদ্র বীর বান্ধে দক্ষ প্রজাপতি ।
 চণ্ডেশ বান্ধিয়া করে পুষার দুর্গতি ॥
 নন্দীশ্বর ভগদেবে বান্ধিলা নির্জাসে ।
 চৌদিক তরিয়া দেব পলায়ে তরাসে ॥
 যে দাড়ি দেখায়া ভূজ হালিলা তখনে ।
 সে দাড়ি মুড়াঞা তার কৈলা বিড়ম্বনে ॥
 যে দস্ত দেখায়া পুষা পুরুষে হাসিল ।
 ভূমেতে পেলাঞা তার দস্ত উপাড়িল ॥
 ভগদেবে যে আঁখি দেখাঞা দিল ঠার ।
 ভূমিতে পেলিয়া আঁখি উফাড়িল তার ॥
 চাপিয়া ধরিয়ে দক্ষ ভূমিতে পেলিয়া ।
 শরসান খজো মাথা পেলিল কাটিয়া ॥
 কাটিতে না গেল কাটা িস্তে মহেশ্বর ।
 সংগোপনে যোগ চিস্তে মনের ভিতর ॥
 কাটিল দক্ষের মাথা সেই যোগবলে ।
 সাধু সাধু শব্দ উঠিল ক্ষিতিতলে ॥
 দক্ষশির হলিল যজ্ঞের হতাশনে ।
 হাহাকার শব্দ উঠিল দক্ষগণে ॥
 দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ হৈল দক্ষের মরণ ।
 প্রাণ লঞা সুরলোকে গেলা সুরগণ ॥
 ত্রিগুণ পট্টপ গদা পরিষ মুদ্রারে । (১)
 ছিন্ন ভিন্ন হঞা দেব পলায় সত্বরে ॥
 ব্রহ্মাকে জানাল্যা গিয়া করিয়া প্রণাম ।
 শুনিঞা বিরিকি দেব কৈলা প্রণিধান ॥
 ব্রহ্মা নারায়ণ স্থানে কৈলা নিবেদন ।
 শুনিয়া গোবিন্দ দেব কি বোলে বচন ॥
 মহাজন অপরাধে না হয় কল্যাণ ।
 তুমি-সব শিব দেবে কৈলে অবজ্ঞান ॥
 ত্রিজগৎনাথ শিব লোকমণ্ডেশ্বর ।
 তাঁর স্থানে অপরাধে না দেখি কুশল ॥
 সতে মেলি কর গিয়ে শিব আরাধন ।
 ভজিলে তখনে শিব হৈব পরশর ॥
 চরণ ভজিলে মাত্র করিব প্রসাদ ।
 ভজিলে শঙ্কর দেব খণ্ডিব প্রমাদ ॥

(১) পাঠান্তর:—

পত্রপুল পট্টপ গদা পরিষ মুদ্রার ।

বরষ তেদিল তাঁর দক্ষ-কুবচনে ।
 প্রিয়ানুগ শঙ্করে করত আবাধনে ॥
 আমি নারায়ণ যার তত্ত্ব নাহি জানি ।
 ব্রহ্মাহ না জানে তত্ত্ব কিবা সুর মূনি ॥
 হেন শিবদেবে আছে কি আর উপায় ।
 ভজিলে করিবে কৃপা সতে মনে ভায় ॥
 এ বোল বলিয়া চরি লৈয়া সুরগণ ।
 ব্রহ্মা লৈয়া আপনে চলিলা নারায়ণ ।
 কৈলাসে বসিত যথা শঙ্কর স্থান ॥
 আপনে চলিয়া তথা গেলো ভগবান ॥
 কিয়ব গন্ধদ যক্ষ অঙ্গরা বেষ্টিত ।
 নানা মণিশয় শৃঙ্গ দেখিতে শোভিত ॥
 নানা দ্রব্য লতাগুলি ভ্রমর বন্ধার ।
 নানা মণিশয় পথ বিমলা সঙ্কাপন ॥
 সিঙ্গগণ সহে সিদ্ধবত (১) বিচরণ ।
 ময়ূর-শব্দ শুক কোকিল ও মন ॥
 বিবিধ নিহগ সঙ্গ যথা বিদ্যাজিত ।
 ক্ষেপিত হইয়া পুং পোনে ভয়ঙ্কর ॥
 ছিন্ন ভিন্ন ঠেংবা দেব পায় তবাসে ।
 তা দেখিয়া রুদ্রগণ উচ্চারণে ২ সে ॥
 দেব মূনিগণ বাল না দেখি নিস্তার ।
 কিরূপে তবিত তান বরে প্রতিকাশ ॥”

— বৈদিনী প্রেরণ পুঁথি ।

পারিজাত সরল মন্দার স্তম্ভোদ্ভিত ॥
 তাল তমাল সাল আশ্র কোবিল ॥
 নাগ পুন্নাগ নিম্ব মৃচকুন্দ পিয়াল ॥
 মালতী মাধবী জাতি মল্লিকা মণ্ডিত ॥
 রাজপুগ পুগ বাও পুর শুলে পিত ॥
 কুন্দ কুরবক নৌপ মধু বকুল ॥
 ভূজ সর্জ কুজ বট কদম্ব সঙ্গল ॥
 কুমুদ কন্দলার শতপত্র উৎপল ॥
 বিবিধ কমল যুক্ত দৌলি সরোবর ॥
 মৃগ শাখীমৃগ সিংহ মস্ত মাতঙ্গ ॥
 শরভ মহিষ খর দেখিতে সুরঙ্গ ॥
 পুং নদী পুণ্য তরু পুণ্য উপবন ॥
 দেখিয়া বিম্বিত হৈলা সব সুরগণ ॥
 শিবের অলকাপুরী কগাস পঞ্চভে ॥
 দেবগণ আগম্য দেখিলা হবসিতে ॥
 সৌগন্ধিক বন তাথে সুবমা ময়ূর ।
 শুক পিক বিহগ নাদিত ভৃঙ্গকুল ॥

(১) সিদ্ধবত ।

কুমুমতি ক্রমজাল পুণ্য লতাগুলি ।
 সুববধু কেলি করে হয়ে কুতূহলী ॥
 বিজয়রচিত তঃ দীপী সরোবর ।
 কুমুমে আয়োদ বন পবন শীতল ॥
 তার মাঝে আছে এক বট মনোহর ।
 শতক যোজন গাছ দীঘল প্রসর ॥
 বিবিধ সন্তাপ তথা নাহি জরা তন্ন ।
 পুণ্য গন্ধ আয়োদিত পবন সঙ্কর ॥
 তার তলে শিবদেব শাস্ত কলেবর ।
 চৌদিকে বেটিয়া আছে গন্ধর্ব্ব কিম্বর ॥
 উপাসনা করে সিদ্ধ যোগী মূনিগণে ।
 সনকাদি নারদাদি করয়ে স্তবনে ॥
 দেবগণ দেখিয়া শঙ্কর মহেশ্বর ।
 অরাধরি করজুড়ি শিরের উপর ॥
 প্রণাম করিয়া মহেশ্বরের চরণে ।
 স্তুতি করে সুবগণ হবসিত মনে ॥
 স্তুতি করে নারায়ণ ব্রহ্মা সুরপতি ।
 দেবগণ স্তুতি করে শিবগত মতি ॥
 তুষ্ট হইয়া মধাদেব কি বোলে বচন ।
 বর মাগ কোন বর দিব সুবগণ ॥
 শিবের বচন শনি সুবগণ যেলি ।
 বর মাগে সুরগণ ববজোড় করি ॥
 যজ্ঞ বক্ষা কর দেব (১) দক্ষ প্রাণ দান ।
 জীয়াইয়া দেবগণে কর পরিত্রাণ ॥
 যজ্ঞভাগ তোমারে না দিল বিজগণে ।
 যজ্ঞভঙ্গ তুমি হব কৈলে তে-কারণে ॥
 বিজগণে প্রাণদান দেহ একবার ।
 দুই আঁখি দিয়া ভগ কর প্রতিকাশ ॥
 ভৃঙ্গর উঠুক দাড়ি পুষার দশনে ।
 প্রাণদান দিয়া দেব কর বিমোহনে ॥
 যজ্ঞভাগ তোমার রহিল সর্বকাল ।
 যজ্ঞ বক্ষা করি কর দক্ষেব উদ্ধার ॥
 দেবের বচন শুনি হয় মহেশ্বর ।
 তুষ্ট হইয়া দেবগণে কি বোলে উত্তর ॥
 দক্ষ আদি বিজগণ ছাওয়ায় সমান ।
 দেব মায়া বিমোহিত মুখ অগেয়ান ॥
 তা-সত্য অপরাধে ক্রোধ না হ করি ।
 দুষ্ট দোষ নিবাবিতে খল দণ্ড ধরি ॥
 ছা ' মুখ হোক দক্ষ দিলু এই বর ।
 মিত্রের লোচনে ভগ দেখিব সকল ॥

(১) পাঠান্তর,—“দেহ” ।

নহিব পুবার দম্ব ভক্ষিব পিঠালি।
 দেবগণ রহে যেন কাটা অজ ধরি।
 ছাগলের দাড়ি যেন ভৃগুমুনি ধরে।
 এই বর দিলু দেব চল সুরপুরে ॥
 শিবের বচন শুনি যত দেবগণে।
 শিব আজ্ঞা লয়্যা গেলা সেই যজ্ঞ স্থানে ॥
 ছাগলের মুণ্ড দিয়া দক্ষদেহে বুড়ি।
 জীয়ায়ে তুলিল দক্ষ অতিবেক করি ॥
 তবে দক্ষ উঠিয়া চিস্তিল মনে মনে।
 শিবের সন্তোষ আমি করিব কেমনে ॥
 শিবের মহিমা দেখি কাম্পিত অন্তর।
 জ্ঞতি ভক্তি করিয়া তুষিণ মহেশ্বর ॥
 পুনরপি যজ্ঞ কৈল ব্রহ্মার বচনে।
 পূর্ণা দিয়া যজ্ঞ সমাপিল দ্বিজগণে ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে চতুর্থ-

স্কন্ধে প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

সুহ রাগ ।

তবে আর কহিব বিহুর মতিমান্ ।
 একচিন্তে শুন তুমি হয়্যা সাবধান ॥
 স্বায়ম্ভুব মহুর আছিল পুত্র শ্রেষ্ঠ ।
 কনিষ্ঠ উত্তানপাদ প্রিয়ব্রত জ্যেষ্ঠ ॥
 উত্তানপাদের দুই আছিল বনিতা ।
 সুনীতি সুরচি নাম জগৎ বিদিতা ॥
 সুরচি সন্দরী হয় রাজার বল্লভা ।
 সুনীতি যাহার নাম যে হয় দুর্ভগা ॥
 সুরচি দেবীর হৈল উত্তম কুমার ।
 সুনীতির পুত্র ধ্রুব বিদিত সংসার ॥
 একদিন রাজসিংহ রাজসিংহাসনে।
 উত্তমে করিয়া কোলে বসিলা আপনে ॥
 হেনকালে ধ্রুব গেলা তাঁর সন্নিধানে ।
 ইচ্ছা কৈল উঠিতে বাপের সিংহাসনে ॥
 ভৎসিয়া সুরচি বলে আরে রে ছাওয়াল ।
 রাজ্যসনে বসিতে তোমার অহকার ॥
 নাহি কর যজ্ঞ তপ কৃৎ আরাধন ।
 আমার উদরে তোমাব না হৈল স্নেহ ॥
 তবে কেন ইচ্ছা কর এত বড় পদে ॥
 তেন ভাগ্য নাহি কর চল নিশবদে ॥

কুণ্ডে হৈতে আপনে উঠিলা নারায়ণ ।
 শব্দ এক গদা পদ্ম শ্রীবৎস লঙ্ঘন ॥
 মুকুট কুণ্ডল হার হেম অলঙ্কার ।
 আপনে আসিয়া কৃষ্ণ কৈলা অবতার ॥
 ব্রহ্মা আদি দেবগণে কৈল নানা জ্ঞতি ।
 তুষ্ট হৈয়া বর দিয়া গেলা সুরপতি ॥
 ব্রহ্মভাগ দিয়া দক্ষ যজ্ঞ সমাপিল ।
 দক্ষযজ্ঞ ভজ কথা সংক্ষেপে কহিল ॥
 ধন্য পুণ্য পাপহর পরম পবিত্র ।
 কৃষ্ণগুণ সমুদিত শঙ্করচরিত্র ॥
 যেবা শুনে শুনায়ে ছরিতরাশি হরে ।
 অন্তকালে তহু তেজ যায় বিষ্ণুপুরে ॥
 বীরশিরোমণি শ্রীগদাধর জ্ঞান ।
 ভাগবত আচার্ষে র মধুর গান ॥

এ বোল শুনিঞা রাজা হয়্যা হেটমাথা ।
 লাজে কিছু না বলিল মনে পাঞা ব্যথা ॥
 এতেক বচন শুনি ধ্রুব মতিমান ।
 কান্দিতে কান্দিতে গেলা মাতা বিত্তমান ॥
 পুত্র পুত্র বলিয়া সে আইল জননী ।
 কেন পুত্র কান্দিতেছ চক্ষে পড়ে পানি ॥
 কি কারণে কান্দ তুমি কে বলিল মন্দ ।
 তোমা সনে কাহার ছাওয়াল কৈল বন্দ ॥
 তবে ধ্রুব কহিল সকল বিবরণ ।
 যে বলিল সংমায়ে বিরোধ বচন ॥
 শুনিঞা দুঃখিত হৈল ধ্রুবের জননী ।
 পুত্রকে শাস্তি দা তবে বলে কোন বাণী ॥
 সত্য সত্য সংমায়ে বলিল তোমার ।
 পুণ্যে হৈতে নহে বাপ কোন অধিকার ॥
 ভকতবৎসন হরি সর্দক্ষলদাতা ।
 অখিল জগৎগুরু সর্বলোকপিতা ॥
 মুক্তগণ চিন্তে বীর উদ্দেশে সরণ ।
 সর্বভাবে লহ বাপু তাঁহার শরণ ॥
 লক্ষ্মী বীর পাণপদ্ম করয়ে ধ্যান ।
 কমল ধরিয়া করে পুজি অবিরাম ॥

ব্রহ্মা আদি দেবে ধীর চিন্তয়ে চরণ।
 হেন লক্ষ্মী করে ধীর চরণ সেবন ॥
 উচ্চপদে যদি বাঞ্ছা আহুয়ে তোমার।
 যদি বাপু ইচ্ছা তুমি বড় অধিকার ॥
 তবে কৃষ্ণপাদপদ্ম কর আরাধন।
 ত্রৈলোক্য-বন্দিত পদ দিব নারায়ণ ॥
 ধীর পদ সেবি ব্রহ্মা পাইল ব্রহ্মপদ।
 শিষ্যের শব্দ হৈল সেবি ধীর পদ ॥
 সে হরিচরণে বাপু করহ ভক্তি।
 জগৎবন্দিত পদ দিব দিব্যগতি ॥
 ঐব মহামতি শুনি এতেক বচন।
 ধীরে ধীরে কৈলা চিত্তে ক্রোধ নিবারণ ॥
 মাতাকে প্রণাম করি ঐব গেলা বনে।
 নারদ আসিয়া পথে দিলা দরশনে ॥
 আশীর্বাদ করিয়া বলিলা তপোধন।
 রাজার কুমার বনে চল কি কারণ ॥
 পঞ্চ বৎসরের তুমি রাজার কুমার।
 মনে অপমান কিবা তোমার বিচার ॥
 খেলার ছাত্রাল তুমি শিশুখেল খেল।
 মায়ে বচনে তুমি ক্রোধ কেনে কর।
 মান অপমান দিতে পারে নারায়ণ ॥
 না জানিয়া ক্রোধ লোক করে অকারণ ॥
 মায়ে উপদেশ কৈলা ভজিতে শ্রীহরি।
 তোমার শক্তিতে তাঁরে ভজিতে না পারি ॥
 অনেক জনম ধরি মহামুনিগণে।
 চিন্তিয়ে না পায় ধীর চরণ সন্ধান ॥
 তপ যোগ সমাধি করিয়া নিরন্তর।
 যোগেশ্বর না দেখে ধীর চরণকমল ॥
 একে শিশু আরে তুমি রাজার কুমার।
 সে প্রভু ভজিতে কিবা শক্তি তোমার ॥
 এতক বলিলা যদি মুনি যোগেশ্বর।
 প্রণাম করিয়া ঐব দিলেন উত্তর ॥
 নিশ্চয় জানিহু হরি হৈলা পরম্বর।
 তে-কারণে তোমা সনে হৈলা দরশন ॥
 যে কিছু কহিলে তুমি মোর হিতবাণী।
 না রহে হৃদয়ে মোর দোষ দেহ জানি ॥
 মরম ভেদিল সৎমায়ের বচনে।
 কেমতে করিতে পারি চিন্ত সমাধানে ॥
 জগৎবন্দিত পদ নাহি দেখি আন।
 হেন পদ পাইতে মোর চিত্তে অভিমান ॥

কোন পুণ্যে কোন তপে সে পদ মিলয়।
 হেন উপদেশ মোরে কর মহাশয় ॥

ঐবের বচন শুনি মূনির প্রধান।
 ধন্ত ধন্ত করি কৈল ঐবের বাধান ॥
 ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ মিলয়ে তখনে।
 সর্বভাবে লয় যদি গোবিন্দ শরণে ॥
 ভজিলে সে ধরি পারে আপনা দিবারে।
 উচ্চপদ দিব কোন বস্ত্রজান তারে ॥
 সত্য উপদেশ কৈল তোমার জননী।
 ভক্তভবৎসল ঐক্য-প্রাণ ঐক্যপাণি ॥ ()
 যমুনা পুলিনে পুণ্য আছে মধুবন।
 চল তথা গিয়ে কর শ্রীহরি ভজন ॥
 ত্রিকাল করিহ স্নান যমুনার জলে।
 ত্রিকাল ভজিহ হরি দিব্য ফলফুলে ॥
 ধূপ দীপ বিবিধ নৈবেদ্য উপহারে।
 বিবিধ বিধানে পূজ দিনে তিনবারে ॥
 ভূতভুজি করপদ করিহ শোধন।
 স্থির হয়্য বসিহ করিয়া শুদ্ধাসন ॥
 পুঞ্জিয়া গোবিন্দ রূপ করিহ চিন্তন।
 নবধন শ্রায় তহু রাজীবলোচন ॥
 ময়ূর চঙ্কিকা চাক কুটিল কুন্তলে।
 ললিত অলকাবলী বিলোল কপোলে ॥
 গণ্ডমুখে বিলোলিত মকর কুণ্ডল।
 ইন্দুকোটি-বিরাজিত বদনমণ্ডল ॥
 হারি বিরাজিত গলে বনমালা উরে।
 শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে চারি করে ॥
 ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিয়া কটিতটে পীতবাস।
 নবমণি জিনি কোটি চান্দ পরকাশ ॥
 মঞ্জীর-রঞ্জিত চাক্র চরণপঙ্কজে।
 কেয়ুর কঙ্কণবৃগ চাক্র ভূজরাজে ॥
 শূরেস্ত্র মুনীস্ত্রবৃন্দ করয়ে স্তবন।
 শঙ্কর বিরজি করে চরণ বন্দন ॥
 এক্রপ চিন্তিয়া তুমি পূজ হৃদ্যকেশ ॥
 কহিব তোমায়ে আর মন্ত্র উপদেশ ॥
 ষাটশ অক্ষর মন্ত্র সর্বমন্ত্র-সার।
 কহিব তোমায়ে মন্ত্র করিয়া উদ্ধার ॥
 সাত দিন যদি মন্ত্র জপে নিরন্তর।
 সর্ব সিদ্ধি হয় তার সর্বত্র মঙ্গল ॥
 সে মন্ত্র জপিয়া কৃষ্ণ পূজ নিরন্তর।
 ত্রৈলোক্য-বন্দিত পদ দিব গদাধর ॥
 এতক বচন শুনি রাজার কুমার।
 মূনির চরণে ঐব কৈল নমস্কার ॥

(১) পাঠান্তর,—

“ভক্তভবৎসল হরি ভক্ত চক্রপাণি।”

প্রদক্ষিণ করিলা চলিলা যমুবনে ।
 নারদ চলিয়া আইলা রাজ্য বিজ্ঞমানে ॥
 দেখিয়া উত্তানপাদ পুঞ্জিল বিধানেনে ।
 শিরে করি আনিঞা বসাইল দিব্যাসনে ॥
 পুছিল রাজ্যারে তবে মুনি যোগেশ্বর ।
 বিবাদ করিছ কেনে হয়্যা নৃপবর ॥
 রাজ্য হয়্যা কেনে তুমি কর বিমবিস ।
 কি কারণে না দোঁখয়ে হৃদয় হরিষ ॥
 লকটক দেখি বাপু রাজ্য অধিকার ।
 তোমার প্রাণে দণ্ড ফিবয়ে সংসার ॥
 কেহ নাহি আঞ্জা লঙ্ঘ্য না দেখি অধর্ম ।
 তুমি যদি ইৎসা কর নহে কোন কর্ম ॥
 তবে কেনে কর তুমি হৃদয় বিনাদ ।
 রাজ্য হয়্যা কর শোক এ বড় প্রমাদ ॥
 শুনিঞা উত্তানপাদ মুনির বচন ।
 আপন হৃৎকের কথা কৈল নিবেদন ॥
 স্তম্ভপ ছাওয়াল যোর গেল বনবাসে ।
 কেহ না রাখিল তবে মার কর্মদোষে (১)
 সৎমায়ে ভৎসিল মোহোর বিজ্ঞমানে ।
 মুক্তি তাথে কিছু না বজিলুঁ মতিহীনে ॥
 নারীজিত মুক্তিত অধন ছুরা গর ।
 স্ত্রীভয়েতে উপেখিলুঁ স্তম্ভপ ছাওয়াল ॥
 বনে ভয় পাঞা যদি ছাওয়াল উরায় ।
 সিংহে যদি মারে কিংবা বাঘে ধরি খায় ॥
 কোপে যদি ধব মোর যায় দূর দেশ ।
 চাহিতে চাহিতে যদি না পাই উদ্দেশ ॥
 তবে কি করিব মুক্তি নারদ গোপাঙ্গি ।
 স্ত্রীজিত পুরুষ মোব সম কেহ নাঞি ॥
 রাজ্যার বচন তবে শুনি মুনিবর ।
 শাস্তিরা রাজ্যারে তবে দিলেন উত্তর
 কৃষ্ণ আরাধিব ঐব তোমাব তনয় ।
 সে পদ সাধিব যাথে নাহি কালভয় ॥
 জগতে তোমার যশ করিব বিস্তার ।
 সাধিব সকল গিদি হৈব ভবপার ॥
 আনে আনে যে পদ পাইতে বাঞ্ছা করে ।
 ঐব পদ পাব যে তাহার উপরে ॥
 চিন্তা পরিহর তুমি শুন মহারাজ ।
 নিকটে আসিব ধন সাধি সব কাজ ॥
 এতেক বচন বলি নারদ চলিলা ।
 ঐব গিয়া পুণ্য যমুবনে উত্তরিলা ॥

(১) পাশাভর,—

“কেহ না দেখিল ঐব পদে পদে দেশে ।”

তীর্থজলে স্নান করি কৈলা উপবাস ।
 পরদিনে কৃষ্ণ পূজা কৈল পরকাশ ॥
 নারদের উপদেশ বি অমুদারে ।
 কৃষ্ণ আরাধন ঐব করে নিরন্তরে ॥
 তিন দিন বহি শ্রব করেন পারাণ ।
 কেবল বদর ফল দেহের ধারণা ॥
 এক মাস গেল তবে ঐহ পরকারে ।
 দুই মাসে ষড়্রাত্রি উপবাস করে ॥
 পারাণ দিবসে পত্র করেন ভোজন ।
 হেনকালে তিন মাস দিল দরশন ॥
 নব রাত্রি পরেতে করেন জলপান ।
 যোগবলে ধরয়ে কেবল নিজ প্রাণ ॥
 চারিমাसे ছয়াদশ উপবাস করি ।
 শরীর রাখয়ে ঐব বায়ু পান করি ॥
 পঞ্চ মাसे ঐব কৈল পবন রোধন ।
 হৃদয়পঙ্কজে আরোপিল নাশয়ণ ॥
 স্তম্ভিয়া রাখিল বায়ু এ দশ দুয়ার ।
 নিশ্চলে রহিল যেন পঙ্কজ আকীর্ণ ॥
 মন নিরোজিল ঐব কৃষ্ণের রণে ।
 বাহু পাশরিলা তবে দেশবাসবানে ॥
 এক পায়ে পরশিয়া দেহ স্নাত্তল ॥
 তার ভয়ে পৃথিবী করয়ে চলণ ॥
 নগনাগ দশ দিক বাসিত ॥
 পদভরে পাতাল তলাব স্নাত্তল ॥
 পবন কুদিল ঐব আপন স্বারে ।
 তিন লোক নিঃশ্বাস হইল সুরাসুর ॥
 তবে তার তপোবল দেখিয় বিদিত ।
 ইন্দ্র আদি সুরগণ হৈলা চমকিত ॥
 ভয়ে গিয়া লৈল বক্ষণে শরণ ॥
 বিবিধ প্রণাম কৈল লাবধ স্তবন ॥
 তবে হরি সাক্ষাতে দিলেন দরশন ।
 দেবগণে আশ্বাসিলা বানধ বচন ॥
 বৈরভাব নাহি তার ঐব মহামতি ।
 পরম বৈষ্ণব ধব সাধয়ে ভবতি ॥
 ভয় পরিহর দেব চল নিজ স্থানে ।
 আপনে চলিব আমি ঐব সন্তোষণে ॥
 দেবগণ সন্তোষিয়া পুরুষ পুরাণ ।
 সেইকণে আইলা প্রভু ঐব বিজ্ঞমান ॥
 (সমাধি করিয়া ঐব আচ্ছত্ত ধোয়ানে ।
 দিব্য কৃষ্ণরূপ ধব দেখে বিজ্ঞমানে ॥)
 দিব্য কৃষ্ণরূপ ঐব দেখিল সম্মুখে ।
 বাহু আভ্যন্তর পাশরিলা শ্রেমমুখে ॥

নমো নমো নমো নমো নমো জগন্নাথ ।
এ বোল বলিয়া এব কৈল দণ্ডপাত ॥
ভূমেতে পড়িলা এব হঞা অচেতনে ।
শিখিল হইলা অঙ্গ কিছুই না জানে ॥ (১)
দেখিয়া কবের ভাব প্রভু দামোদর ।
শির পরানিলা প্রভু দিয়া নিজ কর ॥
তবে এব পাইল বল কৈল চমৎকার ।
উঠিয়া করয়ে স্তুতি রাজার গুণার ॥
কত কত স্তুতি কৈল কত দণ্ড নতি ।
কত ভাব উপভিল কতক ভাবতি ॥
তবে তুষ্ট হয়। বর দিল ভদ্রদান ।
জগৎবন্দিত তুমি ০০ ০০ ০০ ০০ ॥
ধবলোক যাহ তুমি সত্য উপরে ।
লক্ষ্মী সহ ভথা আনি নিঃসন্তরে ॥
চন্দ্র স্বর্ঘ্য গ্রহ যোগ ক্ষত্র কণ ।
তার। সবা তোনা বেঁচে কবিব ভয় ॥
মুনিগণ বেঁচিয়া কবিব ঋত্বিক ।
গন্ধর্ব্ব কবিব পান গোমা সাধ্য ॥
ছিশ সহস্র তুমি বসন্ত ভবান ।
রাজ্যভোগ করহ মিত্র কাশীনাথ ॥
মহাযজ্ঞ করি তুমি হইহ মহারোহ ।
তবে তুমি ব লোক পাত ব সন্তকালে ॥
এতেক খচন বাল প্রভু ভগবান ।
কবের সাক্ষাতে কৃত বেলা অন্তর্দান ॥
তবে এব উদ্দেশে বাঁধনা নন্দর ।
নিজ পুরে চলে তবে রাজার গুণার ॥
উত্তরিলা এব যদি রূপসামরানে ।
এক জনে জানাইলা রাত বহুমান ॥
রাজা তাণে দিল হার রাজ্য মাতরণে ।
হয় বা না হয় রাজ্য সন্তে মনে মনে ॥
নারদে কহিল আশা নিঃশব্দ বচনে ।
আনন্দে পুরিয়া রাজা চলে সেই ক্ষণে ॥
কুলের প্রধান যত আছে বৃদ্ধগণ ।
কুলপুত্র হিত যত প্রধান ব্রাহ্মণ ।
পাত্র মিত্র সামন্ত অযাধ্য মন্ত্রীগণ ॥
চলিলা রাজার সঙ্গে সব পুরজন ॥
মদমত্ত গজরাজ করি আশ্রয়ান ।
লক্ষ লক্ষ হস্তী ঘোড়া কারিমা যোগান ॥
অযুত অযুত রথ শত শত সেনা ।
নানা বর্ণে পতাকা বিবিধ ছত্রবান ॥

(১) পামস্তর,—

“তিতিল সকল অঙ্গ নয়নের জলে ।”

বিবিধ বাজনা বাজে স্বাক্ষর গমনে ।
চলিলা এবের মাতা হরষিত মনে ॥
উত্তমের জননী উত্তম পুত্র সঙ্গে ।
এব আনিবারে দেবী চলিল আনন্দে ॥
বিবিধ সান্নে সেনা সান্নিয়া সারে ।
চলিলা নৃপতিসিংহ এ আশ্রয়ে ॥
কথো দূর গিয়া হৈল পুত্র দদশনে ।
দণ্ডবত হৈল এব বপেন চরণে ॥
মায়ের চরণে তবে কবিব মদনে ।
দণ্ডবত বৈলা সৎসারের চরণে ॥
উত্তমের সঙ্গে তবে কৈল কোণাকোলি ।
বিনয় বচন তবে সর্বলোকে বাল ॥
তবে রাণী তুলিয়া পুত্রেরে দিল কোল ।
তখন ভরিয়া হৈল রথের রোল ॥
পুত্র কোলে বসি রাণী আপন পাসরে ।
তিতিল সকল অঙ্গ নয়নের জলে ॥
সৎসারে কোলে দেয়া কৈল আশীর্বাদ ।
চিরজীবী বলিয়া মাথায় দিল হাব ॥
মায়ে আশীর্বাদ দিল কার আলঙ্কর ।
আশীর্বাদ দিল যত দ্বিঃ ভরণ ॥
রথে তুলি পুত্র লৈয়া আইলা নিঃস্রী ।
পুষ্প বারষ করে বসন্ত রসারী ॥
প্রবাল তরুণ ফল লী বাগানে ।
পুরে পুরে বেলা যত গুণবরোদণ ॥
বসাই পুত্রকে রাণী দিল রাণীরে ।
বহুবিধ স্তুতি গীত বস্ত্র মনোহরে ॥
এইরূপে আনন্দে রহিলা কথোকাল ।
তবে বিচা কৈল ব রাজার গুণার ॥
শিশুমার নামে ছিল এক প্রাপাত ।
তার কণা বিভা কৈল মম নামে সতী ॥
এবে রাজা করিয়া স্বাপন রাজ্যসনে ।
আপনে চলিয়া বাজা গেল তপোবনে ।
যোগে দেহ ছাড় রাণী গোলা স্বর্গবাসে ।
স্বর্গে বাজা করে এব গুরু উপদেশে ।
মৃগয়া করিতে বনে উত্তম চলিলা ।
তথাই গন্ধর্ব্বগণে বেঁচে মাংসনাথ ॥
পুত্রশোকে তার মাতা গেল অমুসারে ।
অগ্নি পরবেশ করি তেজে কলেবরে ॥
শুনিঞা এবের কোপ হৈলা অতিশয় ।
সাজিয়া সকল সৈন্তে চলে মহাশয় ॥
গন্ধর্ব্বগণের সহে করিয়া সমর ।
কোটি কোটি গন্ধর্ব্ব কাটিলা মহাবল ॥

গন্ধর্বের সৃষ্টিনাশ হয় হেনকালে ।
 স্বায়ম্ভুব মনু আইলা ঋগ্বেদ গোচরে ॥
 পরম বৈষ্ণব বৎস তুমি মহাশয় ।
 এত প্রাণী বধ করা উচিত না হয় ॥
 গন্ধর্বের সৃষ্টিনাশ নহেত উচিত ।
 ভকত জনের কর্ম নহে বিপরীত ॥
 এইরূপে নানা স্তুতি কৈলা মহুরাজ ॥
 তবে যুদ্ধ ছাড়ে ঋগ্বেদ মনে পাঞা লাজ ॥
 তবে স্বায়ম্ভুব মনু গেলা স্বর্গবাসে ।
 কুবের আসিয়া তথা মিলিলা হরিবে ॥
 করিয়া কুবের নানা তত্ত্বে স্তুতিবাদ ।
 মাথে হস্ত দিয়া তাঁরে দিলা আশীর্বাদ ॥
 রহিল গন্ধর্ব সৃষ্টি রূপায় তোমার ।
 দেবগণ তুষ্ট হৈলা গন্ধর্ব নিস্তার ॥
 পরম বৈষ্ণব তুমি চিন্তে কৃষ্ণ ধর ।
 নিজ পর বৃদ্ধি তুমি কত নাহি কর ॥
 ভকতবৎসল হরি ভক্তিজাবে ভজ ।
 নিজ পুরে চল বৎস বৈরাভাব তেজ ॥
 এতক বচন বলি কুবের চলিল ।
 নিজ পুরে আসি তবে ঋগ্বেদ উস্তরিল ॥
 জনমিল পুত্র পৌত্র মহা বলবান ।
 পৃথিবী শাসিয়া কৈল মহা বস্ত্র দান ॥
 চুইজন খণ্ডিল দণ্ডিল দুরাচার ।
 শিষ্ট পরিপালন করিল সর্বকাল ॥
 হরি-পূজা হরি-সেবা হরি-সংকীৰ্ত্তন ।
 যুক্ল-পবিত্র-কথা সতত শ্রবণ ॥
 সাধুপূজা সাধুসেবা সাধুজন-সঙ্গ ।
 তবু তার না হৈলা প্রেত দণ্ডভজ ॥
 চরাচর শরীরে দেখিলা কৃষ্ণরূপ ।
 কৃষ্ণ বিনে আন কিছু না হয় স্বরূপ ॥
 যদি চিত্ত স্থির হৈল কৃষ্ণের চরণে ।
 বাহ্য অভ্যন্তর ঋগ্বেদ কিছুই না জানে ॥
 তবে ঋগ্বেদ পরিহারি নিজ অধিকার ।
 প্রদান পুত্রেরে তবে দিলা রাজ্যভার ॥
 ছত্রিশ সহস্র ধরি বৎসর অবধি ।
 রাজ্যভোগ কৈলা ঋগ্বেদ সর্ব গুণনিধি ॥
 সে হেন সম্পদ তেজি গেলা মূনিবনে ।
 বিশালা নদীর তীর নীর সুশোভনে ॥
 পুণ্যজলে মজিয়া পুজিল নারায়ণ ।
 হেমকালে দিব্য রথ দিল দরশন ॥

দুই পারিষদ চারি ভূজ-বিরাজিত ।
 নীতবস্ত্র কৃষ্ণবেশ ভূষণে ভূষিত ॥
 শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চারি মহাভূজে ।
 রাজীবলোচন দিব্য বনমালা শাজে ॥
 কহিলা ঋগ্বেদে তবে তাঁরা দুই জন ।
 দিব্য রথ তোমারে পাঠাইলা নারায়ণ ॥
 এই রথে চড়ি তুমি ঋগ্বেদলোকে চল ।
 আত্মা দিলা অগ্নিগাথ বিলম্ব না কর ॥
 তবে ঋগ্বেদ তাঁ-সভারে কৈলা দণ্ডনতি ॥
 গন্ধ পুষ্প দিয়া পূজা কৈলা মহামতি ॥
 পুজিল বিমানবর বিবিধ বিধানে ।
 প্রণাম করিলা দেব ষিদ্ধ গুরুগণে ॥
 উঠিলা বিমানে ঋগ্বেদ হস্তে নমস্কার ।
 সূর্য্যকোটি সম তেজ ধরেন তৎকাল ॥
 আকাশে রহিয়া ঋগ্বেদ বলে কোন বাণী ।
 পরম ভূখিতা মোর রহিলা জননী ॥
 কোন মতে হয় যদি মাগের উদ্ধার ।
 কহ পারিষদবর তার পরকার ॥
 বুঝিয়া ঋগ্বেদ মন দুই পারিষদে ।
 দেখাইল জননী তাঁর যার দিব্য রথে ॥
 তবে ঋগ্বেদ চলি যার হরষিত মনে ।
 হৃদ্যুতি বাজন বাজে পুষ্প বরিষণে ॥
 ধন্য ঋগ্বেদ ধন্য ঋগ্বেদ করয়ে রাখান ।
 সুরপুর লঙ্ঘিয়া চলিলা নিজ স্থান ॥
 নাছিয়া বসিল ঋগ্বেদ পরম আসনে ।
 বায়ুবেগে রথরাজ উড়ায় তখনে ॥
 ঋগ্বেদ প্রদক্ষিণ করি শশী দিনকর ।
 বেচিয়া ভ্রময়ে যত জ্যোতিষ মণ্ডল ॥
 সপ্ত ঋষি স্তুতি করে নাচে বিভাধর ।
 সুরবধুগণ নাচে অতি মনোহর ॥
 পরম বৈষ্ণব ঋগ্বেদ বিষ্ণুপদে বাস ।
 ঋগ্বেদ চরিত্র কিছু কৈল পরকাশ ॥
 ধন্য পুণ্য শৌকহর দরিদ্র মামন ।
 পবিত্র-চরিত্র-কথা দ্রুতিত খণ্ডন ॥
 পুণ্য তিথি পুণ্য কালে যে করে শ্রবণে ।
 অশ্বমেধ শত-ফল হয়ে দিনে দিনে ॥
 কৃষ্ণের চরণে ভক্তি হয় পাপক্ষয় ।
 বিষ্ণুপদে বাস তার খণ্ডে ভবভয় ॥
 ভাগবত-আচার্যের মধুরস-বাণী ।
 ঋগ্বেদ মহিমা শুন পুণ্যফল জানি ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে চতুর্থস্কন্ধে ঋগ্বেদচরিত্র কথনে ষিভীমোহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায় ।

কহিলা মৈত্রেয় মুনি ঋষ উপাখ্যান ।
 বিদূর সন্তোষ পাইলা ভকত-প্রধান ॥
 তবে আর জিজ্ঞাসিলা মৈত্রেয়-চরণে ।
 কার পুত্র দশজন প্রচেষ্টা নামে ॥
 কহ মুনি তার অম্ব কৰ্ম গুণ নাম ।
 মোর নিবেদনে গুরু কর অবধান ॥
 শুনিঞা মৈত্রেয় মুনি দিলেন উত্তর ।
 ঋষের কুমার রাজা আছিল উৎকল ॥
 রাজা হয়্যা রাজ্যে তার নৈল অভিলাষ ।
 জগৎ দেখিল যেন তড়িৎ-প্রকাশ ॥
 নিরবধি সযাধি নাহিক ধ্যানভঙ্গ ।
 কার সহে নাহি প্রেম কার সহে সঙ্গ ॥
 যেন জড় উনমত-বধির-আকার ।
 তবে তায় মন্ত্রিগণে করিল বিচার ॥
 বৎসর কনিষ্ঠ তার করিয়া বৃপতি ।
 তবে রাজ্য পালিল শাসিল বসুমতী ॥
 পুষ্পার্ণ কুমার তার পাইল রাজ্যভার ।
 ব্যাট নামে রাজা হৈল তাহার কুমার ॥
 ব্যাটের স্তনয় রাজ্য হৈল চক্ষু নামে ।
 চক্ষুর কুমার হৈল উল্লুক প্রধান ॥
 উল্লুকের পুত্র অঙ্গ নামে নরপতি ।
 তার পুত্র হৈল বেণ কেবল কুমতি ॥
 দুয়ন্ত দুঃশীল বেণ হৈল দুরাচার ।
 অঙ্গ রাজ্য না পারিল করিতে নিবারণ ॥
 মনে দুঃখ পেয়ে রাজ্য গেল তপোবনে ।
 ছুট বেণ বলিল বাপের রাজ্যগনে ॥
 রাজ্য হয়্যা ছুট বেণ করিল ঘোষণা ।
 বোর রাজ্যে ধর্ম জানি করে কোন জনা ॥
 না করিহ যজ্ঞ দান ব্রত গুণ্য কৰ্ম ।
 কেহ জানি কোন দেব করে আরাধন ॥
 এই আজ্ঞা দিল বেণ নিজ অধিকারে ।
 রাজ্যের আজ্ঞাতে লোক সেই কৰ্ম করে ॥
 এতেক দুর্নাত শুনি যত মুনিগণ ।
 আসিয়া বেণেরে তবে কৈল নিবারণ ॥
 সামদানে স্তুতি করি বুঝাইল প্রকারে ।
 তবুত কুমতি নাহি ছাড়িল দুরাচারে ॥
 ভৎসিয়া বলিল বেণ আরে মুনিগণ ।
 এবে সে জানিলু তোরা কুমতি ভাজন ॥
 কুপজিত তোরা সব হেন মনে বাসি ।
 বিছা তপ কর তোরা কপট তপস্বী ॥

কারে বোল বিষ্ণু তোরা সৃষ্টি-স্থিতিকারী ।
 কারে বোল পুরাণ পুরুষ ব্রহ্ম করি ॥
 সর্বদেবমণ্ড বৃণ ইহা নাহি জান ।
 সাক্ষাতে থাকিতে রাজ্য আন দেব মান ॥
 নিজ পতি ছাড়ি যেন নারী ভজে জায় ।
 সেইরূপ তুমিসব কর ব্যবহার ॥
 ভজ পুজ আমারে করহ আরাধন ।
 আমি তুষ্ট হৈলে তুষ্ট হয় দেবগণ ॥
 রাজ্যের বচন শুনি যত মুনিগণে ।
 ক্রোধেতে জ্বলিল যেন দীপ্ত হতাশনে ॥
 শাপিয়া ষারিয়া তারা গেল তপোবনে ।
 শুনিয়া বেণের মাতা যুক্তি কৈল মনে ॥
 তৈলদ্রোণে ফেলিয়া রাখিল কলেবর ।
 চোর দস্যুভয়ে রাজ্য হৈল ভয়ঙ্কর ॥
 অরাজক রাজ্য নাশ কৈল দস্যুগণ ।
 নুটিয়া পুড়িয়া ছন্ন কল ছুটজন ॥
 আনে আন কাটিল হরিল আনে ধন ।
 আনে আন খণ্ডিল দণ্ডিল আন জন ॥
 এইরূপে ধরণীমণ্ডল ছন্ন হৈল ।
 মহারণ্যে সকল পৃথিবী বিয়ালিল ॥
 প্রমাদ দেখিয়া সব মুনিগণে আসি ।
 বেণের মাতাকে তবে সত্বেই জিজ্ঞাসি ॥
 কোন মতে হয় মাতা সন্ততি রক্ষণ ।
 কহ দেখি কে করিবে পৃথিবী পালন ॥
 শুনিঞা বেণের মাতা দিলেন উত্তর ।
 তৈলদ্রোণে রাখিয়াছি পুত্রকলেবর ॥
 আনিঞা দিলেন বেণ মুখি-বিজ্ঞমানে ।
 বাম উরু মণিল সকল মুনিগণে ॥
 ধুম্রবর্ণ পিঙ্গললোচন একজন ।
 জনমিল মহাকায় বোর দরশন ॥
 রহিতে মাগিল স্থান মুনিগণ স্থানে ।
 বলিল সকল মুনি নিবীদ (১) বচনে ॥
 তে-কারণে হৈল সে যে নিষাদ চণ্ডাল । (২)
 বেণ-পাপে তার অংশ হৈল দুরাচার ॥
 মণিল বেণের দুই ভুজ আরবার ।
 প্রকৃতি পুরুষ দুই হৈল অবতার ॥

(১) নিবীদ,—নিস্তরু ভাবে অবস্থান
 কর ; বৈস ।

(২) ইহার পর বর্তমান—ভৈটোর পুঁথিতে
 অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে ।

অবতার কৈল দেখি লক্ষ্মী নারায়ণে ।
 পরম সন্তোষ পাইলা সব ঋষিগণে ॥
 এই সে সাক্ষাৎ বিষ্ণু পুরুষ পুরাণ ।
 এই লক্ষ্মী দেবী জানি ধরে অচ্চি নাম ॥
 পৃথু নাম ধরিব এই সে নরপতি ।
 রিপুদল জিনিব শাসিব বসুমতী ॥
 লক্ষ্মীনারায়ণ অবতার হেন মানি ।
 বিবুধ-সদনে হৈল জয় জয় ধ্বনি ॥
 গন্ধর্ব্ব কিম্বয়ে গায় পুষ্প বরিষণ ।
 দেববাদ্য বাজে নাচে প্রবধুগণ ॥
 ঐশ্বা আদি দে-শ্যে আইলা তৎকাল ।
 দেখিল সাক্ষাতে নারায়ণ অবতার ॥
 অভিষেক কৈল সৰ্বদেবগণ মৌলি ।
 গন্ধর্ব্ব কিম্বর সু বধু বিদ্যাধরী ॥
 নদ নদী স্থাবর সাগর বন গিরি ।
 অভিষেক কৈল তারা নিজ মতি ধরি ॥
 কনক-আগন তাঁরে দিলা ধনপতি ।
 বক্র-বিমল ছত্রে দিল মহামাত ॥
 ধর্ম দিয়া মান্য দিল পবন চামর ।
 যমে দণ্ড দিল ইন্দ্রে কিরীট উজ্জল ॥
 ব্রহ্মায় কবচ দিল সন্দ্রমতী হার ।
 নারায়ণ চক্র দিল বিপক্ষ বিদার ॥
 দশ-চক্র খড়া দিলা হয় মহেশ্বর ।
 দুর্গাদেবী দিল শতচক্র চর্ম্বর ॥
 চন্দ্র দিয়া ঘোড়া দিল বায়ুবেগগতি ।
 দিব্য রথ দিল বিশ্বকর্ষ প্রজাপতি ॥
 সূর্য্য তীক্ষ্ণ বাণ দিল চাপ হতশন ।
 পৃথিবী পাছুকায়ুগ দিল মহাধন ॥
 ঋষিগণ মিলিয়া দিলেন আশীর্ব্বাদ ।
 শঙ্খবর কৈল তারে সাগর প্রসাদ ॥
 সূত মাগধ আইলা স্তুতি করিবারে ।
 তবে তারে জিজ্ঞাসিলা পৃথু ক্ষিতীশ্বরে ॥
 কাহাকে স্তুতিবে কেবা স্তব অধিকারী ।
 জনমিঞা আমি কোন কর্ম নাহি করি ॥
 কি বোল বলিয়া শ্রব করিবে আমার ।
 মাহুঘ জাতিতে কিবা স্তবে অধিকার ॥
 এক প্রভু থাকিতে সাক্ষাৎ ভগবান্ ।
 আপনর স্তুতি করে মুখ অগেয়ান ॥
 তুমি সব স্তুতি কর হৃদিগুণ গাথা ।
 স্তবে যেন তবে নোক শুনি কৃষ্ণকথা ॥
 সূত মাগধ শুনি পৃথুর বচন ।
 নিশবদ হয়্যা তারা রহিলা দুজন ॥

তবে আজ্ঞা দিলা তারে যত মুনিগণে ।
 পৃথু রাজা যত কর্ম করিব আপনে ॥
 সেই যশ গাহ তোরা পৃথুর চরিত ।
 শুনিলে হরিব সর্বলোকেক্ষে দ্রুত ॥
 যে যে কর্ম করিব জানিল সেইক্ষণে ।
 পৃথুর নির্মল যশ গায় দুইজনে ॥
 পৃথু রাজা জিনিব সকল বসুমতী ।
 শিষ্টজন পালিব ঋণ্ডি বৃষ্টমতি ॥
 কেবল নৃপতিরাজ ধর্ম অবতার ।
 পৃথুদেহে বসিব সকল লোকপাল ॥
 হরিব পৃথুর ধন দিব শুভকালে ।
 মহাযজ্ঞ করিব ভজিব সুরেশ্বরে ॥
 চন্দ্র সমতুল সর্বজীবে দয়াপর ।
 প্রচণ্ড প্রভাপ হৈব যেন দিনকর ॥
 ক্ষিত সম সর্বলোকে দিব বৃত্তি দান ।
 তপিত করিব লোক ইন্দ্রের সমান ॥
 পৃথিবী দুহিব বংস করি হিমালয় ।
 স্থাপিব জগতে যশ পৃথু মহাশয় ॥
 ধন-হল দিয়া স্তসারিব ক্ষিতিতল ।
 সর্বলোক ত্রিবি ভূমিব মহেশ্বর ॥
 সাগর পর্য্যন্ত হৈব দণ্ড অধিকার ॥
 যে যে কর্ম করিব থাকিব চমৎকার ॥
 সর্বধন ব্রাহ্মণে করিব সমর্পণ ॥
 দাস হন্যা পূজিব ভকত মহাজন ॥
 এইরূপ করিব কতক মহা কর্ম ॥
 পৃথু হৈতে জগতে রহিব রাজধর্ম ॥
 এইরূপে স্তুতি করে সে সূত মাগধ ।
 না পাই মহিমা অস্ত্র হৈলা নিশবদ ॥
 তা-সভা পুঞ্জিলা রাজা দিয়া নানা ধন ।
 একে একে পুঞ্জিল সকল মহাজন ॥
 বসন ভূষণ অস্ত্র মহাধন দিয়া ।
 সভারে পাঠায়া রাজা বিনয় করিয়া ।
 দেবগণে মুনিগণে পুঞ্জিল বিধানে ।
 চলিল সকল লোক হরাষত মনে ॥
 মুনিগণ চলিল করিয়া আশীর্ব্বাদ ।
 চলিলা বিবুধগণ করিয়া প্রসাদ ॥
 তবে রাজা বসিল পরম রাজাসনে ।
 শিষ্ট জন স্থাপিল ঋণ্ডল দুইজনে ॥
 যত মত মহিমা কহিল যশো ভায় ।
 সেই সেই কর্ম করি থুইল চমৎকার ॥
 তবে রাজা পরীক্ষিৎ শুককে পুছিল ।
 কি কারণে পৃথু রাজা পৃথিবী ছহিল ॥

কিবা ধর্ম সংস্থাপন করিল সংসারে ।
 বিস্তার করিয়া গুরু কহিবে আমারে ॥
 জগতে দুর্লভ ভাগবত সেই জন ।
 তারে বিদ্ব বাধিতে না পারে কদাচন ॥
 আপনে কহিলে পূর্বে ব্যাস-মুখরিত ।
 ভাগবত জন হয় সংসারে পুজিত ॥
 একান্ত ভক্তি যায় দেব জনাঙ্কনে ।
 তারে বিদ্ব বঞ্চিত না পারে কদাচনে ॥
 নচাশি বাধিতে পারে ছুঁই চৌর ভয় ।
 ভূত বেভাল আদি যত পেতচয় ॥
 সর্প ব্যাঘ্র নরক আদি দুষ্ট দন্যগণ ।
 ভাগবত জনেয়ে না বাধে কদাচন ॥
 জগতে পুজিত রাজা মহা ভাগবত ।
 কেন তারে বিদ্ব কৈল অদ্বিতীয় স্মৃত ॥
 ভাগবত জনে ঘেব করয়ে যে জন ।
 বার্থ তার দেহ গেহ বিফল জনম ॥
 সলিল বিহনে যেন সরিতা যেমন ।
 পদ্মহীন সর হেন নহে সুশোভন ॥
 ফলহীন তরুণর বিফল যেমন ।
 ভাগবতঘেবী ভক্তিবিহীন তেমন ॥
 কি বুঝিয়া ইন্দ্রে ঘেব কৈলা নরবরে ।
 বিস্তার করিয়া গুরু কহিবে আমারে ॥
 রাজার বচন শুনি শুক যোগেশ্বর ।
 সাধু সাধু বলি প্রশংসিলা বহুতর ॥
 সমাহিত হৈয়া রাজা গুন সাবধানে ।
 বাহা জিজ্ঞাসিলে কিছু করিমু বাধানে ॥
 মহা ভাগবত রাজা পৃথু নরপতি ।
 তাহার মহিমা কহে কাহার শক্তি ॥
 কহিব তোমায়ে কিছু অলপ বিস্তর ।
 একচিত্র হৈয়া তুমি শুন নরবর ॥
 মহাভাগবত রাজা পৃথু নরেশ্বর ।
 প্রভাপে মার্কণ্ডেয় শীতলতায় শশধর ॥
 একছত্রে নরপতি ভারতমণ্ডলে ।
 বিপুল অতুল ধর্ম স্থাপিল সংসারে ॥
 ইন্দ্রের অমরাবতী সমান বৈভব ।
 নৃপতির গুণে সুখী সকল মানব ॥
 পুণ্যকর্ম ফলভোগ করিল বর্জন ।
 সকল সংসার হৈল হরিপরায়ণ ॥
 ইন্দ্রে আদি উপাগনা সকলে ভেজিল ।
 বিমুক্তি উপাগনা সকল ব্যাপিল ॥
 উদ্দেশে ভঙয়ে সতে প্রভুর চরণ ।
 দণ্ড পরণাম ভ্রতি শ্রবণ কীর্তন ॥

ইন্দ্রের ইন্দ্রভোগ ভোগ সমতুল ।
 নিষ্কটকে পৃথু রাজা ভুজয়ে বিপুল ॥
 রাজার ঐশ্বর্যে ভয় পাইল পুন্দর ।
 যোর ইন্দ্রপদ নিব এই নরবর ॥
 এত বিমরিশ ইন্দ্রে করিয়া দ্বন্দ্ব ।
 পৃথিবীর স্থানে গিয়া করিল বিনয় ॥
 আমার বচন তুমি দৃঢ়চিত্তে ধর ।
 সংসারের যত শস্ত সত্ত্বরেতে হয় ॥
 এত শুনি সব শস্ত পৃথিবী হরিল ।
 সংসারের যত জীব মহাকষ্টী হৈল ॥
 অনাবৃষ্টি কৈল ইন্দ্রে দ্বাদশ বৎসর ।
 অসংখ্য অপার জীব মরিল বিস্তর ॥
 দেখি পৃথু রাজা হৈলা চিন্তিত অন্তর ।
 পুরোহিত লঞা যুক্তি কৈল নরবর ॥
 পুরোহিত বলে রাজা কর অবধানে ।
 ইন্দ্রে দেবরাজ হয়্য তব্ব নাঞি জানে ॥
 জীবহিংসা মহাপাপ বেদেতে বাধানে ।
 তথাপি করিল ইন্দ্রে হৈলা হীন জানে ॥
 জীবহিংসা সাধুজনে না করে প্রশংসা ।
 তবে ঘেব ইন্দ্রেচিত্তে করিল দুরাশা ॥
 এতেক শুনিঞা রাজা বন্দি পুরোহিতে ।
 ইন্দ্রেয়ে মারিব আজি হেন কৈল চিত্তে ॥
 নানা অস্ত্রশস্ত্র দিয়া করিল কাছনি ।
 একরথে সুরপুরে গেলা নৃপমণি ॥
 জানি ইন্দ্রে পৃথু রাজা বিকৃত অবতার ।
 সজোপনে রহে সতে তেজি স্বর্গদ্বার ॥
 একে একে স্বর্গ পৃথু সব বিচারিল ।
 কোথাহ ইন্দ্রের দরশন না পাইল ॥
 স্বর্গে হৈতে পৃথিবীতে করিল গমন ।
 পথে নারদের সঙ্গে হৈল দরশন ॥
 নারদ বলেন রাজা কোন্ কর্ম কর ।
 আগে তুমি পৃথিবীরে সত্ত্বরেতে মার ॥
 তবে সে ইন্দ্রের বধ হইবে নিশ্চয় ।
 এত বলি চলিলা নারদ মহাশয় ॥
 শুনিয়া নৃপতি বাণ ঘুড়িয়া সন্ধানে ।
 সকল পৃথিবী বলে করিয়া ভ্রমণে ॥
 দেশ গিরি আদি করি করিলা ভ্রমণ ।
 কোথায় পৃথিবী সঙ্গে নৈল দরশন ॥
 ত্রিমিয়া অনেক ভ্রম হৈলা কলেবরে ।
 দুই চক্ষু রক্তবর্ণ ক্রোধিত অন্তরে ॥
 শবভেদী বাণ ক্রোধে সন্ধান করি
 ভয় পায়্য পৃথু আসি দরশন দি

গাভীরূপ ধরি তবে বলয়ে ধরণী ।
 প্রণতকঙ্কর হই নানা স্ততিবাণী ॥
 জয় জয় অংশ অবতার নৃপমণি ।
 জয় মীনকলেবর দেব চক্রপাণি ॥
 জয় ধ্বজরিকূপ নমো নারায়ণ ।
 নমো বজ্রকায় হিরণ্যাক্ষবিদারণ ॥
 নমো কূর্ম অবতার মন্দরধারণ ।
 নমস্তে মোহিনীরূপ অম্বরমোহন ॥
 নমো ভৃগুপতি রাম ক্ষত্রিকুলান্তক ।
 নমো রাম অবতার রাবণনাশক ॥
 নমো নরসিংহরূপ দৈত্যবিনাশন ।
 নমো দিব্য অবতার নমস্তে বামন ॥
 নমো রামকৃষ্ণ বসুদেবের নন্দন ।
 পূর্ণব্রহ্ম অবতার ব্রহ্মসনাতন ॥
 ভবিষ্যৎ অবতার নমো বুদ্ধকায় ।
 নমো কঙ্কি-অবতার শ্লেচ্ছবিনাশায় ॥
 কত কত অবতার করহ আপনে ।
 তব লীলা বুঝে হেন কে আছে ভুবনে ॥
 ব্রহ্মা হৈয়া না পারিল অস্ত্র জানিবারে ।
 নায়দাদি মুনিগণ মহামুনিবরে ॥
 হেন প্রভু আপনে দৈবরূপ নৃপমণি ।
 কি কারণে সংহারিতে চাহত ধরণী ॥
 ভূতহিংসা মহাপাপ পুরাণে বাঞ্ছনে ।
 অহিংসক হিংসিবারে চাহ কি কারণে ॥
 এত শুনি পৃথুরাজা বিষয় বদন ।
 সাম্যচিন্তে ধরণীয়ে বলিলা বচন ॥
 যতেক কহিলে সতি অসত্য না হয় ।
 পূর্বাপব আছে হেন বেদশাস্ত্রে কয় ॥
 প্রজা স্মৃতি না হইলে রাজা স্মৃতি নয় ।
 পৃথিবী হরিল শস্ত্র প্রজার সংশয় ॥
 প্রজা পালনেতে ধাতা রূপে নিয়োজিল ।
 কপট করিয়া ইন্দ্র বৃষ্টি না করিল ॥
 এই হেতু মহাক্রোধ হইল আমার ।
 ইন্দ্রে মারিব হেন বৃষ্টি কৈল সার ॥
 স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ত্রিলোক জিহুবন ।
 কোথাছ ইন্দ্রের না পাইল দমনন ॥
 সংশয়িত এই হেতু আজিত ধরণী ।
 নি পরিচয় মোরে কহত আপনি ॥
 এত শুনি গাবীরূপ বলয়ে ধরণী ।
 আমিত পৃথিবী রাণী সংসারধারিণী ॥
 সংহারিতে রাজা মোরে চাহ অকারণে ।
 তব উপদেশ কহি শুন শাবধানে ॥

ইন্দ্রের আজ্ঞায় শস্ত্র আমিত হরিল ।
 সদয় হইয়া রাজা তোমারে বলিল ॥
 যতেক পূর্বত আছে সংসার ভিতরে ।
 ক্রমে ক্রমে বৎস করি দেহত আমারে ॥
 নানাবিধ শস্ত্র যত হয় উপজাত ।
 ইন্দ্র বৃষ্টি করিব শুনহ নরনাথ ॥
 পৃথিবীর আজ্ঞা শুনি রাজা আনন্দিত ।
 মৌন হৈয়া কণেক ভাবিল নিজ চিত্ত ॥
 যজ্ঞ-শর হাত হৈতে এড়িল রাজন ।
 অস্ত্রবলে আনিল যতেক গিরিগণ ॥
 রাজার প্রতাপে যত আছিল শিখর ।
 বৎসরূপ ধরি আইল নৃপতি গোচর ॥
 তবে আনন্দিতচিত্ত হইয়া রাজন ।
 আরম্ভ করিল পৃথ্বী করিতে দোহন ॥
 হিমালয় বৎস করি প্রথমে দুহিল ।
 ধাতু যব আদি শস্ত্র উপজাত হৈল ॥
 তদন্তরে ত্রিকূট নামেতে গিরিবর ।
 তারে বৎস করি রাজা দুহিলা সম্বর ॥
 সরিষা মুস্তরি বৃট্ট আদি শস্ত্রগণ ।
 উপজাত হৈল দেখি হরিশ রাজন ॥
 শতশৃঙ্গ গিরি বৎস করি তদন্তরে ।
 পুনরপি পৃথিবীয়ে দোহে নৃপবরে ॥
 গম তিল ইক্ষু আদি হৈল উৎপত্তি ।
 দেখি আনন্দিত চিত্ত হৈল নরপতি ॥
 স্নেহে করিয়া বৎস তদন্তরে রাজন ।
 পুনরপি পৃথিবীয়ে করিল দোহন ॥
 নানাবিধ রত্ন যত হৈল উপজাত ।
 দেখি হরিশ চিত্ত হৈল নরনাথ ॥
 গন্ধমাদন বৎস করি পুনর্দোহন ।
 পৃথিবীয়ে নৃপতি দুহিলা আরবার ॥
 অসংখ্য গন্ধর্ব্ব অস্ত্র হৈল উৎপত্তি ।
 লোক দিয়া দেশে পাঠাইলা নরপতি ॥
 এইরূপে ক্রমে ক্রমে যত গিরিগণ ।
 একে একে বৎস করি করিলা দোহন ॥
 নানাবিধ শস্ত্র যত হৈল উপজাত ।
 হরিয়ে পূর্ণিত হৈলা পৃথু নরনাথ ॥
 পূর্বে বেগ রাজা যত অপকর্ম্ম কৈল ।
 সেই দোষে দেবরাজ বৃষ্টি না করিল ॥
 বীজহীন হইয়া আছিল শস্ত্রগণ ।
 হৈবে পৃথু মহারাজা কৈল উদ্ধারণ ॥
 পৃথুর মহিমা বশ জগত পূরিল ।
 স্থানে স্থানে পৃথ্বী বত উঠ নীচ ছিল ॥

এক রথে সংসার ভ্রমিঞা নয়বর ।
 ধন আগে দিয়া সব কৈল সমসর ॥
 ধর্ম অবতার হইয়া দেব ভগবান্ ।
 ইন্দিয়া সকল শস্ত হইয়া কৃষাণ ॥
 পৃথিবী পুরিল শস্ত লোকে আনন্দিত ।
 অমুক্ষণ গারে সন্তে পৃথুর চরিত ॥
 বিষ্ণু অবতার রাজা মহা মতিমান্ ।
 ইন্দ্র আদি দেব করে বাহার বাধান ॥
 লঙ্কা পায়্যা শেষে ইন্দ্র জল বৃষ্টি কৈল ।
 রাজার বিক্রমে দেবগণ ভয় পাইল ॥
 চক্রেয় সনান রাজা প্রজার পালনে ।
 রাজার পালনে প্রজা দুঃখ নাঞি জানে ॥

যজ্ঞ মহোৎসব রাজা কৈল অদ্বন্দ্ব ॥
 দেবতুল্য কৈল রাজা ব্রাহ্মণ পূজন ॥
 ব্রাহ্মণের সেবা বিনে অস্ত্র নাহি জানে ।
 অমুক্ষণ করে রাজা ব্রাহ্মণ ভরণে ॥
 যাহা িজ্ঞাসিলে তুমি রাজা পরীক্ষিত ।
 সংক্ষেপে কহিল কিছু তোমার বিদিত ॥
 বিজ্ঞারিয়া কহি যদি শতেক বৎসরে ।
 পৃথুর মহিমা গুণ নারি কহিবারে ॥
 অতঃপর যে কহিয়ে শুন একমনে ।
 পৃথুর মহিমা যশ অতুল ভুবনে ॥
 ধীরশিরোমণি শ্রীগদাধর ভান ।
 শ্রীভাগবত-আচার্য্যের মধুর-গান ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থ স্কন্ধে

তৃতীয়োধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায় ।

রাজসিংহ বলিলা বিচিত্র রাজ্যসনে ।
 পৃথিবীর রাজ্য পায়ে করয়ে পূজনে ॥
 রাজার মহিমা যশ অতুল ভুবনে ।
 যত যত কর্ম কৈল না হয় বর্ণনে ॥
 শত যজ্ঞ করিয়া ভজিলা গদাধর ।
 ব্রহ্মা বিষ্ণু আইলা যাথে হর মহেশ্বর ॥
 দেব সব আসিয়া সাক্ষাতে লৈল ভাগ ।
 যজ্ঞ মহোৎসব দেখি লোকে অমুরাগ ॥
 এইরূপে শত যজ্ঞ কৈলা নৃপবর ।
 অবশেষ যজ্ঞ-অশ্ব নিল পুরন্দর ॥
 ভষ্ম বিভূষিত অঙ্গ রক্ত বস্ত্র ধরি ।
 তপস্বীর বেশে ইন্দ্র নিল অশ্ব হরি ॥
 অজিমুনি চিনাইল পৃথুর কুমারে ।
 তপস্বীর বেশে অশ্ব হরে পুরন্দরে ॥
 রাজার কুমার তবে জিনি দেবরাজ ।
 আনিল বাপের অশ্ব ইন্দ্র পাইল লাজ ॥
 পুনরপি হইয়া ইন্দ্র কপট তপস্বী ।
 হরিতে রাজার অশ্ব দেখে অজি ঋষি ।
 রাজার কুমার তুমি বধি শচীপতি ।
 কোড়া আনি যজ্ঞ রক্ষা কর মহামতি ॥

রাজার কুমার তবে বুড়ে ধর্মুর্বাণ ।
 মুনিগণে রক্ষা কৈলা ইন্দ্রের পরাণ ॥
 জিনিঞা আনিল অশ্ব নিজ ভূজবলে ।
 বিজিতাশ্ব নাম তার থুইলা সকলে ॥
 কপট তপস্বী বেশ হৈলা শচীপতি ।
 সে বেশ ধরিল যত পাশও কুমতি ॥
 শত যজ্ঞ পৃথুরাজা কৈল সমাধানে ।
 শতক্রতু নাম তার হৈল তে-কারণে ॥
 বসন ভূষণ অন্ন দিয়া বহু ধন ।
 দেবগণ মুনিগণ পূজিল ব্রাহ্মণ ॥
 চণ্ডাল পর্য্যন্ত পুড়া কৈল সর্ব্বজনে ।
 চলিলা সকল জন হরষিত মনে ॥
 মুনিগণ চলিল করিয়া অনীকাদ ।
 চলিলা দেবভাগণ করিয়া প্রসাদ ॥
 বহুবিধ বর দিয়া চলিলা জিহরি ।
 রাজসিংহে রহিল গোবিন্দে চিত্ত ধরি ॥
 উদ্দেশে করিয়া রাজা কৃষ্ণে নমস্কার ।
 ধর্ম্মে চিত্ত দিয়া কৈল রাজ্য অধিকার ॥
 মহাবোলে বহু জন্ম কৈল কর্মনাশ ।
 দেহ গেহ সম্পদে মহিল বিশোয়াস ॥

হরিভক্তি বিনে লোকে নালওয়ার আন ।
 সর্বলোকে করাইল কৃষ্ণগুণ গান ॥
 ব্রাহ্মণ-চরণ-পূজা বৈষ্ণব-সেবন ।
 শরীর পর্যন্ত কৈল দ্বিজে সমর্পণ ॥
 এইরূপে পৃথিবী পালেন পৃথ্বীপাল ।
 একদিন আন্যা চারি ব্রহ্মার কুমার ॥
 সনক সনন্দ আর সনৎকুমার ।
 সনাতন নামে চারি মূনি অবতার ॥
 ভা-গভা দেখিয়া চারি মহাযোগেশ্বর ।
 সভাসদে পৃথুরাজ্য উঠিল সঙ্কর ॥
 ভূমিতে পাড়িয়া কৈল দণ্ডপরগামে ।
 বসাইল আসনে পুঞ্জ আতিথ্য বিধান ॥
 কর যোড়ি বলে রাজা বিনয় বচন ।
 শুন চারি যোগেশ্বর ব্রহ্মার নন্দন ॥
 তোমার চরণে মোর এই নিবেদন ।
 শরীর পর্যন্ত মোর দ্বিজে সমর্পণ ॥
 কি দিয়া পুঞ্জমু মুঞি চরণ তোমার ।
 দ্বিজশেষ বিনে কিছু নাহি বলিবার ॥
 সন্তে প্রণিপাত আছে পুজিতে সন্তার ।
 জানিঞা কমিহ দোষ ব্রহ্মার কুমার ॥
 রাজার বচন শুনি চারি যোগেশ্বর ।
 তুষ্ট হয়্যা প্রশংসিল রাজ্যেরে বিস্তর ॥
 তব উপদেশ কৈল সনৎকুমার ।
 অন্তরীক্ষে চলে চারি মূনি অবতার ॥

তব উপদেশ পায়্যা পৃথু নরপতি ।
 ভজিল মুকুন্দপদ একান্ত ভক্তি ॥
 হরিভক্তি বিনে চিন্তে না চিন্তিল আন ।
 সপ্তবীপ অধিকারে নৈল অবধান ॥ (১)
 তবু তার কোথাহ নহিল দণ্ডতণ্ড ।
 স্নাত দার শরীরে না হৈল তার স্নান ॥
 এইরূপে রাজ্যভোগ কৈল কথোকাল ।
 বৃদ্ধভাব শরীরে দেখিল আপনার ॥
 পুত্রে রাজ্য দিয়া রাজ্য গেলা তপোবনে ।
 যোগবলে তেজে রাজ্য শরীর-বন্ধনে ॥
 অচ্চি মহাদেবী প্রবেশিল হৃতাশনে ।
 পতি সহ পতিলোকে গেলা সেইক্ষণে ॥
 ধন্য ধন্য সুরলোকে উঠিল বাখান ।
 বৈকুণ্ঠ চলিল রাজ্য ভকত-প্রধান ॥
 ধন্য পুণ্য শোকহর দুঃখবিনাশন ।
 সকল সম্পদ হয় ছুরিত খণ্ডন ॥
 পৃথুর চরিত্র তাই শুন সাবধানে ।
 শুনিলে সম্পদ বাঢ়ে পাপবিমোচনে ॥
 ভাগবত-আচাৰ্য্যের প্রেমভরদ্বিতী ।
 শুন সাবধানে লোক কৃষ্ণ গুণবাণী ॥

(১) পাঠান্তর,—

“সর্বলোক করাইল হরিগুণ গান” ।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে চতুর্থ স্কন্ধে
 চতুর্থোধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায় ।

গোপিকরী রাগ ।

বিজিতাশ রাজা হৈলা পৃথুর কুমার ।
 সাগর পর্যন্ত তার রাজ্য অধিকার ॥
 ইন্দ্রকে িনিয়া অশ্ব আনিল যে কালে ।
 অন্তর্ধান গতি তারে দিল পুরন্দরে ॥
 অন্তর্ধান পুত্র হৈল নাম হবির্দান ।
 রাঃ হয়্যা নৈল তার রাজ্যে অবধান ॥
 নিরন্তর ভক্তি রাজ্য কৈল দামোদরে ।
 যোগবলে তবু তেজি গেল বিষ্ণুপুর ॥

হয় পুত্র হৈল তার মহা বলবান ।
 প্রাচীনবর্হি নামে পুত্রের প্রধান ॥
 কর্মকাণ্ডে হৈল তার দূততর মতি ।
 পূর্ব অগ্রে কুশে আচ্ছাদিল বসুমতী ॥
 প্রাচীনবর্হি নাম এই সে কারণে ।
 দান ব্রত তপ বজ্র করে দূঢ় মনে ॥
 তার দশ পুত্র হৈল প্রচেতস নামে ।
 বাপে আচ্ছাদিল সৃষ্টি করহ সৃষ্টনে ॥

শিরে আঁজা ধরি গেলা তপ কবিরে ।
 হয় সনে দরশন হৈল হেন কালে ॥
 শঙ্কর দেখিয়া তারা কৈল প্রশ্রিপাত ।
 হর তুষ্ট হয়্যা কৈল পরম প্রসাদ ॥
 আমি জানি তুমি সব কৃষ্ণ-পরায়ণ ।
 তে কাবণে পথে আসি দিলু দরশন ॥
 আমার বান্ধব নাহি হরিভক্ত বিনে ।
 সত্যত বৈষ্ণব সঙ্গ করিয়ে যতনে ॥
 শত ভঙ্গ্য স্বার্থ করিয়ে নিরন্তর ।
 তবে ত ব্রহ্মস্ব পায় শুদ্ধ কলেবর ॥
 তবে আমি পাইতে পারি তবে বিষ্ণুপদ ।
 তে-কারণে জগতে দুর্ভাগ ভাগবত ॥
 মন্ত্র উপদেশ কহি ধর দূচ মনে ।
 এই মন্ত্র জপিয়া ভজিহ নারায়ণে ॥
 এই মন্ত্র জপিয়া করিহ এই ধ্যান ।
 এই বিধি ধর তুমি এই অনুষ্ঠান ॥
 এই শ্রব শুবিয়া শুবিহ ভগবান ।
 এতেক বলিয়া শিব কৈলা অন্তর্ধান ॥
 শিবমুখে পাইল যদি তত্ত্ব উপদেশ ।
 দশ প্রচেষ্টা কৈল সাগরে প্রবেশ ॥
 জলের ভিতরে থাকি অযুত বৎসর ।
 গোবিন্দ ভজিল তপ করি নিরন্তর ॥
 প্রাচীনবরিহি রাজা কর্ম পরায়ণ ।
 জানিঞা আইলা তথা নান্দ তপোধন ॥
 গুহিলা নারদ তবে শুন নৃপবর ।
 কর্ম হৈতে দেখ তুমি কেমন কুশল ॥
 স্নেহের বিনাশ হয় দুঃখ উতপতি ।
 কর্ম হৈতে না দেখি তোমার সুখগতি ॥
 রাজা বলে আমি কিছু না জানি মরম ।
 কিল্পে নিস্তার হয় কহ তপোধন ॥
 রাজার বচন শুনি এক্ষার কুমার ।
 দেখাইল রাজারে তবে মহা চমৎকার ॥
 যজ্ঞে যত পশু বধ কৈল নরেশ্বর ।
 অস্ত্র ধরি যাহে তারা রাজার গোচর ॥
 কাটিব ছেদিব বলি কয়ে মহানাদ ॥
 বড় ভয় পাইল রাজা দেখিয়া প্রমাদ ।
 তবে মূনি কহিল পুরাণ ইতিহাস ।
 জীবের শরীরধর্ম বাহাতে প্রকাশ ॥
 পুরজ্ঞান উপাখ্যান কহিব বিস্তারি ।
 বুঝাই তোমায়ে শুন চিন্ত স্থির করি ॥
 পুরজ্ঞান নামে এক আভিগ্ন নৃপতি ।
 অবিজ্ঞাত নানে তার সখা মহামতি ॥

সে রাজা পৃথিবীতল কৈল পর্যটন ।
 বসিবার ভরে স্থল কৈল নিরুপণ ॥
 একে একে ভ্রমিলা সকল পুরে পুরে ।
 আপনার যোগ্য স্থান না দেখে সংসারে ॥
 হিমালয় পর্বতের আসিয়া দক্ষিণে ।
 একখানি দিব্য পুরী দেখিল নয়নে ॥
 নয়খানি দুয়ার পুরীর সুশোভন ।
 চারি পাশে প্রাচীর স্তম্ভর উপবন ॥
 ভদ্রকর গড়খাই চৌদিকে বেষ্টিত ।
 পতাকা তোরণ ধ্বজ দেখি সুশোভিত ॥
 স্ফটিক বিক্রম মণি মরকত স্থল ।
 কাঞ্চননির্মিত ঘর শোভে ধরেধর ॥
 সভাঘর ক্রীড়াঘর চত্বরে চত্বরে ।
 বিনিধ পসার ঘর শোভে ধরে ধরে ॥
 বিক্রমরচিত পথ রতন-শোপান ।
 সারি সারি শোভে ঘট কাঞ্চননির্মাণ ॥
 গুণ্য-জল দীঘি সরোবর মনোহর ।
 অলিঙ্গল বিহগ শবদ কোলাহল ॥
 হেন দিব্য পুরী দেখি রাণী পুরজ্ঞান ॥
 ঘারেতে দাঁড়িয়া রাভা চিন্তে মনোমন ।
 হেন কালে তথা এক আইল্যা দিব্য নারী ॥
 দিব্য স্তম্ভি দশ ভূত্য নিভ সঙ্গে করি ॥
 এক এক জনার শতেক জন সঙ্গ ।
 পঙ্কজির নামে তার প্রহরী ভূ জ ॥
 আপনার যোগ্যপতি চাহিয়া বেড়ায় ।
 হেন দিব্য নারী গিয়া মিলিল তাহার ॥
 স্তম্ভরী দেখিয়া বীর বোলে কোন বাণী ।
 কোথা হৈতে কোথা যাহ কাহার রমণী ॥
 কি নাম তোমার তুমি কাহার ছুহিতা ।
 দিব্যরূপ বেশধরা সঙ্গ শুনুতা ॥
 কে হয় তোমার সঙ্গে এই দশ জন ।
 দাস দাসীগণ লৈয়া ভ্রম কি কারণ ॥
 নারীগণ সঙ্গে দেখি বিনিতা কাহার ।
 আগে আগে যায় সর্প কি নাম ইহাব ।
 হরের পাক্তী কিংবা ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী ॥
 দেখিয়ে সাক্ষাতে যেন লক্ষ্মী ঠাকুরাণী ॥
 কমলচরণে কর পৃথিবী সঞ্চার ।
 হেন বুঝি যোগ্যবর চাহ আপনার ॥
 এই পুরী ভূষণ করিয়া তুমি রহ ।
 ইচ্ছা যদি কর তুমি বোল দুই কহ ॥
 রাজার বচন শুনি হাসিয়া স্তম্ভরী ।
 কহিতে লাগিলা নারী লজ্জা পরিহরি ॥

কিঙ্কর কিঙ্করীগণ আমার সংহতি ।
 পুরঞ্জনী নাম ধরি জগতে খ্যাতি ॥
 যে দেখে আমার আগে সৰ্প ভয়ঙ্কর ।
 জাগিয়া আমার আগে থাকে নিরন্তর ॥
 ভাগ্যে দরশন আজি ঘটিল তোমার ।
 আমা লয়া কামভোগ কর চিরকাল ॥
 ভজিলু তোমারে আমি স্তন নরেশ্বর ।
 এই পুরী পরবেশি রহ নিরন্তর ॥
 নবমুখী পুরীখান দেখিতে সুন্দর ।
 ইহাতে প্রবেশি থাক শতেক বছর ॥
 তোমা বিনে আমি বর না বরিব আন ।
 নিতি নিতি নানাভোগে করিব যোগান ॥
 তোমাকে ভজিলে দেখি সৰ্ব্বত্র কল্যাণ ।
 ধর্ম অর্ধ কাম যোক্ষ হৈব উপাদান ॥
 পুত্র পৌত্র সুখভোগ মিলিব সকল ।
 জগন্ত ভরিয়া যশ রহিব বিস্তার ॥
 ইহলোক পরলোক সকল সাধিব ।
 পিতৃদেব গুরুগণ ব্রাহ্মণ ভজিব ॥
 গৃহস্থ আশ্রম শ্রেষ্ঠ বলে সর্বজননে ।
 না ভজিব পতি আন পতি তোমা বিনে ।
 গৃহধর্ম করিব সাধিব সর্ব সিদ্ধি ।
 জানিঞা ভজিলু আমি তোমা গুণনিধি ॥
 এতেক বচন বলি তাঁরা হুঁহে মলি ।
 আনন্দ রহিল পুর পরবেশ করি ॥
 পুরীর উপরে সাত বিচিত্র দুয়ার ।
 হেটে আর দুই খান দুয়ার বিশাল ॥
 পাঁচ খান দ্বার তার পুরীর সম্মুখে ।
 দুইখান দুয়ার দক্ষিণ বামভাগে ॥
 গতাগত করে রাজা এ নব দুয়ারে ।
 যার যে যে নাম রাজা কহিব তোমারে ॥
 আবিষ্কৃতী খজোত (১) এই দুই যার নাম ।
 সে দুয়ারে যবে রাজা করয়ে পয়গ ॥
 সূর্য্য সখা করিয়া উজ্জল দেশে যার ।
 এইরূপে পুরজন আনন্দে বেড়ায় ॥

নলিনী নালিনী (১) দুই সম্মুখে দুয়ার ।
 সে দুয়ারে যদি রাজা করয়ে সঞ্চার ॥
 স্নগন্ধি নগরে যায় বায়ু সখ্য করি ।
 মুখ্য মুখ প্রথম দুয়ারে নাম ধরি ॥
 সে দুয়ারে করে রাজা নানা উপভোগ ।
 বরুণ মিত্রের সহে করিয়া সংযোগ ॥
 পিতৃহু দেবহু (২) নাম এ দুই দুয়ার ।
 উত্তর দক্ষিণে তার সঞ্চার বেতার ॥
 আকাশ করিয়া সখ্য যায় পুরজন ।
 দক্ষিণ উত্তর দেশে করয়ে ভ্রমণ ॥
 পাছে যে দুয়ার নাম আশুরী তাহার ।
 সে দুয়ারে করে রাজা মৈথুন আচার ॥
 আর এক দ্বার নিষ্কৃতি যাব নাম ।
 সে দুয়ারে করে রাজা যদ্যপি পয়গ ॥
 সে দুয়ারে পুরজন করে মলত্যাগ ।
 এইরূপে স্নুখে বৈসে রাজা মহাভাগ ॥
 বিষ্ণুচীন (৩) সঙ্গে রাজা অন্তঃপুরে বৈসে ।
 ক্ষণে শোক মোহ ক্ষণে থাকয়ে হরিয়ে ॥
 পুত্র দার ধন হেতু নানা উৎপাত ।
 নিতি নিতি ধর্ম করে না পায় সোয়াস্ত ॥
 যে যে ইচ্ছা করে নারী আনিঞা যোগায় ।
 অব্যবধিক্ত রাজা নানা দুঃখ পায় ॥
 পুরঞ্জনী কৈল যদি লঙ্ঘন ভোজন ।
 তবে অন্ন পানি খায় রাজা পুরজন ॥
 সে যদি কান্দিলে কাশে হাসিলে হাসয়ে ।
 সে যদি বোলয়ে কিছু বিনয়ে বোলয়ে ॥
 সে যদি চলয়ে তার পাছে চলি যায় ।
 সে যথা বৈসয়ে তার সম্মুখে দাঁড়ায় ॥
 সে যদি শয়ন করে করয়ে শয়ন ।
 এইরূপে নিজ পুরে বৈসে পুরজন ॥
 ধীরশিরোমণি শ্রীগদাধর জান ।
 ভাগবত-আচাৰ্য্যে মধুরস-গান ॥

(১) নলিনী ও নালিনী,—বাম ও
 দক্ষিণ নাসাপুট ।

(২) পিতৃহু.—দক্ষিণ কর্ণ । দেবহু —
 বাম কর্ণ ।

(৩) বিষ্ণুচীন,—সর্বতোমুখ ঘন ।

(১) আবিষ্কৃতী—প্রকাশবহল দক্ষিণ নেত্র ।

খজোত,—স্বপ্রকাশ বাম চক্ষু ।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে চতুর্থ স্কন্ধে
 পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

মৃগয়া করিতে রাজা ইচ্ছয়ে যখনে ।
 দিব্য রথে চট্টিয়া নৃপতি যায় বনে ॥
 নানা পরিচ্ছদে রথ করিয়া সাজন ।
 মৃগয়া করিতে চলে রাজা পুরজন ॥
 পঞ্চ ঘোড়া ছই চক্র রথের সাজনা ।
 ছই দ্বিগুণ তিন বাঁশে করিয়া কাছনি ॥
 এক বাণ এক চাবুক একখানি ঘর ।
 পঞ্চ প্রহরণ পঞ্চ বিক্রম প্রথর ॥
 হেন দিব্যরথে চড়ি রাজা পুরজন ।
 পঞ্চ পরকারে বনে করয়ে ভ্রমণ ॥
 দিব্য অস্ত্র বাণ ধনু ধরে নরেশ্বর ।
 মৃগয়া করিতে বুলে বনের ভিতর ॥
 ধরিয়া আসুরী বুদ্ধি রাজা পুরজন ।
 তিরি ঘর ছাড়িয়া পোড়ায় বনেবন ॥
 নানা পশু বধ রাজা করে ভীষ্মবাণে ।
 দেবযজ্ঞ পিতৃযজ্ঞ করয়ে বিধান ॥
 প্রাণিবধ করিয়া করয়ে পুণ্য কর্ম ।
 প্রাণিবধগত দোষ না বুঝে অধর্ম ॥
 অহকারে যে জন করয়ে পরহিংসা ।
 নরকে গমন তার না করি প্রশংসা ॥
 শশক শল্লক মৃগ মহিষ শূকর ।
 নানা অস্ত্রে নানা পশু বধিল বিস্তর ॥
 ক্ষুধায় তৃষ্ণায় রাজা শ্রমিত শরীর ।
 বাহুড়িয়া নিজপুরে গেল মহাবীর ॥
 পান পান করিয়া বসিলা রাজাগনে ।
 অজ বিজুষণ কৈলা বসন ভূষণ ॥
 হুঃচিত্ত হৈয়া রাজা বসিলা আসনে ।
 নিজ মহাদেবী হৈল স্মরণ মনে ॥
 বিচারিয়া চাহিলা রমণী নাহি ঘরে ।
 দাসীগণে আনিঞা পুছিল নরেশ্বরে ॥
 কোথা গেলা মোর প্রিয়া কহ উপদেশ ।
 কহ সব দাসীগণ কি জান বিশেষ ॥
 দাসীগণ বলে রাজা শুন বিবরণ ।
 তোমার স্তন্যরী আছে করিয়া শয়ন ॥
 ভূমেতে পড়িয়া আছে উত্তর না করে ।
 অন্ন পানি নাহি খায় বচন না ধরে ॥
 তবে রাজা ধীরে ধীরে দাণ্ডায়া নিম্নে ।
 বিনয়ে বোলয়ে কিছু প্রবেশ উত্তরে ॥
 মুখানি তুলিয়া চাহ পরিহর খেদ ।
 তিলেক সহিতে নারি তোমার বিচ্ছেদ ॥

বিবাদ ভাবিয়া দেবি আহ কি কারণ ।
 কে তোমার কৈল দেবী পীড়িত লজ্জন ॥
 তার দণ্ড করিব ব্রাহ্মণ মাত্র বিনে ॥
 কত দণ্ড না করিব ভক্ত সাধুজনে ।
 কেহ বা করিয়া থাকে যদি আত্মভক্ত ।
 ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব বিনে করি তার দণ্ড ॥
 মলিন বসন ধর মলিন বদন ।
 কহ মহাদেবি তুমি হুঃখের কারণ ॥
 পুরজন-বচন শ্রুনিঞা পুরজনী ।
 সন্তোষিয়ে-রাজারে বোলয়ে প্রিয়বাণী ॥
 এইরূপে হুঁহে মেলি রতিভোগ করে ।
 কত দিন রাজি যায় চিন্তে নাহি ধরে ॥
 কামে বিমোহিত রাজা হরল গেমনি ॥
 কতকাল বহি যায় নাহি অবধান ॥
 মজিয়া রহিল রাজা গৃহ-অন্ধকূপে ।
 অর্ধেক বয়স বহি গেল এইরূপে ॥
 একাদশ শত পুত্র হৈল মহাবলী ।
 ত্রয়োদশ এক শত জন্মিল কুমারী ।
 আনিঞা উত্তম বর কত। সমর্পিল ।
 কঙ্কাগণ আনিঞা পুত্রকে বিভা দিল ॥
 এক শত পুত্র হৈল এক পুত্র ঘরে ।
 পুত্র পৌত্রে পুরজন বাঢ়িল কুশলে ॥
 ধনরাজ্য বিভাজিয়া দিল পুত্রগণে ।
 যজ্ঞ করি কৈল দেব-পিতৃ আরাধনে ॥
 পশু বধ করিয়া দেব-পিতৃ আরাধিল ।
 দান ব্রত করিয়া বিস্তর কাল নিল ॥
 হেনকালে আইল এ কাল বিত্তমান ।
 চণ্ডবেগ নামে এক গন্ধর্ব্ব প্রধান ॥
 তিন শত যাটি গন্ধর্ব্ব সঙ্গে করি ।
 তিন শত যাটি গন্ধর্ব্বগণ নারী ॥
 শুক্ল কৃষ্ণ বরণ গন্ধর্ব্বগণ ধরে ।
 বেটিয়া গন্ধর্ব্বগণ রাজপুরী লোড়ে ॥
 চণ্ডবেগ অমুচরে ভাঙ্গে পুরীখান ।
 যুঝিবারে আইল প্রজাগর বলবান ॥
 সাত শত কুড়িজন গন্ধর্ব্বের সঙ্গে ।
 নিরবধি প্রজাগর যুঝে নানা রঙ্গে ॥
 শতেক বৎসর ধরি যুঝে একেস্থরে ।
 এইরূপে প্রজাগর পুরী রক্ষা করে ॥
 যুঝিতে যুঝিতে তার ক্ষীণ হৈল বল ।
 তবে যুদ্ধে হারিয়া রহিল প্রজাগর ॥

তবে পুরঞ্জন রাজা মনে পাওয়া ভয় ।
 পুরীর ভিতরে থাকি চিন্তে অতিশয় ॥
 কিছুই করিতে নাহে বকবৎ চায় ।
 বন্ধুগণ আনি তার আহাৰ যোগায় ॥
 আছিল কালের এক কন্ত দুইমতি ।
 ত্রিভুবন চাহিয়ে বেড়ায় নিজ পতি ॥
 কেহ তারে না বরে দেখিয়া দুইচিহ্না ।
 চাহিয়া বেড়ায় পতি কামে বিমোহিতা ॥
 যযাতি রাজার পুত্রে নৈল পতি করি ।
 তার সঙ্গে কথোদিন কৈল রতিকেলি ॥
 ব্রহ্মলোক হতে আমি আইলু' ক্ষিততলে ।
 আমারে বরিল পতি সেই হেনকালে ॥
 আমি যদি না ইচ্ছিলু' শাপিল পাপিনী ।
 এক রাত্রি একত্রে কোথাহ থাক ভানি ॥
 তবে আমি দিল তারে পতি উপদেশ ।
 আমার বচনে গেল যবনের দেশ ॥
 যবনগণের পতি ভয় নামে জার্নি ।
 বরিল তাহাকে পতি কন্তা দ্বিচারিণী ॥
 শুনিঞা যবন পতি কন্তার বচন ।
 কহিল কন্তারে তবে গুহ্য বিবরণ ॥
 অলঙ্কিত গতি তুমি কর কাম ভোগ ।
 সৰ্বলোকে হৈব কন্তা তোমার সংযোগ ॥
 চলুক যবনগণ নিজ সৈন্য সাথে ।
 প্রজারের সঙ্গে ভ্রমুক অলঙ্কিত পথে ॥
 প্রজার আমার ভাই তুমি স ভগিনী ।
 তোমা সত্তা লঞা সুখে আমিবে যেদিনী ॥
 ভয় নামে রাজার যবন নামে সেনা ।
 কালকন্তা লঞা সৰ্ব ঠাঞি দেই হানা ॥
 কালকন্তা প্রজারে যবনগণ বেঢ়ি ।
 নুটিয়া পোড়াঞা ভাঙ্গে পুরঞ্জনপুরী ॥
 পুরী পরবেশ করি যবনের গণে ।
 তাজিয়া রাজার পুরী কৈল খানখানে ॥
 ভয়ে ভেজি গেল পুরা মিত্র বন্ধুগণ ।
 কাল কন্তা হরিল রাজার সব ধন ॥
 চিন্তিতে লাগিল রাজা মনে পাঞা ভয় ।
 করিতে না পারে কিছু পড়িল সংশয় ॥
 হতবল হইয়া রাজা চিন্তিতে লাগিল ।
 প্রজার আসিয়া তার নিকটে মিলিল ॥
 ভয় নামে রাজা তার করিতে পীরিত ।
 পুরীখান সকল পুড়িল দুইমতি ॥
 তবে রাজা পুরঞ্জন বন্ধুগণ লয়্যা ।
 দুঃখ শোক করি কান্দে ব্যাকুল হইয়া ॥

যবনে বেঢ়িয়া পুরী পোড়াল্য সকল ।
 গন্ধর্বে হরিয়া তার লৈল বৃদ্ধি বল ॥
 কান্দে পুরঞ্জন রাজা কম্পিতহৃদয় ।
 গৃহকূপে পড়িয়া মজিল দুরাশয় ॥
 বকবৎ ধ্যান করি রহে দুরাচার ।
 মরিয়া কোথায়ে বাসু কি হবে প্রকার ॥
 কোথায়ে রহিব মোর ভাৰ্য্যা গুণবতী ।
 কুলশীলশুচরিতা পতিব্রতা সতী ॥
 আমি না খাইলে কিছু না খায় স্তন্যরী ।
 নিরন্তর আমাতে থাকয়ে চিন্ত ধরি ॥
 আমি বিনে কোথায়ে রহিব স্নাত দার ।
 ধন জন পাত্র মিত্র এ মহী ভাণ্ডার ॥
 এই মত চিন্তে রাজা আকুল শরীর ।
 হেনকালে ভয় নামে আইল মহাবীর ॥
 ধরিয়া বাকিল রাজার ভয় মহাবলী ।
 তা দেখিয়া বন্ধুগণ কান্দয়ে ব্যাকুলী ॥
 বলে বাকি লৈল তারে ভয় বলবান্ ।
 ভূমিতে পড়িয়া রহে ভাঙ্গা পুরীখান ॥
 যত পণ্ড বধ রাজা কৈল যজ্ঞকালে ।
 তারা আসি চৌদিকে বেটিল কাটিবারে ॥
 ধর মার করিয়া বেটিল পশুগণ ।
 খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিল পুরঞ্জন ॥
 আর্তনাদ করি রাজা কান্দে নিরন্তরে ।
 এইরূপে নিরবধি দুঃখ ভোগ করে ॥
 দুঃখময় সাগরে মলি ন নরেশ্বর ।
 চিরকাল দুঃখ ভোগ করে নিরন্তর ॥
 ত্রিপুর সঙ্গে তুলিয়া রহিলা নরপতি ।
 সঙ্গদোষে হৈল এত বড় অযোগ্যতি ॥
 তিরিকূপ চিন্তিতে আছিল অতুষ্ণ ।
 তিরিকূপ ধরি গিয়া লতিল ভ্রম ॥
 বিদর্ভ রা এর ঘরে তিরিকূপ ধরি ।
 জনমিল পুরঞ্জন তিরি ধ্যান করি ॥
 আছিল মলয়ধ্বজ পাণ্ড্যদেশ পতি ।
 বিভা করি নিল কন্তা সতী গুণবতী ॥
 এক কন্তা জনমিল ভাণ্ডার উদরে ।
 কন্তার কনিষ্ঠ আর সাত সহোদরে ॥
 দ্রবিড় দেশের রাজা হৈল সাত ভাই ।
 সাত খান পুরী তার রহে সাত ঠাঞি ॥
 অর্কুদ অর্কুদ পুত্র হৈল সাত ঘরে ।
 বার বংশে ব্যাপিল এ মহীমণ্ডলে ॥
 অগস্ত্য নৃপতি বিভা কৈল কন্তাখানি ।
 তার গর্ভে পুত্র জনমিল মহামুনি ॥

ইধুবাহ নামে মুন বিবিত ভুবনে ।
 আছিল মলয়ধ্বজ রাজা এই মনে ॥
 নিজ রাজ্য বিভজিয়া দিল পুত্রগণে ।
 আপনে চলিল রাজা কৃষ্ণ আরাধনে ॥
 কুলাচল পর্বতে রহিলা নরপতি ।
 তার সঙ্গে রহিলা মহিষী রূপবতী ॥
 চন্দ্রসরা তাত্রপর্বা বটোদক জলে ।
 নিতি নিতি জল পান দুহে মিলি করে ॥
 পুণ্যজল-মঙ্কনে শোধিল কলেবর ।
 দেহের ধারণ হেতু কন্দমূল ফল ॥
 শীত বাত বরিষণ ক্ষুধা-তৃষ্ণা সয়ি ।
 দুহে মেলি তপ করে পুণ্যভীর্থে রহি ॥
 লংঘন নিয়ম করি শরীর শোধিল ।
 তপ যোগ করি রাজা কৃষ্ণ আরাধিল ॥
 ব্রহ্মে চিন্তা নিয়োজিয়া স্থির কৈল মন ।
 ভক্তিতাব করিয়া ভজিল নারায়ণ ॥
 ঈশ্বর ইচ্ছায় পাইল গুরুউপদেশ ।
 জ্ঞানদীপে সাক্ষাতে দেখিল হুবীকেশ ॥
 ব্রহ্মে মন নিয়োজিয়া ব্রহ্মে প্রবেশিল ।
 শুদ্ধভাবে তার ভাষা পতিসেবা কৈল ॥
 স্বামীর মরণ দেখি ভাষা পতিব্রতা ।
 বিলাপ করিয়া কান্দে দুঃখশোকযুতা ॥
 চিতা করি কাঠ দিয়া জালিল আগুনি ।
 তাহার উপরে থুইল পতিদেহ আনি ॥
 তবে দেবী কৈল সেই চিতা আরোহণ ।
 হেনকালে পূর্ব সখা দিলা দরশন ॥

সখা বলে শুন দেবী কান্দ কি কারণে ।
 কেবা তুমি কার তরে কান্দ অকারণে ॥
 তোমার পূর্ব সখা আমি গুণনিধি ।
 তুমি আমি একত্র থাকিয়ে নিরবধি ॥
 অবিজাত নামে আমি সেহ পাসরিলে ।
 আমা পাসরিয়ে তুমি এত দুঃখ পাশ্যে ॥
 তুমি আমি দুই হংস থাকি এক গাছে ।
 বিষয় বিধানে তুমি পাসরিলে পাছে ॥
 আমাকে ছাড়িয়া তুমি অন্ধ হর্যাছিলে ।
 বিষয়ল-লট হর্যা সব পাসরিলে ॥
 তিরিগদে নবযুগ পুরী পরবেশি ।
 তিরিগদে পাসরিলে নিজ গুণরাশি ॥
 তে-কারণে তিরি হঞা জনম তোমার ।
 তুমি বা কাহার নারী দুহিতা কাহার ॥
 পুরজিনী সঙ্গে তুমি হৈলে বিমোহিত ।
 নারীগদে হৈলে তুমি কেবল বঞ্চিত ॥
 তোমার আমার নাহি তিলেক বিচ্ছেদ ।
 আমা সহে তোমার তিলেক নাহি ভেদ ॥
 তুমি পুরজ্ঞন নহ নহি পুরজ্ঞনী ।
 সকল আমার মায়া বিচারিলে জানি ॥
 দর্পণে দেখিয়ে যেন আপনার ছায়া ।
 বিচারিলে সত্য নহে সব দেখ মায়া (১) ।
 এইরূপে যদি হংসী প্রবোধিল হংস ।
 সেইরূপে হৈল তার ভববন্ধ ধংস ॥
 বীবাশিবোমণি শ্রীগদাধর ডান ।
 ভাগবত-আচার্যের মধুরস-গান ॥

(১) পাঠান্তর,— দেবমায়ী ।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে চতুর্থ-
 স্কন্ধে বটোহখ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায় ।

ভাঠারি রাগ ।

প্রাচীনবরিহি রাক্ষা এত বাণী শুনি ।
 কহিতে লাগিলা তবে তত্ত্ব নাহি জানি ॥
 না বুঝি তোমার আমি হিত উপদেশ ।
 কর্ণ বিনে আমি আর না জানি বিশেষ ॥
 রাজার বচন শুনি মুনি তপোধন ।
 প্রকাশিয়া কহিলা সকল বিবরণ ॥

চরাচর সব দেহে ভীষের সঞ্চার ।
 পুরজ্ঞনী মায়া পুরজ্ঞন নাম তার ॥
 যে কহিল তার সখা অবিজাত নাম ।
 সে কেবল ঈশ্বর সাক্ষ্য ভগবান্ ॥
 গুণকর্মে যার তত্ত্ব জানিতে না পারি ।
 তে-কারণে অবিজাত তার নাম ধরি ॥

যে নারীর সঙ্গে রাজ্য কৈল গৃহবাস ।
 বুদ্ধি নাম তার সঙ্গে মনের বিলাস ॥
 সখীগণ সকল ইন্দ্রিয়গণ বলি ।
 সখীগণ প্রাণ মন বুদ্ধি অবধারি ॥
 পাঁচ বিষয়ের নাম পঞ্চ পঞ্চাল ।
 প্রকাশিয়া কহি স্তন এ নব দুয়ার ॥
 দুই জাঁবি দুই নাসা এ দুই শ্রবণ ।
 শুষ্ক লিঙ্গ মুখ নবদ্বার নিরূপণ ॥
 দুই জাঁবি দুই নাসা পরীর সম্মুখে ।
 দক্ষিণ উত্তর দুই কর্ণ দুই ভাগে ॥
 মুখ নামে আর এক সম্মুখে দুয়ার ।
 এই সাত দুয়ারে সঙ্করে সর্বকাল ॥
 ঋত্নোত্তর আবিষ্কৃতী এ দুই নয়ান ।
 এ দুই দুয়ারে রূপ লয় গতিমান ॥
 নলিনী নালিনী দুই নাসিকাবিবর ।
 এ দুই দুয়ারে গন্ধ লয় নরেশ্বর ॥
 মুখ্য নামে দুয়ার মুখের নাম ধরি ।
 সে দুয়ারে রস লয় রসভেদ করি ॥
 পিতৃহু দেবহু দুই শ্রবণবিবর ।
 সে দুয়ারে শব্দভেদ লয় নিবস্তর ॥
 প্রবৃত্তি নিবৃত্তি শাস্ত্র পঞ্চ পঞ্চাল ।
 পিতৃহু দেবহু দুই শ্রবণ সঙ্কর ।
 লিঙ্গের দুর্দ্বন্দ্ব নাম অপান নিষ্ঠুরিতি ।
 মল মুত্র সে দুয়ারে ছাড়ে গীৰ জাতি ॥
 দুই হস্ত দুই পদ অঙ্গ নাম ধরে ।
 গতি কর্ম করে গীৰ সে দুই দুয়ারে ॥
 অন্তঃপুর হৃদয় বুঝিবে অমুদানে ।
 বিমূঢ়ি মনের নাম বিচারিলে জানে ॥
 ইন্দ্রিয় রথের বোড়া রথ কলেবর ।
 কালগতি রথের গমন নিরন্তর ॥
 তিন গুণ ধ্বজ চক্র শুভাশুভ কর্ম ।
 পঞ্চপ্রাণ বন্ধুর জানিব তার কর্ম ॥
 জানিব বোড়ার বাগ শৌভ্রগতি মন ।
 রথের সারথি বুদ্ধি করায় ভ্রমণ ॥
 একাদশ ইন্দ্রিয় জানিব তার সেনা ।
 পঞ্চ বধস্থানে গিয়া নিতি দেই জানা ॥
 এইরূপে করে গীৰ মুখ দুঃখ ভোগ ।
 শতেক বৎসর সন্তে দেহের সংযোগ ॥
 অজ্ঞানে মোহিত গীৰ করে অহঙ্কার ।
 দেহধর্ম্যে মুখ দুঃখ বল আপনায় ॥
 আপনে নিষ্ঠুর হঞা অসত্য ধোয়ায় ।
 শ্রীকৃষ্ণ যোর বলিয়া সন্তত দুঃখ পায় ॥

কর্ম করি লয় জীব আপন বন্ধন ।
 নানা দেহ ধরে জীব কর্মের কারণ ॥
 গুরুরূপ আপনে সাক্ষাৎ ভগবান ॥
 গুরু না ভজিলে তার নাহি পরিভ্রাণ ॥
 প্রকৃতির পর গীৰ আপনা পাসরে ।
 কর্ম করি শুভাশুভ শরীরে সঙ্করে ॥
 শুভ কর্ম করিয়া উজ্জল লোকে যায় ।
 ফলভোগ অবশেষে পুন দুঃখ পায় ॥
 কর্মফল অনুগারে নানা দেহ ধরে ।
 কর্মভোগ কারণে বিবিধ ভোগ করে ॥
 কোথাতে পুরুষ হয়ে কোথাতে বা নারী (১) ।
 কোন কালে রহে নপুংসক-বেশ ধরি ॥
 কোন কালে হয় দেব কোন কালে নর ।
 পশু কীট পতঙ্গ স্থাবর কলেবর ॥
 কর্ম অনুক্রমে গীৰ নানা দেহ ধরে ।
 কর্ম অনুক্রমে সুখ দুঃখ ভোগ করে ॥
 কর্ম অনুক্রমে দেহ ধরে দুঃখময় ।
 কর্মভোগ কারণে বিবিধ দুঃখ হয় ॥
 ক্ষুধায় তৃষ্ণায় হয়ে সন্তত বিকল ।
 দীন হীন হৈয়া দুঃখ ভুঞ্জে নিরন্তর ॥
 দুয়ারে দুয়ারে গিয়া ভিক্ষা মাগি খায় ।
 দৈবযোগে তাথে মান অপমান পায় ॥
 ঘরে ঘরে ফিরে যেন কুকুর সমান ।
 কোন ঘরে অন্ন পায় নও কোন স্থান ॥
 এইরূপে ভ্রমে জীব নানা কলেবরে ।
 ক্ষণে আধাগতি ক্ষণে উপরে সঙ্করে ॥
 এক জীব কর্ম করি করে দুঃখ ভোগ ।
 কর্ম হেতু জীবের না ঘুচে দেহযোগ ॥
 কোন প্রতীকারে নহে দেহের বিচ্ছেদ ।
 শুভ কর্মে বিকর্মে কিঞ্চিৎ মাত্র ভেদ ॥
 মাধার বোঝার ভাব সহিতে না পারি ।
 ক্ষণেক বিশ্রাম যেন করে কান্ধে ধরি ॥
 এইরূপে জান সবে শুভ-কর্ম ফল ।
 শুভাশুভ কর্মে সন্তে কিঞ্চিৎ আস্তর ॥
 কর্ম হৈতে কভু নহে একান্ত কুশল ।
 শয়নে স্বপনে যেন হয় মতি জড় ॥
 কোন মতে জীবের সংসার নাহি ছুটে ।

(১) পাঠান্তর,—

“কখন পুরুষ হয় কবু হয় নারী” ।

বিনি গুরু ভজিলে অজ্ঞান নাহি টুটে (১) ।
 হরি গুরুচরণে ভক্তি যদি বাড়ে ।
 তবে সে অজ্ঞান ধ্বংস অবশ্য ছাড়ে ॥
 ভক্তিযোগ হরিকথা শ্রবণে উদয় ।
 প্রজ্ঞাযুক্ত না হইলে হরিকথা নয় ॥
 বধাতে ভক্তজন সাধু মহাভাগ ।
 হরিশ্রবণে তথাতে অহুরাগ ॥
 হরি-কথা-অমৃত-সরিং জলপান ।
 শ্রবণ করিয়া যে করয়ে অবিরাম ॥
 শোক মোহ জরা ভয় না হয় তাহার ।
 সেই জনা হয় ভব সংসারের পার ॥
 যদি বল তবে কেন হরিশ্রবণ-গাথা ।
 সব লোকে না শুনে কহিয়ে তার কথা ॥
 ব্রহ্মা ভব সনকাদি দক্ষ আদি করি ।
 পুলস্ত্য পুলহ ক্রতু যোগ-অধিকারী ॥
 মরীচি অঙ্গিরা ভৃগু বশিষ্ঠ কুমার ।
 এ সব জানিতে নাহি পায় তত্ত্ব যার ॥
 এ আদি পর্যন্ত যার করিয়া ধ্যান ।
 চিন্তিয়ে না পায় যোগী চরণ-সন্ধান ॥
 অমুগ্রহ করে হরি যখন যাহারে ।
 সেই সে প্রভুর তত্ত্ব জানিবারে পারে ॥
 লোকে বেদে দৃঢ়মতি ছাড়ে সেই জন ।
 তবে জানি অমুগ্রহ কৈল নারায়ণ ॥
 এ বোল শুনিয়া রাজা কর্মে দৃষ্টি ছাড় ।
 মিছা কর্মফলে বস্ত্র বুদ্ধি পরিহর ॥
 শ্রতিশ্রুত কর্মফলে নাহি সুখলেশ ।
 বৃথা কর্ম করি কেন পাও নানা ক্লেশ ॥
 যজ্ঞধুম পান করি বৃথা দুঃখ পাও ।
 তত্ত্ব না জানিঞা বাপু কর্মপথে ধাও ॥
 কুশে আচ্ছাদিলে বাপু এ মহানগল ।
 পশুবধ করি কর্ম কৈলে নিরন্তর ॥
 বৃদ্ধ দেখি তাথে গতি কি হৈব তোমার ॥
 জন্ম মৃত্যু গর্ভবাস সমেত দুঃখ সার ।
 সেই কর্ম যাহা হৈতে তুষ্ট হয় হরি ॥
 সেই বিদ্যা যাহা হৈতে কৃষ্ণে মন ধরি ।
 সর্বলোক আত্মা হরি সত্যার লব্বর ।
 সর্বজীব-গতি-পতি প্রকৃতির পর ॥

তার পদকমল সকল সিদ্ধি হেতু ।
 অপার সংসারসিদ্ধ-পরিজ্ঞান-সেতু ॥
 সেই প্রিয় সেই আত্মা সেই সে শরণ ।
 এমত একান্ত চিত্ত জানে যেবা জন ॥
 সেই সে পণ্ডিত গুরু সর্ব তত্ত্ব জানে ।
 না জানিঞা অথ বিপ্র গুরু করি মানে ॥
 কহিল শোমারে রাজা এই সুনিশ্চিত ।
 কর্মপথ তেজি তুমি কৃষ্ণে ধর চিত ॥
 জীবেরে জীমুখ করে যধু সমতুল ।
 কাম্য কর্ম করে জীব হইয়া ব্যাকুল ॥
 জীবেরে নিবেগিত সত্যত হৃদয় ।
 সুখভোগ-হেতু কর্ম করে দুঃশয় ॥
 দিন রাত্রিক্রমে কালে পরমায়ু হরে ।
 যমপাশে আপন বন্ধন (১) না মওরে ॥
 না কর না কর রাজা কর্ম অভিলাষ ।
 সুখে পার হবে যদি ভজ জীবনবাস ॥
 শ্রতিশ্রুতমাত্র পুত্রদার-মধুভাষা ।
 না কর না কর রাজা ছাড় তুষ্ট আশা ॥
 প্রাচীনবরিহি রাজা শুনি এত বাণী ।
 কহিতে লাগিলা কিছু করি বোড় পানি ।
 মোর গুরুগণ সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ।
 সর্ব-বেদতত্ত্ব জানে কুল পুরোহিত ॥
 তবে কেন তাঁরা মোরে কেলা উপদেশ ।
 হেন বৃথি তাঁরা কিছু না জানে বিশেষ ॥
 হেন বৃথি বক্তিত কেবল বিবিগণ ।
 বেদপথে বিমোহিত কর্মপরায়ণ ॥
 রাজার বচন শুনি ব্রহ্মার নন্দন ।
 তত্ত্বউপদেশ তায়ে দিলা সেইক্ষণ ॥
 জীবগতি দরশিয়া কেলা অন্তর্দ্বান ।
 সত্যলোকে চলিলা নারদ যতিমান ॥
 প্রাচীনবরিহি রাজা নারদের স্থানে ।
 উপদেশ পেয়া কৈলা চিত্ত সমাধানে ॥
 পুত্রগণে কৈলা রাজ্যপদ সমর্পণে ।
 সর্বধর্ম সর্বকর্ম তেজে সেইক্ষণে ॥
 কৃষ্ণে মন ধরি রাজা গেলা তপোবনে ।
 কৃষ্ণ আরাধিল গিয়া কপিল আশ্রমে ॥
 ভক্তিভাব করিয়া ভজিল হরীকেশ ।
 কৃষ্ণময় হর্যা কৈল কৃষ্ণে পরবেশ ॥
 পুরজ্ঞান উপাখ্যান মুকুন্দ-চরিত ।
 ভুবন-পবিত্র-কথা শুক-মুখরিত ॥

(১) অস্ত পুংসি পাঠ,—

“বিনি গুরু না ভজিলে অজ্ঞান না টুটে”

অমুগ্র,—“গুরু না ভজিলে কব্

অজ্ঞান না টুটে” ।

(১) পাঠান্তর,—“বাক্য” ।

যে জন কীর্তন করে ভক্তিভাবে শুনে ।
ভববন্ধ নহে তার বৈকুণ্ঠ গমনে ॥

ভক্তিরস-গুরু শ্রীগদাধর জ্ঞান ।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে চতুর্থ স্কন্ধে
সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায় ।

ভৈরবী রাগ ।

বিদুর জিজ্ঞাসা কৈল শুন যোগেশ্বর ।
দশ প্রান্তেতস ছিল জলের ভিতর ॥
কৃষ্ণ আরাধিয়া তারা কৈল কোন সিদ্ধি ।
সে সব कहিবে মোরে গুরু মহাপুঙ্খি ॥
শুনিয়া মৈত্রেয় মুনি বিদুর-বচনে ।
সে পুণ্য চরিত কহে আনন্দিত মনে ॥
অমৃত বৎসর থাকি জলের ভিতর ।
তপ করি কৃষ্ণ আরাধিল নিরন্তর ॥
তুষ্ট হইয়া দরশন দিলা কুবীকেশ ।
গরুড়বাছনে প্রভু ধরি দিব্য বেশ ॥
তবে তারা স্তুতি কৈল গদগদ বাণী ।
পরম সন্তোষে বর দিলা চক্রেপাণি ॥
তবে তারা নিবেদিল প্রভুর চরণে ।
আন বর না মাগি ভকত-সঙ্গ বিনে ॥
কর্ম নিবন্ধনে জন্ম হয় যথা তথা ।
ভকত জনের সঙ্গে ঘটুক সর্বথা ॥
ক্ষেণক শঙ্কর সঙ্গে হৈল দরশন ।
কৃপায় कहিল কিছু ভক্তি নিরূপণ ॥
তোমা দরশন পাইল শঙ্করপ্রসাদে ।
হেন সে বৈষ্ণব-সঙ্গ কে বুঝিব তত্ত্বে ॥
ভা-সভার বচন শুনিঞা গদাধর ।
হাসিয়া সন্তোষে হরি দিলেন উত্তর ॥
বাপের বচন তুমি করিলে পালনে ।
রহিব নির্মল বশ এ তিন ভুবনে ॥
কণ্ঠ মুনি প্রেরোচা অঙ্গরা সমাগমে ।
জনমিল তাথে কত্কা মারিয়া যে নামে ॥
অঙ্গরা তোজিয়া তায়ে গেলা মহাবনে ।
কত্কা বাস দিয়া তায়ে রাখে বৃক্ষগণে ॥
সে কত্কা ক্ষুধায় কালে বনের ভিতর ।
অমৃত অমূল্য মুখে দিলা শশধর ॥

অমৃত ভোজনে তার রহিল জীবন ।
তারে পরিণয় গিয়া কর দশজন ॥
জনমিব তাহাতে তনয় মতাবল ।
ভুজবলে শাসিব সকল ক্ষিত্ততল ॥
একান্ত ভক্তি করি আমারে ভজিহ ।
অন্তকালে তহু তেজি বিষ্ণুপদে বাহিহ ॥
এতেক বলিয়া হরি কৈলা অন্তর্জনে !
জলে হৈতে উঠে তবে তাবা দশজনে ॥
বৃক্ষগণে ব্যাপিত দোখিল এ মোদনি ।
ক্রোধ করি মুখে হৈতে জালিল আগুনি ॥
পোড়াঞা পৃথ্বীর বৃক্ষ কৈল ভস্মসাৎ ।
হেনকালে আইলা ব্রহ্মা ত্রিভুবননাথ ॥
বৃক্ষসৃষ্টি না পোড়াহ এই বাক্য ধর ।
বৃক্ষগণে কত্কা দিব তায়ে বিভা কর ॥
এ বোল বলিয়া ব্রহ্মা গেলা নিজ স্থানে ।
হেনকালে কত্কা আনি দিলা বৃক্ষগণে ॥
সেই কত্কা বিভা কৈল দশ সহোদর ।
রাজ্যভোগ কৈল দশ সহস্র বৎসর ॥
দক্ষ পুত্র জন্মাইল দশ সহোদরে ।
পূর্বজন্মে যারে বিড়াষিল মহেশ্বরে ॥
শিবশাপে ছাগমুখ দক্ষের আছিল ।
সে তহু ছাড়িয়া আর শরীর ধরিল ॥
তবে তারা দশ ভাই ভজিল শ্রীহরি ।
অন্তকালে তহু তেজি গেল বিষ্ণুপুরী ॥
উত্তানপাদের বংশ কহিল বিস্তার ।
কহ পরীক্ষিৎ রাজা কি कहিব আর ॥
(যত পুণ্য পাপহর পবিত্র আখ্যান ।
কহিল চতুর্থ স্কন্ধ বিচিত্র বাখান ॥)
ভক্তিরসগুরু শ্রীগদাধর জ্ঞান ।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে চতুর্থ স্কন্ধে প্রথমভরতীণী অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥ সমাপ্তচ্যায়ং চতুর্থস্কন্ধঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চম স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায় ।

ক্রিয়তে পঞ্চমস্কন্ধপ্রবন্ধঃ সম্বতঃ সত্যম্ ।

যত্রৈবভূতানন্দচরিতাশ্চবিবক্ষ্যন্তঃ ॥

দেশাগ রাগ ।

রাজা বোলে শুন গুরু মুনি যোগেশ্বর ।
প্রিয়ব্রত রাজা ছিল ধর্মকলেবর ॥
পরম বৈষ্ণব রাজা মহা গুণনিধি ।
কামভোগ বিলাসে বৈরাগ্য নিরবধি ॥
হেন হৈয়া কেন কৈল রাজ্য অধিকার ।
ভকত জনের নহে উচিত সংসার ॥
কহ মুনি প্রিয়ব্রত রাজার আখ্যান ।
সার্বভৌম নরপতি ভকত-প্রধান ॥
রাজার বচন শুনি শুক মহামুনি ।
ধন্ত ধন্ত সাধু সাধু র'জারে বাখানি ॥
স্বায়ম্ভু ব মনু ছিল ব্রহ্মার তনয় ।
তার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিয়ব্রত মহাশয় ॥
বাপে রাজ্য দিল তারে না কৈলা অঙ্গীকার ।
দেখিল সংসার বন্ধ রাজ্য অধিকার ॥
না কৈল সংসার তিঁহো বাপের বচনে ।
হেনকালে ব্রহ্মা আসি দিলা দরশনে ॥
ব্রহ্মা বলে শুন বৎস কোন্ বৃষ্টি কর ।
কোন্ দোষে বাপের বচন নাহি ধর ॥
কহিব বক্ষ্যে ধর্ম তনু সাবধানে ।
মিথ্যা বুদ্ধি না করিহ আমার বচনে ॥
আমি ব্রহ্মা হর সুর মহা ঋষিগণে ।
যার বশ হয়্যা আজ্ঞা বহি সর্বজনে ॥
যদি যোগ তপ যজ্ঞ নানা কর্ম করে ।
তবুত প্রভুর কর্ম খণ্ডিতে না পারে ॥
ভয় শোক স্রুথ দুঃখ প্রভু দিব বারে ।
খণ্ডিতে না পারি আমি হর মহেশ্বরে ॥
যার বেদবাণীপাশে আছিয়ে বন্ধনে ।
যাহার ইচ্ছায় কর্ম করি সাবধানে ॥
নাকে দড়ি দিয়া যেন বলদ গাধনি ।
আমি সব বন্দী আছি যার বেদবাণী ॥
যে কর্মে যাহারে প্রভু করে নিয়োজিত ।
সে কর্ম সতেই করি হৈয়া সাবহিত ॥
নড়ি ধরি আনে যেন আঁকলে হাঁটায় ।
সেইরূপ স্রব দুঃখ জীবেরে ভুঞ্জায় ॥
ছয় রিপু দেহে বেসে করে বনে বাস ।
না ঘুচে সংসার-ভব নহে ভব নাশ ॥

গৃহে বসি ছয় রিপু করে নিবারণ ।
গোবিন্দ ভজিলে ছুটে শরীরবন্ধন ॥
ছয় রিপু জিনিব যাহার আছে মনে ।
ঘরে থাকি যুদ্ধ করি জিনিব যতনে ॥
গুরু হৈলে শিষ্যে করে তত্ত্ব উপদেশ ।
বুঝায় সকল ধর্ম করিয়া বিশেষ ॥
সহজে সকল লোক কর্মপথে চলে ।
গুরু হৈলে কর্ম উপদেশ নাহি বলে ॥
স্বথেষ্ট হেতু জন্ত নানা কর্ম করে ।
পরিণামে দুঃখ সতে দেখিয়ে বিচারে ॥
দুঃখময় কর্ম নাহি মৃত জনে জানে ।
আপনে জানিঞা গুরু ছাড়ায় যতনে ॥
পাছে যথা তথা রহে বনে বা মন্দিরে ।
গোবিন্দ চরণ ভজি হৈলে ভব তরে ॥
ভকতউদ্ভব তুমি পরম পণ্ডিত ।
বাপের বচন লজ্জা এ নহে উচিত ॥
রাজা হঞা রাজ্যভোগ মহাপ্রথের কর ।
ছয় শত্রু জিনিঞা গোপালে ভক্তি ধর ॥ (১)
দেহ গেহে রাজ্যপদে তেজে অহঙ্কার ।
ভজিয়া গোবিন্দ পদ হও ভবে পার ॥
এতক বলিয়া ব্রহ্মা গেলা নিজ স্থানে ।
প্রিয়ব্রত রাজা হইল ব্রহ্মার বচনে ॥
পুত্রে রাজ্য দিয়া মনু গেলা তপোবনে ।
তত্ত্ব উপদেশ পাইলা নারদের স্থানে ॥
তপ যোগ সাধিয়া ভজিল গদাধর ।
বিষ্ণুপদে প্রবেশিল তেজ কলেবর ॥
প্রিয়ব্রত সপ্তদ্বীপে এক নরপতি ।
নিজ ধর্ম স্থাপিয়া শাসিলা বসুমতী ॥ (২)
বিশ্বকর্মা কন্তা বিভা দিলা বিহমতী ।
দশ পুত্র হৈল তাথে কন্তা উজ্জ্বলতী ॥
একাদশ অর্কুদ বৎসর পরিমাণ ।
প্রিয়ব্রত রাজ্য কৈল নৃপতি-প্রধান ॥
অন্তর্গরি যাবৎ উঠিয়ে দিনকর ।
তাবৎ নৃপতিসিংহ এক দণ্ডধর ॥

(১) পাঠান্তর,—

‘ছয় রিপু জিনিঞা গোবিন্দে চিত্ত ধর’ ।

(২) “নিজ ভূজে শাসিল সকল বসুমতী” ।

কৃষ্ণপদ-ভকতি প্রভাব যোগবলে ।
 সপ্তদ্বীপ নরপতি অখণ্ড মণ্ডলে ॥
 মনোজব রথে রাজ্য করি আরোহণ ।
 রত্ননী করিব দিন হেন লয় মন ॥
 ধরণী বেঢ়িয়া সপ্ত প্রদক্ষিণ দিল ।
 চতুমুখ আসিয়া রাজ্যারে নিবাসিল ॥
 রাত্রি দিন করিতে স্বর্ঘ্যের অধিকার ।
 ক্ষিতিতল পালিতে তোমার নিজ তার ॥
 তবে ব্রহ্মা চলি গেলা আপন ভুবনে ।
 নিজ পুরে রাজ্য আইল ব্রহ্মার বচনে ॥
 একচক্র রথে দিল সপ্ত প্রদক্ষিণে ।
 সপ্ত সিদ্ধু হৈল সপ্ত রথরেখা চিহ্নে ॥
 জম্বু প্রক্ষ শাল্মলি কুশ ক্রৌঞ্চ নামে ।
 শাক পুষ্কর দ্বীপ বিদিত ভুবনে ॥
 জলবল্লভ ইক্ষুস সুরানিধি ।
 দ্রুতসিদ্ধ দধিসিদ্ধ ক্ষীরজলনিধি ॥
 আর জলনিধি সাত সিদ্ধু সাত নামে ।
 সাত দ্বীপ সাত সিদ্ধু হৈলা হেনমনে ॥
 জম্বুদ্বীপ লবণ সমুদ্র পরিমাণে ।
 প্রক্ষদ্বীপ হয় তার দ্বিগুণ প্রমাণে ॥
 দ্বিগুণ দ্বিগুণ সিদ্ধু দ্বীপের বিস্তার ।
 ত্রিভুবনে রহিল বিক্রম চমৎকার ॥
 মহা অমৃতভাব রাজ্য অতুলশক্তি ।
 সপ্ত দ্বীপে সপ্ত পুত্রে কৈল নরপতি ॥
 উদ্ধরেতা হৈয়া তিন পুত্রে গেল বনে ।
 পরমহংসের গতি পাইল তিন জনে ॥
 এইমতে কত কত হৈল মহা কৰ্ম্ম ।
 সপ্তদ্বীপে স্থাপিল সকল নিজ ধৰ্ম্ম ॥
 একান্ত ভকতি করি তজ্জিল গেলোপল ।
 ভকতত্বের সজ কৈল সৰ্ব্বকাল ॥
 পরম বৈরাগ্য তবে জন্মিল হৃদয় ।
 বিষয়-লম্পট মুক্তি হৈলু অতিশয় ॥
 দ্বীর সঙ্গে রাজ্যভোগ গেল এককাল ।
 না তজ্জিলু জগন্নাথ নহিল নিস্তার ॥
 পুত্রে রাজ্য বিভজিয়া তেজিল সংসার ।
 প্রবেশিলা তপোবনে মনুর কুমার ॥
 সে হেন সম্পদ ভোগ ছাড়িয়া বসতি ।
 কৃষ্ণগতি পাইল রাজ্য সাধিয়া ভকতি ॥
 দশ পুত্রে প্রধান অগ্নীধু নাম যার ।
 জম্বুদ্বীপে হৈল তার রাজ্য অধিকার ॥
 গুণশীল বলবীৰ্য্য বাপের সমান ।
 পুত্ৰনিজ ছে থিৰী শালিল বলবান ॥

পুত্রকামে তপ কৈল পরিতগহবরে ।
 পুত্রচিন্তি অঙ্গরা পাঠালা দামোদরে ॥
 তার সঙ্গে বিহার করিল নিরবধি ।
 রাজ্যভোগ কৈল লক্ষ বৎসর অবধি ॥
 নব পুত্রে হৈল তার মহা ধনুর্ধর ।
 পুত্রচিন্তি গেল তবে প্রভুর গোচর ॥
 অগ্নীধু তেজিল তহু অঙ্গরা ধোয়ানে ।
 চলিল অঙ্গরালোকে দেবের ভবনে ॥
 নব খণ্ডে জম্বুদ্বীপে নব নরপতি ।
 নব পুত্রে শালিল সকল বসুমতী ॥
 ষোড়শপুত্রে নাতি নামে তাহাতে প্রধান ।
 জম্বুদ্বীপে রাজ্য হৈল মহা বলবান ॥
 পুত্রকামে যজ্ঞ করি তজ্জিল শ্রীহরি ।
 কৃষ্ণ দরশন দিলা দিবাক্রপ ধরি ॥
 সগণে শ্রোণম স্তুতি কৈলা নরেশ্বর ।
 ষয় জয় নমো নমো শ্রুতি বিস্তার ॥
 তুষ্টি হয়্য বর দিলা প্রভু দামোদর ।
 হইব তোমার পুত্র নর কলেশ্বর ॥
 জগতে তোমার যশ করিব বিস্তার ।
 হইব তোমার পুত্র অংশ অবতার ॥
 এতক বলিয়া প্রভু হৈলা অন্তর্ধান ।
 নাতি রাজ্য পুথিবী শালিল বলবান ॥
 শুভকালে জনমিল নাতির তনয় ।
 অংশ অবতার কৈল প্রভু দয়াময় ॥
 শোষ্য বীৰ্য্য যশ গুণের নিধান ।
 রাখিল স্বয়ম নাম পিতা মতিমান ॥
 পুণ্যকালে পুত্রে রাজ্য কৈল সমর্পণ ।
 নাতি রাজ্য গেলা তবে পুণ্য তপোবনে ।
 বিশালা নদীর তীরে কৃষ্ণ আরাধিল ।
 অস্ত্রে তহু তেজি কৃষ্ণপদে প্রবেশিল ॥
 বসিলা স্বয়তদেব রাজ্যসিংহাসনে ।
 নিজ ধর্ম্ম স্থাপিয়া পালিলা প্রজাগণে ॥
 গুণভক্তি লওয়াইলা সেবি গুরুগণ ।
 দেব দ্বিজ বৈষ্ণব সেবিল অমুক্ষণ ॥
 জন্মিল শতেক পুত্র ভরতপ্রধান ।
 বৈষ্ণব বলিতে নাহি ভরত সমান ॥
 উদ্ধরেতা নব পুত্রে মহা যোগেশ্বর ।
 অন্তরীক্ষে নব মূনি চলিল সংহর ॥
 নব খণ্ডে নব পুত্রে নব নরপতি ।
 নিজ ধর্ম্ম স্থাপিয়া শালিল বসুমতী ॥
 একাশী কুমার হৈল কৰ্ম্মপরায়ণ ।
 বজ্রশীল কৰ্ম্মশীল শোণীয় ব্রাহ্মণ ॥

আপনে ঋষভদেব বিষ্ণু অবতার।
 নিজ ধর্ম জগতে করিল পরচার ॥
 শত যজ্ঞ করিয়া ভজিল নারায়ণে।
 সর্বকালে সর্বমুখ দিল সর্বজনে ॥
 শিখাল্য সকল লোকে ভক্তি উপদেশ।
 ভক্তিযোগ কহি লোকে বুঝালা বিশেষ ॥
 নরদেহে কামভোগ উচিত না হয়ে।
 কামভোগী নারকীরে নরক মিলয়ে ॥
 কৃষ্ণভক্তি সাধিব মানুষ দেহ ধরি।
 অন্তর শোধিব ব্রহ্মসুখ অধিকারী ॥
 ভক্ত জনের সেবা মুকতি দুয়ার।
 তিরিঙ্গী সঙ্গ হৈলে নরক সঞ্চার ॥
 শাস্ত সমচিন্ত সধভূত-হিতকারী।
 সেই সে ভক্ত জন জানিব বিচারি ॥
 আমাতে পীরিতি যেনা করে দৃঢ়মনে।
 আমি ইষ্ট বন্ধু তার আমি প্রিয়জনে ॥
 আহা! শৃঙ্গার যার সত্য বাসনা।
 তার সঙ্গে পীরিতি না করে যেই জনা ॥
 স্নত দায় রিণ বিস্ত গৃহে দৃঢ় মতি।
 তার সঙ্গে যার নহে কবল পীরিতি ॥
 প্রোধজন অবধি তাহার সঙ্গ করে।
 সেই জনে জান সাধু বিষ্ণুকলেবরে ॥
 দেহের পীরিতি হেতু যে যে কর্ম করি।
 সেই সেই বিকর্ম বুঝি অবধারি ॥
 পুনঃপুনঃ দেহবন্ধ হয় বাহা সনে।
 সেই সেই বিকর্ম বুঝি অনুমানে ॥
 তত্ত্বজান যাবৎ জিজ্ঞাসা নাহি করে।
 গতাগত দুঃখ তার তাবৎ না ছাড়ে ॥
 যাবৎ ঈশের কর্ম করি দৃঢ় মন।
 তাবৎ না ঘুচে তার শরীরবন্ধন ॥
 যাবৎ আমার সঙ্গে প্রেম নাহি হয়।
 তাবৎ না ঘুচে তার এ ঘোর সংশয় ॥
 প্রকৃতি পুরুষ সহ শরীর বন্ধন।
 এই বোল বুঝিয়া তেজয়ে বৃদ্ধজন ॥
 স্নত বিস্ত গৃহে দারে না করি পীরিতি।
 যার সঙ্গে ভববন্ধে হয় দৃঢ় মতি ॥
 হরিগুণচরণে ভক্তি হয় যার।
 বিষয়ে বৈরাগ্য হয়ে ভবে হয় পার ॥
 সত্যত ভক্ত সঙ্গে হরিকথা কহে।
 হরিগুণ কীভাবে সাধুর সঙ্গে রহে ॥
 গেহ গেহে নহে যার প্রেম অমুবন্ধ।
 এ সব জনের কতু নহে ভববন্ধ ॥

গুরু হৈলে শিষ্য করে তব উপদেশ।
 বুঝাহ সকল ধর্ম করিয়া বিশেষ ॥
 সহজে সকল লোক কর্মপথে চলে।
 গুরু হৈলে কর্ম উপদেশ নাহি বলে ॥
 সুখলেশ হেতু জন্ম নানা কর্ম করে।
 পরিণামে দুঃখ সতে দেখিবে বিচারে ॥
 দুঃখময় কর্ম নাহি মুঢ় জনে জানে।
 আপনে জানিঞা গুরু ছাড়ায় যতনে ॥
 গুরু নহে পিতা নহে নহে বন্ধু জন।
 মাতা নহে পতি নহে নহে দেবগণ ॥
 যদি ঋণীহৈতে নারে মরণ সংশয় (১)।
 কিবা গুরু কিবা পতি কেহ কারো নয় ॥
 চরাচর জীব শ্রেষ্ঠ বাথে জীব বৈসে।
 জানিব তাহাতে শ্রেষ্ঠ বাথে জ্ঞান আছে ॥
 তাহাতে জানিব শ্রেষ্ঠ মানুষ জনম।
 বুঝিব তাহাতে শ্রেষ্ঠ সুর সিদ্ধগণ ॥
 তাহার প্রধান জ্ঞান মূনি যোগেশ্বর।
 তাহার প্রধান হয় হর মহেশ্বর ॥
 তাহার প্রধান হয় ব্রহ্ম প্রজাপতি।
 সত্যের প্রধান আমি বিষ্ণু সুরেশ্বর ॥
 আমার প্রধান হয় বিজয়লবর।
 ব্রাহ্মণপ্রসাদে আমি বিষ্ণু সুরেশ্বর ॥
 ব্রাহ্মণের মুখে আমি করিয়ে ভোজন।
 ব্রাহ্মণপ্রসাদে সৃষ্টি করিয়ে পালন ॥
 ব্রাহ্মণ পূজিহ ভক্তি করিহ ব্রাহ্মণে।
 প্রণাম করিহ দ্বিজ-বৈষ্ণব চরণে ॥
 সেই সে আমার পূজা ভক্তি আরাধন।
 বুঝিয়া ভজিহ দ্বিজ-বৈষ্ণব-চরণ ॥
 এইরূপে নানা ধর্ম লোক শিক্ষা করি।
 স্থাপিল ভরতে রাজ্য অভিষেক করি ॥
 শতক পুত্রের জ্যেষ্ঠ ভরত কুমার।
 তার তরে দিল রাজ্য রাণ্য অধিকার ॥
 আপনে ঋষভদেব ধরি মূনিবেশ।
 বৃক্ষহাল পরিলা পিঙ্গল ষ্টা কেশ ॥
 যেন উনমত অবধূত দুরাচার।
 লোকধর্ম বেদপথ তেজিল আচার ॥
 শোণ আশ্রয় স্নান তেজিল বসন।
 যেন অন্ধ বধির করয়ে পর্যটন ॥
 বিষ্টামৃত লোপিত ধূসর কলেবরে।
 আপনে ঈশ্বর হৈয়া হেন কর্ম করে ॥

লোক বুঝাইতে প্রভু হেন বেশ ধরে ।
 কেহ জানি কোথাহ কাহার সজ করে ।
 সজ হৈতে জনম মরণ দুঃখভার ।
 সজদোষে না শুচয়ে এ বোর সংসার ।
 এ বোল বুঝিয়া জানি কেহ সজ করে ।
 লোক বুঝাইতে প্রভু হেন বেশ ধরে (১) ।

(১) পাঠান্তর,—“হেন সজ করে” ।

ঐতর্য লওয়াইতে ঋষভ অবতার ।
 আপনে করিয়া কৰ্ম বুঝাণ্য সংসার ।
 ঋষভ-চরিত্র লোক শুন সাবধানে ।
 শুনিলে দূরিত হবে তব বিমোচনে ।
 ভাগবত-আচার্যের মধুরস-বাণী ।
 ভাগবত-কথা কৃষ্ণশ্রোমতরঙ্গিনী ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পঞ্চমস্কন্ধে

প্রথমোধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

ধান নী রাগ ।

মহাভাগবত রাজ্যে ভরত বসিল রাজ্যে
 শাসিল সকল ক্ষিত্তিতে ।
 ভারতবর্ষ করি নিঃস্বার্থিকারে ধরি
 বশ থুইল তুবনমণ্ডলে ॥
 বহুবিধ বস্তু কৈল কৃষ্ণপদ আরাধিল
 পঞ্চ পুত্র হৈল মহাবল ।
 কৃষ্ণনাম গুণগান জুতি পু-১ অং ধ্যান
 রাজ্য কৈল অমৃত বৎসর ॥
 ষাণ্মাষে বিভজিয়া পুত্র অভিষেক কর্যা (২)
 ভারত চলিল তপোবনে ।
 চক্রে নদী নাম যথা পুত্র আশ্রম তথ্য
 ভারত রহিল হেন স্থানে ॥
 তপ যোগ শ্রুতমাধি ভক্তি প্রপত্তি জুতি
 কৃষ্ণ আরাধিল নিরন্তরে ।
 চক্রে নদী জলে মজি ত্রিকাল কেশব পুত্রি
 ফল পত্র করয়ে আহারে ॥
 এককালে তীর্থজলে ভারত মজ্জন করে
 জল পিণ্ডে আইল চরিত্র ।
 বনে সিংহনাদ কৈল হরিণী ভরাস পাইল
 কাঁপ দিল চক্রে নদীপানি ॥
 হরিণীর গর্ভ খসি যায় জল মধ্যে ভাসি
 যুগ্ম মৈল জলের ভিতরে ।
 ভারত রাজ্য ধ্যান ছাড়ি যুগ্মশিশু কোলে করি
 লঞা গেলা আপন মন্দিরে ॥
 পালন পোষণ করি যুগ্মশিশু প্রেম ধরি
 ভারত পাসরে নিঃস্বার্থ ॥

(২) পাঠান্তর,—“পুত্র দিল সমর্পিয়া”

হরিণে আসক্তি করি অন্তকালে তহু ছাড়ি
 হরিণ উদরে পাইল জন্ম ॥
 কৃষ্ণ আরাধন পুণ্যে ঐতিশ্যর হঞা অয়ে
 ভয় পেয়া চিন্তে মনে মনে ।
 সকল সংসার ছাড়ি হরিণে আসক্তি করি
 পশু জন্ম হৈল তে-কারণে ॥
 শালগ্রাম তীর্থে যাই পুণ্যজলে নান পান (১)
 করি রাজ্য রহে নিরন্তর ।
 নিরবধি হরিকথা শ্রবণ কীর্তন করি (২)
 তেজিল হরিণ কলেবর ॥
 তবে পুণ্য দ্বি কুলে নম লভিল রাজ্য (৩)
 জনমিঞা হৈল আতিশয় ।
 শ্রীকৃষ্ণ গুণ শ্রবণ শ্রবণ শ্রুপদ ধ্যান (৪)
 মনে মনে করে নিরন্তর ॥
 পিতা দশ কৰ্ম কৈল নিজে বেদ পাঠাইল
 তাথে তার নহে অবগতি ।
 অন্ধ বধির অন্ধ বেন রহে নিরন্তর
 বুঝিয়া না বুঝে মহামতি ॥
 অনেক বতনে পুত্র বুঝাইতে না পারিল
 ভোক্তা পুত্র করি সমর্পণে ।
 অন্তে তহু তেজি দ্বি পরলোকগতি গেল (৫)
 জননী পশিল হতাশনে ॥

(১) পাঠান্তর,—“পাই” । (২) “বধা” ।

(৩) “হেল” । (৪) “বরণ পদপূজন” ।

(৫) পাঠান্তর,—

“অন্তকালে তহু তেজি, নিজ পরলোকগতি”

জ্যোত্ তাইগণে নানা (১) বেষধর্ম পটাইল
তাছাতে না কৈল অবধান ।
মৃগসঙ্গ করি মৃগ শরীর ধরিল দেখি (২)
রহে জড় বধির সমান ॥
শৌচ আচমন তেঞি অবধুত বেশ ধরি
কপট মলিন অঙ্গ করে ।
তার ছুরাচার দেখি তেজিল বান্ধবগণ (৩)
নিজ স্নেহে আনন্দে বিহরে ॥
তর্জন তাড়ন কেহ দণ্ড পরহার করে
কেহ করে কেশ আকর্ষণে । (৪)
গন্ধ চন্দন কেহ পান ভোজন দেই
সুখ দুঃখ নাহি তার মনে ॥
ভক্তিবোগ জ্ঞান বলে দীপ্ত কলেবর ধরে
বাহু অভ্যন্তরে সুখময় ।
মূল বলবান্ দেখি বেঠার খাটার তারে
বার মনে যে যে কর্ম লয় ॥

- (১) পাঠান্তর,—“তার” ।
(২) পাঠান্তর,—
“মৃগ সঙ্গে সঙ্গ করি, মৃগশরীর ।”
(৩) পাঠান্তর,—“সকল বান্ধব তেজি ।”
(৪) পাঠান্তর,—“কহে সব গর্জন বচনে”
অপরক,—“কেহ করে কেশ করিবণে ।”

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পঞ্চম
স্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

সিদ্ধুড়া-রাগ ।

সিদ্ধু দেশে রাজা চিল রহুগণ নামে ।
জন্মিল বৈরাগ্য তার ভকতি গেলানে ॥
রাজ্য তেজি চলে রাজ্য কপিলের স্থানে ।
ভরভের সনে হৈল পথে দরশনে ॥
চৌদল বহিতে ধরে রাজার কিঙ্করে (১) ।
বহিতে না পারে দোলাী ব্রাহ্মণকুমারে ॥
ক্রোধ করি বলে তবে রাজা রহুগণ ।
বিশ্বক করিয়া দোলা বহ কি কারণ ॥

- (১) পাঠান্তর,—“রাজা কোপ করে” ।

কোদালে কাটিয়া মাটি বান্ধিতে খেতের আলি
তাইগণে নিয়োজিল তারে ।
আছিল বুঝল রাজা করিব দেবীর পূজা
বলি পালাইল হেন কালে ॥
চাহিতে রজনীযোগে পাইক ধাইল বেগে (১)
নরবলি চাহিয়া বেড়ায় ।
বান্ধিয়া আনিয়া তারে দিল রাজার গোচরে
দেখি রাজা বড় সুখ পায় ॥
পুণ্য জলে স্নান করি গন্ধ চন্দন দেই ভরি
আনিল চণ্ডীর বিত্তমানে ।
করিয়া পার্কীতীপূজা আসিয়া বুঝল রাজা
খড়া লৈল কাটিবার মনে ॥
তক্ত স্থানে অপরাধ দেখি বড় পরমাধ
ক্রোধ কৈল চণ্ডী ভগবতী ।
ভয়ঙ্করীরূপ ধরি রাজার খড়া নিল কাটি
সবংশে কাটিল নরপতি ॥
মুখের আগুনি জ্বালি পোড়াইল সব পুরী
সতে একা ভরত রহিল ।
ভরতে প্রসাদ করি জগৎ জননী দেবী
নিজ লোকে আপনে চলিল ॥
জড়ধর্ম করি জড় ভরত ধরিল নাম
ব্রত রাজা ভরত প্রধান ।
ভরত চরিত্র কথা শুনিলে ছরিত হয়ে
ভাগবত-আচার্য্য স্মরণ ॥

- (১) পাঠান্তর,—“পাখি ধাইল লস দিগে ।”

মরিবারে চাহ তোরা নাহি বাস ডর ।
ভাল মতে না যাহ ভুক্তিবে প্রতিক্ষল ॥
শুনিঞা বাহকগণ রাজার বচন ।
সম্মুখে রাজারে তবে কহে বিবরণ ॥
আমি-সব মন্ত নহি বহি সাবধানে ।
কিন্তু বেগারিয়া তার বহিতে না জানে ॥
সঙ্গদোষে আমি-সব বুধা দোষ পাই ।
অভিশয় সাবধানে দোলা লয়া বাই ॥
এতক বচন শুনি রাজা রহুগণ ।
ব্রতপি ব্রাহ্মণ শুক সেবা পরায়ণ ॥

তথাপি কিঞ্চিৎ ক্রোধ উঠিল হৃদয় ।
 রজোগুণে হৈল কিছু মতিবিপর্যয় ।
 ব্রাহ্মণেরে তবে রাজা বলে কোন বাণী ।
 ভাল ভাল অহো ভাই আমি ভালো জানি ।
 না ধর বিস্তর বল নহ অতি স্থল ।
 একেধর দোলা বহি আন এত দূর ।
 এত পরিশ্রম পাইলে নহ বক্রকায় ।
 বৃদ্ধকালে এত দুঃখ করিতে না জুরায় ।
 এত উপালন্ত যদি কৈল নরেশ্বর ।
 নিশবদে দোলা বহে না দিল উত্তর ।
 স্তব্ধ দুঃখে নাহি তার চিত্তে অবধান ।
 অসত্য শরীরে তার নহে বস্তু জ্ঞান ।
 সেইরূপে দোলা বহে ব্রাহ্মণকুমার ।
 স্রুশারে না চলে দোলা দোলে আরবার ।
 ক্রোধ করি রাজা তবে ভচ্ছিল অপার ।
 কাটিয়া ফেলিলু আরে ছুট ছুরাচার ।
 যত্নপি না দোলা বহে হয়ে সাবধানে ।
 তবে আজি যোর হাথে না জীবৈ পরাণে ।
 রাজার বচনে তাঁর (১) নাহি অবধান ।
 কার দোলা বহে কেবা করে অপমান ।
 রত্নগণ রাজা যায় তত্ত্ব সাধিবারে ।
 যুগতি চিন্তিল মনে ব্রাহ্মণকুমারে ।
 তত্ত্ব পদ সাধিতে রাজার আগমন ।
 বুঝিয়া করিব আমি কুমতি খণ্ডন ।
 সাধুজনে কপট উচিত নাহি হয় ।
 কথাছলে করিব আপন পরিচয় ।
 সত্য সত্য যে কিছু কহিল নরপতি ।
 অজ্ঞান জনের হয় এ সব কুমতি ।
 কেবা রাজা কিবা রাজ্য কার অধিকার ।
 আপনে কে হয় কেবা করে অহকার ।
 তত্ত্ব না জানিঞা জীব করে অভিযান ।
 ভ্রমায় সকল জীবৈ এক ভগবান ।
 তুমি যে কহিলে রাজা তবে সত্য মানি ।
 যদি তার থাকে তবে ভারী হেন জানি ।
 যদি কেহো যায় হেন থাকে গম্যদেশ ।
 তবে সে তোমার ঘটে বচন বিশেষ ।
 স্থল বলবানু তুমি বলিলে কাহারে ।
 এ সব বচন রাজা পড়িতে না বলে ।
 স্থল ক্লশ আধি ব্যাধি ক্ষুধা তৃষ্ণা ভয় ।
 ক্রোধ কলি (১) নিদ্রা রতি মদ মান হয় ।

(১) “তত্ত্ব”—পাঠান্তর ।

(১) কাল, অর্থে—কলহ ।

এ সব শরীর-ধর্ম দন্ত অহকার ।
 আমি দেহ নাহি তাথে কি দায় আবার ।
 জীবন্মৃত করিয়া বলিলে নরেশ্বর ।
 জীবন্মৃত আমি নহি কিন্তু কলেবর ।
 জন্মমৃত্যুযুক্ত রাজা সত্য শরীরে ।
 জীবন্মৃত করে তুমি বল মহাবীর ।
 যে তুমি কহিলে আজ্ঞা লজিস্ আমার ।
 তার কথা কহি কিছু সাক্ষাতে তোমার ।
 যদি স্বামী স্বাম্যভাব হয় স্নানচিত্ত ।
 তবে সে এ সব বাণী বলিতে উচিত ।
 যদি রাজা-ভৃত্যভাব থাকয়ে বিশেষ ।
 তবে সে এ সব বাণী করি উপদেশ ।
 তুমি সত্য রাজা নহ আমি নহি ভৃত্য ।
 অভিযানে যত বল সকল অনিত্য ।
 দণ্ড করি শিখাইব যে তুমি বলিলে ।
 সেই বাণ্য নিরর্থক আমারে না ফলে ।
 আমি জড় উন্মত্ত অজড় ব্রহ্মময় ।
 তুমি শিখাইলে কি শিখিব অতিশয় ।
 যদি আমি মত্ত স্তব্ধ এই হয় দড় ।
 তবে তুমি কেন আর ব্যর্থ শিক্ষা কর ।
 পিঠালী পিষিলে তাথে কোন প্রয়োজন ।
 তবে নিশবদে দোলা বহিল ব্রাহ্মণ ।
 ভোগে বিপ্রকরে দেহ হেতু কর্মক্ষয় ।
 পুনরপি রাজদোলা বহে মহাশয় ।
 তবে সিদ্ধপতি রাজা হরষিত চিত্তে ।
 শ্রদ্ধাযুক্ত হয়্যা যায় তত্ত্ব জিজ্ঞাসিতে ।
 সর্বযোগ শাস্ত্রসার ব্রাহ্মণবচন ।
 গুনিলে হৃদয়-গ্রাহি অবিভ্যা খণ্ডন ।
 তুরিতে নামিঞা রাজা পড়িল চরণে ।
 নিজ অপরাধ তবে খণ্ডায় ব্রাহ্মণে ।
 রাজ-অভিমান তেজি বলে কোন বাণী ।
 কে তুমি কিরূপে ভ্রম কহে বিজয়গি ।
 গৃঢ়রূপে ভ্রম তুমি ব্রহ্মস্ব এ ধর ।
 অবধূত বেশে কোথা চল কোথা ঘর ।
 কিবা যোর কুশল কারণে আগমন ।
 হেন বুঝি সাক্ষাতে কপিল তপোধন ।
 শঙ্করের ত্রিশূল যমের যমদণ্ডে ।
 তেন শঙ্কা নাহি অর্ক বহি পরচণ্ডে ।
 তেন শঙ্কা নাহি যোর ইন্দ্রের কুলিশে ।
 যত বড় বিপ্র-অবজ্ঞান শঙ্কা বৈশে ।
 কেবা তুমি জড়বৎ নিগূঢ়চরিত ।
 অনন্ত মহিমা সর্বগদ-বিবর্জিত ।

যতেক कहिलে তুমি যোগশাস্ত্রসার ।
মনেহ না পারি কিছু ভেদ করিবার ॥
কিন্তু তুমি যোগেশ্বর তত্ত্ববিদ্যার ।
নারায়ণ জ্ঞান অংশে মুনিকলেবর ॥
ঐহার নিকটে যাই তত্ত্ব জিজ্ঞাসিতে ।
সেই বা কপিল তুমি মিলিলা সাক্ষাতে ॥
যোগেশ্বর গতি এনা আনিব কেমনে ।
গৃহবাসে নিরবধি বিষয় ধৈর্যানে ॥
এই রূপা করি কিবা আইলা যোগেশ্বর ।
তোমার বাক্যের কিছু कहিব উত্তর ॥
তুমি যে বলিলে শ্রম নাহিক আমার ।
অমুঝানে তার এই বুঝিলুঁ বিচার ॥
যদি ভার বহ তুমি তবে বলি শ্রম ।
কর্তা যদি নহ শ্রম বলি অকারণ ॥
যত কিছু বলি মাত্র সব ব্যবহার ।
ব্যবহার পথ মাত্র না দেখি বিচার ॥
বিনি ঘটে জল যেন না পারি আনিতে ।
এইরূপ সত্য সব ব্যবহার পথে ॥
তুমি যে कहিলে স্থল ক্লেশ আদি চিহ্ন ।
এ সব দেহের ধর্ম আমি দেহ ভিন্ন ॥
কেবল সংযোগ মা এ যদি দেহে থাকে ।
তবে বা এ সব না ঘটিব কোন পাকে ॥
যেন স্থানীতাপে হয় জলের সস্তাপ ।
তার তাপে তণ্ডুলের বাহ পরিপাক ॥
তবে ত তণ্ডুলের হয় অন্তরে রন্ধন ।
এইরূপে দেহযোগে জীবের জনম ॥
দেহের সস্তাপে যেন ইন্দ্রিয় তাপিত ।
তার তাপে হয় প্রাণগণ বিমোহিত ॥

তার তাপে হয় তেন মনের সস্তাপ ।
তার অনুরোধে হয় জীবের বিপাক ॥
এ সব অসত্য নহে ব্যবহার পথে ।
তবে আর নিবেদন করিব সাক্ষাতে ॥
যতপি সকল মিথ্যা কিছু সত্য নয় ।
তথাপি সংসার পথে এই সে নির্ণয় ॥
দণ্ড অমুগ্রহ করে যে হয় নুপতি ।
ঈশ্বর-কিঙ্কর করে ঈশ্বর-ভকতি ॥
পিষ্টপেষ না করে অচ্যুতদাস হয়্যা ।
ঈশ্বরের আজ্ঞা পালে কপট বর্জিয়া ॥
স্বধর্ম করিয়া করে ঈশ্বর ভজন ।
অশেষ ছুরিতচন্ম করে বিমোচন ॥
কিন্তু মুক্তি নরদেহ হেন অভিমানে ।
অবজ্ঞান কেনু মুক্তি হেন মহাজনে ॥
রূপাদৃষ্টি দেহ যোরে আর্জুনবন্ধু ।
যেন তরৌ সাধু-অবজ্ঞান পাপ-সিদ্ধ ॥
যতপি তোমার নাই মান অপমান ।
বিকারবর্জিত তুমি সর্বত্র সমান ॥
আমি সব তথাপি মহাস্ত-কৃত দোষে ।
শূলপাণি হই যদি মজিয়ে সবংশে ॥
সর্ব অবতারে कहি চৈতন্তমহিমা ।
চৈতন্ত-ভকত-গুণ-চরিত্র বর্ণনা ॥
সর্বময় গৌরচন্দ্রে পূর্ণ অবতার ।
ভক্তি-রস-সুখানিধি আনন্দ বিহার ॥
ভাগবত-আচার্যের মধুর ভারতী ।
চৈতন্তপদারবিন্দ গদাধর-গতি ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পঞ্চম
স্কন্ধে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ । ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায়

কামোদ রাগ ।

বিপ্র বলে রাজা তুমি মুখ অগেহান ।
পণ্ডিতের কথা कह পণ্ডিত সমান ॥
ব্যবহার সত্য করি বল অকারণে ।
কিন্তু সত্য বিচারে না বোলে বুধজনে ॥
কি পুন कहিব কর্মময় বেদবাণী ।
গৃহকর্ম বজ্র বাণে বিস্তারে বাধানি ॥

গুরু তত্ত্ববাদ বাণে প্রকাশ না করে ।
কি পুন कहিব রাজা লোক ব্যবহারে ॥
তত্ত্ব লগ্নস্বাইতে নায়ে বেদান্ত বচনে ।
গৃহ-সুখ স্বপন সমান যে না জানে ॥
বিচারিয়া অমুঝানে না ছাড়ে সংসার ।
তার বশ নহে কভু মন ছুরাচার ॥

সমুদ্র রজ্জ্ব তম গুণে বশ করি রাখে ।
 শুভাশুভ জীবের সৃষ্টিয়ে কর্মপাকে ॥
 সেই মন বিবিধ বাসনায়ুক্ত হয় ।
 বিচিত্র বিধানে তহু সৃজে কর্মময় ॥
 অশেষ বাসনায়ুক্ত বিষয় জড়িত ।
 এদিগে ওদিগে তিন গুণে বিলিত ॥
 দেব দানব এমি কীট রূপ ধরে ।
 নানা দেহ নানা যোনি ভ্রমায় সবারে ॥
 সুখ দুঃখ সৃজে মন নানা কর্মফল ।
 জীব আলিঙ্গিয়া মন রহে নিরন্তর ॥
 মন-নিবন্ধনে হয় ঐবের সংসার ।
 নহে যদি সত্য ঐব নিত্য নির্বিকার ॥
 সংসারের হেতু মন বলি ভে-কারণে ।
 এ বোল বুঝিয়া মন রোধিব (১) যতনে ॥
 এই ছুট মন যদি গুণহীন হয় ।
 মুকতি-কারণ তবে সেই (সুনিশ্চয়) ॥
 গুণযুক্ত হৈয়া সৃজে নানা দুঃখভার ।
 গুণহীন হৈলে সেই মুকতি-দুয়ার ॥
 তৈল শলিতায় যেন প্রদোপের শিখা ।
 ধূমময় হৈয়া নানা বর্ণে দেই দেখা ॥
 তৈল বাতি না থাকিলে নিজ রূপ ভজে ।
 মুকতি-কারণ মন যদি গুণ তেজে ॥
 মনের কল্পনা সব বিবিধ বাসনা ।
 শত শত কোটি কোটি না যায় গণনা ॥
 অত্যাশ্রয়ে না হয় কিছু না হয় আপনে ।
 অশেষ বাসনাময় মন নিবন্ধনে ॥
 ক্ষেত্রজ দৈব প্রভু অনন্ত শক্তি ।
 তাথে হৈতে মনের বিভূতি উৎপত্তি ॥
 মায়াবিরচিত লিঙ্গদেহ মনোময় ।
 আবির্ভাব তিরোভাব সব তথি হয় ॥
 যে পুন ক্ষেত্রজ জীব সে ভুজে বিষয় ।
 ক্ষেত্রজ দৈব তাথে নিত্য শুদ্ধময় ॥
 ক্ষেত্রজ দৈব আত্মা পুরুষ পুরাণ ।
 অজ নিরঞ্জন নারায়ণ ভগবান্ ॥
 সুপ্রকাশ বাসুদেব পরম দৈব ।
 নিজ মায়া বলে জীব সৃষ্টিয়ে সকল ॥
 যাৎ জিজ্ঞাসা করি জ্ঞান নাহি বুঝে ।
 জ্ঞানে মায়া ছেদিয়া দৈব নাহি ভজে ॥
 যাবৎ দৈবরতন বিচার না করে ।
 তাবৎ ভ্রমে জীব এ যোর সংসারে ॥

যাবৎ না জানে লিঙ্গদেহ মনোময় ।
 অশেষ সংসার ক্ষেত্র তাপ কর্মচর ॥ (১)
 শোক মোহ রাগ রোগ লোভ নিবন্ধন ।
 তাবৎ ভ্রমে জীব না ছুটে বন্ধন ॥
 এ বোল বুঝিয়া রাজা করি বিমর্শন ।
 মহাবল মহাশত্রু মন দুর্জয়ব ॥
 গুরুরূপ হরিপদ-সেবা অস্ত্র ধর ।
 আত্মবিনাশন মন শীঘ্র কাটি পেল ॥
 এতেক বচন শুনি রাজা রুহগণ ।
 ক্ষিত্তিতে পড়ি করে আত্মনিবেদন ॥
 নমো নমো অবধূত শিখকলেবর ।
 নমো নমো নিগূঢ় কারণ তত্ত্ববর ॥
 নিজানন্দে পূর্ণ নিত্য অমৃতবানন্দ ।
 নমো নমো নিরবধি বন্দো পদদ্বন্দ ॥
 যোগী ঔষধ ছেন হিত যোগহর ।
 নিদাঘ সত্তাপে যেন সুশীতল ওল ॥
 (কুচ্ছিত) শরীরে অভিমান ফণধরে ।
 দংশিল সকল যোর জ্ঞান অক্ষিবলে ॥
 তোমার অমৃতময় মন বিশেষে ।
 অজ্ঞান গরল যোর হরিল অশেষে ॥
 পাছে মুক্তি জিজ্ঞাসিমু নিজ প্রয়োজন ।
 যাহা হৈতে হয় মোর এ মায়া (২) খণ্ডন ॥
 যে তুমি কহিলে বিদ্রোহ হৃদোদ-বচন ।
 বেকত করিয়া মোরে বুঝাই এখন ॥
 কিবা ভার কিবা ভারী কার পরিশ্রম ।
 ব্যবহার মাত্র সতে কেবল ভরম ॥
 এ সব কহিলে তুমি সব ব্যবহার ।
 সাক্ষাতে দেখিয়ে কেন নহে আপনায় ॥
 এই সে মনের যোর ভ্রম অতিশয় ।
 তত্ত্ব বিচারিয়া মোর খণ্ডাই সংশয় ॥
 রাজার বচন শুনি ব্রাহ্মণকুমার ।
 কহিতে লাগিলা তত্ত্ব কহিয়া বিস্তার ॥ (৩)
 শুন হে পার্থিব যারে বলে কলেবর ।
 যুক্তিকার পিণ্ড তাথে নাকি বুদ্ধিবল ॥
 সেই তার বহে সেই ধরে যেন নাম ।
 কি তার কারণ কোথা হৈতে উপাদান ॥

(১) পাঠান্তর,—

“যাবৎ না জানে মন লিঙ্গদেহময় ।
 অশেষ সংসারে তাপ ক্ষেত্র কর্মচর ॥”

(১) পাঠান্তর,—“বাক্য” ।

(২) “অজ্ঞান” । (৩) “বিচার”

যদি তার শ্রম তবে সেই ভার বহে ।
 বিচারিয়া বুঝি (১) যদি সেই সত্য নহে ॥
 পায়ের উপরে জন্মা জন্ম কটদেশ ।
 জাহার উপরে নাভি উদর বিশেষ ॥
 তাহার উপরে বক্ষঃস্থল শিরোবর ।
 বুঝ দেখি কি কি ভার বহে কলেবর ॥
 কাঠময় দোলা আছে স্বকের উপরে ।
 তাণ্ডে তুমি আছ রাজা বলাহ কাহারে ॥
 মাটি পিণ্ড আছে যার সিদ্ধপতি নাম ।
 তাণ্ডে তুমি রাজা হেন কর অভিমান ॥
 দেহমদে অন্ধ তুমি আপনা পাসর ।
 দেহ ভিন্ন তুমি ভিন্ন কায়ে রাজা বল ॥
 বেঠায়ে ষাটাহ দীন হীন জন ধরি ।
 অহঙ্কারে আপনায়ে মান অধিকারী ॥
 মিথ্যা গর্ব কর তুমি লজ্জা নাহি বাস ।
 কোন্ গুণে আপনাকে আপনি প্রশংস ॥
 যদি বল চরাচর দেহের সন্যাস ॥
 মাটি হৈতে হয় তার মাটিতে নিধন ॥
 নানা ভেদ কহি মাত্র মাটির বিকার ।
 সেই সত্য নহে সত্যে মাটি মাত্র সার ॥
 ব্যবহার বিনে যদি পার নিরুপিতে ।
 অজ্ঞানে বিচারিয়া দেখ দেখি চিতে ।
 মাটির বিকার দেখ নানা পরকরে ।
 কত হয় কত খায় মাটি মাত্র সার ॥
 ক্ষতি সত্য বল যদি সেই সত্য নয় ।
 অন্তকালে পরমাণু-রূপে পরলয় ॥
 পরমাণু সত্য যদি বলিবে নিশ্চিত ।
 মনের কল্পনা সেই মাত্রা বিরচিত ॥
 পরমাণুগুণে করে পৃথিবী রচনা ।
 এতেক অসত্য সব মনের কল্পনা ॥
 এই হেন রূপ দুই বস্তু যায়ে বলি ।
 কাঁচ কারণ স্থল রূপ আদি করি ॥
 জীব অজীব (২) আর যত দেখি শুনি ।
 মাত্রা-বিনির্জিত সব বুঝ অজ্ঞানি ॥
 সত্য এক পরমার্থ বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ।
 অন্তরে বাহিরে সেই পরিপূর্ণ-ধাম ॥

নিত্য শান্ত ভগবান বাসুদেব নাম ।
 সত্যে সত্য এই মাত্র কিছু নহে আন ॥
 শুন রহুগণ তব্ব কহিব তোমায়ে ।
 তপ যোগ যজ্ঞ করি না পাই তাহায়ে ॥
 দান দ্রুত গৃহত্যাগ সম্রাস বিধানে ।
 অগ্নি জল সূর্য্য সেবা তীর্থ পর্য্যটনে ॥
 সাধুজন-পদরজ অভিষেক বিনে ।
 সে কৃষ্ণ না পাই রাজা বিবিধ বিধানে ॥ (১)
 সাধুর সমাজে হয় হরিগুণ গাথা ।
 যাহার শ্রবণে দূর যায় গ্রাম্য কথা ॥
 নিরবধি হরি কথা করিতে শ্রবণ ।
 শ্রীহরিচরণে যতি বাঢ়ে অমূল্য ॥
 আমার পুরুষ কথা শুন রহুগণ ।
 কহিব তোমায়ে কিছু পূর্ব্ব বিবরণ ॥
 ভরত আমার নাম পুরুষে আছিল ।
 চক্রবর্তী রাজ্য হয়্যা পৃথিবী শাসিন ॥
 কৃষ্ণ-আরাধন করি নানা যজ্ঞ দানে ।
 গুপ্তে রাজ্য দিয়া আমি প্রবেশিলুঁ বনে ।
 সমাধি ধারণা ধ্যান করিয়া বিস্তর ।
 সর্ব্বভাবে হরি আরাধিলুঁ নিরন্তর ॥
 যুগশিশু সঙ্গে আমি সর্ব্বনাশ করি ।
 জনম লভিলুঁ গিয়া যুগরূপ ধরি ॥
 জ্ঞানস্বর হৈয়া আমি জনম লভিল ।
 হরিসেবা অল্পভাবে স্মৃতিভঙ্গ নৈল ॥
 চক্র-নদী তীরে তেজি যুগকলেবরে ।
 জনম লভিল আসি বিজয়-ঘরে ॥
 তে-কারণে থাকি সর্ব্ব সঙ্গ পারহরি ।
 অবধূত-বেশে আমি মনে শঙ্কা করি ॥
 সর্ব্বসঙ্গ-বিবর্জিত সাধুসঙ্গ করি ।
 যদি সেই জ্ঞানবজ্রা তত্ত্বভাবে ধরি ॥
 জ্ঞানখন্ডে সর্ব্বসঙ্গ পেলিব কাটিয়া ।
 হরিকথা হরিলীলা শ্রবণ করিয়া ॥
 তবে জ্ঞানযোগে (২) ভবপথে হয় পার ।
 তবে সে শ্রীহরি লভে জন্ম নাহি আর ॥
 ভাগবত-আচার্য্যের মধুর ভারতী ।
 চৈতন্তপদারবিন্দ গদাধর-গতি ॥

(১) “বিনা ভাগবত পদরজ দরশনে ॥

সে প্রভু না পাই রাজা বিবিধ বিধানে ॥”

—পাঠান্তর “পরশনে” ।

(২) পাঠান্তর,—“তত্ত্বযোগে” ।

(১) পাঠান্তর,—“চাহ” ।

(২) পাঠান্তর,—“নিজীব” ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

সুই-রাগ ।

ভবপথ কহি শুন রাজা রত্নগণ ।
দুস্তর সংসার পথে ভ্রমে সৰ্বজন ।
দেবদায়ী নিপতিত ভ্রমে ভবপথে ।
ঞণ ভেদে কর্ম করে অদৃষ্টের (১) সাথে ॥

যেন বাণিজ্যর সঙ্গে লঞা সাধুগণ ।
এদিকে ওদিকে ধায় ধনের কারণ ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যেন যায় নানা দেশ ।
ধনলোভে করে গিয়া বনে পরবেশ ॥
শেইরূপে ভবাটবী নামে মহাবন ।
সুখ-হেতু প্রবেশিয়া ভ্রমে সৰ্বজন ॥
ছয় গোটা শত্রু তাথে মহাবলী যার ।
সৰ্ব ধন হরি তবে যারে বাণিজ্যর ॥
শৃগাল আসিয়া তাথে বেচি কামড়ায় ।
ভেড়া ধরি কুকুরে বেচিয়া যেন ধায় ॥
কোন ঠাঞি তৃণ লতা পুরিত অন্তরে ।
প্রবেশ করয়ে গিয়া কঠোর গহ্বরে ॥
ভাশ মছর তথি বেচি কামড়ায় ।
কোন ঠাঞি গন্ধৰ্ব নগরে চলি যায় ॥
তথা গিয়া বিস্তর সুন্দর ধন দেখে ।
ধনের কাবণে ধারে এদিকে ওদিকে ॥
কোন ঠাঞি মহাবাত ঝড় উতপাতে ।
পুত্রবর্ন দশদিগ ধুলার আচ্ছাদে ॥
দেখিতে না পায় কিছু আঁখি মুদি রহে ।
বত উতপাত পড়ে নানা দুঃখ সহে ॥
কোন ঠাঞি দেখিয়ে কিল্লিক রব উঠে ।
সহিতে না পারে বেধা দুই কাণ ফাটে ॥
কোন ঠাঞি ঘৃণ পক্ষ ডাকে ঘোরতর ।
সহিতে না পারে তাহা দুঃখিত অন্তর ॥
কোন ঠাঞি পাপবৃক্ষ অতি দুঃখময় ।
সুধারে আঁকুল হঞা করয়ে আশ্রয় ॥
কোন ঠাঞি মৃগ-তৃক্ষা জল বৃদ্ধি করি ।
তৃক্ষায় পীড়িত ধেঞা যায় স্বরাঘরি (২) ॥
কোন ঠাঞি নদ নদী দেখি ধেঞা যায় ।
তথান দেখিয়া নদী মনে দুঃখ পায় ॥
কোন ঠাঞি দাবায়ি বেচিয়া অজ পড়ে ।
কোন ঠাঞি বন্ধগণে বেচি ধন লোড়ে ॥

কোন ঠাঞি বলে ধন হরে বাণিজ্যরে ।
শোকে বিষোহিত কিছু কহিতে না পারে ॥
কোন ঠাঞি গন্ধৰ্ব নগরে পরবেশে ।
ক্ষণ মাত্র থাকে তথা চিত্তের সন্তোষে ॥
কোন ঠাঞি কণ্টক দুর্গম পথে যায় ।
হাটিতে না পারে বৃক্ষে উঠিবারে চায় ॥
কণে কণে উদর অনলে তন্ন দহে ।
ক্রোধ করি বন্ধুগণে মারিবারে চাহে ॥
কোন ঠাঞি আসি ধরি গিলে অজগরে ।
শব সম হয়্যা রহে বনের ভিতরে ॥
কোন ঠাঞি সর্পে আসি দংশে কলেবর ।
অচেতন হয়্যা থাকে বনের ভিতর ॥
কোন ঠাঞি অন্ধরূপে পড়ে অন্ধ হয়্যা ।
কোন ঠাঞি স্নেহে রহে ক্ষুদ্র রস পায়্যা ॥
তথায় বেচিয়া মাছি করে উতপাত ।
সুখ হেতু বেয়াঁকুল না পায় সোম্বাতি ॥
কেহ গালি দেয় কেহ করে তিরস্কার ।
ভর্জন তাড়ন দণ্ড পায় বারেবার ॥
সহিতে না পারে দুঃখ কোন পরকারে ।
সেই ধন লয়্যা গিয়া কোথাহ উত্তরে ॥
তথাতে বেচিয়া ধন লোভে আনে আনে ।
দৈবযোগে তথা হৈতে গেল অস্ত্র স্থানে ॥
তথা তারে আনে আনে বাকিয়া পেলায় ।
দণ্ড মুণ্ড করি সব ধন লঞা যায় ॥
কোন ঠাঞি শ্মিত তাপ ঝড় বরিষণে ।
নানা দুঃখ ভোগ করি রহে সেই মনে ॥
কোন ঠাঞি বিরোধ কন্দল গালি বাজে ।
অন্তোন্তে বেচিয়া জড়াঝড়ি তায় ভাঙে ॥
দৈবদুর্কিপাশে যদি যায় ধন নাশ ।
নাহি শয্যা নাহি ভূষা নাহি গৃহ বাস ॥
মাগিয়া পরের ঠাঞি যেন কিছু আনে ।
তাই লয়্যা তুষ্ট হয় (মন্থ্য হেন) ॥
যদি কিছু না পায় অন্তরে পরিতাপ ।
পরের সম্পদ দেখি করয়ে বিলাপ ॥
অন্তোন্তে করিতে ধন ব্যয় অপব্যয় ।
বন্ধগণ সহে বৈরি-অশ্রুবন্ধ হয় ॥
তথাপি অন্তোন্তে যেন সফল বান্ধবে ।
বিবাহ মঙ্গল কর্ম বিবিধ উৎসবে ॥
বিবাহ করিতে রহে তাতে বিষ পড়ে ।
রাজতম দম্ভ্যভয় নানা দুঃখ মিলে ॥
সম্পদে বিপদ আসি মিলে আচরিতে ।

(১) পাঠান্তর,—“সর্বসঙ্গ” ।

(২) পাঠান্তর,—

“কুকুরে বেচিয়া যায় নদ ধরি”

মৃতবৎ হয় কিছু না পারে করিতে ।
 এই ভবপথে লোক এত দুঃখে ভ্রমে ।
 কত কত দুঃখভোগ করে পরিশ্রমে ॥
 ধন পুত্র পরিবার যত যায় নাশ ।
 সে সব পাসরে আর ধনে করে আশ ॥
 পুন ধন পুন পুত্র পুন পরিজন ।
 ইহার কারণে পুন করে পরিশ্রম ॥
 এইরূপে সৰ্বলোক ভ্রমে ভবপথে ।
 বাহ্যিভাবে কেহ না আইসে কোন মতে ॥
 নাহি কেহ হৈতে পারে ভবপথে পার ।
 এইরূপে গতাগতি পরিশ্রম সার ।
 মহাপুরুষ মহাবীর নৃপতিমণ্ডল ।
 দিগ্‌গজ জিনিঞা যারা ধরে মহাবল ॥
 মোর মোর বলি তারা এই কিতিতলে ।
 বৈর অশ্বক্কে যুদ্ধ কৈল চিরকালে ॥
 এখানেতে যুঝিয়া সব মৈল বীরগণ ।
 নাহি ভবপথে পার হৈল কোন জন ॥
 কোন ঠাঞি লতাবল্লভ করি আরোহণ ।
 শুক পিক কলয়ব বধুর ভাষণ ॥
 শুনিতে আনন্দ তবে বাঢ়ে অতিশয় ।
 সেই সঙ্গে সন্তোষে বিহরে দুয়াশয় ॥
 কোন ঠাঞি কালচক্র দেখিয়া তরাসে ।
 কঙ্ক বক-কাককুল শরণে প্রবেশে ॥
 তারা সব যদি তারে বঞ্চয়ে কপটে ।
 হংসকূলে প্রবেশয়ে পড়িয়া সঙ্কটে ॥
 তা সভার গুণ শীল করিয়া আচার ।
 বানরগণের সঙ্গ রয়ে আরবার ॥
 তা-সভার জাতি অমুসার জীড়ারসে ।
 অস্তোস্ত্রে বিহরে সেই সন্তোষ বিশেষে ॥
 মৃত্যুকাল আছে হেন মনেহ না ভায় ।
 ক্রম আরোহণ করি বিহরিতে চায় ॥
 মৃত্যু দার পরিজন দয়ারস বশে ।
 অতিশয় রতি নুখ সন্তোষ বিশেষে ॥
 আপন বন্ধন জীব ছিড়িতে না পারে ।
 কোন ঠাঞি পরবেশ পৰ্ব্বত গম্বরে ॥
 কন্দরে পড়িয়া হয় ভয়ে অচেতন ।
 গজভয়ে লতাবলী করে আরোহণ ॥
 যদি কদাচিৎ হয় আপদ নিস্তাব ।
 পুনরপি সেই পথে মিলে আরবার ॥
 এইরূপে ভবপথে এ লোক সকল ।
 দেবমায়ী নিপতিত ভ্রমে নিরন্তর ॥
 এই ভবপথে লোক এখন ভ্রমে ॥

তার মাঝে এক গুটি পার নাহি হয়ে ।
 তুমি রহুগণ এই পথে নিপতিত ।
 এ বোল বুঝিয়া শীঘ্র হও সাবহিত ॥
 হরিসেবা করি তুমি জ্ঞানবজ্র ধর ।
 বিষয়ে আসক্তি রাজা মনে বুঝি ছাড় ॥ (১)
 সৰ্ব্বভূতে দয়া মৈত্রী দণ্ড পরিহর ।
 শীঘ্র এই ভবপথে পার হৈয়া চল ॥
 তবে কোন বাণী বলে রাজা রহুগণ ।
 অহো ধন্ত অতি ধন্ত মামুঘ জনম ॥
 স্বর্গে দেবজন্ম তাহে কোন প্রয়োজন ।
 তোমা-সব সঙ্গে যাহে নাহি সমাগম ॥
 অন্তর শোধিত যার হরিগুণরসে ।
 তুমি সব মহাস্ত মুদিত কৃষ্ণরসে ॥
 তোমা সব সঙ্গে যথা প্রচুর সঙ্গম ।
 নাহি যদি স্বর্গবাসে কোন প্রয়োজন ॥
 তোমার পদারবিন্দ-রজ পরশনে ।
 সৰ্ব্ব পাপ হরে ভক্তি হয় নারায়ণে ॥
 এই কোন অদভূত মহিমা তোমার ।
 কণ মাত্র সঙ্গ আজি ঘটিল আমার ॥
 কুতর্ক লক্ষ্যানে অতিশয় বৃদ্ধমূল ।
 হেন অবিবেক মোর সব গেল দূর ॥
 নমো নমো মহাস্তচরণে নমস্কার ।
 নমো নমো দ্বিজবটুচরণে তোমার ॥
 অবধূত বেশে প্রভু ভ্রম কিতিতলে ।
 নমো নমো ব্রাহ্মণচরণে নিরন্তরে ॥
 শুক মুন বলে রাজা শুন পরীক্ষিৎ ।
 তবে অবধূতরাজা জ্ঞানে সুপণ্ডিত ।
 রাজ্যারে বুঝিয়া তব উপদেশ দিল ।
 চরণে প্রণাম করি সে রাজা চলিল ॥
 তব উপদেশ পায়্যা রাজা রহুগণ ॥
 জ্ঞানদীপে নিবায়িল আত্মগত ভ্রম ॥
 অবিচারচিত ভেদ তেজি অহঙ্কার ।
 ভজিয়া শ্রীহরি হৈল ভবপথে পার ॥
 অবধূত দ্বিজ পরিপূর্ণ জ্ঞান-রসে ।
 জিনিঞা তরঙ্গ চক্র শিক্কুলে ভাসে ॥

(১) পাঠান্তর.—

“বিষয়-আসক্তি রাজা বুঝি মনে ছাড়” ।

নিজ স্নেহে ভ্রমে বিপ্র ছাড়িয়া কল্পনা ।
কহিল তোমায়ে রাজা ভক্ত মহিমা ॥
রাজা বলে শুন শুকদেব মহামতি ।
তুমি যে কহিলে মোর নৈল অবগতি ॥
ভবপথ নিরূপিলে পরোক বচনে ।
বিচারিলে কদাচিত্ বঝে বৃদ্ধজনে ॥

মুখ'লোক বঝিতে না পারে কি প্রকার (১) ।
প্রকাশিয়া কহ কিছু করিয়া বিস্তার ॥
ধীর-শিরোমণি শ্রীগদাধর জ্ঞান ।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান ॥

(১) পাঠান্তর,—

"মুখ'জনে বঝিতে না পারে তৎকাল" ।

ইতি শ্রীভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে
পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

দেশাগ রাগ ।

মুনি বলে রাজা তুমি কর অবধান ।
প্রকাশিয়া ভবাটবী করিব ব্যাখ্যান ॥
এই সব জীবলোক বিষ্ণুমায়াবশে ।
দুর্গম সংসারপথে ভ্রমে কর্মদোষে ॥
ভবাটবী প্রবেশিয়া ভ্রমে নিরন্তরে ।
শ্রীহরিচরণ নাহি ভজ্ঞে একবারে (১) ॥
হরিগুরু-চরণারবিন্দ-মধুকরে ।
তারা সব ভক্তিবোগ স্থাপিল সংসারে ॥
ছেন ভক্তিবোগ এক (২) কালে নাহি পারে ।
দুর্গম সংসারপথে ভ্রমিঞা বেড়ারে ॥
সত্যশুভ ত্রিগুণকল্পিত কর্ম করে ।
কর্মবশে উত্তম অধম দেহ ধরে ॥
দেহ গেহ স্নত-দার সংযোগ বিচ্ছেদ ।
নানা কর্ম-বিনির্মিত বহুবিধ খেদ ॥
বহুবিধ প্রতিকার করে বহু মতে ।
সাধিতে না পারে কিছু ভ্রমে ভবপথে ॥
যেন বাণিজ্যর গণে অর্থ উপার্জনে ।
ধন-হেতু ব্যাকুলিত পৈশে মহাবনে ॥
এইরূপে ভবপথে ভ্রমে হতবুদ্ধি ।
সত্যশুভ কর্ম করি মরে নিরবধি ॥
এই ভবাটবা মাঝে ছয় রিপু বৈসে ।
ইঞ্জির তাহার নাম বিষর প্রবেশে ॥
বহু চন্দ্ৰ কষ্ট করি করে উপপ্জন ।
লক্ষ্য করিয়া যত রাখে পুণ্যধন ॥
দস্যবৎ বেচিয়া তার। সর্ব ধন লুটে ।

বুদ্ধি মন হয়ে করি বিবয়ে লম্পটে (১) ॥
এদিগে ওদিগে তারা বান্ধি লৈয়া যায় ।
পরলোক ধন তারা সব বেড়ি খায় (২) ॥
ধনের বাণিজ্যে যেন চলে সাধুগণে ।
কুনায়ক সঙ্গী সঙ্গে ফিরে বনে বনে (৩) ॥
আচাৰ্য্যিতে বেচি যেন দস্যাগণ লোড়ে ।
এইরূপে গ্রাম্যস্নেহে গৃহবাসী মরে ॥
এ বন্ধু বান্ধব স্নত দার পরিবার ।
নামে সে কুটুম্ব কার্য্যে কেবল শৃগাল ॥
কামী কুপুরুষ তারা বেচি কামড়ারে ।
কুকুরে বেচিয়া যেন ভেড়া ধরি খারে ॥
বৎসরে বৎসরে যেন কৃষি করে খেতে ।

(১) পাঠান্তর,—

"বিষয় লম্পট করি বুদ্ধি মন টুটে"

অপরক,—

"দস্যাগণে বেচি তার সব ধন লোড়ে ।

বিষয়-লম্পট করি বুদ্ধি বল হয়ে ।"

(২) সাহিত্য-পরিবং কর্তৃক প্রকাশিত

পুস্তকে,—

"এ দিগে ও দিগে তার কলস বাজায় ।

পরলোক ধন তার সব বেড়ি খায় ।"

(৩) অন্ত পুঁথির পাঠ,—

"দোলা এক চাপি যেন ভ্রমে বনে বনে ।"

পরিবং প্রকাশিত পুস্তকের পাঠ—

"কোন এক সঙ্গী সঙ্গে বৈসে মহাবনে ।"

(১) কোন কালে । (২) "বত" ।

যদি বীজ পোড়াইতে নারে কোন মতে ।
সেই খেতে শস্ত যদি বুনিল কৃষাণে ।
তৃণ গুল্ম ঘাসে হয় গহ্বর সমানে ।
এইরূপ গৃহাশ্রম বলি কর্ম-ধেতে ।
কত কর্ম উঠে তার নাহি পরিচ্ছেদ ।
করিতে না টুটে কর্ম বাটে অতিশয় ।
কর্ম করি মরে গৃহবাণী দুরাশয় ।
এ ঘর বসতি সে যে কামের কোদণ্ড ।
কত কাম উঠে তার কেবা পায় অস্ত ।
কপূরের ডাঙে যেন গন্ধ নহে দূর ।
কপূর না থাকে ততু গন্ধ যে প্রচুর ।
এইরূপে শ্রুত ঘরে উঠে নানা কাম ।
তাথে দুই লোক ভাণ শযার সমান ।
পতঙ্গ শকুনী চোর মুখা সমতুল ।
ভারা সব বেচি প্রাণে করয়ে ব্যাকুল ।
এইরূপে ভ্রমে জীব এনা মহাবনে (১) ।
অবিচারচিত কাম-কর্ম নিবন্ধনে ।
কদাচিত কখন মধুর পুরে যায় ।
গন্ধর্বনগর তুল্য দেখি সুখ পায় ।
কোন ঠাঞি ফিরয়ে বিষয় অভিলাষে ।
মৃগতৃষ্ণা সমতুল্য নাহি সুখলেশে ।
পান ভোজনাদি রতিশ্লথ ভোগলেশ ।
এখনে মানয়ে সুখ অস্তে মাত্র ক্লেশ ।
কোন ঠাঞি বহুমূল অঙ্গার বরণ ।
তাহার কারণে ধায় মানিক্য কাঞ্চন ।
উদ্ধামুখ কেবল পিশাচ সমতুল ।
অগ্নিকামে ধায় তথা হইয়া ব্যাকুল ।
উদ্ধামুখ পিশাচী ভ্রমে বনে বনে ।
আগুনি বলিয়া ধায় শীতাত্তর জনে ।
এইরূপ কনক আনল সমতুল ।
তা' দেখিয়া ধায় ভীষ হইয়া ব্যাকুল ।
কনক না পায় যদি কর্মবশে ধায় ।
সেই হেম কারণে আপনে মরি যায় ।
ভাল জল স্থল দেখি তথা করে বাস ।
বিবিধ জীবিক-হেতু বিবিধ প্রয়াস ।
এ দিগে ও দিগে ভ্রমে এই ভববনে ।
তবে আর কহি রাজা শুন সাধবানে ।
কোন ঠাঞি যুবতী করিয়া কোলে রহে ।
অসাধু নিমিত্ত কথা তার সনে কহে ।

সকল মর্যাদা পরিহরে একিবারে ।
অন্ধবৎ হয় যেন অন্ধকার ঘরে (১) ॥
দেব ষিদ্ধ কাল বেশ পাগরে সকল ।
যুবতী করিয়া কোলে অজ্ঞানে বিভোল ॥
যেন বায়ুচক্রে করে ধূলায়ে আঁকল ।
না জানে বিদিক দিক কিবা নিজ পর ॥
এইরূপে ভ্রমে জীব ভব মহাবনে ।
দুঃখ ভোগ করে মাত্র অসত্য ধ্যানেনে ॥
ক্ষণ মাত্র বিষয় অসত্য করি জানে ।
মতি-ভ্রষ্ট হয় পুন দেহ অভিমানে ॥
বিষয় সন্ধানে পুন হয়ত ব্যাকুল ।
না জানে বিষয় মৃগতৃষ্ণা সমতুল ॥
কোন ঠাঞি এইরূপে ভ্রমিয়ে বেড়ায় ।
কোন ঠাঞি দুষ্কর্ন-ভৎসন গালি খায় ।
রিপুগণে বেহে গালি রাজার কিঙ্করে ।
তর্জিন গর্জনে নানা পরিবাদ করে (২) ॥
অসত্য বচন শুনি মনে দুঃখ উঠে ।
সহিতে না পারে বেধা দুই কাণ ফাটে ॥
বচে যেন উলুক ঝিলিক বনবনী ।
সহিতে না পারে লোক উতপাত ধ্বনি ॥
কোন ঠাঞি ক্ষীণ পুণ্য আপনার দেখি ।
জীয়েছেই মরা যেন মনে হয় দুঃখ (৩) ॥
দান ভোগ বিহীন বণিক ঘরে ধায় ।
নহে কিছু প্রয়োজন দুঃখ মাত্র পায় ॥
বিষয়ক্রম লতা যেন করিয়া আশ্রয় ।
বিষয়ল পানে যেন দুঃখ অতিশয় ॥
কোন কালে হয় যদি কুসঙ্গে কুমতি ।
পাষণ্ড দুষ্কর্ন জনে করয়ে সংহতি ॥
শুধন নদার গর্ভে কেহ জানি পড়ে ।
হাত পাও ভাঙ্গি যেন শির কুটি মরে ॥
যদি ধনহীন হৈল অন্ন নাহি মিলে ।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় মরে উদর অনলে ॥
বাপের পুত্রের কিছু যায় ঠাঞি পায় ।
তৃণ মাত্র হয় যদি কাটি ধরি খায় ॥
কোন কালে দেখে ঘরে নাহি কিছু সুখ ।
দাবানল সমতুল পরকালে দুঃখ ॥

(১) পরিবৎ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকে,—

“পাতকী সহায় যেন অন্ধকার স্থলে” ।

(২) পাঠান্তর,—“বোলে”

৩) পাঠান্তর,—

“হা কার করি তবে বিধাতাকে দেখি ।”

(১) পাঠান্তর,—“নানা কুসন্ধানে” ;
“যে মহাবনে” ।

শোকানলে পুড়িয়া মরয়ে নিরন্তর ।
 রহিতে না পারে ঘরে চলে দেশান্তর ॥
 কোন ঠাঞি কালদোষে রাজা দুষ্টবতি ।
 ধন প্রাণ হরে সব এ ঘর বসাত ॥
 রাক্ষসে বেঢ়িয়া যেন প্রজা ধরি খায় ।
 এইরূপে প্রাণ-ধন হরি লয়্যা যায় ॥
 জীবন উপায় কিছু না দেখে সংসারে ।
 মৃতবৎ হঞা চিন্তা করে নিরন্তরে ॥
 কোন ঠাঞি মনোরথ-রচিত সংসার ।
 পিতা পুত্র ধন জন এ মহীভাগুর ॥
 অসত্য মানয়ে সত্য তড়িৎ চঞ্চল ।
 প্রবেশিয়া বহে যেন গন্ধর্ব্বনগর ॥
 স্বপন সমান সুখ ক্ষণ মাত্র পায় ।
 সুখের কারণে নানা দুঃখ অমৃতভায় ॥
 কোন ঠাঞি গৃহকর্ম্ম বিধি অনুষ্ঠান ।
 গুরুতর গিরি যত বিবিধ বিধান ॥
 বঝিতে কর্ম্মের অন্ত কর্ম্মগিরি চড়ে ।
 ভবি কত কত দুঃখ নানামতে পড়ে ॥
 সেই দুঃখ সহি জীব করে কর্ম্মরাশি ।
 কষ্টক পুরিত ক্ষেত্রে যেহেন প্রবেশি ॥
 নিরবধি কর্ম্ম করি পায় অবসাদ ।
 সতে দুঃখ মাত্র সার না হয় প্রসাদ ॥
 কোন কালে দুর্দ্ধরিত উদরঅনলে ।
 বৃদ্ধি বল হরে সব আকুল অন্তরে ॥
 ক্রোধ করি গালি দেয় বন্ধু পরিজন ।
 নিদ্রা অজগরে ধরি গিলে কোন ক্ষণে ॥
 অন্ধতমে মজিয়া না জানে াল মন্দ ।
 যেন শূন্য বনে প্রবেশিয়া রহে অন্ধ ॥
 কোন কালে আসিয়া দুর্দ্ধিন ফণধরে ।
 চৌদিকে বেঢ়িয়া তার দংশে কলেবরে ॥
 ক্ষণেক না যায় নিদ্রা অন্তরে দুঃখিত ।
 অন্ধবৎ যেন অন্ধরূপে নিপতিত ॥
 কোন কালে মধুলব (১) কাম অভিলাষে ।
 পরদার পরদ্রব্য হরে কর্ম্ম বশে ॥
 ধরিয়া মারিয়া আনে অস্ত্র-লয়্যা যায় ।
 রাজার কিঙ্কর পাইলে মারিয়া পেলায় ॥
 নরকে পড়িয়া পড়ে (২) করে দুঃখ ভোগ ।
 তে কারণে বলি ভববীজ কর্ম্ম যোগ (৩) ॥

পরদার পরদ্রব্য হরয়ে যে জনে ।
 বান্ধিয়া পেলায়ে তারে আনি ধরি আনে ॥
 সেই সেই বন্ধ ছাড়ি যায় যথা যথা ।
 অস্ত্রে অস্ত্রে বান্ধিয়া পেলায় তথা তথা ॥
 কেহ যারে কেহ বান্ধে ধন লৈয়া যায় ।
 কাকবৎ মহাপাপী ভ্রমিঞা বেড়ায় ॥
 কোন কালে দেবগত হয়ে দুঃখ শোক ।
 কোন কালে নানা প্রাণিগত কর্ম্মভোগ ॥
 কোন কালে দেহগত আদি ব্যাধি ব্যাধা ।
 খণ্ডিতে না পারে দুঃখ চিন্তয়ে সর্ব্বথা ॥
 কোন কালে অন্ত্রোন্মেষে মেলিয়া বন্ধুগণে ।
 ধন উপভোগ করে বিবিধ বিধানে ॥
 কেহ যদি পাঁচ গুণা কৈল কার ধার ।
 তবে কলি কন্দলসে বাঁচি তৎকাল ॥
 এই ভবপথে হয় প্রত্যহ উৎপাত ।
 সুখ দুঃখ রাগ ঘেব হরিয় বিবাদ ॥
 শোক দুঃখ অভিমান উনমাদ ভয় ।
 ক্ষুধা তৃষ্ণা জরা রোগ জন্ম পরলয় ॥
 মোহ মাৎসর্য্য হিংসা মান অতিলায় ।
 এত উতপাত বেঢ়ি করে সন্ধানশ ॥
 তিরিঙ্গাতি দেবদায়ী ভুজ অলিঙ্গনে ।
 বিবেক বিজ্ঞান জ্ঞান হরে সেই ক্ষণে ॥
 তিরিঘর নিরমাণে আকুল হৃদয় ।
 শয়ন ভোজন পানে চিন্তা অতিশয় ॥
 তনয় কলত্র মৃত মধুর ভাবণে ।
 চঞ্চল আলোল লোল বিলাস গমনে ॥
 চিন্ত হরে তিল মাত্র ছাড়িতে না পারে ।
 আপনারে আপনে মজায় অন্ধকারে ॥
 কোন কালে কালরূপী ঈশ্বর সাক্ষাৎ ।
 ব্রহ্মা পর্য্যন্তের সাথে ভ্রতজে নিপাত ॥
 নৃষ্টি স্থিতি পরলয় কালের বিলাস ।
 কালভয় চিন্তে যদি উঠিল তরাস ॥
 সেই কাল ক্র যার অন্ত নিজ করে ।
 তেন প্রভু সাক্ষাতে থাকিতে পরিহরে ॥
 পাষণ্ড আলাপ করে পাষণ্ড আগমে ।
 পাষণ্ড দেবতা সেবে পাষণ্ড বচনে ॥
 নানা দেবগণ ভজে কঙ্ক বক প্রায় ।
 তে-কারণে কালচক্রে ভ্রমিঞা বেড়ায় ॥
 যদি বা পাষণ্ড সজ হৈল কদাচিত ॥
 কুসঙ্গে আপনা কৈল আপনে বঞ্চিত ॥
 কুল শীল নিজ ধর্ম্ম তেজি আপনায় ।
 নিগম ব্রাহ্মণ বিধি বিধান আচার ॥

(১) মধুলব অর্থাৎ মধুকণা ।

(২) পাঠান্তর,—“ভবে”,—অজ্ঞান—“মরে”

(৩) পাঠান্তর,—“ভবপথ-কর্ম্মযোগ” ।

শূদ্রবৎ হঞা শূদ্রকুলধর্ম তজ্ঞে ।
 পাষণ্ড হইয়া নিজ কুলধর্ম তেজ্ঞে ॥ (১)
 শূদ্রকূলে নাহি ধর্ম নিগম আচার ।
 কুটুম্ব ভরণ মাত্র নারীসঙ্গ সার ॥
 হেন শূদ্রজাতি যেন আচারে বানর ।
 তার সঙ্গে স্বচ্ছন্দে বিহরে নিরন্তর ॥
 লজ্জা ভয় পরিহারি কুপণ বঞ্চিত ।
 অজ্ঞোজ্ঞ কৃতর্কে কর্ম করে বিনিমিত ॥
 বৃত্যপথ আছে হেন মনেহ না জানে ।
 এইরূপে গ্রাম্যমুখে ভ্রমে ভববনে ॥
 কোন ঠাক্রি গৃহবাসে আকুল হৃদয় ।
 স্নাত দার পরিবারে দয়া অতিশয় ॥
 আহার শৃঙ্খারে কাল যায় নিরন্তর ।
 গাছের উপরে যেন বিহরে বানর ॥
 কোন ঠাক্রি শীত বাত নানা উত্তপাত ।
 দৈবগত দেহগত দুঃস্থত বিপাক ॥
 নিবারিতে নারে নাহি কিছু বুদ্ধিবল ।
 বিবাদ ভাবিয়া মনে চিন্তে নিরন্তর ॥
 এইরূপে ভবপথে নানা দুঃখ শোকে ।
 নিরবধি ভ্রমে জীব নিজ কর্মপাকে ॥
 এক সাথে ভবপথে ভ্রমিতে ভ্রমিতে ।
 এক জন তার মাঝে না পারে চলিতে ॥
 শক্তিশূন্য হৈল কিবা শুইল (২) সেই ঠাক্রি ।
 সঙ্গিগণ যায় তাখে তেজিয়া তথ্যই ॥
 কণে শোক কণে মোহ কান্দে উচ্চস্বরে ।
 কণে হাসে কণে নাচে হরিষ অন্তরে ॥
 কণে কেহ ধরি মারে করে অপমান ।
 এইরূপে ভবপথে ভ্রমে অবিরাম ॥
 যে যায় সে যায় মাত্র পালটি না (৩) আইসে ।
 নাহি কেহ পার হৈতে পারে কর্মদোষে ॥
 নাহি ভক্তি জ্ঞান উপদেশ কেহ লয় ।
 নহে বা নিস্তার পথ কার চিন্তে ভায় ॥
 ক্ষতদণ্ড মুনিগণ শাস্ত সমশীল ।
 যে পদ সাধয়ে তারা বিমল শরীর ॥
 সে পদ সাধিতে কার যেনেহ না লয় ।
 তে-কারণে ভবপথে ভ্রমে দুরাশয় ॥
 দিগ্‌গজ জিনিঞা যারা শাসিল মেদিনী ॥
 মহাবল পরাক্রম নৃপশিখামণি ॥

(১) পাঠান্তর,—

পাষণ্ড কখনে নিজ জাতিধর্ম ত্যজে ।

(২) পাঠান্তর,—“যৈল”

(৩) “পালটিয়া আসে” পাঠ ইহবে বোধ হয় ।

অজ্ঞোজ্ঞে যুবিল তারা মোর মোর করি ।
 তারা সব কোথা গেল রাজ্য পরিহারি ॥
 কর্মজতা অবলম্ব করি দুরাচার ।
 আপদ সম্পদ মাত্র ভুঞ্জে বার বার ॥
 কেহ কি করিতে পারে লতা আরোহণ ।
 লতা অবলম্ব করি তরে কোন জন ॥
 এইরূপে কর্মজতা অবলম্ব করি ।
 ভবপথে ভ্রমে কেহ ভরিতে না পারি ॥
 স্বর্গ নরকভোগ গতাগত সার ।
 কিছু ভবপথে কেহ কতু নহে পার ॥
 কহিলুঁ তোমারে রাজা এই সুনিশ্চিত !
 কর্ম হৈতে কেহ পার নহে কদাচিত ॥
 হরিভক্তি বিনে রাজা গতি নাহি আর ।
 বিনে কৃষ্ণ ভজনে সংসার নহে পার ॥
 হেন মহাপুরুষ ভরত-নৃপসিংহ ।
 হরিপদকমল-রসিক-মত্ত ভূজ ॥
 হেন কোন নৃপ আছে এ মহীমণ্ডলে ।
 মনেহ ঋষভসুত পথ অমুগরে ॥
 গরুড়ের পথে যেন যাছি না সঙ্করে ।
 ভরতের পথ তেন না বুঝে সংসারে ॥
 এ হেন সম্পদ রাজ্য সুত বিস্ত দার ।
 এ হেন সামন্ত মন্ত্রী সে মহীভাণ্ডার ॥
 যুবা কালে সকল তেজিয়া গেল বনে ।
 মলবৎ সব যেন দেখিল নয়নে ॥
 কৃষ্ণরস লালস-মানস-মহাশয় ।
 তিলেকে তেজিল সব মৃদিতহৃদয় ॥
 সে হেন কলত্র স্নাত বিস্ত পরিজন ।
 সে হেন সম্পদ যাহা বাঞ্ছে সুরগণ ॥
 তিলেকে তেজিলা সব নৈল বস্তুজ্ঞান ।
 ভকত জনের এই উচিত বিধান ॥
 মধুরিপু-পদযুগ-সেবাগত-মতি ।
 উদার চরিত্র বার একান্ত ভকতি ॥
 কৈবল্য মুকতি সেই অন্ন হেন মানে ।
 বস্তুবুদ্ধি নাহি তার এ তিন ভুবনে ॥
 নমো যজ্ঞরূপ নমো যজ্ঞফলদাতা ।
 নমো বিধি-বিধান-কারণজন পিতা ॥
 নমো নমো নান্নায়গ প্রকৃতি ঈশ্বর ।
 সাংখ্য যোগ ফলদাতা যোগ যোগেশ্বর ॥
 এইরূপে কৈল রাজা হরিসংকীর্ণন ।
 যুগতমু তেজি গেল ছুটিল বন্ধন ॥
 হেন ভরতের কেবা কহিবে মহিমা ।
 ভরতের সঙ্গে কার করিষ উপমা ॥

হেন মহাভাগবত ভরত আছিল ।

যাহা হৈতে ভক্তিযোগ প্রচার হইল (১) ॥

(১) পাঠান্তর,—

“যোগবল পরকাশ হৈল” ।

ধত্ত পুণ্য চরিত্র দ্বিত-বিশাশন ।

কহিলে শুনিলে হয় ভব-বিশোচন ॥

কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী শুন সাবধানে ।

ভাগবত-আচার্যের মধুরল-গানে ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পঞ্চম-

স্কন্ধে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায় ।

সিদ্ধুড়া রাগ ।

ভরত রাজার হৈল স্মৃতি তনয় ।
তার পুত্র নামে দেবজিৎ মহাশয় ॥
তার পুত্র দেবদ্যায় মহাবলবান্ ।
তার পুত্র প্রতীহ জন্মিল মতিমান ॥
প্রতিহর্ষা তার পুত্র হৈল মহাবল ।
জনমিল তার পুত্র ভূম। নরেশ্বর ॥
ভূমার তনয় হৈল উদ্গীথ সুপতি ।
আর পুত্র প্রস্তাব জন্মিল মহামতি ॥
জনমিল পৃথুসেন তনয় তাহার ।
নক্স নামে জনমিল তাহার কুমার ॥
নক্স মহারাজের বনিতা হৈল ঋতি ।
ঋতির কুমার গয় নামে নরপতি ॥
বিষ্ণু অংশে জনমিল গয় বলবান্ ।
নহিল না হৈব রাজা গয়ের সমান ॥
যজ্ঞ দান করিয়া ভজিল নারায়ণ ।
গুরু বিজ্ঞ পুজিল ভকত মহাজন ॥
গয়ের নির্মল যশ জগতে বিস্তার ।
গয় মহা নরপতি বিদিত সংসার ॥
গয়ের তনয় চিত্ররথ মহাবল ।
তার সূত সম্রাট মরীচি ততঃপর ॥
তার পুত্র জনমিল নামে বিলুমান্ ।
মধু নামে সূত তার রাজা বলবান্ ॥
মধুর তনয় মন্থ নামে নরপতি ।
তোবন কুমার তার হৈল মহামতি ॥
জনমিল বট্টা নামে তাহার তনয় ।
বট্টার বিরজ নামে পুত্র মহাশয় ॥
বিরজের সূত শত হৈল বলবান ।
শতজিৎ হৈল শত পুত্রের প্রাধান ॥

প্রিয়ব্রতবংশ কথা কহিনু তোমায়ে ।
শতজিৎ অবধি সন্ততি পরচারে ॥ (১)
তবে আর কহিব ভূগোলচক্র কথা ।
সপ্তসিদ্ধ সপ্তদ্বীপ বৈসে যথা যথা ॥
দ্বীপে দ্বীপে যত যত প্রমাণ বিস্তার ।
যথাতে যেক্রপে হরি করে অবতার ॥
নব ঋণ জম্বুদ্বীপ স্মরেক সংস্থান ॥
সপ্তসিদ্ধ কহিমু বিস্তার পরিমাণ ॥
যত যত নদ নদী গিরি তরু বন ।
কহিব ভূগোলচক্র করি প্রকাশন ॥
জ্যোতিষ মণ্ডল তার কহিব বিস্তারি ।
সপ্ত পাতাল আর বর্গিষ বিচারি ॥
অনন্ত ধরীধর কহিব মহিমা ।
ব্রহ্মা আদি দেব যার দিতে নায়ে সীমা ॥
স্বর্ধাকোটি সম তেজ পাতাল বিবর ।
লোকহিতে তথা বৈসে প্রভু হলধর ॥
সর্বরাজ-কল্পা করে চরণ-বন্দন ।
অহিপতিগণ যার করয়ে সেবন ॥
পতিত দুঃখিত আর্ন্ত হয় যে যে জন ।
অকস্মাৎ করে যদি নাম সঙ্কীর্জন ॥

(১) উক্ত বৃত্তান্তে পরমেষ্টী (ইনি দেবদ্যায়ের পুত্র ও প্রতীহের পিতা), বিড় (ইনি প্রস্তাবের পুত্র পৃথুসেনের পিতা) এবং মধুপুত্র বীরব্রতের (ইনি মধুর পিতা) উল্লেখ নাই । এতদ্ব্যতীত প্রতিহর্ষা মহোদর প্রতিজ্ঞোত্তা ও উদ্গীতা, ভূমসহোদর অজ, চিত্ররথসহোদর সুগতি ও অবিরোধন, মন্থসহোদর প্রমথ এবং প্রস্তাবের বৈমাত্রেয় উদ্গীথের কোন প্রঙ্গল নাই ।

উপহাসে শুনে কিবা করয়ে শ্রবণ ।
সেইকণে অশেষ দুঃখিত-বিমোচন ॥
সহস্রশিরের এক শিরের উপরে ।
সর্বপ সমান রহে ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডলে ॥
হেন প্রকৃ অনন্ত অনন্ত শক্তি ধরে ।

তাহার মহিমা কেবা কহিবারে পারে ।
বলরাম অনন্ত-মুরতি ভগবান ।
কহিব তাহার কিছু মহিমা ব্যাখ্যান ॥
ভাগবত-আচার্য্যের মধুর-বাণী ।
সাবধানে শুন ভাই শ্রেয়স্তরঙ্গিণী ॥

ইতি শ্রীভাগবতে পঞ্চম স্কন্ধে
সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায় ।

শ্রীরাগ ।

তবে আর জিজ্ঞাসিলা রাজা পরাক্ষিণ ।
কাহারে নরক বোল কোথা তার স্থিত ॥
কে বৈসে নরকে তার কেবা অধিকারী ।
এই সব কথা যোরে কহিবে বিভারি ॥
রাজার বচন শুনি শুক মুনীশ্বর ।
রাজারে ব্যাখ্যান করি দিলেন উত্তর ॥
দক্ষিণে নরক ভূমি পৃথিবীর তলে ।
পাতালে নরক-লোক জলের উপরে ॥
যমরাজা বৈসে তথা হয়্যা দণ্ডধর ।
প্রভুর আজ্ঞার দণ্ড ধরে নিরন্তর ॥
অন্ধতামিস্র আর তামিস্র নরকে ।
মহারোরব আর রোরব কুন্তীপাকে ॥
কালসূত্রে অসিপত্রে শূকরবদন ।
অন্ধকূপ তপ্তশূর্ষি ক্রিমির ভোজন ॥
সন্ধ্যাংশ নরক আর বে বহুকষ্টক ।
শাস্ত্রালী নরক যাথে পরাণসঙ্কট ॥
নদী বৈতরণী নাম জীবন রোধন ।
বিশসন লালাভক্ষ বুকুরভোজন ॥
ভরজপাতন আর রাক্ষসভোজন ।
ক্ষার বক্ষম নরক আর শূলগাথন ॥
গর্ভনিরোধন নাম আর দন্দশূক ।
পর্যাবর্ত্ত নরক আর নরক সূচীমূখ ॥
এইরূপ কতক নরক ভূমি আছে ।
এই সব নরকে পাতকিগণ পড়ে ॥
পর্যবিত্ত পরনারী হরে যেবা জন ।
যমদূতে আনে তারে করিয়া বন্ধন ॥
তামিস্র নরকে তারে বাঙ্কিয়া পালার ।
তর্জুন গর্জ্জন করি নরক ভুঞ্জায় ॥
মহাদণ্ড করে তারে নির্ধাত তাড়ম ।

মুচ্ছিত হইয়া পড়ে না হয় মরণ ।
পরহিংসা পরপীড়া করয়ে যেজন ।
পরধন হরি করে কুটুম্ব-পোষণ ॥
বুটু ছাড়িয়া পাছে চলে একে স্বরে ।
রোরব নরকে পড়ি পাপ ভোগ করে ॥
যত যত প্রাণিবধ কৈল পূর্বকালে ।
যোর মুক্তি ধরি তারা করয়ে প্রহারে ॥
বে কেবল দণ্ডাচার উগ্র যোরতর ।
পশু পক্ষ বধ করি ভরয়ে উদর ॥
কুন্তীপাক নরকে তাহারে তবে পেলি ।
যাতনা ভুঞ্জয়ে পাছে তপ্ত তৈলে ধরি ॥
ব্রহ্মঘাতী যেবা জন কালসূত্রে পড়ে ।
অযুত যোজন যার দীর্ঘ পরিসরে ॥
তবে তপ্ত তাত্র খোলে পেলিয়া তাহারে ।
তার হেন উপরে চৌদিকে অগ্নি জ্বলে ॥
সকল শরীর পুড়ি হয় খণ্ড খণ্ড ।
ক্ষুধায়ে তৃষ্ণায়ে মরে তাহে যমদণ্ড ॥
কোটি ২ বৎসর নরক ভোগ করে ।
মহাপাতকীর শাস্ত্রে না দেখি উদ্ধারে ॥ (১)
নিজ ধর্ম পরিহরি পর ধর্ম করে ।
করিয়া পাষাণসজ বেদ পথ ছাড়ে ॥
চাবুক মারিয়া ফেলে অসিপত্রেবনে ।
অসিধার পত্রে অজ করে খান খানে ॥
তালবন তীক্ষ্ণধার পত্রে ভয়ঙ্কর ।
খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটয়ে কলেবর ॥
লোক দণ্ড করে রাজা লজ্জয়ে ব্রাহ্মণ ।
শূকরবদনে তার হয়ে নিপাতন ॥

পরে দুঃখ দিয়া যেন পর বৃন্তি হয়ে ।
 সে পাতকী অন্ধকূপে পচে নিরন্তরে ।
 বংশ মশা পশু পক্ষ যেনা বধ করে ।
 অন্ধকূপে পড়িয়া নরক ভোগ করে ।
 বিভজিয়া না খায় না করে যজ্ঞ দানে ।
 ক্রিমিভক্ষ্য নরকে তাহার নিপাতনে ।
 ক্রিমিকুণ্ড এক লক্ষ প্রহর (যোজন) বিস্তারে ।
 ক্রিমি কীট বেচি খায় তাহার ভিতরে ।
 যেনা হরে পরধন বল ছল করি ।
 ব্রাহ্মণের ধন যেনা আনে অপহরি ।
 তপ্ত গাঁড়ানী দিয়া যমের কিঙ্করে ।
 খসায় অঙ্গের মাংস পরাণে না মারে ।
 অগম্য গমন-কাম করে যেনা নরে ।
 অগম্য পুরুষ সঙ্গে যে নারী বিহরে ।
 লৌহময় নর নারী তপত করিয়া ।
 ধরিয়া দেখায় কোল চাবুক মাঝিয়া ।
 নানা যোনি গমন করয়ে যেনা নরে ।
 শিমুলীকণ্টক বনে পেলায় তাহারে ।
 শিমুলী গাছের কাঁটা বজ্রের সমান ।
 তাহে আলিঙ্গন দিয়া হরয়ে পরাণ ।
 ধর্মশীল সাধুজনে যেনা নিন্দা করে ।
 বৈতরণী নদী জলে পেলায় তাহারে ।
 ঝিঝি মূত্র রক্ত মাংস তরঙ্গ কল্লোলে ।
 তাহাতে মজিয়া পাপী পচে চিরকালে ।
 দন্তে যজ্ঞ পুজা করি পিতৃ দেব ভজ্ঞে ।
 ছাগল মহিষ পশু বলি দিয়া পুজ্ঞে ।
 বৈশ্য নরক ঘাথে বধস্থান বলি ।
 নরক ভূগায়ে তারে তথা লৈঞা পেলি ।
 ছাগ মহিষের রূপ ধরি ভয়ঙ্কর ।

খণ্ড খণ্ড করি তার কাটে কলেশ্বর ।
 আর্তনাদ করি কান্দে হইয়া কাপয় ।
 মহাশূলে তার অঙ্গ বিক্ষেপে নিরন্তর ।
 পরধর পরগ্রাম নুটি পুড়ি খায় ।
 অস্তকালে সমদূতে বাঙ্কি লয়া যায় ।
 শত শত কুকুর বিকট দস্ত ধরে ।
 খসায় অঙ্গের মাংস খায় নিরন্তরে ।
 অসত্য বচন বলে সভার ভিতরে ।
 মিথ্যা সাক্ষী দিয়া যেনা ভ্রায় ভঙ্গ করে ।
 শতেক প্রহর পথ (১) পর্কিতে তুলিয়া ।
 ছোট মাথা করি তারে পেলায় ঠেলিয়া ।
 এইরূপে শত শত মারয়ে আছাড় ।
 পরাণে না মারে পাপী না হয়ে উদ্ধার ।
 অতিথি দেখিয়া যেনা ক্রোধ করে মনে ।
 ভক্ষ্যভয়ে না করয়ে তাঁর সম্ভাব্যে ।
 বজ্রতুণ্ড গৃধ্র কাক মহা ভয়ঙ্করে ।
 টান দিয়া তার ঋষি বেচিয়া উফাড়ে ।
 এইরূপ আছে শত সহস্র যাতনা ।
 কাহার শক্তি পারে করিতে গণনা ।
 নারকী নারক ভোগ করে একে একে ।
 সকল নরক ভোগ করে কর্মপাতকে ।
 পাতকীর পাপগতি কহিলু সংক্ষেপে ।
 বুঝিয়া গোবিন্দপদ ভজ সর্বলোকে ।
 যেনা শুনে শুনায় নরক উপাখ্যান ।
 পাপবৃদ্ধি নহে তার হয় দিব্যজ্ঞান ।
 ভাগবত-আচার্যের বচনমাধুরী ।
 সাবধানে শুন তাই কৃষ্ণ মন ধরি ।

(১) পাঠান্তর, — “উজ ।”

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পঞ্চমস্কন্ধে

প্রথমভাগে অষ্টমোহধ্যায়ঃ ৷ ৮ ৷

পঞ্চমস্কন্ধঃ সমাপ্তঃ ৷ ৫ ৷

ষষ্ঠ স্কন্ধ

বেপথে ছরিতানি মোহমতিরা সমোহমালম্বতে,
 সাতকো নখরঞ্জনাঃ কলয়তে শ্রীচিহ্নগুপ্তঃ কৃতী ।
 সানন্দং মধুপর্কসংভূতবিধৌ বেধাঃ স্বয়ং যন্তবান,
 বন্তুঃ নাম ভবেষ্বরভিলষিতে ক্রমঃ কিমন্তংপরম্ ।

কামোদ রাগ ।

তবে রাজা জিজ্ঞাসিল ভয় পাঞা মনে ।
 সতেই নরক ভোগ করে জনে জনে ।

সুদুস্তী দুঃসুস্তী কিবা নাহিক বিচার ।
 এমতে না দেখি কোন জীবের নিভার ।
 প্রথমে নিবৃত্তিপথ কহিলে বিস্তার ।

প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্য কহিলে সকল ।
 অধর্ম্যলক্ষণ নানা নরক কহিলে ।
 একে একে পুণ্য পাপ সকল বর্ণিলে ।
 কিল্লপে নরক ভোগ জীবের না হয় ।
 এ সব কহিবে যোরে খণ্ডক সংশয় ।
 মুনি বলে শুন রাজা ভয় পরিহর ।
 আমার বচন তুমি দৃঢ়চিত্তে ধর ।
 পাপ কৈলে প্রায়শ্চিত্ত না করে যেজন ।
 অন্তকালে হয় তার নরকে গমন ।
 এ বোল বুঝিয়া জীব যতন করিয়া ।
 গুরু লঘু পাপ পুণ্য বিচার করিয়া ।
 কায়মনোবাক্যে যেন প্রায়শ্চিত্ত করে ।
 সে জন না যায় রাজ্য যমের দুয়ারে ॥ (১)
 রাজা বোলে মোর চিত্ত এ বোল না লয় ।
 প্রায়শ্চিত্তে কেমনে ছরিত নাশ হয় ।
 আপনহি জানে পাপে হয় অধোগতি ।
 জানিঞা করয়ে পাপ এ কোন যুক্তি ।
 প্রায়শ্চিত্তে কেমনে সে পাপ দূর হয় ।
 যোর মনে মুনি তুমি করালো সংশয় ।
 জানিঞা যে করে পাপ না করে বিচার ।
 ব্যর্থ প্রায়শ্চিত্তে তার কোন প্রতীকার ।
 মুনি বলে শুন রাজা তুমি সুপণ্ডিতে ।
 আমি যাহা কহি তাহা তন সাবহিতে ।
 কর্ষে হৈতে কর্ষ নাশ একান্ত না হয় ।
 মুখ' দেখি, প্রায়শ্চিত্ত করিবে নির্গয় ।
 পণ্ডিতে করিবে পাপ এ কোন বিচার ।
 প্রায়শ্চিত্ত ধরি মুখ'জনে অধিকার ।
 পথ্যযোগে রোগি'নে করাই আহার ।
 কুপথ্য ছাড়িলে রোগ টুটিলে তাহার ।
 এইরূপে প্রায়শ্চিত্ত নিয়ম করিয়া ।
 পাপি হৈতে পাপি'জনে আনি নিবারিয়া ।
 শুভ কর্ষ তাহারে করাই নিরস্তর ।
 অলপে অলপে পাপ খণ্ডয়ে সকল ।
 এত কর্ষ করিতে নির্মল হয় চিত্ত ।
 তত্ত্বজ্ঞান হয় তার খণ্ডয়ে ছরিত ।
 তে-কারণে করি প্রায়শ্চিত্ত নিরূপণ ।
 আর কথা কহি রাজা স্থির কর মন ।
 কেহ কেহ ভকতি করিয়া নারায়ণে ।
 অশেষ ছরিত ছুংখ করয়ে খণ্ডনে ।
 দান ব্রত তপ যজ্ঞ নানা কর্ষ' করে ।
 তথাপি তেমনে তার ছরিত না করে ॥

(১) পাঠান্তর,—“গোদরে” ।

বৈষ্ণবচরণ ভঞ্জে কৃষ্ণে ধরে মন ।
 তবে ত তাহার হয় পাপ বিমোচন ।
 এই ত উত্তম পথ সর্বপাপ-হর । (১)
 হরিপরায়াণ যথা রহে নিরস্তর ।
 প্রায়শ্চিত্ত শত বড় করিয়া করয় ।
 গোবিন্দবিমুখ জল পবিত্র না হয় ॥ (২)
 সুরাকুন্ত শুদ্ধ যেন নহে গঙ্গানীরে । (৩)
 শ্রীহরিবিমুখ'নে পুণ্যে নাহি ভরে ।
 একবার কৃষ্ণপদে যেনা ধরে মন ।
 আছুক সকল রূপ করিব চিত্তন ।
 সর্বভাবে ভজিব আছুক তার কথা ।
 যে'নে সে জন হউ রহ যথা তথা ।
 অমুরাগে চিত্ত ধরে শ্রীহরি চরণে ।
 স্বপনেহ নহে তার যম দরশনে ।
 কিনা যম যমদূত না দেখে স্বপনে ।
 আছুক মরণকালে না হৈল দর্শনে ।
 সর্বপাপ প্রায়শ্চিত্ত হয়্যা থাকে যার ।
 সেই সে গোবিন্দে পারে চিত্তে ধরিবার ।
 কহিব তোমারে ইতিহাস পুরাতন ।
 যমদূত বিমুদূত সংবাদ কখন ।
 কান্তকুজ দেশে এক আছিল ব্রাহ্মণে ।
 দাসীপতি দুষ্টাচার অজামিল নামে ।
 পরপীড়া করিয়া হয়য়ে পরধন ।
 কপট কৈতব করি ভাগে সর্বজন ।
 নানা পাপ করি গুণে স্নত দার ।
 সপ' লোকে গীড়য়ে পাতকী দুরাচার ।
 আটানী বৎসর তার গেল এই বনে ।
 মরণ সময় আসি দিল দরশনে ॥ (৪)
 দাসীর উদরে পুত্র হৈল দশ জন ।
 কনিষ্ঠ পুত্রের নাম খুইল নারায়ণ ।
 শিশুভাব হৈতে তার বাক্কল হৃদয় ।
 পুত্রস্নেহে তার মনে আন নাহি লয় ।
 শয়ন ভোজন পান করয়ে যখনে ।
 ডাক দিয়া শিশুপুত্র আনয়ে তখনে ॥

(১) পাঠান্তর,—“এই ত কুশল” ।

(২) পাঠান্তর,—

“প্রায়শ্চিত্ত শতক যতন করি করে ।
 গোবিন্দবিমুখ জন নাহি নাহি তরে ॥”

(৩) পাঠান্তর,—“গঙ্গাজলে” ।

(৪) পাঠান্তর,—“হৈল উপসরে” ।

শয়ন ভোজন পান করাই তনয়ে ।
 পাঁচো অজামিল পান ভোজন করয়ে ॥
 এইরূপে থাকিতে মরণকাল হৈল ।
 তিন যমদূত আসি দরশন দিল ॥
 মহা ঘোরতর তারা বিকট দর্শনে ।
 অজামিলে বলে ধরি বাক্সিল যতনে ॥
 দূরে থেলা খেলে শিশুপুত্র নারায়ণে ।
 আকুল হৃদয়ে পুত্রে ডাকিল ব্রাহ্মণে ॥
 ঘর্ষর শব্দে বোলে আয় নারায়ণ ।
 হেনকালে বিষ্ণুদূত আশ্রয় চারি জন ॥
 তারা বোলে ছাড় ছাড় আরে দুরাচার ।
 কেন বা বাক্সিল বিপ্রে করিস প্রহার ॥
 ব্রাহ্মণের মুখে উচ্চারিল হরিনাম ।
 তমু তোরা লঞা যাবি এত বড় প্রাণ ॥
 ভা-সভার বচন শুনিঞা যমদূতে ।
 মনে ভয় পেয়া তবে লাগিলা বলিতে ॥
 তুমি-সব কেবা হও দূত বা কাহার ।
 কোথা হৈতে কোথা বাহ কি নাম তোমার ॥
 নব ঘন শ্রাম তহু মধুর মুরতি ।
 সূর্যাসম তেজ ধর নিরমল কান্তি ॥
 শব্দ চক্রে গদা পদ্ম ধর চারি ভূজে ।
 হেম মণি অলঙ্কার শরীরে বিরাজে ॥
 তোমা-সভা দেখি মহাপুরুষ লক্ষণ ।
 তবে কেনে কর ধর্মমর্ষণাদা লঙ্ঘন ॥
 আমি সব হই ধর্মরাগ-অহুসর ।
 কেন তাঁর আশ্রয় ভঙ্গ কর এত বড় ॥
 এতেক বচন শুনি পারিষদগণ ।
 হাসিয়া উত্তর তারা দিল চারিজন ॥
 যদি তোরা হও ধর্মরাগের কিকর ।
 কি ধর্ম জানিস কহ আমার গোচর ॥
 এ বোল শুনিঞা যমদূত তিন জনে ।
 ধর্ম কহে কৃষ্ণ পারিষদ বিত্তমানে ॥
 বেদমুখে শুনি ধর্ম বেদ নারায়ণ ।
 বেদ বুঝাইলে ধর্ম করে সর্বজন ॥
 বেদ-বিনিমিত পথ অধর্ম ণানি ব ।
 ত্রিগুণানিত বেদ মুখে বিচারিব ॥
 শব্দী সূর্য্য দিবস রজনী হতাশন ।
 পৃথিবী আকাশ দিক্ আপ যে পবন ॥
 এ সব ধর্মের সাক্ষী ধর্মতত্ত্ব জানে ।
 ধর্মীধর্ম নির্ণয় বুঝায় দশ জনে ॥
 শুভ কর্ম করে যদি শুভ ফল পায় ।
 পাপ কর্ম করিয়া নরক অহুভায় ॥

পাপ পুণ্য ভোগ পাপ পুণ্য অহুসায়ে ।
 এক জীব নানা মতে কর্মভোগ করে ॥
 যার যেন স্বভাব বুঝিয়া অহুমানে ।
 পূর্বজন্ম পাপ পুণ্য করি নিরূপণে ॥
 যদি বলে মুক্তি কর্ম না করিব আর ।
 স্বভাবে কথায় কর্ম কি দোষ তাহার ॥
 কর্মে জী আপনা বাক্সিয়া বিমোহিত ।
 কর্মবন্ধে অনাদি সংসার নিয়োজিত ॥
 অবিনাশ প্রসঙ্গ করি জীবের বন্ধন ।
 ভজিলে গোবিন্দপদ ছিঙয়ে তখন ॥
 সর্ব ধর্মযুক্ত ছিল এই অজামিল ।
 শাস্ত দান্ত ধৃতব্রত সত্য দয়ালীল ॥
 দেব-বিজ্ঞ-গুরুগণে করিয়া সেবন ।
 সর্ব ভূত-হিত-রত আছিল ব্রাহ্মণ ॥
 সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ধর্মপরায়ণে ।
 এক দিনে বনে গেল বাপের বচনে ॥
 কুল কল ১১ কাষ্ঠ নঞা শিখর ।
 বনে হৈতে ঘরে আইসে বাপের নিয়ড় (১) ॥
 পথে এক শূদ্র সহে হৈল দরশন ।
 করিয়া মদিরা পান কামে অচেতন ॥
 দাসীসঙ্গে ক্রীড়া করে নাচেয়ে খেলয়ে ।
 বুধলী করিয়া কোলে হাসয়ে ঢুলয়ে (২) ॥
 ছহার বাসন নাহি ছুহে নাহি জানে ।
 দেখিয়া ব্রাহ্মণ হৈল কামে অচেতনে ॥
 যতন করিয়া কৈল চিন্ত সমাধান ॥
 চিন্ত নিবারিতে না পারিল হতজ্ঞান (৩) ॥
 কামে বিমোহিত হৈল দাসী দরশনে ।
 কুল শীল লঙ্কা ভয় তেজিল ব্রাহ্মণে ॥
 যতেক আছিল ধন বাপের সঞ্চিত ।
 তাহা দিয়া সম্ভোষিলা বুধলীর চিন্ত ॥
 চুরি করি মিথ্যা বলি কৈতব প্রবন্ধে ।
 পরদ্রব্য পরবিত্ত আনে নানা হুন্ডে ॥
 পরগীড়া করিয়া আনয়ে পরধন ।
 এত মতে করে তার কুটুম ভরণ ॥
 কুলবতী সত্তা নারী তেজে আপনয়ে ।
 কুলটোর সঙ্গে তেজে আশ্রম আচার ॥
 নিরবধি মত্তপান করয়ে ব্রাহ্মণ ।
 বুধলীর সঙ্গে রহে কামে অচেতন ॥

(১) পাঠান্তর,—

“ব্রাহ্মণ আইসে পুন বাপের গোচর ।”

(২) “বলয়” । (৩) “মত্তিম

ভে-কারণে লঞা যাই যমবিজ্ঞানে ।
 যমদণ্ড হৈলে দ্বিজ পাবে পরিজ্ঞানে ॥
 এতেক বচন শুনি শ্রীহরিকঙ্কর ।
 যমদূতে তবে তাঁরা দিলেন উত্তর ॥
 হরি হরি এত বড় দেখিল প্রমাদ ।
 ধর্মরাজ হঞা করে এত অপরাধ ॥
 অদণ্ডে দণ্ডয়ে পুণ্যলোকে পাপ ধরে ।
 ধর্মরাজ হঞা ছেন দুষ্ট কর্ম করে ॥
 সকল লোকের পিতা গুরু হিতকারী ।
 সে যদি কুচ্ছিত (১) করে কারে ভাল বলি ।
 কাহাতে শরণ পশি এ লোক তরিব ।
 কাহা হেতে ধর্মধর্ম সংসারে জানিব ॥
 মহাজনে যে যে কর্ম করয়ে আচার ।
 সেই অহুসারে অন্তে করয়ে বেতার ॥
 পশুমতি আপনে না জানে ভাল মন্দ ।
 দেখিয়া শ্রেষ্ঠেব কর্ম করে অহুবন্ধ ॥
 পাপ পুণ্যে যদি নাহি যমেব বিচার ।
 সর্বলোকে তব এই রহিল আচার ॥
 এ ব্রাহ্মণে কৈল কোটি জন্ম পাপ ক্ষয় ।
 হরিনাম মুখে হৈল যখনে উদয় ॥
 সর্বপাপ প্রায়শ্চিত্ত হৈল সেইক্ষণে ।
 নারায়ণ আয় বলি বলিল যখনে ॥
 মিএদ্রোহী গুরুদ্রোহী স্বর্ণ অপহারী ।
 নানী-রাজ পিতৃবাতী হরে গুরুনারী ॥
 সুরাপান গোবধ যতেক পাপ করে ।
 হরি নাম উচ্চারিলে সদপাপ হরে ॥
 সর্বপাপ প্রায়শ্চিত্ত বেদে যত কহে ।
 কৃষ্ণ চান্দ্রায়ণ আদি যত দুঃখ সহে ॥
 তমু তার তেনরূপ নহে পাপ ক্ষয় । (২)
 হরি নামে যেক্রমে পাতক নাশ হয় ॥
 প্রায়শ্চিত্তে পাপ হরে শুদ্ধ নহে মন ।
 পুনরপি পাপে চিত্ত ধায় তেভারণ ॥
 সর্বপাপ ঋণাত্যে বাহার মনে লয় ।
 হরিশ্রবণ গান করি সুধিব আশয় ॥
 এ ব্রাহ্মণ সর্ব পাপ প্রায়শ্চিত্ত কৈল ।
 যরণ সময়ে হরি নাম উচ্চারিল ॥
 ছাড় ছাড় আরে দূত খসাহ বন্ধন ।
 অশেষ দুরিত বিপ্র কৈল বিমোচন ॥

সঙ্কেতে বা পরিহাসে বোলে একবার ।
 হেলায় করয়ে যেবা গোবিন্দ উচ্চারণ ॥
 স্বধর্মবিহীন কিংবা স্বাপ্রমপতিত ।
 অশেষ পাতকযুক্ত সন্তাপে তাপিত ॥
 হরি ছেন শব্দ বোলয়ে একবার ।
 তবে ত নরকবাস না হয় তাহার ॥
 গুরু লঘু পাপ পুণ্য করিয়া বিচার ।
 করয়ে পণ্ডিত জনে পাপপ্রতিকার ॥
 তাহা হৈতে হয় সব দুরিত খণ্ডন ।
 অধর্ম জনিত নহে হৃদয় শোধান ॥
 যত যত প্রায়শ্চিত্ত বেদ মুখে কহে ।
 বিনে হরি ভজিলে হৃদয় শুদ্ধ নহে ॥
 অজ্ঞানে বা জ্ঞানে কবে হরিসংকীর্ণন ।
 সেইক্ষণে করে সব দুরিত দহন ॥
 অগ্নির কণায় যেন দহে কাষ্ঠচয় ।
 এক হরিনামে মহা পাপরাশি দয় ॥
 না জানিঞা করে যদি ওষধ ভক্ষণ ।
 তমু তার গুণে হয় বোগ-নিবারণ ॥
 হরিনাম এইরূপ সর্ব ধর্মসার ।
 তোরা সব না জানিস দুষ্ট দুরাচার ॥
 এতেক বচন বলি পারিষদগণ ।
 ব্রাহ্মণের কৈল যমপাশ-বিমোচন ॥
 অপমান পেয়ে তিন ঘরের কঙ্কর ।
 সকল কহিল গিয়ে যমের গোচর ॥
 অজামিল যমদণ্ডে পাঞা প্রতিকার ।
 চিন্তিতে লাগিল বিপ্র দেখি চমৎকার ॥
 প্রণাম করিয়া কৃষ্ণ কঙ্করচরণে ।
 কি বোল বলিব দ্বিজ চিন্তে মনে মনে ॥
 হেনকালে তাঁরা সব কৈল অন্তর্দান ।
 আপনার চিন্তে দ্বিজ করে অহুমান ॥
 শুনিব বৈষ্ণব ধর্ম বৈষ্ণববদনে ।
 পরম বৈষ্ণব সঙ্গে হৈল দরশনে ॥
 সেইক্ষণে হৈল হরিভক্তি উপাদান ।
 পূর্বদোষে চিন্তি দ্বিজ করে অহুমান ॥
 মুক্তি হার অধম পাপিষ্ঠ দুরাচার ।
 আপনেই সর্বনাশ কৈলু আপনার ॥
 মোর কুলে কলঙ্ক রহিল এত বড় ।
 বুঝলীর সঙ্গে মোর মজিল সকল ॥
 সতী কুলবতী নাবী আপনার তেজো ।
 অসতী মদ্যপনারী দাসী-অজ্ঞ ভজো ॥
 বৃদ্ধ পিতা মাতা মোর অনাথ দুঃখিত ।
 তা-সভা তেজিলু মুক্তি ছেন দুইচিন্ত ॥

(১) পাঠান্তর,— বিকল্প ।

(২) তাহা হইতে তাবতে নহে পাপ
 ক্ষয় ।—পাঠান্তর ।

কোন্ গতি হৈব য়োর কি হয় উপায় ।
 অবশ্য নরক ভোগ এড়ান না যায় ॥
 স্বপন দেখিও কিবা কিবা বিভ্রম ।
 বন্ধন খসাল্য য়োর চারি বলবান ॥
 দিব্য মহাপুরুষ পরম শুদ্ধময় ।
 খসায়্য বন্ধন য়োর খণ্ডাইল সংশয় ॥
 এইক্ষণে কত হেত যমেব তাড়না ।
 হেন দুঃখভোগ য়োর কৈল বিমোচনা ॥
 হেন মহাজন সজ্জ হৈল দরশনে ।
 অবশ্য উদ্ধার হৈব হেন লয় মনে ॥
 মুক্তি ছার বেড়াপতি কেবল অধম ।
 মোহর জিহ্বায় কৈল হরিসংকীৰ্ত্তন ॥
 ব্রহ্মঘাতী নিলজ্জ কপট দুরাচার ।
 য়োর মুখে নারায়ণ শব্দ উচ্চার ॥
 এখনে যতন করি সজ্জিব শ্রীহবি ।
 এ য়োর নরকভোগ যাহা হৈতে তরি ॥
 তিরি মই মায়া দড়ি মোহর বন্ধন ।
 শ্রীহরিচরণ ভজি করিব মোচন ॥
 হরিকথা হরিনাম করিব কীৰ্ত্তন ।
 হরিপদ ভজিব চিন্তিব অমুকুণ ॥
 এতেক বচন বলি দ্বিজ অজামিল ।
 দেহমন গোবিন্দচরণে নিয়োজিল ॥
 গঙ্গাবারে গিয়া কৈল কৃষ্ণ আরাধন ।
 কৃষ্ণে মন ধরি দ্বিজ তেজিল জীবন ॥
 সেইক্ষণে চারি মহা পুরুষ আসিয়া ।
 অজামিলে নিল দিব্য রথে চাইয়া ॥
 পতিত নিন্দিত দাসীপতি দুরাচার ।
 অজামিল সম পার্শ্ব নাহি বলিবার ॥
 নারায়ণ নাম ধরি পুত্রে ডাক দিল ।
 হেন মহা পাতকীর পাতক খণ্ডিল ॥
 হরিনাম বিনে নাহি কন্ম বন্ধ টুটে ।
 বিনে কৃষ্ণ ভজিলে সংসার নাহি ছুটে ॥
 অজামিল উপাখ্যান বৈষ্ণব চরিত্র ।
 পাপহর পুণ্য কর পরম পবিত্র ॥
 ভকতি করিয়া শুনেন করয়ে কীৰ্ত্তন । (১)
 না যায় নরক নহে হয় দরশন ॥
 একে অজামিল তাথে মরণ সময়ে ।
 পুত্রহলে একবার হরিনাম লয়ে ॥

তমু ত তাহার হৈল বৈকুণ্ঠ গমন ।
 শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া যে করায় কীৰ্ত্তন ॥
 শ্রুতকালে সন্তোষে যে হরিনাম করে ।
 তাহার মহিমা কেবা পারে কহিবারে ॥
 রাজা বলে যমদূতে জানাল্য গোচরে ।
 যমরাজা কি দিলেন তাহার উত্তরে ॥
 তিন লোকে যার দণ্ডভঙ্গ নাহি গুনি ।
 তার দণ্ড ভঙ্গেত সংশয় হেন মানি ॥ (১)
 মুনি কহে শুন রাজা কহিব তোমারে ।
 যমদূতে জানাইল যমের গোচরে ॥
 এক অধিকারে আছে কত দণ্ডধর ।
 যদি বা সংসারে হৈল বিবিধ দৈশ্বর ॥
 তবে পাপ পুণ্য কিছু নহিল নির্ণয় ।
 কোন্ জনা মুক্তি পাইব কার শ্রুতভয়- ॥
 যাহার ইচ্ছায় যার যেন গতি হয় ।
 এ সব লোকের তবে দেখিয়ে সংশয় ॥
 পাপ পুণ্য বিচারিয়া তুমি দণ্ড কর ।
 এই সে কারণে ধর্ম রাজ্য নাম ধর ॥
 এবে আর তোমার না দেখি অধিকার ।
 এ সব লোকের আর না দেখি নিস্তার ॥
 চারি মহাপুরুষ অদ্বুত রূপ ধবে ।
 আসিয়া তোমার আজ্ঞা দণ্ডভঙ্গ করে ॥
 মহাপার্পী অজামিলে আনিব বাকিয়া ।
 ছাড়িয়া দিলেন তাঁরা বন্ধন খসায়্য ॥
 কি নাম তাঁহার তাঁরা কাহার কিসরে ।
 এ সব বিবরি প্রভু কহিবে আমারে ॥ (২)
 ধর্মরাজ বলে আরে শুন দূতগণ ।
 চরাচর জগৎ-দৈশ্বর নারায়ণ ॥
 যার অংশ একা বিষ্ণু হর মহেশ্বর ।
 ঈশ মা পাদেশ বন্দী সব চবাচর ॥
 আমি সব বন্দী ঈশ মাষাময় পাশে ।
 সন্তেই প্রভুর আজ্ঞা পালয়ে তরাসে ॥
 নাকে দড়ি দিয়া যেন বলদ বাক্য ।
 সাবধান হঞা রহে গৃহস্থের প্রায় ॥
 চন্দ্র সূর্য ইন্দ্র আদি বরুণ পবন ।
 আপনে বিরঞ্চ হর সিদ্ধ সাধ্যগণ ॥
 এ সবে যাহার মায়া বৃত্তিতে না পারে ।
 সেই সে সভার প্রভ লোকমহেশ্বর ॥

(১) "এবে দণ্ডভঙ্গ হয় এ সংশয় মানি ।"

—পাঠান্তর ।

(২) "এ সব আমারে প্রভু কহিবে সকল ।"

—পাঠান্তর ।

(১) বন্ধমান—ভৈট্যর পৃথিতে ইহার

৭৪ অধ্যায় শেষ হইয়াছে ।

তাঁর পারিষদগণ ভ্রময়ে সংসারে ।
 অলক্ষিত রূপে কেহ চিনিতে না পারে ॥
 ভকত-রক্ষণ-হেতু সে সব ভ্রময়ে ।
 ক্লিপে কোথাতে রহে কেহ না বুঝয়ে ॥
 ভাগবত-ধর্ম ঋষি কহিলে আপনে ।
 যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র যার তত্ত্ব নাহি জানে ॥
 বিরিঞ্চি নারদ শঙ্কর সনৎকুমার ।
 কপিল প্রহ্লাদ স্বামিন্দ্র বমু আর ॥
 শুক বলি ভীষ্ম আমি জনক রাজেনে ।
 ভাগবত-ধর্ম জানে এ দ্বাদশ জনে ॥
 ভাগবত-ধর্ম কেহ না বুঝয়ে আর ।
 পরম গোপিত ধর্ম স্তম্ভগতি যার ॥
 এই সে পরম ধর্ম জ্ঞানিবে সংসারে ।
 ভক্তিভাবে হরি-নাম-গুণগান করে ॥
 দেখে বৎস হরিনামকীর্তনে কি ফল ।
 বৈকুণ্ঠ নগর যায় হয় অজামিল ॥
 হরি-নাম-গুণ-কর্ম-কীর্তন-শ্রবণে ।
 সকল দ্রবিত হরে বলে যে যে জনে ॥
 তারা তারা কীর্তন-মহিমা নাহি জানে ।
 হরিনামে পাপ হরে এই বড় মানে ॥
 যদি হরিনামে সব পাপ দূর হয় ।
 অজামিল হঞা কেনে মুক্তিপদ পায় ॥
 যত যত মহাজন প্রায় বেদ-জড় ।
 বিষ্ণুশাস্ত্র-বিমোহিত সে সকল নর ॥ (১)
 অশ্বমেধ আদি মহা কর্মপরায়ণ ।
 মধু পুষ্প সম ফল স্বর্গ আরোহণ ॥
 এই বাক্য বুঝিয়া যতেক বুঝেনে ।
 সর্বভাবে ভকাত করয়ে নারায়ণে ॥
 তাহাতে আমার নাহি দণ্ডে অধিকার ।
 যত্নপি অশেষ পাপ দেখিয়ে তাহার ॥
 সর্বপাপ হরে তার হরি-সংকীর্তনে ।
 তুমি সব না যাইছ তার সন্নিধানে ॥

(১) পাঠান্তর,—“সব সকল ।”

সর্বভূত-হিতে রত হরিপরায়ণ ।
 তাহার পবিত্র যশ গায় শ্রবণ ॥
 কভু জ্ঞানি যাহ তোরা তার সন্নিধানে ।
 নহে কাল ভয় তার যম-দরশনে ॥
 মুকুল-পদারবিন্দ মকন্দ-রসে ।
 সতত বিমুখ যারে দেখে বিশেষে ॥
 দেহ গেছে দেখে যায় দৃঢ় অমুবন্ধ ।
 বৈষ্ণব জনের সনে নহে যার সঙ্গ ॥
 তাসতা আনিহ তাখে নাহিক বিচার ।
 করিহ তাহারে তোরা দণ্ড পরহার ॥
 যার জিহ্বা হরিনাম কভু না উচ্চারে ।
 যার শির কৃষ্ণপদে প্রণাম না করে ॥
 যার চিত্তে কৃষ্ণপদ না করে স্মরণে ।
 তা-সভারে আনিহ আমার বিত্তমানে ॥
 নারায়ণ পুঙ্খ পুরাণ জগন্নাথ ।
 একবার ক্ষম প্রভু মোর অপরাধ ॥
 সেবকের অপরাধে প্রভু দণ্ড পায়ে ।
 ভ্রাতৃ-অপরাধে প্রভু দণ্ডিতে জুয়ায়ে ।
 নমো নমো নারায়ণ মোর নমস্কার ।
 মোর অপরাধ প্রভু ক্ষম একবার ॥
 হরিনাম-সংকীর্তন জগতমঙ্গল ।
 মহাত্ম-বিনাশন মহাপাপহর ॥
 হরিনাম-শ্রবণ-কীর্তন-গুণগানে ।
 শুন বাছা বেদে যার মহিমা না জানে ॥
 এতেক বচন শুনি যমদূতগণে ।
 নামের মহিমা শুনি ভয় পাইল মনে ॥
 আছুক বৈষ্ণব জনার যাইতে সন্নিধানে
 বৈষ্ণবের নাম শুনি ভয়ে কম্পবানে ॥
 আছিল। অগস্ত্য মুনি মলয় পর্বতে ।
 আপনে কহিলা তেঁহ মুনি সভাসতে ॥
 কহিলুঁ তোমাতে শুন রাজা পরীক্ষিৎ ।
 হরিসংকীর্তন-ফল জগতে গোপিত ॥
 ভক্তিরস-গুরু শ্রীগদাধর জ্ঞান ।
 ভাগবত আচার্য্যের মধুরস-গান ॥

ইতি শ্রী ভাগবতে মহাপুরাণে ষষ্ঠস্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

বরাড়ী রাগ ।

তবে রাজা জিজ্ঞাসিল শুকদেব স্থানে ।
 দক্ষলিপি বিস্তারিয়া কহিবে এখনে ॥

রাজার বচন শুনি মুনি যোগেশ্বর ।
 সাধু সাধু বাখানিয়া দিলেন উত্তর ॥

প্রাচীনবরিহি রাজা পুরুবে আছিল।
 প্রচেতস নামে তার দশ পুত্র হৈল।
 জলের ভিতর রহি সহস্র বৎসর।
 কৃষ্ণ আরাধিল তপ করিয়া দুষ্কর।
 আপনে আসিয়া বর দিলা নারায়ণ।
 জলে হৈতে উঠে তবে তারা দশজন।
 বৃক্ষগণে ব্যাপিত দেখিল মেদিনী।
 ক্রোধ করিমুখ হৈতে জালিল আগুনি।
 পোড়াঞা পৃথ্বীর বৃক্ষ কৈলা ভয়গাৎ।
 হেনকালে আইলা ব্রহ্মা দিবুবননাথ ॥ (১)
 বৃক্ষসৃষ্টি না পোড়াই এই বাক্য ধর।
 বৃক্ষগণে কত্না দিবে তাহা বিভা কর।
 এতেক বলিয়া ব্রহ্মা গেলা নিজস্থানে।
 হেনকালে কত্না আনি দিল বৃক্ষগণে।
 সেই কত্না বিভা কৈল দশ সহোদরে।
 রাজ্য ভোগ কৈল দশ সহস্র বৎসরে।
 দক্ষ পুত্র জন্মাইল দশ সহোদরে।
 পুং জন্মে যারে বিভাশ্রম মহেশ্বরে।
 শিবশাপে হ্রাগমুখ দক্ষের আছিল।
 সে তমু তেজিয়া আর তমু যে ধরিল।
 তবে তারা দশ ভাই ভজিয়া শ্রীহরি।
 অন্তকালে তমু তেজি গেল বিষ্ণুপূরী।
 দক্ষ প্রজাপতি পাইল রাজ্য অধিকার।
 নানা কৰ্ম করি থুইল যশ চমৎকার।
 তবে দক্ষ প্রজাপতি মহা তপ করি।
 বিষ্ণুপাদ গিরিতটে তঁল শ্রীহরি।
 পুণ্য তীর্থ আছে তথা অব বিঘর্ষণ।
 ত্রিকাল করিয়া স্নান পূজে নারায়ণ।
 স্তুতি ভক্তি প্রণতি বিবিধ মতি কৈল।
 তুষ্ট হঞা বর তারে জগন্নাথ দিল।
 পঞ্চজন নামে এক আছিল নৃপতি।
 তার কত্না বিভা কৈল দক্ষ প্রজাপতি।
 অসিক্রী তাহার নাম রাজ্যার চহিতা।
 পরম সুন্দরী দেবী দক্ষের বনিতা।
 এককালে জনমিল অযুত কুমার।
 দক্ষ আজ্ঞা দিল তারে সৃষ্টি করিবার।
 বাপের আজ্ঞায় তারা গেল তপোবনে।
 পথেতে নারদ আসি দিল দবশনে।
 আরে রে বালক তোবা কোন্ যুক্তি কর।
 আমার বচন তোরা একান্তে ধর।

এতেক বচন যদি নারদ কহিলা।
 পৃথ্বী পর্যটনে তবে সভাই চলিলা।
 মনে হুঃখ পাঞা তবে দক্ষ প্রজাপতি।
 অবৃত্ত তনয় আর কৈল উত্তপতি।
 পৃথিবীর অন্ত লেহ পর্যটন করি।
 তবে তোরা পাছে সৃষ্টি করিহ বিচারি।
 বাপে আজ্ঞা দিল শুন আমার বচনে। (১)
 সকলে মিলিয়া কর অপত্য সৃজনে।
 আজ্ঞা পাইয়া গেল তাঁরা তপ করিবারে।
 পথে আসিয়া কহিল নারদ যোগেশ্বরে।
 জ্যোতিবর্গ গেল তোদের পৃথ্বী পর্যটনে।
 আগে তার উদ্দেশ করহ ভাইগণে।
 বাপের বচন তবে করিহ পালন।
 এতেক বলিয়া মুনি গেলা তপোবন।
 এইরূপে গেলা তারা অযুত তনয়।
 হুঃখ পায়া দক্ষ কোপ কৈল অতিশয়।
 ভালত নারদ তুমি হারিভুক্ত ধর।
 ভাল শাস্ত দাস্ত তুমি পরহিত কর ॥ (২)
 শাপিল তোমারে আশ্রি কে রাখিতে পারে।
 নিরবধি জগৎ ভ্রমিবে একেশ্বরে।
 একাদন এক স্থানে নহে যেন স্থিতি।
 স্বাকার করিয়া লৈল মূনি মহামতি।
 হুঃখ শোক পাঞা দক্ষ রহিল আপনে।
 কত্না সৃষ্টি কৈল পাছে ব্রহ্মার বচনে।
 বাটি কত্না জন্মিল দক্ষের নন্দরে।
 সাতাইশ হুহতা তার দিল শশধরে।
 দশ কত্না কৈল তার ধর্ম্য সম্প্রদান।
 কশ্যপেবে জন্মোদশ কত্না কৈল দান।
 শিবে তার দুই কত্না কৈলা পরিণয়।
 দুই কত্না অঙ্গিরাকে দিল মহাশয়।
 কৃশাশ্বরে দুই কত্না দিলা প্রজাপতি।
 তাকৈ বিভা কৈল চারি কত্না গুণবতী।
 দেব দানব নাগ অশুর কিন্নর।
 যক্ষ রাক্ষস পিশু-পক্ষী চর্যার।
 এইরূপে নানা সৃষ্টে জগৎ পুরিল।
 কহিব কশ্যপসৃষ্টি যতরূপ হেল।
 দিত দমু কাষ্ঠা নাম অদিতি সুরসা।
 সুরভি অরিষ্টা ইলা মূনি ক্রোধবশা।

(১) পাঠান্তর,—"সৃষ্টি কর নিরমাণে।

(২) "ভাল শাস্ত তুমি সদা পরহিত
 কর।"—পাঠান্তর।

(১) মূলে "রাজ্যোবাচ মহাম্ সোম" এই পাঠ আছে।

তিমি তাত্ৰা নাম আর সরমা কুমারী ।
 কস্তুরের এই ত্রয়োদশ ধর্ম্য নারী ॥
 তিমির তনয় হৈল যত জলচরে ।
 ব্যাঘ্রগতি জনমিল সরমা উদরে ॥
 সুরভির বংশ পশু গো-মহিষ জাতি ।
 তাত্ৰাব উদরে হৈল পক্ষির উৎপত্তি ॥
 জন্মিল অঙ্গরাগণ মূনির উদবে ।
 ক্রোধবংশার বংশ হৈল যত ফণধরে ॥
 ইলার উদরে জন্মিল তরুগণ ।
 সুরসার গর্ভে জাতুধানের (১) জনম ॥
 অবিষ্টার পুত্র যত গন্ধর্ব্ব জন্মিল ।
 তুরঙ্গ গর্ভে যত কাষ্ঠাগর্ভে হৈল ॥
 দম্বুর উদরে দানবের উপাদান ।
 কহিব যতেক তার দানব প্রধান ॥
 দ্বিমূর্দ্ধা শব্বর ভয়গ্রীব বলবান্ ।
 বিভাবসু শঙ্কশিয়া অয়োমুখ নাম ॥
 অরিষ্ট কপিল আর স্বনাহু অরুণ ।
 একত্র বৃষপর্কী পুলোমা দারুণ ॥
 ধ্বজেশ্বর বৈপ্রচিহ্নিত বিক্রপাক্ষ নাম ।
 এইসব মহাবীর দানব-প্রধান ॥
 বৃষপর্কী দানবের শাস্তিষ্ঠা কুমারী ।
 দিল তারে যযাতি রাজার ভার্য্যা করি (২)
 বৈশ্বানর দানবের চারি কন্যা হৈল ।
 তার দুই কন্যা বিভা কস্তুরের দিল ॥
 কালকার যত পুত্র কালকেয় নামে ।
 পুলোমার যত পুত্র পোলোম প্রধান ॥
 বাটি যে সচস্র পুত্র দানব প্রথরে ।
 তোমার বাপের বাপে মারিল সমরে ॥
 অদিতির বংশ হৈল যত দেবগণ ।
 যাহার উদরে জন্ম লৈল নারায়ণ ॥
 সূর্য্য বিভা কৈল সংজ্ঞা নামে কুলবতী ।
 তার পুত্র শ্রীকৃষ্ণদেব মনু উতপত্তি ॥
 যম আর যমুনা যমক দুই জন ।
 সংজ্ঞার উদরে তিন লভিল জনম ॥
 ছায়া নামে তাঁর আর এক পত্নী হৈল ।
 তাহার উদরে শনি সাবণি জন্মিল ॥
 এইরূপে হৈল সূর্য্যবংশের বিস্তার (৩) ।
 তবে রাজা শুন কথা যে কহিব আর ॥

ত্রিভুবনে একা রাজা হৈল পুরন্দর ।
 সুর সিদ্ধ বিদ্যায় সেবে নিরন্তর ॥
 গুরু অবজ্ঞানে তার শ্রীভ্রষ্ট হৈল ।
 ঘুরিয়া অশ্ববে ইন্দ্রে মারি খেদাডিল ॥
 ভয়ে যুদ্ধ তেজিয়া পলাইল দেবগণ ।
 ব্রহ্মার চরণে গিয়া লহিল শরণ ॥
 রূপা করি উত্তব দিলেন পদ্মাসনে ।
 তুমি সব অধর্ম্মে মগ্নিলে সুরগণে ॥
 গুরু অবজ্ঞানে তুমি কৈলে সর্ব্বনাশ ।
 সেই ভিত্তি দেখি পাইল অশ্বরে প্রকাশ ॥
 গুব আবাধিয়া তারা মহাবল ধরে ।
 এখন উচিত নহে যুদ্ধ করিবারে ॥
 গুরু বৃহস্পতি তোমার কৈলা অন্তর্দান ।
 চাহিলেহ তুমি সব না পাবে সন্ধান ॥
 বিশ্বরূপ নামে বিশ্ব-কর্ম্মার তনয় ।
 পরম তপস্বী তিহো যতি মহাশয় ॥
 তুমি সব তাঁরে পূর্ব্বোহিত করি বর ।
 তাঁর উপদেশ লঞা তবে যুদ্ধ কব ॥
 এতেক বচন শুনি যত সুরগণে ।
 সেইরূপে আইলা বিশ্বরূপ বিচ্রমানে ॥
 দেবগণে মিলিয়া বরিল পুরোহিত ।
 যজ্ঞ আরম্ভিল বিশ্বরূপ সুপণ্ডিত ॥
 বিশ্বজয় (১) যজ্ঞ করাইল পুরন্দরে ।
 নারায়ণ-কবচ ধবিল কলেবরে ॥
 তবে ইন্দ্রে যুদ্ধ করি অশ্বরে জ্বিলিল ।
 দেবগণ সহ নিজ অধিকার পাল্য ॥
 এইরূপে যজ্ঞ করে দ্বিগু বিশ্বরূপে ।
 দৈবযোগে অশ্বরকে দিল যজ্ঞভাগে ॥
 এ বোল শুনিঞা ক্রোধ কৈল পুরন্দরে ।
 ব্রাহ্মণের তিন মাথা কাটিল সঞ্চারে ॥
 বিশ্বরূপ দ্বিজের আছিল তিন মুণ্ড ।
 ইন্দ্রে তাহা কাটিয়া করিল চারি খণ্ড ॥
 ব্রহ্মবধ সঙ্কল্পিল ইন্দ্রের শরীরে ।
 ইন্দ্রে চারি ভাগ করি বিভাজিল তারে ॥
 ক্রম জল ভূমি আর যত নারীগণ ।
 চারি ভাগে ব্রহ্মবধ পাইল পরিজন ॥
 পৃথিবীর ব্রহ্মবধ বিদিত উষরে ।
 ফেন বৃন্দে ব্রহ্মবধ জানি নীরে ॥ (২)
 তরুগণে ব্রহ্মবধ আঠা রূপে বহে ।
 নারীগণে ব্রহ্মবধ রাজাযোগে বহে ॥

(১) জাতুধান অর্থে—রাক্ষস ।

(২) “যযাতি রাজার বিভা কৈল মহাবলী ।”

(৩) ইহার পর বর্দ্ধমান—ভৈটোগ্রামের

পুঁথিতে নূতন অধ্যায়ের আরম্ভ হইয়াছে ।

(১) পাঠান্তর—“বিপুঞ্জয়” ।

(২) পাঠান্তর,—“সরোজলে” অপরাধ,—“জানিব সে জলে”

এতেক প্রকারে ইন্দ্র ব্রহ্মবধে তরে ।
 পুত্রবধ শুনি বিশ্বকর্মা ক্রোধ করে ॥
 বৃত্র নামে অশুব সৃষ্টি ল ভয়ঙ্কর ।
 প্রলয় কাণের যেন জলন্ত অনল ॥
 ধুম্রবর্ণ বিকট দশন ঘোরতর ।
 পদভরে ধরণী করয়ে টলমল ॥
 তিন লোক ঘড়ি নাদ করয়ে গভীর ।
 ত্রিশূল তুলিয়া বৃত্র নাচে মহাবীর ॥
 তিন লোক গরাসয়ে দৈত্য দুর্দ্ধারিষ ।
 তা দেখিয়া দেবগণ হৈলা বিমরিষ ॥
 পরম দাক্ষণ রণ বাজিল তখনে ।
 বৃত্র সহ মহাবৃত্ত কৈল সুরগণে ॥
 সমরে হারিয়া সুর পলায় সত্তরে ।
 শরণ পশিল কৃষ্ণচরণ-কমলে ॥
 দিব্য রূপ ধরি হবি দলা দরশন ।
 দেবগণ দেখি কৈল প্রণাম স্তবন ॥
 ভূট্ট হঞা বর দিলা প্রভু হবীকেশ ।
 শুন শুন দেবগণ কহি উপদেশ ॥
 দধ্যাক্ষ পরম মুনি আছে মহাজন ।
 মাগিয়া তাহার অঙ্গ লহ সুরগণ ॥
 তার অঙ্গ দিয়া কর বজ্রের নির্মাণ ।
 তবে ইন্দ্র মরিবে অসুর বলবান্ ।
 মাগিলেহি দিবে দ্বিজ আপনার অঙ্গ ।
 মাগিলে না করে মহাজনে আজ্ঞা ভঙ্গ ॥
 এতেক বলিয়া গেলা প্রভু তগবান্ ।
 ইন্দ্র আদি দেব আইলা দ্বিজ বিত্তমান
 প্রণাম করিয়া ইন্দ্র দধ্যাক্ষচরণে ।
 সুরগণ সহে কৈল আত্মনিবেদনে ॥
 যশোধন মহাজন পরিহতকারী ।
 তত্ত্বজ্ঞান নাহি তায় দেহ গেহ করি ॥
 আপনার অঙ্গ যদি কর কর সস্ত্রাদান ।
 তবে সব সুরগণ পায় পরিত্রাণ ॥
 শুনিঞা দধ্যাক্ষ মুনি দিলেন উত্তর ।
 অঙ্গব শরীর ধন অঙ্গব সকল ॥
 অঙ্গব শরীরে যদি দ্রব পদ পাই ।
 তবে কেনে তাহা ছাড়ি অত্র কর্ষে ধাই ॥
 এ শরীরে হয় যদি দেব উপকার ।
 তবে আমি শরীর তেজিল আপনায় ॥
 এ বোল বলিয়া বিপ্র ধ্যান যোগ করি ।
 শরীর তেজিয়া তৈহো গেলা বিশ্বপুরী ॥
 বিশ্বকর্মা সেই অঙ্গে বজ্র নিয়মিল ।
 পরম উজ্জল অস্ত্র ইন্দ্র হস্তে দিল ॥

তবে ইন্দ্র ঐরাবতে করি আরোহণ ।
 বজ্র হস্তে করিয়া (১) করিতে গেলা রণ ॥
 অসুরের সঙ্গে তবে বাজিল সংগ্রাম ।
 যুঝিবারে আইল যত দৈত্যের প্রধান ॥
 হয়গ্রীব শঙ্খশিরা নমুচি শষর ।
 বুধপর্কী চেতি প্রচেতি খরতর ।
 অয়োমুখ বিপ্রচিতি দ্বিমুখা প্রথর ।
 মালী সুমালী আদি দৈত্য ভয়ঙ্কর ॥
 দৈত্য দানব যক্ষ রক্ষ কোটি কোটি ।
 চৌদিকে বেচিল তারা বাণ ছটাছুটি ॥
 সংহনাদ করি ধায় লক্ষ লক্ষ সেনা ।
 বাঘভাঙ বাজে উঠে ত্রৈলোক্য বানা ॥
 প্রাণ মৃদার গদা পরিঘ তোমর ।
 শূল পরশু বজ্র অস্ত্র খরতর ॥
 অস্ত্রে শস্ত্রে কাটাকাটি বাণ ববিষণ ।
 বাজিল অসুর দেবে ঘোর মহারণ ॥
 যত দেবগণ ছিল সমরে প্রচণ্ড ।
 অসুরের অস্ত্র কাটি কৈল খণ্ড খণ্ড ॥
 পৃথ্বীর ভিতার রণ হৈল ভয়ঙ্কর ।
 নগ নাগ সকল কাঁপিল চরাচর ॥
 দৈত্য দানব যত বলে পরখর ।
 তারা সব পালাইল তেজিয়া সমর ॥
 তবে বৃত্র বলে আরে শুন দেবগণ ।
 তোবা সব মোর সঙ্গে করসিঞা রণ ॥
 সমর তেজিয়া ভয়ে যে সব পলায় ।
 তার সঙ্গে যুঝিবারে কভু ন জুয়ায় ॥
 মোর আগে রহ তোরা করসিঞা রণ ।
 আজি পাঠাইমু দেবে যমের ভুবন ॥
 এতেক বচন বলি মহানাদ কৈল ।
 মুরহিত হঞা দেব ভূমিতে পড়িল ॥
 আকর্ণ শব্দ করি বৃত্র মহাসুর ।
 ছুই পায়ে মন্দিয়া দেবতা কৈল চুর ॥
 তবে দেবদ্বাজ কোশে জ্বলিল অন্তরে ।
 পেলাঞা মারিল গদা বৃত্রের উপরে ॥
 আকাশে উঠিল গদা পড়িল উপরে ।
 লীলায় ধরিল বৃত্র দিয়া বাম করে ॥
 সেই গদা তুলিয়া প্রমাইল তিন বার ।
 ঐরাবত-কুস্তে কৈল গদার প্রহার ॥
 গদাবাড়ি ঝাঞা গজ ঘুরিতে লাগিল ।
 ইন্দ্র সহ সাত ধনু রণ তেজি গেল ॥

অমৃত-অঙ্গুলী ইন্দ্র গজমুখে দিল ।
 খণ্ডিল অঙ্গের ব্যথা গজ স্থির হৈল ॥
 ক্রোধ করি বলে বৃত্র আরে পুরন্দর ।
 তুঞ্জে সে যারিলি মোর ভাই সহোদর ॥
 ব্রহ্মবধ গুরুবধ দ্রাক্ষবধ করি ।
 আপনে বোলাহ ইন্দ্র দেব-অধিকারী ॥
 সুধিব ভাইর ধার বধিব তোমারে ।
 আজি তোমা বেচি থাকে শৃগাল কুকুরে ॥ (১)
 মোর হাতে শীয়ে যাবে হেন মনে লয় ।
 এইরূপে ইন্দ্রকে ভৎসিল অতিশয় ॥
 তবে বৃত্র পুরন্দরে বাজিল সঙ্গান ।
 নাহি হয় যুদ্ধ আর তাহার সমান ॥
 অমুরে অমরে বুদ্ধ বাণ ছুটাইল ॥
 মুদগর-প্রহার শিরে খজো কাটাকাটি ।
 গাঃ পাথর কেহ পর্বত পেলায়ে ॥
 কেহ মুখ মেলি আইসে খাইবারে ধায়ে ॥
 বৃত্রে ইন্দ্রে যুদ্ধ তার নাহি সমতুল ।
 গদার প্রহারে হৈল কোটি কোটি চূর ॥
 দেব অমুরের যুদ্ধ পরম দারুণ ।
 নগ নাগ তিন লোক কাঁপিল বরণ ॥
 পড়িল অমুর দেব সমর ভিতরে ।
 তবে বৃত্র ডাক দিয়া বলে উচ্চসরে ॥
 তোর অস্ত্রে ইন্দ্র আমি তেজিব শরীর ।
 অনন্ত চরণে তবে চিত্ত হৈব স্থির ॥
 তবে মোর খণ্ডিব সকল ভববন্ধ ।
 নিরবধি কবিমু ভবতজনসঙ্গ ॥
 হরিদাস তাঁর দাস দাস অমুদাস ।
 জনমে জনমে হঞা থাকু এই আশ ॥
 যদি মন করে কৃষ্ণগুণ স্মরণ ।
 ছুই কর হয় যদি সেবাপরায়ণ ॥
 যদি মোর বদনে গোবিন্দ গুণ গায় ।
 যদি নারায়ণকর্ম করে মোর কায় ॥
 তবে ইন্দ্রপদ ব্রহ্মপদ যোগসিদ্ধি ।
 সার্কভৌমপদ চাহি বাঞ্ছো মহানিধি ॥
 বৈষ্ণব জনের সঙ্গে বাস যদি হয়ে ।
 কাম্ববন্ধে জন্ম তবে যথা তথা নহে ॥
 এতেক বচন বলি বৃত্র মহাবলী ।
 খাইল ইন্দ্রের তরে শূল পাট ধরি ॥
 শূল মুখে জলিছে প্রলয়-হত্যাশন ।
 শূল পাট দেখিয়া কাঁপিল ত্রিভুবন ॥

(১) পাঠান্তর,—“শকুনি শৃগালে” ।

আকাশে ফেলিয়া শূল মারিল অমুরে । (১)
 ঘুরিয়া পড়িল শূল ইন্দ্রের উপরে ॥
 বজ্রে কাটি ইন্দ্র শূল কৈল খণ্ড খণ্ড ।
 কাটিল বৃত্রের আর এক ভূজদণ্ড ॥
 হস্ত কাটা গেল কোপে জলিল অমুর ।
 মারিল ইন্দ্রের গালে চাপড় নিষ্ঠুর ॥
 ইন্দ্রের হস্তে বজ্র খসিয়া পড়িল । (২)
 হাহাকার তুমুল শব্দ উপজিল ॥
 তবে দেববাজ বজ্র তুলিয়া না লয় ।
 বৃত্রাসুর ইন্দ্রকে ভৎসিলা অতিশয় ॥
 যুদ্ধকালে বিবাদ বীরের নহে ধর্ম ।
 জয় পরাজয় দেখে ঈশ্বরের কর্ম ॥
 কাঠের পতলী নাচে কুহক ইৎসায় ।
 পত্রের হরিণ যেন বাদিয়া নাচায় ॥
 এইরূপে প্রভু যারে যে কর্ম করায় ।
 প্রভুনিয়োজিত কর্ম গুণে না যায় ॥
 পিঞ্জরের পাখী যেন থাকয়ে বন্ধনে ।
 সেইরূপ ব্রহ্মা আদি ঈশ্বর-অধীনে ॥
 যুগজনা আপনাতে করে অভিমান ।
 খণ্ডিতে না পারে কেহ ঈশ্বর নিষ্কাশন ॥
 একজনে আর জন প্রভু সৃষ্টি করে ।
 আর জনা দিয়া প্রভু অল্প জনে মারে ॥ (৩)
 করয়ে করায় তেঁহ ভুঞ্জয়ে ভুঞ্জায় ।
 ব্রহ্মা আদি যার কর্মে অন্ত নাহি পায় ॥
 এ বোল বুঝিয়া ইন্দ্র তেজ বিমরিষ ।
 মোর সঙ্গে যুব চিত্তে হইয়া হরিষ ॥
 বৃত্রের বচন শুনি দেব পুরন্দর ।
 হাসিয়া বুকেরে তবে দিলেন উত্তর ॥
 ধর্ম মহাপুরুষ ভকত মহাভাগ ।
 শ্রীহরিচরণে এত বড় অহুরাগ ॥
 বিষ্ণুমায়া তুমি সে তরিলে মহাশয় ।
 নহিব তোমার আর ভব-মহাভয় ॥

(১) পাঠান্তর,—

“আকাশে ভ্রমাণ শূল পেলিল অমুরে ।”

(২) “ছিন্নকবাহুঃ পরিষণে বৃঃ

সংরক্ত আসক্ত গুণীতবজ্রম্ ।

হনৌ ততাদেজমথামরেন্তঃ

বজ্রঞ্চ হস্তাশ্রয়পশ্চাৎস্বয়ংঃ” ৬।১২।৪

(৩) পাঠান্তর,—

“একজনে আব জন সাজায় শ্রীহরি ।

আন জন দিঞ প্রভু আন জন মারি ।”

তমোগুণে জন্মিলে অশ্রু ছুরাচার ।
 এত বড় বিফলভক্তি দেখিলুঁ তোমার ॥
 এ বোল বলিয়া ইন্দ্র বজ্র হাথে ধরি ।
 বৃদ্ধ সঙ্গে যুদ্ধ কৈল দেবমহাবলী ॥
 বাম হস্তে পরিঘ তুলিয়া মহাসুর ।
 মারিল ইন্দ্রের মুণ্ডে (১) প্রহার নিষ্ঠুর ॥
 পড়িতেছি পরিঘ কাটিল পুরন্দর ।
 তবে পুন কাটিল বৃদ্ধের আর কর ॥
 দুই হাত কাটা গেল বৃদ্ধ কোপে জলে ।
 হত্কার করিয়া পড়িল ভূমিতলে ॥
 মুখখান বেলি দৈত্য আকাশ ঘুড়িয়া ।
 ঐরাবত সহ ইন্দ্র পেলিল গিলিয়া ॥
 হাহাকার শব্দ উঠিল ত্রিভুবনে ।
 মহাবলী দেবরাজ না মৈল পরাণে ॥
 উদয় ভেদিয়া ইন্দ্র বাহিরে আইলা ।
 রজ্জের মাথা কাটিয়া বৃদ্ধের প্রাণ নিল ॥
 পড়িল অশ্রু ঝর হৈল ত্রিভুবনে ।
 হৃদুভি বাজনা বাজে পুষ্প বরিষণে ॥
 গন্ধর্বে সংগীত গায় অপ্সরা নাচন ।
 জয় জয় শব্দে পুরিল ত্রিভুবন ॥
 এইরূপে পড়িল অশ্রু মহাবলী ।
 মনে দুঃখ পাইল ইন্দ্র ব্রহ্মবধ করি ॥

(১) পাঠান্তর,—“পৃষ্ঠে” ।

কি গতি হইব মোর কি হয় প্রকার ।
 কোনমতে ব্রহ্মবধ হৈব প্রতীকার ॥
 এতেক বচন শুনি শ্রু-মুনিগণে ।
 হাসিয়া ইন্দ্রের সনে কল সম্ভাষণে ॥
 বিবাদ না কর তুমি তেহ সংশয় ।
 ব্রহ্মবধ করিয়া তোমার কিবা ভয় ॥
 অশ্বমেধ যজ্ঞ কর ভজহ শ্রীহরি ।
 গোবিন্দ ভজিলে কত ব্রহ্মবধে তরি ॥
 পিতৃ-মাতৃ গুরুঘাতী গোব্রাহ্মণ-ঘাতী ।
 চণ্ডাল কুকুণ্ডভোজী হীন পাপজাতি ॥
 এ সব যাহার নাম করিয়া কীর্তন ।
 অশেষ পাতকবন্ধ করয়ে খণ্ডন ॥
 অশ্বমেধ করি তুমি ভজ দামোদর ।
 হরিনাম কীর্তন করহ নিরন্তর ॥
 জগত মারিয়া যদি জগতে সংহারে ।
 সেই পাপী হরিণামে হেলে পাপে তরে ॥
 মূনির বচন শুনি দেব পুরন্দর ॥
 বৃষ্ণিয়া মারিবে বৃদ্ধে রণের ভিতর ।
 মুক্তিমন্ত হঞা ব্রহ্মবধ উপজিল ।
 ধাঞা ব্রহ্মবধ ইন্দ্রে থাইবারে আইল ॥
 অশ্বমেধ যজ্ঞ করাইল মুনিগণে ।
 নিরবধি কৈল ইন্দ্র হরিসংকীর্তনে ॥
 ব্রহ্মবধ ঘুচিল ইন্দ্রের হেল জয় ।
 বৃদ্ধবধচারিত শুনিলে পাপ ক্ষয় ॥
 ধ যশস্বর পাপহ ত্রিপুজয় ।
 ভাগবত-আচার্য্য কহিল পুণ্যময় ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে ষষ্ঠস্কন্ধে

দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

পাহাড়ী রাগ ।

তবে রাজা পরীক্ষিৎ ভাবিরা বিশ্বয় ।
 পুছিল মূনির পাবে করিয়া বিনয় ॥
 ভাসল দরস্ত বৃদ্ধ পাপ দুরাচার ।
 কোন্ পুণ্যে হরিতত্ত্ব জন্মিল তাহার ॥
 সন্তুষ্টীপা পৃথ্বী যদি রেণু করি গণি ।
 তার সম চরাচর জীব হেন মানি ॥
 তার মধ্যে পুণ্যকর্ম করে নর জাতি ।
 তার মধ্যে কেহ কেহ সাধয়ে মুক্তি ॥

কোটি কোটি মধ্যে কেহ মুক্তি পদ পাবে ।
 মুক্ত কোটি কোটি মধ্যে বিচারিয়া চাবে ॥
 তমুত তাহার মধ্যে ভকত দুলভ ।
 বৃদ্ধ হৈয়া কোন্ পুণ্যে পাইল হেন পদ ॥
 কহ মহামুনি তুমি ইহার কারণ ।
 কিরূপে বৃদ্ধের ভক্তি হৈল উৎপন্ন ॥
 শুক বলে শুন রাজা কহিব তোমায়ে ।
 চক্রেতে নামে রাজা বিদিত সংসারে ॥

স্বরসেন দেশে সার্কর্ভোম নরপতি ।
 আছিল তাহার দশ সহস্র যুবতী ॥
 ধন জন সম্পদ সে হেন নারীগণে ।
 কোথাহ পীরিতি তার নহে পুত্র বিনে ॥
 আছিল অঙ্গিরা মুনি ব্রহ্মার নন্দন ।
 দৈবযোগে তার স্থানে কৈল আগমন ॥
 আতিথ্য বিধানে রাজা পূজিল তাঁহারে ।
 কনক আসনে পুজি বসাল্য বসিরে ॥
 পুছিল অঙ্গিরা মুনি শুন নরেশ্বরে ।
 অন্তরে চিন্তিত হেন দেখিয়ে তোমারে ॥
 চিত্তকেতু বলে সভা বলিলে গোসাঞি ।
 বাহ্য অভ্যন্তর তোমার অবিদিত নাঞি ॥
 জিজ্ঞাসিলে তমু তুমি চাহি কহিবারে ।
 অপুত্রের হয় কোন পুণ্য প্রতিকারে ॥
 এই সে কারণ হেতু মনে কিছুই না ভায় ।
 নহিল সম্ভতি যোর কোন গতি হয় ॥
 রাজার বচন শুনি মুনি রূপা কৈল ।
 যজ্ঞ করি চরস্থানী রাজাকে সঁপিল ॥
 প্রধান মহিষী তার নামে কৃতদ্রুতি ।
 যজ্ঞচক্র তাহারে খাওয়ায় নরপতি ॥
 মুনি বলে ইহা হৈতে হৈব পুত্রবর ।
 হরিষ বিবাদে তোমার পুরিব অন্তর ॥
 এ বোল বলিয়া মুনি গেলা নিজস্থান ।
 আনন্দে রহিল তবে নৃপতি প্রধান ॥
 শুভকালে ও শুভক্ষণে কুমার জন্মিল ।
 শুনিয়া রাজার চিস্তে আনন্দ হইল ॥
 গজ দান রথ দান পৃথিবী কাঞ্চন ।
 পুত্রের উৎসবে রাজা দিল মহাধন ॥
 ঘরে ঘরে পুরে পুরে আনন্দ যতল ।
 মৃত্যু গীত আনন্দে পুরিল ক্ষিতিল ॥
 তবে রাজকুমার বাচিয়ে দিনে দিনে ।
 পুত্রস্নেহে চিত্তকেতু অন্ত নাহি জানে ॥
 পুত্র ছাড়ি তার চিস্তে অন্য নাহি ভাবে ।
 অধনের ধন যেন হারাইলে পাবে ॥
 পুত্রের জননী করি প্রেম অতিশয় ।
 আন নারীগণে তার টুটিল স্বয়র ॥
 সন্দ্বীপ সম্পদ দেখিয়া দেবীগণে ।
 শোকে অঁতনে হৈয়া চিস্তে মনে মনে ॥
 একদিন সকলে মিলিয়া যুক্তি কৈল ।
 বিব দিয়া বালকে করে স্কীর পিরাইল ॥
 শরনে শুভাল্য শিশু থইয়া রাজঘরে ।
 মায়ে আজ্ঞা দিল ধাই পুত্র আনিবারে ॥

ধাত্রী মায়ে পুত্র কোলে করিয়া ডাকিল । (১)
 হাহা শব্দ করি মাতা ভূমিতে পড়িল ॥
 শিরে কর হানিঞা কান্দয়ে উচ্চস্বরে ।
 এ বোল শুনিয়া রাজা উঠিল সত্বরে ॥
 ভূমিতে পড়িয়া কান্দে চিত্তকেতু রাজা ।
 রাজার কান্দনা দেখি কান্দে যত প্রজা ॥
 পাত্রে মিঞা সামন্ত যতেক (২) পুরজন ।
 রাজারে বেচিয়া সন্তে করয়ে ক্রন্দন ॥
 শিরে করাঘাত করে কেশ সে উফাড়ে ।
 উঠিয়া উঠিয়া রাজা ভূমিতলে পড়ে ॥
 অব্যত বনিতা কান্দে যত পুরনারী ।
 কান্দয়ে সকল লোক বালকে করে বেচি ॥
 শিরে করাঘাত করি করয়ে বিলাপ ।
 ক্ষেণে মুরছিত হয়ে ক্ষেণে দেহি ঝাপ ॥
 (কতকাল যায় তার নাহি অবধান ।
 রাজি দিবা নাহি জানে নাহিক গেহান) ॥
 এইরূপে কান্দে রাজা শোকে অঁতনে ।
 হেনকালে দুই মুনি কৈল আগমন ॥
 বুঝায় রাজারে তস্তু উপদেশ করি ।
 চিত্ত স্থির কর রাজা শোক পরিহারি ॥
 কে তোমার পুত্র হয় এমি পিতা কার ।
 পুরুষে আছিলে কোথা এখন কাহার ॥
 শ্রোতের বালুকা যেন শ্রোতে লঞা যায় ।
 এইরূপ সব জীব কালে বিচালয় ॥
 বীজ হৈতে বীজের জনম সভা নয় ।
 এক বীজ হৈতে কৈছে আর বীজ হয় ॥
 এক দেহ হৈতে আর দেহের জনম ।
 অজর অমর বীজ নিত্য সনাতন ॥
 এক হরি লজ্জা আর করয়ে সংহার ।
 মিথ্যা জীব বলে পুত্র দার আপনার ॥
 এ বোল শুনিঞা রাজা তেজিল ক্রন্দন ।
 অলপে অলপে কৈল শোক নিবারণ ॥
 রাজা বলে ওহে অবধূত বেশধর ।
 তোমা সভা দেখি যেন মহা যোগেশ্বর ॥
 মহামুনিগণ সব ভ্রময়ে সংসারে ।
 জ্ঞান উপদেশ করে জীবের নিত্যারে ॥
 আমি সব পশুবুদ্ধি যুট অগেহান ।
 জ্ঞানদীপ দিয়া যোরে কব পরিজ্ঞান ॥

(১) পাঠান্তর,—

“ধাইয়ার কোলে করি পুত্রে ডাক দিল” ।

(২) পাঠান্তর—“সভাসনে বসত” ।

রাজার বচন শুনি ছই মুনীশ্বর।
 আপনার পরিচয় দিলেন উত্তর ॥
 আমি সে অঙ্গিরা মুনী ব্রহ্মার কুশার।
 রবে আসিয়া পুত্র সাধিল তোমার ॥
 ঐহ্যারে নারদ বলি মুনির প্রধান।
 ঐহ্য হৈতে রাজা তুমি পাবে পরিজ্ঞান ॥
 তুমি হেন রাজা হয়্যা পুত্রশোকের মজ।
 ভক্তিপথ ছাড়িয়া সংসারধর্ম ভজ ॥
 পরম বৈষ্ণব তুমি পুরুষে আছিলে।
 এ দেহ ধরিয়া তুমি ভক্তি পাসরিলে ॥
 ভক্তি উপদেশ দিতে হৈলু উপসরে।
 বিকল দেখিল তোমা পুত্রের কারণে ॥
 তে-কারণে তখনে না কৈলু উপদেশ।
 এখন যে কহি রাজা শুনহ বিশেষ ॥
 পুত্র হৈতে দেখ রাণী সতে শোক সার।
 মিথ্যা ধন এন রাজ্য মিথ্যা স্নাত দার ॥
 পুত্র হৈতে সতে শোক বৃথ অহুতানে।
 তত্ত্ব উপদেশ লহ নারদের স্থানে ॥
 অঙ্গিরার বচন শুনিঞা নরপতি।
 নারদচরণযুগে করিল প্রণতি ॥
 মন্ত্র উপদেশ তবে করিলা নারদে।
 অনন্ত প্রসন্ন হৈব যাহার প্রসাদে ॥
 শিব আদি যার পদ করিয়া সেবন।
 শিবপদ পাইল ভ্রম করিয়া খণ্ডন ॥
 হেন অনন্তের মন্ত্র কৈল উপদেশ।
 তবে ভক্তিপথে রাণী কৈল পরবেশ ॥
 মরা বালকেরে তবে কহে যোগেশ্বর।
 বাপ মায়ে কান্দে কেন না দেহ উত্তর ॥
 রাজ্য ভোগ কর তুমি বৈস রাজাসনে।
 বাপের সন্তোষ কর উঠিয়া আপনে ॥
 মরা পুত্র বলে তবে শুন নরেশ্বর।
 মিথ্যা কাজে কেন দুঃখ পাও নিরন্তর ॥ (১)
 কে তোমার পুত্র তুমি পিতা বা কাহার।
 কর্ম ভোগ করে জীব ভ্রমিয়া সংসার ॥
 দৈবযোগে পুত্র মিত্র বন্ধু সঙ্গ হয়ে।
 বিচারিয়া চাহ রাজা কেহ কার নহে ॥
 বিকাইলে সোণা যেন অন্যে লঞা যায়।
 এইরূপে দেখ জীব ভ্রমিঞা বেড়ায় ॥

(১) পাঠান্তর,—

“এতক বচন যদি বলিল মুনীশ্বরে।
 অন্তরীক (গত) হঞা করিল উত্তরে।”

যাবৎ বাহাতে থাকে আপন সখ ॥
 তাবৎ তাহার সঙ্গে প্রেম অমুবন্ধ ॥
 নিত্য নিরঞ্জন জীব অজর অমর।
 পুত্র মিত্র নাহি তার নাহি ভিন্ন পর ॥
 বালকের বচন শুনিঞা নরপতি।
 পুত্রশোক তেজি রাজা হৈল শুদ্ধমতি ॥
 আপনার তত্ত্ব রাজা বুঝিয়া আপনে।
 রাজ্যপদ তেজি গেল পুণ্য মধুবনে ॥
 যমুনার জলে স্নান ত্রিকাল করিয়া।
 অনন্তচরণ পূজে একচিত্ত হয়্যা ॥
 যে মন্ত্র নারদ মুনী উপদেশ দিল।
 একান্ত ভক্তি করি সে মন্ত্র জপিল ॥
 সাতদিনে মন্ত্রসিদ্ধি হৈল নরেশ্বরে।
 গন্ধর্বের অধিপতি পদ দিল তারে ॥
 অনন্ত ধরলীধর ভকতবৎসল।
 দরশন দিলা দাপ্ত গৌর কলেবর ॥
 প্রসন্নবদন প্রভু অকণ্ঠলোচন।
 মুকুট কুণ্ডল চাক্র সুনীল বসন ॥
 যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র সিদ্ধগণে স্তুতি করে।
 নি প্রভু চিত্তকেতু দেখিল গোচরে ॥
 বলরাম দরশনে খণ্ডিল দুঃখিত।
 বাটিল আনন্দ ভাব নিরনল চিত্ত ॥
 নয়নে আনন্দজল প্লাবিত অজ।
 প্রেমে গদ গদ বাণী হৈল স্বরভঙ্গ ॥
 তবে রাজা ক্ষণে চিত্ত কৈল সমাধান।
 দিব্য স্তুতি করিয়া স্তবিল (১) বলরাম ॥
 তুষ্ট হঞা বলে প্রভু শুন নরেশ্বর।
 পুরুষে আছিল তুমি আমার কিঙ্কর ॥
 নারদকৃপায় হৈলে এখনে উদ্ধার।
 এইরূপ জান রাজা অসত্য সংসার ॥
 আমার বন তুমি ধরিহ যতনে।
 দেহ গেহ পুত্র দার তেজ একমনে ॥
 ভক্তি করিয়া ভ্রম চরণ আমার।
 যথা তথা রহ তুমি সুখে হব পার ॥
 এতক বচন বলি প্রভু বলরাম।
 অন্তরীক হঞা প্রভু কৈল অন্তর্ধান ॥
 চিত্তকেতু রাজা হৈল বিদ্যাধরপতি।
 দিব্য রথে আকাশে বিহরে মহামতি ॥
 গগনমণ্ডলে ভ্রমে রথের উপর।
 আনন্দে বিহরে রাজা কোটি যে বৎসর ॥

(১) পাঠান্তর—“তুহিল”

সিদ্ধ সাধ্য বিজ্ঞাধর করয়ে স্তবন ।
কোটি কোটি বিজ্ঞাধরী করয়ে সেবন ॥
দ্বিব্যরথে চড়িয়া বিহরে বিজ্ঞাধর ।
হরিনাম সঙ্কীৰ্ত্তন করে নিরন্তর ॥ (১)
একদিন অমে রাজা আকাশমণ্ডলে ।
কৈলাস পর্বতভটে দেখিল শঙ্করে ॥
চৌদিকে বেষ্টিত শিষ্য মুনি সিদ্ধগণে ।
তত্ত্বযোগ মহাদেব বাখানে আপনে ॥
দেবী দিগম্বরী কোলে হর দিগম্বর ।
তত্ত্ব কথা কহে শিব সভার ভিতরে ॥
চিত্রকেতু রাজা দেখি হাসে মনে মনে ।
হেন অদভূত নাহি দেখি ত্রিভুবনে ॥
সকল লোকের পিতা গুরু মহেশ্বর ।
পরম তাপস বেশ শিরে জটাধর ॥
ভিরি কোলে করি রহে সভার ভিতরে ।
মত্ত উনমত্ত সেহ এ কর্ম না করে ॥
আপনি শঙ্কর হয়্য করে হেন কাজ ।
জগৎ ভরিয়া হৈল এত বড় লাজ ॥
আপনে ঈশ্বর হখ্য হেন কর্ম করে ।
অন্তে যে করিবে মন্দ কি বলিব তারে ॥
এতেক বচন শুনি পর্বতদুহিতা ।
ক্রোধ করি বলে দেবী ত্রিভুবনমাতা ॥
হর দুষ্ট কর্ম করে ইহ সব জানে ।
ব্রহ্মা হঞা না জানিল যত মুনিগণে ॥ (২)
ইহ জানে শঙ্কর নিজজ্ঞ দুরাচার ।
ইহ সে দেখিল হরে দুষ্ট ব্যবহার ॥
যোগেন্দ্র মুনীন্দ্ৰ যার চরণ ধোয় ।
স্বর সিদ্ধগণে যার অন্ত নাহি পায় ॥
ইহা জানে শিব কর্ম করে বিপরীত ।
আজি সে ইহার দণ্ড করিব উচিত ॥
ভকত জনের কতু নহে অহঙ্কার ।
ভক্তি পথে ইহার নাহিক অধিকার ॥

(১) পাঠান্তর,—

দ্বিব্য রথে চড়িয়া ভ্রময়ে নিরন্তর ।
নিরবধি হরিগুণ গায় বিজ্ঞাধর ॥

(২) পাঠান্তর,—

“মহাবিজ্ঞ না জানিল যত মুনিগণে ॥”

এই পাপে অমর জনম হেন হয় ।
এমত কুচ্ছিত বুদ্ধি কতু যেন নয় ॥
এ বোল শুনিঞা চিত্রকেতু বিজ্ঞাধরে ।
দুই হাত পাতি শাপ লইল আদরে ॥
ভূমেতে পড়িয়া রাজা কৈল নমস্কার ।
এই সে উচ্চিত দণ্ড করিলে আমার ॥
অজ্ঞান-মোহিত জন্ত ভ্রময়ে সংসারে ।
সুখ দুঃখ পাপপুণ্য ভুলে নিরন্তরে ॥
শাপবিমোচন দেবি না করিহ মোর ।
এক নিবেদন করে চরণে তোমার ॥
এই সে কারণে দেবী চরণ ভজিলু ।
তুমি হেন জানি মুঞি অপরাধ কৈলু ॥
সেই দোষ খানি মোর ক্ষমহ পার্শ্বতি ।
তবে হউক তব শাপে মোর অধোগতি ॥
এত বলি চিত্রকেতু চলিল বিমানে ।
হরকথা কহে তবে দেবী বিজ্ঞমানে ॥
দেখ দেবী ভকত-মহিমা-পরকাশ ।
ভকত জনের নাহি সুখভোগ আশ ॥
স্বর্গ মোক্ষ নরকে সমান বুদ্ধি যার ।
তোমার মোর দেহ গেছে নাহি অহঙ্কার ॥
প্রসাদ নিগ্রহে তার নাহি বসন্ত জ্ঞান ।
ভকত জনের চিত্তে সকল সমান ॥
আমি আর বিরিকি সনক আদি করি ।
যাহার মহিমা কেহ বুঝিতে না পারি ॥
শত্রু মিত্র নাহি যার নাহি ভিন্ন মর্ম ।
আমি-সব জানিতে না পারি যার ধর্ম ॥
সে প্রভুর ভকত অনন্ত গুণ ধরে ।
শুনিলে শাস্তাতে যে কহিল বিজ্ঞাধরে ॥
শিবের বচন শুনি দেবী মহামায়া ।
চিন্তিয়া রহিলা মনে বিষয় ভাবিয়া ॥
সেই চিত্রকেতু রাজা বুজ্ঞ জপ ধরে ।
মারিল সমরে ভারে দেব গুরুরে ॥
কহিলু তোমাতে রাজা এ পুণ্য চরিত্র ।
ভকত-স্মিত-কথা পরম পবিত্র ॥
ধন্য পুণ্য পাপহর পরম পাবন ।
শুনিলে দুর্গতি খণ্ডে দূরিত হরণ ॥
শ্রীগদাধর ভক্তিরসগুরু জান ।
ভাগবত-আচার্যের মধুরস-গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে ষষ্ঠস্কন্ধে

প্রেমতরঙ্গিনী তৃতীয়োধ্যায়ঃ ॥

ইতি ষষ্ঠ স্কন্ধঃ সমাপ্তঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তম অঙ্ক

প্রথম অধ্যায় ।

কানড়া রাগ ।

দেবসৃষ্টি ঋষিসৃষ্টি যতরাপে হৈল ।
একে একে শুক মুনি সকল কহিল ॥
দিত্তিগর্তে হৈল যত দৈত্য খরতর ।
হিরণ্যকশিপু রাজ্য দৈত্যের দীশ্বর ॥
অন্ত নামে দৈত্য ছিল তাহার কুমারী ।
করাধু তাহার নাম পরম সুলক্ষ্মী ॥
হিরণ্যকশিপু তারে কৈল পরিণয় ।
তাহার উদরে হৈল চারিটি তনয় ॥
কনিষ্ঠ প্রহ্লাদ তার ভক্ত প্রধান ।
প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন ধলবান ॥
তার পুত্র বলি রাজ্য বলিপুত্র বাণ ।
শতেক ভাইর মাঝে আছিল প্রধান ॥
এইরূপে কহিল সকল সৃষ্টিকথা ।
যেখানে অমুর সৃষ্টি হৈল যথা যথা ।
তবে রাজ্য জিজ্ঞাসিল শুন মুনীশ্বর ।
অগতে কৃষ্ণের কেহ নাহি নিজ পর ॥
তবে কেন বৈরাগ্য করে নারায়ণে ।
অমুর বিনাশে প্রভু দেবের কারণে ॥
সত্যর হৃদয়ে বৈসে প্রভু স্বযীকেশ ।
কি কারণে অমুর-দানবে করে ধ্বংস ॥
কহ গুরু মুনীশ্বর ইহার কারণ ।
চিন্তের সংশয় মোর কর নিবারণ ॥
রাণার বচন শুনি শুক মহামুনি ।
সাধু সাধু বাদ করি রাজ্যেরে বাখানি ॥
প্রণাম করিয়া মুনি কৃষ্ণের চরণে ।
কৃষ্ণলীলা কহে মুনি হরষিত মনে ॥
পুরুষ-প্রকৃতি পর এক ভগবান ।
সর্বস্থানে বৈসে প্রভু সর্বত্র সমান ॥
অমুর দানব সৃষ্টি হয় তমোশুণে ।
স্ব স্বগুণে সৃষ্টি পালে যত সুরগণে ।
অমুর দানবে করে অগণ বিনাশ ।
তে-কারণে অমুরে হরয়ে শ্রীনিবাস ॥
দেব রক্ষা করি করে সৃষ্টির পালন ।
অমুরে সংহারে প্রভু এই সে-কারণ ॥
আর কথা কহি রাজ্য শুন সাবধানে ।
নারদ কহিল যুধিষ্ঠির বিজ্ঞমানে ॥
আছিল তোমার পিতামহ যুধিষ্ঠির ।
ধর্মের তনয় তেঁহে নৃপতি স্থবীর ॥

রাজস্বয় যজ্ঞ আশঙ্কিল নরেশ্বর ।
জিনিঞা পৃথ্বীর রাজ্য আনিল সকল ॥
দেবঋষি নরঋষি রাজঋষিগণ ।
আপনে শকর ব্রহ্মা ব্রহ্মার নন্দন ॥
সভেই যেমিয়া (১) আইলা যজ্ঞ দেখিবারে ।
আপনে আছেন যাথে কৃষ্ণ নিরন্তরে ॥ (২)
একদিন বিশ্বর ভাবিল নরেশ্বর ।
জিজ্ঞাসিল নারদেরে সত্যর ভিতর ॥
শুন শুন অদভূত মুনি যোগেশ্বর ।
ভূত ভব্য বর্তমান তোমার গোচর ॥
জিজ্ঞাসিয়ে যোগেশ্বর তোমার চরণে ।
শুনিব তোমার মুখে সব মুনিগণে ॥
এক অদভূত আমি সাক্ষাতে দেখিল ।
শিশুপাল হঞা রুষে পরবেশ কৈল ॥
[পাইতে দুলভ যাহা একান্ত ভক্তি ।
শিশুপাল হইয়া লভিল হেন গতি ॥
জনম-অবধি বেটা কৃষ্ণে করে ঘেষ ।
হেন দৃষ্ট করে কৃষ্ণ-চরণে প্রবেশ ॥]
বেণ নামে এক রাজ্য ছরন্ত আছিল ।
কৃষ্ণ নিন্দা করিয়া সে নরকে পড়িল ॥
জনম-অবধি বেটা নিন্দে নারায়ণে ।
জিহবার না হৈল তার কুণ্ড কি কারণে ॥
সাক্ষাতে পরম ব্রহ্ম এই ভগবান ।
চরণে প্রবেশ বেটা কৈল বিজ্ঞমান ॥
এ বড় আমার চিন্তভ্রম নিরন্তরে ।
প্রদীপের শিখা যেন পবনে সঞ্চারে ॥
কহিবে কারণ তার মুনি মহাশয় ।
তোমার বচনে মোর ঋণ্ডিও সংশয় ॥
রাণার বচন শুনি মুনি যোগেশ্বর ।
হাসিয়া রাজ্যেরে তবে দিলেন উত্তর ॥
অবিচারে যুট লোক তব নাহি জানে ।
জ্ঞতি নিন্দা পুরস্কার দেহ-অভিমান ॥
যুগ্মে মোর বলিয়া শরীরে অহঙ্কার ।
দেহ বধে যানে জীব বধ আপনার ॥

(১) পাঠান্তর,—“কৌতুকে” ।

(২) পাঠান্তর,—

“জানের আছুক কাজ কৃষ্ণ নিরন্তরে” ।

শরীর করিয়া তাঁর নাহি অভিমান ।
 ভক্তি নিন্দা হিংসা তার সকল সমান ॥
 অখিল জীবের জীব প্রভু যদ্বার ।
 দণ্ড করি ছুই অনে ছরিত খণ্ডার ॥
 বৈরিভাব করে কিবা ভয় ভক্তি ধরে ।
 কাম লোভে কিবা তার শরীরে সঞ্চারে ॥
 সকলে ভজুক যেন তেন পরকারে ।
 ভিন্ন পর বুদ্ধি প্রভু কাঙ্ক্ষকে না করে ॥
 বৈরি-অমুবন্ধে যেন হয় কৃষ্ণময় ।
 হেন আন ভক্তিযোগে তেন গতি হয় ॥
 কুমারিয়া কীটে অণু কীটে আনে ধরি ।
 কুটিয়া ভিতরে তারে রাখে বন্দী করি ॥
 ক্রোধ ভয়ে নিরস্তর তাহারে শৃঙারে ।
 নিজরূপ ছাড়িয়া তাঁহার রূপ ধরে ॥
 বৈরভাবে নিরবধি যদি চিস্তে চরি ।
 কৃষ্ণগতি পায় নর কৃষ্ণে ক্রোধ করি ॥
 কাম ক্রোধে ভয়ে প্রেমে গোবিন্দে ধরিয়া ।
 অখিলে (১) অনেক গেল সংসার তরিয়া ॥
 কামে গোপী ভয়ে কংস বৈরে শিশুপাল ।
 লবন্ধ করিয়া যদুবংশের উদ্ধার ॥
 তুমি সব প্রেম করি ভজহ শ্রীহরি ।
 তার মধ্যে বেশ রাজা গণনা না করি ॥
 যেন তেন পরকারে কৃষ্ণে ধরে মন ।
 সেই কণ্ঠে ছুটে তার সংসারবন্ধন ।
 শিশুপাল দম্ববজ্র দু ভাই তোমার ।
 বিকুপারিষদ নরবেশে অবতার ॥
 জয় বিজয় দুই বৈকুণ্ঠ দুরারী ।
 ব্রহ্মশাপে আছিল অমুর বেশ ধরি ॥
 তবে যুধিষ্ঠির রাজা ভাবিয়া বিস্ময় ।
 আর বার জিজ্ঞাসিল করিয়া বিনয় ॥
 সকল বৈকুণ্ঠবাসী লীলা-কলেবর ।
 আনন্দ-মুর্ছিত ধরে একত-প্রবল ॥
 তা-সভারে বিশ্রামে কি করিতে পারে ।
 কহ মুনি এ বড় বিস্ময় হৈল মোরে ॥
 এ বোল শুনিঞা তবে ব্রহ্মার নন্দন ।
 কহিলা যা য়ে তবে হৈহার কারণ ॥ (২)
 ব্রহ্মার কুমার চারি সনকাদি করি ।
 এক দিন গেলা তারা বৈকুণ্ঠ নগরী ॥

পঞ্চ বরিরের শিশু তারা দিগম্বর ।
 প্রবেশ করিলা তারা বৈকুণ্ঠ নগর ॥
 ধারেতে নিবেশ করি রাখিল দুরারী ।
 মুনীগণে শাপিল তাহারে ক্রোধ করি ॥
 হেন দুই বৈকুণ্ঠে (১) থাকিতে না মুদ্রায় ॥
 অধোগতি অমুর-নম যেন পায় ॥
 ভিন জন্ম ধরিব অমুর-কলেবর ।
 তবে শুদ্ধ হৈল দুই পারিষদ বর ॥
 সেই দুই পারিষদ প্রথম জনমে ।
 হিরণ্যকশিপু আর হিরণ্যাক্ষ নামে ॥
 দ্বিতীয় জন্মেতে সেই পুরুষ প্রধান ।
 ধরিল রাবণ আর কুম্ভকর্ণ নাম ॥
 তৃতীয় জনমে জন্ম হৈল শিশুপাল ।
 বিজয় জন্মিল দম্ববজ্র নাম যার ।
 আপনে করিয়া নরসিংহ অবতার ।
 হিরণ্যকশিপু দৈত্য করিল সংহার ॥
 বরাহ-শরীর ধরি প্রভু গদাধর ।
 হিরণ্যাক্ষ বধ কৈল জলের উপর ॥
 রামরূপে কুম্ভকর্ণে বধিলা রাবণে ।
 শিশুপাল দম্ববজ্রে মারিলা তখনে ॥
 মহাভাগবত পুত্র প্রহ্লাদ আছিল ।
 যাহার নির্মল যশে জগৎ পুরিল ॥
 হিরণ্যকশিপু রাজা বহু পরকারে ।
 মারিতে উপায় কৈল প্রহ্লাদ কুমারে ॥
 শাস্ত দাস্ত সর্বভূতহিত দয়াপর ।
 হৃদয়ে বৈসয়ে তার প্রভু গদাধর ॥
 সকল উপায় ব্যর্থ হৈল একে একে ।
 পুত্রকে মারিতে না পারিল কোন পাকে ॥
 এ বোল শুনিঞা তবে রাজা যুধিষ্ঠির ।
 পুছিল মায়ের পায় বি-য়ে স্মরী ॥
 বাপ হয়্যা পুত্রে কেন মারিতে ইচ্ছিল ।
 কোন্ পুণ্যে প্রহ্লাদের ভক্তি জন্মিল ॥
 রাজার বচন শুনি কহে মুনীশ্বর ।
 সাবধানে শুন রাজা হইয়া তৎপর ॥
 হিরণ্যাক্ষ বধ যদি কৈল গদাধরে ।
 হিরণ্যকশিপু তবে জন্মিল অন্তরে ॥
 আকাশে তুলিয়া হাতে ধরিয়া ত্রিশূল ।
 দশনে দশন পিষে বোলয়ে গিষ্ঠুর ॥
 কুকুটি-কুটিল মুখ উদ্ধত নয়নে ।
 উচ্চস্বরে বলে রাজা তবে যন্ত্রিগণে ॥

(১) পাঠান্তর,—“দেখিল” ।

(২) পাঠান্তর,—

“কহিল রাজার জন্মে সব বিবরণ” ।

(১) পাঠান্তর,—“এখাতে” ।

আরে আরে হরগ্রীব বিমূৰ্ছ সখর ।
 শতবাহু ত্রিনয়ন নমুচি হৈম্বল ॥
 আমার বচন তোরা শুন সাবধানে ।
 আত্মা লয়্যা শেষে কর্ম করিবে যতনে ॥
 অন্নভাতি দেবগণ কপটে প্রস্থর ।
 কপটে মারিল মোর ভাই সহোদর ॥
 কপট চর কৃষ্ণ নানা মায়া জানে ।
 গোপতে সভার চিত্তে থাকে সাবধানে ॥
 কপটে ধরিয়া হরি বরাহ মুরতি ।
 মারিল আমার ভাই অতুলশক্তি ॥
 হৃদয় বিক্ৰিব তার মোর এ ত্রিশূলে ।
 ভাইর তর্পণ তবে করিব ক্রোধে ॥
 সকল দেবের মূল দুষ্ট নারায়ণ ।
 তাহাকে মারিলে মরে সর্ব দেবগণ ॥
 এই সে উপায়ে কৃষ্ণে করার নিধন ।
 কাটিব গাছে সে কিবা ডালে প্রয়োজন ॥
 ধরশীমণ্ডলে তোরা শীঘ্রগতি চল ।
 তপ যজ্ঞ দান ব্রত গো ব্রাহ্মণ মার ॥
 যে যে দেশে গো ব্রাহ্মণ স্বধর্ম আচার ।
 সে সে দেশ লুটিয়া পোড়াই বাব বার ॥
 ধর্মমূল কৃষ্ণ দেব-দ্বিজ-পরায়ণ ।
 এ সব মারিলে জেনো মরে নারায়ণ ॥
 রাজার বচন শিরে ধরি দৈত্যগণে ।
 আগিয়া পৃথিবীতল কৈল পর্যটনে ॥
 গো ব্রাহ্মণ মারিল ভাঙ্গিল পুরগ্রাম ।
 কাটিয়া প্রাণীর পুর কৈল খানখান ॥
 কাটিল ফলিত বৃক্ষ ভাঙ্গিল নগর ।
 লুটিয়া পুড়িয়া লোক নাশিল সকল ॥
 স্বর্গমর্ত্য পোড়ায়্যা লুটিয়া ছয় কৈল ।
 দান ব্রত তপ যজ্ঞ সকলি নাশিল ॥
 দেবগণ নররূপ ধরিয়া গোপতে ।
 পৃথিবী ভ্রময়ে তারা হঞা অলঙ্কিতে ॥
 ছিন্ন্যকশিপু রাজা চিন্তি মনে মনে ।
 ব্রাহ্মণলোককর্ম করিল বিধান ॥
 বন্ধুগণ দিতি মাতা শোকোত্তে ব্যাহুলি ।
 তা-সভা প্রবোধে রাজা তজ্জ কথা বলি ॥
 না করিহ শোক মাতা শুন বন্ধুগণ ।
 পুত্রদার সংযোগ জানিহ অকারণ ॥
 জলছত্রে লোক যেন মিলে এক ঠাঞি ।
 কোন দিগে কেবা চলে উদ্দেশ না পাই ॥
 এইরূপ মৃতদার ভানিহ সংযোগ ।
 না জানিঞা অকারণে করে দুঃখ শোক ॥

নিত্য নিরঞ্জন জীব শুদ্ধ সত্ত্বয় ।
 মায়ায় শরীর ধরে মায়ায় ভেজয় ॥
 তরুগণ কাঁপে যেন জলের কম্পনে ।
 পৃথিবী ভ্রময়ে যেন আঁধার ভ্রমণে ॥
 এইরূপ মায়ায় চঞ্চল মন বার ।
 মনের ভ্রময়ে দেখে জীবের সংসার ॥
 সংযোগ বিয়োগ শোক জনম বিনাশ ॥
 এ সব জানিহ মাতা কর্মের বিলাস ।
 করিয়া বিবিধ কর্ম বিবিধ প্রকারে ।
 সুখ দুঃখ শোক মোহ পায় নিরন্তরে ॥
 কহিব তোমাতে মাতা পুরুষ কথন ।
 স্বয় রাজা যে কহিলা প্রবোধ বচন ।
 আছিল সুযজ্ঞ নামে রাজা উদীনরে ।
 রিপুগণে সে রাজারে মারিল সমরে ॥
 আছিল যতেক তার পাত্র মিত্রগণ ।
 রাজারে বেচিয়া তারা করয়ে ক্রন্দন ॥
 নারীগণে নানারূপে করয়ে বিলাপ ।
 শিরে কর হানিয়া করয়ে কুচঘাত ॥
 বিবিধ বিলাপ করে করুণ রোদনে ।
 রাজার শরীর ধরি রাখিল যতনে ॥
 পোড়াইতে না দিল রাজার কলত্রর ।
 রাজি পরবেশ অন্ত গেল দিনকর ॥
 আপনে বালক হই যম ধর্মরাক্ষে ।
 আগিয়া কহিল সেই নারীর সমাবে ॥
 তুমি-সব আমা হৈতে বয়সেতে বড় ।
 তোমা সভা ঠাঞি মোর বৃদ্ধি কত দঢ় ॥ (১)
 দেখিয়া তনিয়া শোক কর আকরণ ।
 যথা হৈতে আইসে তার তথায় গমন ॥
 জনক জননী মোর মৈল বিচয়ানে ।
 তাহাতে আমার শোক নাহি অকারণে ॥
 ব্যাঘ্রে নাহি খায় আমা হস্তিতে না মারে ।
 সেই রাখে যে রাখিল গর্ভের ভিতরে ॥
 জগৎ স্বজয়ে প্রভু পালয়ে সংহারে ।
 আপন ইচ্ছায় তার যখন যা করে ॥
 প্রভু বাহা করিবে তা কে করিবে আন ।
 এ বোল বুঝিয়া চিত্তে কয় সমাধান ॥
 দৈবে বাহা রাখে তাহা পথে না হারায় ।
 দৈবে না রাখিলে বন্ধ ঘরে নাশ যায় ॥

(১) পাঠান্তর,—

“তুমি সব আমা হৈতে বয়সে আগল ।
 তোমা সব চাহি আমি বৃদ্ধি কত বড় ।”

অনাথ বালক হয়ে যদি বৈসে বনে ।
 সেই বনে জীয়ে যদি রাখে নারায়ণে ॥
 বহুগুণে রাখে যারে ঘরের ভিতরে ।
 প্রভু যদি না রাখিব সেহ মরে ঘরে ॥
 কর্মফলে এক হেতে একের জনম ।
 দৈবযোগে একে হৈতে একের মরণ ॥
 শরীরে শরীর সৃষ্টি শরীরে মারয় ।
 জীবের তাহাতে কিছু নাহি অপচয় ॥
 কাঠে হৈতে যেন ভিন্ন দেখিয়ে আনল ।
 এইরূপ ভিন্ন জীব ভিন্ন কলেবর ॥
 কাহার কারণে শোক কর এত বড় ।
 স্বপন সদৃশ দেখে অসত্য সকল ॥
 আর এক কথা কহি স্থির কর চিত্ত ।
 অরণ্যে দেখিলে এক ব্যাধ আচম্বিত ॥
 [শূন্য না শুনে কিছু না করে উত্তর ।
 ভূমিতে পড়িয়া আছে মরা কলেবর] ॥
 কাহার কারণে শোক করা এত বড় ।
 স্বপন সদৃশ দেখে অসত্য সকল ॥
 আর এক কথা কহি স্থির কর চিত্ত ।
 অরণ্যে দেখিল এত ব্যাধ আচম্বিত ॥
 বিপিনে পাতিয়া জাল নানা পাখী মায়ে ।
 দেখিল কুলিঙ্গ দুই হেন অবসরে ॥
 অন্তবাস্তবে পাতিল বিষম জাল দড়ি ।
 কুলিঙ্গী পড়িল তাধে লোভেতে ব্যাকুলী ॥
 তা-দেখিয়া কুলিঙ্গ আকুলচিত্ত হই ।
 ভূমিতে পড়িয়া কান্দে দুঃখ শোক পাই ॥
 কে নিল ঘরগী মোর সতী পতিব্রতা ।
 কার সনে বঞ্চিত কহিব কারে কথা ॥
 কি মোর শরীরে কাজ কি কার্য জীবনে ।
 হেন নারী মরে যার জীয়ে অকারণে ।
 বাসাতে আছয়ে মোর শিশু পক্ষগণ ।
 কেমনে করিব তার পোষণ পালন ।
 মায়ের বিলম্বে তারা চাহে এক দিগ্ধে ।
 দুর্গতি বালক তারা শাখা নাহি উঠে ॥
 এইরূপে কান্দে পক্ষ নানা পরকারে ।
 দুষ্ট ব্যাধে মারিল বিক্রিয়া ধনু শরে ॥
 এইরূপ সকল অনিত্য করি জ্ঞান ।
 বুঝিয়া বিচার করি চিতে অজ্ঞান ॥
 এতক বচন বলি যম অধিকারী ।
 অন্তরীক্ষ হঞা তিঁহো গেলা নিজ পুরী ॥
 যজ্ঞিগণে নারীগণে করিয়া বিচার ।
 রাজার শরীর লয়্যা করিল সংকার ॥

জীব কার শত্রু মিত্র নহে ভিন্ন পর ।
 সর্বত্র সমান জীব অজর অমর ॥
 শুনহ জননী স্তন শুন বহুগুণ ।
 তব্ধে চিত্ত ধরি শোক কর নিবারণ ॥
 পুত্রের বচন শুনি দৈত্যমাতা দিতি ।
 শোক পরিহারি কৈল তব্ধে অবদতি ॥
 হিরণ্যকশিপু কৈল চিতে অজ্ঞান ।
 অজর অমর হৈব মহাবলবান ॥
 জগতে দুঃখ হৈব ত্রিভুবন-রাজা ।
 আমি বিনে জগতে নহিব কার পুজা ॥
 সংকল্প করিয়া এই মহাদৈত্যেশ্বর ।
 তপ করিবারে গেলা বনের ভিতর ॥
 মনঃপূর্ব্বতগুহা পরবেশ করি ।
 নিরাহার নিরালস্য উর্দ্ধে বাহু ধরি ॥
 বামপদ অঙ্গুলী পরশি ক্ষিত্তিতল ।
 উর্দ্ধে নয়নে তপ করে নিরন্তর ॥
 হিরণ্যকশিপু তপ করে এই মনে ।
 ব্রহ্মরক্ষ কুটিয়া উঠিল হতাশনে ॥
 তিন লোক দহে যেন প্রলয় অনল ।
 নদ নদী তরু গিরি ক্ষুভিত সাগর ॥
 সপ্তদ্বীপ সহিতে কাঁপিল ভূমিতল ।
 ঋষিরা পড়িল সব নক্ষত্র মণ্ডল ॥
 দশ দিগ্ধ জ্বলিল কাঁ ল ত্রিভুবন ॥
 তব্ধে দেব নৈল গিয়া ব্রহ্মার শরণ ।
 নিবেদিল দেবগণে ব্রহ্মার চরণে ।
 ত্রৈলোক্য দহিল দৈত্য তপ-হতাশনে ॥
 যাবৎ সকল লোক নাশ নাহি যায় ।
 তাবৎ রাখিতে লোকে করহ উপায় ॥
 কি কব চরণে গোসাঞি সংকল্প তাহার ।
 তিন লোক অগোচর নাহিক তোমার ॥
 তমু আমি-সব করি চরণে গোচর ।
 বিচার করিয়া পাছে বুঝহ সকল ॥
 তপ অমুভাবে ব্রহ্মা জগৎ সৃজিল ।
 সত্য উপরে সত্যলোকে বাস কৈল ॥
 আপনে ঈশ্বর হুয়া করে ঠাকুরাল ॥
 চৌদ্দ ভুবনে যার এক অধিকার ॥
 ততকাল ধরি তপ করিব নিশ্চয় ।
 যতকালে ব্রহ্মপদ যৌ সিদ্ধ হয় ॥
 আনে আন করিব স্থাপিব আন ধর্ম ॥
 প্রলয়েহ নহে যেন মোর ভঙ্গ ধর্ম ॥ (১)

হেন শুনি এই তার সংকল্প নিশ্চয় ।
 আপনে ঐকিয়া কর যে যুগতি হয় ।
 দেবের বচন শুনি কমল আসন ।
 অশ্বাসিয়া পাঠাইল সব সুরগণ ।
 আপনে চলিলা ব্রহ্মা গলা সেই বনে ।
 যথা তপ করে দৈত্য তাঁরৈর আশ্রমে ॥
 বন্দীক পিপড়ে তার ধাইল-কলেবর ।
 তাহার উপরে হৈল বন্দীক টাকর ॥
 বাস বাঁশে তাহার উপরে মহাবাড় ।
 মাংস শোণিত নাহি মাত্র আছে হাড় ॥
 অদ্ভুত দেখিয়া ব্রহ্মা হংস সে বাহন ।
 বিস্ময় ভাবিয়া ব্রহ্মা বলিল বচন ॥
 উঠ উঠ আরে বাপ হৈল তপ সিদ্ধি ।
 বর দিব বর মাগ শুন মহাবুদ্ধি ॥
 হেন অদভূত নাহি দেখি কোন কালে ।
 বন্দীক পিপড়ে তোর ভবিল শরীরে ॥
 হাড়ের ভিতরে প্রাণ রহিল প্রবেশি ।
 হেন তপ করে হেন কে আছে তপস্বী ॥ (১)
 শতেক বৎসর তুমি আছ নিরাহারে ।
 হেন তপ করে হেন (২) শক্তি কাহারে ॥
 তুষ্ট হৈলু বর মাগ দিতির নন্দন ।
 যত বর মাগ তুমি দিব এইক্ষণ ॥
 এতেক বলিয়া ব্রহ্ম কমণ্ডলুভলে ।
 অভিষেক কৈল সেই টাকর উপরে ॥
 উঠিলা টাকর হৈতে দিব্যকলেবর ।
 তপত কাঞ্চন যেন জলন্ত আনল ॥
 সম্মুখে দেখিল ব্রহ্মা হংসের উপরে ।
 দণ্ডবৎ হইয়া দৈত্য পড়িলা সম্মুখে ॥
 নানা স্তুতি কৈল দৈত্য কর যুড়ি শিরে ।
 নয়নে আনন্দ জল গুলক শরীরে ॥
 বর মাগে দৈত্যরাজ গদগদ বাণী ।
 যোর বর কহি প্রভু শুন পঞ্চযোনি ॥
 তোমার সৃজিত যত আছে চরাচর ।
 তাহা হৈতে কর যোরে অজয় অমর ॥
 দিবস রজনীকালে অন্তর বাহিরে ।
 অস্ত্রে শস্ত্রে না মরিব না ভূমি অম্বরে ॥
 নর যুগ সুরাসুর উরগ কিম্বরে ।
 যোর মৃত্যু নহে যেন ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে ॥
 ত্রিভুবনে রাজা করি করহ স্থাপনে ।
 যোর সম যুদ্ধে যেন নহে কোন জনে ॥

(১) পাঠান্তর,—“কেবা আছে তপস্বী ।”

(২) পাঠান্তর,—“কেবা” ।

দৈত্যের বচন শুনি ব্রহ্মা সুরেশ্বর ।
 তুষ্ট হইয়া দিল যত সে মাগিল বর ॥
 মাগিলে দুর্লভ বর দিতির নন্দন ।
 তবু বর দিলু তোরে সন্তোষ কারণ ॥
 এতেক বলিয়া ব্রহ্মা হংসপুটে চড়ি ।
 অন্তরীক্ষ হইয়া তবে গেলা নিজপুরী ॥
 বর পেয়া দৈত্যরাজ বলে কোন বাণী ।
 সেনাপতি সতে আন ত্রিভুবন জিনি ॥
 সুরাসুর নরপতি গন্ধর্ব্ব কিম্বর ।
 সিদ্ধ চারণ যক্ষ রক্ষ বিভাধর ॥
 সকল জিনিয়া বশ কৈল ত্রিভুবন ।
 চন্দ্র সূর্য্য ইন্দ্র জিনি জিনি পবন ॥
 কুবের বরুণ জিনি যম লোকপাল ।
 ত্রিভুবনে স্থাপিল আপন অধিকার ॥
 বিধকর্ম্ম আনিয়া নির্মল দিব্যপুরী ।
 ত্রৈলোক্য সম্পদ ভোগ করে মহাবলী ॥
 বিজয়-সোপান-ঘর মরকত-স্থলে ।
 ক্ষণিক নির্মিত শুভ সূর্য্য যেন জলে ॥
 বিচিত্র বিত্তান পদ্মরাজ সিংহাসন ।
 পদ্মক্ষেণ সম শয্যা মুকুতা-তোয়ণ ॥
 বহুমূল্য রত্ন মণি হেন পরিচ্ছদ ।
 এক এক করিল ত্রিভুবনের সম্পদ ॥
 ললিত লাভণ্য রূপ সুরবধুগণে ।
 রতনে ভূষিতা কেব দৈত্যের সেবনে ॥ (১)
 হিরণ্যকশিপু রাজা ত্রিভুবন জিনি ।
 আসনে বসিলা যেন দীপ্ত দিনমণি ॥
 সুরাসুর করে যার (২) চরণ বন্দন ।
 কেবল প্রেতাগে বশ হৈল ত্রিভুবন ॥
 বিবিধ সন্তান দ্রব্য দিয়া সুরগণ ।
 চকিত নয়নে করে চরণ-বন্দন ॥
 তুষ্ট নারদ গীত গায় সুললিত ।
 সিদ্ধ ঋষিগণ স্তুতি করে সচকিত ॥
 দেবের নাচনী নাচে দেখিতে সুলভ ।
 বিবিধ বাজনা বাজে অতি মনোহর ॥
 নানা যজ্ঞ করিয়া ব্রাহ্মণে তারে বজ্জ ॥
 নানা ধর্ম্ম কর্ম্ম করি সর্বলোক পূজে ॥

(১) পাঠান্তর—

“রপিত নৃপুণ পায়ে সুরবধুগণে ।

ললিত লাভণ্য রূপ রতন ভূষণে,”

(২) পাঠান্তর,—“তার” ।

সপ্তবীপা ধরণী আপনে শস্য ধরে।
 নানা অদভূত হৈল আকাশ উপরে (১) ॥
 সাত সমুদ্রের আনি রতনসঞ্চয়।
 তরঙ্গে তুলিয়া দেব মনে পেয়া ভয় ॥
 নানা ফল ফল রস দিল ক্রমগণে।
 পুরিল পৰ্ব্বতগণ মাণিক রতনে ॥
 বাসুকি তরুণ আদি ফণধরগণে।
 দিবা রত্ন মণি (২) আনি যোগায় যতনে ॥
 হিরণ্যকশিপু একা ত্রিভুবনে রাজা।
 সুরাসুর মূনিগণে করে যার পূজা ॥
 এইরূপে কবে দেতা রাজ্য অধিকার।
 দুঃখ শোকে সর্বলোক বহে সর্বকাল ॥
 ইন্দ্র আদি দেবে মেলি কৃষ্ণ আরাধিল।
 বহুবিধ প্রণাম বিবিধ স্তুতি কৈল ॥
 নিরাহারে নিরালসে কৈল উপাসনা।
 অন্তরীক্ষে বাণী হৈল আকাশে ঘোষণা ॥
 আরে আরে সুরগণ ভয় পরিহর।
 হিরণ্যকশিপু করি শঙ্কা নাচি কর ॥
 আমি ভালে জানি দেতা দুষ্ট হুঁচকার।
 আপনে তাহার আমি করিব সংহার ॥ (৩)
 মরণ অবধি তার আছে কথৈ দিন।
 পুত্র অপরাধে মৃত্যু পাবে মতিহীন ॥
 বেদ-দেব-নিম্নক যে গা ব্রাহ্মণে হিংসে।
 নিকটেই হয় তার মরণ সবংশে ॥
 একান্ত ভকত পুত্র হইব তাহার।
 প্রহ্লাদ তাহার নাম বিদিত সংসার ॥
 আমার ভকত পুত্র দেখি দৈত্যপতি।
 মারিবার ভরে তারে করিবে শকতি ॥
 আমার কৃপায় তার নহিব মরণ।
 মারিব অনুরাগে সেই সে কারণ ॥
 সুরগুরু-বচন শুনিয়া দেবগণে।
 আনন্দে চলিয়া গেলা আপন ভুবনে ॥

জনমিল তার পুত্র প্রহ্লাদ কুমার।
 সত্যসন্ধ জিতেন্দ্রিয় ধর্ম অবতার ॥
 শাস্ত দাস্ত সর্বভূতহিত প্রিয়কর।
 পিতৃতুল্য দীনজন পরিগ্রহণর ॥
 দাসতুল্য সাধুজন-চরণবন্দনে।
 ভ্রাতৃতুল্য প্রিয়স্বদ ইষ্ট সন্তাষণে ॥
 গুরু আরাধনে করে দৈনন্দিন ভাবনা।
 কৃষ্ণ বিনে চিন্তে নাহি অস্ত্র উপাসনা ॥
 জিতকাম জিতক্রোধ ছিন্ন-মোহজাল।
 দৈত্য ঘরে হল হেন প্রহ্লাদ কুমার ॥
 যার যশ মহাজন সুরগণে গায়।
 গণিতে মহিমা যার গণনে না যায় (১) ॥
 সুরাসুর-সভায়ে যাহার গুণ গান।
 উপমা করিতে যার গুণের বাধান ॥
 একান্ত ভকতি যার গোবিন্দচরণে।
 বাল ক্রীড়া ছাড়ি কৃষ্ণ চিন্তে মনে মনে ॥
 জড় উনমত বেন ভূত অধিষ্ঠান।
 কিরূপে কোথাতে থাকে নাহি অবধান ॥
 শয়ন ভোজন পান পয়সি কালে।
 কিছুই না জানে শিশু সদাই বিহ্বলে ॥
 কণে হাসে কণে কান্দে আকুলহৃদয়।
 কণে উনমাদ উঠে ডাকে অতিশয় ॥
 উনমত হয়্যা কণে নাচে কণে গায়।
 কৃষ্ণভাবে গ্রস্ত চিত্ত আন নাহি ভায় ॥
 ক্ষণে কৃষ্ণধ্যানেন্তে করয়ে আলিঙ্গন।
 শুক হয়্যা রহে নাহি বাহ স্মরণ ॥
 নয়নে আনন্দধূল পুলকিত অঙ্গ।
 তিলমাত্র নাহি কৃষ্ণ-দর্শন ভঙ্গ ॥
 হেন পুত্র মহাভাগবত গুণনিধি।
 হিরণ্যকশিপু রাজা হিংসিল কুবুজি ॥
 ভক্তিরসকলা গুরু গদাধর গান।
 ভাগবত-আচার্যের মধুরস-গান ॥

(১) পাঠান্তর,—“আকাশমণ্ডলে”।

(২) পাঠান্তর,—“মাল”।

(৩) পাঠান্তর,—

“পুত্র হৈতে হয় শত্রু মরণ তাহার”।

(১) পাঠান্তর,—

“যার যশ মহাজনে কবিগণে গায়।

গণিতে মহিমা তার গুর নাহি পায় ॥”

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে সপ্তমস্কন্ধে

প্রথমোধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

ধানশী রং ।

তবে যুধিষ্ঠির রাজা ধর্মের তনয় ।
এ বোল শুনিঞা চিত্তে ভাবিল বিষয় ॥
হেন অদ্ভুত নাহি শুনি কোন কালে ।
বাপ হয়্যা কেহ পুত্রে বিনাশিব বলে ॥
পুত্রে দোষে পেয়া বাপে করয়ে তাড়নে ।
ধর্ম উপদেশ দিয়া বুঝায় যতনে ॥
সাধু পুত্র প্রহ্লাদ কেবল গুণময় ।
বাপে কেনে কৈল তার মরণ সংশয় ॥
কহ মুনি নারদ ইহার তত্ত্ব কথা ।
ভকত জনের শুনি পুণ্য গুণগাথা ॥
রাজার বচন শুনি ব্রহ্মার নন্দন ।
পরম হরিষে তার কহেন কারণ ॥
দৈত্যগুরু শুক্র গেলা যজ্ঞ করিবারে ।
যজ্ঞার্থক ছুই পুত্রে রাখি গেলা ঘরে ॥
দৈত্যোত্তর তা-সত্যেরে কৈল নিয়োজিত ।
পটায়্যা প্রহ্লাদ পুত্র কর স্বপণ্ডিত ॥
আজ্ঞা পায়্যা শিশু তারা নিল নিজ ঘরে ।
রাজপুত্রে যতনে পটায় নিরন্তরে ॥
যে যে পাঠ পঢ়াইল তারা দুই জনে ।
পঢ়িল প্রহ্লাদ তাহা শুনিল শ্রবণে ॥
প্রহ্লাদের মনে তাহা নৈল ভাল জান । (১)
নানা ভেদ দেখে তাহে কুমন্ত্র সন্ধান ॥
এক দিন দৈত্যরাজ পুত্রে ডাকি আনে ।
কহ বাপ কি পাঠ পঢ়িলে গুরুস্থানে ॥
কি কি অধ্যয়ন হৈল শুনিবারে চাই ।
শুনিঞা প্রহ্লাদ কহে দৈত্যরাজ ঠাক্রি ॥
শুন পিতা কহি পাঠ তোমার গোচর ।
বিচার করিয়া আমি বুঝিলু সকল ॥
অন্ধকূপ গৃহ আশ্রয়পতন কারণে ।
আসক্তি ছাড়িব তার পরম যতনে ॥
ঘরেতে ব্যাকুল চিন্তা অনিত্য ধ্যেয়ান ।
গৃহ ছাড়ি গোবিন্দ ভজিব মতিমান ॥
এই সে উত্তম পাঠ দেখিল বিচারে ।
গৃহসঙ্গ ছাড়িয়া ভবিষ্যৎপদধরে ॥ (২)
পুত্রের বচন দৈত্য শুনি নিজ কাণে ।
চাঙ্গিয়া কহিল শুন দ্বিজ গুরুগণে ॥

(১) পাঠান্তর,—“নাহি অবধান” ।

(২) “এই সে উত্তম পাঠ দেখিল বিচারি ।

ভজিব গোবিন্দপদ গৃহসঙ্গ ছাড়ি ॥”

কুমন্ত্র সে আমার বৈরী তার অহুচর ।
গোপতে কপট বেশে থাকয়ে বিস্তর ॥
বালকে শিখায়্যা তারা অস্ত্র বুদ্ধি করে ।
এ বোল বুঝিয়া শিশু লয়্যা যাহ ঘরে ॥
করে ধরি শিশু ঘরে আনি গুরুগণে ।
প্রশংসা করিয়া পুছে বিনয় বচনে ॥
শুন হে প্রহ্লাদ তোমা থাকুক কল্যাণ ।
মিছা নাহি কহ বাপ গুরু বিভ্রমান ॥
কে তোমার মতিভেদ ছলে বলে করে ।
কিংবা আপনার বুদ্ধি কহিবে আমারে ॥
দৈত্যশূন্য বলে গুরু মোর বাণী শুন ।
মোর মোর হেন বুদ্ধি অকারণে মান ॥
যাহার মায়ায় করে আত্মপর মতি ।
সে দেব চরণ মোর রহক প্রণতি ॥
শক্র মিত্র নিজ পর মায়াতে করায় ।
পশুবুদ্ধি নর তাহা বিচারি না চায় ॥
তোর মোর ভিন্ন মর্ম্ম সব অগেয়ান ।
এক গীব নানা ভেদে সর্বত্র সমান ॥
ব্রহ্মা আদি দেব যার মায়ায় মোহিত ।
সে দেব-চরণ বিনে আন নাহি চিত ॥
এতেক বচন শুনি শুক্রের তনয় ।
ক্রোধ করি প্রহ্লাদে তৎসিল অতিশয় ॥
আরে আরে আন বেত্র করির প্রহার ।
দৈত্যকুলে জনমিল হেন কুলদ্বার ॥
মোর অপযশ বেটা কৈল এত বড় ।
শত্রুপক্ষ লয়্যা কথা কহে নিরন্তর ॥
তজ্জন গজ্জন করি তৎসিল অপার (১) ।
বশ করি বালক পঢ়াইল আরবার ॥
অর্থশাস্ত্র কামশাস্ত্র তর্ক রাজনীতি ।
হ্রায় দণ্ড ব্যবহার ছিল শ্রুতি যত ॥
সকল পটায়্যা শিশু কৈল সুপণ্ডিত ।
শিষ্যে লয়্যা গুরু গেলা রাজার বিদিত ॥
বাপের চরণ শিশু করিল বন্দন ॥
পুত্র কোলে করি দৈত্য হিল আলিঙ্গন ॥
বদন চুষন কৈল পুত্র লঞা কোলে ।
প্রেমযুক্ত হয়্যা তবে দৈত্যরাজ বলে ॥
কহ কহ আরে বাপ কুলের নন্দন ।
গুরুঘরে কৈল যত উত্তম পাঠন ॥

পাঠান্তর ।

(১) পাঠান্তর,—“বিস্তর” ।

এতেক ভনিয়া বলে দৈত্যের তনয় ।
 শুন পিতা কহে যো' মনে যাহা লয় ॥
 শ্রবণ কীর্ত্তন হরি-চরণ-স্মরণ ।
 সেবন অর্চন পদকমল-বন্দন ॥
 দাস্ত্যভাব সখ্যভাব আত্মনিবেদন ।
 এই নববিধ হরি-ভকতি লক্ষণ ॥
 এই নববিধ ভক্তি করয়ে যে জনে ।
 সেই সে উত্তম পাঠ পঢ়িল যতনে ॥
 পুত্রের বচন শুনি দৈত্যের দৈব ॥
 ক্ষুরিত অধর কোপে জ্বলিল অন্তর ॥
 আরে আরে দুষ্ট দ্বিজ কোন কাম কৈলি ।
 অসার পঢ়ায়া যোর পুত্র বিনাশিলি ॥
 রিপুপক্ষ লয়া সব করে স্তুতিবাদ ।
 কুপাঠ পঢ়ায়া তোরা কৈলি পরমাদ ॥
 রাজার বচন শুনি শুক্রে তনয় ।
 করযোড়ে কহে কিছু করিয়া বিনয় ॥
 ৩ন শুন মহারাজ কোথ পরিহর ।
 গুরু বচন জানি মিছা বুদ্ধি কর ॥
 না পঢ়াইলু' আনি ইহা না পঢ়াইল আনে ।
 আপনার চিন্তে নাহি করে অনুমানে ॥
 কে জানে কি কহে শিশু কাহার বচনে ।
 স্বভাবে বোলায় হেন বুঝি অনুমানে ॥
 দৈত্যরাজ বলে আরে কহরে ছাড়া লি ॥
 কে তোর হৃদয়ে কৈল কুমতি সঞ্চার ॥
 এ বোল শুনিঞা শিশু দিলেন উত্তর ।
 কহিব তোমায়ে পিতা শুন দৈত্যেশ্বর ॥
 এই যোর গৃহ দার সংকল্প ধ্যানে ।
 অবিজ্ঞিতেন্দ্রিয় জনার হরয়ে গেলানে ॥
 চর্কিত চর্কণ কবে না ছাড়ে বিষয় ।
 ক্লেশপদে তার চিন্ত কোন কালে নয় ॥
 গুরুমুখে না লয় আপনেই না জানে ।
 সাধুসঙ্গ করিয়া না করে অনুমানে ॥
 ক্লেশ না ভজিলে কভু না টুটে সংসার ।
 ক্রোধ ছাড়ি বৃথ মনে করিয়া বিচার ॥
 অসত্য সংসার যেবা সত্য করি জানে ।
 হেন কুপণ্ডিতে যেবা গুরু করি মানে ॥
 দান পুণ্য ধর্ম কর্ম কেবল করায় ।
 ভবপথে দুহে (১) গভাগতি দুঃখ পায় ॥
 হেন দুরাশয় কুপণ্ডিত গুরু যার ।
 কভু নাহি টুটে ভববন্ধন তাহার ॥

আক্কেলার পাছে যেন আক্কেল গোড়ায় ।
 পথ না জানিঞা অন্ধকূপে পড়ি যায় ॥
 এইরূপে শিষ্য গুরু দুইজন মরে ।
 রক্ষ না ভজিয়া মজে এ ঘোর সংসারে ॥
 যাবৎ বৈষ্ণব-পদরজ নাহি ভজে ।
 তাবৎ সংসারকূপে পড়ি জীব মরে ॥
 পুণ্যযোগে করে যদি ভকত সেবন ।
 তবে তার নহে আর সংসারবন্ধন ॥
 প্রহ্লাদ কহিল যদি এ সব বচন ।
 দৈত্যরাজ-শরীরে জ্বলিল হতাশন ॥
 ক্রোধে পুত্রে ঠেলিয়া পেলিল ভূমিতলে ।
 ডাক দিয়া দৈত্যরাজ উচ্চস্বরে বলে ॥
 আরে আরে হয়গ্রীব নমুচি শব্দর ।
 হেতি প্রহেতি আর যত যোদ্ধুবর ॥
 মার মাঝ পুত্রে তোরা বিলম্ব না কর ।
 পুত্রহলে রিপু মোর ঘরের ভিতর ॥
 খুড়ুতাত বধিল যার দুষ্ট (১) দুরাচারে ।
 দাস হম্যা বেটা তার স্তুতি ভক্তি করে ॥
 শরীরে উপজে ব্যাধি শত্রু করি জানি ।
 বনের ঐষধ পরে হিত করি মানি ॥
 নিজ অঙ্গ কাটি যদি দুষ্ট হেন দেখি ।
 আপনার প্রাণহেতু কি কি না উপেখি ॥
 দুষ্ট পুত্র দুষ্ট মিত্র কবছ না রাখি ।
 দুষ্ট দূর কৈলে পাছে সতে থাকে সুখী ॥
 সার এ উপায় (২) তোরা পুত্র লয়া মার ।
 আমার বচনে আর বিলম্ব না কর ॥
 এ বোল শুনিঞা বত দৈত্য ঘোরতর ।
 বিকট দশন মুখ মহা ভয়ঙ্কর ॥
 বিশাল ত্রিশূল ধরে বিশাল লোচন ।
 ধর ধর করিয়া বেটিল দৈত্যগণ ॥
 ছিঁড় ছিঁড় শব্দ উঠিল ঘন ঘন ।
 প্রহ্লাদের অঙ্গে কৈল শূল বাঁধণ ॥
 গোবিন্দ ধরিয়া মনে (৩) রহিল কুমার ।
 জল বারষণে কৈল ত্রিশূল প্রহার ॥
 নানা অস্ত্রে শস্ত্রে তার মরম বিজ্ঞল ।
 মহাভাগবত শিশু কিছু না জানিল ॥
 হিরণ্যকশিপু রাজা ভয় পেয়া মনে ।
 বিবিধ উপায়ে শিশু মারয়ে যতনে ॥

(১) পাঠান্তর,—“ভেঁহা” ।

(১) পাঠান্তর,—“বিহু”

(২) পাঠান্তর,—“সকল উপায়ে”

(৩) পাঠান্তর,—“গোবিন্দে ধরিয়া মনে” ।

মহাগজ মহাসর্প পরিত পাতনে ।
 'লে মজাইল অঙ্গ দিল হতাশনে ॥
 গহ্বর ভিতরে ধূয়া কুণিল দুয়ার ।
 বিব দিল উপবাস করান্য অপার ।
 এতেক প্রকারে শিশু নহিল নিধনে ।
 ভয় পেয়া দৈত্যরাজ চিন্তে মনে মনে ॥
 মহা অমৃতব পুত্র অগ্ন অমর ।
 এতেক উপায় কৈলু সকল বিফল ॥
 এত পয়কারে মৃত্যু নহিল বাহার ।
 যোর বধ হেতু এই জন্মিল কুমার ॥
 চিন্তাতে ব্যাবুল মূপ চিন্তে হৈচ মাথে ।
 বণ্ডার্ক এই বিপ্র কহে বোড় হাথে ॥
 কটাক্ষে জিনিলে তুমি এ তিন ভুবন ॥
 ছেন বীর হয়্যা তুমি চিন্ত কি কারণ ॥
 বালকের দোষ গুণ না করি বিচার ।
 মনে ভয় পাই পাছে পালায় কুমার ॥
 নাগশাশে রাখ শিশু করিয়া বন্ধন ।
 বাবৎ শুক্রেয় হয় এথা আগমন ॥
 বুদ্ধি হৈলে বালকের কুমতি ধণ্ডিব ।
 শুক্রে উপদেশ দিবা ধর্ম বুঝাইব ।
 গুরুপুত্র বচন শুনিঞা দৈত্যপতি ।
 মনে দঢ়াইল এই উত্তম যুগতি ॥
 বাক্সিয়া বালক তোরা লয়া বাহ ঘরে ।
 পঢ়াহ যতন করি নানা পরকারে ॥
 রাজার বচন শুনি তারা দুই জনে ।
 ঘরে আনি বালকে পঢ়ায় সাবধানে ॥
 বর্ষ অর্ধ কাম-আদি যত রাজনীতি ।
 শুনিঞা বালক তাথেনা পায় পারিতি ॥
 ডাক দিয়া নিল যত দৈত্যের তনয়ে ।
 করিতে লাগিলা শিশু করিয়া বিনয়ে ॥
 শুন শুন দৈত্যশিশু হিত উপদেশ ।
 কহিব তোমায়ে আমি করিয়া বিশেষ ॥
 ভূমি-সব প্রিয়গণা বান্ধব আয়ার ।
 তে-কারণে কহি শুন দৈত্যের কুমার ॥
 গুরু বাহা পড়াইল না জানিহ ভাল ।
 তবু পরিহরি গুরু পঢ়ায় অসার ॥
 কত কত মরি গেল দেখ বিজ্ঞমানে ।
 অসার করিয়া সার যুধি অকারণে ॥
 তবু ছাড়ি গুরু যত অনিত্য বুঝায় ।
 উত্তম জনের তাহা চিন্তে নাহি ভায় ॥
 আক্কালায় পাছে যদি গোড়ায় আক্কা ।
 পথ না জানিঞা পড়ে কূপের ভিতর ॥

কেহ নহে শত্রু মিত্র কেহ নিজ পর ।
 কুমতি নির্মিত সব জানিহ সকল ॥
 দুর্লভ মানুষ জন্ম অসত্য মানিঞা ।
 শিশুকাল হৈতে কৃষ্ণ ভজিব জানিঞা ॥
 হরি সে সত্যের গুরু প্রিয় হৈষ্ট ধন ।
 সর্বদ্বন্দ্বসার রক্ষচরণ-সেবন ॥
 যদি বল সুধভোগ তেজিব কেমনে ।
 দুঃখে কৃষ্ণ ভজিলে বা কোন্ প্রয়োজনে ॥
 দেহধর্ম্মে সুখ দুঃখ মিলে সর্ব ঠাঞি ।
 যেন দুঃখ তেন সুখ অবতনে পাই ॥
 মিছা কাজে কেন এত ব্যর্থ কাল যায় ।
 না ভজিয়া জগন্নাথ ব্যর্থ দুঃখ পায় ॥
 কৃষ্ণ না ভজিলে নহে দুঃখবিমোচন ।
 বিচারিয়া আপনে বুঝয়ে বুধজন ॥
 বাবৎ শরীর নাহি পড়ে অকারণে ।
 তাবৎ বুঝিয়া কৃষ্ণ ভজিব যতনে ॥
 সন্তে দেখ পরমায়ু শতেক বৎসর ।
 নিজায় অর্ধেক তার হরয়ে বিফল ॥
 শিশুকালে অগেয়ানে যায় কথো কাল ।
 বুদ্ধভাবে যায় কুড়ি বৎসর তাহার ॥
 তবে যেবা কিছু থাকে যৌবন সময় ।
 কাম ক্রোধ দম্ব লোভ বাঢ়ে অতিশয় (১) ॥
 যদি বল যৌবনে বিষয় ভোগ করি ।
 পাছে সর্বত্যাগ করি ভজিব শ্রীহরি ॥
 হেন কে মনুষ্য (২) আছে জগৎ ভিতরে ।
 বিষয়লম্পট চিত্ত নিবারিতে পারে ॥
 শরীর অধিক প্রাণ দুর্গত সত্যার ।
 হেন প্রাণ দিয়ে ধন কিনে বাণিজ্যর ॥
 প্রাণ বিকলিয়া হয় ধনের কিঙ্কর ।
 ধনের কারণে প্রাণ তেজয়ে তক্ষর ॥
 হেন ধন বিষয়ে যাহার প্রেম বাঢ়ে ।
 পাছে তাহা ভেজিয়া চলয়ে একেশ্বরে ॥
 শ্রী-লম্বাষণ পুত্র মধুর ভাষণ ।
 বন্ধু মিত্র অনুরাগ করিতে স্মরণ ॥
 বৃদ্ধ পিতামাতা যোর বালক তনয় ।
 এ সব বলিতে প্রেম বাঢ়ে অতিশয় ॥
 দিব্য ঘর পুরী যোর আছে বহুধন ।
 কোথাতে থাকিব কেবা করিব রক্ষণ ॥

(১) পরিবৎ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকে :—

“ভাংগতে জন্ময়ে কত শত কামোদর ।”

(২) পাঠান্তর,—“হেন কি পুংসব ।”

এইরূপ শোক মোহ (১) নিরস্তর করে ।
 সুখভোগ বিনে চিন্তে অস্ত্র নাহি ধরে ॥
 জিহবার আত্মদ রস বড় করি মানে ।
 শৃঙ্গার বেতার (২) বিনে অস্ত্র নাহি জানে ॥
 কুটুন্ডভরণে নিজ পরমায়ু যায় ।
 কামে মত্ত হয় তাহা (৩) বুঝিয়া না চায় ॥
 পরধন হরে করে পর অপকার ।
 নান পাকে কুটুন্ড পোষয়ে আপনার ॥
 কুটুন্ড ভরণে যত দোষগুণ হয় ।
 জানিতেহ চিন্তে তাহা (৪)-বাঢ়ে অতিশয় ॥
 এইরূপে মৃচ্ছজন মজয়ে সংসারে ।
 কামে বিমোহিত চিত্ত নিবারিতে নারে ॥
 তে-কারণে কহি আমি শুন শিশুগণ ।
 সত্য করি ধর সন্তে আমার বচন ॥
 শুন শুন ভাইগণ আমার উপদেশ ।
 সকল ছাড়িয়া ভুজ প্রভু হৃষীকেশ ॥
 হেন জানি বল কৃষ্ণ ভজিতে আয়াস ।
 সব ঠাঞি আছে প্রভু গুণত নিবাস ॥
 চরাচর স্থাবর জঙ্গমে ভগবান ।
 তুণ তরু স্থল স্বর্ষে সর্বত্র সমান ॥
 অচিন্ত্য অনন্তশক্তি আনন্দস্বরূপ ।
 এক হরি নানা রূপে দেখি নানারূপ ॥
 এ বোল বুঝিয়া সর্ব ভাবে দয়া কর
 ছাড়িয়া অমর ভাব কৃষ্ণ মন ধর ॥
 কিবা লভ নহে (৫) ভুজ হৈলে নারায়ণ ।
 কৃষ্ণের সন্তোষ-হেতু বেক্ষব সেবন ॥
 সর্ব সমর্পণ করি কৃষ্ণের চরণে ।
 তকত ভজিয়া ভক্তি পাব নাথায়নে ॥
 পূরবে নারদ গেলা বদরিকাশ্রমে ।
 তথায় করেন তপ নরনারায়ণে ॥
 নারদ কহিলা হেঁহো এহ শুদ্ধজ্ঞান ।
 কহিলা আমারে তাহা মুনি মতিমান ॥
 আমি তোমা সভারে কাঁহুঁ শুদ্ধচিন্তে ।

এই ভাগবত শুদ্ধজ্ঞান জ্ঞান ভবে (১) ॥
 এতেক বচন শুনি দৈত্য-পুত্রগণে ।
 গুচ্ছিল বিনয় করি প্রহ্লাদের স্থানে ॥
 কহিলে প্রহ্লাদ তুমি অপূর্ব কাহিনী ।
 বণ্ডামার্ক দুই গুরু আমি সন্তে জানি ॥
 নারদের সঙ্গে তোমার কোথ' দরশন ।
 কহত বালক তুমি তাহার কারণ ॥
 দৈত্যপুত্র বচন শুনিয়া শিশুগণ ।
 হৃদয়ে সন্তোষ পেয়া দিগেন উত্তর ॥
 আমার জনক গেলা তপ করিবারে ।
 পিপড়া বন্ধীকে তার ভক্ষিল শরীরে ।
 ইন্দ্র আদি দেবগণে পেয়া অবসর ।
 উদযোগ করিয়া আইল করিতে সমর ॥
 চতুরঙ্গ দেববল দেখি ভয়ঙ্কর ।
 চৌদিকে বেটিল আগি অসুরনগর ॥
 ধন পুত্র কলত্র তেঁয়ী দৈত্যগণ ।
 ভয় পেয়া পলাইল রাবীয়া জীবন ॥
 লুটিল পুড়িল সব অসুরনগর ।
 আমার জননী লয়া গেলা পুরন্দর ॥
 ভয়ে কম্পমান মাতা করেন ক্রন্দন ।
 ইন্দ্রের নারদসঙ্গে পথে দরশন ॥
 মুনি বলে ছাড় ছাড় এই পবনারী ।
 ভাল পুরন্দর তুমি দেব-আধিকারী ॥
 ইন্দ্র বলে শুন মুনি কবি নিবেদন ।
 ইহার উদরে আছে পুত্র একজন ॥
 দৈত্যবধু তাহা থাকিবে মোর পুরে ।
 পুত্র প্রসবিলে পাঠাইব নিজ ঘরে ॥
 নারদ কহিল ইন্দ্র নচন ধি বে ।
 ইহার গর্ভের পুত্রে মারিতে নারিব ॥
 মহাভাগবত শিশু পুরুষ প্রবান ।
 শত্রু মিত্র নাহি তার সকায়ে শবান ॥
 গোবিন্দচরণে তার আছে দৃঢ় মন ।
 তাহাকে মারিব হেন আছে বেঁট ন ॥
 নারদের বচন শুনিয়া শচীপাত ॥
 মুনি প্রদক্ষিণ করি বৈল দণ্ডায়িত ॥
 জননী ছাড়িয়া ইন্দ্র গেলা দিগন্তরে ।
 নারদ আনিলা তবে আপন মন্দিরে ॥

(১) পাঠান্তর—“কত বত ।”

(২) পাঠান্তর,—“দ্বীপক-সুখ” ।

(৩) পাঠান্তর,—“তত্ত্ব” ।

(৪) পাঠান্তর,—

“জানিতে না পারে তত্ত্ব” ।

(৫) পাঠান্তর,—“কিবা না লভিয়ে” ।

(১) প, প্র, পু,—

“এই গুরু ভাগবত জ্ঞান জীব ভবে” ।

আশ্বাস করিয়া আজ্ঞা দিল মুনীশ্বর ।
 সুখে এথা থাক তুমি না করিহ ডর ॥
 তপ করি তুমি পতি যাবৎ না আইসে (১) ।
 তাবৎ থাকিবে তুমি এই গৃহবাসে ॥
 এ বোল শুনিঞা মাতা সতী গুণবতী ।
 নারদের পরিচর্যা করেন ভকতি ॥
 মাগিয়া নিলেন বর নারদ-চরণে ।
 তখনে প্রসব মোর ইচ্ছিব যখনে ॥
 বর দিয়! ঋষি তারে দিলা তত্ত্বজ্ঞান ।
 আমার কারণে কৃপা কৈলা মতিমান ॥
 স্ত্রীভাবে চিরকালে মায়ে বিন্মরিল ।
 মূনির কৃপায়ে আমি হৃদয়ে ধরিল ॥
 সেই তত্ত্বজ্ঞান কহি শুন সাবধানে ।
 আপনারে শিশু বুদ্ধি না করিহ মনে ॥
 শোক মোহ জরা ব্যাধি জনম মরণ ।
 এ সব শরীর যোগে হয় উত্পন্ন ॥
 জীব এক নিত্য নিরঞ্জন জ্ঞানময় ।
 অবিকার স্বপ্রকাশ ব্যাপক আশ্রয় ॥
 হেন গুণনিধি জীব আপনা পাসরে ।
 মূঞি মোর বলি দেহে অহঙ্কার করে ॥
 দেহ গেহ অতিমান তেজিব সকল ।
 হৃদয়ে চিস্তিলে তত্ত্ব পাই নিরমল ॥
 ত্রিগুণ রচিত দেহ পঞ্চভূতময় ।
 তাহা হৈতে জীব ভিন্ন এক নিত্যময় ॥
 সুখ দুঃখ সার মাত্র জীবের আশ্রয় ।
 দেহে বৈসে জীব সে শরীর মায়াময় ॥
 অনিত্য শরীরে হয় অসত্য ভাবনা ।
 সেই দেহে সত্য ব্রহ্ম করি উপাসনা ॥
 অল্পে অল্পে করি তাই ইন্দ্রিয় রোধন ।
 তবে ঋণহীনে পারি এ ভববন্ধন ॥
 জীবের সংসার দেখে অজ্ঞান-কারণ ।
 মিথ্যা হেন জানি যেন জানিলে স্বপন ॥
 অজ্ঞানেতে শ্রমে জীব এ ঘোর সংসারে ।
 জ্ঞান হলে জ্ঞান শ্রম ছুটে সেই কালে ॥
 এ বোল বুঝিয়া তাই করহ উপায় ।
 যাহা হৈতে এ ঘোর সংসারবন্ধ যায় ॥
 সহস্র উপায় আছে তরিতে সংসার ।
 তার মধ্যে জ্ঞান কৃষ্ণ উপায়ের সার ॥

(১) প. প্র. পু.—

“তপ করি যাবৎ তোমার পতি আইসে”;

অন্ত পুথির পাঠ,—

“যাবৎ তোমার পতি ঘরে নাহি আইসে।”

শ্রীহরি চরণে ভক্তি হয় বাহা মনে ।
 তাই সে সাধিব জীব পরম যতনে ॥
 গুরু সেবা গুরুপদে সর্ব সমর্পণ ।
 তরুত জনার সঙ্গ কৃষ্ণ আরাধন ॥
 হরি-কথা শ্রবণ কীর্তন গুণ নাম ।
 হরির চরণ ধ্যান স্তুতি পরণাম ॥
 কৃষ্ণের অদ্ভুত মূর্তি করিয়া নির্মাণ ।
 পরিচর্যা করিয়া পূজিব মতিমান ॥
 সর্বভূতে দেখিব আছেন নারায়ণ ।
 তৎসম্বন্ধে সভায় করিব সম্ভাষণ (১) ॥
 এইরূপে হয় তবে ভকতি উদয় ।
 কৃষ্ণের চরণে রতি বাঢ়ে অতিশয় ॥
 গোবিন্দের লীলা কর্ম গুণ নাম শুনি ।
 সর্বাদে পুলক হয় গদগদ বাণী ॥
 উচ্চস্বরে ডাকে নাচে ক্ষণে গুণ গায় ।
 ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে চরণ ধোয়ায় ॥
 ক্ষণে ভাবগ্রস্ত হয় উঠয়ে উন্মাদ ।
 ক্ষণে লোক চরণে করয়ে দণ্ডপাত ॥
 গোবিন্দ মাধব করি ডাকে উচ্চস্বরে ।
 চিন্তিতে প্রভুর লীলা আপনা পাসরে ॥
 হেনরূপে হয় যার ভকতি উদয় ।
 কর্মবন্ধ ছিণ্ডে তার ঘৃণে ভবভয় ॥
 গোবিন্দ ভজিতে কিছু নাহিক আশঙ্ক ।
 হৃদয়ে চিন্তিলে কৃষ্ণ ছিণ্ডে ভবপাশ ॥
 হরি সে সভার পতি প্রিয় সখা ধন ।
 হরি ছাড়ি বিষয় সেবিবে অকারণ ॥
 পশু ভৃত্য দেহ গেহ সূত বিজ দার ।
 রাজসুখ রাজ্যভোগ এ মহীভাগার ॥
 স্বর্গবাস স্বর্গফল দেবদেহ ধরে ।
 এ সব চিন্তিয়া ব্যা তড়িৎচকলে ॥
 এ সব বুঝিয়া ভজ শ্রীকৃষ্ণচরণ ।
 ভজিলে অনন্ত সুখ দিব নারায়ণ ॥
 সুখ উপাদান হৈব দুঃখ বিমোচন ।
 ইহার কারণে কর্ম করে সর্বজন ॥
 কর্মে হৈতে কিছু ত না দেখি সুখলেশ ॥
 প্রথমে করিতে কর্ম দুঃখপরবেশ ॥
 ফলভোগ করিতে বিবিধ উৎপাত ।
 অবশেষে হয় পুন জনম প্রমাদ ॥
 কর্মফল অধ্বব অধ্বব কলেবর ।
 ইহার কারণে কর্ম করিয়া বিফল ॥

(১) অন্ত পুথির পাঠ,—

“কৃষ্ণ বুঝে সভায় করিব সম্ভাষণ।”

এ বা অধীন কিংবা রাজার কিঙ্করে ।
 হুকুরে ভঙ্কিব কিংবা দহিব অনলে ॥
 হেন দেহ যোর করি করে অঙ্কর ।
 ভবপথে নিরন্তর ত্রয়ে বার বার ॥
 কৰ্মফলে মিলে দেহ দার পুত্র ধন ।
 পশু ভৃত্য গজ রথ বিবিধ বাহন ।
 প্রদীপের শিখা সম এ সব চঞ্চল ।
 ইহার কারণে কৰ্ম করে নিরন্তর ॥
 মরণ অবধি আর জন্ম আদি করি ।
 দুঃখ বিনে অস্ত্র কিছু বলিতে না পারি ॥
 এ বোল বুঝিয়া শুন আমার বচনে ।
 ধৰ্ম অর্থ কাম মোক্ষ বাহার কারণে ॥
 সেই সে সভার প্রভু প্রিয় গতি পতি ।
 সে হরি চরণ ভজ ছাড়িয়া দুৰ্মতি ॥
 দেবতা অশ্বর নর কিন্নর বানর ।
 গোবিন্দ ভজিলে হয় শুদ্ধকলেবর ॥
 দেব দ্বিজ হয় কিংবা মুনিদেহ ধরে ।
 দান ব্রত তপ যজ্ঞ নানা কথ্য করে ॥
 শুভ কৃষ্ণে সন্তোষিতে নহিব শক্তি ।
 আর সব বিড়ম্বন ছাড়িয়া তকতি ॥
 তকতি করিয়া যদি ভজ্ঞে দয়াময় ।
 আপনারে দিয়া হরি তার বশ হয় ॥
 শুন দৈত্যাসুত ভাই মোর নিবেদন ।
 সৰ্ব্বভাবে কর ভাই গোবিন্দ ভজন ॥
 দৈত্য দানব যক্ষ রাক্ষস বানর ।
 বৃগ, মৃগ পশুজাতি পতিত পায়র ॥
 এ সব ভজিয়া রক্ষ হৈল কৃষ্ণময় ।
 এ বোল বুঝিয়া কেহ না কর সংশয় ॥
 এই সে পরম ধৰ্ম সৰ্ব ধৰ্ম পর ।
 একান্ত তকতি করি ভজ দামোদর ॥
 এতেক বচন শুনি দৈত্যাসুতগণে ।
 তত্ত্ব উপদেশ পাই ধরিল যতনে ॥
 গুরু উপদেশে তারা না কৈল আদর ।
 তয়ে জানাইল গুরু রাজার গোচর ॥
 হিরণ্যকশিপু শুনি গুরুর বচন ।
 প্রকোপে জ্বলিল যেন দীপ্ত ছত্ৰাশন ॥
 দুষ্ট দৈত্য পাঠায়া বালক হরি আনে ।
 জোড়হস্তে প্রহ্লাদ দাগাইল বিড়ম্বনে ॥
 স্বভাবে দারুণ রাজা বলে খরতর ।
 আরে বেটা কেনে তুমি গেলে ক্লান্তল ॥
 কুলের অধম তুমি দুষ্ট দুরাচার ।
 এখন পাঠাই তোরে যবের দ্বার ॥

মুঞি কোধ কৈলে কাঁপে এ ভিন ভুবন ।
 মোর পুত্র হয়্যা বেটা লজ্জিস্ বচন ॥
 কোন্ বলে বেটা তুঞি না রাখিস্ ডর ।
 হের-দেখ কাটিয়া পাঠাও যমঘর ॥
 বাপের বচন শুনি দিলেন উত্তর ।
 করঘোড়ে করি শিশু প্রণতকন্ডর ॥
 ন কেবল তুমি আমি এই দুইজনে ।
 স্বাবর জন্ম যত আছে ত্রিভুবনে ॥
 সে হরি সভার বল সভার শক্তি ।
 যার বলে সৃষ্টি করে ব্রহ্মা প্রজাপতি ॥
 শিব যার বলে করে এ লোক সংহার ।
 আপনে আপন বলে (:) পালেন সংসার ॥
 হরি বিনে জগতে বলিতে নাহি আন ।
 ছাড়িয়া অনুর ভাব কর অবধান ॥
 দেহের ভিতরে ছয় রিপু বলবান ।
 ঘরের ভিতরে রিপু বাহিরে পরাণ ॥
 জিনিলে ঘরের রিপু না থাকিব ভয় ।
 আপনে বিচার করি দেখ মহাশয় ॥
 হিরণ্যকশিপু বলে আরে দুরাচার !
 মোর আগে এই কথা কহ বার বার ॥
 আরে বেটা আমি বিনে কে আছে ঈশ্বর ।
 জগতের গতি পতি আমি দণ্ডধর ॥
 আজি তোর শির কাটি রাখুক ঈশ্বর ।
 এ বোল বলিয়া দৈত্য উঠিল সঙ্কর ॥
 সব ঠাঞি আছে কৃষ্ণ বলিস্ কাহারে ।
 তবে কেনে স্তম্ভ হৈতে না হয় বাহিরে ॥
 এ বোল বলিয়া দৈত্য ডাকিল নিষ্ঠুর ।
 মুটকি মারিয়া তন্তু কৈল সজ্জুর ॥
 স্তম্ভ হৈতে শব্দ উঠিল ঘোরতর ।
 কাপিল সকল লোক ধরা ধরাধর ॥
 ব্রহ্মাণ্ডের খোলা টুটি হৈল দুইখান ।
 শব্দ শুনিঞা দৈত্য চৌদিকে নেহালে ।
 কাহার শব্দ হেন বুঝিতে না পারে ॥
 হিরণ্যকশিপু তবে চিন্তে মনে মনে ।
 কহিল প্রহ্লাদ সত্য বুঝি অমুখানে ॥
 সৰ্বভূতে বৈসে হবি বুঝায় আপনে ।
 সত্য করি বুঝাইল ভক্তের বচনে ॥ (২)

(১) প. প্র. পু.—“যার বলে বিকৃষ্ণপ”

(২) প. প্র. পু.—

“সৰ্বভূতে বৈসে হরি বুঝিয়ে কাব্য ।

সত্য করিলেন বুঝ ভূত্যাব ।

এতেক বচন যদি বলিল অমুরে ।
 শুভ হৈতে প্রকাশ হইল গদাধরে ॥
 তপত কাঞ্চন জিনি নয়নযুগল ।
 কুটুটুটি মুখ অতি ভয়ঙ্কর ॥
 করাল কেশর-জাল জলন্ত আনল ।
 সটাচ্ছটা বিলুপিত ত্রাণাণ্ডয়গুণ ॥
 বিকট দশন জিহ্বা খরধাব তুল ।
 পর্বত কন্দর কর্ণ গজ্জন নিষ্ঠুর ॥
 খরতর ভয়ঙ্কর কর নখ-জাল ।
 গিরিগুহা সম নাগা বদন বিশাল ॥
 আকাশমণ্ডল জিনি শরীর বিস্তার ।
 তম্বুহ বিললিত পদসঞ্চারণ ॥
 ভয়ঙ্কর রূপ দেখি দৈত্য মহাবলী ।
 সম্মুখে রহিল গিয়া বজ্র চর্য ধরি ॥
 উড়িয়া পতঙ্গ যেন পড়ে ছত্ৰাশনে ।
 আসিয়া দাণ্ডায় দৈত্য প্রভুবিদ্যমানে ॥
 বিক্রম করিয়া দৈত্য হৈল গোচর ।
 লীলায় ধরিল তারে প্রভু দামোদর ॥
 হাতে হৈতে খসি দৈত্য হৈল আশ্বরে ।
 ভয় পাল্য দেবগণ মেঘে তিতরে ॥
 অট্ট অট্ট হস্ত করি প্রভু নরহরি ।
 দ্বায়েতে আনিল দৈত্য বাম করে ধরি ॥
 উরাতের উপরে ধরিয়া দৈত্যোত্তর ।
 নখ দিয়া বিদারিল তার বক্ষঃস্থল ॥
 জিহ্বায় লেহিয়া তার কৈল রক্ত পান ।
 নখে দৈত্যে বিদারিয়া কৈল খান খান ॥
 মারিল সকল দৈত্য নখের প্রহারে ।
 দৈত্যগণ মারিয়া ডাকিল উচ্চস্বরে ॥
 সটাচ্ছটা ছটি মেঘ পড়িল ভাঙ্গিয়া ।
 স্বর্গে হৈতে তারাগণ পড়িল খসিয়া ॥
 নাসিকার খাণ্ডে হৈল ক্ষুভিত সাগর ।
 শব্দে কাঁপিল দশদিগের কুঞ্জর ॥
 পদভরে পৃথিবী করয়ে টলমল ।
 অজ্ঞের বাতাসে তরু গিরি ধরধর ॥
 মহাভয়ঙ্কর রূপে দৈত্য বধ করি ।
 রাজ্যসনে আপনে বসিলা নরহরি ॥
 সুরবধুগণে কৈল পুষ্প বরিষণ ।
 আকাশে বাজিল শঙ্খ তন্দ্রুতি বাজন ॥
 গজ্জন কিঙ্করে গায় নাচে বিভাধরী ।
 ব্রহ্মা আদি স্তুতি করে করযোড় করি ॥
 দূরে দূরে থাকি দেব করয়ে পূজন ।
 ভয় পেয়া নিকট না আইলা কোন জন ॥

ব্রহ্মা ভব স্তুতি কৈলা বিবিধ বিধানে ।
 ইন্দ্র স্তুতি কৈলা আব দেব ঋষিগণে ॥
 পিতৃগণ সিদ্ধগণ বিভাধরগণে ।
 নাগলোক স্তুতি কৈল বিবিধ বিধান ॥
 মুনি প্রজাপতি যত গজ্জন কিঙ্কর ।
 গুহক চারণগণ যক্ষ বিভাধর ॥
 বৈকুণ্ঠের পাবিষদ করযোড় করি ।
 নারদ করেন স্তুতি ভক্তি বিস্তারি ॥
 ব্রহ্মা আদি দেব কেহ না গেল নিকটে ।
 পাঠায়া দিলেন লক্ষ্মী পড়িয়া সঙ্কটে ॥
 লক্ষ্মী দেবী স্নেহে তাঁর না গেল নিমড় ।
 প্রহ্লাদে আনিয়া ব্রহ্মা বসিলা বিস্তর ॥
 তুমি যদি বাহ বাপ প্রভুবিদ্যমানে ।
 তবে কোথ হাড়ে (১) প্রভু হন সম বচনে ॥
 ব্রহ্মার বচন শুনি দৈত্যের তনয় ।
 শিরে কর যুড়িয়া চালল মহাবল ॥
 দণ্ড পরণাম করি পড়িলা চরণে ।
 শিরে কর দিয়া প্রভু হইল আপনে ॥
 করপদ্ম পরশনে হৈল দিব জ্ঞান ॥
 স্তুতি করে দৈত্যগুহ মহা ন ভবান ॥
 প্রেমে গদগদ বাণী স্বয়ং পুনর্জিত ।
 কৃষ্ণের চরণে শিশু আশ্রয়পিল চিত ॥
 ব্রহ্মা আদি সুরগণে সেবে এককাল ।
 বুঝিতে না পারে তহু চরিত্র যাহার ॥
 যোগেন্দ্র মুনোজ্জ যার না পাইল মর্য ॥
 তাঁর স্তুতি কি করিব অমুর অবন ॥
 বুদ্ধি বল তপ যোগ স্তুতি পুলকন ॥
 কৃষ্ণ আরাধিতে নহে এ সব কারণ ॥
 গুণগান পুঞ্জ্যতি গজেন্দ্র আছিল ।
 ভক্তি দেখিয়া তারে প্রভু উদ্ধারিল ॥
 ভক্তহীন বিপ্র দ্বিঘটু গুণে অলঙ্কৃত ॥
 তাহা চৈতে ভক্ত চণ্ডাল সুপুজিত ।
 ধন মন বচন গোবিন্দে আরোপণ ॥
 সবংশে পরিত্র তারে করে নারায়ণ ॥
 পরিপূর্ণ ভগবান্ স্বঃ প্রসন্ন বিহার ।
 না মাগে কাহার পূজা ভক্তি পুরস্কার ॥
 প্রভুকে পূজিলে পূজা হয় ত্রিভুবনে ।
 মুখের ভূষণ যেন দেখিয়ে দর্পণে ॥
 এই সে ভরসা যৌর শ্রীহরিচরণে ।
 বুদ্ধি অহুসারে স্তুতি করিমু আপনে ॥

নীচ পামর তবে প্রভুর গুণ গাই ।
 এই ভরসায় কিছু বলিবারে চাই ॥
 ব্রহ্মা ভব আদি যত পুরাণ (১) কিঙ্কর ।
 চিরকাল ধরি তোমা ভজে নিরন্তর ॥
 এ সত্ত্বের কৈলে মহাভয় নিবারণ ।
 ক্রোধ ছাড়ি শান্ত রূপ ধর নারায়ণ ॥
 দম্ব মুখ বিকট কঠোর ভয়ঙ্কর ।
 এক্রপ দেখিতে মোর কিছু নাহি ডর ॥
 এ ঘোর সংসার দেখি মোর বড় ভয় ।
 কতকালে প্রভু তুমি হইবে সদয় ॥
 ব্রহ্মা ভব আদি দেব সত্যার ভিতরে ।
 তোমার মহিমা কথা কহে নিরন্তরে ॥
 এই গুণ কথা যেন নিরন্তর গাও ।
 ভকত সমাঝে যেন আনন্দে বেড়াও ॥
 এই দয়া কর মোরে প্রভু নরহরি ।
 তিলেক না রহি যেন ভব কথা ছাড়ি ॥
 এইরূপ কত কত কৈল স্তুতিবাদ ।
 নরসিংহ তুষ্ট হই করিলা প্রসাদ ॥
 বর মাগ দৈত্যপুত্র যত ইচ্ছ মনে ।
 আমি তুষ্ট হৈলে নাহি দুর্ভাগ ভুবনে ॥
 হাসিয়া প্রহ্লাদ তবে দিলেন উত্তর ।
 বর দিয়া তাণ্ড তুমি আপন কিঙ্কর ॥
 সেবক অধমে সেবা করে কাম্য করি ।
 কাম দিয়া কর দাস ঈশ্বর না বলি ॥
 আমি বর না মাগিব তোমার চরণে ।
 তুমি কতু বর মোরে না দিহ আপনে ॥
 অকাম ভকত মুক্তি তুমি নিরাশ্রয় ।
 তোমার আমার প্রভু এই সে নিশ্চয় ॥
 বরে হৈতে আমার নাহিক প্রয়োজন ।
 সেবকের সেবায় তোমার কৰ্ম কোন ॥
 তুমি পূর্ণব্রহ্ম আমি অকামী কিঙ্কর ।
 বর দিয়া মোরে কেনে ভাণ্ডিবে বিফল ॥ (২)
 যদি বর দিবে হেন নিশ্চয় তোমার ।
 মোর চিন্তে নহে যেন কাম অহঙ্কার ॥
 নায়দ কহিলা মোরে যত উপদেশ ।
 সেই যত অপি যেন করিয়া বিশেষ ॥
 আর বর দেহ মোরে প্রভু মহেশ্বর ।
 পিতা মোর তোমাতে নিম্নিল নিরন্তর ॥

তোমার ভকত আমি ভনয় তাঁহার ।
 তে-কারণে কৈল মোর নানা অপকার ॥
 তোমার চরণে গতে মোর এই বর ।
 তাঁর অপরাধ তুমি ক্ষমিহ-সকল ॥
 এ বোল শুনিঞা বলে প্রভু নারায়ণ ।
 সাবধানে শুন বাণ আমার বচন ॥
 স্নেহে পরিত্রাণ পাইল জনক তোমার ।
 তিন সাত কুল আর পাইল প্রতিকার ॥
 যে বংশে জন্মিলে তুমি ভকতপ্রধান ।
 সবংশে তাহার কুল পাইল পরিত্রাণ ॥
 যার বংশে বৈষ্ণবের হয় উতপত্তি (১)
 হীন বা পামর কিংবা দুষ্ট পাপজাতি ॥
 পবিত্র সকল কুল বংশের উদ্ধার ।
 সাধুসঙ্গে তরে সব পাপী দুরাচার ॥
 রাজ্যভোগ কর তুমি এক মহেশ্বর ।
 গুণ্যকথা আমার কহিবে নিরন্তর ॥
 আমাতে করিয়া তুমি চিত্ত আরোপণ ।
 সর্বভূতে আমারে করিবে শ্রবণ ॥
 পাপ-পুণ্যভোগে কৰ্ম করহ খণ্ডন ।
 জগতে নির্মল যশ হইব স্থাপন ॥
 অন্তকালে কৰ্মবন্ধ তেজি কলেবর ।
 পাইবে আমারে বন্ধ ছুটিবে সকল ॥
 তোমার আমার সেবা করিবে অরণ ।
 খণ্ডিব দুর্জিত তার ভব বিমোচন ॥
 অগ্নি দান বাপের করহ প্রেতকৰ্ম ।
 রাজাসনে বসিয়া পালহ রাজধর্ম (২) ॥
 হেনকালে ব্রহ্মা আইলা দেবের দেবতা ।
 দেবগণ সঙ্গে স্তুতি কৈল লোকপিতা ॥
 দেবগণে স্তুতি করে প্রভু বিভ্রামান ।
 দেবের সাক্ষাতে প্রভু কৈল অন্তর্দান ॥
 বিশ্বয় ভাবিয়া দেব সকল রহিল ।
 দৈত্যের ইচ্ছ করি প্রহ্লাদে স্থাপিল ॥
 প্রহ্লাদে পূজিল দেব ব্রহ্মা মহেশ্বর ।
 নিজ নিজ স্থানে দেব চলিলা সকল ॥
 সেই পারিষদ দুই দিতির নন্দন ।
 অবতার করি হরি বধিল তখন ॥
 সেই দুই দৈত্য হৈল রাক্ষস মুরতি ।
 কুন্তকর্ণ দশগ্রীব ত্রিঙ্গগতে খ্যাতি ॥

(১) পাঠান্তর,—

“পূজক”; অন্তত, “তোমার” ।

(২)— প, প্র, পু,—

“বর দিঞা কেনে মোরে তাণ্ড গদাধর” ।

(১) প, প্র, পু,—

“যার বংশে ভকতজনের উৎপত্তি” ।

(২) পাঠান্তর,—“নিজ ধর্ম” ।

রাম অবতারে হরি তা-সভা বধিল ।
সেই দুই দৈত্য আসি হেথাতে জন্মিল ॥
বৈর-অম্ববন্ধ করি দেবকী-নন্দন ।
ঐরৌতাব চিস্তি গেলো বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥
কহিলু তোমারে রাজা ধর্মের নন্দন ।
বৈরৌতাব করি দৈত্যগণ বিমোচন ॥
নরসিংহ অবতার পুণ্য-গুণ-গাথা ।
প্রহ্লাদ-চরিত্র মহাভাগবত-কথা ॥
ধন্য পুণ্য পাপহর পবিত্র আখ্যান ।

কহিলে শুনিলে মিলে সর্বত্র কল্যাণ ॥
তুমি সব ধন্য জন জগতপাবন ।
যার ঘরে বৈসে পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ ॥
যারে তুমি বল ভাই বান্ধব আমার ।
সারথি বলিয়া যারে কর অহঙ্কার ॥
সেই পূর্ণ ব্রহ্ম হরি ধরে নরবেশ ।
ব্রহ্মা ভব আদি যার না জানে উদ্দেশ ॥
শ্রীগদাধর ভক্তি রস-গুরু জান ।
ভাগবত-আচার্যের মধুরস-গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে সপ্তমস্কন্ধে
ষিষ্ঠীমোহন্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায় ।

মালতী রাগ ।

এই হরি পুরুষে স্থাপিল নিজ তার ।
ত্রিপুর মারিয়া যশ খুইল চমৎকার ॥
শঙ্কর দেবের কৈল সঙ্কট মোচন ।
সাক্ষাতে তোমার ঘরে হেন নারায়ণ ॥
এ বোল শুনিঞা তবে রাজা জিজ্ঞাসিলা ।
কিরূপে ত্রিপুর বধ কি কারণে হৈলা ॥
নারদ বলিলা রাজা শুন সাবধানে ।
যেকূপে ত্রিপুর বধ কৈলা নারায়ণে ॥
দেবাসুরে যুদ্ধ হৈল পৃথ্বীর ভিতর ।
অসুরে হারিয়া যুদ্ধে গেলো রসাতল ॥
ময়দানবের গিন্ধা পশিল শরণে ।
ত্রিপুর নির্মিঞা ময় দিল সেই ক্ষণে ॥
একখান পুরী তার লোহার নির্মাণ ।
কনকে রজতে আর পুরী দুইখান ॥
তিনখান পুরী তারা একত্র করিয়া ।
বোচায় অসুর সব তাহাতে চঢ়িয়া ॥
যে দেশ চাপিয়া পড়ে তিন গোটা পুর ।
তালিয়া চুরিয়া তারা করয়ে নিশ্চল ॥
এইরূপে করে তারা তিন লোক নাশ ।
দেবগণ মেলি গেলো শঙ্করের পাশ ॥
আরাধিয়া শঙ্করে আনিল দেবগণে ।
শঙ্করের যুদ্ধ হৈল ত্রিপুরের সনে ॥
শঙ্কর যুড়িয়া বাণ ধনুর সন্ধানে ।

হানিল অসুরগণে বাণ বরিষণে ॥
মহাযোগী ময় তাতে স্থজিল প্রাকার '
যোগবলে দৈত্যগণে লইল পাতাল ॥
রস-কূপে থুয়া ময় অসুর জীয়ায় ।
মনে হুংস পায় শিব না দেখি উপায় ॥
হেনকালে সেই হরি দৈবকীনন্দন ।
ধেমুরূপ আপনে ধরিয়া সেই ক্ষণ ॥
ব্রহ্মায় করিয়া বৎস চলিলা শ্রীহারি ।
রস কূপ পান কৈলা ধেমুরূপ ধরি ॥
তবে শিব সন্ধান করিয়া আরবার ।
ত্রিপুর অসুরে মারি করিলা সংহার ॥
ত্রিপুর মারিয়া শিব হৈলা ত্রিপুরারি ।
শঙ্করের যশ খুইল ত্রিগুণে ভরি ॥
ছন্দুভি বাণে না বাণে আকাশ উপরে ।
গুপ্ত বরিষণ কৈল গন্ধর্ব্ব কিম্বরে ॥
ইন্দ্র আদি দেবে জুতি কৈল বিম্বমানে ।
ত্রিপুরে দহিয়া শিব গেল নিজস্থানে ॥
এইরূপ লীলা করি করে কত কথ্য ।
কহিতে শক্তি আর কে জানিব মর্য্য ॥
কৃষ্ণের মহিমা কিছু কহিলু উদ্দেশে ।
আর কি জিজ্ঞাসা রাজা কহিব বিশেষে ॥
ভক্তি রস-কল্পতরু গদাধর জান ।
ভাগবত আচার্যের মধুর-রস গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে সপ্তমস্কন্ধে
ষিষ্ঠীমোহন্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায় ।

কামোদ-রাগ ।

তবে রা । যুধিষ্ঠির করি ঘোড়কর ।
বর্ণাশ্রমধর্ম জিজ্ঞাসিল তার পর ॥
মহাভাগবত তুমি ব্রহ্মার নন্দন ।
লোকপরিভ্রাণ হেতু কর পর্যটন ॥
বর্ণাশ্রমধর্ম মোরে কহ মহাশয় ।
শুনিলে তোমার মুখে ঋগ্বেদ সংশয় ।
এ বোল শুনিঞা বলে মুনি তপোধনে ।
কহিব তোমারে রাজ্য কর অবধানে ॥
ধর্মের নন্দন নরনারায়ণ নামে ।
আকল্প করেন তপ বদরিকাশ্রমে ॥
তারি দুই জনে ধর্ম কহিল আচারে ।
সে ধর্ম কহিব রাণা তোমার গোচরে ॥
সর্বভূতময় হরি ধর্মের কারণ ।
ধর্মময় এক ভগবান্ নারায়ণ ॥
সত্য শাস্ত দয়া শৌচ তপ শম দম ।
শান্তি তৃষ্টি ব্রহ্মচর্য ইন্দ্রিয়-সংযম ॥
গ্রাম্যধর্ম পরিভ্যাগ ভকতসেবন ।
সর্বজীবে করি অন্ন পান বিভজন ॥
সর্বভূতে কৃষ্ণবুদ্ধি শ্রবণ কীর্তন ।
অন্ন বন্দন দাস্য আশ্রয়বেদন ॥
এ সব ধর্মের সর্ব বর্ণ অধিকারী ।
যাহা হৈতে তুষ্ট হন প্রভু নরহরি ॥
যজ্ঞন যাজ্ঞন বেদ (১) করি অধ্যয়ন ।
বেদ পাঠাইব দান করিব ব্রাহ্মণ ॥
সন্ধ্যাকর্ম করি কৃষ্ণে পুজিব ত্রিকাল ।
সামান্তে কহিলু কিছু ব্রাহ্মণ আচার ॥
কত্রিয়জাতির ধর্ম সংগ্রামে যুগল ।
রিপুদল জিনিয়া শাসিব ক্ষিত্তিল ॥
বুত্তি দিয়া ব্রাহ্মণে স্থাপিব অধিকারে ।
প্রজা ধর্ম পালিব দণ্ডি ব দুষ্টাচারে ।
কৃষিকর্ম গোরক্ষণ ধার উপহার ॥
বৈশ্যে ধন বাঢ়াইব হঞা বাণিজ্যার ॥
সকল করিয়া ধন স্থাপিব ব্রাহ্মণে (২) ।
বিজ দেব পুজিব ভজিব সাধুজনে ॥
শূদ্রকুলে ধর্ম সতে ব্রাহ্মণসেবনে ।
চিন্তবুত্তি সমর্পিব বিজের চরণে ॥

দৈবযোগে যদি ধন মিলয়ে তাহাণে ।
ধন হৈতে ধনমদে বাঢ়ে অহঙ্কারে ॥
ভে-কারণে ধন সমর্পিব দ্বিজকুলে ।
দাস হয়্যা সেবিব ভেবি মায়া-ছলে ॥
সর্বদেবময় বিপ্র গোবিন্দ-সমান ।
দ্বিজসেবা ছাড়ি শূদ্র কুলে নাহি আন ॥
শম দম তপ শৌচ অচ্যুত-ভজন ।
শান্তি ক্ষান্তি জ্ঞান দয়া ব্রাহ্মণলক্ষণ ॥
ব্রাহ্মণভকতি ক্ষমা প্রসাদ বিনয় ।
দৈর্ঘ্য শৌর্য তপ শ্রম মন শুদ্ধময় ॥
দান যজ্ঞ এই সব ক্ষত্রিয়লক্ষণ ।
বৈশ্যের লক্ষণ শুন কহিব এখন ॥
অধর্ম করিয়া ধন করিব অর্জন ।
ধন দিয়া সন্তোষিব দ্বিজ-গুরুগণ ॥
দেব দ্বিজ ভকতি কবিব নিরন্তর ।
শূদ্রজাতি ধর্ম কহি শুন নরেশ্বর ॥
দাসভাবে দ্বিজসেবা মায়া পরিহরি ।
ব্রাহ্মণভকতি করি ভজিব শ্রীহরি ॥
সত্য শৌচ স্থাপিব ভোজিব দুষ্টধর্ম ।
মন্ত্র উচ্চারণ করি না করিব কর্ম ॥
তিরিকুলে পতিসেবা অমুকুল বাণী ।
পতিবন্ধুগণ-সেবা অমুকুল জানি ॥
পতিধর্ম-ব্রত তার সত্যত ধারণ ।
মার্জন লেপন গৃহ করিব মণ্ডন ॥
পবিত্র শরীর করি পতিসন্তোষণ ।
বদনে কহিব প্রেমে সন্তোষ বচন ॥ (১)
ক্রোধ লোভ ছাড়িব থাকিব সত্য দয়া ।
কৃষ্ণভাবে পতিভক্তি না করিব মায়া ॥
সকল জাতির ধর্ম নিজ নিজ আছে ।
সেই ধর্ম হৈতে তার পরিভ্রাণ পাছে ॥
অহুজ চণ্ডাল কিংবা স্বপচ পামর ।
আপনার নিজবুত্তি করিব সকল ॥
নিজধর্মে থাকিয়া ভজিব নারায়ণ ।

(১) পাঠান্তর,—

(১) পাঠান্তর,—“বিপ্র” ।

(২) “সকল করিয়া দান করিব ব্রাহ্মণে ।”
—পাঠান্তর ।

“বচনে করিব প্রেম সন্তোষ কারণ ।”

অন্তর্ভুক্ত—

“বিনয় করিব প্রেম সন্তোষ বচন ।”

কহিলু তোমাতে সৰ্ব্ব ধৰ্ম্ম বিবরণ ॥ (১)
 নিজধৰ্ম্মে থাকিয়া ভজিব নরহরি ।
 পাছে কৃষ্ণ ভজিব সকল ধৰ্ম্ম ছাড়ি ॥
 তবে রাজা কহি শুন আশ্রম আচার ।
 ব্রহ্মচারি-ধৰ্ম্ম শুন ধৰ্ম্মের কুমার ॥
 ব্রহ্মচারী গুরুকূলে সতত বসিব ।
 চিন্ত সমাধান করি গুরু আরাধিব ॥
 দাসভাবে নীচবৎ করিব বেতার ।
 সঙ্কট-কৰ্ম্ম বহিঃকৰ্ম্ম করিব ত্রিকাল ॥
 গুরু আজ্ঞা দিলে বেদ করি অধ্যয়ন ।
 সাধ অম্লবন্ধকালে চরণবন্দন ॥
 দণ্ড কমণ্ডলু জটা চৰ্ম্ম পরিধান ।
 ধরিব করিব তবে চিন্ত সমাধান ॥
 প্রাতঃকাল সন্ধ্যাকালে ভিক্ষা পৰ্য্যটন ।
 আনিঞা করিব ভিক্ষা গুরুকে অৰ্পণ ॥
 গুরু আজ্ঞা দিলে তবে করিব ভোজন ।
 গুরু আজ্ঞা না হৈলে করিব উপাসন ॥ (২)
 তিরি-সজ না করিব তিরি-সজী সজ ।
 কোনমতে নহে যেন মহাব্রত ভঙ্গ ॥
 সকল ইন্দ্ৰিয়গণ মহাবলবান্ ।
 হরিতে যোগীর মন নহে বস্তুজ্ঞান ॥
 মৰ্দন মৰ্জ্জন জল অঙ্গ পরিষ্কার ।
 না করিব শরীরে পীরিতী ব্যবহার ॥
 গুরুদার-নিকটে নহিব কোন কালে ।
 হেন জানি নারীজাতি জলন্ত আনলে ॥
 পুরুষ জানিহ ঘৃতকলস সমান ।
 নারীসঙ্গ কভু না করিব মতিমান্ ॥
 কস্তা যদি হয় তাহো দূরে পরিহরে ।
 নারীসঙ্গে নিবাস কবল নাহি করে ॥
 এইরূপে ব্রহ্মচারী গুরু আরাধিব ।
 পঢ়িয়া সকল বেদ আজ্ঞা মাগি লৈব ॥
 গুরুকে দক্ষিণা দিয়া চলিব মন্দিরে ।
 সন্ন্যাস করিয়া বা চলিব দিগন্তরে ॥
 সকল ছাড়িয়া কিংবা বনে প্রবেশিব ।
 একান্ত ভক্তি করি কৃষ্ণ আরাধিব ॥
 সৰ্ব্বভূতে বৈসে হরি করিব সন্ধান ।
 বানপ্রস্থধৰ্ম্ম কহি শুন মতিমান্ ॥
 বানপ্রস্থ কৃষি-কল ছাড়ির ভোজন ।
 কন্দ মূল কল খায়্যা রাখিব জীবন ॥

(১) পাঠান্তর,—“সাধারণ”

(২) “দৈববোণে হয় উপবাস উতপন্ন ।”

—পাঠান্তর ।

কুশ কাশ সমিধ আনিব আহরিয়া ।
 নিতি নিতি নানা (১) যজ্ঞ করিব চিন্তিয়া ॥
 সঙ্ঘ্যাকৰ্ম্ম অগ্নিকৰ্ম্ম করিব ত্রিকাল ।
 কেশ লোম ধরিব পরিব বৃক্ষছাল ॥
 দণ্ড কমণ্ডলু করে শিরে জটাভার ।
 বস্ত্র ফলমূল দিয়া করিব আহার ॥
 এইরূপে চিরকাল বনে বাস করি ।
 অন্তকালে তনু তেজি যায় বিষ্ণুপুরী ॥
 সন্ন্যাস-আশ্রমধৰ্ম্ম কহিব এখনে ।
 পরম পাবন ধৰ্ম্ম শুন সাবধানে ॥
 যখনে পুরুষ হয় বিষয়ে বিরাগ ।
 সৰ্ব্বকৰ্ম্ম সৰ্ব্বধৰ্ম্ম করি পরিত্যাগ ॥
 তখনে চলিব নর করিয়া সন্ন্যাস ।
 গ্রামে গ্রামে এক দিন ক্ষণে বনে বাস ॥
 দণ্ড কমণ্ডলু সন্তে (২) কোপীন বসন ।
 একেশ্বরে নিরপেক্ষ করিব গমন ॥
 শাস্ত দাস্ত সৰ্ব্বভূত-হিত দম্বাপর ।
 নারায়ণপরায়ণ শুদ্ধকলেবর ॥
 চরাচর জীবে হৈব ঈশ্বর ভাবনা ।
 মনে না হইব কভু বিষয় বাসনা ॥
 বন্ধ মোক্ষ আপনার দেখিব গেয়ানে ।
 মায়াময় জগৎ বুঝিব অমুয়ানে ॥
 অসৎ শাস্ত্রের না যাইব সন্নিধানে ।
 কভু নাহি ঈবিধা করিব মতিমান্ ॥
 বিবাদ বর্জিব তর্ক ত্রায় দরশন ।
 কভু না করিব বহু শাস্ত্র অভ্যাসন ॥
 বহু শিষ্য না করিব না পঠাব বেদ ।
 কার সঙ্গে কভু না করিব মতিভেদ ॥
 সকল আরম্ভ তেঁঞি তত্ত্ব মন দিব ।
 সমচিন্ত শাস্ত্র হয়্যা ত্রীকৃষ্ণ ভজিব ॥
 বালবৎ চরিত্র অন্তর নিরমলে ।
 জড় উনমত যেন দেখিব সকলে ॥
 কহিব তোমাতে পুরাতন ইতিহাস ।
 অজগর মুনি আর প্রহ্লাদ সম্ভাষ ॥
 কাবেরী নদীর তীরে এক যোগেশ্বর ।
 সহ গিরি গহবরে থাকয়ে নিরন্তর ॥
 ধূল্যয় ধূসর তম্ব থাকেন শয়নে ।
 এককালে প্রহ্লাদ চলিলা পৰ্য্যটনে ॥
 লোকতত্ত্ব জানিব লোকের অধিপতি ।
 চলিলা অলপ সৈন্ত করিয়া সংহতি ॥

(১) পাঠান্তর,—“পক্ষ” ।

(২) পাঠান্তর—“করে” ।

কাবেয়ী নদীর তীরে হৈলা উপগম ।
অজগর মুনি সনে তথা দরশন ॥
প্রহ্লাদ চিনিলা দিব্যপুঙ্খ লক্ষণ ।
প্রণাম করিয়া কৈল চরণ বন্দন ॥
প্রহ্লাদ পুছিল তবে তকত প্রাধান ।
স্থল কলেবর তুমি মহা ভোগবান্ ॥
ধন নাহি তোমার উদযোগ নাহি কর ।
স্থল কলেবর তুমি কোন্‌ যোগে ধর ॥
শয়ন করিয়া থাক না কর আহারে ।
তুষ্ট পুষ্ট দেখি তোমা সন্তোষ অন্তরে ।
কহ যদি যোগ্য আমি হই যোগেশ্বর ।
অজগর মুনি তবে দিলেন উত্তর ॥
শুন হে অনুরঞ্জন তকতপ্রাধান ।
কহিব সকল কথা তোমা বিত্তমান ॥
যাহার হৃদয়ে বৈসে প্রভু নারায়ণ ।
বড় পুণ্যে তার সঙ্গে হয় দরশন (১) ॥
নানা বোনি ভ্রমিল বিবিধ কৰ্ম করি ।
এ দেখে সকল আমি বুঝিল বিচারি ॥
মুক্তি-দুয়ার এই নরক-দুয়ার ।
সামিতে পারিলে এই দেখে প্রতিকার ॥
সুখ হেতু কৰ্ম করি সন্তে দুঃখ সার ।
কৰ্ম করি নানা দুঃখ পাই বার বার ॥
ইবে কৰ্ম তেজি আমি (২) গুরু কলেবর ।
আনন্দসাগরে আমি ভাসি নিরন্তর ॥
বিষয় সন্ধান এবে মনেহ না করি ।
শয়ন করিয়া থাকি তব্দে মন ধরি ॥
তত্ত্ব বিস্মরিয়া লোক ভ্রমে সংসার ।
অসত্য সকল মনে না করে বিচার ॥
নানা দুঃখ করি ধন আয়োজন (৩) করে ।
দুঃখ বিনে আর কিছু না দেখি তাহারে ।
রাজতম চৌরভয় শত্রু-মিত্রভয় ।
নিজা নাহি যায় ধনী সর্বত্র সংশয় ॥
শোক মোহ ভয় ক্রোধ রাগ পরিশ্রম ।
ধনে হৈতে ধনীর সন্তত মতিভ্রম ।
এই বোল বুঝিয়া তেজিলু ধন-আশা ।
সৰ্প মধুকর দেখি বাটিল ভরসা ॥

দুই গুরু আমার পয়গ মধুকর ।
তা-সত্য ঠাঞি তত্ত্ব শিখিল সকল ॥
নানা পুষ্ণ হৈতে মধু মধুকরে আনে ।
তাহাকে মারিয়া মধু লয় অন্ত নে ॥
এ বোল মুছিয়া ধন না করি লক্ষয় ।
সৰ্প হৈতে যে শিখিলু শুন মহাশয় ॥
মহাসৰ্প তুষ্ট হয়্যা থাকে সৰ্বকাল ।
আহার করিয়া চিন্তা নাহিক তাহার ।
অলপ বিস্তর যেন দৈবযোগে মিলে ।
তাই খেয়া সৰ্পরাজ বহে বুতুহলে ॥
পরঘরে থাকে সৰ্প না চিন্তে আহার ।
সৰ্প হৈতে শিখিলু এ সব সদাচার ॥
দৈবযোগে যে মিলায় করিয়ে ভোজন ।
তৃণ পত্র ভাষে ক্ষণে করিয়ে শয়ন ॥
কনকপর্ষ্যকে কেহ শয়ন করায় ।
দিব্যগন্ধ মাল্য দিব্য বসন পরায় ॥
হরিষ বিষাদ আমি কোথাহ না করি ।
অদৃষ্ট মানিঞা বহি রক্ষে চিন্ত ধরি ॥
মিষ্ট অন্ন পান কেহ করায় ভো ন ।
বিস্তর ভৎসয়ে কেহ করয়ে তা ন ॥
দিব্য রথে তুলি কেহ চামর ঢুলায় ।
গণের উপরে তুলি কেহ লঞা যায় ॥
ধূলা ভস্ম দিয়া কেহ সর্বদ ভরায়ে ।
দণ্ডের প্রহার কেহ করে মোর গায়ে ॥ (১)
তাহাতে না করি আমি মান অপমান ।
অদৃষ্ট মানিঞা চিন্তে করি সমাধান ॥
সকল লোকের হিত চিন্তি স কাল ।
শ্রীহরি ভজিয়া যেন ভব হয় পার ॥
কহিলু তোমাতে রা । গাপত কখন ।
গোবিন্দভকত তুমি সাধু মহাজন ॥
মুনির বচন শুন দৈত্যের দৈশ্বর ।
বিনয়ে প্রণাম করি গেলা নি ধর ॥ (২)
কহিল তোমাতে রাজা পুঙ্খ বন্ধন ।
আর কি কাঁহব কহ ধর্মের নন্দন ॥
জ্ঞান গুরু গদাধর ধীরাশ্রমোমণি ।
ভাগবত-আচার্যের মধু-রস-বাণী ॥

(১) পাঠান্তর,—“সন্তোষণ” ।

(২) পাঠান্তর—“হৈল” ।

(৩) পাঠান্তর—“উপাঞ্জন” ।

(১) পাঠান্তর,—

“দণ্ড পরহার কেহ করে সপত্নায়,”

(২) “নিজ পুর চলিলা করিয়া নমস্কার”;

অন্যত্র,—“নমস্কার করিঞা চলিলা নিজঘর ।”

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে সপ্তমস্কন্ধে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায় ।

ভক্তিস্বক হৈলা তবে রাজা যুধিষ্ঠির ।
 প্রেমে গদগদ বাণী পুলকশরীর ॥
 নারদের চরণে করিয়া নমস্কার ।
 আর কথা জিজ্ঞাসিল ধর্মের কুমার ॥
 আমি-সব সম যত মুখ গৃহবাসী ।
 তারা-সব কেমনে তরিব পাপরাশি ॥
 * কহ বোগেশ্বর মোরে তাহার প্রকার ।
 কহিতে লাগিলা তবে ব্রহ্মার কুমার ॥
 যবে থাকি সতত করিব শুভ কর্ম ।
 গোপীনাথচরণে করিয়া সমর্পণ ॥
 হরিকথা নিরন্তর করিব শ্রবণে ।
 বৈষ্ণবজনের সঙ্গে থাকিব যতনে ॥
 চিত্ত নিরমল হয় সাধুর সংহতি ।
 শ্রুত দার দেহ গেহে না রহে পীরিতি ॥
 প্রয়োজন অবধি কলত্র পুত্রসঙ্গ ।
 অন্তর বৈরাগ্য তার কভু নহে ভঙ্গ ।
 কেবল সংসারী যেন দেখে সর্বলোক ॥
 পুত্র দার মরে যদি তবু নাহি শোক ॥
 যে যে ইৎসা করে মাতা পিতা শ্রুত দার ।
 সেই দ্রব্য দিয়া চিত্ত সন্তোষে তাহার ॥
 অন্তরে বৈরাগ্য তার কেহ নাহি বুঝে ॥
 আপনা গোপত করি গোপীনাথ ভজে ॥
 দেখিব সকল জীবে আপন সমান ।
 কীট পশু পক্ষ না করিব ভিন্ন জ্ঞান ॥
 যখন যে হয় দৈবযোগে উপসন্ন ।
 যখন যে হয় দৈবযোগে উপসন্ন ॥
 সর্বজীবে বিতজিয়া করিব ভোজন ॥
 আপনার না বলিব শ্রুত বিস্ত দার ।
 ঈশ্বর-নির্মিত সব ানিব সংসার ॥
 অন্তকালে কুমি ভস্ম হয় কলেবর ।
 তার তরে করে না হইব (১) নিজ পর ॥
 যদি ধন হয় সর্বজীব সন্তোষিব ।
 দেবযজ্ঞ পিতৃযজ্ঞ সতত করিব ॥
 সর্বজীবে বৈসে হরি করিব ভাবনা ।
 এই চিন্তে করিয়া করিব উপাসনা ॥
 শুভযোগ শুভ তিথি শুভকাল পেয়া ।
 জপ হোম যজ্ঞ দান করিব বুঝিয়া ॥
 পুণ্য দেশ পুণ্য ভূমি কহিব তোমায়ে ।
 যথা রহি পুণ্য কর্ম করিব সকলে ॥

সেই পুণ্য দেশ যথা থাকে সাধুজন ।
 যথা যথা কৃষ্ণভক্তি করয়ে স্থাপন ॥
 মূর্তি অবতারে হরি থাকেন যে দেশে ।
 সর্ব তীর্থ সনে তথা সর্ব দেব বৈসে ॥
 সে দেশে ানিহ তুমি সকল কল্যাণ ।
 সাধক জনার যথা হয় উপাদান ॥
 গঙ্গা আদি মহা নদী প্রভাস পুঙ্কর ।
 কুরুক্ষেত্র শ্রোয়াগ নৈমিষ তীর্থবর ॥
 পুন্ড্র আশ্রম সেতু গঙ্গা ঘাটাবতী ।
 বারাগসী মধুপুরী পদ্মা সরস্বতী ॥
 নারায়ণক্ষেত্র বিন্দুসর আদি করি ।
 এই সব পুণ্য ভূমি যথা বৈসে হরি ॥
 মূর্তিরূপে যথা হবি করেন বিহার ।
 তকত জনের হয় যথা অবতার ॥
 সেই সব পুণ্য ভূমি জানিহ বিশেষে ।
 যত যত কর্ম ধন্য হয় সেই দেশে ॥
 পাত্র মধ্যে পাত্র সার কহি নরেশ্বর ।
 সকল পাত্রের সার এক দামোদর ॥
 স্বষ্ণ তুট্ট হৈলে তুট্ট হং চরাচর ।
 এই বোল বুঝিয়া ভজিব গদাধর ॥
 পাত্র মধ্যে সার আর জানিহ ব্রাহ্মণ ।
 তাহাতে অধিক পাত্র হবিপরাশর ॥
 ত্রেতাযুগে মূর্তি করি মহামুনিগণে ।
 মূর্তি অবতারে হরি ভজিল যতনে ॥
 সেই মূর্তি করি যোবা ভজে নারায়ণ ।
 জীব হিংসা করে যদি নাহি প্রয়োজন ॥
 শ্রদ্ধাবিশি তবে আর কহিল বিতারে ।
 কাম ক্রোধ মোহ ভ্রম জিনিতে প্রকারে ॥
 নারদ বলেন তবে শুন নরেশ্বর ।
 কহিহু যতেক ধর্ম তোমার গোচর ॥
 বিনি গুরু-উপদেশ কিছুই না হয় ।
 গুরু-উপদেশ লঞা ঘুচাই সংশয় ॥
 তবে ধর্ম সাধিলে সকল হয় সিদ্ধি ।
 এ বোল বুঝিয়া হরি ভজে মহাবুদ্ধি ॥
 গুরুরূপে জ্ঞানদাতা প্রভু ভগবান্ ।
 চিন্তে না করিহ গুরু মায়া গেরান্ ॥
 গুরুতে যাবৎ যার থাকি নর বুদ্ধি ।
 তাবৎ না হয় তার কোন কর্মাসিদ্ধি ।
 যেই গুরু সেই হরি দেখিব সমান ॥
 গুরুভক্তি করিয়া ভজিব যতনান্ ॥
 পুণ্য অশ্রমে হিহু আমি গুরুপ্রধান ।
 সঙ্গীতে পণ্ডিত আমি করি দিব্য গান ॥

(১) পাঠান্তর,—“করিব” অতঃ,—
 “তার তরে কাকে না বলিব” ।

উপবরিহণ নাহি আছিল আমার ।
 দেবের সমাজে গীত গাই সর্বকাল ॥
 এককালে যজ্ঞ আরম্ভিল প্রজাপতি ।
 সকল গন্ধর্বগণে করিয়া সংহতি ॥
 তাহাতে চলিল আমি গীত গাইবারে ।
 হরিগুণ গান করি ব্রহ্মার গোচরে ॥
 দেবের নাচনী তথা দিব্য নৃত্য করে ।
 ভিলেক আমার চিত্ত তাহাতে সঞ্চারে ॥
 তালভঙ্গ হৈল তবে ছেন অবসরে ।
 ক্রোধ করি প্রজাপতি শাপ দিল মোরে ॥ (১)
 বাহু দুই বেটা তুমি হও শূদ্রজাতি ।
 ভে-কারণে ক্ষিত্তিলে হইলু উৎপত্তি ॥
 দ্বিগুণে হৈলু আমি দাসীর তনয় ।
 আচরিতে আইল তথা চারি মহাশয় ॥
 কৃপা করি তাঁরা মোরে দিলা উপদেশ ।
 তাঁ-সভার প্রসাদে ভজিলু হৃষীকেশ ।
 মহাশয়-উপাসনা উচ্ছিন্ন ভোজনে ।
 ব্রহ্মার কুমার আমি হৈলু ভে-কারণে ॥

(১) পাঠান্তর,—“পাপিল আমারে” ।

বিনে গুরু ভজিলে না হয় পরিত্রাণ ।
 এ বোল বুঝিয়া গুরু ভক্ত মতিমান ॥
 কৃষ্ণে সমর্পিয়া যদি নিজ ধর্ম করে ।
 গৃহস্থ সংসারজুঃখ তরিবারে পারে ॥
 তুমি ধন্ত পুণ্য রাজা গুণের নিধান ।
 সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম তব সন্নিধান ॥
 নররূপ ব্রহ্মা এই প্রভু নারায়ণ ।
 তার সঙ্গে কর তুমি শয়ন ভোজন ॥
 ব্রহ্মা ভব আদি যার করয়ে ধোয়ান ।
 তোমার নিকটে রহে সেই ভগবান ॥
 তুমি মহাপুরুষ কেবল ধর্মময় ।
 তোমার প্রসাদে লোক তরিব সংশয় ॥
 এতেক বচন বলি ব্রহ্মার নন্দন ।
 অন্তর্দ্বান করিয়া চলিলা সেইক্ষণ ॥
 নারদের বচন শুনিঞা যুধিষ্ঠির ।
 আনন্দে মজিল রাজা পুলক শরীর ॥
 রক্ষের মহিমা শুনি ভাবিলা বিশ্বময় ।
 জানিল সাক্ষাৎ ব্রহ্ম এই দয়াময় ॥
 শ্রীযুত শ্রীগদাধর ধীরশিরোমণি ।
 ভাগবত-আচার্যের মধুরস-বাণী ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে সপ্তম-স্কন্ধে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥৫॥

সমাপ্তচাং সপ্তমঃ স্কন্ধঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টম স্কন্ধ ।

প্রথম অধ্যায় ।

এতেক বচন শুনি রাজা পরীক্ষিত ।
 আর কথা জিজ্ঞাসিলা হয়। হরষিত ॥
 ঋষভ্রুব-মহু-বংশ কহিলে সকল ।
 চৌদ্ধ মনন্তর কথা কহি বোগেশ্বর ॥
 যথা যথা অবতার করিলা শ্রীহরি ।
 যত কর্ম কৈল যত অবতার ধরি ॥
 সে সব কহিবে মোরে যদি কর দয়া ।
 তোমার প্রসাদে যেন তরি দৈব-মার। ॥
 তবে শুক মুনি তারে দিলেন উত্তর ।
 কহিব তোমাতে যত যত মনন্তর ॥
 ছয় মনু বহি গেল কল্পের ভিতর ।
 ঋষভ্রুব মহু তাণ্ডে প্রধান সকল ॥

আকৃতি তাহার কজা আছিল সুন্দরী ।
 তার গর্ভে অবতার করিল শ্রীহরি ॥
 ঋষভ্রুব মনু ছিল সভার প্রধান ।
 বনে তপ করি আরাধিল ভগবান ॥
 ক্ষুধায় অকুল হই যত দৈত্যগণে ।
 চৌদ্দগে বেটিল তাবা ভিক্ষবার মনে ॥
 তবে যজ্ঞরূপে হরি করি অবতার ।
 সেইক্ষণে কৈল সব দৈত্যের সংহার ॥
 দ্বিতীয়ে আছিল স্বারোচিষ মনন্তর ।
 বৈরোচন নামে ইন্দ্র তুষিত অমর ॥
 তৃতীয়ে আছিল মুনি উত্তম সে নামে ।
 সত্যজিৎ নামে ইন্দ্র সত্য দেবগণে ॥

সত্যলেন নামে হরি ধর্মের কুমার ;
 মায়া অম্বরগণে করিল সংহার ॥
 চতুর্থে তামস মনু পুণ্য-কলেবর ।
 প্রিন্থত্র-সুত তারা দুই সহোদর ॥
 সত্যক বৈষ্ণব নামে হৈল সুরগণে ।
 ত্রিশিখ ইন্দ্রের নাম আছিল তখনে ॥
 হরিমেধা নামে ছিল এক নরেশ্বরে ।
 হরিরূপে অবতার কৈলা তার ঘরে ॥
 হরি অবতারে কৈলা গজেন্দ্রমোক্ষণ ।
 শুন রাজা তার কথা কহিব এখন ॥
 আছে ত্রিকূট নামে এক গিরিবন ।
 চৌদিকে বেষ্টিয়া আছে কীরোর সাগর ॥
 অমৃত যোজন তার উচ্চ পরিমর ।
 তিন গোটা শৃঙ্গ তার দেখিতে সুন্দর ॥
 রক্তত কাঞ্চনে তার দুই ত শিখর ।
 রতনের এক শৃঙ্গ করে বলমল ॥
 আর শত শৃঙ্গ তারা নানা মণিময় ।
 কীরোর সাগরে দীপ্ত করে অতিশয় ॥
 ফল ফুলে লঙ্ঘিত বিবিধ তরুজাল ।
 কলরব পরভূত ভ্রমর বাক্যার ॥
 বিবিধ বিহগকুল শব্দ সঙ্কার ।
 সুর গিহ বিজ্ঞান করয়ে বিহার ॥
 হেম-মণিময় শিলা রতন বিমলে ।
 ক্রীড়া করে সুরগণ গুহার ভিতরে ॥
 নিখর বাক্যত অলঙ্কৃত চাক বনে ।
 ধরে ধরে দেবের উদ্ভান স্থানে স্থানে ॥
 নদ নদী সরোবর বিমল সলিল ।
 মণিময় বালুক রতন চাক তীর ॥
 সুরবধু জলকলি সলিল সুগন্ধ ।
 ললিত লহরী বায়ু বহে মন্দ মন্দ ॥
 বাল চন্দ্রক চূত পাটল পিয়াল ।
 তমাল হস্তাল তাল শাল কোবিদার ॥
 অশোক পুষ্পাঙ্গ আর জম্বীর খর্জুর ।
 মধুক কিংকর নারিকেল বীজপু ॥
 বিশ্ব আমলক ভল্লাতক দেবদারু ।
 বহুবিধ ক্রমজাত পর্বত সুগন্ধ ॥
 আছিল ত্রিকূট হেন পর্বত বিশাল ।
 এক সরোবর তাথে আছিল বিস্তার ॥
 কুমুদ কহলার শতপত্র উতপল ।
 তরল বিমল জল কনক কমল ॥
 জলচর বিহরে শব্দ উতরোল ।
 মকর কঙ্কপ জল-তরঙ্গ কল্লোল ॥

বার দিব্য গন্ধে দশদিগ আমোদিত ।
 হেন সরোবর তাথে দেখিতে শোভিত ॥
 এক গজ তাহাতে আছিল মহাবল ।
 বার পদভরে গিরি করে টলবল ॥
 বার গন্ধ মাঝে ভয়ে পালায়ে কেশরী ।
 পালায়ে মহিষ ব্যাঘ্র ভয় বন ছাড়ি ॥
 এক দিন মহাগজ জল অমুসারে ।
 গজীগণ সংহতি চলিলা সরোবরে ॥
 তরু বন ভাঙ্গিয়া করিল সমঞ্চল ।
 তার ভরে গিরিরাজ করে টলবল ॥
 গজরাজ চলি যায় গজীগণ সঙ্গে ।
 তরুগণ ভাঙ্গি কৈল লণ্ড ভণ্ড রঙ্গে ॥
 প্রবেশ করিল গিয়া জলের ভিতরে ।
 কমল কুমুদ গন্ধ হেম উতপলে ॥
 জলকলি করে গজ গেলের মাঝার ।
 ভাঙ্গিয়া কমল বন তুলিল মুগাল ॥
 ঠেলাঠেলি পেলাপেলি করি গজীগণে ।
 সরোবর-জল কৈল কর্দম সমানে ॥
 শুণ্ডে গেল ছিটাই ছিটাই করে গজরাজ ।
 জলকলি করে গজ গীর সমাধ ॥
 হেনকালে এক নরু মহাবলবান্ ।
 গজেন্দ্রচরণে ধরি দিল এক টান ॥
 বিক্রম করিল গজ উঠিতে সঙ্কটে ।
 উঠিতে না পারে গজ ছটকট করে ॥
 গজীগণে বেষ্টিয়া গিলিল পরকার ।
 টানাটানি করি না পারিল তুলিবার ॥
 অনেক যতন কৈল অনেক শক্তি ।
 কোনমতে লিতে না পারে গজপতি ॥
 গজীযুধ পালায়া (১) চলিল ভিতাভিতে ।
 জলের ভিতরে গজ রহে এই মতে ॥
 মহানরু মহাগজ দুহে সমবল ।
 এইরূপে যুদ্ধ করে সহস্র বৎসর ॥
 কেহ পারে না পারে সমান দুই বলা ।
 দুই নে করে টানাটানি পেলাপেলি ॥
 এইরূপে গেল যদি সহস্র বৎসর ।
 অলপে অলপে টুটে গজেন্দ্রের বল ॥
 একে ক্রোধ তৃষ্ণা তাহে যুদ্ধপরিশ্রম ।
 দিনে দিনে হৈল গজের বলের নিধন (২) ॥

(১) পাঠান্তর,—“এড়িয়া” ।

(২) পাঠান্তর,—

“দিনে দিনে করিয়াই হৈল অবসন্ন” ।

সঙ্কটে পড়িল গজ চিন্তে মনে মনে ।
 দাক্ষণ কুন্তীর-বন্ধ ছাড়িব কেমনে ॥
 ভবভয়-ভঞ্জন প্রাপ্ত নারায়ণে ।
 উদ্ধারিতে কে পারিব নারায়ণ বিনে ॥
 শ্রীহরিচরণে মূঞি পশিমু শরণে ।
 সেই সে করিব নক্রবন্ধ-বিমোচনে ॥
 পুরুষ জনমে গজ যে মন্ত্র জপিল ।
 হেনকালে সেই মন্ত্র মনে সঙরিল (১) ॥
 সেই মন্ত্র গজেন্দ্র জপিল সাবধানে ।
 বহুবিধ স্তুতি কৈল বিবিধ বিধানেন ॥
 জগত নিবাস হরি বৈকুণ্ঠে আছিল ।
 গজরাজ-স্তুতিবাণী তখনে শুনিল ॥
 সঙ্গে পারিষদগণ গরুড়বাহন ।
 আকাশমণ্ডলে আসি দিলা দরশন ॥
 সূর্য্যাকাটিলম জ্যোতি চক্রে ধরি (২) করে ।
 প্রকাশ দিলেন হরি গরুড়-উপরে ॥
 গজরাজ সম্মুখে দেখিয়া নারায়ণে ।
 চমকিত হৈলা গজ ভয় পেয়া মনে ॥
 নমো নমো নমো নারায়ণ ভগবান ।
 অখিল জগতগুরু পুরুষ পুরাণ ॥
 এতেক বলিয়া গজ যুক্তি কৈলা মনে ।
 কমল তুলিয়া করে ধরিল গগনে ॥
 এতেক দেখিয়া মাত্র কঙ্কণাসাগর ।
 গরুড়ের স্বরূপ হৈতে নামিলা সত্তর ॥
 গরুড় চলিয়া যাইতে হৈব যতক্ষণ ।
 তাবৎ থাকিব মোর ভকত-বন্ধন ॥
 এ বোল চিন্তিয়া হরি নাখিলা সত্তরে ।
 নক্র সহ গজেন্দ্র তুলিলা বাম করে ॥
 চক্রে নক্র কাটিয়া গজেন্দ্র উদ্ধারিলা ।
 ব্রহ্মা আদি সুরগণে পুষ্পবৃষ্টি কৈলা ॥
 গরুড় কিয়রে গায় নাচে বিজ্ঞাধর ।
 সুরগণে স্তুতি করে প্রগতকঙ্কর ॥
 চন্দ্রস্তুতি বাজনা বাজে জয় জয় ধনি ।
 সিদ্ধ বিজ্ঞাধর মুনি বলে স্তুতিবাণী ॥
 চক্রে কাটা গেল যদি দুয়ন্ত কুন্তীর ।
 দিব্যরূপ ধরে তবে গন্ধর্ব্বশরীর ॥
 পুরুষ জনমে হুহু গর্ষক আছিল ।
 দেবল মুনির শাপে নক্ররূপ হৈল ॥

ধরিয়া গন্ধর্ব্বরূপ দিব্য কলেবর ।
 প্রণাম করিয়া রহে যুড়ি দুই কর ॥
 প্রভুর নির্মল যশ গাহ উচ্চস্বরে ।
 প্রদক্ষিণ করিয়া চলিলা নিজপুরে ॥
 আজ্ঞা শিরে ধরিয়া গন্ধর্ব্বরাজ চলে ।
 বিশ্বয় ভাবিবা দেব রহিলা অন্তরে (১) ।
 গজরাজ বলে তবে প্রভু নারায়ণ ।
 ভকতবৎসল তুমি ক্রীমধুসূদন ॥
 তোমার কৃপায় মোর হৈল প্রতিকার ।
 আজি সে ষড়্ভিল মোর ভব-অন্ধকার ॥
 তবে গজরাজ দিব্য কলেবর ধরে ।
 শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধরে চারি করে ॥
 পুরুষে আছিল গজ দ্রবিড়-ঈশ্বর ।
 ইন্দ্রদ্রায় নামে রাজা পুণ্য কলেবর ॥
 হরিপরায়ণ রাজা ভকতপ্রধান ।
 সত্যত গোবিন্দপদ করয়ে সন্ধান ॥
 চীর পরিধান শিরে ধরে জটাভার ।
 কুলাচল গিরিতটে রহে চিরকাল ॥
 রাত্ৰি পরিচরি ধরে তপস্বীর বেশ ।
 তীর্থস্থান করি রাজা পুজে ব্রহ্মকেশ ॥
 এক দিন কৃষ্ণপূ-১ করে নরপতি ।
 হেনকালে আইলা অগস্ত্য মহামতি ॥
 শিষ্যগণ সঙ্গে মুনি কৈলা আগমন ।
 উঠিয়া না কৈল রাজা তাঁর আগমন ॥
 কৃতপূজা ছাড়িয়া না কৈল আন চিন্ত ।
 তে-কারণে রাজা না উঠিলা সচকিত ॥
 তা দেখিয়া ক্রোধ কৈল মুনি যোগেশ্বর
 দ্বিজ অবজ্ঞান বেটা কৈল এত বড় ॥
 আপনে বৈষ্ণব বেটা এত গর্ব্ব ধরে ।
 আমাকে দেখিয়া না উঠিল অহঙ্কারে ॥
 মস্ত গজ হেন যেন গজরূপ ধর ।
 আয় যেন গর্ব্ব না করিহ এত বড় ॥
 এতেক বলিয়া মুনি অগস্ত্য চলিল ।
 ইন্দ্রদ্রায় রাজা তবে মনে ভয় পাইল ॥
 কুঞ্জরশরীর রাজা মুনি শাপে ধরে ।
 আপনে আসিয়া হরি গজেন্দ্র উদ্ধারে ॥
 পুরুষ ভক্তি তার হইল স্মরণ ।
 গংযোনি পরিভ্রাণ পাইল তে-কারণ ॥
 গজেন্দ্র-মোক্ষণ করি প্রভু নরহরি ।

(১) পাঠান্তর,—“স্তুতি হৈল” ।

(২) পাঠান্তর,—“চাক” ।

(১) পাঠান্তর,—“অবরে” ।

নিজ পারিষদ করি লৈলা নিজ পুরী ।
কহিল তোমাতে রাজ্য কৃষ্ণের চরিত্র ॥
গজেন্দ্রমোক্ষণ কথা পরম পবিত্র ।
যন্ত পুণ্য স্বর্গপর (১) দুঃস্বপ্ননাশন ॥

(১) পাঠান্তর—“শোকহর”
অন্তরু—“পাপহর” ।

ধর্ম যশস্কর কলিমল-বিনাশন ।
ইহা শুনে শুনায় যে প্রভাত সময় ॥
সর্বপাপ হবে তার খণ্ডে ভবভয় ।
শ্রীশ্রুত শ্রীগদাধর ধীরশিরোমণি ॥
ভাগবত-আচার্যের মধুরস-বাণী ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টমস্কন্ধে
প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

কামোদ রাগ ।

গজেন্দ্রমোক্ষণ রাজ্য কহিল তোমাতে ।
তবে আর কহিব পঞ্চম মনস্তরে ॥
পঞ্চমে রৈবত যন্তু বিভূ ইন্দ্র নামে ।
ভূতরয় নামে তাহে হৈল সুরগণে ॥
আছিল বিকৃষ্ট নামে শুভ্রের বনিতা ।
তার গর্ভে জনমিলা সর্বলোকপিতা ॥
ধরিতা বৈকুণ্ঠ নাম প্রভু ভগবান্ ।
লক্ষ্মীর ইচ্ছায় কৈল বৈকুণ্ঠ নির্মাণ ॥
পৃথিবী গুণ্ডিয়া যদি গণি ধূলা করি ।
তবুত প্রভুর গুণ গুণিতে না পারি ॥
আছিল চাক্ষুস যন্তু যন্ত মনস্তরে ।
মন্ত্রকর্ম নামে ইন্দ্র, দেবের ঈশ্বরে ॥
আপ্য নামে সুরগণ আছিল তবনে ।
অজিত প্রভুর নাম বিদিত ভুবনে ॥
বৈরাগ্যের বনিতা সমুত্তি নামে জানি ।
তার গর্ভে অবতার কৈলা চক্রপাণি ॥
ধরিতা অজিত নাম প্রভু নারায়ণ ।
দেবের কারণে কৈলা সমুদ্র মন্থন ॥
কর্মরূপ ধরি হরি ধরিতা মন্দর ।
অমৃত পিয়াল দেবে করিল অমর ॥
কীরোদমন্থন-কথা শুন সাবধানে ।
অদভুত কর্ম তথা কৈলা নারায়ণে ॥
অশুরে জিনিলা সুর করিয়া সময় ।
ইন্দ্র আদি সুর হৈল চিন্তিয়া বিকল (১)

যন্ত ১ করিয়া গেলা ব্রহ্মা-বিভ্রমানে ।
কহিলা সকল কথা ব্রহ্মার চরণে ॥
দেবগণে দুর্জল দেখিয়া পদ্মাসন ।
চিন্তের ভিতরে কৈলা শ্রীকৃষ্ণ স্বরণ ॥
আমি ব্রহ্মা ভব আদি ভূমি সুরগণে ।
সকলে মিলিয়া চিন্ত প্রভু নারায়ণে ॥
যার আজ্ঞা ধরি কর্ম কর সঙ্কল্পনে ।
সকলে শরণ পৈশ তাঁহার চরণে ॥
কেহ তাব বধা রক্ষা নাহি বন্ধুজন ।
কেহ তাব শত্রু মিত্র নাহি ভিন্ন মর্ম ॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কবয়ে সেই জনে ।
সত্ত্ব রজ তম গুণ ধরে নারায়ণে ॥
জগতের গুরু সেই ভকতবৎসল ।
ইচ্ছা করি সেই হবি করিব কুশল ॥
এ বোল বলিয়া ব্রহ্মা দেব সন্তোষিল ।
নির্মল কীর্তন করি গোবিন্দ স্তবিল ॥
আত্ম সত্য অনন্ত নিরুল অবিকার । (২)
মনোবাক্যে না পরি জানিতে তত্ত্ব সার ॥
সে দেবচরণে যোর সন্তত প্রণাম ।
জানিঞা করিব কৃপা সেই ভগবান ॥
যার যান্নাপাশ বন্দী সব চরাচর ।
যে হরি নির্গুণ ব্রহ্ম পুরুতির পর ॥
যোগেন্দ্র মুনিজ যার অন্ত নাহি জানে ।
যার যথ উপজিল দ্বিজ চত্বাশনে ॥

চক্ষু নৃপ উপজিল নয়নে যাহার ।
 প্রবণে জন্মিল দশদিক দিকপাল ॥
 আমি উপজিলু যার শ্রীনাভিকমলে ।
 নিরন্তর বৈসে যার লক্ষ্মী বক্ষঃস্থলে ॥
 বাহুবুগে উপজিল এ ক্ষত্রিয় জাতি ।
 উরুমুগে হৈতে যার বৈষ্ণৱ উতপত্তি ॥
 শূদ্রজাতি উপজিল চরণযুগলে ।
 শিরে যার উপজিল আকাশমণ্ডলে ॥
 শুনে ধর্ম পৃষ্ঠে যার জন্মিল অধর্ম ।
 যার হস্ত হৈতে হৈল অমরার ভ্রম ॥
 ভূকম্বুগে যম লোভে এন্মিল অধরে ।
 কাল উপজিল যার কটাক্ষ ভিতরে ॥
 প্রাণ হৈতে প্রাণবল শক্তি জনম ।
 হেন অদভূত কর্ম করে নারায়ণ ॥
 তার পদকমলে রহক নমস্কার ।
 বাহা হৈতে প্রপন্ন জনেব প্রতিকার ॥
 নমো নমো নমো নমো নমো নারায়ণ ।
 প্রপন্ন জনের প্রভু দেহ দরশন ॥
 এত জ্ঞতি কৈলা ব্রহ্মা দেবের দেবত' ।
 দরশন দিল আসি সর্বলোক-পিতা ॥
 জলধর শ্রাম তমু রাজীব-লোচন ।
 তপন কাঞ্চন তুল্য সুপীত বসন ॥
 মহাযাগিন্য হেম-মুকুট কেয়ুর ।
 অরুণ-কমলপদ রঞ্জিত নৃপুর ॥
 বিলোল অলকাবলি ললিত কপালে ।
 কোমল-ভূষণ উরে বনমালা দোলে ॥
 কুণ্ডল কঙ্কণ হার ভূষণে ভূষিত ।
 শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ভূজে বিরাজিত ॥
 তেন অপক্লপ রূপ দেখি সুরগণে ।
 প্রণাম করিয়া জ্ঞতি করে সাবধানে ॥
 নমো হরি নমো জয় নমো নারায়ণ ।
 নমো রাম কৃষ্ণ বিষ্ণু শ্রীমধুসূদন ॥
 দেবের কেবল তুমি গতি ভগবান ।
 প্রপন্নতাংগ প্রভু কর পরিত্রাণ ॥
 এ বোল শুনিঞা বলে প্রভু দয়াময় ।
 শুন শুন দেবগণ না কর সংশয় ॥
 আমার বচন দেব শুন সাবধানে ।
 অমুরের সঙ্গে গিয়া করহ সন্ধানে ॥
 এখন দৈত্যের সঙ্গে করহ মিলনে ।
 শুভদিন হৈলে পাছে জিনিবে তখনে ॥
 অলময়ে রিপু সনে করিয়ে সন্ধান ।
 সময়ে জিনিতে রিপু করিব সন্ধান ॥

অমুর জনের সঙ্গে করিয়া পীরিত ।
 অমৃত মন্থন-হেতু করহ যুগতি ॥
 পৃথিবী ঔষধি যত আনি জড় কর ।
 ক্ষীরজলনিধি-মাঝে তাহা লঞা পেল ॥
 মন্দর আনিঞা কর মন্থনের নড়ি ।
 বাসুকি আনিঞা কর বন্ধনের দড়ি ॥
 সুরাসুর মেলি কর ক্ষীরোদ মথনে ।
 দেবের সহায় আমি করিব আপনে ॥
 আমার বচন দেব শুন সাবধানে ।
 দম্ভ ক্রোধ তেজি কর অমৃত মন্থনে ॥
 কালকূট বিধ তাহে হৈব উতপন্ন ।
 ভূমি-সব তাহে জানি ভয় কর মনে ॥
 ইচ্ছা কৈল মহাপ্রভু করিতে বিহার ।
 আপনে করিব কৃষ্ণ কৃষ্ণ অবতার ॥
 তে-কারণে কৈলা দেবে এত উপদেশ ।
 অস্তরীক হঞা তবে গেলা স্বরীকেশ ॥
 প্রণাম করিয়া ব্রহ্মা গেলা নিজস্থানে ।
 সুরগণ গেল তবে বলি বিদ্যমানে ॥
 বলি মংগপুরুষ দয়ালু কমানীল ।
 বিনয় বচনে বলি দেব সন্তোষিল (১) ॥
 তবে দেব পুরন্দর কি বোলে বচনে ।
 আমার বচন বলি শুন সাবধানে ॥ (২)
 যত কথা কহিলা আপনে ভগবান ।
 সকল কহিলা ইন্দ্র বলি বিদ্যমান ॥
 বলি রাজা শুনিঞা সন্তোষ পাইল মনে ।
 স্বীকার করিলা তবে দেবের বচনে ॥ (৩)
 দৃঢ়মনে যুগতি করিখা দেবাত্মনে ।
 সকলে মিলিয়া গেলা গিরি আনিবারে ॥
 তুলিলা মন্দর গিরি দিগ্বা বাহুবল ।
 অনেক যতন করি ধরিল সকল ॥
 মহানাদ করিয়া পর্বত তুলি আন ॥
 বহিতে না পারে গিরি দেবাসুরগণে ।
 না পারিয়া পর্বত পেলিল ভূমিতলে ।
 অনেক অমুর সুর হৈল সম্মুখরে ॥ (৪)
 যে যে সুরাসুর তাথে না মৈল পরাণে ।
 হস্ত পদ ভাঙ্গিল ভাঙ্গিল নাক কাণে ॥

(১) পাঠান্তর,—“সমানিল” ।

(২) পাঠান্তর,—“কর অবধানে” ।

(৩) পাঠান্তর,—

“সত্য করি মানিল সে ইন্দ্রের বচনে”

(৪) পাঠান্তর,—“চুরমায়ে” ।

ସୁରାସୁର-କ୍ରନ୍ଦନ ଦେଖିଲା ନାରାୟଣ ।
 ଗରୁଡ଼ ବାହନେ ହରି ଦିଲା ଧରଣ ।
 ଆପନେ ଚାହିଲା ଯଦି ଅମୃତ ନୟନେ ।
 ଦେବାସୁର ବାଞ୍ଛିଲା ଉଠିଲ ସେହିକ୍ଷଣେ ॥
 ଲୀଳା କରି ବାମ ହସ୍ତେ ତୁଲିଲା ମନ୍ଦର ।
 ହାମିଲା ମନ୍ଦର ଲଗ୍ନା ଗରୁଡ଼-ଉପର ।
 ସୁରାସୁରଗଣ ଲଗ୍ନା ଚଳିଲା ଝିଙ୍କର ।
 ଗରୁଡ଼ କ୍ଳୀରୋଦଜଳେ ପେଲିଲ ମନ୍ଦର ॥
 ଆଜ୍ଞା ଦିଲା ନାରାୟଣ ଗରୁଡ଼ ଚଳିଲ ।
 ଆସିଲା କ୍ଳୀରୋଦ-ତୀରେ ସକଳେ ରହିଲ ॥
 ଆହ୍ୱାନ କରିବା ଗିରୀ ବାସୁକି ଆନିଲ ।
 ଅମୃତେର ଭାଗ ଦିବ ସକଳେ କହିଲ ॥
 ବେଢ଼ିଆ ପର୍ବତରାଜେ ବାନ୍ଧିଲ ଷତନେ ।
 ସୁରାସୁରେ କରେ ତବେ ଅମୃତ ମନ୍ଦନେ ॥ (୧)
 ଆପନେ ଧରିଲ ହରି ବାସୁକିର ଶିରେ ।
 ସକଳ ଦେବତାଗଣ ସେହି ଦିଗେ ଧରେ ॥
 ଭା-ଦେଖିଲା ନୈତ୍ୟଗଣ ବଳେ କୋନ ବାଣୀ ॥
 କପଟୀ ଦେବତାଗଣ ଆମି ଯଥେ ଜ୍ଞାନି ॥
 ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଧରିବ ଆମି ତୁମି ଧର ଶିରେ ।
 ତୁମି ସବ ବଳ କିଛି ନା ବୁଝେ ଅମ୍ଭରେ ॥
 ସର୍ପେର ଲେକୁର ନାହିଁ ଛୁଝେ ବୁଧଜନେ ।
 ଆମି-ସବ ହସ୍ତା ତାହା ଧରିବ କେମନେ ॥
 ଏତେକ ବଚନ ଯଦି ବଳିଲ ଅମ୍ଭରେ ।
 ଦେବଗଣ ଲଗ୍ନା ହରି ଧରିଲ ଲେକୁଡ଼େ ॥
 ତବେ ଦେବ ଅମ୍ଭରେ ଯିଲିଆ ଦିଲ ଟାନେ ।
 ଅମୃତେର ଲୋଭେ କରେ କ୍ଳୀରୋଦ ମନ୍ଦନେ ॥
 ପର୍ବତ ରାଧିତେ କିଛି ନା ଥିଲ ଆଧାରେ ।
 ଯଦିତେ ଯଦିତେ ଗିରି ପଶିଲ ପାତାଳେ ॥
 ସୁରାସୁର ମେଲି କୈଳ ଷତନ ବିସ୍ତର ।
 ନା ପାରିଲ ରାଧିତେ ପର୍ବତ ଗେଲ ତଳ ॥
 ଯନେ ଶୁଣି ପେୟା ଦେବ-ଅମ୍ଭର ବସିଲ ।
 ଶିରେ ହାତ ଦିଆ ତବେ ଚିନ୍ତିତେ ଲାଗିଲ ॥
 ଦେଖିଲା ଶ୍ରୀହରି ତବେ ସଞ୍ଜିଲ (୨) ପ୍ରକାର ।
 ଆପନେ ଧରିଲ ହରି କୁର୍ମ ଅବତାର ।
 ଶ୍ରବେଶ କରିଲ ଗିରୀ ପାତାଳବିବର ।
 ପୂର୍ବେ ଉପରେ ଧରି ତୁଲିଲା ମନ୍ଦର ॥
 ତବେ ସୁରାସୁରଗଣେ ଉଠିଲ ଆନନ୍ଦ ।
 କ୍ଳୀରୋଦ ଯଦିତେ ପୁନ କୈଳା ଅଭୁବନ୍ ॥
 ପୂର୍ବେ ଉପରେ ହରି ଧରିଲ ମନ୍ଦର ।
 ସୁରାସୁର ଯଥେ ତବେ କ୍ଳୀରୋଦ ସାଗର ॥

ଲଙ୍କ ଶ୍ରୀହରେର ପଥ ପର୍ବତ ବିସ୍ତାର ।
 ପୂର୍ବେ ଉପରେ ଧରି ବଦର ଆକାର ।
 ଦେବାସୁରେ ବାଞ୍ଛିଲ ଧରିବା ଯାରେ ଟାନ ।
 ତବେ ଆର କୋନ ବୁଝି କରେ ଭଗବାନ ॥
 ବିଷଦୁଃଖ କରିବା ଅମ୍ଭରବଳ ହବେ ।
 ଦେବବଳ ବାଞ୍ଛିତେ ଅମୃତବୁଝି କରେ ॥
 ଉପରେ ପର୍ବତ ଧରେ ଆର ଯୁଦ୍ଧି ଧରି ।
 କରିବା ସହସ୍ରଭୁଜ ବିହରେ ଯୁରାରି ॥
 ବ୍ରହ୍ମା ଭବ ଆଦି ଶକ୍ତି କରେନ କୌତୁକେ ।
 ପୁଷ୍ପବୁଝି ଜୟବାଣୀ ହେଲ ତିନ ଲୋକେ ॥
 ସହସ୍ରବଦନ ଶଗିରାଜ ବିସ୍ତାନେ ।
 ପୂର୍ବେ ଅମ୍ଭରଗଣେ ହେଲା ହତବଳେ ॥
 ବିଷଜାଳେ ହତବଳ ଦେଖି ସୁରଗଣ ।
 ଯେଷ ଆନି ଉପରେ କରାର ବସିଷ ॥
 ଶୂନ୍ୟ ପବନ ଆନି ଶରୀରେ ଲାଗାୟ ।
 ଦେବରକ୍ଷା ହେତୁ କରେ ଏତେକ ଉପାୟ ॥
 ମନ୍ଦନ କରତେ ତବେ କ୍ଳୀରୋଦ-ସାଗର ।
 ପ୍ରଥମେ ଉଠିଲ ମହା ବିଷ ହଳାହଳ (୧) ॥
 ଯକର କଞ୍ଚୁପ ମୂଳ ନାନା କଳେବର ।
 ଆକୂଳ ସକଳ ହେଲ କ୍ଳୋଭିତ ସାଗର ॥
 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱାଳିଆ ଉଠେ ବିଷ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଆନଳ ।
 ବିଷକଣା ଛୁଟାଛୁଟି ଦୋଷ ଭୟଙ୍କର ॥
 ଭୟ ପେୟା ସୁରାସୁର ପଳାୟ ଅନ୍ତରେ ।
 ଆପନେହ ପଂଚାୟା (୨) ଶ୍ରୀ ଦାୟୋଦରେ ॥
 ଚିନ୍ତିଲ କୋଷାତେ ଗେଲେ ହସ୍ତ ପରିତ୍ରାଣ ।
 ଯଦିହଁ ଯେଲିଆ ଗେଲା ଶିବସନ୍ନିଧାନ (୩)
 କୈଳାସ ପର୍ବତେ ଶିବ ଆଛେନ ବସିଆ ।
 ସିଦ୍ଧସାଧ୍ୟଗଣ ଆଢ଼େ ଶବ୍ଦରେ ବେଢ଼ିଆ ॥
 ହେନକାଳେ ସୁରାସୁର ହେଲା ଉପଶୟ ।
 ଶ୍ରୀଗାମ କରିବା କୈଳ ଶିବ ସନ୍ତୋଷ ॥
 ବିଷ ପାନ କରିବା ଜଗତ ରକ୍ଷା କର ।
 ତୁମି ମହାସାଗରର ସର୍ବଶକ୍ତି ଧର ॥
 ବ୍ରହ୍ମଭାବେ ଶକ୍ତି କୈଳ ବିବିଧ ପ୍ରକାରେ ।
 ତବେ ଦେବୀ ସଙ୍ଗେ କଥା କହେ ମହେଶ୍ୱରେ ॥
 ଦେଖ ଦେଖ ପାର୍ବତୀ ବିଷମ ଉପସ୍ଥିତେ ।
 ବିକଳ ସକଳ ଲୋକ କାଳକୃତୀତେ ॥
 ଦୀନପରିପାଳନ ଶ୍ରୀବ୍ରତ ପ୍ରୟୋଜନ ।
 ପରାହିତେ ଦେହ ବିଷ ତେଜେ ବୁଧଜନ ॥

(୧) ପାଠାନ୍ତର—“କ୍ଳୀରୋଦ ମନ୍ଦନ” ।

(୨) ପାଠାନ୍ତର—“ଚିନ୍ତିତ” ।

(୧) ପାଠାନ୍ତର—“କାଳକୃତ ଭୟଙ୍କର” ।

(୨) ପାଠାନ୍ତର—“ଏତେକ ଦେଖିଆ” ।

(୩) ପାଠାନ୍ତର—“ଶବ୍ଦରେ ହାଲେ” ।

অধব শরীর দিয়া পরহিত করে।
 কৃপা করি হরি তারে আপনে উদ্ধারে ॥
 বাহ্যে করয়ে কৃপা প্রভু নারায়ণ।
 তাহার অধিক মোর নাহি বন্ধজন ॥ (১)
 বৈষ্ণব-বান্ধব আমি বৈষ্ণব-জীবনে।
 বৈষ্ণব অধিক প্রিয় নাহি ত্রিভুবনে ॥
 স্তন হে পাণ্ডিত্য দেবী আমার বচনে।
 আমা হৈতে হয় যদি লোকপরিভ্রাণে ॥
 তবে আমি আপনে করিব বিষ পান।
 জীবন তেজিয়া করি লোক পরিভ্রাণ ॥
 দেবী অনুমতি দিল মহিমা বৃষ্টিয়া।
 ক্ষীরোদ সাগরে গেল শঙ্কর চলিয়া ॥
 অজ্ঞান করিয়া বিধ শঙ্কর তুলিল।
 কৃপায়ে শঙ্কর দেব বিষ পান কৈল ॥
 নীলকণ্ঠ হৈলা শিব বিষ পান করি।
 সুরাসুরে প্রসংশিলা সাধু সাধু বলি ॥
 হেন অদভূত কৰ্ম কৈল মহেশ্বরে।
 চমকিত হৈল দেখি ত্রিভুবন ডরে ॥
 অজুলির সন্ধি দিয়া যে বিষ পড়িল।
 সর্প-লিপীলিকাদেয়ে বিতজিয়া দিল ॥
 তরে আরবার যদি মথিল সাগর।
 হবিষ্কানী (২) নামে ধেনু তখন উঠিল ॥
 ঋষিগণে নিল তাহা যজ্ঞ করিবারে।
 মথিতে লাগিল তবে ক্ষীরোদ সাগরে (৩)
 উচ্চৈঃশ্রবা নামে অশ্ব হৈল উপাদান।
 ঐরাবত নামে হৈল গজের প্রধান ॥
 জয়িলা কৌন্তভ মণি কৃষ্ণের ভূষণ।
 তবে পারিজাত পুষ্প হৈল উৎপন্ন ॥
 জয়িলা অঙ্গরা বহু দেবের রমণী।
 লক্ষ্মী দেবী জনমিলা কৃষ্ণের ঘরনী ॥
 আসন আনিঞা তারে দিল পুরন্দরে।
 মুক্তি ধরি নদীগণ আইলা সহরে ॥

(১) পাঠান্তর,—

“প্রভু নারায়ণ কৃপা করয়ে বাহ্যে।
 তাহার অধিক বন্ধু নাহি আশ্রয়ে” ॥

(২) সুরভি।

(৩) ইহার পর অস্ত পৃথির অধিক পাঠ,—

চন্দ্র উপজিল ত্রিভুবনের উজ্জল।
 দেবাসুর মিলিয়া তুমিল মহেশ্বর ॥
 কৈলাসে উঠিয়া শিব গেল ত সম্বরে।
 বিমতেজ শান্ত হৈল চন্দ্রসুশীতলে ॥

হেমঘটে অভিষেক করে নন্দনদী।
 অভিষেকদ্রব্য আনি দিলা বসুমতী ॥
 পঞ্চগব্য আনি দিল যত ধেনুগণে।
 ঋষিগণে অভিষেক করয়ে বিধান ॥
 গন্ধর্ব্ব-কিন্নরে গায় নাচে বিজ্ঞাধরী।
 গুণ্য-বরষণ করে বিবৃথসুন্দরী ॥
 অষ্টদিগহন্তী আসি বেড়ি চারিপাশে।
 অভিষেক করে তারা সুরবর্নকলশে ॥
 মৃদঙ্গ পণব শঙ্খ দুন্দুভি বাজনে।
 অভিষেক কৈল দেব। দেব-ঋষিগণে ॥
 পীতবস্ত্র-যুগ্ম আনি দিলেন সাগরে।
 বৈজয়ন্তী-মালা আনি দিল জলেশ্বরে ॥
 সরস্বতী আনি দিলা হার মনোহর।
 ব্রহ্মা আনি দিলা হস্তে বিচিত্র কমল ॥
 উজ্জল কুণ্ডলযুক্ত দিলা নাগগণ।
 দেবগণে মিলি দিল বিবিধ ভূষণ ॥
 করিয়া কমলাদেবী অভিষেকস্থান।
 মনোহর পীতবাস কৈলা পরিধান।
 দিব্যগন্ধ পরিমল চন্দন লেপন।
 বিচিত্র নির্মাণ দিব্য পরিণ ভূষণ ॥
 উত্তপল কমল উজ্জল বনমালা।
 ধরিত্রা দক্ষিণ করে চলিল কমলা ॥
 চরণে শিজিত মণিমঞ্জীর রঞ্জিত।
 ধীরে ধীরে চলে দেবী গতি সুললিত ॥
 আপনার যোগ্যপতি বরিষ আপনে।
 কাহারে বরিষ দেবী চিন্তে মনে মনে ॥
 ব্রহ্মাতে দোঁখিল দেবী নানা গুণ আছে
 না জীবৈ বিস্তর দিন হুদে প্রকাশিছে ॥
 এই দোষ দেখিয়া তেঁ ল প্রজ্ঞাতি।
 শিবসঙ্গিনীধানে তবে গেলা ভগবতী ॥
 হয় চিরজীবী দেখি সর্বগুণ ধরে।
 ভাস্মবিভূষিত অঙ্গে ব্যাভ্র চর্ম্ম পরে ॥
 ভূতপ্রেতগণ লয়া করয়ে বিহার।
 শঙ্কর তেজিয়া গেলা দেখি দুরাচার ॥
 ইন্দ্র আদি দেবগণে তেজি একে একে।
 নানা গুণ নানাদোষ দেবগণে দেখে ॥
 এইরূপে তেজিয়া সকল দেবগণে।
 চলিলা কমলাদেবী যথা নারায়ণে ॥
 সর্বানন্দ সুখময় সর্বগুণধাম।
 অখিলব্রহ্মাণ্ডপতি এক ভগবান্ ॥
 আপনার যোগ্য পতি দেখিয়া কমলা
 তুলিয়া প্রভুর গলে দিল দিব্য মালা ॥

বক্ষঃস্থলে তুলিয়া ধরিল নারায়ণে ।
 জয় জয় শব্দ উঠিল ত্রিভুবনে ॥
 বৃদ্ধ দ্রুত শব্দ বাজিল বাজন ।
 সুরধ্বগুণে কৈল পূর্ণ-বরিসণ ॥
 গঙ্ধর্ব-কিন্নবে করে সুরধুর গান ।
 দেবের নাচনী নাচে প্রভুবিজ্ঞান ॥
 ব্রহ্মা আদি দেবে কৈল বিবিধ নৃতন ।
 আনন্দে পুরিয়া তবে রহে ত্রিভুবন ॥
 তবে আব যদিরা বাক্ষী উপজিল ।
 অসুর দানবে তাহা হরি লঞা গেল ॥
 তবে এক উপজিল পুরুষপ্রধান ।
 কন্যকণ্ঠ মহাভূজ নবঘনশ্রায় ।
 কুণ্ডলমণ্ডিত গণ্ড বিচিত্র ভূষণ ॥
 কুঙ্কিত কুন্তলজাল ললিতবসন ॥
 অমৃতকলস করে নামে ধ্বস্তরি ।
 জনমিল বিষ্ণু অংশে অবতার করি ॥
 অমৃত-কলস কাড়ি নিল দৈত্যগণে ।
 বিবাদ ভাবিয়া দেব চিন্তে মনে মনে ॥
 দেবগুণে সন্তোষিয়া প্রভু হুবীকেশ ।
 মারায় সৃজিল হরি উপার বিশেষ ॥
 প্রথমে আনিলু মুঞি বলে একজনে ।
 তোমার পুরুষ আমি বলে আনে আনে ।
 কেহ বলে দেবের ইহাতে ভাগ আছে ।
 কেহ বলে না দিলে বিবম হৈব পাছে ॥
 বলাবলি গালাগালি বাজিল কন্দল ।
 জড়াজড়ি কাটাকাটি দৈত্যের ভিতর ॥
 মহাবোহগুণ প্রভু কোন কর্ম করে ।
 হেনকালে আপনি সুল্লরীকূপ ধরে ॥ (১)
 নীলউৎপল শ্রাম সর্বাঙ্গ সুন্দর ।
 নবীনযৌবনা স্তনযুগ্ম মনোহর ॥
 বিলোল অলকাবলি ললিত কপোলে ।
 বিবিধ রতন মুক্তাদাম গলে দোলে ॥ (২)
 রণিত কিঙ্কিণীজাল কটিললিত ।
 কেহুর কঙ্কণ মণি ভূষণে ভূষিত ॥
 লজ্জিত হাসিত শ্রিত কটাকবিলাস ।
 দৈত্যগণচিন্তে কৈল কামপরকাশ ॥
 দেখ দেখ অদভুত রূপের মহিমা ।
 ত্রিভুবনে দিতে নায়ে এ রূপের সোমা ॥

(১) পাঠান্তর,—

“স্ত্রী রূপ আপনি ধরিল হেনকালে ।”

(২) পাঠান্তর,—

“বিকচ মুক্তাদাম হার গলে দোলে ।”

রূপ দেখি কামে বিমোহিত দৈত্যগণ ।
 তরল-বিরলে সন্তে জিজ্ঞাসে বচন ॥
 কোথা হৈতে কোথা বাহ কি নাম তোমার ।
 কি কাজে বেড়াই তুমি বনিতা কাহার ।
 দৈবযোগে এখানে তোমার আগমন ।
 অমৃতকলস তুমি কর বিভজন ॥
 এতক বচন বলি দানব অশ্রুয়ে ।
 অমৃতকলস আনি দিল তার করে ॥
 জাতির কলহ তুমি জাতিবে আপনে ।
 সমভাগ করি কর সুখা পরিষণে ॥
 এ বোল বলিল যদি দানব অশ্রুয়ে ।
 হাসিয়া মোহিনীবেশ দিলেন উত্তরে ॥
 তুমিসব কেনে কর আমাতে প্রতীত ।
 নারীকে বিশ্বাস করু না করে পণ্ডিত ॥
 ঘরের বাঘিনী যেন জানিহ স্ত্রীজাতি ।
 আমারে প্রতীত কর কেমন যুগতি ॥
 এই উপহাস যদি বলিল। শ্রীহরি ॥
 দৈত্যগণ মেলিয়া হাসিল উচ্চ করি ॥
 সুরাসুরগণ মেলি কৈল উপহাস ।
 পর দিনে পান করি পরে দিব্য বাস ॥
 দেব দ্বিজ পূজা করি কৈল হোমকর্ম
 নিত্যকর্ম সমাপিল যার ঘেই ধর্ম ॥
 সংঘম করিল। সন্তে হৈলা উপসন্ন ।
 হাসিয়া মোহিনীবেশে কি বোলে বচন ॥
 একদিগ হৈয়া সুর বৈসহ সুরারে ।
 আর এক দিগ, হৈয়া বৈসহ অশ্রুয়ে ॥
 একে একে করি আমি সুখা পরিষণ ।
 ভাল মন্দ কেহ যদি না বল বচন ॥
 তবে আমি বিভজিয়া দিব সুরাসুরে ।
 কেহ যদি ভাল মন্দ না কর উত্তরে ॥ (১)
 এ বোল শুনিঞা সব সুরাসুরগণে ।
 দুই ভাগ হইয়া তারা বলিলা আসনে ॥
 মারাবিশারদ হরি নানা মায়া জানে ।
 অগ্নর মোহিব তার হেন আছে মনে ॥
 প্রথমে দেবভাগেণে বিভজিয়া দিল ।
 দিতে দিতে সকল অমৃত সাজ হৈল ॥ (২) ॥
 কলস উবুড় করি দেখায় শ্রীহরি ।
 দিতে না আঁটিল (৩) আমি কি করিতে পারি ॥

(১) পাঠান্তর,—“কিছু নাহি বোলে ।”

(২) পাঠান্তর,—“করাইল ।”

(৩) পাঠান্তর,—“বাঁটিতে না হৈল ।”

সকল অমুরগণে পড়ি গেল ধন্দ ।
 বিমোহিত হয়্যা না বলিল ভাল মন্দ ॥
 দেবরূপ ধরিয়। স্বর্ভাসু প্রবেশিল ।
 দেবের ভিতরে পশি সুখা পান কৈল ॥
 চন্দ্র সূর্য্য কহি দিলা কৃষ্ণবিশ্বমানে ।
 চক্রে মাথা কাটিল। আপনে নারায়ণে ॥
 অমৃত পরশে হৈল কবন্ধ অমরে ।
 কেতুরূপ ধরি রহে আকাশ উপরে ॥
 রাহু হয়্যা মুণ্ড রহে দেবের সমাবে ।
 তবে নারীরূপ তেজে প্রভু দেবরাজে ॥

সমভূষণে কর্ম কৈল দেবাসুরে মিলে (১) ।
 অশুর বঞ্চিত হৈল নিজ কর্মফলে ॥
 কৃষ্ণ না ভঞ্জে নহে কাহার কল্যাণ ।
 ঐ বোল বুঝিয়া কৃষ্ণ ভজ্ঞ মতিমান্ ॥
 সর্বকাল দৈত্যগণ কৃষ্ণে করে ঘেব ।
 তে-কারণে কপটে মোহিলা স্ববীকেশ ॥
 অমৃত মখন-কথা কেশবচরিত ।
 ধন্য পুণ্য মনোহর শ্রবণঅমৃত ॥
 ভক্তিরস-গুরু গদাধর শিরোমণি ।
 রঘুনাথ কহে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী ॥

(১) পাঠান্তর,—“দেবতা অশুরে” ।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টমস্কন্ধে
 দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায়

গয়ড়া-রাগ

করাঞা অমৃতপান সব সুরগণে ।
 অন্তর্দান কৈলা প্রভু গরুর বাহনে ॥
 দেবের সম্পদ দেখি কুপিল অশুর ।
 চতুরঙ্গ সেনা সাজি গেলা সুরপুর ॥
 দেবাসুরে সময় বাজিল বোরস্তর ।
 পরম দ্বারকণ রণ মহাভয়ঙ্কর ॥
 রথে রথে গজে গজে তুরঙ্গে তুরঙ্গে ।
 পাইকে পাইকে যুদ্ধ নাহি কার ভঞ্জে ॥
 উটের উপরে কেহ যুগে আরোহণ ।
 বলদ মহিষে চটি কার আগমন ॥
 শূন্য শূন্যে কেহ কঙ্ক বকে চটি ।
 শবক মুষকে চটি কার রড়ারড়ি ॥
 গাধার উপরে চটি কার খাণ্ডসারে ।
 গজারে ভল্লুক কেহ কেহ কৃষ্ণসারে ॥
 কেহ ছাগ স্কন্ধে কেহ মেঘে আরোহণে ।
 শূকর বানরে চটি কার আগমনে ॥
 কেহ কঁকলাস্কন্ধে কেহ জলচরে ।
 কত কোটি সেন্য আইল কত পরকারে ॥
 কোটি কোটি ছত্র বানা পতাকা চামর ।
 কোটি কোটি বাস্তভাণ্ড বাজে ভয়ঙ্কর ॥
 সাজিয়া অশুর সেনা বিবিধ বিধানে ।
 বলি রাঞা চলে তবে হরষিত মনে ॥
 বৈহায়ক নামে রথ ময়ের নির্মাণ ।
 জিতুবনে নাহি রথ তাহার সমান ॥

তাকিতে তাকন নহে দেখিতে না দেখি ।
 থাকিতে নাহিক (১) যেন লখিতে না লখি ॥
 যে যে ইংসা করে রথে মিলয়ে সকল ।
 যত ইংসা করে তত বাড়য়ে নিঙ্কল (২) ॥
 হেন মহারথে চটি বলি বলবান্ ।
 চৌদিকে বেটিল যত দৈত্যের প্রধান ॥
 নমুচি শবর বাণ বিপ্রচিন্তি নায়ে ।
 কালনাভ অরোমুখ ছুতগঙ্গাপনে ॥
 শকুনি প্রহেতি হেতি অরিষ্ট ইন্ডল ।
 শুভ নিশুভ জন্ত ময় উৎকল ॥
 হংগীর শঙ্কুশিরা বজ্ররশ্মন ।
 তারক যারক আর এ চক্রলোচন ॥
 নিবাতকবচগণ কোটি কোটি সেনা ।
 বেটিয়া ইন্ডের পুরী দৈত্যে দিল হানা ॥
 ঐরাবতে চটিয়া নামিলা পুরন্দর ।
 সাজিয়া দেবতাগণ নাখিলা সশ্বর ॥
 কুবের বক্ষণ যম লয়্যা নিজগণ ।
 কোটি কোটি দেব আইলা করিয়া সাগ্নন ॥
 আপনি শ্রীহরি ব্রহ্মা আর মহেশ্বর ।
 সগণে দেবতাগণ মিলিলা সশ্বর ॥

(১) পাঠান্তর,—“না থাকে” ।

(২) পাঠান্তর,—

“যত ইচ্ছা করে রথ বাটে ততদূর” ।

অভঙ্গ,—“তত বড়” ।

বলাবলি গালাগালি বাজিল সমর ।
 দেবামুরে বুদ্ধ হৈল পৃথিবী ভিতর ॥
 বলি পুরন্দরে বুদ্ধ দেখি লাগে ডর ।
 তারক কঠিকে তবে বাজিল সমর ॥
 কালনাভ সনে হৈল যমের সংগ্রাম ।
 বিশ্বকর্মা সহ যুঝে ময় বলবান ॥
 বক্রণের সঙ্গে হেতি যুঝিল প্রথর ।
 বিরোচন সঙ্গে সূর্য্য যুঝিল বিস্তর ॥
 দাদশ সূর্য্যের সঙ্গে দাদশ অস্তর ।
 মহা ভয়ঙ্কর রণ হইল নিষ্ঠুর ॥
 কৃষ্ণসঙ্গে নমুচি যুঝিল মহাবলী ।
 রাহ চক্রে বুদ্ধ হল কহিতে না পারি ॥
 পবন দেবের সঙ্গে পুরোমা যুঝিল ।
 দুর্গা সহে শুভ নিগুপ্তের বুদ্ধ হৈল ॥
 শঙ্করের সঙ্গে শুভ যুঝিল নিষ্ঠুর ।
 কন্দর্পের সহ যুঝে উৎকল অমর ॥
 ব্রহ্মার কুমার সহে যুঝিল ইন্দ্রল ।
 মাতৃগণ সঙ্গে বুদ্ধ করিল উৎপল ॥
 শুক্র বৃহস্পতি বুদ্ধ শুনি ভয়ঙ্কর ।
 নরকের সঙ্গে বুদ্ধ কৈল শনৈশচর ॥
 উনপঞ্চাশৎ বায়ু একত্রে মিলিল ।
 নিবাতকবচগণ সঙ্গে বুদ্ধ কৈল ॥
 কালকেয়গণ সহে অষ্টবসুগণ
 বিশ্বদেব সহ হৈল পোলোমের রণ ॥
 ক্রোধবশে ক্রতুগণে বাহিল সমর ।
 এইরূপে বুদ্ধ হৈল মহা ভয়ঙ্কর ॥
 খড়্গে খড়্গে কাটা কাটা বাণ বরিষণ ।
 ঝলকে ঝলকে খড়্গমুখে হতাশন ॥
 গদা মুদগর শক্তি মূল্য প্রহার ।
 পরিঘ তোমর প্রাণ ভয় ভিন্দিপাল ॥
 অস্ত্রে অস্ত্রে কাটা কাটা রণ ভয়ঙ্কর ।
 কোটি কোটি মৃগ পড়ে রণে র ভিতর ॥
 হস্তী ষোড়া কাটা গেল অস্ত্র নাহি তার ।
 কত কোটি কাটা গেল সমর যুঝায় ॥
 কার হস্ত পদ গেল কার নাক কাণ ।
 কেহ কেহ মাঝামাঝি হৈল হুই খান ॥
 কোটি কোটি কাটা গেল রণের ভিতর ।
 কত বা অমর দৈত্য কত বা অমর ॥
 রণধূলি উপজিল পুরিল মেদিনী ।
 আকাশ ঢাকিল আচ্ছাদিল দিনমণি ॥
 রক্তে তিতিয়া ভূমি (১) কর্দম হইল ।
 কাটা মাথা কলেবরে পৃথিবী পুরিল ॥

বলি-পুরন্দরে বুদ্ধ বাজিল তুমুল ।
 না হৈল না হৈব বুদ্ধ তার সমতুল ॥
 দশবাণ এড়ে বলি ইন্দ্রের উপরে ।
 তিন বাণ ছাড়ে ঐরাবত বিদ্বিবারে ॥
 চারি ষোড়া বিদ্বিবারে মাইল চারি বাণ ।
 নিমিষে কাটিয়া ইন্দ্র কৈল শত খান ॥
 অস্ত্ররীক্ষে কাটিল যাবৎ নাহি পড়ে ।
 কাটা গেল বাণ সব হাসে পুরন্দরে ॥
 তা দেখিয়া দুর্ধরিষ দৈত্য কোপে জলে ।
 শক্তিপাট তুলি লৈল জলন্ত আনলে ॥
 হস্তেই থাকিতে শক্তি কাটে পুরন্দর ।
 তবে আর নিল দৈত্য ত্রিশূল তোমর ॥
 দুই অস্ত্র হস্তের কাটিল শতীপতি ।
 তবে আর সৃজে মায়া অস্ত্ররীক্ষগতি ॥
 পর্ত পাত্থর পড়ে দেবের উপরে ।
 শত শত পর্ত দেখিতে ভয়ঙ্করে ॥
 আগুনি বরিষে সর্প মহাভয়ঙ্কর ।
 সিংহ ব্যাঘ্র মহাগজ বিকট শূকর ॥
 নাকট বিকট মুখ এ যক্ষ রাক্ষসী ।
 দুই দন্তে পেলে তাবা ভয় রাশি রাশি ॥
 মহাশয় করে যেন মেঘ হড়হড়ি ।
 দুই বাহ তুলি ধায় ছিণ্ড ছিণ্ড করি ॥
 অজার বরিষে ঘন মহাগরজনে ।
 তা দেখিয়া প্রলয় মানিল সুরগণে ॥
 চৌদিকে বেটিল তবে প্রলয় সাগরে ।
 প্রচণ্ড পবন বহে তরঙ্গ বিধারে (১) ॥
 ভয় পেয়া দেবগণ রহে ধ্যান করি ।
 সেইক্ষেণে দরশন দিলেন শ্রীহরি ॥
 নব-ঘন-শ্রাম তহু গরুড়বাহন ।
 পীতবাস পরিধান রাজীব-লোচন ॥
 অষ্টভূজে শঙ্খ-চক্র আদি অস্ত্র ধরে ।
 কিরীট কুণ্ডলহার বনমালা গলে (২) ॥
 যুটিল সকল মায়া প্রভুদরশনে ।
 জাগিলে স্বপন ঘেন মিথ্যা হেন মানে (৩) ॥
 মনে অঙুরিলে কৃপা করে এনিবাস ।
 শ্রীহরিস্মরণে সব বিপদবিনাশ ॥
 তবে কালনেমি দৈত্য সমরে প্রথর ।
 শূলপাট তুলিয়া ফিরায়ে ভয়ঙ্কর ॥
 পেলাঞা মারিল শূল গরুড় উপরে ।

(১) পাঠান্তর,—“কলোলে” ।

(২) পাঠান্তর,—“হার বনমালা লোলে” ।

(৩) পাঠান্তর,—“হয় মিথ্যা মানে” ।

(১) পাঠান্তর,—“বুলি” ।

লীলায় ধরিল হরি দিয়া বাম করে ।
সেই শূলে কালনেমি বিদ্ধিয়া মারিল ।
মালী সূখালী তবে যুঝিবারে আইল ।
চক্রে মাথা কাটি তার কৈল দুইখান ।
তবে যুঝিবার তরে আইল মালাবান ।
মারিল গদার বাড়ি গরুড় উপরে ।
চক্রে শির কাটিয়া পেলিল হেনকালে ।
কৃষ্ণের কৃপায় দেব পেয়া প্রতিকার । (১)
সাজিয়া আইল তবে যুদ্ধ করিবার ।
বলি বধিবারে বজ্র লৈল প্রস্তুত ।
হা হা শব্দ উপজিল রণের ভিতরে ।
ইন্দ্র বলে আরে বলি শুন মোর ঠাকুর ।
মিথ্যা কেন কর তুমি এতক বড়াই ।
মায়ামিশ্রিত তুমি মায়া ভালে পান ।
মায়ায় নিবে তুমি আপনাকে মান ।
বজ্রে শির কাটা আজি দেখুক অন্তরে ।
এ বোল বলিয়া বজ্র হুলে প্রস্তুত (২) ।
বলি বলে আরে ইন্দ্র এত অহঙ্কার ।
আপনে প্রশংসা তুমি কর আপনার ।
কণে জিনি কণে হারি কাল অমৃতগণে ।
হরিষ বিবাদ তাতে পণ্ডিতে না করে ।
জয় পরাজয় কারো নাহিক নিশ্চয় ।
মান অপমান তাহে পণ্ডিতে না লয় ।
মুখ বড় ইন্দ্র তুমি অহঙ্কার কর ।
অদৃষ্ট-অধীন লোক নাহিক বিহার ।
এতক বচন বলি বলি মহামুর ।
আকর্ণ পুরিয়া বাণ এড়িল নিষ্ঠুর ।
মিথ্যা কৈল বাণ তার দেব প্রস্তুত ।
পলাঞা মারিল বজ্র বলির উপরে ।
ভূমেতে পড়িল বলি পরিত আকার ।
জন্তু নামে দৈত্য তবে হৈল আগুসার ।
রহ রহ আরে ইন্দ্র না যাহ পলায়া ।
শুনিব রাজার ধার তোর শির দিয়া ।
এ বোল বলিয়া জন্তু গদা লৈল হাথে ।
মারিল গদার বাড়ি ঐরাবতমাথে ।
ভূমিতলে গজেন্দ্র পড়িল প্রাণ ছাড়ি ।
দেখিয়া মাতলি রথ আনে দূরা করি ॥

(১) পাঠান্তর,—

“কৃষ্ণের প্রসাদে দেব পাইল প্রতিকার” ।

(২) পাঠান্তর,—

“এবোল বলিয়া ইন্দ্র বজ্র নিল করে” ।

দশশত বোডায় যুড়িয়া রথখান ।
মাতলি সারথি আনি দিল বিস্তার ।
প্রশংসিয়া জন্তু দৈত্য কোন কর্ম করে ।
মারিল ত্রিশূল পেলি মাতলির শিরে ।
দৈব্যা ধরি মাতলি সহিল শূলব্যথা ।
বজ্রে ইন্দ্র কাটি আনে জন্তুদৈত্যমাথা ।
আপনে কহিল গিয়া শ্রীনারদ মুনি ।
জন্তু কাটা গেল তার বন্ধুগণে গুনি ।
জন্তুর বান্ধব পাক নমুচি সবল ।
তারা আসি দেবরাজে ভৎসিল বিস্তর ।
তবে ক্রোধ করি তারা খরতর বাণে ।
বিদ্ধিল ইন্দ্রের অঙ্গ মর্ষ স্থানে স্থানে ।
শত শত বোড়া তারা বিদ্ধিল সন্ধান ।
ইন্দ্রের উপরে কৈল বাণ বরিষণ ।
শরজালে রথখান কৈল জরজর ।
দুই শরে বিদ্ধিল মাতলিকলেবর ।
সেইক্ষণে যুড়ে বাণ সেইক্ষণে ছাড়ে ।
বাণ বরিষণ কৈল ইন্দ্রের উপরে ।
মেঘে অন্ধকার যেন বাড় বরিষণে ।
জীয়ে মরে ইন্দ্র না বুঝিল দেবগণে । (১)
রণের ভিতরে ইন্দ্র রহি কতোক্ষণ ।
বাহির হইল যেন দীপ্ত হস্তাশন ।
জয় শব্দ উঠিল সুরগণে ।
তবে সুরপতি যুক্তি করি মনে মনে ।
সন্ধান করিয়া বজ্র এড়ে শচীপতি ।
দুই মুণ্ড কাটিয়া আনিল ঐশ্বর্যগতি ।
পড়িল সে বল পাক রণের ভিতরে ।
দেখিয়া নমুচি দৈত্য জলিল অন্তরে ।
শূলপাট তুলি লৈল পরিত সমান ।
সুবর্ণে চড়িত শূল শিলার নির্মাণ ।
সিংহনাদ করি দৈত্য ধাইল সমরে ।
পেলিয়া মারিল শূল ইন্দ্রের উপরে ।
পড়িল ইন্দ্রের মুণ্ড শূল পরচণ্ড ।
তথাই কাটিয়া বাণে কৈল খণ্ডখণ্ড ।
কাটা গেল শূলপাট তিলপরিমাণ ।
তবে বজ্র তুলি লৈল ইন্দ্র বলবান ।
মারিল নির্ধাত কাড়ি নমুচির শিরে ।
বজ্রে না হুটিল শির চিন্তে প্রস্তুত (২)

(১) পাঠান্তর,—

“জীয়ে কি না জীয়ে ইন্দ্র বলে দেবগণে” ।

(২) পাঠান্তর,—“পরকারে” ।

এই বজ্র কোটি কোটি পৰ্ব্বত কাটিল ।
 হেন বজ্র নমুচির শিরে ব্যর্থ হৈল ॥
 বৃত্র হেন মহানুর এই বজ্রে কাটে ।
 মুক্তি বজ্র এড় যদি ত্রিভুবন না আঁটে ॥
 কেন ব্যর্থ হৈল বজ্র পেয়া অন্ন কাজ । (১)
 চিন্তিতে লাগিল শত্রু মনে পেয়া লাভ ॥
 অন্তরীক্ষবাণী হৈল হেন অবগরে ।
 না কর বিবাদ ইন্দ্র কহিয়ে তোমায়ে ॥
 শুদ্ধ আত্মে না মরিব দুঃস্থ অশ্রয় ।
 বজ্রে না মরিব দৈত্য চিন্তা কর দূর ॥
 উপায় করিয়া তুমি বধ দুৰাচার ।
 এ বোল শুনিঞা ইন্দ্র চিন্তে পরকার ॥
 নহে শুদ্ধ নহে আত্ম দেখি জলফেনা ।
 হৃদয়ে ভাবিয়া দাটাইল এ মন্ত্রণা ॥
 কেন দিয়া নমুচির মুণ্ড বাটি আনে ।
 জয় জয় বলি স্তুতি কৈল দেবগণে ॥
 (গজকৰ্ণ কিম্বদন্তে গায় পুষ্প বরিষণ ।
 দেববধুগণ নাচে দুন্দুভিবাজন ॥
 কোটি কোটি দৈত্য কাটা গেল মহারণে ।
 সকল অশ্রয় নাশ কৈল দেবগণে ॥)
 দেখিল অশুরকুল নাশ হয়্যা যায় ।
 আপনে চিন্তিয়া ব্রহ্মা নারদে পাঠায় ॥
 ব্রহ্মার নন্দন বলে শুন দেবগণ ।
 তুমি-সব এখনে না কর আর রণ ॥
 নারায়ণকৃপায় অমৃত পান কৈলে ।
 নিজ ভুজবলে সব অশুর িনিলে ॥
 এখন না কর রণ আমার বচনে ।
 এ বোল শুনিঞা যুদ্ধ ছাড়ে দেবগণে ॥
 ক্রোধ ছাড়ি দেবগণ গেল নিজপুরে ।
 ডাক দিয়া অশুরে আনিল যোগেশ্বরে ॥
 তুমি সব বলি লয়া চলি যাহ কাটে ।
 অন্তর্গিরি লঞা যাহ শুক্রে নিকটে ॥
 এ বোল বহিয়া যুনি কৈলা অন্তর্ধান ।
 বলি লয়া গেল দৈত্য শুক্রেবিদ্যমান ॥
 যুতসজীবনী বিদ্যা করিয়া স্মরণ ।
 বলি জীয়াইল শুক্রে মহাতপোদন ॥
 এইরূপে যুদ্ধ কৈল পৃথ্বীর ভিতর ।
 দেবানুরসংগ্রাম কহিল ভরদ্বজ । (২)

আর কথা কতি রাজা কর অবধান ।
 যেক্ষণে মোহিলা শিবে প্রভু ভগবান ॥
 আপনে মোহিনী বেশ ধরি গদাধর ।
 অশুর মোহিলা হেন শুনিলা শঙ্কর ॥
 বুঝ আরোহণ করি সজ্ঞে নিজগণ ।
 পার্শ্বভী সহিত গেলা যথা নারায়ণ ॥
 শঙ্কর দেখিয়া হরি পুঞ্জিল বিধানে ।
 কি বোলে শঙ্কর তবে প্রভুর চরণে ॥
 দেব দেব ভগবান জগত-জীবন ।
 পিতা মাতা পতি বন্ধু তুমি নারায়ণ ॥
 জগতের আদ্য অন্ত তুমি অভাস্বর ।
 ভগতের সত্যাসত্য তুমি মহেশ্বর ॥
 যোগেশ্বর মুনীশ্বর তজ্জে চরণ তোমার ।
 ভকতি করিয়া হয় ভববন্ধ পার ॥
 পূর্ণব্রহ্মা নিত্য তুমি অজ অধিকার ।
 আনন্দস্বরূপ নিরালস নিরাধার ॥
 এক নিরঞ্জন হয়্যা নানা ভেদ (১) ধর ।
 রূপভেদে বিখ্যাতপত্তি স্থিতি লয় কর ॥
 একই সুবর্ণ যেন নানা ভেদ ধরে ।
 অগেয়ান বলে কটক কুণ্ডল হারে । (২)
 কেহ ব্রহ্ম বলে কেহ পুরুষ পুরাণ ।
 কেহ ধর্ম সত্য বলে কেহ তগবান ॥
 আমি ব্রহ্মা সনকাদি না জানি তোমায়ে ।
 আমি সব মায়ায় নিশ্চিত চরাচরে ॥
 আপনে সৃজন কর পালন সংহার ।
 তোমা বহি জগতে বলিতে নাহি আর ॥
 নানা অবতার তুমি কর নানা রূপে ।
 আপনে মোহিনীবেশ ধরিলে কিরূপে ॥
 অশুরমোহিনী তুমি নারীবেশ ধর ।
 দেখাইয়া আমার সংশয় ছেদ কর ॥ (৩)
 হাসিয়া কেশব তবে বলে কোন বাণী ।
 অশুর মোহিত রূপ ধরিছ মোহিনী ॥
 সে রূপ দেখাব শিব কর অবধান ।
 দেখিলে কামীর কাম হয় উপাদান ॥
 এ বোল বলিয়া হরি হৈলা অন্তর্ধান ।
 এবে শিব উপবন দেখে বিভ্রান্তান ॥

(১) পাঠান্তর,—“রূপ” ।

(২) “একই কনক যেন নানা ভেদ ধরে ।

কিরীট কুণ্ডল হার নানা অলঙ্কারে ॥”

(৩) “অশুর মোহিলে তুমি স্ত্রী-বেশ ধর ।

সে রূপ দেখাব মোরে যদি দয়া কর ॥”

(১) “কেন বা পেলিলু বজ্র পাঠিয়া অন্নকাজ ।”

(২) ইহার পর অন্তর্গৃহীতে অধ্যায়
 সমাপ্ত হইয়াছে ।

ফল ফলে লব্ধিত্ত বিবিধ তরুজাল ॥
 সাক্ষাৎ বসন্ত যেন কৈল অবতারণ ॥
 তাহার ভিতরে দেবী গমন মন্থরা ।
 ললিত চলিত চাক্র নীতম্ব মেখলা ॥
 সমান উন্নত স্তন তার গতি মন্দ ।
 মধুস্মিত বিনিম্বিত মতিময় দন্ত ॥
 কুচযুগলমণ্ডলে চঞ্চল হার জাল ।
 ললিত কলিত পারিজাত বনমাল ॥]
 গেড়ুয়া ক্ষেপণে লোল নয়নবিলাস ।
 চলিত কুণ্ডল চাক্র কপোলবিকাশ ॥
 স্তন ভয়ে ক্লীণ গতি ক্লীণ কটদেশ ।
 ঠমক চলিত গতি গমন বিশেষ ॥
 পবনে চলিত কুচ-বসন বিলাস ।
 মদনমোহন মন্দ মধুস্মিত হাস ॥
 পরম রমণীরূপ দেখিয়া শঙ্কর ।
 কামে বিমোহিত শিব পাগরে সকল ॥
 কোথা বুঝ কোথা দেবী কোথা নিজগণ ।
 আপনা পাগরে শিব কামে অচেতন ॥
 লজ্জা মান (১) হরিল বিহ্বল মহেশ্বর ।
 মোহিনী ধরিতে নারে ধায় নিরন্তর ॥
 বনের ভিতরে দেবী রহিল লুকায়া ।
 খুঁজিয়া বেড়ায় হর ব্যাকুল হইয়া ॥
 লাগ পের্যা কেশপাশে ধরিল যতনে ।
 বাহুগুণ ভিড়িয়া দিলেন আলিঙ্গনে ॥
 বাহুবন্ধ খসায়্যা পলাইল শীঘ্রগতি ।
 এদিকে ওদিকে যায় মোহন মুরতি ॥
 কেশ বেশ খসিল বসন পরিধান ।
 বনে বনে রমণী পলায় স্থানস্থান ॥

(১) পাঠান্তর,—“লাজ ভয়” ।

ইতি অষ্টমস্কন্ধে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায় ।

তবে মন্থর কথ্য কহিব এখনে ।
 মহাভাগবত তুমি শুন সাবধানে ॥
 এখনে সপ্তম যজ্ঞ বৈবস্বত নাম ।
 সূর্য্যের তনয় তেঁহ যজ্ঞর প্রদান ॥
 আদিত্য দেবের নাম ইন্দ্র পুরন্দর ।
 আপনে বামন রূপ ধরিলা দীপ্যর ॥

পাছে পাছে ধায়ে শিব ধরিতে না পারে ।
 খসিয়া পড়িল বীৰ্য্য ভূমির উপরে ॥
 শঙ্করের বীৰ্য্য খসি যথাস্থে পড়িল ।
 সেই সেই ঠাকুর ভূমি হেমময় হৈল ॥
 বীৰ্য্যপাত হৈল যদি চিত্তে মহেশ্বরে ।
 বিষম দেবের মায়া কে বুঝিতে পারে ;
 ছাড়িয়া মোহিনীবেশ প্রভু গদাধর ।
 নিজরূপ ধরে তবে হরের গোচর ।
 সন্তোষিয়া বলে হরি না কর বিবাদ ।
 আমার বিষম মায়া বড় পরমাদ ॥
 আমার প্রভাব আমি দেখালাম তোমায়ে ।
 নাহিব তোমায়ে আর মায়া কোন কালে ॥
 এতেক বলিয়া হরি শঙ্করে তুলিল ।
 প্রণাম করিয়া শিব সগণে চলিল ॥
 পথে দেবী গনে কথা কহে মহেশ্বর ।
 দেখিলে পার্শ্ববর্তী বিষ্ণুমায়া এত বড় ॥
 আমি যোগেশ্বর হইয়া পাইল এত লাজ ।
 অজ্ঞকে মোহিব তাঁর কত বড় কাজ ॥
 এই সে কৃষ্ণের কথা পুঙ্কবে শুনিলে ।
 সেই নারায়ণ তুমি সাক্ষাতে দেখিলে ॥
 সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম পুঙ্কবে পূরণ ।
 সকল জীবের গতি এক ভগবান ॥
 কহিল তোমায়ে রাজা অপূর্ব্ব কাহিনী ।
 কপটে যুবতীবেশ ধরে চক্রপাণি ॥
 অম্বর মোহিয়া করে দেবে পরিভ্রাণ ।
 সে হরিচরণে যোর রহক প্রণাম ॥
 ভক্তিরস-কথা-গুণ গদাধর জান ।
 ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান ॥

চতুর্দশ মন্থর কহিল বিস্তারে ।
 যে যে কথ্য কৈলা হরি যে যে অবতারে ॥
 মন্থরংশ মন্থর কাল পরিমাণ ।
 কি কথা কহিব আর কহ মতিমান ॥
 মূনির বচন শুনি রাজা জিজ্ঞাসিল ।
 বামনমুরতি কৃষ্ণ কি কারণে হৈল ॥

ছলিয়া পাতালে বলি লৈল নারায়ণে ।
 তিন পদ তুমি কৃষ্ণ মাগে কি কারণে ॥
 এ বড় কৌতুক গুরু শুনিবারে চাই ।
 আপনে দৈব হর্যা মাগে অস্ত ঠাক্রি ॥
 তবে শুক মুনি বলে শুন নরেশ্বর ।
 অদভুত কথা কহি তোমার গোচর ॥
 ইহে আমি দেবগণে অসুর জিনিল ।
 হারিয়া অসুরগণ নানা দিগে গেল ॥
 বলি রাজা জীয়াইল গুরু পুরোহিতে ।
 তবে বলি গুরু আরাধিল নানা মতে ॥
 তবে গুরু বেদবিৎ আনিয়া ব্রাহ্মণে ।
 বিশ্বজিৎ নামে যজ্ঞ করায় আপনে ॥
 মহা অভিষেক করাইল দৈত্যেশ্বরে ।
 দিব্য রথ উপজিল যজ্ঞের অনলে ॥
 দিব্য রথ দিয়া ঘোড়া দিব্য শরাসন ।
 যজ্ঞের অনলে সব হৈল উৎপন্ন ॥
 সিংহধ্বজ অক্ষয় কবচ দিব্য বাণ ।
 উঠিল আশুনি হৈতে অগ্নির সমান ॥
 পিতামহ (১) দিলা মালা অমল কমলে ।
 আশ্বিনীদ দিল যত ব্রাহ্মণ সকলে ॥
 গুরু বিজ প্রদক্ষিণ করি সপ্তবার ।
 দণ্ডবৎ হর্যা বলি কৈল নমস্কার ॥
 অদ্বৈতে পয়িল বলি দিব্য আভরণ ।
 দিব্য রথে বলি রাজা কৈল আরোহণ ॥
 দিব্য খড়্গ বাণ ধরে অস্ত্র খরতর ।
 তবে বলি জলে যেন জলন্ত আনল ॥
 সমবল সমবীৰ্য্য সম শক্তি ধরে ।
 মহারথি সেনাপতি লৈয়া দৈত্যেশ্বরে ॥
 বেটিল ইজের পুরী স্বর্গের উপর ।
 বৈদূৰ্য্য বিক্রমধর শোভে ধরেধর ॥
 কনক কবাট যাথে ক্ষটিকদুয়ার ।
 অর্কুণ্ড অর্কুণ্ড রত্ন বিমানসঞ্চার ॥
 বিক্রমনিধিত বেদী মণিময় স্থল ।
 ক্ষটিকরচিত তট দীঘি সরোবর ॥
 কুমুদ কমল উৎপল নানা ফুল ।
 জলচর কোলাহল শব্দ আকুল ॥
 কুমুদিনী নলিনী তাহাতে ক্রীড়া করে ।
 সুরবধূগণ সব বিহরে পুণ্য জলে ॥
 বিবিধ মন্দির পুর রতনে নিৰ্ম্মিত ।
 বিশ্বকর্ষ-শিল্পগুণ বাহে প্রকাশিত ॥
 বিবল অশুভ ধূপ স্নগন্ধি পবন ।
 সুরভক-কুমুম আমোদ উপবন ॥

(১) প্রজ্ঞাদ ।

বিবিধ মঙ্গলগীত বিবিধ বাজন ।
 বহুবিধ সুরবধু বিবিধ নাচন ॥
 খল দুই ভূতদ্রোহী পাণ্ডী দুরাচার ।
 এ সব জনৈয় যাথে নাহিক সঞ্চার ॥
 যজ্ঞ পুণ্য ধর্ম্মশীল যজ্ঞ দান করে ।
 শুভকর্ম্ম করিয়া সে যাইবারে পারে ॥
 হেন সুরপুরী গিয়া বেঢ়ে দৈত্যগণে ।
 ভয় পাঞা ইহে গেল গুরুবিজ্ঞমানে ॥
 কহ গুরু বৃহস্পতি বিষম ঘটিল ।
 কি কারণে এত বড় অসুর বাটিল ॥
 ত্রৈলোক্যদহন-শক্তি বলি রাজা ধরে ।
 তার সনে যুঝিবে কেমন পরকারে ॥
 তবে বৃহস্পতি বলে শুন পুরন্দর ।
 গুরু আরাধিয়া বলি ধরে মহাবল ॥
 কার শক্তি আছে তারে জিনিবারে পারি ।
 এখন পলাঞা যাহ তেজি সুরপুরী ॥
 যখনে তোমার ইজ হবে শুভকাল ।
 তখনে সে হৈব দৈত্য সবংশে সংহার ॥
 এ বোল শুনিঞা যত দেবগণ মেলি ।
 চৌদিকে পলাঞা গেলা ছাড়ি সুরপুরী ॥
 তবে বলি প্রবেশিয়া রহে সুরপুরে ।
 ত্রৈলোক্য জিনিয়া কৈল নিজ অধিকারে ॥
 ত্রিভুবনে রাজা যদি হৈল দৈত্যেশ্বর ।
 গুরু পুরোহিত গেলা বলির গোচর ॥
 শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করায় ব্রাহ্মণে ।
 এক ছত্র (১) অধিকার হৈল ত্রিভুবনে ॥
 নরবেশ ধরি ক্রমে যত দেবগণ ।
 দেখিয়া পুত্রের দুঃখ চিন্তে মনোমন ॥
 পুত্রশোক ব্যাকুলিত অদিতি রহিল ।
 হেনকালে কশ্যপের আগমন হৈল ॥
 সমাধি করিয়া ভক্ত আইলা প্রজাপতি ।
 পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তারে পূজিলা অদিতি ॥
 আসনে বসিয়া মুনি অদিতি দেখিল ।
 অদিতির দুঃখ দেখি কশ্যপ পুছিল ॥
 কহ দেবি কিবা সে তোমার অকুশল (২) ।
 মলিন বদন ধর ক্ষীণ কলেবর ॥
 কিবা লোকে ধর্ম্মে তুমি কৈলে অপরাধ ।
 কিবা দৈবযোগে কিছু কৈলে পরমাদ ॥

(১) পাঠান্তর,—“চক্র” ।

(২) পাঠান্তর,—

“কহ দেবি কি কারণে তুমি অকুশল”

জল মাত্র দিয়া কি অতিথি না পুজিলে ।
 কিবা গৃহকক্ষেতে ব্যাকুল হয়্যা ছিলে ॥
 যার ঘরে অতিথি বিমুখ হয়্যা চলে ।
 জঘকের বাস যেন জানিহ বিফলে ॥
 কিবা কালে কালে না পুজিলে হতশন ।
 কিবা যজ্ঞকালে তুমি না কৈলে হবন ।
 কিবা দ্বিজুলে তুমি কৈলে অবজ্ঞান ॥
 কিবা পুত্রশোকে তুমি পাও অপমান ॥
 কহ দেবি দুঃখ-শোক-কারণ তোমার ।
 জানিঞা করিব আমি দুঃখপ্রতিকার ॥
 কণ্ঠপের বাক্য শুনি দেবের জননী ।
 কহিল সকল কথা ঘোড় করি পাণি ॥
 তুমি হেন পতি যায় যোগধর্মময় ।
 কোন কালে কভু তার দুঃখ শোক নয় ॥
 দৈবযোগে দুঃখ শোকে আমিত ব্যাকুলী ।
 বৈভাগ্যে হৈছে জিনি লৈল সুরপুরী ॥
 নরবেশ ধরি ত্রমে মোর পুত্রগণ ।
 যিগুণে আছে তারা রাখিয়া জীবন ॥
 মোর পুত্রগণে পাইব নিঃস্বার্থকার ।
 টুটাব অনুরগণে দর্প অহঙ্কার ॥
 ছেন ক'ম সাধিয়া দেয়াহ যোগেশ্বর ।
 শুনিঞা কণ্ঠপ মুনি দিলেন উত্তর ॥
 হরি হরি বিষ্ণুমায়া না যায় বুঝন ।
 প্রেমপাশে চরাচর জগতবন্ধন ॥
 কেবা কার পতি পুত্র কেবা কার মাতা (১) ।
 অনাদি সংসার বন্ধে বাঁধিল বিধাতা ॥
 মল মুদ শরীর কেবল অচেতন ।
 প্রকৃতির পর জীব অজ নিরঞ্জন ॥
 কার শোক কার মোহ কেবা নিজ পর ।
 অবিদ্যা কল্পিত জীব বন্ধন সকল ॥
 সর্বভাবে কর তুমি গোবিন্দ ভজন ।
 হরি সে করিব সব দুঃখ নিবারণ ॥
 হরি সে জগৎগুরু জগতনিবাস ॥
 হরি সে পুরিতে পারে দীন-অভিলাষ ॥
 এ বোল বুঝিয়া হবি ভজ সাবধানে ।
 অশেষ বাক্তিত ফল দিব নারায়ণে ॥
 কৃষ্ণ আরাধনবিধি শুনি সাবধানে ।
 পূরবে শুনিল আমি ব্রহ্মার আননে ॥
 যখনে আমারে ব্রহ্মা পুত্রবর দিল ।
 পরোব্রত নামে ব্রত আমারে কহিল ॥

ফাস্তন মাসের শুক্লপক্ষে আরম্ভিব ।
 এই ব্রত করিয়া গোবিন্দ আরাধিব ॥
 বঃহমস্তের মাটি আনিব যতনে ।
 পূর্ক দিনে করি তবে অস্ত্রের লেপনে ॥
 মজ্জন করিয়া তবে পুজি দামোদরে ।
 জলে স্থলে পুজি কিংবা গুহর শরীরে ॥
 ধরণীমণ্ডলে কিংবা পুজিব আনলে ।
 দিব্য স্তুতি করি তবে প্রভুর গোচরে ॥
 পাচ অর্ঘ্য আচমন গন্ধ পুষ্প দিব ।
 দিব্য-গন্ধ জলে কৃষ্ণে মজ্জন করাব ॥
 দিব্য ধূপ দীপ দিব দিব্য উপহার ॥
 দিব্য বস্ত্র মালা দিব দিব্য অলঙ্কার ॥
 ষাদশ অক্ষর মন্ত্রে পুজিব শ্রীহরি ।
 সঙ্কড় পায়স দিয়া হোম ক'ম করি ॥
 মূল মন্ত্র করি উপহার নিবেদন ।
 আচমন দিয়া করি তাহুল অর্পণ ॥
 মূল মন্ত্র জপি এক শত অষ্ট বার ।
 প্রোক্ত প্রদক্ষিণ করি করি নমস্কার ॥
 দিব্য স্তুতি পাচ স্তুতি করিব বিধানে ।
 অবশেষে শিরে ধরি করি বিসর্জনে ॥
 নিবেদিত করি ভক্তজনে নিবেদন ।
 দিব্য অন্ন পান দিয়া ভূজাব ব্রাহ্মণ ॥
 ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-আজ্ঞা শিরে করি লৈব ।
 যজ্ঞ-অবশেষ দিয়া ভোজন করিব ॥
 এইরূপে রজনী বঞ্চিব ব্রত করি ।
 রাত্রিশেষে উঠিব গোবিন্দে মন ধরি ॥
 স্নান করি নিত্যকর্ম করি সমাধান ।
 প্রতিদিন কেশবে করাব ক্ষীরে স্নান ॥
 পুরুষ বিধানে হরি করিব অর্চন ।
 নিতি নিতি হোম কর্ম ব্রাহ্মণ ভোজন ॥
 আরম্ভ করিব শুক্লপ্রতিপদ দিনে ।
 ত্রয়োদশী দিনে ব্রত করি সমাধানে ॥
 ব্রহ্মচর্য্য করিব শয়ন ভূমিতলে ।
 ত্রিসন্ধ্যা মজ্জন করি পুজিহ দামোদরে ॥
 চুটজন আলাপ বজ্রিহ শ্রুতভোগ ।
 বৈষ্ণব জনের সঙ্গে করিব সংযোগ ॥
 ব্রত সমাপিব শুক্লত্রয়োদশী দিনে ।
 পঞ্চগবে অভিসেক করি নারায়ণে ॥
 মহাপূজা করি বিত্তশাঠ্য পরিহরি ।
 সঙ্কড় পায়সে হোম মূল মন্ত্রে করি ॥
 বহুবিধ উপহার বিবিধ রতন ।
 পরম পীরীতি করি করিব পূজন ॥

উৎসব করিয়া ব্রত করি সমাপনে ।
 তবে গুরুপূজা করি বস্ত্র আভরণে ॥
 ব্রাহ্মণ সন্তোষ করি দিয়া বহুধন ।
 বহুবিধ অন্নপানে করাই ভোজন ॥
 গুরুকে দক্ষিণা দিব বসন ভূষণ ।
 অন্নপানে পূজিব পতিত হীনজন ॥
 সৰ্ব্বজীবে সন্তোষিব করিয়ে পীরিত ।
 জীব সন্তোষণে তুষ্ট হন প্রাণপতি ॥
 সূতা গীত শ্রুতি বাচ্য করিব বিস্তর ।
 ব্রত সমাপিব করি বিবিধ মঙ্গল ॥
 বহুগণ সহ পাছে করিব ভোজন ।
 কহিঁ পুত্র তোমারে ব্রত কৃষ্ণ-আরাধন ॥
 পরোব্রত নামে ব্রত ব্রহ্মা যে কহিল ।
 তোমার কারণে আমি ব্রত প্রকাশিল ॥
 সেই তপ সেই অন্ন সেই যজ্ঞ দান ।
 বাহ্য হৈতে তুষ্ট হন প্রভু ভগবান ॥
 সৰ্ব্ব কৰ্ম্ম সমর্পিয়া কৃষ্ণের চরণে ।
 শুদ্ধভাবে কর তুমি কৃষ্ণ আরাধনে ॥
 কৃষ্ণ আরাধন হয় সৰ্ব্বগুণনিধি ।
 তবে হেন জান তার হবে সৰ্ব্ব সিদ্ধি (১) ॥
 কল্পপের বচন শুনিঞা সুরমাতা ।
 তবে পরোব্রত কৈলা হয়্যা আনন্দিতা ॥
 কার মন বচন গোবিন্দ-পদে ধরি ।
 ভক্তিতাবে করি তিহো ভজিলা শ্রীহরি ॥
 ত্রয়োদশী দিনে ব্রত কৈলা সমাধান ।
 ব্রত সাঙ্গকালে দেখা দিলা ভগবান ॥
 নব জলধর তনু স্পৃশীত বসন ।
 শম্ব-চক্রধর হরি রাজীবলোচন ॥
 সাক্ষাতে দেখিয়া হরি দেবের জননী ।
 প্রেমভরে পুলকিত গলগদ বাণী ॥
 ভূষেতে পড়িয়া কৈল দণ্ড পরগতি ।
 কর-বোড় করিয়া করয়ে কোন ভ্রুতি ॥
 তীর্থপাদ তীর্থকীৰ্ত্তি শ্রবণ মঙ্গল ।
 অচ্যুত পুরুষ বজ্র প্রণত বৎসল ॥
 গোবিন্দ কেশব হৃষীকেশ দামোদর ।
 জয় জগন্নাথ দেব জয় গদাধর ॥
 জয় কৃষ্ণ নমো নমো জয় শ্রীনিবাস ।
 অতুল সম্পদ-পদ বিশ্ব-পরকাশ ॥

(১) পাঠান্তর,—

“কৃষ্ণ আরাধিল যদি সৰ্ব্বগুণনিধি ।
 তবে ত জানিহ হেন হৈল সৰ্ব্ব-সিদ্ধি ॥”

তুমি তুষ্ট হৈলে সৰ্ব্ব সিদ্ধি উপাদন ।
 রিপুজয় হৈব তাহে কোন বস্তুজান ॥
 অদিতির বচন শুনিঞা চক্রপাণি ।
 ক্রময় বুঝিয়া তার বলে কোন বাণী ॥
 তোমার চিন্তের কথা আমি জানি ভালে (১)।
 ইন্দ্র আদি দেবগণ জিনিল অনুরে ॥
 বলে হরি লৈল তারা স্বর্গ অধিকার ।
 শ্রীকৃষ্ণ হইয়া ফিরে সন্তান (২) তোমার ॥
 এই পুত্র শোকে তুমি ব্যাকুল হইয়া ।
 আমি আরাধিলে তুমি একান্ত করিয়া ॥
 প্রেমভক্তি করি তুমি আমারে ভজিলে (৩)
 আমার ভজন কতু নহিব বিফলে ॥
 সতী পতিব্রতা তুমি কল্পপবনিতা ।
 দেবের জননী তুমি পরম পণ্ডিতা ॥
 জনম লভিব আমি তোমার উদরে ।
 স্থাপিব তোমার পুত্রে নিজ অধিকারে ॥
 শীঘ্র (৪) করি চল তুমি পতি সন্নিধানে ।
 কল্পপে চিহ্নিহ যেন আমিঃ সমানে ॥
 এইরূপ চিহ্নিয়া ভজিহ প্রজাপতি ।
 বিনয় বচনে তাঁরে করিহ ভক্তি ॥
 তবে জনমিব আমি তোমার উদরে ।
 ভকতবৎসল নাম করিব সকলে (৫) ॥
 এতেক বলিয়া হরি কৈলা অন্তর্ধান ।
 অদিতি চলিয়া গেলা কল্পপের স্থান ॥
 লভিয়া দুর্লভ বর মনে আনন্দিতা ।
 ভক্তিতাবে পতিসেবা কৈলা পতিব্রতা ॥
 সমাধি করিয়া তবে কল্পপ বুঝিল ।
 সাক্ষাতে আসিয়া হরি অবতার কৈল ॥
 অদিতির গর্ভে হরি কৈলা অবতার ।
 গানিঞা বিবিকি গেলা স্তুতি করিবার ॥

(১) পাঠান্তর,—“পুত্র বেড়ায় ।”

“আমি ভালমতে জানি তোমার অনুরে ।

(২) পাঠান্তর,—

(৩) পাঠান্তর,—

“এই পুত্রশোকে তুমি হইয়া ব্যাকুল ।

আমা আরাধিলে তুমি নানা যজ্ঞ বলি ।

একান্ত ভজন করি ভজিলে আমারে ।”

(৪) পাঠান্তর,—“কাট” ।

(৫) পাঠান্তর,—

“তোমার উদরে আমি তবে জনমিব ।

ভকতবৎসল নাম সকল করিব ।”

বহুবিধ স্তুতি তত্ত্বি করিয়া প্রণতি ।
 আপন ভুবনে তবে গেলা প্রজাপতি ॥
 শুভ কালে শুভ দিনে শুভ বোগ তিথি ।
 হেন কালে জনম লভিল প্রাণপতি ॥
 আজ্ঞার লখিত চাক (১) ভূজ বিরাজিত ॥
 শঙ্খ চক্রে গদা পদ্ম ভূজে বিলসিত ॥
 পীতবাস পরিধান রাজীব-লোচন ।
 বিলোল মুকুতাদাম শ্রীবাসলাহন ॥
 মকরকুণ্ডল চাক্র গণ্ড বিলোলিত ।
 মঞ্জীররঞ্জিত চাক্র চরণে শিজিত ॥
 মণিময় ভূষণ বিলোল বনমাল ।
 নিজ তেজে নিবারিল গৃহঅন্ধকার ॥
 গণ্ড বিলোলিত চাক্র মকরকুণ্ডল ।
 অধর রজিম চাক্র শ্রীমুখ মণ্ডল ॥
 দশ দিগ প্রকাশ বিমল জলাশয় ।
 ত্রিভুগৎ হরষিত হৈল অতিশয় ॥
 ছত্র ঋতু বিভ্রম্যান হৈলা এককালে ।
 পুরিল পৃথিবীতল আনন্দ মঙ্গলে ॥
 স্থাবর জঙ্গম হৈল অন্তরে হরিব ।
 আকাশ মণ্ডলে হৈল কুমুম বরিষ ॥
 দুন্দুভি কাহাল শঙ্খ বাজিল তুমুলে ।
 প্রভুর মঙ্গল গীত গায় বিভাধরে ॥
 দেবগণে মুনীগণে করিল স্তবন ।
 গন্ধৰ্ব্ব কিম্বরে কৈল কোতুকে নাচন ॥
 শ্রবণা নক্ষত্রযুত ষাটশর দিনে ।
 শুভযোগে তিথি বার অভিজিৎ ক্ষণে ॥
 ভাদ্র মাস ঋতুপক্ষ ষাটশর দিনে ॥
 প্রকাশ দিলেন হরি অদিতির স্থানে ॥
 দেখিয়া অদিতি দেবী হৈলা আনন্দিতা ।
 পুত্র হয়্যা জনমিলা ত্রিভুবনপিতা ॥
 কস্তুর দেখিয়া পুত্রে কৈল দণ্ডমুতি ।
 করযোড় করি স্তুতি করে প্রজাপতি ॥
 পিতা মাতা বিভ্রমানে প্রভু যোগেশ্বরে ।
 নিজ রূপ ভেজিয়া বামনরূপ ধরে ॥
 অদ্ভুত বামন মুক্তি দেখি মুনীগণে ।
 হরষিত হয়্যা কৈল বিবিধ স্তবনে ॥
 কস্তুর পুত্রের গলে যজ্ঞহুত্রে দিল ।
 আগনে আসিয়া সূর্য্য গায়ত্রী পঢ়াইল ॥
 বৃহস্পতি গলে দিল কুশের মেথলা ।
 বসুন্ধরা বসিবারে দিলা মৃগছালা ॥

(১) চারি ।

দণ্ড কমণ্ডলু আনি দিল শশধরে ।
 কোপীন বসন দিল আকাশমণ্ডলে ॥
 অস্তরীক ছত্র দিল মালা সরস্বতী ।
 আনিঞা ভিকার পাত্র দিলা ধনপতি ॥
 নানা দ্রব্য আনি দিল নানা মুনীগণে ।
 হেন কালে মনে যুক্তি চিন্তিল বামনে ॥
 অশ্বমেধ যজ্ঞ করে বলি দৈত্যরাজ ।
 চলিয়া বামন গেলা দৈত্যের সমার ॥
 তৃণকচ্ছ নামে তীর্থ নর্যদার তীরে ।
 গুরু-গুত্রে লঞা তথা বলি যজ্ঞ করে ॥
 তথা গিয়া উত্তরীলা অদ্ভুত বামন ।
 নিজ তেজে জলে যেন সূর্য্য হত্যাশন ॥
 বামন দেখিয়া লোকে লাগে চমৎকার ।
 সভাসতে বলিরাজা উঠিল তৎকাল ॥
 কিবা চক্র সূর্য্য কিবা দীপ্ত হত্যাশন ।
 বামন দেখিয়া বিমোহিত সর্বজন ॥
 কপট বামনবেশ ছত্র ধরে মাথে ।
 মৃগছাল পরে দণ্ড-কমণ্ডলু হাথে ॥
 অদভূত দ্বিজ বহু দেখি উপসন্ন ।
 কুণ্ডে হৈতে উঠিল যজ্ঞের হত্যাশন ॥
 বাজিক ব্রাহ্মণ সব উঠিল সত্বরে ।
 সভাসতে ওরিতে উঠিলা দৈত্যেশ্বরে ॥
 মনোহর রূপ দেখি দ্বিজ শিশুবেশ ।
 সভার হৃদয়ে হৈল আনন্দবিশেষ ॥
 হরিষে আসিয়া বলি কৈলা সম্ভাষণে ।
 আগত স্বাগত বলে বিনয় বচনে ॥
 পাণ্ড অর্ঘ্য দিয়া রাজা পুজিল সত্বরে ।
 হেম সিংহাসনে প্রভু বস্যালা আদরে ॥
 চরণকমল পাখালিল পুষ্যজলে ।
 সবংশে ধরিল জল মাধার উপরে ॥
 তকতি করিয়া বাহা হর ধরে মাথে ।
 ব্রহ্মা আদি দেবে বাহা বাহে ধ্যানপথে ॥
 মহাতাগবত বলি ধর্ম কলেবর ।
 হেন পুষ্যজল ধরে শিরের উপর ॥
 নমো জয় জয় বলি কৈল পরণাম ।
 করযোড়ে পুছে রাজা হয়্যা সাবধান ॥
 আজি সে সকল যোর জনম জীবন ।
 আজি সে ভূপিত যোর হৈল পিতৃগণ ॥
 আজি সে সকল যোর যজ্ঞ পরিবার ।
 আজি সে আনিহু হৈল বংশের উদ্ধার ॥
 যজ্ঞ যজ্ঞ যজ্ঞ যজ্ঞ ক্রিত্তিতল ।
 যাহাতে পড়িল হেন চরণকমল ॥

আজ্ঞা কর দ্বিজরাজ কি দিব তোমায়ে ।
 হতী ঘোড়া রথ যত মোর অধিকারে ॥
 ত্রিভুবন মাগ যদি তাহা দিতে পারি ।
 ভূমি যাহা চাহ তাহা অস্ত্রথা না করি ॥
 এ বোল বুঝিয়া আজ্ঞা কর দ্বিজবর ।
 সবংশে সফল মোরে করহ সত্তর ॥
 বলির বচন শুনি প্রভু হৃষীকেশ ।
 হাসিয়া উত্তর দিয়া ছলে দ্বিজবেশ ॥
 ধন্য ধন্য বলি ভূমি ধন্য কুণ্ডলজয় ।
 ধর্মযুক্ত সত্যব্রত তোমার বচন ॥
 কুলবৃদ্ধ পিতামহ প্রহ্লাদ তোমার ।
 শুক্ৰ হেন মুনিরাজ পুরোহিত যার ॥
 এ বংশেতে জন্মে নাহি কপ-রূপণ ।
 কেহ কভু নাহি বলে অসত্য বচন ॥
 প্রতিজ্ঞা করিয়া কেহ না দিল ব্রাহ্মণে ।
 হেন জন নাহি হয় এবংশে জনমে ॥
 এই বংশে উপজিল হিরণ্যাক্ষ বীর ।
 তার যুদ্ধে ত্রিভুবনে কেহ নহে স্থির ॥
 বধনে বরাহরূপে পৃথ্বী উদ্ধারিল ।
 অনেক বতনে তারে বরাহ মারিল ॥
 স্তনিকা ভাইব বধ মহাদৈত্যেশ্বর ।
 হিরণ্যকশিপু ক্রোধে জ্বলিল অস্তর ॥
 বিষ্ণু মারিবারে দৈত্য চলে তরাস্বর ।
 চাহিতে চাহিতে বলে শূল হাতে ধরি ॥
 ত্রিভুবনে চাহি দৈত্য বৈকুণ্ঠে উঠিল ।
 মহাদৈত্য দেখি বিষ্ণু সজ্জয়ে চিহ্নিল
 লুকায়া বেড়ায় বিষ্ণু বৈকুণ্ঠ নগরে ।
 যথা যথা বিষ্ণু তথা যথা ধরিবারে ॥
 পালায়া রহিতে স্থান না দেখিল হরি ।
 তারি হৃদে প্রবেশিল স্বস্বরূপ ধরি ॥
 নাসিকাবিবরে হরি কৈলা পরবেশ ।
 কোথাতে রহিল বিষ্ণু না পায় উদ্দেশ ॥
 স্বর্গ মর্ত্য পাতাল চাহিল ত্রিভুবন ।
 দশ দিগ চাহিল না পাইল ধরশন ॥
 তবে দৈত্য বলে আমি চাহিলু বিচারি ।
 যবে জীয়ে তবে কেনে না দেখিলু হরি ॥
 হরষিত হয়্য দৈত্য আইল নিঃশর ।
 তাহাকে মারিল নর-সিংহ অবতারে ॥
 আছিল তোমার বাপ বিরোচন নামে ।
 তার ঠাকুর ভিক্ষা মাগিলেন সুরগণে ॥
 দ্বিজবেশ ধরি দেবে মাগিল জীবন ।
 আপনার প্রাণ দিয়া ভূমিল ব্রাহ্মণ ॥

হেন পূণ্যবংশে ভূমি জনম লাভিলে ।
 আপনার কুলধর্ম আপনি রাখিলে ॥
 মাগিব অলপ কিছু তোমা বিজ্ঞানে ।
 সতে তিনপাদ ভূমি দেহ ভূমি দানে ॥
 তিনপাদ ভূমি দেহ চরণে জুখিয়া ।
 তপ করিবারে চাহি তাহাতে বসিয়া ॥
 প্রয়োজন বুঝিয়া ব্রাহ্মণে লব দান ।
 অধিক না লয় যদি হয় মতিমান ॥
 ভূমি-সব দিতে পার ত্রিভুবনপতি ।
 আমি-সতে মাগিবে ত্রিপাদ বসুমতী ॥
 এতেক শুনিজ্ঞা বলি প্রভুর বচন ।
 করজোড়ে বলিরা করে নিবেদন ॥
 শিশুবুদ্ধি দ্বিজ ভূমি সহজে ছাওয়াল (১) ।
 মাগ যদি পারি আমি পৃথিবী দিবার ॥
 তিন পদ ভূমি মাগ এ কোন ঠাকুরী (২) ।
 দাতা পায়্যা মাগি যাহা হৈতে দুঃখ তরি ॥
 হাসিয়া বামন তবে দিলেন উত্তর ।
 ভাল কথা কহ ভূমি বলি দত্তেশ্বর ॥
 ভূমি তিন পদে যদি সন্তোষ না হব ।
 তবে ত্রিভুবন দিলে কামনা পুরিব ॥
 পৃথু গয় আদি রাজ্য পুরুষে আছিল ।
 সপ্তর্ষীপে যার রাজ্য অধিকার হৈল ॥
 তমুত নহিল শাস্তি রাজ্যপদ পাঞা ।
 হেন সব রাজ্য গেল পৃথিবী ছাড়িয়া ॥
 সন্তোষ থাকিলে চিত্ত অলপেই আঁটে ।
 অসন্তোষ চিত্ত যার ত্রিভুবনে না আঁটে ॥
 দ্বিজকূলে এই ধর্ম শাস্তি কুটি দয়া ।
 অধিক মাগিব কেনে দ্বিজসুত হঞা ॥
 প্রয়োজন অধিক মাগিলে কোন কাজ ।
 এ বোল বুঝিয়া আজ্ঞা কর মহারাজ ॥
 হাসিয়া উত্তর দিল বলি দৈত্যেশ্বর ।
 যে তোমার বাহা সেই লহ দ্বিজবর ॥
 এ বোল বলিয়া জলপাত্র নিল করে ।
 তিন পদ ভূমি দিব বলে বামনেরে ॥ (৩)

পঠমঙ্গরী রাগ ।

বলির বচন শুনি দৈত্যশুক শুক্লমুনি
 কহিল বলির বিজ্ঞানে ।
 কস্তুরের পুত্র হই অদিত্য গর্ভে বাই
 আপনে জন্মিলা নারায়ণে ॥

(১) ছাওয়াল । (২) —“ভাল ঠাকুরালী” ।

(৩) পাঠান্তর, —“নরেশ্বরে” ।

দেবকার্য সাধিবারে চলে বিজয়রূপ ধরে
 বজ্রে আসি হৈলা উপসর ।
 কপটে সকল নিব ইন্দ্রে অধিকার দিব
 এই বিষু কপট-বানন ॥
 তুমি না জানিঞা মর্থ কৈলে অতি মন্দ কর্ম
 দান দিতে কৈলে অধীকার ।
 এইক্ষণে ত্রিভুবন তিন পদে নারায়ণ
 বুড়িয়া লইব অধিকার ॥
 এক পদে ক্ষিত্তিতল আর পদে সুরপুর
 বুড়িয়া ধরিব মহাশয় ।
 এক পদে নাহি স্থিতি কি হয় তাহার গতি
 কেন তার না চিন্ত উপায় ॥
 দিতে অধীকার কৈলে যদি দিতে না পারিলে
 তবে দেখি নরক তোমার ।
 তুমি মুখ দেত্যপতি না বুঝ ধর্মের গতি
 ব্যর্থ তুমি কৈলে অধীকার ॥
 আছিল ঋণীক মুনি তার মুখে হেন শুনি
 দোষ নাহি অসত্য বচনে ।
 পরিহাসে নারীকুলে বিবাহে সঙ্কট কালে
 মিথ্যা বলি ব্রাহ্মণ কাবণে ॥
 আমার বচন ধর অধীকার ব্যর্থ কর
 কিছু তুমি না দেহ ব্রাহ্মণে ।
 গুরু বচন শুনি বলি রাজা মনে গনি
 কহে কিছু বিনয় বচনে ॥
 গুরুমুখে যত কহে সে সব অসত্য নহে
 গৃহস্থকুলের ধর্মবাণী ।
 জনমিঞা মহাবংশে ভাণ্ডিব কপট অংশে
 এই বড় অপরাধ বানি ॥
 হেন কহে বসুধতী অসত্য নরকে গতি
 মহাপাপ অসত্য বচনে ।
 সকল কহিতে পারি অসত্য বলিতে নারি
 এই বড় ভয় মোর মনে ॥
 অসত্য ধরণী ধন বন্ধু পরিবারগণ
 অসত্য শরীর স্তূত দার ।
 শিবি-আদি নরপতি আছিল নির্মল মতি
 প্রাণ দিয়া কৈল উপকার ॥
 সন্তে তুমি তিন পদ যাগিল ব্রাহ্মণ স্তূত
 তাহা আমি কৈলু অধীকার ।
 অসত্য বচন বলি ভাণ্ডিব কপট করি
 বিকৃষ্ট জীবন আমার ॥
 মহারাজগণ ছিল পৃথিবী তেজিয়া গেল
 তার বশ রহিল সংসারে ।

যদি দ্বিজ মাগে আর ত্রিভুবন অধিকার
 তাহা দিতে মোর অধীকারে ॥
 তুমি-সব মুনিগণ করি বন্ধ আরাধন
 কর যার উদ্দেশে ধোয়ানে ।
 যদি সেই নারায়ণ মোর ভাগ্যে উপসর
 তবে মোর সফল জীবনে ॥
 বলির বচন শুনি ক্রোধ করি গুরু মুনি
 শাপ দিল বলি দৈত্যধরে ।
 লজ্জিলে আমার বাণী আপনা পণ্ডিত আমি
 শ্রীশ্রু হও অতঃপরে ॥
 তমু বলি দৈত্যপতি নহিল অসত্যমতি
 জল দিল ব্রাহ্মণচরণে ।
 বিদ্যাবলি তার নারী কনক কলস ভরি
 জল আনি দিল সেইক্ষণে ॥
 চরণ পাখালি বলি সেই জল শিরে ধরি
 অভিষেক কৈল বন্ধুগণে ।
 দেবগণে স্তুতি কৈল পুষ্প বরিষণ হৈল
 দেববাদ্য বাজিল সঘনে ॥
 সিদ্ধ বিদ্যাধর যত গুরুগোঁড় গাইল স্তব
 স্তুতি করে দেবের নাচনী ।
 ধন্য বলি রাজা হৈল বিশ্বনাথে দান দিল
 ত্রিভুবনে জয় জয় বাণী ॥
 তবে প্রভু হৃষীকেশ কপট বাননবেশ
 ত্রিভুবন ঘাড়িল শরীরে ।
 আকাশ পৃথিবীতল নন্দনদী সঙ্গার
 সব হৈল দেহের ভিতরে ॥
 বিশ্বস্তর-মুণ্ডি ধরি বিশ্ব নিজ ঘেহে করি
 বিশ্বনাথ রহিলা আপনে ॥
 বলি অদভূত দেখি তরাসে মুদিল আঁধি
 চমকিত হৈল সুরগণে ॥
 এক পদে সপ্তদ্বীপ ঘাড়িল পৃথিবীতল
 আর পদে গগনমণ্ডল ।
 তৃতীয় চরণ খানি কোথা থুইব চক্রপাণি
 ত্রিভুবনে নাহি তার স্থল ॥
 চন্দ্র সূর্য্য পুরন্দর ভব আদি স্রবর
 সনকাসি মহাবোগেশ্বরে ।
 নন্দ সুনন্দ আদি পারিষদগণ আসি
 স্তুতি করে শিরে ধরি করে ॥
 বেদ বেদান্তাদি যত তর্ক ছায় ইতিহাস
 যোগ শাস্ত্র পুরাণ সংহিতা । (১)

(১) পাঠান্তর,—‘বেদ চারি বড় ব্যাস তর্ক ছায় ইতিহাস
 যোগ শাস্ত্র সাংখ্য এ সংহিতা ।’

তার। মৃষ্টিমান হই প্রভুর নিকটে যাই
 গায় যশ প্রভুগুণগাথা ।
 কেহ করে স্তুতিবাদ কেহ করে দণ্ডপাত
 কেহ পুষ্পে নানা উপহারে ।
 কেহ পুষ্প বরিষণ কেহ-নৃত্যপরায়ণ
 কেহ করে আনন্দ মঞ্চলে ।
 বিসম্বত ভুবন ভেদি শ্রীপদ উঠিল যদি
 সত্য লোকে হৈলা উপসন্ন ।
 ধূপ দীপ উপহারে বহুবিধ পরপারে
 ত্রক্ষা কৈলা চরণ অর্চন ।
 নিজ ধর্ম দূরে করি ত্রক্ষা কমণ্ডলু তরি
 পাখালিল প্রভুর চরণ ।
 জয় জয় স্তুতি বাণী চোদিগে মঙ্গলধ্বনি
 নৃত্য গীত বিবিধ বাজন ।
 ভক্তকৈর অধিপতি পাতালে তাহার স্থিতি
 জাহ্নবান উঠিলা তখনে ।
 অবতার কৈলা হরি ভেরী শব্দ পরচারি
 পৃথ্বী কৈলা তিন প্রদক্ষিণে ।
 প্রভুর চরিত্র বুঝি অশ্রুর দানবে সাজি
 অশ্রু শব্দ ধরে খরতর ।
 কৃষ্ণ পারিষদগণে অশ্রুরে জিনিল রণে
 দৈত্যবল গেলা রসাতল ।
 হেনকালে বলি আনি গরুড়ে বান্ধিল জানি
 দশ দিগে হৈল হাহাকার ।
 উচ্চস্বরে বলে হরি শুন শুন আরে বলি
 স্থান দিতে করহ প্রকার ।
 তিন পদ দিলে ভূমি দুই পদ পাইল আমি
 আর পদ থুইব কোন স্থানে ।
 দিতে অঙ্গীকার কৈলে যদি দিতে না পারিলে
 নরক দেখিয়ে বিচক্ষমানে ।
 ব্রাহ্মণেরে দিব বলি পাছে করে ভাণ্ডাতাণ্ডি
 তার গতি নাহি কোন কালে ।
 ইহলোকে ধর্মনাশ সকল নরকে বাস
 তার কতু না হয় উদ্ধারে ।
 বলি বলে প্রভু শুন ভূমি যদি জান হেন
 ব্যর্থ হৈল মোর অঙ্গীকার ।
 সত্য হউক মোর বাণী ভূমি ধীর শিরোমণি
 শিরে দেহ চরণ তোমার ।
 বিদগ্ধশেখর ভূমি বিচারে বুঝিলু আমি
 প্রভুর বচন নহে আন ।
 মোর নাথে পদ ধর অঙ্গীকার সত্য কর
 ভাল সত্যবাদী ভগবান ।

নরকে বা হয় বাস কিবা রাজ্য পদ নাশ
 বন্ধনেহ নাহি মোর ভয় ।
 ইহাতে অধিক আর কল্প যদি পরকার
 ততু যেন সত্যভঙ্গ নয় ।
 ভূমি প্রভু কল্পতরু দৈত্যের পরম গুরু
 মদ তরু কৈলে কৃপা করি ।
 ভববন্ধ অঙ্ককার মোর যেন নহে আর
 এই দয়া করহ শ্রীহরি ।
 যোগেন্দ্র মুনীন্দ্রগণ তার পদ সংচিন্তন
 করিয়া সংসারে হয় পার ।
 হেন মহাযোগেশ্বরে আপনে বান্ধিব যারে
 তার ভাগ্য কি কহিব আর ।
 আমার বাপের বাপ প্রহ্লাদ তোমার দাস
 বৈর ভাব বাপের দেখিয়া ।
 আমি গৃহ ধন স্তব দার তেজি বন্ধু পরিবার
 রয়ে ছুই চরণ ভজিয়া ।
 ভূমি প্রভু চক্রপাণি বিদগ্ধশেখর-মণি
 মোর অস্ত্র দেখি সেই বংশে ।
 রাণ্যপদ দূর করি মোর গর্ভ পরিহারি
 তে-কারণে বান্ধি নাগ পাশে ।
 হেনকালে দৈত্যেশ্বর প্রহ্লাদ ভক্তবর
 শাসিয়া দেখিল নাগপাশে ।
 পারিষদগণ যুত দিব্যরূপ অদভূত
 বাহু পাশরিল দরশনে
 প্রেমে পুলকিত অঙ্গ গদগদ স্বর তঙ্গ
 নয়নে আনন্দজল বহে ।
 কৈল দণ্ড পরণাম নাহি বাহ্য অবধান
 তবে কর যুড়ি কিছু কহে ।
 নমো নমো জয় ওয় কৃপালু করুণাময়
 দীনবন্ধু ভক্তবৎসল ।
 অখিল ভুবনপতি সকল লোকের গতি
 নমো নমো জগৎ দেবর ।
 কোন্ তপ কৈল বলি কৃপা কৈল বনমালী
 হরিলে শ্রীমদ-অঙ্ককার ।
 বান্ধিয়া বন্ধু পাশে ভববন্ধ কৈলে নাশে
 ধনুকুলে জনম আমার ।
 হেনকালে বিদ্যাবলি ভয়ে অতি স্তব্যাঙ্কল
 কর যুড়ি শিরের উপর ।
 লাঞ্জে হেট মাথা হই প্রভুর নিকটে যাই
 বলে কিছু বিনয় উত্তর ।
 আপনার ক্রীড়াভাণ্ড ভূমি স্থজিলে ব্রহ্মাণ্ড
 অস্ত্রে তাহা করে অধিকার ।

নিল'জ্জ কুব্জজনে বিধি করে বিড়ম্বনে
 কোন দায়ে করে অহঙ্কার ॥
 স্বামী নাহি স্বামী বোলে ব্যর্থ অহঙ্কার করে
 ত্রিভুবনে আছে কার দায় (১)
 ভাল তুমি মান্না কর কপটে সেবক ভাঁড়
 ঠাকুরালী করিতে যুগায় ॥
 হেনকালে ব্রহ্মা আসি মনে বড় ভয় বাসি
 বলে কিছু বিনয় বচনে ॥
 সকল তোমারে দিল তার হেন গতি হৈল
 ভেজ দণ্ড কর কি কারণে ॥
 যার পদবুগ ভজি দুর্কপত্র দিয়া পুজি
 সেহ বিমুগ্ধে গতি পায় ॥
 ত্রিভুবন দান করি তবু দণ্ড পায় বলি
 হেন কি প্রভুর মনে ভায় ॥
 প্রভু বলে ব্রহ্মা শুন তুমি তব্ব নাহি জান
 আমি যারে অহুগ্রহ করি ॥
 তার ধনমদ হরি-বান্ধব বিচ্ছেদ করি
 সেই যায় ভববন্ধ তরি ॥
 ধন মদ হয় যার তার বাড়ে অহঙ্কার
 দেব দ্বিজ গুরু নাহি মানে ॥
 যে পুন আশার দাস তার করি মদ নাশ
 তারে দণ্ড করি তে-কারণে ॥
 যারে অহুগ্রহ করি তার ধন পুত্র হরি
 সেই জন বান্ধব আমার ॥
 ব্রহ্মার দুর্লভ পদ কিবা দিগে ইন্দ্রপদ
 তত্বত সাধিতে নারি ধার ॥
 বলি হয় মহামতি অমুর দানব-পতি
 এই সে জিনিল বিমুগ্ধায়া ॥
 পাঞা এত অপমান নাহি যার বস্তুজ্ঞান
 ত্রিভুবনে নাহি যার দয়া ॥
 ছলে ত্রিভুবন লৈল তর্জনি ভংগন কৈল
 বহুবিধ তাড়ন বন্ধন ॥
 বন্ধুগণে ছাড়ি গেল-ছলে সর্বনাশ হৈল
 তমু যার না চলিল মন ॥
 এই-যবন্তর পরে বলি হব পুরন্দরে
 তাবৎ সুতলে দিব বাস ॥
 আমার বচন ধরি বিশ্বকর্মা কলা প্রয়ী
 স্বর্ঘ্য-কোটি জিনি পরকাশ ॥
 জরা মৃত্যু ভয় ব্যথা শোক মোহ নাহি যথা
 নাহি যথা বিবিধ সন্তাপ ॥
 (১) "স্বামিও নাহিক যার, বর্ষ বলে অধিকার,
 ত্রিভুবন করে কিবা দায়"—পাঠান্তর ॥

দেবে যার বাঁধা করে ব্রহ্মাওঁর অগোচরে
 হেন পদ করিব প্রসাদে ॥
 চল বলি সে সুতলে রহ গিয়া দিব্য পুরে
 ভজ গিয়া চরণ আমার ॥
 নিজ পরিবার সঙ্গে সুখ ভোগ কর রঞ্জে
 ভববন্ধ নৈব আরবার ॥
 নিজ হস্তে চক্র ধরি রাখিব তোমার পুরী
 আমি তোমার থাকিব দুয়ারে ॥
 তবে কর যোড় করি বিনয় বচন বলি
 বলি কিছু নিবেদন করে ॥
 তাবে পুলকিত অংগ আনন্দ তরঙ্গ-ভঙ্গ
 গদ গদ বচন রসাল ॥
 প্রণত কঙ্কর করি বলে বোল দুই চারি
 ভাল প্রভু কৈলে ঠাকুরাল ॥
 মুঞি তব্ব না জানিলুঁ কিবা আরাধন কৈলু
 দ্বিজ বৃন্দে কৈল উপাসনা ॥
 ব্রহ্মাদি দুর্লভ পদ শিরের উপরে ধর
 এত বড় কুপার মহিমা ॥
 অধম অমুর জাতি তমোঙগে উত্তমতি
 তাহে তুমি এত কুপা কর ॥
 একান্ত ভকতি করি সকল সংসার ছাড়ি
 ভজিলে বা কি না দিতে পার ॥
 এতেক বচন বলি দণ্ডপরশাম করি
 আশ্রা ধরি শিরের উপরে ॥
 সুতলে প্রবেশ কৈল নিজগণ সঙ্গে নিল
 ইন্দ্রপদ পাইল পুরন্দরে ॥
 প্রহ্লাদ আগিয়া তবে প্রেমে গগন তাবে
 বলে কিছু বিনয় বচনে ॥
 ধন্ত যোর কুলশীল ধন্ত বলি জনমিল
 ধন্ত বংশ হৈল যাহা হনে ॥
 ব্রহ্মা যাহা নাহি লভে যে পদ না পায় শিরে
 লক্ষ্মী যাহা করয়ে সন্ধান ॥
 জগত বন্দিত জন করে বাহার বন্দন
 বলিশিরে সে পদ ভূষণে ॥
 ব্রহ্মা ব্রহ্মপদ পাইল শিবের শিবদ্ব হৈল
 যার পদকমল ধোয়ানে ॥
 কুযোনি অমুর খল তাথে কুপা এত বড়
 তার লীলা কে কহিব আনে ॥
 সত্যার হৃদয়ে বৈস সমভাবে পরকাশ
 তমু ধর বিবম স্বভাব ॥
 ভকতে আপন কর না ভজিলে পরিহর
 যেন সুরতরু অহুভাব ॥

এতেক বচন বলি দণ্ড পরণাম করি
আজ্ঞা ধরি শিষ্যের উপরে ।
হস্তলে প্রবেশ কৈল বলি আলি সজ্জাবিল
শুভ্রে কিছু বলে পদাধরে ॥
শুন শুক্ল ভৃগুধর আমার বচন ধর
যজ্ঞচ্ছিন্ন কর সমাপনে ।
সকল ব্রাহ্মণে মেলি যজ্ঞ পরিপূর্ণ করি
শিষ্য কর্ম কর সমাধানে ॥
শুভ্র বলে প্রভু শুন তুমি যাথে উপসন্ন
তার ছিন্ন নাহি কোন কাল ।
যজ্ঞ তন্ত্র দ্রব্যগত দেশ কাল ছিন্ন যত
সৰ্ব্ব দোষ যার নামে হরে ॥
তথাপি তোমার বাণী পাছে ব্যর্থ হয় জানি
আজ্ঞা শিষ্যে করিব পালনে ।
এতেক বচন বলি যজ্ঞ সমাপন করি
পূর্ণা দিল যত মুনিগণে ॥
ছলে দৈত্য সংহারিয়া ইন্দ্রে অধিকার দিয়া
ধরিল বামন কলেবর ।

ব্রহ্মা ভব পুরন্দর সুর সিদ্ধ বিভাধর
ত্রিতুবনে আনন্দ মঙ্গল (১) ॥
দেব মুনিগণে মেলি মহ অতিবেক করি
তবে নাম উপেক্ষ ধরিল ।
সৰ্ব্ব দেবগণ মেলি দিব্য দেবরথে জুলি
প্রভু লঞা সুরপুরে গেল ॥
ইন্দ্র নিজ অধিকারে দেব নিজ নিজ পুরে
হরিষে রহিল নিজ পুরে ।
অপক্লপ লীলা করি ক্রীড়া কৈলা বনমালী
কহিল বামন অবতারে ॥
পৃথীধান ধূলা করি যদি গণিবারে পারি
তমু গুণ গণন না যায় ।
যার পদ-নখ-জলে জগৎ পবিত্র করে
তার গুণ কেবা অন্ত পায় ॥
দিব্য অবতার লীলা বামন বিক্রম খেলা
শুনিলে সকল পাণ হরে ।
ভাগবত-আচাৰ্য্যের বাণী-রস সুষুম্ন
জ্ঞান-গুরু শ্রীগদাধরে ॥
(১) পাঠান্তর,—"অন্তর" ।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টম স্কন্ধে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায় ।

তবে রাজা জিজ্ঞাসিলা শুক সন্নিধানে ।
মৎস্ত অবতার হরি কৈলা কি কারণে ॥
আপনে ঈশ্বর হয়্যা মৎস্ত-কলেবর ।
ইহার মহিমা গুরু কহ কত বড় ॥
রাজার বচন শুনি মুনি যোগেশ্বর ।
মৎস্ত অবতার-কথা কহে মনোহর ॥
ছুট-বিনাশন শিষ্ট করিব পালনে ।
নানারূপ ধরে হরি এই সে কারণে ॥
অনন্ত-শরনে প্রভু প্রলয়-সাগরে ।
নিজাঙ্ঘল করি হরি কোতুকে বিহরে ॥
প্রভুত্ব হৈতে চারি বেদ নিঃসরিল ।
হরগ্রীব নামে দৈত্য বেদ হরি নিল ॥
তে-কারণে ধরে হরি মৎস্ত কলেবর ।
মৎস্ত-অবতার-কথা শুন নরেশ্বর ॥
সত্যব্রত নামে এক আছিল ব্রূপতি ।
জলপান করি ভগ্ন করে মহাব্রতি ॥

কৃতমালা নদীজলে করিয়া মজ্জন ।
পুণ্যজল দিয়া রাজা করয়ে তর্পণ ॥
একটি শফরী মৎস্ত অঞ্জলি ভিতরে ।
দেখিয়া অঞ্জলি রাজা তেজিল সত্তরে ॥
বিনতি করিয়া তবে কি বলে শফর ।
ক্ষুদ্র মৎস্তজাতি আমি কেন পরিহর ॥
বড় বড় মাছে ধরি থায়ে তে-কারণে ।
জাতি ভয়ে নৈল আমি তোমার শরণে ।
তুমি যোয়ে না হ্রাদিহ স্তনহ রাজনে ।
শরণাগতেরে তুমি তেজ কি কারণে ॥
এতেক বচন যদি বলিল শফরী ।
কলসী ভিতরে মৎস্ত থুইল দয়া করি ॥
কৃপায়ে শফরী রাজা আনিল মন্দিরে ।
কণেকে কলস ভরি পুরিল শরীরে ॥
দুঃখ ভাবি মৎস্ত বলে শুন নরেশ্বর ।
রহিতে না পারি আমি ইহার ভিতর ॥

বড় হেন বুঝিয়া আমারে দেহ ঠাঞি ।
 তাহার ভিতরে আমি সন্তোষে বেড়াই ॥
 তবে মৎস্ত খুঁইল লঞা কৃপের ভিতরে ।
 তিলেকে সকল কুপ যুড়িল শরীরে ॥
 বিনতি করিয়া তবে বলয়ে শক্রী ।
 ইহার ভিতরে আমি রহিতে না পারি ॥
 বড় হেন বুঝিয়া আমারে দেহ স্থান ।
 অন্ন করিয়া না করিহ অবজ্ঞান ॥
 তবে মৎস্ত খুঁইল রাজা সরোবর জলে ।
 যুড়িল সকল জল তিলেক ভিতরে (১) ॥
 তবে মৎস্ত বলে রাজা অবধান কর ।
 অগাধ জলের মাঝে আমি নিয়া ধর ॥
 এ বোল শুনিঞা মৎস্ত অগাধ সর্গিলে ।
 অনেক যতনে লঞা খুঁইল নরেন্দ্রেরে ॥
 যত যত জলাশয় খুঁইল বারে বারে ।
 তিলেকে সকল যুড়ি ধরে কলোবরে ॥
 তবে ক্রোধ করি রাজা পেলিবে সাগরে ।
 বিনয় করিয়া মৎস্ত বলে হেন কালে ॥
 না পেল না পেল রাজা সাগরের জলে ।
 বড় বড় মৎস্ত ধরি খাইব আমারে ॥
 বড় জলচর ভয়ে পশিল শরণ ।
 মহারাজ হুয়া তুমি তেজ কি কারণ ॥
 এতেক বচন যদি বলিল শয়রে ।
 চিন্তের ভিতরে রাজা অমুমান করে ॥
 নাহি দেখি নাহি শুনি অপক্লপ মীন ।
 নাহি দেখি হেনরূপ জলচর চিন ॥
 এক দিনে বাচু তুমি শতেক যোজন ।
 অমুমান বুঝিল সাক্ষাৎ নারায়ণ ॥
 অমুগ্রহ করিতে এ রূপ তুমি ধর ।
 মৎস্তরূপ ধরি তুমি অবতার কর ॥
 নমো মহাপুরুষ অনন্ত ভগবান ।
 নানা মুক্তি ধরি কর লোক পরিপাণ ॥
 ভকত জনের তুমি বন্ধু হিতকারী ।
 ভেদ-কারণে কৃপা কৈলে মৎস্ত রূপ ধরি ॥
 নমো দেব জয় জয় নমো নারায়ণ ।
 মৎস্ত রূপ ধর তুমি এ কোন কারণ ॥
 সত্যব্রত বচন শুনিঞা হৃষীকেশ ।
 অবতার কারণ কহিল মৎস্ত-বেশ ॥
 সপ্তম দিবসে হৈব প্রলয় সাগর ।
 যজিব তাহাতে জিজ্ঞাবস চরাচর ॥

ভাসিয়া আসিবে নৌকা প্রলয়-সর্গিলে ।
 ঔষধি তুমিহ তুমি তাহার উপরে ॥
 সপ্ত ঔষিগণ লয়া আপনে উঠিহ ।
 তাহার উপরে চটি কোতুকে জ্বরিহ ॥
 শুধনে আসিব আমি মহা মৎস্ত-বেশে ।
 কাঁটাতে বান্ধিহ নৌকা মহানাগপাশে ॥
 পর্বতের শৃঙ্গ যেন কণ্টক বিশাল ।
 তাহাতে বান্ধিয়া নৌকা করিহ বিংশল ॥
 আমার মাহিমা দিব্য গাইব মুনিগণে ।
 নৌকার উপরে বসি শুনিহ শ্রবণে ॥
 এতেক বলিয়া মৎস্ত কৈলা অন্তর্ধান ।
 বিশ্বয় ভাবিয়া রহে রাজা মতিমান ॥
 কৃতমালা ভীরে করি কুশের আসন ।
 তাহাতে বসিয়া রাজা চিন্তে নারায়ণ ॥
 হেনকালে শুনে মহাজল উত্তরোল ।
 প্রলয় সাগর জল তরঙ্গ কল্লোল ॥
 মহামেঘ বরিষণ ঘোর অন্ধকার ।
 বাঢ়িল সাগর জল পর্বত আকার ॥
 ভয় পাঞা রাজা কিছু চিন্তে মনে মনে ।
 হেনকালে দিব্য নৌকা দিল দরশনে ॥
 গুণবীর ঔষধি যতেক মুনিগণে ।
 নৌকাতে তুলিয়া রাজা কৈলা আরোহণে ॥
 মুনিগণ বলে রাজা না করিহ ভয় ।
 ভক্তিতাব করি চিন্ত হরি দয়াময় ॥
 সেই সে করিতে পায়ৈ লুপ্ত মোচন ।
 হেনকালে মৎস্তরূপ দিলা দরশন ॥
 দশলক্ষ প্রহর শরীর পরিসর ।
 পর্বত আকার শৃঙ্গ পৃষ্ঠের উপর ॥
 হেমধাম কলোবর আতি মনোহর ।
 তরঙ্গ-কল্লোলে মৎস্ত করে ঝলমল ॥
 আজ্ঞা পাঞা সত্যব্রত নাগপাশে ধরি ।
 কণ্টকে বান্ধিল নৌকা দৃঢ়তর করি ॥
 তবে সত্যব্রত রাজা করিয়া প্রগতি ।
 বিবিধ প্রণাম কৈল বহুবিধ স্তুতি ॥
 এত স্তুতি কৈল যদি মূপতি প্রধান ।
 তুষ্ট হুয়া বলে মৎস্তরূপী ভগবান ॥
 পুরাণ-সংহিতা সাংখ্যযোগ তত্ত্বকথা ।
 কহিল সকল ধর্ম সর্বলোক পিতা ॥
 হেন অপক্লপ ক্রীড়া কৈলা মৎস্তবেশে ।
 ঔষিগণে তত্ত্বজ্ঞান কৈলা উপদেশে ॥
 এইরূপে গেল যদি প্রলয় সময় ।
 বেদ উচ্চারিতে ইৎসা কৈলা দয়াময় ॥

হরগ্রীব দৈত্য যারি দেব উদ্ধারিল ।
ব্রহ্মার বদনে প্রভু বেদ সমর্পিল ॥
সেই সভ্যব্রত রাজা আছিল তখনে ।
বৈবস্বত নামে যজ্ঞ হর্যাছে এখনে ॥
বৎস অবতার কথা যেন জন শুনে ।

সর্ব পাপ হরে সুখ বাঢ়ে দিনে দিনে ॥
আদি অবতার কথা শ্রুত পাপহর ।
সর্ব সিদ্ধি হয় তার সর্বত্র মঙ্গল ॥
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-বাণী ।
বৎস অবতার-কথা শ্রোমতরাজিনী ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টম স্কন্ধে

শ্রোমতরাজিনী পঞ্চমোহনধ্যায়ঃ ।

অষ্টম স্কন্ধ সমাপ্ত ॥

নবম স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায় ।

তবে রাজা পরীক্ষিৎ সুবুদ্ধিশেখর ।
আর কথা জিজ্ঞাসিলা মূনির গোচর ॥
সভ্যব্রত রাজা ছিল ভক্ত-প্রধান ।
বৎস অবতারে প্রভু দিলা তত্ত্বজ্ঞান ॥
বৈবস্বত মন্তরে স্বর্ঘ্যের তনয় ।
বৈবস্বত যজ্ঞ তিহো হৈলা মহাশয় ॥
বৈবস্বতবংশে ব্রত হৈল উৎপত্তি ।
হর্যাছে হৈবেক ব্রত আর নরপাত ॥
স্বর্ঘ্যবংশে যত রাজা হৈল উপাদান ।
তা-সভ্যব্রত কহ পুণ্য চরিত্র-ব্যাখ্যান ॥
এতেক বচন বদি বলিলা ব্রুপতি ।
কহিতে লাগিলা তবে শুক মহামতি ॥
স্বর্ঘ্যবংশকথা রাজা শুন সাবধানে ।
সংক্ষেপে কহিব কিছু তোমা বিদ্যমানে ॥
বিত্তারিয়া কহি বদি শতেক বৎসর ।
তমুত কহিতে নারি মহিমা সকল ॥
স্বর্ঘ্যবংশচরিত্র কহিব সাবধানে ।
পূর্বে আছিল। সতে এক ভগবানে ॥
এলরে না ছিল কিছু এ লোক রচনা ।
চন্দ্র স্বর্ঘ্য চরাচর (১) ব্রহ্মাদি কল্পনা ॥
তৎসং সৃষ্টিতে প্রভু বখনে হৈছিল ।
ভায় নাভিপদ্ম হৈতে ব্রহ্ম উপজিল ॥
ব্রহ্মার বানসপুত্র জন্মিল মরীচি ।
মরীচির তনয় কস্তুর প্রজাপতি ॥
অদিতির গর্ভে স্বর্ঘ্য কস্তুরতনয় ।
স্বর্ঘ্যপুত্র শ্রাদ্ধদেব হৈলা মহাশয় ॥

শ্রদ্ধা নামে তার পত্নী পরম রূপসী ।
দশ পুত্র হৈলা তাথে মহাশুণরাশি ॥
পূর্বে না ছিল শ্রাদ্ধদেবের সন্তান ।
পুত্রকামে বশিষ্ঠ সেবিল মতিমান ॥
দ্বিজগণ আনিঞা বশিষ্ঠ যজ্ঞ কৈল ।
হোতার নিকটে তবে শ্রাদ্ধদেবী গেল ॥
একখানি কস্তা মোর হয় যেনমতে ।
হেন কর্ম কর হোতা কহিল তোমাগত ॥ (১)
তবে হোতা কৈল যজ্ঞ কস্তার কারণে ।
শ্রদ্ধার জন্মিল তবে কস্তা হৈলা নামে ॥
কস্তা দেখি শ্রাদ্ধদেব ভাবিয়া বিবাদ ।
বশিষ্ঠের আগে কহে করি যোড় হাথ ॥
তুমি-সব মহাযোগেশ্বর মূনিরাজ ।
বিপরীত হয় কেন মূনির সমাধ ॥
পুত্রকামে যজ্ঞ কর কস্তা উপাদান ।
এ সব উচিত নহে তোমা বিজ্ঞমান ॥
রাজার বচন শুনি বশিষ্ঠ কহিল ।
হোতার কপট দোষে কস্তা জনমিল ॥
তমু তুমি না চিন্তিহ স্বর্ঘ্যের নন্দনে ।
ঐ কস্তাখানি পুত্র-করিব আপনে ॥
এ বোল বলিয়া কৈল কৃষ্ণ-আরাধন ।
সাক্ষাৎ আসিয়া বর দিলা নারায়ণ ॥
তবে হৈলা কস্তা হৈলা সুহৃদয় কুমার ।
সুহৃদয় সে রাজপুত্র করয়ে বিহার ॥
এক দিন বনে গেলা মৃগয়া করিতে ।
দিব্য অস্ত্র আরোহণে অন্ন সৈন্ত সাথে ॥

দিব্য শরৎকালে হাথে দিব্য অস্ত্র ধরে ।
 চলিয়া উত্তরদিকে যুগ অমুসারে ॥
 যেক্ষণ নিকটে আছে কাঞ্চিকের বন ।
 তার সন্নিধানে গেলা স্নহুয়া রাজন (১)
 প্রবেশ করিলা মাত্রে কাঞ্চিকের বনে ।
 সেইক্ষণে নারীরূপ ধরিল সগণে ॥
 গভাই সভারে চাহি চিন্তে মনে মনে ॥
 কেন পরবেশ কৈলু হেন চুই বনে ।
 তবে রাজা জিজ্ঞাসিলা শুকদেব স্থানে ।
 "কুব তাহাতে নারী হয় কি কারণে ॥
 মুনি বলে শুন রাজা কহিয়ে তোমায়ে ।
 পার্বতী সহিত জীড়া করে মহেশ্বরে ।
 দেবী দিগম্বরী রয়ে শিব বিবসনে ।
 হেনকালে গেলা তথা মহাঋষিগণে ॥
 তা'সভা দেখিয়া লজ্জা পাইলা মহেশ্বরী ॥
 বস্ত্র পরিধান লাঞ্জে উঠে স্বরাশ্রয় ॥
 ঋষিগণ লাজ পাঞা কৈলা হেঁট মাথা ।
 সেই মনে গেলা নরনারায়ণ যথা ॥
 লাজ পায়্যা মহাদেব চিন্তে মনে মনে ।
 হেন কর্ম করি কেহ না আইসে এ বনে ॥
 আত্মি চৈতে এই বনে কেহ যদি আইসে ।
 ছাড়িয়া পুরুষ বেশ হৈব নারীবেশে ॥
 সেই দিন হৈতে কেহ না যায় তাহাতে ।
 স্নহুয়া প্রবেশ গিয়া কৈল আচম্বিতে ॥
 সগণে ঘূষভীবশ স্নহুয়া ধরিল ।
 চক্রেয় তনয় বৃধ হেনকালে গেল ॥
 রতিকেলি হৈল তাঁহা দুহা'র মিলনে ।
 তাহাতে জন্মিল পুত্র পুরুষবা নামে ॥
 স্নহুয়া চলিয়া তবে গেলা নিজপুরে ।
 কহিল সকল কথা বশিষ্ঠগোচরে ॥
 স্নহুয়া দেখিয়া মুনি চিন্তি মনে মনে ॥
 আপনে চলিয়া গেলা শঙ্করের স্থানে ॥
 স্তুতি ভক্তি করি শিবে কৈলা আরাধন ।
 শঙ্কর আদরে কৈলা মুনি সম্ভাষণ ॥
 স্নহুয়ের তরে বর বশিষ্ঠ মাগিল ।
 ক্রমে চিন্তিয়া তবে শিব বর দিল ॥
 অসত্য নহিব কছু আমার বচন ।
 স্নহুয়কে বর দিল তোমার কারণ ॥
 এক মাসে নারী হৈব আর মাসে নয় ।
 এইরূপ দিলু আমি স্নহুয়ে বর ॥

বশিষ্ঠ আসিয়া রাজা স্নহুয়ে কহিল ।
 তপ করিবারে মুনি তপোবনে গেল ॥
 রাজা হয়্যা রাণ্য করে স্নহুয়া কুমার ।
 পৃথিবী শাসিয়া কৈল নিজ অধিকার ॥
 এক মাস থাকে রাজা নারী বেশ ধরি ।
 আর মাসে পুরুষ আকার যচাবলী ॥
 এইরূপে কৈল রাজা পৃথিবী পালনে ।
 রাজা দেখি প্রজার সন্তোষ নাহি মনে ॥
 তিন পুত্র হৈল তার মহাবলবান ।
 কনিষ্ঠ বিমল গয় উৎকল প্রধান ॥
 দক্ষিণ দেশের রাজা হৈল তিনজনে ।
 তবে পুরুষবা পুত্রে ডাক দিয়া আনে ॥
 পুত্রে রাজ্য দিয়া রাজা গেল তপোবনে ।
 পুরুষবা রাণ্যপদ করে সাবধানে ॥
 এইরূপে যদি বহি গেল চিরকাল ।
 বৈবস্বত যজু তপ কৈলা আরবার ॥
 যমুনার তীরে রাজা গেল নিরস্তর ।
 পুত্র কামে তপ কৈল শতেক বৎসর ॥
 হরি আরাধিল রাজা যোগ-সমাধানে ।
 তবে তুষ্ট হয়্যা বর দিল নারায়ণে ॥
 ইক্ষাকু প্রথম নৃপ শর্বাতি কুমার ।
 দিষ্টে ধৃষ্ট কক্ৰব নরিস্বাস্ত আর ॥
 পৃষধু, নভগ করি দশ পুত্র হৈল ।
 তবে বৈবস্বত যজু সন্তোষে রহিল ॥
 দশ পুত্র মাঝে নাম পৃষধু, যাহার ।
 বশিষ্ঠ স্থাপিলা তারে করিয়া গোমাল ॥
 গোত্র রাখে পৃষধু কুমার রাজ্যদিনে ।
 বীরগন ব্রত করি করে আগরণে ॥
 এক দিন ঘোর নিশি রাজি অন্ধকারে ।
 এক ব্যাত্র প্রবেশিল গোষ্ঠের মাঝারে ॥
 চমকিয়া সব গোত্র উঠিল তরালে ।
 এক গোত্র ব্যাত্রে তার ধরিল নির্জালা ॥
 ক্রন্দন শুনিঞা বীর উঠিল সহর ।
 খজা ধরি প্রবেশিল গোষ্ঠের ভিতর ॥
 ব্যাত্র বলি কোপ দিল করিয়া সন্ধান ।
 কাটা গেল বাছুর (১) ব্যাত্রে'র এক কাণ ॥
 শব্দ ছাড়িয়া ব্যাত্র পলাইল ডরে । (২)
 পথে পথে রক্ত পড়িল ধারে ধারে ॥
 কাটা গেল ব্যাত্র বীর মনে হরষিত ।
 রজনী প্রভাতে বৎস দেখিয়া দুঃখিত ॥

(১) পাঠান্তর,—

"তার সন্নিধানে গিয়া হৈলা উপসর ॥

(১) "কপিল" ইহবে বোধ হয় ।

(২) "শব্দ উঠিল তবে বাঘ পলায় ডরে ॥"

অপরাধ শুনিয়া বশিষ্ঠ দিল শাপ ॥
 শূদ্র হয়্যা ষাটক অজ্ঞানে কৈল শাপ ॥
 কৃষ্ণশাপ লৈল বীম ঘোড় করি কর ॥
 তপ করি কৃষ্ণ আরাধিল নিরন্তর ॥
 শান্ত দান্ত সর্বভূত-হিতরত হই ॥
 যথা লাভে তুষ্ট বস্ত্র ফল মূল খাই ॥
 পবন রোধন করি সর্গ সঙ্গ ভেজি ॥
 একান্ত ভকতি করি কৃষ্ণপদ ভজি ॥
 কৃষ্ণে মন ধরি প্রাণ কৈল উৎকমণ ॥
 ত্রৈলোক্যে অবেশিল তার ছুটিল বন্ধন ॥
 তাহার কনিষ্ঠ যেই কবি বন্ধু সনে ॥
 সুখ ভোগ রাজ্য ভেজি প্রবেশিল বনে ॥
 কৃষ্ণ আরাধিয়া শিশু পাইল কৃষ্ণগতি ॥
 কল্পবের পুত্রগণ কারুব খেয়াতি ॥
 উত্তর দেশের তারা পাইল অধিকার ॥
 ব্রাহ্মণ্য বদান্ত তারা ধর্মপরচার ॥
 গুটবংশ যত উপজিল ধাট্ট নাম ॥
 মুগের স্মৃতি পুত্র হৈল বলবান ॥
 স্মৃতির পুত্র তার নাম ভূতজ্যোতি ॥
 তার পুত্র বহু তার প্রতীক খেয়াতি ॥
 তার পুত্র ওষবান্ বিদিতসংসার ॥
 ওষবতী নামে কহা জন্মিল তাহার ॥
 নরিস্যন্ত নামে এক পুত্র জনমিল ॥
 চিত্রসেন তার পুত্র ঋক্ষ নামে হৈল ॥
 মীচবান্ তনয় তার পুত্র পূর্ণ নামে ॥
 ইন্দ্রসেন তার পুত্র বিদিত ভুবনে ॥
 বীতিহোত্র তার পুত্র সত্যপ্রবা নাম ॥
 উরুপ্রবা তার পুত্র মহাবলবান্ ॥
 দেবদত্ত তার পুত্র অগ্নিবৈশ্র হৈল ॥
 কানীন তাহার পুত্র ঋষি জনমিল ॥
 জাতুকর্ণ নামে ঋষি বিদিত ভুবনে ॥
 বিজকুল উপজিল অগ্নিবৈশ্রায়নে ॥
 দিষ্টবংশ কহি তবে শুন নরপতি ॥
 দিষ্টের নাভাগ পুত্র কর্ষে বৈশ্রজ্যতি ॥
 তলন্দন তার পুত্র তার বৎসপ্রীতি ॥
 তার পুত্র প্রাংশু তার তনয় প্রমিতি ॥
 ঋনিত্র তাহার পুত্র চাক্ষুষ তনয় ॥
 বিবিশ্রতি তার পুত্র রক্ত মহাশয় ॥
 ধনীনেত্র তার (পুত্র) করক্কম নরপতি ॥
 অবিক্ষিৎ নামে তার স্ত্রুত মহামতি ॥
 চক্রবর্তী রাজা তার মরুত কুমার ॥
 সম্বর্ভ আগিয়া বজ্র করাইল যার ॥

মরুতের যজ্ঞসম বজ্র নাহি হয় ॥
 যার যজ্ঞে সর্ব পাত্র হৈল হেমময় ॥
 মরুতের স্ত্রুত দম নামে মহীপাল ॥
 রাজবর্ধন নামে তাহার কুমার ॥
 তার পুত্র স্মৃতি তাহার স্ত্রুত নর ॥
 নরপুত্র কেবল জন্মিল মহাবল ॥
 তার পুত্র ধুম্রমান্ বৃষ তার স্ত্রুত ॥
 তার পুত্র তৃণবিন্দু মহাশুণযুত ॥
 তৃণবিন্দু মহীপতি ভণ্ডিল অঙ্গরা ॥
 অলম্বুবা নাম তার দিব্য বেশধরা ॥
 তার কন্যা জনমিলা ইলবিলা নাম ॥
 আপনে বিশ্রবা বাতে কৈল গর্ভাধান ॥
 কুবের জন্মিল তাহে বিদিত সংসার ॥
 অলম্বুবা পুত্র আর জন্মিল বিশাল ॥
 বিশালে বৈশালী পুরী কৈল নিয়মাণ ॥
 আর পুত্র শূত্রবন্ধু ধুমকেতু নাম ॥
 হেমচন্দ্র তার পুত্র ধুম্রাক্ষ তনয় ॥
 তার পুত্র জন্মিল সংযম মহাশয় ॥
 তার পুত্র সহদেব কৃশাশ্ব তাহার ॥
 তার পুত্র গোমদন্ত নামে মহীপাল ॥
 তার পুত্র সুরতি জনমেজয় তার ॥
 তৃণবিন্দু বংশ কিছু বর্গিল বিস্তার ॥
 শর্ঘ্যতি মনুর পুত্র আছিল নৃপতি ॥
 সুকন্যা কুমারী তার হৈল রূপবতী ॥
 মুগয়া করিতে রাজ্য গেলা এক দিনে ॥
 সুকন্যা করিয়া সাধে ভ্রমে বনে বনে ॥
 চবান আশ্রমে যদি রাজ্য উত্তরিল ॥
 সখীগণ লয়া কন্যা ভ্রমিতে লাগিল ॥
 বন্দীকটাকরে জ্যোতি দেখে দুইখানি ॥
 কাঁটা দিয়া বিক্রে তার মরম না জানি ॥
 শোণিত আবিল তার বেয়া পড়ে ধারে ॥
 বল মুত্র নিরোধিল সৈন্তের উদরে ॥
 বিষয়ে পড়িল রাজ্য নাহি জানে মর্ষ ॥
 না বুঝিয়া কেবা কোন্ কৈল অপকর্ম ॥
 কোন্ দোষ কৈলু কিবা মূনির আশ্রমে ॥
 হেন বুঝি প্রমাদ পড়িল তে-কারণে ॥
 সুকন্যা কহিল গিয়া বাপের গোচরে ॥
 দুই জ্যোতি কাঁটা দিয়া বিক্ৰিল টাকরে ॥
 কন্যার বচন শুনি দাঁড়া পাইল ভয় ॥
 মূনির নিকটে গেলা কপ্তিতত্ত্বদর ॥
 মূনি প্রসাদিয়া রাজ্য কন্যা সমর্পিল ॥
 সসৈন্তে চলিয়া তবে নিজ পুরে গেল ॥

সুকজ্ঞা মূনির সেবা করে সাবধানে ।
 বুঝিয়া মূনির চিন্তা পরম যতনে ॥
 এক কালে অশ্বিনীকুমার দুইজন ।
 দৈবযোগে গেলা তারা মূনির আশ্রম ॥
 পুজিয়া চাবন মূনি আতিথ্য বিধানে ।
 যৌবন মাগিলা সেই দুই দেব স্থানে ॥
 যজ্ঞে ভাগ দিব করাইব সোমপান ।
 দিব্যরূপ দিয়া কর কন্দর্পসমান ॥
 তবে অঙ্গীকার তাঁরা কৈলা দুই জনে ।
 আজ্ঞা দিলা এই হ্রদে করহ মজ্জনে ॥
 তাঁ-সভার বচন শুনিঞা মুনীশ্বর ।
 নথ দম্ব গলিত কম্পিতকলেবর ॥
 জরা-জরজর মূনি জলে প্রবেশিল ।
 অপক্লপ দিব্য তিন পুরুষ উঠিল ॥
 সমক্লপ সমবেশ সমান ভূষণ ।
 সূর্য্য সম তেজ ধরি উঠিল তিন জন ॥
 তাহা দেখি সুকজ্ঞা চিস্তিল মনে মনে ।
 অশ্বিনীকুমার স্থানে কৈল নিবেদনে ॥
 পতিব্রতা ধর্ম্ম যোর করিবে রক্ষণ
 চিনিয়া দিইবে যোর পতি কোন্ জন ॥
 তবে তাঁরা পতি চিনাইল দুই জনে ।
 পতিব্রতা-ধর্ম্ম দেখি তুষ্ট হৈলা মনে ॥
 ঋষি সন্তাষিয়া তারা চলিলা বিমানে ।
 শর্যাপি ভূপতি গেলা মূনির আশ্রমে ॥
 সূন্দর পুরুষ দেখি কন্যার সহিতে ।
 মনে দুঃখ পেয়া রাজা লাগিলা চিস্তিতে ॥
 উঠিয়া বসিল কন্যা বাপের চরণে ।
 ভৎসিয়া কি বলে রাজা ক্রোধ করি মনে ॥
 আরে রে অসভী কর্ম্ম কৈলি বিপরীত ।
 মহামুনি পতি তোর লোকনমস্কৃত ॥
 বুদ্ধি দেখি নিজ পতি তেজি আপনার ॥
 যোর কুলে কলঙ্ক করিতে কৈলি জার ।
 মহাকুলে জনমিয়া আপনা খাইলি ।
 পিতৃকুল পতিকুল দুই মজাইলি ॥
 হাসিতে লাগিলা কন্যা শুনিঞা উত্তর ।
 তোমার জামাতা এই মূনি যোগেশ্বর ॥
 তত্ত্ব না জানিঞা পিতা বল অকারণ ।
 আদি হৈতে কহিল সকল বিবরণ ॥
 শুনিঞা বিস্মিত রাজা আনন্দে পুরিল ।
 নিজ পুরে গিয়া তবে বজ্র আরম্ভিল ॥
 চাবন আনিঞা রাজা কৈল মহাযোগ ।
 অশ্বিনীকুমার বাহে পাইলা বজ্রভাগ ॥

সোমপান করাইল চাবনেত তেজে ।
 এ বোল শুনিঞা কোধে কৈল দেবরাগে ॥
 কাঁবার তরে বজ্র তুলি লৈল হাথে ।
 চাবনে শুভ্রিয়া হাথ রাখে সেই মতে ॥
 তবে ইজ্ঞা আজ্ঞা দিলা অশ্বিনীকুমারে ।
 সোমপান কৈল তাঁরা যজ্ঞের ভিতরে ॥
 শর্যাপি তিন পুত্র হৈল উৎপত্তি ॥
 আনন্ড মধ্যম তার আছিল বৃপতি ॥
 তার পুত্র আছিল রেবত বলবান্ ।
 সমুদ্রে নির্মল পুরী কুশস্থলী নাম ॥
 একশত পুত্র তার রেবতী কুমারী ।
 কজ্ঞা লগ্যা গেল রাজা যথা ব্রহ্মপুরী ॥
 তখনে গন্ধর্ব্বগণ পিতামহ সনে ।
 হেনকালে গেলা রাজা ব্রহ্মা-বিদ্যামানে ॥
 কণেক বিলম্বে রাজা কৈল নিবেদন ।
 আজ্ঞা কর এক বর কজ্ঞার কারণ ॥
 রাজার বচন শুনি বলে প্রজ্ঞাপতি ।
 পুত্র পৌত্র নাহি তার কুলের সম্ভতি ॥
 সাতাশি চৌষুগ বহি গেল এতকাল ।
 চল তুমি হবে বলরাম অবতার ॥
 পৃথিবীর ভার রাম করিব ঋগুন ।
 অনন্ত ধরণীধর সহস্র-বদন ॥
 অবতার আপনে করিব ক্ষিতিলে ।
 তবে কজ্ঞা দিহ ভূমি রামের গোচরে ॥
 আজ্ঞা শিরে ধরি রাজা আইলা নিজপুরে ।
 বলরাম অবতার হৈল বত কালে (১) ॥
 তাবৎ আছিল রাজা অবধি করিয়া ।
 তবে বলভদ্রে দিল কজ্ঞা সমর্পিয়া ॥
 বদরিকাশ্রমে নরনারায়ণ স্থানে ।
 তপ সাধি গেল রাজা বৈকুণ্ঠভুবনে ॥
 নভগের পুত্র হৈল নাভাগ বৃপতি ।
 তার পুত্র হৈল অশ্বরীষ মহামতি ॥
 মহাভাগবত রাজা ধর্ম্ম অবতার ।
 সপ্তদ্বীপে দণ্ডধর এক অধিকার ॥
 ব্রহ্মশাপ নষ্ট হৈল যার বিজ্ঞামানে ।
 হেন অশ্বরীষ রাজা বিদিত ভুবনে ॥
 তবে রাজা জিজ্ঞাসিল কহ মুনিবর ।
 ব্রহ্মশাপে কিরূপে তরিল ক্ষিতীশ্বর ॥
 এ বড় বিষয় শুকু কহ বিবরণ ।
 তবে শুকদেব তার কহেন কারণ ॥

(১) পাঠান্তর—“ভায় পত্র” ।

অশ্রয়ীষ মহাভাগ সপ্তদ্বীপ পতি ।
 অতুল বৈভব রাজ্য অনন্ত বিভূতি ॥
 হেন রাজ্য পদে তাঁর নৈল বস্ত্রজ্ঞান ।
 সকল দেখিল যেন স্বপন সমান ॥
 কৃষ্ণ-বৈষ্ণবের সেবা কৈল নিরন্তর ।
 জগৎ দেখিল যেন লোষ্ট্রে পাথর ॥
 কৃষ্ণ-পদযুগে মন কৈল নিয়োজনে ।
 হরিগুণ বিনে আন না কহে বদনে ॥
 করযুগে করে গৃহ মার্জ্জন লেপনে ।
 হরি-কথা বিনে আর না শুনে শ্রবণে ॥
 দুই চক্ষু দেখে সবে মুকুন্দ মন্দিরে ।
 ভকত-শরীর সন্তে পরশে শরীরে ॥
 গোবিন্দ-চরণ শ্রীতুলসী-আব্রাণ ।
 তাহা বিনে নাসিকায় নাশানিল আন ॥
 মুকুন্দ নবেস্ত অন্নপান উপহার ।
 তাহা বিনে রসনায় না সেবিল আর ॥
 পদযুগে কৈল হবিক্ষেপে পর্যটন ।
 নিরবধি করে শিরে চরণ বন্দন ॥
 গন্ধ মালা রাজবেশ দাস্ত্যভাবে পরে ।
 স্মৃৎ ভোগ-হেতু কিছু বিলাস না করে ॥
 নিরবধি উত্তমশ্লোকের গুণে মতি । (১)
 কভু অস্ত্র চিন্তে না চিন্তিল নরপতি ॥
 তমু তার দণ্ড ভঙ্গ নহিল সংসারে ।
 এক চক্রে ক্ষিতিল শাসিল সকলে ॥
 বিশ্রৈ বৈষ্ণবের আজ্ঞা লঞা নিজ মাথে ।
 তবে কর্ম কবে রাজ্য হয়্যা সাবহিতে ॥
 রাজসুয় অশ্বমেধ বল যজ্ঞ করি ।
 বিবিধ দক্ষিণা দিয়া ভজিলা শ্রীহরি ॥
 বশিষ্ঠ গৌতম আদি মুনিগণে আনি ।
 নানা যজ্ঞ করিয়া ভজিলা চক্রপাণি ॥
 বহুবিধ ধন রত্ন বিবিধ সস্তার ।
 বহুবিধ অন্ন পান দিব্য উপহার ॥
 দিব্য বেশ বসন ভূষণ অলঙ্কার ।
 যার যজ্ঞে নর নারী গর্হর আকার ॥
 কেবা শূর কেবা নর কেহ না চিনিল ।
 যার যজ্ঞে দেবগণ স্বর্গ পাসরিল ॥
 হরি-গুণ চরিত্র অমৃত পান করি ।
 আনন্দে রহিল দেব স্বর্গ-পরিহারি ॥
 হেন মহাবজ্র রাজ্য কৈলা শতে শতে ।
 কত মহাদান পুণ্য কৈলা কত যতে ॥

কত কোটি মহারথ কত কোটি ঘোড়া ।
 কোটি কোটি গজ যেন পর্কতের চূড়া ॥
 পশু বিস্ত্র স্রুত দার অনন্ত ভাণ্ডার ।
 এ সব দেখিল যেন বৃহদ আকার ॥
 হেন ভাগবত অশ্রয়ীষ নরেশ্বর ।
 চক্র যারে পাঠায়্যা দিলেন গদাধর ॥
 নিরবধি বিষ্ণুচক্রে যারে রক্ষা করে ।
 তাহার মহিমা কেবা কহিবারে পারে ॥
 তাঁর সম গুণ শীলে আছিল মহিষী
 তার সহে ব্রত আরম্ভিলেন ছাদশী ॥
 এক বৎসরের ব্রত পূর্ণ যদি হৈল ।
 কার্তিক মাসের একাদশী ব্রত আইল ॥
 ত্রিগাত্রি করিয়া রাঙা ছাদশীর দিনে ।
 যমুনার তলে স্নান করিয়া বিধানেন ॥
 মধুবনে কৈল রাজ্য রক্ষ-আরাধনে ।
 মহারাজ্ঞ-অভিষেক কৈল নারায়ণে ॥
 গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ বিবিধ সস্তার ।
 বহুবিধ দিব্য বস্ত্র দিব্য অলঙ্কার ॥
 দিব্য পবিত্র করি পুণ্ডিল শ্রীহরি ।
 ব্রাহ্মণ পুঞ্জিলা তবে কৃষ্ণে মন ধরি ॥
 রজতের খুর শৃঙ্গ কনকে রচিত ।
 ষড়র্কুদ শ্রেণু নানা ভূষণে ভূষিত ॥
 ভকত ব্রাহ্মণগণ বিচার করিয়া ।
 তার ঘরে দিল রাজ্য আপনে পাঠায়্যা ॥
 দিব্য অন্ন দ্বিজগণে করায়্যে ভোজনে ।
 পারণ্য করিতে আজ্ঞা মাগিল ব্রাহ্মণে ॥
 হেনকালে দুর্কাসা মুনির আগমন ।
 দেখিয়া সচমে রাজ্য উঠিলা তখন ॥
 পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া রাজ্য পুঞ্জিল বিধানেন । (১)
 চরণে ধরিয়া রাজ্য কৈলা নিবেদনে ॥
 কৃপা যদি কর গোপাঞি করহ পারণ্য ।
 রাজ্যার বচন মুনি না কৈল লজ্বন ॥
 স্বীকার করিয়া গেলা যমুনার জলে ।
 স্নান করি মহামুনি নিত্যকর্ম করে ॥
 হেনকালে ছাদশীর ক্ষণ বহি যায় ।
 ব্রাহ্মণের সহে রাজ্য বিচারিয়া চায় ॥
 ব্রাহ্মণ লজ্জিলে দোষ হয় অতিশয় ।
 ছাদশীর ক্ষণ গেলে ব্রতভঙ্গ হয় ॥
 কোন কর্ম কৈলে আমি না পড়ি সঙ্কটে ।
 বিচার করিয়া দেব কহ তুমি বাটে ॥

(১) "নিরবধি শ্রীবৈষ্ণব জনের সহতি ।"

—পাঠান্তর ।

(১) "পাদ্য অর্ঘ্য দিঞা মুনি বসাল্যা আসনে ।"

—পাঠান্তর ।

বিজগণে বলে তুমি কর জল পানে।
 ব্রতরক্ষা নহিব ব্রাহ্মণ-অবজ্ঞানে ॥
 ভক্তগণের মাঝে জলপান নাহি লেখি।
 এই সনাতন ধর্ম বেদ বিপ্র সাক্ষী ॥
 এ বোল শুনিয়া রাজা করি জল পানে।
 মূনির বিলম্বে রাজা রহে সাবধানে ॥
 ছেনকালে দুর্কীসা মূনির আগমন।
 আশু বাড়ি কৈল রাজ্য চরণ-বন্দন ॥
 রাজার চরিত্র মূনি জানিল গেষ্মানে।
 একোপে জ্বলিল যেন দীপ্ত স্তম্ভশনে ॥
 একেত দুর্কীসা মূনি আরে উপবাসী।
 জগৎ দহিতে পারে যার ক্রোধধরাশি ॥
 অতিথি বিধানে আশা করি নিমন্ত্রণ।
 আশাকে না দিয়া আগে করিলি ভোজন ॥
 ধন-রাজ্য-মদে তোর এত অহঙ্কার।
 ভাল মন্দ না বুঝিয়া আরে দুরাচার ॥
 বিযুক্তক আপনাকে বোলাই সংসারে।
 গুরু দ্বিজ না মানিস এই অহঙ্কারে ॥
 আজি সে করিব তোর সবংশে সংহার।
 এ বোল বলিয়া জটা হিণ্ডে আপনার ॥
 সেই জটা দিয়া মূনি কৃত্য নিরমিল।
 প্রলয় আনলে যেন ধোয়া খাইতে আইল ॥
 তমু অধরীষ রাজা না চিন্তিগ মনে।
 বিযুক্তকে কৃত্য পুড়ি পেপিল তখনে ॥
 ত্রৈলোক্যদহন চক্র দেখি ভয়ঙ্কর।
 পলাঞা দুর্কীসা মূনি চলিল সহর ॥
 সুরেন্দ্র পর্তুক আদি যত গিরিদরী।
 দশ দিগ আকাশ ভ্রমিল সুর সুরী ॥
 সপ্তদ্বীপ সপ্তসিন্ধু এ সপ্ত পাতাল।
 কোথাহ না দেখে মূনি আপন নিস্তার ॥
 যথা যথা যায় চক্রে দেখে সেই স্থানে।
 ব্রহ্মলোকে গেল তবে ব্রহ্মার শরণে ॥
 ভয়ে কম্পবান মূনি কৈল নিবেদন।
 বিযুক্তক হৈতে কর আমারে রক্ষণ ॥
 ব্রহ্মা বলে শুনি মূনি কহি তত্ত্ব কথা।
 প্রভু যে করিব তাহা না হয় অশ্রুতা ॥
 ক্রীড়াকালে করে প্রভু জগৎ নিরাণ ॥
 প্রলয় সময়ে সব হয়ে ভগবান ॥
 কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড স্বল্পয়ে ভুক্তভে ॥
 আপনে সংহার করে আপনার রবে ॥
 আমি আদি শশী সূর্য্য সুরেশ শঙ্কর।
 যার আজ্ঞা শিরে ধরি বহি নিরন্তর ॥

তার কালচক্র এই সংহার-মুরতি ॥
 ইহা নিবারিতে পারি কাহার শক্তি ॥
 শিবলোক ধোয়া মূনি চলিল সহর।
 শরণ মাগিল গিয়া শঙ্করগোচর (১) ॥
 শিব বলে শুনি মূনি আমার বচন।
 প্রভুর উপরে প্রভু আছে কোন্ জন ॥
 আমি ভব মহেশ্বর ব্রহ্মা লোকপিতা।
 জগতের গতি পতি জগত-বিধাতা ॥
 সনকাদি নারদ মুনীজ্ঞ যোগেশ্বর।
 যার মায়াপাশে বন্দী সব চরাচর ॥
 বুঝিতে না পারি যার মায়া বলবতী।
 তার নিজ চক্রেতে অতুল শক্তি ॥
 সর্বভাবে লহ গিয়া গোবিন্দ শরণ।
 হরি সে করিতে পারে চক্র নিবারণ ॥
 শিবের বচন শুনি দুর্কীসা চলিল।
 বৈকুণ্ঠ নগরে গিয়া স্থিরিতে উঠিল ॥
 ভয়ে কম্পবান মূনি দেখিয়া তরাস।
 কমলার সনে যথা বৈসে শ্রীনিবাস।
 হা নাথ হা নাথ বলি পড়িল চরণে।
 পরিত্রাণ কর প্রভু পশিছু শরণে ॥
 যোর অপরাধ প্রভু ক্ষেম একবার।
 না জানিঞা মুঞি বড় কৈলুঁ দুরাচার ॥
 তোমার ভক্তস্থানে কৈল অপরাধ।
 একবার ক্ষেম প্রভু সর্বলোকনাথ ॥
 যার নাম শ্রীনিবাস নারকী সব তরে।
 শরণ পশিলুঁ তার চরণকমলে ॥
 মূনির বচন শুনি পুরুষ পুরাণ।
 আপনার তত্ত্বকথা কহে ভগবান ॥
 ভক্তের বন্ধু আমি ভক্ত-অধীন।
 ভক্ত জনের সঙ্গে মোর নাহি ভিন ॥
 হৃদয় হারিয়া মোর লৈল সাধুজনে।
 আপনে দৈব নহি সাধুজন বিনে ॥
 আপনাকে বড় মুঞি না বলি আপনে।
 লক্ষ্মীদেবী বড় মোর নহে সাধু হনে ॥
 অষ্টৈশ্বর্য্য দেখ মোর বৈকুণ্ঠ সম্পত্তি।
 বৈষ্ণব হইতে বড় নহে অষ্টসিদ্ধি ॥
 স্নাত বিত্ত গৃহ দার প্রাণ বন্ধুগণ।
 সকল ভোজিল যেবা আমার কারণ ॥
 ইহলোক পরলোক সর্বস্ব তেজে।
 শরণ পশিয়া মোর পদযুগ ভজে ॥

(১) পাঠান্তর,—

“শরণ পশিল মূনি দেখিয়া শঙ্কর।”

মনেহ না লয় মোর তেজিতে তাহারে ।
 হৃদয়ে বান্ধিয়া মোরে তিলেক না ছাড়ে ।
 ভকতি করিয়া মোরে রাখে বশ করি ।
 স্বামী বশ করে যেন পতিব্রতা নারী ।
 চতুর্বিধ মুক্তি মোর ভজনের ফল ।
 দিলেহ না লয় মুক্তি ভকতি-কুশল ।
 আমার সেবায় পূর্ণ অন্তর বাহিরে ।
 মুক্তিপদে বস্ত্রজ্ঞান নাহিক যাহারে ।
 ভকত-হৃদয়ে আমি থাকি সর্কক্ষণ ।
 সতত হৃদয় মোর থাকে সাধুজন ।
 তাহা বিনে আমি কিছু না জানিয়ে আনে ।
 আমি বিনে তার চিত্ত অন্ধ নাহি জানে ।
 এ বোল বুঝিয়া মুনি চল তুমি ঝাটে ।
 শীঘ্র চলি যাহ তুমি রাজার নিকটে ।
 অপরাধ ক্ষেমাহ বিনয় বাক্য বলি ।
 বিনয়ে সকল কার্য সাধিবারে পারি ।
 গুনিঞা দুর্কীসা মুনি প্রভুর বচনে ।
 চক্রেতয়ে গেলা মুনি দ্বারিত গমনে ।
 অশ্বরীষচরণ ধরিয়া হুই হাথে ।
 লোটায়া দুর্কীসা মুনি পড়িলা ভূমিতে ।
 লাঞ্জে ভয়ে ব্যাকুলিত রাজা অশ্বরীষ ।
 দেখিয়া মুনির হুঃখ হৈলা বিমরিষ ।
 তবে অশ্বরীষ রাজা কোন বুদ্ধি করে ।
 নানা স্তুতি করি চক্রে সাধিল বিস্তরে ।
 তুমি সব সত্য ধর্ম তুমি যজ্ঞময় ।
 তুমি কাল তুমি যম তুমি লোকভয় ।
 কোটি কাটি কর তুমি ব্রহ্মাণ্ড প্রলয় ।
 তোমার প্রতাপ-ভেজ কার প্রাণে সয় ।
 সকল তেজিলু মুঞি ব্রাহ্মণ কারণে ।
 যজ্ঞ দান তপ জপ জনমে জনমে ।
 এই পুণ্যে ব্রাহ্মণের হউক প্রতিকার ।
 ব্রাহ্মণের অপরাধ ক্ষেম একবার ।
 কৃপা যদি থাকে মোরে বিপ্র রক্ষা কর ।
 ক্ষেমিয়া সকল দোষ (১) ব্রাহ্মণে উদ্ধার ।
 গুনিয়া সে সুদর্শন অশ্বরীষ স্তুতি ।
 শাস্ত হৈল বিষ্ণুচক্রে অতুল শক্তি ।
 শঙ্কটে তরিয়া মুনি সুস্থ হৈল মনে ।
 আশীর্বাদ করি মুনি কি বলে বচনে ।

আমি সে দেখিলু হরিভক্তের মহিমা ।
 ব্রহ্মা আদি দেবে যার দিতে নারে গীমা ।
 অপরাধ দেখি ক্ষমা করে সাধুজনে ।
 ভকতমহিমা ত্রিভুবনে নাহি জানে ।
 যার নাম শ্রবণে পাতকী সব তরে ।
 তাহার ভকততত্ত্ব কে জানিতে পারে ।
 অমুগ্রহ কৈলে রাজা তুমি দয়াময় ।
 ক্ষেমিয়া সকল দোষ খণ্ডাইলে সংশয় ।
 তবে রাজা দুর্কীসার ধরিয়া চরণ ।
 প্রসন্ন করিয়া তারে করাল্যা ভোজন ।
 পারণা করিয়া বিপ্র শিরে দিয়া হাথ ।
 সন্তোষিত হৈয়া তবে কৈলা আশীর্বাদ ।
 তোমার প্রসাদে কৃষ্ণ দেখিল সাক্ষাতে ।
 ভকত জনের তত্ত্ব জানিলু বিদিতে ।
 তোমার আলাপ দরশন-পরশনে ।
 ঋণিল সকল দোষ মোর অভিমানে ।
 এতেক বচন বলি দুর্কীসা চলিল ।
 এইরূপে গেল কাল বৎসর পুরিল ।
 বৎসরেক ছিল রাজা করি জল পান ।
 পারণা করিতে তবে করে অবধান ।
 দিব্য অন্ন পান দিয়া ভূজাল ব্রাহ্মণে ।
 দ্বিজ অবশেষ দিয়া করয়ে পারণে ।
 এইরূপে নানা গুণ ধরে যতিমান ।
 অশ্বরীষ রাজা ছিল ভকতপ্রধান ।
 শ্রবণ কীর্তন সেবা স্তবন বন্দন ।
 দান যজ্ঞ করিয়া ভজিল নারায়ণ ।
 তিন পুত্রে হৈল তাঁর মহাবলবান ।
 বিভজিয়া দিল রাজ্য করিয়া সমান ।
 বনে গেলা অশ্বরীষ সকল তেজিয়া ।
 বিষ্ণুপদে গেলা রাজা কৃষ্ণ আরাধিয়া ।
 যত পুণ্য পাপহর অশ্বরীষ কথা ।
 রক্ষণ-কীর্তন ভকত-গুণ-গাথা ।
 যেবা কহে যেবা শুনে এ পুণ্য চরিত্র ।
 পুণ্যকর পাপহর পরম পবিত্র ।
 সর্ব পাপ হরে তার বিষ্ণুলোকে গতি ।
 ভাগবত-আচার্য্যে কহিল যথামতি ॥ (১)

(১) পাঠান্তর,—“কথ” ।

(১) “ভাগবত আচার্য্যের মধুর ভারতী”

—পাঠান্তর ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

অবরীষ ধরে তিন পুত্র জনমিল ।
 বিক্রপ প্রধান পুত্র তাহাতে আছিল ।
 বিক্রপের পুত্র হৈল পৃষদশ্ব নাম ।
 তার পুত্র রথীতর মহা বলবান্ ।
 রথীতর রাজার অপত্য না জন্মিল ।
 অজিয়া মুনীরে তবে নিবেদন কৈল ।
 আপনে অজিয়া মুনী কৈলা গর্তাধান ।
 জনমিল তার পুত্র দ্বিজের প্রধান ।
 রথীতরবংশ তবে হৈল দ্বিজজাতি ।
 ইক্ষাকু বংশের কথা শুন নরপতি ।
 ইক্ষাকুর পুত্র একশত বলবান্ ।
 তাহাতে বিকৃক্ষি নিমি দণ্ডক প্রধান ।
 ইক্ষাকু করিল শ্রাদ্ধ পেয়া শুভকাল ।
 ডাকিয়া আনিল তবে বিকৃক্ষি কুমার ।
 মাংস আনি দেহ তুমি বিলম্ব না কর ।
 আমার বচনে তুমি শীঘ্র করি চল ।
 চলিল বিকৃক্ষি তবে তুরিত গমনে ।
 মারিয়া অনেক মৃগ আনিল যতনে ।
 বনে গিয়া বিকৃক্ষি ক্ষুধায় দুঃখ পাইল ।
 একগুটি শশ তার আপনে ভক্ষিল ।
 সকল আনিয়া দিল বাপ-বিজ্ঞমানে ।
 বশিষ্ঠ তাহার তত্ত্ব জানিল গেয়ানে ।
 কেমনে করিব যজ্ঞ দুষ্ঠ মাংস দিয়া ।
 অবশেষ মাংস দিল বালকে আনিঞা ।
 এ বোল শুনিঞা রাজা বড় ক্রোধ কৈল ।
 দেশে হৈতে বিকৃক্ষিরে দূর করি দিল ।
 বাপে যদি তেজিল বিকৃক্ষি পাইল লাজ ।
 পুণ্যবলে গেলা তবে ভকতসমার ।
 ভক্তি উপদেশ পাইল বৈষ্ণবের স্থানে ।
 পুণ্য ভীর্ষে বিকৃক্ষি রহিলা সেই মনে ।
 শশক ধাইয়া নাম শশাদ ধরিল ।
 জগতে শশাদ নাম পরচার হৈল ।
 ইক্ষাকু নির্মল (১) রাজা চিরকাল ধরি ।
 অতকালে ভদ্র তেজি গেল বিষ্ণুপুরী ।
 শশাদ আসিয়া রাজা হৈল ক্ষিত্তভলে ।
 সপ্তদ্বীপ পৃথিবী শাসিল বাহুবলে ।
 পুরঞ্জয় নামে পুত্র জনমিল তার ।
 ককুৎস্থ তাহার নাম বিদিত সংসার ।

দেবে আর দানবে বাজিল মহারণ ।
 সহায় করিয়া তারে নিল দেবগণ ।
 কৃষ্ণের বচনে তারে করিয়া সহায় ।
 সুরগণে যুদ্ধ করে করিয়া উপায় ।
 যুদ্ধকালে পুরঞ্জয় কি বোলে বচন ।
 আমার বচন তুমি শুন দেবগণ ।
 আমার বাহন যদি হয় শচীপতি ।
 তবে সে বুঝিতে পারি দৈত্যের সংহতি ।
 ইন্দ্র বলে হৈব আমি তোমার বাহন ।
 চড়িয়া আমার স্বন্ধে তুমি কর রণ ।
 তবে ইন্দ্র-কান্ধে চড়ি চলে পুরঞ্জয় ।
 বিষ্ণুতেজে তার বল হৈল অতিশয় ।
 বেচিল দৈত্যের পুরী লঞা সুরগণে ।
 বিকিল সকল দৈত্য চোখ চোখ বাণে ।
 ভদ্র ভিন্দিপালে দৈত্যে কৈল খানখান ।
 কথো দৈত্য পলাইল লইঞা পরাণ ।
 জিনিঞা দৈত্যের পুরী দিল পুরন্দরে ।
 এই সে কারণে ইন্দ্রবাহ নাম ধরে ।
 ইন্দ্রকান্ধে চড়িয়া সে করিল সংগ্রাম ।
 তে-কারণে ককুৎস্থ বোলায়ে আর নাম ।
 তিন নামে পুরঞ্জয় বিদিত সংসার ।
 জন্মিল অনেনা নামে তাহার কুমার ।
 অনেনার পুত্র হৈল পৃথু মহাবল ।
 বিশ্বগন্ধি তার পুত্র পুণ্যকলেবর ।
 চন্দ্র নামে তার পুত্র মহা ধনুর্ধর ।
 যুবনাথ তার পুত্র বৃপতিশেখর ।
 শ্রাবস্ত তাহার পুত্র মহাবলবান্ ।
 সেই সে শ্রাবস্তীপুরী করিলা নির্মাণ ।
 তার পুত্র বৃহদশ্ব বিদিতসংসার ।
 কুবলয়াশ্ব পুত্র জনমিল তার ।
 উত্তর মুনীর শ্রীত করিবার তরে ।
 ধনু নামে অশ্বরে মারিল বাহুবলে ।
 একুণ সহস্র পুত্র মারিয়া সংহতি ।
 ধনু সনে বহাযুদ্ধ কৈল নরপতি ।
 তার মুখ-আনলে পুড়িল পুত্রগণ ।
 অবশেষ মাত্র সে রহিল তিন জন ।
 দূঢ়াশ্ব কপিলাশ্ব ভদ্রাশ্ব নাম বার ।
 তিন পুত্র তার রণে পাইল শ্রীভীকার ।
 দূঢ়াশ্বের তনয় হর্যাস্ব তার নাম ।
 তার পুত্র নিরুত্ত আছিল বলবান্ ।

বহুলাংশ নামে তার জন্মিল কুমার ।
 কৃশাংশ তাহার পুত্র বিদিত সংসার ॥
 তার পুত্র সেনজিৎ হইল উৎপতি ।
 যুবনাংশ তার পুত্র মহানরপতি ॥
 যুবনাংশ নৃপতির না ছিল সত্ত্বতি ।
 এক শত ভার্য্যা তার মহা গুণবতী ॥
 ঋষিগণ আসি যজ্ঞ কৈলা পুত্রকামে ।
 নিশাকালে রাজা গেল। সেই যজ্ঞস্থানে ॥
 মন্ত্রজ্ঞসে পূর্ণ বট দেখি বিভ্রমানে ।
 তৃষ্ণাতে আকুল রাজা কৈল জল পান ॥
 নিজ। হৈতে মূনিগণ উঠিল সত্ত্বরে ।
 কলসে না দেখি জল পুছিল রাজারে ॥
 রাজ। বলে মূনিগণ কর অবধান ।
 না জানিঞা আমি সে করিলু জল পান ॥
 ঋষিগণ শুনিঞা চিহ্নিল মনে মনে ।
 বৈবনিবন্ধন কেয়া করিব খণ্ডনে ॥
 দৈবনির্নিশ্চিত কেবা করিব খণ্ডন ।
 অদৃষ্ট মানিঞা বনে গেল। মূনিগণ ॥
 উদয় ভেদিয়া তার গর্ভ নিঃসরিল ।
 দেবে বর দিল রাজা প্রাণে না মরিল ॥
 ভূমিতে পড়িয়া শিশু কান্ধিতে লাগিল ।
 অমৃত-অমূলি দিয়া ইন্দ্র জীয়াইল ॥
 ধরিল মাক্ষাতা নাম দেব পুরন্দরে ।
 পুত্র লঞা যুবনাংশ রাজ্যভোগ করে ॥
 তপ যজ্ঞ করি রাজা ভজিল শ্রীহরি ।
 তহু তেজি যুবনাংশ গেল সুরপুরী ॥
 তবে রাজ্যপদ পাইলা মাক্ষাতা কুমার ।
 সন্ততীপা ক্রিত্তিল যার অধিকার ॥
 যার নামে দম্ভ্যগণ হয় তরাসিত ।
 ত্রৈলোক্য আর নাম ভুবনে বিদিত ॥
 মাক্ষাতার সম আর নাহি হয় রাজা ।
 বর্গে থাকি দেবগণ করে যার পূজা ॥
 যাবৎ প্রকাশ করে শশী দিবাকর ।
 বভেক প্রমাণ আছে ধরণীমণ্ডল ॥
 তার নিজ অধিকার তাবৎ প্রমাণ ।
 একচক্রে পৃথিবী শাসিল বলবান ॥
 চক্রবর্তী মহারাজা একদণ্ডধর ।
 ত্রৈলোক্য নাম দম্ভ্য জিনিঞা সকল ॥
 শত শত যজ্ঞ কৈল কোটি কোটি দান ।
 নামাকর্ম করিয়া ভজিল ভগবান ॥
 সর্ব ধর্ম সন্তোষিল সর্বদেবময় ।
 ব্রাহ্মণ-বৈক্য পূজা কৈল অতিশয় ॥

কাল দেশ দ্রব্য যন্ত্র বিবিধ সস্তার ।
 এ সব মাক্ষাতা হৈতে হৈল পরচার ॥ (১)
 মাক্ষাতার তিন পুত্র হৈল বলবান ।
 পুরুকুৎস অশ্বরাব মুচুকুন্দ নাম ॥
 পঞ্চাশ দুহিতা তার উপজিল আর ।
 তার কথা কহি রাজা তোমার গোচর ॥
 আছিল সৌভরি মূনি জলের ভিতরে ।
 যমুনার হ্রদে তপ করে নিরন্তরে ॥
 মীনরাজ ক্রীড়া করে জলের ভিতরে ।
 পুত্র পরিবার লঞা আনন্দে বিহরে ॥
 তাহা দেখি শ্রদ্ধা হৈল সৌভরির মনে ।
 মৎস্তরাজ স্নেহে ভাল আজে এই মনে ॥
 পুত্র পোজ লয়া জলে করয়ে বিহার ।
 অগাধ সলিলে স্নেহে আছে এতকাল ॥ (২)
 আমি তপ করি দশ সহস্র বৎসর ।
 নিরুচ্ছাস হয়। আছি জলের ভিতর ॥
 এইরূপে কথো দিন বিনোদ করিয়া ।
 পাছে তপ করিব সকল সম্বরিয়া ॥
 এ বোল বলিয়া মূনি উঠিল। উপরে ।
 হ্রদয়ে চিন্তিয়া মূনি কোন যুক্তি করে ॥
 দেখিয়া হৃগত আশা বিকৃত আকার ।
 কেহ ত না দিবে কষ্ট। করিয়া বিচার ॥
 মাক্ষাতার ঘরে আছে পঞ্চাশ দুহিতা ।
 মাগিলেই দিব এক কষ্ট। মহাদ তা ॥
 এ বোল বলিয়া মূনি গেল। তার স্থানে ।
 পুজিলা মাক্ষাতা রাজা আতিথ্যবিধানে ॥
 মূনি বলে শুন রাজ। বচন আমার ।
 সূর্য্যবংশে তুমি রাজা ধর্ম অবতার ॥
 একখানি কতাদেহ মাগিল তোমায়ে ।
 এ বোল শুনিঞা রাজা কোন যুক্তি করে ॥
 নথ দস্ত গলিত পলিত সব অঙ্গ ।
 দেখিতেই সর্ব লোক হয়ে মনোভঙ্গ ॥
 দেখিয়া বিকটরূপ হ্রদয়ে বিধাদ ।
 যদিবা না দিব কষ্ট। কলি প্রমাদ ॥
 হ্রদয়ে চিন্তিয়া রাজা দৃঢ় কৈল মনে ।
 কর যোড়ে বলে কিছু বিনয় বচনে ॥

(১) অজ পুথিতে ইহার পরবর্তী চরণদ্বয়ে অধ্যায়

সমাপ্ত হইয়াছে :—

"ভাগবত আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিনী ।

মাক্ষাতার কথা এই মধুর বাণী ।"

(২) পাঠান্তর,—

"অগাধ সলিলে আসি স্নেহে ক্রীড়া করে" ।

কন্তাগণ আপনে করিব স্বরস্বর ।
 এ বোল বুঝিয়া আত্মা কর যোগেশ্বর ॥
 আপনে চলিয়া যাহ কন্তা-অন্তঃপুরে ।
 যার ইৎসা হবে এই বরিষ ভোমারে ॥
 এ বোল বলিয়া সঙ্গে দিল পুরজনে ।
 প্রবেশ করিল গিয়া কন্তার ভবনে ॥
 হেনকালে যোগেশ্বর কোন যুক্তি করে ।
 কাম্যকোটি জিনিঞা স্তম্ভর রূপ ধরে ॥
 কন্তাপুরে যাই মাত্র কৈলা পরবেশ ।
 কন্তাগণে গালাগালি বাজিল বিশেষ ।
 কেহ বলে মোর যোগ্য এই বর হয় ।
 কেহ বলে আমি সে বরিল মহাশয় ॥
 কেহ বলে তার আগে কৈল স্বরস্বর ।
 কেহ বলে তার যোগ্য নহে এই বর ॥
 এইরূপে কন্তাকুলে বাজিল কমল ।
 তুরিতে চলিয়া তথা গেলা নরেশ্বর ॥
 অদভুত যোগবল দেখি বিদ্যামানে ।
 পঞ্চাশ হুহিতা বিভা দিল মনি সনে ॥
 কন্তাগণ লগ্যা মনি গেলা তপোবনে ।
 বিশ্বকর্মা ডাক দিয়া আনিলা তখনে ॥
 হেম মণি বিবিধ বিচিত্র স্থানে স্থানে ।
 রতনরচিত পুরী কাঞ্চননির্ম্মাণে ॥
 যার সম পুরী নাহি ইন্দ্রের ভবনে ।
 নির্ম্মিঞা পঞ্চাশ পুরী দিল সেই ক্ষণে ॥
 কুবের আনিঞা দিল বহুবিধ ধন ।
 বহুবিধ অন্ন পান বসন ভূষণ ॥
 পঞ্চাশ স্তম্ভরী মনি ধুই পুরে পুরে ।
 যোগবলে আপনে পঞ্চাশ রূপ ধরে ॥
 দিব্য বেশ ধরে হেম মণি অলঙ্কারে ।
 ভাষ্যাগণ লগ্যা মনি করনে বিহারে ॥
 স্নগন্ধ কুমুমবন ভৃঙ্গ বিরাজিত ।
 শুক পিক বিহগ বিবিধ স্তন্যামিত ॥
 তরল বিমল জল দীঘি সরোবর ।
 কুমুদ কমল কুল নীল উৎপল ॥
 হংস কার্ডুব জলচর উত্তরোল ।
 সুললিত নদ নদী তরঙ্গ কমলোল ॥
 নান্যরূপে নানা ক্রীড়া করে স্থানে স্থানে ।
 এইরূপে ক্রীড়া করে লঞা নারীগণে ॥
 মাধ্বাতা রাজ্যার মনে দুঃখ নিরন্তর ।
 কন্তা দেখিবারে বনে গেলা নরেশ্বর ॥
 পাত্রগণে কৈল রাজ্য রাজ্য সমর্পণ ।
 সঙ্গে কিছু লৈল সৈন্ত বৃদ্ধ দ্বিজগণ

মুনির সঙ্কোচে সৈন্ত না লৈল সংহতি ।
 তবে তপোবনে উত্তরিল। নরপতি ॥
 দিব্য পুরী দেখে রাজ্য বনের ভিতরে ।
 দাঁড়াইয়া রহিল রাজ্য পরের দুয়ারে ॥
 দ্বারী পাঠাইয়া জ্ঞানাইল হুনিস্থানে ।
 তুরিতে আসিয়া মনি কৈল সম্ভাষণে ॥
 পান্য অর্ঘ্য দিয়া রাজ্য পুজিল বিধানে ।
 পুরীর ভিতরে রাজ্যার নিল সেই ক্ষণে ॥
 রতনে নির্ম্মিত ঘর মণি-সিংহাসনে ।
 তাহাতে বসারে রাজ্যার পুজিল বিধানে ॥
 দিব্য অন্ন পান দিয়া করাল্য ভোজন ।
 দিব্য বস্ত্র দিব্য গন্ধ অঙ্গে বিলেপন ॥
 দিব্য বেশ ভূষণ বিবিধ পরিচ্ছদ ।
 দেখিয়া মাধ্বাতা রাজ্য হৈল নিশবদ ॥
 কন্তা ডাক দিয়া রাজ্য আনে বিদ্যামানে ।
 পুজিল সকল কথা কন্তাসম্মিধানে ॥
 কহিল সকল তত্ত্ব রাজ্যার হুহিতা ।
 সকলে কহিব আমি আপনার কথা ॥
 আমার নিকট মনি তিলেক না ছাড়ে ।
 ভগিনীগণের কিছু জিজ্ঞাসা না করে ॥
 মুনির প্রসাদে সর্ব সুখে আনন্দিতা ।
 ভগিনীগণের দুঃখে কেবল দুঃখিতা ॥
 কন্যার বচন তবে শুনি নরপতি ।
 তথাই রহিল রাজ্য এক দিনরাত্রি ॥
 রাত্রিশেষে গেলা আর পুরীর দুয়ারে ॥
 দ্বারী জানাল্য গিয়া মুনির গোচরে ॥
 শুনিঞা সৌভরি রাজ্যার কৈল সম্ভাষণ ।
 পান্য অর্ঘ্য দিয়া কৈল স্বাগত বচন ॥
 পুরীর ভিতরে রাজ্যার নিল মুনীশ্বর ।
 দিব্য গন্ধ বস্ত্র দিয়া পুজিল বিস্তর ॥
 বসিতে আসন দিলা রতনমন্দিরে ।
 দিব্য অন্ন-পান দিল নানা পরকারে ॥
 তবে রাজ্য ডাক দিয়া কন্যাকে পুজিল ।
 পূর্বরূপ কথা এই কন্যারে কহিল ॥ (১)
 এইরূপে পুরে পুরে গেলা দিনে দিনে ।
 দেখিল সকল পুরী পুরুষ সমানে ॥
 সেইরূপে কৈলা মনি রাজ্যার সম্ভাষণ ।
 প্রীতিপরে প্রীতি কন্যায় করিল জিজ্ঞাসা ॥
 প্রীতি কন্যা সেইরূপ দিলেন উত্তর ।
 বিষয় ভাবিয়া মনে রহে নরেশ্বর ॥

(১) "সেইরূপ কথা কন্তা তাহাই কহিল ।"

—পাঠান্তর ।

সপ্তদ্বীপ পৃথিবী বাহার অধিকার ।
 খণ্ডিল চিন্তের তার রাজ অহঙ্কার ॥
 বিদায় হইয়া রাজ্য নিজ পুরে আসি ।
 কহিল সকল কথা রাজ্যগনে বসি ॥
 পাণ্ডা মিত্রে পুরজনে শুনিঞা বিস্মিত ।
 কহিতে কহিতে রাজ্য হৈল বিমোহিত ॥
 এইরূপে করে মূনি বিবিধ বিহার ।
 সুখ ভোগ করিতে রহিল চিরকাল ॥
 সন্তোষ না হয় মনে চিন্তে মুনিরাজ ।
 চিন্তা নিবারণিতে নারে বাঢ়ে অহুয়াগ ॥
 মূনি হয়্যা কৈলুঁ আমি শ্রীসঙ্গে নিবাস ।
 মীন সঙ্গে কৈলুঁ আমি আপনা বিনাশ ॥
 তপ যোগ তত্ত্বজ্ঞান নিয়ম আচার ।
 কুসঙ্গে সকল ধর্ম খণ্ডিল আমার ॥
 শ্রীসঙ্গীর সঙ্গ এনি করে সাধুজনে ।
 সর্বধর্ম হরে নারী সঙ্গী দরশনে ॥
 মন্ত্র সহ দরশন হৈল আচম্বিতে ।
 তা দেখিয়া আমিহ হইলুঁ বিমোহিতে ॥
 প্রথমে আছিলুঁ আমি মাত্র একেশ্বর ।
 পঞ্চাশ বনিতা সঙ্গ হৈল তারপর ॥
 পঞ্চ সহস্র হইল পুত্র পরিবার ।
 তমুত নহিল চিন্তে সন্তোষ আমার ॥
 চিন্তা সমাধিয়া মূনি তেজিল সকল ।
 তপ করিবারে বনে গেলা একেশ্বর ॥
 তীব্র তপ করিয়া ভজিল নারায়ণে ।
 নিজ অঙ্গে যোগবলে জ্বলে হতাশনে ॥
 শরীর পোড়ায়্যা মূনি গেলা দিব্যগতি ।
 পঞ্চাশ বনিতা তার আছিল সংহতি ॥
 তারা প্রবেশিল সেই দীপ্ত হতাশনে ।
 পতি সনে দিব্যগতি পাইল নারীগণে ॥
 সৌভাগ্য মূনির কিছু কহিল চরিত । (১)
 বাহ্যাতার বংশকথা শুন পরীক্ষিৎ ॥
 বাহ্যাতার তিন পুত্র বংশের প্রধান ।
 পুরুকুৎস অশ্বরীষ মুচুকুন্দ নাম ॥
 পুরুকুৎস পুত্র পাইল রাজ্য অধিকার ।
 সপ্তদ্বীপে দণ্ডভঙ্গ নহিল তাহার ॥
 পুরুকুৎস বিভা কৈল নর্ষদা নাগিনী ।
 নাগগণে আনি দিল নাগের ভগিনী ॥
 নর্ষদা নাগিনী তারে নিল রসাতলে ।
 গন্ধর্বের সনে তথা বাজিল কন্দলে ॥

(১) ইহার পর অত্র পুঁথিতে অধ্যায় শেষ হইয়াছে ।

মারিয়া গন্ধর্ব নাগে কৈলা পরিজ্ঞান ।
 তবে নিজ রাজ্যে উত্তরীলা বলবান ॥
 পুরুকুৎসের পুত্র হৈল ত্রৈলোক্য নামে ।
 তার পুত্র অনরণ্য বিদিত ভুবনে ॥
 হর্ষাশ্ব তাহার পুত্র বিদিত সংসারে ।
 তার ঘরে জনমিল প্রাক্রণ কুমারে ॥
 জনমিল তার পুত্র ত্রৈবন্ধন নামে ।
 ত্রিশঙ্কু তাহার পুত্র বিদিত ভুবনে ॥
 ত্রিশঙ্কুর চণ্ডালস্ব পিতৃশাপে হৈল ।
 অধোমুখ হয়্যা গিয়া আকাশে রহিল ॥
 তার পুত্র হরিশ্চন্দ্র জগতে বিদিত ।
 তার গুণ কহি কিছু শুন পরীক্ষিত ॥
 হরিশ্চন্দ্র রাজ্য যদি হৈল ক্ষিতিতলে ।
 সপ্তদ্বীপ পৃথিবী শাসিল বাহুবলে ॥
 মহাদান মহাযজ্ঞ কৈল শতে শতে ।
 হরিশ্চন্দ্র গুণ-কথা না পারি কহিতে ॥
 সর্বস্ব দক্ষিণা যজ্ঞ রাজস্ব করি ।
 শ্রীপুত্র বিকিল নিজে দুঃখ পরিহারি ॥
 অপনা বিকায়্যা রাজ্য দিলেন দক্ষিণা ।
 বিশ্বামিত্র কৈল তারে কপটে ভণ্ডনা ॥
 পরীক্ষা করিয়া দিল অন্তরীক্ষগতি ।
 কাশ্যগতি দিব্য রথ পাইল নরপতি ॥
 পুত্র দার পরিজন লঞা দিব্য রথে ।
 ভ্রমণ করয়ে রাজ্য অন্তরীক্ষ পথে ॥
 কত কত পুণ্য গুণ চরিত্র তাহার ।
 হরিশ্চন্দ্র মহারাজ্য ধর্ম-অবতার ॥
 তার পুত্র রোহিত হরিত তার সুত ।
 চন্দ্র নামে তার পুত্র অতি অদভূত ॥
 চন্দ্র রাজ্য চন্দ্রা নামে পুরী নিরমিল ।
 সুরদেব তাহার পুত্র পৃথিবী শাসিল ॥
 তার পুত্র বিজয় ভরুক তার সুত ।
 তার পুত্র বৃক তার তনয় বাহুক ॥
 রাজ্য অধিকার তার নিল রিপুগণে ।
 ভার্য্যা লঞা বাহুক পালয়্যা গেল বনে ।
 বৃদ্ধ হয়্যা যেল রাজ্য সেই মূনি-বনে ।
 তার ভার্য্যা প্রবেশিতে গেল হতাশনে ॥
 ঔরু মূনি আসিয়া করিল নিবারণ ।
 না কর প্রবেশ যাতা কহিব কারণ ॥
 গর্ভবতী নারী অল্পমরণ না করে ।
 চক্রবর্তী পুত্র আছে তোমার উদরে ॥
 মূনির বচনে বাণী চিন্তা স্থির করে ।
 পরলোক-কর্ম কৈল বিধি অহুসারে ॥

রিপুগণে তার গর্ভে দিয়াছিল গর।
 গর সহে জনমিল পুত্র মহাবল ॥
 তে-কারণে মুনি নাম রাখিল সগর।
 জিনিল সকল রিপু এক ধনুর্ধর ॥
 তালজঙ্ঘ যবন হৈহয় আদি করি
 বশিষ্ঠের শরণ পশিল সব অরি ॥
 খেদিয়া তুলিল লঞা গুরু বিত্তমানে ।
 বশিষ্ঠে সাধিয়া তারে কৈল নিবারণে ॥
 বাড়ি চুল মুড়ায়া করিল ছারখার ।
 সব রিপুগণে কৈল বিকৃতি আকার ॥
 তবে রাজসিংহাসনে বসিল সগর ।
 ভূজবলে শাসিল সকল ক্ষিতিতল ॥
 ওঁক্ষ মুনি আসিয়া দিলেন উপদেশ ।
 নানা ষজ করিয়া ভজিলা স্ববীকেশ ॥
 স্মৃতি কেশিনী দুই সগরের নারী ।
 স্মৃতির পুত্র জনমিল মহাবলী ॥
 বাটি সহস্র তারা সব সাগর নামে ।
 বোড়া রাখিবারে গেল বাপের বচনে ॥
 হরিয় যজ্ঞের বোড়া নিল পুন্সরে ।
 কপিলনিকটে লয়া ধুইল রসাতলে ॥
 সগর-কুমার সব লোকমুখে শুনি ।
 শতেক গ্রহর পথ খুঁজিল যেদিনী ॥
 কপিলের শাপে ভয় হৈল পুত্রগণে ।
 বাটিল সগরকীর্তি তাহার কারণ ॥
 কেশিনীর পুত্র কৈল অগমজ্ঞস নাম ।
 তার পুত্র জনমিল নামে অংশুমান ॥
 পিতামহে আজ্ঞা দিল অশ্ব আনিবারে ।
 তবে অংশুমান গিয়া নাঞ্চিলা পাতালে
 কপিল দেবের তবে নানা জ্ঞতি কৈল ॥
 তুষ্ট হয়্যা মুনীশ্বর তারে বর দিল ॥
 অশ্ব লয়া দেহ পিতামহ-বিত্তমানে ।
 হের-দেখ ভয় হয়্যা আছে পিতৃগণে ॥
 গজাজলে এসবে করিহ পরিভ্রাণ ।
 অশ্ব লঞা শীঘ্র তুমি চল অংশুমান ॥
 প্রণাম করিয়া অশ্ব আনিল সত্বরে ।
 অশ্ব লঞা যজ্ঞ সিদ্ধি কৈল নরেশ্বরে ॥
 অংশুমানে রাজ্য দিয়া রাজা গেল বনে ।
 বিষ্ণুপদে গেলা বাজা ছুটিল বন্ধনে ॥
 চিরকাল ধরি তপ কৈল অংশুমান ।
 গজা আনিবারে না পারিল যতিমাম ॥ (১)

তার পুত্র জনমিল দিলীপ কুমার ।
 তার পুত্র ভগ্নীরথ বিদিত সংসার ॥
 ভগ্নীরথ তপ করি গজা আরাধিল ।
 জবয়রী ব্রহ্ম গজা ভূমিতে আনিল ॥ (১)
 ভয় হয়্যা পিতৃগণ যথাতে আছিল ।
 পতিতপাবনী গজা তথাতে আনিল ॥
 গজাজলে ভয় পরশিল যেহঁকণে ।
 সেইকণে স্বর্গপুরে গেল পিতৃগণে ॥
 এই কোন অদ্ভুত বলিবারে পারি ।
 পাতকী তরয়ে যার নাম মাত্র ধরি ॥
 হেন প্রভু-চরণে গজার উত্তপতি ।
 পাতকী তারিহ তার এ কোন শক্তি ॥
 দূরে থাকি বলে যদি গজা গজা বাসী ।
 ছরিত হরবে গজা ভববিমোচনী ॥
 ভগ্নীরথ পুত্র জনমিল শ্রুত নাম ।
 নাভ নামে তার পুত্র মহাবলবান ॥
 সিন্ধুদীপ নামে তার পুত্র জনমিল ।
 তার পুত্র অযতায় পৃথিবী শাসিল ॥
 জনমিল ঋতুর্ণ তনয় তাহার ।
 সৌদাম্য তাহার পুত্র বিদিত সংসার ॥
 বশিষ্ঠের শাপে তার রাক্ষস হৈল ।
 গজাজল পরশনে পরিভ্রাণ পাইল ॥
 বিজপত্নী শাপ তারে দিল ক্রোধ করি ।
 নারীসজ্জ না করিল সেই দিন ধরি ॥
 তে-কারণে পুত্র তার পুরবে না ছিল ।
 বশিষ্ঠে আনিঞা পাছে পুত্র এয়াইল ॥
 সপ্তবর্ষ গর্ত তার আছিল উদরে
 মদয়ন্তী গভ আর ধরিতে না পারে ॥
 পাথরে উদর হানি গর্ত প্রসবিল ।
 তে-কারণে পুত্রের অশ্বক নাম হৈল ॥
 মূলক তাহার পুত্র হৈল উত্তপত্তি ।
 তার পুত্র দশরথ নামে নরপতি ॥
 তার পুত্র মহাবাহু ঐড়বিড়ি নামে ।
 তার পুত্র বিশ্বসহ বিদিত ভুবনে ॥
 ঋতুর্ণ তনয় তার চক্রবর্তী রাজা ।
 ইন্দ্র আদি দেবগণে কৈল তার পূজা ॥
 সুরগণে নিল তার বৃদ্ধ করিবারে ।
 জিনিঞা অশ্বরে দেব রাখিল সমরে ॥
 বর মাগিবারে আজ্ঞা দিল সুরগণে ।
 জিজ্ঞাসিল মহারাজা বিবৃথ সদনে ॥

(১) ইহার পর অত্র পুথিতে অধ্যায় শেষ হইয়াছে ।

(১) "তপস্তা করিয়া গজা তথাই আনিল ।"

আগে কহ য়োর কত পরমায়ু আছে ।
 বুঝিয়া মাগিব বর যেবা মনে রাহে ॥
 কহিল দেবতাগণ করিয়া বিচার ।
 একমুঃশ্বের আছে জীবন তোমার ॥
 তবে রাজা বলে আমি মাগি এই বর ।
 ইহার ভিতরে যেন ভজি দামোদর ॥
 দেবগণে মেলি তবে এই বর দিল ।
 তবে সেই কণে রাজা শ্রীহরি ভজিল ॥
 সর্বভাবে কৈল রাজা শ্রীহরি ভজন ।
 বিষ্ণুপদে প্রবেশিল ছুটিল বন্ধন ॥
 তিলেক ভজিয়া রাধা গেল ভব তরি ।
 সর্বকাল ভজে তারে কি বলিতে পারি ॥
 ঋটাদেব পুত্র হৈল দীর্ঘবাহু নামে ।
 তার পুত্র রঘুরাজা বিদিত ভুবনে ॥
 রঘুর তনয় অগ্ন জগতে বিদিত ।
 তার পুত্র দশরথ ভুবন পুজিত ॥
 যার ঘরে পূর্ণ ব্রহ্ম রাম অবতার ।
 রাবণ বধিয়া কৈল সীতার উদ্ধার ॥
 এক ব্রহ্ম চারি অংশে ধরে চারি নাম ।
 শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভক্ত প্রধান ॥
 আর অংশে শক্রয় মহাধনুর্দ্ধর ।
 রামায়ণে রামগুণ কহিল বিস্তর ॥
 তাঁর গুণ-কথা কিছু কহিব সংক্ষেপে ।
 যে যে কর্ম নারায়ণ কৈলা রায়রূপে ॥
 বিশ্বামিত্র রামে লেল যজ্ঞ রাখিবারে ।
 তাড়কা রাক্ষসী পথে প্রথমে সংহারে ॥
 মারীচ সুবাহু আদি মারি নিশাচরে ।
 বিশ্বামিত্র যজ্ঞ রক্ষা করে তার পরে ॥
 জনকের ঘরে তবে গেলেন শ্রীরাম ।
 তিন শত বীরে ধরি আনে ধনুধান ॥
 বাম হাথে ধরিয়া ধনুকে দিল চড়া ।
 ভজিল হরের ধনু চমৎকার জীড়া ॥ (১)
 নির্বাত শব্দ তার উঠিল নিষ্ঠুর ।
 নগ নাগ পৃথিবী কাঁপিল সুরপুর ॥
 তবে সীতাদেবী বিভা কৈলা নারায়ণ ।
 পরশুরামের সনে পথে দরশন ॥
 নিঃশঙ্কিত কৈলা পৃথ্বী তিন সপ্তবার ।
 তার দর্শ হরে রোধি স্বরগ-দুয়ার ॥

(১) “ভাজিল শিবের ধনু রাম উদ্ধ দিয়া”

— পাঠান্তর ।

অভ্যুত,—বাম হাথে ধরিয়া ধনুতে দিল টান ।

ভাজিল শিবের ধনু হৈল খান খান ।

রাজ্য তেজি গেল প্রভু বাপের বচনে । (১)
 জানকী লক্ষ্মণ সনে ভ্রমে বনে বনে ॥
 শূর্ণগুণা রাক্ষসীর কাটে নাক কাণ ।
 খর দুষণ কাটে রাক্ষস প্রধান ॥
 একক ধাহুকী রাম এক ধনু শর ।
 চতুর্দশ সহস্র বধিলা নিশাচর ॥
 শুনিঞা রাবণ রাজা জ্বলিল অন্তরে ।
 মায়ামৃগ মারীচে পাঠায় ছলিবারে ॥
 আসিয়া কনক মৃগ দিল দরশনে ।
 মৃগ অমুগারে গেলা সীতার বচনে ।
 তপস্বীর বেশে সীতা হরিল রাবণ ।
 মারীচ মারিয়া রাম ফিরিলা তখন ॥
 সীতা না দেখিয়া রাম হৈল অচেতন ।
 তবে দুই তাই শোকে ভ্রমে বনেনন ॥
 শোকহলে প্রভু রাম জগতে বুঝায় ।
 নারী সঙ্গে সর্বলোক এই দুঃখ পায় ॥
 সুগ্রীবের সঙ্গে তবে করিলা মিভালী ।
 বিক্রিয়া মারিল তবে বালি মহাবলী ॥
 সুগ্রীবের সঙ্গে করি কটক সঙ্কর ।
 সীতার উদ্দেশ্য কিছু করিলা নির্গর ॥
 লঙ্কায় পাঠাইল হনুমান্ মহাবল ।
 শত প্রহরের পথ লজ্জিয়ে সাগর ॥
 সীতাবাস্তা আনি দিলা শ্রীরামের গোচর ।
 সাতিয়া বানর-সেনা চলিলা সাগর ॥
 শক্রর বিরুদ্ধি যার ধৈর্য চরণ ।
 সিদ্ধতীরে হেন রাম হৈল উপসন্ন ॥
 ক্রোধে রাম চলিলা দ্বৈত ভুরুভঙ্গে ।
 ক্ষোভিল সাগর ভয়ে থাহরি অঙ্গে ॥
 উথলিল (২) কুন্তীর মকর মীনচয় ।
 মুক্তিমান্ হয়্যা সিদ্ধ দিল পরিচয় ॥
 পাণ্ড অর্ঘ্য দিয়া দুই পুজিল চরণ ।
 কয়যোড় করি সিদ্ধু কি বোলে বচন ॥
 জড়বুদ্ধি জলময় কি জানিতে পারে ।
 প্রকৃতি-পুরুষ পর তুমি মহেশ্বরে ॥
 সাগর বাকিয়া তুমি সুখে হও পার ।
 সবংশে রাবণ রাজ্য করহ সংহার ॥
 সাগর বাকিয়া যশ রাখ ত্রিভুবনে ।
 সুখে পার হও তুমি লয়া কপিগণে ॥
 তবে রাম আশ্রা দিলা বাকিতে সাগর ।
 পরিত আনিতে তবে চলিল বানর ॥

(১) পাঠান্তর,—“সত্যের কারণে” ।

(২) পাঠান্তর,—“তরাসিত” ।

নল নীল আদি যত বানর-প্রধান ।
 অঙ্গদ গন্ধমাদন বীর হনুমান্ ॥
 পর্কত আনিঞা কৈল সাগর বন্ধন ।
 কংগ লঞা পার হৈলা নারায়ণ ॥
 সুবেল পর্কতে রাম বসিলা আপনে ।
 বিভীষণ তথা আসি পশিল শরণে ॥
 বানর কটকে তবে চৌদিকে বেচিল ।
 চিন্তিয়া রাবণ রাজা লকটে পড়িল ॥
 কুন্ত নিকুন্ত অতিকায় কুন্তকর্ণ ।
 নরাস্তক দেবাস্তক হুত্র বিকম্পন ॥
 প্রহস্ত দুম্বুখ মেঘনার আদি করি ।
 কোটি কোটি রাক্ষস সৈন্তের অধিকারী ॥
 চতুরঙ্গ সেনা সাজি রণে আগুয়ান ।
 বানর রাক্ষস সনে বাজিল সংগ্রাম ॥
 সুগ্রীব লক্ষণ হনুমান্ নল নীল ।
 শত শত (১) সেনাপতি রণে মহাবীর ॥
 গাছ পাথর গিরি গদা মৃদগরে ।
 বধিল রাক্ষস সব দণ্ড পরহারে ॥
 বড় বড় সেনাপতি পড়িল সমরে ।
 ইন্দ্রজিৎ কাটা গেল রণের তিতরে ॥
 স্তনিঞা রাবণ রাজা ক্রোধে প্রজ্বলিত ॥
 খট্টা হইতে লাফ দিয়া উঠে আর্চাষত ॥
 চড়িয়া পুষ্পক রথে ধাইল সমরে (২) ।
 রাম তরে রথ পঠাইলা পুরন্দরে
 শ্রীরাম রাবণে তবে বাজিল সংগ্রাম ।
 হাসিয়া কি বলে তবে পুরুষ-প্রধান ॥
 আরে-রে রাবণ তুঞ্জে তুষ্ট হুঁচাচার ।
 পুরুষ অধম তুঞ্জে কুলের অঙ্গার ॥
 বার্থ বেটা এতেক করিস্ অহঙ্কার ।
 এখনি পাঠাব তোরে যমের দুয়ার ॥
 এতেক বলিয়া রাম পুরুষ প্রধান ।
 বাম হাতে তুলিল গাণ্ডীব ধনুধান ॥
 ধনুকে ঘুড়িলা রাম অর্ধচন্দ্র বাণ ।
 লীলায়ে ছাড়িল বাণ ধানুকি প্রধান ॥
 দশ মুণ্ড কাটিয়া করিল কুড়ি খান ।
 পড়িল রাবণ রাজা পর্কত সমান ॥
 জয় জয় শব্দ উঠিল ত্রিভুবনে ।
 পতি লয়া বিলাপ করয়ে নারীগণে ॥
 বিভীষণে রাজা করি লঙ্কায় স্থাপিল ।
 জানকী রাঘবে তবে দরশন হৈল ॥

সীতা লঞা কৈলা রাম রথে আরোহণ ।
 হনুমান্ সুগ্রীব চলিল বিভীষণ ॥
 কোটি কোটি চলিল বানর সেনাপতি ।
 রথে চড়ি চলে রাম ত্রিভুবনপতি ॥
 সুরগণে করে দিব্য পুষ্প বরিষণ ।
 আকাশমণ্ডলে বাজে হুন্দুভি-বাজন ॥
 ব্রহ্মা আদি দেবে করে নানা স্তুতিগান ।
 চলিলা অযোধ্যাপুরে শ্রীরাম লক্ষণ ॥
 রাম-আগমন কথা ভরত শুনিল ।
 পাছুকা কবিতা শিরে আনন্দে চলিল ॥
 বিবিধ সাজন সেনা বিবিধ বাজন ।
 কোটি কোটি হুত্র বানা চামর সাজন ।
 অঞ্জলি উপরে দুই পাছুকা ধরিয়া ।
 ভরত প্রণাম কৈল চরণে পড়িয়া ॥
 দুই হস্তে তুলি রাম দিলা আলিঙ্গন ।
 নয়ান আনন্দজলে করাল্য মচ্ছন ॥
 প্রণাম করিলা বুদ্ধ দ্বিজ গুরুগণে ।
 তুলিলা সকল লোকে বিনয় বচনে ॥
 রাম দরশনে লোকে উঠিল আনন্দে ।
 বাহু পারিল লোক প্রেম অমুবন্ধে ॥
 প্রবাল তড়ুল ফল পুষ্প বরিষণ ।
 বসন ঢুলায়া নাচে সব পুরজন ॥
 ভরতে পাছুকা গেল শিবের উপরে ।
 বিভীষণ সুগ্রীব রামেরে ছত্র ধরে ॥
 শক্রিয় ধরিল রামের ধনুর্ধার ॥
 অঙ্গদ ধরিলা ঋগ্না রামের যোগান ॥
 সীতাদেবী কমণ্ডলু লৈল নিজ করে ।
 জাম্ববান রামের কবচ শিরে ধরে ॥
 চড়িয়া পুষ্পক রথে চলেন শ্রীরাম ।
 অযোধ্যা প্রবেশ বৈলা পুরুষ-প্রধান ॥
 প্রবেশ করিয়া নিজপুরে ভগবান্ ।
 মায়ের চরণে পায় করিলা প্রণাম ॥
 সংমায়ের চরণে করিয়া পুরস্কার ।
 একে একে পুরজনে কৈলা নমস্কার ।
 যতন করিয়া সব মূনিগণে আনি ।
 নানা ভীষণ চারি সাগরের পানি ॥
 উদার চরিত্র রাম গুণের নিধানে ।
 তরুতবৎসল রাম পুরুষ পুরাণে ॥
 মহারাজ অতিবেক করিয়া বিধান ।
 রাজরাজেশ্বর করি বসাল্য আসনে ।
 ধর্ম প্রজা পালিল শাসিল বসুমতী ।
 সর্বলোক আনন্দে আছিল দিন রাত্রি ॥

(১) পাঠান্তর,—“যত যত” ।

(২) পাঠান্তর,—“আইলা সমরে” ।

দুঃখ শোক জরা ব্যাধি অকাল মরণ ।
বলিতে না ছিল কিছু দুঃখের কারণ ॥
আনন্দে পূর্ণিত লোক রহে সর্বকাল ।
সর্ব সুখ আছিল রামের অধিকার ॥
নানা যজ্ঞ দান করি বিবিধ বিধানে ।
আপনি আপনা রাম কৈলা আবাসনে ॥
অন্নদান জমিদান বসন ভূষণ ।
বিবিধ দক্ষিণা দিয়া পূজিলা ব্রাহ্মণ ॥
দুইজন-দমন সূজন-পরিভ্রাণ ।
এহরূপে রাজ্যপদ করেন শ্রীরাম ॥
আপনে বুঝিতে রাম এ লোকচরিত ।
রজনী সময়ে রাম বলে অলক্ষিত ॥
নগরে নগরে রাম বলে অলক্ষিতে ।
এক বাণী কচ্ছিত শুনিল আচম্বিতে ॥
জানকী নহিস্ তুঞি আমি নহি রাম ।
বাম ঘেন করিল কুচ্ছিত হেন কাম ॥
রাবণে হরিল সীতা স্বাম তায়ে আনে ।
রাম হেন আমাকে দেখিল অস্থানে ॥
এ সব বচন রাম শুনিল নিজ কাণে ।
লোক-অপবাদ করি ভয় কৈল মনে ॥
তবে রাম বনবাসে জানকী পাঠায় ।
আপনে করিলা কর্ম এ লোক বুঝায় ॥

বাগ্মীকি-আশ্রম দেবী রহে কথোকাল ।
কুশ লব নামে দুই জন্মিল কুমার ॥
মুনিবিভ্রমানে দুই পুত্র সমপিয়া ।
পাতালে পশিলা দেবী ধরণী ভেদিয়া ॥
সীতার গমন শুনি রাম নৃপবর ।
হৃদয়ে ভাবিয়া শোক কান্দিলা বিস্তর ॥
স্ত্রী-পুরুষে সজ হয় দুঃখ মাত্র সার ।
লোক বুঝাইতে করে এত পরকার ॥
অয়োদশ সহস্র বৎসর পরিমাণে ।
ব্রহ্মচর্য্য করি রাজ্য পালিল বিধানে ॥
ভকতহৃদয়ে পদযুগ আরোপিয়া ।
বৈকুণ্ঠ চলিল প্রভু পৃথিবী ত্যজিয়া ॥
রামের অতুল যশ বিদিত সংসারে ॥
লীলায় শরীর ধরি কৈলা অবতারে ॥
যেবা রাম দেখিল আছিল সন্নিধানে ।
রামের চরিত্র যেবা শুনিল শ্রবণে ॥
সকল অযোধ্যাবাসী নিল নিজধামে ।
হেন দয়ানিধি রাম গুণের নিধানে ॥
সর্ব পাপ হরে তার দুঃখ বিমোচনে ।
রামের চরিত্র যেবা শুনে সাবধানে ॥
রামচন্দ্র চরিত্র অমৃত-রস-বাণী ।
ভাগবত-আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিনী ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে নবম স্কন্ধে
দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায় ।

কুশপুত্র অভিধি নিবন্ধ পুত্র তার ।
তার পুত্র নভ নামে চৈলা মহীপাল ॥
তার পুত্র জনমিল পুণ্ডরীক নামে ।
ক্ষেমধরা তার পুত্র নৃপতি প্রধানে ॥
দেবানীক তার পুত্র সমরে সুধীর ।
অহীন তনয় তার হৈল মহাবীর ॥
পারিণাত্য তার পুত্র মহা নরেশ্বর ।
জনমিল তার পুত্র নামে বলস্থল ॥
তার পুত্র অর্ক তার পুত্র বজ্র নাম ।
সুগণ তনয় তার মহা অহুতান ॥

তার পুত্র জনমিল বিশ্বতি নৃপতি ।
তার পুত্র হিরণ্যনাভ নামে নরপতি ॥
হিরণ্যনাভের পুত্র পুষ্প নামে হৈল ।
ঐবসন্ধি নামে তার পুত্র জনমিল ॥
সুদর্শন সূত তার অগ্নিবর্ণ নামে ।
শীঘ্র নামে তার পুত্র মহা বলবানে ॥
মরুত তনয় তার মহা যোগেশ্বর
যোগবলে রাখয়ে আপন কলেবর ॥
আছেন কলাপগ্রামে অবিদিত রূপে ।
কলিযুগ পর্য্যন্ত থাকিব সেইরূপে ॥

সত্যযুগে সূর্য্যবংশ করিব বিস্তার ।
 প্রসূত নামে তার জন্মিল কুমার ॥
 সন্ধি নামে পুত্র তার পুত্র অমর্যণ ।
 মহেশ্বান নামে তার পুত্র উত্তপন্ন ॥
 তার পুত্র বিশ্ববাহ নামে নরপতি ।
 তাহার প্রসেনজিৎ পুত্র মহামতি ॥
 তক্ষক নামেতে তার নন্দন আছিল ।
 তার পুত্র মহাবল নামে বৃহৎল ॥
 মারিল তোমার বাপ তাহারে সমরে ।
 কহিল ইক্ষাকুবংশে নৃপতি বিস্তারে ॥
 ভবিষ্য কহিব তবে শুনহ রাজন ।
 বৃহৎল পুত্র জনমিব বৃহদ্রথ ॥
 উপাবৃত্ত তার পুত্র হৈব নরপতি ।
 বৎসবৃত্ত তার পুত্র হৈব মহামতি ॥
 প্রতিবোম তার পুত্র হৈব ভানু নাম ।
 দিবাকর তনয় তার হৈব বলবান ॥
 সহদেব তার পুত্র হৈব মহাবল ।
 বৃহদথ তার পুত্র হৈব নরেশ্বর ॥
 তার পুত্র জনমিব নামে ভানুমান ।
 জনমিব তার পুত্র প্রতীকার্য নাম ॥
 সুপ্রতীক তার পুত্র হৈব নরেশ্বর ।
 মক্কেদেব তার পুত্র পুণ্যকলেবর ॥
 সুনক্কত্র তার পুত্র হৈব নরপতি ।
 পুষ্কর তনয় তার হৈব উৎপত্তি ॥
 অস্তরীক তার পুত্র সূতপা তনয় ।
 মিত্রজিৎ তার পুত্র হৈব মহাশয় ॥
 বৃহদ্রাজ তার পুত্র হৈব বর্হি নামে ।
 কৃতজ্ঞ তার পুত্র জগিব ভুবনে ॥
 সঞ্জয় তাহার পুত্র হৈব মহাবল ।
 শাক্য নামে তার পুত্র পুণ্যকলেবর ॥
 শুদ্ধোদ তনয় তার হৈব নরপতি ।
 জগিব লাজল তার পুত্র মহামতি ॥
 জগিব প্রসেনজিৎ তাহার নন্দনে ।
 তাহার তনয় তবে হৈব ক্ষুদ্র নামে ॥
 ক্ষুদ্রকের তনয় কুলক নামে হৈব ।
 কুলকের তনয় সুরথ জনমিব ॥
 সুমিত্র তনয় তার হৈব নরেশ্বর ।
 সুমিত্রোত্ত সূর্য্যবংশ কহিলুঁ সকল ॥
 নিমি নামে মহারাজা ইক্ষাকুতনয় ।
 মহাযজ্ঞ আরম্ভিল নিমি মহাশয় ॥
 যজ্ঞ করিবারে নিমি বশিষ্ঠে বরিল ।
 শুনিঞা বশিষ্ঠ কিছু বিলম্ব করিল ॥

প্রথমে বরিল আমা ইন্দ্র শচীপতি ।
 তার যজ্ঞ করিয়া আসিব শীঘ্রগতি ॥
 প্রতীত না গেল রাজা যুনির বচনে ।
 চিস্তিল জীবন ধন স্বপন সমানে ॥
 ব্রাহ্মণ আনিঞা যজ্ঞ কৈল সমাধানে ।
 বশিষ্ঠ আসিয়া ক্রোধ কৈল দৃঢ়মনে ॥
 গুরু অবজ্ঞান তুমি কৈলে এত বড় ।
 এইক্ষণে পড়ুক তোমার কলেবর ॥
 গুরু শাপে দেহপাত হেল সেই ক্ষণে ।
 নিমি মহারাজা তবে গেলা স্বর্গস্থানে ॥
 দ্বিজগণে যজ্ঞ তার কৈল সমাপনে ।
 আসিয়া যজ্ঞের ভাগ লৈলা দেবগণে ॥
 দ্বিজগণে তার দেহ রাখিয়া যতনে ।
 নিবেদন কৈলা তবে দেবগণস্থানে ॥
 নিমি রাজায় জীয়াইল সব দেব মেলি ।
 তবে নিমি রাজা বলে করযোড় করি ॥
 মোর কার্য্য নাহি আর শরীর বন্ধনে ।
 এই বর মাগি সব দেবের চরণে ॥
 তবে দেবগণ ভারে দিলা এই বর ।
 আধির নিমিব হয়। রহ নিরস্তর ॥
 ধরিয়া নিমিবরূপ জীবের নয়নে ।
 নিমি রাজা জগতে রহিলা সেইহুহনে (১) ॥
 দ্বিজগণ মথিল রাজার কলেবর ।
 জনমিল তাহে এক মহাধনুর্ধর ॥
 জনমিল মহনে মথিল নাম হৈল ।
 বিদেহ কারণে নাম বেদেহ ধরিল ॥
 জনমিল দেখিয়া জনক নাম হৈল ॥
 মথিলা নগর তেঁহো নিরমাণ কৈল ॥
 তার পুত্র উদাবন্থ নামে নরপতি ।
 নন্দিবর্দ্ধন তার পুত্র মহামতি ॥
 সুকেতু তনয় তার পুত্র দেবরাত ॥
 তার পুত্র বৃহদ্রথ নিজকুলনাথ ॥
 তার পুত্র সুধৃতি আছিল নরেশ্বর ।
 যুষ্ঠকেতু পুত্র তার মহা ধনুর্ধর ॥
 হৃষ্যক তনয় তার সূত মরু নাম ।
 প্রতীপ তাহার পুত্র মহা বলবান ॥
 কৃতিব্রথ তার পুত্র সূত দেবমীচ ।
 তার পুত্র বিশ্রুত আছিল মহাবীর ॥
 বিশ্রুতের পুত্র জনমিল মহাধৃতি ।
 কৃতিব্রাত তার পুত্র আছিল নৃপতি ॥

মহারোমা স্বর্গরোমা ভূবরোমা নাম ।
 হুবরোমার পুত্র শীরধ্বজ বলবান ॥
 যজ্ঞ করিবারে ভূমি চষিল নৃপতি ।
 লাজলে উঠিল সীতাদেবী রূপবতী ॥
 শীরধ্বজ নাম তার হৈল তে-কারণে ।
 সীতাদেবী লাজলে উঠিল ভূমি হনে ॥
 শীরধ্বজপুত্র হৈল কুশধ্বজ নাম ।
 ধর্মধ্বজ পুত্র তার হৈল বলবান ॥
 তার পুত্র মিতধ্বজ নামে নরপতি ।
 ঋগুণ্ড্য তনয় তার হৈল মহামতি ॥
 তার পুত্র জনমিল নামে ভানুমান ।
 তার পুত্র শতদ্রুম মহাবলবান ॥
 শুচি নামে তার পুত্র হৈল নরপতি ।
 তার পুত্র সনজ্ঞ নামে মহামতি ॥
 উজ্জ্বলকৈতু পুত্র তার মহা ধর্ষকর ।
 পুরুজিৎ পুত্র তার পুণ্যকলেবর ॥
 তার পুত্র জয়িল অরিষ্টনৈমি নামে ।
 ঋতায়ু তনয় তার নৃপতিপ্রধানে ॥
 চিত্ররথ তার পুত্র মহা নরেশ্বর ।
 ক্ষেমাধি তনয় তার পুণ্যকলেবর ॥
 তার পুত্র সমরথ নৃপতিপ্রধান ।
 সত্যরথ পুত্র তার মহাবলবান ॥
 উপগুপ্ত তনয় তার মহা নরপতি ।
 উপগুপ্ত তার পুত্র রাজা মহামতি ॥
 তার পুত্র বশনস্ত তার যযুধিমাণ ।
 সূতাবণ তার পুত্র নৃপতিপ্রধান ॥
 ঋত নামে তার পুত্র তার পুত্র জয় ।
 বিজয় তনয় তার ঋত মহাশয় ॥
 ঋতপুত্র শুনক শাসিল বসুমতী ।
 বীতহব্য তার পুত্র তার পুত্র ধৃতি ॥
 বহলাশ্ব তার পুত্র মহা নরেশ্বর ।
 কৃতি নামে তার পুত্র পুণ্যকলেবর ॥
 নিমিষংশে জনমিল যত নরপতি ।
 ধর্মপরায়ণ তার দানে দৃঢ়মতি ॥
 একান্ত ভকতি করি ভজিল শ্রীহরি ।
 অন্তকালে তহু তেজি গেলা বিষ্ণুগুরী ॥
 তবে রাজা শুন ভূমি যে কহিব আর ।
 শাবধানে শুন চন্দ্রবংশের বিস্তার ॥
 প্রায়শ সাগরে হরি অনন্ত শয়নে ।
 বোগনিদ্রা করিয়া অর্চিলা নাবারণে ॥
 তার নাভিপদ্মে ব্রহ্মা হৈল উৎপন্ন ।
 ব্রহ্মার তনয় হৈলা অত্রি তপোধন ॥

চন্দ্র উপজিল অত্রি মুনির নয়নে ।
 জনমিল চন্দ্রের তনয় বৃধ নামে ॥
 বৃধের জনম কথা শুন পরীক্ষিৎ ।
 বৃহস্পতি আছিল দেবের পুরোহিত ॥
 তার নামে তাঁর পত্নী পরম সুন্দরী ।
 আনিলা হরিয়া তারে চন্দ্র মহাবলী ॥
 বৃহস্পতি গেলা তবে চন্দ্র বিজ্ঞমানে ।
 মাগিল আপন ভার্য্যা অনেক যতনে ॥
 তমু তারা না ছাড়িয়া দিল শশধর ।
 তাঁহার কারণে তবে বাজিল সমর ॥
 বাজিল দেবতাসুরে তুমুল সংগ্রাম ।
 আর বৃদ্ধ নাহি হয় তাহার স্থান ॥
 মহায়ুদ্ধ হৈল যাহে সুরাসুর-কষ ।
 সেই সে সময় হৈল রণ মহাভয় ॥
 তবে বৃহস্পতি গেলা ব্রহ্মার সদনে ।
 এ সব ছুৎখের কথা কৈলা নিবেদনে ॥
 আপনে আসিয়া ব্রহ্মা ভৎসিল বিস্তরে ॥
 তারাকে ছাড়িয়া তবে দিল শশধরে ।
 ক্রুদ্ধ হৈল তারাকে দেখিয়া গভবতী ।
 বিস্তর ভৎসিয়া গালি দিল বৃহস্পতি ॥
 ছাড় গর্ভ স্নারে রে পাপিনি এইক্ষেপে ।
 গত প্রসবিল তবে পাতর বচনে ॥
 প্রসবিল শিশু হেম-গৌর-কলেবরে ।
 বৃহস্পতি চন্দ্রে তবে বাজিল কন্দলে ॥
 বৃহস্পতি বলে তোঁর পুত্রে কোন্ দায় ।
 চন্দ্রে বলে এ বোল বলিতে না বুঝায় ॥
 আপনার পুত্র বল নাহি বাগ লাজ ।
 আপনার তনয় নিবে হেন মনে সাধ ॥
 দেবগণে ঋষিগণে তারাকে পুছিল ।
 লাঞ্জে পড়ি তারা কিছু উত্তর না দিল ॥
 ক্রোধ করি যার বলয়ে কোন বাণী ।
 উত্তর না দেহ কেন আরে রে পাপিনি ॥
 কাহার তনয় আমি বল সত্য করি ।
 উত্তর না দিলে তাথে তারকা সুন্দরী ॥
 তবে ব্রহ্মা ডাক দিয়া তারাকে আনিলা ।
 প্রণয় বচনে ব্রহ্মা তাহারে পুছিল ॥
 লাঞ্জে হেঁট মাথা করি বলে ধীরে ধীরে ।
 চন্দ্রের কুমার দেব কহিল তোমারে ॥
 তবে ব্রহ্মা বৃধ নাম ধরিল তাহার ।
 ধরিয়া আনিলা চন্দ্র আপন কুমার ॥
 তারা লক্ষ্য বৃহস্পতি গেলা নিজ ঘরে ।
 ব্রহ্মা আদি দেব গেলা নিজ নিজ পুরে ॥

পুরুষবা ০ নমিল বুধের তনয় ।
 ইলার উদরে জনমিল মহাশয় ॥
 তার রূপ গুণ গুনি উর্ধ্বশী সুলক্ষী ।
 মিত্রাবরুণের শাপে নারীরূপ ধরি ॥
 পুরুষবা ভজিল ইশ্বের বিদ্যাধরী ।
 না কহিলুঁ কথা কিছু সে সব বিস্তারি ॥
 হুম পুত্র ০ নমিল উর্ধ্বশী উদরে ॥
 আয়ু শ্রুতায়ু তার জ্যেষ্ঠ নাম ধরে ॥
 রয় বিজয় জয় সত্যায়ু প্রধানে ।
 বিজয়পুত্রের বংশ কহিয়ে এখনে ॥
 জন্মিল কাঞ্চন নামে বিজয় তনয় ।
 হোত্রক তাহার পুত্র হৈল মহাশয় ॥
 হোত্রকের পুত্র জহু বিদিত ভুবনে ।
 গণ্ডুধ করিয়া যিহ কৈল গঙ্গা পানে ॥
 ৫ কুর তনয় পুরু পুরুষ-প্রধান ।
 বলাক তনয় তার মহা বলবান ॥
 অজক তনয় তার দুষ আর স্তত ।
 তার পুত্র কুশাশুজ মহা বলযুত ॥
 বহু নামে তার পুত্র কুশনাভাশুজ ।
 গাধি নামে তার পুত্র হৈল মহারাজ ॥
 তার কন্তা জনমিল সত্যবতী নামে ।
 আসিয়া ঋচীক মুনি মাগিল আপনে ॥
 দেখিয়া কুচ্ছিত বর গাধি নরেশ্বর ।
 ঋচীকের তরে তেবে দিলেন উত্তর ॥
 সহশ্রেক ঘোড়া স্করবর্ণ শ্রামকর্ণ ।
 আনিয়া দিবারে যদি পার তপোধন ॥
 তবে তুমি কন্তা সত্যবতী বিভা কর ।
 এ বোল বুঝিয়া তুমি শীঘ্র করি চল ॥
 চিন্তিয়া ঋচীক মুনি বিচারিল মনে ।
 মাগিল সহস্র ঘোড়া বরুণের স্থানে ॥
 সেইরূপ বেশে ঘোড়া দিল জলধরে ।
 ঘোড়া আনি দিল মুনি রাজার গোচরে ।
 তবে রাজা কন্তা বিভা দিল শুভকণে ।
 সত্যবতী লঞা মুনি গেলা তপোবনে ॥
 অপুত্রক গাধি রাজা পুত্র নাহি হয় ।
 ডাক দিয়া ঋচীকে আনিল মহাশয় ॥
 পুত্রকামে মায়ে ঝিয়ে মুনি আরাধিল ।
 পুত্রের কারণে মুনি পুত্রযজ্ঞ কৈল ॥
 দুই মন্ত্রে দুই চক্র সাধিয়া বিধানে ।
 স্নান করিবারে মুনি চলিলা আপনে ॥
 হেনকালে সত্যবতী কোন কর্ম করে ।
 আপনার চক্র সেহ দিল জননীয়ে ॥

শ্রেষ্ঠ চক্র আপনার বুঝি অশ্রুমানে ।
 প্রেমভাবে দিল চক্র মায়ের কারণে ॥
 আপনে মায়ের চক্র কবিল ভক্ষণ ।
 হেনকালে মহামুনি কৈল আগমন ॥
 দেখিয়া দুহার কর্ম মুনি যোগেশ্বর ।
 ডাকিয়া ভাষ্যাকে আনি ভৎসিল বিস্তর ॥
 কি কারণে ছুট কর্ম কৈলে এত বড় ।
 জন্মিল তোমার পুত্র মহাভয়ঙ্কর ॥
 শাস্ত দাস্ত ব্রাহ্মণ তোমার হৈব ভাই ।
 দৈবের নির্বন্ধ করি শক্তিতে ঘুচাই ॥
 এ বোল শুনিঞা কন্তা ভয় পেয়া মনে ।
 পতিরে সাধিল তার ধরিয়া চরণে ॥
 ভয়ঙ্কর পুত্র যোর নহক উদরে ।
 এ বোল শুনিঞা বর দিল যোগেশ্বরে ॥
 পুত্র ভয়ঙ্কর হৈব কুমার ব্রাহ্মণ ।
 জমদগ্নি পুত্র তবে হৈলা উৎপন্ন ॥
 ঋচীকের পুত্র, জমদগ্নি তপোধনে ।
 সত্যবতী গর্ভে জন্ম লভিলা আপনে ॥
 জমদগ্নি বিভা কৈল রেণুকা সুলক্ষী ।
 তার পঞ্চ পুত্র জনমিলা মহাবলী ॥
 কনিষ্ঠ পরশুরাম বিষ্ণু-অবতাব ।
 নিঃকৃত্রিয় কৈলা পৃথ্বী তিন সম্ভবার ॥
 যেক্রমে কৃত্রিয় নাশ কৈল মহাবীর ।
 তার কথা কহি শুন নৃপতি স্মধীর ॥
 হৈছয় বংশের রাজা কার্ত্তবীৰ্য্য নামে ।
 দস্ত নার যণে তেঁহো কৈল আরাধনে ॥
 তুষ্ট হয়্যা দিল দস্তে সহশ্রেক কর ।
 রিপু-য অব্যাহত গতি যশ বল ॥
 অগ্নিদাদি অষ্টৈশ্বর্য্য যোগেশ্বরগতি ।
 নারায়-প্রসাদে লভিল নরপতি ॥
 বরদর্পে মদগর্ভ বাঢ়িল-তাহার ।
 দিব্য নারী লয়্যা রাজা করয়ে বিহার ॥
 ভাটিবাকে রহে রাজা নরদার জলে ।
 দিব্য নারীগণ লয়্যা জলক্ৰীড়া করে ॥
 হস্তে আচ্ছাদিয়া ল যখনে রহায় ।
 উজ্জল্যো (১) নদীর ল ছকুলে ভাগায় ॥
 তাহাতে শঙ্কর পুত্র লঙ্কার রাবণ ।
 দিব্য উপহারে করে শিব আরাধন ॥
 কুল কল গেল ভাব জলেতে ভাসিয়া ।
 ক্রোধ করি যুদ্ধ কৈল সতরে আসিয়া ॥

কার্তবীৰ্য্য হেলায় জিনিঞা বাহুবলে ।
 লয়া রাবণ রাজার থুলা কপরাগারে ।
 আসিয়া পুলস্ত্য মুনি রাবণ উদ্ধারে ।
 হেন কার্তবীৰ্য্য রাজা হৈল ক্ষিত্তিলে ॥
 এক দিন যুগয়া করিতে গেলা বনে ।
 উত্তরিল জমদগ্নি মূনির সদনে ॥
 সসৈন্তে পূজিল মুনি আতিথ্যবিধানে ।
 দিয়া অন্ন পান দিয়া করাল্য ভোজনে ॥
 রাজ-আভরণ দিল বসন বণ ।
 রাজপুৰী রাডঘব রাজসিংহাসন ॥
 হবির্দানী দেখু তার যোগবল ধরে ।
 প্রসবিয়া দিল সব রাজ-উপহারে ॥
 অতুল সম্পদ তার দেখিয়া মুপতি ।
 মনে মনে চিন্তে রাজ্য কেমন যুগতি ॥
 হরিয়া মুনিব দেখু লৈল নিজপুরে ।
 এনিঞা পরশুরাম জলিল অন্তরে ॥
 ধরিয়া পরশু হস্তে মহা ধনু শয় ।
 পাছে রাম ধাইল যেন দীপ্ত দিনকর ॥
 পুর পরবেশ রাজ্য করে ছেনকালে ।
 উত্তরিল ভৃগুবর পুরের দুয়ারে ॥
 বাজিল তুমুল রণ অর্জুনেব সনে ।
 কার্তবীৰ্য্য যুদ্ধ কৈল সফলবাহনে ॥
 সপ্তদশ অশ্বোহিনী সেনা তয়ন্তর ।
 কাটিল সকল সেনা একা ভৃগুবর ॥
 কোটি কোটি রথ ঘোড়া পবন সঞ্চার ।
 কোটি কোটি মহাগজ পর্বত আকার ॥
 কোটি কোটি মহাবীর রণেতে প্রচণ্ড ।
 কাটিল রামের বাণে কৈলা খণ্ড খণ্ড ॥
 কাটা গেল সব সৈন্ত রণের ভিতরে ।
 রক্তে বহিল নদী শত শত ধারে ॥
 দেখিয়া অর্জুন রাজ্য সৈন্তের বিনাশ ।
 ক্রোধ করি ধাইল যেন সূর্য্য পরকার ॥
 পাঁচ শত হাথে পাঁচ শত শরাসন ।
 পাঁচ শত হাথে শর দীপ্ত হতাশন ॥
 পাঁচ শত বাণ রাজ্য জোড়ে একবারে ।
 কাটিল সকল বাণ রাম এক শরে ॥
 গাছ পর্বত তারে মারিল পেলিয়া ।
 খণ্ড খণ্ড কৈলা রাম কুঠারে কাটিয়া ॥
 সহস্রেক ভূজ তার কাটে একবারে ।
 তবে মাথা কাটিয়া পেলিল ভূমিতলে ॥
 কার্তবীৰ্য্য কাটা গেল রণের ভিতরে ।
 অমৃত ভনয় তার পলাইল ডরে ॥

কার্তবীৰ্য্য হেন বীর কাটিল হেলায় ।
 সবৎস আনিঞা দেখু পিতাকে ভেটায় ॥
 অর্জুনে কাটিয়া রাম থুইল চমৎকার ।
 ত্রিভুবন যুড়িয়া রহিল যশ তার ॥
 জমদগ্নি বলে তবে শুন বাছা রাম ।
 আকরণে কৈলে তুমি এতবড় কাম ॥
 সর্কদেবময় রাজ্য সর্কশাস্ত্রে কহে ।
 ব্রাহ্মণের বুদ্ধধর্ম্য উচিত না হয়ে ॥
 কমাশীল ব্রাহ্মণের নহি বিকার ।
 কন্মায় সকল কর্ম পারি সাধিবার ॥
 কমা কৈলে তুই হন পত্ন ভগবান্ ।
 উচিত না হয় দ্বিজকুলে অভিমান ॥
 গুরু-দ্বিজ বধসম বাজ-বধ ধরি ।
 তীর্থ পর্যাটনে বাপু চল শৌভ্র করি ॥
 তীর্থ সেবা করি তুমি হরি গুরু ভজ ।
 রাজবধ-পাপ বাপু এই মতে তেজ ॥
 বাপের বচন শুনি রাম মহাবল ।
 তীর্থ করিবাবে তবে চলি শঙ্কর ॥
 বাপের আজ্ঞায় করি তীর্থ পর্যাটন ।
 বৎসব পুরিলে রাম কৈলা আগমন ॥
 রেণুকা নামে মাতা পতিসেবা করে ।
 একদিন গেলা তিহো জল ভরিবারে ॥
 দেখিল গন্ধর্বরাজ চিন্সেন নামে ।
 দেবীগণ লয়া ক্রীড়া করয়ে বিমানে ॥
 স্নানভাবে তাহাতে ক্ষণেক দিল চিন্ত ।
 হোমকাল মুনিব বহিল আচরিত ॥
 অন্তরিয়া পাছে মনে হৈলা সচকিতা ।
 জল ভরি শৌভ্র লয়া আইল রামমাতা ॥
 জল ঘট থুই দেবী ভয়েতে ব্যাকুলী !
 রহিল মুনির আগে ঘোড় হাত করি ॥
 দেখিয়া পত্নী হেন দুই ব্যবহার ।
 পুত্রগণ নিকটে দেখিল আপনার ॥
 আজ্ঞা দিল শির কাটি পেলহ সঙ্করে ।
 বাপের বচনে কেহ না করিল ডরে ॥ (১)
 বুঝিয়া বাপের চিত্ত রাম ভৃগুবর ।
 দাঁড়াইল পিতা-আগে যুড়ি দুই কর ॥
 বাপে আজ্ঞা দিল রাম বিলম্ব না কর ।
 সপুত্র মায়ের মাথা শীঘ্র কাটি পেল ॥
 বাপের বচনে রাম না কৈল বিলম্ব ।
 কাটিল মায়ের মাথা কৈলা দুই খণ্ড ॥

(১) পাঠান্তর,—

"বাপের বচন কেহ না পালিল ডরে ।"

ভাইগণে কাটিল বাপের বিভ্রমানে ।
 শোক ছুঃখ একই নহিল তার মনে ।
 পুত্রের প্রভাব দেখি মুনি যোগেশ্বর ।
 বলে বর মাগ মাগ রাম ভৃগু বর ॥
 ভো! হইতে গুরুভক্তি লোকেতে প্রচার ।
 করিয়া সঙ্কট কর্ম থুইলে চঃৎকার ॥
 বর মাগ যে বর ইৎসহ ভৃগুপতি ।
 সেই বর দিব আমি তপের শক্তি ॥
 রাম বলে সন্তে আমি মাগি এই বর ।
 জীউক আমার মাতা ভাই সহোদর ॥
 তা-সভা বধিল যেন নহে তার মনে ।
 এই বর মাগি পিতা ভোমার চরণে ॥
 তুই হয়্যা জন্মদয়ি দিলা সেই বর ।
 সেইকণে জীল মাতা ভাই সহোদর ॥
 এইরূপে বৈসে রাম বাপের আশ্রমে ।
 ভাইগণে লয়্যা বনে গেলা এক দিনে ॥
 অর্জুনের অযুত তনয় দুরাচার ।
 নিরবধি চিহ্নিল রামের অপকার ॥
 শোকেতে ব্যাকুল তারা বাপের মরণে ।
 হেনকালে পশিল মুনির তপোবনে ॥
 কাটিয়া মুনির মাথা নিল অংচঘিতে ।
 রেণুকা রামের মাতা লাগিলা কান্দিতে ॥
 রাম রাম বলিয়া কান্দিল উচ্চস্বরে ।
 মায়ের ক্রন্দন রাম শুনে হেন কালে ॥
 তুরিতে আসিয়া দেখে বাপের মরণ ।
 ছুঃখশোকে ভাইগণ হৈলা অচেতন ॥
 ভাইগণে সমপিয়া বাপের শরীর ।
 পরশু ধরিয়া রাম ধায় মহাবীর ॥
 বিক্রমের সীমা রাম রণেতে প্রচণ্ড ।
 কাটিয়া সকল বীর কৈলা খণ্ড খণ্ড ॥
 রিপুশির দিয়া মহাপর্যন্ত নিখিল ।
 ক্ষত্রিয়কৃষিবে শত শত নদী হৈল ॥
 মহাধনুর্ধর রাম বিষ্ণু-অবতার ।
 নিঃক্ষত্রিয় কৈলা পৃথ্বী তিনসপ্তবার ॥
 হরিল পৃথ্বীর ভার পিতৃবধুলে ।
 শোণিতে নিখিল নব হ্রদ ধরে ধরে ॥
 সমস্তপঞ্চক নাম ক্ষেত্রের ধরিল ।
 মহা পুণ্যতীর্থ করি জগতে স্থাপিল ॥
 আনিঞা বাপের মাথা বুড়িল শরীরে ।
 বাপকে জীয়ায় রাম নিজ যোগবলে ॥
 ক্ষত্রিয় মারিয়া বশ কৈল মহীতল ।
 শত শত বজ্র কৈল পৃথিবী-ভিতর ॥

আপনে আপনা রাম পূজিল বিধানে ।
 সমস্ত পৃথিবী দান কৈল বিজগণে ।
 পুরুষ-পুরাণ রাম কমললোচন ।
 বিক্রমে কেশরী রিপুদল-বিনাশন ॥
 প্রচণ্ড কোদণ্ড ধরে দুঃস্বপ্ন কুঠার ।
 ক্ষত্রিয়ে বধিতে হরি রাম অবতার ॥
 ক্ষত্রিয় বধিয়া রহে মহেন্দ্র পর্বতে ।
 গন্ধর্ব্ব কিয়রে স্তুতি করয়ে সাক্ষাতে ॥
 কলিযুগ খণ্ডিলে দিবেন দরশনে ।
 বেদশাস্ত্র পরচার করিব আপনে ॥
 কহিল পরশুরাম-চরিত্র ব্যাখ্যান ।
 সর্গভূতপতি রাম পুরুষপ্রধান (১) ॥
 গাধি রাণার কস্তা নামেতে সত্যবতী ।
 বর্শিল তাহার বংশে রাম ভৃগুপতি ॥
 জনমিল মহাতেজা গাধির কুমার ।
 বিশ্বামিত্র নাম যার বিদিত সংসার ॥
 তপের প্রভাবে বিপ্র হৈলা মহাশয় ।
 তার ধরে জনমিল শতক তনয় ॥
 বিশ্বামিত্র বংশ কথা রহিল এই হৈতে ।
 বিস্তার করিয়া তাহা না পারি বর্ণিতে ॥
 বুধের কুমার হৈল পুরুষবা নাম ।
 তার ছয় পুত্র জনমিল বলবান্ ॥
 জ্যেষ্ঠ-পুত্র আয়ু নামে পুত্রের প্রধান ।
 তার বংশ কহি রাজ্য কর অবধান ॥
 জনমিল তার পাঁচ পুত্র মহামতি ।
 সত্যয় প্রধান তার নহব নৃপতি ॥
 ক্ষত্রবৃদ্ধ রজি রাত তিন পুত্র হৈল ।
 অনেনা তনয় তার কনিষ্ঠ আছিল ॥
 ক্ষত্রবৃদ্ধ-বংশ কথা কি কহিতে পারি ।
 যার বংশে অবতার কৈলা ধনুর্ধর ॥
 যার নামে জীবের সকল রোগ হয়ে ।
 বিষ্ণু-অংশে ধনুর্ধর বিদিত সংসারে ॥
 যার বংশে শৌনকদি মুনির উৎপত্তি ।
 যার বংশে জনমিল অলক নরপতি ॥
 রাজ্য ভোগ কৈল ষষ্টিসহস্র বৎসর ।
 সপ্তদ্বীপ ক্ষিত্তিতে এক দণ্ডধর ॥
 এইরূপে কত কত হইল নৃপতি ।
 কহিব রজির বংশ শুন মহামতি ॥

(১) অস্ত্র পুথিতে ইহার পরবর্তী চরণধরে অধ্যায় শেষ
 হইরাছে—

“ভৃগুরাম-চরিত্র তন অমৃতের বাণী ।
 ভাগবত-আচার্যের শ্রেমতরঙ্গিণী ॥”

রজি সম রাজা নাহি হয় কিত্তিতলে ।
 যাহার প্রসাদে স্বর্গ পাইল পুরন্দরে ॥
 দেবাসুরে যুদ্ধ কৈল দেবের ভুবনে ।
 দেবে যুদ্ধে হারিল জিনিল দৈত্যগণে ॥
 রাজি রাজ্য ভজিয়া নিলেন পুরন্দরে ।
 জিনিলা অসুর দল নিজ বাহুবলে ॥
 অসুরে জিনিঞা ইন্দ্রে দিল ত্রিভুবন ॥
 ইন্দ্রে ইন্দ্রপদ তবে কৈলা সমর্পণ ॥
 রজি রাজ্য লইল ইন্দ্রের অধিকার ।
 এইরূপে রাজ্যভোগ কৈল চিরকাল ॥
 তবে তহু তেজি রাজ্য গেল বিষ্ণুপুরে ।
 পঞ্চ শতপুত্র তার হৈল মহাবলে ॥
 ধরিয়া বাপের দায় ইন্দ্র অধিকারে ।
 দেবগণ সহ তারা স্বর্গ ভোগ করে ॥
 এইরূপে স্বর্গভোগ করে কথোকাল ।
 বৃহস্পতি তবে তার চিন্তিল প্রকার ॥
 যজ্ঞ করি তা-সত্যার করে মতিভঙ্গে ।
 ধর্মপথ তেজি তারা চলিল কুসঙ্গে ॥
 তবে ইন্দ্র পঞ্চশত বধিল কুমার ।
 দেবগণ লয়া স্বর্গে করে অধিকার ॥
 এইরূপে হৈলা রজিবংশের বিনাশ ।
 নহবংশের কথা করিব প্রকাশ ॥
 নহবের ছয় পুত্র বিদিত সংসারে ।
 যতি আর যযাতি শর্ঘ্যতি নাম ধরে ॥
 আয়তি বিয়তি আর কৃতি বলবান্ ।
 নহবের ছয় পুত্র আছিল প্রধান ॥
 জ্যেষ্ঠ পুত্র যতি তঁহো হরিপরায়ণ ।
 বালে রাজ্য দিল তাথে না পাতিল মন ॥
 নহব আছিল ইন্দ্র স্বর্গ-অধিকারে ॥
 বিজয়াপে হৈল তঁহো সর্পকলেবরে ॥
 যযাতি করয়ে তবে রাজ্যের পালন ।
 চারিদিকে স্থাপিল কনিষ্ঠ ভাইগণ ॥
 শুক্রের দুহিতা তঁহো কৈলা পরিণয় ।
 মহাসুখে রাজ্য ভোগ করে মহাশয় ॥
 এ বোল শুনিঞা রাজ্য ভাবিল বিষয় ।
 কেন বিজকন্যা তঁহু কৈলা পরিণয় ॥
 শুক মুন বলে রাজ্য কহিব কারণে ।
 বেদপে শঙ্ক হৈল ব্রাহ্মণের সনে ॥
 বুৎপর্ক নামে রাজ্য দৈত্য-অধিকারী ।
 আছিল শর্ষিষ্ঠা নামে তাহার কুমারী ॥
 এক দিন গেলা কন্যা স্নান করিবারে ।
 সখীগণ লয়া সঙ্গে নিজ পরিবারে ॥

দেবযানী নামে কন্যা শুক্রের আছিল ।
 সখিভাবে দুইজনে কৌতুকে চলিল ॥
 ভীরের উপরে পরিধান-বস্ত্র খুঁয়া ।
 জলকেলি করে তারা বিবসন হয়্যা ॥
 বহু ভাতি বহুবিধ বিবিধ খেলনে ।
 জলকেলি করে তারা যত সখিগণে ॥
 হেনকালে মহাদেব কৈলা আগমন ।
 পার্শ্বভীর সহ করি বুঝে আরোহণ ॥
 শিব দেখি সঙ্করে উঠিল যত নারী ।
 যার যে যে বসন পরিল বরাহ্মরি ॥
 না গানিঞা শর্ষিষ্ঠা করিল কোন কাম ।
 দেবযানীর বস্ত্র কৈল অঙ্গে পরিধান ॥
 তবে দেবযানী কোপে জ্বলিল অন্তরে ।
 ক্রোধ করি দিল গালি কম্পিত অধরে ॥
 দেখ দেখ আরে রে পাণিনী উনমতি ।
 দাসী-জাতি তুঞি ছার কি তোর শক্তি ॥
 কেন বেটি করিস তু এত অহঙ্কার ।
 আমাব বসনে তোর কিবা অধিকার ॥
 সহজেই ব্রাহ্মণের দাগ শূদ্রজাতি ।
 করিবে বিপ্রেস সেবা যত দিন রাতি ॥
 ব্রাহ্মণের অবশেষ করিব আহার ।
 কুকুরের সবে যেন পিণ্ডে অধিকার ॥
 তপোবলে বাখে সৃষ্টি ব্রাহ্মণশক্তি ।
 ব্রাহ্মণপ্রসাদে সৃষ্টি কবে প্রজাপতি ॥
 বিজয়গুণে বেদপথ ধর্মের প্রচার ।
 ইন্দ্র আদি বেদ যারে করে নমস্কার ॥
 আপনে প্রণাম যারে (১) করে ভগবান্ ।
 হেন বিজয়গুণে বেটি তোর অবজ্ঞান ॥
 ভৃগুবংশ জাণ আমি শুক্র হেন পিতা ।
 শুক্রের অধম তুঞি অসুরদুহিতা ॥
 তুঞি ছার কেলি মোর এত অপকার ।
 করিমু ইহার শাস্তি রহ কথোকাল ॥ (২)
 এ বোল শুনিঞা বলে শর্ষিষ্ঠা কুমারী ।
 আরে দুরাচারিণী তু কেন দিলি গালি ॥
 সহজে ব্রাহ্মণ জাতি ভিক্ষা মাগি খায় ।
 কুকুর সমান গৃহস্থের মুখ চায় ॥
 যার ভাত খেয়্যা তুঞি জীস এত কাল ।
 তারে মন্দ বলিতে তোহোর অহঙ্কার ॥
 মুঞি শাস্তি করিলে রাখিব কার বাপে ।

(১) পাঠান্তর,—“ব্রাহ্মণচরণে ভক্তি” ।

(২) পাঠান্তর,—“দেখহ তৎকাল” ।

প্রতিকার করি তোমার দেখহ প্রতাপে ॥ (১)
 এক্রূপে দেবযানীয়ে তৎসিমা বিস্তর ।
 ধরিয়া পেলিল তারে কুপের ভিতর ॥
 শর্খিষ্ঠা চলিয়া তবে গেলা নিজপুরে ।
 যযাতি মিলিল যথা হেন অবসরে ॥
 যুগয়া করিয়া রাজ্য বলে বনে বনে ।
 তথা উত্তরিল গিয়া জলের কারণে ॥
 বিবসনা কন্তা দেখি কুপের ভিতরে ।
 কৃপায় তুলিল তারে ধরি নিজ করে ॥
 তবে দেবযানী বলে শুন নরেশ্বর ।
 পাণি গ্রহণ কৈলে মোরে দিয়া নিজকর ॥
 তোমা বিনে পতি আর নহিব আমার ।
 এ বোল বুঝিয়া তুমি করহ বেতার ॥
 বিধি ঘটনা কেবা করিব খণ্ডন ।
 দৈবযোগে তোমা সনে হৈল দরশন ॥
 এ বোল শুনিয়া রাজ্য ভাবিলা বিশ্বয় ।
 নিজ পুরে চলি গেলা চিন্তিত হৃদয় ॥
 তবে দেবযানী গেলা আপন ভবনে ।
 কহিল সকল কথা পিতা-বিজ্ঞমানে ॥
 এ বোল শুনিয়া শুক্র বিন্মিত হৃদয় ।
 অন্তরেতে ক্রোধ মূনি কৈলা অতিশয় ,
 অমুরগণের আমি হই পুরোহিত ।
 আমারেই করে এত বড় অমুচিত ॥
 এ বোল বলিয়া কন্যা লয়্যা ক্রোধ মনে ।
 তেজিয়া অমুরপুর চলিলা তখনে ॥
 বৃষপর্কী শুনে তবে এ সব কাহিনী
 চরণে ধরিয়া তবে রাখে শুক্র মূনি ॥
 শুক্র বলে কতু আমি ক্রোধ নাহি করি ।
 কন্তার বচন আমি ছাড়িতে না পারি ॥
 কন্তার বচন তুমি কর সমাধানে ।
 তবে সে রহিতে পারি তোমার বচনে ॥
 তবে বৃষপর্কী রাজ্য কোন কর্ম করে ।
 দেবযানীর চরণ ধরিল দুই করে ॥
 দেবযানী বলে রাজ্য কাহিব তোমারে ।
 বাপে মোরে বিভা লঞা দিব রাজ্যধরে ॥
 তোমার শর্খিষ্ঠা কন্তা মোর দাসী হয় ।
 করিব আমার সেবা দাসীগণ লয়্যা ॥

(১) পাঠান্তর,-

“প্রতিফল দিব ভোগে দেখুক সর্বলোকে” ।

অতঃক,—প্রতিফল করে। তোর দেখু

সবলোকে” ।

তবে সে রহিতে পারি কহিলু নিশ্চয় ।
 ভাবিয়া চিন্তিয়া তুমি দঢ়াহ হৃদয় ॥
 তার বাক্য দেত্যরাজ্য কৈলা অঙ্গীকার ।
 তবে শুক্র বাহাড়িয়া আইল আরবার ॥
 আনিল যযাতি রাজ্য করি শুভক্ষণে ।
 দেবযানী বিভা দিল যযাতির স্থানে ॥
 শর্খিষ্ঠা কুমারী তার দিল দাসী করি ।
 তবে শুক্র মূনি বলে বোল দুই চারি ॥
 শর্খিষ্ঠাকে কতু তুমি না নিহ শয়নে ।
 আমার কন্তার তুমি করিহ পালনে ॥
 অঙ্গীকার কৈলা রাজ্য মূনির বচনে ।
 আপনার রাজ্যে তবে চলিলা তখনে ॥
 এইরূপে দেবযানী আছে কতকাল ।
 কথোদিন বই দুই জন্মিল কুমার ॥
 শর্খিষ্ঠা রাণার স্থানে কৈলা নিবেদন ।
 ভজিব তোমারে আমি অপত্য-কারণ ॥
 তবে রাজ্য যযাতি চিন্তিল মনে মনে ।
 শুক্রের বচন চিন্তে করে স্মরণে ॥
 তিরিঙ্গাতি ভজিলে ছাড়িতে না জুয়ায় ॥
 শুক্রের বচনে হৈব কেমন উপায় ॥
 অদৃষ্ট মানিঞা তার পালিল বচন ।
 তিন পুত্র তার গর্ভে হৈল উৎপন্ন ॥
 যদু আর তুর্কসু লভিল দেবযানী ।
 শর্খিষ্ঠার কহি এবে পুত্রের কাহিনী (১)
 ক্রতু অন্ন পুরু নামে তিন পুত্র হৈল ।
 তা দেখিয়া দেবযানী মনে ক্রোধ কৈল ॥
 ক্রোধ করি গেলা দেবী বাপের মন্দিরে ।
 তার পাছে যযাতি চলিল ধীরে ধীরে ॥
 বিস্তর সাধিল তারে করিয়া বিনয় ।
 চরণে ধরিল তমু নহিল সদয় ॥
 সেইমতে গেলা দেবী বাপ বিজ্ঞমান ।
 ক্রোধে শুক্র জ্বলিল যেন দীপ্ত হতাশন ॥
 দিক্ দিক্ আরে রাজ্য পুরুষ-অধম ।
 এত বড় তিরিঙ্গিত তুঞি হুই জন ॥
 তোর দেহে করু গিয়া জরা পরবেশ ।
 তিণোক হরয়ে যেন দিব্য রূপ বেশ ॥
 তবে রাজ্য যযাতি চিন্তিল মনে মনে ।
 শুক্র মূনি শাপ দিল বিনয় বচনে ॥
 তৃপ্তি না হইল মোর কাম ভোগ করি ।
 তব দুহিতার প্রেম ছাড়িতে না পারি ॥

(১) পাঠান্তর,—“আর অপূর্ণ কাহিনী” ।

আন দেহে করে যেন জন্ম আরোহণ।
 এই আত্মা কর যোরে হইয়া প্রসন্ন।
 তবে এই বল তারে দিলা মুনিবরে।
 দেবযানী লয়া রাজা গেলা নিজঘরে ॥
 জ্যেষ্ঠ পুত্র যত্ন তবে ডাক দিয়া আনে।
 কহিল সকল কথা পুত্র-বিদ্যামানে ॥
 যোর জন্ম লয়া তুমি রহ কথোকাল।
 তোমার যৌবন দেহ আশ্রুক আমার ॥
 এ বোল শুনিঞা যত্ন বলে কোন বাণী ॥
 কারে বলে সুখভোগ একুই না জানি ॥
 কামভোগ না করিয়া রহিব কেমনে।
 না পারিব জন্ম আমি করিতে ধারণে ॥
 তবে ডাকি আনিল তুরীসু দ্রুত অহু।
 তা-সভারে কহিল সকল ধর্মপাত্র (১) ॥
 তারা-সব একে একে দিলেন উত্তর।
 কেন হেন বাণী তুমি বল নরেশ্বর ॥
 সুখ ভোগ না করিব যৌবনসময়।
 জন্ম লয়া থাকিব কাহার মনে লয় ॥
 আমি-সব না পারিব পালিতে বচন।
 তবে রাজা চিন্তিয়া রহিলা কথোকল ॥
 ডাক দিয়া পুরু নামে আনিল তনয়।
 সভায় কনিষ্ঠ সেহ বুদ্ধি অভিযয় ॥
 তারে কহে যোর বাক্য করহ পালনে।
 তুমি জানি কর কর্ম জ্যেষ্ঠের সমানে ॥
 জন্ম লয়া তুমি বাপ রহ কথোকাল।
 তোমার যৌবন লয়া করিব বিহার ॥
 এ বোল শুনিঞা তবে পুরু মহামতি।
 কহিল বাপের আগে করিয়া মিনতি ॥
 পুত্র হৈতে দেখি সন্তে এই প্রয়োজন।
 কাম মন-বাক্যে পালে বাপের বচন ॥
 চিন্তিতেই করে কর্ম সেই সে উত্তম।
 বলিলে করয়ে কর্ম সেবক মধ্যম ॥
 অসন্তোষে করে কর্ম অধম কেবল।
 বলিতেহ না করে কেবল মুক্ত মল ॥
 এ বোল বলিয়া পুরু পাতি দুই কর।
 জন্ম লয়া বাপের চলিল নিজ ঘর ॥
 তবে রাজা সুখ ভোগ কৈল চিরকাল।
 সমুদ্রীপ শাসিল স্থাপিল অধিকার ॥
 মানা যজ্ঞ দান করি ভজিল শ্রীহরি।
 যোগেন্দ্র বনিত-পদ নিজ চিন্তে ধরি ॥

নানারূপে সুখভোগ কৈল নিরন্তরে।
 তমুত সন্তোষ তার লৈল কলেবরে ॥
 তবে রাজা দেখিয়া আপন দুঃখচার।
 আপনার চিন্তে কৈল আপনে দিকার ॥
 দেবযানী ডাক দিয়া আনে সন্নিধানে।
 ছলে কিছু কহিল তাহার বিদ্যামানে ॥
 শুন দেবযানী এক অপক্লপ কথা।
 কহিব তোমার আগে না পাইহ ব্যথা ॥
 এক মহাহাগল বেড়ায় বনে বনে।
 এক ছাগ্নি সহ হৈল কূপে দরশনে।
 ছাগ্নি উদ্ধারিতে ছাগ নানা যুক্তি করে।
 অনেক বতন করি তুলিল উপরে ॥
 ছাগ দেখি ছাগলীর হৈল অভিলাষ।
 তাব সহ চিরকাল কৈল গৃহবাস ॥
 আর বত ছাগ্নিগণ লয়া ছাগরাজ।
 নিরন্তর ক্রীড়া করে ছাগলী সমাঝ ॥
 দৈবযোগে এক ছাগ্নি আছিল প্রাধান্য।
 কামভাবে তবলী (১) হইল ভজমান্য ॥
 তার সনে ছাগরাজ কৈল রতিভোগ।
 বড় ছাগ্নি তা-দেখিয়া কৈল মহাকোপ ॥
 ছুট্ট হেন নিজ পতি দেখিয়া তখনে।
 দুঃখ পেয়া ছাগে ছাড়ি গেলা নিদ্র স্থানে ॥
 লম্বদাড়ি হুল বলবান বৃদ্ধ ছাগ।
 ছাড়িতে না পারে সেই ছাগ্নি অহুরাগ।
 বকবক বববদ শব্দ করিয়া।
 পাছে পাছে যায় তার চরণে গোড়ায়্যা ॥
 তমু রূপা না করিল ছাগ্নি দোচারিণী।
 চরণে ঠেলিয়া পতি পেলিল পাপিনী ॥
 পুরুবে আছিল ছাগ্নি এক বিজয়রে।
 কহিল সকল কথা তাহার গোচরে ॥
 ছাগীর বচন শুনি দ্বিজ ক্রোধ কৈল।
 কাটিয়া ছাগের অণ্ড বল হরি নিল ॥
 তবে ছাগ ব্রাহ্মণে শান্তিল পায়ে ধরি।
 উপায় করিয়া বিপ্র বল রক্ষা করি ॥
 তবে সেই ছাগ্নি লয়া আইল আরবার ॥
 তার সনে সুখ ভোগ করে চিরকাল (২) ॥
 তমু তার সুখভোগে নহিল সন্তোষ।
 সেইরূপ ছুট্ট জন আমি মতিনাশ ॥

(১) ছাগ্নি।

(২) পাঠান্তর,—

“চিরকাল তার সঙ্গে করিল বিহার।”

(১) পাঠান্তর—“ধর্মপাত্র”।

আপনা না জানি আমি হয়। বিবোধিত।
 তোমার পীড়িতবশে সহজে বঞ্চিত।
 পৃথিবীর ধনধান্য কনক রতন।
 পৃথিবীর যত নারী কুঞ্জর বাহন।
 সকল একত্র করি করি উপভোগ।
 ভয় নাহি দেখি চিত্তে সন্তোষ সংযোগ।
 কামভোগ অভিলাষ না যায় ধ্বংস।
 যত দিলে আর যেন বাঢ়ে হতাশন।
 বাবৎ গোবিন্দপদে নাহি হয়ে রতি।
 বাবৎ সকল জীব না হয় পীড়িত।
 তাবৎ জীবের কভু নহে প্রতিকার।
 আমি সন্তে মায়ার বঞ্চিত এতকাল।
 দত্ত কেশ গলে অঙ্গ গলয়ে সকল।
 বুদ্ধি বল টুটে আশা বাঢ়ে নিরন্তর।
 জননী ভগিনী কত। রহি তার সঙ্গ।
 পণ্ডিতেহ তার সঙ্গে হয় মতিভঙ্গ।
 এত সুখ ভোগ করি এতেক বৎসর।
 তবু যোর অভিলাষ বাঢ়ে নিরন্তর।
 ছাড়িব সকল সুখ ভোগ অভিলাষ।
 ভজিমু গোবিন্দ-পদ হৈব হরিদাস।
 তেজিমু সকল দেহ-গেহ-অহঙ্কার।
 বনে গিয়া যুগ সহে করিব বিহার।
 দেবযানী প্রবোধিল এত পরকারে।
 পুরু পুত্রে রাজা বৈল নিজ অধিকারে।
 ক্রম্য নামে পুত্রে রাজ। কৈল পুরুষদিগে।
 বড়পুত্রে স্থাপিল দক্ষিণ ভূমিভাগে।
 তুর্কস্বকে দিল রাজ্য পশ্চিম সকল।
 অল্প পুত্রে দিল আর যতেক উত্তর।
 চারি পুত্রে স্থাপিল পুরুষ বংশ করি।
 চলিল যযাতি রাজ। রাজ্য পরিহরি।
 পুরুকে যৌবন দিল নিজ জরা লই।
 চলিল যযাতি রাজ। অবশুত হই।
 ভক্তিতাবে হরিপদ করিয়া চিন্তন।
 চলিল বৈকুণ্ঠে রাজা ছুটিল বন্ধন।
 দেবযানী শুনিঞ। এতেক ছলবাণী।
 বুঝিল সকল কথা চিত্তে অল্পমানি।
 স্বপন সমান যেন দেখিল সংসার।
 ভিলেকে ছাড়িল সব দেহ-অহঙ্কার।
 কৃষ্ণে মন নিয়োজিয়া ছাড়িল জীবন।
 কৃষ্ণপদে প্রবেশিল ছুটিল বন্ধন।
 তবে রাজা পুরুবংশে কহিব বিস্তার।
 সেই পুরুবংশে বাপু জনম তোমার।

যে বংশে ভরত রাজা হৈল উপাদান।
 যার মাতা মহাসতী শকুন্তলা নাম।
 দুয়ন্ত যাহার পিতা জগতে বিদিত।
 ভরত বৃপতি-সিংহ ভুবনে পুণ্ডিত।
 বিষ্ণু-অংশে অবতার শুদ্ধ সমুদয়।
 বিক্রমে কেশরী রাজা প্রসন্নহৃদয়।
 পরীত সমান স্থির সাগর-গভীর।
 সূর্য্য সম প্রতাপ প্রসন্ন যেন নীর।
 ভরত রাজার যশ গায় ত্রিভুবনে।
 যার বংশে রত্নদেব হৈল উপাদানে।
 রত্নদেব-চরিত্র কহিব পুণ্যকথা।
 রত্নদেব-সম নাহি ত্রিভুবনে দাতা।
 সমুদ্রীপ ক্ষিতিতেল যার অধিকার।
 তবু যার অবশেষে না রহে আহার।
 যত যত ধন দ্রব্য হয়ে উপসর।
 কিছু তার অবশেষে না করে রক্ষণ।
 অষ্ট দিন অধিক চার্লশ দিন ধরি।
 সবংশে রহিল রাজা উপবাস করি।
 দিতে দিতে অবশেষ না রহে তাহার।
 এই সে কারণে কিছু না করে আহার।
 পারগাধিবসে তার মেলি বন্ধুগণে।
 যত দুঃখ পরমায় আনিল যতনে।
 ভোজন করিতে রাজা হৈল উপসন্ন।
 হেনকালে আইল। এক ক্ষুধিত ব্রাহ্মণ।
 আদরে পুজিয়া দ্বিজে ভোজন করাই।
 পারণা করিব তবে বন্ধুগণ লই।
 হেনকালে আইল এক দুর্গত বুঝলে।
 অন্ন দেহ অন্ন দেহ উচ্চরয়ে বলে।
 বড় দুঃখ পাইল তার কাতর বচনে।
 অবশেষ অন্ন দিয়া করাল্যা ভোজনে।
 ভোজন করিয়া শূদ্র যার কথোদর।
 ডাকিয়া বলিল এক চণ্ডাল নিষ্ঠুর।
 অতিশয় ক্ষুধায় শরীর যোর দহে।
 দুঃখিত : কুরগণ আছে যোর সহে।
 তোমার সাক্ষাতে আমি হৈলু উপসরে।
 গণসহে যোরে অন্ন দেহ এইক্ষণে।
 দুঃখবাণী শুনি রাজা বড় দুঃখ পাইল।
 যত কিছু আছিল সকল তারে দিল।
 একজন পিয়ে হেন অবশেষ জল।
 সন্তে এই রহি গেল রাজার গোচর।
 হেনকালে আইল এক দুঃখিত চামার।
 কহে জল দিয়া রাখ জীবন আমার।

କରୁଣ ବଚନେ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଅତିଶୟ ।
 সেই ଭଲ ଦିଆ ତାରେ ଏମନ୍ତ ହନ୍ତୟ ॥
 ତବେ ରାଜା ନିବେଦିଲ କୃଷ୍ଣେର ଚରଣେ ।
 সকল সম্পদে যୋର নাହି প্রয়োজনে ॥
 ଅষ্টସିদ্ধି অষ্টনিধি নহক আমার ।
 যୋক্ষপদ নাହି মাগি চরণে তোমার ॥
 সকল ଜীবের দুଃখে মুକ୍ତି হও দুଃখী ।
 তোমার କୃପায় সର୍ବলোক ହোক সুখୀ ॥
 এই বର ମାଗିଁ ଶତେ ତୋମାର ଚରଣେ ।
 ସର୍ବଲୋକ ସୁଖୀ ହୋକ ଏହି ଜଳଦାନେ ॥
 ଏ ବୋଲ ବଲିଆ ରାଜା ରହିଲ ସେখানে ।
 ইନ୍ଦ୍ର ଆଦି ଦେବଗଣ ଦିଲା ଦରଶନେ ॥
 ইନ୍ଦ୍ର বলে আমি সব নାନା মায়া କରି ।
 তোমা পরୀক্ষିଲୁଁ ରାଜା ନାନା ମୁକ୍ତି ধରି ॥
 ତବେ ରାଜା ଦେବଗଣେ କୈଳା ନମସ୍କାର ।
 କରଯୋଡ଼ କରିয়া মাଗିଲ ପରିହାର ॥
 କୃଷ୍ଣ ଆଳସ୍ୟ ଚିତ୍ତେ କୈଳା ନୃତ୍ୟମତେ ।
 ହେନ ରକ୍ତିଦେବ ରାଜା ଆছিল ଜଗତେ ॥
 সেই ପୁରୁଷବଂଶେ କ୍ରମଦେର ଉତ୍ତପତି ।
 ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ସାହାର କନ୍ତା ନାମେ ମହାସତୀ ॥
 ହୃଷିକେଶ ଆଦି ସାର ପୁତ୍ର ବଳବାନ ।
 ହେନ ରାଜା କ୍ରମେ ସାହାତେ ଉପାଦାନ ॥
 କୃପାପାତ୍ର ହେଲ ସାହେ ମହାଧନୁର୍ଦ୍ଧର ।
 ହେନ ପୁରୁଷବଂଶ ବାମ୍ନ ମହିମ-ସାଗର ॥
 ଏହି ବଂଶେ ଶିଶୁପାଳ ହେଲ ଉତ୍ତମ ॥
 ଏହି ବଂଶେ ଜରାସନ୍ଧ ରାଜାର ଜନମ ॥
 ଏହି ବଂଶେ ଜନମିଲ ଶାନ୍ତସୁ ନୁପତି ।
 ଏକଚକ୍ରେ ଶାସିଲ সকଳ ବସୁମତୀ ॥
 ଗନ୍ଧାଦେବୀ ସାର ପତ୍ନୀ ପତିତପାବନୀ ।
 ତୀର୍ଥ ହେନ ପୁତ୍ର ସାର ନରଲୋକମଣି ॥
 ସାର ପତ୍ନୀ ସତ୍ୟବତୀ ଦାସେର ଦୁହିତା ।
 ଚିତ୍ରାବଦ୍ଧ ବିଚିତ୍ରବୀର୍ଯ୍ୟେର ଜୟ ସଖା ॥
 সেই ସତ୍ୟବତୀଗର୍ଭେ ଜନମିଲ ବ୍ୟାସ ।
 ସାହା ହେତେ ଜଗତେ সকଳ ପରଦାଶ ॥
 ଚିତ୍ରାବଦ୍ଧ ପୁତ୍ର ଗତ ହେଲା (୧) କଥୋକାଳେ ।

ବିଚିତ୍ରବୀର୍ଯ୍ୟେର କଥା କହିବ ତୋମାରେ ॥
 ବିଚିତ୍ରବୀର୍ଯ୍ୟେର ଦୁହି ଆছিল ବନିତା ।
 ଅସା ଅସାଲିକା କାଶୀରାଜାର ଦୁହିତା ॥
 ତା-ସତୀର ସଙ୍ଗେ ରାଜା ରହେ ସର୍ବକ୍ଷଣ ।
 ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳ ହସ୍ତା ଶିହୋ ମୈଳ ତେ-କାରଣ ॥
 ସତ୍ୟବତୀ କାରଣେ ବ୍ୟାସେର ଆଗମନ ।
 ବ୍ୟାସଦେବ ତିନି ପୁତ୍ର କୈଳ ଉତ୍ତମ ॥
 ହୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପାଣ୍ଡୁ ଆର ବିଦୁର ସୁଧୀର ।
 ତିନି ପୁତ୍ର କ୍ଷିତିତଳେ ହେଲ ମହାବୀର ॥
 ହୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଶତ ପୁତ୍ର ହେଲ ମହାବଳ ।
 ଗାନ୍ଧାରୀ-ଉଦରେ ଏକ ଶତ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ॥
 ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପୁତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବିଦିତ ସଂସାରେ ।
 ଜନମିତ୍ରା ଦୁଷ୍ଟ କର୍ମ କୈଳ ଦୁରାଚାରେ ॥
 ଯୁଗସା କରିତେ ପାଣ୍ଡୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷିତେ ଶାପିଲ ।
 ତେ କାରଣେ ନାରୀ-ସନ୍ତାପଣେ ସେ ବଞ୍ଚିଲ ॥
 ଧର୍ମ ହେତେ ଜନମିଲ ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ।
 ବାୟୁ ହେତେ ଜନମିଲ ଭୀମ ମହାବୀର ॥
 ଶୁକ୍ର ହେତେ ଅର୍ଜୁନ ବୀରେର ଉପାଦାନ ।
 ତିନି ପୁତ୍ର କୁନ୍ତୀଗର୍ଭେ ହେଲ ବଳବାନ ॥
 ସହଦେବ ନକୁଳ ମାଜ୍ଜୀର ଗତେ ହେଲ ।
 ଅଶ୍ୱିନୀକୂମାର ଆସି ତାର ଜନ୍ମ ମିଳ ॥
 ଅର୍ଜୁନେର ପୁତ୍ର ହେଲ ସୁଭଦ୍ରା-ଉଦରେ ।
 ଅଭିମନ୍ୟୁ ତାର ନାମ ବିଦିତ ସଂସାରେ ॥
 ତାର ପୁତ୍ର ଦ୍ରୁପଦ ବାମ୍ନ ପୁରୁଷ-ରତନ ।
 ଉତ୍ତରାର ଗର୍ଭେ ଦ୍ରୁପଦ ଲଭିଲେ ଜନମ ॥
 ଅନ୍ଧାଧାମା ବ୍ରହ୍ମ-ଅନ୍ଧା ଫେଲିଲ ଉଦରେ ।
 ଚକ୍ରେ ଅନ୍ଧ କାଟିଲା ରାଧିଲ ଗଦାଧରେ ॥
 ଜନ୍ମେଜୟ-ଆଦି କରି ତନୟ ତୋମାର ।
 ସର୍ପସଂହାର କରି ସର୍ପ କରୁଣ ସଂହାର ॥
 ପୁରୁଷବଂଶ ସମୁଦ୍ର କରିଆ ଆଦି ଅନ୍ତ ।
 କହିଲ ସଂକ୍ଷେପେ କିଛି ଶକତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ॥
 ଭାଗବତ-ଆଚାର୍ଯ୍ୟେର ମଧୁର-ବାଣୀ ।
 ଜ୍ଞାନ-ଶୁଦ୍ଧ ଗଦାଧର ଧୀର-ଶିରୋମଣି (୧) ॥

(୧) ପାଠାନ୍ତର,—“ରାଜା ହସ୍ତା ମୈଳ”;
 ଅନ୍ୟାନ୍ୟ,—“ତାର ମୈଳ” ।

(୧) ପାଠାନ୍ତର—“କୃଷ୍ଣ-କଥା-ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଶ୍ରେୟ-ତରଂଗିଣୀ” ।

ହିତ ଶ୍ରୀଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ନବମ ଶ୍ଳୋକେ
 ତୃତୀୟୋଽଧ୍ୟାୟଃ ॥ ୩ ॥

চতুর্থ অধ্যায় ।

এবে রাজা গুন কিছু যে কহিয়ে আর ।
 অমুবংশে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ বিস্তার ॥
 দ্রুহ্যবংশে জনমিল স্নেহে অধিপতি ।
 পাপিগণ তারা সব উত্তরে বসতি ॥
 তুর্কস্বয়ং বংশ ক্ষীণ হৈল কথোকালে ।
 পুরুবংশে মিলিয়া রহিল নিরন্তরে ॥
 এখানে কহিব যদুবংশের বিস্তার ।
 পূর্ণ ব্রহ্ম কৃষ্ণ যাথে কৈলা অবতার ॥
 যদুবংশ-চরিত্র পবিত্র পুণ্যগাথা ।
 যদুবংশে কহিব কেবল স্বয়ংকথা ॥
 গুণিলে ছরিত হয়ে হুঃখ বিমোচন ।
 যদুবংশ-গুণ-গাথা পরম পাবন ॥
 যদুর জন্মিল পঞ্চ পুত্র মতিমান ।
 তাহাতে প্রধান পুত্র শতাব্দে নাম ॥
 তার চারি পুত্র জ্যেষ্ঠ 'হৃদয়' কুমার ।
 তা' পুত্র নেত্র কুস্তি তনয় তাহার ॥
 তার পুত্র সোহাগি আছিল মহাবীর ।
 তদ্রসেন তার পুত্র জ্ঞানে মহাদীর ॥
 দুর্মদ কুমার তার ধনক তনয় ।
 তার পুত্র কৃতবীৰ্য্য রাজা মহাশয় ॥
 অর্জুন কুমার তার সপ্তদ্বীপেশ্বর ।
 কার্তবীৰ্য্য অর্জুন নৃপতি মহাবল ॥
 কার্তবীৰ্য্য-সম রাজা নহিব না ছিল ।
 যাহার নিম্নল যশে জগৎ পুরিল ॥
 পঁচাত্তি সহস্র ধরি বৎসর প্রমাণ ।
 রাজ্যভোগ কৈল রাজা মহা বলবান্ ॥
 তার এক সহস্র তনয় জনমিল ।
 পঞ্চ পুত্র সন্তে তার যুদ্ধে উত্তরিল ॥
 পরশুরামের যুদ্ধে মৈল পুত্রগণ ।
 পঞ্চ পুত্র জীল তার বংশের কারণ ॥
 তার জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়ধ্বজ মহাবল ।
 তার পুত্র তালজঙ্ঘ্য যথাধনুর্ধর ॥
 মধু নামে এক পুত্র আছিল তাহার ।
 জনমিল একশত মধুর কুমার ॥
 মধু নামে মাধব যাদব যদু নামে ।
 বৃষ্ণি নামে জানি বৃষ্ণিবংশের কারণে ॥
 শশবিন্দু রাজা হৈল বংশের প্রধান ।
 নহিল নহিব রাজা তাহার সমান ॥
 শশবিন্দু চক্রবর্তী সপ্তদ্বীপেশ্বর ।
 এক চক্রে ক্ষিত্তিতল শাসিল সকল ॥

দশ সহস্র পত্নী আছিল তাহার ।
 জনমিল দশ সহস্র লক্ষ কুমার ॥
 ছয় পুত্র প্রধান তাহাতে জনমিল ।
 তা সভার পুত্র পোত্রে পৃথিবী পুরিল ॥
 এই বংশে বিদর্ভ বাজার উতপত্তি ।
 যার কন্যা রক্ষিণী কমলা গুণবতী ॥
 এই বংশে সত্রাজিৎ প্রসেন জনম ।
 এই বংশে যুগধান 'হল উৎপন্ন ॥
 সাত্যকি উদ্ধব এই বংশে জনমিল
 কৃতবর্মা অক্রুর যাহাতে উপজিল ॥
 যদুবংশে জনমিল অন্ধক নৃপতি ।
 আলক তনয় তার হৈল মহামতি ॥
 আশকের দুই পুত্র বিদিত সংসারে ।
 উগ্রসেন কনিষ্ঠ দেবক জ্যেষ্ঠ আবে ॥
 দেবকের চারিপুত্র সপ্ত কন্যা হৈল ।
 সভার কনিষ্ঠ তার দেবকী আছিল ॥
 বসুদেব কৈলা সাত কন্যা পরিণয় ।
 উগ্রসেনঘরে নব জন্মিল তনয় ॥
 জ্যেষ্ঠ পুত্র কংস তাথে জগতে বিদিত
 যার ভয়ে সুরাসুর ধরণী কম্পিত ॥
 এই যদুবংশে বসুদেবের জনম ।
 যার ঘরে অবতার কৈলা নারায়ণ ॥
 যার জন্মকাল হল দুন্দুভ-বা-ন ।
 সুরগণ কৈল যাহে পুষ্প-বরিষণ ॥
 সপ্ত পুত্র জনমিল দৈবক-উদরে ।
 কীষ্টিমন্ত আদি করি বিদিত সংসারে ॥
 অষ্টমে আপনে হরি কৈলা অবতার ।
 ক্ষিত্তিতলে কৈলা দুষ্ট দৈত্যের সংহার ॥
 অধর্ম খণ্ডাহ ধর্ম করিল স্থাপন ।
 দুষ্ট বিনাশিয়া শিষ্ট করিল পালন ॥
 অজ হনু জনমিলা এই সে কারণে ।
 কষ্ঠা নহে কর্ম কৈলা ব্রহ্মার বচনে ॥
 লোকপরিভ্রাণ হেতু থুইলা যশতার ।
 যার কর্মে রহিল দেবের চমৎকার ॥
 যার পুণ্য-যশ-জলে করিয়া মজ্জন ।
 কর্ণপথে করে জীব ভব বিমোচন ॥
 গোপকূলে বৃন্দাবনে করি বালকেনি ।
 মধুপুরে মল্লযুদ্ধ কৈলা বনমালী ॥
 বিবিধ বিনোদ করি দ্বারকা ভুবনে ।
 পৃথিবীর গুরুভার হরিলে আপনে ॥

ହୃଦୟେ ସହକୂଳ କରିয়া ବିନାଶ ।
 ତତ୍ତ୍ୱବୋଗ ଉଦ୍ଧବେ କରିয়া ପରକାଶ ।
 ବୈକୁଣ୍ଠ ବିଜୟ ଥବେ କୈଳା ଗଦାଧର ।

ହେନ ସହବଂଶ ରାଜା ମହିମା-ସାଗର ॥
 ଶ୍ରୀଳ ଗଦାଧର ଜାନ, ସୌରଶିରୋମଣି ।
 ଭାଗବତ-ଆଚାର୍ଯ୍ୟେର ପ୍ରେମଭରଦ୍ୱିଜୀ ॥

ହିତି ଶ୍ରୀଭାଗବତେ ମହାନୁଗ୍ରାଣେ ନବମ ଶ୍ଳୋକେ

ଚତୁର୍ଥୋହିତ୍ୟାୟଃ ॥ ୫ ॥

ହିତି ନବମ ଶ୍ଳୋକଃ ସମାପ୍ତଃ ॥

ଦଶମ ଶ୍ଳୋକ

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତଃ ପୁର୍ଣ୍ଣାବତୀର୍ଣ୍ଣପ୍ରବନ୍ଧଃ ସୁଦା,
 କୁର୍ବେ ସର୍ବଂ ନନ୍ତ ଚିନ୍ତ-ପରମପ୍ରେମପ୍ରଦଂ ଶ୍ରୀତରେ ॥
 ନନ୍ଦା ଶ୍ରୀରକିଶୋରସ୍ତୁତିମିହିତଜ୍ୟୋତିର୍ଭଗବତ୍ତମଃ,
 ବ୍ୟାସଂ ବ୍ୟାସସ୍ମୃତଃ ଶୁକମାଳୟେ ପରାନନ୍ଦମ୍ ॥

ସଚକାଶ୍ଚକ୍ଷୁଗାଞ୍ଜୁଲୋଚନେ
 ଜ୍ୱଳମ୍ବପ୍ରତିମତ୍ତୁଞ୍ଜିତଃ ।
 ସୁରଲୀତରଲୀକୃତଗୋପିକା-
 ଭୂତସଂକଳିତେ ସମ ମାନସେ ॥

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତାଚାର୍ଯ୍ୟଃ ପ୍ରେମଭକ୍ତିବିବୁଧଃ ।
 ସ୍ଥିରତେ ପରମାନନ୍ଦଃ ଶ୍ରୀଗୋବିନ୍ଦକଥାସୁତଃ ॥

ନୟୋ ନୟୋ ଶୁକ୍ର ଚରଣେ ନୟନ୍ଦାର ॥
 ବାହାର କୁମ୍ଭାରେ ଖଣ୍ଡେ ଥବ ଶ୍ରବକାର ।
 ନୟୋ ନୟୋ ଗୁଣପାତ ବିନ୍ଦୁ ବିନାଶନ ।
 ନୟ ବେଦବ୍ୟାସ ସତ୍ୟବତୀର ବନ୍ଦନ ॥
 ନୟୋ ବ୍ୟାସସ୍ମୃତ ଶୁକ ମହାବୋଗେଶ୍ୱର ।
 ସୁନୀଳ-ବନ୍ଦିତପଦ ଲୀଳା-କଳେବର ॥
 ଶୁକସୁନି-ଚରଣେ ଗୋହୋର ପରମାୟ ।
 ବାହାର କୁମ୍ଭାରେ ଭାଗବତ ଉପାଦାନ ॥
 ଦେବ-ବିଦ୍ଧ ଚରଣେ କରିয়া ପରମାୟ ।
 କୁକଣ୍ଠେ ପାଞ୍ଚାଳି ରଚିବ ସଫାମତି ॥
 ନୟୋ ନୟୋ ନାରାୟଣ-ଚରଣେ ଶ୍ରୀମାୟ ।
 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ-କୋଟିର ହିତି-ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବିଦାନ ॥
 ପୁରୁଷ-ପୁରାଣ ହରି ଅନାଦିନିଧାନ । (.)

ଲୀଳା-ଅବତାର କରେ ଶକତ-ତାରଣ ॥
 ଚରଣ-ପଦ୍ମରେ ଶ୍ରୀୟ କରିବା ଶ୍ରୀମାୟ ।
 କଥାଛଳେ ଭାଗବତ କରିବ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ॥
 ଅୟ ଅୟ ନନ୍ଦସ୍ମୃତ ବ୍ରଜକୂଳପତି ।
 ଅୟ ଅୟ ସହନାଥ ତ୍ରିଭୁବନଗତି ॥
 ଅୟ ଅୟ ଜଗତନିବାସ ହୃଦୀକେଶ ।
 ଅୟ ଅୟ ଶକ୍ତକୂଳ-ନିଳିନୀ-ନିନେଶ ॥
 ଅୟ ଅୟ ବ୍ରହ୍ମାଦିବନ୍ଦିତ-ପାଦପଦ୍ମ ।
 ଅୟ ଅୟ ଦିବ୍ୟ ଅବତାର-ନବସନ୍ନ ॥
 ଅୟ ଅୟ କମଳା-ମାଳିତ-ପଦପଦ୍ମ ।
 ଅୟ ଅୟ ସୁନୀଳ-ମାନସ-ସୁଧାନଳ ॥
 ଅୟ ଅୟ ଶୁଣିବିଧି ଅୟ ଦୟାବର ।
 ଅୟ ଅୟ ଶକତବଂଶଲ ରମ୍ୟର ॥
 ଅୟ ଅୟ ସହକୂଳ-କମଳ-ଭାବର ।
 ଅୟ ଅୟ ବ୍ରଜବଧୁ-କଳ-ଶର୍ମସର ॥

(.) ଅନ୍ତ ପୂର୍ବର ପାଠ,—

“ଅବ୍ୟୟ ପରମାନନ୍ଦ ନିତ୍ୟ ମନାତନ”

জয় জয় মহাভয়-দুরিত-ভঞ্জন ।
 জয় জয় পরচণ্ড পাবণ্ড-খণ্ডন ॥
 জয় জয় অনুর-খণ্ডন মহামতি ।
 জয় ব্রজবধু-মুখ-সরোজ-দ্যুতি (১) ॥
 জয় জয় বোগেন্দ্র-মানস-পরহংস ।
 জয় ভক্ত-ভবপথ-পরিশ্রম-ধ্বংস ॥
 জয় জয় জগতমঙ্গল গুণধাম ।
 ঐতিবাণী-অগোচর গুণগণেশম ॥
 জয় জয় জগৎনিবাস লক্ষ্মীকান্ত ।
 জয় জয় নিজ জনবৎসল মহাস্ত ॥
 জয় জয় মহামৎস্ত আদি অবতার ।
 জয় কুর্মরূপ ক্ষীর-জলধি বিহার ॥
 জয় যজ্ঞ অবতার বরাহ মুরতি ।
 জয় দিব্য নরসিংহ অনন্তশক্তি ॥
 জয় দিব্যপরাক্রম অদ্ভুত বামন ।
 জয় ভৃগুপতি কত্রিকুল-বিনাশন ॥
 জয় জয় রঘুপতি রাম অবতার ।
 জয় হলধর রাম বিপক্ষ-বিদার ॥
 জয় বুদ্ধ অবতার অনুর-মোহন ।
 জয় কাকিরূপ স্নেহহু-বিনাশন ॥
 জয় পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণ বিচিত্র বিহার ।
 জয় জগন্নাথ নীলাচল-অবতার ॥
 জয় জয় শ্রীগোরাঙ্গ চৈতন্যমুরতি ।
 প্রেম-ভক্তিদাতা প্রভু ভকতের গতি ॥
 তবে কহি শুন লোক কৃষ্ণের চরিত্র ।
 অশেষ দুরিত হরে পরম পবিত্র ॥
 পরীক্ষিত মহারাজা ভকত প্রধান ।
 শুকের সাক্ষাতে জিজ্ঞাসিল মতিমান ॥
 চন্দ্রবংশ সূর্য্যবংশ কহিলে সকল ।
 দুই বংশে জনমিল যত নরেশ্বর ।
 তা-সত্য অদভূত কহিলে চরিত্র ॥
 বিশেষে যত্ন যশ কহিলে পবিত্র ॥
 সেই যদুবংশে হরি কৈলা অবতার ।
 কি কিরূপে কৈলা কর্ম আনন্দবিহার ॥
 জগতের আত্মা প্রভু এক ভগবান ।
 যাহা হৈতে হয় সব ভূত (২) উপাদান ॥

হেন প্রভু কি কারণে ধরে নরবেশ ।
 তাঁর গুণ কর্ম তুমি কহিবে বিশেষ ॥ (১)
 কৃষ্ণকথা সম স্মৃতি নাহি মুক্তিপদে ।
 তে-কারণে মুক্তগণে গায় উচ্চনাদে ॥
 মুক্তিপদ পাইতে যার বিশেষ যতন ।
 তার-সব কৃষ্ণগুণ গায় অমূল্য ॥
 পরম ঐশ্বর্য এই ভব-নিবারণে ।
 সত্য কীর্তন করে ভবভীত জনে ॥
 হরিনাম-গুণ-কথা ঐতিম্যোহর ।
 বিষয়-লম্পট জনে শুনে নিরন্তর ॥
 কৃষ্ণ-কথা শ্রবণে যাহার নাহি মতি ।
 কেবল না শুনে অচেতন আত্মঘাতী ॥
 যুধিষ্ঠির আদি মোর পিতামহগণ ।
 কৃষ্ণপদযুগ-নৌকা করি আরোহণ ॥
 কুরুসৈন্ত-গভীর-সাগর ভয়ঙ্কর ।
 ভীষ্ম দ্রোণ আদি মহামৎস্ত বোরতর ॥
 বৎসপদ করিয়া তরিল। তাঁরা হেলে ।
 হেনরূপে কৈল প্রভু বংশের উদ্ধারে ॥
 বংশরক্ষা হেতু মোর এই কলেবর ।
 অথথামা ব্রহ্মঅস্ত্রে পুড়িল সকল ॥
 শরণ লইল মাতা প্রভুর চরণে ।
 চক্রে অস্ত্র কাটি প্রভু রাখিল আপনে ॥
 কালরূপে সেই প্রভু করয়ে সংহার ।
 অন্তর্ধামী রূপে করে ভকত উদ্ধার ॥
 মায়ায়ে মায়াধরূপে করে অবতার ।
 তাঁর গুণ কথা কহ করিয়া বিস্তার ॥
 হেন জানি রোহিণীর পুত্র বলরাম ॥
 কিরূপে দৈবকী-গর্ভে হৈল উপাদান ॥
 এক দেহ দুই গর্ভে কেমনে প্রবেশ ।
 কহিবে এ সব তুমি কৌতুক বিশেষ ॥
 কেন বা জন্মিলা কৃষ্ণ দৈবকী-উদরে ।
 কেমন কারণে গিয়া রহিলা গোকুলে ।
 কি কি কর্ম কৈলা কৃষ্ণ গোকুলে রহিয়া ।
 কোন কর্ম কৈলা তরে যদুপুরে গিয়া ॥
 সাক্ষাতে মাতুল বধ কৈলা কি কারণে ।
 প্রভুর নিমিত্ত কর্ম কোন প্রয়োজনে (২) ॥
 নরলীলা প্রকটিল। কতক বৎসর ।
 যদুকুলে কি কি কর্ম কৈল যদুবর ॥

(১) পাঠান্তর,—

“জয় জয় অনুরকুঞ্জর মহাসিংহ ।

জয় জয় ব্রজবধু-মুখপদ্ম-ভূজ ॥”

(২) পাঠান্তর,—“বিষ”; অজ্ঞাত,—

“সর্বজীব ।

(১) পাঠান্তর,—

“বিস্তার করিয়া সব কহিবে বিশেষ” ।

(২) পাঠান্তর,—

“প্রভুর হিঙ্গেন কস কোন প্রয়োজনে ।”

কত রাজকল্পা হৈল প্রভুর রমণী ।
 আর যত যত কৰ্ম কৈলা চক্রেপাণি ॥
 এ সব কহিবে গুরু বরিয়্য বিস্তার ।
 মহাযোগেশ্বর মোর কর প্রতিকার ॥
 সাত দিন আমি নাহি পরশিয়ে জল ।
 তহুত স্নান য় মোর নাহি করে বল ॥ (১)
 তোয়ার বদন-সরোরুহ-বিগলিত ।
 পান করো হরিকথা বচন-অমৃত ॥
 এই কথা কহে সূত নৈমিষ অরণ্যে ।
 শৌনকাদি মুনিগণে শুনে শুদ্ধ মনে ।
 সূত বলে শুনহ শৌনক মুনিগণ ।
 শুক যোগেশ্বর শুনি রাজার বচন ॥
 সাধু সাধু বলি তারে করিয়া বাঞ্ছনে ।
 কহিতে আরম্ভ কৈলা ভকত প্রধানে ॥
 ভাল ভাল নিশ্চয় করিলে নরপতি ।
 গোবিন্দ-কথায় তুমি কৈলে দৃঢ়মতি ॥
 কৃষ্ণকথা প্রশংসক কহিব তোমায়ে ।
 জিজ্ঞাসা করিলে মাত্র সৰ্বপাপ হরে ॥
 যেবা পুছে যেবা কহে যে করে শ্রবণ ।
 বিশেষে পবিত্র হসে এই তিন জন ॥
 ত্রিভুবন তরে জেত্র (২) তার পদজলে ।
 কৃষ্ণ কথা পুড়িলেই সৰ্বপাপ হরে ॥
 কংস জরাসন্ধ আদি নৃপক্লপ ধরি ।
 দৈত্যগণে ব্যাপিল সকল মর্ত্যপুরী ॥
 তা-সভার তরে অতি করিয়া ক্রন্দন ।
 পৃথিবী লহিল গিয়া ব্রহ্মার শরণ ॥
 যাবৎ পাতালে মোর নাহি হয় গতি ।
 তাবৎ রাখিতে মোরে করিবে শক্তি ॥
 অশ্বরের ভূরিভার সনে না যায় ;
 এ সব গোচর দেব কৈনু ভুয়া পায় ॥
 পৃথিবীর বচন শুনিঞা প্রজ্ঞাপতি ।
 ইচ্ছা আদি দেবগণ করিয়া সংহতি ॥
 চলিলা চতুরানন সঙ্গে মহেশ্বর ।
 ক্ষীর-জলনিধি যথা প্রভু গদাধর ॥
 বেদমন্ত্রে ততি কৈল যত দেবগণে ।
 সমাধি করিয়া ব্রহ্মা রহিলা ধ্যানেনে ॥
 শুনিলা ঈশ্বরবাণী আকাশমণ্ডলে ।
 সমাধি ভাঙ্গিয়া ব্রহ্মা বলে উচ্চস্বরে ॥
 শুন শুন দেবগণ ঈশ্বরের বাণী ।
 আপনে কহিলা কথা প্রভু চক্রেপাণি ॥

(১) পাঠান্তর,—

“তবুত স্নান আমি না হব বিকল” ।

(২) জানিও ।

পৃথিবীর দুঃখ প্রভু জানেন আপনে ।
 পুরুষেই কৈলা প্রভু তার সমাধানে ॥
 ভূমি সব জন্ম গিয়া লভ যদুংশে ।
 সভাই জনম গিয়া নিজ নিজ অংশে ॥
 বশুদেবধরে হরি দৈবকী-উদরে ।
 অবতার করিব আপনে ক্ষিত্তিতলে ॥
 দিব্য মুক্তি যত আছে দেবতা সুলক্ষ্মী ।
 জন্ম লভুক গিয়া নররূপ ধরি ॥
 অনন্ত ধরণীধর সহস্রবদন ।
 প্রথমে আসিয়া তিহো লভিব জন্ম ॥
 বিষ্ণুমায়া ভগবতী জগৎমোহিনী ।
 আপনেহি আজ্ঞা তারে দিলা চক্রেপাণি ॥
 কার্য সাধিবারে তিহো জন্মিব আপনে ।
 এ বোল বুঝিয়া দেব চল নিজ স্থানে ।
 পৃথিবী পাঠিয়া দিল করিয়া আশ্বাস ।
 তবে ব্রহ্মা চলিলা আপন নিজবাস ॥
 শুরসেন নামে রাজা পুরুষে আছিল ।
 সে রাজা মথুরা নামে পরী নিরমিল ॥
 রাজ্যভোগ কৈল রাজা মথুরে বসি ।
 রাজধানী নাম তার সেই হেতে সুখি ॥
 যে মথুরাপুরে কৃষ্ণ নিত্য সন্নিধান ।
 তাহাতে আিল এক বশুদেব নাম ॥
 উগ্রসেন নামে এক আছিল নৃপাত ।
 তার ভাই আছিল দেবক মহামতি ॥
 দেবক দেবকী নাম কস্তার বিবাহে । (১)
 ডাক দিয়া বশুদেব আনিল উৎসাহে ॥
 বশুদেবে আনিয়া পুিল মতিমান ।
 বিধি অনুসারে তারে কৈলা কস্তা-দান ॥
 বহুবিধ ধন দিল যৌতুক নিমিত্তে ।
 কস্তার তুলি তবে দিল দিব্য রথে ॥
 চারিশত মন্ত গজ কাঞ্চে ভূষিত ।
 সাজিয়া রথের পাছে কৈল নিয়োজিত ॥
 আঠার শত রথ দিল কাঞ্চে নির্মাণ ।
 শতশত-দশ ঘোড়া দিল আগুমান ॥
 দুই শত দাসী দিল ভূষণে ভূষিয়া ।
 কস্তা সমর্পণ কৈল বিনয় করিয়া ॥
 শঙ্খ ভূষা দুন্দুভি মৃদঙ্গ কোলাহল ,
 দেববাণী নরবাণী বাজে সুরজল ॥

(১) পাঠান্তর,—

“দেবকের এক কস্তা দেবকী সুলক্ষ্মী ।

বশুদেবে বিত্তা দিল বহুবিধ করি ॥”

উগ্রসেন-সুত যুবরাজ কংস নামে ।
 রথের সারথি হৈয়া চলিল আপনে ॥
 ধরিল ঘোড়ার বাগ ভগিনী সদয়ে ।
 অন্তরীক্ষ বাণী হৈল হেনকি সময়ে ॥
 বাহ্যারে বহিস অরে অবোধ রাজন ।
 ক্রিহারি অষ্টম গর্ভে তোমার মরণ ॥
 [না জানিয়া কুমতি বহিস হেন জনা ।
 বুঝিয়া করহ কার্য্য যে হয় মঙ্গলা ॥]
 এ বোল শুনিয়া কংস কুলের অজার ।
 খলমতি মহাপাণী ক্রুর দুরাচার ॥
 ভীক্স খজা হাতে ধরি উঠিল সত্বরে ।
 লাক দিয়া ধরে গিয়া ভগিনীর চূলে ॥
 তবে বন্দুদেব দেখি কংসের বেতার ।
 নিলঙ্ঘ্য পাণিষ্ঠ পাপমতি দুরাচার ॥ (১)
 প্রহসিত মুখপদ্ম অন্তরে দুঃখিত ।
 বন্দুদেব বলে তবে সমর-উচিত ॥
 তোমা হৈতে যশের বিস্তার ভোজ্যবংশে ।
 বীরগণে নিববধি তোমায়ে প্রশংসে ॥
 তুমি কংস মহাবীর জগতে বিখ্যাত ।
 তুমি কেন হেন কর্ম করিবে সাক্ষাৎ ॥ (২)
 নারীবধ হয়ে তাহে ভগিনী তোমায়ে ।
 বিবাহ উৎসাহ তাহে নহে ধর্ম্মাচারে ॥
 যদি বোল আপনার মরণ খণ্ডাই ।
 কোন মতে কারো বোলে মৃত্যু না এড়াই ॥
 শরীরের সহ মৃত্যু জনমে সভার ।
 আজি কিংবা মগ্নি শত বৎসরের পর ॥ (৩)
 অবশ্য মরণ হব এতো নহে আন ।
 এ বোল (৪) বুঝিয়া ক্রোধ ছাড় মতিমান ॥
 এ দেহ ছাড়িলে আর না হব শরীর ।
 হেন বা বলিবে যদি শুন মহাবীর ॥
 আর দেহে যাঞা জীব পূর্ব্বদেহ ছাড়ে ।
 অদৃষ্ট অধীন ভীব অদৃষ্টে সঞ্চারে ॥
 এক পদ আরোপিয়া আর পদ তুলি ।
 জোক যেন তৃণ ছাড়ে আর তৃণ ধরি ॥

জাগিতে রাজাদি রূপ হয় দরশনে ।
 ইন্দ্রপদ স্রুতভোগ স্তনয়ে শ্রবণে ॥
 শয়ন করয়ে সেই করিষা ধ্যান ।
 স্বপনেই সেই রূপ হয় বিদ্যমান ॥
 আপনেকি হয় ইন্দ্র আপনেকি রাজা ।
 আপনার পূর্ব্বদেহ পাগুরয়ে প্রজা ॥
 যে দেহ চিস্তিয়া মন করয়ে আশ্রয় ।
 সেই দেহে জীবের জনম গিয়া হয় ॥
 উত্তম অধম দেহ অদৃষ্ট প্রদান ।
 অদৃষ্ট করয়ে তাহা কভু নহে আন ॥
 এক চন্দ্র একি সূর্য্য প্রকাশ-স্বরূপ ।
 জলভেদে সেই যেন দেখি নানারূপ ॥
 বায়ুবেগে তারা যেন চলন কম্পন ।
 বিচারিণে দেখি যেন সে সব ভরম ॥
 এইরূপ নিত্য জীব অজর অমর ।
 ঈশ্বরের অংশ জীব ঈশ্বরকিকর ॥
 মায়ায় চরিত দেহে করি অমুরাগ ।
 দেহধর্ম্মে অপনা পাগুরে মহাভাগ ॥
 যে পুন পণ্ডিত হয় করিব বিচার ।
 বুঝিয়া না করে কতো পর-অপকার ॥
 পরহিংসা করে যেবা কুশল-কারণে ।
 সেই হিংসকের ভয় হয় আন হনে ॥
 এ তোমার ভগিনী কনিষ্ঠ অচেতনা ।
 ইহাকে না মার তুমি শিশু বুদ্ধিহীনা ।
 সাম ভেদে বন্দুদেব কৈল এত স্তুতি ।
 তহত সদয় নৈল কংস পাণমতি ॥
 তবে বন্দুদেব তার বুঝিষা ক্ষময় ।
 মনে মনে যুগতি চিন্তয়ে মহাশয় ॥
 অন্তত খণ্ডিতে করি কালের হরণ ।
 উপায় দেখিয়ে গবে এই সে কারণ ॥ (১)
 যখনে আসিয়া মৃত্যু হয় উপগম ।
 বুদ্ধিবলে নিবারণ করিয়া যতন ॥
 তমু যদি মৃত্যুপথ খণ্ডিতে না পারি ।
 তবে আর আপনার দোষ নাহি ধরি ॥
 যত পুত্র দৈবকীর হয় উতপন্ন ।
 সকল করিব লঞা কংসে সমর্পণ ॥
 এ বোল বলিয়া করি দৈবকীর রক্ষা ।
 সম্প্রতি এখনে হয় মরণের যোক্ষা ॥ (২)
 পুত্র জনমিব যদি ইহার তিতরে ।
 যদি মৃত্যু কংস কোন মতে নষ্ট করে ॥

(১) পাঠান্তর,—

“হৃদয়ে চিন্তয়ে কিছু করে পরিহার”

(২) পাঠান্তর,—

“পণ্ডিত হইয়া তুমি কর বিপরীত” ।

(৩) পাঠান্তর,—

“এখনে মল্লক বা থাকুক চিরকাল” ।

(৪) পাঠান্তর,—“হৃদয়ে” ।

(১) পাঠান্তর,—“এখন” ।

(২) পাঠান্তর,—“য যতোলা” ।

পুত্র জনমিয়া বা কংসের প্রাণ হয়ে ।
 বিধাতার গতি কেবা বুঝিবারে পায়ে ॥
 সম্প্রতি এখনে হয় মৃত্যু নিবারণ ।
 কোনমতে হইবে বা কংসের মরণ ॥
 আঁনি লাগিয়া যেন পোড়ে কাষ্ঠচয় ।
 দৈবযোগে তার মাঝে কোন কাষ্ঠ রয় ॥
 নিকটে ছাড়িয়া ঘর দূরে গিয়া পোড়ে ।
 অদৃষ্ট বাহার যেন তেন ফল ধরে ॥
 এইরূপ শরীরের সংযোগ-বিচ্ছেদ ।
 অদৃষ্টকারণ বিনা কিছু নাহি ভেদ ॥
 এইরূপে বিমর্শ করিয়া হৃদয় ।
 বলিতে লাগিলা বশুদেব মহাশয় ॥
 অট্ট অট্ট হাস করি প্রসন্নবদন ।
 অন্তরে দুঃখিত হৈয়া কি বলে বচন ॥
 শুন কংস ঘুবরাজ তুমি মহাশয় ।
 দৈবকী করিয়া তুমি না করিহ ভয় ॥
 যত পুত্র জনমিব ইহার উদরে ।
 আমি আনি সমর্পিব তোমার গোচরে ॥
 অন্তরীক্ষবাণী হৈল যাহার কারণে ।
 তাহা আনি দিব আমি তোমা বিজ্ঞমানে ॥
 এ বোল শুনিয়া কংস চিন্তিল হৃদয় ।
 ভালত কহিল বশুদেব মহাশয় ॥
 দৈবকীর কেশবন্ধ দিলত ছাড়িয়া ।
 বশুদেব ঘরে গেল কংস প্রশংসিয়া ॥
 কথোকাল বহি তবে দৈবকী উদরে ।
 অট্ট পুত্র জনমিল বৎসরে বৎসরে ॥
 শেষে এক কন্তা আর হৈল উপাদান ।
 প্রথম পুত্রের হৈল কীৰ্ত্তিসম্বল নাম ॥
 ভ্রমযুত বশুদেব অসত্য বচনে । (১)
 পুত্র সমর্পিল লৈয়া কংস বিজ্ঞমানে ॥
 সাধুজনে নাহি কিছু দুঃসহ সংসারে ।
 পণ্ডিত জনের কিবা অপেক্ষা কাহারে ॥
 দুষ্টজনে কোন কোন না করে বিকর্ম ।
 ভকত জনের কিবা নাহি সত্য ধর্ম ॥
 তার সত্য ধর্ম দেখি কংস ঘুবরাজ ।
 বলিল বিনয় কিছু মনে পাঞা লাগ ॥
 ইহা হনে আমারে ধানিক নাহি ভয় ।
 ঘরে লয়া যায় তুমি আপন তনয় ॥
 অষ্টম গর্ভেতে পুত্র হইব তোমার ।
 তাহা হৈতে মৃত্যুভয় আছেয়ে আমার ॥

পুত্র লঞা বশুদেব চলিলা তখনে ।
 প্রতীত নহিল তার দুষ্টের বচনে ॥
 হেনকালে আসিয়া নারদ তপোধন ।
 কহিল কংসেরে তবে মন্ত্রণা বচন ॥
 নন্দ আদি গোপ তার গোকুলে বসতি ।
 সপুত্র বান্ধব তার যতেক যুবতী ॥
 যদ্বংশে তোমার যতেক বন্ধু আছে ।
 বশুদেব আদি যত মথুরাতে বৈসে ॥
 যতেক দৈবকী আদি আছে কুলনারী ।
 এ সব দেবতা প্রায় বুঝ অবধারি ॥
 জ্ঞাতি বন্ধু বান্ধব তোমার যত ভৃত্য ।
 এ সব দেবতা আমি কহিল নিশ্চিত ॥
 পৃথ্বীর হরিতে তার দেবের মন্ত্রণা ।
 বুঝিয়া উপায় তুমি করহ খণ্ডনা ॥
 এতেক বলিয়া মুনি কৈলা অন্তর্দান ।
 কোন যুক্তি করে তবে কংস বলবান ॥
 দৈবকীর গর্ভে হৈব বিষু-অবতার ।
 সেই সে করিব মোরে অবশ্য সংহার ॥
 গুণবে আছিলুঁ মুঞি নামে (১) কালনেমি ।
 সংগ্রামে মারিল মোকে সেই ১৩ পাণি ॥
 এখনে কপট বেশ দৈবকী-উদরে ।
 জনম লভিব মোকে মারিবার তরে ॥
 এতেক জানিঞা কংস কোন কর্ম করে (২)
 বশুদেব দৈবকীরে বাঁধিল নিগড়ে ॥
 যত পুত্র জনমিল বৎসরে বৎসরে ।
 বিষুশঙ্কা করিয়া মারিল বারেবারে ॥
 খল রাজ্য হৈলে কোন না করে দুর্নীত ।
 বন্ধু বধ করে তার এ কোন বিচিত্র ॥
 পিতা মাতা বন্ধু পুত্র মিত্র সহোদরে ।
 রাজ্যলোভে লোভী রাজ্য এ সব সংহারে ॥
 উগ্রসেন পিতা লৈয়া নিগড়ে বান্ধিল ।
 আপনি ঋপতি হৈয়া রাজ্য ভোগ কৈল ॥
 মহাভাগবত লোক স্মৃখে যেন বুঝে ।
 কথাছলে কহি আমি বুঝিবার কাঙ্খে ॥

(১) পাঠান্তর,—“দৈত্য” ।

(২) পাঠান্তর—

“এতেক জানিয়া কংস ভাবিয়া অন্তরে ।”

(১) পরিবর্তন কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকে,—
 “জন্মে ভীত বশুদেব অসত্য লাগিল”

বৃদ্ধজনে সবে যোঁর এই পরিহার ।
দোষ ক্ষমা করি শুণ করিবে বিচার ।
যেন তেন মতে কৃষ্ণকথা অবসরে ।

দিবস গোড়াই মাত্র এই মন ধরে ॥
চিন্তা দিয়া শুন ভাই কৃষ্ণগুণবাণী ।
ভাগবত-আচার্যের প্রেমতরঙ্গিনী ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং
সংহিতায়াং বৈয়াক্য্যং দশমস্কন্ধে
অথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

নট রাগ ।

প্রলম্ব চাপুর বক তৃণাবর্ত নাম ।
অবাস্তুর মূটিক অরিষ্ট বলবান্ ॥
দ্বিবিদ ধেমুকে আর পুতনা রাক্ষসী ।
যন্তেক অনুর আর মহাবল বেশী ॥
বলি (১) আদি করি আর যত নরেশ্বর ।
এ সব সংহতি করি কংস মহাবল (২) ॥
জরাসন্ধ সহায় করিয়া দুষ্টবৃদ্ধি ।
যদুকুলে কদন (৩) করএ নিরবধি ॥
ভায় ভয়ে যদুবংশ গিয়া নানা দেশে ।
পলাঞা রহিল গিয়া অকিঞ্চন বেশে ॥
তারি সেবা করিয়া রহিলা কথোজন ।
হেনরূপে কৈল যদুবংশ-বিড়ম্বন ॥
ছয় পুত্র হৈল যদি দৈবকীর নাশ ।
সপ্তমে অনন্ত আসি গর্ভে কৈলা বাস ॥
কেবল বৈষ্ণবধাম সহস্র বদন ।
দৈবকীর গর্ভে আসি হৈল। উপসন্ন ॥
কংসভয়ে দৈবকী রহিল বিমরিষ ।
অগ্নিলা ঈশ্বর পুত্র এ বড় হরিষ ॥
জগতের আত্মা প্রভু পূর্ণ ভগবান্ ।
হেন বস্ত্র নাহি বাধে নাহি অবধান (৪) ॥

যদুকুলে কংসভয় জানেনস্ত আপনে ।
যোগমায়া পাঠাইঞা দিল নারায়ণে ॥
চল মহামায়া তুমি নন্দের গোকুলে ।
গোপ-গোপী-গোধন-মণ্ডিত নিরন্তরে ॥
বসুদেবভার্যা তথা আছ এ রোহিণী ।
কংসভয়ে আলঙ্কিতে থাকে একাকিনী ॥
দৈবকীর গর্ভ লঞা রোহিণী-উদরে ।
খোহ নিঞা কেহ যেন না লখিতে পারে ॥
তবে আমি পূর্ণরূপে দৈবকী-উদরে ।
জনম লভিব নিঞা বসুদেবঘরে ॥
নন্দের ঘরণী আছে যশোদা স্নানরী ।
তথা জন্ম লভ গিয়া দিব্যরূপ ধরি ॥
নানা যজ্ঞ বলিদান দিয়া উপহার ।
নরলোকে মহাপূজা করিব তোমার ॥
সর্বলোকে দিবে তুমি সর্ব কাণ্ডবর ।
সর্বলোক তোমারে পূজিব নিরন্তর ॥
কুমুদা চণ্ডিকা দুর্গা বিজয়া বৈষ্ণবী ।
নারায়ণী ভদ্রকালী শারদা মাধবী ॥
এ সব বিশেষ নাম ধরিব তোমার ।
জগতে রহিব দিব্য পূজা সর্বকাল ॥
গর্ভ আকর্ষণ করি আনিব আপনে ।
সঙ্কর্ষণ নাম তাঁর হইব তে কারণে ॥
মনোরম দেখি নাম হৈব বলরাম ।
বলভদ্র নাম হৈব দেখি বলবান্ ॥
এইরূপ আজ্ঞা যদি দিলা নারায়ণে ।
শিরে আজ্ঞা ধরি দেবী চলিলা তখনে ॥
দৈবকীর গর্ভ আনি রোহিণী-উদরে ।
মহামায়া খুঁইল লঞা মহাবোণবলে ॥

(১) পাঠান্তর,—“বাণ” ।

(২) পাঠান্তর,—“ধর্মুর্জিব” ।

(৩) পাঠান্তর,—কদন অর্থে গীড়ন,
নিগ্রহ ।

(৪) “ছন্দর চিন্তিয়া তবে কৈল অমুমান”

—পাঠান্তর ।

দৈবকীর গর্ভপাত হৈল হেন বাণী।
সর্বলোকে এই কথা হৈল জানাজানি ॥
ভগন্তের আত্মা প্রভু পূর্ণ ভগবান।
সত্তত ভক্ত জন করে পরিত্রাণ।
সর্ব শক্তি লৈয়া তবে প্রভু হৃষীকেশ।
আনকদুন্দুভি-মনে কৈল পরবেশ ॥
বসুদেব পরম বৈষ্ণবধাম ধরি।
স্বর্ঘ্য সম তেজ কেহো সহিতে না পারি ॥
হেনকালে তবে বসুদেব মহাভাগ।
চাহিলা দৈবকীমুখ করি অমুরাগ ॥
সর্বশক্তিসুত ধাম পরম মঙ্গল।
অখণ্ড অচ্যুত পরিপূর্ণ মহেশ্বর ॥
বসুদেব আরোপিলা দৈবকীর মনে।
ধরিল দৈবকী ধাম চিত্ত সমাধানে ॥
পূর্বদিগে ধরে যেন পূর্ণ শশধর।
ধরিল দৈবকী ধাম মনেন ভিতর ॥
জগৎনিবাস তার নিবাস-স্বরূপ।
প্রকাশ নহিল তহু দৈবকীর রূপ ॥
কংসের মন্দিরে দেবী আছিল বন্ধনে।
প্রকাশ নহিল তেজ তাহার কারণে ॥
প্রদীপের শিখা যেন রুধিলে না জলে।
মুখ মুখে শুদ্ধবাণী যেন না সঞ্চারে ॥
কংস আসি দৈবকী দেখিল আচ্ছিত।
চিস্তিতে লাগিল কংস মনে পাঞা ভীত ॥
এমন দৈবকী-রূপ কভো নাঞি দেখি।
বিষ্ণু আসি অবতার কৈলা হেন লখি ॥
দৈবকীর অজতেজ সহনে না যায় ॥
এখনে করিব আমি কেমন উপায় ॥
প্রয়োজন কারণে বিক্রম নাহি ছাড়ি।
বাহা হৈতে অপঘণ রহে লোক ভরি ॥
একত স্বীজাতি তাতে আরে গর্ভবতী।
তাহাতে ভগিনী বধ হয়ে কোন গতি ॥
বল বীৰ্য্য পরমায়ু হরয়ে সকল।
জীয়েন্তেহ মরা তার জীবন বিফল ॥
এইরূপ সংশয় চিস্তিয়া মনে মনে।
চিন্তি নিবায়িয়া কংস রহিলা আপনে ॥
এখনে জন্মিব হরি কি হয় প্রকার।
নিরবধি চিন্তয়ে মরণপ্রতিকার ॥
মজ্জন ভোজন পান করিতে শয়ন। (১)
কৃষ্ণময় জগৎ দেখিল অসুখ ॥

গোবিন্দ ধ্যান করি রহে নিরন্তর।
চিস্তিতে চৌদিকে সবে দেখে চক্রধর ॥
তবে নারদাদি সনকাদি মুনিগণে।
ইন্দ্র আদি দেবগণ সবল-বাহনে ॥
আপনে আসিয়া ব্রহ্মা হর মহেশ্বরে।
স্তুতি করে নারায়ণে গর্ভের ভিতরে ॥
সত্যব্রত প্রভু তুমি সত্য সর্বকাল।
সত্যো তোমা পায় জীব সত্যোর আধার ॥
সত্যো আরোপিত সত্য আহুয়ে তোমাতে।
তুমি সে সত্যোর সত্য জানিল সাক্ষাতে ॥
সত্যময় প্রভু তুমি ঋত সত্যব্রহ্ম।
আমি-সব হোই দুই চরণে প্রপন্ন ॥
সংসার বৃক্ষের এক প্রকৃতি আশ্রয়।
পাপ পুণ্য দুইগুণী সবে ফল হয় ॥
সত্ত্ব রজ তম গুণ তিন গুণী মূল।
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চারি রস তুল ॥
পঞ্চভূতাবরচিত পঞ্চ পরকার।
শোক মোহ জরা ব্যাধি ক্ഷুধা তৃষ্ণা সার ॥
রস রক্ত মাংস আদি সাত ধাতু ছাল।
অষ্ট প্রকৃতি তার অষ্টগোষ্ঠী ডাল ॥
নব গোষ্ঠী গর্ভে হয় সঞ্চার বেভার।
এইরূপে কহি আদি বৃক্ষের বিস্তার ॥
দশ গোষ্ঠী ইন্দ্রিয় বৃক্ষের দশ পাতে।
সবে দুই গুণী হংস আছে তাহাতে ॥
আব্রহ্ম পর্য্যন্ত ভব আদি বৃক্ষ বলি।
সকল পুরাণ বেদে এই অবধারি ॥ (১)
হেন ভববৃক্ষ তোমা হৈতে উতপতি।
তোমাতে প্রলয় হয় তুমি তার স্থিতি ॥
তুমি সে পালন তার কর সর্বকাল।
তোমা বিনে সত্য কিছু না হয় সংসার ॥
তুমি সৃজ তুমি পাল তোমাতে প্রলয়।
নানাবিধোহিত লোক নানারূপ কর ॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর।
এক প্রভু ধর তুমি নানা কলেবর ॥
বৃক্ষজনে তুমি ছেন সত্য সবে জানে।
অসত্য মানয়ে সত্য বিমোহিত জনে ॥
জানময় আত্মা তুমি দিব্যরূপ ধর।
দিব্য অবতার করি ভক্ত উদ্ধার ॥
জগৎমঙ্গল রূপ ধর সত্যময় ॥

(১) পাঠান্তর,—

“ভোজন শয়ন পান করিতে গমন।”

(১) “আব্রহ্ম পর্য্যন্ত বৃক্ষ ভবের ভিতরে।

সমস্ত পুরাণ এই আছে চরাচরে।” পাঠান্তর

সাধুজনে পরিভ্রাণ যাহা মনে হয় ।
 খল নিবারণ হেতু কর অবতার ।
 যোগিগণে যে রূপ চিহ্নিয়া হয়ে পার ।
 যত যত ভাগবত আছিল প্রাধান ।
 চিহ্নিল তোমার শুদ্ধ সঙ্কময় ধাম ।
 সমাধি করিয়া চিত্ত করি নিরোধন ।
 তোমার চরণনৌকা করিয়া চিত্তন ।
 গুরুজন-উপদেশে বৎসপদ করি ।
 লীলা এ চলিলা তারা ভবসিদ্ধি তরি ।
 আপনে তরিয়া ভবসিদ্ধি ভয়ঙ্কর ।
 লোক পরিভ্রাণ হেতু চিহ্নিল বিস্তার ।
 এ লোকবৎসল তারা সহজে দয়াল ।
 তোমার চরণে ভক্তি করিয়া বিস্তার ।
 চরণপঙ্কজ পোত ভ্রগতে স্থাপিয়া ।
 মহাজন সব গেল সংসার তরিয়া ।
 হের হে করুণাসিদ্ধি কমললোচন ।
 ভক্তিহীন জন তার বিফল জীবন ।
 তোমাব চরণে ভক্তি না কৈল যে জনে ।
 যোগ সাধি আপনাকে মূঢ় হেন মানে ।
 করিয়া পরম পদ দুঃখ আরোহণ ।
 তাহা হৈতে হয় তার পুনঃ নিপাতন ।
 তোমার পদারবিন্দে যে হয় বঞ্চিত ।
 শুদ্ধ শুদ্ধি নহে তার ভক্তিহীন চিত ।
 মুক্তিপদ পাঞা সে যে পড়ে আর বার ।
 ভক্তি বিনে কেহো নহে ভবসিদ্ধি পার ।
 হে মাধব হে যাদব জগৎনিবাস ।
 ভকতজনের কভো না হয় বিনাশ ।
 প্রেম-অনুবন্ধ করে তোমার চরণে ।
 যথা তথা রহুক যেন তেন মনে ।
 বিষ্মিগ্নে চরণ ধরিয়া দৃঢ় করি ।
 সচ্ছন্দে ব্রহ্মক গিয়া ভয় পরিহরি ।
 তুমি রক্ষা কর যদি নহে তার নাশ ।
 হেন তুমি ভকতবৎসল শ্রীনিবাস ।
 যতাপি কেবল আত্মা তুমি জ্ঞানময় ।
 তথাপি ভকতজন-পালন-সদয় ।
 বিসুদ্ধ পরম ধাম দিব্যমুষ্টি ধর ।
 জীবপরিণাম লাগি নানা লীলা কর ।
 দেবযজ্ঞ কর্মযজ্ঞ তপযজ্ঞ করি ।
 সে রূপ ভাবিয়া লোক বাহিব ভব তরি ।
 এই-সে কারণে মুক্তি কর আবির্ভাব ।
 প্রকট পরমানন্দ অচিন্ত্য প্রভাব ।
 যদি না করিতে হেন মুক্তি পরকাশ ।

কে তোমা জানিত তবে সর্বভূতে বাস ।
 কাহারো নহিত তবে ঈশ্বর-গেহান ।
 আছেন ঈশ্বর যবে এই অসুমান ।
 কাহারো নহিত তবে অজ্ঞান বিচ্ছেদ ।
 কাহারো যুচিত তবে ভবদুঃখ-খেদ ।
 এখান তোমার দিব্য অবতার ভজি ।
 শুভে লোক তরিব সংসার-দুঃখ তেজি ।
 গুণ কর্ম জন্ম তুমি ধর নানামতে ।
 তহু নাম রূপ না পারিয়ে নিরূপিতে ।
 অনন্ত তোমার নরম গুণ অবতার ।
 নিরূপিতে পারে হেন শক্তি কাহার ।
 মনোবচনের প্রভু তুমি অগোচর ।
 সর্বলোক গাফী তুমি মহা মহেশ্বর ।
 কদাচিত্ বরে কেহ পথ অসুমানো ।
 হেন মহাপ্রভু তুমি পূর্ণ ভগবানে ।
 সবে চরণাধিন্দ পরিচর্যা করি ।
 এই সে উপায় ভব তরিবারে পারি ।
 (শুনিব শুনাব নাম করিব কীর্তন ।
 জগত-মঙ্গল নাম করিব চিত্তন)
 পরিচর্যা কর্ম করে ভক্তিযুত হৈয়া ।
 আপনে ঈশ্বর হৈয়া লভিলে জনম ।
 এতেকি হইল তার পৃথিবী খণ্ডন ।
 এই ভাগ্য তোমার দেখিব পাদপদ্ম ।
 মহাভাগবত মন্ত-মধুভ্রত-সদ্ব ।
 চরণ-পঙ্কজ সুশোভিত ক্ষিতিলে ।
 দেখিব পদারবিন্দ গগনমণ্ডলে ।
 আপনে ঈশ্বর তুমি অজ নিরঞ্জন ।
 না দেখি বিনোদ বিনে জনম-কারণ ।
 যাহার মাদ্রায় করে স্থষ্টি পরলয় ।
 অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-কোটি যাহার হৃদয় ।
 হেন প্রভু হৈয়া তুমি কর অবতার ।
 সবে দেখি প্রয়োজন করিবে বিহার ।
 মৎস্য কূর্ম্ম আদি নানা অবতার করি ।
 জগৎ রক্ষণ যেন কর ভার হরি ।
 সেইরূপে এখনে পৃথিবী হর তার ।
 সুরগণ পালন করিহ সর্বকাল ।
 সত্যত তোমার রহ চরণে বন্দন ।
 তবে দৈবকীর তরে কৈল সন্তাষণ ।
 পরম পুরুষ যে সাক্ষাৎ ভগবান ।
 তোমার উদরে তাঁর হৈল উপাদান ।
 তুমি না করিহ আর কংস করি ভয় ।
 সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠনাথ তোমার তনয় ।

[এইরূপ স্তুতি করি যত দেবগণে ।
অথ ভব আদি করি কৈল অস্ত্রধানে ॥
দেবস্তুতি কৃষ্ণকথা বৃদ্ধি অম্বুমানৈ ।

কহিল সকল লোক বৃষিব কারণে ॥
ভক্তিরস-গুরু শ্রীগদাধর জ্ঞান ।
ভাগবত-আচাৰ্য্যের মধুর গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পরমহংস্যাং
সংহিতায় বৈরাগিক্যাং দশমস্কন্ধে
গীতগোবিন্দঃ ॥ ২ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

মল্লার রাগ ।

মুনি বলে শুন রাজা অদভূত বাণী ॥
এখনে কহিব কৃষ্ণজনম-কাহিনী ॥
সর্বজনবৃত্ত কাল পরম সুন্দর ।
পৃথিবী পুরিয়া হৈল আনন্দমঙ্গল ॥
শুভ বার তিথি যোগ নক্ষত্র করণ ।
পুণ্যশুণ পুণ্যযোগ সর্ব সুলক্ষণ ॥
দশ দিগ পরসন্ন গগনমণ্ডল ।
উদিত তারকাবলী দেখি মনোহর ॥
নদ নদী সরোবর বিমলিত জল ।
বিকসিত উত্তপল বৃন্দ কমল ॥
ঋগ-ভৃগ-নির্নাশিত স্তবকিত বন ।
সুশ্লিষ্ট পুণ্যগন্ধ স্রবন পবন ॥
শাস্ত্র হৈয়া জলিল দ্বিজের হৃতাশন ।
উত্তম জনের চিত্ত হৈল পরসন্ন ॥
আকাশমণ্ডলে বাজে দুল্লভি বাজন ।
সুরমুনিগণে করে পুষ্প বরিষণ ॥
গঙ্ধর্ব কিন্নর গীত গায় সুমধুর ।
সিদ্ধ বিভাধর স্তুতি করএ প্রচুর ॥
সুর বিভাধরী নৃত্য করে সুশ্লিষ্ট ।
মন্দ মন্দ জলধর ঘন গরজিত ॥
ভরা নিশি রজনী তিমির ঘোরতর । (১)
হেনকালে জনম লভিলা গদাধর ॥
অস্ত্রধারী ভগবান্ অচিন্ত্যপ্রভাব ।
দৈবকী উদরে আসি কৈলা আবির্ভাব ॥
পুরবে উদিত যেন পূর্ণ শশধর ।
মন্দিরে প্রকাশ কৈলা মহা মহেশ্বর ॥
নবধন স্রাম তহু রাজীব লোচন ।
আজ্ঞামূল্যবিত ভূজ শ্রীবৎসলাঞ্ছন ॥

শঙ্খ চক্রে গদা পদ্ম ভূজ-বিরাজিত ।
কটীতটে পীতপট কোমলভ-ভূষিত ॥
মহামুখ্য রত্ন মণি কিরীট কুণ্ডল ।
কুঞ্চিত অলকাবলী শ্রীমুখমণ্ডল ॥
উদভট পুরট কিঙ্কণী সৰঙ্গণ ।
মৃগমদ-বিলেপিত হার বিলোচন ॥
হেন অদভূত শিশু দেখি মহাশয় ।
বসুদেব চমকিত হৈল অতিশয় ॥
নারায়ণ পুত্র দেখি কুল বিলোচন ।
পুলকিত কলেবর সঘন কম্পন ॥
কৃষ্ণ অবতার দেখি পুরিল উৎসবে ।
অযুত গোদান তবে কৈল বসুদেবে ॥
ভূমিতে পড়িয়া কৈল দণ্ডপর্যায় ।
করঘোড় করি স্তুতি করে মতিমান্ ॥
পুত্রের প্রভাব দেখি ভয় পরিহারি ।
প্রণতকঙ্কর চিত্ত নিবোধিত করি ॥
ভানিনু বিদিত আমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর ।
পরম পুরুষ তুমি প্রকৃতির পর ॥
সর্ববুদ্ধি-সাক্ষী তুমি আনন্দস্বরূপ ।
বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ঘন পূর্ণ ব্রহ্ম রূপ ॥
অতুল শক্তি তুমি পুরুষ পুরাণ ।
মায়ায়ে আপনে কর বিশ্ব-মিরমাণ ॥
তাহাতে আপনে পাছে থাক পরবেশি ।
তহ শুদ্ধময় তুমি প্রভু অবিনাশী ॥
জগতের হও সবে উত্তপতি ধ্বংস ।
তোমার বিনাশ কভু নহে পরহংস ॥
জগতে প্রবেশ করি আছ নিরন্তর ।
তব পরবেশ নাহি তাহার ভিতর ॥
পঞ্চভূতময় যত কারণ বিশেষে ।
বিশ্ব নিরমিঞা যেন বিশেষ পরবেশে ॥

(১) পাঠান্তর—

“মোহিনী অধিনী সে তিমির ঘোরতর”

বিশ্ব সহে নহে যেন তার অম্বুবন্ধ ।
 এইরূপ প্ৰভু তুমি নিত্য পরানন্দ ॥
 বিশ্ব নিরমিয়া (১) আছ জগৎনিবাস ।
 বুদ্ধি মন চিন্ত তুমি কর পরকাশ ॥
 সেই বুদ্ধি মনে তোমা লইতে না পারি ।
 সৰ্বময় প্ৰভু তুমি সৰ্ব-অধিকারী ॥
 অসত্য জগতে তুমি আছ হেন মানি ।
 এমত নিশ্চয় যার ভদ্র নাহি জানি ॥
 পণ্ডিত না হয় সে যে না বুকে বিচার ।
 জগতের ভিন্ন তুমি জগতের সার ॥
 নিরাকার ব্ৰহ্ম তুমি নিগুণ বিকার । (২)
 তহু তোমা হেন সৃষ্টি পালন সংহার ॥
 সভার ঈশ্বর তুমি সভার আশ্রয় ।
 তোমাতে কহিতে কিছু বিরোধ না হয় ॥
 সত্ত্বগুণে শুদ্ধবর্ণি ধর কলেবর ।
 জগৎ পালন তুমি কর মহেশ্বর ॥
 রজোগুণে রক্তবর্ণ ধরি সৃষ্টি কর ।
 তমোগুণে কৃষ্ণবর্ণ ধরিয়া সংহর ॥
 এখনে করিবে তুমি লোকপরিভ্রম ।
 মোর ঘরে অবতার কৈলে ভগবান ॥
 রাজবেশ কপট অনুরসেভ্যস্তার ।
 সমুদে করিবে তুমি সে সব সংহার ।
 এখানে সম্প্রতি মোর এই নিবেদন ।
 মোর ঘরে তুমি আসি লভিলে জনম ॥
 শুনিয়া অগ্রজ বধ কৈল ছয় ভাই ।
 কহিব তাহার অম্বুচরে তার ঠাঞি ॥
 শুনিঞা আসিব কংস খড়্গা ধরি হাথে ।
 মোর নিবেদন এই তোমার সাক্ষাতে ॥
 দেখিয়া পুত্ৰের রূপ পুৰুষলক্ষণ ।
 বিন্ময়ে দৈবকী দেবী করয়ে স্তবন ॥
 নিক্রম্য নিরাকার বেকত-রহিত ।
 ব্ৰহ্মভোগ্যতি নিগুণ বিকার-বিবৰ্জিত ॥
 সভামাত্ৰ নিৰ্বিশেষ নিরীহস্বরূপ ।
 সেই সে সাক্ষাৎ জ্ঞান প্ৰকাশকরূপ ॥
 যখনে সকল হয়ে ব্ৰহ্মাণ্ডের নাশ ।
 কারণে প্ৰবেশ করে প্ৰপঞ্চ বিলাস ॥
 কারণে প্ৰবেশ করে প্ৰকৃতি ভিতরে ।
 প্ৰকৃতি প্ৰবেশ গিয়া করে মহেশ্বরে ॥
 ব্ৰহ্মা পৰ্য্যন্ত হয় ব্ৰহ্মে পরবেশ ।
 তখনে সকলে তুমি থাক অবশেষ ॥

যদিবা বলিবা (১) কালে করএ সংহার ।
 কালরূপে আছে এক শক্তি তোমার ॥
 সেই কালে করে সৃষ্টি পালন শ্রম ।
 সেই কাল তোমার লীলায় মাত্ৰ হয় ॥
 মৃত্যু-ভয়ে ব্যাকুল হইয়া এত কাল ॥
 পলাঞা কোথাহ লোক না পায় নিস্তার ॥
 এখনে পদারবিন্দ করিয়া আশ্রয় ।
 সুখে লোক থাকিব খণ্ডিব ভবভয় ॥
 উগ্রসেন স্নাত কংস ছরন্ত নিষ্ঠুর ।
 তার ভয়ে আমি সব অতি বেদাকুল ॥
 ভক্তবৎসল নাম করিয়া সকল ।
 ভূত্যাগণ পরিভ্রম কর প্ৰাণেশ্বর ॥
 যে রূপ যোগেশ্বরগণ চিন্তয়ে ধ্যানেন ।
 চৰ্ম্মচক্ষে সে রূপ দেখিব সৰ্বজনে ॥
 পরতেক (২) এ রূপ না কর নারায়ণ ।
 ধ্যানগম্য রূপ প্ৰভু কর সম্বরণ ॥
 মোর ঘরে কৃষ্ণ আসি কৈলে অবতার ।
 না পানে পাপিষ্ঠ যেন কংস ছরাতার ॥
 নারী জাতি মোর চিত্ত সহজে চঞ্চল ।
 তোমা লাগি মোর মনে বড় লাগে ডম ॥
 শঙ্খ চক্ৰ গদা পদ্ম ভূজ-বিরাজিত ।
 এ রূপ সম্বর তুমি না কর বিদিত ॥
 যে প্ৰভু শ্রলয়ে ধরে বিশ্ব চরাচর ।
 অখিল ব্ৰহ্মাণ্ড যার গৰ্ভের ভিতর ॥
 যে প্ৰভু আসিয়া মোর গৰ্ভে উৎপন্ন ।
 মামুষ জাতির এতাবৎ বিড়ম্বন ॥ (৩)
 দৈবকীয় বচন শুনিয়া চক্ৰপাণি ।
 কহিতে লাগিলা সব পুৰুষ কাহিনী ॥
 পুত্ৰের প্ৰভাব দেখি বনুদেব ত্ৰিদৈবকী
 করে কিছু বিনয় স্তবন ।
 শিরেতে বুড়িয়া হাত ঘন ঘন প্ৰণিপাত
 স্বেদাক্তিত গজল নয়ন ॥
 আদি অন্ত তুমি সব তুমি যে কারণার্ণব
 তুমি ব্ৰহ্মা পুৰুষপ্ৰধান ।
 আকাশ পাতাল তুমি নক্ষত্ৰমণ্ডল তুমি
 তুমি প্ৰভু বেদ ব্ৰহ্মজ্ঞান ॥
 তুমি ব্ৰহ্মা তুমি শিব তুমি সে দেবের দেব
 তুমি সে অনন্ত ক্ষিতধর ।

(১) বলিবা, বলিবে ।

(২) প্ৰত্যক্ষ ।

(৩) পরিষৎ কৰ্ত্তৃক প্ৰকাশিত পুস্তকে (বনুদেব
 ও দৈবকী উভয়ে মিলিত হইয়া) অতি করিতেছেন ।)

(১) পাঠান্তর,—“বেদাপিঞা” ।

(২) পাঠান্তর,—“নিৰ্বিকার” ।

সংসার অসার যত তুমি মূল সর্বভূত
 বর্ষাধর্ম তুমি রম্যবর ॥
 গিরি গুহা হ্রদ নদী এ সপ্ত সাগর আদি
 তুমি সে সকল চরাচর ।
 চন্দ্র সূর্য্য জ্যোতির্ধর তোমার বিভূতি হয়
 তুমি তার মূল গদাধর ॥
 তুমি রাত্রি তুমি দিন সত্ত্ব রজ তমোগুণ
 চারি মুক্তি তুমি ভগবান্ ।
 উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি তুমি সে স্বজ্ঞের হৃতি
 বেদশাস্ত্র তুমি সে পুরাণ ॥
 সত্ত্বগুণে বেত বর্ণ ধরিয়া কর পালন
 জগত আধার তুমি দেহ ।
 রক্তবর্ণ রক্তগুণে সৃষ্টি কর স্বজ্ঞনে
 মর্ন্ত্যোতে পালন করি রহ ॥
 তমোগুণে আরবার সকল কর সংহার
 কৃষ্ণ অঙ্গ ধরি নারায়ণ ।
 তুমি দেব চরুপাণি না জানি তকতি আমি
 লৈলু প্রভুর চরণে শরণ ॥
 কোনপুণ্য কৈল আমি মোর গর্ভে আসি তুমি
 জনম লভিলা যদুবরে ।
 কিবা মোর ভাগ্যবশে অবতার কুবীকেশে
 ইহার বৃত্তান্ত কহ যোরে ॥
 এই নিবেদন করি এক্রপ সশ্বর হরি
 ধ্যানগম্য শরীর তোমার ।
 দাক্ষণ কংসের দূত পলাইতে নাহি পথ
 শুন প্রভু বচন আমার ॥
 উগ্রসেনসুত রাজা কংসাসুর মহারাজা
 এক্ষণে আসিবে চুট্টমতি ।
 আসি চর্ম্ম ধরি করে আসিবেক চুট্টাচারে
 কহ প্রভু ইহার যুগতি ॥
 এইরূপ বারবার ছয় পুত্র যে আমার
 কংসাসুর বধিল সবায় ।
 কংসাসুর চুট্ট হেন এক্রপ না দেখে যেন
 কর প্রভু ইহার উপায় ॥
 এক বলি বসুদেবে কাকুতি মিনতি শুবে
 করযোড়ে পড়িল চরণে ।
 দৈবকী প্রণাম করে চরণ ধরিয়া করে
 ভাগবত-আচার্য্য শ্রুগানে ॥
 বারম্বার মনস্তর আছিল যখনে ।
 তখনে আছিল তুমি পুত্রি হেন নামে ॥
 আছিল স্নতপা নামে এই মহামতি ।
 অসত্য নৃজিতে আজ্ঞা দিলা প্রজাপতি ॥

সকল ইচ্ছিয়গণ করিয়া যোধন ।
 তুমি সব করিলে আমার আরাধন ॥
 পরম দুষ্কর তপ কৈলে নিরন্তর ।
 শীত বাত ঘর্ম্ম তাপ সহিলে বিস্তর ॥
 বৃক্ষের গলিত পত্র করিয়া আহার ।
 বায়ুরোধ করিয়া রহিলে চিরকাল ॥
 তপ করি কৈলে নিজ চিন্ত নিরমল ।
 ভক্তিতাবে আমাকে ভজিলে নিরন্তর ॥
 দেবমানে ষাদশ সহস্র বৎসর ।
 এইরূপে মহাতপ করিলে দুষ্কর ॥
 তবে আমি তুষ্ট হৈয়া দিল দরশন ।
 তুমি সব এইরূপে দেখিলে তখন ॥
 আমি যদি বলিল মাগিয়া লহ বর ।
 পুত্রবর মাগিলে আমার সমসর ॥
 তোমা সভা না করিল মায়া বিমোহিত ।
 মুক্তিপদ না মাগিলে না হৈলো বঞ্চিত ॥
 মুক্তিপদে নাহি পুত্র প্রেম সুখসম ।
 মায়াবিমোহিত না করিল তেকারণ ॥ (১)
 তবে আমি তখনে চিন্তিল যনে মনে ।
 আমার সদৃশ কেহো নাহি ত্রিভুবনে ॥
 পুত্র হৈয়া আমি গিয়া জন্মিল আপনে ।
 পুত্রিগর্ভ নাম হৈল তাহার কারণে ॥
 তবে আর জনমে কল্পপ প্রজাপতি;
 হৈয়াছিল এই বসুদেব মহামতি ॥
 আদিত্তি তোমার নাম দেবের জননী ।
 ধরিয়া বামন নাম পুত্র হৈল আমি ॥ (২)
 এখনে পৃথ্বীর ভার করিতে হয়ণ ।
 শিষ্টের পালন হেতু ছুট্টের নিধন ॥
 তোমার উদরে আসি লভিল জনম ।
 সেই পূর্বরূপে আমি দিল দরশন ॥
 নরবেশ না ঘুচিব মামুষ গেষান ।
 তে-কারণে এইরূপ দেখালা বিদ্যমান ॥

(১) "অভূতগ্রাম্যবিষয়াবনপত্যো চ দম্পতী ।

ন ব্রতাস্থেঃপবর্গং মে মোহিতৌ দেবমাময়া ॥"

১০।৩৩।৩৯

(২) ইহার পর পরিষৎ কর্তৃক পুস্তকের

অধিক পাঠ,—

"তৃতীয় জনমে দশরথ তব নাম ।

কৌশল্যা ইহার নাম সর্বগুণধাম ॥"

"আপনে জন্মিলু আমি রামরূপ ধরি ।

দৈবের কারণ গিঞা রাবণ সংহারি ॥"

ব্রহ্মভাব করিয়া বা সত্তত চিন্তহ ।
পুত্রভাব করিয়া বা পীরিত করহ ॥
অবশ্য পরমগতি পাইবে ছুজনে ।
অবধান কর বাপ আমার বচনে ॥
গোকুলে আমাকে লৈয়া খোহ শীঘ্র করি ।
এখানে আনিয়া খোহ নন্দের সুমারী ॥
এতেক বুলিয়া হরি হৈলা নিশবদ ।
মায়ার রহিলা যেন সহজ বালক ॥
তবে বসুদেব নিজ পুত্র করি কোলে ।
মলপে অলপে গেলা পুরের দুয়ারে ॥
হেনকালে কোন কর্ম করে মহামায়া ।
পেলিল প্রহরিগণ নিদ্রায় ব্যাপিয়া ॥
বড় বড় লোহার কপাট দৃঢ়তর ।
যতেক লোহার খিল লোহার শিকল ॥
খণ্ড খণ্ড হৈয়া সব মিলিলা বিদার ।
রবির কিরণে যেন ঘুচে অন্ধকার ॥
মন্দ মন্দ গরজন মেঘ বরিষণে ।
বাসুকি আসিয়া ফণা ধরিল আপনে ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং
সংহিতায় বৈরাগিক্যাং দশমস্কন্ধে
তৃতীয়াধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায় ।

মুনি বলে শুন রাজা বিচিহ্ন কথন ।
কহিব এখনে রাজা যে যে বিবরণ ॥
সেইরূপে কপাট লাগিল ধরে ধরে ।
লোহার শিকল খিল লাগিল দুয়ারে ॥
ছাওয়ালের ক্রন্দন শুনিয়া ভরাফরি ।
জাগিয়া উঠিল সব দুয়ারী প্রহারী ॥
তুরিতে জানাল্য গিয়া কংসবিজ্ঞানে ।
চমকিত হৈয়া কংস উঠিল তখনে ॥
না জানো কি হয় আজি মোর প্রতিকার ।
যম জনমিল মোর করিতে সোহার ॥
পড়িলে উঠিতে যায় চিন্তায় বিহ্বল ॥ (১)
খসিল মাথার কেশ ধাইল সদয় ॥
ধাক্কা গিয়া পরবেশ কৈল স্মৃতি ধরে ॥ (২)
দেখিয়া দৈবকী দেবী কাকুবাণী করে ॥

তরঙ্গ কল্লোল নীর গভীর যমুনা ।
পথ ছাড়ি দিল নদী তরে কম্পমানা ॥
তবে বসুদেব গেলা নন্দের গোকুলে ।
নিম্নে অচেতন গোপ প্রীতি ধরে ধরে ॥
নন্দধরে গিয়া তবে কৈলা পরবেশ ।
যশোদার শয়নে লৈয়া ধুইলা জুবীকেশ ॥
যশোদার কস্তাখানি তুলি নৈল কোলে ।
পুনরপি সেইরূপে গেলা মধুপুরে ॥
কস্তা সমর্পিল লৈয়া দৈবকী-শয়নে ।
লোহার নিগড় নিল আপন চরণে ॥
তবে বসুদেব রহে করিয়া শয়ন ।
না জানে যশোদাদেবী এত বিবরণ ॥
জনমিল অপত্য এই সে মাত্র জানে ।
কিবা কস্তা পুত্র কিছু নহিল গেলানে ॥
এতেক প্রসবদুঃখ পাঞাছে যাতনা ।
তাহে মহামায়া গিঞা কৈল অচেতনা ॥
রঘুনাথ পণ্ডিতের মধুরস-বাণী ।
গীতবন্দে কহে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী ॥

শুন শুন আরে তাই কংস মহাশয় ।
এবার মোহয় তরে হইবা সদয় ॥
না মারিহ কস্তাখানি মোরে দেহ দান ।
মারিলে বিস্তর পুত্র আশুনি সমান ॥
না মারিহ তাই মোর এই নিবেদন ।
কস্তাবধ করিয়া কি তব প্রয়োজন ॥
যে কৈলে সে কৈলে মোয় তাখে নাহি বেধা ।
গর্ভশেষ কস্তাখানি কর যদি রক্ষা ॥
এত কাকুবাণী যদি দৈবকী বুলিল ।
তছত পাণিষ্ঠ কংস সদয় না হৈল ॥
দৈবকীরে বিস্তর ভৎসিয়া দুরাচার ।
টান দিয়া হাতে হৈতে আনিল ছাওয়াল ॥
দুই পায়ে ছাওয়ালে ধরিল দৃঢ় করি ।
শিলার উপরে লৈয়া আছাড়িল তুলি ॥
খসিয়া ছাওয়াল তার হাতে হৈতে গেল ।
আকাশমণ্ডলে গিয়া আরোহণ কৈল ॥
দিব্য মুক্তি হৈল তথা ত্রিংশমোহিতা ।
অষ্টভুজা অস্ত্র-শস্ত্রে ভূষণে ভূষিতা ॥

(১) অস্ত্র পুথির পাঠ,

“ব্যস্ত হঞা যায় তলে চিন্তায় বিকল ।”

(২) পাঠান্তর,—

“স্মৃতিতে প্রবেশ বাঞ্ছা করে স্মৃতিধরে ।”

গন্ধৰ্ব কিম্বদন্তি স্মর সিদ্ধ মুনীগণে ।
 নৃত্য স্মৃতি স্তুতি করে পুষ্প বরিষণে ॥
 কোতুকে পুজিল বলি উপহার দিয়া ।
 ডাকিয়া কি বলে তবে দেবী মহামায়া ॥
 শুন শুন আরে কংস দুষ্ট খলমতি ।
 আমাকে মারিতে কেন করিস্ শকতি ॥
 আমাকে হিংসিস্ তোর নাহি প্রয়োজন ।
 যে তোমা হরিষ প্রাণ লাভিল জনম ॥
 দুঃখিত প্রচার হিংসা না করিস্ বৃথা ।
 তোর শত্রু আজি জনমিল যথা তথা ॥
 এতেক বলিয়া ভগবতী মহামায়া ।
 নানা স্থানে রহে গিয়া নানাক্রপ হৈয়া ॥
 দেবীর বচন কংস শুনিঞা শ্রবণে ।
 পরম বিস্মিত হৈয়া চিন্তে মনে মনে ॥
 বশুদেব দেবকীর ছুটিল বন্ধন ।
 স্তুতি করি বলে তরে বিনয় বচন ॥
 শুন হে ভগিনীপতি শুনহ ভগিনি ।
 কিবা গতি হয়ে মোর হেন নাহি জানি ॥
 কেবল রাক্ষস যেন মুঞি দুরাচার ।
 ব্যর্থ এত পুত্রবধ করিলুঁ তোমার ॥
 নিলজ্জ নিল্লেখ মুঞি কৈল হেন কর্ম ।
 জ্ঞাপতি বন্ধু বান্ধব ছাড়িলুঁ লোকধর্ম ॥
 জীবন্তেই মরা মুঞি যেন ব্রহ্মঘাতী ।
 মারিলে না জানো মোর হয় কোন গতি ॥
 আছুক মাদ্রব্য দেবে বলে মিছা বাণী ।
 এত অপকর্ম কৈল দৈববাণী শুনি ॥
 না করিহ আর শোক পুত্রের কারণে ।
 করএ সকল লোক অদৃষ্ট ভঞ্জে ॥
 অদৃষ্টঅধীন ঈব অদৃষ্টে মিলায় ।
 অদৃষ্টেহি পুনরায় বিচ্ছেদ করায় ॥
 মাটির নিখিত পাত্র নান। পরকার ।
 কত হয়ে কত ব্যয়ে মাটি মাত্র সার ॥
 মাটির না হয়ে যেন উতপতি নাশ ।
 না হয়ে না হয়ে আত্মা নিত্য পরকাশ ॥
 শরীরের সবে উতপতি পরলয় ।
 ইহাতে না বুঝি মতি বিপর্যয় হয় ॥ (১)
 আপনানি দেখে সবে জনম মরণ ।
 সেই সে কারণে করে সংসার ভ্রমণ ॥
 এতেক বচন তুমি বুঝিয়া ভগিনি ।
 পুত্রের কারণ আর শোক কর জানি ॥

(১) পাঠান্তর,—

“এই না বুঝিয়া হয় মতিবিপণ্যর ।”

তা-সত্য আরে এই অদৃষ্টে লিখন ।
 মোর বা আছে এই পাপের কারণ ॥
 বার যেন অদৃষ্ট তাহার স্তেন ফল ।
 এ বোল বুঝিয়া দোষ ক্ষমিবে সকল ॥
 সে মোরে মারিবে মুঞি মারিলুঁ তাহারে ।
 বাবৎ এমত বুদ্ধি সাহার সক্ষরে ॥
 তাবৎ তাহার বধ্য বধক সঙ্করে ।
 বশুদেব তোমাতে গোচর ভাল মন্দ ॥
 এতেক বচন বলি ধরিল চরণে ।
 কান্ধিতে লাগিল কংস ভয় পাঞা মনে ॥
 বশুদেব দেখিয়া কংসের দুঃখ শোক ।
 দুহে বেলি দিলা তারে সন্তোষ প্রবোধ ॥
 ভাল তুমি মহারাজ কহিলে সকল ।
 অভিযানে ভেদ বুদ্ধি হয় নিজ পর ॥
 এক দেহে করে আর দেহের বিনাশ ।
 দুঃখ শোক আদি যত মনের বিলাস ॥
 জীবের বাহাতে দুঃখ শোক নাহি ধরে । (১)
 আগেকান মুখ যেন শত্রু মিত্র করে ॥
 শুন মহারাজ তুমি শোক পরিহর ।
 সন্তোষ করিয়া তুমি নিজ ঘরে চল ॥
 তবে কংস প্রবেশ করিল নিজ ঘরে ।
 জাগিয়া বঞ্চিল নিশি খট্টার উপরে ।
 রজনী প্রভাত হৈল প্রত্যুষ বিহানে ।
 মস্তিগণ ডাকিয়া আনিল বিজ্ঞান্যানে ॥
 আদি হৈতে পাত্রগণে সব কথা কই ।
 চিন্তিতে লাগিলা কংস হৈট মাথা হই ॥
 তবে যত সেনাপতি আছিল তাহার ।
 বীরদর্প করিয়া লাগিল বলিবার ॥
 কোন ছার প্রয়োজনে এত চিন্তা কর ।
 তুমি হৈয়া আপনার বিক্রম পাসর ॥
 রিপু জনমিল যদি এই সত্য হয় ।
 তাহা করি তহু কিছু না করিহ ভয় ॥
 আজি বা জন্মিল দশ দিনের ভিতরে ।
 মারিব সকল শিশু প্রতি ঘরে ঘরে ॥
 হেন ছার কাজে তুমি কর বিমরিস ।
 বাহুবলে িনিলে সকল দশদিশ ॥
 যদি বল দেবগণ আসিব সাঙ্গিয়া ।
 বশুজ্ঞান না করিহ দেবতা বলিয়া ॥
 ইচ্ছা করি ধনুকে যখন দেহ চড়া ।

(১) পাঠান্তর,—

“জীবের তাহাতে স্ত্রু দুঃখ নাহি ধরে ।

অজ্ঞানে মুখ তার শত্রু মিত্র করে ।

দেবগণে তখনে সন্মমে পড়ে সাড়া ॥
না জানি কি হয়ে আজি দেবের সমাবে ।
ধনুকে টাকার দিল কংস মহারাজে ॥
তুমি যদি কর রাজা শর বরিষণ ।
পালাএ সকল দেব রাখিবা জীবন ॥
কেহো কর ঘুড়িয়া করয়ে কাকুবাদ ।
কেহো অস্ত্র পেলাইয়া করে দণ্ডপাত ॥
কেহো কেশ বাক্কে কেহো কাছা মুকুলায় । (১)
না মায় মা মায় বুলি তরাসে পালায় ॥
রথী হৈয়া যদি রথ ছাড়য়ে সংগ্রাম ।
অস্ত্র তেজি ভাএ যেনা করয়ে প্রণাম ॥
সংগ্রামে বিমুখ হৈয়া যে জীব পালায় ।
ধনুযজ্ঞু ভাঙ্গে যেনা ঘুরিতে না চায় ॥
হৈহাতে না কর তুমি অস্ত্রের প্রহার । (২)
তুমি সে বীরের ধর্ম জান সর্বকাল ॥
দেবে কি করিতে পারে রণে ভয়াকুল ।
দ্রপ করিবার কালে (৩) সতে তারা শূর ॥
বিষ্ণু করি তিলেক না কর বস্তুজ্ঞান ।
সর্বত্র গোপতে থাকে নহে বিজ্ঞান ॥
হরে কি করিবে তার অরণ্যে বসতি ।
কি করিতে পারে অল্পবল শচীপতি ॥
কি করিব ব্রহ্মা তার সতত ধ্যান ।
তপ ছাড়ি অস্ত্র তার নাহি অবধান ॥
এ বোল বলিরা উপেক্ষিত না বুঝায় ।
শক্র উদ্ধারিতে তছ করিব উপায় ॥
আজ্ঞা দেহ আমি সব কিঙ্কর তোমার ।
আমি সব বিপু-মূল করিব উদ্ধার ॥
অঙ্গে ব্যাধি হয় যদি অলপ সময় ।
না খণ্ডিলে সেই ব্যাধি বাচে অতিশয় ॥

(১) পাঠান্তর,—“কেহ বেশ বাক্কে বারে। কাছা
আউলার” ।

(২) “তাহার উপরে অস্ত্র না কর প্রহার” ।

(৩) পাঠান্তর,—“বেলে” ।

পাছে বেন সেই ব্যাধি না পারে খণ্ডিতে ।
শক্র বলবান্ হৈলে না পারি জিনিতে ॥
সকল দেবের মূল বিষ্ণু যার নাম ।
সত্যার্থ যথা তার তথা উপাদান ॥
গো ব্রাহ্মণ তপ যজ্ঞ বেদ ব্রত যথা ।
এ সব ধর্মের মূল ধর্ম রহে তথা ॥
ব্রহ্মবাদী যজ্ঞশীল তপস্বী ব্রাহ্মণ ।
হবির্জানী (১) যত পাই আছে ঋষিগণ ॥
এ সব মারিব আর যথা পাই লাগ ।
তবে বিষ্ণু মারিব তাহাতে কোন বাদ ॥
গো ব্রাহ্মণ তপ যজ্ঞ বিষ্ণুর শরীর ।
বিষ্ণু মারিবারে এই বুদ্ধি কর স্থির ॥
সেই বিষ্ণু অম্বর হিংসরে নিরস্তর ।
সকল দেবের মূল দেবের ঈশ্বর ॥
এই সে উপায়ে বিষ্ণু মারিবারে পারি ।
সেইই বেলিরা গিয়া গো ব্রাহ্মণ মারি ॥
পাপমতি কংস তার পাপেতে উৎপত্তি ।
কুমন্ত্রি মন্ত্রণা সেই দঢ়াইল যুগতি ॥
দুষ্ট দেত্য যত তারা কন্যালে পৌরিত্তি ।
চৌদিগে পাঠাঞা দিল দুষ্ট সেনাপতি ॥
পাপমতি তারা সব দুষ্টমতি খল ।
গো ব্রাহ্মণ সাধু যত হিংসিল সকল ॥
পরমায়ু ছিঁরি যত বেদধর্ম যশ ।
এই লোক পরলোক সকল সম্পদ ॥
এ সব যাহার নাশ হয়ে একবারে ।
সেই সে গোব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে হিংসা করে ॥
কংসের সকল নাশ হৈব হেন আছে ।
দেব বিজ হিংসা করি মজিল সবংশে ॥
কঙ্কণ-সমুদিত অম্বর মন্ত্রণা ।
রঘুনাথ পণ্ডিতের মধুর রচনা ॥

(১) মূলে “হবির্জানী” পাঠ আছে ।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায় ।

দেশাগ রাগ ।

শুক মুনি বলে শুন রাজা পরীক্ষিৎ ।
পুত্র জনমিল নন্দ হৈয়া আনন্দিত ॥
ডাকিয়া আনিয়া যত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ।
জ্ঞান করি অজ্ঞেতে পরিণ আভরণ ॥
জাতকর্ষ কৈল স্বস্তি করিয়া বাচন ।
যথাবিধি কৈল দেব-পিতৃ আরাধন ॥
দশ লক্ষ (১) দিল ধেনু কাঞ্চনে ভূষিয়া ।
ভিলের নিশ্চিত সাত প ত করিয়া ॥
কাঞ্চনে নিশ্চিত ঘর (২) কাঞ্চনে খচিত ।
কাঞ্চন বসনে কৈল পরিত বেষ্টিত ॥
সাত তিল-পরিত ব্রাহ্মণে দিল দান ।
বসন ভূষণ বহুবিধ অন্ন পান ॥
দান হৈতে হয় সব দ্রব্যের শোধন ।
ভক্ষ্যমান হৈলে হয় চিত্ত পরসন্ন ॥
নানা দ্রব্য দিল নন্দ বহুবিধ দান ।
সহজে পশ্চিত নন্দ মহামতিমান ॥
বিবিধ মঙ্গল বাণী পঢ়িল ব্রাহ্মণে ।
উচ্চবরে ভট্টমা পঢ়িল ভাটগণে ॥
গায়নে মধুর গীত নর্তকে নাচন ।
বাজিল দুষ্কৃতি ভেরী বিবিধ বাজন ॥
পুরে পুরে ঘরে ঘরে অজনে অজন ।
চন্দন লেপন কৈল কুকুর্মে সেচন ॥
বিচিত্র পল্লব ধ্বজ পতাকা তোরণ ।
পূর্ণঘট সারি সারি রজা আরোপণ ॥
গাভী বুঝ বৎসগণ ধবলবরণ ।
তৈল হরিদ্রায় কৈল অঙ্গ বিলেপন ॥
নন্দঘরে পুত্র হৈল শুনি গোপগণে ।
অঙ্গ বিস্তৃষিত কৈল বিবধ ভূষণে ॥
বিচিত্র কাঁচলি পাগ বিবিধ বরণে ।
বিচিত্র বরিহা ধাতুমণ্ডিত কাঞ্চনে ॥
বহুবিধ বহুমূল্য উপায়ন লৈয়া ।
চলিল সকল গোপ আনন্দিত হৈয়া ॥
বশোদার পুত্র হৈল গোপীগণে শুনি ।
নানা আভরণে কৈল অঙ্গের সাজনী ॥
নবীন কুকুর্মে মুখপঙ্কজে ভূষিয়া ।
বিচিত্র বিবিধ খাতু অঙ্গে নিরমিয়া ॥

ছরিতে চলিলা গোপী চলিতকুণ্ডলা ।
পৃথু কুচ শ্রেণীভার গমনমহুয়া ॥
বিলোলিত মণিহার কণ্ঠবিভূষণ ॥
কেশপাশ গলিত কুসুমবরিষণ ॥
চঞ্চল কুণ্ডল পরোধর হারশোভা ।
কঙ্কণকিঙ্করী জ্যোতি বিজুলির আভা ॥
পথশোভা করিয়া রমণীগণ চলে ।
তড়িৎ সঙ্করে যেন আকাশমণ্ডলে ॥
উজ্জয়িতা গিয়া যদি নন্দের মন্দিরে ।
শিরে হাথ দিয়া গোপী আনন্দবাদ করে ॥
চিরজীবী হও বাণু কুশল কল্যাণ ।
ধাতু দূর্বা দিয়া শিরে কৈল সজ্জধান (১) ॥
তৈল জল হরিদ্রায় করিয়া সেচন ।
দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু কৈল বরিষণ ॥
কুণ্ডের মহিমা গোপী গায় উচ্চবরে ।
বিবিধ বাজন বাজে নন্দের মন্দিরে ॥
কৃষ্ণ আসি নন্দঘরে হৈলা উৎপন্ন ।
আনন্দে প্রভুর গুণ গায় গোপীগণ ॥
দধি দুগ্ধ ঢালাঢালি ননী পেলাপেলি ;
আনন্দগাগরে পড়ি ভাসে গোপনারী ॥
নন্দঘোষ মহাবুদ্ধি কোন কর্ম করে ।
পুঞ্জিল সকল লোক বস্ত্র-অলঙ্কারে ॥
নর্তক গায়ক ভাট নানা গুণিগণে ।
একে একে সকলে পুঞ্জিল জনে জনে ॥
পুঞ্জিল রোহিণী দেবী ভূষণে ভূষিয়া ।
উৎসব করয়ে দেবী আনন্দিত হৈয়া ॥
অষ্টৈশ্বর্য অষ্টসিদ্ধি অষ্ট মহানিধি ।
গোকুলে মিলিল গিয়া সে দিন অবধি ॥
আপনে আসিয়া যাতে রহে শ্রীনিবাস ।
সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ক্রীড়াভূমি পরকাশ ॥
গোকুলে রক্তকণক করি নিয়োজিত ।
মধুপুরে নন্দ ঘোষ চলিলা তুরিত ॥
কংসের বৎসরকর দিব সেই দিনে ।
মথুরা চলিলা নন্দ তাহার কারণে ॥
কংসের বৎসর কর করিয়া শোধন ।
আপনার নিজপুরে করিলা গমন ॥

(১) মূল “ধেনুনাং নিযুক্তে” আছে ।

(২) পাঠান্তর,—“রথ” ; অর্থ,—

“কাঞ্চনে নিশ্চিত ঘট কাঞ্চনে অঙ্কিত ।”

(১) পাঠান্তর,—“মাথে লইল অলঙ্কার” ।

হেন কালে বসুদেব গেলা নন্দঘরে ।
বসুদেব দেখি নন্দ উঠিলা সত্বরে (১) ॥
দুই ভাই সন্তোষে করিয়া কোলাকোলি ।
আসনে বসিলা দুই হাতাহাতি করি ॥
রাম-কৃষ্ণ দুই পুত্রে চিত্ত আরোপিয়া ।
বসুদেব বলে কিছু পীরিত্তি করিয়া ॥
এই মহাভাগ্য ভাই দেখিলু তোমায়ে ।
পুত্রে জনমিল সিঞা এই বৃদ্ধকালে ।
পুনরপি জন্ম যেন লভিল আপনে ।
হেনকালে পুত্রমুখ হৈল দরশনে ॥
সবজ্ব বাঙ্কবে তুমি আছ নিরাকুলে ।
নাহি উৎপাত কিছু তোমার গোহুলে ॥
মহাবনে ভূণ ওল আছে ভালমতে ।
নিরন্তর যাহে থাক গোধন সহিতে ॥
আছয়ে আমার পুত্র কুশল কল্যাণে ।
তুমি-সব কর তার শোষণ পালনে ॥

(১) পাঠান্তর,—

“রাজকর দিল নন্দ কংসবিত্তমানে ।
বিলম্ব হইয়া চলে আপন ভবনে ।
বিবরণ বুঝিয়া বসুদেব মহাভাগ ।
নন্দের নিকটে গেলা করি অনুরাগ ॥”

পিতা করি তোমায়ে বলয়ে অশ্রুক্ষণ ।
তুমিহ তাহারে যেন দেখ পুত্র সম ॥
ধর্ম অর্থ কাম সব এই প্রয়োজন ।
যাহা দিয়া সন্তোষ করিয়ে বন্ধজন ॥
যাহা হৈতে বন্ধুগণে না হয়ে পীরিত্তি ।
কিবা যশে ধনে কিবা কি বর বসতি ॥
নন্দ বোষ বলে ভাই শুন মহাশয় ।
মারিল পাণিষ্ঠ কংস বিস্তর তনয় ॥
একখানি কস্তা যেহো হৈল অবশেষে ।
অস্তরীক্ষে গেল সেহো অদৃষ্টের বশে ॥
শুভাশুভ সুখদুঃখ অদৃষ্টকারণ ।
অদৃষ্ট বুঝিয়া স্থির হয় বৃদ্ধজন ॥
বসুদেব বলে নন্দ শুনহ বচন ।
বিস্তর কথায় কিছু নাহি প্রয়োজন ॥
রাজার বৎসর-কর দিলে একবারে ।
কি কাজ হেথাতে রঞা ঝাট চল ঘরে ॥
গোপকুলে উৎপাত হৈব হেন জানি ।
না কর বিলম্ব নন্দ শুন তত্ত্ববাণী ॥
বসুদেব বচন শুনিঞা গোপগণে ।
নন্দ আদি করিয়া শকট আরোহণে ॥
বসুদেব সম্ভাষিয়া করিলা পয়ান ।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুর গান ॥ ‘

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংসঃ
সংহিতায় ঐশ্বর্য্যসিকায় দশমস্কন্ধে
পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

ধানশী রাগ ।

মুনি বলে কহি রাজা শুন সাবধানে ।
নন্দবোষ চলিল চিস্তিতে মনে মনে ॥
বসুদেব-বচন অগত্য কভু নয় ।
কিবা উৎপাত আজি ব্রজকুলে হয় ॥
পুতনা পাঠাঞা তথা দিল কংসাসুরে ।
উঠিল রাক্ষসী গিয়া নন্দের গোহুলে ।
হরিগুণসংকীর্তন না হয় যে স্থানে ।
তথা তথা উৎপাত করে দুইগণে ॥
হেন প্রভু আপনে সাক্ষাৎ যে শ্রীহরি ।
রাক্ষসীর প্রাণে তাথে কি করিতে পারি ॥

পাপিনী পুতনা সে যে নানা মার্মা জানে ।
মায়ার যুবতীবেশ ধরিলা আপনে ॥
কেশপাশ বিনিহিত কুল মল্লিমালা ।
গুণশ্রোণী কুচভর গমন মধুরা ॥
কীর্ণ কটিভট পট্টবাসপরিধানা ।
কুণ্ডলযজ্ঞিতগণ্ড মুদিতবচনা ॥
ভুরুভঙ্গ বিলসিত মান মনোহরা ।
বিলোল অলকাবলী কুঞ্চিতকুন্দলা ॥
অলস বিলস গতি কমল ঢুলায় ।
চকিত চপল দিষ্টা নন্দঘরে যায় ॥

লক্ষ্মীদেবী যায় নিজ পতি দরশনে ।
 এই চিন্তে লাগিল গোকুলবাসিনে ॥
 গোপ গোপী এইরূপ চিন্তিতে লাগিল ।
 পতনা প্রবেশ গিয়া নন্দঘরে কৈলা ॥
 নিজ তেজ সঘরিয়া আছরে শরনে ।
 মুদিত নয়ন যেন কিছুই না জানে ॥
 আচ্ছাদিয়া আছে প্রভু নিজ তেজবল ।
 আশুনি থাকয়ে যেন ভস্মের ভিতর ॥
 অস্তর্ধামী প্রভু সে সভার তত্ত্ব জানে ।
 কিবা অগোচর আছে তার বিদ্যামানে ॥
 পুতনা রাক্ষসী সে যে বালকবাসিনী ।
 জানেন তাহার তত্ত্ব প্রভু চক্রপাণি ॥
 মনে আছে পুতনারে করিব সংহার ।
 নহে প্রভু শিশুভাব করিয়া বিহার ॥
 এত বিবরণ নাহি জানে নিশাচরী ।
 বালক তুলিয়া গিয়া লৈল কোলে করি ॥
 না জানিয়া কেহো যেন কালসর্প ধরে ।
 কালাত্মক যম যেন ভুলি লৈল কোলে ॥
 তার রূপ তেজ দেখি অতি মনোহর ।
 কুৎসিত বদন তার বচন সুন্দর ॥
 যশোদা রোহিণী কিছু না পারে বলিতে ।
 চিত্তের পুত্তলি যেন লাগিল চাহিতে ॥
 কোন্ কর্ম কব্ধ তবে পুতনা পাপিনী ।
 শিশুমুখে বিবস্তন দিল দোচারিণী ॥
 দুই করে স্তন ধরি প্রভু ভগবান ।
 চুষক ধরিয়া তবে দিল এক টান ॥
 শ্রোণ সহে স্তন তার পিলেন ঐহরি ।
 ছাড় ছাড় বলিয়া পড়িল নিশাচরী ॥
 দুই আঁখি উলটিল আছাড়ি পায় ।
 আর্দ্রনাদ করিয়া ছাড়িল ঘন রায় ॥
 পড়িল পুতনা তার শব্দ উঠিল ।
 নদ নদী গিরি তরু ধরনী কম্পিল ॥
 গ্রহগণ সহে কাঁপে গগনমণ্ডল ।
 দশদিগ পাতাল কাঁপিল জলস্থল ॥
 বজ্রপাত হেন লোকে হৈল চমৎকার ।
 ভূমিতে পড়িল লোক দেখি অন্ধকার ॥
 হেনরূপে পড়িল পুতনা নিশাচরী ।
 শ্রোণ ছাড়ি গেল তবে নিজরূপ ধরি ॥
 দ্বাদশ দণ্ডের পথ পৃথিবী বুড়িয়া ।
 পুতনার কলেবর রহিল পড়িয়া ॥
 পর্কতের শুভা যেন নাসিকাবিবর ।
 দুই গোটা স্তন তার পর্কতশিখর ॥

লাঙ্গলের ঈষ যেন বিকট দশন ।
 অন্ধরূপ যেন দুই গভীর নয়ন ॥
 শূন্তজল হ্রদ যেন উদর গভীর ।
 মহা মহীধর যেন উচল শরীর ॥
 নদীতট যেন তার জঘন বিস্তার ।
 হাত পায় দেখি হেন দীঘল আঁকাল ॥
 গোপগোপী দেখিয়া পুতনাকলেবর ।
 কাঁপিয়া উঠিল অন্ধ ভয়াসে সকল ॥
 খেলায় বালক তার বৃকের উপরে ।
 ষাঞা গিয়া গোপীগণ আনিল সঙ্করে ॥
 যশোদা রোহিণী আর গোপীগণ মেলি ।
 রক্ষা বান্ধে বালকের শিরে হাত ধরি ॥
 গোপুচ্ছ ভ্রাম্য লৈয়া অঙ্গের উপরে ।
 গোমুত্রে করায় স্নান বালকের শিরে ॥
 গোধূলি গোময়ে তার করায় মজ্জন ।
 দ্বাদশ অঙ্গের রক্ষা করে গোপীগণ ॥
 করপদ পাখালিয়া আচমন করি ।
 রক্ষা বান্ধে গোপীগণ নানা মন্ত্র পঢ়ি ॥
 অজ নারায়ণ রক্ষা করুক চরণ ।
 যশিমান্ জাহ্নবী ককন রক্ষণ ॥
 কটিতট অচ্যুত জঠর হয়গ্রীবে ।
 বজ্ররূপী উরুধর হৃদয় কেশবে ॥
 ঈশ বক্ষে সূর্য্য কঠে বিষ্ণু ভুজযুগে ।
 রক্ষা করুক উরুক্রম তোমার শ্রীমুখে ॥
 ঈশ্বরে রক্ষুক শিরে আগে চক্রধর ।
 দুই পাশে ঝড় ধনু আগে গদাধর ॥
 কোণে শঙ্খ অধে তাক্য রক্ষুক তোমার ।
 উপেন্দ্র রক্ষুক উর্ধ্বে তোমা সর্বকাল ॥
 হলধর সর্কদিক্ করুন রক্ষণ ।
 জীবীকেশ ইন্দ্ৰিয় সে শ্রোণ নারায়ণ ॥
 ষেতদ্বীপপতি চিন্ত মন যোগেশ্বর ।
 পুন্নিগত বুদ্ধি রক্ষা করুক নিরন্তর ॥
 জীড়াকালে গোবিন্দ রক্ষুক অমর ॥
 শরনে মাধব দেব আত্মা ভগবান্ ॥
 বলিতে শ্রীপতি দেব বৈকুণ্ঠ গমনে ।
 সর্ববজ্রপতি রক্ষা করুন ভোজনে ॥
 ভূত প্রেত আদি যত ডাকিনী যোগিনী ।
 কোটরা পুতনা আদি বালকবাসিনী ॥
 বক্ষ রক্ষ বিনারক দুষ্ট গ্রহগণ ।
 বুদ্ধগ্রহ বালগ্রহ লোকসম্পাদন ॥
 বিষ্ণু স্তম্ভরণে ষাক্ষ এ সব বিনাশ ।
 সর্বত্র রক্ষক দেব জগৎনিবাস ॥

এইরূপে গোপীগণ করিল রক্ষণ ।
 মাত্র শিশু কোলে করি পিয়াহঁল স্তন ॥
 নন্দ আদি গোপগণ আইল হেনকালে ।
 বিষয় পড়িল তারা দেখি কলেবরে ॥
 বসুদেব যে কহিল নহিল অন্যথা ।
 মহামুনি বসুদেব জানিল সর্বথা ॥
 তবে তার কলেবর কুটরে কাটিয়া ।
 দূরে লৈয়া কাঠ দিয়া পেলিল পোড়ায়্যা ॥
 পড়িতে সৌরভ গন্ধ দেহের উঠিল ।
 তার গন্ধে সর্বলোক বিষয় পড়িল ॥
 স্তনপান কৈল তার প্রভু নারায়ণে ।
 অশেষ পাতক ধুসে হৈল ভেদ-কারণে ॥
 পুতনা রাক্ষসী সে যে কথির-ভোজনা ।
 বালকধাতিনী সে যে ঘোরদরশনা ॥
 মারিবার তরে বিধ ভরি দিল স্তন ।
 মুক্তিপদ হৈল তাব এই সে কার ॥
 প্রজ্ঞা ভক্তি করিয়া যে প্রভু নারায়ণে ।
 প্রিয়বস্ত্র যে কিছু করয়ে সমর্পণে ॥
 তাহার কি ফল হয় কহিতে না পারি ।
 তাহাকে পিয়ায় স্তন যশোদামুন্দরী ॥
 ভক্তজনে করে যাকে হৃদয়ে স্থাপন ।
 ব্রহ্মা আদি দেব যার করয়ে বন্দন ॥
 হেন পাদকমলে বাহার অঙ্গ বেড়ি ।
 স্তন পাণ কৈলা প্রভু শিশু বেশ ধরি ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং

সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং দশমস্কন্ধে

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায় ।

ভাটয়ালী রাগ ।

এইরূপে নন্দঘরে বাঢ়ে যত্নবর ।
 গোপগোপী আনন্দ বাঢ়য়ে নিরন্তর ॥
 অদভূত কথা শুনি রাজা বিফুরাত ।
 নিবেদন করে কিছু মূনির সাক্ষাৎ ॥
 যে যে অবতারে হরি যে যে রূপ ধরে ।
 ঐতিহ্য মনোহর যে যে কর্ম করে ॥
 বা শুনিলে মনোগত গ্রামি নাহি রয় ।
 বিশেষে বৈরাগ্য হয় নির্মল আশয় ॥
 ভক্তজনে সখ্যভাব ভক্তি নারায়ণে ।
 হেন হরিচরিত্র কহিবে আদি হনে ॥

কে কহিতে পারে তার ভাগ্যের মহিমা ।
 অজ ভব আদি যার দিতে নায়ে সীমা ॥
 যে যেহুয় কীব পান করেন মুরারি ।
 যে যে গোপী স্তন দিল কৃষ্ণ কোলে করি ॥
 প্রভু যার পীরিতে করিল স্তনপানে ।
 শঙ্কর বিরিকি যার মহিমা না জানে ॥
 পুতনা রাক্ষসী যাতে পায়ে মোক্ষগতি ।
 কহিব তাহার তত্ত্ব কাহার শক্তি ॥
 অখিল জগৎগুরু মোক্ষপদদাতা ।
 পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন সর্বলোকপিতা ॥
 ব্রহ্মাদি-বন্দিত সেই দেবকীন্দন ।
 পুত্রভাব তাহাকে করিল গোপীগণ ॥
 তবে কেন তাহার থাকিব ভবভয় ।
 না করিহ রাজা তুমি ইহাতে সংশয় ॥
 পুতনা পুড়িয়া নন্দ আদি গোপগণে ।
 গোবুলে আসিয়া জিজ্ঞাসিল লোকস্থানে ॥
 গোপগোপী কহিল তাহার বিবরণ ।
 শুনিয়া বিষয় হৈল যত গোপগণ ॥
 পুত্র লৈয়া নন্দঘোষ শিরে দিয়া হাত ।
 চূষন করিয়া মুখে কৈল আশীর্বাদ ॥
 পুতনা মোক্ষণ কথা ভক্তিভাব করি ।
 যে জন শুনয়ে শ্রীকৃষ্ণেতে মন ধরি ॥
 রতি মতি হয় তার গোবিন্দচরণে ।
 ভাগবত-আচার্য্যের মধুর বচনে ॥

যদি ইৎসা কর তুমি শু যোগেশ্বর ।
 কহ হরিচরিত্র শ্রবণমনোহর ॥
 সপ্ততি গোপাল বাল কহিবে চরিত্র ।
 বাহার শ্রবণে সর্বলোক আনন্দিত ॥
 রাজার বচন শুনি শুক যোগেশ্বর ।
 কৃষ্ণকেলি কথা কহে শ্রবণমদল ॥
 অজের চালন শিশু কৈলা একদিনে ।
 কোড়ুকে উৎসব তবে কৈল গোপগণে ॥
 জনম-নন্দ যোগ আছে সেই দিনে ।
 গোপগোপী আসিয়া মিলিল সেইক্ষণে ॥

বিবিধ বাঞ্ছন শ্রীত বিবিধ মঙ্গল ।
 দ্বিজগণে বেদমন্ত্র পড়িল বিস্তর ।
 মহা-অভিষেক কৈল অনিঞা ব্রাহ্মণে ।
 বিবিধ বিধানে কৈল শাস্তি স্বস্ত্যয়নে ॥
 গন্ধ মালা ধন ধেনু বসনে ভূষিয়া ।
 দ্বিজগণে পাঠাইলা সন্তোষ করিয়া ।
 তবে পুত্র কোলে করি যশোদা সুন্দরী ।
 নিদ্রা ল(ও) রাইলা অঙ্গে দিয়া করতালি ॥
 শয্যার উপরে শিশু কর্যাঞা শয়ন ।
 বসনে ভূষণ পুজে গোপ গোপীগণ ॥
 পুত্রমহোৎসব দেবী আনন্দিত মনে ।
 লোকপূজা করিতে না কৈল অবধানে ॥ (১) ॥
 স্তন নাহি পিয়ে শিশু বুড়িল ক্রন্দন ।
 কান্দিতে কান্দিতে দুই তুলিল চরণ ॥
 শকটের তলে আছে শয়ন করিয়া ।
 ভাঙ্গিল শকটখান চরণ লাগিয়া ॥
 নবদল চরণকমল দুইখানি ।
 শকটে বাজিল গিয়া তাহার ঠেকনি ॥
 উলটিয়া পড়িল শকট হৈল চূর ॥
 শিশু ঠেঁয়া কে করিতে পারে এতদূর ॥
 ভাঙ্গিয়া পড়িল দধি ছুইয়ে কলস ।
 ভূমিতে পড়িয়া গেল বিবিধ গোরস ॥
 হেন অদভূত দেখি বত ব্রজনারী ।
 বিষয় পড়িল নন্দগোপ আদি করি ॥
 উলটিয়া শকট পড়িল কি কারণে ।
 ভূমিতে পড়িয়া কেনে হৈল খানখানে ॥
 কেহোত বসিতে নারে ইহার কারণ ।
 নিকটে আছিল বত কহে শিশুগণ ॥
 পায়ে ঠেলি এই শিশু শকট ফেলিল ।
 বালকের বাক্য কেহো প্রতীত না গেল ॥
 অমিতবিক্রম শিশু গোপ নাহি জানে ।
 প্রতীত না কৈল কেহো শিশুর বচনে ॥
 সাক্ষাৎ পরমানন্দ প্রভু ভগবান ।
 শিশুবাক্যে গোপগণ কৈল অপজ্ঞান ॥
 ছা(ও)য়াল কান্দিতে আছে শয্যার উপরে ।
 ধাক্কা গিয়া যশোদা তুলিয়া লৈল কোলে ॥
 পুন বিপ্র আনি করাইল স্বস্ত্যয়ন ।
 শাস্তি স্বস্তি করি তবে পিয়াইল স্তন ॥

তবে আর গোয়াল আছিল বলীয়ার ।
 সেইরূপ শকট স্থাপিল আরবার ॥ (১) ॥
 ধাক্কা দুর্বা দিয়া তবে শকট পুজিল ।
 ব্রাহ্মণ আনিয়া পুনঃ শাস্তিমন্ত্র কৈল ॥
 পরম সুবুদ্ধি নন্দ সহজে পণ্ডিত ।
 দেব দ্বিজ পূজা কৈল হৈয়া সাবহিত ॥
 দিব্য অন্নপান দিয়া পুজিলা ব্রাহ্মণে ।
 ধন ধেনু বহুবিধ বসন ভূষণে ॥
 বিপ্রমুখে পুত্রকে করায় আশীর্বাদ ।
 রক্ষা করে বিপ্রগণ অঙ্গে দিয়া হাত ॥
 এইরূপ উৎসব কর্যাঞা নন্দরায় ।
 সব গোপগোপীগণ ভূষিয়া পাঠায় ॥
 শকটভঞ্জন লীলা কহিল সুন্দর ।
 আর এক অদভূত স্তন বুপবর ॥
 একদিন পুণ্যবতী যশোদা সুন্দরী ।
 লালন পালন করে পুত্র কোলে করি
 বহিতে না পারে শিশু বড় হৈল ভয় ।
 ভূমিতে ছাওয়াল থুইল মনে পাঞা ডর ॥
 ঈশ্বর চিন্তিয়া মনে গৃহকর্ম করে ।
 তৃণাবর্ত দৈত্য আইলা হেন অবসরে ॥
 কংসের আদেশে দৈত্য গোকুলে আসিয়া ।
 চক্রবাক্যে নিল ছাওয়ালে হস্তিমা ॥
 মহাবড় উৎপাতে গোকুল পুরায় ।
 ধূলা অন্ধকারে কেহ দেখিতে না পায় ॥
 পুরাইল দশদিগ্গ শব্দ নিষ্ঠুর ।
 ধূলা অন্ধকারে সব পুরায় গোকুল ॥
 কে কোথাতে আছে কেহো কিছুই না জানে ।
 পুত্র না দেখিয়া দেবী হরিল গেরানে ॥
 কন্ধণা করিয়া কান্দে ভূমিতে পড়িয়া ।
 গাবী বেন হাওয়ালায়ে বাছুর হার্যাঞা ॥
 কান্দন শুনিয়া সব গোপীগণ আইল ।
 শিশু না দেখিয়া তারা কান্দিতে লাগিল ॥
 আঁধি বাঞা পড়ে নীর আকুল হৃদয় ।
 ছুংখ শোকে গোপীগণ কান্দে আতিশয় ॥
 তৃণাবর্ত মহাদৈত্য কোন কর্ম করে ।
 ছাওয়াল তুলিয়া লৈল আকাশমণ্ডলে ॥
 বহিতে না পারে শিশু পর্ত্তের ভয় ।
 মনে ভয় পাঞা দৈত্য করে খড়কড় ॥

(১) পাঠান্তর,—
 “নহি অবধান পুত্র আছেয়ে শয়নে ।”

(১) পাঠান্তর,—
 “তবে বত মহাবল গোপগণ ছিল ।
 সেইরূপে আরবার শকট রাখিল ॥”

যাবৎ গলাঞা নাহি যায় দুরাচার।
 দুই হাতে গলা চাপি ধরিল ছাওরাণ।
 ছাখ পাও আছাড়য়ে করে ছটকট।
 মুখেতে না আইসে রাও দেখিতে বিকট।
 দুই আঁখি উলটিল হরিল চৈতন।
 ভূমিতে পড়িঞা দৈত্য ছাড়িল জীবন।
 পড়িল আকাশ হতে শিলার উপরে।
 ঋণ ঋণ হৈল তার সব কলেবরে।
 শিলাতে পড়িঞা দৈত্য হৈল শঙ্খচূর।
 শঙ্করের বাণে যেন পড়িল ত্রিপুর।
 গোপগোপীগণ কানে আকুল হৃদয়।
 হেনকালে দৈত্য দেখি পাইল বড় ভয়।
 খেলায় বালক তার বৃকের উপর।
 ঈষৎ মধুর হাস দেখিতে স্নহর।
 নাখিবারে চাহে শিশু ভয় নাহি মানে।
 ধাঞা গিয়া ধরে শিশু গোপগোপীগণে।
 সব ছঃখ দূরে গেল পাঞা বহুবর।
 গোকুল ভরিয়া হৈল আনন্দ মঙ্গল।
 নন্দ আদি গোপ বলে হৈয়। আনন্দিত।
 নষ্ট হৈলে হেন পুত্র মিলে আচম্বিত।
 নিজ পাপে হিংসকের হয় পরলয়।
 শুদ্ধভাবে সাধুজনে তরে ভবভয়।
 আমি সব কোন ভপ কৈল পুণ্য দানে।
 সাক্ষাতে পুজিল কিবা পুরুষ পুরাণে।
 কিবা সর্গভূতে দয়া কৈল শুদ্ধ চিন্তে।
 কোন্ ভাগ্যে মৃত পুত্র মিলিল সাক্ষাতে।

অদভূত দেখি নন্দ চিন্তে মনে মনে।
 বসুদেববচন ফলিল বিদ্যমান।
 কথোদিন বই আর নন্দনে নন্দনে।
 যে কর্ম করিল রাজা শুন সাবধানে।
 পুত্র কোলে করিয়া বশোদা এক দিনে।
 শুন পিয়াইল দেবী হরষিত মনে।
 মধুর অঙ্গের করে লালন পালন।
 কর দিয়া করে দেবী মুখ মারজন।
 হেনকালে মুখে হাই ছাড়িল ছাওয়ালে।
 ত্রিভুবন দেখে দেবী মুখের ভিতরে।
 দশদিগ গ্রহগণ আকাশমণ্ডল।
 চন্দ্র সূর্য্য বায়ু বহি এ সপ্তসাগর।
 সপ্তদ্বীপ নদ নদী গিরি তরুগণ।
 সুরলোক সপত পাতাল কিতবন। (১)
 ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত যত স্বাবর জগদ।
 পুত্রমুখে বশোদা দেখিল ত্রিভুবন।
 পুত্রমুখে জগৎ দেখিয়া ব্রহ্মেশ্বরী।
 কাপিয়া উঠিল অঙ্গ ধরিতে না পারি।
 দুই আঁখি মুদিয়া রহিল সেই মনে।
 হেন অদভূত লীলা করে নারায়ণে।
 বৃক্ষগুণ শুন তাই কৃষ্ণে দেহ আশা।
 ভাগবত-আচাৰ্য্যের মধুরস ভাষা।

(১) অত্র পৃথিবী পাঠ,—

“সপ্তদ্বীপ গিরি তরু নদ নদী জল।
 সুরলোক সপ্তপাতাল কিতবন।”

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংসাতাং
 সংহিতায় ঐশ্বর্য্যসিক্যং দশমস্কন্ধে
 সপ্তমোহধ্যায়ঃ ১১।

অষ্টম অধ্যায়।

বরাড়ী রাগ।

শুক মহামুনি বলে শুন নরেশ্বর।
 আর অদভূত কহি শ্রুতিমনোহর।
 বহুবলে পুরোহিত গর্গ মুনি নাম।
 আজ্ঞা দিলা তাঁরে বসুদেব মতিমান।
 গর্গ মুনি গেল তবে নন্দ্রের মন্দিরে।
 দেখিয়া উঠিল নন্দ পরম আদরে।
 পাশ্চ অর্ঘ্য গন্ধ পুষ্প নানা উপহারে।
 বিষ্ণুবুদ্ধি করি তাঁরে পুজিলা সত্বরে।

আগনে বশায়া। মুনি বিনয়বচনে।
 কর যোড় করি নন্দ বলে সাবধানে।
 মহাত্মন আগমন এই পরোজনে।
 চৈতন-হরিত্র গৃহীর করে পরিজ্ঞানে।
 তুমি মহাপুরুষ দুর্গত-হিতকারী।
 তাহার কারণে তুমি আইলা দয়া করি।
 তুমি মহাপণ্ডিত কেবল গুণবান।
 তোমা হৈতে জ্যোতিষ শাস্ত্রের উৎপত্তি।

বাহা হৈতে জানি তুত ভব্য বর্তমান ।
 হেন মহাশাস্ত্র তোমা হৈতে উপাদান ।
 লোকে বলে সতে তুমি জ্যোতিবপ্রধান ।
 সৰ্বশাস্ত্রে নাহি কেহ তোমার সমান ॥
 দুইটি বালক আছে নাম নাহি ধরি ।
 তুমি নামকরণ করহ কৃপা করি ॥
 যদি বল আমি নহি কুল পুরোহিত ।
 অগ্নিলেই গুরু বিপ্র জগতে পুজিত ॥
 মিথ্যা নাহি কহে তোর সঙ্গী শিশুগণে ॥
 তবে ভীত হঞা প্রভু মায়ে কহে বাণী ।
 মাটি নাহি খাই আমি শুন গো জননি ॥
 বালকের বাক্য কেনে সত্য করি বল ।
 সাক্ষাতে আপনি মোর বদন নেহাল ॥
 রাণী বলে বাপু তুমি মেল মুখখানি ।
 এ বোল শুনিঞা মুখ মেলে চক্রেপাণি ॥
 সাক্ষাৎ দৈবর জীলায় নর-কলেবর ।
 ব্রহ্মাণ্ড দেখিল রাণী মুখের ভিতর ॥
 সপ্তদ্বীপ সপ্তসিন্ধু স্থাবর জঙ্গম ।
 নদ নদী পাতাল পৰ্ব্বত তরু বন ॥
 চন্দ্র সূর্য্য পবন বরুণ হস্তাশন ।
 জ্যোতিষমণ্ডল চল তেজ গ্রহগণ ॥
 দশদিগ, আকাশমণ্ডল সুরপুরী ।
 সকল ইন্দ্রিয়গণ মন আদি করি ।
 সস্ব রজ তম তিন গুণ বর্তমান ।
 অষ্টযোগ অষ্টসিদ্ধি দেখে বিচ্যমান ॥
 কাল কৰ্ম্ম স্বভাব অদৃষ্ট আদি করি ।
 এ সকল আছে নিজ নিজ মুক্তি ধরি ॥
 মুক্তিমান যজ্ঞ তত্ত্ব বেদ শাস্ত্র আদি ।
 তপ ব্রজ ব্রত দান পুণ্য ফল বিধি ॥
 এ সকল আছে তথা মুক্তিমান হয় ।
 তথাতে আছেন কৃষ্ণ আপনে বসিয়া ॥
 আপনাকে দেখে দেবী আছেন তথাই ।
 চিন্তিতে লাগিলা দেবী মনে ভয় পাই ॥
 বপন দেখিলুঁ কিবা হৈল দেবমায়ী ।
 কিবা মোর বুদ্ধি অম হৈল না বুদ্ধিরা ॥
 বালকের আছে বা সহজে যোগসিদ্ধি ।
 আচম্বিতে কেবা মোর অম কৈল বুদ্ধি ॥
 বুদ্ধি-মন-বচনে না জানি তত্ত্ব ব্যার ।
 ভগ্ন স্বজয়ে কিবা করয়ে সংহার ॥
 যোগীজ্ঞ মুনীজ্ঞ ব্যার তত্ত্ব নাহি জানে ।
 শরণ লইলুঁ মুক্তি সে দেব-রণে ॥
 এ মোর বসতি বাস পতি পুত্র ধন ।

মোর গোপ মোর গোপী মোর পরিজন ॥
 বাহার যাহাতে মোর এ সব কুমতি ।
 সেই প্রভু নারায়ণ সতে মোর গতি ॥
 এই রূপ তত্ত্ব যদি জানিল জননী ।
 বিষ্ণুমায়ী বিস্তারিল প্রভু যদুমণি ॥
 তত্ত্বজ্ঞান ধ্বংস তার হৈল সেইক্ষণে ।
 পুত্রপ্রেমে ব্রজেশ্বরী বাহু নাহি জানে ॥
 পুত্র কোলে করি গোপী পিয়াইল স্নান ।
 বুকের উপরে থুয়া দিল আশ্রয়ন ॥
 নয়নে আনন্দজল পূর্ণকিত অঙ্গ ।
 আনন্দগাগরে হৈল প্রেমের তরঙ্গ ॥
 চারি বেদে সাংখ্য যোগে ব্যার গুণ গায় ।
 সনকাদি মুনি ব্যারে ধ্যানেতে না পায় ॥
 শঙ্কর কিশোর ব্যার কমলা কিশুরী ।
 পুত্রভাবে তাহারে করায় ব্রজেশ্বরী ॥
 রাজা জিজ্ঞাসিলা তবে মুনি বিতমানে ।
 কোন্ তপ নন্দঘোষ কৈল তব স্থানে ॥
 যশোদা বা কোন তপ কৈল মহোদয় ।
 অনন্ত একাণ্ডপতি তাহার তনয় ॥
 নন্দ যশোদার গুণ গায় ত্রিভুবনে ।
 মহা যোগেশ্বর ব্যার করয়ে কীৰ্ত্তনে ॥
 কহ দেখি তা-সত্যার পুণ্যের কারণ ।
 মুনি বলে শুন বাজা কহি বিবরণ ॥
 এই নন্দঘোষের আছিল দ্রোণ নাম ।
 অষ্টব ২ মাঝে হিলা সত্যার প্রধান ॥
 দ্রা নামে ভার্য্যা এই যশোদা আছিল ।
 গোপরূপে জনমিতে ব্রহ্মা আশ্রয় দিল ॥
 তবে দ্রোণ ব্রহ্মাকে বলিলা স্তুতি করি ।
 জনম ০ ভিব গিয়া গোপরূপ ধরি ॥
 একান্ত ভক্তি যেন হয় নারায়ণে ।
 অপার সংসার লোক তরে যাহা হনে ॥
 তুষ্ট হৈয়া ব্রহ্মা তারে দিল সেই বর ॥
 সেই দ্রোণ জনমিলা হত্যা ব্রজেশ্বর ।
 ধরিয়া যশোদা নাম জনমিল ধরা ।
 হরিভক্তি জনমিল সৰ্বদুঃখহরা ॥
 পুত্রভাবে ভক্তি কৈল প্রভু নারায়ণে ।
 সাধিল একান্ত ভক্তি গোপগোপীগণে ॥
 ব্রহ্মার বচন সত্য করিতে শ্রীহরি ।
 গোহুলে রহিল গিয়া পুত্ররূপ ধরি ॥
 শ্রীগদাধর ভক্তিরস গুরু গান ।
 ভাগবত-আচাৰ্য্যের মধুর-গান ॥

ইতি দশমস্কন্ধে অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায় ।

বেলোয়ার রাগ ।

এক দিন কোন কৰ্ম করে ব্রহ্মেশ্বরী ।
নানা কৰ্মে দাসীগণে নিয়োজন করি ।
দধি মছে আপনে পুত্রের গুণ গায় ।
যে যে বালচরিত্র করয়ে যত্নায় ॥
পট্টপট পরিধান পুথু কটিতটা ।
বিনিহিত কনককঙ্কণ মণিছটা ॥
বিগলিত কুচপট সঘনকম্পনা ।
রজ্জু আকর্ষণ তুচ্ছ চলিতকঙ্কণা ॥
শ্রমজলমুত মুখ বিলোল কুণ্ডলা ।
বিগলিত কবরী মালতীজাতিমালা ॥
দধি মছে ব্রহ্মেশ্বরী দিয়া বাহুতন ।
উচ্চস্বরে করেন পুত্রের বশোগান ॥
হেনকালে আসিয়া ছাওয়াল শ্রীহরি ।
দুই হস্ত দিয়া ধরে মছনের নড়ি ॥
দণ্ড ধরি করে দধি মছন নিবেধ ।
যায়ের আনন্দ বাঢ়ে নাহি কিছু খেদ ॥
কোলেতে করিয়া মাতা পিয়াইল স্তন ।
মন্দ মধুস্মিত মুখ করে নিরীক্ষণ ॥
বালকের তৃপ্তি না হইতে স্তনপানে ।
উষলিয়া দুহু ওথা পড়ে আর স্থানে ॥
ছাওয়াল তোজিয়া দেবী চলিলা ঝুরিতে ।
তাহা দেখি কোথ হৈল বালকের চিতে ॥
কম্পিত অধরপুট দংশিয়া দশনে ।
অঙ্গুলি তজ্জন করে চুলায় নয়নে ॥
শিলার পুতলী দিয়া ঘরের ভিতরে ।
ভাঙ ভাঙ্গি দধি খায় শ্রুত সুরেশ্বরে ॥
ভূমিতে নাছাঞা দুহু বশোদা স্নন্দরী ।
গৃহেতে প্রবেশ গিয়া কৈল ওরা কার্য ॥
দেখিয়া পুত্রের কৰ্ম হাসে নন্দরাশী ।
এখনি আছিল কোথা গেল যত্নমণি ॥
শিকার উপরে আছে সজ্জ ননী সর ।
উদ্বুখলে উঠি হরি পেলায় সকল ॥
চুরি করি ননী খায় বানরে ভুঞ্জায় ।
তরাসে যায়ের দিগে উলটিয়া চায় ॥
চাহিতে বেড়ায় মাতা দেখয়ে শ্রীহারি ।
পেলায় দূরেতে সর খাইতে না পারি ॥
নড়ি হস্তে ধরি মাতা ধীরে ধীরে যায় ।
রূঢ় দিয়া শ্রীমুরারি সংরে পলায় ॥
ধেয়া গিয়া যায় গোপী ধরিতে না পারে ।
যায়ের ভয়ে হরি পলায় সত্বরে ॥

বহু ওয় তপ করি মহা বোণিগণে ।
চিন্তে অবশিতে যার না পারে চরণে ॥
শ্রুতিগণে রয়ে যার পথ অনুসারি ।
হেন শ্রুত ধেয়া লয়া যায় ব্রহ্মনারী ॥
পাছে পাছে যায় দেবী মছরগমনা ।
কেশপাশ বিগলিত বুচ বিবসনা ॥
ধেয়া শিশু ধরে দেবী কথোদূরে যাই ।
অঁখি কচালয়ে কৃষ্ণ মনে ভয় পাই ॥
অপরাধ ভয়ে শিশু করয়ে রোদন ।
নাহি সরে মুখে বাণী বিহ্বল লোচন ॥
দুই হাথে ছাওয়ালে ধরিয়া দৃঢ়মনে ।
বশোদা করিল বহু তর্জন ভর্ৎসনে ॥
মনে আছে বালক পায়ে বা পাছে ডর ।
পেলিয়া হাথের নড়ি আনিল সত্বর ॥
মনে মনে তবে গোপী কোন যুক্তি করে ।
দামদড়ি দিয়া আজি বাকি বালকেরে ॥
আদি অস্ত নাহি যার নাহি পূর্বাপর ।
জগতের আদি অস্ত বাহু অভ্যস্তর ॥
সেই কৃষ্ণে পুত্র ভাবে মানে গোপনারী ।
উদ্বুখলে বন্ধ কৈল দিয়া দামদড়ি ॥
অপরাধ করে পুত্র না ধরে বচন ।
দামদড়ি দিয়া কৈল কাঁকালে বন্ধন ॥
বাক্কিতে না আঁটে দুই অঙ্গুলি সোমর ।
আর দড়ি দিয়া দেবী জড়ায় সত্বর ॥
তমু দাম টুটে দুই অঙ্গুলি প্রমাণ ।
আর দাম দিয়া করে বাক্কিতে সন্ধান ॥
সেহ দড়ি টুটিল বাক্কিতে না কুলায় ।
আর দাম দিয়া রাণী সে দাম জড়ায় ॥
বিস্ময় হইয়া দেবী করয়ে বন্ধন ।
বিস্ময় পড়িয়া রয়ে বস গোপীগণ ॥
শ্রমজলে তিভিল সকল কলেবর ।
খসিল বগন বেশ খসি কবর ॥
দেখিয়া যায়ের শ্রম শ্রুত কৃপাময় ।
আপনার বন্ধন তাপনে প্রুত লয় ॥
এ বোল বুঝিয়া কর পুত্রের সংস্কার ।
তবে গর্গমুনি বলে উত্তর তাহার ॥
আমিহ আপনে বহু ললপুত্রোহিত ।
সর্বত্র বিখ্যাত আমি জগতে বিদিত ॥
আমি যদি ভব পুত্রে করি নাম কৰ্ম ।
দুধি পাপিষ্ঠ কংস না জানিঞা মর্শ ॥

দেবকীর পুত্র ওই জানিব নিশ্চয়
 তবে তুমি কি বুদ্ধি করিবে মহাশয় ।
 বসুদেব সঙ্গে তোমার আছেয়ে মিতালী ।
 দৈবকীর অষ্টম গর্ভে কভা নাহি বলি ॥ (১)
 কভারে কহিল শ্রদ্ধা অম্বিল তোমার ।
 এত কুমন্ত্রনা যদি করে দুরাচার ॥
 আসিয়া মারিব যদি দুইটি তনয় ।
 তবে নন্দ দেখি বড় এইত সংশয় ॥
 নন্দ বলে কর এই পুরেতে প্রবেশ ।
 নিজ লোক মাতে যাথে না পায় উদ্দেশ ॥
 যেরে ভিতরে কর্ম কর অলক্ষিতে ।
 নয় নামে কেহ যেন না পারে জানিতে ॥
 নন্দে বচন শুনি গর্গ মহাশয় ।
 করিলা সকল কর্ম বিধি যেই হয় ॥
 তবে মূনি বলে শুন নামের বিধান ।
 ধরিত্রী বাহার যেন অঙ্গরূপ নাম ॥
 রোহিণী পুত্রের নাম শুন বিস্তার ।
 মনোরম দেখিয়া বলিবে লোকে রাম ॥
 বলরাম হৈব দেখি বলেতে প্রথর ।
 আর এক নাম হৈব ইহার সুলকর ॥
 বহুবংশে বাঢ়াইব অতোন্তে পীরিতি ।
 ভিন্নতাব খণ্ডিয়া করিব এক মতি ॥
 সঙ্কর্য নাম হৈব সেই সে কারণে ।
 তোমার পুত্রের নাম কহিব এখনে ॥
 এ বালক যুগে যুগে করে অবতার ।
 নানা বর্ণ নানা নাম আছিল ইহার ॥
 সত্যযুগে গুরুবর্ণে অবতার কৈল ।
 ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ ধরিয়া অম্বিল ॥
 ইন্দ্রানী ষাপরে কৃষ্ণবর্ণ তবে ঘরে ।
 দ্বীতবর্ণে কলিকালে হৈব অবতারে ॥ (২)
 পূরবে আছিল এক বসুদেব নামে ।
 তার পুত্র হয়্যা অঙ্গ লভিলা তখনে ॥
 তে-কারণে আর এক বসুদেব নাম ।
 না করিহ ইহাকে মানুষ হেন জ্ঞান ॥

(১) অঙ্গ পুত্রির পাঠ,—

“দৈবকীর অষ্টম গর্ভে কভা নহে নারী ।”

(২) ইহার পর সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত

পুস্তকের অধিক পাঠ,—

“যুগ বর্ষ নিজ নাম করিবে প্রচার ।

বিজ্ঞবেশ করিবে চৈতন্ত অবতার ॥

* * * *

কৃষ্ণ নাম ইহার হইলে মহাশয় ।

কৃষ্ণ নামে অঙ্গ তরিবে ভবভয় ॥

কত নাম কত রূপ কত গুণ কর্ম ।
 হেন নাহি ইহার জানিতে পারে কর্ম ।
 এই পুত্র ব্রজকুলে করিব কল্যাণ ।
 এই সর্ব বিপদে করিব পরিত্রাণ ॥
 ইহার প্রসাদে তুমি থাকিয়া স্বচ্ছন্দে ।
 গোপগোপীগণে এই বাঢ়াব আনন্দে ॥
 দম্ভ্যভয় পুরুষে আছিল ক্ষিতিলে ।
 দম্ভ্যভয়ে সাধুজন রহিতে না পারে ॥
 এই শিশু বল বীৰ্য বাঢ়ায় তখনে ।
 তবে দম্ভ্য জিনি স্মৃথে রহে সাধুগণে ॥
 ইহাতে সন্তোষ যায় বাঢ়িব পীরিতি ।
 সর্বস্ব হৈব তার ঐশ্বর্য দুর্গতি ॥
 রিপুভয় নহিব ঐশ্বর্য ভয়ভয় ।
 জানিহ সাক্ষাৎ বিষ্ণু তোমার তনয় ॥
 মহাশুণ মহাশয় মহা অমৃত্যব ।
 দেখিবে ইহার যত অতুল প্রতাপ ॥
 এই ঋষ জানিহ সাক্ষাৎ নারায়ণে ।
 এ শিশু রাখিহ নন্দ পরম যতনে ॥
 এতেক বলিয়া মূনি গেলা মধুপুরে ।
 আনন্দে রহেন নন্দ গোবিন্দ নগরে ॥
 এইরূপে বহি যদি গেলা কথোদীন ।
 দুই ভাই চলিতে কিছু হইল প্রবীণ ॥
 দুই হাথ দুই আঠা ভূমিতে পাড়িয়া :
 হাঁটিতে শিখিল কিছু হামাগুড়ি দিয়া ॥
 ধরধর হস্তপদ তুলিয়া পেলায় ।
 পাপা পাপি দিয়া এ কক্ষমে খেলায় ॥
 কখন কিঞ্চিনী ঘন ঝনঝনি রোল ।
 শব্দ শুনিঞা বাঢ়ে আনন্দকলোল ॥
 ভিন্ন জন দেখিলে মনের হয় ভয় ।
 স্বরাধরি জননীর কাছে গিয়া রয় ॥
 যশোদা রোহিণী তবে পুত্র লঞা কোলে ।
 বুকের উপরে ধুঞা শ্রীমুখ নেহালে ॥
 প্রেমভরে দুহার শরীর নহে স্থির ।
 পরোধর গলয়ে নরানে বহে নীর ॥
 পক্ষ বিলপিত অঙ্গ অতি মনোহর ।
 পুণিয়ার চক্ষু জিনি বদন সুলকর ॥
 স্তন পিন্নাইতে মুখ করে নিরীক্ষণ ।
 স্মরণ মধুর হাস্য নবীন দশন ॥
 আনন্দসাগরে ভাসে টলবল অঙ্গ ।
 রহিতে না পারে ছুহে বাঢ়য়ে ভয়ঙ্গ ॥
 যখন বালকলীলা করয়ে মুরারি ।
 এদিকে ওদিকে যায় বৎসপুঙ্খধরি ॥

কণে পড়ে কণে উঠে কণে ছুঁছে ধার ।
 দেখিয়া রমণীগণ হাসি গড়ি যায় ॥
 বড় বড় মহিষ বুকের শূক ধরে ।
 বনের ভিতরে যায় জলে দিয়া পড়ে ॥
 ষপ ধরিবারে যায় জলন্ত আগুনি ।
 তখন রাখিতে নায়ে দুহার জননী ॥
 চঞ্চল চপল বেশ মধুর মুরতি ।
 রাখিতে না পারে মায়ে করিয়া শকতি ॥
 নিজ গৃহকর্ষ ওখা না পায় করিতে ।
 মনে ছুঁখ ভয় পায় না পারে রাখিতে ॥
 কথোদিন বই হরি ব্রজশিশু সঙ্গে ।
 করয়ে বিবিধ কেলি আনন্দ তরঙ্গে ॥
 নানা মনোহর লীলা করে যত্নরায় ।
 গোপকুলে গোপগোপীর আনন্দ বাঢ়ায় ॥
 কৃষ্ণের চঞ্চল লীলা দেখি গোপীগণে ।
 যশোদার ঠাঞি গিয়া কৈল নিবেদনে ॥
 শুনহ যশোদারাগি পুত্রের বেভার ।
 আউলিয়া পৈলে দধি দুধের পসার ॥
 বাছুর খসার্যা শিশু তখনে পলায় ।
 ক্রোধ করি যাই যদি হাসি দূরে যায় ॥
 ঘরে ঘরে দধি দুধ চুরি করি খায় ।
 হাতে না পাইলে তবে করয়ে উপায় ॥
 খাইতে না পারে যদি বানরে ভুঞ্জায় ।
 নহে বা দধির ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া পেলায় ॥
 যদি বা না পায় কিছু করে অহঙ্কার ।
 পুড়িঞা পেলিমু আঁজি এ ঘর দুয়ার ॥
 শুভিয়া থাকয়ে শিশু তারে গিয়া মায়ে ।
 দধি লাগ না পাইলে তার বুদ্ধি করে ॥
 পিণ্ডার উপরে লঞা ওখলি তুলিয়া ।
 সব দধি দুধ পৈলে তাহাতে উঠিয়া ॥
 শূন্য ঘট উপরে দধি ঘট ধরি ।
 শিগাতে তুলিয়া যদি রাখি উচ্চ করি ॥
 যে ঘটে গোরস থাকে তার তত্ত্ব জানে ॥
 ছিড় করি দধি দুধ পেলায়ে তখনে ॥
 অহঙ্কার ঘরে জলে গাত্রে রতন ।
 ভাঙ্গিয়া পেলায় দধি দুধের ভাঙ্গন ॥
 যদি বল তুমি সব থাকিছ দুয়ারে ।
 ঘরে গিয়া শিশু যেন প্রবেশ না করে ॥
 গৃহকর্ষে আমি সব থাকিয়ে যখন ।
 তখন সে যায় শিশু বুঝিয়া কেমন ॥

লেপিয়া পুঁছিয়া করি স্থান পরিষ্কার ।
 দেবযজ্ঞ পিতৃপুজা ব্রত করিবার ॥
 তাহার উপরে গিয়া মল মুত্র ছাড়ে ।
 আছেত এখন ভাল রাও নাহি কাড়ে ॥
 হেঁট মাথে রহে কৃষ্ণ সতর নয়নে ।
 ব্রজনারী কহে কথা রাণী বিজ্ঞমানে ॥
 আড় আঁখি করি চাহে শ্রীমুখ নেহালি ।
 পাছে আর ক্রোধ জানি করে বনমালী ॥
 শুনিঞা পুত্রের কথা হাসে নন্দরাণী ।
 ভাল মন্দ কিছু না বলিল একবাণী ॥
 নানা লীলা করি হরি পীরিতি হিয়ার ।
 ব্রজপুরে গোপগোপীর আনন্দ বাঢ়ায় ॥
 একদিন রাম, কৃষ্ণ ব্রজশিশু সঙ্গে ।
 বহুবিধ বালকেলি করে নানা রঙ্গে ॥
 যশোদা গোচরে গিয়া বালকে কহিল ।
 তোমার ছাওয়াল আজি মৃত্তিকা ভক্ষিল ॥
 ধার্যা গিয়া ছাওয়ালে ধরিল নন্দরাণী ।
 তৎসিদ্ধা বোলয়ে কিছু হিত হেন বাণী ॥
 কেন বাপু মৃত্তিকা ভক্ষিলে আগেকান ।
 ডকতবৎসল আমি ডকত অবীন ॥
 ডকতে আমাতে কিছু নহি হয় ভিন ॥
 আমায় মায়াতে বন্দী এ তিন ভুবন ।
 ডক্কের ইৎসাতে লই আপন বন্ধন ॥
 আপনে ডক্কের বশ জগতে ব্ধায় ।
 ব্রহ্মা ভব আদি যার অন্ত নাহি পায় ॥
 একরূপ প্রসাদ নাহি লভে প্রজাপতি ।
 হয়ে নাহি লভে যাহা লক্ষী গুণবতী ॥
 হেনরূপ প্রসাদ লভিল গোপনারী ।
 কে আর বাঙ্কিতে পারে দিয়া দামদড়ি ॥
 গেইরূপে বন্ধনে রহিলা যত্নমণি ।
 গৃহকর্ষে রহে গিয়া নন্দের গৃহিণী ॥
 দুই বৃক্ষ দেখে হরি পরীত-আকার ।
 যমল অর্জুন নাম কুশেরকুমার ॥
 মণিগ্রীব নাম আর এ নলকুবর ।
 জগৎবিখ্যাত তারা দুই সহোদর ॥
 নারদের শাপে আছে বৃক্ষরূপ ধরি ।
 সম্মুখে দেখিল তারে প্রভু নরহরি ॥
 কৃষ্ণকথা শুন তাই কৃষ্ণে ধর আশা ।
 ভাগবত-আর্ষের মধুরস-ভাষা ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংসাতঃ সাংহিত্যায় বৈরাগিক্যাং দশমস্কন্ধে নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দশম অধ্যায় ।

তোড়ি রাগ ।

তবে রাজা জিজ্ঞাসিল হয়। হরষিত ।
অদভূত কথা কহ শুক সুপণ্ডিত ।
কোন মন্দ কর্ম তারা কৈল দুই জনে ।
নারদের ক্রোধ হৈল যাহার কারণে ।
শক্র মিত্রি নাহি তাঁর নাহি নিজ পর ।
তবে কেনে তাঁর ক্রোধ হৈল এত বড় ।
আপনে নারদ হঞা হেন শাপ দিল ।
কুবেরকুমার হয়। ঋক্মণিনি পাইল ।
শুক ব্রহ্মা শুনি তবে রাজার বচন ।
আদি হৈতে কহে তার যত বিবরণ ।
কুবেরতনয় তার রুদ্র-অম্বুচর ।
আজ্ঞা দিল। তা-সত্যে হর মহেশ্বর ।
তোমরা রক্ষক থাক এই তপোবনে ।
এই বন রক্ষা কর আমার আরাধনে (১)
শিবের আজ্ঞায় তারা থাকে সেই বনে ।
নিরবধি ক্রীড়া করে তারা দুই জনে ।
শঙ্করের ক্রীড়াবন কৈলাসনিকটে ।
দুই ভাই থাকে তথা মন্দাকিনীতটে ।
বার্ষণী মদিরা পান করে নিরন্তর ।
বৃষিতলোচন মহা মন্তকলেবর ।
দ্বিবা নারীগণ সঙ্গে কুমুদিত বনে ।
নিরবধি ক্রীড়া করে তারা দুই জনে ।
একদিন গঙ্গাজলে পরবেশ করি ।
দুই ভাই ক্রীড়া করে লঞা দিব্য নারী ।
মহাবল্লভ গঙ্গা যেন গজিনীর সঙ্গে ।
জলক্রীড়া করে দুই ভাই নানা রঙ্গে ।
দৈবযোগে পৃথিবী করিয়া পর্যটন ।
হেনকালে তথা নারদের আগমন ।
নারদে দেখিয়া যত বিবসনা নারী ।
বসন পরিল তারা শাপ-শঙ্কা করি ।
তাঁরা দুইই না কৈল বসন পরিধান ।
মহামদে অন্ধ তারা নাহি অবধান ।
কুবেরের পুত্র হৈয়া শিবের কিঙ্কর ।
করিয়া মদিরা পান মন্ত এত বড় ।
যে জন শ্রীমদে মন্ত হয় মৃত্যুমতি ।
সে যদি উত্তম হয় তম অধোগতি ।

(১) পাঠান্তর,—

“তোমরা দোহেতে থাক এই তপোবনে ।

মোর প্রিয় বন রক্ষা কর চাই জনে ।”

বিভামদ কুলমদ হর্ষমদ হয় ।
তাহা হৈতে এত বড় বুদ্ধিভ্রম নয় ।
যে রূপ শ্রীমদে হৈতে হয় বুদ্ধি নাশ ।
কেবল কুসঙ্গে হয় কুমতি প্রকাশ ।
নারীগণ দ্যুতক্রীড়া হয় পানদোষ ।
এই পরকারে তার হয় মতিশোষ ।
শ্রীমদ হইলে নানা শশুবধ করে ।
দেব-পিতৃযজ্ঞ-ছলে দন্ত অহঙ্কারে ।
অনিত্য শরীর মানে অজ্ঞ অমর ।
পরহিংসা পরপীড়া করে নিরন্তর ।
কিবা দেবদেহ কিবা নরকলেবর ।
তন্তকালে হয় সব ক্রিমি ভয় মল ।
ইহার লাগিয়া যে পরের প্রাণ হয়ে ।
সে কিছু না জানে তবু অধোগতি পরে ।
পরাদীন আপনে আপনা নাহি জানে ।
কেহ ভৃত্য করে কেহ অন্ন দিয়া কিনে ।
কিবা বাপ মায়ের অধীন কথোকাল ।
কিবা বলবন্ত জনে করয়ে সংহার ।
আপনে পুড়িয়া কিবা ভয় হয়। বায় ।
কিবা কাক কুকুর শৃগালে বেড়ি যায় ।
সর্বকাল কলেবর পরের অধীন ।
আপন করিয়া তাহা মানে মতিহীন ।
অজ্ঞবধ করে জীব দেহের কারণে ।
কুপণ্ডিত সঙ্গদোষে মর্ষ নাহি জানে ।
ইহাতে দেখিএ আমি এই সে উপায় ।
এ হুয়ার মদভঙ্গ করিতে জুআয় ।
যে জন শ্রীমদে অন্ধ হয় সর্বক্ষণ ।
দরিদ্রতা করি তার পরম অজ্ঞান ।
দরিদ্র সকল দেখে আপন সমান ।
দরিদ্রতা হৈলে নহে ভিন্ন পর জান ।
যে জন জানিঞা থাকে কটকের ব্যথা ।
সে বলে কাহারে যেন না হয় সর্বথা ।
দুঃখ পেয়া থাকে যদি পরদুঃখ জানে ।
পরদুঃখে দুঃখী কভু নহে সুখী জনে ।
দরিদ্রতা হৈলে টুটে মনে অহঙ্কার ।
দরিদ্র জনের হয় সম ব্যবহার ।
উপবাস আদি তার হয় মহাদুঃখ ।
সেই তপ হয় তার পরকালে সুখ ।
দরিদ্রের কলেবর ক্ষুধার শুখায় ।
আর কিছু নাহি বাপে অন্ন বাজি চায় ।

সকল ইন্দিরগণ টুটে মিনে মিনে ।
 হিংসা হেন নাম গর্ষ নাহি তার মনে ॥
 দরিদ্র জনের হয় সাধু সমাগম ।
 সাধু সঙ্গে অশেষ বাসনা বিমোচন ॥
 তবে তার সেই হৈতে খণ্ডে ভববন্ধ ।
 এই দেখে হয় মুক্তিপদ স্মৃদানন্দ ॥
 ভক্ত না চাহে ধন গর্ষিত আহার ॥
 চাহে মাত্র সাধুসঙ্গে হরিকথা সার ॥
 জানে ধমগর্ষ হিংসা আহার শৃঙ্গার ।
 কুপণ্ডিত সঙ্গে বার্থ কাল যায় যার ॥
 তিন পুত্র কলত্রে উপেক্ষা যে করয় ।
 ধনি করিয়া তার কি অপেক্ষা হয় ॥
 কুবেরকুমার হৈয়া শিবের কিঙ্কর
 বান্ধণী যদিয়া পান করে নিরন্তর ॥
 আপনাকে না জানে আপনে বিবসন ।
 শ্রীমদেতে এত বড় হয় মতিভ্রম ॥
 এত বড় গর্ষ যেন দেখিলু দুহার ।
 বৃক্ষ হৈয়া ইহার রহক চিরকাল ॥
 দেবমানে এক শত বৎসর অন্তরে ।
 কৃষ্ণ সজ্জ হৈব এই বৃক্ষকলেবরে ॥
 যৌর অহু গ্রহ প্রভু অবশ্য করিব ।
 বাললীলা করি দুই বৃক্ষ উদ্ধারিব ॥
 তবে দিব্যকলেবর হৈব দুই জনে ।
 ভক্তিত লভিব দেবদেব নারায়ণে ॥
 এতেক বচন কহি ব্রহ্মার নন্দন ।
 বদরিকাশ্রম তীর্থে কৈলা আগমন ॥
 শ্রীনলকুবর মণিগ্রীব দুই জনে ।
 যমল অর্জুন বৃক্ষ হৈল সেই হনে ॥
 ভক্তপ্রধান মুনি ব্রহ্মার কুমার ।
 গোপাল পালিল বাক্য সত্য করি তাঁর ॥
 ধীরে ধীরে গেলা দুই বৃক্ষসন্নিধানে ।
 উদ্বৃথল টানি প্রভু কটরি বন্ধনে ॥
 বৃক্ষমাঝে পরবেশ কৈলা বনমালী ।
 লাগিল পাণালি হিয়া গাছেত উথলী ॥
 কিঙ্কিঃ লাগিল মাঝে উথলী ঠেকলে ।
 দুই বৃক্ষ উচ্ছাড়িল সমূল বন্ধনে ॥
 মহাকম্প উপজিল শব্দ প্রচণ্ড ।
 ভূমিতে পড়িয়া বৃক্ষ হৈল খণ্ড খণ্ড ॥
 দুই বৃক্ষ হৈতে দুই পুরুষ প্রধান ।
 ঐন্টিল সাক্ষাতে বেন আণ্ডিল সমান ॥
 দশ দিগ প্রকাশিল নিজ অজতেজে ।
 কন্দপ-নিষ্পত রূপ মহা সিদ্ধরাজে ॥

অখিলভুবনপতি দেবিয়া শ্রীহরি ।
 দণ্ডবৎ পরণাম কৈলা ভূষে পঙ্কি ॥
 ঐশতকঙ্কর শিরে মুড়ি দুই কর ।
 স্তুতি করে দুই মহাপুরুষ প্রবর ॥
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগি পুরুষ পুরাণ ।
 পরিপূর্ণ ব্রহ্ম তুমি প্রভু ভগবান্ ॥
 আপনে আচ্ছাদ তুমি আপন মহিমা ।
 গুঢ় অবতার কর বিবিধ ভক্তিমা ॥
 এইরূপে কত কত কর অবতার ।
 অতুল বিক্রম বীৰ্য্য করহ প্রচার ॥
 সম্প্রতি করিবে সাধুজন পরিভ্রাণ ।
 অবতার কৈলে তুমি পূর্ণ ভগবান্ ॥
 নমো নমো নারায়ণ পরম কল্যাণ ।
 নমো বাসুদেব বিশ্ব মঙ্গলনিধান ॥
 অবধান কর যদি প্রভু নারায়ণ ।
 তোমার নিকটে কিছু করি নিবেদন ॥
 দেবঋষি নারদ তোমার অমুর ॥
 আমি দুই ভাই হই তাঁহার কিঙ্কর ॥
 তাঁর অহুগ্রহে তোমা সনে দরশন ।
 বিনি সাধুপায় না হয় বিমোচন ॥
 বাণী গুণকথা কহে সন্তত তোমায় ।
 গুণকথা বিনে স্তুতি না শুনিব আর ॥
 নিরবধি কৰ্ম যেন করে দুই কর ।
 মন যেন তোমারে সন্তরে নিরন্তর ॥
 শিরে পরণাম কর অভয় চরণে ।
 দুই নেত্র রহে যেন সাধু দরশনে ॥
 সাধুজন কেবল তোমার কলেবর ।
 ভক্ত হৃদয়ে তুমি থাক নিরন্তর ॥
 এইরূপ স্তুতি কৈল দুই সহোদরে ।
 হাসিয়া উত্তর দিলা গোকুল ঈশ্বরে ॥
 পূর্ণব্রহ্ম ভগবান ওখলী বন্ধনে ।
 সন্তোষিলা তা-সত্যারে মধুর বচনে ॥
 পূর্বেই জানিয়া আমি সব বিষয়ণ ।
 শাপিলা নারদ মুনি যাহার কারণ ॥
 অহুগ্রহ করি মুনি শাপিলা তোমায়ে ।
 ধনমদ ধ্বংস করি কৈল প্রতিকারে ॥
 সাধুজন সমচিত্ত হরিপরায়ণ ।
 আমি দরশনে তাঁর না রহে বন্ধন ॥
 সূর্য্য দরশনে যেন আঁখির প্রকাশ ।
 সেইরূপ হয় তার ভববন্ধ নাশ ॥
 চল দুই ভাই তুমি আপন বসতি ।
 আমাতে লভিবে তুমি একান্ত ভক্তি ॥

এ বোল শুনিঞা দুই কুবেরকুমার ।
পুনঃপুনঃ প্রদক্ষিণ কৈলা নমস্কার ।
আজ্ঞা শিরে ধরিয়া চরণে ধরি মন ।

চলিলা উত্তর দিগে কুবেরভবন ।
ভক্তিরস কল্লভক গদাধর তান ।
ভাগবত আচাৰ্যের মধুরস-গান ।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং দশমোঃ
দশমোঃধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

একাদশ অধ্যায় ।

শ্রীরাগ ।

শুক মুনি বলে তবে শুন বৃন্দবর ।
উকাড়িল দুই বৃক্ষ মহা ভয়ঙ্কর ।
নন্দ আদি গোপগণ শব্দ শুনিঞা ।
স্বরাহরি গেল তথা প্রমাদ গণিঞা ।
যমল অর্জুন বৃক্ষ ওথা পড়ি আছে ।
ক্রমিতে লাগিলা সতে বেচি তার কাছে ।
কিহুপে পড়িল বৃক্ষ না দেখি কারণ ।
চৌদিকে বেচিয়া গোপ করয়ে ভ্রমণ ।
দুই বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া পড়িল কি কারণে ।
এত বড় উৎপাত করিল কোন জনে ।
চিন্তিতে লাগিলা গোপ না জানিঞা বর্ষ ।
শিশুগণ বলে এই বালকের কর্ম ।
আগে যায় ছাওয়াল ওখলি টানে পাছে ।
টেড়ি হৈয়া ওখলি লাগিল দুই গাছে ।
ভাঙ্গিয়া পড়িল বৃক্ষ হৈয়া দুই পাশ ।
মধ্যে আছে শিশু কিছু না পায় তরাস ।
দুই বৃক্ষ হৈতে দুই পুরুষ উঠিয়া ।
জ্বাতি করি গেল তারা অন্তরীক হইয়া ।
শুনিঞা প্রত্যয় নেল শিশুর বচনে ।
কেহ কেহ সন্দেহ ভাবিল মনে মনে ।
কটিতটে দাঁদাড়ি ওখলি বন্ধনে ।
হায়াঙড়ি দিয়া করে জীলার গমনে ।
নন্দগোপ পুত্রে দেখি হাসিতে লাগিল ।
বন্ধন ছাড়িয়া নন্দ পুত্রে কোলে নিল ।
যমল অর্জুন ভক্ত গোপালচরিত্র ।
কহিলুঁ তোমাংরে রাজা জগৎবিদ্র ।
এখানে কহিব আর নানা বালকেলি ।
সাবধানে শুন রাজা কুম্ভমন ধরি ।
কোন কণে গোপী মেলি দিয়া করতালি ।
নাচ নাচ বলিতে নাচয়ে বনযালী ।
কণে গোপী বলে বাপা গাও দেখি শ্রীত ।
কিছুই না জানে যেন গায় মূললিত ।

কাঠের পুস্তলী যেন কুহকী নাচার ।
পূর্ণব্রহ্ম লঞা গোপী আনন্দে খেলার ।
কেহ বলে হের বাপু আন পীড়িখান ।
কেহ বলে হের-আন পাছুকা উদ্যান । (১)
সেইকণে রচ দিয়া তার কাছে যায় ।
পড়িতে উঠিতে গিয়া আনিঞা যোগায় ।
কেহ বলে বড় করি দেহ বাহুটান ।
মালসাট মারি বাপু হও আগুয়ান ।
যে যে কর্ম বলে গোপী সেই কর্ম করে ।
ভক্ত অধীন প্রভু শিশুলীলা করে ।
ভক্তবশ হয়্যা হরি ভক্তেরে বুঝায় ।
ভক্তের অধীন প্রভু আপনা দেখায় ।
শিশুলীলা করে প্রভু আপনে ঈশ্বর ।
ব্রজপুরে আনন্দ বাটার নিরন্তর ।
ফল লঞা আইল এক ফলের পসারী ।
ফল কিন করিয়া ডাকিল উচ্চ করি ।
সর্বফলদাতা প্রভু ফলের কারণে ।
খাজ লয়্যা সত্তরে চলিলা সেইকণে ।
খাজ লয়্যা পেলিয়া পাতিল দূর কর ।
ফল দেহ বলিয়া মাতিলা গদাধর ।
ফলবিজয়ী দেখি আনন্দিত চিতে ।
অঞ্জলি ভরিয়া ফল দিল হরষিখে ।
রতনে পুরিল তার ফলের পসার ।
এইরূপে করে প্রভু বালক বিহার ।
যমুনায় জলে প্রভু করে বাললীলা ।
ত্র শিশুগণ সঙ্গে করে নানা খেলা ।
খেলাসে রহিলা গোবিন্দ হলধর ।
ডাক দিলে ছাওয়াল না আইসে নিজ ঘর । (২)

(১) উদ্যান, অর্ধ আচকারি ম্যানপাড ভেল ।

(২) অত পুঁথির পাঠ, — “ডাকিয়া আনিতে শিত
না আইসে ঘর ।”

যশোদা পাঠায়্যা দিল রোহিণী স্নানরী ।
 যমুনায় কুলে গিয়া দেখে বনমালী ॥
 শিশুগণ লঞা কৃষ্ণ বলরাম সঙ্গে ।
 শিশু খেলা খেলে প্রভু নানা রস রঙ্গে ॥
 আইস আইস যোর প্রাণ বিলম্ব না কর ।
 মায়ে ডাক পাড়ে কেন বচন না ধর ॥
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ প্রাণেশ্বর কমললোচন ।
 কোলে করি আইস বাপ পিয়সিঞা তন ॥
 তাত আসি ষাও বাপু না খেলিহ খেলা ।
 খেলারকে না জান বিস্তর হৈল বেলা ॥
 হে রাম রোহিণীমত কুলের নন্দন ।
 প্রভাত সময়ে বাপু কর্যাছ ভোজন ॥
 শ্রম বড় হৈল বাপু না খেলিহ খেলা ।
 কৃষ্ণ লঞা ঘরে আইস ছাড় শিশু মেলা ॥
 চলরে ছাওয়াল তোরা যাহ ঘরাঘরি ।
 ধুলায় ধূসর যোর রাম বনমালী ॥
 ঝাট করি আইস বাপু করাই মজ্জন ।
 জনমনক্ষয় আজি আছয়ে কারণ ॥
 স্নান করি গোদান করাহ দ্বিজগণে ।
 বন্ধুগণে ভোজন করাহ অন্নপানে ॥
 দেখ দেখ তোমার সঙ্গের শিশুগণে ।
 মায়ে কর্যায়াছে তাহে মজ্জন ভোজনে ॥
 বসনে ভূষণে অঙ্গ করিয়া সাজন ॥
 খেলায় ছাওয়াল তাথে নাহি পাত মন ॥
 তুমিহ আসিয়া ঘরে স্নান দান কর ।
 ভোজন করিয়া অঙ্গে দিব্য বেশ ধর ॥
 তবে তুমি খেলাহ যতেক ইচ্ছা কর ।
 মায়ের বচনে বাপু বিলম্ব না কর ॥
 সমস্ত মন্তকমণি প্রভু হবীকেশ ।
 দেখিয়া যশোদাদেবী নিল শিশুবেশ ॥
 রতন পাচনী করে শিরে উড়ে নেত ॥ (১)
 নানা ক্রীড়া পরিচ্ছল করিয়া সাজন ।
 বৎস রাখে রামকৃষ্ণ সঙ্গে শিশুগণ ॥
 খেণে বেণু বাজায় বালকগণ সঙ্গে ।
 পেলা পেলি করিয়া ক্ষেপণি (২) খেলে রঙ্গে ॥

পাঠান্তর।—

(১) “পীতবাস পরিধান ককে সিদ্ধা আছে । রতন
 পাচনী করে শিরে শিখিপুচ্ছে ।”

(২) লোষ্ট্রাদি ক্ষেপণ যন্ত্রভেদ । চলিত ভাষায় ‘কিঙ্গে’,
 ‘পাটাল-ঝিকি’, ‘ফিনটুল’ প্রভৃতি বলিয়া থাকে । কেহ
 কেহ ‘ক্ষেপণ’-এর অর্থ ‘লাঠি’ও করেন ।

চরণে চরণে ক্ষণে করে পেলাপেলি ।
 অঙ্গে অঙ্গে ক্ষণে প্রভু করে ঠেলাঠেলি ॥
 বৃষরূপ ধরিয়া বুকের ছাড়ে ডাক ।
 দুই দুই যুঝাযুঝি বাটে অমুরাগ ॥
 যত জন্তু জীব বৈসে বন উপবনে ।
 ডাক দিয়া আনে প্রভু প্রতি জনে জনে ॥
 নিঃস্বপ্ন রব শুনিঞা সকল জন্তু মিলে ।
 সেই লীলাগতি করি তারি সঙ্গে খেলে ॥
 এইরূপে বাছুর চরায় শিশু সঙ্গে ।
 নানা শিশুকেলি প্রভু করে নানা রঙ্গে ॥
 হেনকালে এক দৈত্য বৎসরূপ ধরে ।
 অলক্ষিতে প্রবেশিল বৎসের ভিতরে ॥
 সকল জানেন প্রভু সর্বজ্ঞ শেখর ।
 বলরামে তবে দেখাইল গদাধর ॥
 ধীরে ধীরে তার কাছে গেলেন শ্রীহরি ।
 বাম হাথ দিয়া পাছা দুই পায়ে ধরি ॥
 আকাশে তুলিয়া অমাইল সাত বার ।
 সেই মতে জীবন ছাড়িল চুরাচর ॥
 পাক দিয়া পেলাইল কপিথ উপরে ।
 ভাজিল কপিথ বন তার অঙ্গ ভরে ॥
 সাধু সাধু করিয়া বাধীনে শিশুগণে ।
 দেখিয়া বিস্মিত হৈল তত্ত্ব পাইল মনে ॥
 তুষ্ট হৈয়া দেবে কৈল পুষ্প বরিষণ ।
 আকাশে বাজিল শব্দ দুর্লভ বাজন ॥
 এইরূপে নানা লীলা করে যত্নায় ।
 বৎসপাল ক্ষেত্র প্রভু বাছুর চরায় ॥
 সর্বলোক-পালক সকল লোক-গতি ।
 গোপরূপে বাছুর চরায় সুরপতি ॥
 প্রভাত সময়ে প্রভু খায় দধিভাত ।
 বাছুর চরায় বনে ঐত্ববননাথ ॥
 শিশু সঙ্গে বাছুর চরায় একদিনে ।
 কালিন্দী নিকট তট কুমুদত বনে ॥
 চালায়া আনিল বৎস গোধ (১) সন্নিধান ।
 বৎসগণে দিয়া পানি কৈল জল পান ॥
 এক গোটা মহা প্রাণী পর্বত আকার ।
 দেখিয়া লাগিল শিশুগণে চমৎকার ॥
 বকাসুর নাম তার বক্ররূপ ধরে ।
 আসিয়া গোবিলে ধরি গিলিল গম্বরে ॥
 তা দেখিয়া সব শিশু হৈলা অচেতন ।
 প্রাণ বিনে যেরূপ ইঞ্জিয় তহু মন ॥

(১) পর্বত ।

ত্রিভুগং গুরু প্রভু ত্রিভুগং পিতা ।
 গোপবেশ ধর প্রভু সর্ব ফলদাতা ॥
 বকাস্বর তালমূল দহিল অন্তরে ।
 পুড়িয়া ময়য়ে বক সহিতে না পারে ॥
 আথে বেথে উগারিয়া পেলিল গোপাল ।
 দুই চৌটি বেলিয়া আইসে আরবার ॥
 দুই হস্ত দিয়া প্রভু দুই ওষ্ঠ ধরি ।
 বিদারিয়া দুই খান কৈল লীলা করি ॥
 সাধুজন-গতি প্রভু খল বিদারণ ।
 বকরূপ ছুই দৈত্য কৈল নিপাতন ॥
 বিবানে থাকিয়া দেখে সুর সিদ্ধগণে ।
 জয় জয় শব্দ উঠিল ত্রিভুবনে ॥
 পারিজাত-কুম্ভম নন্দনবন-মালা ।
 কৃষ্ণের উপরে হৈল পুষ্পবৃষ্টি ধারা ॥
 আনন্দকুম্ভ (১) শব্দ বিবিধ বাজন ।
 বিবিধ স্তবন কৈল সুর মুনীগণ ॥
 বকাস্বর মুখ হৈতে লভিয়া শ্রীহরি ।
 বস্ত্রিয়া উঠিল (২) শিশু ভয় পরিহরি ॥
 প্রাণ আইলে যেন দেহ মন সচেতন ।
 পুত্র হেন মানিঞা ধরিয়া দুই করে ।
 স্বাক্ষ-কৃষ্ণ লঞা দেবী গেলা নিজ পুরে ॥
 পুত্র-সহোৎসব করে পরম আনন্দে ।
 এইরূপ লীলা প্রভু করে নানা ছন্দে ॥
 এক দিন বুদ্ধ গোপ একত্রে মিলিয়া ।
 মন্ত্রণা করয়ে গোপ-সভাতে বসিয়া ॥
 বুদ্ধ এক গোপ তাথে উপনন্দ নাম ।
 বয়েসে জ্ঞানেতে তেঁহ সভার প্রধান ॥
 বেশ কাল তত্ত্ব তিঁহ জ্ঞানেন সকল ।
 সুবুদ্ধিশেখর রাম-কৃষ্ণ-প্রিয়কর ॥
 কহিতে লাগিল। তেঁই মহামতিমান ।
 আমার বচনে সভে কর অবধান ॥
 মহাবনে রহিতে উচিত নহে আর ।
 নানা উৎপাত আসি মিলে বারবার ॥
 গোবুলের রক্ষা চাহ রাম কৃষ্ণ হিত ।
 এখার রহিতে তবে না হয় উচিত ॥
 পুতনারাক্ষসী আইল মারিতে কৃষ্ণেরে ।
 তাহাতে কেবল কৈলা ঈশ্বর উদ্ধারে ॥
 ভাগ্যে না পড়িল শিশু উপরে শকট ।
 ঈশ্বররূপারে সেহ তরিল সঙ্কট ॥

চক্রবর্তে নিল শিশু আকাশে তুলিয়া ।
 শিলার উপরে লঞা পেলৈ আছাড়িয়া ॥
 ভাগ্যে তাথে রক্ষা কৈল অষ্ট লোকপাল ।
 বৃক্ষ পড়ি ছাওয়ার না মৈল ভাগ্য ভাল ॥
 এইরূপ কত কত পড়এ উৎপাত ।
 কেবল ঈশ্বর রক্ষা করেন সাক্ষাৎ ॥
 যাবৎ প্রমাদ যোদে এথা নাহি ঘটে ।
 তাবৎ ছাওয়ার লঞা চল যাই কাটে ॥
 বৃন্দাবন নামে বন নবীন কানন ।
 বহুবিধ ফল ফল পরম শোভন ॥
 নব তৃণ উপবন সুশীতল জল ।
 পুণ্য গিরি নদ নদী পুণ্যসরোবর ॥
 আজি চলি যাই তথা হেন লয় মনে ।
 গোপন চলুক আচ্ছাদ দেহ গোপগণে ॥
 শকট আশ্রয় শীঘ্র সুসজ্জ করিয়া ।
 সবন্ধ বান্ধবে চল শকটে চটিয়া ॥
 কহিলু কুশল যন্ত্র যদি আচ্ছাদ ধর ।
 শীঘ্র করি চলি চল বিলম্ব না কর ॥
 এ বোল শুনিঞা যত গোপগণ মেলি ।
 উপনন্দে বাখানিলা সাধু সাধু বুলি ॥
 দিব্য পরিচ্ছদে কৈল শকট সাজনি ।
 নানা অস্ত্রশস্ত্রে কৈল অস্ত্রের কাঁহনি ॥
 বৃদ্ধবাল নারীগণ শকটে তুলিয়া ।
 চলিলা গোয়ালা সব শকট চালায়া ॥
 যত যত গোয়াল আছিল বলীয়ার ।
 ধনুশর লঞা তারা হৈল আশুসার ॥
 তুর্যঘোষ করি গোপ চারিপাশে ফিরে ।
 কেহ শিলা পুরে কেহ বীরদর্প করে ॥
 হনু হনু (১) শব্দ করিয়া গোপ ধায় ।
 বিবিধ আনন্দ করি গোপগণ যায় ॥
 গোপীগণ বিবিধ ভূষণ বস্ত্র পরি ।
 কৃষ্ণলীলা গায় গোপী নিজ রথে চটি ॥
 মধুকণ্ঠী ব্রজনারী সুমধুর গায় ।
 যশোদা রোহিণী তনি মহা সুখ পায় ॥
 যশোদা রোহিণী এক শকটে চটিয়া ।
 দীপ্ত করে রাম কৃষ্ণ দুই পুত্র লঞা ॥
 বৃন্দাবনে গিয়া গোপ কৈলা পরবেশ ।
 জয়িল সভার চিহ্নে আনন্দবিশেষ ॥
 ব্রজপুর নিরমিল করিয়া মন্ত্রণা ।
 অর্ঘ্যচক্রে কৈল যেন শকটে রচনা ॥

(১) বড় ঢাক ।

(২) জীবন পাটল ।

(১) পাঠান্তর,—“জয় জয়” ।

এইরূপে গোপগণ রহিল আনন্দে ।
 রাম-কৃষ্ণ খেলায় বালকগণ সনে ॥
 বননা পুতিন বৃন্দাবন তরুগিরি ।
 দেখিয়া সন্তোষ পাইলা রাম-বনমালী ॥
 বহুবিধ বালকীড়া করে দিনে দিনে ।
 এইরূপে পীরিতি বাঢ়ায় গোপীগণে ॥
 হেনকালে কোন লীলা করে হৃষীকেশ ।
 বাছুর রাখিতে পারে ধরে হেন বেশ ॥
 নিকটে বসুনাট নব উপবন ।
 ব্রজশিশু সঙ্গে বৎস রাখে নারায়ণ ॥
 বিবিধ রতন মণি বিভূষিত অঙ্গ ।
 সমবেশ মধুর মুরতি শিশু সঙ্গ ॥
 পীতবস্ত্র পরিধান কক্ষে শিখা বেত ।
 সেইরূপ কৃষ্ণে পেয়া জীয়ে শিশুগণ ॥
 আলিঙ্গন দিয়া শিশু শ্রীমুখ নেহালে ।
 চৌদিকে বেঢ়িয়া জয় জয় শব্দ বলে ॥
 কৃষ্ণ লঞা ব্রজপুরে চলিলা সত্তর ।
 গোপগণে বিবরণ কাঁহিল সকল ॥
 বিনয় ভাবিয়া গোপগোণীগণে শুনি ।

ব্রজপুরে সকল হইল জানা জানি ॥
 সৰ্বলোক আসিয়া দেখিল গদাধরে ।
 আনন্দ উৎসব হইল পুরের ভিতরে ॥
 দেখ-দেখ অদভূত শিশুর প্রভাব ।
 কত কত মৃত্যু আসি করয়ে উৎপাত ॥
 নিজ নিজ পাপে তারা সব মরি যায় ।
 পুণ্যকালে সন্তে শিশু সৰ্বত্র বেড়ায় ॥
 যোরতর দৈত্য সব আইসে মারিবারে ।
 আশুনে পতজ যেন বাই পুড়ি মরে ॥
 অসত্য নহিল কিছু গর্গের বশন ।
 পর্গ যে কহিলা সেই দেখিএ লক্ষণ ॥
 জন্মিল কেবল মহাপুরুষ সাক্ষাৎ ।
 মহাপুরুষের কত নহে উৎপাত ॥
 নন্দ আদি গোপগণে এই কথা কহে ॥
 নিরন্তর পরম আনন্দ-চিত্তে রহে ॥
 কহে রঘু পণ্ডিত গোবিন্দ-গুণগান ।
 কৃষ্ণকথা শুনি তাই ছেয়া সাবধান ॥
 রঘুনাথ পণ্ডিতের মধুরস ভাষা ।
 কৃষ্ণগুণ শুনি তাই কৃষ্ণে দেহ আশা ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংসাতঃ
 সংহিতায় ঐক্যসিক্যং দশমস্কন্ধে
 একাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

চাদশ অধ্যায় ।

বরাড়ী—দীর্ঘছন্দ ।

একদিন কৈলা মনে ভোজন করিবে বনে
 গাও তুলি প্রত্যাগে বিধানে ।
 শিকার করি হরি, গোপশিশু সঙ্গে করি
 চলি গেলা বৎস লয়্য বনে ॥
 লক্ষ লক্ষ শিশুগণ সম-বেশ-বিভূষণ
 শিকাবেত বিষ্ণাস কাড়িয়া ॥
 সহস্রেক মাছি টুটি লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি
 চলে শিশু বৎসগণ লৈয়া ॥
 কৃষ্ণ বৎস রাখে যত ব্রহ্মার লেখি কত
 লেখিতে কে পারে তার অন্ত ॥
 বৎস লুপ লুপ করি একত্রে সকল মেলি
 বৎস রাখে করিয়া আনন্দ ॥
 বিবিধ বালক লীলা বহুবিধ শিশুখেলা
 বহু ভাঁতি খেলে শিশুগণ ।

প্রবাসে কুসুম ফল নব ধাতু বন দল
 করি শিশু অক্লেশ ভূষণ ॥
 কেহ শিকার করে চুরি কেহ পেলে দূর করি
 পুন দেই হাসিয়া হাসিয়া ।
 কৃষ্ণ যদি থাকে দূরে দেখ্যা দেখ্যা শিশু চলে
 পুন আইসে কৃষ্ণ পরসিয়া ॥
 যুক্রি সে সন্তান আগে পরশিলু তোমা এবে
 এইরূপে আনন্দে বিহরে ।
 কেহ শিকার বেণু পুরে কেহ ভূজয় করি
 কোকিল শব্দ কেহ করে ॥
 কেহ দেখি পাখি ছায়া তার সঙ্গে যায় যায়
 হংস দেখি হংসের গমন ।
 বক দেখি বকবৎ কেহ হয় ধ্যানরত
 কেহ ধরে ময়ূর পেশব ॥

বানরের পুচ্ছ ধরি কেহ টানটানি করি
 বানরে টানিয়া তুলে গাছে ।
 বানর আকৃতি ধরে সে রূপ ক্রকুটি করে
 লক্ষ লক্ষ যার তার পাছে ॥
 বেদের আকার ধরি যার নদীজলোপরি
 শব্দ করয়ে উচ্চ করি ।
 তার ঐতিহ্যনি শুনি বলে শিশু নানা বাণী
 ধর মার বলি দেই গারি ॥
 জন্ম কোটি কোটি ধরি নানা পুণ্যপুঞ্জ করি
 কৃষ্ণ লয়্যা খেলে শিশুগণে ।
 দেখে ব্রহ্মজানী সব ব্রহ্মা মুখ অমৃতব
 সাক্ষাত বাহার দরশনে ॥
 তত্ত্বগণ শ্রেয়সুখে ইষ্টদেব গুরুরূপে
 সাক্ষাৎ দেখিয়া মুক্তিমান ।
 যারাপ্রিত নরলোকে কেবল মাহুসরূপে
 দেখে হরি আনন্দ-বিধান ॥
 লক্ষ কোটি জন্ম ধরি চিন্তা নিরোধন করি
 তপ যোগ সমাধি করিয়া ।
 যার পদধূলিকণে না লভে যোগেশ্বরগণে
 খেলে শিশু হেন কৃষ্ণ লঞা ॥
 কি ভাগ্য বর্ষি তার কৃষ্ণ হেন সখা যার
 ধন্য ব্রজবাসী গোপগণ ।
 এইরূপে শিশু মেলে বিবিধ কৌতুক করে
 দৈত্য আসি দিল দরশন ॥
 তার নাম অবাসুর মহাদুর্ষ্ট বোরতর
 কৃষ্ণলীলা দেখিতে না পারে ।
 সুরগণ সুরপুরে চমকিত যার ডরে
 নিরস্তর ছিদ্ৰ অঙ্গারে ॥
 কংসের আদেশ পায়্যা অশাসুর আইল ধার্যা
 আজি কৃষ্ণ বধিষু সগণে ।
 পুতনা ভগিনী যোর জ্যেষ্ঠ ভাই বকাসুর
 এই কৃষ্ণ মারিল আপনে ॥
 ভাই ভগিনীর ধার সুধিবার পরকার
 বৎস শিশু করি তৃণ জল ॥
 তর্পণ করিষু যদি সাধিষু সকল সিদ্ধি
 ব্রজবাসী মারিব সকল ॥
 পুত্রগত প্রাণ যার পুত্রে দেহ মন তার
 পুত্রে বিনে না রহে জীবন ।
 বৎস শিশুসহ হরি যদি মারিবারে পারি
 তবে তথা বৈল গোপগণ ॥
 এই মনে বৃত্তি করি সর্বকলেবর ধরি
 বোজনের দীঘল বিস্তার ।

শ্রেয়ের পথ বুড়ি পড়িল মুখান মেলি
 বেন মহাপরুত আকার ॥
 বৎস বালকের সহে কৃষ্ণ গিলিবারে চাহে
 এই আশা দুর্ভয়তি ধরে ।
 এক ওষ্ঠ ক্রিতি পরে আর ওষ্ঠ অঘরে
 গিরিগুহা মুখের ভিতরে ॥
 বিকট দশন-পীতি পরুত-আকার তীতি
 উদর ভিতরে অন্ধকার ।
 জিহ্বা গোটা পথে মেলে ঘন ঘন খাস ছাড়ে
 বেন ধর পবন সঞ্চার ॥
 দেখি গোপশিশুগণে অপক্লপ ক্লদাবনে
 দৃষ্টান্ত করিয়া কথা কহে ।
 কহ দেখি মিত্রগণ গিলিবারে করে মন
 কিবা এক মহাপ্রাণী রহে ॥
 যেখা খান দেখি যেন রবি জলে রাজা হেন
 ভিতরে দেখিএ অন্ধকার ।
 ধরতর বহে বাত যেন ঘন খাসপাত
 দেখি বেন জন্ত দুরাচার ॥
 যদি আমি সব মেলি ভিতরে প্রবেশ করি
 তবে যদি করয়ে গরাস ।
 তমু ভর না করিব এই পথ দিয়া বাব
 বকবৎ হৈহ হৈব নাস ॥
 এতেক বচন বলি দিয়া মূঢ় করতালি
 হাসি কৃষ্ণমুখ নিরখিয়া ।
 নিজ বৎসগণ লয়্যা প্রবেশ করিল গিয়া
 কেহ না বুঝিল তার যার ॥
 না জানিয়া শিশুগণে সত্য কৈল মিথ্যাভাণে
 চিন্তে প্রভু এই মনে মনে ।
 বৎস শিশু না মরিব দৈত্যের সংহার হৈব
 হেন বুদ্ধি করিব এখনে ॥
 অশাসুর মহাবলী কৃষ্ণের বিলম্ব করি
 না গিলিল কবিতা সন্ধান ।
 কৃষ্ণ পরবেশ কৈলে উদর ভিতরে গেলে
 তবে সে চাণিব মুখবান ॥
 সকল-অভয়দাতা অখিল ভুবন-পিতা
 মনে মনে ভাবিলা শ্রীহরি ।
 দৈত্যের হরিব প্রাণ, বালকের পরিজ্ঞাণ
 দুই কর্ম কোন বৃদ্ধ্য কার ॥
 অশেষ কল্পপাসিদ্ধ অখিল জগৎবদ্ধ
 দৈত্যমুখে করিলা প্রবেশ ।
 রহিয়া বেদের আড়ে দেবগণ চাহে ডরে
 করে হাহা শব্দ বিশেষ ॥

হাসে দুই দৈত্যগণ ব্যাকুলিত সাধুজন
 ত্রিভুবনে হৈল হাহাকার ।
 জারিরা করিব চুর মনে ভাবে অশাস্তর
 সুখান মুদিল দুরাচার ।
 প্রভু কোন কর্ম করে বাড়িতে লাগিলা গলে
 নিরোধিল এ দশ দুয়ার ।
 নড়িতে চড়িতে নায়ে ছটকটি করি মরে
 উলটিল নরন বিশাল ॥
 সকল শরীর পুরি পবন বাড়িল তরি
 ব্রহ্মরক্ষ কুটিরা ছুটিল ।
 কুপাদৃষ্টি করি হরি মরা ঈৎস শিশু তুলি
 মুখপথে বাহিরে আনিল ॥
 সর্প-কলেবর জ্যোতি আকাশমণ্ডলে উঠি
 দশ দিগ প্রকাশ করিয়া ।
 আগিব বাহিরে হরি রহিল বিলম্ব ধরি
 সুরগণ বিস্মিত দেখিয়া ॥
 শ্রীহরি বাহির হৈল কৃষ্ণদেহে প্রবেশিল
 তিনলোকে দেখিল সাক্ষাৎ ।
 আনন্দিত সুরগণ কৈল পুষ্প বরিষণ
 স্তুতি ভক্তি কৈল দণ্ডপাত ॥
 সুরবধুগণ নাচে বিবিধ বাজনা বাজে
 গজকর্ক কিয়রে গায় গীত ।
 ব্রাহ্মণে মঙ্গল পড়ে স্তাবকে স্তবন করে
 ত্রিভুবন হৈল আনন্দিত ॥
 গীতবাস্ত্র স্তুতিবাণী ব্রহ্মলোকে গেল ধ্বনি
 ব্রহ্মা শুনি আইলা সেইক্ষণে ।
 আকাশমণ্ডলে থাকি প্রভুর মহিমা দেখি
 বিস্ময় ভাবিলা মনে মনে ॥
 শুন রাজা পরীক্ষিৎ বুঝাবনে অদভূত
 পষ্ট হৈল সর্প-কলেবর ।
 শুখায়া রহিল বনে ক্রীড়া-করে শিশুগণে
 চিরদিন তাহার ভিতর ॥

এ সব কুমারকালে কৈলা কর্ম দায়োদরে
 পৌগণ্ডে কহিল শিশুগণে ।
 অশাস্তর বধ করি বৎস শিশু রক্ষা করি
 আজি হরি আনিলা এখনে (১)
 এ কোন বিচিত্র কথা অধিল জগৎ পিতা
 শিশুবেশে পুরুষ পুরাণ ।
 অব হেন দুরাচার অল্প পরশিরা বার
 আশ্রসাৎ পায় বিস্তমান ॥
 যার অল্প মুক্তি ধরি সত্ত্বৎ ক্রময়ে করি
 মনোময়ী করিয়া চিন্তনে ।
 মহাভাগবত সব পাইল পয়স পদ
 হেন প্রভু বধা বিস্তমানে ॥
 রাজা বিষ্ণুরতি শুনি পরম বিস্ময় গনি
 জিজ্ঞাসিল মুনির চরণে ।
 কুমার কালের কর্ম কেহ না আনিল ধর্ম
 পৌগণ্ডে কহিল শিশুগণে ॥
 এত বড় কুতূহল কহ ঞ্জ বোগেশ্বর
 বিষ্ণুমায়া বিনে নহে আন ।
 আমি-সব নরাধম তমু হৈলু মত্ততন
 হরিকথামৃত করি পান ॥
 রাজার বচন শুনি বাহু পাসরিল মনি
 আনন্দে পুরিল কলেবর ।
 ক্ষণেক অবধান করি চাহিল নরান মেলি
 তবে দিল রাজারে উত্তর ॥
 অশাস্তর-বিনাশন বৎস-শিশু-উদ্ধারণ
 গোপাল চরিত্র পুণ্য কথা ।
 ভাগবত-আচার্য্য কহে শুনিলে ছরিত নহে
 পরম মঙ্গল গুণ গাথা ॥

(১) "এতৎ কৌমারজঃ কর্ম হরেবান্ধাঃ-মোকশম্ ।
 মৃত্যোঃ পৌগণ্ডকে বালা দৃষ্টে চুবিমিতা বজে ॥"

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং
 সাহিত্যাত্মাং বৈরাগিক্যাং দশমস্কন্ধে
 শ্রেয়তরঙ্গিণী দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

তুড়ি রাগ ।

সাধু সাধু মহাভাগ ধন্য নরেশ্বর ।
 নিরমলমতি তুমি ভকতশেখর ॥
 নিরবধি - রিকথা শুন সাবধানে ।
 তমু নব নব তুমি কর অমুক্ষেপে ॥
 শীতলজন যেবা হয় চিন্তে ধরে সার ।
 শ্রুতি বাণী চিত্ত হরিপদ গত যার ॥
 কৃষ্ণ কথা নব নব করে অমুক্ষেপে ।
 শ্রীর কথা শুনে যেন শ্রীজিত জনে ॥
 গুহ্য কথা কহি রাজা শুন সাবহিতে ।
 প্রিয় শিষ্য গুহ্য কথা না করি গোপতে ॥
 কহিব পরম গুহ্য শুন সাবধানে ।
 অপকূপ নাট্যলীলা কৈলা নারায়ণে ॥
 অঘাসুর মুখ হৈতে বৎস শিশুগণ ।
 বাহির করিয়া আনি নন্দের নন্দন ॥
 যমুনা-পুলিন-বনে নিল সেইক্ষেপে ।
 হাসিয়া কি বলে তবে নধুর বচনে ॥
 দেখ-দেখ তাই সব রম্য নদীতীর ।
 কোমল বালকাতট নিরমল নীর ॥
 প্রফুল্ল কমলগন্ধ ভ্রমর বন্ধার ।
 জলচর কোলাহল শব্দ সঞ্চার ॥
 ধ্বনি পতিধ্বনি বিলসিত ক্রমজাল ।
 এথা রহি আমি-সব করিব বিহার ॥
 বেলি দুই গুহর ভোজন করি আগে ।
 পাছে খেলাইব খেলা হেন মনে লাগে ॥
 জল পিয়া বৎসগণ চক্কর সঙ্ঘাষে ।
 আমি-সব ভোজন করিব হস্তরসে ॥
 কৃষ্ণের বচন শুনি গোপশিশুগণে ।
 জল পান করিয়া বাছুর দিল বনে ॥
 শিক্যা মুকুলায়া (১) শিশু বসিলা ভূজিতে ।
 মাঝে কৃষ্ণ বসিলা বালক চারিতিতে ॥
 চৌদিকে বালকগণে রচিল মণ্ডল ।
 বিকসিত মুখপদ্ম নয়নকমল ॥
 বিবিধ মণ্ডল জাল করিয়া রচন ।
 সম্মুখে শ্রীমুখ দেখে সব শিশুগণ ॥
 চৌদিকে কমল দল মাঝে কর্ণিকাব ।
 সেইক্ষেপে শোভে ব্রজ শিশু পাটোয়ার ॥

কেহ পুষ্প দিল কেহ পল্লব অঙ্কুর ।
 কেহ শিল গাছছাল আনে ফল মূল ॥
 কেহ শিক্যা মেলিয়া ভোজন পাত্র করে ।
 ভোজন করিয়া শিশু আনন্দে বিহরে ॥
 আপন আপন পাত্র সতেই প্রাশংসে ।
 কেহ কার পাত্র দেখি করে উপহাসে ॥
 কেহ হাসে তারে কেহ হাসিয়া হাসায় ॥
 কেহ কারো মুখ চাহি অঙ্গুলি দেখায় ॥
 তঠর পটেতে বেণু শিলা বেত্র কাঁখে ।
 বাম হস্তে কোমল কবল ধরি রাখে ॥
 অঙ্গুরি র মাঝে মাঝে রাখয়ে বাজান ।
 মাঝে নন্দমুখ হরি পাশে শিশুগণ ॥
 হস্ত পরিহাসে প্রভু বালকে হাসায় ।
 আকাশবন্তলে থাকি সুরগণে চায় ॥
 সর্বযজ্ঞভোগী প্রভু করয়ে ভোজন ।
 বালকেলি করে যজ্ঞপতি নারায়ণ ॥
 এইক্ষেপে ভো - ন করয়ে শিশুগণে ।
 তৃণলোভে বৎসগণ গেল দূর বান ॥
 তরাগিল শিশুগণ বৎস না দেখিয়া ।
 নিবারিয়া রাখে হরি আশ্বাস করিয়া ॥
 তুমি-সব ভোজন না ছাও মিত্রগণে ।
 বাছুর আনিঞা আমি দিব এইক্ষেপে ॥
 এতেক বচন বুলি প্রভু দামোদর ।
 বাম হস্তে সেইক্ষেপে লইল কবল ॥
 গিরি গুহা নিকুঞ্জ তিমির ঘোর বনে ।
 বাছুর চাহিয়া প্রভু বেড়ায় আপনে ॥
 এক ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা হেন অবসরে ।
 আসিয়া মিলিলা শিশুলীলা দেখিবারে ॥
 আপনে দৈবর হয় ধরে শিশুবেশ ।
 নানা অবভূত লীলা করে হৃদীকেশ ॥
 তার কিছু অপকূপ দেখিব মহিমা ।
 কোনরূপে করে কৃষ্ণ কেমন ভজিয়া ॥
 এদিকে বালক হরি ওদিকে বাছুর ।
 অন্তরীক্ষে লঞা ব্রহ্মা গেলা নিজপুর ॥
 যে ব্রহ্মা অঘাসুর মোক্ষণ দেখিয়া ।
 পরম বিস্ময় পাইলা আকাশে থাকিয়া ॥

বাছুর না পায়। জিহ্বাবন অধিকারী।
 পালটি পুলিন-বন আইলা বংশীধারী।
 এথা আসি শিশুগণ না পায় উদ্দেশ।
 বনে বনে চাহিয়া বেড়য়ে হৃদীকেশ।
 হারাইল হাছুর বালক নাহি বনে।
 সর্বজ্ঞ-শেষর হরি জানিল কারণে।
 ব্রহ্মার সৃজিল মা। ভবু জানিবারে।
 হেন কর্ম করি যেন বুঝিলে না পারে।
 গোপগোপীগণে চাহে বাচিতে পীরিত্তি।
 সন্তোষ লভিতে চাহি ব্রহ্মা সুরপতি।
 হেন কর্ম করি আমি কোন পরকারে।
 বৎস শিশু দুই রূপ হই একেশ্বরে।
 যে প্রভু লীলার করে জগৎ নির্মাণ।
 বাছুর বালক রূপ হৈলা ভগবান।
 যত শিশু যত বৎস-স্বার যেন বেশ।
 যার যেন দন্ত মুখ নখ লোম কেশ।
 যেবা যত বড় যার বরণ আকার।
 যার যেন কর পদ শীল ব্যবহার।
 যার যেন শিলা বেত বসন ভূষণ।
 যার যেন স্বর ভাষা শিল্প সম্ভাষণ।
 যার যেন আকৃতি প্রকৃতি রতি মতি।
 যার যেন জ্ঞান নাম বিহরণ গতি।
 সর্বভূত-অন্তর্যামী জগৎ-নিবাস।
 সর্বরূপ ধরি প্রভু করয়ে প্রকাশ।
 বিকৃমর জগৎ আছয়ে বেদবাণী।
 সেই যেন সাক্ষাৎ করিলা চক্রপাণি।
 আপনে বাছুর বেশ ধরে নারায়ণ।
 আপন বালকরূপে করয়ে পালন।
 আপনে আপনা হরি করয়ে পালনে।
 আপনে আপনা লঞা বিহরে আপনে।
 আপনে আপনা লৈয়া দিন অবসানে।
 ব্রহ্মপুরে নন্দমুখ চলিলা আপনে।
 যার সেই বৎসগণ ভিন্ন ভিন্ন করি।
 নিজ গোষ্ঠে চলিলা সে শিশুবেশ ধরি।
 সেই বৎস সেই লীলা সেই শিশুবেশ।
 সেইরূপে প্রবেশ করিলা হৃদীকেশ।
 শ্রেয়স শুনি মাতা উঠিল গম্বরে।
 দুই হস্তে তুলিয়া বালকে কৈলা কোরে।
 বাহপাশে ভিড়িয়া নিভরে দিল কোল।
 পুত্র পরশনে চিত্ত হৈল উত্তরোল।
 পুত্রমুখে শুনি দিয়া করাইল পানে।
 সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম জানিল গোয়ানে।

মর্দন মজ্জন করাইল শিশুগণে।
 দিব্য গন্ধ দিয়া অঙ্গ কৈল বিলেপনে।
 দিব্য অলঙ্কারে অঙ্গ করে বিভূষণ।
 দিব্য অন্ন পান দিয়া করায় ভোজন।
 এক্রমে করয়ে মাতা লালনে পালনে।
 দিনে দিনে আনন্দ বাঢ়ায় নারায়ণে।
 বৎসের শব্দ শুনি হরষিত মনে।
 হাস্যরস করিয়া ডাকিল ধেমুগণে।
 আপনে আপন বৎস আনিল ডাকিয়া।
 লেহন পোছন কৈলা ক্ষীর পিন্নাইয়া।
 মাতৃভাব পূর্ববৎ কৈল গোপীগণে।
 প্রেমানন্দ বাঢ়িল পুত্রবৎ প্রেম হনে।
 পূর্ববৎ কৈলা কৃষ্ণ পুত্রভা বেতার।
 পূর্ব হৈতে মায়ার অধিক পরচার।
 আপনে পালক পাল্য হৈয়া বনমালী।
 এইরূপে শিশুবেশ ধরি করে কেলি। (১)
 একদিন বলরামে করিয়া সংহতি।
 বৎস শিশুগণ লঞা গেলা যত্নপতি।
 পাঁচ গাত দিন আছে বৎসর পুরিতে।
 বেড়ায় নিকট বনে বাছুর রাখিতে।
 বনে বনে বাছুর চরায়ে ভগবান।
 ধীরে ধীরে গেলা গোবর্দ্ধন সন্নিধান।
 পর্বত-শিখরে তথা ধেমুগণ চরে।
 বাছুর দেখিল তারা পর্বত কিনারে।
 বৎস প্রেমে আপনা পাসরে ধেমুগণ।
 উর্দ্ধগ্রীব উর্দ্ধপুচ্ছ উর্দ্ধ বিলোচন।
 হস্তার শব্দ করি আকর্ষণ পুরিয়া।
 দুর্গ পথ চলি যায় দুপদ ভুলিয়া।
 নিজ নিজ বৎস লঞা যত শিশুগণে।
 ক্ষীর পান করাইল আনন্দিত-মনে।
 লেহন পোছন কৈল লালন পালন।
 সুধময় সাগরে মজিল ধেমুগণ।
 বৃদ্ধ গোপগণে নানা যতন করিয়া।
 ধেমু রাখিবারে না পুরিল নিবারিয়া।
 ক্রোধ করি কৈল গোপ তর্জ্জন গর্জ্জন।
 নানা দুঃখে কৈল দুর্গ পথ বিলম্বন।
 আজি এত পরমাদ করে শিশুগণে।
 বৎস লঞা এথা তারা আইল কি কারণে।
 আজিকার গোবর্দ্ধন সকল কৈল নষ্ট।
 নিরোধ না মানে ধেমু এহ লক্ষ্য প্রেষ্ঠ।

(১) অত পুঁথর পাঠ,—

“এইমতে ক্রীড়া করে বৎসকে ধরি”

গোকুলের কলক রাখিল শিশুগণে ।
 আজি তার শান্তি যে করিব ভাল মনে ॥
 এইরূপে গোপগণ তর্জিয়া গর্জিয়া ।
 নানা দুঃখ পেয়া আইল পর্ষত লজিয়া ॥
 যেই মাত্র হৈল শিশুর মুখ দরশন ।
 সেই ক্ষণে হৈল সব ক্রোধ বিষ্ময়ন ॥
 বকের উপরে তুলি দিল আলিঙ্গন ।
 প্রেম রসে বাহু পাসরিল গোপগণ ॥
 কেবল পরমানন্দ রসময় সজ ।
 নয়নে আনন্দজল পুলকিত অঙ্গ ॥
 প্রেমরসে জড়বৎ নাহি অবধান ।
 পাসরিল গোপগণে নিজ পর জ্ঞান ॥
 বলরাম দেখি প্রেম সম্পদ-উদয় ।
 মনে মনে চিন্তিতে লাগিলা মহাশয় ॥
 স্তন্যপ ছাওয়ালা প্রেম বাড়িতে জুয়ায় ।
 এ সব বালক বৎস তন নাহি খায় ॥
 এত বড় তবে কেন দেখি অমুরাগ ।
 বুঝিতে না পারি নারায়ণ অমৃতভাব ॥
 ব্রজকুলে উৎখলি প্রেমের সাগর ।
 আমার হৃদয়ে প্রেম বাঢ়ে নিরন্তর ॥
 কোথা হৈতে আইল মায়া কাহার ঘটনা ।
 কিবা দেবমায়া কিবা অমুরচনা ॥
 প্রায় হেন বুঝি মায়া রচিল ঈশ্বরে ।
 অস্ত্রে মায়ায় কেন মোহিব আমারে ॥
 এতেক বচন বুলি প্রভু বলরাম ।
 ধ্যান অবলম্বে মন কৈলা প্রশিধান ॥
 সকল বৈকুণ্ঠময় জ্ঞানচক্ষে দেখি ।
 বলরাম আপনে মুদিল দুই আঁখি ॥
 শিশুগণ দেব-অংশে হইল উপাদান ।
 ঋষি-অংশে বতেক বাছুর বিদ্যমান ॥
 এ সব কেহত দেব ঋষি অংশে নয় ।
 সর্বরূপ ধরি লীলা করে কুপায় ॥
 এ বোল জানিঞা কৃষ্ণ কহিলা ইজিতে ।
 বলতত্ত্ব সকল বুঝিল ভাল মতে ॥
 এইরূপে যে দিনে বৎসর পূর্ণ হৈল ।
 সে দিনে আসিয়া ব্রহ্মা সকল দেখিল ॥
 যত বৎস যত শিশু পূর্বেতে আছিল ।
 সকল আসিয়া ব্রহ্মা গোকুলে দেখিলাম ॥
 যত বৎসশিশুগণ শব্যার উপরে ।
 শয়ন করিয়া আছে উঠিতে না পারে ॥
 যতেক বালক বৎস লঞা বনমালী ।
 ক্রীড়া করে নিজে শিশু বৎসরূপ ধরি ॥

এতেক চিন্তিয়া ব্রহ্মা কৈল প্রশিধান ॥
 চিরকাল রহে চিন্ত করি সমাধান ।
 কিবা সেই সত্য কিবা এই সত্য হয় ।
 কিবা সেই মিথ্যা কিবা এই মায়ায় ॥
 চৌদ ভুবনপতি ব্রহ্মা হেন হয়্যা ।
 তবু কিছু না বুঝিল যার যোগমায়া ॥
 নিত্য শুদ্ধ জ্ঞানময় বিশ্ব-বিমোহন ।
 সে প্রভু মোহিতে ব্রহ্মা কৈলা আগমন ॥
 আপন মায়ায়ে ব্রহ্মা আপনে মোহিল ।
 নীহার তিমির যেন তিমিরে মজিল ॥
 মহান্তে অস্ত্রের মায়া কি করিতে পারে ।
 দিবসের মাঝে যেন জুনিপোকা জলে ॥
 তবে ব্রহ্মা সকল বালক হেরি দেখে ।
 সাক্ষাৎ পরগব্রহ্ম রহে একে একে ॥
 নববন শ্রামতমু পীত বস্ত্র ধরে ।
 চতুর্ভুজ শঙ্খচক্র গদা পদ্ম করে ॥
 মকর কুণ্ডল হার বনমালা দোলে ।
 শ্রীবৎস-অঙ্গদ রত্ন মণিমালা গলে ॥
 কনক কঙ্কণ চারি ভুজে বিরাজিত ।
 শিজিত মঞ্জীর চারু চরণে রঞ্জিত ॥
 ক তটে কটিস্থত্র কনকমেখলা ।
 নব ওলংঘরে যেন চমকে চপলা ॥
 রতন অঙ্গুরী কর পল্লব বিলাস ।
 অরুণিত নখ নব চন্দ্র পরকাশ ॥
 আপাদমস্তকে দোলে তুলসীর মালা ।
 পদনখ বিবাজিত নবচন্দ্রকলা ॥
 বিশদ চন্দ্রিকা চারু মন্দমধু হাস ।
 সঙ্কণ্ঠে যেন বিধিপালক বিলাস ॥
 অরুণিত অপানভঙ্গিমা নিরীক্ষণ ।
 রঞ্জন ধরে যেন সৃষ্টিকর্তাগণ ॥
 আশা আদি করি তৃণ স্তম্ব পর্য্যন্ত ।
 চরাচর সর্বজীব হয়্যা মূর্তিমন্ত ॥
 বৃত্য গীত বহুবধ অনেক সম্ভার ।
 নানাতাবে স্তুতি ভক্তি করে নমস্কার ॥
 অনিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য অষ্টমহানিধি ।
 মায়া আদি করিয়া বিভূতি সঙ্গসিদ্ধি ॥
 সাক্ষাৎ চক্ষিণ তবু নিজরূপ ধরি ।
 কায় কর্ম সকল স্বভাব আদি করি ॥

অনন্ত-মুরতি ধরি করে উপাসনা ।
অনন্ত-মুরতি হরি অনন্ত-ভাবনা ॥
সত্য-জ্ঞান অনন্ত-আনন্দ-মাত্র রূপ ।
এক রস একমুষ্টি অনন্তস্বরূপ ॥
যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র যার না পায় মহিমা ।
তত্ত্বজ্ঞানী জানে যার নাহি দেখে গীমা ॥
হেন পরিপূর্ণ ব্রহ্ম অনন্ত-মুরতি ।
বৎস শিশু সকল দেখিল প্রজাপতি ॥
কৌতুক দেখিয়া ব্রহ্মা আনন্দে মজিল ।
সকল ইন্দ্রিয়গণ শিথিল হইল ॥
নিশবদ হয়্যা রহে ধাম দরশনে ।
চিত্তের পতঙ্গী যেন মুদিত নয়নে ॥
অন্তর্যমহিমা যার প্রকৃতির পর ।
নিরসন বেদমুখে শ্রমাণ-গোচর ॥
সুখময় প্রকাশ আনন্দ রসময় ।
দেখিয়া বোহিত ব্রহ্মা হৈলা অতিশয় ॥
একি একি বলি ব্রহ্মা হৈলা অচেতন ।
তবে কৃপা কৈলা প্রভু জগৎ-জীবন ॥
যায়্যা আচ্ছাদন পট্টে ব্রহ্মা আচ্ছাদিল ।
কেবল মরিয়া যেন বিরিকি উঠিল ॥
নয়ন মেলিয়া ব্রহ্মা অনেক যতনে ।
কিরিয়া চৌদিকে চাহে ঘণিত লোচনে ॥
সমুখে দেখিল ব্রহ্মা সেই বৃন্দাবন ।
গোপশিশুনাট্য তাথে করে নারায়ণ ॥

অনন্ত-পরমধাম অগাধ পেয়ান ।
গোপাল-বালক-নাট্য করে ভগবান ॥
বাছুর বালক চাহে পুরব সমানে ।
বামকরে কবল বেড়ায় বনে বনে ॥
সেইরূপ সেই বেশ সেই লীলা ধরে ।
সেই কৃষ্ণ বনে বনে বুলে একেশ্বরে ॥
অদভূত নাট্য দেখি ব্রহ্মা সুরেশ্বর ।
লক্ষ দিয়া রথে হৈতে নাগিল সঙ্ঘর ॥
দণ্ডবৎ হয়্যা ব্রহ্মা পড়ে ক্ষিতিতলে ।
পদযুগ পরশিল যুকুট শিখরে ॥
চরণ পরশি ব্রহ্মা যুকুট শিখরে ।
অভিষেক কৈল অষ্ট নয়নের জলে ॥
উঠিয়া উঠিয়া পুন পড়য়ে চরণে ।
মহিমা স্রাবি পুন উঠে ক্ষণে ক্ষণে ॥
উঠিয়া উঠিয়া মোছে নয়নের জল ।
দেখিতে দেখিতে হয় আনন্দে বিহবল ॥
প্রণত-কঙ্কর শিরে যুড়ি হৈ কর ।
সভয় নয়নে চমকিত কলেবর ॥
সভয় কম্পন গদগদ গুতিবাণী ।
স্তুতি করে প্রজাপতি মনে অমুমানি ॥
শ্রীগদাধর ধীর শিরোমণি জান ॥
ভাগবত-আচার্যের মধুর-গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং
সংহিতাস্থাং বৈয়াক্যং দশমস্কন্ধে
অষ্টোদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দশ অধ্যায় ।

বরাড়ী রাগ ।

অপরোধভয়ে ব্রহ্মা সকম্প-শরীর ।
কৃকণ্ঠ বর্ণিতে না হয় মতি স্থির ।
সাক্ষাতে যেরূপ ব্রহ্মা দেখে বিভ্রমানে ।
সেইরূপ স্তুতি করে বৃদ্ধি অমুমানে ॥
স্তুতিযোগ্য তুমি প্রভু নবধন শ্রাম ।
বিজুরী উজ্জল পীতবস্ত্র পরিধান ॥
নব গুচ্ছ অবতলে প্রবণভূষণ ।
শিখণ্ডী-মণ্ডিত কেশ প্রসন্ন বদন ॥
আত্মজুলম্বিত বনমালা বিলোলিত ।
বেণু বেজ বিবাণ কবল বিরাজিত ॥

অমল কমল জিনি চরণ সুলক্ষ্য ।
নমো নমো নন্দগোপ স্নাত ননোহর ॥
এই দিব্যরূপ দেব আনন্দ বিলাস ।
মোরে অমুগ্রহ যাথে কৈলে পরকাশ ॥
যে যেরূপ ভক্ত দেখিবাসে ইচ্ছা করে ।
সেই রূপ ধর তুমি নানা অবতারে ॥
পঞ্চভূত বিরাজিত শুদ্ধ সঙ্কময় ।
তথাপি ইহার তত্ত্ব কেহ না ব্যাখ্য ॥
মুক্তি ব্রহ্মা হয়্যা চিত্ত করি নিরোধন ।
মহিমা জানিতে কিছু নহিল ভাজন ॥

কে পুন লক্ষ্যে সুখ অমৃতব রূপ ।
 জানিব তোমার প্রভু পরম স্বরূপ ॥
 তোমা না জানিলে নহে জীব পরিণাম ।
 সতে তাথে আছে এক উপায় মহান ॥
 জ্ঞানযোগে সুবন্ধ ভেজিয়া দূরতরে ।
 কেবল তোমার কথা শ্রুতিযুগে ধরে ॥
 সাধুসুখ-সুখরিত সাধু সম্মিথানে ।
 তহু মন বচনে তোমার কথা শুনে ॥
 সবে জীয়ে হরিদধা করিয়া ভীবন ।
 বধা তথা থাকি মাত্র কলক শ্রবণ ॥
 সেই জন মাত্র প্রভু সবে তোমা পায় ।
 তিন লোকে আর কেহ বস্ত না জানয় ॥
 তোমার ভক্তি সর্বসংকল্প-প্রবিনী ।
 তাহা পরিহরে যেবা তত্ত্ব নাহি জানি ॥
 তত্ত্বজ্ঞান হেতু করে নানা তপ ক্রেশ ।
 সবে তার ক্রেশ মাত্র হয় অবশেষ ॥
 ক্ষুদ্র ধাত্ত ভেজি যেন ততুলের আশে ।
 কেন যেন বড় বড় তুঁষ লয়া যবে ॥
 তবে তার পরিশ্রম কিছু নহে আর ।
 ভক্তি বিনে জ্ঞানযোগে ক্রেশ মাত্র সার ॥
 পুরুষে সাধিল জ্ঞানযোগ যোগিগণে ।
 জ্ঞানযোগ সিদ্ধি হৈল যোগপথ হনে ॥
 তবে তারা বিচারিয়া মনে কৈল সার ।
 ভক্তিযোগ বিনে কভু নহিব নিস্তার ॥
 তুরা পদে সর্বকর্ম কৈল সমর্পণ ।
 তোমার চরিত্র কথা শুনে অমূল্য ॥
 তবে তারা ভক্তিযোগে লভিল তোমার ।
 উৎপন্ন তত্ত্বযোগ ছুটিল সংসার ॥
 তবে তারা লভিল পরম পদ সুখে ।
 এই সে কারণে ভক্তি করে বুধলোকে ॥
 সগুণ নিগুণ তুমি নিরাকার ব্রহ্মা ।
 কে নাথ বুঝিব তোমার মহিমার মর্ম ॥
 কহাণ্ডে জানি কিছু নিগুণ মহিমা ।
 সগুণের গুণ কেবা করিব বর্ণনা ॥
 তথাপি নিগুণতত্ত্ব করে নিরূপণে ।
 ভক্তি নির্মল চিত্ত করে বুধগণে ॥
 আরোপিত নিজ অশ্রব অধিকার ।
 সবে এইরূপে কিছু পারে জানিবার ॥
 স্বরূপে করিব নাথ তত্ত্ব নিরূপণ ।
 হেন কি অগতে নাথ আছে বুধজন ॥
 সগুণের গুণ যেবা করিব গণনা ।
 ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে নাথ নাহি হেন জনা ॥

সপ্তদ্বীপ পৃথিবীধান ধলা করি গণে ।
 হিমকণা গণিতে না পারে কোন জনে ॥
 আকাশের তারা যেবা পারে গণিবার ।
 গণিতে তোমার গুণ শক্তি নাহি তার ॥
 কেবল তোমার অমূল্য মাত্র চাহে ।
 তহু মন বচনে চিন্তিতে মাত্র রহে ॥
 সত্যভূত কর্মকল ভূঞ্জে আপনার ।
 প্রণাম করিতে রহে চরণে তোমার ॥
 মুক্তিপদে তার দায় রহিল নিশ্চয় ।
 যখনে করয়ে ইচ্ছা সেইকণে লয় ॥

ভাটিয়ারি রাগ ।

সবন কম্পিত অঙ্গ গদ গদ স্বরভঙ্গ
 সত্য নমনে কর ঘুড়ি রে ।
 করি নানা কাকুবাধ ব্রহ্মা নিজ অপরাধ
 কেমার চরণযুগে পড়ি রে ॥ ১ ॥
 দেখে দেখে প্রভু মোর অপরাধ এত বড়
 তোমার উপরে মায়া ধরি ।
 আমি হেন মন্দবুদ্ধি আপনে বৈতব সিদ্ধি
 দেখিবারে মনে আশা করি ॥
 আগুনের শিখা যেন আগুনেতে হয় জীন
 মুক্তি নাথ কি শক্তি ব্রহ্মাণ্ড ।
 পরম পরম পর তুমি সর্বমায়ার ধর
 তাথে মায়া করিবারে চাও ॥
 সপ্ত আবরণ যুক্ত একটি ব্রহ্মাণ্ড বট
 সপ্তবিতস্তি কলেবর ।
 তাহার ভিতর স্থিতি আমি এক প্রজাপতি
 আমার মতিমা এত বড় ॥
 এইরূপে কত কত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বট
 গতাগত করে লোমকূপে ।
 কত হয় কত যায় কেবা তার বস্ত পায়
 কোটি কোটি পরমাণুরূপ ॥
 একুপ মহিমা যার আমি চাহি জানিবার
 কত বড় ছুহার অন্তর ।
 মুক্তি মন্দ মতিজ্ঞ না জাহ্নু তোমার মর্ম
 কেম কেম অশেষ লীলার ॥
 জননীর গর্ভস্থলে ছাওয়ালে চরণ কুলে
 মায়ে কি তাহার দোষ লয় ।
 তৃণ স্তম্ব আদি করি অস্তি নাস্তি বত বলি
 গর্ভের বাহির কিছু নয় ॥
 এইত ভরসা ধরি তোমার তনয় করি
 ব্রহ্মা পুত্র প্রসিদ্ধ তোমার ।

প্রাণ সাগর জলে নাভিকমলের নালে
 অজ হর্যা জনম আমার ॥
 নারায়ণ-পুত্র জানি হেন আছে বেদবাণী
 এত মিথ্যা নহে কোনকালে ॥
 নারায়ণ সুরপতি আমি শিশু গোপজাতি
 যদি বল কহিব তোমারে ॥
 তুমি নারায়ণ নাম অন্তর্যামী ভগবান
 তুমি সব জীবের আশ্রয় ॥
 তুমি প্রভু প্রবর্তক সর্বজীব নিয়োজক
 লোকসাধী তুমি সর্বময় ॥
 এইরূপ নিবেদন করিয়া চতুরানন
 সুপ্রসন্ন কৈলা চক্ৰপাণি ॥
 ব্রহ্মাঙ্কতি পরব্রহ্ম প্রেমরস সুখানন্দ
 ভাগবত আচার্যের বাণী ॥

ধানসী রাগ ।

সেই নারায়ণ এক মূর্তি তোমার ।
 প্রাণসাগর-জলে কৈলে অবতার ॥
 সেই সত্য হয়ে নহে না জানিল তবু ।
 তোমার মায়ায় মোর ভ্রম হৈল চিত্ত ॥
 পুনঃ পুনঃ দেখি পুনঃ নহে পরকাশ ।
 অজ্ঞানে বুঝি সব মায়ায় বিলাস ॥
 জগৎ-আশ্রয় নারায়ণ কলেবর ।
 যদি সত্য স্থিত তার ভলের উপর ॥
 শতেক বৎসর মুঞি কমলের নালে ।
 প্রবেশ করিয়া ছিনু উদর ভিতরে ॥
 শতেক বৎসর যদি ভ্রামিনু উদরে ।
 অস্ত না দেখিয়া তার আইল বাহিরে ॥
 সেই নারায়ণরূপ না দেখিয়া আর ।
 এতেক জানিনু নাথ মায়ায় তোমার ॥ (১)
 তোমার রূপের প্রভু নাহি পরিচ্ছেদ ।
 মায়ায় দেখাও তুমি নানা মুক্তিভেদ ॥
 এই অবতারে তুমি জননীৰ তরে ।
 বিশ্ব দেখাইলে তুমি উদর ভিতরে ॥
 যেক্ষণে বাহির কর জগৎ বিলাস ।
 উদর ভিতরে সেই রূপ পরকাশ ॥
 এই মায়া বিনে নাথ কতু নহে আন ।
 এখনে দেখাইলে মোরে মায়া বিজ্ঞান ॥
 প্রথমে আছিলে এক নন্দের নন্দন ।
 পাছে তুমি হৈলে বত বৎস শিশুগণ ॥

(১) পাঠান্তর.—

“এবে সে জানিনু নাথ মহিমা তোমার ।”

তবে সেই বৎস শিশু চতুর্ভুজরূপে ।
 পাছে দেখা দিলে নাথ অনন্ত বরূপে ॥
 মুক্তি আদি করি ত্বং তন্তু বে পর্যন্ত ।
 স্ততি ভক্তি সেবা করো হর্যা মুক্তিমন্ত ॥
 পাছে এক ব্রহ্ম তুমি অমিয়া বিহার ।
 এ সব তোমার মায়া বড় চমৎকার ॥
 অদ্বৈত পরমব্রহ্ম তুমি নিরঞ্জন ।
 তোমা বিনে আর যত মায়া নিরঞ্জন ॥
 তুমি আত্মা আপনে অনন্ত মুক্তি ধর ।
 মায়া বিচারিয়া নাথ নানা মায়া কর ॥
 তোমার মহিমা কে না জানে কোন কালে ।
 মায়া করি ভারে তুমি ভাণ্ড নানা ছলে ॥
 সৃষ্টি-কাজে আমি যেন ব্রহ্মা সুরেশ্বর ॥
 জগৎ-বিধান তুমি বিষ্ণুকলেবর ॥
 সংহার কারণ যেন ত্রিনয়নরূপ ।
 ভিন্ন ভিন্ন নহে কেহ তোমার স্বরূপ ॥
 সুর নর ঋষি পশু মৃগ জলচরে ।
 নানা মূর্তিধর তুমি নানা অবতারে ॥
 সাধু-পরিজ্ঞান হেতু খল নিবারণ ।
 অবতার করি কর জগৎ পালন ॥
 পরিপূর্ণ ভগবান মহা যোগেশ্বর ।
 পরমাত্মা প্রভু তুমি লীলা কলেবর ॥
 কে বুঝে তোমার লীলা ত্রিভুবন-মাঝে ।
 কিরূপে কেমন লীলা কর কোন কাজে ॥
 এতেক জাহিনু নাথ জগৎ অসত্য ।
 বিচারিলে তিল মাত্র কিছু নহে তথ্য ॥
 স্বপন সমান মহাদুঃখ দুঃখময় ।
 প্রকাশ বর্জিত ঘন তিমিরসঙ্কর ॥
 তুমি নিত্য সুখবোধ অনন্ত বিলাস ।
 তোমার প্রকাশে করে জগৎ প্রকাশ ॥
 তোমাতে জগৎ আছে তোমাতে জনম ।
 সত্য হেন জগৎ দেখিলে ভে-কারণ ॥
 তুমি এক আত্মা সত্য পুরুষ পুরাণ ।
 স্বপ্রকাশ নিরঞ্জন পূর্ণ ভগবান ॥
 নিত্য নিত্যসুখ হেতু ষষ্ঠীয়-রহিত ।
 অনন্ত অক্ষয় আত্ম উপাধি-বর্জিত ॥
 গুরু দৃঢ়্য দরশন জ্ঞান বিলোচনে ।
 একরূপ তোমার তবু দেখয়ে যে মনে ॥
 আত্মা ভেদ বুদ্ধি যার চিন্তে নাহি ধরে ।
 অসত্য সংসারসিদ্ধি সেই প্রায় তরে ॥
 কেবল আপন করি আত্মা সত্তে জানে ।
 আর সব অসত্য কেবল আত্মা বিনে ॥

এইরূপ চিন্তিতে অজ্ঞান ধ্বংস হয়।
 অত্যাগ বিশেষ তত্ত্বজ্ঞান পরিচয়।
 সর্পরজ্জু জ্ঞান যেন হয় অগেয়ানে।
 সেই ভ্রম ছুটে মূলজ্ঞান উপাদানে।
 অজ্ঞান কল্পিত বন্ধ মোক্ষ দুই নয়।
 বন্ধহেতু থাকিলে বন্ধন সত্য হয়।
 জ্ঞান-পথ বিচারিলে অসত্য সংসার।
 বন্ধ সত্য নহে যদি বন্ধ মোক্ষ কার।
 সূর্য্য বিচারিলে সত্য নহে দিব্য রাস্তা।
 জ্ঞান বিচারিলে বন্ধ নহে মোক্ষগতি।
 তুমি সে আপন আত্মা পর করি জানে।
 দেহ পুত্র কলত্র আপন করি মানে।
 শরীর ভিতরে আত্মা বাহিরে বিচারে।
 অহো মুঘ'জন ভ্রমে অসার সংসারে।
 সাধুজন চিন্তে তোমা শরীর ভিতরে।
 অসত্য কল্পিত যত দূরে পরিহরে।
 অজ্ঞান খণ্ডিলে হয় জ্ঞান উৎপন্ন।
 সর্প থাকিলে নহে সর্পরজ্জু ভ্রম।
 তথাপি পদারবিন্দ প্রাসাদের লেশে।
 অল্পগ্রহ হয় যদি ভকত-বিশেষে।
 সেই সে তোমার মহিমন্ তত্ত্ব জ্ঞান।
 চিরদিন চিন্তিলেহ না জানয়ে জ্ঞানে।
 এই ভাগ্য যোর নাথ রহক সর্ব্বথা।
 কীট পতঙ্গাদি জন্ম হউ যথা তথা।
 এই জনমেতে কিংবা এই জন্মান্তরে।
 মুক্তি কেহ হউ ভক্ত-মণ্ডল ভিতরে।
 তোমার পদারবিন্দ সেবাই নিরন্তর।
 এই আজ্ঞা কর মোরে বরণাসাগর।
 ধন্ত ব্রজরমণী সুরভিগণ ধন্ত।
 পরম হরিষে তুমি পিলে যার স্তন।
 বৎস শিশুস্বপ্নে তুমি কৈলে স্তন পান।
 মধুর মধুর তত্ত্ব অমৃত সমান।
 অল্প পর্য্যন্ত যার মহা যজ্ঞগণে।
 তৃপ্তি করিতে নারে মধা সঞ্চিৎখানে।
 অহো ভাগ্য অহো ভাগ্য কি বর্ণিব আর।
 নন্দ ব্রজপুরে নাথ বসতি বাহার।
 যার মিত্র পরিপূর্ণ বন্ধ সনাতন।
 প্রকট পরমানন্দ গোকুলনন্দন।
 এ সন্তের ভাগ্য কেবা করিব বর্ণনা।
 আমি সব ধন্ত এই একাদশ জনা।
 ভব-আদি আমি-সব ধন্ত সুরগণ।
 সর্ব্ব দেখে থাকি করি তোমার সেবন।

এসবের হ্রবীক চষক পাত্র ধরি।
 তোমার পদারবিন্দ-মধু পান করি।
 এতকেই আমি সব হৈল ধন্ততম।
 সর্ব্বভাবে সেবে তোমা ব্রজবাসিগণ।
 ভা-সভার কি কহিব ভাগ্যের মহিমা।
 কি তার কহিব নাথ স্কৃতি বর্ণনা।
 ব্রজকুলে ভগ্নি নাথ এই ভাগ্য যোরে।
 কিংবা বৃন্দাবনে গিরিতটে নদীতীরে। (১)
 ভূণ লভা কোন এক হৈয়া মাত্র থাকে।
 তোমার পদারবিন্দে এই বর মাপে।
 কোন মতে কার বা চরণধূলি পাও।
 অভয় পদারবিন্দে এই মাত্র চাও।
 ষা-সভার প্রাণ মন দেহ গোহ ধন।
 মুকুন্দ পদারবিন্দ মুকুন্দ জীবন।
 যে পদ-পঙ্কজরং করিয়া দেখানে।
 এখন উদ্দেশ্য নাহি পায় প্রভিগণে।
 কি দিয়া শুধিবে নাথ এসবের ধার।
 তুমি সর্ব্ব ফলময় বিনে নাহি আর।
 মনে মনে জগৎ চাহিলু বিচারিয়া।
 ব্রজপুরবাসী ধার শুধিবে কি দিয়া।
 যদি বল আত্মদান করিব তাহারে।
 শোধন না যায় ধার এনা পরকাসে।
 পুতনা রাক্ষসী লোক বালক বাতিনী।
 কেবল ধরিল মাত্র সাধুবংশ ধানি।
 সবংশে তোমারে পাইল সেই পুণ্যফলে।
 এ সবের পুণ্য কেহ গণিতে না পারে।
 প্রাণ মন দেহ গেহ স্ত্রুত বিস্ত দার।
 তোমার পীরিত রসে প্রয়োজন যার।
 আপনাকে দিয়া হব তাহার অধান।
 যদি বল তমুত শুধিতে নার ঋণ।
 সেবা অল্পরূপ দিতে না পারিলে ফল।
 ঋণী হয়। তুমি নাথ রহিলে কেবল।
 তোমাতে অধিক ফল নাহি দ্রিভুবনে।
 সর্ব্বফল দিলে তুমি আত্মফল দানে।
 পুতনার সহে কিছু নহিল বিশেষ।
 অস্তেব রহিল নাথ তার ঋণশেষ।
 যোগিগণ সর্ব্ব কর্ম করিয়া সন্ন্যাস।
 আমাকে লভিতে করে অশেষ প্রয়াস।

(১) অল্প পুথির পাঠ,—

“এই যোর ভাগ্য নাথ জন্ম ব্রজকুলে।
 কিংবা বৃন্দাবন নদীতটে গিরিকুলে।

হেন আত্মা দান আমি করিব তাহারে ।
 গৃহবাসী গোপগণ কিবা ভক্তি করে ॥
 হেন যদি বল নাথ করি নিবেদন ।
 ভক্ত জনের নাহি সংসার-বন্ধন ॥
 তাবৎ রাগান্বিত চোর করে অপহার ।
 তাবৎ বসতি ঘর বন্ধন-আগার ॥
 চরণে নিগড় মোহ তাবৎ তাহার ।
 বাবৎ না হয়্যা থাকে সেবক তোমার ॥
 সকল তোমার পাশ নিম্নোজ্ঞন করে ।
 কাম ক্রোধ লোভ বোহ ভক্তিরসে ধরে ॥
 সেই কাম রাগ তার করয়ে নিস্তার ।
 অন্তরে কেবল সেই নরক দুয়ার ॥
 যোগী হৈতে প্রধান তোমার ভক্তজন ।
 সর্ব সমর্পণ করি করয়ে ভজন ॥
 কেবল নিষ্ঠুর তুমি উপাধি-রহিত ।
 তথাপি প্রকট কর মাধুৰ্য-চরিত ॥
 প্রপন্ন জনের বঢ়াইলে প্রেমানন্দ ।
 নানাভাবে কর নানা লীলা অমুবন্ধ ॥
 যে তোমারে জানে বলে জাহুক সে জনে ।
 মোর কোন প্রয়োজন বিস্তর কখনে ॥
 মোর তনু মন বচনের শক্তিবল ।
 সকল প্রভুর দুই চরণে গোচর ॥
 প্রভুর চরণে এক নিবেদন করোঁ ।
 আত্মা যদি কর নাথ নিজ ধামে চলো ॥
 তুমি সর্বলোক-সাক্ষী জগতের নাথ ।
 জগতের তত্ত্বগতি তোমার সাক্ষ্য ॥
 তুমি সর্ব তত্ত্ব জ্ঞান প্রপন্ন পালন ।
 তোমার চরণে মোর সর্ব সমর্পণ ॥
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ বৃষ্ণ কুল পুঙ্কর-ভাস্কর- (১)
 কা নির্জর-ষিঙ্গ-পশু-সিদ্ধ শশধর (২) ॥
 উদ্ধারশারীর হয় (৩) অমুর-সংহারী ।
 অর্ক আদি সর্বসুর পূজ্য অধিকারী ॥
 আকল্প পর্য্যন্ত মোর রয় নমস্কার ।
 এই বর মাপোঁ নাথ চরণে তোমার ॥
 তিন তিন প্রদক্ষিণ করি বারে বার ।
 পদযুগে শত শত কৈল নমস্কার ॥

আত্মা শিরে ধরি ব্রহ্মা গেলা নিজপুরে ।
 সন্তোষিয়া ব্রহ্মারে পাঠাইলা দামোদরে ॥
 পূর্বে শিশু বৎসগণ আনিঞা পুলিনে ।
 যুখে যুখে ভিন্ন করি থুইল স্থানে স্থানে ॥
 এইরূপে পরিপূর্ণ বৎসরেক হৈল ।
 তিলেক সমান হেন বালকে জানিল ॥
 কৃষ্ণমায়া বিমোহিত হয়্যা শিশুগণ ।
 বৎসর জানিল যেন যার এইক্ষণ ॥
 কৃষ্ণমায়া-বিমোহিত কে কি না পাগরে ।
 জগৎ মোহিত যার যোগমায়া-বলে ॥
 সেইরূপে সারি সারি মণ্ডল রচন ।
 সেইরূপে শিশুগণ করয়ে ভোজন ॥
 বাছুর আনিঞা কৃষ্ণ দিল বিম্বামনে ।
 যুথ যুথ করিয়া থুইল সন্নিধানে ॥
 শিশুগণ দেখিয়া ডাকিল উচ্চসরে ।
 আইস আইস প্রাণ তাই মণ্ডল ভিতরে ।
 তোমা বিনা এক গ্রাস অন্ন নাহি খাই ।
 এক দিষ্টি করিয়া তোমার দিগে চাই ॥
 আসিয়া ভোজন কর সংগণ লয়া ।
 তবে আর খেলা খেলি স্নেহে ভাত খেয়া ॥
 দৈবৎ হাসিয়া কৃষ্ণ বালকের মেলে ।
 ভোজন করিয়া পাছে চলিলা গোকুলে ॥
 বনমধ্যে সর্পের শুখন চর্মখান ।
 দেখিয়া চলিলা শিশু সঙ্গে ভগবান ॥
 বরিহা (১) প্রস্থান বনধাতু (২) বিরচিত ।
 বিচিত্র বিবিধ বেশ অঙ্গে সুললিত ॥
 অধরে মুরলী শিশু শব্দ মদল ।
 ব্রজবধূ-নয়ন আনন্দ-কলেবর ॥
 নাম ধরি ধরি বৎস ডাকে ঘন রায় ।
 পবিত্র-চরিত্র গুণ অমুগতে গায় ॥
 গোকুল প্রবেশ কৈলা ত্রিভুবন রায় ।
 ডাক দিয়া শিশুগণ গোকুলে জানায় ॥
 আজি এক মহাসর্প পবিত্র আকার ।
 এই নন্দস্নেহে তাহা করিল সংহার ॥
 আমা-সভা উদ্ধারিল তার মুখ হনে ।
 দেবে কেল স্তুতি পূজা পুষ্প বরিষণে ॥
 ব্রজপুরে আনিঞা লাগিল চমৎকার ।
 বড় ভাগ্য পুণ্যে আজি হৈল প্রতিকার ॥

(১) বৃষ্ণিকুল কমলের প্রকাশক সূত্র্য । (২) ক্রা ॥
 পৃথিবী । নিজ্ঞর - দেবতা । পৃথিবী, দেবতা, বিপ্র ও
 পশু (গো) রূপ সাগরের ঐতিহ্য চক্র ।
 (৩) পাবণ ধর্মরূপ নৈশ অন্ধকারের নিবারণ
 প্রদাতক ।

(১) বর্ষ, ময়ূষপুচ্ছ ।
 (২) গৈরিকাদি বিবিধ ধাতু । কোন
 কোন পুস্তকে "নবধাতু" পাঠ্য দৃষ্ট হয় ।

এ শব্দ শুনিঞা বড় গোপগোপীগণে ।
 শ্রী কৃষ্ণ আসি কৈল দর্শন লালনে ॥
 তবে রাজা জিজ্ঞাসিল যুগির চরণে ।
 এত বড় অদভূত ঘটিল কেমনে ॥
 গোপগণে কৃষ্ণে প্রেম কৈল নিরন্তর ।
 পর পুত্রে কৃষ্ণে প্রেম কেনে এত বড় ॥
 শতভাগ প্রেম নহে আপন তনয়ে ।
 কহ গুরু এত বড় অদভূত হয়ে ॥
 যুনি বলে শুন রাজা কহিব তোমারে ।
 আত্মাতে অধিক প্রিয় নাহিক সংসারে ।
 আত্মা সম্বন্ধের দেহ স্রুত বিস্ত দার ।
 আত্মাতে অধিক কেহ প্রিয় নহে আর ॥
 আপন আপন আত্মা প্রিয় যত বড় ।
 পুত্র বিস্ত কলত্র না হয় এত বড় ॥
 দেহবাহী আর সব দেহে আত্মা মানে ।
 যার আর প্রিয় নাহি দেহের সমানে ॥
 আহাৰ আত্মাত বড় দেহ প্রিয় নহে ।
 জীর্ণ হয়্যা যায় অজ জীতে মাত্র চাহে ॥
 গলিত সকল অজ জীর্ণ হয়্যা যায় ।
 তমু তার দুই আশা জীতে মাত্র চায় ॥
 এতেক সভার প্রিয় আত্মা প্রিয়তম ।
 সংসারে কাহার প্রিয় নহে আত্মা সম ॥
 সকল আত্মার আত্মা সে নন্দনন্দন ।
 সর্বলোক-গতি পতি জীবের জীবন ॥
 জগৎ নিস্তার হেতু মায়া নববেশে ।
 দেহ ধরি গোপরূপে ব্রহ্ম পরকাশে ॥

এই রাজা তোমারে কহিলু সুনিশ্চয় ।
 এই নন্দসুত কৃষ্ণ প্রাক্ত সর্বময় ॥
 স্থাবর জঙ্গম তৃণ গুল্ম আদি করি ।
 কৃষ্ণ বিনে কোন বস্তু নিরূপিতে নারি ॥
 কারণের কারণ প্রকৃতি মহামায়া ।
 তাহার কারণ নন্দসুত-পদ চায়া ॥
 মুরারি চর-নৌকা যে করে আশ্রয় ।
 মহাস্ত একান্ত গতি পুণ্য যশময় ॥
 বৎসপদ হয় তার এ ভব সংসার ।
 পরম বৈষ্ণবপদে বৈসে নিরন্তর ॥
 বিপদের পদ তার নহে বিদ্যমান ।
 সর্বত্র সম্পদপদ রহে সন্নিধান ॥
 যে তুমি পুছিলে ক্রিতিপতি মহাশয় ।
 কহিলু সকল আমি করিয়া নির্ণয় ॥
 এক সংবৎসরে অবাস্তুর বধ হৈলো ।
 আর বৎসরেতে শিশু গোকুলে কহিলো ॥
 মুরারি পু শিশুবেশ চরিত্র-বর্ণন ।
 অবাস্তুর বধ কথা পুলিন-ভোজন ॥
 ব্রহ্মাঙ্কতি নিরূপণ ব্রহ্মদর্শন ।
 ভক্তিতাবে যেবা কহে যে করে শ্রবণ ॥
 অশেষ সম্পদ তার বাড়ে দিনে দিনে ।
 সর্বপাপ হরে ভক্তি হয় নার্দিনে ॥
 শ্রীগদাধর ভক্তিরস গুরু জান ।
 ভাগবত আচার্য্যের মধুরস-গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং
 সংহিতায়াং বৈয়াসিকান্দ দশমোহুদ্যে
 চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

কেদার রাগ ।

শুক যুনি বলে রাজা শুন সাবধানে ।
 আর অপরূপ কথা কহিব এখনে ॥
 পঞ্চ বৎসরের উল্লেহ মশের ভিতরে ।
 পৌগণ্ড সময় তাখে বলি নরেন্দরে ॥
 পৌগণ্ড সময় তবে করিয়া স্বীকার ।

রামকৃষ্ণ শিশু সঙ্গে করেন বিহার ।
 বেহু চরাইতে যোগ্য হৈল বৃদ্ধি বল ॥
 শিশুগণ সঙ্গে খেহু রাখে দামোদর ।
 বৃন্দাবন অন্য করে চরণ-পরশে ॥
 রামকৃষ্ণ বেহু রাখে ব্রজ শিশুবেশে ॥

চৌদিকে বালকগণ নিজগুণ (১) গায় ।

বলরাম সঙ্গে হরি মুরলী বাজায় ॥
গোধন চরণে আগে পাছে ছবীকেশ ।
কুমুদিত বৃন্দাবনে কৈল পরবেশ ॥
শিশুগণ চরণ-নৃপুর-বনবানী ।
অলিকুল বিহগ মধুর যুগু বাণী ॥
যমুনায় হস্র মহা নিরমল জল ।
শতপত্র-গন্ধ যুক্ত পবন ঐতল ॥
হেন অদভূত বন দেখি বনমালী ।
মনে করে এথা রহি করি বালকেলি ॥
বনে বনে অরুণ পলভ মনোহর ।
ফল ফুলে লবিত বিবিধ তরুবার ॥
শিরে ফল ফুল ধরি চরণ পরশে ।
তরুগণ দেখি কৃষ্ণ মনে মনে হাসে ॥
আদি পুরুষ হরি অনাদি নিধন ।
নিজ অগ্রজেরে তবে কি বলে বচন ॥
অহো দেবদেব স্মরবন্দিত চরণ ।
কল কুল দিয়া পূজা করে তরুগণ ॥
পল্লব শিখায় করে চরণ বন্দনা ॥
তরুজগৎ-কৃত পাপ করিতে খণ্ডনা ॥
তোমার নির্মল যশ ভুবন পাবন ।
এ সব স্মরণগণ গায় অমুকণ ॥
ভূজ দেহে ভকতের ধর্মপথ ভজে ।
গ্রাস মুনিগণ এই বৃন্দাবন-মাঝে ॥
গৃঢ়রূপে ভূজবেশে রহে বনে বনে ।
নিজ নাথ তোমারে না ছাড়ি একমনে ॥
শিখিগণ নৃত্য করে মধুর মুবতি ।
প্রিয় নিরীক্ষে মৃগী করয়ে পীরিতি ॥
কলরব কোকিল মধুর রব করে ।
ধন্ত বৃন্দাবনবাসী সংসার ভিতরে ॥
ভকত জনাব এই সহজেই রীতি ।
কোন দেহে না ছাড়িয়ে দীক্ষার পীরিতি ॥
ধন্ত তৃণ লতা তরু ধন্ত মৃগীগণ ।
ধন্ত নদী খগ মৃগ ধন্ত বৃন্দাবন ॥
তোমার চরণধূলি পরশিল শিরে ।
নথ পরশন কেহ লভিল শরীরে ॥
লক্ষ্মী বারে বাঞ্ছা করে সতত ধ্যানেনে ।
হেন কর পরশন করে তরুগণে ॥
এইরূপে বৃন্দাবনে রমে রম্যপতি ।
গোধন চরণে ব্রজবালক সংহতি ॥

মদমন্ত ভূজগণ শবদ ঝঙ্কার ।

অমুগত সঙ্গে গায় পঞ্চম রসাল ॥
হংসের শবদ শুনি হংসরব করে ।
শিশুগণ নিজ গুণ (১) গায় উচ্চসরে ॥
ময়ূরের নৃত্য দেখি ময়ূর নাচয় ।
ময়ূর পেখম ধার বালক হাসায় ॥
কণে শুক শবদ করয়ে অমুকার ।
কোকিল শবদ কণে শবদ রসাল ॥
কণে মেঘ শবদ গম্ভীর নাদ করি ।
দূরে যদি যায় খেছু ডাকে নাম ধরি ॥
দূরে থাকি খেছু যদি নিজ নাম শুনে ।
উর্দ্ধ পুচ্ছে ধোয়া আইসে কৃষ্ণ সন্নিধানেনে ॥
চকোর ভাকুই হংস চক্রবাক নাড়ে ।
হাসায় বালকগণ বিবিধ শবদে ॥
কণে শিশুগণে ভয় দেই দামোদর ।
সিংহ ব্যাঘ্র শবদ করয়ে ভয়ঙ্কর ॥
কণে ক্রীড়া পরিশ্রমে বলদেব রায় ।
শিশু উরে শির দিয়া ওইয়া ঘুমায় ॥
আপনে করয়ে কৃষ্ণ পাদসংবাহন ।
বিশ্রাম করয়ে হরি লঞা শিশুগণ ॥
কণে নৃত্য করে হরি কণে গীত গায় ।
অন্তোন্তে মুঝয়ে কণে ডাকে ঘন রায় ॥
হাতাহাতি করিয়ে করয়ে মল্ল রণে ।
হাসিয়া হাসায় হরি সর্ব শিশুগণে ।
কণে বাঁহুযুদ্ধশ্রম করিতে খণ্ডন ॥
কোমল পল্লবধলে করয়ে শয়ন ॥
বালকের উরে শির করিয়া নিধান ।
বৃক্ষমূলে শয়ন করেন ভগবান ॥
কোন শিশু করে তাঁর পাদসংবাহন ।
কোন ধন্ত শিশু কবে পল্লব ব্যঞ্জন ॥
কোন ধন্ত শিশুগণ গায় মনোহর ।
প্রেমরসে শিথিল সকল কলেবর ॥
এইরূপে নিজ মায়া নিগূঢ় মহিমা ।
গোপশিশুরূপে করে বিবিধ ভঙ্গিমা ॥
কমলা লালিত পদ কমল মুরারি ।
ব্রজ শিশু সঙ্গে করে নানা বালকেলি ॥
রাম কেশবের সখা শ্রীদাম গোপাল ।
ভোককৃষ্ণ আদি আর যতোক ছাওরাল ॥
কহিতে লাগিলা তারা মধুর বচনে ।
রাম রাম মহাবাহ শুন নিবেদনে ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবল দুষ্ট বিনাশন ।
 ইথে কত দূরে আছে মহাতালবন ।
 মহাতালফল-পরিপূরিত সকল ।
 ভূমিতলে কতেক পড়িয়া আছে ফল ।
 কিন্তু তালবন রাখে ধেনুক অনুরে ।
 নিকটে না যায় কেহ দুরন্তের ডরে ।
 অতি মহাবল সে অনুর দুয়াচার ।
 খরতর রূপ ধবে গর্জিত আকার ॥
 সমবল সমবেশ জ্ঞাতিগণ লঞা ।
 তালবনে বৈসে নানা জীবজন্তু খেয়া ॥
 ক্ষিতিতলে পুরিয়া বিস্তর ফল রহে ।
 হের দেখ ফলের সুন্দর গন্ধ বহে ॥
 তাল আনি দেহ যদি খায় শিশুগণ ।
 বাছা যদি কর কৃষ্ণ যাই তালবন ॥
 শিশুগণ বচন শুনিয়া বনমালী ।
 হাসিয়া চলিয়া বলতেন সঙ্গে করি ॥
 বলভদ্র করি তালবনে পরবেশ ।
 দুই হস্তে ধরি গাছ ঝাড়িল বিশেষ ॥
 গাছের ঠেলায় গাছ কাঁপে ধর ধর ।
 ভূমিতল পুরিয়া পড়িল তালফল ॥
 ছড়ছড়ি শব্দ উঠিল ক্ষিতিতলে ।
 শুনিঞা ধেনুক দৈত্য ধাইল সশ্বরে ॥
 পদভরে পৃথিবী করয়ে টলমল ।
 কাঁপিল পর্কিত তরু ধরণীমণ্ডল ॥
 দুইখানা পাছা পদ উর্দ্ধ করি তুলি ।
 মারিল রামের বৃকে গাধা শব্দ করি ॥
 লাখি মারি তবে সরি গেল কথোদূরে ।
 পুনরপি ধাইল দৈত্য গর্জিয়া নিষ্ঠুরে ॥
 উর্দ্ধ করি পাছু পদ তুলি আরবার ।
 রামের হৃদয়ে দূচ মারিল প্রহার ॥
 দুই পদ ধরিলা রাম দিয়া বাম হাথ ।
 আকাশে তুলিয়া পাক মারে পাঁচ সাত ॥
 সন্মাইতে জীবন ছাড়িল দুরন্তেরে ।
 তুলিয়া মারিল পাক তালের উপরে ॥
 ভাঙিল তালের গাছ কাঁপে ধর ধর ।
 গাছের ঠেলায় গাছ কাঁপিল সকল ॥
 লীলায় পেলিল দৈত্য গাছের উপরে ।
 মহা শত্ৰুর হেন হই তার ডরে ॥
 গাছে গাছে ঠেলাঠেলি কাঁপে তালবন ।
 আচম্বিতে যেন মহাবড় বরিষণ ॥
 অনন্তর ধরণীধর ত্রিভুগৎপতি ।
 চরাচর আধার সকল লোকপতি ॥

এ কোন বিচিত্র কর্ম বলিব তাহার ।
 এই লাকে কৈল এক লীলায় যাহার ॥
 ধেনুকের মরণ শুনিঞা বন্ধুগণে ।
 কোধ করি খেয়া তারা আইল সেইক্ষেণে ।
 রামকৃষ্ণ দুই ভাই কোন কর্ম করে ।
 বামহস্তে লীলায় চরণ চাপি ধরে ॥
 পাক মারি পেলে তাল বৃকের উপরে ।
 তালবন পুরিল দৈত্যের কলেবরে ॥
 দৈত্য দেহে ক্ষিতিতল সকল পুরিল ।
 বিস্তর গাছের মাথা ভাঙিয়া পড়িল ॥
 দীপ্ত করে ভূমিখান দেখিতে সুন্দর ।
 মহাযেবে পুরে যেন গগনমণ্ডল ॥
 মহা অদভূত কর্ম দেখি সুরগণে ।
 নৃত্য গীত জ্ঞতি কৈল পুষ্প বরিষণে ॥
 থাপাথাপি দিয়া তাল শিশুগণে ধরে ।
 ত ল খায় শিশুগণ আনন্দে বিহরে ॥
 কৌতুকে সকল লোক দেখিয়ে বেড়ায় ।
 পশুগণ পরবেশি নব তৃণ খায় ॥
 অমল কমলদল বিশাল লোচন ।
 কমলা-বন্দিত পুণ্য শ্রবণ কীর্তন ॥
 অহুগত বালকে চৌদিগে গুণগায় ।
 ব্রজ পরবেশ কৈল ত্রিভুগৎ রায় ॥
 গোরক্জেতে আচ্ছাদিত কুঙ্কল উজ্জল ।
 বিচিত্র বরিহা চূড়া শিরের উপর ॥
 কচির কনুমলম মন্দ মধু হাসে ।
 অহুগত শিশুগণ গায় চারি পাশে ॥
 শিশু মাঝে বায় কান্থ মধুর মুরলী ।
 পথে পথে রহি চাহে আভীরসুন্দরী ॥
 মুখ-পদ্ম মধু পিয়ে নয়ন ভ্রমরে ।
 দিবস বিরহ-তাপ ছাড়িল অন্তরে ॥
 ব্রজবধূগ-প্রেম আনন্দবিলাস
 ললচ্ছ কটাক্ষপাত মন্দ মধু হাস ॥
 বুকিয়া রমণীগণ মন বনমালী ।
 ব্রজপুরে পরবেশ করিলা শ্রীহরি ॥
 যশোদা রোহিণী দুই হরবিত মনে
 আশীর্বাদ কৈল রাম কৃষ্ণ দরশনে ॥
 মর্দন মজ্জন করাইল পুণ্যজলে ।
 দিব্যগন্ধ বিলেপন দিল কলেবরে ॥
 বসন ভূষণ দিব্য আভরণ দিল ।
 দিব্য অন্নপান দিয়া ভোজন করাইল ॥
 লালন পালন কৈল বিবিধ বিধানে ।
 শয়ন করাল্য মাতা উত্তম শয়নে ॥

এইরূপে আনন্দে বিহরে বনযাত্রী।
যাত্রা-নব-নারায়ণ শিশু জীলা করি।
বুন্দাবনে বনযাত্রী গেলা এক দিনে।
শিশুগণে সঙ্গে করি বলরাম বিনে।
খেঁচু লঞা গেলা কৃষ্ণ কালিন্দীর তীরে।
তুষার আকুল খেঁচু বাইল সঙ্করে।
খেয়া গিয়া শিশুগণ কৈলা জলপান।
বিষজল পান করি হরিল গৈয়ান।
প্রাণ হরি বৎস শিশু পড়িল সকল।

দেখিয়া বিষয় হৈলা প্রভু বোগেশ্বর।
চাহিলা সময়ে হরি অমৃত নয়নে।
গোধন বালক জীয়া উঠিলা তখনে।
বিশ্বয়ে বালক সম মুখামুখি চায়।
যরিয়া বহিলু গুন কেমন উপায়।
কৃষ্ণ-অনুগ্রহে জীল বুঝি অনুমানে।
প্রভু বিনে কে আর করিব পরিজ্ঞানে।
ভাগবত-আচার্যের মধুর-গান।
সুখে লোক কর কৃষ্ণ-কথ-রস পান।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং
সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং দশম স্কন্ধে
পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ১৫।

ষোড়শ অধ্যায়।

নট রাগ।

কালসর্প বিদূষিত যমুনার 'ল।
দেখিয়া পন্নগ দূর কৈলা বোগেশ্বর।
তবে রাজা জিজ্ঞাসিল ভন্ন পেয়া মনে।
জলের ভিতরে সাপ ধরিল কেমনে।
সে বা সর্প তথা কেন আছে এত কাল।
কহিবে সকল মুনি করিয়া বিস্তার।
পরিপূর্ণ ভগবান গুণকর্ণহীন।
ভকতবৎসল হরি ভকত অধীন।
তঁাহার উদার জীলা চরিত্র শ্রবণে।
কাহার ভূষিত হয় সুধারস পানে।
গুণ মুনি বলে শুন কহি ক্ষিতীশ্বর।
আছিল বিষম এক হৃদ ভয়ঙ্কর।
যমুনায় জল তাখে কালীনাগ বৈসে।
উৎখলিয়া উঠে ওল তার মহাবিষে।
তাহার উপরে কোন জীব না সঙ্করে।
উড়িয়া যাইতে পাখী পড়ে বিষজালে।
বিষকণায়ুত বায়ু যত দূর চলে।
তাবৎ পর্যন্ত তার বৃক্ষ নাহি তরে।
পন্নগও বিষবীৰ্য দেখি ফণধর।
বিষ বিদূষিত দেখি যমুনায় জল।
খল-সংযমন ছেতু অবতার করে।
লক্ষ দিয়া চড়ে উচ্চ কদম্বের ডালে।
দৃঢ় কনি পরিধান বান্ধিল খেঁচিয়া।
জলে বাঁপ দিব বাহেব মালগাট দিয়া।

অখিল পুঙ্খ সার বাঁপ দিল জলে।
কোড়িল পন্নগরাজ কপিত অন্তরে।
ঘন ঝাঁপ বিষজালে উৎখল নীর।
শতংসু পর্যন্ত উঠিল দুই তীর।
অনন্ত বিক্রম বল অমিত মহিমা।
এই কোন অভূত বিক্রমের সীমা।
সর্পভেদে করে হরি বিবিধ বিহার।
উন্নত বারণবর বিক্রমে বিশাল।
বিঘূর্ণিত ভূ-দণ্ড তরঙ্গ কল্লোলে।
নাগরাজে শব্দ বাড়িল উত্তরোলে।
শব্দ শুনিঞা নাগ প্রকোপে জ্বলিল।
সসৈন্তে আসিয়া কৃষ্ণে চৌদিকে বেটিল।
মনোহর কলেবর নবঘন শ্রাম।
শ্রীবৎসলক্ষণ পীতবস্ত্র পরিধান।
মন্দ মধুস্মিত চাক্র স্নানর বদন।
পন্নগভেদল করপন্নব-চরণ।
মরমে মরমে নাগ সর্বাঙ্গে দংশিয়া।
বেটিল কৃষ্ণের অঙ্গ নিজ অঙ্গ দিয়া।
নাগভোগ (:) বেষ্টিত সকল কলেবর।
অচেতন জীলা করি রহে এগেশ্বর।
বুঝিতে সর্পের বল-বিক্রমের সীমা।
আপনে আচ্ছাদে প্রভু আপন মহিমা।

গোপগণ অচেতন দেহিয়া শহরি ।
 মুকুহিত হয়্যা তারা পড়ে প্রাণ ছড়ি ॥
 চিন্তা বিস্তৃত দ্বারা কৃষ্ণে আরোপণ ।
 গোবিন্দ বাক্য তারা গোবিন্দ জীবন ॥
 হেন কৃষ্ণ বিনে কি গোয়লা সব জীয়ে ।
 প্রাণ লাড়ি পড়িল দারণ শোক-ভয়ে ।
 দেখু বৃষ বৎসগণ কান্দিতে লাগিল ॥
 কৃষ্ণে দৃষ্ট আরোপিয়া দাণ্ডায়া রহিল ॥
 হেন কালে বিবিধ প্রকার উৎপাত ।
 ব্রহ্মপুরে উপজিল অতি পরমাদ ॥
 তা দেখিয়া নন্দ আদি বৃদ্ধ গোপগণে ।
 ভয়েতে ব্যাকুল হয়্যা চিন্তে মনে মনে ॥
 আজি কৃষ্ণ বনে গেল বলরাম ঘরে ।
 না জানি কান্দনে কোন পরমাদ পড়ে ।
 জীয়ে বা না জীয়ে কৃষ্ণ হেন লয়ে মনে ।
 নানা উৎপাত দেখি বড় কুলক্ষণে ॥
 কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ মন রক্ষ বন্ধু ধন ।
 কৃষ্ণ বিনে কিছুই না জানে গোপগণ ॥
 ছুঃখ শোকে ব্যাকুল চলিল হরিতে ।
 আবাল বনিতা বৃদ্ধ সকল সহিতে ॥
 অন্ধ বন্ধ আদি করি দীন হীন জন ।
 সকল গোকুলবাসী হয়্যা অচেতন ॥
 বন পরবেশ কৈল কৃষ্ণের উদ্দেশে ।
 বলভদ্র সর্বতত্ত্ব জানেন বিশেষে ॥
 হাসিয়া রহিল রাম না দিলা উত্তর ।
 কৃষ্ণের মহিমা রাম জানেন সকল ॥
 গোপগণে চাহিয়া বেড়ায় বনে বনে ।
 গোপপথে কৃষ্ণের পদ চিনিল লক্ষণে ॥
 সেই পথ অনুসারে যায় গোপগণে ।
 যমুনার তীরে গিয়া হৈলা উপসঙ্গে ॥
 গোপগণ পড়ি আছে অচেতন হয়্যা ।
 দেখু বৎসগণ কান্দে বৃক্ষমুখ চেয়্যা ॥
 কালীদেহে ভাসে কৃষ্ণ ভ্রমের উপর ।
 কালীনাগে দংশিল সকল কলেবর ॥
 ভূজজে বেষ্টিত অঙ্গ না ধরে গেয়ান ।
 তা দেখিয়া গোপগণের হরিল পরাণ ॥
 গোপীগণ সতত গোবিন্দে ধরে চিন্তা ।
 গোবিন্দ জীবন তাদের পতি সূত বিস্ত ॥
 হেন প্রিয়তম কৃষ্ণে দংশিল পন্নগে ।
 অঙরি প্রভুর গুণ মনে ছুঃখ লাগে ॥
 কৃষ্ণ বিনে দেখে গোপী শূত্র ভিতুবন ।
 শরীর না ধরে গোপী না রহে জীবন ॥

ভাটিয়ালি রাগ ।

কান্দে ব্রহ্মরমণী যশোদাদেবী কান্দে ।
 কেহ কার গলে ধরে কেশ নাহি বাজে ॥
 যশোদা করিয়া কোলে কৃষ্ণগুণ কহে ।
 আঁখি আরোপিয়া গোপী কৃষ্ণ পানে চাহে ।
 কৃষ্ণ-আরোপিত চিন্তা তহু মন প্রাণে ।
 কৃষ্ণ বিনে পরাণে না জীয়ে গোপীগণে ॥
 কালীদেহে প্রবেশি এ তেজস্বি পরাণ ।
 নিবেশ করিয়া রাখে প্রভু বলরাম ॥
 বলভদ্র শ্রীকৃষ্ণের অন্তর জানে ।
 নিবারিয়া গোপগণে রাখিল যতনে ॥
 তবে প্রভু গোকুলনন্দন বনমালী ।
 কণেক মাছুষ জাতি-পথ অনুসারি ॥
 গোকুল আকুল দেখি যশোদাকুমার ।
 বলে আঁখি বিনে ব্রজে গতি নাহি আর ॥
 আশার কারণে ছুঃখ শোকে বিমোহিত ।
 নিজজন ছুঃখ দেখি এ কোন্ উচিত ॥
 এতেক চিন্তিয়া কৃষ্ণ কোন কৰ্ম করে ।
 লীলায় বাঢ়ায় হরি নিজ কলেবরে ॥
 ছিঙিল সর্পের অঙ্গ হয়্যা খানখান !
 সন্ধি বন্ধ হিঙে সর্প তেজয়ে পরাণ ॥
 বন্ধন ছাড়িয়া নাগ রহিল অন্তরে ' ॥
 ঘন ঝাং ছাড়ে সর্প ছটকট করে ॥
 নাগারন্ধ্রে বিবজ্জালে আঙুলি সঞ্চার ।
 স্তম্ভিত লোচনগণ ভপত অঙ্গার ॥
 মুখজালে ঝলঝল উজ্জা বরিষণ ।
 ক্রোধ করি চাহে নাগ ঘন গরজন ॥
 সর্প লঞা খেলে খেলা ত্রিভুগত নাথ ।
 মন্ত্রগুরু-প্রধান সর্পের জানে হাথ ॥
 কালীনাগে বেঢ়িয়া ভ্রময়ে চারি পাশে ।
 কালিহো ভ্রময়ে কৃষ্ণে দংশনবার আশে ॥
 ফণাগণ তুলিয়া ভ্রময়ে নিরন্তর ।
 ঘন ঘন ভ্রমণে টুটিল বৃদ্ধি বল (১) ॥
 রসিকশেখর হরি কোন কৰ্ম করে ।
 লক্ষ দিয়া উঠে সর্পফণার উপরে ॥
 ফণা-মণি-রতন নিকর পরশনে ।
 বিলসিত নখচন্দ্র রাতুল চরণে ॥
 সর্ক কলারস-গুরু দ্রব্য ভাল জানে ।
 ফণধর-ফণে নাচে চরণ সন্ধান ॥

(১) ইহার পর অত্র পুথির অধিক পাঠ—

“হতভাগ্য হঞা কালী হইল কঁকর ।

মরণ নিকট কালী দেখে নিরন্তর ॥”

নৃত্যারম্ভ দেখিয়া প্রভুর সুরগণে ।
 জয় জয় ধ্বনি কৈল পুষ্প বরিষণে ॥
 গন্ধর্ব্ব কিঙ্করে বাজ করে সাবধানে ।
 সুরধ্বংস গায় গীত সুরধ্বংসে ॥
 মৃদঙ্গ পণব শঙ্খ দুন্দভি বাজন ।
 গীত অমুগত বাজ সরস ভাষণ ॥
 মধুর মঙ্গল জ্ঞতি গীত মনোহর ।
 সাবধানে সুরগণে সেবয়ে তৎপর ॥
 যে যে ফণা না নোঙয়ে ফণী ছুরচার ।
 সেই ফণে উঠি করে চরণ প্রহার ॥
 ছুটনিবারণ হরি খল-দণ্ডধর ।
 চরণে মর্দন করে শিরের উপর ॥
 প্রাণ ছাড়ি মরে সর্প না ধরে শরীর ।
 বলকে বলকে পড়ে মুখের কধির ॥
 গরল পড়য়ে ধারে নাসিকাবিবরে ।
 আঁখি ফুটি ছটুকটি কধির সঞ্চরে ॥
 যে যে ফণা না নোঙয়ে ছুট ফণধর ।
 সেই ফণে লক্ষ দিয়া উঠে যত্নবর ॥
 পুরাণ পুরুষ হরি সুরগুরু রাধ ।
 নৃত্য করে সর্পশিরে চরণে দমায় ॥
 সুরগণে করে দিব্য পুষ্প বরিষণ ।
 ফণি-ফণে নৃত্য করে আদি নারায়ণ ॥
 কৃষ্ণের তাণ্ডব নৃত্যে চরণ প্রহারে ।
 ভাঙ্গিল ভুজঙ্গ ভোগ (১) কধির উগারে ॥
 সহস্রেক ফণা ফুটি হৈল খানখান ।
 সহিতে না পারে তেজ তেজয়ে পরাণ ॥
 চরাচরগুরু হরি পুরুষ পুরাণ ।
 সর্বলোকগতি পতি প্রভু ভগবান ॥
 মনে অঙরিয়া নাগ পশিল শরণে ॥
 এবার উদ্ধার ঘোরে কর নাগায়ণে ॥
 বিশ্বস্তর জগৎ উদরে যার বৈসে ।
 চেন প্রভু সর্পশিরে নাচে নৃত্যরসে ॥
 প্রাণ ছাড়ি ফণধরে দেখি পত্নীগণে ।
 শোকেতে ব্যাকুল হয়্যা পশিল শরণে ॥
 কুলশীল গুণবতী সতী পতিব্রতা ।
 পতিগত রতি মতি পরম পণ্ডিতা ॥
 খসিল অঙ্গের বেশ বসন ভূষণ ।
 বিগলিত বেশপাশ হরল চেনন ॥
 নিজ নিজ স্ত্রুত কোলে শিরে কর ধরে ।
 দণ্ড পরণাম করি ক্রিত্তিতেলে পড়ে ॥

(১) সর্পফণা ।

অপরাধ মাগি নৈল প্রভুর চরণে ।
 স্তুতি করে নাগপত্নী পশিয়া শরণে ॥
 ধানশী রাগ ।
 কৃত অপরাধী ভুজঙ্গ দেব দেব নিবারিলে
 মদ পরচণ্ড ।
 রিপু স্ত্রুতে সমদরশিত তুঁছ ভগবান
 সমচিত কর খল দণ্ড ॥
 গোসাক্ষি বারেক দেহ পতি দান ।
 হাম নারীজাতি সহজে লোকগর্হিত
 পতিগত কেবল পরাণ ॥ ৫ ॥
 কৃতকৃতজ্ঞন ছুরিত হরণ দম অমুগ্রহ
 পরম তোমার ।
 কুযোনি জনম ভুজঙ্গম জাতি পাপ
 কেবল করিলে সংহার ॥
 নিজ মান তেজি আনগত জন কৃত মান
 কোন তপ করল ভুজঙ্গ ।
 অখিল দয়্যাপর ধরম করণে কিবা
 তোষণে জগজ্জনানন্দ ॥
 না বুঝলু হাম ফণীর কোন অধিকার
 শ্রীচরণের রজ পরশনে ॥
 নিজ গুণ দোষ তেজি লঙ্ঘিযী যো বাহুই
 তপ যোগ করই ধোয়ানে ॥
 যো চরণারবিন্দ রজ অজভবমতি
 তছু বিনে আন নাহি জানে ।
 সুরপতি পদ আর অখিল ক্রিত্তিপতি
 প্রজাপতি পদ নাহি মানে ॥
 অখিল সম্পদপদ পাদাঙ্গ সম্পদ
 সম্পদ করি নাহি জানে ।
 অষ্টযোগসিদ্ধি নিরবাণ মুকতি
 সকল তড়িৎ সমানে ॥
 তমোগুণ জনিত ক্রোধধ্বংস কলেবর
 ফণধর (সোহোভূয়া) পদধূলি পায় ।
 কহে ভাগবতাচার্য্য যত চিন্তনে এ
 ভববন্ধন দূরে যায় ॥ (১)
 দেবের দেবতা তুমি কৃত পাপী মোর স্বামী
 নিবারিলে মদ অহঙ্কার ।
 তুমি প্রভু নারায়ণ তুমি সে সবার প্রাণ
 খল দণ্ড করিলে ইহার ॥

(১) পরিবৎ কতক প্রকাশিত পুস্তকের
 পাঠ—

সৰ্বশক্তি গতি রতি তুমি সে সবার পতি
 নারীজাতি যোরা অগেগান ।
 না জানি তকতি জ্বতি কর প্রভু অব্যাহতি
 কৃপা করি স্বামী দেহ দান ॥
 কোন্‌ পুণ্য বিবধরে চরণ ধরিল শিরে
 যে পদ বাহুয়ে ঋষিগণ ।
 কিবা নাগ ভাগ বশে হেথা আসি হুবীকেশে
 নাগকুল করিলে তারণ ॥
 সৰ্পজাতি খল চিত্ত না জানি তোমার তত্ত্ব
 তুমি ব্রহ্ম পুরুষ পুরাণ ।
 ছাড় প্রভু নিজ মায়া সৰ্পরাজে কর দয়া
 এই ভিক্ষা মাগি ভগবান্ ॥
 তমোগুণ যোর পতি মদ গৰ্জ্জ খলযতি
 না জানি কি পূর্বে পুণ্য ছিল ।
 ভব ব্রহ্মা ধ্যান করে লক্ষ্মী সেবে নিরন্তরে
 হেন পদ মন্তকে পড়িল ॥
 নম কৃষ্ণ নারায়ণ নমো নম জনার্দন
 নমো প্রভু জগৎ ঈশ্বর ।
 নম হুবীকেশ হয়ে দীন হীন দেখি যোরে
 স্বামী দান মাগি এই বর ॥
 শিরেতে হুড়িয়া হাত ঘন ঘন প্রণিপাত
 জ্বতি করে নাগপত্নীগণ ।
 ভাগবত আচার্য বলে পড়িল চরণতলে
 সদয় হইল নারায়ণ ॥

নমো নমো মহাবোস্তি নমো ভগবান্ ।
 পরমাশ্রয় অষ্টাধ্যায়ী পুরুষ পুরাণ ॥
 জ্ঞানগম্য জ্ঞানময় অনন্তশক্তি ।
 গুণ বিবজ্জিত নিত্য সৰ্বভূতপতি ॥
 কালময় কালনাভ সংহারকারণ ।
 নমো নমো বিশ্বরূপ বিশ্বপরায়ণ ॥
 নিগূঢ়মহিমা সৰ্বভূতাপরমায়ী ।
 নমো নমো মহাসুভক্ত পুণ্যরূপরাশি ॥
 বাচ্য বাচক শক্তি পুরুষ পুরাণ ।
 প্রমাণ কারণ বেদউৎপত্তি-স্থান ॥
 নমঃ কৃষ্ণায় রামায় বাসুদেবায় তে নমঃ ।
 প্রভুয় নমো নমঃ সাবিত্যং পতয়ে নমঃ ॥
 অনিকট নমো নমো নমো হুবীকেশ ।
 পরাপরগতি বিশ্বময় বিশ্বশেষ ॥
 নমো নমো অধিকার বিহার বিলাস ।
 নমো নমো নিজজন হৃদয়প্রকাশ ॥
 তুমি স্বজ তুমি পাল তুমি যে সংহার ।
 সারায় বিশ্বণ তুমি সৰ্বশক্তি ধর ॥

ভাল মন্য চরাচর স্বজিলে আপনে ।
 সত্যর জনক তুমি উৎপত্তির স্থানে ॥
 তথাপি উত্তম জনে গীরতি তোমার ।
 দুষ্ট নিবারণ কর উচিত বিচার ॥
 নিজ ধর্ম স্থাপিতে দণ্ডিয়া দুষ্ট জন ।
 খলে দণ্ড তুমি নাথ ধর তে কারণ ॥
 প্রভু হয়্যা ভৃত্য অপরাধে দণ্ড করে ।
 একবার অপরাধ ক্ষেম দণ্ডধরে ॥
 ক্ষেম ক্ষেম মহাপ্রভু ক্ষেম একবার ।
 না জানে তোমার তত্ত্ব মুঢ় চরাচর ॥
 অহুগ্রহ কর নাথ দেহ প্রতিদান ।
 আমি সব যোবা জাতি পত্তিগত প্রাণ ॥
 আমি-সব তোমার কিঙ্করী আজি হনে ।
 আজ্ঞা দেহ কি কাজ করিব দাসীগণে ॥
 প্রহ্মায় তোমার আজ্ঞা যে জন আচরে
 সেই জন অনাদি সংসারদুঃখে তরে ॥
 এত জ্বতি কৈল যদি নাগপত্নীগণে ।
 কৃপা কৈলা দেবদেব প্রভু নারায়ণে ॥
 কণিকণা ছাড়িয়া নাথিলা জনার্দন ।
 মুরহন্ত হেরা নাগ রহে কতোক্ষণ ॥
 ধীরে ধীরে চিত্ত স্থির করে ফিরাই ॥
 হীন মৌনগতি ঘন তেজয়ে শোভাস ॥
 করজোড়ে বরিয়া ধ্বংসের পাশে রহে ।
 বিনয় করি কিছু নিজ দোষ কহে ॥
 উৎপাত হইতে আমি-সব খল মতি ।
 কোধময় তমোগুণ দুষ্ট সৰ্পজাতি ॥
 স্বভাব খণ্ডন নাথ কাহারো না যায় ।
 স্বভাবে সকল লোক নানা পথে ধায় ॥
 তোমার স্বজিত বিশ্ব ত্রিগুণজনিত ।
 নানা বীধ্য বন বৃদ্ধি স্বভাব রচিত ॥
 তার মধ্যে আমি-সব হই সৰ্পজাতি ।
 নিয়বধি কোধপরায়ণ দুষ্টমতি ॥
 এ সব তোমার মায়া পাসরিতে নারি ।
 মায়াবিমোহিত হয়্যা নানা পথে ফিরি ॥
 ইহাতে প্রমাণ তুমি সৰ্বজ্ঞ ঈশ্বর ।
 তোমার চরণে নাথ সকল গোচর ॥
 নিগ্রহ করহ কিংবা অহুগ্রহ ধর ।
 যে তোমার ইচ্ছা নাথ সেই আজ্ঞা কর ॥
 কালীনাগ বচন শুনিঞা ভগবান্ ।
 কারণে মাছুষ হরি পুরুষ পুরাণ ॥
 আজ্ঞা দিলা কালীনাকে করিতে গমনে ।
 বিলম্ব না করি সৰ্প চল এথা হনে ॥

পুত্র দার পরিবার বন্ধুগণ সহে ।
তুমি-সব কেহ না থাকিহ কালীদহে ॥
সেই রমণক দ্বীপে শীত করি চল ।
সর্বজন স্নেহে যেন পিএ এই জল ॥
এই আজ্ঞা দিনু সর্পরাজ আমি তোরে ।
ইহার কীৰ্ত্তন যেনা দুই সন্ধ্যা করে ॥
তার যেন সর্পভয় কত নাহে আর ।
এই আজ্ঞা আমার পালিহ সর্বকাল ॥
এই কালিন্দীর হৃদে করিয়া মজ্জন ।
দেব-পিতৃভূষণ করয়ে যেই জন ॥
উপবাস ত্রাত করিয়া আমারে স্মরণে ।
সর্ব পাপ খণ্ডিয়া চলিব বিষ্ণুপুরে ॥
বার তরে রমণক দ্বীপ পরিহরি ।
রহিলে কালিন্দী হৃদে পরবেশ করি ॥

সে গরুড় সর্প ধরি না খাইব আর ।
পাদপদ্ম শিরে চিহ্ন দেখিব বাহার ॥
আজ্ঞা শিরে ধরি সর্প কোন কথ্য করে
সংগ্রহ থাকবে কৃষ্ণ পুঞ্জিল সাদরে ॥
দিব্যবস্ত্র মণিরত্ন বিচিত্র ভূষণে ।
দিব্য উৎপল মালা দিব্য বিলেপনে ॥
ভূষিয়া কৃষ্ণের অঙ্গ পুঞ্জিলা বিধানে ।
আজ্ঞা মাগি নিল সর্প প্রভুর চরণে ॥
প্রদক্ষিণ করি কৈলা দণ্ড পরণামে ।
সবন্ধুবান্ধবে নাগ গেলা নিজ স্থানে ॥
সেই দিনে সেইক্ষেণে যমুনার জল ।
অমৃত সমান হৈল অতি সুশীতল ॥
শ্রীগদাধর ভক্তিরস-গুরু জান ।
ভাগবত-আচাৰ্য্যের মধুরস-গান ॥

হতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
ষোড়শোঃশ্লোকঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায় ।

কেশব রাগ ।

তবে রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবস্থানে ।
এই কথা জিজ্ঞাসিলা সন্দেহ বচনে ॥
কালীনাগ স্থানভ্যাগ কৈলা কি কারণে ।
গরুড়ের কৈল কিবা পীড়িত লজ্জনে ।
মুনি বলে শুন রাজা বিবরণ বাণী ।
খগরাজে খণিরাজে বিবাদকাহিনী ॥
গরুড়ে আসিয়া সর্প নিতি ধরি খায় ।
সর্পগণ যেলি তার চিহ্নিল উপায় ॥
এ খগরে এক বলি দিব মাসে মাসে ।
এই বনস্পতিমূলে পুণিয়া দিবসে ॥
মর্যাদা স্থাপিল তার এই সর্পগণে ।
গরুড়ের তাহাতে সন্তোষ হৈল মনে ॥
প্রতি মাসে এক এক বলি দেয় ধরি ।
স্নেহ থাকে সর্পগণ চিন্তা পরিহরি ॥
কক্ষর কুমার এই ফণধর রাজে ।
বিষবোধ্য বল দর্পে কৈল কোন কাজে ॥
বৃক্ষমূলে বলি আনি দেই সর্পগণে ।
আপনি ধরিয়া খায় নিবেশ না মানে ॥

তাহা শুনি ক্রোধে বলে পশ্চগ-অশন ।
সর্প হৈয়া করে মোর মর্যাদা লঙ্ঘন ॥
সবংশে করিব আজি কালীর সংহার ।
সর্প হয় করে সেটা এত অহঙ্কার ॥
এতেক বচন বলি বিনতানন্দন ।
রমণক দ্বীপে আসি হৈলা উপসন্ন ॥
খগগতি দেখিয়া কুপিল ফণধর ।
সহস্রেক ফণা ধরি ধাইল সত্বর ॥
করাল দশন অস্ত্র স্তম্ভিত লোচন ।
গরুড় বেচিয়া ফিরে কক্ষর নন্দন ॥
আশপাশে গরুড়ের সঙ্গীছে মংশিল ।
কস্তুরপনন্দন যেন অনল জলিল ॥
বাম পাকসাত দিয়া মারে এক বাড়ি ।
দূরে গিয়া পড়ে সর্প প্রায় প্রাণ ছাড়ি ॥
তবে কক্ষর ৩ ভয়ে কোন কথ্য করে ।
প্রবেশ করিল গিয়া কালিন্দী গহবরে ॥
মুনি বলে শুন রাজা কহিব বিশেষ ।
গরুড় না কৈল কেন হৃদে পরবেশ ॥

কোনকালে মৎস্তপতি দেখি খগরাজে ।
 খেদিয়া আনিল তারে যমুনার মাঝে ॥
 ক্ষুধায়ে ধরিয়া মৎস্ত খাইব খগেশ্বর ।
 আছিল ৌভরি মূনি জলের ভিতর ॥
 মূনি নিবারিল তারে নিষেধ বচনে ।
 আমার সাক্ষাতে মৎস্ত না করে ভক্ষণে ॥
 তবু মৎস্ত ধরিয়া খাইল খগরাণে ।
 মৎস্যগণ বিলাপ করয়ে জলমাঝে ॥
 মীনগণ ক্রন্দন দেখিয়া যোগেশ্বর ।
 কৃপা করি দিলা শাপ সহস্র বৎসর ॥
 যদি আর এই লে পরবেশ করি ।
 গরুড়ে আসিয়া মৎস্য খায় কভু ধরি ॥
 প্রাণ ছাড়ি সেইক্ষণে মারিবে সর্বথা ।
 আমার বচন কভু না হব অত্রথা ॥
 এ সকল তত্ত্ব কথা কালীনাগ জানে ।
 তথা গিয়া কৈল বাস সেই সে কারণে ॥
 পুনরপি কৃষ্ণ দূর কৈল তথা হনে ।
 আর কথা কহি রাগ শুন সাবধানে ॥
 কালিনীর হৃদে হৈতে উঠিলা শ্রীহরি ।
 দিবা গরু চন্দন কুমুম মালা ধরি ॥
 মহামণিগণ জাম্বুদ বিরাজিত ।
 মুকট কুণ্ডল হার অঙ্গ বিভূষিত ॥
 সকল গোকুলবাসী উঠিল সত্বরে ।
 মরা বাঁচি উঠে যেন জীবন সঞ্চারে ॥
 আনন্দে পুরিয়া গোপ দিল আলিঙ্গন ।
 শিরে হস্ত দিয়া কৈল বদন চূষন ॥
 যশোদা রোহিণী নন্দ গোপ গোপীগণে ।
 সচেতন হৈল সতে কৃষ্ণ দরশনে ॥
 কৃষ্ণের মহিমা জানে প্রভু বলরাম ।
 আলিঙ্গন করিয়া হাসিলা মতিমান ॥
 কৃষ্ণ কোলে করিয়া বসিলা মহাশয় ।
 প্রেমরসে পুলকিত আনন্দ হৃদয় ॥
 যেহু বুঝ মৎস্তগণ হৈল আনন্দিত ।
 সকল গোকুলবাসী প্রমোদে মূদিত ॥

সকল এ গুরু পুরোহিত দ্বিজগণে ।
 আসিয়া নন্দরে তবে কৈলা সন্তোষণে ॥
 ভাগ্যে নন্দ পুত্র বাঁচি উঠিল তোমার ।
 দংশিল পাপিষ্ঠ নাগ বড় দুরাচার ॥
 ভাগ্যে শিশু জীল দ্বিজ-গুরু-আশীর্বাদে ।
 কেবল তোমার পুণ্য দেবের প্রসাদে ॥
 এইরূপে গোবিন্দে লভিয়া গোপগণে ।
 সর্বদুঃখ পাসরিল আনন্দিত মনে ॥
 সে রাত্রি রহিল সেই যমুনা তীরে ।
 ক্ষুধায়ে তৃষ্ণায়ে কেহ চলিতে না পারে ॥
 শুচিবন নামে বন তথাই আছিল ।
 উপবাস করি গোপ তথাই রহিল ॥
 বোরতর দাবাগি উঠিল নিশাকালে ।
 চৌদিগে বেচয়ে বম পুড়িবার তরে ॥
 দাবানলে পুড়ে অঙ্গ চৌদিকে বেড়িয়া ।
 উঠিল গোকুলবাসী সধমে দেখিয়া ॥
 শরণ পশিএ সতে কৃষ্ণের চরণে ।
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাভাগ কর পরিগ্রাহণে ॥
 অমিত বিক্রম রাম করুণাঙ্গার ।
 দাবানল চৌদিগে বেটিল বোরতর ॥
 আহি-সব নিজজন সেবক তোমার ।
 কাল দাবানল হৈতে রাখ একবার ॥
 আগুনে পুড়িএ তাহে নাহি বাসি ভর ।
 ছাড়িতে না পারি তোমার চরণ-কমল ॥
 নিজজন বিকল দেখিয়া দয়াময় ।
 অনন্ত শক্তি ধরে সর্ব জীবালয় ॥
 অগ্নি পান কৈলা কৃষ্ণ আঁখির নিমিষে ।
 সেই বনে গোপগণ রহিল সন্তোষে ॥
 রজনী প্রভাতে গোপ গেল ব্রজপুরে ।
 হেন অদভূত রাজা কহিলু তোমায়ে ॥
 ভাগবত-আচার্য্যের সরস বচনে ।
 সুখে যেন ভাগবত বুঝে সর্বজনে ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং

সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে

সপ্তদশোধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

মল্লার রাগ ।

তবে গোপগোপী লয়্যা প্রভু স্বরীকেশ ।
 সঙ্গিগণ গায়ের গুণ গোঁকুল প্রবেশ ॥
 নিদাঘ সময় ভেল হেন অবসরে ।
 রবিাল প্রচণ্ড পবন খরতরে ॥
 দিনকর-কিরণে সকল চরাচর ।
 নীরস দেখয়ে যেন শুষ্ক কলেবর ॥
 হেনই নিদাঘ কালে বৃন্দাবন গুণে ॥
 সাক্ষাৎ বসন্ত যেন হৈল বিস্তমানে ।
 বাহাতে নিখর ল-ভরঙ্গ-কল্লোল ।
 শুক পিক বিহগ শব্দ উত্তরোল ॥
 ভলকণে স্নিগ্ধ তরু মণ্ডলে মণ্ডিত ।
 নানা ফুল ফলে বন অতি সুশোভিত ॥
 কঙ্কর কুমুদ কজ নীল উতপল ।
 চৌদিগে উজ্জল নদ নদী সরোবর ॥
 হংস কারুণ্ড খগ যত জলরে ।
 নানাবিধ কলরবে জলকলি করে ॥
 মলয়জ মরুত বসন্ত পাঁচবাণ ।
 এ সব সাক্ষাৎ যেন হৈলা মুষ্টিমান ॥
 ব্রহ্মার বিচিত্রে বিশ্ব-নির্মাণ নৈপুণ ।
 প্রকাশিলা একত্র করিয়া নিঃশব্দ গুণ ॥
 হেন বৃন্দাবনে হরি অগুণত সজে ।
 গোধন চরায় বালকেলি-রস-রঙ্গে ॥
 বলদেব অগ্রজ অমুগ্ধ বনমালী ।
 তিনলোক মোহন লাবণ্যরূপধারী ॥
 সমকান্তি বালক-সমান-রূপবেশ ।
 বনধাতু (১) বিচিত্রে শিশু চূড়া কেশ ॥
 বন-পুষ্প গুঞ্জা নব পল্লব ভূষণ ।
 হেনরূপে শিশু সজে খেলে নারায়ণ ॥
 বিবিধ বিচিত্রে গতি বিচিত্রে খেলন ।
 বিবিধ ভঙ্গিমা ভাতি বিবিধ মেলন ॥
 বিবিধ কোতুক রস বিবিধ বিহার ।
 বিবিধ চঞ্চল লীলা বিবিধ সঞ্চার ॥
 বিবিধ আনন্দরসে বিবিধ নাচন ।
 বিবিধ কোতুক গীত বিবিধ বাজন ॥
 বহুবিধ পরিহাস বিবিধ ভাষণ ।
 বহুবিধ আফোটন বহুবিধ রণ ॥

বহুবিধ ভ্রমণ বিবিধ ভাঙ্গি লীলা ।
 সঙ্গিগণ লয়্যা হরি করে শিশুখেলা ॥
 হেনকালে আইল দৈত্য শিশুরূপ ধরি ।
 প্রলম্ব তাহার নাম বলে মহাবলী ।
 হরিয়া কৃষ্ণকে নিব হেন চিত্ত করে ।
 অখিল ভুবনে কিবা প্রভু অগোচরে ॥
 দুষ্ট দৈত্য প্রলম্ব জানেন্ত বনমালী ।
 তথাপি তাহার সহ পাতিল মিতালী ॥
 ধন্ত কৈল বৃন্দাবন এ সব আনন্দে ।
 আর এক বালকেলি রচিল প্রবন্ধে ॥
 যে িনে তাহাকে বহে হারে যেইজন ।
 বহিয়া থুইতে স্থান কৈলা নিরূপণ ॥
 ভাগীরথ নামে বট সঙ্কেত করিয়া ।
 প্রলম্ব সহিত খেলে দু-ভাই মেলিয়া ।
 সভার প্রধান তাথে হৈলা দুই ভাই ।
 বিভজিয়া সব শিশু কৈলা দুই ঠাঞি ॥
 বলরাম নিল আশ আশত জীহরি ।
 আনন্দে খেলায় ত্রিভুবন অধিকারী ॥
 বলদেব ত্রিনিল সহিত তার গণে ।
 সঘনে হারিল খেড়ী প্রভু নারায়ণে ॥
 ত্রিদাম বালক হরি বহিল আপনে ।
 অত্রে অত্রে বহিল সকল জনে জনে ॥
 বুধত বালক বহে ভদ্রসেন নামে ।
 প্রলম্ব অমুগে বহি নিল বলরামে ॥
 সজেই সভাকে থুইল ভাগীরথ নিকটে ।
 বলদেবে লয়্যা দৈত্য চলি যায় ঝাটে ॥
 সেইকণে রামে লৈয়া আকাশ উপরে ।
 উঠিয়া প্রলম্ব দৈত্য নিজরূপ ধরে ॥
 দন্ত মুখ বিকট পিঙ্গল জটাভার ।
 অতি ঘোর কলেবর পর্বত আকার ।
 দৈত্যস্বৰ্গে হলধর দেখি সুশোভনে ।
 পূর্ণিমার চন্দ্রে যেন শোভে নবঘনে ॥
 তা দেখিয়া রাম কিছু মনে পাইল ভয় ।
 সেইকণে আপনা অরিল মহাশয় ॥
 কোপে রাম জলে দেখি দৈত্য দুরাচার ।
 দৈত্য যুগে মাইল দৃঢ় মূর্তির প্রহার ॥
 ভাঙ্গিল দৈত্যের মুণ্ড হৈল সাতখান ।
 সর্বাঙ্গ বিদীর্ণ হৈল তেজিল পরাণ ॥

(১) পাণ্ডুর,—"নব ধাতু" ।

ভূমিতলে পড়িল প্রাণবকলেবর ।
 তাহার উপরে শোভে প্রভু হলধর ।
 সুরগণে কৈল জুতি পুশ বরিষণ ।
 পারিষদ বালকে মেলি দিল আলিঙ্গন ।
 সাধু সাধু বলি লোকে করয়ে ব্যাখ্যান ।

অদ্বুত প্রাণবধ কৈলা বলরাম ॥
 তবসিদ্ধু তরিতে কৃষ্ণের গুণ-গাথা ।
 অষ্টাদশ অধ্যায়ে প্রাণব-বধ কথা ॥
 শ্রীগদাধর ভক্তিসঙ্গ-গুরু জ্ঞান ।
 ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
 সংহিতায়াং বৈষ্ণবিক্যাং দশমস্কন্ধে
 অষ্টাদশোঃধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

উনবিংশ অধ্যায় ।

সুই রাগ ।

উবে আর যে কহিব শুন সুপবর ।
 গোবিন্দচরিত্রে পুণ্য প্রবন্ধ সুন্দর ।
 এইরূপে নানা ক্রীড়া করে দামোদর ।
 গোরালা ছাওয়াল লঞা সঙ্গে হলধর ।
 হেনকি সময়ে আর যতক গোধন ।
 নব নব ভূগলোতে গেল দূরবন ।
 মুক্তাটবী পশি খেছু সব আউলাইল ।
 নানা ভিতে গোষ্ঠে গোষ্ঠে সব খেছু গেল ।
 হেনকালে শিশু সব না দেখি গোধন ।
 ভাঙ্গিয়া খেলার মেলি চাহে বনেবন ।
 ভয়েতে ব্যাকুল শিশু গোধন হারায়্যা ।
 চৌদিকে চাহিয়া বুলে বিবেকী হইয়া ।
 দঙ্কচ্ছেদ তৃণ সুর-চিন মহীতল ।
 সেই অঙ্গুসারে শিশু চলিল সকল ।
 সেই পথে মুক্তাটবী বনে উত্তরিল ।
 আউলায়্যা গোধন বুলে তথাই দেখিল ।
 সূখার ছাওয়াল সব হয়্যাছে কাতর ।
 পালটিয়া আইলা গোপীনাথের গোচর ।
 বেণুনাথে নাম ধরি গোষ্ঠের গোধন ।
 আপনার নিকটে আনয়ে ততক্ষণ ।
 হেনকালে দাবায়ি অরণ্যে উপলিল ।
 পুড়িয়া সকল বন চৌদিকে বেচিল ।
 সব শিশুগণ দেখে চৌদিকে আগুন ।
 কান্দিতে ব্যাকুল হয়্যা বনে ভয় মানি ।
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাপ্রভু প্রণতপালন ।
 ভবতর-ভঞ্জন দুরিত বিনাশন ।

তুমি প্রাণ তুমি পতি বাকব আমার ।
 তুমি বই শিশু সব নাহি জানে আর ।
 যে যে বৈসে গোকুলে তোমার পরিজন ।
 জানিঞা উদ্ধার পায় লইলু শরণ ।
 এতেক বলিয়া শিশু গোধন সহিতে ।
 অস্তর-রণে পড়ি লাগিল কান্দিতে ।
 ভয়ে ভীত বালকে দেখিয়া দয়াময় ।
 ভয় নাঞি ভয় নাঞি বলে মহাশয় ।
 তুমি সব আঁখি মুদ এ ভয় খণ্ডন ।
 এখনে করিব আমি বলে নারায়ণ ।
 কৃষ্ণের এ সব বাণী শুনিঞা ছাওয়ালে ।
 দুই আঁখি মুদি তারা রহিল নিশ্চলে ।
 যোগবলে কৈলা পান দাবহতাশন ।
 অগ্নি পান করিয়া উদ্ধারে নিজ জন ।
 প্রণতপালন নাম ভকতবৎসল ।
 ভকত উদ্ধার নাম করিতে সকল ।
 অগ্নি পান করি কৈলা গোপের রক্ষণ ।
 গোকুলে চলিতে চিস্ত কৈলা নারায়ণ ।
 আগে সব গোধন চলিল যুখে যুখে ।
 পাছে গোপতনয় চলিল ঝুঞ্চ সাথে ।
 ভুবনপাবন গুণ অঙ্গুগতে গায় ।
 গোকুলেতে প্রবেশ করিয়া যজুরায় ।
 গোপীর আনন্দ হৈল ঝুঞ্চ দরশনে ।
 তিল এক যুগশত বায় বাহা বিনে ।
 দৈত্য বধে বলভদ্র বড় চমৎকার ।
 অগ্নি পান কৈল কৃষ্ণ এই চিত্র আর ॥

শতযুখে গোপগণ এই কথা কহে ।

তাহা শুনি গোকুলে আনন্দনদী বহে ॥

উনবিংশ অধ্যায়ে এ সব কথা কহি ।

ভবসিদ্ধ-ভরণে উপায় হয় এই ॥

ভাগবত আচাৰ্য্যের মধুর রচনা ।

শুধে যেন ভাগবত বুঝে সৰ্বজন ।

ইতি ত্ৰীভাগবতে মহাপুৰাণে পায়মহন্তাং

সংহিতায়াং বৈয়াক্য্যঃ দশমস্কন্ধে

একোনিবিশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

বিংশ অধ্যায় ।

মল্লার রাগ ।

কৰ্ণোদীন বই হৈল বয়সী সময় ।

কালশুণে বাহাতে সকল জীব হয় ॥

বিদ্যাত চমকে দশদিগ চমকিত ।

কণে কণে আকাশে দেখিএ প্রকাশিত ॥

মহামেষ গৰ্জ্জন বিদ্যাত ছটা উহে ।

আকাশমণ্ডলে জ্যোতি কণে কণে বহে ॥

পৃথিবীর বত রস নিল অষ্টমাসে ।

মেঘপথে সে সব তেজিল দিননাথে ॥

রা য় পৃথিবীর ধন যেন হরি লয় ।

শতশুণ করে দান পাইলে সময় ॥

প্রচণ্ড পবন রহে মহামেষ মালা ।

সৰ্বলোক জীবন বরিখে জলকণা ॥

দয়ালু পুরুষ যেন দেখি দুঃখী জন ।

তাহাকে রাখিতে তেজে আপন জীবন ॥

নিদাৰ আতপতাপে ধরনী তাপিতা ।

বেষ বয়সী পায়্যা হৈলা আনন্দিতা ॥

কাম্যব্রতে তপস্বীর যেন ওমু ক্ষীণ ।

কাম্যব্রত সিদ্ধি হৈলে দেখিএ নবীন ॥

রাত্রিকালে যোনিকীট (১) জলে অতিশয় ।

বেষ আচ্ছাদিলে নাঞি নক্ষত্র উদয় ॥

অধৰ্মে পাবনী বেন কলিকালে বাড়ে ।

দুষ্ট কলি দেখি বেদ না হয় প্রচারে ॥

জলদ-শব্দ শুনি হয়বিত মনে ।

কোলাহল শব্দ করে শিখী আদিগণে ॥

মৌন আচরিতা ব্রতে আছিল ব্রাহ্মণ ।

নিরম খণ্ডিলে যেন বেদ উচ্চারণ ॥

পুৰিয়া কলুষ ভলে স্কন্দ নদী বহে ।

ভার তীর ভাঙ্গে স্রোতে বেগে স্থির নহে ॥

অহঙ্কারে মত্ত যেন আপনা পাসরে ।

তনু ধন স্নাত দার পায়্যা গরু করে ॥

হরিৎ বরণ ধাসে কোথাহ হরিতা ।

ইন্দ্রগোপ নামে কীট কোথাহ লেহিতা ॥

কোথাহ ছত্রাক ছায়া শোভে বসুমতী ।

যেন রাজসম্পদ সাক্ষাতে মুক্তিমতী ॥

শতপুৰ্ণ ক্ষেত্রে দেখি কুবক হরিব ।

অল্পতাপে কারো কারো বাড়ে বিমরিষ ॥

নব জল দ্বান পানে সব চরাচর ।

ধররে উত্তম রূপ দেখি মনোহর ॥

ভকত জনার চিত্ত কৃষ্ণসেবা রসে ।

রূপ ভেজ বল বেন সৰ্বত্র প্রকাশে ॥

ধারাপাত বরিষণে পৰ্কত না টুটে ।

তকতের চিত্ত বেন কামে নাহি ছুটে ॥

কৰ্ম্ম দেখিয়। পথে কেহ নাহি হাঁটে ।

তৃণ জল পক্ষে কৈল অধিক সঙ্কটে ॥

দুষ্ট কলিযুগে যেন দুষ্ট ব্যবহার ।

ব্রাহ্মণে না পড়ে বেদ না ধৰ্ম্ম প্রচার ॥

যেযৄয়ে স্থির নহে চঞ্চল তড়িৎ ।

নিষ্ঠা পুরুষে যেন কামিনীর চিত্ত ॥

নবদন-গরজিত গগন উপরে ।

জগহীন শত্রু-ধনু তাহে দীপ্ত করে ॥

যদি লোকে নিজ গুণ হয় পরিচয় ।

নিষ্ঠা পুরুষ তাহে শোভে অতিশয় ॥

চন্দ্রভেজে সৰ্ব লোক দেখে জলধর ।

সেই আবরণে নাহি শোভে শশধর ॥

নবদন দরশনে আনন্দিত হৈলা ।

শিখী সব স্নাত্য করে হরবে পুৰিয়া ॥

(১) খতোত ; কোনাকি পোকা ইতি ভাষা ।

নানা গৃহতাপে তাপী যেন গৃহিণীনে ।
অতুল আনন্দ পায় সাধু-সমাগমে ।
যন বরিষণে জল পেয়া। তরুণ ।
সুন্দর মুরতি ধরে বিবিধ লক্ষণ ।
তপ করি তপস্বীর কীণ কলেবর ।
কার্য সিদ্ধি হৈলে যেন দেখিএ সুন্দর ।
দৃঢ় সেতুবন্ধ টুটে ধারা বরিষণে ।
যেন কলিরূপে বেদ পাণ্ডুবচনে ।
বরিষা কালের গুণ যত যত হয় ।
সকল শ্রীকৃন্দাবনে করিল উদয় ।
তাল অম্বু স্বর্জুর বিবিধ নানা ফল ।
বহুবিধ কুসুম শোভিত ধরে ধর ।
সঙ্গে ব্রজবালক গোপন আগে যায় ।
নাথ বয়ি উচ্চস্বরে ডাকে যত্নায় ।
পরোধর ভারে খেদুগমন মম্বর ।
হৃদয় শব্দ করয়ে উত্তরোল ।
শ্রেয়-রসে সব (১) খেয় আকুল হৃদয় ।
বধা বধা কৃষ্ণ তথা বেচি বেচি রয় ।
বধনে বরিখে মেঘ দেব পুরন্দর ।
শিশু সঙ্গে তরুতলে রহে দামোদর ।
পর্বতগহবরে ক্ষেণে করেন প্রবেশ ।
কল কুল ভোজনে করয়ে হৃদীকেশ (২) ॥
এইমতে শ্রীগোকুলে বৃন্দাবনে বৈসে ।
গোপগোপী সঙ্গে হরি বহুবিধ রসে ॥
তবে দিল শরৎ সময় পরকেশ ।
সর্বলোকে বাটে সুখ সম্পদ বিশেষ ।
অমল সলিল মন্দ পবন সকার ।
সকল নির্মল গুণ হৈল আরবার ।
যোগশ্রষ্ট যোগীর মলিন যেন চিত্ত ।
পুনঃ আর যোগ সাধি যেন প্রকাশিত ॥
যতেক আছিল মেঘ আকাশমণ্ডলে ।
বহু জীব বলতি আছিল এক মেলে ॥
পৃথিবীর আছিল যতেক পঙ্কচয় ।
লেব কলুষ আদি যে যে দোষ হয় ॥

সকল হরিল তাহা (১) শরতের গুণে ।
সকল নির্মল হৈল সুখী সর্বজনে ॥
বহু দুঃখে ব্রজচারী গুরু শেবাকারী ।
নিতি নিতি সামগ্র্য আনয়ে ভিক্ষা করি (২)
পুত্র দার পরিবার সমতা বন্ধনে ।
নানা গৃহকর্ম দুঃখে রহে গৃহিণীনে ॥
বনবাণী কন্দমূল করয়ে আহার ।
বিবিধ সংযমে করে বহু দুঃখ ভার ॥
সন্ন্যাসীর নিজ ধর্ম করিতে পালন ।
দুঃখ বই নাহি কিছু সমাগ কারণ ॥
যদি ভাগ্যবশে ভুক্তি হয় নান্যায়ণে ।
এ চারি আশ্রম ধর্ম ছাড়ে সেইজনে ॥
সুদুঃখ সুদুঃখিত হয় সুদুঃখিত ।
যেন কর্ম বন্ধ সব ছাড়ায় ভকতি ।
জলময় ধন ছাড়ি মেঘ মিরমল ।
বাসনা ছাড়িল যেন শান্ত মূনিবর ॥
অন্ন জলে বৈসে যেন ক্ষুদ্র জলচরে ।
অল্পদিনে জল টুটে বুঝিতে না পারে ॥
নষ্টবুদ্ধি গৃহী যেন মুখ অতিশয় ।
দিনে দিনে টুটে আয়ু তমু না বুঝয় ॥
অন্ন জলে বৈসে যেন ক্ষুদ্র জলচর ।
রবিয় কিরণতাপে দহে কলেবর ॥
যেন দুঃখী গৃহস্থ না গণে দুঃখভার ।
সতত আবুল হয়। পুষে পুত্র দার ॥
অলপে অলপে পক্ষ ছাড়রে দেদিনী ।
পুত্র দার আদি মোহ যেন ভক্তজানী ॥
নিচলে রহিলা সিদ্ধ শরৎ সময়ে ।
যেন মহামুনি তত্ত্বজ্ঞান পরিচয়ে ॥
দৃঢ় সেতু বান্ধি জল রাখিল কুবাণে ।
ইন্দ্রিয় সংযম যেন কৈল যোগিগণে ॥
শরৎরবির জালা হয়ে নিশাপতি ।
গোপীর বিরহতাপ যেন যত্নপতি (৩)
আকাশমণ্ডলে শশি নক্ষত্র সমাবে ।
শোভে যেন যত্নাধ যত্নবংশ মাঝে ॥

(১) পাঠান্তর,—“বশ” ।

(২) ইহার পর অল্প পুঁথির অধিক পাঠ,—

“যমুনা নিকট-তটে উত্তম পাখর ।
খুলি ওজন ধরি তাহার উপর ।
গোপশিশু সঙ্গে বলজব নারায়ণ ।
অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি করয়ে ভোজন ॥”

(১) পাঠান্তর,—“কাল” ।

(২) পাঠান্তর,—

“নিতি নিতি সমিধ আনয়ে কুশ বারি” ।

(৩) ইহার পর অল্প পুঁথির অধিক পাঠ,—

“নির্দোষ গগনে হৈল নক্ষত্র নির্মল ।
সবস্তু চিত্ত যেন শুদ্ধ কলেবর ॥”

সমশীত সমতাপ কুসুম-পবন ।
এ সুখ সন্দেহে সুখী হৈল সর্বজন ।
বেহু বৃন্দী পক্ষিণী যতেক নারীজাতি ।
গর্ভযোগ ধরিল সংযোগে নিজ পাতি ।
আকুল জলজ সব রবির উদয়ে ।
কুসুম মুদিত সব (১) হৈল অতিশয়ে ।
যেন লোক হরষিত রাগ দরশনে ।
ছট চোর পলায়ে রাখিতে নিজ প্রাণে ॥

(১) পাঠান্তর, — “ভয়ে” ।

পুর গ্রাম দ্বিবিধ উৎসবে উল্লসিতা ।
বিবিধ সুপক্ক খাত্তে পৃথিবী পুরিতা ॥
বাণিজ্যে চলিল যত আছে বাণিজ্যার ।
বৃণ সব কৈল যাত্রা শত্রু জিনিবার ॥
চলিল তপস্বী মুনি তপ সাধিবারে ।
যার বখা মনোরথ সেই তথা চলে ॥
এ সব শব্দকালগুণের ব্যাখ্যান ।
বিংশতি অধ্যায়ে কহি কৃষ্ণগুণ গান ॥
তাগবত-আচার্য্যের মধুরস বাণী ।
মন দিয়া শুন কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং
সংহিতায়াম্ বৈষ্ণবসিক্যাম্ দশমস্কন্ধে
বিংশোধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

একবিংশ অধ্যায় ।

ধানশী রাগ ।

বধুমুখ মধুরত বিবিধ কুসুমযুত
মকরন্দ সুগন্ধি পবনে ।
নব নদী সরোবর শরৎ নির্মল জল
বহু অদভূত বৃন্দাবনে ॥
শুক শারী পরভূত, বিবিধ বিহগ যুত
বহুবিধ শব্দ ঝঙ্কার ।
হেন বনে পরবেশি অধিঃ-স্বরস্বাসী
করে-হরি বিবিধ বিহার ॥
চকল বরিহাপীড় বাকুল কুসুমে চূড়
নটবর শেখর গোপাল ।
নৃচরক পীত ধূতি উজ্জল কিঙ্করী কটি
শ্রুতিযুগে শোভে কর্ণিকার ॥
বৈজয়ন্তী মালা দোলে মণি-আভরণ ধরে
অধর সুধায় বেণু পুরে ।
নব নব গোপসুত চৌদিগে আনন্দযুত
পায় ৬৭ মাঝে যদুবরে ॥
বব ধ্বজ পদ্মাক্রিত পদযুগ সুলক্ষিত
জুষণভূষিত বৃন্দাবনে ।
অমিত গোধান সজে বিবিধ কোঁড়ক রঞ্জে
প্রবেশ করিলা নারায়ণে ॥
শ্রীকৃষ্ণাবিশিনে শুনি মধুর বংশীর ধ্বনি
জ্ঞানবধু সব এক মেলে ।

আকুল মদনবাণে বাহু কিছু নাহি জানে
কহে গুণ বণিতে না পারে ॥
ইথে ধিক নাহি আর আঁখির সকল ভার
যে যে দেখে কৃষ্ণমুখজ্যোতি ।
চন্দ্র কোটি পরকাশ মন্দ মধু সুধা হাস
কি সখি কহিব নারীজাতি ॥
নব চূতপল্লব মধুচন্দ্রিকণ নব
উতপল কমলে রচিত ।
আজাহু কুসুম মালে মাঝে মাঝে শোভা করে
পরিধান বিচিত্র ভূষিত ॥
বলদেব দামোদর দ্বিবা গন্ধে মনোহর
শোভে ব্রজ বালকের মাঝে ।
ভুবন মোহন লীলা খেলে নৃত্য গীত খেলা
রাম কৃষ্ণ নটবর রাজে ॥
ওহে সখি হের-বল বেণু কোন তপ কৈল
সব গোপা করিয়া ঠৈ-রাশে ।
হরিমুখ সুধানিধি পান করে নিরবধি
ধনু বেণু জন্ম যেরা বংশে ॥

প্রকল্প কমলযুতা সব নদী পুলকিতা
 জনমিল ভকতভনয় ।
 নিবসে আহার বনে (১) পুত্র বেণু এই মনে
 মুক্তি দিব এ কোন্ সংশয় ।
 মধুরূপ অশ্রুধারে সকল বৃক্ষের করে
 পুত্রপ্রেম হৈল ভরুগণে ।
 জনমিল এই বুলে আমরা তরিব হেলে
 এ সব অদ্ভুত বৃন্দাবনে ।
 যেন কোন ধন কূলে বৈষ্ণব জনম নিলে
 ঐনন্দে বাঢ়য়ে বৃদ্ধগণে ।
 অচেতন ধর্ম যার জীবধর্ম হয়ে তার
 কি কহিব বৃন্দাবন-গুণে ।
 শুন সখি সাবহিতা শ্রীবৃন্দাবনের কথা
 বিস্তারিল বিশ্বকীর্তি তার ।
 ধন্য-বদ্ধ-মূলকিত মুকুন্দ পদ-ভূষিত
 ঐ বা বসেরি অবতার ॥ (২)
 গভীর বংশীর সানে ঘন বৃদ্ধি শিখিগণে
 উজ্জাগিতে করয়ে নাচনে ।
 ভক্ত ভক্তকে মেলি দেখে সেই মৃত্যুকেলি
 সখ্যাতাব হৈল জনে জনে ।
 ধন্য ঐ মৃগীগণ দেখে শ্রীনন্দনন্দন
 চিত্রবেশ মধুর মুরতি ।
 বংশীর মধুর ধ্বনি নিচল হইল শুনি
 প্রেমভাবে বাঢ়ল পীড়িতি ॥
 মধুর মুরগীরব শুনি দেববধু সব
 মনগতি রহে শূন্যপথে ।
 অখিল লাভ্যধার গুণশীলে অভিরাম
 দেখিয়া মুরছি পড়ে রথে ॥
 যবে কৃষ্ণ বেণু বার সব ধেনু রহি চায়
 ঐতিয়ুগপট ধরে তুলি ।
 মুদিত নয়ন করি হৃদয়ে চিন্তয়ে হরি
 দশনে কবল দাস ধরি ॥
 বৎস করে কীর পান যবে শুনে বেণুগান
 কীর কবল মুখে ধরি ।
 ঐতিয়ুগ উভ করি অমনি ধোয়ায় হরি
 প্রেমরসে আপনা পারসরি ॥

শুন সখি হেন দেখি বৃন্দাবনে যত পারী
 ও সব সাক্ষাৎ মূনিগণে ।
 কচির বিরল ডালে চটিয়া গো পাণ্ডে পাণ্ডে
 চাহিয়া মুরলীনাথ শুনে ॥
 ধর্ম অর্থ কাম মুক্ত নানা মত বেদপথ
 ভেজিয়া সকল একেবারে ।
 নিরমল ভক্তিপথে রহে মুনি যেন মতে
 সে ধর্ম দেখিলু পক্ষিবারে ॥
 মধুর মুরলিধ্বনি সব নদীগণে শুনি
 কামভরে গমনমহরা ।
 অচল তরুণ ভূজে মুকুন্দ পদ-পঙ্কজে
 ধরিল কমল উপহার ॥
 বলভদ্র সহ হরি গোপশিশু সঙ্গে করি
 বৃন্দাবনে চরায়ে গোদন ।
 দেখিয়া রবির জালে মেঘ আসি ছত্র ধরে
 দেবে করে পুষ্প বরিষণ ॥
 ও সব শব্দ নারী কোন্ পুণ্য তপ করি
 চরণকুম্ব পাইল বনে ।
 গোপী-কুচুগ-গত গোবিন্দ চরণে রত
 নিজ কুচে করে আলোপনে ॥
 শুন হের গোপনারী ধন্য গোবর্দ্ধন গিরি
 উই লেখি ভকতপ্রধান ।
 চরণ-রেণু-পরশে পুলকে সর্বাঙ্গ ভালে
 হরিপদচিহ্ন নিজ নাম ।
 কন্দ মূল তৃণ জল বিবিধ কুম্ভম ফল
 বহুবিধ দিয়া উপহারে ।
 ধেনু সঙ্গে শিশুগণ রাম সঙ্গে নারায়ণ
 আরাধিল বহু পরকারে ॥
 বতেক বালক মেলি রাম সঙ্গে বনমালী
 গোদন চালার যদি বনে ।
 চরের স্থাবর ধর্ম স্থাবরের চর-ধর্ম
 হেন চিত্র দেখিল নয়নে ॥
 এইরূপে বাল্যকেলি কৈলা যত বনমালী
 শ্রীবৃন্দাবিনে কুতূহলে ।
 গোবুল নগর নারী সন্তে হজ্ঞা এক মেলি
 বর্ণিতে থাকরে নিরন্তরে ॥
 প্রেম-রতন-রসে আনন্দ-মানস-রসে
 কুম্ভময়ী ভেল ব্রজরাম ।
 এ সব চরিত্র-লীলা কৈলা দেবকীর বাল্য
 ভাগবত-আচার্য্য-রচনা ॥

(১) পাঠান্তর,—“আমার নিবাসে জন্ম ।”

(২) পাঠান্তর,—

“যাতে প্রভু করেন বিহার ।”

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং দশমস্কন্ধে একবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

চাবিশ অধ্যায় ।

বরাড়ী রাগ ।

অগ্রহারণ মাস হৈল প্রথম হেমন্ত ।
ব্রজবধু সব কৈল ব্রত অমুবন্ধ ।
দুর্গার্চন নাম ব্রত হবিষ্য তোজন ।
কালিন্দীর জলে করে প্রভাতে মস্তন ।
বালুকায় কৈল দেবী প্রতিমা নির্মাণ ।
গন্ধমালা ধূপ দীপ বিবিধ বিধান ।
প্রবাল তণ্ডুল ফল নানা উপহারে ।
প্রতিদিন প্রাতঃকালে দুর্গা পূজা করে ।
উঠিয়া রজনীশেষে আভীর-কুমারী ।
সভেই সভারে ডাকে নাম ধরি ধরি ।
বাহু বাহু ধরিয়া কুমারী এক মেলে ।
কৃষ্ণের নির্মল বশ গায় উচ্চবরে ।
আনন্দে চলিয়া যায় যমুনার তীরে ।
বিধিবোধ পরশ করয়ে তীর্থনারী ।
কালিন্দীর তীরে থুয়া বস্ত্র পরিধান ।
বিবসনা হয়্যা জলে করে তীর্থস্নান ।
দুর্গা দেবী পূজা করে পূর্ব বিধানে ।
বহুবিধ স্তুতি করি করয়ে প্রণামে ।
কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিনীধীশ্বরী ।
নন্দ গোপসুত পতি হোক বনমালী ।
পূজিল চণ্ডিকা দেবী দুর্গা মহামায়া ।
নন্দসুত পতি দেহ কর দেবি দয়া ।
জন্মে ঙ্গমে হোক নন্দসুত পতি ।
এই বর মাগিয়া পূজিলা তগবতী ।
এই মত ব্রত পূর্ণ হৈল এক মাসে ।
অখিলকুলবাসী জানিলা বিশেষে ।
মহাযোগেশ্বর হরি তকতবৎসল ।
যার শে হৃদয় প্রভু জানেন্ত সকল ।
আমারে পাইতে কৈল দুর্গা আরাধন ।
আমি সে পূরিব আশা যার যেন মনে ।
গোপীর সংকল্প সিদ্ধি করিব কারণে ।
গোপবালকের সাথে চলে নারায়ণে ।
অম্লগত শিশু সব নিজ গুণ গায় ।
অখিল লাবণ্যধাম মধ্যে বদ্রয়ার ।
যমুনার তীরে গেল যথা ব্রজাঙ্গনা ।
সংকল্প করিয়া করে দেবী আরাধনা ।
পরিধান-বস্ত্র যত তীরেতে আছিল ।
তাহা হরি লঞা কৃষ্ণ কদম্বে চঢ়িল ।

হাসে গোপশিশু কৃষ্ণ বলে উপহাস ।
এথা আসি লহ তোরা যার যেই বাস ।
মিথ্যা নাহি বলি আমি কহি সত্যবাসী ।
দেখিতেছি এথা রহি তোরা তপস্বিনী ।
তোমা সত্য মিথ্যা বাণী না হয় উচিত ।
আমিহ না বহি মিথ্যা বালকে বিদিত ।
কবছ না কহি আমি অসত্য বচনে ।
পুছিয়া দেখহ সত্তে এই শিশুগণে ।
তমু যদি চিত্তে সবে প্রতীত না হও ।
একে একে আসি নিজ বস্ত্র লয়া যাও ।
পরিহাস-বচন শুনিঞা ব্রজাঙ্গনা ।
আনন্দে মজিল গোপী পাগরে আপনা ।
লাজে পড়ি গোপীগণ হেঁট মাথা কৈল ।
সভেই সভাকে চাহি হাসিতে লাগিল ।
উঠি না গেল কেহ কৃষ্ণের নিকটে ।
শীতে কাঁপে সব গোপী পড়িয়া সঙ্কটে ।
কৃষ্ণের বচনে সভার হরিয়াছে মন ।
আকণ্ঠ মজিল জলে কি বলে বচন ।
তোমাকে আনিঞে সত্তে নন্দর তনয়ে ।
সর্বলোকে মান্ত তুমি করিছ অত্যায়ে ।
লাজে শীতে মরি আমি দেহত বসন ।
হইব তোমার দাসী পালিব বচন ।
তমু যদি বস্ত্র তুমি না দিবে আমারে ।
রাজারে জানাব পাছে দোষ দিবে কারে ।
এ বোল শুনিঞা প্রভু দেব দামোদর ।
কুমারীগণেরে তবে দিলেন উত্তর ।
তোরা হেন জান আমি করি পরিহাস ।
এথা আসি লহ তোরা নিজ নিজ বাস ।
নহেবা না দিব বস্ত্র কহিহু তোমারে ।
ক্রুদ্ধ হৈলে তোদের রাজা কি করিতে পারে ।
জানিয়া কুমারীগণ বচন নিশ্চয় ।
কৃষ্ণের নিকটে যাইতে করিল আশয় ।
হুই হস্তে কাঁপি বোনি জলে হৈতে উঠে ।
লাজে শীতে কাঁপে গোপী হাটে বা না হাটে ।
সুদৃভাব গোপীর দেখিয়া বনমালী ।
প্রসন্নহৃদয় হৈলা প্রভু নরহরি ।
সকল বসন কৃষ্ণ ডুলি লৈল স্বন্ধে ।
হাসিয়া বচন কিছু বলেন প্রবন্ধে ।

ভপস্বিনী হৈয়া কৈলে দেব আরাধনা ।
 জন্মেতে মজিল কেন হুয়া বিবসনা ॥
 গানের গরবে কৈলে এত অহঙ্কার ॥
 এ বড় বিষম দেখি হুরিত তোমার ॥
 এ সব পাপের যদি বাঞ্ছা প্রতিকার ।
 কর যুড়ি শিরে করি কর নমস্কার ॥
 এইমনে হইব সব হুরিত খন্ডন ।
 তবে লয়া যাহ আসি যার যে বসন ॥
 কৃষ্ণের বচনে গোপীর হৃদয়ে প্রতীত ।
 বিবসনে ব্রতভঙ্গ এ হয় উচিত ॥
 ব্রতভঙ্গ হুয়া থাকে যদি ওই দোষে ।
 কৃষ্ণে কণিলে প্রণাম পূর্ণ হৈব শেষে ॥
 সৰ্ব্ব-কর্ম-ফলদাতা এই জগন্নাথ ।
 এই িস্তে শিরেতে যুড়িল দুই হাত ॥
 সৰ্ব্ব-কলা-রস-শিরোমণি নারায়ণে ।
 জানিঞা প্রণাম কৈল অভয় চরণে ॥
 ব্রহ্মভাব গোপীর দেখিয়া দয়াময় ।
 শেলিয়া বসন দিল সস্তোষ হৃদয় ॥
 নিজ নিজ বসন পরিয়া ব্রজনারী ॥
 দাড়াইয়া রহিল কদম্ব তরু বেচি ।
 চলিতে না পারে যেন চিত্তের পুংলি ।
 ঈষৎ কটাক্ষে চাহে শ্রীমুখ নেহালি ॥
 তপ ব্রত পূজা কৈল এই সে কারণে ।
 মহানিধি পেয়া গোপী তেজিব কেমনে ॥
 গোপীর চিত্তের কথা জানিঞা সকল ।
 পুন আর প্রভু তাথে কি দিল উত্তর ॥
 আশা পাইবারে সতে কৈলে সঙ্কল্পনা ।
 হইব সফল তোমার দুর্গা আরাধনা ॥
 সৰ্ব্বভাবে শরণ যে লইলে আশাতে ।
 পুন অত্র কান সত্য না উঠিবে চিন্তে ॥
 তিল যব ধাত্র যদি ভাজিল অনলে ।
 পুন কি তাহার আর উপজে অঙ্কুরে ॥
 চল চল ব্রহ্মরামা সিদ্ধ ভক্তি হৈয়া ।
 আসিব রজনী তাথে রনিহ আসিয়া ।
 মোর সঙ্গে তুমি-সব করিহ রমণ ।
 বাহার উদ্দেশে কৈলে চণ্ডী আরাধন ॥

সৰ্ব্ব মনোরথ সিদ্ধি পেয়া গোপীগণে ।
 পদযুগ চিহ্নিঞা চলিল নিজ স্থানে ॥
 তবে গোপশিশু সাথে দৈবকীনন্দন ।
 বৃন্দাবন ছাড়ি গেলা আর দূর বন ॥
 সুরভি চরায় সঙ্গে অগ্রজ বলাই ।
 তরুগণ দেখি কিছু বুলিছে কানাক্রি ॥
 হে শ্রীদাম স্তোক কৃষ্ণ বিশাল শ্রবত ॥
 হে অংশ অর্জুন দেবপ্রসূ বক্রথপ ॥
 হে সুবল হে ওজ দেখে দেখে তাই ।
 অনেক জনমফলে বৃক্ষযোনি পাই ॥
 শীতল মারুত ছায়া পত্র ফল ফুল ।
 দেব দারু (১) পল্লব কলিকা কল মূল ॥
 পর তুষ্টি হেতু সব সম্পদ যাহার ।
 সকল জন্মের মাঝে বৃক্ষজন্ম সার ॥
 সূজন জনের এইরূপ ব্যবহার ।
 পর হেতু সকল তেজয়ে আপনার ॥
 প্রাণ ধন দেহ মনে করে পরহিত ।
 সূজন জনের হাণ এই সে চরিত ॥
 এইরূপে প্রশংসিতে যত তরুগণ ।
 যমুনার তীরে গিয়া ঠৈ লা উপসন্ন ॥
 সব দেখুগণে করাইল জল পান ।
 পাছে গোপশিশু সঙ্গে কৃষ্ণ বলরাম ॥
 শীতল অমৃতজল সুখে কৈল পান ।
 তরুমূলে তথা প্রভু করেন বিশ্রাম ॥
 বালক মেলিয়া তথা গোধন চরায় ।
 কৃধায়ে আকুল শিশু কৃষ্ণেরে জানায় ॥
 ষাটবংশ অধ্যায় কহি এ গুণ চরিত ।
 আর কৃষ্ণশুণ কহি শুন পরীক্ষিত ॥
 শুক-পরীক্ষিতে কথা দুহার সংবাদ ।
 সুখে লোক বুঝিতে রচিল গুণবাদ ॥
 শ্রীগদাধর জ্ঞান ধীর শিরোমণি ।
 ভাগবত-আচার্যের মধুরস বাণী ॥

(১) পাঠান্তর,—"নবদল।"

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং
 সংহিতায়াম্ বৈরাগিক্যাং দশমস্কন্ধে
 ষাটবংশোধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

ত্রয়াবিংশ অধ্যায় ।

তুড়ি রাগ ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহু রাম হলধর ।
 কৃষ্ণায় আকুল হৈল রাখাল সকল ॥
 হেন বুঝি কর যেন কৃষ্ণা নাহি পাই ।
 কোন পরকারে ভক্ষ্য মিলে এই ঠাঞি ॥
 জানাইল বালকে শুনিঞা স্ববীকেশ ।
 বখা অন্ন পাবে তার কহিল উদ্দেশ ॥
 এইত কাননে বৈসে বৃদ্ধ দ্বিজগণ ।
 সৰ্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ মহান্তপোধন ॥
 আজিরস নামে যজ্ঞ করে স্বর্গকামে ।
 তোরা যায়া মাগ অন্ন সেই বিপ্র স্থানে ॥
 অগ্রজ রামের নাম প্রথমে ধরিহ ।
 আমার বচন তাথে পশ্চাতে করিহ ॥
 তবে তাতা দিবে অন্ন চল তুরিতে ।
 আজ্ঞা শিরে ধরি শিশু চলে সেই গতে ॥
 উঠিয়া দাঙালা (১) শিশু সেই যজ্ঞ স্থানে ।
 ভূমিতে পড়িয়া কৈল দণ্ড পরণামে ॥
 কর যোড় করি বলে বিনয় বচনে ।
 শুনহ ব্রাহ্মণগণ কর অবধানে ॥
 গোপশিশু আমি সব হই কৃষ্ণদাস ।
 আজ্ঞা প্যায়া-আইলুঁ বিপ্র তোমার সংপাশ ॥
 অগ্রজ বলাই তাঁর সঙ্গে শিশুগণ ।
 নিকটে থাকিয়া প্রাণ চরায় গোধান ॥
 গণ সহে শুশ্রূষা ছেন বড় বতুন্ধিত ।
 অন্ন দেহ বিপ্রগণ তার সমুচিত ॥
 যে যে বিপ্র হৈয়া থাকে যজ্ঞেতে দীক্ষিত ।
 তার অন্ন দোষ যদি বলিবে পণ্ডিত ॥
 শুন হে ভূদেবগণ তার সমাধান ॥
 সৰ্ব্বশাস্ত্র কহি কিছু তোমা বিজ্ঞমান ॥
 পশু-সংস্থা নাম যজ্ঞ আর সৌত্রামণী ।
 তার অন্ন খাইলে পতিত হয় জানি ॥
 আর যজ্ঞে অন্ন খাইলে দোষ নাহি দেখি ।
 আমি কি কহিব বিপ্র তুমি তার সাক্ষী ॥
 কহিল এতেক যদি বিনয় বচনে ।
 শুনিঞাহো না শুনিল সব দ্বিজগণে ॥
 মনে দুঃখ পাঞা শিশু কি বোলে বচনে ।
 কে বলে ইহারা বৃদ্ধ কে বলে ব্রাহ্মণে ॥

বড় বড় কর্ম করে অন্ন আশা ধরে ।
 জ্ঞান সাক্ষাৎ ছাড়ি যুগ পণ্ডিতাই করে ॥
 যজ্ঞ তত্ত্ব দেশ কাল যজ্ঞ হতাশন ।
 দেব দ্বিজ যজ্ঞ যত সব নারায়ণ ॥
 কৃষ্ণ বিনে অন্ন কিছু নাহি বিকল্পনা ।
 হেন কৃষ্ণ সাক্ষাতে না দেখে মুখ জনা ॥
 সাক্ষাৎ পরমব্রহ্মে মাছুষ গেলানে ।
 অতি মুখ ব্রাহ্মণ জানিল অমুমানে ॥
 আসিয়া জানাল্য শিশু কৃষ্ণ বিজ্ঞমানে ।
 এ বোল শুনিঞা কৃষ্ণ হাসে মনে মনে ॥
 যাচকের এই গতি ভিক্ষা মাগি খায় ।
 ছলে কৃষ্ণ তত্ত্বজ্ঞান লোকেয়ে বুঝায় ॥
 চল যজ্ঞস্থানে গোপশিশু আরবার ।
 বলভদ্র সহ নাম ধরিহ আমার ॥
 পুণ্যবতী যজ্ঞপত্নী সতী পতিব্রতা ।
 শুনিলেই দিব অন্ন আমাতে ভকতা ॥
 পাঠাইলা গোপশিশু গেলা পত্নী স্থানে ।
 ভূমেতে পড়িয়া গিয়া করিল প্রণামে ॥
 কর জোড়ি শিরে ধরি বিনয় বচনে ।
 দূরে থাকি কহে যজ্ঞপত্নী বিজ্ঞমানে ॥
 গোপশিশু আমি-সব কৃষ্ণ-অনুচর ॥
 আমি পাঠাইল কৃষ্ণ তোমার গোচর ।
 এইত নিকট বনে সঙ্গে হলধর ॥
 গোপ সহ সুরভি চরায় দামোদর ॥
 গণ সহে রাম কৃষ্ণ হয়্যাছে কুণ্ডিত ॥
 অন্ন দেহ যজ্ঞপত্নী তার সমুচিত ॥
 কৃষ্ণ আগমন কথা শুনি সেইক্ষণে ।
 প্রাণ ছাড়ি ভূমেতে পড়িল সেই মনে ॥
 প্রেমরসে বিজপত্নী আপনা পসারে ।
 কৃষ্ণকে দেখিব বলি উঠিল সত্বরে ॥
 দিব্য রত্ন রচিত ভোজনপাত্র ধরি ।
 বহু অন্ন চৌদিকে ব্যঞ্জন লৈল ভরি ॥
 আনন্দে পুরিয়া দ্বিজপত্নী চলি যায় ।
 পতি পুত্র বন্ধুগণে ধরিয়া স্বহায় ॥
 গোবিন্দ হরিল চিস্ত রাখে কার শক্তি ।
 তুরিতে চলিয়া গেল সব দ্বিজ সতী ॥
 খরবেগে নদী যদি চলে শিকুমুখে ।
 হেন কার শক্তি আছে যে তাহারে রাখে ॥

(১) পাঠান্তর—“উপসন্ন হৈল ।”

বেক্ষণ দেখিল কৃষ্ণ দ্বিজ পত্নীগণে ।
 কহিব তোমায়ে রাজা শুন সাবধানে ॥
 শীতল যমুনাকূলে অশোকের তলে ।
 ললিত লহরী বাত বহে পরিস্রমে ॥
 বহু শ্রুত বহু গন্ধ বিবিধ আনন্দ ।
 বহুবিধ কুসুম কমল মকরন্দ ॥
 নবদল পল্লব অশোক তরুণর ।
 কনক পরিধি পরে শ্রাম-কলেবর ॥
 মন্থর চঞ্জিকা নবধাতু বনমালা ।
 নবদল পল্লব ধরয়ে নন্দলালা ॥
 নটবর বেশ ধরে ত্রিভঙ্গ সুন্দর ।
 অঙ্গুগত শিশু স্বক্কে দিয়া বায়কর ॥
 অখিল লাবণ্য লীলা ধরে বহুরায় ।
 দক্ষিণ কোমল করে কমল চুলায় ॥
 ললিত চলিত উত্তপল শ্রুতিমূলে ।
 চঞ্চল অলকা চাক্র সুন্দর কপোলে ॥
 শ্রীমুখ-পঙ্কজে চাক্র মন্দ মুদ্র হাস ।
 যেন ঘন মেঘে চন্দ্র-কোটি পরকাশ ॥
 এক্ষণ দেখিল দ্বিজসতী পতিব্রতা ।
 জনমে জনমে তার। মুকুন্দ-ভকতা ॥
 প্রথম শ্রবণে তাদে শ্রুতিযুগ পূরে ।
 দরশন-রসে হুই আঁধি রক্ত ভরে ॥
 ধ্যান ভাবে কৈলা হরি হৃদয় কমলে ।
 ভাবে আলিঙ্গন দিল হুড়ি হুই করে ॥
 পতি পুত্র গৃহ ধন ভেজিয়া সকলে ।
 যজ্ঞপত্নী শরণ লইল পদমূলে ॥
 অখিল-ভুবন-সাক্ষী প্রভু নারায়ণে ।
 বুঝিয়া হাসিয়া তারে কি বোলে বচনে ।
 আইস আইস নারীগণ কহত কল্যাণে ।
 দেখিবারে আইলে আশা দেখিলে নয়নে ॥
 ধন্য পুণ্য জন্ম বায় থাকে আশ্চর্য্যভি ।
 নিরবধি করে তারা আমায়ে ভকতি ॥
 ধন জন জন স্নাত দার বেবে অহুবন্ধে ।
 প্রিয় করি মানৈ তারা আশ্রয় সঘন্ধে ॥
 বাবৎ আশ্রয় থাকে শরীরে সংযোগ ।
 তাবৎ মানিঞে ধন স্নাত সুখভোগ ॥
 হেন সাক্ষাৎ আশ্রা আমি নারায়ণ ।
 আশা ছাড়া কারে প্রীতি করে বৃথজন ॥
 উচিত্তে আমায়ে তুরি করিলে ভকতি ।
 বাহ বাহ নিঃগৃহে শীঘ্র দ্বিজসতী ॥
 বিপ্রস্রাতি স্বামী তোর ছিদ্ৰ অঙ্গুসারে ।
 ছিদ্ৰ পায়া তেজিতে বিলম্ব নাহি করে ॥

যজ্ঞ করে দ্বিজগণ গৃহবাসী হয়্যা ।
 সেই যজ্ঞ সমাধিব তোমা সভা লয়্যা ॥
 এ বোল বুঝিয়া তুমি চল শীঘ্র ঘরে ॥
 তবে যজ্ঞপত্নীগণে কি বোলে উত্তরে ॥
 হেন কি নিষ্ঠুর বাণী বলিতে ঘৃণায় ।
 অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডপতি তুমি যজ্ঞরায় ॥
 জগতে বিদিত সত্য তোমার বচন ।
 প্রণত জনের তুমি করহ পালন ॥
 হেন অঙ্গীকার প্রভু হয়্যাছে তোমার ॥
 সর্ব বেদশাস্ত্রে কহে এই সমাচার ।
 হেন সত্য বাক্য প্রভু করহ পালন ।
 যজ্ঞপত্নী মোরা লৈলু চরণে শরণ ॥
 চরণে ঠেলিয়া তুমি পেলিবে তুলসী ।
 কেশে ধরি মোরা তাহা রাখিব শিরসি (১) ॥
 এই সে কারণে আইলু বন্ধুগণ তেজি ।
 থাকিব এথাই মোরা পদযুগ ভজি ॥
 পতি স্নাত জনক জননী যদি তেজে ।
 তাই বন্ধু বান্ধব আনের কিবা কাজে ॥
 তমূত অতন্ন পদে পশিহু তোমার ।
 অতন্ন চরণ বিনে গতি নাহি আর ॥
 বুঝিয়া করিবে আজ্ঞা তুমি সে প্রমাণ ।
 তোমার চরণ ছাড়ি গতি নাহি আন ॥
 এ সব বচন শুনি করুণাসাগর ।
 কৃপা করি দিলা তারে প্রবোধ উত্তর ॥
 কেহ ক্রোধ না করিব পতি স্নতগণে ।
 বিশেষ্যে করিব পূজা এ তিন ভুবনে ॥
 দেবে পূজা করিব আনের কিবা দায় ।
 আমার প্রসাদে স্নেহে থাক সৎপায় ॥
 নিকটে থাকিলে নাহি বাঢ়ে অঙ্গুরাগ ।
 মনেতে ভাবিহু আশা পাইবে সংযোগ ॥
 প্রবোধ বচন পেয়া যজ্ঞপত্নীগণে ।
 পালটি আইল পুহু সেই যজ্ঞস্থানে ॥
 নিজ নারী দেখিয়া আনন্দ দ্বিজগণে ।
 যজ্ঞপত্নী লয়্যা কৈল যজ্ঞ সমাধানে ॥
 ধরিয়া রাখিল স্বামী এক দ্বিজ সতী ।
 ঘরের ভিতরে রৈল না পাইল সংহতি ॥
 হৃদয়ে চিন্তিয়া কৃষ্ণে দিল আলিঙ্গন ।
 ছাড়িল শরীর কণ্ঠ-নিবন্ধ-বন্ধন ॥

সর্ব বজ্রপতি বজ্রভোজি নারায়ণ ।
 বালক সহিতে কৈল ওদন ভোজন ॥
 লীলাময় শরীর মাধব হরীকেশ ।
 নানারূপে সর্বলোকে মোহে গোপবেশ ॥
 বিজগণে দেখিল আপন পাপচর ।
 মনে বিমরিষ হর্যা ভাবিল বিষয় ॥
 নারীজাতী হৈয়া দেবদেব নারায়ণে ।
 সাধিল একুপ ভক্তি নাহি অন্ত জনে ॥
 আমি-সব হইয়ে ত কুলেতে প্রবীণ ।
 সর্বশাস্ত্রে তত্ত্বজ্ঞতা তমু ভক্তিহীন ॥
 ধিক্ ধিক্ রহ তপ জ্ঞান ব্রত দানে ।
 ধিক্ ধিক্ রহ এই পাণ্ডব জীবনে ॥
 নিশ্চয় কৃষ্ণের মায়া মোহে সর্বজ্ঞানী ।
 নয় গুরু হৈয়া আমি না জানি আপনি ॥
 সপ্‌লোক-বিমোহিনী মায়া ভগবতী ।
 ঋগ্‌ভিবারে পারে তাহা কাহার শক্তি ॥
 সর্বলোক-নাথ লক্ষ্মীকান্ত যদুপতি ।
 সাধিল তাহাতে ভক্তি হর্যা নারীজাতি ॥
 বিজয়ধর্ম না ধরে না বৈসে গুরুকুলে ।
 তপ শৌচ জ্ঞান কর্ম একহি না করে ॥

অদৃঢ় ভকতি বহু ধরে নারায়ণে ।
 আমি-সব বঞ্চিত থাকিতে এত গুণে ॥
 মত্ত হৈয়া রহিলাম পুং দার পাশা ।
 গর্গ মুনি যে কহিলা তাহা পাসরিয়া ॥
 পূর্ণকাম জগন্নাথ নাহি তাঁর কামে ।
 তবে যে মাগিল অন্ন লোক-বিড়ম্বনে ॥
 সর্বভাবে লক্ষ্মী বার ভজে পদমূলে ।
 হেন শ্রীভূ অন্ন মাগে কে বুঝিতে পারে ॥
 যন্ত্র তন্ত্র ধর্ম যজ্ঞ দেব বিজয় ॥
 হেন কৃষ্ণ সাক্ষাৎ যাদুযজ্ঞ হয় ॥
 যদুকুলে অন্ন হৈল এহ নাহি ভালে ।
 হেন মুখ আমি সব বিম্মরিল হেলে ॥
 পূর্ণব্রহ্ম জগন্নাথ কমলানিবাস ।
 যাহার মায়ায়ে আমি নানা গর্তবাস ॥
 সে দেবচরণে আমি কৈলু নমস্কার ।
 না জানিঞা দোষ কৈল ক্ষম একবার ॥
 শীঘ্র গিয়া দেখি হরি হেন চিত্তে আছে ।
 কংসভয়ে তথা নাহি চলি গেলা পাছে ॥
 বিপিন-বিহার কৃষ্ণ চরিত্র রচন ।
 ভাগবত-আচার্যের মধুর ভাষণ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তায়
 সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং দশমস্কন্ধে
 ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

চতুর্বিংশ অধ্যায় ।

ললিত রাগ ।

শুক মুনি বলে রাজা শুন সাবহিতে ।
 আর অদভূত কহি গোপাল-চরিতে ॥
 গোবর্ধন নামে গিন্নি বৃন্দাবনে আছে ।
 নন্দ আদি ষত গোপ গেল তার কাছে ॥
 নানা ভক্ষ্য পান নিল বিবিধ সস্তার ।
 ইন্দ্র পুত্র করিতে রচিল পরকার ॥
 হেনকালে গেলা কৃষ্ণ সঙ্গে বলরাম ।
 অঙ্গুগত গোপশিশু গায় গুণ নাম ॥
 অখিল ব্রহ্মাণ্ড পতি দেখে নিঃ জ্ঞানে ।
 জানি এমাহো পুছে নন্দ আদি গোপগণে ॥
 কি ভয় গোহূলে কিবা হর্যাছে সংশয় ।
 কি কারণে কর এত সস্তার সঞ্চয় ॥

কি ফল কি বিধি হয় কি কি বা উদ্দেশ ।
 কি দেবতা পূজ পিতা কহিবা বিশেষ ॥
 সাধুওনে গুপ্ত কথা গোপ্য নাহি করে ।
 যার বুদ্ধি নাহি হয় শত্রু মিত্র পরে ॥
 শুনিবারে যোগ্য যদি হই যোগ্য পাত্র ।
 কহিবে সকল কথা শুন মোর তাত ॥
 না জানিয়া জানিঞা যাদুবে কর্ম করে ।
 জানিঞা যে করে কর্ম সিদ্ধি হয় তারে ॥
 না জানিঞা করে কর্ম সম্পূর্ণ না হয় ।
 কেমনে বিচারে তুমি কর ব্রজরায় ॥
 নহেবা লৌকিক পারম্পর্য্য ক্রমাগতে ।
 সর্বকাল করিছ করিবে এই মতে ॥

এ বোল শুনিঞা নন্দ দিলেন উত্তর।
 কহিয়া তোমায়ে বাপু বিশেষ সকল ॥
 ইন্দ্র জিহুবনে রাজা দেবের ঈশ্বর।
 বত মেঘগণ তাঁর সব অন্তর ॥
 যেস বরিষএ জল সৰ্বলোকহিত।
 এই সে কারণে ইন্দ্র লোকের পুজিত ॥
 নানা দ্রব্য উপহার বিবিধ বিধানে।
 নানা যজ্ঞ করি ইন্দ্র পূজে সৰ্বজনে ॥
 ধর্ম অর্থ কাম এই তিন পুণ্যফল।
 ইন্দ্র ফলদাতা তিন ফলের ঈশ্বর ॥
 এই সে কারণে বাপু করি ইন্দ্রপূজা।
 লোকের জীবন ওই ত্রিভুবনরাজা ॥
 পারম্পর্য্যগত কুলধর্ম এই আছে।
 কাম-লোভে যে ছাড়ে নরক যায় পাছে ॥
 এতেক শুনিঞা প্রভু দেব চূড়ামণি।
 ইন্দ্রে বাঢ়াইতে কোপ বলে কোন বাণী ॥
 কর্ম লোক জনমে প্রমাণ ওই কর্ম।
 সুখ দুঃখ কুশল যতেক জীবধর্ম ॥
 যদি বল কর্ম-প্রভু করে ফল দানে।
 সেই আর প্রভু ভঞ্জে সেই আর জনে ॥
 কর্ম প্রভু ছাড়ি আর নাই ফলদাতা।
 হেন কর্ম ছাড়ি কেন ইন্দ্র পুজ পিতা ॥
 ইন্দ্রে কি করিব কর্মে যে যে আছে যার।
 সে পুন অতথা নেব এই সে বিচার ॥
 স্বভাব-অধীন লোক স্বভাবেই নড়ে।
 স্বভাবে বাঞ্ছিয়া রাখে সব সুর নরে ॥
 ছোট বড় তহু পায় স্বভাবের ফলে।
 স্বভাবে ছাড়িয়া তহু নানা দিগে চলে ॥
 শত্রু মিত্র গুরু ধর্ম স্বভাবে মিলায়।
 কর্ম ছাড়ি আন কেন পুজ ব্রজরায় ॥
 স্বধর্ম তে জন্মা যেন করে পরধর্ম।
 কুশল না হয় তার সতে পরিশ্রম ॥
 নিজ পতি ছাড়িয়া অসতী নারীগণে।
 উপগতি সেবে যেন নরক কারণে ॥
 ব্রাহ্মণ কুলের ধর্ম ব্রহ্ম-উপাসন।
 কাশ্মীরকুলের ধর্ম পৃথিবীপালন ॥
 বৈশ্য-কুলধর্ম আছে বাতা হেন নামে।
 শূদ্র-পাতিয় এই ধর্ম ব্রাহ্মণ-সেবনে ॥
 ক্রাশকর্ম বাণিজ্য আউর গোরক্ষণ।
 লভ্যবৃন্তি কহে আর এ চারি যোজনা ॥
 তার মধ্যে পশুবৃত্তি আমি গোপ জাতি।
 তবে কেন পশু ছাড়ি পুজ সুরপতি ॥

সকল রজ স্তম হেন আছে তিন গুণ।
 উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি হেন ভিন্ন ভিন্ন ॥
 রজোগুণে বিবিধ বিশ্বের উৎপত্তি।
 রজোগুণে রাখিব কি করে সুরপতি ॥
 রজোগুণে আত্মা দিলে মেঘে দিব জল।
 তবে সৰ্বলোক সুখী হৈব নিরন্তর ॥
 গ্রামে নাহি বসি আমি নাহি পুর ঘর।
 বনবাসী আমি বনে থাকি নিরন্তর ॥
 পর্কত নিকটে বসি ও হয়ে দেবতা।
 সতে কর ওই পর্কতের পূজা পিতা ॥
 ইন্দ্র পূজিবারে বত হয়্যাছে রচনা।
 তাই দিয়া কর বন-গিরি আরাধনা ॥
 আত্মা দেহ দ্বিগুণে করুন রক্ষন।
 নানা পাক সুপকায় বিবিধ গুদন ॥
 পিষ্টক মোদক হোক বহু গুড়পাক।
 ঘৃতপক্ষ বিবিধ ব্যঞ্জন বহু শাক ॥
 কুণ্ড জালি দ্বিজগণে করুন হবন।
 এই মনে যজ্ঞ করি পূজিব ব্রাহ্মণ ॥
 প্রচুর ভূষণ থেয়ু কনক দাক্ষণ।
 ব্রাহ্মণকে দিলে হৈব যজ্ঞ সমাপনা ॥
 সৰ্বলোকে দেহ অন্ন ভোজন ভূষণ।
 চণ্ডাল পতিত আদি পুজ সঃ জন ॥
 নব ঘাস আনি দেহ গোধনের তরে।
 পর্কতে গাজিয়া দেহ সর্ক উপহারে ॥
 সর্ক গোপ সুগী হয়্যা করুন ভোজন।
 গন্ধ পুষ্প দিব্য বস্ত্র ধরিয়া ভূষণ ॥
 দিব্য বেশ ভূষণ ধরিয়া সৰ্বলোকে।
 গোবন চালাম্যা কথো গোপ চলু আগে ॥
 প্রদাক্ষণ করি বিপ্রা পর্কত বেচিয়া।
 কহিলু তোমায়ে পিতা তবু বিচারিয়া।
 বুঝিয়া করহ যজ্ঞ যে হয় সুগতি ॥
 সর্ক গোপগণে যদি থাকে অহুমতি ॥
 মুনি বলে শুন রাজা বলিয়ে তোমায়ে।
 শত্রু-দর্প খণ্ডিলা এতেক পরকারে ॥
 কালক্রপী নারায়ণ সর্ক যায় জানে।
 কার চিন্তে নহে ভ্রম তাঁহার বচনে ॥
 নন্দ আদি যত গোপ শুনিঞা উত্তরে।
 সাধু সাধু বুঝিয়া বাখানে দামোদরে ॥
 ব্রাহ্মণ বরিয়া স্তুতি করিল বাচন।
 আরম্ভ করিয়া যজ্ঞ কৈল সমাপন ॥
 বিবিধ দাক্ষণ দান দিলা দ্বিজগণে।
 ভূষণ ভোজন পান দিল সর্কজনে ॥

উত্তম কোমল তুল গোধনে ভুজায়।
আনন্দে গোয়াল চলে গোধন চালায়।
বড় বড় শকট বলদ ঝঞ্জে যুড়ি।
দিব্য বেশ ধরি গোপ শকটেতে চড়ি।
প্রদক্ষিণ করে বিপ্র পর্বত বেচিয়া।
কৃষ্ণগণ গায় গোপী শকটে চড়িয়া।
নরনারী বাল বৃদ্ধ দিব্য বেশ ধরে।
আনন্দে পর্বত বেড়ি প্রদক্ষিণ করে।
কৃষ্ণের মঙ্গল যশ গায় উচ্চসরে।
উঠিল মঙ্গল ধনি গগন উপরে।
হেনকালে প্রভু কৃষ্ণ হৈল আর রূপ।
মুগ্ধমান হৈলা যেন পশু-স্বরূপ।
অনি এই পর্বত সাক্ষাতে মুগ্ধমান।
ভূজিব সকল যজ্ঞ দেখে বিস্ময়মান।
এ বোল বলিয়া যত যজ্ঞ উপহার।
ভুজিয়া রহিলা সেই পর্বত-মাঝার।

গোপগণে প্রতীত করাল্যা পরকারে।
আপনে প্রণমি প্রভু কেলা আপনারে।
দেখিয়া সন্তম পালা সকল গোয়ালে।
সাক্ষাৎ পর্বত দেব জানি এতকালে।
আমি-সব না জানিঞা করি অবজ্ঞানে।
এত উৎপাত দুঃখ পাইলু তে-কারণে।
আজি হৈতে পর্বতে গুঞ্জিব সর্বকালে।
দণ্ডবৎ হয়্যা গোপ পড়ে ভূমিতলে।
পুনঃপুন প্রণাম করয়ে দৃঢ়মনে।
সে রূপ ছাড়িয়া রহে নন্দে নন্দনে।
যজ্ঞ সাক্ষ হৈল গোপ পুরিয়া হয়বে।
রাম কৃষ্ণ সহিতে গোবুলে চলি আইসে।
চতুর্কিংশোহধ্যায়ে কহি এগুণ চরিত।
কৃষ্ণের নির্মল বশে জগৎ পুরিত।
ভাগবত-আচার্য্যর প্রবন্ধ রসময়।
মুখে যেন সর্বলোক বুঝে অতিশয়।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈষ্ণবাসিক্যাং দশম স্কন্ধে
চতুর্কিংশোহধ্যায়ঃ ॥২০॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায় ।

বসন্ত রাগ ।

যজ্ঞভঙ্গ শুনি কোপ কৈল দেবরাজ।
কে হয় গোয়াল জাতি বরে হেন কাজ। (১)
দেবগুর বর্ণিতে (২) আমার করে পূজা।
কে হয় মাছুষ জাতি সুর লোকে রাজা।
মাছুষ গোয়াল জাতি করে অপমান।
ছাওয়াল কানাক্রি ভারে বড় হেন জ্ঞান।
বাচাল বালিশ শুক অজ্ঞ হেন জানি।
কৃষ্ণ নাম মাছুষ পণ্ডিত বহুমানী।
হেন কৃষ্ণ পেয়া হেলা করে এত বড়।
বনে বৈসে গোপজাতি বৃদ্ধি কত বড়।
অহঙ্কারে ক্রুদ্ধ হৈল গালি এত দিল।
ইন্দ্রমুখে সরস্বতী সেই স্তুতি কৈল।
বাহা হেন সর্বশাস্ত্র বেদ উৎপত্তি।
তে কারণে বাচাল বালিশ সুরপতি ॥

বালিশ বলিল ইন্দ্র অই বাণী সার।
কোন কালে পুতু নাহি করে অহঙ্কার।
তে-কারণে বালিশ বলিল বনমার্গী।
শুকবুলি দিল ইন্দ্র আর এক গালি।
আপনা চাহিতে বড় নাহি সর্বলোকে।
তে-কারণে নহ হয়্যা কোথাহ না থাকে।
অজ্ঞ বুলি এক গালি দিল পুরন্দর।
অজ্ঞ পদ বাখানিব শুন মৃগবর।
কৃষ্ণকে অধিক তত্ত্ব জ্ঞান নাহি আর।
তে কারণে অজ্ঞ বোলে অই নান সার।
বালিয়া পণ্ডিতমানী দিল এক গালি।
সমস্ত পণ্ডিত মাছুষে সভ্য বুলি।
কৃষ্ণ নাম ধার বলে চলে তিরস্কার।
কৃষ্ণ হেন নান অই চারি বেদ সার।
আনন্দ পবনব্রহ্ম কহি কৃষ্ণনামে।
মর্ত্য বলি দিল গালি করিয়া বাখানে।

(১) অজ্ঞ পুণ্ডর পাঠ,—

“গোপজাতি হঞা কবে বড় কাজ”

(২) পাঠান্তর,—“গন্ধকে”।

ভক্ত ভরাইতে কৃষ্ণ নবরূপ ধরে ।
 ইন্দ্রমুখে সরস্বতী এই জ্বাতি করে ॥ (১) ॥
 সযত্নক আদি যত আছে মেঘগণ ।
 আজ্ঞা দিয়া ইন্দ্র তার ছুটিল শ্রবণ ॥
 আরে আরে স্রব মেঘ চল সাবধানে ।
 যজ্ঞভঙ্গ করিয়াছে যত গোপগণে ॥
 ঐলয় কালের যত ধারা বরিষণে ।
 বাড় বাত বজ্রপাত ঐলয় গর্জনে ॥
 গোধন সহিতে গোপ করহ সংহারে ।
 গোপ হেন শব্দ যেন না থাকে সংসারে ॥
 ভয় হেন মনে যদি শুনে মেঘগণ ।
 গজকঙ্কে চটি আমি আসিব এখন ॥
 আজ্ঞা পেয়া জলধর চলে সেইক্ষণে ॥
 গোবুল বিনাশ করে ধারা বরিষণে ॥
 যেন রূপ দিল আজ্ঞা ইন্দ্র সুরপতি ।
 সেই রূপে বরিষণে পুরায় ভগতী ॥
 উচ্চ নিচু না বোধ পৃথিবী সমগর ।
 কেহ কাহো না দেখে না চেনে নিজ পর ॥
 বজ্রাবাত ঝড়বাত ধারা বরিষণে ।
 অতেন হৈল গোপ ঘন গরজনে ॥
 শ্রবণে না শুনে কেহ না দেখে নয়নে ।
 কে আছে কোথাতে কেহ কাহে নাহি এনে ॥
 বসনে ঝাপিয়া শিশু কোলে নিল তুলি ।
 শরণ পশিল কৃষ্ণে রাখ রাখ বলি ॥
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ দীনবন্ধু হুঁরিত ভঞ্জন ।
 তোমার সাক্ষাতে মরে নিজ পরিজন ॥
 কৃষ্ণ হৈতে বড় নাহি সংসার ভিতর ॥
 নন্দ হঞা কোথাও না থাকে নারায়ণ ॥
 শুক বলে সুরপাত হইবার কারণ ॥
 অজ বলি পুরন্দর দিল যেই গালি ॥

(১) সাহিত্য-পরিদ-কবুক প্রকাশিত

পুস্তকের পাঠ,—

“বাচাল বালিশ শুক অজ কৃষ্ণ মন্ত্য ।
 মাছুষ পণ্ডিতমানী কৃষ্ণ জ্ঞান যত ।
 এত বলি গালি বৃক্ষে দিল শচীপতি ।
 ইন্দ্রের মুখেতে জ্বাতি কৈল সরস্বতী ।
 কৃষ্ণ হৈতে সর্ববেদ শাস্ত্রের উৎপত্ত ।
 তে-কারণে বাচাল বলিল সুরপতি ।
 বালিশ বলিল ইন্দ্র যাহার কারণ ।
 অহঙ্কার কখন না করে নারায়ণ ।
 সেই হেতু শুক বলে দেব পুরন্দর ॥

জ্ঞানাদিক নাহি আর বিনা বনমালী ॥
 কৃষ্ণ নাম বলিয়া বলিল সহস্রাক্ষ ।
 চতুর্কোদে সর্গ শাস্ত্রে কৃষ্ণ নাম মুখ্য ॥
 মন্ত্য বলি দিল গালি দেব শচীপতি ।
 সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম অতুল শক্তি ॥
 মাছুষ পণ্ডিতমানী বলে পুরন্দর ।
 সমস্ত পণ্ডিত মধ্যে মান্ত গলাধর ॥
 ভক্তের গতি কৃষ্ণ দেখিয়া ভারতী ।
 ইন্দ্রের সভাতে বলি মাগিল ভক্তি ॥
 যজ্ঞভঙ্গ শুনিঞা কুপিল সুরপতি ।
 তে কারণে গোপকুলে এতেক গুণতি ॥
 গোবুল আকুল দেখি প্রভু দয়াময় ।
 কেমন যুগতি কৃষ্ণ ভাবিল হৃদয় ॥
 গোবুল রাখিব ইহা কত বড় কাজ ।
 হেন বুদ্ধি করি দর্প ছাড়ে দেবরাজ ॥
 দৈব বলিতে সত্তে আমাতে ঘটনা ।
 আমি বিনে দৈবর বলায় কোন জনা ॥
 অলপ সম্পত্ত্য পেয়া অন্ন অধিকার ।
 আপনে দৈবর হেন করে অহঙ্কার ॥
 নষ্ট বুদ্ধি যে হয় দাম্পত্য অভিমানে ।
 তার দর্প ভঙ্গ আমি করিব আপনে ॥
 এই সে কারণে আমি কৈলু অবতার ॥
 অবস্ত করিব ছুটে সম্পদ সংহার ॥
 এতেক ভাবিয়া কৃষ্ণ কোন বুদ্ধি করে ।
 টান দিয়া গোবর্দ্ধন পর্বত উফাড়ে ॥
 বায় হস্তে গোবর্দ্ধন ধরি নিল তুলি ।
 ভয় নাহি বলিয়া আশ্বাসে বনমালী ॥
 আগিয়া প্রবেশ কর পর্বতের তলে ।
 দেখি ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া কি করে গোবুলে ॥
 পর্বত পাড়ব হেন ভয় জানি কর ।
 যার যত আছে লঞা প্রবেশ ভিতর ॥
 ধন জন গোধন যাহার যেই হয় ।
 তাহা লঞা প্রবেশহ না কর সংশয় ॥
 কৃষ্ণের অভয়বাণী শুনি গোপগণে ।
 তুরিতে প্রবেশ করি রহে যথাস্থানে ॥
 এত বড় সঙ্কট তরিয়া ভাগ্যবশে ।
 ধন জন গোধন সহিতে স্রবে বেলে ॥
 উর্দ্ধমুখে কৃষ্ণমুখ চাহে গোপগণে ।
 না ভোক না শোষ তারা বহে সেই মনে ॥
 সপ্তদিন এক হস্তে পর্বত ধরিলা ।
 এক পদ হৈতে আর পদ না তুলিলা ॥

যার একরূপে ধরে অশেষ জগতী ।
সে প্রভু পর্কত ধরে এ কোন্ শক্তি ॥
সপ্তদিন মেঘ বরিষয়ে নিরন্তর ।
ঐরাবত গজে চটি চাহে পুন্দর ॥
কিছুই সত্ত্ব নৈল গোকুল উপরে ।
লক্ষ্য পেয়া ইন্দ্র মেঘ আপনে নিবारे ॥
ভগদর্প হৈল মেঘ ইন্দ্র অপমানে ।
পালটিয়া মেঘ লয়া চলে নিজস্থানে ॥
দেখিয়া গোপাল বলে স্তন গোপগণে ।
ধন খেদু লয়া সতে চল নিজ স্থানে ॥
চৌদিকে বিমল সূর্য উদিত গগনে ।
সুখে চল চল সতে গোকুল ভবনে ॥
এ বোল শুনিয়া গোপ হরষিত মনে ।
ধন খেদু লয়া গোপ চলে সেই ক্ষণে ।
শকটে তুলিয়া নিল সকল সত্তার ।
আনন্দে গোকুলে চলে যতেক গোয়াল ॥
অমিতবিক্রম প্রভু ধরে শিশু লীলা ।
পূর্য স্থানে পর্কত স্থাপিল নন্দবালা ॥

এ তিন ভুবনে হৈল জয় জয় নাদ ।
গোপগোপী মেলি সতে কৈল আশীর্বাদ ॥
যশোদা রোহিণী নন্দ দিল আলিঙ্গন ।
শিরে হস্ত দিয়া কৈল শ্রীমুখ চূষন ॥
দ্বিজগণে বেদ পড়ে শিরে দিয়া হাথ ।
ধাত্র দুর্বা দিয়া মাথে কৈল আশীর্বাদ ॥
আকাশে বাজিল শঙ্খ দুন্দুভি বাজন ।
স্বরগণে করে স্তুতি পুষ্প বরিষণ ॥
বিজ্ঞাধরী গায় গীত অপরূপ নাচন ।
সিদ্ধ সাধ্য মুনিগণে কবয়ে স্তবন ॥
গোপগোপী মেলিয়া চৌদিকে গুণ গায় ।
গোকুল প্রবেশ কৈলা প্রভু যত্নায় ॥
লীলায় র্কত প্রভু ধরিল কোতুকে ।
গোবর্দ্ধনধর নাম হৈল সর্বলোকে ॥
পঞ্চবিংশে কহি এই গোপালচরিত ।
আর কথা স্তন রাণী হয়্যা সাবহিত ॥
গোবর্দ্ধন-ধারণ চরিত পুণ্য কথা ।
ভাগবত-আচাৰ্য্যের মধুরস-গাথা ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংসাতঃ
সংহিতায়াং বৈষ্ণবসিক্যাং দশমস্কন্ধে
পঞ্চবিংশোধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

ষড়্‌বিংশ অধ্যায় ।

সায় রাগ ।

এইরূপে অদভূত কৈল কত কৰ্ম ।
তা দেখিয়া গোপকুলে লাগিল সত্ত্বয় ॥
গোপগণ মেলি গেলা নন্দ ঘোষ স্থানে ।
কহিতে লাগিলা কথা নন্দ বিজ্ঞমানে ॥
স্তন স্তন ব্রজপতি নন্দ ঘোষ রায় ।
তোমার পুত্রের রীত বুঝনে না যায় ॥
সপ্ত বৎসরের শিশু কিবা শক্তি তারে ।
সত্ত্বদিন গোবর্দ্ধন এক হস্তে ধরে ॥
শিশু হয়্যা পর্কত লীলায়ে হস্তে তোলে ।
যেন মদমত্ত গজ কমলের ফুলে ॥
মহা বলবতী নারী পূতনা রাক্ষসী ।
স্তন পিতে তার ঔণ হরিল গরাসি ॥
তিন মাসের শিশু আছিল যখনে ।
শকটের তলে থুয়া করাল্যা শরনে ॥

স্তন খাইবার তরে ঘুড়িল ক্রন্দন ।
উভ করি তুলি ধরে দুখানি চরণ ॥
ঠেলায়ে শকট ভাঙ্গি হৈল সাত খান ।
শিশু হেন কৰ্ম করে কর অসুমান ॥
এক বৎসরের শিশু আছিল যখনে ।
চক্রবাত নামে দৈত্য তুলিল গগনে ॥
গলা চাপি ধরি মারে তথাই অগ্রে ।
শিলাতে পড়িয়া দৈত্য হৈল শঙ্খচূরে ॥
ঘরে পশি ক্ষীৰ - নী চুরি করি খায় ।
উদুখলে বান্ধি তারে যশোদা রহায় ॥
ওখলি টানিঞা গেল বৃক্ষের নিয়ড়ে ।
যমল অর্জুনে হেন দুই বৃক্ষ পাড়ে ॥
অঘ বক দুই দৈত্য পর্কত আকায় ।
তাহাকে মারিয়া রাখে শিশু চমৎকার ॥

বৎসরূপী আর এক দৈত্য গোটা মারে ।
 কালীনাগ মারিল নদীর বিষ নীরে ॥
 উড়ি যাইতে পাখী যার মরে বিষজালে ।
 হেন নাগ দমিল বিষম নদীজলে ॥
 কালীনাগ দমিয়া সবংশে কৈল মূর ।
 সেই যমুনার জল হৈল স্রমধুর ॥
 আর এক মহাদৈত্য আইল ঘোরতর ।
 বলতক্রে লয়া গেল আকাশ উপর ॥
 তথায় মারিল দৈত্যে মুষ্টিয় গ্রাহারে ।
 শিশু হয়। হেন অদভুত কৰ্ম্ম করে ॥
 বৎস শিশু রাখে বনে পিয়া হতাশন ।
 এ দুই শিশুর মহাপুরুষ লক্ষণ ॥
 এ বড় অদ্ভুত নরকুলেতে জনম ।
 কহ কহ নন্দবোষ না বুঝি কারণ ॥
 সর্বলোকে অমুরাগ বাড়ে অমুরাগে ॥
 এ দুই বালক বৈ আম নাহি জানে ॥
 বুঝিতে না পারি নন্দ এ কোন শক্তি ।
 মনে শঙ্কা লাগে নন্দ কহিবে বৃগতি ॥
 গোপগণের বচন শুনিঞা নন্দ বোষ ।
 কহিতে লাগিল পোয়া হৃদয়ে সন্তোষ ॥
 গর্গ মুনি যে কহিল স্তন গোপগণ ।
 মনে আনি শঙ্কা কর শুনিয়া বচন ॥
 সত্যযুগে ধরে পুত্র স্কন্ধ কলেবর ।

ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ ধরে মনোহর ॥
 কলিযুগে গীতবর্ণ হবে কলেবরে ।
 কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে এখনে দ্বাপরে ॥
 বসুদেব নামে ছিল এক মহাজন ।
 একবার তার ঘরে লয়াছে জনম ॥
 তে কারণে বাসুদেব নাম লোকে করে ।
 গুণ কৰ্ম্ম অমুরূপে নানা নাম ধরে ॥
 গোপকুলে আনন্দ রাঢ়াইব নিয়মল ।
 সর্বলোক সুখী হৈব তরাব সকল ॥
 অরাজক হয়।ছিল অগৎ যখনে ।
 দুই লোক পীড়া দিল সব সাধুজনে ॥
 এই কৃষ্ণ সাধুলোকে বাঢ়ালা শক্তি ।
 দুই লোক খণ্ডিয়া শাসিলা বসুমতী ॥
 এই কৃষ্ণে প্রেম যার হৈব ভাগ্যবশে ।
 খণ্ডিব সংসারধন ছরিত বিশেষে ॥
 এই কৃষ্ণে জানিহ সাধু সংসারগণে ।
 গর্গমুনি বলিলেন এ সব বচনে ॥
 কহিলু তোমায়ে গোপ শঙ্কা আনি কর ।
 গর্গমুনি যে কহিল সত্য করি ধর ॥
 নন্দের বচন শুনি সন্তোষ হৃদয় ।
 আনন্দিত হৈল লোক খণ্ডিল সংশয় ॥
 ভাগবত আচার্য্যের মধুরস-ভাষা ।
 কৃষ্ণগুণ স্তন লোক কৃষ্ণে ধর আশা ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং
 সংহিতায়াম্ বৈষ্ণবসিক্যাম্ দশমস্কন্ধে
 ষড়্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬

সপ্তবিংশ অধ্যায় ।

ঐরাগ ।

শুক মুনি বলে রাজা স্তন সাবধানে ।
 গোবর্দ্ধন গিরি যদি ধরিল নারায়ণে ॥
 ভয়দশ হয়। ইন্দ্র আইল তৎক্ষণে ।
 সুরভি আইলা আর সুর মুনিগণে ॥
 দণ্ডবৎ হয়। ইন্দ্র পড়ে ভূমিতলে ।
 কিরীট পরশ করে চরণযুগলে ॥
 নমিত কঙ্কর শিরে বুড়ি দুই কর !
 গদগদ হয়। ভক্তি করে পুরন্দর ॥

শুকসম্ব কলেবর ভূমি শান্ত রূপ ।
 রক্ত ভ্রমোগুণ হীন পরম স্বরূপ ॥
 গুণ অমুরূপে করে সর্ব মানসময় ।
 তার সহে তোমার সখ্যক নাহি হয় ॥
 লোভ ক্রোধ আদি যত দেহ অমুরূপে ।
 অজান জনার হয় তাহার সখ্যক ॥
 গুণময় দেহে নাহি তোমার সংযোগ ।
 কেমনে বলিব আছে ক্রোধ মোহ লোভ ॥

তমু দণ্ড কর তুমি স্মজন পণ্ডিত ।
 দুষ্ট নিবারিতে হয় এই সমুচিত ।
 দুষ্ট নিবারিয়া ধর্ম করহ পালন ।
 অবতার কর তুমি এই সে কারণ ।
 তুমি পিতা হিতকারী জগৎ দৈবর ।
 তে-কারণে দণ্ড করি বৃদ্ধাহ সকল ।
 জগতের হিত-হেতু দণ্ড সমুচিত ।
 জানিঞা সে কর তুমি জানে সুপণ্ডিত ॥
 জগদীশ হেন যার হয় অভিমান ।
 তার সমুচিত দণ্ড কর অপমান ॥
 আমা হেন বুদ্ধিহীন থাকে যে যে জন ।
 করএ তাহার দণ্ড কুমতিখণ্ডনা ॥
 খলেয়ে নিগ্রহ তুমি কর এই মতে ।
 তবে দর্প ছাড়ি রহে নিজ ধর্মপথে ॥
 সুরপতি হেন যোর হৈল অহঙ্কার ।
 সম্পদতিমিরে হৈল দুর্মতি সঞ্চার ॥
 তে কারণে তোমা প্রভু পাসরিলু হেলে ।
 আর হেন মতি যেন নহে কোন কালে ॥
 না জানিঞা কৈলু দোষ কম একবার ।
 কৃপা কর হেন বুদ্ধি নহে যেন আর ॥
 দুষ্ট মারি হরিব পৃথিবী শুদ্ধ ভার ।
 এই সে কারণে প্রভু জনম তোমার ॥
 প্রণত জনের তুমি করিবে পালন ।
 অর্ধ ঋণীরা ধর্ম করিবে স্থাপন ॥
 বৃক্ষ বাসুদেব নারায়ণ ভগবান ।
 সর্বময় সর্ববীজ সর্বকৃত প্রাণ ॥
 শুদ্ধ জ্ঞান শুদ্ধমুক্তি শুদ্ধ কলেবর ।
 এত বলি প্রণাম করয়ে পুরন্দর ॥
 কোপে আমি কৈলু এত ধারা বরিষণ ।
 গোহুল করিব নাশ হেন মতিছন্ন ॥
 সেই মোর অমুগ্রহ হৈল হেন ব্যাধি ।
 ভয়দর্প হন্যা এবে প্রভু তোমা ভজি ।
 পিতা মাতা হিতকারী জগৎদৈবর ।
 জানিঞা শরণ এবে নিল পুরন্দর ॥
 এত স্তুতি কৈল যদি ইন্দ্র সুরপতি ।
 তবে কৃষ্ণ বলে মেঘ গভীর ভারতী ॥
 তন ইন্দ্র আমি তোমার যজ্ঞ ভঙ্গ কৈল ।
 আমার প্রসাদে সেই অমুগ্রহ হৈল ॥
 ইন্দ্রপদ পেয়া তুমি মন্ত হন্যাছিলে ।

দর্প ভগ্ন হৈলে তুমি আমাকে ঙানিলে ॥
 সম্পদতিমিরে তুমি না চিন আমারে ।
 দণ্ড করি আমি তবে করিএ উদ্ধারে ॥
 যারে অমুগ্রহ আমি করিব নিশ্চয় ।
 সম্পদ খণ্ডিলে তার সম্ব বুদ্ধি হয় ॥
 চল ইন্দ্র থাক লঞা নিজ অধিকার ।
 আর কোন কালে জানি কর অহঙ্কার ॥
 সুরভি আসিয়া তবে করে দণ্ড স্তুতি ।
 পুষ্প বরিষণ করে বহুশ্রুত স্তুতি ॥
 বৃক্ষ কৃষ্ণ মহাযোগী জগৎজীবন ।
 তুমি পতি আমি-সব নিজ পরিচয়ন ॥
 তুমি ইন্দ্র তুমি প্রভু পরম দেবতা ।
 তুমি বন্ধু তুমি গুরু তুমি মাতা পিতা ॥
 কহিলা যে একা তুমি কর অবতার ।
 ইন্দ্রপদে অভিষেক করিব তোমার ॥
 ব্রহ্মার আদেশ পেয়া আইল মুনিগণ ।
 আজ্ঞা দেহ অভিষেক করিব এখন ॥
 এতেক বলিয়া তবে গোলোক জননৌ ।
 নিজ ক্ষারে অভিষেক করে চক্রপাণি ॥
 আকাশগন্ধার জল আনি পুরন্দর ।
 গজশৃঙে অভিষেক করে নিরন্তর ॥
 সুর-ঋষিগণ নানা তীর্থ জল আনি ।
 অভিষেক উৎসব করয়ে চক্রপাণি ॥
 দেবমাতৃগণ আসি অভিষেক করে ।
 আনন্দ মন্ডলে তবে তিন লোক পূরে ॥
 সুর মুনি করাইল অভিষেক স্নান ।
 সর্ব লোক ধরিল গোবিন্দ হেন নাম ॥
 তুযুৎস নারদ প্রসন্ন সিদ্ধ বিদ্যাধর ।
 গন্ধর্ব চারণ মুনি বিবিধ কিন্দর ॥
 নাচন বাজন গীত পুষ্প বরিষণ ।
 বিবিধ মঙ্গল স্তুতি করে সর্বজন ॥
 আনন্দিত সর্বলোক হৈল ত্রিভুবনে ।
 ক্ষীর রসে পূর্ণ হৈল সব খেদুগণে ॥
 নদীগণ বহে নানা রসময় জলে ।
 বৃক্ষগণে মধুধারা স্রবে নিরন্তরে ॥
 নানা শস্ত্রে পূর্ণ হৈল ধরণীমণ্ডল ।
 উজ্জল বিবিধ মণি পরিত শিখর ॥
 দুষ্ট লোকে দুষ্ট বুদ্ধি ছাড়িল তখনে ।
 দুষ্টপুষ্ট সুখীভোগী হৈল সর্বজনে ॥

কৃষ্ণ অভিষেক যত হৈল মহোদয় ।
কহিতে না পারি রাজা শুন মহাশয় ॥
করিয়া গোবিন্দ অভিষেক সুরপতি ।

আজ্ঞা পেয়া চলি গেলা সবল সংহতি ॥
ভাগবত-আচার্য্য-রচিত রসময় ।
তুলিলে সকল খণ্ডে দ্রুতি সক্ষম ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংসাতঃ
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
সপ্তবিংশোধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশ অধ্যায় ।

সিদ্ধুড়া রাগ ।

শুক মুনি বলে শুন রাজা পরীক্ষিত ।
আর অদ্যুত কহি কৃষ্ণের চরিত ॥
নন্দঘোষ মহাবৃদ্ধি একাদশী দিনে ।
নিরাহার উপবাস কৈলা শুদ্ধমনে ॥
অল্পক্ষণ ছাদশী পারণা দিবসে ।
তে-কারণে নন্দ ঘোষ উঠি রাত্রিশেষে ॥
শ্রান করিবারে গেলা যমুনার জলে ।
অম্বরে হরিয়া নন্দ নিল হেনকালে ॥
আম্রুরী বেলায় নন্দ করে নিত্যকর্ম ।
অম্বরে হরিয়া নিল দেখিয়া বিধর্ম ॥
বর্ষের অম্বরে ধর্মশাস্ত্র নাহি জানে ।
অল্পক্ষণ ছাদশী পারণা তে-কারণে ॥
নন্দঘোষ শ্রান করে রাত্রি অবসানে ।
নিত্যকর্ম করে হেন অম্বরে না জানে ॥
বর্ষণ নিকটে নন্দে লইল হরিয়া ।
ব্যাকুল হইলা গোপ নন্দে না দেখিয়া ॥
কান্দিয়া গোয়ালাগণ বৃক্ষকে জানায় ।
অম্বরে হরিয়া নন্দে নিল যত্নরায় ॥
অম্বরে হরিল পিতা শুনি নারায়ণে ।
বর্ষণের পুরী হরি গেলা সেই ক্ষণে ॥
সাগরের জল মধ্যে বর্ষণের পুরী ।
জীবির নিমিষে তথা গেলেন এ হরি ॥
শুনিয়া বর্ষণরাজ আইলা যত্নরায় ।
চরণকমলে পড়ে ছয়া দণ্ডবৎ ॥
দিব্য রত্ন মণি দিয়া পুঞ্জিল চরণ ।
ত্রৈলোক্যের তুল্য মূল্য দিল বহু ধন ॥
বিবিধ উৎসব কৈল বিবিধ মঞ্চলে ।
আনন্দে বর্ষণ-রাজা বিনয়ে কি বলে ॥

সকল শরীর মোর জীবন সকলে ।
সর্ব মনোরথ সিদ্ধি হৈল এককালে ॥
যার পদযুগ ভজি গর্তবাস তরি ।
দেখিলাম হেন প্রভু সাক্ষাতে মুরারি ॥
তোমার চরণে মোর বহু নমস্কার ।
যার নাথে তরে লোক এ ঘোর সংসার ॥
আমার কিঙ্কর মুখ নাহি কর্ম বোধে ।
আনিল আমার পিতা ক্ষম অপরাধে ॥
হের নন্দঘোষ পিতা লেহ বিস্ময়নে ।
অপরাধ ক্ষম প্রভু জানালা চরণে ॥
এইরূপ গাথিল বর্ষণ লোকপাল ।
পিতা লৈয়া গোপকুলে আইল তৎকাল ॥ (১)
দেখিয়া আনন্দ হৈল গোবিন্দ নগরে ।
পরম বিস্মিত নন্দ বলেন সভারে ॥
বর্ষণের দেখিলু সম্পদ মহোদয় ।
ত্রিভুবনে কে আছে তাহার বড় হয় ॥
দিব্য রত্ন রচিত বিচিত্র পুরীখান ।
যাথে প্রবেশিল খণ্ডে মায়ায় গৈয়ান ॥ (২)
আর যত দেখিলু রতন মহাধন ।
সে সব আমার মুখে না যায় কহন ॥
দিব্য মণি রত্ন দিয়া পুঞ্জিল গোপাল ।
কত কত স্তুতি ভক্তি কৈল নমস্কার ॥

(১) পাঠান্তর,—

“বর্ষণের স্থানে হৈতে নন্দে লইয়া ।
গোবিন্দ নগরে কৃষ্ণ উত্তরিল গিয়া ॥”

(২) পাঠান্তর,—

“মণিরত্নে খচিত বিচিত্র পুরীখান ।
দরশন মায়ে হয় বৈকুণ্ঠ গৈয়ান ॥”

কহিতে না পারি আমি শুন গোপগণ ।
যোর কৃষ্ণ ভানিলু সাক্ষাৎ নারায়ণ ॥
এ বোল শুনিঞা গোপ হরষিত মনে ।
জগদাশ হেন কৃষ্ণে জানিল গেয়ানে ॥
হেলায় তরিব ঘোর সংসার-সাগর ।
নিস্তার কারণ এই টৈলোকা-ঈশ্বর ॥
গোপগণে যদি কিছু হৈল তত্ত্বজ্ঞান ।
তা দেখিয়া কুপা কৈলা পুরুষ পুরাণ ॥
নানা গর্ভবাসে লোক ভ্রমে কর্ষপথে ।
কখনে কি গতি হয় না বুঝে সাক্ষাতে ॥
নিজ নিজ গোপগণ সুহৃদ আমার ।
মহৎগতি দিব আমি করিয়া উদ্ধার ॥

এবোল বলিয়া প্রভু যোগযোগেশ্বর ।
ব্রহ্মহৃদে নিল সব গোকুল নগর ॥
নিত্য ব্রহ্ম সনাতন সত্ত্ব জ্যোতির্ময় ।
ব্রহ্মা আদি যে গী যাহা ধ্যানযোগে লয় ॥
হেন ব্রহ্মহৃদে নিল সব গোপপুরী ।
আনন্দ পুরাণ্য প্রভু গোকুলনগরী ॥
পুনঃ ব্রহ্মহৃদে হৈতে আনিল তুলিয়া ।
নিঃশব্দে রহিল গোপ বিশ্বয় ভাবিয়া ॥
নন্দ বিনোচন একত্বদ-দর্শন ।
ভাগবত আচার্য্যের সরস বচন ॥
অষ্টাবিংশে কহি এই বৃষ্ণগুণ সার ।
সাবধানে শুন রাজা যে কহিব আর ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং

সংহিতায়াং বৈখানসিকাং দশমস্কন্ধে

অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

উনত্রিংশ অধ্যায় ।

বিনোদবালকৈঃ সাক্ষিমুখিতমুখো হরিঃ

ক্রীড়াক্রমে ব্রহ্মজ্যোতিস্তম্বনোরথলিঙ্গয়ে ॥

কামদর্পবিদ্যাতার্ব্যং পূর্ণকামঃ স্বহৃৎপ্রভুঃ ।

লোকানুকরণেনৈব ভগবান্ভক্তমাশ্রিতঃ ॥

বরাড়ী

গোপিকার সঙ্কে কৃষ্ণ করিব রমণ ।
মনে হেন কৈলা যদি প্রভু নারায়ণ ॥
শরৎ-যামিনী চাক্র চৌদিকে বিমল ।
প্রকুল মালতী জাতি () যুথিকা সুললিত ॥
বহু গুণ বহু সুখ হৈল বুঝাবনে ।
অখণ্ড পুনিয়া শশী উদিত গগনে ॥
চিরদিন যেন নারী পতিদরশনে ।
সর্ব্ব দুঃখ শোক হরে আনন্দিত মনে ॥
কমল-বদন তুল্য পূর্ণ শশধর ।
তা দেখিয়া আনন্দিত তবে গদাধর ॥
বলমলিবুদ্ধাবন চক্রেয় কিরণে ।
বনে রবি গোপীনাথ দিলা বংশীসানে ॥
যোগমায়া প্রকাশিলা মুগ্ধীর ধনি ।
ভূলাইল সত্যর মন দেব শিরোমণি ॥
শুনিয়া বাঁশীর শব্দ ব্যাকুলিত-চিতা ।
মুরছি পড়ল গোপী মদন উদিতা ॥

গোবি ৮ হরল চিত্ত নাহি অবধানে ।
চৌদিকে বেটিয়া গোপী চলে বুদ্ধাবনে ॥
এক পথে চলে কেহ কাহে নাহি ঠানে ।
চকল কুণ্ডলযুগ তুরিত গমনে ॥
দোহনে আছিল গোপী তেজিল দোহনে ।
দধি মছে ব্রজনারী তেজে সেইকণে ॥
গোরস উথলি পড়ে তেজে সেই মনে ।
গুরুজন তেজিল ওদন পরিবশে ॥
কেহ কেহ অন্ন দিয়া দিছিল ব্যঞ্জন ।
না দিল ব্যঞ্জন সে তেজিল পরিষণ ॥
শুন পিষাতেই শিশু ভূমিতে কোঁলিয়া ।
ভো ন করিতে অন্ন চলিল তেজিয়া ॥
পতি সেবা করিতে আছিল ব্রজনারী ।
আকুলে চলিল গোপী পতিসেবা ছাড়ি ॥
কেহ করিতে আছিল কেশ সংস্কারণ ।
কেহ করিতে আছিল অঙ্গবিন্ধ্যষণ ॥

বংশীধ্বনি শুনি গোপী সকল ভেজিল ।
 বৃন্দাবন অভিমুখে তুরিতে চলিল ॥
 নৈত্রের অঙ্কন নিজ চরণে লেপিয়া ।
 পায়ের আলতা নেল যুগলে অপিয়া ।
 এক আঁখি অঙ্কন কুণ্ডল এক কাণে ।
 পরিষে চলিল গোপী এনি বেগমানে ॥
 পরণে কুণ্ডল হার নুপুর রসনা ।
 শিরে পরে ব্রজনারী পাগরে আপনা ॥
 উদ্ধ বস্ত্র অধে পরে উদ্ধে অধোবাস ।
 কে বা কি করিব মনে না হয় প্রকাশ ॥
 মৃগধি গোপীর মনে কিছুই না ভায় ;
 কৃষ্ণ অভিমুখে সব গোপী চলি যায় ॥
 কৃষ্ণপ্রেম এই সে সহজ রীতি রসে ।
 ধর্ম অর্থ কাম তিন ছাড়য়ে বিশেষে ॥
 কুলধর্ম নিজ স্মৃতি আর ধন জনে ।
 প্রেম সে এসব ছাড়িল গোপীগণে ॥
 পতি পিতা বন্ধুগণে ধরিয়া রহায় ।
 রাখিতে না পারে গোপী শীঘ্র চলি যায় ॥
 কটিবন্ধে কপাট বান্ধিল বন্ধুগণে ।
 নিজঘরে কথো গোপী রাখিল যতনে ॥
 তারা সব ধ্যানে কৃষ্ণ ভাবিল হৃদয়ে ।
 মুক্তিপদ পাইল দহ ছুটি গুণময় ॥
 আর ভাবে কৈল গোপী গোবিন্দ ধ্যানে ।
 তব মুক্তিপদ পাইল বিন তত্ত্বজ্ঞানে ॥
 বস্তুর শক্তি বুদ্ধি অপেক্ষা না করে ।
 অজ্ঞানে অমৃত খেয়্যা কে নহে অমরে ॥
 যদি বা বলিবে কর্মবন্ধ নাহি যায় ।
 মুক্তি লভিল গোপী কেমন উপায় ॥
 কহিব অদ্ভুত কথা (১) শুন সাবহিত ।
 গোপীগণের কর্মভোগ খণ্ডিল যেমতে ॥
 প্রলয় আনিল তুল্য বিরহসম্বাপে ।
 দুঃখ ভোগ টুটিল জনম-কোটি পাপে ॥
 ধ্যানযোগে পাইল গোপী গোবিন্দ সংযোগ ।
 সেই স্মৃতি হেল সর্ব পুণ্য কর্মভোগ ॥
 পাপ পুণ্য কর্মবন্ধ টুটে সেইকালে ।
 হেন মতে মুক্তি লভিল গোপীগণে ॥
 প্রবোধ না পাইল রাজা পণ্ডিত সূক্ত নে ।
 মুনিকে পুছিল কিছু বিনয় বিধান (২)
 শুন শুক মুন যদি করিয়ে বিচার ।
 পতি পুত্র ঋক ছাড়ি বস্ত্র নহে আর ॥

ব্রহ্মভাবে পতি পুত্র কেহ নাহি সেবে ।
 এই সে কারণে কেহ মুক্তি না লভে ॥
 ব্রহ্মভাবে গোপী না ভজিল গদাধর ।
 কি প্রকারে মুক্তি পাইল কহত উত্তর ॥
 আর ভাবে কেবল ভেটিল (১) ব্রজনারী ।
 কেমনে মুক্তি পাইল কর্মবন্ধ ছাড়ি ॥
 তবে শুক মুন দিল রাজারে উত্তর ।
 না কর সংশয় কথা শুন সুপবর ॥
 সর্বলোকে ব্রহ্ম বৈসে কেবল গোপতে ।
 এই কৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম জানিহ সাক্ষাতে ॥
 গোপাল ভজনে জ্ঞান অপেক্ষা না ধরে ।
 যেন তেন মতে ভজি কর্মবন্ধ ছাড়ে ।
 পূর্ববে কহিলুঁ রাণী তাহা বিশ্বাসিলে ।
 অসিতাবে মুক্তি পদ পাইল শিশুপালে ॥
 গোপনারী সাক্ষাৎ কৃষ্ণের প্রিয়তমা ।
 তাহাতে করিছ রাজা বিশ্বাস ঘটনা ॥
 কঙ্কণাসাগর দীনবন্ধু হিতকারী ।
 স লোক উদ্ধারিলা ব্যক্ত রূপ ধরি ॥
 নিলেপ নিগুণ ক্ষয়-প্রমাণ-রহিত ।
 লোক-প্রতিকার-হেতু সাক্ষাতে বিদিত ॥
 কাম ক্রোধ ভয় প্রেম সধক ভক্তি ।
 এ সব ভাবনা কেলে কৃষ্ণর গতি ॥
 মহাবোগযোগেশ্বর প্রভু দয়াময় ।
 কোন বুদ্ধি রাজা তোমার করিছ বিশ্বাস ॥
 তরু লতা তৃণ শুল্ক পাইল নিত্যর ।
 গোপীর কারণে কেনে বিশ্বাস তোমার ॥
 তবে রাগকৈল রাজা কহিব এখনে ।
 দৃঢ়মতি হয়্যা রাজা শুন সাবধানে ॥
 চৌদিকে বেচিয়া গোপী নিকটে দাঁড়ায় ।
 হাসিয়া কি বলে বাণী প্রভু যদুসায় ॥
 আইস আইস গোপী কহ কুশল কল্যাণ ।
 কি করিব আমি তোমার কহ বিজ্ঞান ॥
 গোপকুলে কি হয় সঙ্কট উতপাতে ।
 তে-কারণে আইলে কি আমার সাক্ষাতে ॥
 আগমন-কাষণ কহিবে ব্রজনারী ।
 বনেতে প্রবেশ কৈলে কি ভয়সা করি ॥
 ভয়-নিশি এয়াতি বিপিন যোরতর ।
 এই বনে নানা ভক্ত বৈসে নিরন্তর ॥
 কোন আশে আইলে গোপী কৈলে এত কাজ ।
 জনম অবধি থুইলে গুরুকুলে লাজ ॥

পতি পুত্র বন্ধুগণ তোমা না দেখিয়া ।
 অবেশণ করি বুলে ব্যাকুল হইয়া ॥
 কুলবতী নারী হৈয়া বর হেন কাজ ।
 দুই কুল ভরি গোপী থুইলে বড় লাজ ॥
 যদি বল দেখিতে আইলাও বৃন্দাবন ।
 চাহিয়া নেহার গোপী কুসুমকানন ॥
 শরৎ-যামিনী চন্দ্র ঝলমল জ্যোতি ।
 যমুনা-লহরী বাত বহে মন্দগতি ॥
 মধুর সৌরভ বহু বিহগ-সুনা ।
 এ বনে উপজে গোপী কাম উনমাদ ॥
 যাবত হৃদয়ে নাহি মনমথ উঠে ।
 তাবত প্ৰমাদ নাহি চলি যাহ ঝাটে ॥
 বিলম্ব না কর গোপী নিজ ঘরে চল ।
 নারীকুলে এই ধর্ম পতিসেবা কর ॥
 শুভ্রপ ছাওয়াগ বৎস রহিল বন্ধনে ।
 ছাওয়ালাকে দেহ ত্বন কর গোদোহনে ॥
 যদিবা বলিবে আইলু তোমাদ-দরশনে ।
 দেখিলে আমারে যাহ গোবুল ভুবনে ॥
 এ পুন সহজ হয় সর্বলোক রীতি ।
 আশা দেখিবারে লোক বাঢ়ায় পীরিতি ॥
 আমারে দেখিলে গোপী এ বড় সুন্দর ।
 সুখে যাহ সুন্দরি চলিয়া নিজ ঘর ॥
 নারীকুলে মুখ্য ধর্ম পতি সুসেবন ।
 পতিবন্ধু পালন পোষণ পরিজন ॥
 রোগগুস্ত দরিদ্র দুগত জড়মতি ।
 তবু পতি না জাড়িব নারী কুলবতী ॥
 তেজিতে পাতকী পতি সবে অধিকার ।
 পতিসেবা ছাড়ি নারীকুলে নাহি আর ॥
 নিজপতি ছাড়ি অত্রে যে করে সেবন ।
 কুলে অপযশ তার নরকে গমন ॥
 প্রবেশ নিগম কালে হয় দুঃখ ভয় ।
 নরক ছাড়িয়া তার স্বর্গে বাস হয় ॥
 যদি বা বলিবে ভক্তি করিব তোমাতে ।
 নিকটে থাকিলে ভক্তি নহিব সাক্ষাতে ॥
 শ্রবণ কীর্তন ধ্যান করিহ সদায় ।
 অচলা ভকতি হৈব এই সে উপায় ॥
 সন্তোষ করিয়া চিত্তে চলি যাহ ঘর ।
 ঘরে থাকি ভকতি করিহ নিরন্তর ॥
 কৃষ্ণের নিষ্ঠুর বাণী শুনি ব্রজরামা ।
 বিবাদে মোহিতা গোপী হৈল হতকামা ॥
 ত্যাগভয়ে শোক ঝাসে শুধাইল অধর ।
 হেটমাথে পদনখে লেখে ক্রিতিতল ॥

নয়নে গলয়ে জল তহু বেয়া পড়ে ।
 কাজল মলিন কুচবুক্ষ্ম পাখালে ॥
 নিশবদে রয়ে গোপী পেয়া দুঃখভার ।
 এক পদ হৈতে পদ না তুলিল আর ॥
 বহুক্ষণ ব্রজনারী রয়ে সেই মনে ।
 বিমরিব হয়্যা দিল চিত্ত সমাধানে ॥
 রে'দন তেজিয়া জল পুঁছিল নয়নে ।
 কোপে গদগদ বাণী বলে গোপীগণে ॥
 কে বলে দয়াল কৃষ্ণ ভকতবৎসল ।
 কে বলে জীবননাথ করুণাসাগর ॥
 সর্বকাম তেজে গোপী বাহার কারণে ।
 সে হেন নিষ্ঠুর বাণী বলিল কেমনে ।
 শুন শুন প্রাণনাথ প্রভু যদুয়ায় ॥
 হেন কি নিষ্ঠুর বাণী বলিতে জুয়ায় ।
 এই ঠাকুরাণী কৃষ্ণ তোমার বুঝল ॥
 ব্রজনারী সর্বধর্ম তেজিয়া ভজিল ॥
 পদযুগ সেবা সতে এই আশা ধরে ।
 তাহাকে তেজিব তুমি কেমন প্রকারে ॥
 না ছাড়ি না ছাড়ি কান্ন ধরিলু চরণে ।
 পদযুগসেবা সবে মাগে গোপীগণে ॥
 ধর্মশাস্ত্র জান তুমি উত্তম পণ্ডিত ।
 নানার্থ বেদশাস্ত্র তোমাতে বিদিত ॥
 তে কারণে কৈলে নারীধর্ম উপদেশ ।
 পতিবন্ধু স্ত্রুত সেবা কহিলে বিশেষ ॥
 ওই পরম ধর্ম সত্য নারীকুলে ।
 সব সমর্পিলু তোমার চরণ কমলে ॥
 তুমি সে পরম পতি বন্ধু হিতকারী ।
 সর্বধর্ম তোমাতে স্থাপিল ব্রজনারী ॥
 পতি স্ত্রুত বন্ধু সেবা করি জনে জনে ।
 সে সকল ধর্ম তোমার কমল চরণে ॥
 অজবুজি নারী আমি না বুঝি বিচার ।
 হেন যদি বল তত্ত্ব কহিব তাহার ॥
 বড় বড় উত্তম যতক মহাভনে ।
 সর্বধর্ম তেজি ভজে তোমারি চরণে ॥
 আমি সব দেখিগু ওই সে সুপ্রমাণ ।
 তে কারণে সর্বধর্ম কৈলু সমাধান ॥
 পতি স্ত্রুত-ভনে কেবল দুঃখ সার ।
 অরতিভঞ্জন আমি চরণ তোমার ॥
 স্নানহ হও প্রভু না ছাড়ি হ আর ।
 গোপীগণ আশা ধরি আছ এ তোমার ॥
 গৃহধর্ম নারীধর্ম কৈলে উপদেশ ।
 কহিব তাহার কথা শুনহ বিশেষ ॥

গৃহধর্ম কেমনে করিব ব্রজনারী ।
 তুমি সে-হরিলে চিত্ত ধরিতে না পারি ॥
 করে কর্ম না করে না বলে দুই পাও ।
 কেমনে বা চলিব ধরিতে নারি গাও ॥
 কোথা বা চলিব কিংবা করিব উপায় ।
 সকল হরিয়া তুমি নিলে যত্নরায় ॥
 মন্দ হাস মন্দ গীত মধুর বচনে ।
 হৃদয়ে জ্বলয়ে কাহ্ন কাম-হতাশনে ॥
 অধর অমিষ্টা-রসে বরহ চেন ।
 মদন অনলে দাহ না রহে জীবন ॥
 হের যদি না দেহ অধর মধু দানে ।
 বিরহ-আনলে গোপী তেজিব পরাণে ॥
 ধ্যান করি পদযুগ চিস্তিব তোমার ।
 এনমে-জনমে প্রভু গতি নাহি আর ॥
 কমলাসেবিত সুরবল্লিত চারণ ।
 বিপিন অ-নে আমি দেখিলু যখন ॥
 গৃহে স্থির হৈতে নারি সে-দিন অবধি ।
 লকটে পড়িলু আমি করিব কি বুদ্ধি ॥
 চরণপঙ্কজরসে কত না মাধুরী ।
 হৃদে রহি লক্ষ্মী বাহা বাঞ্ছে স্ততি করি ॥
 ব্রজা আদি সুর যারে সেবয়ে বতনে ।
 ছেন লক্ষ্মী পদধূলি বাঞ্ছয়ে আপনে ॥
 আমি-সব কেমনে তেজিব তার আশ ।
 না এনি চরণে কত মাধুরী প্রকাশ ॥
 ছরিতভঞ্জন কাহ্ন করহ প্রসাদ ।
 নহে বা তেজিলে পাছে কলিব প্রমাদ ॥
 দাসী হয়্যা থাকিব সেবিয়া পদ তুষা ।
 দাস্ততাব দেহ প্রভু না ছাড়িহ দয়া ॥
 চকল অলকাবৃত শ্রীমুখমণ্ডল ।
 অরুণ-অধর পার্শ্বে কুণ্ডল উজ্জ্বল ॥ (১)
 অমৃত মধুর ভাবা মন্দ মুহ হাস ।
 ভূজদণ্ড যুগল অভয় পরকাশ ॥
 কমলানিধাং বক্ষ দেখিল সুন্দর ।
 তে-কারণে দাসী হয়্যা রহি নিরন্তর ॥
 মধুর বংশীর সান শুনিঞা শ্রবণে ।
 তোমার সুন্দর রূপ দেখিয়া নয়নে ॥
 কোন্ কুলবতী নারী নহিব মোহিতা ।
 ধর্মপথ না ছাড়িব হয়্যা সাবহিতা ॥

(১) পাঠান্তর,—

“কুণ্ডল উজ্জ্বল জ্যোতি—অরুণ অধর ।”

তিন লোকে আছে এত বড় কোন নারী
 নিজধর্ম না ছাড়িয়া আছে ধৈর্য্য ধরি ॥
 তরু যুগ বিহগ এসব পুলকিত ।
 কোন্ তিষ্ঠ নরলোক হয় যে মোহিত ॥
 বেকতে তানিল তুমি পুরুষ পুরাণ ।
 গোপকূলে অবতার দেখি বিস্তমান ॥
 ব্রজজনার আরাতি হারবে নারায়ণ ।
 গোপকূলে জনমিল এই সে কারণ ॥
 আমি সব ব্রজনারী গোপকুলবাসিনী ।
 তবে কেন উদ্ধার না কর যত্ননি ॥
 মদন-দহন তাপে দহে পয়োধর ।
 প্রাণরক্ষা কর ইথে দিগ্না নিজকর ॥
 নহে বা না জীব গোপী মদন-অনলে ।
 পাছে জানি নারী-বধ-পরমাদ ফলে ॥
 ছেন যদি বল গোপী করে অহঙ্কার ।
 তবু দাসী ছাড়ি গোপী কতু নহে আর ॥
 এ-বোল ঘৃণিয়া কৃষ্ণ কুচে দেহ হাথ ।
 তবে আগে জীয়ে গোপী তন প্রাণনাথ ॥
 গোপীগণের স্তনিয়া করুণ কাকুবাণী ।
 হাসিয়া লবঙ্গ ছেলা প্রভু যত্ননি ॥
 মহাযোগযোগেশ্বর নিঃ যোগবলে ।
 সর্ব ব্রজরমণী রহিল এককালে ॥
 আপনোহি সহজে আনন্দ আশ্বারাম ।
 রমিয়া পুরায় কৃষ্ণ গোপীগণকাম ॥
 রমণীসমাঝে কৃষ্ণ শোভে সুশোভিত ।
 মদালস-বিশোচন-উদারচরিত ॥
 তারাগণ মাঝে যেন পূর্ণ শশধর ।
 অস্তিত্বী ব্রজনারী-মাঝে যত্নবর ॥
 জগতপাবন যশ গোপীগণ গায় ।
 মধুর মুরলী কাহ্ন আনন্দে বাজায় ॥
 বৈজয়ন্তী মাল্য দোলে আজাহুলধিত ।
 সুবর্তীসমাঝে কৃষ্ণ দেখিতে শোভিত ॥
 যমুনাগুলিনবন কুসুম-সুগন্ধ ।
 শীতল বালুকাযুত পবন স্রমন্দ ॥
 প্রবেশ করিলা সেই পুলিন কাননে ।
 অপক্লপ রাগরস রচিল পুলিনে ॥
 বিশাল যুগল ভূজদণ্ড আলিঙ্গন ।
 করে ধরি দৃঢ় নীবিবন্ধ-বিনোদন ॥
 বহুবিধ পরিহাস বিবিধ ভাষণ ।
 বদনে চন্দন দান কুচ-পরশন ॥

বিবিধ খেলন মন্দ-মধু সুধাহাস ।
মদনে মদন পীড়া হইল প্রকাশ ।
সর্বকলা-রস নিরোমণি নারায়ণ ।
নানা রসে রসিয়া রসাইল গোপীগণ ।
তবে গোপীগণে এই কৈল অহঙ্কার ।
আমা বই পূণ্যবতী নারী নাহি আর ।
আগাতে অধিক ধন্ত নাহি ত্রিভুবনে ।

আমি সব সাক্ষাতে ভজিল নারায়ণে ।
দেখিয়া গোপাল বলে এত বড় দর্প ।
আমা পেয়া গোপীগণ করে এত গর্ব ।
এখনে ঋগুব আমি গর্ব অভিমান ।
এ বোল বলিয়া কৃষ্ণ হৈল। অস্তর্ধান ।
ভাগবত-আচার্য্য-রচিত রাসকলি ।
অনিলে ছরিত হরে বৃহৎ বিচারি ।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং

২২৬তমোঃ বৈরাগিক্যাং দশমঃ স্কন্ধঃ

একোনিংশোহ্যায়ঃ ২১ ।

ত্রিংশ অধ্যায় ।

কামোদ রাগ ।

শুকমুনি বলে রাজা কর অবধান ।
অস্তর্ধান করি হরি গেলা বিদ্যমান ।
কৃষ্ণ না দেখিয়া গোপী মুকুছিয়া পড়ে ।
মঞ্জিল রমণীগণ এ শোক-সাগরে ।
নিজপতি হারাইলে যেন মৃগীগণ ।
ভরাসে পড়িয়া তারা হয় অচেতন ।
যেনরূপ হৈল হরি বিহার বিলাস ।
যেন গতি যেন জীলা যেন মন্দহাস ।
সেই সেই রচিত করয়ে ব্রজনারী ।
এই অবলম্বনে রহিল চিত্ত ধরি ।
কৃষ্ণরূপ আপনে ভাবিল ব্রজরামা ।
সেই জীলা করে গোপী পাসরে আপনা
সর্বগোপী মেলিয়া গোপালগুণ গায় ।
বনে বনে ব্রজনারী চাহিয়া বেড়ায় ।
উনমত্ত হয় গোপী পুছে তরুগণে ।
তোরা কি দেখিলে বাইতে শ্রীনন্দনন্দনে ।
কহ কহ তরুগণ দেখিলে কিরূপে ।
না দেখিলে ব্রজনারী না জীব স্বরূপে ।
শুনহ অর্থ বট কহ সাবধানে ।
মন হরি' নন্দমুখ গেলা এই বনে ।
ওহে গুরুবক নাগ পুরাণ অশোকে ।
ওহে চম্পক কেশর পুছি তোমাদিকে ।
তোমরা দেখিলে কৃষ্ণে কহ দেখি তত্ত্ব ।
বলরামের কনিষ্ঠ সহজে উনমত্তে ।
নারীদর্প হরে তার এই সে বড়াই ।
সহজেই শিশুবুজি চঞ্চল কানাই ।

উত্তর না পাইলা গোপী এ সভার স্থানে ।
তবে আর বার পুছে তুলসাদিগণে ।
কহ তুলসি কল্যাণি গোবিন্দ-প্রেমসি ।
তোমার প্রিয় আইলা তোমায় দিতে সুখরাশি ।
কহ যারাই মালতি মিলি জাতি যুধি (১) ।
এ পথে কি গেলা কৃষ্ণ করিয়া পারিত ।
তন হে কদম্ব চূত পনস পিয়াল ।
আগন অর্জুন বিদ্র ৫ শূ কোবিদার ।
স্বমনার ভীরে তুমি সব তীর্থবাসী ।
দুর্গেশ্বরী গোপিনী সব যোরা পাপীসী ।
ধন্ত তীর্থবাসী জন করে পরহিত ।
কহ কৃষ্ণ-উপদেশ—'স্বর কর চিত্ত ॥'
কহ হে ধরনি তুমি কোন তপ কৈলে ।
গোবিন্দ-চরণ চোখ শরীরে ধরিলে ।
পুলকিত হৈল তরু-লতা-রোমাবলী ।
কাহিতে না পারি কৈলে কি তপস্রাবলী (২) ।
কৃষ্ণোদেশ কহি মোদের রাখহ পরাণ ।
দয়াকামিনী নাহি তোমার সমান ।
কহ হে হরীগণ পুছে ব্রজনারী ।
সবীসদে বাইতে কি দেখিলে মুরারি ।
সকল হইল তুয়া নয়ন চঞ্চল ।

(১) পাঠান্তর,—

"তন হে মালতি মিলি কহ জাতি যুধি ।"

(২) পাঠান্তর—

"কোন তপ কৈলে, তুমি কাহিতে না পারি ।"

পশু কুলে জন্ম তোমার হইল সকল ॥
 শ্রীয়া-কুচ-কুম্ব-রঞ্জিত কুম্বমালা ॥
 হের দেখে বহে তার গন্ধ-পরিমলে ॥
 স্বরূপে দেখিলে তোরা সে নন্দনন্দন ॥
 কহ উপদেশ কথা শুন মৃগীগণ ॥
 উত্তর না পেয়ে মৃগীস্থানে গোপীগণ ॥
 তারে বিরহিণী মানি করিলা গমন ॥
 অগ্রে দেখে পাদপ-সকল পুষ্পভরে ॥
 নম্রমাথে আছে শাখা মধুধার ক্ষরে ॥
 কৃষ্ণে শ্রণমিল বৃক্ষ মনে অহুমানি ॥
 কৃষ্ণের উদ্দেশ পুছে সকল গোপিনী ॥
 কহ দেখি তরুগণ পুছি এ তোমারে ॥
 তোমরা দেখিলে যাইতে নন্দন কুম্বারে ॥
 ফল-ফুলে নহ হৈয়া কৈলে পরণাম ॥
 সাধু সাধু বলি হরি কৈল কি বাখান ॥
 কৃষ্ণদরশন-চিহ্ন দেখিল বিদিতে ॥
 বলিকা ভাঙ্গিয়া কৃষ্ণ গেলা এই-ভিতে ॥
 গোপীকন্ডে বামবাহ দিয়া কাম-রঞ্জে ॥
 দক্ষিণে কমল ধরি কিরায় শ্রীঅঙ্গে ॥
 কুম্ব-তুলসীমাল আপাদনাথিত ॥
 তাহার আমোদে মত্ত মধুপ্রচুর্ষিত ॥
 অভাগিনী গোপনারী করয়ে জিজ্ঞাসা ॥
 স্বরূপে কহিবে তুমি কৃষ্ণ-উরদেশা ॥
 এইমতে তরু লতায় পুছিয়া বেড়ায় ॥
 সর্ব-বৃন্দাবনে চাহি উদ্দেশ না পায় ॥
 ধরিতে না পারে চিন্তা না রহে জীবন ॥
 উপায় করিয়া শ্রাণ রাখে কতোক্ষণ ॥
 যত-যত কক্ষ কৃষ্ণ কৈলা অবতারে ॥
 গোপীগণ সেই-সেই-লীলা-রূপ ধরে ॥
 এক গোপী বলে আমি রাক্ষসী পুতনা ॥
 আর গোপী কৃষ্ণরূপ ভাবিল আপনা ॥
 পুতনাভাবিনী-স্তন পিয়ে কৃষ্ণমতি ॥
 কহিতে না পারি দুই-ভাবনা-শক্তি ॥
 এক গোপী বলে আমি শকট-রূপা ॥
 চরণে ক্ষেপিল তারে আর কৃষ্ণ-রূপা ॥
 এক গোপী হৈল তৃণাবস্ত-চক্রবাত ॥
 আর গোপী বলে আমি গোপাল সাক্ষাৎ ॥
 দৈত্যরূপা গোপী হরে গোপাল-রূপিণী ॥
 সে ভাব দুহার দুই কহিতে না জানি ॥
 বৎস-দৈত্য-রূপ ভাব ধরে এক রামা ॥
 আর গোপী কৃষ্ণভাব চিন্তিল আপনা ॥

দৈত্যরূপা গোপী বধে গোপাল-ভাবিনী ॥
 আর এক গোপী হৈল গোবিন্দ-রূপিণী ॥
 পায়ে ঠেলি করে কানৌ-দমন-বিহার ॥
 কহে ছুটি নিবারিতে মোর অবতার ॥
 এতেক বলিয়া কালীনাগ-মাথে চড়ে ॥
 আর এক গোপী বক-দৈত্য-রূপ ধরে ॥
 বকাসুর যেমতে বধিল যত্মাণ ॥
 বক-রূপা গোপী বধে গোপাল-রূপিণী ॥
 বলরাম-রূপ ধরে কথো ব্রহ্মরামা ॥
 কথো গোপী কৃষ্ণ-রূপ চিন্তিল আপনা ॥
 ব স-রূপ ধরে কত আভারস্বভাবী ॥
 কত গোপী ধরে ব্রজবালক মুরতি ॥
 রামকৃষ্ণ রূপিণী রমণী বেণু বায় ॥
 শিশু-রূপ গোপীগণ ঝঙ্কণ গায় ॥
 আর গোপী কৃষ্ণরূপ ধরিয়া আপনে ॥
 বসন উড়ায় হস্তে ধরিল যতনে ॥
 গোবন্ধন গিরি আমি তুলিয়া ধরিল ॥
 নাহি ঝড় বরিষণ সব দূরে গেল ॥
 যশোদারূপিণী হৈল আর রূপবতী ॥
 কুম্ব-মাগায় বাক্য গোপাল-মুরতি ॥
 দাঁধ দুই খেয়া ভাঙ ফেলিলে ভাঙ্গিয়া ॥
 এখনো শক্তি বৃকো পেলিমু বাক্ষিয়া ॥
 এইরূপে গোপাল-চরিত্র রূপ ধরি ॥
 বনে-বনে গোপীনাথ চাহে এজন্যারী ॥
 এইমতে বনে-বনে গেল কথোদূরে ॥
 গোবিন্দ-চরণচিহ্ন দেখে পৃথ-পরে ॥
 ধ্বজবজ্রাঙ্কন মান বোণী উজ্জ্বল ॥
 শতপত্র যব আদি লক্ষণ অনেক ॥
 আনন্দে পুরিয়া গোপী চকিত নয়নে ॥
 সতে মেলি কৃষ্ণপদ করয়ে সন্ধান ॥
 এই মনে বনে-বনে কথোদূর গেলে ॥
 এক-সখী-পদচিহ্ন দেখে ক্ষতিতলে ॥
 দেখে-দেখ শ্রাণসখি কোন দুচারিণী ॥
 কৃষ্ণ লয়া দূরবনে আইল একাকিনী ॥
 এই উনমতি কৈল এত পরমাদ ॥
 এ বোর গহন বনে আনে শ্রাণনাথ ॥
 কৃষ্ণঅঙ্গে হস্ত দিয়া গমন তাহার ॥
 অহুযানে বুঝি পদ যায় ধারে ধার ॥
 এ দুই যো-গতাবে করাইল অনাদরে ॥
 কৃষ্ণের অধরমধু পিয়ে নিরন্তরে ॥

শুভভাবে হরি আরাধিল এই রামা ।
 সফল রাখিলা নাম ধরে পূর্ণকামা ।
 তার ভক্তিরসে ভগবান তুষ্ট হৈল ।
 ব্যাঘ্র লঞা ত্রিগোবিন্দ গুপ্তস্থানে নিল ।
 আত্মারাম অখণ্ডিত নিজসুখ ধরে ।
 সে হরি মোহিল সখি কোন পরকারে ।
 এত ব্রজরমণী তেজিয়া দূরবনে ।
 এক সখী লঞা হরি আইল কোন্ গুণে ।
 হের দেখে বসিয়া আছিল এইখানে ।
 এথা রহি রত্নসুখ কৈল চুইজনে ।
 ধন্য এই কৃষ্ণ-পদ-বেণু ত্রিভুবনে ।
 বিরিকি-শব্দর শিরে ধরয়ে যতনে ।
 লক্ষ্মীদেবী সদা করে ওই রেণু-আশ ।
 হেন পদ-রেণু ঘোর বনেতে প্রকাশ ।
 কত দূরে নিল হরি কোন্ ছুচারিণী ।
 তার পদ দেখি উঠে হৃদয়ে আগুনি ।
 এবে পদচিহ্ন তার কেন নাহি দেখি ।
 বহিয়া কামুক হরি নিল হেন লখি ।
 শিলা ভূণ-অঙ্গুর চরণে তৈল ঘাত ।
 আপনে বহিয়া সখী নিল জগন্নাথ ।
 হের দেখে কৃষ্ণপদ অধিক যগন ।
 রমণী বহিতে ভর লাখলু লক্ষণ ।
 হের দেখে রমণী নামায়্যা এইখানে ।
 কুন্তল তুলিয়া হরি সখীর কারণে ।
 বিচিত্র বিবিধ ফুলে গাঁথি দিব্যমালা ।
 এখায় গোপাল দিল কামিনীর গলে ।
 এইখানে বসিয়া আছিল চুইজনে ।
 এথা থাকি কৈল গোপীর কথরীবন্ধন ।
 এই মনে বনে-বনে চাহে ব্রজরামা ।
 না দেখিয়া প্রাণনাথ হৈল হতকামা ।
 পূর্ণকাম নারায়ণ নিজ সুখময় ।
 তবু ব্রজ রমণী রমিল অতিশয় ।
 কামিনী লাগিয়া কামী এত দুঃখ পায় ।
 নারীর কঠিন চিন্তা জগতে বুঝায় ।
 সুখ হেতু রতি যদি করে নারায়ণে ।
 তবে বা পরমানন্দ বলিব কেমনে ।
 জীলা-নরবর হরি রসিক সজ্ঞান ।
 রতিকেলি-ছলে হরি বুঝায় গোমান ।
 মূনি বলে শুন রাজা আর অজ্ঞতে ।
 বনে বনে ব্রজনারী বেড়ায় চাহিতে ।
 যে রমণী লঞা হরি গেল দূরবনে ।
 সে গোপীর মনে উপজিল অভিধানে ।

ত্রিভুবনে নাহি ধন্য যোর সমতুল ।
 আমার লাগিয়া কান্দ কৈলা এতদূর ।
 কোটি কোটি রমণী তেজিল ভজমানা ।
 সকল স্তন্যরী-মাঝে আমি সে প্রদানা ।
 মনে গরবিভা গোপী বলে কোন বাণী ।
 চলিতে না না পারি আমি শুন যদুমণি ।
 মনে দেখে যথা ইংসা বহি লেহ মোরে ।
 নহে বা চলিতে নারি জানাইলু তোমায়ে ।
 এই বাক্যে অহঙ্কার বুঝিয়া তাহার ।
 হরি ভাবে দর্প চূর্ণ করিব ইহার ।
 হাসিয়া গোপাল বলে শুনন স্তন্যরি ।
 চট গিয়া তোমা বহি নিব স্নেহে করি ।
 এ বোল বলিয়া কৃষ্ণ হৈলা অন্তর্ধান ।
 ভূমিতে পড়িলা গোপী তেজিয়া গোমান ।
 গোপীর দগধে তলু বিরহসজ্জাপে ।
 ধরণী লোটায়্যা সখী করয়ে বিলাপে ।
 হে নাথ হা প্রাণপতি পুরুষরতন ।
 মহাতুঙ্গ হে বান্ধব গোপীকুল-ধন ।
 দরশন দিয়া প্রভু দেহ প্রাণদান ।
 নহে বা উদ্দেশে আমি তেজিব পর্যাণ ।
 এইরূপে বলে সখী কাকূতি-বচনে ।
 ছেনকালে তথা আসি মিলে গোপীগণে ।
 তারে দেখি ছুনা দুঃখ শোক পেয়া মনে ।
 বিরহিণী সখীয়ে পুছিলা গোপীগণে ।
 এতদূরে আনি তোমা তেজি কি কারণে ।
 কহ দেখি সখি বাত পুছে গোপীগণে ।
 আদি অন্তে সকল কহিল ব্রজনারী ।
 যতেক পীরীতি-রীতি কলা বনমালী ।
 দূরে বনে আনি যত করিল সম্মান ।
 তেজি গেল পাছে যত দিয়া অপমান ।
 সকল কহিল গোপী যুবতীসমাঝে ।
 বিস্ময় ভাবিয়া গোপী পড়িল প্রমাদে ।
 সকল গোপীর তবে মনে হৈল ভয় ।
 নিতান্ত নৈরাশ প্রায় হইল হৃদয় ।
 পরে সব সখীগণ হয়্যা একমতি ।
 ব্যাকুলা হইয়া খুঁজে ভ্রমে কত রাস্তি ।
 যাবত উদ্ভিত চক্ষু আছিল গগনে ।
 তাবত চাহিল তারা প্রতি বনে বনে ।
 ভয়ঙ্কর বন হৈল ঘোর অন্ধকারে ।
 গহন কাননে কেহ চলিতে না পারে ।
 পাংলটি আইলা পুন যমুনাগুলিনে ।
 গতে মেলি কৃষ্ণগণ পায় অহঙ্কণে ।

কৃষ্ণের চরণে মন কৃষ্ণগুণ গায়।
কৃষ্ণের চরিত্রে বিনে অস্ত্র নাহি ভায় ॥
কৃষ্ণভাবে ব্রজনারী আপনা পাগরে।
পতি-সুত গৃহ-আদি মনেহ না পড়ে ॥
গোপাল-চরিত্রগুণ গায় উচ্চস্বরে ।

হের আইসে কৃষ্ণ বলি চৌদিকে নেহালে
এইরূপে বনে রহে গোপী বিরহিণী ।
শ্রীতবন্ধে কত-কত বলে কাকুবাদী ॥
ভাগবত আচার্য্য-রচিত রসময় ।
শুনিলে দুরিত হয়ে খণ্ডে ভবভয় ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশ অধ্যায় ।

ভাটিয়ারি রাগ ।

মুনি বলে শুন রাজা তকত প্রধান ।
কহিব গোপাল-গুণ-চরিত্র-বাখান ॥
সকল গোপিকা মেলি যমুনা-পুলিনে ।
গোপাল-উদ্দেশে বলে কাকুতি বচনে ॥
ষে দিনে জনম হৈল নন্দঘোষ-ঘরে ।
সে-অবধি শ্রী রহিলা গোকুল-নগরে ॥
সকল সম্পদ বাঢ়ে সে-দিন-অবধি ।
গোকুলে আসিয়া রহে অষ্ট মহাসিদ্ধি ॥
সতত আনন্দ বাঢ়ে সর্বলোকে ৳ ।
তোমার জনম-গুণে এত সুখ হয় ॥
আমি-সব গোপী সেই গোকুলবাসিনী ।
তবে কেন তেজ' নারী বিরহচঃখিনী ।
আমি সব ব্রজনারী নিজ পরিজন ।
প্রাণ রাখ প্রাণপতি দিয়া দরশন ॥
কি কহিব প্রভু তোমার নয়ন স্নন্দর ।
শরৎ-কমল-গর্ভ-কান্তি মনোহর ॥
ইহা দরশনে আমি-সব দাসী হৈল ।
স্নন্দরী গোপিনী বিনি মূলে বিকাইল ।
দরশন দিয়া যদি না রাখ পরাণে ।
নারী বধ হৈল ছের-দেখ বিভ্রামনে ॥
কালিনাগ তোমাং দংশিল বিবজালে ।
তাহাতে রাখিলে সভার আপনে এড়াইলে ॥
অবাস্তুর বধিয়া রাখিলে আরবার ।
তোমা বিনে গোপী জীতে' নাহিক প্রকার ॥
পর্বত ধরিয়া নিবারিলে বরিষণে ।
এই মত কতবার রাখিলে আপনে ॥

আরবার রক্ষা কৈলে অগ্নিপান করি ।
তবে রক্ষা কৈলে বৃষ-দৈত্যেরে সংহারি ॥
এইরূপে নানা ভয় করিয়া খণ্ডন ।
রাখি মো-সভারে কেন না রাখ এখন ॥
যদি বল আমি হই নন্দের তনয় ।
কেমতে খণ্ডিল তোমার এতেক সংশয় ॥
এ বোল বলিয়া তুমি ভাণ্ডবে কাহারে ।
নন্দসুত নহ তুমি স্বরূপ বিচারে ॥
অখিল জীবের তুমি সর্ব বুদ্ধে সাক্ষী ।
বিশ্ব-প্রতিকার-হেতু মুক্তিমান লখি ॥
ব্রহ্মা আরামিল তোমায় লোক-হিত-হেতু ।
বহুতলে জনমিঞা রাখ ধর্মসেতু ॥
ভবভয়ে যে লয় শরণ পদতলে ।
জনম-সঙ্কট-ভয় নহে কোন কালে ॥
এ-হেন অভয় পায় লইলু' শরণ ।
শিরে কর দিয়া প্রভু রাখহ জীবন ॥
সর্বসিদ্ধি বৈসে হরি তব ওই করে ॥ (১)
গোপীগণ ভীয়ে তবে যদি দেহ শিরে ॥
ব্রজকূলে কর তুমি অরতি ভঞ্জন ।
নিজ-জন-অভিমান করহ খণ্ডন ॥
ব্রজনারী আমি-সব নিজ দাসীগণ ।
প্রাণ রাখ দেখিয়া জলকুহানন ॥
অমল-কমল-দল চরণযুগল ।
প্রাণত জনের হরে দুরিত সকল ॥

(১) পাঠান্তর,—“প্রভু তোমা করতলে ।”

লক্ষ্মী দেবী যে-পদ কমল-তলে বৈসে ।
 যেহু-পাছে চেন-পদ কাননে প্রবেশে ॥
 ব্রহ্মাদি চুলভ ওই-অভয়-চরণ ।
 হেন পদ কৈল কালি শিরের ভূষণ ॥
 তবে কেনে কৃপা নাহি নিজ গোপীগণে ।
 প্রাণ রাখ অনে পদ কর আরোপণে ॥
 তোমার মধুর বাণী মোহে বৃঞ্জন ।
 নারীজাতি আমারে মোহিতে কতক্ষণ ॥
 সেই সুখা-বাণী শুনি হয়্যাছি কিঙ্করী ।
 প্রাণ রাখ অধর-অমৃত দান করি ।
 তোমার চরিত্র কথা অমৃতের ধারা ।
 এ-ধোর-সংসার দুঃখ সন্তাপ নিবারা ॥
 পুরাণ-পুণ্য-বর্ণণে গায় নিরন্তর ।
 শুনিলে ছরিত হরে শ্রবণ-মঙ্গল ॥
 মহাজন জনে কৈল জগতে বিস্তর ।
 কেবল চরিত্র কথা কহিলে নিস্তার ॥
 হেন পুণ্য গুণকথা কহে যে বা জনে ।
 সর্ব দান-পুণ্য-ফল লাভে সেইক্ষণে ॥
 অমৃত মধুর ভাষা মন্দ-মধু হাস ।
 কুটিল কটাক্ষপাত লীলা পরিহাস ॥
 ললিত চঞ্চল লীলা-চলন চপল ।
 এ সব তোমার লীলা স্মরণ-মঙ্গল ॥
 আমি-সব মুগ্ধ হৈলুঁ দোখ এই লীলা ।
 দরশন দিয়া প্রাণ রাখ নন্দবালা ॥
 গোধন চালায়্য তুমি যদি চল বনে ।
 অমল-কমল-ভিনি কোমল চরণে ॥
 শিল-তৃণ-অঙ্কুরে লাগয়ে জ্ঞান যাও ।
 তা লাগি ছদয় দহে স্থির নহে গাও ॥
 গোকুলে যখন আইসে দিন-অবসানে ।
 চৌদিকে বালক সঙ্গে চালায়্য গোধনে ॥
 কুটিল কুন্তলযুক্ত ত্রিমুখমণ্ডল ।
 গোষ্ঠ-ধূসর চাক্র অঙ্কণ অধর ॥
 তা দেখিয়া মনে উঠে মদন-আশ্রয় ।
 কেমন উপায়ে প্রাণ রাখিব রমণী ॥
 প্রাণত জনের সর্বকাম ফলদাই ।
 লক্ষ্মীদেবী যে-চরণ সতত পূজাই ॥
 গোপীর যেমন পদ ধরণীভূষণ ।
 হেন পদ কর প্রভু কুচে আরোপণ ॥
 তোমার অধরযুগ শোক বিনাশন ।

মধুর মূলদীপক করয়ে চুষন ॥
 দেখিলে বাচয়ে কাম-রমি-অমুরাগ ।
 না দেখিলে সে বড় সঙ্কট-দুঃখ ভাগ ॥ (১)
 হেন যে অধর-মধু যদি কর দান ।
 তবে সে রহিব গোপীগণের পরাণ ॥
 দিবসে বেড়াই যদি কানন-অটনে ।
 এক ক্রটি (২) যুগলম হেন লয় মনে ॥
 না দেখিলে কত-ক্লত বাচয়ে বিষাদ ।
 চাক্ষুশ দেখি যদি সে বড় প্রমাদ ॥
 নয়ন তরিয়া যদি দেখিব আনন ।
 তাথে বিধি জড়মতি কৈল বিভ্রম ॥
 অধির নিমিষ দিল আর লোমাবলি ।
 মনের সন্তোষে মুখ চাহিতে না পারি ॥
 পতি স্নত কুল ধন তাই পরিবার ।
 তেজিয়া চরণযুগ ভজিল তোমার ॥
 মধুর মূলদীপে মোহিলে যুবতী ।
 নিশিতে রমণী তেজে কে হেন কুমতি ॥
 হাস-পরিহাস বাণী প্রেম-দরশন ।
 কমলা-নিবাস বন্ধ হসিতবদন ॥
 এ সব চিস্তিতে মন মোহো অতিশয় ॥
 সঙ্কটে পড়িলা গোপী জীবন সংশয় ॥
 চরণ-কমল-যুগ অতি সুকোমল ।
 সহজেই মোদের কঠিন কুচস্থল ॥
 তন্ন মানি কুচে আশ্রি করি আয়ে পণ ।
 হেন পদে কর তুমি বিপিনে জমণ ॥
 শলা-তৃণ-অঙ্কুরে বেদনা জানি লাগে ।
 অঙরি অঙরি মনে বহু দুঃখ জাগে ॥
 যদি বল মোরে বাজে তোদের কি দায় ।
 তাহার কারণ শুন অহে ভ্রাম রায় ॥
 তুমি মোদের পরমায়ু হও যত্ববীর ।
 তোমারে বাজিলে প্রাণ কৈছে রহে স্থির ॥
 এই পরকারে বিরহিণী ব্রজনারী ।
 কতক বিলাপ কৈল কহিতে না পারি ॥
 ভাগবত-আচার্য্য-রচিত রসময় ।
 শুনিলে ছরিত হরে খণ্ডে ভবভয় ॥

(১) সঙ্গার-বাসনা-বন্ধে কহাই বৈরাগ্য ।

—পাঠান্তর।

(২) পাঠান্তর,—“তিল এক” । ক্রটি

অর্থে ক্ষণিক ।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

দশমস্কন্ধে একত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥ (১)

(১) সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকে
একত্রিংশ অধ্যায়ের পাঠ,—

যথা রাগঃ ।

শুক বলে নরপতি কর রাজ্য অবগতি
বেকুপে মিলিতা নারায়ণ ।
সে সব কহিব আমি কর্ণপথে পীও তুমি
বিবাদ করয়ে গোপীগণ ॥
একত্রে বসিয়া সব অন্তরে গোপী মাধব
শিরেতে করিয়া করাঘাত ।
কিবা অপরাধ পাঞা বিরহিণী ত্যাক্ষাগিঞা
কোথা গেলে অহে জগন্নাথ ॥
এবে সে জানিল আমি কঠিন নির্দয় তুমি
মজাইলে আতীরকুমারী ।

চাত্ত্বিংশ অধ্যায় ।

যথা রাগ ।

শুক মুনি বলে রাজা শুন পরীক্ষিত ।
এসময় রাসকলি গোপালচরিত ॥
এইরূপ বিলাপ করিয়া ব্রজনারী ।
কান্ধিতে লাগিল গোপী উচ্চস্বর করি ॥
নিজ জন দুঃখ দেখি প্রভু দয়াময় ।
দরশন দিলা হরি করুণ-হৃদয় ॥
শ্রীমুখে স্তম্ভর হাসি যেন সুধা পড়ে বসি
প্ৰায়ুষ সদৃশ রসভাষা ।
কটাক নয়নকোণে হানিলে কামিনীগণে
নেদাশ করিলে কেন আশা ॥
তোমারে পড়িল যনে চাহি বৃন্দাবন পানে
ধ্যান করি ও রাজা চরণ ।
হৃকরে কান্ধিতে নারি অনিমিখে পথ হেরি
যাবৎ না হয় দরশন ॥
বুঝিতে না পারি যেনে নিদয় হইল কেনে
ওহে শ্রাম না কর চাতুরী ।
তাজি সব পরিবার তুষা পদ কৈল সার
কত দুঃখ দিবে হে মুরারি ॥
যে ভজ্যে তোমার পাশ তার কি দশা হয়
গৃহধর্ম সকল পাগরে ।
যেন কাঞ্চালিনী হৈয়া পথে পথে ভ্রমাইয়া
ভিক্ষা মাগি খায় ঘরে ঘরে

তাজিহু সকল ধর্ম অবলা না জানি ধর্ম
বংশীনাদে প্রাণ কৈলে চুরি ॥
যে দিন অবধি কাহু বাজাইলে মোহন বেণু
যমুনাতে বস্তু মিজে হরি ।
শুন ওহে নারীচোরা সে দিন অবধি যোরা
যরে আর রহিতে না পারি ॥
শ্রুনিঞা বাঁশীর গান পশু পক্ষী করে ধ্যান
নির্মল হইল যতজন ।
বেগবতী নদী যত উজানেতে বহে শ্রোত
শিশু সবে নাহি পীয়ে শুন ॥
যখন ত্রিভঙ্গ হঞা থাক তুমি দাঁড়াইয়া
মোহনমুরতি নটবর ।
অস্তিত মাক্ত বায় রবি নাহি বেগে যায়
সেবুপ দেখিয়া মনোহর ॥

কোথা আছ প্রাণ কাহু বাজাও মোহন বেণু
তবে বাঁচে গোপীর জীবন ।
কণেক বিলম্ব দেখি শরীর বিকল সখি
কোথা রক্ষ দেহ দরশন ॥
অনেক বিলাপ করি যতেক আতীর নারী
দাঁড়াইহু প্রাণ তেজাগতে ।
হেনকালে নারায়ণ গোপী মধ্যে আগমন
বংশীধ্বনি লাগিল করিতে ॥
রাসলীলা সুধামৃত গোপীর বিবাদ যত
শুন রাজা তোমারে কহিল ।
যেবা শুনে যেবা গায় নাহি ভবভয় তার
ভাগবত আচার্য্য রচিল ॥
আচরিতে মধ্যে ক্রক্ষে দেখে গোপীগণ ।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন দিলা দরশন ॥
ভুবনমোহন রূপ কহিতে না পারি ।
পাতবাস পরিধান বনমালাধারী ।
ইন্দুকোটি জিনি মুখ রূপে কোটি কাম ।
ভুবনমোহন লীলা জলধরশ্রাম ।
গোপাল দেখিয়া গোপী চকিতনয়ন ।
সেইক্ষণে স্বরিতে উঠিল গোপীগণ ॥
চৌদিগে রমণীগণ দাণ্ডায় সন্তোষে ।
প্রাণ আইলে যেন তত্ত্ব ইচ্ছায় প্রকাশে ॥

কেহ কর-সরোজ ধরিল ব্রজনারী ।
 কেহ বাহ চন্দন-চর্চিত অংসে ধরি ।
 অঙ্কলি পাতিয়া নিল তাহুল চর্কণ ।
 কেহ কুচযুগে পদ কৈল আরোপণ ।
 কেহ কোণে ক্রকুটি কটাক্ষপাত করি ।
 অধর দংশিয়া দন্তে রহে ব্রজনারী ।
 কোন গোপী আঁখিবুগ ধরিয়া নিমিষে ।
 শ্রীমুখ-পঙ্কজ-মধু পিয়ে সুধারসে ।
 কোনো গোপী আঁখিরন্ধে হৃদয়ে করিয়া ।
 মনে আলিঙ্গন দিল আনন্দে পুরিয়া ।
 কৃষ্ণ দরশনে হৈল আনন্দ প্রচুর ।
 খণ্ডিল বিরহতাপ দুঃখ গেল দূর ।
 পরম আনন্দনিধি মজিল রমণী ।
 কেবা কোথা আছে কেহ কিছুই না জানি ।
 সহজে কন্দর্পকোটি রূপ মনোহর ।
 রমণীমণ্ডলে শোভে অধিক সুন্দর ।
 যমুনা-পুলিন-বন বিকস-মন্দার ।
 প্রফুল্ল কুসুম কুন্দ ভ্রমরবাহার ।
 শরদ বিমল চান্দ কিরণ সংহতি ।
 খণ্ডিল রজনীতম বালমল জ্যোতি ।
 যমুনার তরলতট কৈল বিরচিত ।
 কোমল তরলতট বালুকা শোভিত ।
 ব্রজবধু লয়া তাহে কৈলা পরবেশ ।
 বিবিধ কৌতুক কোল কৈল হ্রবীকেশ ।
 রাসরসবিলাস বিবিধ কেলিকলা ।
 জৈলোক্যমোহন বেশ দেখি নন্দবাণী ।
 মনোরথ সাগরে রমণী কৈল পার ।
 যেন শ্রুতিগণ পাইল তত্ত্বের বিচার ।
 নিজ নিজ বাসে গোপী বচন আসন ।
 তাহার উপরে বৈসে প্রভু নারায়ণ ।
 যোগীন্দ্র হৃদয়ে যার কল্পিত আসনে ।
 হেন প্রভু রহে ব্রজযুবতীর সনে ।
 কমলার মন হরে হেন রূপ ধরে ।
 তা দেখিয়া ব্রজগোপী আপনা পাসরে ।
 কটাক্ষ-মোচন কেহ করয়ে বিলাস ।
 মধুর বচন কৈল কেহ শ্রুতাস ।
 চরণ তুলিয়া কেহ কোলে তুলি নিল ।
 কুচের উপরে কেহ হস্ত তুলি দিল ।
 ঈষৎ করিয়া কোষ বলে ব্রজনারী ।
 শুন প্রভু বলি কিছু বোল চুই চারী ।

যে ভজে তাহাকে পাছে ভজে কথোজন ।
 না ভজিতে কেহ ভজে কি তার কারণ ।
 ভজে বা না ভজে কেহ নহে ভজমান ।
 কি হেতু এ সব প্রভু কহ বিভ্রমান ।
 গোপী সব দিল যদি কটাক্ষে উত্তর ।
 হাসিয়া কি বলে বাণী প্রভু দামোদর ।
 ভজিলে যে ভজে সখি-ধর্ম্যে নাহি লেখি ।
 পরহিত নহে সে আপন কার্য দেখি ।
 না ভজিলে ভজে যে কেবল দযাময় ।
 বিনা হেতু যেন পুত্রে পিতার হৃদয় ।
 এই সে পরমধর্ম্য এই পরহিত ।
 শুন সখি আর আমি হে কহি বিহিত ।
 না ভজিলে ভজিব আছুক তার কাজ ।
 সর্বভাবে যে ভজে না যায় তার কাছ ।
 কেহ তার আশ্রয়াম নিজস্বধে সুখী ।
 তে-কারণে ধর্ম্যধর্ম্য অপেক্ষা না দেখি ।
 আপ্তকাম কেহ তার অমোঘ-বাঞ্ছিত ।
 তে-কারণে নাহি তার পরহিতাহিত ।
 মুখ-জন কেহ নহে কার্যের বিচার ।
 ভজিতেহ না ভজে অজ্ঞান দুরাচার ।
 গুরুদ্রোহী কেহ তারা ভজিলে না ভজে ।
 কহিল সকল সখি তোমার সমাঝে ॥
 এসব জনের মধ্যে আমি কেহ নহি ॥
 শুন সখি আমার সহজ কথা কহি ॥
 ভজিলেহ না ভজি আমার এই রীতি ।
 নিরবধি ভজে যেন করিয়া পীরতি ॥
 অধনে লভিলে ধন হারায় যখনে ।
 তাহার িস্তার আর কিছুই না জানে ॥
 ভজিলে না ভজি আমি এই সে কারণে ॥
 চিন্তিতে ভকতি যেন বাঢ়ে অহুঙ্কণে ।
 লোক বেদ পতি বন্ধু গৃহ পরিজনে ॥
 এসব ছাড়িলে সন্তে আমার কারণে ।
 তবে যে তোমারে তেজি রহিল অন্তরে ।
 আমাতে ভকতি যেন বাঢ়ে নিরন্তরে ॥
 জানিঞা করহ ঐশ শুন ব্রজরামা ।
 আমি অপরাধী তোমা গুণে নাহি সীমা ॥
 তোমরা ভজিলে ধার প্রেমযুক্ত ভক্তি ।
 তাহা কি শুধিতে পারি আমার শক্তি ॥
 ব্রহ্মার বয়েসে যদি করি উপকার ।
 তবু শুধিতে সখি না পারিব ধার ॥

বৃহৎক হাড়ি আইলে দুর্জয় শঙ্খলা ।
কোন উপকারে তাহা শুধি ব্রজবালা ।
তুমি বত কৈলে যৌর ভক্তি-প্রণয় ।

সতে ওই আর কিছু উপকার নয় ।
কৃষ্ণকৈলি রাসরস সুখ-অমুবন্ধ ।
ভাগবত-আচার্যের মধুর প্রবন্ধ ।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংসাতঃ
সংহিতায় বৈষ্ণবিক্যাং দশমস্কন্ধে
ষাট্ৰিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

ত্রয়ত্রিংশ অধ্যায় ।

কেদার রাগ ।

শুক মুনি বলে রাজা শুন পরীক্ষিৎ ।
অপরূপ রাসকৈলি গোপালচরিত ।
এইরূপে কৃষ্ণের মধুর মন্দবাণী ।
চাতুরীবচন যত শুনিঞা রমণী ।
ছাড়িল বিরহতাপ পূর্ণ হৈল সিদ্ধি ।
আনন্দে মজিল গোপী পায়্যা গুণনিধি ।
তবে কৃষ্ণ রাসকৈলি কৈলা অমুবন্ধে ।
বাহে বাহে যুবতী ধরিতা বাহুবন্ধে ।
রাসোৎসবে প্রবর্তিল রমণীসমাঝে ।
ছুই ছুই যুবতী গোপাল মাঝে মাঝে ।
হেনকালে সুর সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব কিয়র ।
নিজ নিজ নারীসহ আইল বিভাধর ।
দেবরথে পুরাইল আকাশমণ্ডল ।
শঙ্খ ভেরী দুর্লভ বাজে নিরন্তর ।
ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া বাজে দেবের বাজন ।
আকাশ ভরিয়া হয় পুশাবরষণ ।
রথের উপরে নাচে দেবের নাচনী ।
বিভাধরে গায় গীত সুরমধুর ধনি ।
সিদ্ধগণ মুনিগণ করয়ে শুবন ।
কৃষ্ণের নির্খল যশ গায় সুরগণ ।
কঙ্কণ কিঙ্কণী নুপুরের বানঝনি ।
অঙ্গ-আভরণ-শয্যে পুরিল যেদিনী ।
তুমুল শব্দ হৈল এ রাসমণ্ডলে ।
রমণীর মাঝে মাঝে কৃষ্ণ শোভে তালে ।
হেমমণি মাঝে বেন ইন্দ্রনীলমণি ।
মিনিস্নেহে হার যেন বিচিত্রে গাঁথুনি ।
ছুই ছুই গোপী মাঝে দেবকীনন্দন ।
কত গোপী কত কৃষ্ণ না যায় গণন
পদ-আরোপণ ভূজযুগল কশিত ।
কটাকবিলাস মৃগধল-বিরচিত ।

কীর্ণ কটি ভদ্র কুচ আলোলিত বাস ।
গণ্ডযুগে তরলিত কুণ্ডল-বিলাস ।
ঘর্ষকণা বিরাজি ৩ বদনমণ্ডল ।
বিগলিত নীবিবন্ধ-কবরী-কুন্তল ।
রতি-রস-বিলাস বেকত বহু ভাতি ।
বিগতবসনা হৈল সকল যুবতী ।
জলধরচন্দ্ৰে যেন সৌদামিনী মালা ।
বহু কৃষ্ণ মাঝে শোভে বহু ব্রজবালা ।
রতিরস অমুরাগে ভুলিল রমণী ।
বিমল গোপাল বশ গায় উচ্চ ধনি ॥
ধন্ত ব্রজনারী ধন্ত এ তিন ভুবন ।
গোপীর পবিত্র গুণ গায় অমুবন্ধ ।
বহুবিধ গীতভেদ গোপালের শু ।
কেহ কেহ সাধু সাধু কহয়ে বচন ॥
ঋপদ করিয়া সুর কোন গোপী গায় ।
ধন্ত ধন্ত বলিয়া প্রশংসে যদুয়ার ।
সুস্তিত নয়ন-ভূজ চরণ সঞ্চারা ।
চিত্রের পুতুলী যেন রহে ব্রজবালা ।
গোবিন্দের স্বন্ধে কেহ দিয়া নিজকর ।
গলিত-বসন-বেশে রহে নিরন্তর ।
কৃষ্ণের আজ্ঞায় বাহু কেহ লৈল স্বন্ধে ।
পুলকিত হ'ল গোপী রহে বাহুবন্ধে ॥
নটন ঝঙ্কল গণ্ড কুণ্ডলমণ্ডিত ।
নিজ গণ্ড গোপী তাহে কৈল আরোপিত ॥
তাম্বুল চর্চিত তাহে দিল গদাধরে ।
নাচয়ে গোপিকা কেহ গায় উচ্চসরে ॥ (১) ॥
কিঙ্কণী মঞ্জীর-রব বানঝনি বোলে ।
কি তেল আনন্দ রস এ রাসমণ্ডলে ॥

কমলাসেবিত যার চরণবৃগল ।
 পতিতাবে হে গোপী হৈল দামোদর ॥
 করে কণ্ঠ ধ্বনি করয়ে আলিঙ্গন ।
 বিহয়ে গোপালশুণ গায় গোপীগণ ॥
 কপোলে অঙ্গকাবলী কর্ণে উতপল ।
 ললাটে চন্দনবিন্দু গণ্ডে ঘঞ্জন ॥
 নানা বেশ ভূষণ পরিয়া ব্রজনারী ।
 বহুবিধ কোতুকে করয়ে রাসকেলি ॥
 বলয়া নৃপুরু-নাদ কিঙ্করী-বাঞ্জন ।
 ব্রজবধু নাচয়ে নাচয়ে নারায়ণ ॥
 অলিকুল-রোল ভেল সুগীত সুগার ।
 কি রসে মত্তিল ভেল কি রস বিহার ॥
 তিন লোক হৈল রাজা তাবে বিমোহিত ।
 কি পুন কহিব তাহা মন পরীক্ষিত ॥
 কাহ করে আলিঙ্গন কুচে নখরেহা ।
 কটাক্ষে ভুলায় কাহ কাহ অঙ্গে দেহা ॥
 উদার বিলাস-হাস্য করে কাহ সঙ্গে ।
 রময়ে রমণী কাহ রাস-রস রঞ্জে ॥
 প্রতিবিষ চাহি যেন বালক বিহরে ।
 সেইরূপে রমণী রময়ে গদাধরে ॥
 নিজ স্তম্বে পূর্ণ প্রভু আপ্ত সর্বকাম ।
 সর্বরস-রসিক-শেখর গুণধাম ॥
 সকল ভগতে হয় কৃষ্ণের মুরতি ।
 কৃষ্ণ বিনে আন নাহি বিচার যুগতি ॥
 আপনেহি আপনা রময়ে নারায়ণ ।
 বালক-বিহার-লীলা কে বুঝে কারণ ॥
 না সঘরে কুচপট পরিধান-বাস ।
 বিগলিত ভূষণ গলিত কেশপাশ ॥
 চরকি পড়য়ে অঙ্গ ধরণ না যায় ।
 তাবেতে তরল গোপী কি আর উপায় ॥
 দেখিয়া গোপালকেলি বিবুধবিনিতা ।
 মুকুহি পড়ল রথে কামে বিমোহিতা ॥
 নিজগণ সহিত মোহিত শশধর ।
 সুর সিদ্ধ বিমোহিত হৈল নিরন্তর ॥
 বত ব্রজবধু ভত দেবকীনন্দন ।
 লীলার রমিল গোপী প্রভু নারায়ণ ॥
 শ্রমজল ভেল গোপীর বদনমণ্ডলে ।
 তা দেখিয়া দয়া কৃষ্ণ কৈলা কুতূহলে ॥ (১) ॥
 নিজ করকবলে মুছিল শ্রমজল ।
 নিজ ভুজের আলিঙ্গন দিল গদাধর ॥

কনক কুণ্ডল-জ্যোতি গগন-বিরাজিত ।
 মন্দ মধুশ্রিত-হাস বিলাস-মুদিত ॥
 নানা রত্নতরঙ্গ গোপী করিয়া বিস্তার ।
 গায়েন গোপাল-শুণ-জন্ম-অবতার ॥
 তবে বত ব্রজনারী করিয়া সংহতি ।
 যমুনার জলে কেলি করে যতুপতি ॥
 জলকেলি করয়ে বিবিধ পরিপাটী ।
 হাসিকা গোপিকা করে জল ছিটাইটি ॥
 চৌদিগে রমণী করে জল-বরিষণ ।
 রথে চড়ি পুন্স বরিষয়ে সুরগণ ॥
 দেববাণ বাজে যত নাচে বিভাধরী ।
 সুর সিদ্ধ করে স্তব দিব্যরথে চড়ি ॥
 গজেন্দ্রলীলার হরি করে জলকেলি ।
 তাবে বিমোহিত কৈলা সব গোপনারী ॥
 জলকেলি করিয়া উঠিল নারায়ণ ।
 চৌদিগ-ভরিয়া তথা রহে গোপীগণ ॥
 যমুনার শীরে তীরে করয়ে বিহার ।
 স্নগন্ধ কুসুম মস্ত ভ্রমরঝঙ্কার ॥
 শরদপুণিমা-শশী রজনী বিরাজে ।
 বিহরে গোপাল গোপসুবতীসমাঝে ॥
 নিজ যোগবলে প্ৰভু রস নাহি ছাড়ি ॥
 স্বময়ে রমণী সব সুরভিবিহারে ॥
 রসিক নাগর হরি স্তবরসময় ।
 রমিল রমণী কাম করিয়া উদয় ॥
 রাজা বলে শুন শুক মুনি মহাশয় ।
 আমার হৃদয়ে ভেল এ বড় সংশয় ॥
 অধর্ম করিব নাশ ধর্মের স্থাপন ।
 অবতার কৈলা হরি এই সে কারণ ॥
 আপনে করিয়া কর্ম লোকে করে বুঝায় ॥
 তবে কেন পরদায় করে যতুয়ায় ॥
 তুমি কহ নিঃ স্তম্বে পূর্ণ নারায়ণ ।
 পরদায়-রতিসুখ কি তার কারণ ॥
 সুখময় হর্যা করে পরদারে রতি ।
 ঘুচাহ সংশয় মোর শুক মহাশয় ॥
 এ বোল শুনিঞা বলে ব্যাসের নন্দন ।
 শুন রা ! সাবধানে কহিব কারণ ॥
 যে পুন ঈশ্বর হয় জ্ঞানে বলবান ।
 ধর্ম (.) করিয়া তার কি হয়ে গেরান ॥
 ধর্ম লাভ নহে তার পাশে অপচয় ।
 সর্বভক্ষ হতাশন তবু তেজোময় ॥

ঈশ্বর না হয় যদি দুষ্ট কর্ম করে ।
 মরকে পতন তার হয় নিরন্তরে ॥
 ক্রন্দ্র নহে না ধরে ক্রন্দ্রের সম বল ।
 বিষ খেয়া সেইক্ষণে ভেঙ্গে কলেবর ॥
 ঈশ্বরের বচন শ্রমাণ করি ধরি ।
 ঈশ্বর-আচার লয়া বেতার না করি ॥
 ঈশ্বরের আচারে বিচার নাহি হয় ।
 পুণ্যে লাভ নাহি তার পাপে অপচয় ॥
 ঈশ্বরের হৃদয়ে না উঠে অহঙ্কার ।
 শুভাশুভ কর্মফল না হয় তাহার ॥
 অখিল-জগৎসুত্র সর্বলোক-গতি ।
 তার কর্মে বিচার করহ নরপতি ॥
 বার পদরজ ভজি মহামুনিগণে ।
 তপ যোগ সমাধি করিয়া সমাধানে ॥
 স্বচ্ছন্দে বিহরে তার নহে ভববন্ধে ।
 হেন প্রভু লাগিয়া তোমার এত বন্ধে ॥
 সর্ব-ভূত-হৃদয়ে বসয়ে বনমালী ।
 লীলায় শরীর ধরি করে নানা কেলি ॥

সেই সেই ক্রীড়া করে প্রভু নারায়ণ ॥
 বা শুনিলে হয় নর কৃষ্ণপরায়ণ ॥
 গোপগণে কেহ চিন্তে ক্রোধ না করিল ।
 যার যেই নারী তার নিকটে আছিল ॥
 হেন যারা ধরে প্রভু মহাযোগেশ্বর ।
 তবে যে কহিব আর শুন নরেশ্বর ॥
 মহানিশা বহি গেল প্রভাতসময় ।
 গোপীগণে রাজা তবে দিলা দমায় ॥
 রাজা শিরে ধরি গোপী গেল নিজঘরে ।
 প্রভুর বিচ্ছেদ-দুঃখ রহিল অন্তরে ॥
 রাসকেলি রসময় কৃষ্ণের চরিত ।
 যেবা কহে যেবা শুনে হয় তার হিত (১) ॥
 অতুল ভকতি তার হয় নারায়ণে ।
 ভবদুঃখ খণ্ডে তার অনাদি বন্ধনে ॥
 ধীর-শিরোমণি, শ্রীগদাধর জান ।
 ভাগবত-আচাৰ্য্যের মধুর গান ॥

(১) পাঠান্তর,—“হৃদ সাবহিত” ।

ইতি ঐশ্যোগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং
 সাহিত্যায়ং বৈশ্বাসিক্যাং দশমস্কন্ধে শ্রেম-
 তরদ্বিগীজয়ন্ত্রিশোঃধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

চতুর্দ্বিংশ অধ্যায় ।

কৈদার রাগ ।

একদিন দেবযাত্রা হৈল দেবীবনে ।
 কোতুকে চলিল গোপ হরষিত মনে ॥
 মন্দ আদি গোপগণ শকটে চটিয়া ।
 চলিলা অস্থিকা বনে আনন্দ করিয়া ॥
 সরস্বতী-নদী-জলে কৈল স্নান দানে ।
 হরগৌরী আরাধিল বিবিধ বিধানে ॥
 গোদান কাঞ্চনদান বসন ভূষণ ।
 ভক্ষ্য ভোজ্য দিয়া কৈল ব্রাহ্মণ ভোষণ ॥
 তথাই রহিল তীর্থ-উপবাস করি ।
 রাজিকালে আইল এক সর্প মহাবলী ॥
 নন্দকে ধরিয়া সর্প গিলিল সম্বরে ।
 জাহি জাহি করি নন্দ ডাকে উচ্চবরে ॥
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ যোগেশ্বর প্রপন্ন-পালন ।
 সর্প হৈতে কর বাপ মোর বিমোচন ॥

নন্দের ক্রন্দন শুনি যত গোপগণে ।
 সর্পের উপরে কৈল শর (১) বরিষণে ॥
 তমু নন্দে না তেজিল সর্প দুরাচার ।
 গোপকূলে শবদ উঠিল হাহাকার ॥
 তবে কৃষ্ণ পরশিল বামপদ দিয়া ।
 দিব্যরূপ হৈল সর্প শরীর তেজিয়া ॥
 হেম আভরণ ধরে দিব্য বিদ্যাধর ।
 তবে তারে জিজ্ঞাসিলা প্রভু গদাধর ॥

(১) পাঠান্তর,—“অস্ত্র” ; কিন্তু মূলে
 বলন্ত কাঠ দ্বারা তাড়নার কথা আছে ।
 ‘তস্ত চাক্ষুণিতঃ অথবা গোপালাঃ সহসোখিতাঃ
 প্রত্যক দৃষ্টে । সম্ভাষাঃ সর্প বিবদ্যুতম কৈঃ ।’

সর্পরূপ ধরিয়া আছিল কি কারণে।
কোন পুণ্যে দিব্যরূপ ধরিলে এখনে ॥
সর্প বলে শুন গোসাঞি কহি বিদ্যমান।
তোমার কৃপায় মোর হৈল পরিত্রাণ ॥
বিদ্যাধর ছিল যুঞি নামে সুদর্শন।
বিকৃত আকার যুঞি দেখি ঋষিগণ ॥
তা-সভা দেখিয়া মোর উপাশ্রয় হাস।
ক্রোধ করি মূনিগণ যোরে দিলা শাপ ॥
দেহের গরবে বেটা কর অহঙ্কার।
সর্পজাতি হয়্যা গিয়া রহ চিরকাল ॥
তোমার কৃপায় হৈল শাপ-বিমোচন।
কুয়োনি-জ্ঞানম দুঃখ ঋগুণ এখন ॥
অখিলজগতগুরু পরশে চরণে।
ষিষ্য-দণ্ড-বিমোচন হৈল তে-কারণে ॥
যায় নাম শুনিলে অশেষ পাপ করে।
সে প্রভু চরণ দিয়া পরশে যাঁহারে ॥
তার কি ছরিত-দুঃখ রহে কোনকালে।
আজ্ঞা দেহ প্রভু মোবে চল নিভাবে ॥
প্রদক্ষিণ করিয়া কবিল দণ্ড ছুতি।
আজ্ঞা শিরে ধরিয়া চলিল দিব্যগতি ॥
কৃষ্ণের মহিমা দেখি ব্রজবাসিগণে।
অনান দান ব্রত সমাপিল আর দিনে ॥
কৃষ্ণের মহিমা শুণ সর্বলোকে গাই।
গোকুলে চলিলা গোপ মহানন্দ পাই ॥
একদিন রামকৃষ্ণ দুই সহোদরে।
বৃন্দাবনে রাসকলি রচিল সত্তরে ॥
মল্লিকা মালতী জাতি গন্ধ পরচার।
বিমল যামিনী চারু ভ্রমর বঙ্কার ॥
হেন অদ্ভুত বনে রমণীমণ্ডল।

তার মাঝে শোভে বনমালী হলধর ॥
দিব্যগন্ধ তুলসী লাক্ষিত বনমাল।
ললিত কুণ্ডল দোলে বিলুপিত হার ॥
দিব্যগন্ধ মলয়-বিলেপিত অঙ্গ।
বহুবিশ মনোরথ উদ্ভিত তরঙ্গ ॥
রমণীমণ্ডল মাঝে করে রাসকলি।
ললিত মধুর গীত গায় বনমালী ॥
হেনকালে শঙ্খচূড় কুবেরকিঙ্কর।
সম্মুখে আসিয়া দেখা দিল নিশাচর ॥
হরিয়া রমণীগণ নিল বিভ্রমানে।
গোধন হরিয়া যেন লয় দুইগণে ॥
চলিল উত্তর দিগে পঙ্কজ আকার।
ভব নাহি মনে তার বড় তুরাচার ॥
রামকৃষ্ণ বলি গোপা কান্দে উচ্চস্বরে।
রামকৃষ্ণ দুই ভাই কোন ব্যক্তি করে ॥
দুই ভাই উচ্চাড়িল দুই গাছ শাল।
ধর ধর বলিয়া ধাইল যেন কাল ॥
তম পেয়া শঙ্খচূড় ছাড়ি গোপীগণ।
পালায় পাপিষ্ঠ যক্ষ রাখিয়া ভীবন ॥
তার পাছে পাছে তবে গেলা দামোদর।
গোপীগণ রাখিঞা রহিল হলধর ॥
কথোদরে গিয়া তারে ধরিল সঙ্ঘে।
দুই খান কৈল শির মুটকিপ্রহারে ॥
তার শিরে আছিল বিচিত্র মণিবর।
বলরামহন্তে লয়া দিল গদাধর ॥
হেনরূপে শঙ্খচূড় বধিলা শ্রীহরি।
রমণীমণ্ডলে কৈল অপরূপ কলি ॥
ভক্তি-রস-গুরু শ্রীগদাধর-দান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

দশমস্কন্ধে প্রেম-ভরঙ্গিণীচতুস্তিংশোহধ্যায়ঃ ৩৪ ॥

পঞ্চাত্রিংশ অধ্যায় ।

ভাটীয়ালি রাগ ।

বনে বনে বনমালী গোপন চরায় ।
 নানা দুঃখে গোপগণ দিবস - ডায় ॥
 সৰ্বগোপী এক - মিলিয়া দিনে দিনে ।
 কৃষ্ণগণ গাঞা গোপী রাখয়ে জীবনে ॥
 বাম বাহ ধরি বাম কপোলমণ্ডলে ।
 ললিত চলিত ভুক মুকলী অধরে ॥
 বেণুরঞ্জে বিলোলিত কোমল অঙ্গুলী ।
 যখনে বাজায় বেণু শ্রীবনমালী ॥
 সিদ্ধ বধুগণ তার সঙ্গে সিদ্ধগণ ।
 মুকুটিনা পড়ে রথে হয়্যা অচেতন ।
 বিগলিত নীবিবদ্ধ কামে বিমোহিতা ।
 লাজে ভয়ে বেয়াফুল গিঞ্জে বনিতা ॥
 শুন শুন গোপী আর কহি অদভুত ।
 করয়ে মোহন লীলা ওহি নন্দমুত ॥
 অচল ভড়িততুল্য উরে হার হাসে ।
 আরত-জন্য দুঃখ কটাক্ষে বিনাশে ॥
 যখন বাজায় বেণু রহি বৃন্দাবনে ।
 যুখে যুখে মৃগ বুধ মিলয়ে গোধনে ॥
 প্রবণ তুলিয়া দস্তে তুণ ধরি রাহে ।
 চিত্তের পুষ্টলী যেন প্রভু-মুখ চাহে ॥
 নবদল ময়ূরচন্দ্রিকা চাক্ষু বেষ ॥
 বিচিত্র পল্লবে কু ধরে মল্লবেশ ॥
 যখনে মুকুন্দ বেণু বাজায় মধুর ।
 তখনে সকল নদী গতি হয় দূর ॥
 হরিয়া চরণরেণু আনিব পবনে ।
 এই মনে করিয়া থাকয়ে নদীগণে ॥
 শিশুগণে নিজগুণ গায়ে চারি পাশে ।
 বনে বনে বিহার করয়ে নট বেশে ॥
 নাম ধরি যবে দেখু ডাকে বেণুগানে ।
 তখনে প্রাণীর ধর্ম হয় ভরুগণে ॥
 সর্বভূতে বৈলে হরি প্রভু দয়াময় ।
 লতাবলী প্রকট করিল আতিশয় ॥
 প্রেমভাবে পুলকিত মধুধারা বহে ।
 ভকতলক্ষণ ধরি ভরু লতা রাহে ॥
 দিব্যগন্ধ তুলসী ললিত বনমালা ।
 অলিফুলে বেণু রব করে অম্বুকারে ॥ (১)

মোহন-তিলক বেণু পুরয়ে সন্ধানে ।
 হংস সারস আসি মিলয়ে তখনে ॥
 জলচর বেণুনাগে হয়্যা বিমোহিতে ।
 সরোবর তেজিয়া দাণ্ডায় চারিভিতে ॥
 মুদিত নয়নে করে চিত্ত সমাধান ।
 নিশবদে রাহে কৃষ্ণে করিয়া ধ্যান ॥
 শুন ব্রজবধু আর বিচিত্র কথনে ।
 রাম কৃষ্ণ রাহে গরি-তট-উপবনে ॥
 বেণুরবে জগৎ করয়ে হরষিত ।
 তখনে মেঘের গতি মন্দ গহজিত ॥
 দৈশ্বর লজ্জন জানি হয় কোন মতে ।
 মন্দ মন্দ গমন গরজে সাবহিতে ॥
 ছায়া করি ছত্র ধরে পুষ্প বরিষণ ।
 হেন সে মেঘের ধর্ম দেখিল তখন ॥
 শুন হে যশোদা তুমি পুণ্যবতী নারী ।
 তোমার পুত্রের কথা কহিতে না পারি ॥
 বিদগদাশরোমণি শৃণের সাগর ।
 কত ভাতি জানে সে যে রসিক নাগর ॥
 বিবিধ বিনোদ বেণু বাজায় রসাল ।
 তখনে দেখিল সাধ বড় চমৎকার ॥
 ব্রহ্মা ভব পুরন্দর আদি সুরগণে ।
 আসিয়া করয়ে স্তুতি বিবিধ বিধানে ॥
 কর যোগ প্রণতকন্ডর তহু চিত্ত ।
 তবু না জানিঞা দেব হয় বিমোহিত ॥
 ধ্বজ বজ্র বিরাজিত চরণকমলে ।
 যখন বেড়ায় কৃষ্ণ গোকুলমণ্ডলে ॥
 তখন দেখিয়ে তাঁর রূপ মনোহর ।
 আমি সব তখনে না জানি নিজপর ॥
 বসন ভূষণ কেশ এ-সব পাসরি ।
 কেবল থাকিয়ে যেন বৃক্ষ-শাখ ধরি ॥
 নবদল তুলসী ললিত বেশ ধরি ।
 যণি ধরি গোপন গণয়ে বনমালী ॥
 অম্বুচর বালকের কাছে বাম হাথ ।
 যখনে মোহন বেণু বাজায় গোপীনাথ ॥
 বেণুরবে বিমোহিতা বনের হরিণী ।
 পতি স্নত ছাড়িয়া সেবয়ে যদ্রমণি ॥

ছাড়িল কৃষ্ণের গুণে পতি স্মৃত-দার।
 হেন প্রভু বিহরে গোপাল বেশ হয়।
 কুন্দকুমদাম-বিলসিত বেশ।
 ব্রজশিশু মাঝে নটবর হৃষীকেশ।
 যখনে তোমার পুত্র করয়ে বিহার।
 হরয়ে গোপীর চিত্ত নন্দের দুয়ার।
 তখনে মলয়বাত বহে শশীতল।
 চৌদিকে বেঢ়িয়া গায় গন্ধর্ব্ব কিরর।
 কেহ নাচে কেহ গীত সুমধুর গায়।
 হেন অপক্লপ লীলা করে যদুরায়।
 গোধন চরায়া হরি দিন অবশেষে।
 যখনে আসিয়া হরি গোবুলে প্রবেশে।
 ব্রজা আদি সুরগণ আসিয়া তখনে।
 পথে পথে রহি করে চরণ-বন্দনে।
 অচুচর বালকে বেঢ়িয়া গুণ গায়।
 হেনক্লপ কহ লীলা করে যদুরায়।
 তরলিত শ্রমজল বদনমণ্ডলে।
 গোখুলি ধূসর-অঙ্গ কুটিল কুণ্ডলে।
 ব্রজবধু-নয়নের আনন্দ বাটার।

কত ভাঁতি কত লীলা করে যদুরায়।
 দেবকীকন্ঠে দ্বিজরায় উতপন্ন।
 ওহি গোপকুলে আসি হৈলা উপসন্ন।
 মদমত্ত গজরাজ বিহরে বিশাল।
 কনক কুণ্ডল দোলে গলে বনমাল।
 বদন সুন্দর জিনি পূর্ণ শশধর। (১)
 গোবুলের দিন তাপ হরয়ে সকল।
 এইরূপে গোপীগা কৃষ্ণগুণ গায়।
 গীত অবলম্ব করি দিবস শুভাষ।
 কৃষ্ণ বিনে গোপীগণে না দেখয়ে আন।
 গোপীনাথে নিয়োজিল তনু মন প্রাণ।
 কি কহিব গোপীকুলে প্রেমের উদয়।
 ক্রমে যুগশত যার কৃষ্ণ বিনে হয়।
 এই গোপী গীত যেবা ভক্তিভাবে শুনে।
 প্রেমভক্তি হয় তার পুণ্য দিনে দিনে।
 জ্ঞান গুরু গদাধর ধীরশিরোমণি।
 ভাগবত-আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী।

(১) "ব্যান বদন কল পূর্ণ শশধর"

—পাঠান্তর।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংসায়
 সাংহিত্যায় বৈরাগিক্যাং দশমস্কন্ধে প্রেম-
 তরঙ্গিণীপঞ্চত্রিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

সারঙ্গ রাগ।

আর অদভূত কথা শুন সাবধানে।
 বুঝাস্বর বধ কথা কহিব এখনে।
 বুঝক্লপ ধরি এক দৈত্য মহাবল।
 গোবুলে প্রবেশ কৈল মহা ভঙ্কর।
 লাজুলের বাড়ি মারে পর্ব্বত উপরে।
 ভাঙ্গিয়া পর্ব্বত-চূ। পড়ে ভূমিতলে।
 যেখানে চরণ ধরে সেখানে তলায়।
 গোবুলের প্রজাগণ দেখিয়া ডরায়।
 মল যুগ ছাড়ে সেহ নয়ন চুলায়।
 সেই প্রাণ ছাড়ি মরে যার দিকে চায়।
 দেবলোক কম্পে তার নিষ্ঠুর গঞ্জন।
 হেনকালে খসিয়া গর্ত পড়য়ে তখনে।
 শত শত মেঘগণ পর্ব্বত গেষানে।
 ঝোঁটের উপরে তারা রহে স্থানে স্থানে।

এইরূপ দুবস্ত অস্তুর মহাকায়।
 গোবুল ছাড়িয়া লোক তরাসে পলায়।
 গোপগোপী গোবুলের যতক গোধন।
 কৃষ্ণের চরণে গিয়া পশিল শরণ।
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভকতবৎসল ভগবান।
 নিজ পরিজন তুমি কর পরিচাণ।
 গোবুলের ক্রন্দন দেখিয়া চম্বাময়।
 আশ্বাসিল গোপগণে না করিহ ভয়।
 ডাক দিয়া বলে কৃষ্ণ আরে হুরাচার।
 পশুগণে ভয় দিয়া কি সুখ (১) তোমার।
 ছুটে-বিনাশন আমি খল-বিনাশন।
 থাকে তোমার শক্তি বেটা করসিদ্ধা রণ।

(২) পাঠান্তর—“শুণ।”

এতেক বলিয়া কৃষ্ণ মারে মালসাট ।
 অন্নগত-স্বন্ধে প্রভু দিয়া বামহাথ ।
 নরকত-গিরি যেন রহিল দাণ্ডায়া ।
 কোপে দুষ্ট দৈত্য আসে পৃথিবী কাপায়া ।
 লাজুল ফিরাইয়া ঘেঘ কৈল খানখান ।
 দুই শৃঙ্গ পাতিয়া সম্মুখে ধরসান ।
 বিক্রিয়া মারিব কৃষ্ণ মনে আছে তার ।
 ধাইলা আইল যেন পর্বত-আকার ।
 দুই শৃঙ্গ প্রভু তার দুহাথে ধরিয়া ।
 অষ্টাদশ পদ লঞা পেলিল ঠেলিয়া ।
 মহামত্ত গজ্ঞে যেন পেলে গজ আর ।
 সেইক্ষণে তুরিতে উঠিল ছুরাচার ।
 সঘনে পবন বহে ক্রোধে মূরছিত ।
 সেইক্ষণে আরবার ধায় সচকিত ।
 তবে প্রভু দুই শৃঙ্গ দুই হাথে ধরি ।
 ভূমিতলে অম্বরে পেলিল পাক মারি ।
 মোচড়িয়া চাপিয়া রাখিল ভূমিতলে ।
 আঁত্রবস্ত্র লোক যেন পিষিয়া নিজাড়ে । ()
 নির্ঝর করিয়া দৈত্যো ঘষিল পূত্র ।
 শৃঙ্গ উফাড়িয়া বাড়ি মারিল নিষ্ঠুর ।
 হস্তপদ আছাড়িয়া করে ধড়ফড় ।
 মলমূত্র ছাড়িয়া তেজিল কলেবর ।
 পড়িল অরিষ্ট দৈত্য গেল যমঘর ।
 গীত বাদ্য নৃত্য করে গন্ধর্ব্ব কিম্বর ।
 সুরগণে কৈল স্তুতি পুষ্প বরিনণ ।
 ওষ জয়কার করে গোপগোপীগণ ।
 মারিয়া অরিষ্ট দৈত্য বালক জীলায় ।
 গোকুলে প্রবেশ কৈলা গোকুলের রায় ।
 হেনকালে আসিয়া নারদ তপোধন ।
 কহিলা কংসেরে তবে মংগা-বচন ।
 শুন কংস মহারাজ কহিব বিশেষ ।
 দৈবকীর পুত্র কৃষ্ণ গোকুলে প্রবেশ ।
 যশোদার কন্তা যেই স্বর্ণপথে গেল ।
 রোহিণীর পুত্র বলরাম যারে বল ।
 এ বোল শুনিয়া কংস জ্বলিল অন্তরে ।
 তীক্ষ্ণ খজা নিল বসুদেব কাটিবারে ।
 তবে শ্রীনারদ তারে কৈল নিবারণে ।
 ব্যর্থ বসুদেবে তুমি মার কি কারণে ।
 আমার বচন শুন বিলম্ব না কর ।
 প্রকার করিয়া তুমি রামকৃষ্ণে মার ।

(:) "জিতো বজ্রে কেহ যেন চাপিয়া চিজড়ে ।"

এতেক বলিয়া মুনি কৈলা অন্তর্ধান ।
 তবে কংস রাজা কৈল বিবিধ সন্ধান ।
 ব দেব দেবকীরে নিগড়ে বান্ধিয়া ।
 কেশী নামে মহাম্বরে কহয়ে ডাকিয়া ।
 শুন কেশী সখা তুমি বান্ধব আমার ।
 রামকৃষ্ণে মার গিয়া না কর বিচার ।
 তবে কেশী পাঠায়া দারুণ কংসাম্বর ।
 ডাক দিয়া আনে দৈত্য মুষ্টিক চানুর ।
 শল তোশল আদি পাণ্ডা-মিঃগণ ।
 শুন শুন দৈত্যগণ আমার বচন ।
 বসুদেবের দুই পুত্র গোকুল নগরে ।
 রামকৃষ্ণ নামে তারা বৈসে নন্দঘরে ।
 সেই সে আমার মৃত্যু কহে সর্ব্বজনে ।
 কহ দেখি কোন বুদ্ধি করিব এখনে ।
 প্রকার করিয়া সতে আন এই ভাই ।
 চানুর মুষ্টিক তারে মারিব এখাই ।
 মল্ললীলা করিয়া মারিব দুই ভাই ।
 শুন শুন মদ্যগণ আমার বচন ।
 বর্ত্তবিধ মঞ্চ কবি বিবিধ সঞ্চাব ।
 রক্তভূমি কর দৃঢ় পাচার প্রাকার ।
 পুরজ্ঞান জানপদে দেখিব সংগ্রাম ।
 আরে আবে মাহুত করহ অবধান ।
 কুবলয় গজ লঞা রাখহ দুয়ারে ।
 হস্তী দিয়া রামকৃষ্ণে মারিবে সঙ্ঘরে ।
 ধনুর্যজ্ঞ আরম্ভহ চতুর্দশ দিনে ।
 বহুবিধ পশুবধ করহ বিধানে ।
 ধূপ দীপ গন্ধ পুষ্প নানা উপহারে ।
 পশুপতি পূজা কর বিবিধ সন্তারে ।
 আজ্ঞা দিয়া মদ্যগণে পাঠাই সঙ্ঘরে ।
 অক্রুরে আনিঞা কংস পশিল মন্দিরে ।
 অক্রুরের হস্তে গরি বলে কংসরাজ । ()
 শুন শুন অক্রুর বলিয়ে নিজ কাণ ।
 তুমি হেন হিতকারী বন্ধু নাহি আর ।
 তে-কারণে বলি কিছু কার্য সাধিবার ।
 ইচ্ছা স্মখে আছে বিষ্ণু করিয়া আশ্রয় ।
 হেন হিতকর (২) তুমি বন্ধু মহাশয় ।
 বসুদেবের দুই পুত্র নন্দঘোষঘরে ।
 রথে তুলি রামকৃষ্ণে আনিবে সঙ্ঘরে ।

(১) পাঠান্তর,—

"গাতে হাত দিয়া কংস বলে দৈত্যরাজ ।"

(২) পাঠান্তর,—"তেন হিতকারী ।"

সেই সে আমার মৃত্যু দেবগণে কহে ।
শীঘ্র করি চলিবে বিলম্ব যেন নহে ॥
দধি-দুগ্ধ-ভেট ঘাট সাজিয়া অপার ।
নন্দ আদি গোপ যেন হয় আশুগার ॥
রামকৃষ্ণে আন তুমি রথিতে তুলিয়া ।
ছারেতে মারিব কুবলয় গজ দিয়া ॥
তমু যদি না মরে মারিব মল্লরণে ।
তবে বন্দ্যদেবে আমি (১) মারিব পরাণে ॥
তবে তার মারিব যতেক বন্ধুগণ ।
উগ্রসেন পিতা তার লজ্জিব (২) জীবন ॥
বুদ্ধকালে রাজ্যলোভ যার এত বড় ।
মারিব দেবক তার ভাই সহোদর ॥
তবে যে যে ঘেঘ ভাব করএ আমার ।
সবংশে তাহার আশ্রি করিব সংহার ॥
তবে অক। ক হৈব রাজ্য অধিকার ।
ভাঙ্গিয়া আছে গুরু সহায় আমার ॥
শম্ভব নরক বাণ সহস্রেককব ।
এই আদি আছে মোর বাক্য সকল ॥

(১) পাঠান্তর,—“আনি” ।

(১) পাঠান্তর,—“লইব” ।

এ সব সহায় করি বিপক্ষ মারিব ।
মুখে বসি রাজ্যভোগ আনন্দে করিব ॥
এ বোল প্রিয়তা তুমি চল ত্বরাতরি ।
রামকৃষ্ণ হুই ভাই আন রথে করি ॥
রাওপুরী নাহি দেখ তুমি বৈস বনে ।
যজ্ঞ-মহোৎসব চল দেখ হুই জনে ।
এই হলে ভাগিয়া আনহ হুই ভাই ।
পরম বাক্য দেখি তোমারে পাঠাই ॥
তবে কিছু কহেন অক্রুর সুপণ্ডিত ।
যে কিছু কহিলে রাজা সব সমুচিত ॥
পরম যতনে কাও আপনার সাধি ।
হস্ত বাণী হয় তাহে বলবানু বিধি ॥
বিধি করিবারে পারে দুর্ধট ঘটনা ।
যতনেহ নহে সিদ্ধি বিধির খণ্ডনা ।
তথাপি পুরুষে কাজ সাধিব যতনে ।
হল বা না হউ সিদ্ধি বিধির ঘটনে ॥
সাধিব তোমাব কাৰ্য্য যতন করিয়া ।
অক্রুর চলিল তবে এতেক বলিয়া ॥
বিদায় মাগিয়া মন্ত্ৰিগণ পেলা ঘরে ।
আজ্ঞা দিয়া কংস প্রবেশিলা নিজপুরে ॥
বীর-শিরোমণি এ গদাধর জ্ঞান ।
ভাগবত-আচাৰ্য্যের মধুর গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং

সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং দশমস্কন্ধে

ষট্টিত্রংশোধ্যায়ঃ ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় ।

কংসের আদেশে কেশী ঘোড়ারূপ ধরে ।
নন্দের গোকুলে গিয়া উঠিলা সহরে ॥
পৃথিবী বিদার করে পদখুরাঘাতে ।
ত্রিভুবন কাঁপাইল হৈমিত শব্দে ॥
শট্টা ছট্টিছটি মেঘ কৈল খণ্ডখণ্ড ।
অঙ্গভাবে টলমল করে ভূমিখণ্ড ॥
বিশাল নয়ন তার বিকট বদন ।
মহাবেগ কলেবর ভীমদরশন ॥
নন্দের গোকুলে বেটা কৈল আশ্রয়ান ।
তা দেখিয়া গোপগণ হৈলা কম্পমান ॥

সম্মুখ দেখিল দৈত্য প্রভু যদুবর ।
প্রভু দেখি ক্রোধে তার জ্বলিল অন্তর ॥
দ্রুত অশুর সেই মহাপাপমতি ।
হুই পদ তুলিয়া মারিল এক লাথি ॥
লাথি মারিলেক বেটা বৃকের উপরে ।
কটাক্ষে বঞ্চিল তাহা প্রভু গদাবরে ॥
সেই হুই পদ তাব হুই হস্তে ধরি ।
সপ্তপাক ফিরাইল আকাশেতে তুলি ॥
অবজ্ঞানে পাকায়িল পেলিল নিঠুর ।
চারি শত চপ্ত গিয়া পড়িল অশুর ॥

କର୍ଥୋକ୍ଷ୍ମ ରହି ତବେ ଉଠିଲି ସବ୍ବରେ ।
 ମୁଖ୍ୟାନ ଯେଲିଆ ଆହିଲେ ଗିଲିବାରେ ।
 କୋନ ବୁଝି କରେ ତବେ ଶ୍ରୀଭୁ ନାମୋଦର ।
 ବାମହସ୍ତ ଦିଲି ତାବ ମୁଖେର ଭିତର ।
 ଭୁଞ୍ଜ ପ୍ରବେଶାର ଶ୍ରୀଭୁ ମୁଖେର ଭିତରେ ।
 ମହାଗର୍ଭେ ସର୍ପ ଯେନ ପରବେଶ କରେ ।
 ଦର୍ଶନ ଧରିଆ ତାର ପଡ଼ିଲି ସକଳ ।
 ଯହାଭୁଞ୍ଜ ବାଟେ ତାର ମୁଖେର ଭିତର ।
 ଶ୍ରୀଭୁଞ୍ଜେ ନିରୁଦ୍ଧ କୈଳ ଏ ଦଶ ଦ୍ଵାର ।
 ଶାମ ଚକ୍ର ହସ୍ତା ଶ୍ରୀଗ ଛାଡ଼େ ଦୁରାଚାର ।
 ଛୁଇଁ ଆସି ଉଲଟିଲି ପଡ଼ିଲି ସବ୍ବଟେ ।
 ହସ୍ତ ପଦ ଆଛାଡ଼ିଆ କରେ ଛଟପଟେ ।
 ଶ୍ରୀଗେ ଯଲମୁଦ୍ରେ ଛାଡ଼ି ତେଜିଲି ପରାଗ ।
 ବିଦରିଆ ଅଜ୍ଞ ତାର ହୈଲ ଧାନଧାନ ।
 କର୍କଟାର ଫଳ ଯେନ ହୈଲ ଧନ ଧନ ।
 ମୁଖେ ହୈତେ ବାହାର କରିଲା ଭୁଞ୍ଜଦଣ୍ଡ ।
 ବ୍ରହ୍ମା ଆଦି ଦେବଗଣ କରନ୍ତେ ସ୍ତବନ ।
 ଅମରବଧୁଗଣ କୈଳ ପୁଷ୍ପ ବରବରଣ ।
 ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ବାଞ୍ଛନା ବାଞ୍ଜେ ଜୟ ଜୟ ଧ୍ଵନି ।
 ଜୀଲାୟେ ଅମର ବଧ କୈଳା ଚକ୍ରପାଣି ।
 ନାରଦ ଆସିଆ ତବେ ଦିଲା ଦରଶନ ।
 ନିତୁତେ କ୍ରୟେର ସଙ୍ଗେ କୈଳା ସମ୍ପାଦନ ।
 କ୍ରୟ କ୍ରୟ ଯୋଗେଶ୍ଵର ଅଧିନିବାସ ।
 ବାମୁଦେବ ଉକତବତ୍ସଲ ଶ୍ରୀନିବାସ ।
 ସର୍ବଭୂତ-ଆତ୍ମା ତୁମି ବିଭୁ ଏକରୂପ ।
 କାଠିକେତେ ଏକ ବହି ଦେଖି ନାନାରୂପ ।
 ସର୍ବଭୂତେ ବୈଶ ତୁମି ଗୁଡ଼ ଶୁଦ୍ଧାଶୟ ।
 ସର୍ବସାକ୍ଷୀ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ତୁମି ସର୍ବମୟ ।
 ଆପନେ ଆପନା କର ମାୟାର ସୃଜନ ।
 ଆପନେ ସଂହାର କର ଆପନେ ପାଳନ ।
 ପୃଥିବୀ ହରିତେ ଭାର ଦୈତ୍ୟ ବିନାଶିବେ ।
 ନିତ୍ୟଧର୍ମ ଜଗତେ ସ୍ଥାପିଆ ଯଶ ଧୃତ୍ଵିବେ ।
 ଏହି ସେ କାରଣେ ତୁମି କୈଳେ ଅବତାର ।
 ଦେଖିଲି ତାହାର ଆଜ୍ଞା କିଛି ଚ୍ୟାୟକାର ।
 ଅଧରୂପ ମହାଦୈତ୍ୟ ମାରିଲେ ଜୀଲାୟ ।
 ଯାର ଡେଇଁ ସ୍ଵର୍ଗ ଛାଡ଼ି ଦେବତା ପଳାୟ ।
 ଚାନ୍ଦ୍ର ମୁଷ୍ଟିକ ଆଦି ଯତ ବୀର ଆର ।
 କୁବଳୟ ଗଞ୍ଜ ଆର ଯତ ମହାବଳ ।
 କଂସ ଆଦି ଆର ଯତ ଦୈତ୍ୟା ଦୁରାଚାର ।
 ଛୁଇଁ ଦିନ ବ୍ୟାଞ୍ଜେ ତୁମି କରିବେ ସଂହାର ।
 ଅଧିକ ମୁର ନରକ ଯବନ ଦୈତ୍ୟକ୍ଷୟ ।
 ପାରିଜାତ ହରଣେ ହିଞ୍ଜେର ପରିଚୟ ।

ବୀର୍ଯ୍ୟମୂଳା ଦିଆ ରାଜକନ୍ୟା ପରିଣୟ ।
 ଶୁଗେର ଯୋକ୍ଷ୍ମ ତବେ ଶାରିକାବିଜୟ ।
 ଭାର୍ଯ୍ୟା ସହେ ଅମଳକ ଯଶିର ହରଣ ।
 ତାହାର ଜାଗିଆ ଶ୍ରୀଗ ଦିବେ କର୍ଥୋଦନ ।
 ବ୍ରାହ୍ମଣେର ସ୍ତମ୍ଭପୁତ୍ର କରିବେ ଶ୍ରୀଦାନ ।
 ମାରିବେ ପୋତୁ କରାଣୀ ମହାବଳଧାନ ।
 ବାରାଣସୀ ପୋଡ଼ାହିବେ ମାରିବେ ଦଣ୍ଡବନ୍ଧୁ ।
 ଶିଶୁପାଳବଧ ମହାସଞ୍ଜେର ଭିତର ।
 ଆର ଯତ ଯତ କର୍ମ କରିବେ ବିଶାଳ ।
 ଆମି-ସବ କୌତୁକ ଦେଖିବି ତାହା ଭାଳ ।
 କାଳରୂପ ଶ୍ରୀଭୁ ତୁମି ଜଗତ୍ସଂହାର ।
 ସଂହାର କାରଣେ ଯି କାଳରୂପ ଧର ।
 ଅଞ୍ଜୁନ-ସାରାଧି ହସ୍ତା ଆପନି ଭାରତେ ।
 ହରିବ ପୃଥିବୀର ଭାର ଦେଖିବି ସାକ୍ଷାତେ ।
 ଯଦି ବଳ ଶକ୍ତି-ବିଦ୍ଵେ ଆଡ଼େ ରାଗ-ସେବ ।
 ଆନ ଜୀବ ଚାହି ଆମି କେମନେ ବିଶେଷ ।
 ବିଷୁଦ୍ଧ-ବିଜ୍ଞାନଧନ ଶୁଦ୍ଧ ସଦ୍ଵତ୍ତ୍ଵ ।
 ଅଯୋଧ୍ୟାବାହିତ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ମୁଖ୍ୟୟ ।
 ନିଜ୍ଞ ତେଜେ ମାୟାଶୁଣ ଦୂରେ ପରିହର ।
 କେବଳ ନିଃସଲ ବ୍ରହ୍ମ ତୁମି ନିରନ୍ତର ।
 ସ୍ଵାଧୀନ ଦେଶର ତୁମି ଯୋଗମାୟାବଳେ ।
 ଅଶେଷ ନିଶାଣ ତୁମି କର ଏକ ତିଳେ ।
 କ୍ରୌଡ଼ା କରିବାରେ ଧର ନର-କଳେବର ।
 ଯହୁକୁଳନାଥ ତୁମି ଶ୍ରୀଭୁ ଯହୁବର ।
 ଏହିରୂପେ ଶ୍ରୁତି କରି ଦଣ୍ଡ-ପରମାୟ ।
 ଶ୍ରୀଦକ୍ଷିଣ କରିଆ ଚଳିଲା ମତିଧାନ ।
 ଆଜ୍ଞା ଦିଆ ନାରଦେ ପାଠାହିଲା ବନମାଳୀ ।
 ଗୋକୁଳେ ପ୍ରବେଶ କୈଳା ଅମର-ସଂହାରୀ ।
 ଆର ଦିନେ ଶିଶୁ ସଙ୍ଗେ ଶ୍ରୀଭୁ ଯହୁରାୟ ।
 ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଗିରି ତଟେ ଗୋଧନ ଚରାୟ ।
 ତବେ ଆର ଏକ ଖେଳା ପାତିଲି କୌ କେ ।
 ପାହିକ ଲୁକାନି—ସାଗେ ବଳେ ଶିଶୁଲୋକେ ।
 କେହ ଚୋର କେହ ବା ପାହିକରୂପ ଧରେ ।
 ଡେଉଡ଼ାରୁ ଧରି କତ ବାଳକ ବିହରେ ।
 ଡେଉଡ଼ା ଚୁରି କରି ଚୋର ଶିଶୁ ଲୟା ଯାୟ ।
 ପାହିକେ ଧରିଆ ଡେଉଡ଼ା କାଢ଼ିଆ ରହାୟ ।
 ଯୟନାବେର ପୁର ବ୍ୟୋମ ମହାବଳ ।
 ଚୋରରୂପେ ପ୍ରବେଶିଲି ଗୋଷ୍ଠେର ଭିତର ।
 ବାଳକେର ମାତ୍ରେ କୈଳ ଅମର ପ୍ରବେଶ ।
 ବୁଝିଆ ରହିଲା ମନେ ଶ୍ରୀଭୁ ହବୀକେଶ ।
 ଶୁଣି ଶୁଣି କରେ ବ୍ୟୋମ ଛାଣ ଚୁରି କରେ ।
 ବାଳକେ ଡରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପର୍କଶତଗହରେ ।

পাশাথে কুধিয়া তার দুয়ার রাখিল ।
অবশেষে চারি পাঁচ ছাওয়াল রহিল ॥ (১)

(১) সাহিত্যপরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকের পাঠ,—
তাহাতে আরও খেলা পাতিল কোঁতুকে ।
শঙ্ক-লুকলুকানি থাকে বোলে শিশুলোকে ।
কেহ চোর কেহ তাথে পাইকরূপ ধরে ।
ভেড়ারূপ ধরি কত বালক বিহরে ।
ভেড়া চুরি করে চোর শিশু লঞা যায় ।
শঙ্ক চোর ধরি ভেড়া কাড়িয়া রহায় ।
ময়দানবের পুত্র বোয়াম মহাবল ।
চোররূপে প্রবেশিল চোরের ভিতর ।
বালকের মাঝে কোন অনুর প্রবেশ ।
বুঝিয়া রহিল মনে প্রভু হুবীকেশ ।
গুটি গুটি করে বেটা বালক চোরায় ।
পর্বতগহবরে লঞা বালক ভরায় ।
প্রস্তরে বোধিয়া তার ফেলিল দুয়ারে ।
অবশেষে চারি পাঁচ রহিল ছাওয়াল ।
ছাএ,—(ছা, শিশু) শিশুকে ।

হুটকর্ষ হুটের জানিয়া হুবীকেশে ।
আর শিশু লঞা যাইতে ধরিল নির্যাসে ॥
পলাইতে না পারিয়া দৈত্য দুরাচার ।
নি-রূপ ধবে তবে পর্বত-আকার ॥
তবে প্রভু অনুরে পেলিয়া ভূমিতলে ।
চাপিয়া বসিল তার বৃকের উপরে ।
মুণ্ড উফাড়িয়া অঙ্গে প্রবেশ করায় ।
টান দিঞা চারি হস্ত পদ উফড়ায় ॥
তথাই প্রবেশ করাইলা আরবারে ।
পশুমধ্যে কৈল বোয়াম দৈত্যের সংহারে ॥
মেলিয়া দিলেন প্রভু গহ্বরদুয়ার ।
তবে শিশুগণ লয়া কৈলা আগুসার ॥
অনুগতে গায় গীত দেবে করে স্তুতি ।
গোকুলে প্রবেশ কৈলা ত্রিভুবনপতি ॥
ধীর শিরোমণি শ্রীগোবিন্দ জ্ঞান ।
ভাগবত-আচার্যের মধুর গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈষ্ণবিক্যাং দশমস্কন্ধে সপ্তত্রিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় ।

পাহিড়া রাগ ।

রজনী বন্ধিয়া ঘরে অকুর প্রভাতকালে
গোকুলে চলিলা হরষিতে ।
রখে করি আরোহণ এই চিন্তে মনে মন
যোর ভাগ্য হৈল আচম্বিতে ॥
শুন শুন নরপতি অকুর সে মহামতি
পথে পথে এই চিন্তে মনে ।
মুঞ্চি কোন্ তপ কৈলু মহা নে দান দিলু
আজি কৃষ্ণ দেখিব নয়নে ॥
হেন যোর কি ঘটব প্রভু-দরশন হৈব
মুঞ্চি সে অধম মন্দমতি ।
যেন বেদ-অধিকার শূদ্রে নহে ব্যবহার
তেন মুঞ্চি হীন অধোগতি ॥
পুন বলে সে অকুর অমঙ্গল গেল দূর
আজি যোর জনম সকলে ।
বোম্বি ধ্যান করে যার মুঞ্চি হৈব মমকার
সে প্রভুর চরণকমলে ॥

কংস অহুগ্রহ কৈল গোকুলে পাঠায়া দিল
পাদপদ্ম দেখিব নয়নে ।
যার নখ-মণিজ্যোতি পায়া পাইল দিব্যগতি
পার হৈল মহামহাজনে ॥
ব্রহ্মা ভব আদি স্নরে ধ্যানে যার পূজা করে
লক্ষ্মীদেবী করয়ে চিন্তনে ।
এমত দুর্ভাগ পদ বনে বনে উপগত
গোপীকুচ-কুঙ্কম-মণ্ডনে ॥
ললিত কপোলদেশ কুটিল অলকা-কেশ
নব-কঙ্ক-অরুণ-লোচন ।
নিশ্চয় দেখিব আজি শ্রীমুখমণ্ডল জ্যোতি
প্রদক্ষিণ করে যুগগণ ॥
পৃথ্বীর হরিতে ভার নররূপে অবতার
অশেষ লাভণ্য গুণ ধাম ।
যোর ভাগ্যে তাঁর সহে যদি দরশন হয়ে
তবে পূর্ণ হয় সর্বকাম ॥

সভার হৃদয়ে বৈসে সাক্ষিরূপে সব দেখে
অন্তর্যামী প্রভু নিরাকার ।
হেন প্রভু করে লীলা গোপকূলে শিশুর খেলা
গোপরূপে গৃঢ় অবতার ॥
যার গুণকর্ণরত সুকৃত বচন বৃত
অশেষমঙ্গল গুণগানে ।
জগৎ পবিত্র করে শুনিলে আনন্দ ধরে
সর্বজীবে করে প্রাণদানে ॥
যার গুণহীনবাণী জানি সরলমণ্ডলী (১)
হেন প্রভু বিহরে গোপকূলে ।
বিস্তারিব যশোভার যত্নকূলে অবতার
ব্রহ্মা আদি গায় নিরন্তরে ॥
অখিল জগৎগুরু ভক্ত-সুর-কল্লভরূ (২)
কমলাসেবিত পদধূলি ।
মোর শুভ দিন হৈল শুভ রাত্রি পোহাইল
নয়নে দেখিব বনমালী ॥
হেন কি ঘটিল মোরে যোগী ধ্যান করে যারে
হেন পাদ করিব প্রণাম ।
তবে আমি ধন্ত মানি আপনে আপনা গণি
তবে মুক্তি পুরুষপ্রদান ॥
দণ্ড পরণাম করি পড়িমু চরণ ধরি
শিরে কর দিব কি মুরারি ।
বলি দান দিয়া যাকে পুজ্য হৈল ত্রিঙ্গগতে
ভকত অভয় বরধারী ॥
কংসের আদেশ পেয়া আমি নিতে আইল ধৈর্য্য
জানি মোতে জ্ঞান হেন হয় ।
যদি থাকে নিজগণ কিছু হয় অগোচর
তবে তন্ন করিতে বুঝায় ॥
কর যুড়ি ধরি শিরে পড়িমু চরণমূলে
প্রভু যদি চাহিবে সদয় ।
এইত পরমানন্দ অশেষ হরিত-বন্ধ
খলিব খণ্ডিব ভবভঙ্গ ॥
আমার বান্ধব হয়ে আশা বিনে না জানয়ে
এ বোল বলিয়া যত্নরায় ।
যবে দেই আলিঙ্গন মহাভুজ-সুবন্ধন
তবে তীর্থ এই মোর কায় ॥
তাঁর অঙ্গ-সঙ্গ পেয়া পড়িমু প্রণত হইয়া
কর যুড়ি চরণকমলে ।

(১) পাঠান্তর,—“যেন সরল মণ্ডলী ।

(২) পাঠান্তর,—“ভকত-কল্লভরূ” ।

জ্ঞানির সখ্যক ধরি বুলিব অকুর করি
তবে আমি হইমু সফলে ॥ (১)
নিজগণ নাহি তাঁর শত্রুমিত্র ব্যবহার
তথাপি ভকত হিতকারী !
তথাপি কল্লভরূবরে যে জন আশ্রয় করে
সেই যে ফলের অধিকারী ॥
অগ্রজ সে বলরাম অশেষ গুণের ধাম
করে ধরি নিব কি মন্দিরে ।
আতিথ্যবিধান করি নন্দ আদি গোপ মেলি
বন্ধুবার্তা পুছিব সত্বরে ॥
শ্রীঅকুর গুণনিধি হেনমত শুদ্ধবুদ্ধি
কত কত চিন্তিল হৃদয় ।
ভাগবত-আচার্য্যবাণী কৃষ্ণপ্রেমভরজিনী
শুনিলে হরিত দূর হয় ॥
ভাটিয়ালী রাগ ।

এই মতে পথে কৃষ্ণ চিন্তিল অন্তরে ।
সন্ধ্যাকালে উত্তরিল গোপকুলনগরে ॥
প্রণাম করিঞা আছে সবদেবে আসি ।
ছিন্ন ভিন্ন হয়্যাগছ মুহূর্ত ঘষাঘষি ॥
ধ্বজ-বজ্র-বিরাজিত চরণকমলে ।
দেখিল অকুর পদচিহ্ন আছে ধূলে ॥
বাটিল আনন্দ প্রেম ভাবে বিমোহিত ।
নয়নে আনন্দজল অঙ্গ পুলকিত ॥
রথে হেতে লক্ষ দিয়া নাখিলা সত্বরে ।
পড়িয়া লোচায় সেই ধুলার উপরে ॥
ধন্ত মুক্তি আজি মোর সফল জীবন ।
সাক্ষাতে দেখিলু নিজ প্রভুর চরণ ॥
এইমতে কথোদূর গাংগাড়ি যাই ।
রামকৃষ্ণ একত্রে দেখিল দুই ভাই ॥
অখিল-জগৎ-নাথ করে গো-দহন ।
নীল-পীত-পরিধান ছুহার বসন ॥
শারদ-বিমল কঙ্ক নয়ন-বিশাল ।
ললিত খেলন বালদ্বিরদ বিহার ॥
কিশোর শ্রামল খেত অজের বরণ ।
ধ্বজবজ্র-বিরাজিত ছুহার চরণ ॥
হেম যণি রতন ছুহার অলঙ্কার ।
ছুঁহে মনোরম বেশ বিক্রম বিশাল ॥
রক্তত পর্কত যেন কনকে খচিত ।
যরকৃত গিরি যেন রতনে ভূষিত ॥

(১) পাঠান্তর,—“তবে মোর ধন্ত কলেবরে ।”

দিব্যগন্ধ তুলসী ললিত বনমালা ।
 ছুই জনে মনোহর ব্রজ-বরলীলা ॥
 চন্দ্রকোটি জিনি চারু বসান মণ্ডল ।
 কমলানিবাস ছুঁতার শ্রীভূজযুগল ॥
 দিব্যগন্ধ বিলেপ ভূষণ দিব্যবেশ ।
 শিখণ্ড-মণ্ডিত-চূড়া ঝিল্লিত কেশ ॥
 জগতের কারণ ছুঁহে জগতের গতি ।
 জগতের আদি অন্ত জগতের পতি ॥
 জগত-কারণ হেতু দুহা অবতার ।
 ছুঁহে গাভী ছুঁহে ব্রজবালক বিহার ॥
 হেমরূপে রামকৃষ্ণ দেখিল গোবুলে ।
 অকুর মজিল তবে আনন্দসাগরে ॥
 ভূমিতে পড়িয়া হৈল দণ্ডপর্যায় ।
 বাহু পাশরিল কিছু নাহি অবধান ॥
 নয়নে আনন্দজল পুলকিত অঙ্গ ।
 কহিতে না পারে কিছু যেন জড় অঙ্ক ॥
 শ্রীভূজে ধরিয়া তারে তুলিলা শ্রীচরিত্র ॥
 দৃঢ় আলিঙ্গন দিয়া ভূজপাশে বেঁচি ॥
 করুণাসাগর হরি ভকতবৎসল ।
 ভকতের মনোরথ পূরায় সকল ॥
 ছুই করে ধরিয়া অকুর-দুই-করে ।
 নিজঘরে তবে তাঁরে নিলা হনু-ব ॥
 ছুঁহে ধরি আসনে বসায়্যা দিব্য ভলে ।
 পাখালিলা পদযুগ বিশেষ আদরে ॥

পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া কৈল মধুপর্ক দান ।
 কুশল-কল্যাণ পুছলেন ভগবান ॥
 ছুই ভাই কৈলা তাঁর পাদ সর্গাহন ।
 দিব্য অন্ন পান দিয়া করুণা ভোজন ॥
 মূখ্যাস দিলা তবে করুণার তাহুল ।
 দিব্যগন্ধ বাস দিয়া পৃথিলা প্রচুর ॥
 তবে নন্দ সম্মুখে দাঁড়ায়্যা যতিমান ।
 কুশল জিজ্ঞাসা তবে কৈলা সম্বিধান ॥
 তুমি-সব কুশলে কি আছ নিরাঙ্কুলে ।
 কংস হেন দুরাচার তার অধিকারে ॥
 কংস হেন খল যাছে আছে দণ্ডধর ।
 কি তার জিজ্ঞাসা করি প্রজার কুশল ॥
 ভেড়ার রাখাল যদি পালক-আকার । (১)
 তবে কি তাহার আর আছে প্রতিকার ॥
 তুমি-সব আছ যাথে ধন্য মহাজন ।
 এই পুণ্যে যেনা হয় প্রজার রক্ষণ ॥
 এইরূপে যদি জিজ্ঞাসিলা নন্দবোম্বো ।
 অকুরের পথপ্রম যুঁচিল সন্তোষে ॥
 ধীর শিরোমণি শ্রীগদাধর জান ।
 ভাগবত আচার্য্যের মধুরস-গান ॥

(১) পাঠান্তর,—

“কুর পালক যদি গর্ভত রাখায়াল ।”

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংসাত্ম
 সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
 অষ্টত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৮ ॥

উনচত্বারিংশ অধ্যায় ।

শুকমুনি বলে রাজা শুন নরেশ্বর ।
 অকুর হইলা অতি আনন্দ অন্তর ॥
 শয়ন করিলা সুখে খড়ার উপর ।
 পূর্ণ হৈল মনোরথ চিন্তের সকল ॥
 যত মনোরথ কৈল গান্ধিনীকুমার ।
 সে সকল মনোমিচ্ছা হৈল একিবার ॥
 লক্ষ্মীনাথ পরসন্ন হয়েন বাহ্যারে ।
 তার কি ছদ্মভ আছে সংসারভিতরে ॥

তথাপি না মাগে কিছু মাগে মাত্র ভক্তি
 দিলেহ না লয় বর ভকতের রীতি ॥
 দিব্য সিংহাসনে বসি দৈবকৌন্দর্য ।
 অকুরের তরে তবে কৈল সম্ভাষণ ॥
 কহ তাত কহ সৌম্য-কুশল তোমার ।
 জ্ঞাতিবর্গ সুখে আছে বন্ধু পরিবার ॥
 কেন বা জিজ্ঞাসি আমি কুশল কল্যাণ ।
 কংস হেন দুষ্ট রাজা যাথে বিজ্ঞমান ॥

কুলের অধম সেই কুল-বিনাশন ।
 সে বাচিতে কার আছে কুশল কল্যাণ ॥
 নামে সে মাংস মোর তস্মৈ কেহ নয় ।
 সে দুষ্ট থাকিতে কারো না ঘৃণিব ভয় ॥
 এত অপরাধ হৈল যাহার কারণে ।
 যাহার কারণে পিতামাতার বন্ধনে ॥
 তোমা সহ দরশন হৈল শুভদিনে ।
 কহ দেখি এথা তুমি আইলে কি কারণে ॥
 এ বোল শুনিঞা তবে গান্ধীনন্দন ।
 আদি হেতে কহিল সকল বিবরণ ॥
 দূত করি কংস ব্রজে পাঠাইল যোরে ।
 কালি তোমা-সভা লঞা যাব মথুপুরে ॥
 নন্দ আদি গোপ লৈব সাজিয়া সজ্জার ।
 দধি দুগ্ধ ঘৃত লৈব রাজ-উপহার ॥
 সকলে চলিয়া যাবে রাজ-বিভ্রমান ।
 আর এক কথা কহি কর অবধান ॥
 নারদে আসিয়া মন্ত্র কহিল তাহারে ।
 রামকৃষ্ণ গোপতে থাকয়ে নন্দঘরে ॥
 বন্দুদেব দুই পুত্র রাম দামোদর ।
 সেই সে মরিল যত দৈত্য অমুচর ।
 তোমার নাশের হেতু দেবের মন্ত্রণা ।
 উপায় করিয়া তাহা করহ খণ্ডনা ॥
 নারদে কহিয়া দিল এ সব বচন ।
 ক্রোধে কংস জ্বলে যেন দীপ্ত হতাশন ॥
 বন্দুদেবে কাটিবারে খড়্গা নিল হাথে ।
 নিবারিয়া নারদ রাখিলা নানামতে ॥
 বন্দুদেব দৈবকীরে বাকিয়া নিগড়ে ।
 এইরূপে বন্ধুবর্গে পরাভব করে ॥ (১)
 সত্য হৃদয়ে থাক তুমি সব জান ।
 আমি কি কহিব তুমি চিন্তে অস্থমান ॥
 এ সব বচন শুনি রাম দামোদর ।
 হাসিয়া কহিলা সব নন্দের গোচর ॥
 এ বোল শুনিঞা তবে নন্দঘোষ রায় ।
 কোটাল পাঠায়্য সব গোপ লৈব জানায় ॥
 ডাক দিয়া কোটাল কহয়ে ঘরে-ঘরে ।
 দধি দুগ্ধ তুলি লহ শকট উপরে ॥
 ভেটঘাট তুলি লহ যাব যে যোগান ।
 চলিবে সকল গোপ কংস বিভ্রমান ॥
 প্রভাতে চলি কালি মথুরা নগরে ।
 দেখিতে রাজার পুরী মঙ্গল-আচারে ॥

(১) পাঠান্তর,—

“এইমত বন্ধুবর্গে নানা লীড়া করে ।”

ধর্মযজ্ঞ কংসরাজা কৈলা অমুরক ।
 সত্তেই মেলিয়া গিয়া দেখিব আনন্দ ॥
 অক্রুর কংসের দূত আইল নন্দঘরে ।
 কালি রামকৃষ্ণে লঞা যাব মথুপুরে ॥
 এইরূপে গোপুলে কোটাল দিল সাড়া ।
 শুনিঞা চিন্তিত হৈল যত ব্রজবাসী ॥
 হৃদয়ে উঠিল ভাপ শ্রীবদনে শ্বাস ।
 মলিন হইল মুখ-কমল-প্রকাশ ॥
 কোন গোপা রহে ধ্যান করি অবলম্ব ।
 খসিল দুকূল বেশ কার কেশবন্ধ ॥
 চিত্তের পুস্তালি যেন কোন গোপী রহে ।
 কোথা আছে কিবা করে কার মনে নহে ॥
 কৃষ্ণের ঈশ্বর হাত মধুর বচন ।
 কটাক্ষ ভাঁজিয়া কারো হইল সম্মরণ ॥
 কেহ অঙরিল গতি ললিত বিলাস ।
 কোন গোপা অঙরিল যন্দ পরিহাস ॥
 উদার চরিত্র কারো হইল অরণ ।
 সেই সেই ভাবে গোপী হরষে চেতন ॥
 লাজ ভয় পরিহারি ব্রজ-পুরনারী ।
 এক এক স্থানে কত শতক আভিরী ॥ (১)
 উচ্চস্বরে কহে গোপা মনে পেয়া খেদ ।
 সহিতে নারিব কত কৃষ্ণের বিচ্ছেদ ॥
 কান্দিতে কান্দিতে গোপা কহে কোন বাণী ।
 অহং বিধাতা তুমি ভাল হেন জানি ॥
 সখ্যভাবে পারিত বাঢ়ায়্যা দেহ সজ ।
 না পুরায়্যা মনোরথ পূর্ণ কর ভজ ॥
 এলকা-মণ্ডিত নন্দ হাসিভ-সুন্দর ।
 কেন বা দেখাইলে তার শ্রীমুখমণ্ডল ॥
 এখনে হারিয়া লহ এ নহে উচিত ।
 কেবল মুকুট তুমি কে বলে পণ্ডিত ॥
 কে বলে অক্রুর ভারে ক্রুর দুরাচার ।
 হরিল নারীর চক্ষু এ তোমর বেতার ॥
 যদি বল আমি নহি হরিণে লোচন ।
 কৃষ্ণে হরি নিল চক্ষে নাহি প্রয়োজন ॥
 বিশ্ব নিরমিল তুমি বিচিত্র নির্মাণে ।
 সকল দেখিয়ে তাঁর এক অঙ্গ স্থানে ॥
 হেন কৃষ্ণে হেরিলে নয়নে কিবা কাজ ।
 ভালত বিধাতা তুমি ভাল নহে কাজ ॥
 ভাল নন্দমুত তাঁর ভাল এই রীতি ।
 নব অমুরাগে গোপীর ভোজলে পীরিতি ॥

(১) “এক এক ঠাকুর গোপী শত শত
 মেলি”— পাঠান্তর ।

পতি স্নত বন্ধু তেজে বাহার লাগিয়া ।
 সে কেমন যায় গোপ-যুবতী তেজিয়া ॥
 ধন্য পুরবধু তাদের সফল জীবন ।
 শুভ রাত্রি পোহাইল শুভ দিন কণ ॥
 মধুপুরে পরবেশ করিব মুরারি ।
 শ্রীমুখ দেখিব তারা প্রেম-নেত্র-ভরি ॥
 তা-সভাব মৃদু মন মধুর বচনে ।
 হরিব কৃষ্ণের চিত্ত আসিব কেমনে ॥
 গ্রাম্যবধু আমি সব গোপী বনচারী ।
 আর কি আসিব পুর বধু প্রেম ছাড়ি ॥
 ধন্য হৈব আজি সব মধুপুর লোক ।
 বাচিবে সম্পদ দূরে যাবে দুঃখ শোক ॥
 পথে যাইতে যে দেখিব দৈবকীনন্দন ।
 সফল নয়ন ভাদে সফল জীবন ॥
 হের-দেখ দাক্ষণ অক্রুর নাম ধরে ।
 বচনেহু আমা-সভায় সন্তোষ না করে ॥
 কৃষ্ণকে হরিয়া নিব এই তার চিত্তে ।
 তিলেকে হরিয়া নিল কৃষ্ণের পীরিতে ॥
 হের দেখে রথে কৃষ্ণ চটিল নিশ্চয় ।
 এমন দাক্ষণ লোকে বলে দয়াময় ॥
 যুবা গোপগণে মত্ত করায় তুরিত ।
 বুদ্ধ গোপগণে তারা না বলে উচিত ।
 এতেক জানিলু আজি বিধি হৈল বাম ।
 কি বৃদ্ধ করিব আজি না দেখিএ আন ।
 ধরিয়া রাখিব লজ্জা ভয় পরিহারি ।
 দেখি বৃদ্ধ গুরুগণে কি করিতে পারি ॥
 যাহা বিনে যায় প্রাণ তিলেক না রয় ।
 কেন সে করিব গুরুজন লজ্জা ভয় ॥
 যার সঙ্গে রাস রস-বিহার মণ্ডলে ।
 ললিত বিলাস হাস কেলি কুতূহলে ॥
 কত কত রাত্রি গেল তিলেক সমানে ।
 কেমনে রাখিব প্রাণ হেন কৃষ্ণ বিনে ॥
 এই বলি গোপীগণ হইয়া ব্যাকুলি ।
 উচ্চসরে কান্দে লজ্জা তেজি কৃষ্ণ বলি ॥
 গোবিন্দ মাধব বুলি কান্দে উচ্চসরে ।
 রজনী প্রভাত হৈল হেন অবসরে ॥
 সান্ধ্যকর্ম করিয়া অক্রুর মতিমান ।
 রাম-কৃষ্ণ রথে তুলি হৈল আগুয়ান ॥
 শকট পুরিয়া দধি দুগ্ধের কলসে ।
 গোপগণে সাজিয়া চলিল চারি পাশে ॥
 গোপীগণ চলিয়া কৃষ্ণের অহুসারে ।
 না জানি কি বোলে কৃষ্ণ প্রবোধে আবারে

বঝিয়া গোপীর ভাব প্রভু দয়াময় ।
 দূতমুখে প্রবোধিল গোপীর হৃদয় ॥
 আসিব গোহলে আমি শোক পরিত্যজ ।
 হৃদয় সন্তোষ করি নিজ ঘরে চল ॥
 এ সব বচন তবে শুনি গোপীগণে ।
 চিন্তিতে প্রবোধ করি রহে সেইখানে ॥
 যাবত দেখিল রথ রথের মণ্ডলী ।
 যাবত দেখিল রথ-ধ্বজ-পত্ৰাবলি ॥
 যাবত রথের রেণু দেখিল নয়নে ।
 চিন্তের পুস্তলী যেন রহিলা ধোয়ানে ॥
 তবে গোপী বাহুড়িয়া গেল নিজ ঘর ।
 কৃষ্ণকথা কহি জীউ রাখে নিরন্তর ॥
 নন্দ আদি গোপগণ সঙ্গে হলধর ।
 কালিন্দীর তীরে উত্তরিল দামোদর ॥
 তীর্থজল পরশিয়া কৈলা জলপান ।
 বলিয়া বৃষ্ণের তলে রাম-ভগবান ॥
 অক্রুর বসায়্যা কৃষ্ণে রথের উপরে ।
 আশ্রয় লঞা গেল তীর্থে স্নান করিবারে ॥
 ব্রহ্মমন্ত্র পঢ়িয়া অক্রুর কৈলা স্নান ।
 কেবল নিষ্কল ব্রহ্ম করিয়া ধ্যান ॥
 রাম-কৃষ্ণ দেখে তবে জলের ভিতরে ।
 সবিস্ময় হয়্যা মনে ভাবিল বিস্তরে (১) ॥
 বহুদেব পুত্র দুই রথের উপরে ।
 তবে কেন দেখি এখা জলের ভিতরে ॥
 রথে বা না থাকে উঠি দেখি এ ভথাই ।
 দেখে সেইরূপে রথে আছে দুই ভাই ॥
 আরবার আসিয়া মজিল সেই জলে ।
 মহা সর্পরাজ দেখে মৃগল-ধবলে ॥
 সহস্রবদন ফণা সহস্র উজ্জল ।
 পর্কতের শৃঙ্গ যেন খেত কলেবর ॥
 অহিপতি করে স্তুতি সুর-সিদ্ধগণে ।
 অস্তুর কিম্বর করে বিবিধ স্তবনে ॥
 তার কোলে দেখে ঘনশ্রাম কলেবর ।
 পীত বস্ত্র পরিধান পুরুষ-শেখর ॥
 শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম শোভে চারি করে ।
 পদ্মপত্র-নয়ন অরুণ মনোহরে ॥
 প্রসন্ন বদন চারু হাস আলোকন ।
 চাক্র কর্ণ চাক্র ভূক কপোল শোভন ॥
 আজামুলিষিত তুঙ্গ অরুণ অধর ।
 শ্রীবৎস লক্ষণ পীন উচ্চ বক্ষঃস্থল ॥

(১) পাঠান্তর,—

“বিস্ময় ভাবিয়া মনে চিন্তিল অক্রুরে ।”

কণ্ঠ কণ্ঠ নাভি গভীরতা সরোবর ।
 ত্রিবলী বলিত চাক্র উদর সুন্দর ॥
 পৃথু কটিতট শ্রেণি উরু গজ-শুণ্ড ।
 চাক্র জাম্বুগ চাক্র জজ্বাম্বুগদণ্ড ॥
 তুঙ্গ গুণ্ধ, অরুণ নথর চন্দ্রপীতি ।
 বিলসিত পদযুগ-সরোজ সুভীতি ॥
 মহামূল্য মণিময় মুকুট কুণ্ডল ।
 কটিস্থত্র ব্রহ্মস্থত্র হার মনোহর ॥
 কনক নুগর চাক্র অঙ্গদ কঙ্কণ ।
 বনমালা বিরাজিত কোমল ভূষণ ॥
 নন্দ সুন্দর আদি পারিষদগণে ।
 চতুর্দশ পঞ্চমুখ সহস্র-বদনে ॥
 সুরবন্দপতি যত সুরের প্রধান ।
 সনকাদি ব্রহ্মঋষি নব দ্বিজোত্তম ॥

প্রহ্লাদ নারদ আদি ভকত-শ্রেণয় ।
 নানাতাবে স্তুতি করে প্রণতকন্ধর ॥
 শ্রী পৃষ্টি তৃষ্টি কীর্তি কাস্তি লজ্জা বাণী ।
 বিদ্যা অবিদ্যা মায়া শক্তি সেবে যত্নমণি ॥
 একরূপ দেখিয়া ক্রমে অকুর সুধীর ।
 ভক্তিযুক্ত পুলকিত হইল শরীর (১) ॥
 ভাবে গদগদ বাণী কম্পিত অধর ।
 প্রণাম করিয়া স্তুতি করে জোড়কর ॥
 শ্রীগদাধর ভক্তি-য়গ-গুরু জ্ঞান ।
 ভাগবত-আচার্য্যের মধুর-গান ॥

(১) “নয়নে আনন্দজল প্লক শরীর”
 —পাঠান্তর ।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং
 সংহিতায়াম্ বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
 উনচত্বারিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশ অধ্যায় ।

পঠমঞ্জরা রাগ ।

নমো নমো আদিদেব প্রভু নারায়ণ ।
 পুরাণ-পুস্তক তুমি অখিলকারণ ॥
 যার নাভি-ভূমে লোক-পদ্ম উতপত্তি ।
 তাহাতে জন্মিল ব্রহ্মা হয় । প্রজাপতি ॥
 যাহা হতে হৈল সব এ লোক রচনা ।
 পৃথিবী পবন বহি আকাশ কল্পনা ॥
 মহত্ত্ব অহংকার ইন্দ্রিয় সকল ।
 ইহার নির্মিত সব জীব চরাচর ॥
 এ সব তোমার অঙ্গ তত্ত্ব নাহি জানে ।
 ব্রহ্মাহ না জানে তত্ত্ব মায়াব বন্ধনে ॥
 সাক্ষাতে পুরুষরূপ ভঞ্জে ষোগেশ্বরে ।
 অন্তর্যামী রূপ কেহ উপাসনা করে ॥
 বেদযজ্ঞে পুঞ্জে তোমা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ।
 নানারূপে নানায়জ্ঞে পুঞ্জে নানাজন ॥
 কেহ কেহ সন্ন্যাস করিয়া শুভ্র হই ।
 জানযজ্ঞে পুঞ্জে তোমা হর্যা জানময়ী ॥

কেহ কেহ গুরুমুখে লাভিয়া সংস্কার ।
 বহুমুখে একরূপ চিন্তয়ে তোমার ॥
 শিবপথে কেহ তোমা ভঞ্জে শিবরূপ ।
 বহু গুরু উপদেশে ভঞ্জে বহুরূপ ॥
 সকলে তোমাতে ভঞ্জে সর্ব দেবময় ।
 তোমা বিনে আর কেহ নানা দেব নয় ॥
 তবে কেনে নানাদেবে ভঞ্জে নানাজনে ।
 হেন যদি বল প্রভু কহিব কারণে ॥
 নানা নন্দনদী যেন নানা দিগে ধায় ।
 তমু তারা সতে গিয়া সমুদ্রে মিলায় ॥
 যেবা পথে যেবা চল যেন-তেন-মনে ।
 অন্তকালে সতে তুমি গতি নারায়ণে ॥
 প্রকৃতির গুণ সত্ত্ব রজ তম তিন ।
 সেই গুণে সর্বলোক করে ভিনাভিন ॥
 অব্রহ্ম স্থাবর যাব্যগুণের গাথনি ।
 কাহার শক্তি আছে তার তত্ত্ব জানি ॥

সর্বজীব সাক্ষী তুমি আত্মা সত্যাকার ।
তোমাতে প্রণাম সদা রচক আমার ॥ (১)
তোমার মায়াতে করে প্রপঞ্চ নির্মাণ ।
হেন তুমি অনাদি নিধন ভগবান ॥
দহন বদন তোমার পৃথিবী চরণ ।
আকাশমণ্ডল নাভি দিনেশ-লোচন ॥
দশদিগ ঐতিশ্য সুরলোক শির ।
ইন্দ্র আদি সুরগণ শ্রীভূজ গম্ভীর ॥
সাগর উদর তোমার বৃক্ষ লোম হয় ।
জলদ কুন্তল নখ যত গিরি হয় ॥
নিমিষ রজনী দিন বীৰ্য্য বরিষণ ।
তোমাতে কলিত সব স্থাবর জঙ্গম ॥
যেন জলজন্তু জলে করয়ে সঞ্চার ।
উদ্ভাস্তর ফল যেন মশকবিহার ॥
যত যত রূপ ধর যে যে অবতারে ।
সে সব মতিমা গাই সূত্রে লোক তরে ।
নমো নমো মৎসরূপ আন্ত অবতার ।
শ্রীলক্ষ্ম-সাগর-মাঝে বিচিত্রে বিহার ॥
হয় গ্রীৱরূপে মধুৱৈকটভ মর্দন ।
নমো নমো হয় গ্রীৱ বেদ-বিধায়ন ॥
নমো নমো কুর্মরূপে দিব্য-অবতার ।
অমৃতমথনে ক্ষীরসমুদ্র বিহার ॥
নমো যজ্ঞ অবতার বরাহ মুরতি ।
দশন-শিখরবরে উদ্ধারিলে ক্ষতি ॥
নমো নরসিংহ মহা দৈত্য-বিদারণ ।
ত্রিভুবনে সাধুজনে ভয়-নিবারণ ॥
নমো নমো অদভুত-বিক্রম বামন ॥
বলি ধূলি পুরুরে দিলা ত্রিভুবন ।
নমো রাম ভৃগুপতি দ্বিজ অবতার ।
হরিলে ক্ষত্রিঃ বধি পৃথিবীর তার ॥

(১) "সর্ববুদ্ধি আত্মা তুমি সর্ববুদ্ধি সিদ্ধি ।
তোমাতে প্রণাম মোর রহে নিরবধি ॥"
—পাঠান্তর ।

অন্যচ্—

"সর্বলোক আত্মা তুমি সর্ববুদ্ধি-সাক্ষী ।
তোমাতে প্রণাম মোর রহে নিরবধি ॥"

নমো রাম রঘুবর রাবণমর্দন ।
নমো বাসুদেব কৃষ্ণ দৈবকীনন্দন ॥
নমো সঙ্কর্ষণদেব প্রত্ন-চরণে ।
অনিরুদ্ধপদযুগ করিয়ে বন্দনে ॥
নমো বৃদ্ধরূপ দুষ্ট দৈত্য-বিমোহন ।
কঙ্কিরূপে কর ম্লেচ্ছকুল বিনাশন ॥
তোমার মায়াতে সর্বলোক বিমোহিত ।
অসত্যে ভাবিয়া কৰ্ম্মপথে নিয়োজিত ॥
দেহ গেহ পুত্র দাব স্বপন সমানে ।
সত্য বলি আমি তাথে করিয়ে ভ্রমণে ॥
অনিতা এ সব সত্তে দুঃখ মাত্র সার ।
সত্যবুদ্ধে করিয়ে তাহাতে অহঙ্কার ॥
হেন সে অধম মুক্তি মুখ অগেহান ।
জন্ময়ে না লয় তুমি আত্মা বন্ধু জ্ঞান (১) ॥
ভূষিত জনের যেন হয় মতিনাশ ।
তুণ আচ্ছাদিত জল আছে নিজ পাশ ॥
তাহা তেজি ধায় যেন মুগতৃক্ষা দেখি ।
এমত অধম তোমা না দোষিল আঁখি ॥
কাম্যকর্মে হত মন নিরোধ না যায় ।
ইচ্ছিয় বিষয়গণে বান্ধি লয়া ধায় ॥
এখনে শরণ লৈলু চরণকমলে ।
অসৎ-চুপাণ দুই-পদ বেদে বলে ॥
যখনে সংসার-বন্ধ ছুটিব যাহার ।
অনায়াসে সাধুসঙ্গ মিলয়ে তাহার ॥
তবে তার মতি হয় তোমার চরণে ।
সেই সে ঘটিল মোর বুদ্ধি অল্পমানে ॥
নমো জ্ঞানদাতা প্রভু পুরুষ-প্রধান ।
সভার জ্ঞানের হেতু তুমি ভগবান ॥
তুমি বাসুদেব ব্রহ্ম অনন্ত-শক্তি ।
তোমার চরণে বহু অনন্ত প্রণতি ॥
মহাভয় নিবারণ প্রপন্ন-পালন ।
রক্ষ রক্ষ রক্ষ মোরে শুভু নারায়ণ ॥
শ্রীগদাধর ধীর-শিরোমণি জ্ঞান ।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস গান ॥

(১) পাঠান্তর,—

"হেন সে অধম মুক্তি মুখ অতিশয় ।
তুমি আত্মা বন্ধু ধন হৃদয়ে না লয় ॥"

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং

বৈষ্ণবসিক্যং দশমস্কন্ধে চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪০ ॥

একচত্বারিংশ অধ্যায়

বেলোয়ার রাগ ।

শুক্লমুনি বলে রাজ্য কহিব বিশেষ ।
অক্রুরের স্ততি শুনি প্রভু হবীকেশ ॥
নিজরূপ সঘরিয়া কেলা অন্তর্দান ।
জলে হৈতে উঠিলা অক্রুর মতিমান ॥
নিত্য কৰ্ম করিয়া উঠিলা নিজরথে ।
তবে তাঁরে কিছু জিজ্ঞাসিলা গোপীনাথে ॥
অক্রুর তোমারে কিছু দেখিএ বিস্মিত ।
জলে কি দেখিলে তুমি কিছু অদভুত ॥
এ বোল শুনিঞা দিল অক্রুর উত্তর ।
তোমা বিনে কি অদভুত আছে যদুবর ॥
যত অদভুত আছে এ মহীমণ্ডলে ।
যত যত অদভুত আছে জলে স্থলে ।
যত অদভুত আছে আকাশ পাতালে ॥
শ্রী অঙ্গের এক দেশে আছেয়ে সকলে (১) ।
হেন অদভুতময় তোমারে দেখিল ।
কোন অদভুত নাহি দরশন হৈল ॥
এ বোল বুলিয়া রথ চালায়া সত্তরে ।
রাম-কৃষ্ণে লৈয়া গেলা মথুরা নগরে ॥
তথ পথে যত গ্রাম নগর আছিল ।
আসিয়া তাহার লোক আনন্দে দেখিল ॥
বিলম্ব দেখিয়া নন্দ আদি গোপগণে ।
আগু বাঢ়ি নিল গিয়া পুর উপবনে ॥
যে ধীরে বলরাম অক্রুর সহিতে ।
দৈবকীনন্দন গিয়া উত্তরিল রথে ॥
একত্র মিলিল গিয়া দিন অবসানে ।
অক্রুরের তরে কৃষ্ণ বুলিলা আপনে ॥
হাতে হাতে ধরিয়া বোঝয়ে হবীকেশ ।
তুমি আগে কর গিয়া পুর-পরবেশ ॥
রথে হৈথে নামিঞা রহিব স্থানে স্থানে ।
দেখিব কিরূপ পুরী বিচিত্র নির্মাণে ॥
এ বোল শুনিঞা বলে গান্ধীনীকুমার ।
তোমা ছাড়ি নাহি পুর-প্রবেশ আমার ॥
না ছাড়ি না ছাড়ি নাথ ভকতবৎসল ।
মোর ঘরে আইস তুমি হুঁ সহোদর ॥
সগণ বান্ধবে নাথ চল মোর ঘরে ।
মোর ঘর পবিত্র করহ পদবুলে ॥

এই পদ পাখালিয়া বলি দৈত্যেশ্বর ।
জগৎ ভরিয়া যশ রাখিল নির্মল ॥
একান্ত ভকত-গতি লাভিল ভকতি ।
এ পদ শুনিয়া ইন্দ্র হৈল স্তম্ভপতি ॥
এই পাদপদ্ম-জল গঙ্গা পুণ্যময়ী ।
ত্রৈলোক্য পবিত্র এ বরে নানা ভেদ হই ॥
দ্রবময়ী ব্রহ্ম বুলি শিব ধরে শিরে ।
তরিল সগরবংশ এই পদনীরে ॥
দেব দেব জগন্নাথ নাথ নারায়ণ ।
না ণ্ড না ছাড় দেহ চরণে শরণ ॥
অক্রুরের বচন শুনিঞা দমায়ম ।
সন্তোষ বচনে তবে তুষিলা হৃদয় ॥
আসিব তোমার ঘরে দুই সহোদরে ।
কুলাধম কংস আগে বধিব সত্তরে ॥
পাছে বন্ধুগণে আমি করিব পীরতি ।
চল বাপু ঘরে তুমি বুঝে বৃহস্পতি ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি গান্ধীনীনন্দন ।
তমু মনে দুঃখ তার নহিল ষণ্ডন ॥
পুর পরবেশ করি কংস বিতমানে ।
কৃষ্ণ-আগমন কথা কৈল নিবেদনে ॥
বিদায় মাগিয়া তবে গেলা নিজঘর ।
এখনে যে কহি তাহা শুন নরেশ্বর ॥
সমান বালক সঙ্গে রাম দামোদর ।
প্রবেশ করিলা তবে মথুরা নগর ॥
শ্রুতিকরচিত দিব্য পুরের চুম্বার ।
হেম মণিময় মহা কপাট বিশাল ॥
কনকরচিত চারু বিচি এ তোরণ ।
তাত্তর নির্মিত কোঠা দেখি মনোভন ॥
বিবম ভুলজ্য গড়খাই ভয়ঙ্কর ।
উপবন উচ্চান বিচিত্র ধরে থর ॥ (১)
সুবর্ণকলস মহা মন্দির উপরে ।
সারি সারি নগর দেখিতে মনোহরে ॥
বহুমূল্য মণিরত্ন বিবিধ বসন ।
বহুমূল্য মহানিধি রক্ত কাকন ॥

(১) পাঠান্তর,—

(১) “যত যত অদভুত আছে পাতাল আকাশে ।
সকল আছেয়ে শ্রীঅঙ্গের এক দেশে ॥” —পাঠান্তর ।

“বিবম ভুলজ্য গড় দেখে মনোহর ।
পরম আশ্চর্য্য তাতে পতাকা স্তম্ভর ॥

গন্ধ পুষ্প ভক্ষ্য ভোজ্য বিবিধ পসার ।
সারি সারি দুই পাশে দিয়া পাটোয়ার ।
নানা খাত বরচিত পসার বেদিকা ।
মাঝে মাঝে শোভে ঘর সোণার ভূমিকা ॥
হেমবিরচিত পথ ধনিক-মন্দির ।
পুষ্পবনে বিরচিত সুবর্ণ পাটীর ॥ (১)
শিল্পকার সভাঘর বিচিত্রে নিৰ্মাণ ।
নানা বর্ণে নানা লোক রহে স্থানে স্থান ॥
বৈদূর্য্য বিক্রম বজ্র নীল মণিময় ।
মরকত ক্ষটিক রচিত গৃহচয় ॥
ঘরের উপরে ঘর উচ্চ থরে থরে ।
ময়ূর ভারই নাচে (২) তাহার উপরে ॥
রাজপথ লোকপথ চন্দনে সিক্ত ।
মালা ফল তুলু অঙ্কুর বিরাজিত ॥
পূর্ণকুন্ত দধি গন্ধ চন্দনে মণ্ডিত ।
উজ্জল প্রদীপ তার মাঝে স্নশোভিত ॥
ফল পুষ্প তাহার উপরে আব্রসার ।
হেনরূপ পূর্ণকুন্ত দেখিতে স্নসার ॥
সারি সারি কদলী দুয়ারে আরোপণ ।
সফল-গুবাক-বৃক্ষ ধ্বজ স্নশোভন ॥
হেমপট্ট অলঙ্কৃত দুয়ারে দুয়ারে ।
বিচিত্রে পতাকা উড়ে মন্দিরে মন্দিরে ॥
দেখিয়া বিচিত্রে পুরী রাম দামোদর ।
প্রবেশ করিল গিয়া গড়ের ভিতর ॥
সমান বয়স বেশ শিশুগণ সঙ্গে ।
রাজপথে (৩) চলি যা' দুই ভাই সঙ্গে ॥
নগর-নাগরী স্তনি কৃষ্ণ-অঙ্গমন ।
চৌদিগ ভরিয়া তারা করিল গমন ॥
রাম-কৃষ্ণ কথা শুনি পুরনারীগণ ।
পাসরে আনন্দে তারা বসন ভূষণ ॥
অথোবস্ত্র পরে কেহ অঙ্গের উপরে ।
কেহ কেহ চরণ-নুপুর পরে শিরে ॥
কেহ পাসরিল এক আঁধির অঙ্গন ।
কেহ পাসরিল নিম্ন অঙ্গ-অভরণ ॥

(১) পাঠান্তর,—

“পুষ্পবন বেচি সব সোনার পাটীর ।

(২) “ময়ূর কপোত নাচে”—পাঠান্তর ;

কিন্তু “ময়ূর কপোত ডাকে” পাঠ সমীচীন
বোধ হয় ।

(৩) পাঠান্তর,—“রাজমার্গে” ।

কেহ পাসরিল এক কর্ণের কুণ্ডল ।
মনোভ্রমে কেহ কেহ (১) না বাঁধে কুণ্ডল ॥
ভোজন করিতে কেহ ভোজন তেজিয়া ।
অঙ্গ-মারজনা কেহ চলিল ছাড়িয়া ॥
স্তন পিয়াইতে শিশু পেলিল ভূমিতে ।
মর্দন তেজিল কেহ মজ্জন করিতে ॥
বিস্মরিল ভরমে যাহার যে যে কর্ম ॥
বিস্মরিল পতি-স্মৃত গুরু-সেবাধর্ম ॥ (২)
মুগধি নগরনারী চলিল তুরিতে ।
উঠিল প্রাসাদোপরি হয়্যা হৃষ্টচিত্তে ॥ (৩)
রসিকনাগর কৃষ্ণ জানে সর্বাচিন্ত ।
ভূকৃতজে নীলাহলে চাহে চারিভিত্ত ॥
হরিল নাগরীমন মত্তগজ-লালা ।
মোহিল নাগরী দেখি মনমথ খেলা ॥
আনন্দ মুকুট হরি স্তনিল শ্রবণে ।
কেবল লাবণ্য-ধাম দেখিল নয়নে ॥
প্রভুর কটাক্ষপাতে আনন্দ উদয় ।
গাঢ় আলিঙ্গন দিল আনন্দ হৃদয় ॥
খণ্ডিল মদন-বেধা পুলকিত অঙ্গ ।
কহনে না যায় যত বাঢ়ি আনন্দ ॥
মন্দির উপরে উঠি পুর নারীগণ ।
আনন্দে শ্রীমুখ-পদ্ম করে নিরীক্ষণ ॥
পুষ্প বরিষণ করি প্রভুর উপরে ।
ভাগিল নগর নারী আনন্দসাগরে ॥
পথে পথে রাম-কৃষ্ণে পূজে ষ্টিজবরে ।
ধাত্ত দূর্ধ্বা গন্ধ পুষ্প দিয়া উপহারে ॥
পুরনারী বলে গোপী কোন্ তপ কৈল ।
এমন আনন্দধাম সদাই দেখিল ।
এইরূপে যান প্রভু হর্যাবত মনে ।
পথে দেখা হৈল এক রজকের সনে ॥
র ক দোষিয়া প্র-মধুর বচনে ।
রজকের সঙ্গে কিছু কৈলা সন্ধ্যাষণে ॥
স্তন হে রজক ভাই আমার বচন ।
পরিবার যোগ্য দেহ মোদিগে বসন ॥
পূজ্য দুই ভাই মোরা দেখ লোকে পূজে ।
অঁচিরে কুশল ভার আমারে যে ভজে ॥

(১) পাঠান্তর,—“ভরমে না পরে হার” ।

(২) পাঠান্তর,—

“বিস্মরিল পতি-স্মৃতসেবা গৃহধর্ম” ।

(৩) পাঠান্তর,—

“হৃদয়ের উপরে গিয়া উঠিল দেখিতে”

তোমার নিকট হৈব সর্বত্র কল্যাণ ।
 পরিবার যোগ্য দেহ দিব্য পরিধান ।
 পরিপূর্ণ প্রভু যদি মাগিল বসন ।
 কৃষিল রজক বেটা ক্রোধে অচেতন ।
 সহজে অলপ জ্ঞাতি অত্যন্ত মুখর ।
 রাজার কিঙ্কর তার নাহি কাবেউ ডর ॥
 কি বোল বলিলি আরে শিশু উনমত্ত ।
 কতু কি গুনিব নাগ্রি ইহার মহত্ত্ব ॥
 সনে বৈস তুমি-সব গোয়াল-ছাওয়াল ।
 রাজ-দ্রব্য চাহ তোদের অধিকার ভাল ॥ (১)
 গোপজ্ঞাতি তুমি সব মুখ' অগেহান ।
 নিশব্দে যাহ যদি রাখিবে পরাণ ।
 কাটোছ'ড়ে বান্ধে মারে রাজার কিঙ্করে ॥
 ছুই পাইলে তারা কিছু বিচার না করে ॥
 অরণ্যে পর্কতে সদা বাস তো-সভার ।
 রাজপুরে আসি এত তোর অহঙ্কার ॥
 রজকের বচন শুনিঞা বনমালী ।
 নির্ধাত মারিল কান্ধে অশূলির বাড়ী ।
 ছিণ্ডিয়া পড়িল মুণ্ড হৈল দুইখান ।
 পলাইল সব ভৃত্য রাখিয়া পরাণ ॥
 বড় বড় বস্ত্র পোট (২) ভূমিতে পেলিয়া ।
 অশুচরগণ েলা চৌদিকে পলায়া ॥
 বাছিয়া উত্তম বস্ত্র পরে দামোদর ।
 আপনার প্রিয় বস্ত্র পরে হলধর ॥
 গোপগণে দিল বস্ত্র বিবিধ বিশেষে ।
 ভূমিতে পড়িল আর যত অবশেষে ॥
 এক্রূপে কণ্ঠে দূর যায় বনমালী ।
 মধুর বালক সঙ্গে করি নানা কেলি ॥
 ধন্ত এক তন্ত্রবায় তথায় আছিল ।
 রাম-কৃষ্ণে দেখি তার আনন্দ বাটিল ॥
 বিজ্ঞি বসনে অঙ্গ করি নিরমাণে ।
 বিবিধ ভূষণ বেশ করিল লক্ষণে ॥
 সকল সৌন্দর্য্য রূপ লাভণের ধাম ॥

(১) পাঠান্তর,—

রাজবস্ত্র পরিণে তোমার অভিলষ ।

(২) বস্ত্রপুট; পাঠান্তর,—“বস্ত্র কোষ ।”

বিশেষে সকল (১) শোভা জিনি কোটি-ক।
 যেন শুক্ল কৃষ্ণ গগন অলঙ্কৃত ।
 রাম-কৃষ্ণ দুই ভাই দেখিতে শোভিত ॥
 প্রসন্ন হইয়া বর দিলা ভগবান্ ।
 বল বীৰ্য্য ঐশ্বর্য্য সম্পদ তত্ত্বজ্ঞান ॥
 অস্ত্রকালে তারে দিল সাক্ষ্য মুক্তি ।
 মালাকার ঘরে তবে গেলা যত্নপতি ॥
 ধন্ত মহামতি সে সুদামা মালাকার ।
 দণ্ডবৎ হইয়া পড়ি কৈলা নমস্কার ॥
 আদরে পুঞ্জিয়া তবে বসায়্যা আসনে ।
 পাশ্চ অর্ঘ্য গন্ধ পুষ্পে পুঞ্জিল বিধানে ॥
 দিব্য মালায় ভূষিল দৌহার কলেবর ।
 দিব্য অঙ্গ-বিলেপ তাম্বুল মনোহর ॥
 মালাকার বলে যোর জনম সফল ।
 আজি মোর কুল হৈল পবিত্র সকল ॥
 পিতৃগণ তুই হৈল দেব ঋষিগণ ।
 অখিল ব্রহ্মাণ্ডনাথ কৈল আগমন ॥
 বিশ্ব-পরিভ্রাণ-হেতু কৈলে অবতার ।
 নিজ পর বৃদ্ধি নাহি কোথাহ তোমার ॥
 এতক বচন তবে বলি মালাকার ।
 সুগন্ধি কুসুমমালা দিল পরিবার ॥
 শিশুগণে সঙ্গে মালা পিঁয়া মুরারি ।
 তুই হইয়া বর দিলা বর-অধিকারী ॥
 সুদামা মাগিল বর চরণে ভকতি ।
 ভকত জনের সহ সৌহার্দ পীরিতি ॥
 সর্বভূতে দয়া সন্তে এই মার্গে বর ।
 সেই বর দিলা তবে বরের ঈশ্বর ॥
 অঙ্গ সম্পত্ত্য দিল বল বীৰ্য্য যশ ।
 দীর্ঘ পরমায়ু দিল হইয়া তার বশ ॥
 বলরাম সহ প্রভু শিশুগণ সঙ্গে ।
 চলিলা মথুরাপুরী নিজ-রস রঙ্গে ॥
 জ্ঞান-গুরু গদাধর ধীর-শিরোমণি ।
 ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস বাণী ॥

(১) পাঠান্তর,—“দেখিতে” ।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সাহিত্যায়

বৈয়াক্য্যাদশমন্ধে একচত্বারিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

বসন্ত রাগ ।

রাজপথে যান (১) প্রভু সঙ্গে হলধর ।
 চৌদিকে বালকগণ অতি মনোহর ॥
 কথোদূরে দেখিলা কুব্জি বরনারী ।
 ত্রিষঙ্ক কুব্জা নব যৌবনা সুন্দরী ॥ (২)
 রসিক-নাগর-গুরু দেখে হাসিয়া ।
 জিজ্ঞাসিল তারে কিছু প্রশ্ন হইয়া ॥
 কোথা হৈতে কোথা বাহ কি নাম তোমার ।
 কার তরে বহু তুমি গন্ধের পসার ॥
 কাহার বনিতা তুমি কোথায় বসতি ।
 কহিবে স্বরূপে তুমি ওহে রূপবতী ॥ (৩)
 অগ্রজের তরে দেহ দিব্য বিলেপনে ।
 কিছু গন্ধ দেহ আমি করিব লেপনে ॥ (৪)
 পুরুষ উত্তম গন্ধ মোর সখাগণে ।
 কুব্জি বোলয়ে তবে হরষিত মনে ॥
 ত্রিষঙ্ক আমার নাম কংসের কিস্করী ।
 আমি ভাল গন্ধ-বিলেপন-সজ্জা করি ।
 ভোজ্যপতি পরে সতে এই গন্ধ মাত্র ।
 তোমা-সভা বিনে আর কেবা যোগ্য পাত্র ॥
 মধুর বচন মধু হাসিত মুকুতি ।
 দেখিয়া মোহিত হৈলা কুব্জা যুবতী ॥
 শ্রাম অঙ্গে দিল গন্ধ-গুরু স্রবরণ ।
 শ্বেত অঙ্গে কৃষ্ণবর্ণ দিল বিলেপন ॥
 বার যেন যোগ্য গন্ধ দিল শিশুগণে ।
 রাম-কৃষ্ণ শোভে কোটি জিনিঞা মদনে ॥
 ভাঙ্গিয়া অঙ্গের কুঁজ করিয়া কোশল ।
 লোকে দেখাইলা নিজ দরশনফল ॥ (৫)
 তাবিয়া যুবতী মনে হইয়া পরসর ।
 থাথা দিয়া কুজীরে ধরিল সেইক্ষণ ॥

চরণে চরণ তার ধরিল চাপিয়া ।
 বাম-হস্ত-অঙ্গুলে চিবুক পরশিয়া ॥
 উবড় করিয়া তার মুণ্ডাইল অঙ্গ ।
 সমরূপ হৈল তার তিন ঠাঞি বঙ্গ ॥ (৬)
 দিব্য-রূপ-বেশ হৈল কৃষ্ণ পরশনে ।
 নানাশৃঙ্গ শীল বৃদ্ধি হৈল সেইক্ষণে ॥
 অকালে ধরিল কৃষ্ণে কামে বিমোহিতা ।
 না ছাড় না ছাড় নাথ যুবতী-বনিতা ॥
 আকুল হৃদয় মোর তোমা দরশনে ।
 না ছাড়িমু প্রভু তুমি বাইবে কেমনে ॥ (৭)
 এতেক বচন শুনি রসিক প্রধান ।
 মনে লজ্জা পাইলা কৃষ্ণ দেখি বলরাম ॥
 আসিব তোমার ঘরে কার্য্যসিদ্ধি করি ।
 বেস্তা সঙ্গে পথিকের দোষ নাহি ধরি ॥
 বেস্তা ঘর পথিকের বিস্ত্রামের স্থল ।
 না করিহ চিন্তা তুমি চল নিজ ঘর ॥
 কুজারে পাঠায়া দিল মধুর বচনে ।
 বণিকবর্ণের সঙ্গে পথে দরশনে ॥
 দেখিয়া বণিকবর্গ দুই মহাবীর ।
 সন্তোষে পুরিল তাহা আনন্দ শরীর ॥
 গন্ধ পুষ্প তাহুল বিবিধ উপহারে ।
 রাম-কৃষ্ণ দুই তাই পুঞ্জিল আদরে ॥
 মনোহর বেশ দেখি নগর-নাগরী ।
 বাহু পাশরিল তারা প্রেমে অঙ্গ ভরি ॥ (৮)
 পথে পথে পুছে প্রভু দেখি পূরজনে ।
 কহ তাই ধনুর্মুখ যজ্ঞ স্কোন্ হানে ॥
 পুছিতে পুছিতে গেলা তাহার নিকট ।
 দেখিল ধনুর পুর আট্টার প্রকট ॥
 ধরাধরি করি রাখে দ্বারেতে প্রহরী ।
 প্রবেশ করিলা দুহে ছড়াছড়ি করি ॥

(১) পাঠান্তর,—“রাজবজ্জে যান” ।

(২) পাঠান্তর,—

“নবীন যৌবনী সে যে অধিক সুন্দরী”

(৩) পাঠান্তর,—“হও ভাল সত্য” ।

(৪) পাঠান্তর,—“পরিব আপনে” ।

(৫) পাঠান্তর,—

“ভাঙ্গিঞা, অঙ্গের কুজ করিব সোঁসর ।

লোকে দেখাইব নিজ দরশন ফল ।”

(১) পাঠান্তর,—

“সমান শরীর হৈল নাহি তিন বঙ্গ”

(২) পাঠান্তর,—

“মোকে ছাড়ি প্রভু (তুমি) বাহ কোন মনে

(৩) পাঠান্তর,—

“বাহু বিসরিল যেন চিত্রের গুতুলী”

গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপে করিয়া অর্চনা ।
 করিয়াছে কংসরাজা ধনুর স্থাপনা ॥
 নানা পরিচ্ছদ দিব্য ভূষণে ভূষিত ।
 যেন ইন্দ্রধনু শোভে জগৎ-পূজিত ॥
 দেখিয়া বিচित्रে ধনু প্রভু যদুরায় ।
 বামহস্ত দিয়া ধনু তুলিলা লীলায় ॥
 ৩৭ চড়াইতে ধনু হৈল দুইখান ।
 উঠিল শব্দ দশ দিক্ কম্পমান ॥
 ধনুখান ভাঙিল শব্দ গেল দূর ।
 ক্ষিতিতল কম্পিল কম্পিল সুরপুর ॥
 কিরূপে ধরিল ধনু তিলেক ভাঙিল ।
 দেখিতে আছিল লোক কিছু না বুঝিল ॥
 শব্দ শুনিঞা কংসে লাগিল তরাস ।
 যত্নে ক রক্ষকগণ বেঢ়ে চারি পাশ ॥
 অস্ত্রশস্ত্র ধরে তারা কোপে প্রজ্বলিত ।
 ধর মার বুলিয়া বেড়িল চারিভিত ॥
 দুই খান ধনু হস্তে করি দুই ভাই ।
 সকল রক্ষকগণ বধিল তথাই ॥
 আর যত সৈন্ত পাঠাইল কংসাসুর ।
 ধনুর প্রহারে সব কৈল শব্দচূর ॥
 বাহিরে আসিয়া কৃষ্ণ বেড়ায় নগরে ।
 মধুপুরী-শোভা দেখে হরিষ অন্তরে ॥
 দেখিয়া কৃষ্ণের তেজ বল বীৰ্য্য রূপ ।
 লীলায় ভাঙিল ধনু শুনি অদভূত ॥
 সর্বদেবোত্তম রাম-কৃষ্ণ দুই ভাই ।
 পুরজনে এই কথা কহে ঠাঞি ঠাঞি ॥
 এইরূপে বিহার করয়ে রুবীকেশ ।
 দিনমণি অন্ত গেল সন্ধ্যা পরবেশ ॥
 তথাই আছে এক নন্দের আবাস ॥
 তথা গিয়া গোপগণ করিয়াছে বাস ।
 রাম-কৃষ্ণ দুই ভাই শিশুগণ সঙ্গে ।
 পথে পথে তথা গিয়া উত্তরিল রঙ্গে ॥
 পদবুগ পাখালিলা শ্রীঅঙ্ক মাঙ্কনে ।
 অমৃত ভোজন করি করিল শব্দনে ॥
 সুখে শুই রজনী বঞ্চিল গোপগণে ।
 ধনু ভাঙা গেল কংস শুনে নিজকাণে ॥
 সর্ব সৈন্ত রাম-কৃষ্ণ কৈল নিপাতনে ।
 কংসাসুর শুনিঞা চিঙ্কিল মনে মনে ॥
 এই রাম দায়োদয় অদভূত বিহার ।
 শুনিঞা কংসের মনে লাগে চমৎকার ॥
 ভয়ে নিন্দ্রা না যায় আগরে নিরন্তর ।
 মুত্যা-হেতু কুলক্ষণ দেখিল বিস্তর ॥

দর্পণে ধরিয়া যদি নিজমুখ চার ।
 আপনে আপন মাথা দেখিতে না পার ॥
 আপনার দুই মুক্তি দেখে বিস্তমান ।
 চক্ষু সূর্য্য দুই দুই দেখে স্থানে স্থান ॥
 আপনার নিজ ছায়া দেখে ছিদ্রময় ।
 প্রাণঘোষ ধ্বনি তার শ্রবণে না লয় ॥
 আপনার পদবুগ না দেখে আপনে ।
 তবে আর নানাক্রূপ দেখিল স্বপনে ॥
 স্বপনে মরার অঙ্গ করে আলিঙ্গন ।
 বিবপান খর-যান করে আরোহণ ॥
 গুড়পুষ্পমালা গলে আছে দিগম্বর ।
 দেখে আত্ম করিয়াছে সর্ব কলেবর ॥ (১)
 এইরূপ দেখে কংস নানা কুলক্ষণ (২)
 নিন্দ্রা নাহি গেল ভয়ে দেখিয়া মরণ ॥
 রাত্রি অবশেষে কংস উঠি ভয়মনে ।
 মল্লকৈল-রচনা রচয়ে স্থানে স্থানে ॥
 রত্নভূমি পূজে কংস বিবিধ বিধানে ।
 শব্দ ভেরী বহুবিধ বাজে বাজনে ॥
 মল্লগণ তুলিলা বিবিধ অলঙ্কারে ।
 পতাকা তোরণ-ধ্বজ তুলিলা উপরে ॥
 রাজমঞ্চে নরমঞ্চে সাজিল বিস্তরে ।
 মঞ্চে মঞ্চে পুরগণ বসিল সকলে ॥
 ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বত শূদ্র জাতি ।
 রাজমঞ্চে বসিল যতেক নরপতি ॥
 মহামঞ্চে বসিল আপনে কংস রায় ।
 পাশ্রে মিত্র মন্ত্রিগণ চৌদিকে দাণ্ডায় ॥
 বসিল মণ্ডলেশ্বর চিত্তিত অন্তরে ।
 তুরী ভেরী মৃদঙ্গাদি বাজে ঘোরতরে ॥ (৩)
 ৩৪-শিষ্য ভেদে যত আছে মল্লগণ ।
 মল্লবেশ কৈল তারা অস্ত্রের সাজন ॥
 ব্রবেশ করিল তারা দিয়া মল্লভাল ।
 রত্নভূমি টলমল গজ্জন বিশাল ॥
 চাপুর মুটিক কুট শল এ তোশল ।
 আর যত মহামল্ল আছে ভয়ঙ্কর ॥
 হরিবে নাচে তারা রত্নভূমি মাঝে ।
 কোলাহল শব্দ তুমুল বাদ বাজে ॥

(১) “তৈলাভ্যঙ্গ করিয়াছে সর্বকলেবর”

—পাঠান্তর ।

(২) পাঠান্তর,—“অমল” ।

(৩) পাঠান্তর,—

“তুরী ভেরী বহু বাজন কোলাহলে” ।

নন্দ আদি গোপগণে আনিল ডাকিয়া ।

রাজারে ভেটিলা তাঁরা উপহার (১) দিয়া ॥

এক পাশ হয়্যা তাঁরা বসিলা সঙ্কমে ।

কংসের বেভার দেখি চমকিত মনে ॥

জান শুকু গদাধর ধীর শিরোমণি ।

ভাগবত-আচার্য্যের শ্রেয়তরঙ্গিণী ॥

(১) পাঠান্তর—“গিঞা উপায়ন”।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং

সংহিতাস্থাং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে

ত্রিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

শুকহুনি বলে রাজা কর অবধানে ।

রাম-কৃষ্ণ উঠিলা রজনী-অবসানে ।

নিত্যকৃষ্ণ সমাধিয়া আছেন তথাই ।

মল্লযোষ শুনিঞা উঠিলা হুই ভাই ।

কৌতুক দেখিতে আইলা রাজার দ্বারে ।

মহাগজ দেখে তথা পর্বত আকারে ।

কানড়া রাগ ।

দুস্বারে করিবর

দেখিয়া দামোদর

বাঙ্কল দৃঢ় করি বাসরে ।

কুটিল কবরীরে

বাঙ্কল দৃঢ়তরে ॥

রহল যেন যম পাশ রে ॥ (১)

যেখ নাহ করি

ডাকিয়া বলে হরি

পালাহ মাছত বাট-রে ।

বাবত যমঘরে

পাঠাও নাহি তোরে

তাবত ছাড়ি দেহ বাট-রে ॥ ৫ ॥

হরির কটু বাণী

মাছত বেণী গুনি

জ্বলিল কোপে ছুরাচার রে ।

শমন সম সে যে

টিপিয়া দিল গজে

ধাইল পবন-সঞ্চার রে ॥

বিশাল করে ধরি

বেটিল শ্রীমুরারি

ঠাকুর চিন্তিল উপায় রে ।

খসার্যা করবন্ধ

মুটাক পরচণ্ড

মারিয়া চরণে লুকার রে ॥

ক্রোধিত করিবারে

ফিরয়ে চারি ধারে

দেখিল গন্ধ আসার রে ।

বেটিল করে ধরি

খসার্যা বনমালী

তথাই লীলায়ে বিহরে-রে ॥

লাজুলে ধরি তবে

মারিল এক পাকে

পঁচিশ ধনুর আন্তরে-রে ।

পেলিল দূর করি

লীলায়ে খেলে হরি

গরুড়ে যেন কণাধরে-রে ॥

বিষম গজরাজ

না পারে অবকাশ

ফিরয়ে ছুই ছুই বেটি-রে ।

নিঠুর মারি চড়ে

পেলিয়ে ক্ষিত্তিলে

পলায়ে প্রভু কুতূহলী-রে ॥

উঠিয়া গজবর

ধাইল আরবার

দস্ত চাপি ক্ষিত্তিলে রে ।

মাছতে দিল টুঙা

চলিল ধোঁঞা ধোঁঞা

ধরিতে ধরিতে না পারে-রে ॥

বুঝিয়া বল তার

চিন্তিল যবর

ধরিল শুণ্ড নিজ হাথে-রে ।

ধরণীতলে শেলি

দশন উকাড়ি হরি

মারিল বাড়ি তার মাথে-রে ॥

সগনে গজবরে

করিল সংহারে

দস্ত লইয়ে শ্রীভুজে-রে ।

কৃষির-মদ-কণ

ভাষ নববল

প্রভুর অঙ্গে বিরাজে-রে ॥

বদনে বর্ষাজল

কৃষিক-কলেবর

গোপশিশুগণ সঙ্গে-রে ।

রায় শ্রীমুরারি

দস্ত করে ধরি

প্রবেশ কৈল মল্ল-রঙ্গে রে ॥

(১) পাঠান্তর—

“রহে যেন স্ববীর প্রবরে ।”

মধুর খেলন মধুর বোলন
 মধুর মন্দ গতি লীলা-রে ।
 মধুর শিশুসজ মধুর গতিভঙ্গ
 মধুর রঞ্জ শিশু-খেলা রে ॥
 জলিত গতি বেশ জলিত পরবেশ
 জলিত চলিত বিলাস-রে ।
 জলিত শিশুগণ জলিত বিহরণ
 জলিত স্থিত মধু হাস-রে ॥
 চকিত নিরীক্ষণ চকিত ত্রীনয়ন
 চকিত গোপকুমার-রে ।
 চকিত ভুরু ভাঁতি চকিত মন্দ গতি
 চকিত বিবিধ বিহার-রে ॥
 গোপ-শিশু-বেশ রজ পরবেশ
 অগত-জন মনোহর রে ।
 দেখিয়া সব লোক ছাড়িল ভবশোক
 মিলল আনন্দসাগর-রে ॥
 কেবল বঙ্ক সম দেখিল বল্লগণ
 দুগুণে দেখে নয়ন-রে ।
 দেখিল নারীগণে মদন মুক্তিমান
 স্বজন গোয়ালা সকল-রে ॥
 দুপতি যঙল দেখিল দণ্ডধর
 দুস্তম্ভ শিশু মাতা-পিতা রে ।
 দেখিল কংসেন কেবল মম-সম
 বিরটিকূপ শাস্ত্রজ্ঞাতা রে ॥
 পন্নয় তত্ত্বরূপে যোগীন্দ্রগণ দেখে
 বুদ্ধিগণ ইষ্ট দেইথে রে ।
 নাম স্ববীকেশে রঙ্গে পরবেশে
 ঐর ঘু পণ্ডিত ভাবে-রে ॥
 সুই রাগ ।

কুবলয় পড়িল শুনিঞা কংসরায় ।
 রায় কবে দেখিল দুর্জয় বজ্রকায় ॥ (১)
 িন্তে কংস কি আজি করিব প্রতিকার ।
 ইহার হস্তেতে মোর নাহিক নিত্যর ॥
 রত্নতুলে দুই তাই ফিরয়ে আননে !
 দিব্য বেশ মহাতুল্য গজদন্ত স্বন্ধে ।
 বিভিন্ন বসন বেশ দিব্য অলঙ্কার ।
 দুই মহানট বেন চরণ-সংকার ॥
 কত ভাঁতি কত জীলা নাহি পরিচ্ছেদ ।
 জন মন হরয়ে দেখিতে অকতেজ ॥

(९) भागीधर.—“यशस्वि” ।

সে শ্রীমুখ নিরখিতে সৰ্বলোক মোহে ।
হরষিত নরনে প্রভুর মুখ চাহে ॥
তৃপ্তি না হইল কারো রাঢ়িল আনন্দ ।
কহনে না যায় সে যে প্রেমের তরঙ্গ ।
দেখিতে দেখিতে যেন পিয়য়ে নরনে ।
নানা গন্ধ লয় যেন লিহয়ে রসনে ।
বাহুপাশে বেঢ়ি যেন দেহে আলিঙ্গন ।
এইরূপে আনন্দে মজ্জিল সৰ্বজন ॥
সাতে পাঁচে মিলিয়া কৃষ্ণের কথা কয় ।
কৃষ্ণ দরশনে হৈল তস্থ পরিচয় ।
এই সে সাক্ষাৎ নারায়ণ ভগবান ।
বসুদেবঘরে গিয়া হৈলা উপাদান ॥
দেবকীউদরে এই দুই হার জনম ।
অবতার কৈলা আসি জগতকারণ ॥
বসুদেব খুইল দুইয় গোকুলনগরে ।
গুপ্তবেশে বাঢ়িল শ্রীনন্দ-গোপ-ঘরে ॥
এই কৃষ্ণ পুতনাকে করিল সংহার ।
এই সে মারিল চক্রবাত দুরাচার ॥
এই সে ভাঙ্গিল দুই যমল-অৰ্জুন ।
এই সে ধেছুক দত্যে মারিল দাক্ষণ ॥
কেশী নামে দৈত্য এই বধিল আপনে ।
এই কৃষ্ণ কৈলা পান দাবহুতাশনে ॥
এই কৃষ্ণ কৈল কালী নাগের দমন ।
নাগ-পত্নী আসি কৈল বিস্তর শুবন ॥
এই সে ইন্দ্রের কৈল দণ্ড অপমান ।
এই সে ধরিল গিরি কমল সন্ধান ॥
গোকুল রাখিল এই বাত-বরিয়ণে ।
নয়ন ভরিয়া এই দেখে গোপীগণে ।
এ শ্রীমুখ নিরখিএ ব্রজে ব্রজনারী ।
তরিল সংসারদুঃখ কোন্ পুষা করি ॥
যদুবংশ ধ্বংস কৈল এই নারায়ণে ।
যাহার মহিমা যশ গায় ত্রিভুবনে ॥
এই সে কৃষ্ণের ভাই জ্যেষ্ঠ হলধর ।
কমল-লোচন খেত দিব্য কলেবর ॥
এই সে মারিল দুই প্রলম্ব অশুর ।
ধেছুক মারিয়া তাল খাইল প্রচুর ॥
এইরূপ পাঁচ সাত নরনারীগণে ।
আনন্দে কৃষ্ণের কথা কহে স্থানে স্থানে ॥
হেনকালে ডাকিয়া চাণুরবীর বলে ।
শুনহে নন্দের স্মৃত কহিব তোমায়ে ॥
শুনিয়া তোমার বলবীৰ্য্য চমৎকার ।
কৌতুক দেখিতে ইচ্ছা হইল রাজার ॥

গোপের ছাওয়াল হয়্যা যুদ্ধ ভাল জানে ।
দেখিব সে যুদ্ধ আন আমা বিজ্ঞমানে ॥
রাজার আজারে আইলে তুমি দুই জন ।
এ বোল বুঝিয়া শুন আমার বচন ॥
রাজার পীরিতি করে কার মন-বাক্যে ।
সেই প্রজা কুশলে যাবতকাল থাকে ।
রাজার পীরিতি তত্ত্বি যে প্রজা না করে ।
কুশল নাহিক ঞ্জক্কাহী বলি তারে (১) ॥
এ বোল বুঝিয়া তুমি আমি-সব বলি ।
কায়-মন-বচনে রাজার শ্রীতি করি ॥
সর্বজীব তুষ্ট হৈব সকল দেবতা ।
সর্বদেবময় মূপ সর্বলোক পিতা ॥
চাণুরের বচন শুনিয়া সুরেশ্বর ।
প্রশংসা করিয়া দিলা উচিত উত্তর ॥
ভাল ভাল শুনহে চাণুর বীরবর ।
রাজার কিঙ্কর তুমি আমি বনচর ॥

(১) পাঠান্তর,—

“ঞক্কাহী বলি তারে না হয় কুশলে” ।

রাজার পীরিতি যদি আমা হৈতে হয় ।
এত বড় অমুগ্রহ তাগ্যে সে মিলয় ॥
কিঙ্ক আমি-সব শিশু খেলাই সদায় ।
ছাওয়ালের সঙ্গে খেড়ি আমার যুয়ার ॥
ছাওয়ালের সঙ্গে খেলা করাহ আমারে ।
যুদ্ধার্থে ছাওয়ালের নাহি অধিকারে ॥
মহামন্ত্র তুমি সব এ রাজমণ্ডলে ।
অর্থ উচিত কিঙ্ক নাহি হয় ভালে ॥ (১)
হাগিয়া চাণুর বলে না বল এ বোল ।
না হও ছাওয়াল তুমি না হও কিশোর ॥
কুবলয় হেন গজ মারিলে লীলার ।
তোমায়ে স্রোচের সঙ্গে যুক্তিতে যুয়ার ॥
ইহাতে অর্থ নাহি না দেখি অন্তর ।
তোমার সহিতে আমি যুক্তিব সদায় ॥
বলরাম যুক্তিব মুষ্টিক বীর সঙ্গে ।
রাজসভা বসিয়া দেখুক যুদ্ধ রঙ্গে ॥
ভাগবত-আচার্যের মধুরল ভাবা ।
কৃষ্ণে মন ধর তাই কৃষ্ণে ধর আশা ॥

(১) “অর্থ উচিত নহে ইহার ভিতরে”—পাঠান্তর ।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
ত্রিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪০ ॥

চতুর্চত্বারিংশ অধ্যায়ঃ ।

শুক বলে শুন রাজা তাহার বিধান ।
চাণুরের বচন শুনিঞা ভগবান ॥
ভাল ভাল বলি কৃষ্ণ দিলেন উত্তর ।
চাণুর মুষ্টিক শুনি হৈলা স্তম্ভিতর ॥
ধৈর্যা গিয়া চাণুরে ধরিল বনমালী ।
বলরাম মুষ্টিকে ধরিল মূঢ় করি ॥
হাথে হাথে পদে পদে করিয়া বন্ধন ।
ঠেলাঠেলি পেলাপেলি ভূমিতে পাতন ॥
আঁজুরানি পাছুয়ানি তোলনি পাতনি ।
দুই বীরে বাহুবল কেহ নাহি জিনি ॥
যেক্ষণে চাণুরে কৃষ্ণে বাহুবল করে ।
সেইক্ষণে বুঝয়ে মুষ্টিক হলধরে ॥

পদাঘাতে মল্লভূমি করে টলমল ।
চৌদিগে পুরিয়া লোকে চাহে নিরন্তর ॥
বীরের সংগ্রাম দেখি বালকের সহে ।
অজ্ঞোজ্ঞে নাগরীগণ মিলি কথা কহে ॥
সভাগণে এক বড় দেখিলু অর্থ ॥
রাজার সাক্ষাতে হয় হেন অপকর্ম
মহাবীর মল্ল সহে বালক যুবার ।
হেন পুণ্যজন নাহি রাজারে যুবার ॥
বজ্র সম অঙ্গ গিরি আকার বিশাল ।
নবদল কলেবর স্তম্ভপ ছাওয়াল ॥
ইহার উহার সনে যুদ্ধের ঘটনা ।
কে দিল রাজারে আসি হেন কুমন্ত্রণা ॥

রাজার সভায় হয় এ হেন দুর্নীত ।
 এমত সভায় নহে বসিতে উচিত ॥
 যে সভায় দেখয়ে অপর্য পরচায় ।
 বুধজন সে সভায় না করে সঞ্চায় ॥
 কিছুই না বলে যদি দেখিয়ে দুর্নীত ।
 সভায় সভোষে যদি বলয়ে কুচ্ছিত ॥
 এইমতে অপরাধ দেখি বৃদ্ধজন ।
 এমত সভায় কভু না করে গমন ॥
 দেখ দেখ কৃষ্ণ-মুখ সরোজ-মণ্ডল (১) ।
 মুকুতার ঝারা যেন শোভে শ্রমজল ॥
 পদ্মপত্রে জল যেন করে ঢল ঢল ।
 তাহা জিনি কৃষ্ণমুখ দেখিতে সুন্দর (২) ॥
 ঐরূপ দেখ বলরামের বদন (৩) ।
 ক্ষণে হাস ক্ষণে ক্রোধ অরুণ লোচন ॥
 পুণ্য ব্রজভূমি যাণে রক্ষের বিলাস ।
 পুরাণ-পুরুষ গোপকল্পে পরকাশ ॥
 পূর্ণব্রহ্ম গুচরূপে ধরে নরবেশ ।
 বনে বনে গোধন চরায় হবীকেশ ॥
 বন চিত্রমালাধারী দুই সহোদর ।
 চরণে শিজিত মণিমঞ্জীর সুন্দর ॥
 অত্র ভব রমা যার পূজয়ে চরণ ।
 হেন প্রভু ব্রজকূলে চরায় গোধন ॥
 গোপী কোন তপ কৈল কহনে না যায় ।
 এমত লাবণ্যধাম দেখিল সদায় ॥
 কেবল সহজ সিদ্ধ অনন্তনির্মিত ।
 নিরন্তর নব নব যোগীন্দ্রবাসিত ॥
 জগতে যাহার নাহি অধিক সমান ।
 একান্ত ঐশ্বর্য যশ সম্পদের ধাম ॥
 হেনরূপ গোপী সব পিয়য়ে নয়নে ।
 কি কহিতে পারি তার পুণ্য নিরূপণে ॥
 দোহন মন্থনে গৃহ-মাচ্ছন-লেপনে ।
 ধাত্র অবধাত গোপী করয়ে যখনে ॥
 ছাওয়ালা কান্দিতে তার করিতে প্রবেশ ।
 স্নান অঙ্গ-মায়জনে যখনে সংযোগ ॥
 এ সব সময়ে কৃষ্ণ গায়ের অম্বরগণে ।
 অশ্রুমুখী গোপী অঙ্গ পুরিত পুলকে ॥

ধন্য ব্রজবধু যার এমত চরিত্র ।
 কৃষ্ণ বিনে তিলেক নহিল আন চিত্র ।
 প্রভাত সময়ে কৃষ্ণ যায় বৃন্দাবনে ।
 গোবুলে আইগে পুহু দিন অবসানে ॥
 মুকলী মধুর রব লহ লহ রায় । (১)
 চৌদিগে বালকগণ বেচি ঞ্জ গাথ ॥
 পথে পথে ব্রজবধু রহিয়া তখনে ।
 এমত সুন্দর মুখ করে নিরীক্ষণে ॥
 ধন্য ধন্য পুণ্যতম রমণীমণ্ডল ।
 এমত শ্রীমুখ তারা দেখে নিরন্তর ॥
 এই মত শত শত পুরনারীগণে ।
 প্রেমভাবে কৃষ্ণকথা কহে স্থানে স্থানে ॥
 পুত্রের মহিমা যশ মাতা পিতা শুনি ।
 শোকোতে ব্যাকুল হৈল তবু নাহি জানি ॥
 হেনকালে মনে কৈলা ত্রিদেশ-ঈশ্বর ।
 শীঘ্র করি মারি রিণু বিলম্বে কি ফল ॥
 মুক্তবিশারদ ভাল বাহুযুক্ত জানে ।
 রাম কৃষ্ণ বাহুযুক্ত করয়ে বিধান ॥
 চাপুর মুষ্টিক দুই বলেতে গ্রহণ ।
 বাজিল তুমুল রণ দেখি ভয়ঙ্কর ॥
 চলন চরণ-কর-তাড়ন বিশাল । (২)
 অঙ্গে অবধাত যেন বজ্রের গ্রহার ॥
 ভাঙিল দুইয় অঙ্গ নাহি পরকাশ ।
 টুটিল দুইয় বল অন্তরে তরাস ॥
 দুবস্ত চাপুর মুষ্টি করি দুই করে ।
 মুটিক মারিল কৃষ্ণের বকের উপরে ॥
 না চলিল কৃষ্ণ তার মুষ্টির গ্রহণে ।
 মস্তগজ অঙ্গে যেন পুষ্পমালা পড়ে ॥
 হেনকালে প্রভু করে কোন পরকাশ ।
 দুই বাহু ধরিয়া অমাইল সাতবার ॥
 ভূমিতলে পেলিয়া ঘবিল দূচ করি ।
 পড়িল চাপুর বীর নিজ প্রাণ ছাড়ি ॥
 এইরূপে মুষ্টিকে মারিল বলরাম ।
 পড়িল দুইয় অঙ্গ পরিত সমান ॥
 তবে কুট নামে বীর আইল ভয়ঙ্কর ।
 মুষ্টির প্রহারে তারে মালা হলধর ॥

(১) পাঠান্তর,—“সরোজ বিমল” ।

(২) পাঠান্তর,—

“সেইরূপ মুখখানি দেখিতে সুন্দর” ।

(৩) “হের কিনা দেখ বলভজের বদন”

—পাঠান্তর ।

পাঠান্তর,—

“মুকলি মধুরব অথরে বাজার” ।

(২) পাঠান্তর,—

“চালন পাতন করতাড়ল বিশাল” ।

শল নামে আইল বীর পর্বত প্রমাণ ।
 পদাঘাতে কৃষ্ণ তারে কৈল দুইখান ॥
 ছরন্ত তোশল বীর আইল মারিবারে ।
 পারের ঠেলার তারে মারিলা গোপালে ॥
 চাখর মুষ্টি কট শল তোশল ।
 এ সব পড়িল যদি রণের ভিতর ॥
 যেতক আছিল মল্ল বীরের প্রধান ।
 চৌদিগে পলায়্যা গেল রাখিয়া পরাণ ॥
 তবে কৃষ্ণ ডাক দিয়া নিল শিশুগণ ।
 রক্ত ভূমি-মাঝে খেলে নন্দের নন্দন ॥
 রাম-কৃষ্ণ দুই ভাই বিহরে আনন্দে ।
 চরণে নুপুর বাজে গোপশিশু সঙ্গে ॥
 তূর্য ভেরী বীরচাক দুন্দুভি বাজন ।
 নানারঙ্গে নাচে শিশু দেখি সুশোভন ॥
 আনন্দিত সর্বলোক করে জয় জয় ॥
 আশীর্বাদ করে দ্বিজে আনন্দ-হৃদয় ॥
 সাধু সাধু বলিয়া বাখানে সাধুজনে ।
 কংসরাজ্য ব্যাকুলিত চিন্তে মনে মনে ॥
 উচ্চসরে ডাক দিয়া বলে কংসরাজ ।
 এখা হৈতে ঘুচাহ বাজনে নাহি কাজ ॥
 এ ছুই ছরন্তে দেহ বাহির করিয়া ।
 ছুট নন্দঘোষে নিঞা পেলাহ বাকিয়া ॥
 গোপগণে দণ্ডিয়া সভার ধন হয় ।
 ছুট বসুদেবে লঞা শীঘ্র করি যার ॥
 উগ্রসেন পিতা লঞা মার বাট করি ।
 নিরবধি থাকে সে যে রিপুপক্ষ ধরি ॥
 এইরূপ আত্মা করে কংস ছরাচার ।
 লক্ষ দিয়া কৃষ্ণ মঞ্চ উঠিল তাহার ॥
 লক্ষ দিয়া কৃষ্ণ যেন বিজুরি সফারে ।
 কেহ না বুঝিয়া গেলা কোন্ পরকারে ॥
 সিংহ যেন ধরিবারে চলে করিবর ।
 এইরূপে গেলা কৃষ্ণ তাহার গোচর ॥
 গোবিন্দ দেখিয়া কংস মঞ্চের উপরে ।
 সিংহাসন হৈতে ভয়ে উঠিলা সত্বরে ॥
 কাতর নহিল বীর রণে সুপণ্ডিত ।
 খড়্গ চর্ম ধরিয়া উঠিল সচকিত ॥
 চৌদিগে ফিরয়ে কংস মঞ্চের উপরে ।
 থাৰা দিয়া প্রভু তার চুলমুঠে ধরে ॥
 লীলার গরুড় যেন ধরে ফণধর ।
 ধরিলা চুলের মুঠে দিয়া বামকর ॥
 সেইরূপ ঠেলিয়া পেলিয়া ভূমিতলে ।
 আপনে পড়িলা কৃষ্ণ তাহার উপরে ॥

পদ্মনাভ প্রভু সে বে বিধের আশ্রয় ।
 নিরাধার নিরালম্ব অক্ষয় অব্যয় ॥
 পড়িতেই মৈল কংস জীবন ছাড়িয়া ।
 ভূমেতে ঘষিলা তব্ (১) নির্ধাস করিখা ॥
 কংস রাজা পড়িল সকল লোকে দেখে ।
 হাহাকার শব্দ উঠিল চারিদিকে ॥
 শয়ন তোজন পান করিতে মজ্জন ।
 স্তত দেখিল কংস মার নারায়ণ ॥
 স্তত আছিল তার সমুদ্বিগ্ন চিত্ত ।
 যথা চাহে চক্রপাণি দেখে সেই ভিত্ত ॥
 যোগীন্দ্র-দুর্লভ-গতি তে কারণে পায় ।
 কৃষ্ণরূপ হৈল কৃষ্ণ চিন্তিয়া সদায় ॥
 কঙ্ক শ্রোগ্রোধ আদি অষ্ট সহোদর ।
 আছিল কংসের ভাই মহাভয়ঙ্কর ॥
 মারিবার তরে আসি দিল দরশন ।
 গদাঘাতে সংহারিলা রোহিণীনন্দন ॥
 আকাশমণ্ডলে বাজে দুন্দুভি বাজন ।
 ব্রহ্মা আদি দেবে করে পুষ্প-বরিষণ ॥
 গন্ধর্বে কিম্বরে গায় নাচে বিভাধরী ।
 উঠিল মঙ্গলধ্বনি ত্রিজগত ভরি ॥

পাঠমঞ্জরী রাগ ।

বীরগণ মরণ-শুনিঞা বীরনারী ।
 রক্তস্থলে আসি কান্দে ভূমিতলে পড়ি ॥ (২)
 শিরে কর হানে কেশ পেলায় ছিণ্ডিয়া ।
 বিলাপ করিয়া কান্দে অঙ্গ আছাড়িয়া ॥
 কংসের মরণ দেখি কংসের বনিতা ।
 কংসে কোলে করি কান্দে সতী পতিব্রতা ॥
 হা নাথ হা প্রিয়তম হা প্রিয়বৎসল ।
 তোমা বিনে শূন্য আজি মথুরা নগর ॥
 কোথা গেল উৎসব মঙ্গল নৃত্যগীত ।
 একা তোমা বিনে সব দেখি বিপরীত ॥
 উঠিয়া বোল না দেহ আমি গৃহনারী ।
 কি লাগি ছাড়িয়া যাহ হেন রাজ্যপুত্রী ॥
 সেই ভূঃদণ্ড মুখ সেই বক্ষঃস্থল ।
 তিলেকে কোথাতে গেল সেকরূপ সকল ॥
 সেই নাসা সেই আঁখি সেই দন্ত পাঁতি ।
 সেই তুফ ললাট এক্ষণে অস্ত্র ভাতি ॥
 অকারণে কৈলে লোভদণ্ড নিরস্তর ।
 পর-অপকারে অন্তকালে এই ফল ॥

(১) পাঠান্তর—“মুখ” ।

(২) “ভূমিতে পড়িলা আসি হইয়া আকুলী ॥

দেববিজ হিংসিলে হিংসিলে সুরগণ।
 নিজ-বন্ধু-বান্ধব হিংসিলে অকারণ ॥
 আছুক এসব কথা আর পরমাদ।
 নিরন্তর কর তুমি কৃষ্ণ সনে বাদ ॥
 যে প্রভু লুপ্তয়ে পালে বিশ্বচরাচর।
 সত্যের রক্ষিতা পিতা সত্যের দৈবর ॥
 নাহি আদি অন্ত যার মৃত্যু উত্তপতি।
 তাথে অপরাধী তুমি হেন সে কুমতি ॥
 এ দীনবৎসল হরি করুণার লীমা।
 আশ্বাসিয়া রাখিল যতেক বীর রামা ॥
 প্রবোধিল তা-সভারে কহি তত্ত্বার্থ।
 পরলোক-উচিত করাইল সব কথ্য ॥

পিতামাতার বন্ধন করায়্যা বিমোচন।
 দুই তাই কৈলা তবে চরণ-বন্দন ॥
 পুত্রের প্রভাব দেখি জনক-জননী।
 জানিল সাক্ষাৎ এই প্রভু চক্রপাণি ॥
 তত্ত্ব জানি ভরে নাহি কৈল আলিঙ্গন।
 বিনয় বচনে কিছু কৈল সন্তোষ ॥ (১)
 জান-গুরু গদাধর ধীর-শিরোমণি।
 ভাগবত-আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী ॥

(১) পাঠান্তর,—

‘তত্ত্ব জানি সত্ত্বে না কৈল আলিঙ্গন।’

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং
 সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
 চতুঃষষ্টিতমোঃ অধ্যায়ঃ ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় ।

ধানসী রাগ ।

বন্দুদেব দেবকীর দেখি তত্ত্বজ্ঞান।
 নিজ মায়্যা বিস্তারিলা প্রভু ভগবান্ ॥
 নিকটে দাণ্ডায়্যা বলে দুই সহোদর।
 শুন মাতা শুন তাত যে কহি উত্তর ॥
 আমি-সব পুত্র হয়্যা জন্মিল বিফলে।
 মোদের কারণে হুঃখ পাইলে নিরন্তরে ॥
 পুত্র-সুখ কিছু নৈল আমি-সভা হনে।
 না জানিলে সুখ পুত্র লালন-পালনে ॥
 বিধিহত আমি-সব ছাড়ি পিতামাতা।
 দৈবযোগে এককাল বঞ্চিলাউ তথা ॥
 যেই পুত্রে বাপমায়ে না কৈল পালনে।
 ব্যর্থ জন্ম হৈল তার বিফল জীবনে ॥
 পিতামাতা হৈতে হয় দেহ উপাদানে।
 পিতামাতা করে দুঃখে পোষণ-পালনে ॥
 হেন পিতা মাতায় যদি সেবে নিরন্তরে।
 শুধিতে না পারে ধার শতেক বৎসরে ॥
 পুত্র হয়্যা মাতাপিতার যে বা না সেবিল।
 ধন প্রাণ দিয়া তার সন্তোষ না কৈল ॥
 অন্তকালে যমদুতে বান্ধি লয়্যা যার।
 কাঠিয়া তাহার মাংস তাহারে খাণ্ডায় ॥

বুদ্ধ মাতা পিতা স্নাত শিশু সতীনারী।
 গুরু বিজ প্রপন্ন দুর্গত হিতকারী ॥
 শত্রু হয্যা এ সত্যের না করে পালন।
 জীরন্তেতে মরা সেই বিফল জনম ॥
 কংস-ভয়ে বুদ্ধি বল না ছিল জ্ঞায়ার।
 বাপমায়ে না সেবিল ব্যর্থ গেল কাল ॥
 সে সব আচার্য্য দোষ ক্ষেম একবারে।
 মাতা পিতা পুত্রের না লয় অপকারে ॥ (১)
 মায়ার দৈবর কৃষ্ণ নানা মায়্যা জানে।
 এতেক বচন বলি ধরিল চরণে ॥
 যাহার মাধায় অত্র ভব বিমোহিত।
 আনকে মোহিব তার এ কোন চরিত ॥
 তত্ত্বজ্ঞান পাসরিলা তাঁরা দুইজনে।
 পুত্রভাবে কোলে করি দিল আলিঙ্গনে ॥
 বিমোহিত হৈয়া রাম-কৃষ্ণ করি কোলে।
 সিঞ্চিল সকল অঙ্গ নয়নের জলে ॥

(১) “সে সকল অপরাধ ক্ষম একবার।

বাপমায়ে না লয়ে পুত্রের অপরাধ।”

—পাঠান্তর।

প্রভু বলে জ্ঞান হৈতে পুত্র-প্রেম বড় ।
 আনাতে রহিতে চাহে প্রেম-ভক্তি দঢ় ।
 নিজ প্রেম দিয়া প্রভু জ্ঞান দূর করে ।
 আপনার তত্ত্বজনে আপনে উদ্ধারে ॥
 এইরূপে মাতাপিতার করিয়া সন্ধ্যা ।
 বন্ধুবর্গে আনি তবে করয়ে জিজ্ঞাসা ॥
 ডাক দিয়া মাতামহ উগ্রসেনে আনি ।
 নৃপতি করিয়া তারে স্থাপিল আপনি ॥
 বসতি রাজার শাপ আছে পূর্বকালে ।
 রাজ্য অধিকার না করিব যদুকুলে ॥
 সেই বহুবংশে বাপু জনম আমার ।
 তে কারণে নাহি করি রাজ্য অধিকার ॥
 তুমি রাজা হও কিছু না করিহ ডর ।
 আমি আজ্ঞাকারী আছি তোমার কিঙ্কর ॥
 পৃথিবীমণ্ডলে যত আছে নরপতি ।
 ধন দিয়া পন্থণে করিবে শ্রণতি ॥
 ইন্দ্র আদি দেবে আজ্ঞা রাখিব তোমার ।
 পৃথিবী যুড়িয়া হৈব রাজ্য অধিকার ॥
 আমি হেন ভৃত্য যার থাকিব নিকটে ।
 জিভুবনে তার কিছু না হৈব উৎকণ্ঠে ॥ (১)
 এইরূপে উগ্রসেনে করিয়া আশ্বাস ।
 স্থাপিলা নৃপতি করি প্রভু শ্রীনিবাস ॥
 ইষ্ট মিত্র জ্ঞাপ্তি বন্ধু বান্ধব সকল ।
 তা-সভা আনিঞা রক্ষা তুলিল বিস্তর ॥
 কংসভরে সে সব আছিল নানাদেশে ।
 দুঃখ শোক পায়্যা আছে চির-পরবাসে ॥
 তাহা সভা আনাহীলা আশ্বাস-বচনে ।
 সন্তোষিয়া দিল নানা (২) বসন ভূষণে ॥
 মহাধন দিয়া কৈল পীরিত্তি বিস্তর ।
 নিজ ঘরে নিজপুরে স্থাপিল সকল ॥
 রাম-কৃষ্ণ শ্রীভূজ করিয়া অবলম্ব ।
 খণ্ডিল সকল দুঃখ বাটিল আনন্দ ॥
 তা-সভার সর্ব-দুঃখ হৈল বিমোচনে ।
 সর্ব মনোরথ সিদ্ধি হৈল সেই হনে ॥
 বৃদ্ধগণ ঘূবা হৈল মহাবীৰ্য্য বল ।
 সর্বলোক শ্রুকুমার দেখি মনোহর ॥
 শ্রীমুখ স্তম্ভ্য সদা করে নিরীক্ষণ ।
 কেবল আনন্দময় হৈল সর্বজন ॥

(১) পাঠান্তর,—

“তৈলোক্য ভিতরে তার নাহিক সন্দেশে ।”

(২) পাঠান্তর,—“দান্য” ।

তবে রাম-কৃষ্ণ গেলা নন্দ-বিভবানে ।
 ভূজ আলিঙ্গন দিয়া কৈল সন্তোষণে ॥
 কি কথা কহিব পিতা তোমার নিয়ড় ।
 পুথিয়া পালিয়া তুমি কৈলে এত বড় ॥
 তুমি সে আমার পিতা যশোদা জননী ।
 তোমা সভা বিনে আর কিছুই না জানি ।
 পুত্রোত্তে অধিক প্রীতি কৈলে সর্বক্ষণ ।
 সেই মাতা সেই পিতা যে করে পালন ॥
 বন্ধুগণে না পারিল পুথিতে পালিতে ।
 তোমার মন্দিরে আমি রহিলু গোপতে ॥
 তুমি যত করিয়াছ পীরিত্তি পালন ।
 পুত্রোত্তে অধিক তুমি দেখ সর্বক্ষণ ॥
 কোটিধুগে শুধিতে নারিব সেই ধার ।
 এবে আজ্ঞা দেহ দোষ ক্ষমহ আমার ॥
 বন্ধুগণ দেখি এথা কখনোদিন বসি ।
 তা-সভার পীরিত্তি করিয়া পাছে আসি ॥
 গোপগণ লঞা তুমি চল নিজ ঘরে ।
 সদত আমারে তুমি দেখিবে নিরন্তরে ॥
 নন্দঘোষে সন্তোষিয়া এতেক বচনে ।
 বহু ধন রত্ন দিল বিবিধ ভূষণে ॥
 নানা বাতুপাত্র সোণা রূপার কলসী ।
 শকট তরিত্তা কত দিল রাশি রাশি ॥
 কোল দিয়া কৈল পাছে চরণ বন্দনে ।
 সন্তোষ করিয়া পাঠাংল গোপগণে ॥
 নন্দ আদি গোপগণ চলিল গোকুলে ।
 অজ পুরাইল সব নয়নের জলে ॥
 রামকৃষ্ণ রহি তবে মথুরামণ্ডলে ॥
 বহুবংশে ডুবাইল আনন্দলাগরে ॥
 বনুদেব বিচারিয়া কৈল শুভক্ষণ ।
 পুরোহিত আদি যত আনিল ব্রাহ্মণ ॥
 ব্রহ্মমন্ত্র উপদেশ কৈল শুভকালে ।
 ব্রহ্মসূত্র দিল যবে বিধি অঙ্গুসারে ॥
 ব্রাহ্মণ পুজিল দিব্য বসন ভূষণে ।
 বৎস সহ ধেনু দিলা ভূষিয়া কাঞ্চনে ॥
 বিবিধ দক্ষিণা দিল বহুবিধ ধন ।
 দিব্য আভরণ দিয়া তুলিল ঐশ্বর্য ॥
 বনুদেব মহামতি কৃষ্ণ জন্ম দিনে ।
 দশ সহস্র ধেনু দিয়াছিল মনে মনে ॥
 সে ধেনু হরিয়া কংস লঞাছিল বলে ।
 সেই ধেনু আনি দিল ব্রাহ্মণ সকলে ॥
 হেনমতে কৈল শ্রদ্ধা কুলোচিত কর্ণ ।
 নিধাইল গর্গমুনি দ্বিজ-কুল ধর্ম ॥

বাহা হৈতে সকল বিচার উতপত্তি ।
 সৰ্বজ্ঞেশ্বর বার ভাৰ্য্য সরস্বতী ।
 লক্ষী পরিচারি বার ব্রহ্মাদি কিঙ্কর ।
 জ্ঞানময় শুদ্ধরূপ অগত-ইশ্বর ।
 হেন প্রভু যাহারে ধরিয়া নরবেশ ।
 আনে হৈতে লয় তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ ।
 বিতকুলে ধর্ম আছে ব্রহ্মবিজ্ঞা লই ।
 পট্টব ব্রাহ্মণ বেদ গুরুকুলে যাই ।
 সেই নিত্যকর্ম প্রভু স্থাপিলা সংসারে ।
 গুরুসেবা করিতে চলিলা গুরুঘরে ।
 সৰ্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত নামে-সাক্ষীপনি ।
 অবন্তিকাপুরে বর বিতকুলমণি ।
 তাঁর ঘরে গিয়া প্রভু হৈলা উপসর ।
 আরজিলা গুরুসেবা বেন শিষ্য-ধর্ম ।
 শিলা-গুরু ভগবান সৰ্বভূত জ্ঞানে ।
 আমি স করিলে কর্ম করিবেক আনে ।
 সৰ্বলোক-পিতা রাম-কৃষ্ণ যদ্বার ।
 আপনে করিয়া ধর্ম সংসারে বুঝার ।
 গুরু-ভক্তি অহুভাব দুহার দেখিরা ।
 সৰ্বশাস্ত্র ব্রাহ্মণ পঢ়ায় তুট্ট হয় ।
 সতে একবার বিজ করয়ে উচ্চারণ ।
 তনিলেই মাত্র দুহার হয়ত সকার ।
 সাধোপায়ে চারি বেদ ব্রাহ্মণ পঢ়ায় ।
 যজুর্বেদ ত্যোতিষেদ বিবিধ উপায় ।
 তন্ত্র যন্ত্র ধর্মশাস্ত্র ভ্রাতৃ অলঙ্কার ।
 আত্মবিজ্ঞা রাজনীতি নাম ব্যবহার ।
 একবার মাত্র বিপ্র করে উপদেশ ।
 তনিলে তখন ঘরে রাম হরীকেশ ।
 পঢ়ারে ব্রাহ্মণ শাস্ত্র পরম সন্তোষে ।
 পঢ়িল চৌষটি বিজ্ঞা চৌষটি দিবসে ।
 সৰ্বশাস্ত্র পঢ়ি তবে দুই সহোদর ।
 দক্ষিণা দিবারে গেলা গুরুর গোচর ।
 কি দক্ষিণা দিব গুরু কহ বিজ্ঞমানে ।
 গুরুর কৃপাতে শিষ্য পায় পরিজ্ঞাপে ।
 দিতে কিছু অশক্ত না দেখি দুই জনে ।
 যে যাপিব তাই দিবে মুনি অহুমানে । (১)
 এতেক চিন্তিয়া (২) বিশ্র গেলা ভাৰ্য্যাস্থানে ।
 কহিল সকল কথা ভাৰ্য্য-বিজ্ঞমানে ।

(১) পাঠান্তর.—

“দিতে কিছু অশক্ত না হক বৈষ্ণবকর ।
 যে যাপিবে সেই দিবে মুনি অহুমান ।”

(২) পাঠান্তর.—“এবল বুঝিয়া” ।

ব্রাহ্মণী চতুরা বড় কহিল যন্ত্রণা ।
 আমি বাহা বলি তাহা রাগিহ দক্ষিণা ॥
 সমুদ্রে ডুবিয়া বৈল আবার কুমার ।
 তাহা আনি দেহ সেই দক্ষিণা আমার ॥
 ভাৰ্য্যার বচন বিশ্র দঢ়াইল চিত্তে ।
 সেই মনে গেলা রাম-কৃষ্ণের সাক্ষাতে ॥
 প্রভাসে মজিয়া মেল আমার তনয় ।
 তাহা আনি দেহ তুমি দুই মহাশয় ॥
 গুরুর বচন শুনি রাম দামোদর ।
 রথের উপরে চটি চলিলা গম্বর ॥
 সিদ্ধতীরে গিয়া যদি হৈলা উপসর ।
 পাণ্ড অর্ঘ্য লঞা সিদ্ধ আইল তৎক্ষণ ॥
 পাণ্ড অর্ঘ্য দিয়া দিল দিব্য উপহার ।
 মহারত্নমণি দিল দিব্য অলঙ্কার ॥
 কর জোড় কহি সিদ্ধ নিকটে দাণ্ডার ।
 গুরুপুত্র আনি দেহ বলে যদ্বার ॥
 সিদ্ধ বলে আমি নাহি হরিষে কুমার ।
 এই জলে আছে এক দৈত্য দুহাচার ॥
 শম্বকরূপ ধরে সেই নামে পঞ্চজন ।
 সেই সে হরিল শিশু কহিলু কারণ ॥
 সমুদ্রের বচন শুনিঞা হরীকেশ ।
 সেইকণে সিদ্ধ জলে কৈলা পরবেশ ॥
 শম্বাসুরে ধরিয়া মারিল সেই জলে ।
 চাহিয়া না পাইল শিশু তাহার উদরে ॥
 সেই শম্ব লয়া হরি উঠিল সমুদ্রে ।
 রথে চটি চলিলা দু ভাই যমপুরে ॥
 দক্ষিণে যমের পুরী নামে সংযমনী ।
 তাহার নিকটে গিয়া কৈল শম্বধ্বনি ॥
 পাঞ্চজন্ত শব্দ বুঝিয়া অহুমানে ।
 সত্যসদে ধর্মরাজ উঠিলা সমুদ্রে ॥
 তুরিতে চলিয়া গেলা প্রভুর গোচরে ।
 শিরে কর ধরিয়া পড়িলা স্তুমিতলে ॥
 নমো নমো জয় জয় ত্রিজগত নাথ ।
 গুরু উঠে পুনঃপুন করে দণ্ডপাত ॥
 পদযুগ পুজিয়া বিবিধ উপহারে ।
 শ্রণতকঙ্কর হই বলে জোড় করে ॥
 লীলা নর অবতার সুরাসুর-রাজ ।
 আজ্ঞা কর আমি হৈতে হর কোর কা ॥
 প্রভু বোলে গুরু প্রভু আনি দেহ যাচে ।
 কর্ম নিবন্ধনে তুমি আনিলে নিকটে ॥
 আমার আজ্ঞায় নহে মর্দাদা লঙ্ঘন ।
 শিখ আন গুরুপুত্র বুঝিয়া কারণ ॥

আজ্ঞা শিরে ধরি যম আনিল সত্তরে ।
রাম কৃষ্ণ গেলা তবে গুরুর গোচরে ।
পুত্র সমর্পিয়া বলে রাম দামোদর ।
আর কি দক্ষিণা দিব কহ দ্বিজবর ।
তুষ্ট হইয়া দ্বিজ বলে না যাগিব আর ।
পূর্ণ ম নারথ বাণ করিলে আমার ।
তুমি সব বৈষ্ণব করিলে গুরুভক্তি ।
ত্রিভুবনে করিবেক হেন কার শক্তি ।
যে তোমার গুরু তুমি হেন শিষ্য বার ।
ত্রিভুবনে চূর্ণত নাহিক কিছু তার ।
অগতে নির্মল কীষ্টি রহিল তোমার ।

চিরজীবী হও বৎস লভ বশতার ।
নিজ ঘরে চল বাপু না কর বিলম্ব ।
তোমা দেখি যদুকুলে বাচুক আনন্দ ।
গুরুর বচনে কৃষ্ণ বলরাম সাথে ।
নিজপুরে চলি গেলা বায়ু বেগ পথে ।
আনন্দিত যদুকুল দেখি দুই ভাই ।
ঘরে ঘরে যদুপুরে আনন্দ বাধাই ।
এই যতে নানা কর্ম করে যদুয়ার ।
আপনে করিয়া কর্ম অগতে বুঝার ।
শ্রীগদাধর ধীর-শিরোমণি আন ।
ভাগবত-আচার্যের যদুরঙ্গ পান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংসায়
সংহিতায়ান্বেয়সিক্যাং দশমস্কন্ধে
পঞ্চচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৫

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায় ।

সিদ্ধুড়া রাগ ।

যদুকুল-প্রিয়-সখা কৃষ্ণের দয়িত ।
বৃহস্পতির শিষ্য মহাবুদ্ধি সুচরিত ।
সর্বলোকপ্রিয়কর ততক প্রধান ।
ডাক দিয়া ছবে আনিলা ভগবান্ ।
হাতে হাত ধরিয়া বোলরে শ্রীমুরারি ।
চল তুমি উদ্ধব গোকূলে শীঘ্র করি ।
জনক ওননী আছে বিরহে দুঃখিত ।
মধুর বচনে তাঁর করিহ পীরিত ।
গোপীগণ আছে তথা বিরহে দুঃখিনী ।
জীবার কারণে জীয়ে খায় অন্নপানী ।
কহিলে আমার কথা তা-সভার স্থানে ।
খণ্ডাহ সে দুঃখ তুমি সন্দেশ বচনে ।
সতত আমাতে মন ধরয়ে পরাণ ।
আমা বিনে গোপী কিছু না জানয়ে আন ।
পতি স্নত না মেবে না করে গৃহকর্ম ।
অ বা লাগি ভেজিল সকল কুলধর্ম ।
আমি প্রাণ আমি গতি আত্মা বদ্ধ ধন ।
আমাতে সকল গোপী কৈলা আরোপণ ।
যেবা লোক ধর্ম তেজে আমার নিষিদ্ধে ।
আমি তার সর্বগিদ্ধি করি সর্বমতে ।
আমার বিরহে ভরা সতত ব্যাকুলা ।
সুগরি সগরি ঘোরে সতত বিহ্বলা ॥

জীয়ে বা না জীয়ে গোপী দৈবে ধরে প্রাণ ।
শান্তিযোগে (১) গোপীর দুঃখ কর সন্ধান ।
শুকদেব বলে গুন মূপতি কেশরী ।
এতেক বচন বদি বলিলা শ্রীহরি ।
আজ্ঞা শিরে ধরিয়া উদ্ধব যতিমান্ ।
রথে চটি ব্রজপুরে করিলা পক্ষাণ ।
দিনমণি অন্ত গেল দিন অবসানে ।
উদ্ধব প্রবেশ কৈলা গোকুল ভূমনে ॥ (২)
শুকবর্ণ মন্ত বুঝগণ করে নান ।
হাচারব করিলা সুরতি ছাড়ে ডাক ।
কীরতরে খসিরা পড়য়ে উষোভার (৩) ।
উর্দ্ধমুখে করে বেহু বাহুয়ে হাঁকার ।
এলিগে ওলিগে বৎস পুঙ্খ তুলি ধার ।
গোপীগণ চৌদিকে কৃষ্ণের গুণ গায় ।
গোদোহনধনি বেণু শব্দে পুরিত ।
দিব্য বেশ শোণ-গোপীগণ অলঙ্কৃত ॥

(১) পাঠান্তর,—“শান্ত করি ।”

(২) “দিনমণি অন্ত গেল দিন অবসানে ।
হেনকাল গিরা কৈল গোকূলে প্রবেশ ।”

(৩) উষোভার, অর্থে সন্ধ্যার ভাব ;
মোহ, একেবারে পানান-ইতি ভাষা ।

গো-ব্রাহ্মণ পিতৃদেব অর্চন বন্দন ।
 হোমকর্ম্ম স্তব্ধপূজা অতিথি-সেবন ।
 প্রতি ঘরে ধূপ দীপ স্নগন্ধে পুরিত ।
 বিচিত্রে নির্মিত পুর মন্দির মণ্ডিত ॥
 কুসুমিত বনবৃন্দ সর্বত্র পুরিত ।
 বিবিধ বিহঙ্গ ভৃগু-কুল সুনাদিত ॥
 বিমলিত জল নদনদী সরোবর ।
 হংসকারণ্ডব জলচর কোলাহল ॥
 দিব্যগন্ধ পদ্মবন পবন সুন্দর ।
 ছট পুষ্ট সর্বলোক দেখিতে আনন্দ ॥
 সুখময় গুণময় আশ্চর্য্যের সীমা ।
 হেন কেবা আছে তার কহিব মহিমা ॥
 উঠিল উদ্ধব যদি হেন ব্রজপুরে ।
 পরম আনন্দে নন্দ পুঞ্জিল তাহারে ॥
 তাক্তভাবে পূজে নন্দ কৃষ্ণবৃদ্ধি করি ।
 বিচিত্রে মন্দিরে নিল ভূজে ভূজ ধরি ॥
 বসাইল তারে লঞা কনক আসনে ।
 মিষ্ট অন্ন পান দিয়া করাইল তোজনে ॥
 দিব্য সিংহাসনে লঞা করাইল শয়ন ।
 মুখবাস দিয়া কৈল প্রণাম বন্দন ॥
 পানসংবাহন নন্দ করয়ে আপনে ।
 পুছিতে লাগিল কবে মধুর বচনে ॥
 যত্নকুল নন্দন উদ্ধব মহাভাগ ।
 কুশল জিজ্ঞাসা কিছু করিব তোমাক ॥
 বনুদেব প্রিয় সুখা আছেন কুশলে ।
 সগুণে বান্ধবে কি আছেন নিরাকুলে ॥
 এই বড় ভাগ্য পাপ কংস গেল ক্ষয় ।
 সাধুনে হিংসেস্তার কিছুই না রয় ॥
 কদাচিত্ কৃষ্ণ কি শ্রুত্রে মাতাপিতা ।
 কিংবা গোপশিশুগণ আত্মীয়বানিতা ॥
 যেহু ব্রাবন কিবা গোকুলনগর ।
 তরুগরি কতু কি শ্রোত্রে দামোদর ॥
 বহুগণ দেখিতে আসিব কদাচিত ।
 কবে আর সে মুখ দেখিব সুললিত ॥
 দাবারি করিয়া পান গোকুলে রাখিল ।
 ঝড় বরিষণে তুলি পর্কত ধরিল ॥
 বুঝানুর মারিয়া রাখিল গোপকুল ।
 কালিনাগ দমিয়া করিল তারে দূর ॥
 এইরূপে কত দৈত্য করিয়া সংহার ।
 কতরূপে গোকুলে রাখিল কতবার ॥
 কি কহিব অগুরু প্রতাপ বীর্য্যবল ।
 কোম পাশে অদি লব বহিষ্ঠ নকল ॥

অঙরিতে তার বল বীর্য্যের মহিমা ।
 সে রূপ-লাবণ্য মুখ কটাক্ষ ভজিয়া ॥
 সে মধুর হাস তার মধুর ভাবণে ।
 পাগরিল নিজ ধর্ম্ম নিজ গৃহ-কামে ॥
 বিমারিলে কৃষ্ণগুণ নহে বিশ্বরণ ।
 পুনঃপুন হলে সেই গুণ শ্রবণ ॥
 অজনে অজনে সেই চরণ ৃষণ ॥
 সেই বৃন্দাবন গিরি সেই শিশুগণ ॥
 এ সব দেখিতে মন হয় কুণ্ঠময় ।
 কৃষ্ণ বিনে অস্ত কিছু মনে নাহি লয় ॥
 হেন বুঝি রাম-কৃষ্ণ দুই সুরেশ্বর ।
 সুরকার্য্য সাধিতে মাহু বকলেবর ॥
 গর্গের বচন আছে ইহাতে প্রমাণ ।
 প্রতাপ দেখিয়া আর করি অনুমান ॥
 কংস হেন অনুর মারিল অবহেলে ।
 দশ সহস্র মন্ত গজের বল ধরে ॥
 কুবলয় গজ মারে কংসের সমান ।
 সিংহ যেন মৃগ মারে নাহি বস্ত্র জ্ঞান ॥
 তিন-তাল-মহাসার ভাঙ্গ ধমুখণ্ডে ।
 গজরাজ যেন হেলে ভাঙ্গে ইক্ষুদণ্ডে ॥
 সপ্তদিন এক হস্তে ধরে মহাগরি ।
 প্রলম্ব খেজুক বক মারে লীলা করি ॥
 তৃণাবর্গ আদি যত দৈত্য দুঃচার ।
 এ সব দৈত্যের কৈল লীলায়ে সংহার ॥
 সুরাসুর যার ভয়ে কম্পিত সদায় ।
 হেন সব দৈত্য কৃষ্ণ বধিল লীলায় ॥
 এইরূপে নন্দ কৃষ্ণে শ্রবণ শ্রবণি ।
 কান্দে নন্দবোম তবে কৃষ্ণ মন ধরি ॥
 চক্ষু বেয়া পড়ে নীর কান্দে উচ্চরে ।
 ধরিতে না পারে অঙ্গ প্রেমরস তরে ॥
 এইরূপে পূজ গুণ করিতে বর্ণনা ।
 কান্দিয়া যশোদা রাণী পাগরে আপনা ॥
 প্রেমভরে পরোধরে বহি পড়ে ক্ষীর ।
 ময়নের জল পড়ে তিতিয়া শরীর ॥
 দেখিয়া দুঃহার কৃষ্ণ প্রেম-অনুরাগ ।
 প্রেমানন্দে পুরিল উদ্ধব মহাভাগ ॥
 ধন্ত রাণী ধন্য নন্দ করিয়া বাথানে ।
 প্রবোধ উভয় তবে দিল মতিমানে ॥
 অখিল অগতগুরু প্রভু নারায়ণ ।
 তাহাতে একপে কৈল চিত্ত আরোপণ ॥
 বলদেব জান বিধ উতপত্তি-স্থান ।
 পূজব পূরণ কৃষ্ণ বিধ উপাদান ॥

সর্বভূতে বেরাপিত জগতের তির ।
জানমর পুরাণ পুরুষ গুণহীন ।
স্বরণ-সময়ে তার চরণবৃগলে ।
ভিলেক ধরিত্রী চিত্ত তেজে কলেবরে ।
কর্মবন্ধ সকল করিয়া বিনাশন ।
স্বর্ধ্যাসর হয়্যা তার বৈকুণ্ঠ-গমন ।
হেন প্রভু নারায়ণ সর্বভূতপতি ।
জগত-কারণ মায়া-মাহু-মুকুতি ।
ঔহাতে নিতান্ত তত্ত্ব দেখিলু তোমার ।
পুণ্যকল অবশেষ কি কহিব আর ।
আসিব গোবিন্দ এথা না করিব খেদ ।
ঔর সহ কতু তব কহিব বিচ্ছেদ ।
কংস বধি যে কহিলা বৃদ্ধভূমি-মাঝে ।
অবস্ত আসিব আমি গোকুল সমাঝে ।
সত্যবাদী প্রভু সে করিব সত্য বাণী ।
এ বোল বুঝিয়া আর খেদ কর জানি ॥ (১)
হৃদয়ে চিন্তিয়া চাহ দেখিবে গোপাল ।
সত্য হৃদয়ে কৃষ্ণ থাকে সর্বকাল ।
অন্তরীম ভগবান্ সর্বভূতে বৈসে ।
হৃদয় কমলে কৃষ্ণ চিত্তিলে প্রকাশে ।
কাঠের ভিতরে যেন থাকে হস্তাশন ।
মথিলে বেকত হয় জানিঞে তখন ।
উত্তম অধম ঔর নাহিক সমান ।
সর্বভূতে সম তেঁহ এক ভগবান্ ।
পিতা মাতা নাহি তার প্রিয়পুত্র দার ।
নিজ পর নাহি ঔর জনম সংসার ।
ধর্ম কথি কিছু ঔর নাহি ত্রিত্বধনে ।
অবতার কার প্রভু সাধু পরিজ্ঞানে ।
ইচ্ছা যদি করে কৃষ্ণ কারিতে বিহার ।
তখনে লীলার করে দিব অবতার ।
ভয়োত্তপে রুদ্ররূপে করয়ে সংহার ।
সত্ত্বগুণে সৃষ্টি পালে বিষ্ণু অবতার ॥ (২)

(১) এ বোল বুঝিয়া খেদ নাহি কর তুমি”

—পাঠান্তর ।

(২) অস্ত পুঁথির পাঠ,—

“ভয়োত্তপে রুদ্ররূপে করয়ে সংহার ।
রজোত্তপে সৃষ্টি করে ব্রহ্মা অবতার ।
সত্ত্বগুণে সৃষ্টি পালে বিষ্ণু অবতার ।
এইরূপে জন্ম কর্ম বতাব তাহার ।

কর্তা নহে কর্ম করে অজ হয়্যা জন্ম ।
জগতে বুঝিতে পারে কেবা তার মর্ম ।
প্রভুর অধীন সব কেহ কিছু নহে ।
অভিনানে কর্তা ভোক্তা আপনাকে কহে ।
ভাক্তরি কিরিলে যেন কিংয়ে ধরণী ।
এইরূপে ভ্রমে জীব আপনা না জানি ।
সে প্রভু তোমার পুত্র নহে কোনকালে ।
জগতের পুত্র তেঁহো বন্ধু সহোদরে ।
জগতের মাতা পিতা সত্যর ঈশ্বর ।
কীট পতঙ্গাদি জীব যত চরাচর ।
দেখি শুনি যত ভূত তবিস্য সকল ।
কৃষ্ণ যিনে কিছু সত্য নহে চরাচর ।
ছোট বড় তুণ গরিব কিছু নহে আন ।
যত দেহ সত্য নহে সত্য ভগবান্ ।
এ বোল বুঝিয়া ভূমি স্থির কর চিত্ত ।
চিত্তিলে এথাই কৃষ্ণ দেখিবে নিশ্চিত ।
এইরূপে মন্যবোবে আর উদ্ধবেতে ।
রজনী বাকীলা হুঁহে শ্রীকৃষ্ণ-কথাতে ॥ (১)
গোপী-সব উঠিয়া রজনী-অবশেষে ।
প্রদীপ জালিয়া কৈল মন্দির প্রবেশ ।
বাস্ত পূজা কৈল গোপী প্রতি ঘরে ঘরে ।
দধি মছে ব্রজনারী হেন অবসরে ।
মণিময় সুগুণ কপোলে বিরাজিত ।
ভুজয়ুগে কনক-কঙ্কণ বিলসিত ।
দীপ্তমণি অলঙ্কৃত শোভে কলেবরে ।
দধি মছে ব্রজনারী প্রাত ঘরে ঘরে ।
করলনয়ন-গুণ গায় উচ্চরয়ে ।
দধিমহনের ধ্বনি তান কোলাহলে ।
শব্দে শব্দ মেলি উঠিল গগনে ।
দর্শাদকু পাপ হরে বাহার অবশে ।
দধি মছে ব্রজনারী গায় কৃষ্ণগুণ ।
রজনী প্রভাত হৈল উদিত অরুণ ।
দেখিল সুবর্ণরথ নন্দের ছুরারে ।
ছুই চারি গোপী মেলি বলাবল করে ।
এ রথ কাহার কেবা আইল ব্রজপুরে ।
দেখিবা অকুর হর কংস-অহুচরে ॥

(১) পাঠান্তর,—

“এইরূপে নন্দগোপ কৃষ্ণের আবেশে ।
রজনী বাকীলা দীপ্তে কল্যাতনা রসে ॥

গোপীর জীবন কক্ষ যে নিল হরিয়া।
কি কাব্য সাধিব এবে গোপীগণ দ্বিধা।
এইরূপে গোপী সব মিলি কহে কথা।

নিক্যকর্ম করিয়া উদ্ধব আইলা তথা।
ধীরশিরোমণি শ্রীগদাধর জ্ঞান।
ভাগবত-আচার্য্যর মধুরস-গান।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈরাগিক্যং দশমস্কন্ধে প্রোম-
ভরদ্বজী বটুচচারিংশোধ্যায়ঃ । ৪৬ ।

সপ্তচচারিংশ অধ্যায় ।

সিদ্ধুড়া রাগ।

আজ্ঞাহুল্লসিত ভূজ রাজীব গোচন।
প্রকুল কমলমালা মুদিত বদন।
শ্রাম-কলেবর কটিতে পীতবাস।
গণ্ডযুগে মণিময় বুণ্ডল বিলাস।
সর্বদা সুন্দর মহাপুরুষলক্ষণ।
উদ্ধবে দেখিয়া গোপী চিন্তে মনোমন।
এ কোন্ পুরুষ কক্ষ সম বেশ ধরে।
কোথা হৈতে কতি যায় কি নাম ইহারে।
এ বোল বলিয়া গোপী বেচি গারি পাশে।
কোন কোন গোপী গিয়া নিকটে জিজ্ঞাসে।
কিঞ্চিৎ লজ্জিত মুখ অবনত হই।
সলজ্জ মধুর হাস ভূর ভঙ্গে চাই।
কনক আসনে যদি উদ্ধব বসিলা।
মধুর বচনে তবে কহিতে লাগিলা।
তোমা ভালে জ্ঞানি পুরণত অমুচর।
তোমাকে পাঠায় দিল গোপুল নগর।
পিতা মাতা বন্ধুগণে করিতে পৌরিত।
ব্রজপুরে পাঠাইল মধুপুরপতি।
নন্দরাজ যশোদার কারিতে পৌরিত।
ইহা বহু কাব্য আর কি আছে সম্ভ্রতি।
পিতা মাতা যদি তার থাকিব মনে।
তবে হেন বৃথিব কিছু নাঞ্চি অগুরণে।
সেই অজুবদ্ধ কেহ অগতে না ছাড়।
মুনি যদি হয় সেই ছাড়িতে না পারে।
মাতা পিতা হৈতে বদ্ধ কেবা জিহুবনে।
আজ্ঞা সেবার ধার না যায় শোধনে।
অন্ত সহে অন্তের মিত্রতা বিভূষন।
নিজ কাব্য অবধি তাহার প্রয়োজন।
রতিমুখ ছুঁজিয়া পুরুষে নারী তেজে।

মধুরস লাগিয়া ভ্রমরে পুষ্প ভঞ্জে।
নির্জন পুরুষ হৈলে বেড়া নারী ধাড়ে।
দুর্জল নৃপতি দেখি প্রজা পরিহরে।
বিদ্যা পড়ি শিষ্য ছাড়ে গুরু সন্নিধানে।
ফল না থাকিলে বৃক্ষ তেজে পক্ষগণে।
অতিথি ভোজন করি গৃহ ছা ড় যায়
রতিভোগ করি জার ভোজিয়া পলার।
মৃগ নাহি থাকরে দেখিলে দৃশ্যন।
জলহীন সরোবরে তেজে হংসগণ।
এ সব পৌরিত্তি নিজ কাব্য সাধিকারে।
প্রয়োজন বহু কিছু কাব্য নাহি আরে।
এইরূপ কহে গোপী উদ্ধবের আগে।
কহিতে কহিতে শুক হেল অমুরাগে।
দেহ মন বচন গোবিন্দে সমর্পণ।
লজ্জা পরিহারি গোপী করয়ে ক্রন্দন।
মুক্তকণ্ঠ হয়। কক্ষ ভগ্ন কর্ষ গার।
অঙরি অঙরি গোপী কান্দে উচ্চ রায় (১)।
(দৈবেতে আইল তথা এক মধুকর।
চরণ নিকটে তাহা দোখি এ মুখর)।
কোন গোপী জোব করি উদ্ধব গোচরে।
অমর কল্পিয়া মৃত ছলে কিছু বলে।

মল্লার রাগ।

সৌভিনের কুচতটে বিলোলিত মালে।
তাহার কুসুম গৌর মূখ-লোমমালাে।
পরশ না কর ত্বজ চরণ অ মার।
বহুকুল বিভূষন এ দূত বাহার।
শুন শুন অমর হে কিতবের মিত।
ভালত বাল এ তুমি মৃত স্মরিত।

(১) পাঠান্তর,—“উভায়”।

অহো ধন্য গোপী তুমি জগতে পুজিতা ।
 সাধিলে সকল সিদ্ধি ত্রৈলোক্যবান্ধিতা ॥
 গোবিন্দে এক্ষণ যার চিত্ত আরোপণ ।
 কি তার কহিব ভাগ্য সফল জীবন ॥
 দান ব্রত তপ হোম তপ যজ্ঞ করি ।
 কোটি কোটি জন্মে যদি সাধিবারে পারি ॥
 তবে সে এমন ভক্তি হয় নারায়ণে ।
 হেন ভক্তি তুমি সব লভিলে কেমনে ॥
 মূনির ছন্দ ভক্তি দেখিল তোমার ।
 ভাগ্যে তুমি ভেজিলে বান্ধব পরিবার ॥
 অহো ভাগ্যপতি আৰ্য্য (১) ভেজিলে সকল ।
 কুলশীল ভেজিয়া ভজিলে দামোদর ॥
 পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণে কৈলে সৰ্ব সমর্পণ ।
 ভাগ্যে তোমা-সভা সজ্জ হৈল দরশন ॥
 এত অজুগহ কৈল কৃষ্ণের বিরহে ।
 তে-কারণে দরশন তোমা সভা সহে ॥
 (এত কহি উদ্ধব হইয়া পুষ্টাঙ্গলি ।
 স ল নয়নে কহে প্রেমে কুতূহলী ॥)
 শুন গোপী কৃষ্ণের সম্বেশ সুখময় ।
 যে কহিয়া আমাকে পাঠাইলা দয়াময় ॥
 সৰ্বভাবে নাহি হয়ে আবার বিচ্ছেদ ।
 বিচারিয়া বুঝ গোপী পরিহর খেদ ॥
 পঞ্চভুত ব্যাপ্ত সকল চরাচর !
 অন্তরে বাহিরে হেন আছে নিরন্তর ॥
 এইরূপ তুমি-সব তানিঃ নিশ্চয় ।
 সৰ্বজীবে বসি আমি সৰ্ব জীময় ॥
 আপনে আপনা সৃষ্টি করিএ সংহার ।
 আপনাকে আপনি পালএ সৰ্বকাল ॥
 হেন আছে আমার মায়ায় অজ্ঞতা ।
 ব্রহ্মাদি বৃত্তিতে নায়ে অচিন্ত্য প্রভাব ॥
 জ্ঞানময় ীব নিত্য শুদ্ধ সুখময় ।
 নাহি জানি লাভ তার নাহি অপচয় (২) ॥
 সুখ দুঃখ যত তারা মনের বিলাস ।
 জ্ঞান হলে সেই সব অবিনাশ বিনাশ ॥
 মিথ্যা হেন জানি যেন আগিলে নশন ।
 এইরূপ বিচারিলে ছুটয়ে ভরম ॥
 সকল স্ত্রিয় যদি কৃষিএ যতনে ।
 নিত্য শুদ্ধ সৰ্ব বেদে তাহা জানয়ে তখনে ॥

এই অর্থ সৰ্ব বেদে কহে সৰ্ব শাস্ত্র ।
 সাংখ্য যোগে কহে সত্তে এই ভব শাস্ত্র ॥
 ত্যাগ তপ দয়া সত্য এই যাত্র সাধি ।
 নদ নদী গতি যেন সমুদ্র অবধি ॥
 দূরে আছি আমি তার কহি এ কাশ্মণ ।
 আমার ধ্যান যেন করে অকুণ্ণ ॥
 যার প্রিয়পতি থাকে অতি দূরদেশে ।
 সতত নারীর চিত্ত পতিদেহে বৈসে ॥
 নিকটে থাকিলে তার না হয় আদর ।
 বিশেষে নারীর চিত্ত সহজে চপল ॥
 এই সে কারণে আমি দূর দেশ বসি ।
 সতত থাকিবে চিত্ত আমাতে নিবেশি ॥
 আমি লাগি লোক বেদ সকল ভেজিলে ।
 চিত্তবৃত্তি সকল আমাতে নিয়োজিলে ॥
 আমার চরিত্র কর সতত ধ্যান ।
 আমি বিনে িন্তে কিছু নাহি তার আন ॥
 সতত পীরতি করি আমারে ভি লে ।
 এতেকৈতি তুমি-সব আমারে পাইলে ॥
 আমাকে লভিলে তার নাহি কোন সিদ্ধি ।
 এ বোল বঝিয়া আমি চিত্ত নিরবধি ॥
 এতেক বচন কৃষ্ণ কহিল সাক্ষাতে ।
 তুমি সব বঝিয়া সন্তোষ কর চিত্তে ॥
 কৃষ্ণের বচন শুনি উদ্ধবের মুখে ॥
 আশ-ভর্য্য অবলম্বী গোপী পাইলা মুখে (১)
 এতেক বচন শুনি ব্রজবধুগণে ।
 কহিতে লাগিলা কিছু হরবিত্ত মনে ॥
 এই ভাগ্য কংস সংশ্লেষে হইল নাশ ।
 রিপু সংহারিয়া কৈলা বহুকুলে বাস ॥
 সৰ্ব মনোরথ সিদ্ধি হৈল বন্ধুগণে ।
 গোষ্ঠী সহ কুশলেত আছেন এখনে ॥
 এক কথা পুছিব উদ্ধব মহাভাগ ।
 পুরবধুগণে কৃষ্ণ কয়ে অমুরাগ ॥
 পুরনারী প্রসাদ কক্ক পুররাজে ।
 তার কথা না কহিয় গোপীর সমাবে ॥
 সন্তত অধর-মধু করাইয়া পান ।
 তেজি গেল বৃক্ষ যেন তুহারি সমান ॥
 কিরূপে কমলা দেবী সেবে পদযুগে ।
 এমত বঞ্চকে না বাঢ়াই অমুরাগে ॥

(১) পাঠান্তর,—“অহো ভাগ্য পতি স্ত্রী”

(২) পাঠান্তর,—“অভিশর”

(১) পাঠান্তর,—

“ভনিঞ গোপীর চিত্তে পুছিল কোতুকে।”

হেন বুরি তাহার উত্তম বশ স্তনি ।
 কুলিল কমলা দেবী তব্ব নাহি জানি ।
 বনচরী আমি-সব নাহি গুরুপুত্রী ।
 তার গুণ কেন বা গাঠিব উচ্চ করি ।
 পুরপতি-কথা পুরনারী আগে কহ ।
 তার ঠাঞি যে তোমার বাহিত তা লহ ॥
 অর্জুনের প্রিয় তার (১) নপুংসক কথা ।
 আশা বিদ্যমানে তার না কহিব কথা ।
 ভ্রমর বলহ (২) ধরি এত দোষ জান ।
 তবে কেন তজিলে তাহার কথা শুন ।
 বর্গ মর্ত্য পাতালে এমত নারী বৈসে ।
 তাহার কপট হাস কটাক্ষ বিলাসে ।
 সে রূপ দেখিয়া যে নহিব বিমোহিতা ।
 কি দোষ আমার যার কমলা বনিতা ।
 (গুহিতে গুহিতে ত্বঙ্গ গেল পরমূলে ।
 অধিক তখন গোপী কটুবাচ্য বলে)
 পারে না পড়িহ ত্বঙ্গ না ধর চরণে ।
 বিনয়ে পণ্ডিত সে কপট ভাল জানে ।
 ত্বঞ্জ সে তাহার দূত জানিস চাতুরী ।
 তাহার কপটে গোপী ভণ্ডিতে না পারি ।
 (আশা অবিস্মিত তার নাহি কোন রীত ।
 কহিতে দাক্ষণ কথা লাগে বড় ভীত)
 পতি স্নাত গৃহস্থ তাহা লাগি তেজি ।
 সে কেন তেজিয়া যায় কৃত্য নাহি বুরি ।
 এতেকে জানিলু তার মুখ ব্যবহার ।
 ধর্মার্থ কিছু তার নাহিক বিচার ।
 (আত্মক এ সব কার্য শুন অস্ত্র গত ।
 সংসার বিখ্যাত পুণ্ডিতন বত বত)
 বিনি অপরাধে বালি বিদ্ধি কেন যারে ।
 সূর্য্যবংশে অগ্নিক্রা ব্যাধের কর্ম করে ।
 জ্বর লাগি বনে বনে বেড়ার শ্রমিয়া ।
 শূর্ণপথার নাক কাণ পেলার কাটিয়া ।
 বলিরাজা আছিল ত্রিকুবনের ঈশ্বর ।
 তার নৃপা লয়্য তার হরিল সকল ।
 পাতালে বাকিয়া তারে নিল নাগপাশে ।
 কাকে বলি খায়্য বেন সেই বজ্র নাশে ।
 নামে কালরূপে কাল কালিয়া অন্তরে ।

তার সনে পীরিতি বা কোন জনা করে ॥ (১)
 তব্ব তার কথাখানি ছাড়নে না যায় ।
 না দেখিল আমি সব তাহাতে উপায় ।
 যদি বল তার কথা না কহিব আর ।
 নারী হয়্য কেমনে পারিব ছাড়িবার ।
 সঙ্কত বাহার গুণ স্তনি ধীরগণে ।
 স্নাত দার স্নাত (২) তে-রে সেইকণে ।
 পক্ষ বেন ভ্রমে তেন ভিক্ষা মাগি খায় ।
 নারীজাতি আমি-সব কি আছে উপায় ।
 কুটিলের বচন মানিল সত্য বরি ।
 কুলিকের গীতে বেন ধূগ মরে তুলি ।
 একে তার কথা ছাড়ি আন কথা কহ ।
 কিছু যদি চাহ তুমি তাহা মাগি লহ ।
 সত্য কি আসিব হেথা সে নন্দনন্দন ।
 কিংবা তথা লঞা যাবে এই গোপীগণ ।
 কিবা মধুপুরে হরি আছরে কুলে ।
 পিতা মাতা বদ্ধ কি স্নাতরে কোনকালে ।
 কিঙ্করীগণের কথা স্তনিলে কহিতে ।
 শ্রীভূজ কুলিয়া আর করে দিবে মাথে ।
 ত্বঙ্গ লক্ষ্য করি গোপী উদ্ধবের তরে ।
 এইরূপে নানা বাণী বলে নানা ছলে ।
 উদ্ধব দেখিয়া ভণ্ডিত রস মহোদর ।
 গোপীগণে শাস্তিয়া কি বলে মহাশয় ।
 আসিব গোবিন্দ গোপী চিত্ত স্থির কর ।
 নিকটে দেখিবে হরি খেদ পরিহর ।
 বিদগধ-শিরোমণি রসিক-শেখর ।
 মোহন নারীর চিত্ত কাজ কত বড় ।
 পীরিত বাচার কি নগর-নারীগণে ।
 তারা সব পীরিতি করয়ে কেন মনে ।
 সলজ্জ মধুর হাস লীলা নিরীক্ষণে ।
 আমি-সব গোবিন্দ তজিলু অশ্রুক্ষেণে ।
 বিবিধ লাষণা তারা জানে পুরনারী ।
 রত্নকলা-রস-সুন্দর রসিক মুরারি ।
 দুইয় পীরিতি লাগি দুইয় বন্ধন ।
 আর কি আসিবে হরি গোহুলে এখন ॥

(১) পাঠান্তর,—

“নায়ে কাল রূপে কাল অন্তরে কালিয়া ।
 তার সনে পীরিতি কবে নিলজ্জ হইয়া ।”

(২) পাঠান্তর,—“হৃদয়িত” ।

(১) পাঠান্তর,—“ভিত্তি” ।

(২) পাঠান্তর,—“অন্তরে ত বস” ।

পুরনারী সমাধে বসিয়া কোন কালে ।
গোষ্ঠী মধ্যে নানাবিধ কথা অবসরে ॥ (১)
কতু কি শ্রুত্রে হরি ব্রজপুরনারী ।
কবে আর সে রূপ দেখিব আঁখি ভরি ।
সে সব রজনী কিবা হয় শ্রুত্রেণে ।
কন্দ কুমদ চক্রে চাক্র বৃন্দাবনে ।
কিঙ্কণী-কঙ্কণ মণি-নুপুর-বাজন ।
মধুর বিলাস রস মধুর ভাষণ ।
রমণী সমাধে ষাথে কৈলা রাসকেলি ।
সে সব রমণী কি শ্রুত্রে বনমালী ।
আর কি আসিব এথা সে নন্দনন্দন ।
যেথা দিয়া গোপীগণের রাখিব জীবন ।
কেন আর এখায় আসিব বনমালী ।
রাজ্যপদ পাইল রিপু নিপাতন করি ॥
বহুগণ সহ হৈল একত্রে মিলন ।
বিভা করি আনিবেন রাজকন্তাগণ ॥
গোপনারী মোরা-সব বসি বনে বনে ।
কি কাজ এখন তাঁব আশা-সভা সনে ॥
আন নারী করি তাঁব কিবা বস্তুজ্ঞান ।
লক্ষ্মীপতি আপনৈই পূর্ণ তগবান্ ॥
কহিলা পিজলা বেন্দ্রা তাহাই শ্রুতরি ।
তমু তার আশাখানি ছাড়িতে না পারি ॥
নৈরাশ্র পরম সুখ আশা হুঃখময় ।
পিজলা বেন্দ্রার বাণী সেই সত্য হয় ॥
তাহা জানি তহুত ছাড়িতে নারি আশা ।
না পারি তিলেক তাহার শু । ভায় ॥ (২)
তজুক কমলাদেবী হৈৎসা নাহি করে ।
তমু লক্ষ্মীদেবী তাঁর অজ নাহি ছাড়ে ॥
হেন কৃষ্ণ গোপী-সব পাসরে কেমনে ।
সেই যমুনার জল সেই বৃন্দাবনে ॥
সেই খেজুর বৎস সেই শিশু বিদ্যমান ।
সেই গোবর্দ্ধন গিরি মুরলীর সান ॥
পুনঃপুন নন্দঘোষ করান শ্রবণ ।
বিস্মিলে কৃষ্ণগুণ নহে বিস্মরণ ॥
সেই পদকমল দেখিএ ভূমিতলে ।
পাসরিলে দশগুণ অশ্রুগণ বাঢ়ে ॥

(১) "পুরনারী সমাধে বসিয়া কোন কালে ।
গোষ্ঠী মধ্যে নানাবিধ কথা অবসরে ॥"

—পাঠান্তর ।

(২)—পাঠান্তর ।

"বহিতে না পারি না কহিলে তার কথা ।"

হে কৃষ্ণ হে রমানাথ হুঃখ-বিনাশন ।
হে গোবিন্দ এজন্য হুরিত-খণ্ডন ॥
মজিল গোবুল কৃষ্ণ এ শোকসাগরে ।
বারেক উদ্ধার নাথ নিজ পরিকরে ॥
এইরূপে বিলাপ করয়ে ব্রজনারী ।
রহিল কণেক গোপী চিত্ত স্থির করি ॥
কৃষ্ণের ললনেশ শুনি চিত্ত সমাধিল ।
বিস্মৃতি করিয়া উদ্ধবে পূজা কৈল ॥
পান্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁরে পুজিল বিধানে ।
কুশল ভিক্ষা কৈল প্রবোধ বচনে ॥
এইরূপে প্রতিদিন প্রভাত বিহানে ।
উদ্ধবের সঙ্গে বসি রহে গোপীগণে ॥
কৃষ্ণকথা কহিয়া গোষ্ঠায় দিন রাত্তি ।
কৃষ্ণ বিনে আন কাহো নাহি অবগতি ॥
দেখিয়া গোপীর প্রেম-ভক্তির উদয় ।
দেহধর্ম পাসরে উদ্ধব মহাশয় ॥
দেখিয়া গোবুলবাসীর প্রেমের প্রবন্ধ (২) ।
তিলে তিলে উদ্ধবের বাঢ়য়ে আনন্দ ॥
রাত্রি-দিন উদ্ধব গোবিন্দ গুণ গায় ॥
নিরবধি গোপকূলে আনন্দ বাঢ়ায় ॥
ষত দিন উদ্ধব আভিলা ব্রুকূলে ।
ক্ষণ প্রায় গোপগোপী মানিল সকলে ॥
দেখিয়া গোবুলে কৃষ্ণ প্রেমের প্রকাশ ।
অধি কাল করিয়া বকিলা চারি মাস ॥
গিরিতট উপবন চাহিতে চহিতে ।
আনন্ডে উদ্ধব লঞা বেড়ায় দেখিতে ॥
বিমল যমুনাঙ্গল কুমুদিত বন ।
তরু গিরি নদনদা দেখি সুশোভন ॥
বনে বনে দেখিয়া প্রভু পদচিহ্ন ।
না বুঝিল উদ্ধব কিছুই রাত্রিদিন ॥
গোপগোপী-বেকলা দেখিয়া কৃষ্ণাবেশে ।
উদ্ধবের মনে কিছু না হয় প্রকাশে ॥
এইরূপে চারি মাস বক্ষি ব্রজপুরে ।
মথুরা চলিতে তাঁর হইল অন্তরে ॥
চলিব উদ্ধব তবে বলে কোন বাণী ।
ধন্য গোপকুল ধন্য গোবুল-রমণী ॥
ধর্ম-সব ক্ষিত্তিতে সফল জন্মিলে ।
এমত একান্ত ভক্তি গোবিন্দে লভিলে ॥
মুনি যাঁহা বঁছা করে পান্য ভবভয় ।
হেন ভক্তি গোপীগণে দেখিল উদয় ॥

(২) পাঠান্তর, "তরু" ।

আমি-সব যাহা বাঞ্ছা করি নিরন্তর ।
 ভক্তিশূন্য জন্ম যদি ব্রহ্মার বিফল ॥
 বনে বৈসে গোপজাতি গোয়ালার নারী ।
 ভক্তিযোগে হইহার কি অধিকার ধরি ॥
 কিবা এইরূপে কৃপা করয়ে ঈশ্বরে ।
 না জানিঞা যেবা ভজে তাহাকে উদ্ধারে ॥
 না জানিঞা করে যদি ঐষধ ভক্ষণ ।
 তমূ তার রোগ যেন হয়ে নিবারণ ॥
 বস্ত্র শাস্ত্র কাথ্যের অপেক্ষা নাহি ধরে ।
 ভজিলেই মাত্র কৃপা করয়ে ঈশ্বরে ॥
 করিগা নিতান্ত বতি ভজেন্ত সদায় ।
 লক্ষ্মী হয়্যা এমত প্রসাদ নাহি পায় ॥
 পদ্মগন্ধা সুরবধু কি বলিব তারে ।
 এমত প্রসাদ আন লভিতে না পারে ॥
 মহারাগোৎসবে ভূজদণ্ড কণ্ঠে ধরি ।
 কৃষ্ণ লঞা কৈলা রাস রসময় কেলি ।
 যেমত প্রসাদ ফ কৈলা গোপীগণে ।
 তেমত প্রসাদ কে লভিল ঐ ভুবনে ॥
 বৃন্দাবনে যত আছে তরুলতাগণে ।
 গোপীর চরণ ধূলি করয়ে সেবনে ॥
 তুণ এক হয়্যা জন্ম হউ মোর তাথে ।
 পদরক্ত গোপীর লভিব কোন মতে ॥
 স্বজন বান্ধব আত্মকুল ধর্ম ছাড়ি ।
 ভজিল মুকুন্দপদ দৃঢ় ভক্তি করি ॥
 যে পদবী অরেঞ্চ করে শ্রুতিগণে ।
 হেন রক্ষপদ গোপী লভিল আপনে ॥ (১)
 কমলা পুঞ্জিত পদ ব্রহ্মাদি বন্ধন ।
 মহাযোগেশ্বর যাব করয়ে চিন্তন ॥

(১) পাঠান্তর,—“ভজিল”।

হেন চরণায়বিন্দ কুচে আরোপিয়া ।
 ছাড়িয়া বিরহ তাপ হৃদয়ে ধরিয়া ॥
 বন্দো ব্রজবধু পদ বেণু নিরন্তর ।
 যার গুণ পূণ্য কথা ভুবন মঙ্গল ॥
 গোপীগণে আত্মা মাগি লই অল্পমতি ।
 নন্দ যশোদার ঠাকুর করিয়া মিনতি ॥
 গোপগণে সন্তাষিয়া মাগিল বিদায় ।
 রথে চটি উদ্ধব চলিলা মথুরায় ॥
 পাছে পাছে চলিলা গোকুল নরনারী ।
 নানা উপহার দিয়া কাকুবাদ করি ॥
 নন্দ-আদি গোপগণে করি ঠোড় করে ।
 কান্দিতে কান্দিতে কিছু বলে উচ্চস্বরে
 চিত্তবৃত্ত রহ কৃষ্ণচরণ আশ্রয়ে ।
 রক্ষ বিনে চিত্তে যেন আন নাহি লয়ে ॥
 বাণী যেন কৃষ্ণগুণ কহে নিরন্তর ।
 প্রণাম করিতে যেন রহে কলেবর ॥
 কৃষ্ণবন্ধে যথা তথা হয় উতপতি ।
 জনমে জনমে যেন রথে কৃষ্ণ রতি ॥
 প্রভুর ইন্দ্ৰিয় জন্ম হোক যথা তথা ॥
 কতু যেন না ছাড়ি কৃষ্ণের গুণকথা ॥
 এই মতে গোপগণে বৃষ্ণে ধরি আশা ।
 উদ্ধবে পাঠায়্যা দিলা করিয়া সন্তাষা ॥
 উদ্ধব মথুরা আসি কৃষ্ণে সন্তাষিলা ।
 প্রণাম করিয়া সব কথা নিবেদিলা ॥
 বন্দুদেব বনভদ্র বন্দিবা চরণ
 রাজ বিদ্যমান লঞা দিল উপায়ন ॥
 উদ্ধব-সংবাদ এই শ্রবণে অল্পসারে ।
 কহিল প্রবন্ধ বন্ধ গুণিবার তরে ॥
 শ্রীগদাধর ভক্তি রস গুরু জান ।
 ভাগবত-আচার্যের মধুরস গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সন্তিতায়াং বৈষ্ণবাসিক্যাং

দশমস্কন্ধে সপ্তচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় ।

বসন্ত রাগ ।

শুকদেব বলে রাজা তবতপ্রধান ।
 আর অদভুত কহি কব অবধান ॥
 সৰ্ব্বজ্ঞের শিরোমণি সৰ্ব্বতত্ত্ব জানে ।
 সত্যবাদী প্রভু সত্য করিব পালনে ॥
 সৰ্ব্বভূত আত্মা পরিপূর্ণ ভগবানে ।
 কুবজীর পীরিতি করিব আছে মনে ॥
 কামানলে দগধে কুজায় কলেবর ।
 তে কারণে গেলা কৃষ্ণ কুবজার ঘর ॥
 আশ্রয়গ যত্নগণ উদ্ধব সংহতি ।
 কুবজীর ঘর গেলা প্রভু যত্নপতি ॥
 দিব্য পরিচ্ছদ ঘর বিচিত্রনিৰ্ম্মাণ ।
 বহুবিশ বসন ভূষণ অম্বপান ॥
 বিচিত্র পতাকা ধ্বজ মুকুতার বারা ।
 বিলোপিত তোরণ শিতান মণিমালা ॥
 ধূপ দীপ গন্ধ কুসুমোত্তে বিভূষিত ।
 দিব্য পুর মন্দির প্রাচীর ধরে ধরে ॥
 উদয়িলা গিরা কৃষ্ণ কুবজীর ঘরে ।
 কৃষ্ণ-আগমন শুনি উঠিলা সত্বরে ॥
 স্মরিতে চলিয়া গেলা কৃষ্ণ বিজ্ঞানে ।
 চারি পাশে সখীগণ মাঝে দিব্য নারী ॥
 প্রণাম করিয়া রহে জোড় কর করি ।
 দিব্য উপহার দিয়া পূজিল বিধানে ॥
 আনন্দে পুজিল কৃষ্ণ সব নারীগণে ।
 উদ্ধব পূজিয়া দিল বসিতে আসন ॥
 একে একে পুজিল সকল সঙ্গিগণ ॥
 তবে কৃষ্ণ কেল তার মন্দিরে প্রবেশ ।
 নরলীলা করে প্রভু ধরি নরবেশ ॥
 দিব্য সিংহাসনে তবে বসিয়া শ্রীধরি ।
 চন্দনে লেপিল অঙ্গ মারজন করি ॥
 সুগন্ধি কুসুম মালা বসন ভূষণ ।
 কপূর ভাষুল দিয়া কৈল আরাধন ॥
 সলঙ্ক কটাক ভকতভজিম বিলাস ।
 কুণ্ডিত অধরপট মন্দ মধুহাস ॥
 কামভাব প্রকাশিয়া নিকটে দণ্ডায় ।
 করে ধরি কুবজী আনিল যত্নসার ॥
 রমিঞা রময়ে প্রভু কুবজীর মন ।
 সতে পুণ্যলেশ কার গন্ধ আরোপণ ॥

সেই হেতু কুবজী রমিল রম্যকান্ত ।
 বুঝায় ভকতে সব আপনে নিভান্ত ॥
 বাহ পসারিয়া কৃষ্ণ কৈল আভিষেক ।
 কুবজীর সৰ্ব্ব দুঃখ হৈল বিমোচন ॥
 আনন্দ মুকুতি সুখময় শ্রীনিবাস ।
 রমিয়া পুরাইল কুবজীর অভিলাষ ॥
 যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র যার না পায় খেদানে ।
 হেন রক্ষ কুবজী লভিল গন্ধদানে ॥
 কংযোড়ি কুবজী প্রভুর আগে বলে ।
 কথোদিনে রহ প্রভু না ছাড়িছ মোরে ॥
 হাসিয়া গোবিন্দ তারে দিল কাম্য বর ।
 নিজপুরে চলি গেলা প্রভু সুবৈশ্বর ॥
 দুঃখে আরাধিলে যার নহে আরাধনে ।
 হেন কৃষ্ণ আরাধিয়া বিবিধ বিধানে ॥
 বর মাগি লয় যে কুমতি মুচ জন ।
 মুকুতি লভিয়া লয় আপন বন্ধন ॥
 অকুরের ঘরে তবে গেলা ভগবান ।
 উদ্ধব করিয়া সঙ্গে ভাই বলরাম ॥
 কিছু কার্য সাধিব প্রভুর আছে মনে ।
 অকুর সন্তোষ হৈলা প্রভুর দর্শনে ॥
 ভক্তাধীন প্রভু হেলা অকুরের ঘরে ।
 অকুর দেখিয়া কৃষ্ণে উঠিলা সত্বরে ॥
 প্রণাম করিয়া কৈল প্রেম-আলিঙ্গন ।
 পরম সন্তোষ হৈলল হাসিত বদন ॥
 বলদেব উদ্ধব মাধব তিন জনে ।
 অকুরের কৈল সবে চরণ বন্দনে ॥
 আতিথ্য বিধানে তবে পুজিলা অকুর ।
 আনন্দে প্রণতি স্তুতি করিলা প্রচুর ॥
 দিব্য সিংহাসনে বসাইলা তিনজনে ।
 সুবাসিত জলে কৈল পান প্রস্ফালনে ॥
 পীত পট অঘর বিবিধ অলঙ্কার ।
 ধূপ দীপ চন্দন বিবিধ উপহার ॥
 বহুবিশ বিধানে পুজিত মহামতি ।
 ভূমে লোটাহিয়া কৈল বহু দণ্ডহুতি ॥
 তুলিয়া ধরিল শিরে চরণ-কমল ।
 তবে আরোপিল লঞা বৃক্কের উপর ॥

হৃদয়ে চরণ ধরি বলে কোন বাণী । (১)
 পাপ কংস মৈল এই মহাভাগ্য মানি ॥
 যদ্বুল উদ্ধারিলে তুমি নারায়ণ ।
 হৃদয় হৃৎখের তুমি কৈলে বিমোচন ॥
 দুই ভাই তোমরা সাক্ষাৎ ভগবান ।
 জগতকারণ দুই পুরুষ প্রধান ॥
 তোমা বিনে কিছু আশ নাহি ত্রিভুবনে ।
 কার্য কারণ নহে তোমা দুই বিনে ॥
 আপনে আপনা তুমি সৃজ নানা করি ।
 সর্বত্র ব্যাপিয়া আত্ম নানা শক্তি ধরি ॥
 যত দেখি যত শুন জীব চরাচর ।
 না জানিঞা নানারূপ কহিঞা সকল ॥
 এক এক পঞ্চভূত যেন দেখি নানা ।
 বিবিধ শরীরে করি বিবিধ কল্পনা ॥
 বিচারিলে পঞ্চভূত বিনে নহে আন ।
 বিচারিলে এইরূপ তুমি ভগবান ॥
 তুমি সে কেবল আত্মা স্বতন্ত্র বিহার ।
 জীবরূপে কর তুমি জগত সঞ্চার ॥
 এক হঞা নানারূপে করহ প্রকাশ ।
 তোমা বিনে আর যত মনের বিলাস ॥
 রজো গুণে সৃজ তুমি সত্ত্বগুণে পাল ।
 তমোজ্ঞ ধরি তুমি জগত সংহার ॥
 তব গুণে বদ্ধ নহ তুমি জ্ঞানময় ।
 কর্ম কর কর্মফলে বন্ধন না হয় ॥
 ভীষের বন্ধন মোক্ষ সেহ সত্য নহে ।
 অজ্ঞ নিরঞ্জন জীব সর্ব বেদে কহে ॥
 তোমার বন্ধন মোক্ষ এ কেন বিচার ।
 সত্ত্ব শ্রবণে যার ঋগুয়ে সংসার ॥
 তবে মুক্তি ধর তার নাহি কারণ ।
 বেদপথ-ধর্ম হয় মননে লক্ষ্যন ॥
 তখনে প্রকট তুমি করহ প্রকাশ ।
 ধর্মপথ স্থাপিয়া পাবণ কর নাশ ॥
 এখনে হরিতে চাহ পৃথিবীর ভার ।
 বসুদেবের আসি কৈলে অবতার ॥
 রাবণেশ ধরিয়া অশুরগণ আছে ।
 সৈন্তে তা-সভা তুমি বিনাশিবে পাছে ॥
 জগতে নির্মল যশ করিবে বিস্তার ।
 সেই সে কারণে তুমি কৈলে অবতার ॥
 আজ ধনু হৈল যোদ এ ঘর বসতি ।
 তুমি প্রবেশিলে যার ত্রিজগতপতি ॥

তুমি সর্বলিঙ্গদেব ব্রাহ্মণমুরতি ।
 তুমি সে জগত গুরু সর্বলোক-গতি ॥
 ত্রিগত পবিত্র বাহ্য পদতলে ।
 হেন প্রভু প্রবেশ করিলা মোর ঘরে ॥
 হেন কি পণ্ডিত আছে তোমা পরিহরি ।
 অস্ত্র দেব শরণ লইব দৃঢ় করি ॥
 ভক্তের প্রিয় তুমি জগত-সুহৃদ ।
 সত্যবাদী প্রভু কৃত্য-বলে সুপণ্ডিত ॥
 ভণ্ডি লেহ মাত্র তুমি দেহ সর্বকাম ।
 ভক্তের তবে তুমি দেহ আশ্রয়-দান ॥
 তথাপি তোমার কিছু নাহি অপচয় ।
 তোমাকে ছাড়িয়া কি পণ্ডিতে আন লয় ॥
 এই ভাগ্য প্রভু মোর দেখিলু তোমায়ে ।
 ভক্তগতি যার নাহি জানে যোগেশ্বরে ॥
 হেন প্রভু সনে মোর কৈল দরশন ।
 কৃপা করি হিণ্ড যোদ মায়ার বন্ধন ॥
 এত স্তুতি কৈলা যদি অক্রুর শ্রমীর ।
 হাসিয়া বোলয়ে প্রভু বচন গম্ভীর ॥
 : মি গুরু পিতৃব্য আমার বন্ধুজন ।
 আমি সব পুত্র হই করিবে পালন ॥
 পোষণ রক্ষণ তুমি করিবে সর্বদা ।
 তুমি পূজা বন্দ্য কর এ নহে অন্যথা ॥
 তুমি-সব বিশেষে জগতে সুপুজিত ।
 সাধুজনে তোমা-সব সেবয়ে নিশ্চিত ॥
 পূণ্যতীর্থে বৈষ্ণব দেবতা আরাধন ।
 অবশ্য এ সব সেবা করে সাধুজন ॥
 জলময় তীর্থে যত আছে ক্ষিতিতলে ।
 ধাতু-শিলাময় যত দেবমুষ্টি ধরে ॥
 এ সব পবিত্র করে কিন্তু চিরকালে ।
 দর্শন মাত্রেই সাধুজনে ত্রাণ করে ॥
 পরম বৈষ্ণব তুমি সত্য পুজিত ।
 বিশেষে আমার : মি পরম সুহৃদ ॥
 একখানি কার্য তুমি সাধিবারে চাহ ।
 পাণ্ডুপুত্রে দেখিতে হস্তিনাপুরে যাহ ॥
 পঞ্চাশ পাণ্ডব যুধিষ্ঠির আদি করি ।
 পরম দুঃখিত তারা শিশুকাল ধরি ॥
 পিতার বিরোগ তাদের হৈল শিশুকালে ।
 যতরাষ্ট্র তা সভারে আনিল নিজপুরে ॥
 তথাই থাকয়ে তারা দোকমুখে শুনি ।
 বড় দুঃখ পায় তারা হেন অহুমানি ॥
 ঋকরাজা যতরাষ্ট্র কুপ্ত-অধীন ।
 পালিতে না পারে রাজা বৃদ্ধ যতিহীন ॥

ভাল মন্দ আপনে জানিঞা আইস তুমি ।
তবে আমি কুশল করিব তবু জানি ॥
এতক বচন শ্রুত্ব বুলিয়া অকুরে ।

সগণে চলিয়া তবে গেলা নিজপুরে ॥
শ্রীমুত গদাধর ধীর-শিরোমণি ।
তাগবত আচাৰ্য্যের মধুরস-বাণী ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংসঃ

সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে

অষ্টচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৮ ॥

উনপঞ্চাশ অধ্যায় ।

শ্রীরাগ ।

শুকমুনি বলে রাজা কহিলে তোমায়ে ।
অকুর মিলিলা গিহা হস্তিনানগরে ॥
মুতরাষ্ট্র সহ গিয়া কৈল দরশন ।
দ্রোণ তীর্থ বিহর ভেটিল জ্ঞানেন্দ্রন ॥
(দুঃশাসন কৃপাচার্য্য কর্ণ দুৰ্য্যোধন ।
দ্রোণপুত্র পাণ্ডুপুত্র তাই পঞ্চজন ॥)
কুন্তী আদি যত আছে আশ্রয় বন্ধুগণ ।
সাম্বরে ভেটিল গিয়া গান্ধিনীনন্দন ॥
ভারা সব জিজ্ঞাসিল সাগত বচনে ।
পুছিল সকল বার্তা করি সম্ভাষণে ॥
অকুরেহো তা-সভারে পুছিল কুশল ।
অভোক্তে সভার মখে পুরিল অন্তর ॥
গুণদোষ রাজার বুঝি দিনে দিনে ।
কথোদিত অকুর রহিলা তে কারণে ॥
কুপুত্র-অধীন অন্ধ তার হীন বল ।
কপট কুসল সঙ্গে রহে নিরন্তর ॥
নিজপুত্রে পাণ্ডুপুত্রে কেমন বেভার ।
অকুর রহিল তবু জানিতে তাহার ॥
কুন্তী বিদূষের সহ ছিল সম্ভাষণ ।
ভারা দুই কহিল সকল বিবরণ ॥
পাণ্ডবের বল বা ভেজ বীৰ্য্য দেখি ।
মুতরাষ্ট্র রাজা হয় মনে বড় দুঃখী ॥
প্রজা অমুরাগ শুনি না পায় সম্ভাষণ ।
তবে আশ্রয় কহিব যতক তার দোষ ॥
বিষ-লাড়ু খাওয়াইল মারিবার তরে ।
ভীমকে বাঁধিয়া লঞা পেলাইল জলে ॥
অগ্নি ভেজাইল তারে ধূম্রা জড়বরে ।
এইরূপে নানা কর্ম কৈল নানা ছলে ॥

মুতরাষ্ট্রপুত্র দুৰ্য্যোধন হ্রাচীর ।
মারিয়া পেলিতে করে কতকপ্রকার ॥
কুন্তী বলে আরে তাই শুনহ অকুর ।
আমার দুঃখের কথা কহিব প্রচুর ॥
আঁখি বায়া পড়ে নীর গদগদ বাণী ।
কান্দিয়া কহিল কুন্তী দুঃখের কাহিনী ॥
জন্ম হৈতে কহিল সকল বিবরণ ।
তবে অকুরের ঠাঞি বলয়ে বচন ॥
মাতা পিতা কভু কি করয়ে শ্রমদ্রণ ।
বন্দুদেব আদি যত আছে তাইগণ ॥
শ্রীকৃষ্ণ যত আছে ভগিনী সকলে ।
কেহ কি জিজ্ঞাসা মোরে করে কোনকালে ॥
শ্রীকৃষ্ণ আছে মোর ঈশ্বর ভগবান ।
শুকতবৎসল তেঁহ পুরুষ পুরাণ ॥
অনন্ত ধরণীধর বলভদ্র নাম ।
বন্দুদেবের দুই পুত্র জগতে প্রধান ॥
কবে রাম কৃষ্ণ মোরে সাশ্রবে আসিয়া ।
শক্রগণ মধ্যে আছি শোকাকুলী হয়্যা ॥
ব্যাসের ভিতরে যেন থাকয়ে হরিনী ।
সেইরূপ রহিঞাছো মুঞি অভাগিনী ॥
এ পঞ্চ বালক আছে পিতৃহীন হয়্যা ।
না জানি কক্ষের হয় কোন কালে দয়্যা ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ জগতপালক যোগেশ্বর ।
জগতের আশ্রয় গতি জগত-ঈশ্বর ॥
রক্ষ রক্ষ গোবিন্দ উদ্ধার এইবার ।
তুমি পদযুগ বিনে গতি নাহি আর ॥
অপবর্গ-পদ-দাতা সে দুই চরণ ।
তবভীত-অমৃত্যু-ভয়-বিনাশন ॥

নমো নমো নমো কৃষ্ণ শুদ্ধ আত্মায় ।
 নমো যোগেশ্বর যোগানন্দ যোগেশ্বর ॥ (১)
 মুনি বলে শুন রাজা অবধান করি ।
 কুন্তীর গুণের কথা কহিতে না পারি ॥
 তোমার প্রপিতামহী কুন্তী মহাসত ।
 কৃষ্ণগুণ শ্রুতির কান্দে দিবারাতি ॥
 কুন্তীর ক্রন্দনে কান্দে অক্রুর বিদুর ।
 রাত্রি দিন কান্দেন শব্দ নহে দূর ॥
 কণ্ঠোদিত থাকিয়া অক্রুর মহাশয় ।
 শাস্তিয়া কুন্তীর তরে বুলিলা বিনয় ॥
 মথুরা চলিব হেন বিচারিল মনে ।
 বুলিলা নিষ্ঠুর বাক্য ধৃতবাস্ত্র স্থানে ॥
 ধৃতবাস্ত্র রাজা আছে সভাতে বসিয়া ।
 ছলে কিছু অক্রুর কহিল সন্তানিয়া ॥
 শুন শুন ধৃতবাস্ত্র অধিকানন্দন ।
 বিচিত্রবীৰ্য্য পুত্র তুমি মহাজন ॥
 কুরুকুলে যশ তুমি পালিলে নির্মল ।
 ধর্ম প্রজা পালিবে শাসিবে ক্ষিতিকল ॥
 পাণ্ডুরাজা আছিল তোমার ছোট ভাই ।
 দৈবযোগে হৈল তাঁর স্বর্গলোকে ঠাঞি ॥
 এবে রাজ্যে সম্প্রতি তোমার আধিকার ।
 হেন কর যশ যেন রহে চিরকাল ॥
 আপনার পুত্র তুমি দেখহ যেমনে ।
 পঞ্চ পুত্র পাণ্ডুর দেখিব সেইমনে ॥
 যত্নপি ইহাতে তুমি করহ অত্যাধা ।
 লোক ভরি অপযশ রহিবে কীৰ্ত্তি ॥
 অল্পকালে নরকে তোমার হৈবে স্থান ।
 এ বোল বুঝিয়া রাজা হও শাবধান ॥
 চিরকাল কহু হেথা কেহ না রহিব ।
 অবশ্রমেহের সঙ্গে বিচ্ছেদ হইব ॥
 ধন পুত্র কলত্রের কি কাহব কথা ।
 এ সব স্বপন হেন গানিহ সর্বথা ॥

(১) পাঠান্তর,—

“নমো নমো নমো কৃষ্ণ শুদ্ধ সত্ত্বময় ।
 নমো যোগেশ্বর যোগানন্দ যোগেশ্বর ॥”

এক হৈয়া আইসে জন্ত এক হইয়া যায়
 এক হৈয়া পুণ্যপাপ মুখ দুঃখ পায় ।
 অধর্ম করিয়া বিস্ত্র য় করে সঞ্চিত ।
 অস্ত্রে হইয় লয় তাহা সে হয় বঞ্চিত ॥
 পুত্র মিত্র বন্ধুগণে সব ধন খায় ।
 অধর্ম করিয়া সবে অধোগতি যায় ॥
 অধর্ম করিয়া করে ধন উপার্জন ।
 আপন করিয়া পুষে দারা পুত্রগণ ॥
 ধন না থাকিলে সেই তেজে বন্ধুগণে ।
 ব্যর্থ পাপ করে জন্ত বাহার কারণে ॥
 আপনে নরক ভোগ করে কুপণ্ডিত ।
 ব্যর্থ পরিশ্রম করি সে হয় বঞ্চিত ॥
 এ সকল যত তুমি দেখ মায়ায় ।
 শয়নে স্বপনে যেন কিছু সত্য নয় ॥
 এ বোল বুঝিয়া রাজা স্থিরচিত্ত হবে ।
 সমান করিয়া তুমি সভারে দেগিবে ॥
 ধৃতবাস্ত্র বোলে সত্য কহিলে সকল ।
 তথাপি আমার চিত্ত সত্যত ঈদ্র ॥
 তুমি যত কহিলে সকল সত্য হয় ।
 কি কহিব মোব চিত্তে একুই না লয় ॥
 ঈশ্বরের ইচ্ছা কহু না যায় খণ্ডন ।
 সেই প্রভু যদুবংশে লভিল জনম ॥
 হরিতে পৃথীর ভার তাঁর অবতরে ।
 তাঁর ইচ্ছা খণ্ডিব শক্তি আছে কারি ॥
 বাহার মায়ায় পথ বুনে না যায় ।
 মায়ায় অস্ত্রাণ্ড কোটি স্বজন্মে লৌল্য ॥
 জগতে প্রবেশ করে করিয়া স্বজন ।
 নানা জীব নানা পথে করে নিম্নোজন ॥
 তাঁহার চরণে যোর রহ নমস্কার ।
 অচিন্ত্য মহিমা-বিজ্ঞান বৈরাগ্য ॥
 এতক বচন যদি বুলিলা ব্রুপতি ।
 তার চিত্ত বুঝিলা অক্রুর মহামতি ॥
 একে একে বলিয়া সকল বন্ধুগণে ।
 তবে মধুপুরে তেঁহ কেলা আগমনে ॥
 কহিল সকল কথা কৃষ্ণ বিভ্রমানে ।
 ভাগবত আচাৰ্য্যের মধুর-গানে ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং

সংহিতায় ঐক্যলিঙ্গাং দশমস্কন্ধে

একোনপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৯ ॥

পঞ্চাশ অধ্যায় ।

নট রাগ । (১)

শুক মুনি বলে রাজা পরীক্ষিত শুনে ।
সেই কথা কহি লোক সুন সাবধানে ॥
জয়সঙ্কর দুই কন্যা পরম রূপসী ।
অস্তি প্রাপ্তি নামে দুই কংসের মহিসী ॥
স্বামী মরণে তারা শোকাকুলী হয়্যা ।
বাপের সাক্ষাতে গিয়া কছিল কান্দিয়া ॥
জয়সঙ্ক রাজা শুনি কংসের মরণ ।
চমকি উঠিল ক্রোধে অরুণ-লোচন ॥
প্রতিজ্ঞা করিলু আজি সভার ভিতর
অ-যাদব করিব সকল ক্ষতিতল ॥
ইহা বলি রাজা ত্রয়োবিংশ অক্ষৌহিনী ।
চতুঃশ কৈল তবে সেনার সাজনী ॥
কটক সাজিয়া রাজা চলিল সঙ্কর ।
চৌদিগে বেটিল গিয়া মথুরা নগর ॥
রিপুদলে রোধিল সকল মধুপুরী ।
কোলাহল শব্দ উঠিল পুরীভরি ॥
ভয়েতে ব্যাভুল লোক করে হাহাকার ।
রিপুদল দেখিয়া লাগিল চমৎকার ॥
তবে প্রভু চিন্তিতে লাগিল মনে মনে ।
অবতার করি আমি এই সে কারণে ॥
খল বিনাশিব ধর্ম করিব স্থাপন ।
অবতার করি তার এই প্রয়োজন ॥
জয়সঙ্ক রা । এই কৈল উপকার ।
আনিল অনেক সৈন্য করিব সংহার ॥
জিনিঞা নৃপতিগণে নিজ বশ করি ।
মহা সৈন্য সাজিয়া বটিল মধুপুরী ।
না মারিব জয়সঙ্ক আছে প্রয়োজন ।
আনিব অনেক সৈন্য কথিয়া সাজন ॥
এইত অমর-বল পৃথিবীর ভার ।
এখনে করিব এই সৈন্তের সংহার ॥
হেনকালে দুই রথ হৈল উপসন্ন ।
নাছিল আকাশ হতে স্রোতের বরণ ॥
দিব্য পরিচ্ছদ দিব্য ভূষণে ভূষিত ।
দিব্য দিব্য ঘোড়া দিব্য সারথি সহিত ॥
শঙ্খ চক্র আদি বসত দিব্য অস্ত্রগণ ।
রহিল প্রভুর আগে দেখে সর্বজন ॥

তাহা দেখি হৃষীকেশ বলেন বচন ।
শুন দাদা বংশভদ্র বোহিনীনন্দন ॥
এই রণে চট তুমি এষ্ট অস্ত্র ধর ।
রিপু-সৈন্য নিনপাতিয়া মথুরা উদ্ধার ॥
আমি সব জনগিলু এই সে কারণে ।
৪০ বিনাশিয়া ধর্ম করিতে স্থাপনে ॥
তেইশ অক্ষৌহিনী সেনা করিয়া সংহাব ।
প্রথমে খণ্ডি কিছু পৃথিবীর ভার ।
এইরূপে দুই তাই করিয়া মন্ত্রণা ।
অদ্বৈতে কাড়নী কৈল দিবা অস্ত্র সান ॥
দিব্য রথে চটি গেল পুরীর বাহিরে ।
যেন দুই সূর্য দেগা দিল একবারে ॥
নিজ অস্ত্র দুই প্রভু ধরে নিজ করে ।
অলপ বাহিনী সঙ্গে বহিয়া দুয়ারে ॥
শঙ্খনাদ কৈল রক্ষ শব্দ বিশাল ।
সকল সৈন্তের কৈল হৃদয় বিদার ॥
তবে রাজা জয়সঙ্ক ডাক দিয়া বলে ।
মনে পুরুষাধম কৃষ্ণ বলি তোরে ॥
তোর সনে মোর যুদ্ধ এত বড় লাজ ।
ছাওয়ালেরে জিনিয়া সাধিব কোন কাজ ॥
গোপনে থাকিস তুঞি বড় মন্দবুদ্ধি ।
কপটে বুঝিস তুঞি আরে বন্ধুবধী ॥
যদি রাম বুঝিতে তোহোর আছে মন ।
হির হয়্যা যের সহে করসিঞা রণ ॥
মোর অস্ত্রে কাটা গিয়া স্বর্গবাসে চল ।
যদি বা পারিস তবে আমারে সংহার ॥
হাসিয়া শ্রীহরি তবে বলেন বচন ।
শুর হয়্যা না কহে আপন পরাক্রম ॥
আপন বড়াঞি তুঞি আপনি কহিস ।
এ কথা কহিয়া নিকি কি সূত্র পাহিস ॥
তোহোর বচনে আমি না করিব রোষ ।
নিকটে মরণ তোরা না লইব দোষ ॥
তবে জয়সঙ্ক শুনি কৃষ্ণের উদ্ভার ।
সসৈন্তে বেটিল কৃষ্ণ রণের ভিতর ॥
রাম-কৃষ্ণ বেটিলেক সবলগাহনে ।
সূর্যে যেন আচ্ছাদিল শূল্য পবনে ॥
কোট কোটি গজ বাজী রথ পত্তি সেনা ।
কেহ কেহ নিজ পর না চিনে আপনা ॥

পুরনারীগণ উঠে অটালি উপরে ।
 গড়ের উপরে কেহ উঠিল মন্দিরে ॥
 শোকে বিষোহিত হুয়া পুরনারী চার ।
 কোথা রাম-কৃষ্ণ আছে দেখিতে না পার ॥
 গন্ধুড়-লাহন কৃষ্ণের দেখি রথখান ।
 তালধ্ব বলরামের রথ অতুপাম ॥
 দুই রথ বিনে কিছু চিহ্ননে না বার ।
 তাহা দেখি পুরনারী কান্দে উচ্চ রায় ॥
 দাক্ষণ মগধবল মহাপরচণ্ড ।
 কাটিয়া গোবিন্দসৈন্ত কৈল শঙ্কর ॥
 শিলীমুখ স্বরতর বাণ বরিষণ ।
 বিক্রিয়া কৃষ্ণের বল হৈল নিপাতন ॥
 অর-সিদ্ধ পুজিত প্রবল নিজ সেনা ।
 রিপুসৈন্তে আসিয়া তাহাতে দিল হান্য ॥
 নিজ-ওন-দুঃখ দেখি কঙ্কণাগগর ।
 তুলিলা শরঙ্গ ধনু দিবা বামকর ॥
 আঁখির নিমিষে গুণ ধনুতে চড়াইয়া ।
 চোখ চোখ বাছি বাণ তিলকে ঘোড়ায় ॥
 যুড়িতে মেলিতে বাণ বিজুী সন্ধারে ।
 অলঙ্কিত গতি কেহ লখিতে না পারে ॥
 এইরূপে কৈলা কৃষ্ণ বাণ বরিষণ ।
 রিপুবল বিদারিয়া কৈলা নিপাতন ॥
 কোটি কোটি হস্তী ঘোড়া কাটা গেল বাণে ।
 কোটি কোটি রথ কাটা কৈল খানখানে ॥
 কারো হাত পাও কাটে কারো নাক কাণ ।
 কেহ রণ তেজি গেল রাখিয়া পরাণ ॥
 কারো মাথা কাটা গেল উঠিল আকাশে ।
 রক্তের নদী মাঝে কারো দেহ ভালে ॥
 রক্তের নদী বহে শত শত ধার ।
 তরঙ্গ কল্লোল দেখি মহাভয়করে ॥
 কুজদণ্ড হৈল সর্প নদীর উপরে ।
 গজদেহে বালিচর হৈল ধরে ধরে ॥
 নরমুণ্ড কুর্খ হৈল নদীর তিতরে ।
 কর পদ মৎস্ত যেন করে খড়ফড় ॥
 হয়দেহে হৈল যেন স্ত্রীর করাল ।
 ধনুর তরঙ্গ বহে মহা উত্তরোল ॥
 কেশ লোম হৈল বত নদীর শেতলা ।
 বায়ুর আঘাতে নদী দেখি ভয়করা ॥
 এইরূপে কত নদী বহয়ে ধ্বসিবে ।
 শত শত বহে নদী রণের তিতরে ॥
 বেক্রপে কেশব কৈলা সৈন্য নিপাতন ।
 বলরাম সেইরূপে কৈলা বিনাশন ॥

রিপু-সৈন্য সংহারিলা মৃগল-প্রহারে ।
 বধিলা সকল সৈন্য দুই সহোদরে ॥
 জরাসন্ধ-মহা-সৈন্য-অপার সাগর ।
 দুরন্ত গভীর নীর মহাভয়কর ॥
 লীলামাত্রে কৈলা সৈন্য-সাগর সংহার ।
 প্রভুর কেবল খেলা সময়-বিহার ॥
 ত্রিভুবন উতপত্তি স্থিতি পরলয় ।
 যে প্রভুর কেবল ইংগায় মাত্র হয় ॥
 এ কোন বিচিত্র শক্তি করিব বিনাশ ।
 তথাপি বর্ণন করি সময়-বিলাস ॥
 পড়িল সকল সৈন্য রণের ভিতরে ।
 সতে জরাসন্ধ মাত্র জীয়ে একেধরে ॥
 অস্ত্র শস্ত্র নাহি তার নাহি রথ ঘোড়া
 স্তুমিতে রহিল যেন পক্ষতের চূড়া ॥
 সিংহে সিংহ ধরে যেন বিক্রম করিয়া ।
 বলরাম জরাসন্ধে আনিল ধরিয়া ॥
 নরপাশ দিয়া যবে করয়ে বন্ধন ।
 নিবারিয়া কৃষ্ণ তারে কৈলা বিমোচন
 তবে জরাসন্ধ রাতা পাক্ষা অপমান ॥
 চলিল লঙ্ঘিত হুয়া রাখিয়া পরাণ
 পথে রহি জরাসন্ধ কৈল সঙ্কল্পনা ॥
 করিমু দুহর তপ শিব আরাধনা ॥
 পথে আলি রাজগণে কৈলা নিবারণ ॥
 কেন মহারাজ তুমি চিন্ত অকারণ ।
 জয় পরাজয় ধাম যুগের বেতার ।
 তাহাতে না করে বুদ্ধিমান অহঙ্কার ॥
 জয় পরা য সব অদৃষ্ট-অখান ।
 অদৃষ্ট মানিঞা রহে যে হয় প্রবীণ ॥
 ভগতে গিনিলে তুমি নিজ বাহুবলে ।
 অক্ষত্রিয় বংশ আজি অপমান করে ॥
 যখনে অদৃষ্ট ভাল হৈব শুভকালে ।
 এই বুদ্ধ তখন নিবে অবহেলে ॥
 চিত্তস্থির কৈল রাজ্য প্রবোধ বচনে ।
 নিজগুরে গেল রাজ্য দুঃখ পেয়া মনে ॥
 রিপুবল-গভীর সাগর পার করি ।
 নিজবলে উদ্ধারিয়া আনিলা শ্রীহরি ॥
 পুর পরবেশ কৈলা দিচ্চুন-রায় ।
 স্তম্ভ মাগধ ভাটে জয়মালা গায় ॥
 প্রবাল তণ্ডুল ফল লাজ বরিষণ ।
 বিবিধ মঙ্গল বশ গায় শুকজন ॥
 শত দুন্দুভি বাজে বিবিধ মঙ্গল ।
 শ্রীলা বৈষ্ণব মতক অমর কোলাহল ॥

দুর্গন্ধি চন্দনে ছড়া প্রীতি পথে পথে ।
 কুটপুষ্ট রহে লোক পূর্ণমনোরথে ॥
 পতাকা তোরণ ধ্বজে পূব অলঙ্কৃত ।
 ব্রাহ্মণের বেদ-ঘোষ শব্দে পুরিত ॥
 প্রেমমুখে পথে রহি পুরজনে চায় ।
 অকুর অক্ষত মালা চৌদিকে ছিটায় ॥
 পুমনারীগণ করে দধি বরিষণ ।
 পুর পরবেশ কৈলা দৈবকীনন্দন ॥
 বীরগণে জিনিঞা আনিল মহাধন ।
 অনন্ত ভূষণ বাস রাজ-আভরণ ॥
 অশেষ-সম্পদ-দাতা প্রভু ভগবান ।
 সকল আনিঞা দিল রাজ-বিভ্রমান ॥
 উগ্রসেন রাজ্যারে সকল সমর্পিয়া ।
 পুর পরবেশ কৈলা লোক সন্তোষিয়া ॥

মহারাগ ।

শুন রাজা পরীক্ষিত অপকূপ বাণী ।
 কেন্ কর্ম কৈলা জরাসন্ধ অভিমানী ॥
 তেইশ অক্ষৌহিণী সেনা করিয়া সাজন ।
 প্রথমে যেক্রমে আসি কৈল মহারণ ॥
 সৈন্যকূপ মথুরা বেটিল দুরাচার ।
 বুঝিল কৃষ্ণের সহে সপ্তদশবার ॥
 ক্ষত-করিল হরি বৈরী বিনাশন ।
 সবে জরাসন্ধ যায় লঞাঞা জীবন ॥
 সপ্তদশবার রাজ্য করিয়া সংগম ।
 হারিয়া হারিয়া যায় রাখিয়া পরাণ ॥
 অষ্টাদশ বার আসি রণে পরবেশে ।
 চতুরঙ্গ সৈন্য কৈল সাজন বিশেষে ॥
 হেনকালে কালযবন দুরাচার ।
 ভিন কোটি স্নেহ-বল যার পাটোয়ার ॥
 নারদের বচনে যবন দুরাশয় ।
 মথুরা বেটিল আসি প্রভাত সময় ॥
 নারদ কহিল গিয়া শুন মহারাজ ।
 আমি কিবা তোমার সাধিয়া দিব কাজ ॥
 জিজ্ঞাসনে নাহি কেহ তোমার সমান ।
 কিছু যদুকুলে আছে বৈরী বলবান ॥
 নবদল-শ্রাম মহাপুরুষ লক্ষণ ।
 শ্রীবৎস কোমুত গলে কমললোচন ॥
 আজ্ঞাভুলমিত চারু ভূজ বিরাজিত ।
 পীতবস্ত্র পরিধান ভুবনপুজিত ॥
 সেই মহাবৈরী আছে বিক্রমে বিশাল ।
 তার সনে বুর গিয়া না কর বিচার ॥

এ বোল শুনিঞা কালযবন নৃপতি ।
 ভিন কোটি স্নেহবল সাজিয়া কুমতি ॥
 মথুরা বেটিয়া রহে গড়ের বাহিরে ।
 বলভদ্রে লঞা কৃষ্ণ কোন যুক্তি করে ॥
 এখনে ফলিল যদুকুলে পরমাদ ।
 যবনে বেটিল আসি মথুরা সমাঝ ॥
 কালি কিংবা পরম আসিবে জরাসন্ধ ।
 তবে কোন উপায় করিব অমুঘ ॥
 যবনের সহ যুদ্ধ করিতে থাকিব ।
 জরাসন্ধে বেটিয়া সকল হরি নিব ॥
 এতেকেই দেখি যদুকুলের সংহার ।
 এ বোল বুঝিয়া করি রাখিতে প্রকার ॥
 দুর্গম বিষম গঢ় নিষ্ঠা করিয়া ।
 তাহার ভিতরে লঞ্চে বন্ধুগণে ধূম্য ॥
 তবে কালযবন মারিব পরকারে ।
 মন্ত্রণা করিয়া হরি চলিলা সংঘে ॥
 সমুদ্র ভিতরে গঢ় দ্বাদশ যোজন ।
 তার মাঝে পুরী নিরমিল বিলক্ষণ ॥
 বিশ্বকর্মা আসি কৈল অদভূতময় ।
 শ্রুতিবাণী অগোচর কহিলে না হয় ॥
 রাজপথ উপপথ বিবিধ সঞ্চার ।
 বিবিধ প্রাচীর পুর অকন দুয়ার ॥
 আকাশ পরশে হেম মন্দির-শিখর ।
 দ্রুটিক অট্টালি উচ্চতর থরে থর ॥
 হিমকর (১) বিনির্মিত বিবিধ লক্ষণ ।
 কল্পকর্ম কল্পলতা বন উপবন ॥
 বড় বড় ঘোড়াশালা আগুরী আগুরী ।
 রজতনির্মিত তাথে কোঠা সারি সারি ॥
 মণিময় রতন-শিখর বিলসিত ।
 তাহার উপরে হেম কুন্ড বিরাজিত ॥
 মরকত স্থল বিনির্মিত কিত্তিল ।
 দেবতা মন্দির বিরাজিত থরে থর ॥
 রাজপুর মন্দির বিচিত্র স্থানে স্থান ।
 ব্রহ্মাদি দেবেও অগোচর নিরমাণ ॥
 সুবর্ণ পাঠাঞা দিল দেব পুরন্দর ।
 পারিজাত সুরতরু প্রভুর গোচর ॥
 দিব্য দিব্য ঘোড়া দিল বরুণে সাজিয়া ।
 শ্বেতবর্ণ শ্রামকর্ণ ভূষণে ভূষিয়া ॥
 ধনদ পাঠায়া দিল অষ্ট মহানিধি ।
 লোকপাল সব দিল যার যে যে সিদ্ধি ॥
 যে কিছু সম্পদ হরি দিয়াছেন যারে ।
 তার তাহা আনি দিল প্রভুর গোচরে ॥

তবে কোন্ কৰ্ম কৈল প্রভু ভগবান্ ।
সকল মধুরা-লোক আনি বিস্তমান ।
যোগবলে খুঁইলা লঞা দ্বারকা তিতরে ।
আসিয়া মধুরাপুয়ে কোন যুক্তি করে ॥
অশ্রু নাহি ধরে চারি ভুজ বিরাজিত ।

পদ্ম মালা গলে দোলে শ্রীবৎসলাহিত ।
গুরীর বাহির হয়্যা দিল এক রূঢ় ।
হেন অদভুত কৰ্ম করে সুরেশ্বর ।
ভাগবত আচার্যের সরস ভাষণ ।
সুখে যেন ভাগবত বুঝি সৰ্বজন ॥

পঞ্চাশোধ্যায়ঃ । ৫০ ।

একপঞ্চাশ অধ্যায় ।

গৌরী রাগ ।

তবে কালযবন চিনিল অমুমানৈ ।
পূর্ণচন্দ্রে সম মহাপুরুষ লক্ষণে ॥
শ্রীবৎস লক্ষণ উরে কোমল ভূষণ ।
মুদিত বদন নবকজ বিলোচন ॥
আজ্ঞামূলকিত চাক্র (১) ভুজ বিরাজিত ।
মকরকুণ্ডল গণ্ডযুগে বিলোলিত ॥
এই বাসুদেব বিনে নহে অজ্ঞান ।
নারদ কহিল যত দেখিল লক্ষণ ॥
অশ্রু নাহি ধরে কৃষ্ণ পায়ে হাঁটি যায় ।
আমার তরাসে প্রাণ রাখিয়া পলায় ॥
মুঞি অশ্রু না ধরিমু না চড়িমু রথে ।
ধেয়া পিয়া এখনি ধরিমু এই মতে ॥
এতেক চিন্তিয়া কালযবন সঙ্করে ।
পাছে পাছে ধার কৃষ্ণে ধরিতে না পারে ॥
হস্তে হস্তে পদে পদ আপনা দেখায় ।
বোম্বিষ্ট-ছলিত কৃষ্ণে ধরিতে না পায় ॥
প্রবেশ করিল প্রভু পৰ্বতকন্দরে ।
এক দিকে সুকার্যা রহিল অন্ধকারে ॥
যবন প্রবেশ কৈল শুভার তিতরে ।
দেখিল পুরুষ এক খট্টার উপরে ॥
হুঃখ দিয়া আমারে আনিঞা এতদূরে ।
সুখে স্তম্ভা আহ তুমি খট্টার উপরে ॥
এতেক বলিয়া সেট স্নেহে ছুরাচার ।
দৃঢ় করি দিল এক রণপ্রহার ॥
জাগিয়া উঠিল তবে পুরুষপ্রবর ।
জাঁখি মেলি চারিপাশে চাহিলা সঙ্কর ॥ (২)
সম্মুখে দেখিল চট্টৈ এ কাল যবন ।
দৃষ্টিমাত্র কৈল তাঁর কোষ উদ্বীপন ॥

ক্রোধানল জনমিল নয়নযুগলে ।
ভস্ম হৈল পুড়িয়া যবন কলেবরে ॥
তবে রাজা জিজ্ঞাসিলা ভাবিয়া বিস্ময় ।
কি নাম পুরুষের তঁহ কাহার তনয় ॥
কোন্ বল বীৰ্য্য ধরে দহিতে যবনে ।
পৰ্বতগঙ্ঘরে কেন আছিল শয়নে ॥
বিশেষ ইহার মূনি কহিবে সকল ।
তবে ব্যাসমুত কহে শুনে নৃপবর ॥
স্বর্ঘ্যবংশে জনমিল মাধ্বাতা-কুমার ।
মুচুকুন্দ নাম তাঁর ধর্ম-অবতার ॥
যুতব্রত সত্যবন্ত ব্রাহ্মণাশেষর ।
আছিল নৃপতি এই পৃথিবী ভিতর ॥
ইজ্ঞ আদি সুরগণে আসিয়া সাধিল ।
অসুর জিনিতে রাজা স্বর্গপুরে গেল ॥
চিরকাল গেল তাঁর করিতে সংগ্রাম ।
ক্রোধাবেশে না জানিল রাজা বলবান্ ॥
সেনাপতি কার্তিকে লাভিয়া সুরগণে ।
রাজারে রাখিল যুদ্ধ করি নিবারণে ॥
রহ-রহ মুচুকুন্দ না কর সংগ্রাম ।
যুদ্ধ রাখি কর রাজা কণেক বিশ্রাম ॥
সুরগণ পালন করিতে এতকাল ।
রাজ্যপদ-সুখভোগ নহিল তোমার ॥
পাত্র মিত্র মন্ত্রিগণ বদ্ধ হুত দার ।
তারা কেহ নাহি কালে করিল সংহার ॥
কালরূপী ভগবান্ সবার ঈশ্বর ।
দেবের শক্তি নাহি কালের উপর ॥
কালে সৃজে কালে পালে কালে করে নাশ ।
কালের অধীন জীব কালেতে বিনাশ ॥
পশু স্রাখে পশুপালে ইংসা যদি করে ।
কাহো স্রাখে কাহো বেন; ইচ্ছায়ে সংহারে ॥

(১) চারি ।

(২) পাঠান্তর,—“স্নেহে নিরস্তর”

এইরূপে জীড়া করে কাল মহেশ্বর।
 যারে রাখে যারে হবে যার যেন ফল।
 কালের উপরে কোন দেবের শক্তি।
 বুঝিয়া না কর খেদ স্তন মহামতি।
 বর মাগ রাজা তুনি মুক্তি পদ বিনে।
 মুক্তি দিতে পারে যাত্র এক নারায়ণে।
 সুরগণবচন শুনিয়া নরেশ্বর।
 দেবগণ স্থানেতে মাগলা এই বর।
 মুখে নিজা যাই যেন চির পরিশ্রমে।
 এই বর সতে আমি মাগ এ এখনে।
 তবে সুরগণ সেই নিজা বর দিয়া।
 কহিল রাজ্যব তরে সন্তোষ করিয়া।
 মুখে শুইয়া থাক আমি পরিতগহ্বরে।
 কোন মদ গিয়া যদি মাগায় তোমাতে।
 তুমি দোখলেই যাত্র হবে ভয়সাৎ।
 মহাভাগবত তুমি কহিল সাক্ষাৎ।
 মুচুকন্দ রাজা তবে বিচারিল মনে।
 অবতার করিব আপনে নাবায়ণে।
 কথোকাল রাহ আমি করিয়া শয়ন।
 যাঁহু প্রভু সত্রে নহে দরশন।
 মহাভাগবত রাজা মনে মুক্তি করি।
 শয়ন করিয়া রহে এই আশা ধরি।
 তবতের ইন্দ্ৰ প্রভু করয়ে পালন।
 আপনে তথায় গেল তাহার কারণ।
 ভয় হয়্যা গেল যদি স্নেহকুলনাথ।
 আপনে হইল কৃষ্ণ রাজার সাক্ষাৎ।
 সজল জলদ তত্ত্ব পাতবাস ধরে।
 শ্রীকৃষ্ণ লক্ষণ ডরে বনমালা দোলে।
 চাক্র চতুর্ভুজ গলে কোমলত ভূষণ।
 মকর কুণ্ডল দোনে রাজ্যব-গোচন।
 প্রসন্ন বদন চক্রে কোটি পরকাশ।
 বৈজয়ন্তমালা হলে মদন বিলাস।
 মস্ত মহা সিংহ জিনি বিক্রমের সীমা।
 অতুল লাবণ্যধাম ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা।
 অজন্তেজে দশদিক কৈল পরসন্ন।
 তবে রাজা জিজ্ঞাসিতে হৈলা উপসন্ন।
 মহাতেজ দৈব রাজ্য শশঙ্ক-হৃদয়।
 ধীরে ধীরে পুছে বিছুরিয়া বিনয়।
 এথা কেন আইলে তুমি কি নাম তোমার।
 যোর মহাবনে কেন তোমার সন্ধান।
 পদ্মপত্র সমতুল দুখানি চরণ।
 কণ্টক-বিজন বনে হাঁট কি কারণ।

তেজস্বীর তে যেন দৈব কলেবর।
 কিবা চক্রে সূর্য্য তুমি অগ্নি পুরন্দর।
 তিন দেব দেবের প্রধান হেন লম্বি।
 সাক্ষাতে দৈব হেন এই মনে দেখি।
 হরিলে সকল গিরি হৈ অন্ধকার।
 চক্রে সূর্য্য জিনি তেজ প্রকাশ তোমার।
 জন্ম কৰ্ম্ম নাম যদি কহ মহাশয়।
 রূপা যদি কর তবে দেহ পরিচয়।
 হংসাকু মূপতিকুলে মোর উতপত্তি।
 মুচুকন্দ নাম মোর গগনে খেয়াতি।
 যুবনাথপৌত্র মুক্তি মায়াভাতনয়।
 যোগ্য যদি হও তবে দেহ পরিচয়।
 চিরকাল জাগিয়া শ্রমিত হয়্যাছি।
 তে কারণে এতকাল ধরি নিজা গেলু।
 কেবা আসি মোরে ভাগাইল এতকালে।
 সেহ ভয় হৈল মোর নয়ন-অনলে।
 হেন অবসরে তুমি দিলে দরশন।
 তেজঃপুঞ্জধর মহাপ্রকৃষ লক্ষণ।
 তেহে প্রভাব আর না পারি সহিতে।
 গ্রহিতে না পারি কিছু তোমার সাক্ষাতে।
 এতক বচন শুনি প্রভু গদাধর।
 হাসিয়া রাজার তরে দিলেন উত্তর।
 মেঘনাদ-গম্ভীর মধুসূতর বাণী।
 কহিতে লাগিল তব প্রভু চক্রপাণি।
 জন্ম কৰ্ম্ম নামের আমার অন্ত নাই।
 আমিহ কহিতে তার অন্ত নাই পাই।
 পৃথিবীস্থান ধূলা কার গণিবারে পারে।
 এত বড় কেহ যদি থাকয়ে সংসারে।
 তমূহ গণিতে নারে নাম গুণ জন্ম।
 কত অবতারে আমি করি কত কৰ্ম্ম।
 নৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ে থাকিয়ে সর্বকাল।
 কত নাম গুণ কৰ্ম্ম জন্ম আমার।
 সৃষ্টিকালে ব্রহ্মা আদি ঋষি উতপন্ন।
 এ সব আমার কিনা জানিবেক মন।
 সন্ত্রস্তি আমার জন্ম স্তন নরেশ্বর।
 ব্রহ্মা-আদি দেবে আমি অবল বিস্তর।
 পৃথিবীর হরিতে তার বসুধেবধরে।
 জন্ম লভিল আসি পুণ্য যত্নকূলে।
 বাসুদেব করি লোক বলে তে-কারণে।
 এইরূপে নাম ধরি নানা স্থানে স্থানে।
 কালনেমি কংস হয়্যা জনমিঞাছিল।
 কংস আদি অনেক অশুর নিপাতিল।

তোমার নয়নতেজে দহিল যবন ,
 অল্পগ্রহ কারণে আমার আগমন ॥
 পূর্বকালে প্রচুর করিলে আরাধনে ।
 তবকৃতবৎসল আমি আইলুঁ তে-কারণে ॥
 বর মাগ মহারাজ বাহা ইচ্ছা কর ।
 সর্ব বর দিব আমি বিশ্বস্ত না ধর ॥
 আমার প্রপন্ন জন দুঃখ নাহি পায় ।
 বর মাগ নরেশ্বর যাহা মনে লয় ॥
 এবোল শুনিলো মুচুকুন্দ বৃণবর ।
 গর্গবাক্য শ্রুতিলা মনের ভিতর ॥
 জানিল সাক্ষাৎ সেই প্রভু ভগবান্ ।
 স্তুতি করে নরপতি মহামতিমান ॥
 নিমোহিত সর্বলোক মায়াতে তোমার ।
 না ভজে পদারবিন্দ চিস্তয়ে অসার ॥
 সুখ ছেতু গৃহবাস করে মুচুজনে ।
 সুখলেশ নাহি তাথে মাত্র দুঃখ বিনে ॥
 তিরিগণ মাঝে সবে পুরুষ প্রধান ।
 বঞ্চিত পামর লোক মূঢ় অগোয়ান ॥
 কোটি কোটি জন্ম বার পুণ্য সুসঞ্চিত ।
 ছলিত মানুষ্য জন্ম লভে কথঞ্চিৎ ॥
 তাথে অবিকল অঙ্গ পায়্যা মুচুজনে ।
 না ভজে পদারবিন্দ অসত্য ধোয়ানে ॥
 গৃহ-অঙ্কুরে পড়ি মরয়ে কুমতি ।
 তৃণ-লোতে কূপে যেন পড়ে পশুজাতি ॥
 আছুক আনের কাজ মুক্তি মূঢ় অন্ধে ।
 এককাল ধরি কৈলুঁ ব্যর্থ অমুবন্ধে ॥
 রাঃ-অভিমানে মোর ব্যর্থ গেল কাল ।
 রাজ্যপদ সম্পদে বাঁচিল অহঙ্কার ॥
 এ মোর পৃথিবী স্মৃত বিস্ত পল্লভন ।
 এই সবে সত্য চিন্তিলুঁ অকারণ ॥
 যেন ঘট কুড়্য এ সকল কলেবর ।
 তাথে রাজ্য হেন গর্ক কৈলু নিরন্তর ॥
 তুরঙ্গ মাতঙ্গ রথ চতুরঙ্গ সেনা ।
 সাজিয়া বেড়াও কারো না কৈল গণনা ॥
 ইতিকৃত্য চিন্তায়ে না কৈল অবধান ।
 বিবিধ বাসনা লোতে হরল গেয়ান ॥
 বিষয়লম্পট হয়্যা তোমা পাসারলুঁ ।
 অসত্য ধোয়ানে নাথ আপনা বঞ্চিত ॥
 ভূমি কালক্রপী আছ সত্যত আগিয়া ।
 ভিলেকে পেজিবে ভূমি সংহার করিয়া ॥
 কনকনির্মিত রথে পুরন্দর চটিল ।
 মন্ত-মন্তকর অন্ধে উঠিয়া বলিল ॥

নরদেব হেন নাম ধরে কলেবর ।
 অন্তকালে হৈব এহ ক্রিমি ভ্রম মল ॥
 দশদিশ জিনিলো বসিলুঁ রাজ্যাসনে ।
 রাজচক্র দাস হয়্যা রহিল চরণে ॥ (১)
 সংগ্রাম করিতে কারো না রাখিল বল ।
 নারীকীড়ামুগ হৈলু ঘরের ভিতর ॥
 যদি বল স্বস্ত্র দান পুণ্য তপ কর ।
 স্তবকর্ম করি তুমি স্বর্গবাসে চল ॥
 তার কথা নিবেদিব চরণে তোমার
 স্বর্গবাস হৈলোহো না ঘুচে অহঙ্কার ॥
 নানা কর্ম করে লোক বিবিধ যতনে ।
 মহাতপ করি করে শরীর শোধনে ॥
 সর্বভোগ ত্যাগ করে ভোগের কারণে ।
 দ্রব্যের আশায় করে দ্রব্য সমর্পণে ॥
 তবে যদি স্বর্গবাস হয় পুণ্যবশে ।
 স্বর্গ-সুখ-ভোগ তারা করে নানা রসে ॥
 তবে ইন্দ্র হৈতে তুষা বাঢ়ে আরবার ।
 সুখ নহে দুঃখময় জানিলুঁ সংসার ॥
 বধনে বাহার হৈব ভব বিমোচন ।
 তখনে তাহার হয় সাধু সমাগম ॥
 সাধুসঙ্গ মাত্র যাব হয় ধৈর্য দিনে ।
 তোমার চরণে মতি হয় সেইক্ষেণে ॥
 এই অল্পগ্রহ মোরে কেলে দয়াময় ।
 রাজ্যপদ গেল মোর ভাগ্যের উদয় ॥
 অখণ্ড পৃথিবীপতি তন্ত-রাজগণ ।
 পরিচর্যা করি করে একান্ত ভজন ॥
 বনে পরবেশ তারা করিবার তরে ।
 যে রাজ্য তেজিতে বাঁধা করে নিরন্তরে ॥
 হেন রাজ্যপদ মোর গেল অন্যাসনে ।
 এতেক জানিলুঁ রূপা করিলে বিশেষে ॥
 বর মাগিবারে প্রভু তুমি যে বলিলে ।
 বৃত্তিতে ভৃত্যের চিত্ত পরীক্ষা করিলে ॥
 তোমার পদারবিন্দ-সেবা পরিহারি ।
 অস্ত্র বর নাহি মাগোঁ প্রভু শ্রীমুরারি ॥
 হেন কোন পণ্ডিত আহুয়ে জিতুবনে ।
 কৈবল্য-সম্পদ-দাতা কবি আরাধনে ॥
 আপনার বন্ধন মাগিয়া নৈব বর ।
 হেন কেবা আছে প্রভু ভগতে বর্ষর ॥

(১) পাঠান্তর,—

“রাজচক্রবর্তী হঞা রহিলু আপনে ।”

তেজিয়া সকল বর আপন বন্ধন ।
তোমার চরণে নাথ লইলু শরণ ॥
চিরদিন ধরি মুঞি ছুঁখে জয়জয় ।
নানা অল্পতাপে মোর দহে কলেবর ॥
কদাচিত্ শাস্তি মোর নহিল হৃদয়ে ।
ছয় রিপু দেহে মোর তুষ্ট নাহি হয়ে ॥
অভয় পদারবিন্দ শোকবিবর্জিত ।
শুদ্ধস্বয়ং সৰ্ব্ব বিবধবন্দিত ॥
জানিঞা শরণ নিলু চরণে তোমার ।
এ ভবযাতনা যেন নহে আরবার ॥
শুনিয়া ভূত্যের বাণী প্রভু দম্ভাময় ।
তুষ্ট হয়্যা বলে শুন রাজা মহাশয় ॥
ধন্য তুমি সাধু ভোম মহানরপতি ।
বরলোভে তোমার চঞ্চল নৈল মতি ॥
বরলোভে ভ্রম না করিল সাবধান ।
বরে না ভুলিলে তুমি মহামতিমান ॥
তবতের কামে চিত্ত হরিতে না পারে ।

একান্ত তকতি করি রহে নিরন্তরে ॥
যোগ তপে বশ যার হয়্যা থাকে মন ।
আমার তকতি ছাড়ি কর্ণপরাণ ॥
সকাম বাসনা থাকে চিত্তের ভিতরে ।
কামভোগে অবশ্য তাহার মন হয়ে ॥
সুখে রাজা কর তুমি পৃথ্বী পথ্যটন ।
আমার চরণে চিত্ত করি আরোপণ ॥
আমাতে রহিল তোমার সুদৃঢ় তকতি ।
তপ করিবারে তুমি চল মহামতি ॥
রাজধর্ম্মে থাকি যত যুগয়া করিলে ।
পশুবধ করি দেব পিতৃযজ্ঞ কৈলে ॥
তপ করি কর সে ছরিত বিনাশন ।
তবে আর জন্মে হৈবে উত্তম ব্রাহ্মণ ।
সর্বভূত-হিতকারী তিহেবে আমারে ।
তবে তুমি আমারে পাইবে অন্তকালে ॥
ভাগবত আচার্য্যের মণ্ডরস বাণী ।
তত্ত্বভাবে শুন তাই প্রেমতরঙ্গিনী ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং

বৈষ্ণবসিধ্যাং দশমস্কন্ধে একপঞ্চদিশোহধ্যায়ঃ ॥৫১॥

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় ।

দেশাগ রাগ ।

তবে মুচুন্দ রাজা আজ্ঞা শিরে ধরি ।
প্রদক্ষিণ হয়্যা দণ্ড পরণাম করি ॥
পর্যন্তগম্বর হৈতে আসিয়া বাহিরে ।
ছোট ছোট সন্ন্যাসী দেখিল সংসারে ॥
কালিয়গ হৈল ছেন বৃষ্টি অল্পমানে ।
চলিয়া উত্তরমুখে বদরিকাশ্রমে ॥
গন্ধমাদনে নন্দ-নারায়ণ স্থান ।
তথা গিয়া কৃষ্ণ আরাধিলা মতিমান ॥
প্রদ্বায়ুত হৈয়া তপ কৈলা নিরন্তর ।
সর্বসঙ্গ তেজিয়া ভজিল গদাধর ॥
সহিল বিত্তর মহাশীত-বাত-ক্লেশ ।
কৃষ্ণ আরাধিয়া কৈল কৃষ্ণে পরবেশ ॥
পুনরপি মথুরা আসিয়া নারায়ণ ।
তিন কোটি স্নেহবল কৈলা নিপাতন ॥

বতেক সৈন্তের ধন বলদে লাগিয়া (১)
ভারিগণে লৈল ধন বিস্তর সাজিয়া ॥
ধন লয়্যা চলে কৃষ্ণ স্বারকানগরে ।
জরাসন্ধ রাজা আইল ছেন অবসরে ॥
তেহঁশ অশ্বোহিণী সেনা করিয়া সাজন
তাঁহা দেখি কোন্ বুদ্ধি করে নারায়ণ ॥
নরলীলা জগতে করিতে পরচার ।
তেজিয়া সকল ধন দুই সহোদর ॥
রড় দিয়া দুই তাই সমবে পলায় ।
পদ্মপত্র-কোমল চয়নে বঁচে ধায় ॥
মহাভয়যুত যেন সহজে নির্ভয় ।
তাঁহা দেখি জরাসন্ধ হাসে দুঃখায় ॥

(১) বোঝাই করিয়া । লাদা—'load

পশ্চাতে বাইল গজা গর্জ সৈন্ত লঞা ।
 বিস্তর প্রহর-পথ লঞিল খেদিয়া ॥
 তবে কৃষ্ণ কৈলা মহাগিরি আরোহণ ।
 প্রবঞ্চ-নাম তার ঘোরদরশন ॥
 মেঘ বরিষণ তাথে হয় নিরন্তর ।
 একাদশ যোজন পর্কত উচ্চতর ॥
 তবে জরাসন্ধ রাজা ফোন্ কষ করে ।
 আশুলিতে চাছে তার চৌদিগ পাহাড়ে ॥ (১)
 চৌদিগে কাঠের গড় বান্ধিল বন্ধনে ।
 পোড়ায় পর্কত রাজা বিবিধ সন্ধান ॥
 তবে রাম-কৃষ্ণ হুহে বিক্রমে বিশাল ।
 ঝাঁপ দিয়া ভূমিতলে নাছিল তৎকাল ॥
 জরাসন্ধ বলে তায়্য পুড়িল আনলে ।
 না জানিল জরাসন্ধ গেল নি পুরে ॥
 সৈন্ত লঞা নিজপুরে গেলা দুয়াটার ।
 এখনে কহিব রাজা দ্বারকা-বিহার ॥
 আছিল রেবত নামে এক নরপতি ।
 তার কন্তা জনমিল মহারূপবতী ॥
 পুত্র মনন্তরে কন্তা হইল উৎপতি ।
 রেবতী তাহার নাম লক্ষ্মী মূর্তিমতী ॥
 কন্তা লয়্যা গেল রাজা একার গোচর ।
 মণিল কন্তার তরে দিব্য এক বর ॥
 আজ্ঞা দিলা একা তুমি থাক কথোকাল ।
 ক্ষিত্তিতেলে হব অনন্তের অবতার ॥
 বলরাম নাম হৈব পুরষ যুগল ।
 তাঁহারে করিহ তুমি কন্তা সম্প্রদান ॥
 তবে কন্তা লয়ে রাজা গেলা নিজপুরে ।
 বলভদ্র অবতার হেলা ক্ষিত্তিতেলে ॥
 কন্তা আনি দিল বলরাম বিজ্ঞমান ।
 শুভকালে শুভক্ষেণে বেলা কন্তাদান ॥
 জন্মিলা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ভাষক-হুচিতা ।
 অখিল লাবণ্যময় গুণ-শালযুগল ॥
 রাক্ষস-বিবাহে হারি কৈলা পরিণয় ।
 শাস্ত জরাসন্ধ আদি ব্রূপে করি জয় ॥
 শুনি পরীক্ষিৎ পুড়ে বৈয়া বিষয় ।
 এ বড় অভূত কথা কহ মহাশয় ॥
 শাস্ত জরাসন্ধ আদি ব্রূপগণে জিনি ।
 কেমনে আনিলা দেবী দেব চক্রপাণি ॥
 কৃষ্ণকথা পুণ্যময় সর্ব-পাপহর ।
 অমৃতের ধারা যেন শ্রবণমঞ্জল ॥

(১) পাঠান্তর,—

“আশুলি তেজাঞ তার চারিদিকে পোড়ে” ।

তৃপ্তি বা কাহার হয় হরিকথা-পানে ।
 শুনিতে শুনিতে হয় নিত্য নউত্থনে ॥
 তবে শুক মুনি কহে শুন ক্ষিত্তীষরে ।
 আছিল ভীষক রাজা বিদর্ভনগরে ॥
 পঞ্চপুত্র হৈল তার মহাবলবান ।
 কৃষ্ণী জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণবাহু কৃষ্ণরথ নাম ॥
 কৃষ্ণকেশ কৃষ্ণমালী কৃষ্ণলী ভগিনী ।
 সাক্ষাৎ কমলাদেবী জগতজননী ॥
 কৃষ্ণের মহিমা যশ গুণ রূপ বল ।
 আশিয়া সকল লোক কহে নিরন্তর ॥
 নারদাদিমুখে কৃষ্ণ-গুণ-কথা শুনি ।
 সেই সে সদৃশ বর মানিল কৃষ্ণলী ॥
 কৃষ্ণগীর গুণ শীল শুনি রূপ তার ।
 কৃষ্ণহো সদৃশী ভাষ্যা কৈলা অঙ্গীকার ॥
 ভীষক রাজার পাত্র মিত্র বন্ধুগণ ।
 সবেই ইচ্ছিল বর দেবকীন্দন ॥
 কৃষ্ণদেবী কৃষ্ণী তার করিয়া খণ্ডন ।
 শিশুপালে দিব কন্তা কৈল নিরূপণ ॥
 তাহা শুনি মনে হুঃখ ভাবিয়া সুনন্দী ।
 কি হয় উপায় এবে কোন্ যুক্তি করি ॥
 আপ্ত এক বুদ্ধজিহ্বে আনিল ডাকিয়া ।
 আপন অক্ষবে দেবী পাত্র নিরমিঞা ॥
 দ্বারকা পাঠায়্য দিল ত্বরিত ব্রাহ্মণে ।
 বিপ্র গিয়া উত্তরিল্য দ্বারকা ভুবনে ॥
 দাণ্ডায়্য্য রহিল বিপ্র পুরার দুয়ারে ।
 দ্বারীকে পাঠায়্য্য দিল কৃষ্ণের গোচরে ॥
 আজ্ঞা পেয়া দ্বিজ কৈলা পুর পরবেশ ।
 হেমসিংহাসনে গিয়া দেখে হৃষীকেশ ॥
 ব্রাহ্মণ দোখিয়া সব একগণ্যশেষর ।
 হেম-সিংহাসনে হৈতে নাছিল্য সস্তর ॥
 ব্রাহ্মণে ধরিয়া বসাইলা নিজাসনে ।
 পাণ্ড অর্ঘ্য দি বিপ্র পুঞ্জিলা বিধান ॥
 দিব্য অন্ন পান দিয়া করাইলা ভোজন ।
 আপনে করয়ে হবি পান্দ-সংবাহন ॥
 তবে কৃষ্ণ জিজ্ঞাসিলা শুন দ্বিজবর ।
 নিরাকুলে আছ তুমি সর্বদা কুশল ॥
 দ্বিজধর্ম আছে কি তোমার ভাল মতে ।
 নিজ-ধর্মপথে আছ কুটুম্ব সাহিতে ॥
 যেন-তেন-মতে বিপ্র তুষ্ট হয়্য থাকে ।
 হুঃখ সুখ দূর করি নিজ ধর্ম রাখে ।
 সেই সে ব্রাহ্মণ তাঁর সর্বসিদ্ধি হয় ।
 অসম্বষ্ট বিপ্রের কল্যাণ কভু নয় ॥

অসম্ভব হৈলে নহে ইন্দ্রপদে স্মৃতি ।
 তুষ্ট হৈলে দরিত্রের নহে কোন দুঃখ ॥
 নিজ লাভে তুষ্ট সর্বভূতহিতোত্তম ।
 অহঙ্কারবিবর্জিত ব্রাহ্মণসত্তম ॥
 নিরন্তর থাকে আমি করি নমস্কার ।
 কহ বিপ্র রাজাগত কুশল তোমার ॥
 যে রাজা স্বধর্ম্মে করে প্রজার পালন ।
 সেই সে আমার প্রিয় কহিলু ব্রাহ্মণ ॥
 কোন্ কার্যে আইলে দুর্গ করিয়া লজ্জন ।
 গুহ যদি নহে তার কহিবে কারণ ॥
 আত্মা কর কোন্ কার্য করিব তোমার ।
 তবে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ লাগিল কহিবার ॥
 হের-দেখ কক্ষিণীর পতি পত্নতান ।
 শুন দেব-দেব কিছু কর অবধান ॥
 বলি কক্ষিণীর পত্ন পটয়ে ব্রাহ্মণ ।
 ত্রিভুব কক্ষিণীর পত্ন করয়ে শ্রবণ ॥
 ভুবন-সুন্দর পদ্মপত্র-বিলোচন ।
 সতত তোমার গুণ কহে সর্বজন ॥
 সর্বতাপ হরে যায় কেবল শ্রবণে ।
 হেন গুণ নিতি-নিতি শুনি নিজ কাণে ॥
 শুনিঞা রূপের কথা নিক্রপমভাবে ।
 আঁখির অখিল-লাভ হয়ে দরশনে ॥
 তোমাতে অচ্যুত চিত্ত কৈল পরবেশ ।
 লজ্জা পরিহরি ধৈর্য্য ছাড়িল বিশেষ ॥
 তিরি হৈয়া কেন তুমি লজ্জা পরিহর ।
 হেন যদি বল নাথ অবধান কর ॥
 হেন কোন নারী আছে কুল-শীলবতী ।
 সকল-লাবণ্যধাম তুমি হেন পতি ॥
 না বরিব তোমাতে রাখিয়া নিজ মন ।
 হেন নারী নাহি নরসিংহ ভগবান্ ॥
 মুঞি তোমা বরিলু অখিল-লোকপাল ।
 আত্মা সমর্পণ কৈলু চরণে তোমার ॥
 বুঝিয়া করিবে নাথ যে হয় উচিত ।
 আপনে সকল জ্ঞান পরম পণ্ডিত ॥
 পুরুষসিংহের ভাগ মুঞি এক নারী ।
 শিশুপাল জানি মোরে লগ্না যায় হরি ॥
 জম্বুক সিংহের ভাগ বেন লগ্না যায় ।
 বুঝিয়া করহ নাথ ইহার উপায় ॥
 যত পুণ্য কৈলু নাথ জন্ম-জন্মান্তরে
 দান ব্রত তপ যজ্ঞ বিবিধ প্রকারে ॥

দেব-গুরু আরাধন ব্রাহ্মণসেবন ।
 চরণারবিন্দে সব কৈলু সমর্পণ ॥
 যদি আরাধিয়া থাকো চরণ তোমার ।
 আপনে আসিয়া নাথ লবে একবার ॥
 তুমি পাণিগ্রহণ করিবে দয়াময় ।
 দুষ্ট মূপগণ যেন সান্নিধ্য না হয় ॥
 কালি মোর বিবাহের আছে সমাগম ।
 শীঘ্র তুমি আইস সৈন্ত করিয়া সাজন ॥
 গোপতে আসিবে তুমি দেখিবার ছলে ।
 বিপক্ষ সকলে যেন নায়ে লম্বিবায়ে ॥
 শিশুপাল জরাসন্ধ বল বিচারিয়া ।
 আঁখির নিমিষে মোরে লইবে হরিয়া (১)
 রাক্ষস বিবাহে মোরে কর পরিণয় ।
 বীৰ্য্য দেখাইয়া মোরে হর দয়াময় ॥ (২)
 যদি বল কত তুমি থাক অন্তঃপুরে ।
 বহুগণ না মারিব হরিব তোমাতে ॥
 কিরূপে এ সব কার্যের হইবে ঘটনা ।
 তাহাতে আছয়ে নাথ উত্তম মরণা ॥
 কুলদেব-বাত্মা আছে বিভার পূর্ব্বমিনে ।
 গুরের বাহিরে হয় কল্লার গমনে ॥
 দুর্গাদেবী আরাধনা কুলের বিধান ।
 নববধু যায় তাথে দুর্গা-সন্নিধান ॥
 তখনে হরিয়া তুমি নিহ অলঙ্কিতে ।
 সকল গোচর নাথ তোমার সাক্ষাতে ॥
 যার পাদপদ্ম-রজ মহা মহাজনে ।
 বাহুরে পার্শ্বভী-পতি আদি যোগিগণে ॥
 হেন প্রভু চরণ-পরশ-আশা তেজে ।
 সে কেন উত্তম নারী যদি আন তেজে ॥
 যদি নাথ তোমার চরণ কুপা নয় ।
 ব্রত করি শরীর শোধিব অতিশয় ॥
 শত শত জন্ম-ধর্ম্ম তেজিমু জীবন ।
 যাবত পদারবিন্দ নহে দরশনে ॥
 এই নিবেদন কৈলু অভয়-চরণে ।
 যে হয় উচিত নাথ করিবে আপনে ॥
 ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-ভাষা ।
 কৃষ্ণগুণ শুন ভাই কৃষ্ণে ধর আশা ॥

(১) পাঠান্তর—

“অলঙ্কিতে তুমি মোকে লইবে হরিয়া”

(২) পাঠান্তর,—

“বীৰ্য্যত্ব হরিলে তিলেক দোষ নয় ।

ইতি ত্রিভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংসঃ সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

দশমস্কন্ধে বিপকোপোদ্যায়ঃ ॥ ৫৭ ॥

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় ।

বেলোয়ার রাগ ।

শুকশুনি বলে রাজা শুন পরীক্ষিত ।
 লক্ষ্মীনারায়ণ পুণ্য পবিত্র চরিত ॥
 বৈদভীর পত্র যদি পঢ়িল ব্রাহ্মণ ।
 শুনিঞা কি বলে তবে দেব জনার্দন ॥
 হাতে হাত ব্রাহ্মণের ধরিয়া শ্রীহরি ।
 হাসিয়া উত্তর তাহে দিল বনমালী ॥
 আমার তাঁহাতে চিন্তা নিন্দা নাহি বাই ।
 তাঁহার চিন্তায় আমি সন্তোষ না পাই ॥
 কল্পা দিতে অঙ্গীকার কৈলা বকুগণে ।
 শেষ করি রক্ষী তাহা কৈলা নিবারণে ॥
 আনিব কক্ষিণী আমি নৃপগণ জিনি ।
 দারুকে আনিঞা আজ্ঞা দিল চক্রপাণি ॥
 ঝট করি আন রথ ধরিয়া সাজন ।
 সাজিয়া দারুক রথ গরুড়লাঞ্ছন ॥
 মেঘপুষ্প বলাহক শৈব্য সুগ্রীব ।
 চারি অশ্ব মহাবেগ গতি সুললিত ॥
 আনিল সাজিয়া রথ দারুক সারণি ।
 করজোড় করিয়া দাণ্ডাইল মহামতি ॥
 ব্রাহ্মণে তুলিয়া রথে চলিলা শ্রীহরি ।
 রাতারাতি আইলা প্রভু বিদর্ভনগরী ॥
 সে রাজা উৎকণ্ঠা বড় পুত্রবশ হয় ॥ (১)
 কল্পা দিব শিশুপালে নিশ্চয় করিয়া ॥
 বিবাহ-মঙ্গল-কর্ম করায় আপনে ।
 ধ্বজ পতকায় করে পুর নিরমাণে ॥
 রাজপথ পুরপথ করিয়া মার্জ্জিন ।
 সাজ করায় দধি চন্দন সেচন ॥
 বিচিত্র তোরণে পুর কৈল অলঙ্কৃত ।
 চত্বরে চত্বরে কৈল বিতান মণ্ডিত ॥
 গন্ধ মাল্য আভরণ বিরজ বসন ।
 দিব্যবেশ ধরে পুর-নর-নারীগণ ॥
 বিচিত্র মন্দির পুর সুধুপে ধূপিত ।
 দেব-পিতৃ-অর্চন বিধান নিয়মিত ॥
 নানাদ্রব্য বিপ্রগণে করাই ভোজন ।
 শুভকালে কৈল স্বস্তি মঙ্গল বাচন ॥
 শীতল সুগন্ধি জলে করাইল স্নান ।
 কৌতুক মঙ্গলে কৈল অঙ্গ নিরমাণ ॥

বিচিত্র বসনযুগ পরাইল অঙ্গে ।
 তুঘিয়া আনিল দিব্য কল্পা মহারঙ্গে ॥
 বেদমন্ত্রে বধুরক্ষা কৈল দ্বিজগণে ।
 পুরোহিত গ্রহ যজ্ঞ কৈল হতাশনে ॥
 দ্বিজগণে দিল রাজা বজ্রত বসন ।
 গুড় বিমিশ্রিত তিল হিরণ্য ভূষণ ॥
 বিধিবিদায়র রাজা সর্বধর্ম জানে ।
 বিবিধ দক্ষিণা দিল দিব্য ধেনুদানে ॥
 এইরূপে শিশুপালে দমঘোষে আনি ।
 সকল মঙ্গল কর্ম কৈলা তৎক্ষণি ॥
 বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনি কৈলা স্বস্ত্যয়ন ।
 পুজিলা ব্রাহ্মণগণে দিয়া বহুধন ॥
 মদমত্ত গজ ঘোড়া পবন সঞ্চার ।
 কাঞ্চন নিশ্চিত রথে করি পাটোয়ার ॥
 চতুরঙ্গ বলে করি সেনার সাজন ।
 বিবিধ কৌতুক শ্রীত (১) বিবিধ বাজন ।
 চলিল কুণ্ডিন-দেশ রাজা চেদিপতি ।
 পাত্র মিত্রে পুরোহিত চলিল সংহতি ॥
 সাজিয়া ভীষ্মক রাজা গেলা কথোদরে ।
 পুণ্ড্রিয়া আনিল দমঘোষে নিজপুরে ॥
 খুইয়াছিল দিব্য পুরী করিয়া নির্মাণ ।
 তাথে লঞা রহিতে তাহারে দিল স্থান ॥
 শাশু জয়াসক দম্ববজ্র আদি করি ।
 শিশুপাল-পক্ষ যত নৃপতি-কেশরী ॥
 সতেই সাজিয়া আইল চতুরঙ্গ সেনা ।
 কদাচিত আসি কৃষ্ণ যদি দেয় হানা ॥
 সতেই মেলিয়া তবে করিব সংগ্রাম ।
 হারিয়া পালাব কৃষ্ণ পেয়া অপমান ॥
 এইরূপ নিশ্চয় করিয়া নৃপগণে ।
 আসিয়া কুণ্ডিন-পুরে রহে সাবধানে ॥
 বলভদ্র শুনিল বিপক্ষ নৃপগণে ।
 সাজিয়া চলিল তারা বিবাদ কারণে ॥
 একেশ্বর গেলা কৃষ্ণ কল্পা হরিবারে ;
 পাছে তাতে কোন জানি পরমাদ ফলে ॥
 মহা সৈন্ত সাজিয়া ঠাকুর হলধর ।
 তুরিতে চলিয়া গেলা বিদর্ভ নগর ॥

(১) পাঠান্তর,—

“সে রাজা কৌণ্ডিনপতি পুত্রবশ হয়।”

(১) পাঠান্তর,—“কৌতুক গতি” ।

বৈদৰ্ভা ভীষ্মকসুতা চিন্তে মনে মনে ।
 হয় বা না হয় এথা কৃষ্ণ-আগমনে ॥
 এতক্ষণ নহিল বিপ্রেয় আগমন ।
 না জানি কি আছে মোর রূপালে লিখন ॥
 সতে এক রাত্রি আছে বিবাহ অবধি ।
 অরবিন্দ-লোচন না আইলা গুণনিধি ॥
 না জানি কি আছে মোর অদৃষ্টে লিখনে ।
 ব্রাহ্মণ পাঠাইলু না আইল এতক্ষণে ॥
 কিবা মোর কুচ্ছিত শুনিল কোন স্থানে ।
 ঘৃণা করি প্রভু না আইলা তে কারণে ॥
 মোর পাণিগ্রহণে করিয়া অবজ্ঞান ।
 উত্তম করিয়া না আইল ভগবান ॥
 বিধি মোরে বাম প্রতিকুল মহেশ্বর ।
 বিমুখী পার্শ্বভী না আইলা যদুবর ॥
 এইরূপে চিন্তিতে লাগিল নিরন্তর ।
 নিবারিতে না পারে আঁখিতে পড়ে জল ॥
 সময় গুণিয়া দুই মুদিল নয়ন ।
 না রহে আঁখির নীর করয়ে সঘন ॥
 বামনেত্র বামকুজ বামউরুভাগ ।
 ছেনকালে স্মুরিল ঝড়িল অমুরাগ ॥
 ব্রাহ্মণ পাঠায়া দিল প্রভু ভগবান ।
 ছেনকালে আইল দ্বিজ দেবী বিজয়ান ॥
 প্রসন্ন বদন বিপ্রে দেখিয়া কৃষ্ণিণী ।
 লক্ষণে জানিল কাব্যসিদ্ধি অনুমানি ॥
 কহিল ব্রাহ্মণ দেব দৈবকী নন্দন ।
 এখানে আসিয়া তিহো হলা উপসন্ন ॥
 কহিল তোমারে সত্য বচন বিশেষ ।
 অবশ্য তোমারে হরি নিব দ্রব্যকেশ ॥
 এ বোল শুনিয়া দেবী হরষিত চিত্তা ।
 আনন্দে পুটিল তনু ভীষ্মক দুহিতা ॥
 ব্রাহ্মণের যোগ্য দ্রব্য দিতে নাহি আর ।
 কেবল কৃষ্ণিণী দেবী কৈলা নমস্কার ॥
 উৎসব দেখিয়া রাম-কৃষ্ণ আগমন ।
 শুনিয়া বিদর্ভ-রাজা হরষিত মন ॥
 বৃত্য গীত বাজঘোষ মঙ্গল আচারে ।
 চলিল বিদর্ভ-রাজা কৃষ্ণ আগমারে ॥
 পুরুষে কালিয়া আছে দিব্য মহাপুরী ।
 তাথে আনি রামকৃষ্ণে থুইল ভক্তি করি ॥
 রাম কৃষ্ণে বসাইল দিব্য সিংহাসনে ।
 গুজিল সকল সৈন্ত বিবিধ বিধানে ॥
 যত ব্রুণগণ আইল বিদর্ভনগরে ।
 যার যেন যোগ্য পূজা কৈল নরেশ্বরে ॥

কৃষ্ণ আগমন তবে শুনি পুরজনে ।
 আসিয়া দেখিল কৃষ্ণে আনন্দিত মনে ॥
 এই সে কৃষ্ণিণী-যোগ্য সমুচিত পতি ।
 ইহার সেই সে যোগ্য ভাৰ্যা রূপবতী ॥
 আমি সব যত পুণ্য কৈলু জন্মান্তরে ।
 সকল অর্পিলু দেব-চরণ যুগলে ॥
 তুষ্ট হয়। বর দেউ দেব মহেশ্বর ।
 কৃষ্ণিণীর পতি যেন হয় যদুবর ॥
 এইরূপে পুরজনে কেহ স্থানে স্থানে ।
 প্রভুর শ্রীমুখে দেখি নিশ্চল নয়নে ॥
 ছেনকালে আইল কন্তা পুরের বাহিরে ।
 মহাভটগণ বেচি ডাকে উচ্চসরে ॥
 চলিল অম্বিকা-পুরে সুললিত গতি ।
 পূজিব পার্শ্বভী দেবী করিয়া ভকতি ॥
 মুকুন্দ পদারবিন্দ হৃদয়ে ধোয়ায় ।
 অপকৃপ গতি ভকী ধীরে ধীরে যায় ॥
 মৌনব্রত ধরে দেবী দ্বিজপত্নীগণে ।
 চৌদিগে বেষ্টিত নিজ সী পুর নে ॥
 রাজভট মহাপুর বিক্রমে বিশাল ।
 খজা তুলি ধরে তারা দিব্য পাটোরায় ॥
 শঙ্খ ভেদা মৃদঙ্গ বাঁশ তাম্রায়ান ।
 দিব্য বেশ নর নারী বধুর যোগান ॥
 দিব্য বেশ বেজাগণ লয়া উপহার ।
 সহস্র সহস্র তারা যোগান স্রসার ॥
 গন্ধ-মালা-বস্ত্র-আভরণ স্তরাজিত ।
 দ্বিজপত্নীগণে কৈল চৌদিগে বেষ্টিত ॥
 ত্যাবেক শুবন করে বাদকে বাজন ।
 গায়কে মধুর গীত - স্তবকে নাচন ॥
 কত কত সহজন রাজন নৃত্য গীত ।
 কত কত নর নারী চৌদিগে বেষ্টিত ॥
 এইরূপে চলি গেলা চাঁওকা-সদনে ।
 হস্ত পদ পাখালিয়া কলা আচমনে ॥
 তবে প্রবেশিলা দেবী মন্দির তিতরে ।
 প্রণাম করিলা দেবী-চরণে নিয়ড়ে ॥
 বুদ্ধ দ্বিজপত্নীগণে পূজায় পার্শ্বভী ॥
 বন্দনা করাক্ত তারা দুর্গা-ভগবতী ॥
 পড়িয়া অম্বিকা মন্ত্র করায় বন্দনা ।
 হয় সহে কৈলা কন্তা দুর্গা আরাধনা ॥ (১)

(১) পাঠান্তর.—

“হয় সহে কৈলা দেবী গৌরী আরাধনা ।”

ধূপ দীপ তনু যৎ উপহারঃ ।
 প্রবাল তপস্বীনাং বিবিশ সন্তারঃ ॥
 জনাং পিষ্টকং বহুসূত্রং হৃদয়ং ॥
 বিন্যস্তাং তাম্বুল আদি দিয়া গুড়-খণ্ড ॥
 পুজায় পার্বতী দ্বিজপত্নী পতিব্রতা ।
 লেপনং করায় বিধি-বিধান পণ্ডিতা ॥
 আশীর্বাদ করিয়া নিঃশালা দিল শিরে ।
 মল আচার কৈল কুল অমুগারে ॥
 পুজিয়া কৃষ্ণদেবী দুর্গা ভগবতী ।
 বর মাঞ্জে কৃষ্ণ যেন হয় মোর পতি ॥
 যদি ভুট্ট হয় মোরে পার্বতী শরর ।
 বসুদেবসুত কৃষ্ণ হউ মোর বর ॥
 এই বর মাঞ্জ কৈল দণ্ড পরণাম ।
 হৃদয়ে গোবিন্দপদ কর প্রসিধান ॥
 দ্বিজপত্নীগণের কৈল চরণবন্দন ।
 যৌনব্রত ত্যাগি পুনঃ বস আগমন ॥
 রতন অঙ্গুরি বিরাঞ্জিত বাম করে ।
 ধরিয়া সহীর স্বন্ধে গমন মন্তরে ॥
 স্বয়ম্বর স্থানে দেবী কৈলা আগমন ।
 কিবা দেবমায়্যা আসি দিলা দরশন ॥
 বীর-বিমোহিনী দেবী পরম রমণী ।
 অলিত মধুরগতি ললিতগমনী
 তনুবিনিহিত তনু-বসন বিলাস ॥
 কুণ্ডলমণ্ডিত গণ্ড মধ্যস্থিত হাস ॥
 কুঙ্কিত কুন্তল বিলসিত মণিমালা ।
 কটিভট্ট বিনিহিত রতন যেকলা ॥
 শ্রাম কলেবর বিরাঞ্জিত পীতবাস ।
 ঘন নবধনে যেন ভড়িত-বল্লাস ॥
 বিঘ্নফল অধর সুন্দর দম্পতীতি ।
 কলহংস চপল-গমন বহু ভাতি ॥
 পদযুগে বিরাঞ্জিত শিখিত মঞ্জীর ।
 ললজ্জ কলঙ্কগতি চলন সুধীর ॥

দেখিয়া সুন্দরী যত রাজার কুমার
 মহাবীর মহাবল মহা যশস্তার ॥
 হেন সব বীরগণ হয় বিমোহিত ।
 ভূমিতে পড়িল কামশরে জর্জরিত ॥
 গজস্বন্ধে গজপতি (১) আছিল বিস্তর
 আছিল বিস্তর বীর রথের উপর ॥
 যতেক আছিল বীর তুরঙ্গ বাহনে ।
 মুকুছিয়া ভূমেতে পড়িল সেইমনে ॥
 খসিল হস্তের খজা চরিল চৈতন ।
 ভূমিতে পড়িল সকল বীরগণ ॥
 বীরে বীরে যাহা দেবী চরণ চালিয়া ।
 কৃষ্ণ আগমন পথ চাহে নিহারিয়া ॥
 বামকর পল্লবে অলকাবলী তুলি ।
 কটাক্ষে নৃপতিগণে চাহিল সুন্দরী ॥
 হেনকালে দেখিল অচ্যুত নিজপতি ।
 আপনে উঠিতে রথে করিল যুগতি ॥
 তবে কৃষ্ণ হরিয়া তুলিলা নিজরণে ।
 বিপক্ষ নৃপতিগণ চাহে চারিভিতে ॥
 গজ-উল্লান্ন রথে তুলিয়া সুন্দরী ।
 চলিলা দ্বারকানাথ পুরুষকেশরী ॥
 সিংহভাগ হরে যেন শূগাল মণ্ডলে ।
 হরিয়া কৃষ্ণদেবী সত্তরেতে চলে ॥
 সৈন্ত লক্ষ্য তাঁর পাছে যান হলধন ।
 দেখিয়া নৃপতিগণ জ্বলিল অন্তর ॥
 জ্ঞানসরু আদি যত নৃপতিমণ্ডল ।
 তারা বলে ধিক্ ধিক্ জীবন বিফল ॥
 বিদ্যামানে গোপে হরি নিল নিজধন ।
 সিংহের ভিতরে যেন শূগালবিজ্রম ॥
 শ্রীবৃত শ্রীগদাধর-পদযুগ জ্ঞান ।
 ভাগবত আচাৰ্য্যের মধু রস গান ॥

(১) গজপতি অর্থে গজাগোহী বোঝা
 বৃত্তিতে হইবে । পাঠান্তর,—“নরপতি” ।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংসাতঃ

সংহিতাত্মকং ব্রহ্মবিজ্ঞানং নবমোহুঃ

ত্রিপঞ্চাশোঃধ্যায়ঃ ॥ ৫৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় ।

সিদ্ধুড়া রাগ ।

মুনি বলে শুন রাজা তার বিবরণ ।
 ক্রোধ করি উঠিল সকল নৃপগণ ।
 নিজ নিজ বলে সৈন্ত সাজিল বিশাল ।
 বিক্রম করিয়া দিল ধনুকে টঙ্কার ।
 ধাইল নৃপতিগণ করিয়া সাজন ।
 বলদেব রহিলা দেখিয়া নৃপগণ ।
 যত্ন সেনাপতিগণ হৈল আশ্রয়ান ।
 তা দেখিয়া নৃপগণ ঘোড়ে চোখ বাণ ।
 শয়-বরিষণ কৈল সৈন্তের উপরে ।
 মেঘ বরিষণে যেন পর্বত-শিখরে ।
 রথের উপরে বিকে রথের সারথি ।
 গণের উপরে বিকে যত গজপতি (১) ।
 ঘোড়ার উপর বিকে ঘোড়া-আসোয়ার ।
 শর বরিষণ কৈল করি অন্ধকার ।
 সকল যাদবগণে আচ্ছাদিল শরে ।
 দেখিয়া ঘেঁষ মুখ চাহে দেবী ডরে ।
 হাঙ্গিয়া গোঁবন্দ বলে না করিও ভর ।
 এখনি বিপক্ষ-সত্তা সব যাবে ক্ষয় ।
 গদ বলভদ্র আদি সেনাপি-গণে ।
 রিপুপরাক্রম দেখি একাধ হৈল মনে ।
 আকর্ণ পুরিয়া দিল ধনুকে টঙ্কার ।
 ষড়িল ভল্লক (২) বাণ পাণ পবন সঞ্চার ।
 কাটিল ঘোড়ার মুণ্ড সারথির শির ।
 শত খান করিয়া কাটিল মহাবীর ।
 কাটিল বখীর মাতা গজরাজ মুণ্ড ।
 ভূমিতলে পড়িল বিস্তর বীরব্রত ।
 কিরাট-কুণ্ডলযুত কোটি কোটি শির ।
 ভূমিতে লোটার কর বীরের শরীর ।
 ধনুকা-গদা অঙ্গ গড়াগড়ি যায় ।
 বীরের মুকুট পাগ ভূমিতে লোটার ।
 সৈন্ত কাটা গেল যত দেখি নৃপগণ ।
 যুদ্ধ তেজি গেল তারা রাখিয়া জীবন ।
 হতভাগ্য শিশুপাল চিত্তিল অস্তরে ।
 ভূমিতে বসিয়া আছে হয়্যা হতবলে ।
 তাহার নিকটে গিয়া বস নৃপগণে ।
 শান্তিয়া প্রবোধ দিল মধুর বচনে ।

শুন শুন মহাবীর বিবাদ না কর ।
 বীর হয়্যা কেনে তুমি মনে দুঃখ ধর ।
 প্রিয়াপিয় সুখ দুঃখ অদৃষ্ট-ঘটনা ।
 ক্ষণে হারি ক্ষণে জিনি বিধির যোজনা ।
 দৈবর ইচ্ছায় আমি সব নৃত্য করি ।
 কুহকে নাচায় যেন কাষ্ঠের পুতলি ।
 দৈবর অধীন সব জানিহ সংসার ।
 দৈবনির্ধিত সু-দুঃখ ব্যবহার ।
 তেহঁশ অকৌহিনী সেনা করিয়া সাজন ।
 অষ্টাদশবার আমি কৈলু মহারণ ।
 হারিয়া সকল যুদ্ধ আইল বান্ধবার ।
 সবে একবার যুদ্ধ জিনিলু তাহার ।
 তথাপি না করি শোক না করি হরিষ ।
 ভাল কর্ম অদৃষ্টে করা বিমরিষ । (১)
 সহজে অলপ লোক যুদ্ধগণে বলি ।
 তাহাতে সহায় তার গোপ তি হরি ।
 এই বড় অপমান তার সহৈ রণ ।
 তাথে আমি সব হারি বিধিবিড়ম্বন ।
 এক এক বীরে পৃথু জিনিবারে পারে ।
 হন বীর গোয়ালার যুদ্ধ গিয়া হারে ।
 এখনে জিনিল তার অদৃষ্ট পধান ।
 গোয়াল জিনিব তাথে কোন বড় জ্ঞান ।
 শুভকালে আমি সব জিনিব হজিতে ।
 এখনে ডাচত নম্ বিবাদ করিতে ।
 জরাসন্ধ আদি কবি যত নৃপগণে ।
 শিশুপালে প্রবোধ । এতেক বচনে ।
 যে কিছু চাইল সৈন্ত রণ অবশেষ ।
 তাহা লঞ নৃপ গেলো নিজ দেশ ।
 রম্মা ক্রোধে কম্পমান সন্তোষে না পারে ।
 প্রতিজ্ঞা করিল গিয়া সশর ভিতরে ।
 ক্রমেণে নারিয়া যাদ না আমি রায়গী ।
 না আসিমু কুণ্ডলনগরে মোর সত্য বাণী ।
 এ বোল বুলিয়া বার লেল শরাসন ।
 অস্ত্রেতে করিল দিব্য অস্ত্রের কাছন ।
 এক অকৌহিনী সেনা সাজিল বাছিয়া ।
 চলিল ভীষক-হুত প্রতিজ্ঞা করিয়া ।

(১) গজারোহী বোঝা এই অর্থ বুঝিতে হইবে ।

(২) পাঠান্তর—“ধনুকে” ।

(১) পাঠান্তর—“বিপরীত”

রূপের উপরে গীর চাটিয়া সত্বরে ।
গঙ্গা বীর ১৬ বিধা বোলয়ে সাধিখরে ॥ (১)
শুনরে স'বাং বথ চালাই সত্বরে ।
শ্রুত ০য়া যাহ রক্ষ গোপের গোচর ॥
গোপভাতি হ্যাং তার এত অহঙ্কার ।
হরিয়া নঞল ষ্ট ভগিনী আমার ॥
আজি দর্প মুঞি তার করিব সংহার ।
তবে জানি আমার বচন চমৎকার (২) ॥
ডাকিতে ডাকিতে বীর যায় এক রথে ।
রহ রহ আরে কৃষ্ণ যাইবি কোন পথে ॥
এ বোল বলিয়া দিল ধমুকে টঙ্কার ।
তিন গোটা বাণ তাথে যুড়িল বিশাল ॥
ডাকিয়া বোলয়ে তবে ভীষ্মকতনয় ।
রহ কৃষ্ণ আজি তোম ফলিব সংশয় ॥
রহ রহ ক্ষণেক পলাঞা যাবে কতি ।
বহুবুলে কলঙ্ক রাখিলে যদরতি ॥
কাকে যেন হরিয়া পলায় যজ্ঞভাগ ।
ভগিনী হরিয়া মোর নিবে হেন সাধ ॥
কপটে তুঝিয়া ঙ্গি জিনিস সংগ্রাম ।
আতি তোম দর্প চূর্ণ ররেণ বিজ্ঞমান ॥
যাবত কাটিয়া তোম প্রাণ নাহি হরো ।
ভাব্য ভগিনী দেহ প্রাণ রক্ষা করো ॥
তনিকা এ সব বাণী হাঙ্গে ভগান ।
বামহস্ত দিয়া কৃষ্ণ তোলে ধমুখান ॥
একবারে বাছিয়া যুড়িল চোখবাণ ।
ছয় বাণে ধমু গাও কৈল ছয়খান ॥
অষ্ট বাণে কৃষ্ণগীর বিকিল মর্ষ স্থানে । (৩)
চারি বোড়া বিকল্প নাড়িল চারি বাণে ॥
ছই বাণে সাধির বহিল পরাণ ।
তিন বাণে ধ্বজ কাটি কৈল তিনপান ॥
আর এক ধমু বীর তুলিলা বাছিয়া ।
পঞ্চ বাণ যুগে তাথে সন্ধান পুরিয়া ॥
কৃষ্ণের উপরে বাণ করয়ে প্রহার ।
হেনকালে ধমুখান কাটিল তাহার ॥
তবে আর ধমু লৈল কাটিল শ্রীহরি ।
তবে আর বিশাল মুখল নিল তুলি ॥

তবে শূল তুলি আয় বজা চর্ম ধরে ।
শক্তি তোমর বীর তোলে বারেবারে ॥
যত-যত অস্ত্র তোলে করিয়া সন্ধান ।
জীলায় সকল অস্ত্র কাটে ভগবান ॥
রথে হৈতে নাশে তবে খজা চর্ম হাতে ।
খাঞা যায় দুরাচার কৃষ্ণের সাক্ষাতে ॥
খজা তুলি ধায় বীর মারিবার তরে ।
পতঙ্গ মরিতে যেন ধাইল অনলে ॥
তলে কৃষ্ণ ধমুকে যুড়িল চোখ বাণ
খাণ্ডা ঢাল কাটি কৈল তিল পরমাণ ॥
ক্রোধ করি খজা নিল কাটিবার মনে ।
দেখিয়া কৃষ্ণগীর দেবী ধরিল চরণে ॥
দেব-দেব যোগেশ্বর অমোঘ বিহার ।
না মারিহ ভাই মোর রাখ একবার ॥
তরাসে কম্পিত অঙ্গ শুখায় বদন ।
আউলাইল বস্ত্র মুখে না সরে বচন । (১)
চরণে পড়িয়া দেবী বলে কাঙাণী । (২)
দেখিয়া দেবীর হুঃখ দেব চক্রপাণি ॥
পেলিয়া হস্তের খজা প্রভু দয়াময় ।
বস্ত্র দিয়া নিখাসে বাকিল দুরাশয় ॥
বীর অভয় তার সব কৈল দূর ।
ঠাঞি ঠাঞি রাখিয়া মুণ্ডল দাড়ি চুল ॥
হেনকালে বলদেব সঙ্গে বোরগণ ।
কৃষ্ণার যতেক সৈন্ত করি নিপাতন ॥
আসিয়া দেখিল তবে কৃষ্ণার দুর্গতি ।
চারিভিতে বেচিয়া দাণ্ডায় সেনাপতি (৩) ॥
বন্ধন বসায়্য তার বলভদ্রায় ।
হেন কি কুচ্ছিত কর্ম করিতে যুয়ায় ॥
বলিলা কৃষ্ণেরে কিছু তৎসন বিশেষ ।
কেনে হেন অপকর্ম কৈলে হবীকেশ ॥
বন্ধুজন-মুণ্ডন মরণ সমতুল ।
তুমি হঞা কেন তব কৈলে এতদূর ॥
তবে কৃষ্ণগীর তরে বলে যতপতি ।
ক্রোধ না করিহ তুমি কুলবতী সত্যী ॥
সুখ হুঃখ কারে কেহ দিতে নাহি পারে ।
সকলোক নিজ নিজ কর্মভোগ করে ॥

(১) "ডাকি কি বোলে তবে সারথির তরে"

(২) "তবে সে জানিব মোর বল চমৎকার ।"

(৩) পাঠান্তর,—"অষ্টস্থানে ।"

কাটা গেল মুখল তুলিল পট্টখান ।

কাটিয়া গোবিন্দ কৈলা তিল পরমাণ ॥

(১) পাঠান্তর,—

"বসিল বদন কেশ না সরে বচন ।"

(২) পাঠান্তর,—"কোন বাণী ।"

(৩) পাঠান্তর,—

"চারিভিতে বেচিয়া দেখয়ে সেনাপতি" ॥

বধযোগ্য হয় যদি নিজ বন্ধুজন ।
 তমু তার বধ না বরিষে অকারণ ॥
 তার দোষে করিয়ে তাহারে পরিত্যাগ ।
 মরা যদি মারি তবে কিবা কার্যভাগ (১) ॥
 কিন্তু ক্ষত্রী কুলধর্ম ব্রহ্মার নির্মাণ ।
 তাই চায়া তাই-বধ করে বিজ্ঞান ।
 স্ত্রী রা ১ বিত্তভূমি সম্পদ বারণে ।
 একে এক মারিয়া মরয়ে অভিমানে ॥
 বিষ্ণুমায়া কলিত অজ্ঞান মোহময় ।
 শত্রুমিত্র নিরুপর নানা বুদ্ধি হয় ॥
 এক আত্মা নানা ভেদ দেখে মুঢ় জনে ।
 এক স্বর্ঘ্য দেখি যেন নানা স্থানে স্থানে ॥
 অপর অমর আত্মা নাচি তার ভেদ ।
 পঞ্চভূতময় দেহে দেখি পরিচ্ছেদ ॥
 অজ্ঞানকলিত দেবি (১) স্রীবেদ সংশয় ।
 অজর অমর আত্মা শুদ্ধ অধিকার ॥
 অসত্য শরীরে নাহি আত্মার সংযোগ ।
 দেহের বিচ্ছেদ নাহি আত্মার বিয়োগ ॥
 দেহ যোগ-কারণে আত্মার পরিচয় ।
 রবির প্রকাশে যেন চক্ষু রূপ লয় ॥
 শরীর বিকারযুক্ত আত্মা নির্বিকার ।
 চক্ষু কলা জন্মে যেন মরে আরবার ॥
 পরিপূর্ণ চক্ষু তার নাহি বুদ্ধি হ্রাস ।
 পরিপূর্ণ আত্মা সতে দেহের বিনাশ ॥
 না বুঝিয়া ভ্রমে লোক অসত্য সংসারে ।
 স্বপনে পুরুষ যেন কামভোব করে ।
 এ বোল বুঝিয়া দেবি শোক পরিহর ।
 তত্ত্বজ্ঞান ধরি তুমি চিন্ত স্থির কর ॥
 এতেক বচন বুলি প্রবোধিল রামে ।
 চিন্ত নিবারণী দেবী কৈল সমাধানে ॥
 তবে কল্পী বলভদ্র দিলেন ছাড়িয়া ।
 হতবুদ্ধি হয়্যা গেল প্রাণ মাত্র লয়্যা ॥
 মারিন সকল শৈশব বলভদ্র-রণে ।
 আত্ম-বিভূষন কৈল ভগবানে (২) ॥
 ব্যর্থ হৈল চিন্তের সকল অধীকার ।
 প্রাণ লয়্যা কেবল চলিল ছুরাচার ॥

(১) পাঠান্তর,—“কার্যভাভ” ।

(২) পাঠান্তর,—“দৈব” ।

(৩) পাঠান্তর,—

“অপমান করিলেন প্রভু নারায়ণে” ।

ভেড়কোট নামে কৈল পুরী নিয়মাণ ।
 তথাই শহিল গিয়া পায়া অপমান ॥
 যাবত ব্রহ্মত ক্রমে পানে নাহি হানো ।
 যাবত লগনী উদ্ধারিয়া নাহি আনো ॥
 তাবত কুণ্ডিনপুতী না দেখিব আর ।
 ভো কোট-পুর-বাস কৈল অদৌকার ॥
 এ বোল বুঝিয়া কৈল পুর পরবেশ ।
 দ্বারকা নগরে গেলা প্রভু স্বর্ঘ্যকেশ ॥
 স্তবকালে বিভা কৈল বিধি অনুসারে ।
 বিবিধ উৎসব হৈল প্রতি ঘরে ঘরে ॥
 পুরিল দ্বারকাপুরী আনন্দ-মঙ্গলে ।
 নরনারী হরযিত আনন্দে বিহবলে ॥ (১)
 বিবিধ যৌতুক আনি দিল পুরজনে ।
 ধ্বজ পতাকায় কৈল পুরী নিয়মাণে ॥ (২)
 বিচি এ অম্বর মালা রতন তোষণ ।
 ছয়ারে ছয়ারে হেমঘট আরোপণ ॥
 ধূপ দীপ বিরাজিত দ্বারকানগর ।
 প্রতিঘরে প্রতিপুরে আনন্দ-মঙ্গল ॥
 রাজপথে পুরপথে চন্দনের ছড়া ।
 ফলকে ফলকে চলে নানা বর্ণে ঘোড়া ॥
 মস্ত গজ-মদ-জলে কদম উঠিল ।
 লুপগণে যতুগুরী পুরিয়া রহিল ॥
 সর্বলোক আনন্দিত সিস্ত (৩) বদন ।
 নানা পার্শ্বাস কথা হইল সম্ভাষণ ॥
 আগিয়া বিদর্ভ রাজ্য কৈল কতাদান ।
 বিবিধ যৌতুক দিল মহামতিমান ॥
 এইরূপে বিভা হৈল লক্ষ্মী নারায়ণে ।
 বিহরে দ্বারকানাথ দ্বারকা ভুবনে ॥
 কৃষ্ণগী-হরণ কথা শুনি লুপগণ ।
 রাজপুত্র রাজকন্তা নরনারীগণ ॥
 বিস্ময় ভাবিয়া লাগে হৈল চমকিত ।
 কহিল কৃষ্ণগী দেবী-হরণ চারিত ॥
 হরিবংশে কহিলেন করিয়া বিস্তার ।
 ভাগবতে কহি সার করিয়া উদ্ধার ॥
 ভাগবত আচার্য্যের মধুরস বাণী ।
 কৃষ্ণগী-হরণ-কথা প্রেমতরঙ্গিনী ॥

(১) পাঠান্তর,—“কৌতুকে বিহরে”

(২) পাঠান্তর,—“পুরী শোভনে” ।

(৩) পাঠান্তর,—“মুদিত” ।

ইতি ভাগবতে ব্রহ্মপুরাণে পারমহংসোঃ সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং

দশমস্কন্ধে চতুঃপঞ্চাশোঃ অধ্যায়ঃ ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় ।

বসন্ত রাগ :

শুকমুনি বলে রাজ্য পুন পরীক্ষিত ।
অতি অদভূত কথা স্বরকা চরিত ॥
পূরবে আছিল কাম বাসুদেব-আশ ॥
হর-ক্ৰোধানন্দে তিহুয়াছিল ভয় ॥
শবীর ধরিতে পুনরপি ইচ্ছা কৈল ।
কৃষ্ণকলেবরে আসি পরবেশ কৈল ॥
কুন্সিনীর গড়ে তাঁর হৈল অবতার ॥
প্রহ্লাদ তাঁহার নাম কৃষ্ণের কুমার ॥
আছিল শঙ্খ নামে এক মহাসুর ॥
নানা মায়াবিশাদ পরম নিষ্ঠুর ॥
শত্রু ভয়া জনমিবে কৃষ্ণের নন্দন ॥
সাবধানে আছে তার পানিঞা কারণ ॥
জনমিল শিশু দশ দিন নাহি পুরে ।
কামরূপ ধরি পুর পরবেশ করে ॥
ছাওয়াল হরিয়া নিঞা ফেলিল সাগরে ॥
সাগরের জলে ছাওয়াল নাহি মরে ।
ছাওয়ালে গিলিল এক মৎস্ত বলবানে ॥
জলে মৎস্ত বন্দী কৈল মৎস্তজীবীগণে ॥
মৎস্ত আনি দিল শঙ্খবের বিদ্যমান ॥
শঙ্খের চিন্তে হৈল অধৃত গেষ্মানে ॥
মৎস্ত লয়্যা গেল তবে স্থপকারগণে ॥
খজা দিয়া মৎস্ত কাটি কৈল খানখানে ॥
মৎস্তের উদরে তারা ছাওয়াল দেখিল ॥
মায়াবতী বিদ্যমান শিশু নঞা দিল ॥
শিশু দেখি মায়াবতী শঙ্কা পাঠিল মনে ॥
নারদ আসিয়া তত্ত্ব কহিল তখনে ॥
যে নাম বালক যেনরূপে উপাদান ॥
যেক্রমে শঙ্খ হবি নিল বিদ্যমান ॥
যেনরূপে পরবেশ মৎস্তের উদরে ॥
কহিল সকল তত্ত্ব মুনি যোগেশ্বরে ॥
সে-বোল শুনিঞা মায়াবতী হরষিতা ॥
পূরবে আছিল তাঁহো কামেব বিনতা ॥
রতি নাম তাঁহার পরম রূপবতী ॥
অবধি করিয়া রহে জনমিব পতি ॥ (১)
শঙ্খের ঘরে রহে ধরে মায়াবেশ ॥
শুনিল নারদমুখে পরম বিশেষ ॥

জানিঞা শিশুর তত্ত্ব করয়ে পালন ।
দিনে দিনে বাটে শিশু সর্ব শুল্কণ ॥
অল্প দিবসে হৈল যৌবন সঞ্চার ॥
মহাভূঃ মহাবল বিক্রমে বিশাল ॥
সাক্ষাৎ মদন যেন দিল দরশন ॥
দেখিয়া নারীর চিত্ত যোহে (১) সেইক্ষণ ॥
অমল কমল-পত্র নয়ন সুন্দর ॥
আজ্ঞামূলস্থিত ভূজ অঙ্গ মনোহর ॥
দেখিয়া স্বামীর নব যৌবন বিলাস ॥
মাতৃভাব তেজি রতি দিল পরকাশ ॥
বধিয়া সুরভি সহ রহে সন্নিধান ॥
দেখিয়া কি বলে তবে কাম পঞ্চবাণ ॥
মাতৃভাব তেজিয়া কামিনী ভাব ধর ॥
মা হইয়া কেন তুমি ছেন কর্ষ কর ॥
রতি বলে তুমি নাথ স্বামী যে আমার ॥
রতি নামে হই আমি রমণী তোমার ॥
যখনে তোমার দশ দিন নাহি পুরে ॥
তুমি নারায়ণসুত হরিল শঙ্করে ॥
দৈবযোগে লাগ পাইলু মৎস্তের উদরে (২) ॥
তুমি গিয়া মার এই শঙ্খ অশুরে ॥
শঙ্খ তোমার রিপু নানা মায়া পনে ॥
তুমিহ মায়ায় তারে মাঝে য-গণে (৩) ॥
তোমার জননী নাথ শে'কেতে আতুরা ॥
৪৩ সূতা দেখু যেন সতত বাঁকুলা ॥
এতেক বচন বলি রতি মায়াবতী ॥
মহামায়া বিদ্যা তারে দিলা যোগগতি ॥
তবে গেলা প্রহ্লাদ শঙ্খ বিজ্ঞমান ॥
ভাকিয়া কি বলে তবে বীরের প্রধান ॥
আবে রে শঙ্খ অশুর দুঃখার ॥
আসিয়া সংগ্রাম কর অণে তে আমার ॥
নহে বা যখনে তোর হরির জীবন ॥
নহে বেটা যোর সহে করিয়া রণ ॥
অসহ বচন শুনি শঙ্খ অশুর ॥
বীরদর্প করি বীর ডাকিল নিষ্ঠুর ॥

(১) পাঠান্তর,—“হবে” ।

(২) দৈবযোগে পাইল তোমা মৎস্তের উদরে” ।

(৩) পাঠান্তর,—“পর্যবে” ।

(১) স্বামী জনমিব এই করিয়া অবধি ।

পদাঘাতে যেন ফণধরে ক্রোধ করে।
 ক্রোধ করি মহাবীর উঠিল সত্তরে।
 প্রলয় কাণ্ডে যেন জলন্ত অনিল।
 গদা হাতে করি বীর নাখিলা সত্তর।
 গদাপাট তুলিয়া স্রময়ে মহাবীর।
 রহ রহ আরে বেটা রণে হও স্থির।
 নির্ধাত নিষ্ঠুর ঘোর শব্দ করিয়া।
 পেলিয়া মারিল গদ এ বোল বুলিয়া।
 গদাপাট পড়িল দেখিয়া ভগবান।
 তুলিয়া আপন গদা বীরের প্রধান।
 গদায় কাটিয়া গদা কৈল খণ্ড খণ্ড।
 আকর্ণ পুরিয়া কৈল শব্দে প্রচণ্ড।
 তবে কোন কৰ্ম করে দৈত্য দুরাশয়।
 ময়বিনির্মিত মায়া করিয়া আশ্রয়।
 শিলা-বরষণ করে কামের উপরে।
 উড়ায় কুল্লিণী স্রুত এ গাছ পাথরে।
 তবে কোন কৰ্ম করে গোবিন্দনন্দন।
 সঙ্ঘময়ী মহাবিদ্যা কৈল স্রুতরণ।
 খণ্ডিল অসুর মায়া শিলা বরষণ।
 তবে নানা মায়া করে অসুর স্বজন।
 গন্ধর্ব্ব অসুর নাগ পিশাচের মায়া।
 শত শত সৃজিলেক ক্রোধপর হুয়া।
 সকল আসুরী মায়া করিয়া খণ্ডন।
 ভীষ্ম খড্গা নিল তবে কৃষ্ণের নন্দন।
 মুকুট কুণ্ডল সহে শঙ্খের শির।
 ভূমিতলে কাটিয়া পাড়িলা মহাবীর।
 পড়িল শঙ্খ বীর দেবের হরিষ।
 তুনিঞা অসুরগণে করে বিমরিষ।
 দেবগণে স্তুতি করে পুষ্প বরষণ।
 বখিল শঙ্খ বীর কৃষ্ণের নন্দন।
 কোন কৰ্ম করে তবে রতি মায়াবতী।
 চলিল আকাশপথে লয়া নিজপতি।
 আনিল ঝারকাগুরী আঁখির নিমিষে।
 রতিপতি রতি কৈল পুর-পরবেশে।
 জলধর-শ্রাম-তনু রাজীব-লোচন
 আভাষলম্বিত ভূজ মুদিত বদন।
 পীতবস্ত্র পরিধান মন্দ মন্দ হাস।
 বিলোল অলকাবলি কপোল-বিলাস।
 পুরনারী কৃষ্ণ হেন মানিঞা ভীহারে।

ভজায় লুকাই তারা চিনিতে না পারে।
 অলপে য পে বৈলা ভিন্ন অমুমান।
 ধীবে ধীবে নাবীগণ গেগা সন্নিধান।
 সোভরিলা কুল্লিণী দেবী আপন তনয়।
 পুত্র প্রেম উপস্থিত আনন্দ হৃদয়।
 নিকটে দাড়ায়া দেবী কি বলে বচন।
 কোথা হৈতে আইলা এথা পুরুষ-রতন।
 নবঘন শ্রাম তনু রাজীব-লোচন।
 পরম সুন্দর মহাপুরুষ লক্ষণ।
 কাহার তনয় হয় কিবা নাম ধরে।
 কোন পুণ্যবতী গণে ধরিল ইহারে।
 মোর পুত্র নষ্ট হৈল হরিল অংগে।
 যদি বা কোথাতে জীয়ে কোন পুণ্যকলে।

হেন হয় ইহারি সমান রূপ বেশ।
 হরিণ অসুরে তার না পাই উদ্দেশ।
 ইহাতে কৃষ্ণের সম কেনে রূপ-দেখি।
 আকৃতি প্রকৃতি যেন কৃষ্ণ যেন লখি।
 এই না হাওয়াও হয় লগ মোর মতি।
 ইহারে বাচয়ে মোর অধিক পীড়তি।
 এইরূপে করে দেবী নানা অমুমান।
 হেনকালে গেলা তথা প্রভু ভগবান।
 দাড়ায়া রহিলা গিয়া পত্ন যদুমনি।
 তত্ব কিছু না বুঝিলা সর্ব তত্ত্ব জানি।
 বসুদেব দৈবকী যতেক পূরজনে।
 সকনে দেখিতে গেলা হরষিত মনে।
 কহিল নারদে আসি তাহার কারণ।
 শঙ্খ হরণ-আদি যত বিবরণ।
 তুনিঞা সকল লোক হৈলা চমকিত।
 বিশ্বম ভাবিয়া পাণ্ডে হৈলা হরষিত।
 পুত্র কোলে করি দেবী দিল আলিঙ্গন।
 হরিষে পুরিল তনু চাঞ্চল বদন।
 বসুদেব দৈবকী আর আপনে শ্রীহরি।
 অধিক আনন্দসিদ্ধ পুত্র কোলে করি।
 নষ্ট পুত্র প্রত্যায়ে লভিয়া প্রবজনে।
 পুজিয়া মন্দিরে নিল হরষিত মনে।
 কহিল শঙ্খ-বধ প্রত্যাশ-চরিত।
 তুনিলে সম্পদ হয় হরণে ছুরিত।
 ভাগবত-আচার্যের মধুরল-বাণী।
 প্রত্যাশচরিত কথা প্রেমতরঙ্গিনী।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পার্বদ্ব্যংস্তাং সহিত্যায়ৈ বৈয়াসিক্যাং

দশমস্কন্ধে পঞ্চলকোশোধ্যায়ঃ ॥ ৫৫ ॥

শট্‌গুণ্য অধ্যায় ।

তুড়ি রাগ ।

সত্রোজিত অপরাধ করিতে খণ্ডন ।
 আপনে আনিঞা কত্কা কৈল সমর্পণ ॥
 স্তম্ভক-মণি দিয়া কৈলা পরিহার ।
 কত্কা নিল কৃষ্ণ মণি না লৈল তাহার ॥
 তবে রাজা জিজ্ঞাসিল ভাবিয়া বিস্ময় ।
 সত্রোজিত কোন পাপ কৈলা অতিশয় ॥
 আপনে আগিয়া কত্কা দিল কি কারণে ।
 স্তম্ভক-মণি সে পাইল কোন স্থানে ॥
 মুনি বলে শুন রাজা হয়্যা সাবধান ।
 কহিব তোমায়ে স্তম্ভক-উপাখ্যান ॥
 আছিল পুরুষ এক সত্রোজিত নাম ।
 সূর্য্যোন্নয় পরম সখা ভকতপ্রধান ॥
 তুষ্ট হয়্যা মণি তায়ে দিলা দিনকরে ।
 মণি কঠে করি সত্রোজিত যায় ঘরে ॥
 প্রবেশ করিল গিয়া দ্বারকামণ্ডলে ॥
 তার তেজ কোন লোক সহিতে না পারে ॥
 অদভূত দেখি লোক ধৈর্য্যা গিয়া চায় ।
 দূরে থেকে তার তেজ সহনে না যায় ॥
 দ্যুত-খেলা করেন আপনে ভগবান্ ।
 ধৈর্য্যা গিয়া সৰ্বলোক কহে বিভ্রমান ॥
 নমো নারায়ণ শঙ্খ-চক্ৰ গদাধর ।
 অরবিন্দ-লোচন গোবিন্দ দাখোদর ॥
 নিকটে আসিয়া সূর্য্য দিলা দর্শন ।
 তোমায়ে দেখিতে হৈল সূর্য্য-আগমন ॥
 দেবগণ তোমায়ে দেখিতে যাজ্ঞ করে ।
 ধরিয়া গোপত বেশ আঁড় যহুকূলে ॥
 শুনিঞা লোকের বাণী হাসে নারায়ণ ।
 তুমি সব তার কিছু না নানি মরম ॥
 মণি লয়্যা সত্রোজিত যায় নিজঘরে ।
 স্তম্ভক-মণি তায়ে দিলা দিবাকরে ॥
 সত্রোজিত নিজপুরে কৈলা পরবেশ ।
 আনন্দ উৎসব কৈল মঙ্গল বিশেষ ॥
 দেবঘরে মণি লয়্যা স্থাপিল ব্রাহ্মণে ।
 অষ্টতার কাঞ্চন প্রসবে দিনে-দিনে ॥
 ছত্ৰিক আয়ত্বে সর্প আদি ব্যাধি তয় ।
 সে মণি যথাতে থাকে গ্রহপীড়া নয় ॥

এক দিন কৃষ্ণ মণি মাগিলা আপনে ।
 রাজ্যারে দিবার তরে সত্রোজিত স্থানে ॥
 সত্রোজিত না দিল ধনের লোভে মণি ।
 পুনরপি কিছু না বলিল চক্ৰপাণি ॥
 প্রসেন নামেতে সত্রোজিতসহোদর ।
 যুগয়া করিতে গেলা বনের ভিতর ॥
 মণি কঠে ধরি অশ্বে আরোহণ করি ।
 ঘোড়া সহ বনে তায়ে মারিল কেশরী ॥
 প্রসেন মারিয়া সিংহ মণি লয়্যা যায় ।
 হেনকালে জাম্ববান তার লাগ পায় ॥
 সিংহ মারি মণি লয়্যা গেল জাম্ববান্ ।
 স্রুড়ঙ্গে প্রবেশ কৈলা বীরের প্রধান ॥
 ছাওয়ালে খেলিতে দিল সেই মণি লঞা ।
 সত্রোজিত মনে চিন্তে ভাই না দেখিয়া ॥
 অত্র কেহ নাহি বধে মোর সহোদর ।
 প্রসেন বধিয়া মণি নিল গদাধর ॥
 এই কথা লোকে সব করে কণাকণি । (১)
 আপনার নিন্দা কৃষ্ণ শুনিল পানি ॥
 করিবারে চাহে কৃষ্ণ হৃষীকেশ ॥
 চলিলা বিবিধ সৈন্ত করিয়া সাজন ॥
 প্রসেনের পথে গেলা সেই অমুসারে ।
 প্রসেন পাড়িয়া আছে বনের ভিতরে ॥
 প্রসেনে মারিয়া সিংহ লয়্যা গেল মণি ।
 সগণে চলিলা কৃষ্ণ তার তত্ত্ব জানি ॥
 বনে বনে যায় কৃষ্ণ সিংহ অমুসারে ।
 ময়া সিংহ পাড়ি আছে পর্কত শিখরে ॥ (২)
 সিংহ মারি মণি লয়্যা গেল জাম্ববান ।
 জানিল সকল তত্ত্ব প্রভু ভগবান্ ॥
 বাহিরে সকল সৈন্ত থুয়া হবীকেশ ।
 স্রুড়ঙ্গ ভিতরে তবে কৈলা পরবেশ ॥
 পাতালে প্রবেশ কৈল প্রভু যদুয়ায় ।
 রাজ্যে মণি লয়্যা ছাওয়াল খেলায় ॥

(১) এই বোল সৰ্বলোক জপে স্থানে স্থানে ।

(২) পাঠান্তর,—

ঘোড়া সহ ময়া প্রসেন বনের ভিতরে ॥

তারে দেখি গদাধর যায় কতোদূরে ।

ময়াগিছে পাড়ি আছে পর্কত উপরে ॥

প্রভু মনে কৈল যদি মণি হরিবারে ।
 ষাট্রীমাতা দেখিয়া ডাকিল উচ্চস্বরে ॥
 এ বোল শুনিঞা ক্রোধ কৈল জাহবান ।
 সম্মুখে চলিয়া গেলা কৃষ্ণ সন্নিধান ॥
 দেখিয়া মাহুঘ বেশ কৈলা অবজ্ঞান ।
 বুঝিবার ভরে তবে হৈলা আগ্রহান ॥
 দুই বীরে বাজিল সমর ঘোরতর ।
 অস্ত্রে অস্ত্রে কাটাকাটি মহাভয়ঙ্কর ॥
 গাছ পাথরেতে যুদ্ধ খজো কাটাকাটি ।
 শূল ত্রিশূলের রণ বাণ ছুটাছুটি ॥
 বৃকে বৃকে ঠেলাঠেলি মুষ্টির প্রহার ।
 বাহে বাহে জড়াজড়ি আহব বিশাল ॥
 অষ্টাবিংশ দিন ধরি আছিল সংগ্রাম ।
 রজনী দিবস নাহি তিলেক বিশ্রাম ॥ ()
 লীলার ঘুরয়ে হরি নাহি পরিশ্রম ।
 দিনে-দিনে জাহবান্ কৈলা অবসন্ন ॥
 বজ্রসম যারে কৃষ্ণ মুষ্টির প্রহার ।
 সন্ধিবন্ধ ছিণ্ডি বায় দেখে অন্ধকার ॥
 শ্রমজলে পুরিল সকল কলেবর ।
 যুদ্ধিতে না পারে বীর হৈল হতবল ॥
 তবে বীর জানিল সাক্ষাত ভগবান্ !
 যোর সনে যুদ্ধিতে অস্ত্রের কোন্ প্রাণ ॥
 জানিল সাক্ষাৎ তুমি বিষ্ণু-স্বরূপতি ।
 পুরাণ পুরুষ তুমি ত্রিজগত-পতি ॥
 প্রাণ বল তেজ বীৰ্য্য সকল তোমার ।
 আপনে সৃজিয়া কর আপনে সংহার ॥
 ব্রহ্মা আদি সুরে কর আপনে সৃজন ।
 আপনে সৃজিয়া কর আপনে পালন ॥
 বাহার কিস্তি ক্রোধ-কটাক পাতনে ।
 ভরে সিদ্ধ পথ ছাড়ি দিল সেইকণে ॥
 ইচ্ছা-মাত্র হৈল সেতু-বন্ধ নিরমাণ ।
 রাবণের মুণ্ড কোটি দিল বলিদান ॥
 সেই সে জানকী-পতি যোর প্রাণনাথ ।
 অশেষ কঙ্কণাসিদ্ধ দেখিল সাক্ষাত ॥
 জানিল প্রভুর তত্ত্ব যদি জাহবান্ ।
 হালিয়া উজ্জর তবে দিলা ভগবান্ ।
 করিয়া কমল-করে অঙ্গ মারজন ।
 কৃপায় কি বলে মেঘ-গম্ভীর বচন ॥
 মণি-হেতু আমার এখাতে আগমন ।
 মিথ্যা অপযশ চাহি করিতে খণ্ডন ॥

তবে জাহবান্ যুক্তি কৈল মনে মনে ।
 জাহবতী কস্তা আমি কৈল সমর্পণে ॥
 শুভক্ষণ করি বীর কৈলা কস্তা-দান ।
 কস্তার যৌতুকে দিল রতন-পাথান ॥
 কৃষ্ণের বিলম্ব দেখি গুড়ল ছায়ায় ।
 আছিল সকল লোক বনের ভিতরে ॥
 দ্বাদশ দিবস ধরি বিলম্ব চাহিয়া ।
 চলিল সকল লোক দুঃখ শোক পায়া ॥
 বহুদেব দৈবকী কুন্তীণী বিভ্রমানে ।
 কহিল সকল লোক ষারকা ভুবনে ॥
 সব পুরজন হৈল শোকে অচেতন ।
 বিলাপ করিয়া কান্দে প্রীতি-জনে-জন ॥
 সত্রাজিতে গালি তবে দেয় সর্কলোকে ।
 সন্তত আকুল হৈরা করে দুঃখ শোকে ॥
 সর্কলোক যেলি করে দেবী-উপাসনা ।
 সংকল্প করিয়া করে দুর্গা আরাধনা ॥
 হেনকালে দেব দেব ত্রিভুবন-নাথ ।
 সাধিয়া সকল কাজ কস্তা করি সাথ ॥
 ষারকানগরে আসি দিলা দরশন ।
 দেখিয়া আনন্দ হৈল সব পুরজন ॥
 ঘরে ঘরে পুরে-পুরে আনন্দ বাধাই ।
 সর্কলোকে উৎসব করয়ে সর্ক ঠাঞি ॥
 তবে সভা করিয়া বলিলা জগন্নাথ ।
 সত্রাজিতে ডাক দিয়া আনিলা সাক্ষাতে ॥
 তার হাতে মণি দিঞা প্রভু নারায়ণ ।
 আদি হাতে কহিল সকল বিবরণ ॥
 মণি পাঞা সত্রাজিত হৈল হেট মাথা ।
 লাজে কিছু না বলিলা মনে পাঞা ব্যথা ॥
 মণি লয়া সত্রাজিত গেলা নিজ ঘরে ।
 শোকেতে ব্যাকুল হয়্যা চিন্তে নিরন্তরে ॥
 ঈশ্বরের সনে যোর অমিল বিবাদ ।
 কিঙ্কণে খণ্ডিবে যোর এনা অপরাধ ॥
 কোন কর্মে এসম্ভতা হইবে শ্রীহরি ।
 কোন কর্ম কৈলে লোকে নাহি দেয় গালি ।
 ধনলোভী মুঞি মৃত অতি অগেহান ।
 কোন কর্ম করিয়া তুবিষ ভগবান্ ॥
 সতে যোর আছে এক এই সে উপায় ।
 কস্তা দিলে যদি তুষ্ট হয়ে বহুয়ায় ॥
 এতেক চিন্তিয়া মনে লয়া সত্রাজিত ।
 গোবিন্দ-চরণে লঞা কৈলা সমর্পিত ॥
 মণি সহে কস্তা দিরা কৈলা পরিহার ।
 যোর অপরাধ নাথ কেন একবার ॥

(১) পাঠান্তর,—

“কুখ্য তুকা নাহি পৌছে যুগে অবিস্মান” ।

কহা লৈলা কৃষ্ণ তার না লইলা মণি ।
সত্যতামা বিভা কৈলা প্রভু চক্রপাণি ॥
না নিব তোমার মণি লয়া চল ঘর ।
ধাক্ক হুঁয়োঁর মণি তোমার গোচর ॥
ফলভাগী আমি-সব চিন্তা পরিহর ।
স্বর্গ-ভক্ত তুমি মণি লয়া চল ঘর ॥

সন্তোষ করিয়া পাঠাইলা সজ্জাজিত
দেখিয়া সকল লোক হৈলা আনন্দিত ॥
সত্যতামা বিভা করি প্রভু দ্ববী ১৭ ।
আনন্দ মন্ডলে কৈল পুর-পরবেশ ।
ধীর-শিরোগণি শ্রীল গদাধর জান ।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুর গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে ষট্‌পকাশোহধ্যায়ঃ ॥৫৬॥

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় ।

গান্ধার রাগ ।

মুনি বলে কহি আর অদভূত কথা ।
সাবধানে শুন রাজা কৃষ্ণ-গুণ-গাথা ॥
সর্বভব আনেন সর্বজ-চূড়ামণি ।
ভক্ত নানা নাট করে প্রভু চক্রপাণি ॥
মুখিষ্টির-আদি করি পঞ্চ সহোদর ।
অউঘরে পুড়ি মৈল শুনি গদাধর ॥
কুল-বাবচার হরি করিবার তরে ।
চলিলা হস্তিনাপুরে দুই সহোদরে ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য ভেল দরশন ।
বিহুর গান্ধারী সহে হৈল সন্তোষণ ॥
সকল বান্ধবগণে একত্রে মিলিয়া ।
নানা দুঃখ শোক কৈল বিবাদ ভাবিয়া ॥
ইষ্ট মিত্রে সন্তোষণ কথা অমুসারে ।
কথোদিনি রহিলা বান্ধবগণপুরে ।
হেনকালে কৃতবর্ষা অক্রুর মিলিয়া ।
দুই ৫নে শতধরা আনিল ডাকিয়া ॥
কহিল তাহারে দুই মন্ত্রণাবচন ।
এখনে না লহ মণি হরি কি কারণ ॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া আমা-সত্য বিদ্যমান ।
তবে লঞা করে কৃষ্ণে কহা সম্প্রদান ॥
সজ্জাজিতে পাঠাই ভাইর অমুসারে ।
মণি হরি আন গিয়া এই অবসরে ॥
কৃতবর্ষা অক্রুরের শুনিঞা উত্তর ।
খুজা লয়া শতধরা চলিল সত্বর ॥
সজ্জাজিতে নিদ্রা যায় বধি দুইমতি ।
মণি লয়া দুরাচার গেলা শীঘ্রগতি ॥
বিলাপ করিয়া কান্দে যত নারীগণ ।
সত্যতামা দেবী শুনে বাপের মরণ ॥

মরা বাপ দেখি পাই বিস্তর সন্তাপ ।
হা তাত হা তাত করি করয়ে বিলাপ ॥
কাকুবাদ করি দেবী কান্দিলা বিস্তর ।
তৈলদ্রোণে ধরিয়া বাপের কলেবর ॥
চলিলা হস্তিনাপুরে কৃষ্ণবিদ্যমান ।
বাপের মরণ কথা কৈলা নিবেদনে ॥
সজ্জাজিত-বধ শুনি রাম-দামোদর ।
বিলাপ করিয়া দুই কান্দিলা বিস্তর ॥
নরবেশ ধরি হরি করে নর-লীলা ।
বিবিধ কৌতুক করি করে নানা খেলা ॥
অনিত্য সংসার ছলে জগতে বুঝায় ।
সজ্জাজিতে সর্বলোক সুখ দুঃখ পায় ॥
তবে রাম কৃষ্ণ সত্যতামা তিনজনে ।
হারক। চলিয়া গেলা স্বরিত গমনে ॥
কোন যুক্তি করে তবে প্রভু চক্রপাণি ।
শতধরা মারিয়া হরিয়া নিব মণি ॥
এ বোল শুনিঞা শতধরা দুরাচার ।
পরানে কাতর হয়্যা চিন্তে প্রতিকার ॥
কৃতবর্ষা স্থানে গিয়া কৈলা নিবেদন ।
আমার সহায় হয়্যা রাখহ জীবন ॥
কৃতবর্ষা বলে ইহা ১৭ হয় উচিত ।
ঈশ্বরের সহে কেনে করিব দুরতি ॥
তার সনে বিবাদ করিব কোন জন ।
কেবা নাহি মরে (১) করি ঈশ্বর লজ্জন ॥
যার শেষ করি কংস হায়্য পরাণ ।
জরাসন্ধ হয়্যা কত হারিল সংগ্রাম ॥

(১) পাঠান্তর,—“কেবা প্রাণে জীয়ে” ।

তার সহ আমি কেনে করিব বিবাদ ।
 কোটি কল্পে না ঘুচে দৈব-অপরাধ ॥
 তবে অকুরের ঠাকুর কৈলা নিবেদন ।
 শুনিঞা অকুর তবে কি বোলে বচন ॥
 হরি হরি হেন বাণী কহিতে যুগায় ।
 দৈবের সনে কেবা বিবাদ বাঢ়ায় ॥
 তৃষ্ণা স্থিতি প্রেয়সী লীলায় হয়ে বার ।
 যার মায়া ব্রহ্মা নাহি পারে জানিবার ॥
 সপ্ত বৎসরের শিশু পর্কত তুলিয়া ।
 সপ্ত দিন রহে এক হস্তেতে ধরিয়া ॥
 ছাওয়াল তুলিয়া যেন তোলে ছাতিয়ানা ।
 তার সনে বিবাদ করিব কোন্ জনা ॥
 সে দেব চরণে মোর রহ নমস্কার ।
 অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডপতি অনন্ত-বিহার ॥
 তবে শতধরা বীর কোন্ কর্ম কৈল ।
 অকুরের স্থানে লঞা মণি সমর্পিল ॥
 শতেক যোজনগামী ঘোড়ায় চড়িয়া ।
 যায় শতধরা বীর ঘুরিতে পলায়া ॥
 গরুড়-লাঞ্ছন রথে করি আরোহণ ।
 তাব পাছে ধৈর্য্য যায় গম জনার্দিন ॥
 মনোজব চারি ঘোড়া শৌভ্রগতি যার ।
 রথখান চলে যেন পবন-সঞ্চায় ॥
 শতধরা গেল যদি শতেক-গ্রহর ।
 ঘোড়া পড়ি মৈল তবে বনের ভিতর ॥
 মিথিলায় উপবনে ঘোড়াকে তেজিয়া ।
 ইটিয়া পলায় বনে মনে ভয় পেয়া ॥
 খরতর মহাচক্র নিজ করে ধরি ।
 রথ হতে আপনি নাছিয়া শ্রীহরি ॥
 চক্রে শির কাটিয়া বসন বিচারিল ।
 বস্ত্রের ভিতরে তার মণি না পাইল ॥
 তবে কৃষ্ণ গিয়া কহে বলভদ্র-স্থানে ।
 মিথ্যা যে শতধরা বধিলু পরাণে ॥
 মণি তার স্থানে নাহি চাহিলু বিচারি ।
 তবে রাম কহিলা কিঞ্চিৎ ক্রোধ করি ॥
 না জানি কাহার স্থানে মণিরাজ থুয়া ।
 শতধরা আইল এথা মনে ভয় পায়্যা ॥
 তথা গিয়া মণি চাহ যাহ নিজপুরে ।
 আমি কথোদিন রহি বিদেহ-নগরে ॥
 দেখিতে আমার ইচ্ছা মিথিলা নগরী ।
 তুমি রথে চটি কৃষ্ণ যাই নিজপুরী ॥
 এতেক বচন কহি হলধর রায় ।
 মিথিলা প্রবেশ করি রাজপুরে যায় ॥

দেখিয়া জনক রাজা হরষিত মনে ।
 পাশ্চ অর্ঘ্য দিয়া রামে পূজিল বিধানে ॥
 দিব্য গন্ধ মালা দিয়া বসন ভূষণ ।
 পূজিল জনক রাজা রামের চরণ ॥
 কথোদিন তথাতে রহিলা বলরাম ।
 জনকের পারিত করিলা অধিরাম ॥
 তবে সুবোধন গেলা মিথিলানগরে ।
 পূজিলা জনক রাজা পরম আদরে ॥
 গদা শিলা কৈলা রাজা বলভদ্র স্থানে ।
 কোতুকে রহিলা রাম ইষ্ট সজ্জাঘণে ॥
 কৃষ্ণ উত্তরিল গিয়া দ্বারবা ভুবনে ।
 কহিল সকল কথা লোক বিজ্ঞানে ॥
 সত্যতামা দেবী সজ্জাঘিয়া বদ্বর ।
 পোড়াইল নঞা সজ্জাজিত কলেবর ॥
 বহুগণ দিয়া পরলোকে সমুচিত ।
 করায় সকল কর্ম বিধানবিহিত ॥
 শতধরা বধ কৈলা প্রভু চক্রপাণি ।
 কৃতবর্মা অকুরে শুনিলা হেন বাণী ॥
 তন্ন পায়্যা তারা পালাইল দুইজনে ।
 দ্বারকা ছাড়িয়া গেলা ঘুরিত গমনে ॥
 হেনকালে দ্বারকাতে হইল উৎপাত ।
 ভূমিকম্প দ্রুতিক অরিষ্ট বজ্রপাত ॥
 দ্বারকা তেজিয়া যদি অকুর চলিল ।
 বহুবিধ উতপাত দ্বারকায় হৈল ॥
 না জানিয়া কহে কেহো হেন মনে গণে ।
 তারা সব কক্ষের মহিমা নাহি জানে ॥
 যার নাম শ্রবণে অশেষ বিস্তর হরে ।
 ছেন প্রভু বৈসে যথা যোগ-যোগেশ্বরে ॥
 ছেন কি তাগাতে বটে অরিষ্ট সঞ্চার ।
 না বুঝিয়া কেহ কেহ করে অজীকার ॥
 অনাবৃষ্টি পুরুষে আলি কাশীপুরে ।
 স্বয়ংক আনিঞা কস্তা দিল কাশীপুরে ॥
 তবে কাশীপুরে হৈল মেঘ-বরিষণ ।
 তার পুত্র অকুর বৈষ্ণব মহাজন ॥
 যথাতে অকুর থাকে মাছি উতপাত ।
 দ্রুতিক অরিষ্ট নহে না হয় নির্ধাত ॥ (১)
 এইরূপে বৃদ্ধগণে বলে অমুক্ষণ ।
 পরমার্থ নহে কিছু সে সব কারণ ॥
 বৃদ্ধগণ বচন শুনিঞা যত্নরায় ।
 যতন করিয়া তবে অকুরে আনায় ॥

তবে অকুরের সনে করি সন্তাষণে ।
 কুশল জিজ্ঞাসা কৈলা বিনয় বচনে ॥
 হাথাহাথি করিয়া কহিল প্রিয় কথা ।
 জানিঞাহ জিজ্ঞাসিল সৰ্ব চিন্তাজাতা ॥
 শতধরা মণি থুইল তোমা বিদ্যমানে ।
 পুরুষেই আমি তাহা নি ভাল মনে ॥
 অনপত্য হয়্যা দৈবে মেল সত্রোজিত ।
 কস্তার পুত্রের হয় ত্রাস সমুচিত ॥
 তথাপি আমার তাথে নাহি কিছু দায় ।
 আমার অগ্রজ তাই প্রতীত না যায় ॥
 খসার্যা দেখাহ মণি লোক-বিন্ধ্যমানে ।
 জাহ্নুক ইহার মৰ্ম সৰ্ব পুরজনে ॥
 কাকন নিশ্চিত বেদি কাকনের ঘরে ।
 মণির প্রসাদে যজ্ঞ কর নিরন্তরে ॥
 হস্তে করি সকলে দেখাহ তুমি মণি ।
 ভ্রাতা বলরামে যেন রহে তত্ত্ব জানি ॥
 শুনিঞা অকুর মনে বড় পাইল লাজ ।
 কোঁচা হৈতে খসার্যা দেখায় মণিরাজ ॥
 পৃথ্যসম তেজ মণি দিল কৃষ্ণহাতে ।

হস্তে করি মণি দেখাইল অগস্ত্যে ॥
 আপনার অপবন করিয়া খণ্ডনে ।
 পুনরপি দিলা মণি অকুরের স্থানে ॥
 অৰ্থ হৈতে অনর্থ দেখায় ভগবান ।
 অৰ্থে হৈতে কারো কতু না হয় কল্যাণ ॥
 বৃক্ষ হৈয়া ছুঃখ পাইলা অর্থের কারণে ।
 এ বোল বুঝিয়া অৰ্থ তেজে বৃদ্ধজনে ॥
 আপনে করিয়া কর্ম লোকেয়ে বুঝায় ।
 অর্থের কারণে লোক এত চুঃখ পায় ॥
 পুত্র হৈতে নহে কাব্যে লুখ উপাদান ।
 প্রহ্মায়হরণে দেখাইলা ভগবান ॥
 অৰ্থ হৈতে অনর্থ দেখায় মণিছলে ।
 লোক বুঝাইতে প্রভু হেন কর্ম করে ॥
 অশেষ ছুরিত হরে মণি-উপাখ্যান ।
 কৃষ্ণের মহিমা বীৰ্য যাথে উপাদান ॥
 শুনে বা শুনায় যেবা করয়ে শ্রবণ ।
 অশেষ ছুরিত হরে দুঃখ খণ্ডন ॥
 হরিতক্তি হয় তার বিষ্ণুপদে বাস ।
 ভাগবত- আচার্যের প্রবন্ধ প্রকাশ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং
 বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে সপ্তপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥৫৭॥

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় ।

মল্লার রাগ ।

মুনি বলে অনভূত কহিব কাহিনী ॥
 সাবধানে শুন রাজা কৃষ্ণ গুণ-বাণী ॥
 পোড়া গেল পাণ্ডব জানিল সৰ্ব্বজনে ।
 পুনরপি আইল তারা দ্রুপদ ভবনে ॥
 বহুগণ সহে তথা হৈল দরশনে ।
 ইন্দ্রপ্রস্থে গেলা কৃষ্ণ তাহার কারণে ॥
 ময়া পাণ্ডবের পুত্র আগমন শুনি ।
 ইন্দ্রপ্রস্থে দেখিতে চলিলা যদুমণি ॥
 অখিল ভুবনপতি কৈলা আগমন ।
 বার্তা পায়্যা ভরিতে উঠিল বীরগণ ॥
 আশু বাড়ি দূরে গিয়া কৈল সন্তাষণ ।
 পুজিয়া আনিল ঘরে দিয়া আলিঙ্গন ॥
 অলস্পর্শে সকল ছুরিত গেল দূর ।
 বাচিল আনন্দ-রস-তরঙ্গ প্রচুর ॥

যুধিষ্ঠিরচরণ বন্ধিয়া প্রভু হরি ।
 ভীষ্মের চরণে তবে নমস্কার করি ॥
 কোলাহুলি কৈলা তবে অর্জুনের সহে ।
 বীরগণে কৃষ্ণচন্দ্র পুড়িলা উৎসাহে ॥
 সহদেব নকুল করিয়া পরণাম ।
 পুজিয়া চরণপদ্মে কৈলা প্রণিধান ॥
 মন্দিরে বসিলা হরি কনক আসনে ।
 দ্রৌপদী আসিয়া তবে কৈলা সন্তাষণে ॥
 গাত্যাকি পুজিয়া তবে কৃষ্ণ-অঙ্গুচর ।
 পুজিল সকল সেনা বিধান কুশল ॥
 কুন্তী সন্তাষিয়া কৈল চরণ-বন্দন ।
 একে একে কৈল কৃষ্ণ ইষ্ট সন্তাষণ ॥
 কুন্তী কিছু কহে প্রেমে গদগদ বাণী ।
 পূর্ব ছুঃখ শঙ্করিয়া চক্ষে পড়ে পানী ॥

তখন কুশল হৈল দুঃখ গেল দূর ।
 যখনে এখাতে ভূমি পাঠাইলেক অকুর ॥
 তখনে জানিল আছে অরণ তোমার ।
 সত্যর বান্ধব ভূমি পরম দয়াল ॥
 অগ্নিলে সকল দুঃখ কর বিমোচন ।
 সত্যর হৃদয়ে বৈস জীবের জীবন ॥
 তবে যুধিষ্ঠির রাজ্য বলে কোন বাণী ।
 কোন তপ কৈল আমি মরম না জানি ॥
 যোগেশ্বরগণ যারে না পায় ধোয়ানে ।
 হীনমতি আমি সব দেখিলু নরনে ॥
 এইরূপে কৈল রাজ্য স্তবন বন্দন ।
 চারিমাংস ভাষাতে রহিল নারায়ণ ॥
 বানর-লাঞ্ছন রথে চড়ি এক দিনে ।
 অর্জুনের সনে কৃষ্ণ গেলা ঘোর বনে ॥
 টেপে বাণ গাণ্ডিব কাছিয়া শরাসন ।
 অর্জুন চলিলা যনে যুগয়া কারণ ॥
 বিক্রিয়া মারিল গণ্ডা মহিষ শূকর ।
 ব্যাস ভক্ত, যুগ গবয় সম্বব ॥
 যজ্ঞ পশু লয়্যা গেল যত তৃত্যগণে ।
 যজ্ঞকালে দিল লঞা রাজ্য বিজ্ঞান ॥
 কৃষ্ণার শ্রমিত হয়্যা দুই মহাবীর ।
 বায়ুবেগে রথে গেলা যমুনার তীর ॥
 জলপান করিয়া বসিলা দিব্য রথে ।
 হেনকালে দিব্য কন্তা দেখিল সাক্ষাতে ॥
 অর্জুনে পাঠায়্যা দিল প্রভু যদুমণি ।
 পুছ দেখি কার কন্তা পরম রমণী ॥
 স্তম্ভরী স্তম্ভরূপা কন্তা চাক্র দরশন ।
 রমণীরতন মহাক্রটির বদন ॥
 পুছিলা অর্জুনে গিয়া কন্তা বিজ্ঞান ॥
 কার কন্তা কেবা ভূমি কি তোমার নাম ॥
 কোথা হৈতে কোথা বাহ বৈস কোন স্থানে ।
 পতি-বাহ্য কর হেন বৃদ্ধি অজ্ঞানে ॥
 এ বোল শুনিঞা কন্তা দিলেন উত্তর ॥
 কহিব আপন কথা শুন বীরবর ॥
 কালিন্দী আমার নাম সুর্য্যের দুহিতা ।
 যমুনায় জলে বসি হয়্যা ব্রতযুতা ॥
 তপ করি করি আমি কৃষ্ণ আরাধন ।
 যাবত কৃষ্ণের সঙ্গে না হয় দর্শন ॥
 কৃষ্ণ বিনে আমি বর না বরিব আন ।
 যত দিনে তুষ্ট হন প্রভু তগবান ॥
 বাণের নির্মিত বর জলের ভিতরে ।
 তথা রহি তপ আমি করি নিরন্তরে ॥

শুনিঞা অর্জুন বীর কন্তার উত্তর ।
 কৃষ্ণ বিজ্ঞানে গিয়া কহিলা সকল ॥
 কন্তা লঞা রথে তুলি প্রভু যদুবীর ।
 উত্তরিলা আসি যথা রাণী যুধিষ্ঠির ॥
 কহিল সকল কথা রাজ্য বিজ্ঞানে ।
 বিশ্বকর্মা আনি কৈলা পুরী নিয়মাণে ॥
 তবে রাজ্য যুধিষ্ঠির বিধানকুশল ।
 কন্তা আনি থুইল সেই পুরীর ভিতর ॥
 এইরূপে তথাতে আছেন যদুরায় ।
 দিনে দিনে বহুগণে আনন্দ বাটায় ॥
 ইন্দ্রের ঋগুব বন ঋগুব হস্তাশনে ।
 অর্জুন সহায় তার গেলা তে-কাণে ॥
 কৃষ্ণ গেলা হয়্যা তার রথের সারথি ।
 অর্জুন যুঝিল গিয়া ইন্দ্রের সংহতি ॥
 ঋগুব পুড়িয়া তবে -কিল আনলে ।
 তুষ্ট হেলা অগ্নি তবে অর্জুনের তরে ॥
 অক্ষয় কবচ দিল দিবা তুণ-বাণ ।
 শ্বেত বর্ণের ঘোড়া দিল ধনুর প্রধান ॥
 ময় নামে দানব আছিল সেই বনে ।
 বনদাহে রাখিল অর্জুন বলবানে ॥
 দিব্য সভা দিল ময় করিয়া নির্মাণ ।
 অর্জুন আনিঞা দিল রাজ্য বিজ্ঞান ॥
 জলস্থল ভ্রম ঋগুবে পাইলা দুর্ঘোষনে ।
 হেন সভা আনি দিল রাজ্যের সদনে ॥
 এইরূপে কথোদিন থাকিয়া শ্রীহরি ।
 কোতুকে চলিয়া তবে গেলা নিজপুরী ॥
 আশু বাচি কথোদুর গেলা যুধিষ্ঠির ।
 চৌদিকে যোগন ধরি যায় কত বীর ॥
 নিজগণ সহ কৃষ্ণ গেলা নিজপুরে ।
 আনন্দে পুরিল সব দ্বারকা নগরে ॥
 সুর্য্যের দুহিতা বিভা কেলা শুভকণে ।
 উৎসবে পুরিল পুরী আনন্দ বাজনে ॥
 বিন্দ অম্বুবিন্দ নামে দুই সহোদর ।
 অবন্তীনগরে রাজ্য মহাধনুর্ধর ॥
 শিশুকাল হৈতে তারা ধরে কৃষ্ণদেব ।
 দুর্ঘোষনে রত তারা তাহাতে বিশেষ ॥
 মিত্রবিন্দা নামে তার আছিল ভগিনী ।
 নিবেদ করিল কৃষ্ণে অম্বরূপা শুনি ॥
 রাজ্যধিদেবীর কন্তা পিসাতো ভগিনী ।
 হরিয়া আনিঞা বিভা কৈলা চক্রপাণি ॥
 কোশলপুরের রাজ্য নামে নগজিত ।
 পরম ধার্মিক রাজ্য জানে সুপণ্ডিত ॥

সত্য নামে কত্ভা তার হৈলা নাগজিভী ।
 পরম রূপসী কত্ভা গুণ শীলবতী ॥
 সপ্ত মহাবুধ রাজা বাঞ্ছিল দুয়ারে ।
 সেই সে করিব বিভা যে নিতে পারে ॥
 ভীক্ষু-উর্দ্ধ-শূন্য-বুধ বিষম সন্ধান ।
 বীর গন্ধ না সহে প্রথর বলবান ॥
 আসিয়া যুঝিল যত ব্রূপতি সমার ।
 সতেই হারিয়া গেলা মনে পেয়া লাজ (১) ॥
 এ বোল শুনিঞা গেলা আপনে শ্রীহরি ।
 বীরের প্রধান সেনাপতি সঙ্গে করি ॥
 শুনিঞা কোশলপতি কৃষ্ণ-আগমন ।
 আশু বাঢ়ি গিয়া কৈল চরণ-বন্দন ॥
 পাশ্চ অর্ঘ্য দিয়া রাজা পূজিল বিধানে ।
 আনিঞা বসাইল কৃষ্ণে দিব্য সিংহাসনে ॥
 নানা উপহার দিল করিয়া পীরিত ।
 পূজিল পদারবিন্দ করিয়া ভকতি ॥
 দেখিয়া রাজার কত্ভা পুরুষ রতন ।
 কাহ্য করি করে দেবী অগ্নি-আরাধন ॥
 ব্রতযুক্ত যদি মুঞি হও তপস্বিনী ।
 মোর পতি হউক তবে এই চক্রপাণি ॥
 পূজিয়া কোশলপতি শ্রীহরি-চরণ ।
 করোড়ে করে কিছু আত্মনিবেদন ॥
 আত্মানন্দে পরিপূর্ণ তুমি ভগবান্ ।
 অল্পমতি কি করিব ভকতি প্রধান ॥
 যার পদরজ শিরে ধরে প্রজাপতি ।
 গিরীশ সুরেশগণ কমলা পার্শ্বতী ॥
 ধর্ম-পরিজ্ঞান হেতু নানা তনু ধরে ।
 সে প্রভু তুঁবিব আমি কোন্ পরকারে ॥
 রাজার বচন শুনি রাজরাজেশ্বর
 হাসিয়া দিলেন মেঘ-গম্ভীর-উত্তর ॥
 কত্রিকূলে এই ধর্ম না করি প্রার্থনা ।
 মাগিলে জগতে রহে দুর্ঘশ ঘোষণা ॥
 তথাপি তোমার কত্ভা মাগি নরপতি ।
 তোমার সহিতে যেন বাঢ়য়ে পীরিত ॥
 তবে রাজা বলে কিছু বিনয় বচনে ।
 তোমার অধিক বর নাহি জ্বিভুবনে ॥
 অশেষ লাভগ্যধাম সর্বগুণ নিধি ।
 লক্ষ্মী যার পদযুগ সেবে নিরবধি ॥
 কিন্তু একখানি মোর সতে আছে ফাজ ।
 বীর-বল পরীক্ষিতে কৈল এই ব্যাজ ॥

(১) পাঠান্তর,—

"কেহ মৈল পলাইল মনে পাঞা লাজ" ।

সতে মোর সেইখানি আছে বিমরিষ ।
 সপ্ত গোটা বুধ আছে মহা দুর্দ্ধরিষ ॥
 অনেক ব্রূপতিগণ যুদ্ধভঙ্গ হই ।
 প্রাণ লয়্যা গেল তারা অপমান পাই ॥
 এই সপ্তগোটা বুধ বান্ধ একবারে ।
 মোর কত্ভার বর তুমি উচিত বিচারে ॥
 এতেক বচন শুনি প্রভু দামোদর ।
 দৃঢ় পরিকর করি বাঞ্ছিয়া কুণ্ডল ।
 সপ্তরূপ আপনে ধরিয়া ভগবান্ ।
 সপ্ত বুধ বান্ধে কাষ্ট-পুত্তলি সমান ॥
 হতবল হতদম্প করি বুধগণ ।
 দামদাড়ি দিয়া কৈল নিখ্যাসে বন্ধন ॥
 ধাতু ধাতু সর্বলোকে করয়ে বাঞ্ছন ।
 তুষ্ট হয়্যা তবে রাজা কৈলা কত্ভাদান ॥
 লক্ষ্মীকান্ত বর দেখি রাজ-পত্নীগণে ,
 মঙ্গল আচার কবে হরষিত মনে ॥
 উৎসব আনন্দে পুরী পুরিল সকল ।
 শঙ্খ তেরী মৃদঙ্গ বাজন কোলাহল ॥
 নরনারীগণে মৌলি বাঢ়িল প্রসাদ ।
 পুরোহিত দ্বিজগণে করে আশীর্বাদ ॥
 দশ সহস্র খেহু দিল কনকে মণ্ডিত ।
 তিন সহস্র নারী দিল ভূষণে ভূষিত ॥
 মদমত্ত দিল নব সহস্র কুঞ্জর ।
 তার শত গুণ দিল রথ মনোহর ॥
 তার শত গুণ ঘোড়া শৌর্য গতি যার ।
 তার শত গুণ দিল পাইক যুঝার ॥
 বর বধু রথে তুলি করিয়া সাজন ।
 বিবিধ মঙ্গল গীত বিবিধ বাজন ॥
 চালায়্যা কোশলপতি গেলা কথোদুর ।
 বিদায় করিয়া পাছে আইলা নিজপুর ॥
 রাজগণে শুনিয়া এ সব সমাচার ।
 আসিয়া বেঢ়িল তারা পথের মাঝার ॥
 যার যার দর্পভঙ্গ হৈল বুধ সনে ।
 তারা তারা আসিয়া বেঢ়িল দৃঢ়মনে ॥
 বাণ বরিষণ করে গৈন্তের উপর ।
 তা দেখিয়া উঠিলা অর্জুন ধমুজর ॥
 গাভীবে যুড়িয়া বীর খরসান বাণ ।
 যুঝিলা অর্জুন বীর করিয়া সন্ধান ॥
 বিচলিল রাজসৈন্ত গেল ভয় পায়্যা ।
 সিংহ দেখি যুগ যায় পলাইয়া ॥
 সত্য্য বিভা করি তবে প্রভু হবীকেশ ।
 সর্বসৈন্ত লয়্যা কৈলা আরকা প্রবেশ ॥

নাগজিভী লয়া কৃষ্ণ বিচিত্র মন্দিরে ।
 রূপান্তি বিবিধ কোতুকে রতি করে ।
 শ্রুতকীৰ্ত্তি নামে বন্দুদেবের ভগিনী ।
 তার কজা ভদ্রা নামে পরম রমণী ॥
 কেকয় রাজার কজা পিসাত ভগিনী ।
 তাইগণে দিলা বিভা কৈলা চক্রপাণি ॥
 সন্তর্দন-আদি তার যত ভাইগণে ।
 কজা আনি দিল তাবা কৃষ্ণের চরণে ॥
 মদ্রদেশে আর এক আছিল নৃপতি ।

লক্ষণা তাহার কজা মহাক্ষপবতী ॥
 তার স্বরস্বর হয় শুনিঞা কেশবে ।
 নিজপুরে হরি আনি বিভা কৈলা তবে ॥
 ষোড়শ সহস্র আর রাজকজা আনি ।
 নরক মারিয়া বিভা কৈলা চক্রপাণি ॥
 অষ্ট মহিষী বিভা গোবিন্দ-চরিত ।
 শুনিলে সম্পদ বাঢ়ে হরয়ে ছুরিত ॥
 ভাগবত-আচাৰ্য্যের মধুরস বাণী ।
 ভাগবত-পুণ্যকথা শ্রেমতরঙ্গিনী ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং

বৈয়াক্য্যং দশমস্কন্ধে অষ্টপঞ্চাশোঃখণ্ডঃ ॥৫৮॥

একোনষষ্ঠিতম অধ্যায় ।

রামকিরী রাগ ।

তবে রাজা জিজ্ঞাসিলা মূনির চরণে ।
 নরক অমুর বধ কৈল কি কারণে ॥
 ষোড়শ সহস্র কজা করিয়া হরণ ॥
 নরকে আনিলা কিবা তাহার কারণ ।
 কহ গুরু স্বদূনাথ-বিক্রম বিস্তার ।
 শ্রুতি-শ্রুত হরিকথা অমৃতরসাল ।
 শুকদেব বলে কহি শুন নরেশ্বর ।
 অদভূত ঐক্যকথা শ্রুতি-মনোহর ॥
 নরক ইন্দ্রের ছত্রে আনিলা হরিয়া ।
 অদিত্যর নিল শ্রুতি-কুণ্ডল কাটিয়া ॥
 দেবের বিহার স্থল মণিময় গিরি ॥
 সুরগণসম্পদ সকল নিল হরি ॥
 কৃষ্ণের চরণে ইন্দ্র কৈল বিজ্ঞাপন ।
 নরক জনিত দুঃখ যত নিবেদন ॥
 এ বোল শুনিঞা কৃষ্ণ চলিলা সত্ত্বরে ।
 সত্যভামা তুলি লৈল রথের উপরে ॥
 প্রাগ্জ্যোতিষপরে যাই হৈলা উপসন্ন ॥
 পর্কতের গড় পুরী ৌদিগে দুর্গম ॥
 অস্ত্রে-শস্ত্রে গড় আর দেখি ভয়ঙ্কর ।
 বিষম জলের গড় তাহার ভিতর ॥
 আনলের আর গড় পরশে আকাশ ।
 পবনের গড় ঝড়বাত পরকাশ ॥
 দৃড়তর মুরপাশ তাহার ভিতরে ।
 তবে মুরহরহরি কোন বৃত্তি করে ॥

ভাঙ্গিলা পর্কত গড় গদার প্রহারে ।
 কাটিলা অস্ত্রের গড় পরশান শরে ॥
 অগ্নিগড় এলগড় পবনের গড় ।
 চক্রে কাটি কৈল দূর প্রভু গদাধর ॥
 খড়্গে মুরপাশ কাটি কৈলা খানখান ।
 শঙ্খনাদে দৈত্যগণে কৈলা কম্পমান ॥
 মারিয়া গদার বাড়ি ভাঙ্গিলা প্রাচীর ॥
 শঙ্খনাদ শুনিঞা উঠিল মহাবীর ॥
 ত্রিশূল তুলিয়া বীর ধাইলা সত্ত্বরে ।
 প্রলম্ব কালের যেন জলন্ত আনলে ॥
 ত্রৈলোক্য গিলিতে মুখ মেলে পঞ্চথান ।
 ফিরায় ত্রিশূল পাট বজ্রের সমান ।
 গন্ধুড়ের শিরে তুলি মারিল ত্রিশূল ॥
 পঞ্চমুখে কৈল মহা শবদ নিষ্টুব ॥
 দশদিক্ আকাশ পুরিল দিগন্তর ।
 দ্বন্দ্বাণ্ড-কটাহ যুড়ি পুরিল অন্তর ॥
 পড়িল ত্রিশূলপাট মেঘিল শ্রীহরি ।
 দুই শরে পাটে শূল তিনখান করি ॥
 পাঁচ শরে পঞ্চমুখ বিক্সিল তাহার ।
 ক্রোধেতে জলিল সে অমুর হুরাচার ॥
 পেলিয়া মারিল গদা কৃষ্ণের উপরে ।
 তবে নিজ গদা তুলি নিলু গদাধরে ॥ (১)

(১) পাঠান্তর,—

“তবে নিজ গদা তুলি ধাইল গদাধরে ।

ଗନ୍ଧାରୀ କାଟିଲା ଗନ୍ଧା କୈଳ ଧାନଧାନ ।
 ତବେ ଦଶ (୧) ଡଞ୍ଜ ତୁଲି ଧାଇଁଲ ବଳବାନ୍ ।
 ଚକ୍ରେ ଯାଏ କାଟି ଶାର ଶ୍ରୀ ଚକ୍ରଧର ।
 ଛନ୍ଦ୍ରଧାନ କୈଳ ବୀର ରଞ୍ଜେର ଭିତର ।
 ମୁର କାଟା ଗେଲ ସେନ ପର୍କିତ-ଶିଖର ।
 ମଞ୍ଜିଲ ଦାକ୍ଷିଣ ବୀର ଶରୀର ଭିତର ।
 ମୁରର ଆଞ୍ଚିଲ ଶୁଣୁ ମହାବଳୀ ।
 ବାମେର ମରଣ ଗୁଣି ଧାଇଁଲ କ୍ରୋଧ କରି ।
 ତାହା ଦକ୍ଷିଣୀକ ନାମ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ।
 ବିଭାବନ୍ତ ବନ୍ଧୁ ନନ୍ଦନାନ୍ ଦୁରାଚାର ।
 ବନ୍ଧନ କନିଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୀଠ ନାମ ଜାନି ।
 ଶାନ୍ତ ପୁତ୍ର ଧାଇଁଲ ବାମେର ବନ୍ଧ ଗୁଣି ।
 ନାନା ଅସ୍ତ୍ର ଧରେ ତାରା ପରମ ସୁଧାର ।
 ଧର ବରିଷ୍ଠ କରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଶ୍ରୀହାର ।
 ଗନ୍ଧା ଶକ୍ତି ତ୍ରିଶୂଳ ଶୋଭିତ ମୁଦଗର ।
 କେପିଲ ସକଳ ଅସ୍ତ୍ର କ୍ରହେର ଉପର ।
 ଅଯୋଧ୍ୟା ବିକ୍ରମ ହରି କୋନ୍ କର୍ମ କରେ ।
 କାଟିଲ ସକଳ ଅସ୍ତ୍ର ଧରଣର ଧରେ ।
 ତିଳ-ପରିମାଣ କରି କୈଳା ଧଣ୍ଡ ଧଣ୍ଡ ।
 କାରୋ ଯାଏ କାଟିଲ କାରୋ ଦୁର୍ଜନ ।
 ଯାବେ ଯାବେ କାଟା ଗେଲ କେହି ଧର ଧରେ ।
 ଶାନ୍ତ ବୀର କାଟା ଗେଲ ଗେଲ ସମ୍ବରେ ।
 ଗୁଣିଣା ନରକ ରାଜା ପୁଷିବୀ-କୁମାର ।
 ଶାନ୍ତ ବୀର କାଟା ଗେଲ ମହାବଳୀୟାର ।
 ଶ୍ରୀରାମ ଆନିଲ ସେନ କ୍ରୋଧେ ବୀର ଶରେ ।
 ଆକର୍ଷଣ ଶବ୍ଦ କରି ଉଠିଲ ନନ୍ଦରେ ।
 ମଦମନ୍ତ ମହାଗଜ ସେବ ପରିମାଣ ।
 ଶକ୍ତି କରି ଲୟ ଯତ ବୀରେର ଶ୍ରୀଧାନ ।
 ଧ୍ୟାନ ଆହିଲ ଧରାନ୍ତ ପୁରେ ବାହିରେ ।
 ଚୌଦିକେ ବେଢ଼ିଆ ତାରା ରହେ ମହାବୀରେ ।
 ଗନ୍ଧବେର କାଞ୍ଜେ ହରି ଦେଖିଲ ଅନ୍ତରେ ।
 ଶକ୍ତିଭିତ୍ତ ସେନ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉପରେ ।
 ଦେଖିଲା ଶ୍ରୀରାମ ଭୂମିସ୍ଥ ମହାବୀର ।
 ଦଂଶିଲ ଅଧରପୁଟ କମ୍ପିତ ଧରୀର ।
 ଧନ୍ତ୍ରୀ ପେଲିଆ ଯାରେ କ୍ରହେର ଉପରେ ।
 ବୋଧଗଣେ ନାନା ଅସ୍ତ୍ର ପେଲେ ଏକବାରେ ।
 ଅସ୍ତ୍ର-ବରିଷ୍ଠେ ଚେଳ ରଞ୍ଜେ ଅକ୍ଷୟାର ।
 ତବେ କ୍ରହେ ଶିଳୀମୁଖ ଗୁଡ଼େ ଶିଳୀଧର ।
 ଶୈଳେର ଉପରେ ମେଲେ ଶିଳୀମୁଖ ବାମ ।
 କାରୋ ଯାଏ କାଟା ଗେଲ କାରୋ ନାକ କାମ ।

କେହି ଯାବେ କାଟା ଗେଲ କାରୋ ହାତ ପା ।
 କାରୋ ଆଖି ଧୁବ କାରୋ କାଟା ଗେଲ ଗା ;
 ଦୁର୍ଜନ ଯାତକ ପଡ଼େ ରଞ୍ଜେର ଭିତରେ ।
 ଧନ୍ତ୍ରୀ ଶୋଭା କରେ ବୀର-କଳେବରେ ।
 ବନ୍ଧ ବାମ ଛୁଡ଼େ ବୀର କରିଆ ଶକ୍ତିନ ।
 ବାମେ କାଟ କରେ କ୍ରହେ ତିଳ-ପରିମାଣ ।
 ତବେ କୋନ୍ କର୍ମ କରେ ବିନୟା-ନନ୍ଦନ ।
 ଦୁର୍ଜେର ଶ୍ରୀହାରେ କରେ ଶୈଳ ନିମାତନ ।
 ଗଜକ୍ରହେ କରେ ଶୈଳ ନନ୍ଦେର ଶ୍ରୀହାର ।
 ପାଞ୍ଚଶାଟେ ପାଞ୍ଜେ ଘୋଡ଼ା ଶିଳ୍ପଗତି ସାର ।
 ଦୁର୍ଜେ ନନ୍ଦେ ଧଣ୍ଡ ଧଣ୍ଡ ଗଜ-କଳେବର ।
 ଶ୍ରୀରାମ ଲୟା ପାଲାଇଲ ପୁରେର ଭିତର ।
 ଭୂମିସ୍ଥ ଦେଖି ଶର୍କ ଶୈଳ ବିଚଳିଲ ।
 ଶକ୍ତି ପାଟ ତୁଲି ବୀର ଶାନ୍ତ ପାକ ଦିଲ ।
 ପେଲିଆ ଧାରିଲ ଶକ୍ତି କ୍ରହେର ଉପରେ ।
 ନା କାପିଲ (୧) ଯଦୁସିଂହ ଶକ୍ତିର ଶ୍ରୀହାରେ । (୧)
 କୁନ୍ତସେର ଯାତା ସେନ ପଡ଼େ ଗଜ-ଧିରେ ।
 ବାମ ଶକ୍ତି ଦେଖିଲା ତ୍ରିଶୂଳ ଶୈଳ କରେ ।
 ଧାବତ ନରକ ବୀର ଶୂଳ ନାହିଁ ଛାଡ଼େ ।
 ଚକ୍ରେ ଯାଏ କାଟିଲା ଆନିଲ ଚକ୍ରଧରେ ।
 ଗୁଡ଼େ କୁଣ୍ଡଳ ହାର ଶିରେର ଦୁର୍ଜନ ।
 ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲ ଧିର ଦେଖିତେ ଶୋଭନ ।
 ପଡ଼ିଲ ନରକବୀର ରଞ୍ଜେର ଯାତାରେ ।
 ଦୈତ୍ୟଗଣେ ଶବ୍ଦ ଉଠିଲ ହାହାକାରେ ।
 ଧୂନିଗଣେ ଶକ୍ତି କୈଳ ଦୁର୍ଜନ ବାଞ୍ଛନ ।
 ଧୂନିଗଣେ କେଲେ ଦିବ୍ୟ ଯାତା-ବରିଷ୍ଠ ।
 ବୈଦ୍ୟସନ୍ତୀ ଯାତା ଆର ଅଦିତି-କୁଣ୍ଡଳ ।
 ପୁଷିବୀ ଆନିଣ୍ଡା ଦିଲ କ୍ରହେର ଗୋଚର ।
 ଆନିଣ୍ଡା ଶୈଳେର ହତ୍ତ କୈଳା ସମର୍ପଣ ।
 ମହାସିଂହ ଦିଆ ବେଦୀ କୈଳ ନିବେଦନ ।
 ଶ୍ରୀରାମ କରିଆ ଦେବଦେବେର ଚରଣେ ।
 କରଘୋଡ଼ କରି ଶକ୍ତି କରେ ଶୁଦ୍ଧମନେ ।
 ନୟା ନୟା ଦେବ ଦେବ ଧନ୍ତ୍ରୀ-ଚକ୍ରଧର ।
 ଧନ୍ତ୍ରୀ ଶୈଳେର ଧର ଦିବ୍ୟ କଳେବର ।
 ନୟା ହେ ପଞ୍ଚଜନାଥ ହେ ପଞ୍ଚ-ବାଳି ।
 ନୟା ହେ ପଞ୍ଚଜନେ ଚିତ୍ତ-ଗାତ୍ରଧାରୀ ।
 ନୟା ହେ ପଞ୍ଚପଦ ନୟା ଧନବାନ୍ ।
 ବାନ୍ତସେବ ଚକ୍ରଧର ପୁରୁଷପୁରାଣ ।

(୧) ପାଞ୍ଚାଶତ୍ର—“ଜାନି” ।

(୨) ‘ଦୃଢ଼’ । ବିଦ୍ୟାବିତ୍ତ ଶୈଳ ଗଜଦେନାମି
 ଜ ଧନ୍ତ୍ରୀ । ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀହରକ୍ରତ୍ୟା ବନ୍ଧୁ ।

(୧) ‘ପାଞ୍ଚାଶତ୍ର’—“ଧନ୍ତ୍ରୀ” ।

নমো অজ অগত-জনক পূর্ণবোধ ।
অনন্ত-শক্তি ভব-জলনিধি-পোত ॥
অজোত্তম ধরি তুমি বিশ্ব-সৃষ্টি কর ।
তমোত্তম ধরি তুমি অগত সংহার ॥
সঙ্কল্প ধরি কর গত পালন ।
প্রকৃত পুরুষ কাল তুমি নারায়ণ ॥
মুক্তি পৃথী তল জ্যোতি আকাশ পবন ।
বিষয় ইন্দ্রিয় আদি সব দেবগণ ॥
জীব জীবগতি আর যত চরাচর ।
এ সব করিত প্রভু ভ্রম কেবল ॥
অদ্বৈত পরমানন্দ তুমি সতে সত্য ।

প্রতিহতো যতঃ । নাকম্পত তয়া বিছো
মালাহত ইব বিনঃ । শূলং ভোমহুতং হস্ত-
মাদদে বিতথোত্তমঃ ॥ ১০।৫১।১১।২

তোমা বিনে ভ্রম সব কিছু নহে নিত্য ॥
নরকেয় পুত্র-এই ভয় পেয়া মনে ।
চরণপঙ্কে নাথ পশিল শরণে ॥
প্রপন্ন-পালন নাথ করিবে পালন ।
করণ্য কর নাথ শিরে আরোপণ ॥
এত শুতি কৈলা যদি ভক্তি-ভাব করি ।
পৃথিবীর তরে তুষ্ট হইলা শ্রীহরি ॥
নরকেয় পুত্রকে অভয় বর দিয়া ।
অন্তঃপুরে গেলা তবে আপনে চলিয়া ॥
ষোড়শ সহস্র কল্পা জিনিঞা নৃপতি ।
আনিঞা নরক রাজ্য রাখিল তুর্লভি ॥
ষোড়শ সহস্র কল্পা দেখিয়া শ্রীহরি ।
বিমোহিত হৈল তারা লজ্জা পরিহরি ॥
মনে মনে বরিল সকল কল্পাগণে ।
এই পতি হোক যোর জনমে জনমে ॥
দেবগণ তুষ্ট হউ বিধি অনুকূল ।
এই পতি হয় যেন রূপের ঠাকুর (১) ।
তা-সত্যার হৃদয় বুঝিয়া বনমালী ।
দ্বারকা পাঠায়া দিল নরযানে তুলি ॥
মহাধন-ভাণ্ডার বিচিত্র রথ ষোড়া ॥
বহুমন্ত গজ যেন পর্বতের চূড়া ॥
ঐরাবত-কুলজাত পাণ্ডুরবরণ ।
চারি দন্ত যনোহর সর্ব স্নলক্ষণ ॥
বাছিয়া চৌষটি গজ আনি গদাধরে ।
সকল পাঠায়া দিল দ্বারকানগরে ॥

তবে কৃষ্ণ বর্গলোকে কৈলা আরোহণ ।
ইন্দ্র-আদি দেবগণ কৈলা সম্ভাষণ ॥
বর্গলোকে পবিত্র করিতে আছে মন ।
বর্গপুরে গেলা হরি তাহার কারণ ॥
অবিস্তার করে দিল রতন-কুণ্ডল ।
মহাধনি-ছত্র দিল ইন্দ্রের গোচর ॥
ইন্দ্র-আদি দেবগণ পূজিল বিধানে ।
সত্যভামা দেবী পুজে দেবপতীগণে ॥
দেবগণ সনে হরি কৈলা সম্ভাষণ ।
পুনরপি ক্ষিতিতলে করিয়া গমন ॥
সত্যভামা বসনে তুলিয়া পারিজাত ।
গন্ধকের উপরে স্থাপিলা যত্নাধ ॥
তবে দেবগণ সঙ্গে বাজিল সংগ্রাম ॥
জিনিঞা আনিলা পারিজাত ভগবান ॥
সত্যভামাদেবী-পুরে কৈলা আরোপণ ।
গন্ধ-লোভে বর্গ হৈতে আইল ভৃঙ্গগণ ॥
হরিবংশে পরিজাত-হরণ বিস্তার ।
ভাগবতে কহি সার করিয়া উদ্ধার ॥
ষোড়শ সহস্র পুরী করিয়া নির্মাণ ।
ষোড়শ সহস্র কন্যা ধুইলা ভগবান ॥
ষোড়শ সহস্র রূপ ধরিয়া আপনে ।
ষোড়শ সহস্র বিভা কৈলা একিকণে ॥
প্রতিকূলে প্রতি পুরে রহে সেইমনে ।
যার সম অতিশয় নাহি ত্রিভুবনে ॥
সৌতর্ধ্যাদি (১) মত নহে কায়ব্যাভাঙ্গ ॥
শুন পরাক্রান্ত কৃষ্ণ-অচিন্ত্য-প্রকাশ ॥
পুরে পুরে রামাগণ লঞা রমাপতি ।
রমিঞা দেখায় গৃহ-সুখ-ভোগগতি ॥
হেন রমাপতি পতি লঞা নারীগণে ।
ব্রহ্ম-ভব-আদি যার পথ নাহি জানে ॥
অবিরত কৈল তারা চরণ ভজন ।
সলজ্জ কটাকপাত মধুর ভাষণ ॥
কুরে দেখি তরে সকচিত বধুগণে ।
আসনে বসার্যা করে পাদপ্রকালনে ॥
তাম্বুল বোগায় কণে চামর তুলায় ।
কণে দিব্য গন্ধ মালা ভূষণ পরায় ॥
শয়ন ভোজন পান কেশপ্রসাধন ।
সর্বভাবে বধুগণ ভজে সর্বক্ষণ ॥

(১) পাঠান্তর,—“জনম সকলে ।

(১) সৌন্দর্যাদি ।

শত শত দাসীগণ থাকে সন্নিধানে ।
তমু তারা পতিসেবা করয়ে আপনে ॥

ভাগবত-আচার্য্যের মধুর ভাষণ ।
শ্রুখে যেন ভাগবৎ বুঝে সৰ্বজন ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং

বৈষ্ণবসিক্যায় দশমস্কন্ধে একোনবষ্টিতমোঃধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

ষষ্টিতম অধ্যায় ।

দেশাগ রাগ ।

(শুকমুনি বলে রাজা শুন সাবধানে ।
আর অপক্লপ কথা কহিব এক্ষণে ॥)
একদিন সুখশয্যা হেম-সিংহাসনে ।
বসিয়া জগৎ-গুরু আছেন আপনে ॥
পরিচর্যা করে দেবী ভীষক-দ্রুহিতা ।
সবীগণ সঙ্গে করি প্রেমে আনন্দিতা ॥
চমার চুলার কেহ বিবিধ সেবন ।
যে প্রভু লীলায় করে জগত সৃজন ॥
ধর্ম সংস্থাপন-হেতু জন্ম বহুকুলে ।
হেন কৃষ্ণে পতিভাবে সেবে কুতূহলে ॥ (১)
রতননির্মিত চাকু বিতান মণ্ডিত ।
উজ্জল মুকুতাদাম তোরণ লম্বিত ॥
মণিময় দৌপগণ রচনা স্থগার ।
বিলোল মল্লিকামালা ভ্রমর-ঝঙ্কার ॥
জালরন্ধে চান্দ্রের কিরণ ঝলমলি ।
পারিজাত পবন আনন্দযুত পরী ॥
অগোর শৃগন্ধ-ধূপ-গন্ধে আবোধিত ।
পর্যফেন সম শয্যা পালক শোভিত ॥
হেন দিব্য পুরী মণি-মন্দির ভিতরে ।
বসিয়া আছেন সুখ শয্যার উপরে ॥
রতন রচিত দণ্ড বিচিত্র চামর ।
সবী হস্তে হৈতে লঞা দাঁণ্ডায় নিয়ড় ॥
উপাসনা করে দেবী চামর বীজনে ।
শিজ্জিত মঞ্জীর মণি রঞ্জিত চরণে ॥
রতন-অঙ্গুরী কর-অঙ্গুলী-বিলাস ।
বিলোল চামর দণ্ড করে পরকাশ ॥
কূচ বিনিহিত তনু-বসন বিরাজ ।
কুসুমরঞ্জিত শ্রাম তনু তনু মাঝ ॥

নিতম্ব বিকৃত ধৃত কিঙ্করী বিলোল ।
তরলিত অঙ্গ প্রেম-তরঙ্গ-কল্লোল ॥
হেন রূপ ধরে দেবী লক্ষ্মী মুক্তিমতী ।
প্রভু-অঙ্গুরূপ-রূপ ধরে গুণবতী ॥
তবে দেব দেব বিদগধ শিরোমণি ।
হাসিয়া দেবীর তরে বলে কোন বাণী ॥
আমার বচন শুন রাজার কুমারী ।
ইচ্ছ চক্ষু সম নৃপগণ মহাবলী ॥
মহা-অমৃত্যব রূপ বলবীৰ্য্য ধরে ।
তারা সব তোমাকে বাঞ্ছিল নিরন্তরে ॥
বাপ ভাই অঙ্গীকার কৈলা তা-সভারে ।
কেনে বা না বরিলে সে সব নৃপবরে ॥
তা-সভারে তেজি তুমি আমারে বরিলে ।
নারী-বুদ্ধি তুমি বিচারিয়া না বুঝিলে ॥
সে সব রাজার আমি না হই সমান ।
তা-সভারে ভয়ে আমি বড় কম্পমান ॥
সমুদ্র-শরণ করি আছি তার ভয়ে ।
মহাবলী তারা সব সতত হিংসয়ে ॥
যদুকুলে নাহি প্রায় রাজ্য-অধিকার ।
হেন যদুকুলে দেবি জনম আমার ॥
লোকধর্ম নাহি যার সর্বত্র খেদ্বাতি ।
তাহাকে ভজিলে ঃখ পায় নারীজাতি ॥
অকিঞ্চন প্রিয় আমি হই অকিঞ্চন ।
না ভজে আমাকে প্রায় ধনাঢ্য যে জন ॥
যার যার সমধন সমান জনম ।
সমান ঐশ্বর্য্য বল-বীৰ্য্য-পরাক্রম ॥
তার তার সহ যোগ্য বিবাহ মৈত্রতা ।
উভয়ের সহ নহে অধম যোগ্যতা ॥
বিচার না কৈল তুমি অঙ্গ গেলানো ।
গুণহীন আমাকে ভজিলে কি কারণে ॥

ভিকুগুণে সন্তে করে আমার প্রাণসা ।
 কুল ধন সম্পদে আমার করে হিংসা ।
 আপনার অমরূপ রাজার সুমার ।
 এখনে বুঝিয়া পতি বর আরবার ।
 হেন পতি বর তুমি থাক যেন স্নেহে ।
 দুঃখ যেন নহে ইহলোকে পরলোকে ।
 শিশুপাল জরাসন্ধ আদি নৃপগণে ।
 তারা সব দ্বেষভাব করে অমুগুণে ।
 তোমার অস্ত্রজ ক্রমী হিংসে নিরস্তর ।
 এ বোল বুঝিয়া তুমি বর যোগ্যবর ।
 তা-সত্য দর্পচূর্ণ করিব কারণে ।
 তোমাকে করিয়া আমি আনিমু আপনে ।
 উদাসীন হইয়া থাকি পতি পারিবার ।
 পুত্র দার কামুক না হই সর্বকাল ।
 আপনেই পূর্ণ দেহে গেহে উদাসীন ।
 কোনকালে কষ্ট নাহি গুণ কর্ত্ত্বহান ।
 পরীক্ষার তরে বলি এতেক বচন ।
 নিশব্দ হেলা তবে দৈবকানন্দন ।
 সখী-হাত হনে দেবী আনিলা চামর ।
 সেই তার গর্ভস্থানি দোষ গদাধর ।
 দর্পভঙ্গ করিব শুনিব তার বাণী ।
 তে কারণে এতেক বালিলা যদুমণি ।
 শুনিঞা প্রভুর বাণী ভাষক দুহিতা ।
 কল উপজিল চিত্তে ভরে সচকিতা ।
 দুঃখ চিন্তায় নাহি মুখের উত্তর ।
 অরুণ চরণ-নখে লেখে কিত্তিতল ।
 কুচয়ুগ পাখালিল নয়নের জলে ।
 অধোমুখে রহে দেবী বচন না সরে ।
 দুঃখ শোক ভরে দেবী হৈল মুকুতিতা ।
 শিখিল বলয়বাল হস্ত বিগলিতা ।
 হস্তে হৈতে চামর পড়িল ভূমিতলে ।
 আছাড় পড়িল দেবী শরীর না ধরে ।
 পবনে কম্পিয়া যেন পড়য়ে কদলী ।
 পড়িলা ক্রুদ্ধদেবী জ্ঞান পরিহারি ।
 দেখিয়া প্রেমার প্রেম প্রভু দয়াময় ।
 অমুকম্পা কৈলা তবে প্রেমর হৃদয় ।
 সিংহাসন হৈতে হরি নাখিলা সম্বরে ।
 চতুর্ভুজ হইয়া দেবী তুলি নিলা কোলে ।
 দুই হস্ত দিয়া কৈল কেশ প্রসাধন ।
 আর দুই হস্তে দেবী কৈলা আলিঙ্গন ।
 দক্ষিণ-কমল-করে মুখ সম্মুখিল ।
 নয়নের জল প্রভু মুছিয়া ফেলিল ।

কুচ মারজন করি শাস্তিয়া বচনে ।
 বলিতে লাগিলা তবে বিনয় কথনে ।
 না কর না কর দেবী দোষ আরোপণ ।
 দুঃখ ছাড়ি চিত্ত তুমি কর নিবারণ ।
 তোমার বচন দেবী শুনিব কারণে ।
 দেখিব তোমার মুখ ক্রোধপরায়ণে ।
 কুটিল কটাক্ষপাত কম্পিত অধর ।
 তে কারণে পরিহাসে বলিল উত্তর ।
 এই যে পরম লাভ দেখি গৃহী জনে ।
 পরিহাসে যায় কাল নারী সম্ভাষণে ।
 এতেক ব ন বলি দৈবকানন্দন ।
 শাস্তিয়া দেবীর চিত্ত কৈল নিবারণ ।
 প্রিয় পরিতাগভয় তেজিয়া স্নানরী ।
 ঈষৎ কটাক্ষভঙ্গে শ্রীমুখ নেহারি ।
 সলজ্জ মধুর হাস্য কি বলে বচন ।
 সত্য সত্য সত্য নাথ তোমার কথন ।
 সত্য শতপত্র-নেত্র বচন তোমার ।
 তোমার সদৃশী আমি নহি বোণাদার ।
 নিজ মহিমায় পূর্ণ জিহ্বা-দেখর ।
 সর্ব অন্তর্যামী তুমি প্রকৃতির পর ।
 আমি গুণময়ী মায়া প্রকৃতি-স্বরূপা ।
 কোন গুণে হৈব নাথ তোমার অনুরূপা ।
 আমার কটাক্ষপাত লভিবার তরে ।
 ব্রহ্মা-আদি সুরগণ পদসেবা করে ।
 হেন আমি প্রকৃতি সকল দোষময় ।
 কোন গুণে তোমার সদৃশী আমি হই ।
 সমুদ্র-শরণ করি আমি আছি তরে ।
 সেই সত্য কহিলে অন্যথা নাহি হয়ে । (১)
 সমুদ্র-স্বয়ং-পদ্ম তাথে বৈস তুমি ।
 কুপুরুষ সঙ্গ ভেজি স্নেহে আছ আমি ।
 রাজপদ তমোময় নরক দুয়ার ।
 তাহা বস্তু জ্ঞান করি কি হয় তোমার ।
 তোমার সেবক যাহা ঘূরে পরিহারে ।
 রাজপদ অধম পুরুষে ভোগ করে ।
 যে তুমি কহিলে আমি লোকধর্ম ছাড়ি ।
 তেজিয়া বেকত-বেশ গুপ্ত-বেশ ধরি ।
 সহো সত্য সত্যবাদী তুমি ভগবান্ ।
 তার কথা কহি কিছু তোমা বিস্তমান ।
 তোমার পদারবিন্দ-সকল ভজে ।
 নর-পশুগণে তার পথ নাহি বুঝে ।

কে বুঝিবে তোমার গুণত-পথ-ধর্ম ।
 পূর্ণব্রহ্ম ঈশ্বরের অলৌকিক কর্ম ॥
 লোক-বাহ্যকর্ম করে তোমার কিঙ্করে ।
 ঈশ্বরের পথ কেবা বুঝিবে সংসারে ॥
 অকিঞ্চন নাম তুমি সার্থক कहিলে ।
 তোমা বিনে কিছু নাহি ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে ॥
 জগত-পুঞ্জিত ব্রহ্মা-আদি দেবগণ ।
 তারা-সব করে যার চরণ সেবন ॥
 মনলোভে অন্ধ শিল্পোদর-পরায়ণে ।
 তারা-সব তোমায়ে জানিব কোনমানে ॥
 পুজিতের পূজ্য তুমি বিধির বিধাতা ।
 সর্গকলময় তুমি সর্গকলমদাতা ॥
 নৃপশিরোমণিগণে ভেজিয়া সকল ।
 তোমাকে বাহিয়া যায় বনের ভিতর ॥
 সে-সত্ত-সমাবে তুমি বৈস মহাশয় ।
 স্ত্রী পুরুষের সজ কভু উচিত না হয় ।
 দণ্ড ভ্যাগ করি মহামুনি যোগেশ্বর ।
 যার গুণ কীর্তন করয়ে নিরন্তর ॥
 জগতের আত্মা তুমি আত্মা কর দান ।
 তে-কারণে তোমাকে বরিলু ভগবান্ ॥
 অজ-ভব-পুরন্দর-আদি দেবগণ ॥
 তুরুরাজে তা-সভার কর নিপাতন ॥
 তে-কারণে তা-সভা ভেজিয়া দূরতরে ।
 শরণ পশিলু তব চরণকমলে ॥
 এই সে বচনখানি জড় হেন মানি ।
 বহুক টক্বারে তুমি নৃপগণ জিনি ॥
 সিংহ বেন বলি হয়ে হরিলে আমারে ।
 তা সভার ভয়ে তুমি পশিলে সাগরে ॥
 এই সে বচনখানি না ঘটে তোমার ।
 আর বত कहিলে সকল বাক্য সার ॥
 পুণ্ড-গর-যযাতি-নৃপতি-শিরোমণি ।
 একচক্রে তারা সব শাসিলা বেদিনী ॥
 সপ্তদ্বীপেশ্বর এক-দণ্ড-অধিকার ।
 তারা সব পাদপদ্ম বাহিয়া তোমার ॥
 রাজ্য ভেজি বনে গেলা তোমার কারণে ।
 হেন মহামহেশ্বর তুমি ত্রিভুবনে ॥
 অভয় পদারবিন্দে করিয়া শরণ ।
 অবসাদ হৈব পুঙ্খ এ নহে ঘটন ।
 তোমার চরণ-সরোরুহ-সুধাগন্ধ ।
 নির্ঝাণ-সঙ্গদ-পদ জন-তাপ-ভঙ্গ ॥
 সাধুজনমুখরিত কমলা-আলয় ।
 হেন পাদপদ্ম কেবা করিয়া নিশ্চয় ॥

গুণহীন কুপুরুষ ভজিব বিচারে ।
 হেন কোন নারী আছে সংসার ভিতরে ॥
 জগত-অধীশ তুমি অমুরূপপতি ।
 ইহলোক পরলোক ত্রিভুবন গতি ॥
 সর্গকামপুরক ঈশ্বর গুণনিধি ।
 গতে ছুই চরণ শরণ নিরবধি ॥
 কর্মবন্ধে যথা তথা জনম জন্তিয়ে ।
 এই পদযুগ বেন গতি মোর হয়ে ॥
 তুমি যে যে নৃপগণ কৈলে উপদেশ ।
 স্ত্রীজিত তাহারা সব পশুনির্কীর্শেব ॥
 নিরবধি তারা সব রহে নারীঘরে ।
 গর্দভ বিড়াল দৃত্য সম চাটুকারে ॥
 সে সব নারীর তেন পতি সমুচিত ।
 তারা সব নাহি বেন তোমার চরিত ॥
 যেবা নাহি করে হেন বশ-রস-পান ।
 ব্রহ্ম-ভব-সভার যে বশ-কথা-গান ॥
 দেহের বাহিরে নখ-লাম আচ্ছাদিত ।
 মল-মূত্র-রক্ত-মাংস অন্তরে পূরিত ॥
 জীরঙেই শব সম নরকলেবর ।
 পতিভাবে নারীগণ ভজে নিরন্তর ॥
 বহুগন্ধ পাদপদ্ম যারা নাহি সেবে ।
 সেই নারীগণ তারে ভজে পতিভাবে ॥
 তোমার চরণে অমুরাগ নিরন্তর ।
 গবে মোর রহে বেন এই মাঝে বর ॥
 নিজানন্দে পূণ তুমি সর্গবৃদ্ধি কর ॥
 বর্ষণ কোথাহো তুমি পীড়িত না ধর ।
 নৃটিকালে তথাপি করিবে দৃষ্টিপাত ।
 সেই অমুরাগ মোর পরম প্রসাদ ॥
 নব নব পুঙ্খবে কস্তার হয় মতি ।
 অমুরী গৃহী সে যে কস্তা নহে সতী ॥
 বহুজনে না করে অসতী পরিণয় ।
 বাবা হৈতে পরলোকে অধোগতি হয় ॥
 এতক বচন শুনি দেব-দেবেশ্বর ।
 শান্তিয়া । ক বলে তবে পীড়িত উত্তর ॥
 তন তন দেবি আমি কৈলু পরিহাস ।
 শুনিতে তোমার কিছু বচন-বিলাস ॥
 তে-কারণে পরিহাস কৈলু সন্তোষন ।
 চিত্ত্য পরিহর তুমি স্থির কর মন ॥
 যত তুমি कहিলে সকল সত্য-বাণী ।
 সর্গগুণধর তুমি পরম কল্যাণী ॥
 যে যে বাঞ্ছা কর তুমি সতী পতিব্রতা ।
 জতিবে সকল তুমি একান্তভক্ততা ॥

চালনা করিতে কৈলুঁ এত পরকার ।
তমু চিত্ত বিচলিত নহিল তোমায় ।
তপ ত্রুত করি করে আমার ভজন ।
অপবর্গদাতা আমি ভৃত্য-পরায়ণ ॥
কামবর মাগে যদি মায়ায় মোহিত ।
হতভাগ। সেইজন কেবল বঞ্চিত ॥
নরকেহো কামভোগ অদৃষ্টে মিলয় ।
তাহার কারণে তজ্জ মুখ দুর্দশয় ॥
বত পরিচর্যা তুমি কৈলে গৃহেশ্বরী ।
সর্বভাবে আমাতে ভজিলে প্রেম করি ॥
যাহা হৈতে এই তববন্ধ দূর হয় ।
আনের শক্তি তাহা করণে না যায় ॥
তোমা ছেন গৃহিণী না দেখি নারীকুলে ।
সুশগল স্বয়ম্বরে আসি সতে মিলে ॥

তা-সত্যারে না গণিলে ভূগ-বুদ্ধি করি ।
ব্রাহ্মণে পাঠায়া দিলে শুণ্ডভাব ধরি ॥
তাই-বিভ্বন তুমি সাক্ষাতে দেখিলে ।
আমার প্রণয়-ভয়ে কিছু না বলিলে ॥
ভ্রাতৃবধ-দুঃখ তুমি সেহ না গণিলে ।
এতেকেই-দেবি তুমি আমাকে জ্বিলিলে ॥
এতেক বচন বলি দৈবকীনন্দন ।
শাস্তিয়া কল্পিণী দেবী কৈলা নিবারণ ॥
ত্রিজগত-শুভ হরি নর-অবতার ।
নরলোকে গৃহধর্ম করিল প্রচার ॥
রময়ে রমণীগণ করিয়া রমণ ।
নিজকামে পরিপূর্ণ প্রভু নারায়ণ ॥
ভাগবত-আচাৰ্য্যের মধুর-বাণী ।
মহাভাগবত-কথা শ্রেয়তরঙ্গিনী ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংসাত্মং সংহিতাত্মং

বৈরাগিক্যাং দশমস্কন্ধে বহুতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬০ ॥

একষষ্টিতম অধ্যায় ।

ধানসৌ রাগ ।

তবে রাজা শুন কৃষ্ণের বংশের বিস্তার ।
মহাবল পরাক্রম বিক্রয় বিশাল ॥
এক এক রমণীয় বংশ দশ শ্রুত ।
কৃষ্ণসম রূপ ভেজ সখ্যগুণযুত ॥
প্রতি পুরে পুরে কৃষ্ণ নিরন্তর বৈসে ।
রমণীগণের মন পুরায় হরিষে ॥
চারু কয়-কমল বিশাল ভূজদণ্ড ।
শ্রেয়হাস রস-নিরীক্ষণ তুহুভঙ্গ ॥
অবল-কমল মুখ বচন রসাল ।
শতপত্র-চারু-নেত্রগুণ-বিশাল ॥
দেখিয়া বনিতাগণ হৈল বিমোহিত ।
শিখিল সকল অঙ্গ বিগলিত চিত্ত ॥
সলজ্জ মধুর হাস কটাক্ষবিলাস ।
ভুরুভঙ্গ ললিত লাবণ্য-পরকাশ ॥
বোড়শ সহস্র বর রমণীমণ্ডল ।
নানাতাবে রত্নিরল রচিত বিস্তর ॥
তমু কৃষ্ণমন না পারিল জিনিবার ।
হেন কৃষ্ণ ত্রিভুবন-বিজয়-বিহার ॥

রম্যপতি পতি ছেন মানি নারীগণে ।
ব্রহ্মা-আদি বার পদ-তন্ত্র নাহি আনে ॥
হেন কৃষ্ণ নিরবধি কৈল আরাধন ।
পতিভাবে সন্তত সেবিল নারীগণ ॥
সহস্র সহস্র দাসী ছিল আজ্ঞাকারী ।
তমু তারা আপনে সেবিল প্রেম করি ॥
অষ্টমহিবীর পুত্র প্রহ্লাদ প্রধান ।
শুন পরীক্ষিত রাজা কহি আর নাম ॥
প্রহ্লাদ প্রথম পুত্র সত্য প্রধান ।
চারুদেহ সুদেহ কুমার বলবান ॥
চারুদেহ চারুগুণ সুরাক সুধীর ।
ভদ্রচারু চারুচন্দ্র বিচারু-প্রবীর ॥
আর পুত্র চারু নামে এ দশ তনয় ।
কল্পিণীর গর্ভে জনমিল মহাশয় ॥
ভানু সূতাহু আর বর্ভাহু সুল্লয় ।
প্রতাহু কুমার ভানুমান মহাবল ॥
চন্দ্রভানু বৃহত্তাহু অবিভাহু নাম ।
প্রতিভাহু বিভাহু কুমার বলবান ॥

সত্যভামার দশ পুত্র জগতে বিদিত ।
 জাযবতীর পুত্রের নাম শুন পরীক্ষিত ।
 সাধ স্মিত্র পুরুজিৎ বলবান্ ।
 শতাজিৎ কুমার সহস্রাজিৎ নাম ।
 চিত্রকেতু বিজয় দ্রবিল বনুমান ।
 ক্রতু নাম রার পুত্র বীরের প্রধান ।
 বীরেন্দ্র অশ্বসেন চিত্রেন্দ্র কুমার ।
 বেগবান্ ধ্রুব আর বিক্রম অপার ।
 শঙ্ক বনু শ্রীমান কুমার কুস্তি নাম ।
 নাগজিতীর দশ পুত্র মহাবলবান্ ।
 শুক কবি ব্রহ্ম বীর সুবাহু তনয় ।
 তদ্র এঃ শান্তি দর্শ মশায় ।
 পৌর্ণমাগ আর পুত্র কালিন্দী কুমার ।
 সৌম্য তনয় আর বিদিত সংসার ।
 প্রবোধ ভনয় গাত্রবান্ ১৭ বল ।
 প্রবল উদ্ধগ মহাশক্তি ধনুর্ধর ।
 সহ ভুজ কুমার অ রাজিত নাম ।
 মাদ্রীদেবীর দশ পুত্র মহাবলবান্ ।
 ব্রহ্ম হর্ষ কুমার অনিল গৃধ্র নামে ।
 বহুস্র অন্নাদ নামে বিদিত ভুবনে ।
 মহাংশ পবন বহি আদ্র কুধি নাম ।
 মিত্রবিন্দার দশ পুত্র মহাবলবান্ ।
 অশ্রজ সংগ্রামজিৎ বৃহসেন নাম ।
 শুর প্রহরণ অরিকিৎ বলবান্ ।
 জয় সূতর রাম আয়ু সত্য নামে ।
 জয়াদেবীর দশ পুত্র বিদিত ভুবনে ।
 দীপ্তমান্ তাম্র আদি এ রোহিণীসুত ।
 দশ পুত্র জনমিল মহাবল যুত ।
 বিবাদ-বন্ধন-হেতু কুম্বী নরপতি ।
 প্রহ্মায়ের বৈলা দান কুম্বী কুম্বীবতী ।
 অনিরুদ্ধ জয়মিল তাহার উদরে ।
 প্রহ্মায়ের পুত্র তেঁহো বিদিত সংসারে ।
 ষোড়শ সহস্র দেবী কুম্বের রমণী ।
 মুর্তিমতী লক্ষ্মদেবী জগৎ-জননী ।
 কোটি কোটি পুত্র পৌত্র জগিল তাঁহার ।
 সে সব গণিবে হেন শক্তি কাহার ।
 তবে রাজা জিজ্ঞাসিল মুনি-সন্নিধানে ।
 অরি-পুত্রে কুম্বী কুম্বা দিল কি কারণে ।
 কুম্বেরে মারিতে করে সতত সন্ধান ।
 তবে কেনে প্রহ্মায়েরে কৈলা কুম্বাদান ।
 বৈরিভাবে দুহায় বিবাদ অল্পক্ষেণ ।
 বিবাহ-সম্বন্ধ হুঁহে ঘটিল কেনে ॥

ভূত ভব্য বর্তমান তোমার গোচর ।
 জ্ঞানচক্ষে সব তুমি দেখে যোগেশ্বর ।
 মুনি বলে শুন রাজা কহি বিবরণ ।
 নিরবধি করে কুম্বী বৈরী সোভরণ ।
 মনে দুঃখ নাহি ছাড়ে পায়্যা অপমান ।
 তথাপি ভাগিনা পায়্যা কৈল কন্যাদান ।
 কন্যা-বিভা দিল কুম্বী পেয়া দিব্য বয় ।
 স্বয়ম্বর-স্থল নিরমিল মনোহর ॥
 মৃগগণে আসিয়া মিলিল স্বয়ম্বরে ।
 প্রহ্মায় তাহাতে গেলা দেখিবার তরে ॥
 কন্যা স্বয়ম্বর স্থানে কৈলা আগমন ।
 কন্যা দেখি মোহিত হইল বীরগণ ॥
 সাক্ষাৎ কন্দর্প দেখি কুম্বের কুমার ।
 প্রহ্মায়ের গলে কন্যা দিল রত্নমালা ॥
 তবে মৃগগণ সহে বাজিল সংগ্রাম ।
 জিনিঞা আনিল কন্যা বীরের প্রধান ॥
 তবে কুম্বী ভাগিনী করিতে পীড়িত ।
 প্রহ্মায়েরে বিভা দিল কন্যা কুম্ববতী ॥
 হেনমতে কুম্বী সহে সম্বন্ধ বিধান ।
 আর কথা কহি রাজা কর অবধান ॥
 কুম্বী দেবীর কপ্তা চাক্রমতী নামে !
 কৃতবর্ষার পুত্রে তাহা কৈলা সম্প্রদানে ॥
 আছিল রোচনা নামে কুম্বীর নাতিনী ।
 কুম্বী বিভা দিল তার অনিরুদ্ধে আনি ॥
 বন্ধু-বৈরকর্ম রাজা তথাপি চিন্তিল ।
 সন্দেহ বিশেষ করি শ্রীতি বাঢ়াইল ॥
 যদ্যপি একপ হয় সম্বন্ধে অর্থ ॥
 পীরিত্তি কারণে কুম্বী কৈল হয় কর্ম ॥
 শুভকালে শুভযোগে কৈল শুভক্ষণ ।
 আপনে চলিলা যাথে দৈবকীন্দন ॥
 চলিলা কুম্বীদেবী উৎসব দেখিতে ।
 সাধ প্রহ্ময় আদি সন্তান সহিতে ॥
 বিবাহ দেখিতে গেলা প্রভু বলরাম ।
 চলিলা যতেক ধীর বীরের প্রধান ॥
 আসিয়া মিলিল যত মৃগতিমন্তল ।
 বিবিধ উৎসব হৈল আনন্দ মঙ্গল ॥
 দম্বক আদি যত মিলি মৃগগণে ।
 কহিল রুম্বীর তরে মন্ত্রণা-বচনে ॥
 পাশাক্রীড়া করি তুমি জিন বলরাম ।
 না জানে পাশার মূল নাহি অবধান ॥
 এ বোল শুনিঞা কুম্বী বসিয়া প্রোভাতে ।
 ডাক দিয়া বলরামে আনিল সাক্ষাতে ॥

পাণ্ডিল পাশার খেড়ি কপট সন্ধানে ।
বলভদ্র খেলে খেড়ি অকপট-মনে ।
শতেক সহস্র পণ অযুত ধরিয়া ।
খেলায় রোহিণীমুত হরষিত হয়্যা ॥
কুম্বী বলে জিনিলু জিনিলু সব খেড়ি ।
দস্ত তুলি দস্তবজ্র হাঙ্গে উচ্চ করি ।
তবে রাম লক্ষ্যে ধরিয়া আর পণ ।
ক্রোধ করি খেলে খেড়ি রোহিণীনন্দন ॥
কুম্বী বলে এহোবার কৈলু আমি জয় ।
তবে বলভদ্র ক্রোধ কৈল অতিশয় ॥
অর্জুন করিয়া পণ খেলে আরবার ।
সকল জিনিল রাম বিপক্ষ-বিদার ॥
জিনিলু সকল কুম্বী বলে চল করি ।
সত্যসদে পুছ যদি আমি মিথ্য বলি ॥
অস্তরীক্ষ-বাণী হৈল চেনাঞ সময় ।
জিনিল সকল বলভদ্র মহাশয় ॥
চল ধরি কুম্বী বলে অগত্য-বচন ।
জনিল সকল খেড়ি রোহিণীনন্দন ।
গেহ বাণী না মানিল কুম্বী দুরাশয় ।
ছলে পরিহাস মন বলে অতিশয় ॥
বনে বৈস তুমি কি পাশার ধার দায় ।
সহজে গোয়াল জাতি গোখন চরায় ॥

পাশাকীড়া করে বিদগধ নৃপগণে ।
গোপ-জাতি তুমি পাশী খেলিবে কেমনে ।
জন্ত মন বলি কুম্বী কৈল উপহাস ।
কোণে রাম জলে যেন জলন্ত হস্তাশ ॥
মারিল কুম্বীর মুণ্ডে মৃবল-প্রহার ।
সত্যার তিতরে রুম্বী করিল সংহার ॥
তবে-সে কলিজরাণী পলায় সত্বরে ।
দশ পায় গিয়া তারে ধরে চলধরে ॥
যে দস্ত দেখায়া ছুট পরিচাস কৈল ।
গোটে গোটে ধরি সব দস্ত উপড়িল ॥
সারো শির ভাঙ্গিল কাচার নাক কাণ ।
কারো ভুজ কারো বুক কৈল খানখান ॥
রকতে তিতিল অজ মৃবল-প্রহারে ।
প্রাণ লয়্যা নৃপগণ গেলা নিজপুরে ॥
তা-মন কিছই না বলিলা শ্রীহরি ।
বলরাম কুম্বীগীর পেম রক্ষা করি ॥
তবে বর-কত্তা দিব্য রথে আরোপিয়া ।
বিবিধ সামনে গেলা চৌদিগে সাজিয়া ॥
রাম-কৃষ্ণ চলি গেলা দ্বারকামণ্ডলে ।
অনিরুদ্ধ-বিবাহ বর্ণি পয়কারে ॥
বিদগধ-শিরোমণি গদাধর জান ।
ভাগবত-আচার্যের মধুর-গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং

বৈষ্ণাসিক্যাং দশমস্কন্ধে একষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ৬১ ॥

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় ।

তুড়ি রাগ ।

তবে আর কথা কহি শুন সাবধানে ।
বলির কুমার বাণ বিদিত ভুবনে ॥
সহস্রেক ভুজ তার শত মধ্যে জোষ্ঠ ।
বাণ রাজ্য আছিল সকল নৃপশ্রেষ্ঠ ॥
বাঙনে তুড়িল শিব তাণ্ডব-নাটনে ।
ভকতবৎসল শিব তুড়িল রাজনে ॥
বর মান তারে বদি বলিল শকর ।
পুরের ছত্রাণী হয়্যা থাক নিরন্তর ॥
সহস্রেক ভুজ যোরে দেহ মহেশ্বর ।
ত্রিভুবনে নহে যেন যোর সমসর ॥
এই বর বাণরাজ্য মাগিল শকরে ।
বর দিয়া শিব তার রহিলা ছত্রারে ॥

একদিন বাণরাজ্য করিয়া প্রণাম ।
কহিতে লাগিলা কিছু শিব-বিজ্ঞান ॥
নমো নমো মহাদেব জগত-ঈশ্বর ।
কামপুর কল্পতরু চরণ যুগল ॥
সহস্রেক ভুজ দিলে হৈল মোর ভার ।
মোর সম নাছি বীর জগতে যুঝার ॥
সতে হেন বুঝি তুমি আছ সমবল ।
যুদ্ধ দিয়া কর মোর ভুজে রসকল ॥
দিগ-গজের সহে গেছ করিবারে রণ ।
পালার্যা দিগ গজ গেল রাখিয়া জীবন ॥
চূর্ণ কৈলু গিরিগণে ভুজের প্রহারে ।
তে-কারণে যুদ্ধ মাঝে তোমার গোচরে ॥

এ বোল শুনিয়া ক্রোধ কৈল মহেশ্বর ।
 কুলবলে দর্প বেটা করে এত বড় ।
 কহে তাজি রথ-ধ্বজ পড়িবে যখনে ।
 আমার সমান বীর মিলিবে তখনে ॥
 এ বোল শুনিঞা বাণ হৈল হরষিত ।
 শিবের বচনে বাণ লভিল প্রীতিত ॥
 তার কস্তা উবা নামে আছিল সুন্দরী ।
 অনিরুদ্ধ সনে তার হৈল রতি-কৈলি ॥
 অনিরুদ্ধ সহে রতি লভিল স্বপনে ।
 আগিয়া উঠিল কন্যা চকিত নয়নে ॥
 কতি গেল কান্ত মোর পুরুষ-রতন ।
 রতি-কৈলি তুচ্ছ তেজিল কি-কারণ ।
 সখীগণ-মাঝে কন্যা হইয়া ব্যাকুলি ।
 বিলাপ করিয়া কান্দে ৩ জ্ঞা পরিহারি ॥
 আছিল বাণের পাশে কুস্তাশুক নামে ।
 চিত্রলেখা আর কস্তা বিদিত ভুবনে ॥
 সর্বমায়ী জানে সে যে পদম যোগিনী ॥

৩ পুছিল উবারে তবে বিনয়-বাদিনী ;
 কোন বাহা কর সখি কহ মোর আগে ।
 কোন কান্ত বাধু তুমি চিত্ত-অঙ্গুরাগে ॥
 যে যে মনোমুগ্ধ সখি কর বিভ্রমানে ।
 আনিঞা ভেটাব যদি থাকে জ্বিভুবনে ॥
 চিত্রলেখার বচন শুনিঞা রূপবতী ।
 কহিতে লাগিল উবা হরষিতমতি ॥
 স্বপনে দেখিলু এক পুরুষ-রতন ।
 ঘনশ্রাম-কলেবর কমল-লোচন ॥
 মহাভূজ পাতবস্ত্র নারী-মনোহর ।
 স্বপনে দেখিছু যেন পুরুষ-শেখর ॥
 শিখায়্যা অধর-মধু গেল পরিহারি ।
 এত বলি কান্দে উবা সখী-মুখ হেরি ॥ (১)
 চিত্রলেখা বলে সখি পরিহার খেদ ।
 আনিব তোমার কান্ত নহিব বিচ্ছেদ ॥
 এ বোল বুলিয়া চিত্রলেখা যোগেশ্বরী ।
 দিব্য পট নিরামল চিত্রের পুতুলী ॥
 দেব বিভাধর বন্ধ গন্ধর্ব্ব কিয়র ।
 সিদ্ধ চারণ দৈত্য নর কণধর ॥
 বহুবংশ বৃক্ষবংশ লিখিল সুসারে ।
 রামকৃষ্ণ প্রহ্লাদ লিখিল ধরে ধরে ॥
 প্রহ্লাদ দেখিয়া উবা : ইলা লজ্জিতা ।
 অনিরুদ্ধ দেখিয়া অধিক হরষিতা ॥

এই সেই নয়নর মোর প্রাণপতি ।
 চিত্রলেখা বুলিয়া চলিল শীঘ্রগতি ॥
 চলিল আকাশপথে দারকামণ্ডলে ।
 পুরেতে প্রবেশ তবে কৈলা যোগবলে ॥
 অনিরুদ্ধ লয়া নারী উঠিল আকাশে ।
 আনিল শোণিতপুরে আঁখিল নিমিষে ॥
 অনিরুদ্ধে দিল লঞা উবা-বিভ্রমানে ।
 পতি দেখি উবার সন্তোষ হৈল মনে ॥
 অস্তঃপুরে পতি লয়া পরবেশ করি ।
 পতি-সেবা করে উবা পত্নীভাব ধরি ॥
 ধূপ দীপ গন্ধ মালা বসন ভূষণে ।
 দিব্য অন্ন-পান ভক্ষ্য মধুর বচনে ।
 পতিসেবা করে দেবী মহাঅঙ্গুরাগে ।
 কত রাত্রি দিন যায় হৃদয়ে না লাগে ॥
 উবারে হরিণ চিত্ত নাহি অবধান ।
 অনিরুদ্ধ-চক্ষে নাহি দিব্য-রাজি-জ্ঞান ॥
 বাহিরে প্রহরীগণ লিখিল লক্ষণে ।
 কস্তা সহে হৈল কোন পুরুষ সঙ্গমে ॥
 তবে জানাইল গিয়া রাজা-বিদ্যমানে ।
 তোমার কস্তার দোষ পুরুষ-সঙ্গমে ॥
 কুলে অপযশ খুল্য তোমার কুমারী
 আমি-সব বিচারিয়া লিখিতে না পারি ॥
 এ বোল শুনিঞা বাণ মনে পাইল ব্যথা ॥
 কুলের কলঙ্ক শুনি হেট কৈল মাথা ॥
 উঠিয়া চলিল বাণ হরিত গমনে ।
 কস্তাপুর-পরবেশ কৈল ক্রোধ মনে ॥
 দেখিলা পুরুষবর পুরের ভিতরে ।
 শ্রামল সুন্দর তহু পাণ্ডবস্ত্র ধরে ॥
 ভুবন-বোহন মহাপুরুষ লক্ষণ ।
 বিকষিত মুখ-পদ্ম রাজীবলোচন ॥
 কুটিল কুন্তল গবল দ্বলে বনমালা ।
 ঐতিবিনিহিত মণি-কুণ্ডল বিশাল ॥
 পাশা-সারি খেলে ছুহে নব-রস-রঙ্গে ॥
 ছহার পীরিতি বাঢ়ে মদনভরণে ॥
 সম্মুখে দাণ্ডার বাণ হেন অবসরে ।
 বীরগণে বেঢ়ি লৈল পুরীর ভিতরে ॥
 তা দেখিয়া অনিরুদ্ধ উঠিল সঙ্কর ।
 পরিষ তুলিয়া লৈল দিয়া-বামকর ॥
 বাজিল তুমুল রণ পুরের ভিতরে ।
 যারিল সকল বীর ৩ রিষপ্রহারে ॥
 কার মাথা ভাজিল ছিঙিল নাক কাণ ।
 কহে গেল দৈবযোগে রাখিয়া পদাণ ॥

(১) পাঠান্তর,—

“৩ ছুখ-সাগরে সখি গুয়ারা মরি” ;

তা দেখিয়া বাণ রাজা ক্রোধ কৈল মনে ।
নাগপাশে অস্ত্রদ্ধ বান্ধিল যতনে ॥
স্বামীর বন্ধন দেখি ব্যাকুলিতচিতা ।

কান্দিতে লাগিল উষা শোকে বিমোহিতা
ধীরশিরোমণি শ্রীগদাধর জ্ঞান ।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুর গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে দ্বিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥৬২॥

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় ।

দেশাগ রাগ

অনিরুদ্ধে না দেখিয়া সব বন্ধুগণে ।
শোকেতে ব্যাকুল হয়্যা চাহে নানাস্থানে ॥
চাহিতে চাহিতে কেহ না পায় উদ্দেশ ।
চারি মাস হইল অলপ অবশেষ ॥
হেনকালে আসিয়া নারদ তপোধন ।
আদি হৈন্তে কহিলা সকল বিবরণ ॥
এ বোণ শুনিঞা যত মিলি যদুগণে ।
চতুরঙ্গ সেনা সাজি চলিল সন্ধান ॥
সাম্ব গদ যুধান প্রহ্মাশ্রয় প্রধান ।
নন্দ উপনন্দ ভদ্র আদি বলবান ॥
রাম-কৃষ্ণ অমুচয় যত যদুগণ ।
দ্বাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য করিয়া সাজন ॥
চলিলা শোণিতপুরে বীরের প্রধান ।
চৌদিগে বেটিল পুরী করিয়া সন্ধান ॥
তাম্বিল প্রাচীর পুর বাহির দুয়ার ।
বড় বড় মহাগড় কবাট দুর্বার ॥
তাহা দেখি বাণ রাজা জ্বলিল অন্তরে ।
দ্বাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য সাজিল সত্তরে ॥
যুঝিবারে আইল বীর পুরের বাহির ।
আসিয়া ডাকিল বাণ শব্দ গম্ভীর ॥
ডাকাডাকি বলাবলি বাজিল সংগ্রাম ।
সগণে যুঝিতে আইলা হর ভগবান ॥
লিঙ্গাচ প্রমথগণ সঙ্গে গণপতি ।
বৃষ আরোহণ করি কান্তিক সংহতি ॥
আপনে যুঝিতে আইলা হর মহেশ্বর ।
বান্ধিল ভূমূল যুদ্ধ পৃথিবী-উপর ॥
শঙ্করের সনে যুদ্ধ কৈল নারায়ণ ।
কান্তিকের সহ হৈল প্রহ্মায়ের রণ ॥
কুন্ডাণ্ড বাণের মন্ত্রী কৃষ্ণকর্ণ নাম ।
হুহার সংহতি যুদ্ধ কৈল বলরাম ॥

বাণের পুত্রের সঙ্গে সাধের সংগ্রাম ।
সাত্যকির সহ যুঝে বাণ বলবান ॥
ব্রহ্মা আদি করি ইজ্ঞা যত সুরগণে ।
সুর মুনি সিদ্ধ সাধ্য শরীর চারণে ॥
যক্ষ বিভ্রাধরগণ চটি দিব্য রথে ।
কৌতুকে সংগ্রাম দেখে রহি শূন্যপথে ॥
শিব-অমুচর যত এ ভূত বেতাল ।
ডাকিনী-যোগিনীগণ পঞ্চম বিশাল ॥
পিশাচ কুম্ভাণ্ড যত রাক্ষসের সেনা ।
তারা সব আগি কৃষ্ণ-সৈন্তে দিল হানা ॥
তীক্ষ্ণ শরে কৃষ্ণ তারে কৈল নিবারণ ।
তবে আর বাণ যুড়ে শিবের কারণ ॥
নিজ অস্ত্রে কৈল শিব কৃষ্ণ-অস্ত্র দূর ।
তবে কৃষ্ণ ব্রহ্মঅস্ত্র মারিল নিষ্ঠুর ॥
ব্রহ্মঅস্ত্র শিব তবে কৈল নিবারণ ।
তবে বায়ুঅস্ত্র ঘোড়ে প্রভু নারায়ণ ॥
যুড়িয়া পরুতঅস্ত্র শিবে নিবারিল ।
তবে অগ্নিঅস্ত্রে প্রভু সন্ধান পুরিল ॥
শঙ্কর বরুণঅস্ত্রে কৈলা নিবারণ ।
ইন্দি অস্ত্রে শঙ্করে মোহিলা নারায়ণ ॥
তবে বাণ-সৈন্তে কৈল শর-বরিষণ ।
গদার প্রহারে কৈল সৈন্য নিপাতন ॥
প্রহ্মায়ের রণে হৈল কান্তিকের ভঙ্গ ।
শর-বরিষণে হৈল খণ্ড খণ্ড অঙ্গ ॥
ঝলকে ঝলকে পড়ে অঙ্গেতে রুধির ।
রণ তেজি পালাইল কান্তিক মহাবীর ॥
পড়িল কুন্ডাণ্ডবীর মুখল-প্রহারে ।
কৃষ্ণকর্ণে মারিল ঠাকুর হলধরে ॥
পালাইল সর্ব সৈন্য যুদ্ধ পরিহরি ।
তবে কোথে থেয়া আইল বাণ মহাবলী ॥

সাত্যকি ছাড়িয়া বীর ধাইল সমুদ্রে ।
 রথে চড়ি রহে গিয়া কৃষ্ণের গোচরে ॥
 পঞ্চশত বাণ বুড়ে পঞ্চশত করে ।
 একেক ধুতে বুড়ে দুই দুই শরে ॥
 একবারে ছাড়ে রাজা দশশত বাণ ।
 তাহারে কাটিয়া কৃষ্ণ কৈল খানখান ॥
 খণ্ড খণ্ড কৈলা রথ রথের সারথি ।
 কাটিল রথের ঘোড়া বায়ু বেগ গতি ॥
 সফট দেখিয়া দেবী হুয়া দিগম্বরী ।
 আউলিয়া মাথার কেশ গমন-মহুরা ॥
 দাণ্ডিয়া কৃষ্ণের আগে রহিলা কোটরী ।
 লাজে হেট মাথা হুয়া রহিলা শ্রীহরি ॥
 রথ কাটা গেল কাটা গেল ধনুর্ধর ॥
 পুরে প্রবেশিব বাণ রাখিয়া পরাণ ॥
 পালাইল ভূতগণ ভাঙ্গিল সংগ্রাম ।
 হেনকালে আইল জর মহাবলবান ॥
 মহাভয়ঙ্কর জর ধরে তিন শির ।
 ধর ধর করিয়া ডাকিল মহাবীর ॥
 তা-দেখিয়া সৃজে হরি তবে আর জর ।
 দুই জরে দুই হৈব মহাভয়ঙ্কর ॥
 জিনিল বৈষ্ণব-জরে শঙ্করের জর ।
 কানিয়া রহিল গিয়া কৃষ্ণের গোচর ॥
 ভয় পেয়া হর জর কম্পিত হৃদয় ।
 করজোড় করিয়া কৃষ্ণের আগে রয় ॥
 শরণ পশিয়া জর কৃষ্ণের চরণে ।
 স্তুতি করে হরজর ভয় পেয়া মনে ॥
 নমো নমো অনন্ত শক্তি নারায়ণ ।
 জ্ঞানমাত্র কেবল নিগুণ সনাতন ॥
 সকলের আত্মা তুমি উতপত্তি স্থান ।
 জগত-কারণ তুমি প্রলয়-নিদান ॥
 তুমি কাল তুমি জীব তুমি দৈব কর্ম ।
 তুমি প্রাণ তুমি আত্মা তুমি দেহ-ধর্ম ॥
 তোমার মায়ায় নাথ জীবের সংসার ।
 তোমা না ভজিয়া জীব তবে নহে পার ॥
 তোমার চরণে নাথ পশিলু শরণ ।
 কৃপা করি কর ৩৭-বক্ষ বিমোচন ॥
 নানা লীলা কর তুমি পুরুষ পুরাণ ।
 দুঃ নিবারিয়া কর শিষ্ট পরিত্রাণ ॥
 সম্প্রতি লীলায় তুমি কৈলে অবতার ।
 অমর মারিয়া হর পৃথিবীর ভার ॥
 মহাভয়ঙ্কর জর তোমার সজিত ।
 তার তেজে মুক্তি নাথ কেবল তাপিত ॥

তাবত জীবের নহে তাপ নিবারণ
 যাবৎ না জয় নাথ চরণে শরণে ॥
 এইরূপে নানা স্তুতি কৈল হর জরে ।
 হাসিয়া বলেন বাণী প্রভু সুরেশ্বরে ॥
 শুনহে ত্রিশিব আমি হৈলু পরসন্ন ॥
 ভয় পরিহর তুমি স্থির কর মন ॥
 না করিহ আর তুমি জর করি ভয় ।
 স্মৃতে গিয়া রহ তুমি না কর সংশয় ॥
 তোমায় আমার দুহে যে হৈল সংবাদ ।
 যে জন শ্রুত্রে তার খণ্ডিব প্রমাদ ॥
 না যাইহ জর তুমি তার সন্নিধান ।
 বর পেয়া হর জর গেলা নিজস্থানে ॥
 তবে বাণ পুনরপি আইলা রথে চটি ।
 বুঝিল কৃষ্ণের সহ নানা অস্ত্র ধরি ॥
 সহস্রেক হাথে আনে গাঢ় পাথর ।
 ক্রোধ করি পেলি মারে কৃষ্ণের উপর ॥
 অস্ত্র-বরিষণ বাণ কৈল ভয়ঙ্কর ।
 এক চক্রে কাটিলা সকল সুরেশ্বর ॥
 তবে তার কাটিল সকল ভূজদণ্ড ।
 ভূমিতে পড়িল ভুজ হুয়া খণ্ড খণ্ড ॥
 কাটা গেলে ডাল যেন রহে তরুবার ।
 তবে কৃষ্ণ আগে গিয়া দাণ্ডায় শঙ্কর ॥
 ভকতবৎসল শিব কর ঘুড়ি শিঃ ।
 ভক্তিভাব করিয়া প্রভুরে স্তুতি করে ॥
 সত্য ব্রহ্ম প্রভু তুমি নিগম-গোপিত ।
 গুঢ়রূপে নরবেশে জগতে বিদিত ॥
 কিরূপে তোমায়ে নাথ জানিব অমুরে ।
 ধ্যানযোগে যোগী যারে জানিতে না পারে ॥
 আকাশ তোমার নাভি মুখ হতাসন ।
 ত্রিদিব তোমার শির পৃথিবী চরণ ॥
 দশদিগ, স্রুতিগণ মন শশধর ।
 মুক্তি শিব আত্মা যার আঁখি দিনকর ॥
 সমুদ্র ভঠর যার বৃক্ষ রোমাবলি ।
 মেঘগণ কেশ যার ব্রহ্ম বুদ্ধি বলি ॥
 হৃদয় যাহার ধর্ম লিঙ্গ প্রজাপতি ।
 লোকময় প্রভু তুমি সর্বলোক-গতি ॥
 অবতার করি কর সাধু পরিত্রাণ ।
 ধর্ম-রক্ষা হেতু নরলোকে উপাদান ॥
 তুমি নাথ কর আমা সভার পালন ।
 তে-কারণে আমা সব ধরি ত্রিভুবন ॥
 তুমি এক পুংষ নিগুণ নিরাধার ।
 অধৈত পরমানন্দ বিচিত্রে বিহার ॥

নানা ভেদে বচনৰূপে কৰহ প্ৰকাশ ।
 আপন মায়ায় কৰ আপনে বিলাস ॥
 আপন ছায়ায় যেন সূৰ্য্য আচ্ছাদিত ।
 তহ নিজ ভেজ লোকে কৰে প্ৰকাশিত ॥
 সেইৰূপে কৰ নানা মায়ায়ে বচন ।
 আপন মায়ায় নাথ আচ্ছাদ আপনা ॥
 আমি-সব কেহ নাথ নাহি তোমা বিনে ।
 নানা রূপ ধৰি তুমি বিহর আপনে ॥
 সৰ্বজীৱ বিমোহিত মায়ায়ে তোমাৰ ।
 দুঃখময় সংসাৰে ভ্ৰময়ে বাৰবাব ॥
 পুত্ৰ-দাৰ-গৃহময় গভীৰ সাগরে ।
 তোমাৰ মায়ায়ে জীব মন্ত্ৰে নিরন্তরে ॥
 মায়াব জনম নাথ লভিয়া যতনে ।
 তোমাৰ পদাৰবিন্দ না ভঞ্জে যে জনে ।
 সে জন কেবল নাথ অধম বঞ্চিত ।
 তোমাৰ মায়ায় তৰে ভানিলু মোহিত ॥
 যে পুন তোমাৰে ছাড়ে নরদেহ পাঞা ।
 অমৃত ত্যজিয়া যেন মৰে বিণ খাঞা ॥
 মুক্তি মহেশ্বৰ নাথ ব্ৰহ্মা প্ৰজাপতি ।
 মুনিগণ সুরগণ যত শুদ্ধমাত ॥
 সৰ্বভাবে আমি-সব পশিলু শরণে ।
 অস্ত গতি নাহি প্ৰভু তুমি নাথ বিনে ॥
 জগতের উতপত্তি প্ৰলয় পালন ।
 সৰ্বজীৱ-পতি তুমি সত্যৰ জীবন ॥
 জগতের আত্মা তুমি পতি গতি প্ৰাণ ।
 চরণ ভজিলু নাথ কৰ অবধান ॥ (১)
 এ মোৰ কিঙ্কর নাথ প্ৰিয় অমুচর ।
 মুক্তি নাথ ইহাকে দিয়াছে এক বর ॥
 পূৰ্বে অভয় বর দিলু তুষ্ট হয়্যা ।
 মোৰ সত্য রাখ নাথ যদি কৰ দয়া ॥
 যদি বল অমুচর না কৰি বর দান ।
 প্ৰহ্লাদ তোমাৰ ভৃত্য তাহাতে প্ৰমাণ ॥
 শতক বচন শুনি প্ৰভু চক্ৰপাণি ।
 শঙ্করের তরে তবে বলে প্ৰিয়বাণী ॥

সত্য সত্য শিব তুমি কহিলে নিশ্চয় ।
 তোমাৰ বচন যেন কভু মিথ্যা নয় ॥
 প্ৰহ্লাদেৰ তরে আমি এই বর দিল ।
 অবধ্য তোমাৰ বংশ আজি হৈতে হৈল ॥
 সেই বংশে বাণৰাজা হইল উৎপন্ন ।
 আমাৰ অবধ্য এহ হৈল ভে-কাৰণ ॥
 ভৃগুগণ কাটিয়া হরিল বল দৰ্প ।
 পুনৰপি আৰ যেন না কৰ এ গৰ্ব্ব ॥
 চাৰিভূজ ৰাধিয়া অভয় বর দিল ॥
 আজি হৈতে তোমাৰ কিঙ্কর মোৰ হৈল ॥
 অজয় অমর হয়্যা রহিল সংসাৰে ।
 এই বর দিলু শিব তোমাৰ কিঙ্করে ॥
 বর পেয়া বাণৰাজা কৈলা সংবিধান ।
 অভয় পদাৰবিন্দে কৰিয়া প্ৰণাম ॥
 রণে তুলি অনিৰুদ্ধ আনিল গোচরে ।
 কন্তা দিয়া নিবেদিল চরণ নিয়ড়ে ॥
 এত অক্ষৌহিণী সৈন্ত দিল বহুধন ।
 বিবিধ যোদ্ধা দিল বসন ভূষণ ॥
 বিদায় মাগিলা শিবে লইয়া সগণে ।
 আনন্দে চলিলা হরি দ্বারকাভূবনে ॥
 মহাৰণে বর-কন্তা কৰি আশ্বাসন ।
 দ্বারকা-বিজয় তবে কৈলা ভগবান ॥
 শম্ভু-ভেৰী-মুদঙ্গ-হুন্দুভি-কোলাহল ।
 বহুবিধ বৃত্তান্তিত আনন্দ মজল ॥
 দ্বারকা প্ৰবেশ কৈলা ত্ৰিজগত-ৰায় ।
 ত্ৰিভুবনে শঙ্কর-বিজয় যশ গায় ॥
 বাণযুদ্ধ মহাবশ শঙ্কর-বিজয় ।
 যে জন সোঙরে নিতি প্ৰভাত-সন্ধ্যা ॥
 রণে ভজ নহে তার নহে ভব-ভয় ॥
 বিষ্ণু-ভক্তি হয় তার খণ্ডয়ে সংশয় ॥ (২)
 হৰিবংশে কহিয়াছে কৰিয়া বিস্তার ।
 ভাগবতে কহি সার কৰিয়া উদ্ধার ॥
 জ্ঞান গুরু গদাধর ধীৰশিৰোমণি ।
 ভাগবত-আচাৰ্য্যেৰ প্ৰেমতৰঙ্গিণী ॥

(১) পাঠান্তর,—

“চরণে পড়িলু নাথ কৰ পৰিত্ৰাণ” ।

(২) পাঠান্তর,—

“জয় হৈতে ভয় তার কবু নাহি হয়” ।

ইতি শ্ৰীভাগবতে মহাপুৰাণে পাৰমহংস্তাং সংহিতায়াং

বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে ত্ৰিযষ্টিভূমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৩ ॥

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় ।

সুই রাগ ।

মুনি বলে শুন রাজা অদভুত বাণী ।
কহিব তোমায়ে তবে বিচিত্র কাহিনী ॥
এক দিন কৃষ্ণের কুমারগণ মেলি ।
সাধ প্রচ্যায় তানু গদ আদি করি ॥
উপবনে শিশুগণে করে নানা খেলা ,
খেলা-রসে রহিল। বিস্তর হৈল বেলা
ভ্রমায় আকুল শিশু বনে বনে ধায় ।
জল চাহে শিশুগণ জল নাহি পায় ॥
সম্মুখে দেখিল এক কূপ ভয়ঙ্কর ।
জল নাহি তাথে মহা গভীর প্রসর ॥
এক মহাপ্রাণী তাথে প ত-আকার ।
দেখিয়া বিস্মিত হৈল যতেক ছাওয়াল ॥
চর্ম-দড়ি দিয়া তারে বান্ধিল যতনে ।
টান দিয়া তুলে তবে যত শিশুগণে ॥
আছুক তুলিতে না পারিল নাড়িবারে ।
কৌতুকে ছাড়িয়া গেল যতেক ছাওয়ালে ॥
কহিল কৃষ্ণের আগে সব বিবরণ ।
আপনে চলিয়া তথা গেলা নারায়ণ ॥
পরশিয়া মাত্র প্রভু দিয়া বামকর ।
লীলায় তুলিলা তারে কুপের উপর ॥
কৃষ্ণ-পরশনে তার সর্ষপাপ হরে ।
কাঁকলাস মুক্তি ছাড়ি দিয়া মুক্তি ধরে ॥
তপত কাঞ্চন জিনি দীপ্ত কলেবর ।
রতন কুণ্ডল হার মুকুট সুন্দর ॥
জ্ঞানেন্দ্র সকল তত্ত্ব জ্ঞান শিরোমণি ।
তথাপি পুছিলা তারে দেব চক্রপাণি ॥
লোক স্বেচ্ছাইতে জিজ্ঞাসিলা নারায়ণ ।
কহ হে পুরুষ তুমি নিজ বিবরণ ॥
কোন পাপে আছিল তোমার অযোগ্যতা ।
কোন পুণ্যে দিয়া রূপ ধরিলে সম্প্রতি ॥
আপনার জন্ম কর্ম কহ মহাশয় ।
কি নাম তোমার তুমি কাহার তনয় ॥
ইচ্ছ যদি কর সব কহিব কারণ ।
তবে যুগরাজা কহে পূরী বিবরণ ॥
ইক্ষবর্তনয় আমি রাজা বৃগ নামে ।
সকল বিদিত নাথ তোমার চরণে ॥
সর্বভূত সাক্ষী তুমি সর্বজ্ঞ শেখর ।
সকল জীবের গতি তোমাতে গোচর

তথাপি তোমায়ে কহি আজ্ঞা শিরে ধরি ।
মোর ভাগ্যে তুমি জিজ্ঞাসিলে কৃপা করি ॥
যতেক পৃথীর রেণ আকাশের তারা ।
যতেক মেঘের হয় বরিশণ ধরা ॥
তত ধেমু দিল দান কাঞ্চনে ভূমিয়া ।
তরুণী-কপিলা হেমময় শৃঙ্গ দিয়া ॥
রজতের চারি খুর ধর্ম অমুমতা ।
পট্টপট-মাল্য-আভরণ-সংস্রুতা ॥
সুবক ব্রাহ্মণ যত বিপ্রের প্রধান ।
কুল-শীল-শুণসুজ্ঞ মহা মতিমান ॥
সত্যব্রত তপোব্রত বেদবিদ্যার ।
কাঞ্চনে ভূমিয়া তার পুণ্য-কলেবর ॥
হেনরূপে দ্বিজগণ আনি বিদ্যমান ।
নিতি-নিতি লক্ষ-লক্ষ কার ধনু-দান ॥
রজত কাঞ্চন কল্প তিল ভূমি জল ।
কনক-নির্মিত রথ তুরঙ্গ বৃষ্ণর ॥
বসন ভূষণ শয্যা রতন-রচনা ।
কত কোটি কোটি তাহা কে জানে গণনা ॥
কত মহাদান মহা বিপুল মন্দির ।
কত যজ্ঞ দীঘি সরোবর পুণ্য-নীর ॥
এইরূপে নানা দান করি নিরবধি ।
দৈবযোগে এক দিন বাম হৈল বিধি ॥
এক ব্রাহ্মণের ধেমু পলাইয়া আসি ।
অজানিতে রহে গিয়া গোষ্ঠে পরবেশি ॥
সেই ধেমু দিলু আমি অত্র ব্রাহ্মণেরে ।
ধেমু লয়া ব্রাহ্মণ চলিল নিজ ঘরে ॥
চাহিতে বেড়ায় বিপ্র পথে আসি দেখে ।
মোর মোর বলিয়া ব্রাহ্মণ ধেমু রাখে ॥
বিবাদ করিল তারা আইল দুই জন ।
ভৎসয়া আমার ঠাঞি কৈল নিবেদন ॥
তুমি ধেমু দিলে বিপ্র হরি লঞা যায় ।
ইহা শুনি ভয় হৈল আমার হিয়ার ॥
তবে দুই ব্রাহ্মণের ধরিহু চরণে ।
বিস্তর শাস্তিহু মুঞি বিনয় রচনে ॥
অমুগ্রহ দুই কর না কর বিবাদ ।
না জানিঞা কৈলু মুঞি কেম অপরাধ ॥
কিঙ্করের অপরাধ প্রভু নাহি লয় ।
হেন কর্ম কর মোর নরক না হয় ॥

কৃপা কৰি এক বিপ্ৰ ধেমু চাড়ি দেহ ।
 ইহাৰ বদলে এক লক্ষ ধেমু লেহ ॥
 এ বোল শুনিঞা দুই বলিল ব্ৰাহ্মণ ।
 আৰ ধেমু লয়্যা কিছু নাহি প্ৰয়োজন ॥
 এ বোল বলিয়া দুই বিপ্ৰ গেল ঘৰে ।
 মৃত্যুকাল হৈল মোৰ কত দিনান্তরে ॥
 যমদূতে লয়্যা গেল যম বিজ্ঞান ।
 ধৰ্ম্মৰাজে দেখি মুক্তি কৰিলু প্ৰণাম ॥
 সম্ভাষিয়া ধৰ্ম্মৰাজ আজ্ঞা দিলা মোৰে ।
 পাপভোগ কৰ তুমি এই অংসরে ॥
 পাছে পুণ্যভোগ তুমি কৰহ সকল ।
 তোমাৰ পুণ্যৰ অন্ত নাহি নৱেশ্বৰ ॥
 অদ্বীকাৰ কৈলু মুক্তি যমের বচনে ।
 পড হেন বাণী যম বলিলা ভঞ্জে ॥
 সেইক্ষণে পড়িলু মুক্তি কৃপেৰ ভিতৰ ।
 ককলাস ৰূপ ধৰি আছি চিৰকাল ॥
 দানশীল প্ৰাজ্ঞা আমি তোমাৰ কিহৰ ।
 কৃপে পড়ি ছিলু নাথ বিস্তৰ বংসৰ ।
 তোমাৰ পদাৱবিন্দ কৰিয়া অৱণ ।
 আশা ধৰি ছিল নাথ হৈল দৰশন ॥
 যোগীশ্বৰ মুনীশ্বৰ যাৰ চরণ ধোয়ায় ।
 হৃদয়ে চিন্তয়ে মাত্ৰ দেখিতে না পায় ॥
 অপবৰ্গ পদ ধাৰ চরণ-কমল ।
 হেন প্ৰভু হৈল মোৰ নয়ন-গোচৰ ॥
 সংসাৰে পতিত মুক্তি অক্ষ মুচমতি ।
 দৰশন দিষে নাথ ঘূচালে দুৰ্গতি ॥
 গোবিন্দ মাধব দেবদেব জগন্নাথ ।
 নারায়ণ হৰীকেশ ত্ৰীবাণ সাক্ষাত (১) ॥
 অচ্যুত কেশব পুণ্যশ্লোক শিখামণি ।
 আজ্ঞা দেহ দুৰ্গভেৰ গতি তত্ত্ব জানি ॥
 যথা তথা থাকি যেন বৃদ্ধিলয় নহে ।
 চরণাৱবিন্দে যেন সবে মতি রহে ॥
 নমো বামুদেব কৃষ্ণ অনন্ত-শক্তি ।
 নমো ত্ৰিজগতনাথ ব্ৰজকুলপতি ॥
 প্ৰদৰ্শকৰ কৰি কৈল চরণে প্ৰণাম ।
 আজ্ঞা লয়্যা দিব্য ৰথে চৰি মতিমান ॥
 সৰ্বলোক বিজ্ঞানে গেল স্বৰ্গবাস ।
 হাসিয়া কি বলে তবে প্ৰভু ত্ৰিনিবাস ॥

ব্ৰাহ্মণ্যশেখৰ হৰি লোক শিক্ষা কৰে ।
 বুঝায় বিবিধ ধৰ্ম্ম বিবিধ প্ৰকাৰে ॥
 অলপ ব্ৰহ্মস্ব যদি ভুজয়ে অনলে ।
 অগ্নি হেন হয়্যা তেঁহো জাৰিতে না পাৰে ॥
 হলাহল বিষ বিষ না বুলিব ভাৱে ।
 প্ৰাতিকাৰ আছে তাৰ কত পৰকাৰে ॥
 ব্ৰহ্মাৰ সমান বিষ নাহি বুলিবাব ।
 কোনমতে নাহি তাথে কোনহপ্ৰকাৰ ॥
 বিষ খাইলে সতে মাত্ৰ মরে সেইজন ।
 জল দিলে আপনে নিভায় হতাশন ॥
 ব্ৰহ্মস্ব আশুনি যাথে পৰবেশ কৰে ।
 সমূলে সকল তাৰ কুল পুড়ি মাৰে ॥
 সৰ্ব্ব ব্ৰহ্মস্ব যদি কোনমতে হৰে
 ত্ৰিগুৰু সহ সেই নিৱৰ্ত্তে পড়ে ॥
 বলে যদি ব্ৰহ্মস্ব কৰয়ে অপহাৰ ।
 দশ পুণ দশ পৰ পুৰুষ তাহাৰ ॥
 নৱকে পড়য়ে তাৰ নাহি কোন গতি ।
 ব্ৰহ্মস্ব হয়ৰে মহাভূষ্ট পাপমতি ॥
 ব্ৰাহ্মণেৰ বৃত্তি যদি হৰে কোন জন ।
 দুঃখ-শোক পায়্যা যদি কান্দয়ে ব্ৰাহ্মণ ॥
 যত ধূলি ভিত্তে তাৰ নয়নের জলে ।
 ততক বংসৰ ধৰি দুঃখ ভোগ কৰে ॥
 কুন্তীপাকে পড়ে তাৰ নাহি পৰিত্ৰাণ ।
 কেহ জানি কৰয়ে ব্ৰাহ্মণ-অবজ্ঞান ॥
 পৰে দিহা থাকে কি আপনে দিহা থাকে ।
 ব্ৰাহ্মণেৰ বৃত্তি যদি হৰে কোন পাকে ॥
 ষাটি সহস্ৰ ধৰি বংসৰ অবধি ।
 কৃমি হয়্যা বিষ্ঠাতে থাকয়ে নিৱৰহি ॥
 ব্ৰাহ্মণেৰ ধন যেন কত কাৰো নৱ ।
 ৰাজ্যভূষ্ট হয়্যা পুন সৰ্পযোনি হয় ॥
 সাঁপক ব্ৰাহ্মণে কিংবা মাৰুত ব্ৰাহ্মণে ।
 তবু জানি কেহ কৰে ব্ৰাহ্মণ লজ্জনে ॥
 সাঁপেতে মাৰিতে যোবা কৰে নমস্কাৰ ।
 সেই সে আমাৰ প্ৰিয় বান্ধব আমাৰ ॥
 ব্ৰাহ্মণে প্ৰণাম আমি কৰি সৰ্বকাল ।
 ব্ৰাহ্মণ অধিক কেহ পুৰা নাহি আৰ ॥
 যে জন অগ্ৰথা কৰে কৰি তাৰ দণ্ড ।
 বিপ্ৰ অবজ্ঞান পাপ মহাপৰৱ ॥
 কতু জানো কাণো হয় বিজ্ঞানে লোভ ;
 নূপ হেন হয়্যা তাৰ এত দুঃখভোগ ॥
 এ বোল বুঝিয়া লোক হও সাবধান ।
 কেহ জানি কৰে কতু বিজ্ঞ-অবজ্ঞান ॥

এতেক বচন বলি প্রভু হৃষীকেশ ।
আপনে দ্বারকাপুরী কৈলা পরবেশ ॥

শ্রীগদাধর জ্ঞান ধীরশিরোমণি ।
ভাগবত আচার্যের প্রেমতরঙ্গিণী ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈষ্ণাসিক্যাং দশমস্কন্ধে চতুঃষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥৬৪॥

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় ।

ধানসী রাগ ।

শুন রাজা কহি আর অদভূত কথ ।
অনন্ত-ধরণীধর-বলভদ্র-গাথা ॥
রথে আরোহণ করি বলভদ্র যায় ।
বন্ধুগণ দেখিতে গোকুল-নী যায় ॥
উত্তরিলে রাম যদি নন্দের গোকুলে ।
গোপ গোপী শুনি আইলা হইয়া ব্যাকুলে ॥
গোপ গোপীগণে আসি দিলা আশ্রয়ন ।
নন্দ যশোদার রাম বদলি চরণ ।
আশীর্বাদ দিলা তাঁরা শিরে দিয়া হাত ।
রক্ষ রক্ষ নিভ জন ব্রজকুলনাথ ॥
বৃদ্ধ গোপগণে রাম হৈলা প্রণিপাত ।
মাথে হাত দিয়া তাঁরা কৈলা আশীর্বাদ ॥
যার যেন যোগ্য রামে কৈলা সন্তোষণে ।
ভারা সব যথাযোগ্য পূজিল বিধানে ॥
হাতাহাতি করি সতে বসি সভা করি ।
কুশল জিজ্ঞাসা কৈল কৃষ্ণে মন ধরি ॥
সভে কি কুশলে রাম আছ নিরাকুলে ।
পুত্র দার সহ কি আছেন কৃষ্ণ ভালে ॥
ভাগ্যে পাপ কংস মৈল কুলের অঙ্গার ।
পুণ্যে পুণ্যে বন্ধুগণের হৈল প্রতিকার ॥
গোপীগণে প্রেমভাবে করিয়া সন্তোষা ।
কিকিঁত হাসিয়া করে কৃষ্ণের জিজ্ঞাসা ॥
পুত্রনারীবল্লভ সস্ত্রাতি বনমালী ।
কুশলে আছেন কি দ্বারকা-অধিকারী ॥
কখন কি পিতা মাতা অগ্রে নিজজনে ।
কভু কি অগ্রে আমা-সভা গোপীগণে ॥
পতি স্নত পিতা মাতা সকল তেজিল ।
কুল ধর্ম তেজি তার চরণ ভজিল ॥
তথাপি তেজিয়া গেল ছাড়িয়া পীরিতী ।
কে তার বচনে আর করিব প্রীতীতি ॥
বলে আন করে আন কৃত্য নাহি বুঝে ।
কোন কালে ভজিলে যুবতী নারী তেজে ॥

বিচিত্র কখন তার সুন্দর বচন ।
কটাক্ষেতে নারীর হরিতে পারে মন ॥
কি তার কথাতে কাজ আন কথা কহি ।
এতদিন যায় তার আশা সভা বহি ॥
যদি তার কাল যায় আশা-সভা বিনে ।
যাইবে আশা-দে কাল দেহ (১) সখাধনে ॥
এতেক বলিয়া গোপী রহিলা ধোয়ানে ।
রক্ষের ললিত লীলা অগুরিয়া মনে ॥
চাকু হাস চাকু মুখ বচন অগুরি ।
কান্ধিতে লাগিলা গোপী লজ্জা পরিহারি ॥
দেখিয়া গোপীর প্রেম প্রভু হৃদয়বধে ।
বিনয় বচনে গোপী শান্তিলা বিস্তরে ॥
চৈত্র বৈশাখ ধরি প্রভু পূর্ণকাম ।
ছইমাস তথাতে রহিলা বলরাম ॥
নিরমল রজনী কুমুদ বহে গন্ধ ।
অশ্রু-পূর্ণিয়া শব্দ পবন সুমন্দ ॥
কুসুমিত বনে নব রমণীমণ্ডলে ।
রাসকেলি করে রাম বিবিধ মঙ্গলে ॥ (২)
বরণে পাঠায়া দিল বাকুণী মদিরা ।
বৃক্ষের কোটর হৈতে পড়ে মধুধারা ॥
তার গন্ধে দশদিগ হৈল আমোদিত ।
মধুপান করে রাম হয় হরষিত ॥
সকল কিম্বরে গায় ছন্দিত বাজন ।
দিব্য বিদ্যাধরী নাচে পুষ্প বরিষণ ॥
যুবগণে আনন্দে রামের গুণ গায় ।
দিব্য রাসকেলি করে বলভদ্র রায় ॥
বৈজয়ন্তী মালা গলে মস্ত হৃদয় ।
বিহ্বল লোচন এক শ্রবণে কুণ্ডল ॥

(১) পাঠান্তর, — “চিত্ত” ।

(২) পাঠান্তর, —

‘রাসরসে কেলি রাম করে কুণ্ডলে’ ।

সম্মুখে যমুনা দেখি মত্ত বলরাম ।
ডাকিয়া বলিল নদী আইস সন্নিধান ।
রামের বচনে নদী না কৈল আদর ।
ক্রোধে তবে লাজল তুলিলা হলধর ।
আরে রে পাপিনি হোরে কৈলি অবজ্ঞান ।
লাজলে বিক্সিয়া তোরে করি শতধান ।
এ বোল শুনিঞা ভয়ে স্রোয়্যে কুমারী ।
চরণে পাড়িল আসি দণ্ডবত করি ।
রাম রাম মহাভুজ ত্রিভুবন-গতি ।
না জানি তোমার তবু মুঞি হীনমতি ।
এক অংশে ধরে যার ধরণীমণ্ডল ।
কে তার ভানিব তবু ব্রহ্মা-অগোচর । (১)
ছাড় ছাড় প্রাণনাথ প্রপন্ন-পালন ।
তবে বলরাম তারে হৈলা পরশয় ।
জলকেলি করে রাম যমুনার জলে ।
জল ছিটাইটি করে রমণীমণ্ডলে ।

(১) পাঠান্তর—“ব্রহ্মাওভিতর” ।

বিহরিয়া উঠে তবে বলভদ্র রায় ।
লক্ষ্মীদেবী দিব্য মালা আনিঞা যোগায় ॥
বহুবিধ বসন ভূষণ দিব্য গন্ধ ।
দেখিয়া রামের হৈল পরম আনন্দ ॥
নীল বস্ত্র পরি রাম দিব্য মণিমালা ।
গজীগণ সঙ্গে যেন মত্ত গজ-খেলা ॥
দিব্য গন্ধ পরি অণু ভূষিল ভূষণে ।
রূপার পরিত যেন জড়িত কাঞ্চে ॥
হেনকপ কৈল রাম বিচিত্র বিহার ।
জগতে রহিল যশ বড় চমৎকার ॥
টান দিয়া যমুনা আনিল বলরাম ।
এখনে রামের যশ আছে বিজ্ঞমান ॥
এইরূপে রাগকেলি করে হলধরে ।
রমণীমণ্ডলে রাম আনন্দে বিহরে ॥
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-ভাষা ।
রামশুণ শুন তাই রামে ধর আশা ॥ (২)

(২) “কৃষ্ণে মন ধব সবে ত্যজিয়া হরাশা”

—পাঠান্তর ।

হিত ঐভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈরাগিক্যাং দশমস্কন্ধে পঞ্চষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥৬৫॥

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় ।

বেলেয়ার রাগ ।

কঙ্কষ রাজ্যের রাজ্য আছিল দুর্ভতি ।
বাসুদেব নাম ধরে দুষ্টগণপতি ॥
নিজগণে বাটায় তাহার অহঙ্কার ।
আপনে বোলয়ে আমি কৃষ্ণ-অবতার ।
দূত পাঠাইয়া দিল দারকা ভুবনে ।
উত্তরিল গিয়া দূত কৃষ্ণ-বিন্ধ্যমানে ॥
বিচিত্র মন্দির দিব্য সভার ভিতর ।
বসিয়া আছেন হেম-বাটায় ভিতর ॥
কমললোচন কৃষ্ণে দেখিয়া নয়নে ।
ডাকিয়া কি বলে দূত রাজ্যের বচনে ॥
বাসুদেব আমি সবে কেহ নাহি আর ।
লোক-পরিজ্ঞাণ-হেতু কৈলু অবতার ॥
তুমি কৃষ্ণ আপনার মিথ্যা নাম তেজ ।
কৃষ্ণ-চিহ্ন তেজিয়া আমাকে আসি ভজ ॥

আমার শরণ লয়্যা রহ গিয়া মুখে ।
নহে বুদ্ধ দেহ যেন দেখে সর্বলোকে ॥
শুনিঞা হুটের হুট বচন প্রকাশ ।
সভাসদে উপজিল হাস পরিহাস ॥
হাসিয়া আপনে বলে প্রভু ভগবান ।
কহ গিয়া দূত তোমার রাজ্য-বিন্ধ্যমান ॥ (১)
যে চিহ্ন ধরিয়া করে এত বড় গর্ব ।
সে চিহ্ন ঘুচায়া তার বণাইব দর্প ॥
রণভূমি-মাঝে তারে করাব শয়ন ।
শৃগাল কুকুরে যেন করয়ে ভক্ষণ ॥
শুনি হুরাতার দূত কৃষ্ণের বচন ।
কহিল স্বামীর আগে সব বিবরণ ॥

(১) পাঠান্তর—

“কহ গিয়া দূত তুমি আমার বচন” ।

তবে কৃষ্ণ রথে চটি পুরুষ-কেশরী ।
 বারাগসীপুরে প্রভু গেলেন শ্রীহরি ।
 শুনিঞা পৌণ্ড্রক রাজ্য কৃষ্ণ আগমন ।
 বাছিয়া বাছিয়া কৈল সৈন্তের সাজন ।
 দুই অক্ষৌহিনী সেনা সাজিয়া যুঝার ।
 স্মরিতে চলিল রাজ্য যুদ্ধ করিবার ।
 কাশীরাজ তার মিত্র হৈলা আশুতার ।
 তিন অক্ষৌহিনী সেনা করি পাটোয়ার ॥
 দেগাদেখি বলাবলি বাজিল সময় ।
 অস্ত্রে অস্ত্রে কাটাকাটি রণ ভয়ঙ্কর ॥
 শূলে শূলে বিদ্যাবিক্রি মূলে মূলাগরে ।
 বাজিল সংগ্রাম খজা পরিঘ তোমরে ॥
 তবে কৃষ্ণ দেখিল পৌণ্ড্রক মতিনাশ ।
 শ্রীবৎস লাজন ধরে পরে পাণ্ডবাস ॥
 শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম শোভে চারি করে ।
 তা দেখিয়া ক্রোধ বৈশ্য প্রভু গদাধরে ॥
 কাটিল সকল সৈন্ত তাম্র চক্রবাণে ।
 গদার প্রহারে সৈন্তা নিপাতনে ॥ (১)
 ভূমিতলে পড়িয়া লোচায় ঐর-মুণ্ড ।
 কত কোটি রথ কত কোটি গজ-শুণ্ড ।
 কত কোটি লোচায় বীরের কলেবর ।
 কত কোটি কোটি ঘোড়া মহিষ কুঞ্জর ॥
 দীপ্ত করে রণভূমি দোখ ভয়ঙ্কর ।
 হেন মহারণ হৈল পৃথিবী-ভিতর ॥
 কাটিয়া ছহার সৈন্ত প্রভু চক্রপাণি ।
 গভীর শব্দ করি বলে কোন শব্দী ॥
 শুন শুন আরে রে পৌণ্ড্রক হরাচার ।
 দূত-মুখে মহিমা কহিলি আপনার ॥
 মিথ্যা নাম ধরিয়া ডাকিল অতিশয় ।
 তার শাস্তি করো আজি আরে মতিকর ॥
 নহে বা রাখহ প্রাণ পাশিয়া শরণ ।
 নহে বেটা যোর সনে করগিয়া রণ ॥
 এতক বচন বলি প্রভু যদুয়ার ।
 রথে হৈতে টান দিয়া পৌণ্ড্রক নাখায় ॥
 চক্রে মাথা কাটিয়া ফেলিল ভূমিতলে ।
 বজ্র যেন পর্ত্ত কাটিয়া পুরন্দরে ॥
 তবে কাশীরাজ-শির কাটিয়া ফেলিল ।
 কাশীপুরে গিয়া মাথা উড়িয়া পড়িল ॥
 সগণে পৌণ্ড্রক মারি দেব শিরোমণি ।
 দ্বারকা প্রবেশ কৈলা পত্ন চক্রপাণি ॥

(১) 'পাঠান্তর,—

"রথ ভয় গজ পড়ি পদাভিক্রমণে ।"

সিদ্ধ বিদ্যাধরগণে নিজ গুণ গায় ।
 দ্বারকা প্রবেশ কৈলা প্রভু যদুয়ার ॥
 ধরিল পৌণ্ড্রক রাজ্য নারায়ণ-বেশ ।
 ধ্যানযোগে সতত চিন্তিল হৃদীকেশ ॥
 বৈয়তাবে কৃষ্ণে ধ্যান কৈল নিরন্তর ।
 কৃষ্ণময় হৈল রাজ্য ভেজি কলেবর ॥
 উড়িয়া পড়িল মাথা পুরীর ভিতরে ।
 একি একি বলি লোক বেটিল সত্বরে ॥
 চিনিঞা রাজ্যের মাথা কান্দে পুরজন ।
 মহাদেবীগণ কান্দে পাত্রে মিত্রগণ ॥
 হা নাথ হা নাথ তাত কৈলে কোন কর্ম ॥
 দৈব লজ্জন কৈলে না জানিঞা মর্ম ॥
 আছিল তাহার পুত্র সুদক্ষিণ নামে ।
 বাপের মরণ দোখ ক্রোধ কৈল মনে ॥
 পরলোক-কর্ম কৈল বধি অমুসারে ।
 প্রতিজ্ঞা করিয়া গেলা শঙ্কর-মন্দিরে ॥
 শুধি বাপের ধার এই আছে মনে ।
 প্রতিজ্ঞা করিয়া গেলা শিব-সম্মুখানে ॥
 কহে কহে করে বীর শির আরাধন ।
 সমাধি করিয়া শিব চিত্তে অমুক্ষণ ॥
 তবে তুষ্ট হয়্যা বর দিলা মহেশ্বর ।
 সুদক্ষিণ বলে নাথ এ এই বর ॥
 মারিব বাপের রিপু হেন অর্পে মনে ।
 এই বর দেহ শিব মাগিলু চরণে ॥
 শিব বলে শুন বীর আশা বচন ।
 দক্ষিণ আশুনি তুমি র আরাধন ॥
 ব্রাহ্মণ সহিত যজ্ঞ কর অভিচার ।
 সেই যজ্ঞ ইষ্টসিদ্ধ করিব তোমার ॥
 কিন্তু বীর কাহ্ন তোমারে উপদেশ ।
 ব্রাহ্মণ ভকত জনে না করিহ দেব ॥
 তবে ব্রত হৈব সব সফল তোমার ॥
 এ বোল শুনিয়া কর যজ্ঞ অভিচার ॥
 অভিচার যজ্ঞ তবে কৈল সুদক্ষিণে ।
 প্রদক্ষিণ করে বীর বেটিয়া আগুনে ॥
 হেনকালে কুণ্ড হৈতে হয়্যা মূর্ত্তমান ॥
 উঠিল পুরুষ এক অগ্নির সমান ॥
 প্রতপ্ত তাম্রের বর্ণ ধরে দাড়ি চুল ।
 অঙ্গার উগারে আঁখি শব্দ নিষ্ঠুর ॥
 বিকট দশন মুখ ক্রুতুটি কুটিল ।
 তিন গোটা শিখা ধরে জলন্ত শরীর ॥
 তিন গোটা শির ধরে জলন্ত আগুনি ।
 পদতলে মহাবীর কাঁপায় যেদিনী ॥

সত্বরে চলিলা বীণ দ্বারকা উদ্দেশে ।
সর্বলোক আঁখি মুদি রহিল তরালে ॥
দ্যুতক্রীড়া সভাতে করেন গগান ॥
পানায় সকল লোক প্রভু-বিজ্ঞান ॥
রক্ষ রক্ষ মহা প্রভু ত্রৈলোক্যনাথ ।
আশুনে পুড়িয়া মবি তোমার সাক্ষাত ॥
নিজ জন পরিভ্রাণ কব যোগেশ্বর ।
হাসিয়া গোবিন্দ বলে না করিছ ভর ॥
ভয় পরিহর লোক দেব বিজ্ঞান ।
এখনে ওরিব আমি দুঃখ সমাধান ॥
জানেন সকল তত্ত্ব দেব চূড়ানগি ।
সভার অন্তর বাহ্য দেখে চক্রপাণি ॥
শঙ্করের কৃত্য প্রভু জানেন আপনে ।
আছিল নিকটে চক্র প্রভু বিজ্ঞানে ॥
স্বাধ্যাকোটী সম তেজ প্রায় আনল ।

নিজ চক্র দেখি আস্থা দিল সুরেশ্বর ॥
আস্থা শিরে ধরি চক্র চলিল সত্বরে ।
কৃত্য-ভঙ্গ কৈল প্রভু নিজ অস্ত্র-বলে ॥
চক্র-তেজ কৃত্যানল সহিতে না পারি ।
বাহুড়িয়া গেল পুন বারাগসীপুরী ॥
সুদাক্ষণ পড়িল যতেক পুরজন ।
পুণ্ডিয়া মরিদ যত যাক্ষিক ব্রাহ্মণ ॥
তবে চক্র বারাগসী পরবেশ করি ।
পোড়ায়্যা নিম্মূল কল বারাগসীপুরী ॥
পুনরাপি গেল চক্র কৃষ্ণ-সঙ্গিধানে ।
তেন অদভূত কর্ম করে ভগবানে ॥
কৃষ্ণের বিক্রম যেবা শুনে যে শুনায় ।
সর্বপাপ হরে তার বিফুলোকে যায় ॥
শ্রীগদাধর ধীরশিরোমণি জান ।
ভাগবত-আচাৰ্যের মধুরস-গান ॥

চরিত্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং

বৈরাগিক্যাং দশমস্কন্ধে ষট্‌ষষ্ঠিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৬ ॥

ঐশ্বর্যশ্রীতম অধ্যায় ।

গৌরী রাগ ।

নবে রাজা জিহ্বাসিলা হয়্যা আনন্দিত ।
নরপ কহ মনি রায়েব চরিত ॥
আর কিনা কহ কৈল প্রভু হলধর ।
রানের বিক্রম কহ শব্দ-মঞ্জল ॥
মুনি বলে শুন রাজা রামের বাঁহম ॥
বিপক্ষবিদার রাম বিক্রমের সীম ॥
আছিল দ্বিবিদ নামে একটা বানর ।
মৈন্দ নামে বানবের ভাই সহোদর ॥
নরকের লখা সে যে সুখীকিকর ।
উপদ্রব করিয়া বেড়ায় নিরন্তর ॥
নরকের ধার কিছু অধিবায়ে চায় ।
গায়ে গায়ে পুরে পুরে আশুনি ভেজায় ॥
উফাড়িয়া বড় বড় গাছপাথর ।
পাক দিবা পেলে দূর দেশের উপর ॥
যে দেশে চাপিয়া পড়ে ধূলা হয়্যা যায় ।
এইরূপে উপদ্রব করিয়া বেড়ায় ॥

আনন্ত নগরে গিয়া উঠিল বাব ।
যপাতে আশ্রয় মহাপ্রভু হলধর ॥
সাগর নাঁহিয়া জল দুই হইল কোলে ।
ভুবায় সকল দেশ ভীরের উপর ॥
মুনির আশ্রন ধর দানায় পাণ্ডব ॥
সম বরে উপবন বৃক্ষ উচাঁহা ॥
বিষ্টা মুক্ত ডাড়ে যক্ষকুণ্ডের উপর ॥
নারী হরি লয়া যা়া বনেব ভিতর ॥
নর-নারী প্রবেশ পক্ষত পক্ষত ॥
দ্বার গোধ কবি পাণে গাঢ় পাথর ॥
এইরূপে দুই কক্ষ বরে নিরন্তর ॥
দশ সহস্র ধরে মন-মত গাঢ়-বল ॥
রবত পক্ষতে গিয়া কল আরাহণ ॥
তথ্যে দেখিল রাম রাবী-লোচন ॥
অমল কমল মালা পরে নীলবাস ।
মনোহর কণ্ঠে মন-মত গাঢ়-বল ॥

বাক্ষণী যদিবা পানে তরলিত অঙ্গ ।
 যুবতী সমাবে বাড়ে মদন তবঙ্গ ॥
 বিমণ্ড বারণ-জিনি মনোহর লীলা ।
 রমণ-মণ্ডলে খেলে নানামত (১) খেলা ॥
 হেনরূপ রামে গিয়া দেখিল বানর ।
 লক্ষ দিয়া উঠে দুই বৃক্ষের উপর ॥
 নিষ্ঠুর শব্দ করে গাছ কাঁপায় ।
 ভ্রুকুটি করিয়া দুই আপনা দেখায় ॥
 সহজে চপল জাতি বেচি চারি পাশে ।
 তার কর্ম দেখিরা যুবতীগণ হাসে ॥
 সম্মুখে দাড়াইয়া গুহ্য (২) দেখায় বামর ।
 লক্ষ্য পেয়া নারীগণ পালায় সত্তর ॥
 তবে প্রভু বলভদ্র বিপক্ষ-বিদার ।
 ক্রোধ করি কলা এক শিলার প্রহার ॥
 এড়ায়্যা রহিল দুই নিকটে দাণ্ডায় ।
 মদ্বিরা-কলস ধরি তৈলিয়া পেলায় ॥
 হাসে দুই বানর কলস এড়ি যায় ।
 চান দিয়া নারীগণের বসন খসায় ॥
 তুলিয়া অজের বস্ত্র নেহারিয়া চায় ।
 ভ্রুকুটি করিয়া দুই সত্তরে পালায় ॥
 তবে গোধ কৈলা রাম মারিবার তরে ।
 লাধল মুঘল তুলি লেল দুই করে ॥
 তবে শাল উফারিয়া তুলিল বানর ।
 পেলিয়া মারিব বলগ্রামের উপর ॥
 শাল গাছ পড়িব দেখিয়া বলরাম ।
 বামহস্তে ধরিয়া ভাঙ্গিল বৃক্ষখান ॥
 তার মুণ্ডে মারে রাম মুঘলের বাড়ি ।
 তত্ব দুই বানর রহিল ক্রোধ কবি ॥

(১) পাঠান্তর,—“মনমথ” অপিচ “অপকপ” ।

(২) পাঠান্তর,—“মার্গ” ।

ভাঙ্গিল দুইয়ের মাথা মুঘলপ্রহায়ে ।
 অঙ্গ বাহি রথির পড়িয়ে শতধারে ॥
 তবে আর শালবৃক্ষ তুলিলা বিশাল ।
 ঘোচাড়িয়া পেলিল গাছের পাতা ডাল ॥
 ক্রোধ করি পেলিয়া মারিল বৃক্ষখান ।
 শত খণ্ড করিয়া পেলিল বলরাম ॥
 তবে আর শাল বৃক্ষ তুলিল বানর ।
 পেলিয়া মারিল বলভদ্রের উপর ॥
 সেই বৃক্ষ বলরাম কল শতখান ॥
 পুন আর গাছ লঞা হৈল আশুমান ।
 সেই বৃক্ষ কাটা গেল আর বৃক্ষ তোলে ॥
 নিবারণ করে রাম সে বৃক্ষ মুঘলে ॥
 তুলিল সকল বৃক্ষ শূন্য হৈল বন ।
 তবে আর করে দুই শিলা-বরিষণ ॥
 সেই চূর্ণ কৈলা রাম মুঘল প্রহারে ।
 তবে দুই বাহু তুলি বাহিল সত্তরে ।
 মারিল রামের বৃকে মুষ্টির প্রহার ।
 তবে বলভদ্র রাম চিহ্নিত প্রকার ॥
 তেজি ১ মুঘল হল মুষ্টি করি কর ।
 কর্ণমূলে মুণ্ডিক মারিলা হলধর ॥
 কর্ণমূল ভাঙ্গিয়া ক্রাধর পড়ে ধারে ।
 কাঁপিয়া পড়িল বীর মুষ্টির প্রহারে ॥
 নদ নদী গিরি কম্পল সাগর ।
 পড়িল ছাড়িয়া প্রাণ দ্বিবিদ বানর ॥
 জয় জয় শব্দ উঠিল সুরগণে ।
 সাধু সাধু করিয়া বাখানে মুনিগণে ॥
 দ্বিবিদ বানর বব কল হলধরে ।
 নিজপুত্রে বাঁধ রাম আনন্দে বিহরে ॥
 ভক্তিরসপুঙ্ক শ্রীগদাধর জ্ঞান ।
 ভাগবত আচাৰ্য্যের মধুর গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং

বৈরাগিক্যাং দশমস্কন্ধে সপ্তষষ্টিতমোধ্যায়ঃ ১৬৭ ॥

অষ্টষষ্ঠিতম অধ্যায় ।

কেন্দার রাগ ।

মুনি বলে কহি শুন রাজা পরীক্ষিত ।
 ভুবনপাবন বলরামের চরিত ।
 আছিল লক্ষ্মণা নামে দুর্ঘোষনমুতা ।
 দিব্যরূপ বেশ ধরে সর্বশুণবৃত্তা ।
 যত রাজকুমার আনিল দুর্ঘোষনে ।
 স্বয়ম্বর স্থল রাজা রচিল বিধানে ।
 স্বয়ম্বর করিতে রাজার আগমন ।
 হেনকালে গেল তথা কৃষ্ণের নন্দন ।
 জাম্ববতীমুত সাধু কোন বৃদ্ধি কবে ।
 রথে তুলি কস্তা হরি লৈল একেশ্বরে ।
 তা-দেখিয়া পুপিল সকল বুদ্ধসনা ।
 দেখ-দেখ হেন কক্ষ করে কোন জনা ।
 শিশু হ'য়া এত বড় ক'রে অহঙ্কার
 কস্তা হরি লয়্যা যায় কৃষ্ণের কুমার ।
 শিশু হ'য়া দিল আসি রাজপুরে হানা ।
 মহাবল বীরগণে করি কদর্থনা ।
 বাঙ্কিয়া বালক গিয়া আন ঝাট করি ।
 যদুবংশে দেখি তার কি কাবড়ে পারি ।
 পুত্রের বন্ধন শুনি যদুগণ মেলি ।
 যদি বুঝে আইসে দণি কার বননালা ॥ (১)
 দর্পভঙ্গ হ'য়া যাবে পেয়া অপমান ।
 পাণ লয়্যা পালাইবে তেজিয়া সংগ্রাম ।
 এতেক বচন বুলি রাজা দুর্ঘোষন ।
 ভীষ্ম দ্রোণ কং যজ্ঞকেতু চারি জন ।
 ভূরিশ্রবা শল্য এই ছয়জন মেলি ।
 মহাপ্রাণগণ সবে শাইল রথে চাড়ি ।
 রহ রহ আরে রে ছাওয়াল দুরাচার ।
 কস্তা লয়্যা যাইবি তোর এত অহঙ্কার ॥
 এতেক বচন শুনি কৃষ্ণের নন্দন ।
 বাণহস্ত ধরিয়া তুলিল শরাসন ।
 ফাঁদায় রহিল যেন সিংহ মহাবল ।
 একেশ্বর কৈল বীর তুমুল সময় ।
 ছয় মহাবীর কৈল শর বরিষণ ।
 সকল সহিলা বীর কৃষ্ণের নন্দন ।
 তবে জাম্ববতীমুত বিক্রমে বিশাল ।
 আকর্ণ পুরিয়া দিল ধনুকে টকার ॥

(১) পাঠান্তর,—

“যদি তাহা যুঝিবারে আসে দর্প করি ।”

ছয় বীরে বিক্ষে বীর ছয় ছয় বাণে ।
 চারি ঘোড়া চারি বাণে বিক্ষিল লক্ষ্যানে ॥
 এক এক সারথি বিক্ষিল এক শরে ।
 শর বরিষণ বীর কৈল একবারে ॥
 তবে ছয় বীর তার দেখিয়া সংগ্রাম ।
 ধনুকে টকার দিয়া ঘোড়ে চৌথ বাণ ॥
 চারি ঘোড়া চারি জনে কাটে চারি বাণে
 এক শরে সারথি কাটিল এক জনে ॥
 ছয় মহাবীর তবে যতন করিয়া ।
 রথে চোটে কৃষ্ণসুতে নাশায় ধারিয়া ।
 বাঙ্কিয়া ছাওয়াল তবে নিল নিজপুরে ।
 নারদ কহিল গিয়া দ্বারকানগরে ॥
 তা শুনিলো ক্রোধ কৈল যত যদুগণে
 সাজিলা বিষম সৈন্ত রাজা উগ্রসেনে ॥
 বাঙ্কিয়া বাঙ্কিয়া সৈন্ত করিয়া সাজন ।
 বিক্রম করিয়া চলে মহাবীরগণ ॥
 বীরের বিক্রম দেখি হলধর রায় ।
 বিনয় বচনে প্রভু শাস্তিয়া বুঝায় ॥
 বন্ধুগণ সবে কেনে বিবাদ বাড়াই ।
 রহ সব বীরগণ আমি চাল বাই ॥
 শাস্তিয়া রাখিল সব বীরের প্রধান ।
 রথে চাচি আপনে চলিলা বনরাম ॥
 কুলবৃদ্ধ জ্ঞাতীগণ চৌদিকে বেষ্টিত ।
 সঙ্গে কারি লৈল কত কুলপুরোহিত ॥
 চলিলা হাশুনাপুরে প্রভু বলরাম ।
 ত-দিল গিয়া যদি পুর সান্নিধান ॥
 আপনে রহিল রাম বাহু উপবনে ।
 উদ্ধবে পাঠায় দিল রাজ্য-বিন্দন ॥
 ধৃতরাষ্ট্রে ঝাইতে রামের মন্ত্রণা ।
 উদ্ধবে পাঠায় করে বিবাদ শুননা ॥
 পুরেতে প্রবেশ গিয়া উদ্ধব করিল ।
 ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম-দ্রোণ চরণ বান্ধিল ॥
 সভাসদে কহিল রামের আগমন ।
 তা-শুনিলো আনন্দিত হৈল বীরগণ ॥
 পাণ্ড অর্ঘ্য দিয়া তারা উদ্ধবে সাজিল ।
 দিব্য উপহার লঞা আনন্দে চলিল ॥
 পাণ্ড অর্ঘ্য দিয়া কৈল চরণ বন্দন ।
 দিব্য উপহার আনি কৈল নিবেদন ॥

মধুর বচনে কৈল রাম-সম্ভাষণ ।
 একে একে সকলে পুঞ্জিলা জনে জন ॥
 অজ্ঞাত সত্যের সহে করিয়া সম্ভাষণ ।
 বিনয় বচনে করে কুণল জিজ্ঞাসা ॥
 তবে রাম বলে শুন সর্ব বীরগণ ।
 সাবধান হইয়া শুন আমার বচন ॥
 উগ্রসেন ক্ষিতিপতি নৃপতি প্রধান ।
 তাঁর আজ্ঞা কহি তোমা-সবা-বিজ্ঞমান ॥
 আজ্ঞা শিরে ধরি কর্ম কর সাবধানে ॥
 বিবাদ করিতে রাজা কৈলা নিবারণে ॥ (১)
 তোমরা বস্তুরে মিলি জিনিলে ছাওরাগে ।
 অর্ধশয্যে বালক বন্দী কর অহঙ্কারে ॥
 বন্ধুবর্গ দেখিয়া ক্ষেমিল অপরাধ ,
 পীরিত্তি কারণে আমি না কৈলু বিবাদ ।
 রামের অসহ্য বাণী শুন কুরুগণে ।
 ক্রোধ কর বলে তাবা ঘূর্ণিতলোচনে ॥
 হরি হরি এত বড় বিচিত্র কথন ।
 কালগতি এত বড় না যায় লজন ॥
 পায়ের পানই (২) উঠে মস্তক উপর ।
 যদুকলে দুর্নীত ব্যাটল এত বড় ॥
 যোনিগত সঞ্চর করিয়া তার সনে ।
 আপনার তুল্য করি বাঢ়াই আপনে ॥
 ধ্বজ ছত্র চামর রাজার আভরণ ।
 বসন শয্যা মুকুট আসন ॥
 উপেক্ষিয়া কথোখানি দিল রাজ্যখণ্ড ।
 ক্রূপা করি আমি সব দিল রাজদণ্ড ।
 নির্লজ্জ বাদবগ- হেন অগোষান ।
 আমার প্রসাদে ধরে রাজা হেন নাম ॥
 আজ্ঞা দিয়া আমারে পাঠায় কোন্ লাঞ্জে
 আমি ক্রোধ করিব তাহাতে কোন্ কাজে ॥
 ইন্দ্র আদি দেবেরে না করি বস্তুজ্ঞান ।
 যদুবংশে জনমিঞা বলে অপমান ॥
 ভবসিরা রামেরে তবে দুর্ভাগ্য বচনে ।
 পুরেতে প্রবেশ কৈল সর্ব বীরগণে ॥
 স্তনিঞা ঠাকুর রাম দুর্ভাগ্য বচন ।
 দুষ্টমতি দেখিয়া সকল কুরুগণ ॥

(১) পাঠান্তর,—

“ইহাতে অজ্ঞা কিছু না করিহ মনে ।”

(২) পানই, পানাই, পানুই, সংস্কৃত উপানহ ,
 প্রাকৃত পানাহি , উড়ি—পনাই) বিনামা ভেদ ,
 sandal.

ক্রোধে যেন জ্বলে রাম জলন্ত আনল ।
 হাসিয়া কি বলে তবে কম্পিত অধর ॥
 ঐশ্বর্য সম্পদে যায় বাঢ়য়ে উন্নাদ ।
 দণ্ড বিনে কভু তার নহে অবসাদ ॥
 পশু নিবারিতে যেন দণ্ড ধরি করে ।
 দণ্ড করি দুষ্টজনে নিবায়ৈ চৈশ্বরে ॥
 ক্রোধ করি সাজিয়া আসিত যদুগণ ।
 ক্রোধ করি আপনে আসিত নারায়ণ ॥
 তা সবারে সান্ধিয়া আপনে আইলু এথা ।
 দুষ্টমতি ২০ গণে কচে নানা কথা ॥
 দুর্ভাগ্য বচন বলে আমা বিজ্ঞমান ।
 অলোক ইয়া এত বড় আভমান ॥
 উগ্রসেন রাজচক্রবর্তী হেন রাজা ।
 ইন্দ্র আদি শরগণ করে যার পূজা ॥
 সূর্য্য সভাতে যাব বশিষা দেওয়ান ।
 পারিজাত পুষ্প যাব ঘরে উপাদান ॥
 ইন্দ্রের সম্পদ আমি ভুঞ্জে ক্ষিতিলে ।
 সে নহে রাজার যোগ্য দুঃখ বসে ॥
 যার পদযুগে বেবে লক্ষ্মী ঠাকুরানী ।
 দেবের ঈশ্বরী দেবী ভগবত-জননী ॥
 চরণপঙ্কজ যার বাঞ্ছে লোকনাথে ।
 যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র যারে চিন্তে ধ্যানপথে ॥
 তাঁর সেবা তাঁর যার চন্দ্র-কমল ।
 প্রজাপতি ভৃত্য যার শঙ্কর বিকর ।
 বিবরিক শঙ্কর আমি সহস্র বদন ।
 এ সব বাহার অংশ অংশেব মৃজন ॥
 হেন পরিপূর্ণ রক্ষ প্রভু ভগবান ।
 রাজাসন করি তার কোন্ বস্তুজ্ঞান ॥
 ইহারা যে কথোখানি দিল রাজ্যখণ্ড ।
 তাথে সব যদুগণে ধবে নৃপলণ্ড ॥
 আমি সব পাই এ সব চার মাথা ।
 কারমু ইহার দণ্ড এ নহে অত্যাধ ॥
 কুরু নাম না থাইমু এ মহামণ্ডলে ।
 এ বোল গ্রাণিয়া রাম উঠিল সড়রে ॥
 ভগবত-দহন ভেজ তুলিলা লাজল ।
 লাজলের অগ্র দিয়া উফাড়ে নগর ॥
 তুলিলা হস্তিনাপুর গজাতে ফলায় ।
 ভয়ে পুরজন গিয়া রাজারে জানায় ॥
 ভয়েতে ব্যাকুল হইয়া সর্ব পুরজন (১) ।
 সপ্তদশ-বাক্যে নিল রামের শরণ ॥

(১) পাঠান্তর,—“বত বীরগণ”, অশিচ, “সব কুরুগণ” ।

কল্পা সহে সাধে আনি দিল বিত্তমান ।
প্রণাম করিয়া স্তুতি কৈল সর্বজন ॥
অনন্ত ধরনীধর প্রভু বলরাম ।
হীনমতি আমি-সব মৃত অগেহান ॥
তোমা হনে উত্তপতি প্রলয় পালন ।
তুমি নাথ কর সব মায়াতে মজ্জন ॥
সহস্র ফণার এক ফণার উপর ।
লীলায় ধরিছ নাথ এ মহীমণ্ডল ॥
অন্তকালে ধর তুমি ব্রহ্মাণ্ড উদরে ।
অবশেষে তুমি মাত্র থাক অন্তকালে ॥
তুমি ক্রোধ করি খল দুষ্ট শিক্ষা কর ।
দেবতাব করি কতু দণ্ড নাহি ধর ॥
নামো বিশ্বনাথ নাম সর্বভূতপতি ।
সর্বলক্ষ্মীধর নাথ সর্বলোকপতি ॥
চরণে শরণ না । পশিলু তোমার ।
কৃপা করি কর দীনচীন-প্রাতিকার (১) ॥
এইরূপ স্তুতি কৈল ভয়ে কম্পমান ।
করুণ-ক্ৰন্দন দেখিয়া বলরাম ॥

(১) পাঠান্তর,—“আমি সব প্রতীকার” ।

প্রসন্ন হইয়া বলে প্রভু কৃপাময় ।
দুষ্ট হৈলু বীবগণ না করিহ ভয় ॥
তবে রাজা দুয়োধন ভয় পরিহরি ।
কল্পার যৌক আনি দিল ভক্তি করি ॥
দুইশত-সহস্র (২) কুঞ্জর আগুসার ।
অবৃত্ত অবৃত্ত ঘোড়া শীঘ্রগতি আর ॥
বট সহস্র রথ দিল কাঞ্চনে নির্মিত ।
সহস্রেক দাসী দিল বিধানে পণ্ডিত ॥
পুত্রবধু সঙ্গে করি প্রঃ বলরাম ।
চাঁদলা দ্বারকাপুরে পুত্রপুত্রাণ ॥
প্রবেশ করিল গিলা দ্বারকা নগরে ।
কাহিল সকল কথ সত্যায় ভিতরে ॥
এখনে বাসের আছে বিক্রমের চিন (৩)
দাক্ষিণ্যে উচ্চ পুরী গজাতীরে মিন (৪)
ভাগবত-আচাৰ্য্যের মুরুল ভাষা ॥
রাগশব্দ শুনি ভাট রাম ধব আশা ॥

(২) দুই শত সহস্র,—অর্থাৎ দ্বাদশ শত ।

(৩) চিন,—চিহ্ন ।

(৪) মিন,—নিম্ন ।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সাহিত্যায়ঃ

বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে অষ্টষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥৬৮॥

উনসপ্ততিতম অধ্যায় !

শুই রাগ ।

মুনি বলে কহি শুন রাজা পরীক্ষিত ।
অতি অদভূত এক কৃষ্ণের চরিত ॥
পর্নিত্রা নরক-বধ কল্পার হরণ ।
ঘোড়শ সহস্র বিভা কৈলা নারায়ণ ॥
ঘোড়শ সহস্র বিভা কৈলা একবারে ।
ঘোড়শ সহস্র পুত্র থাকে একেশ্বরে ॥
কোতুকে নারদ গেলা দ্বারকা-ভূবন ।
দেখিব কৃষ্ণের লীলা ব্রহ্মার নন্দন ॥
নব লক্ষ দিব্য পুরী রজতে রচিত ।
মহা নরকত-হেম ক্ষটিক-নির্মিত ॥
রাজপথ পুরণথ বিচিত্রে চৌতরা
বিবিধ পশার ঘর দিব্য মনোহরা ॥

সাধু ঘর সুর-ঘর চৌয়ারি চৌয়ারি ।
রতন নির্মিত ঘর শোভে সারি সারি
অঙ্গনে অঙ্গনে গন্ধ চন্দনের ছড়া ॥
ফলকে ফলকে চলে নানা বর্ণ ঘোড়া ॥
হস্তধ্বজে নিবাসিত রবির কিরণ ।
অলিকুল বিলসিত কুমুমিত বন ॥
বিমল তরল জল দীঘি সরোবর ।
প্রফুল্ল কুমুদ পদ্মোৎপল মনোহর (১) ॥
কুঞ্জিত সারস হংস পবন সুমল ।
ভ্রমর ব্যক্ত সব কুমুম অঙ্গল ॥

(১) পাঠান্তর,—

“প্রফুল্ল কুমুদ কল্প নীল উত্তপল” ।

ব্রহ্মরূপে নব লক্ষ পুরী বিনির্দিষ্ট ।
 তার মধ্যে মহাপুরীগণ বিরচিত ॥
 যোল বে সহস্র পুরীমধ্যে নিরমাণ ।
 বিশ্বকর্ষীর ঐক্যগুণ বাণে উপাদান ॥
 কনক মন্দির নাগ রতনে খচিত ।
 বিগোল মুকুতাদাম বিতানমন্ডিত ॥
 ইন্দ্রনাথমণি ঘর উজ্জ্বল জগতি ।
 বিক্রম-রচিত স্তম্ভ জলে বপভাতি ॥
 বে ধা-কবাট হেম-রতন-দুয়ার ।
 দিব্য বেশ নরনারী গম্বয় সঙ্কর ॥
 ষোড়শ সহস্র পুরী পুরী মাঝার ।
 তথা গিয়া উভারলা ব্রহ্মণ্য কুমার ॥
 দোঁষিয়া নারদ মুনি মনে মািকত ।
 এক পুরে প্রবেশিলা হয়্যা আনন্দিত ॥
 অশ্রুত স্মৃতি পুর গবাক্ষ সঙ্কর ।
 মণিলাপনিকর নিহত অক্ষর ॥
 ঘরের উপরে ঘর কত কত লা ।
 তাহার উপরে শোভে হেম-বটম'লা ॥
 ময়ূর ভারহঁ (১) নাচে তাহার উপর ।
 দিব্য বেশ নরনারী দোঁষিতে সুন্দর ॥
 হেন দিব্য পুরী মাঝে দিব্য নারীঘর ।
 দিব্য মহাসিংহাসন তাহার উপর ॥
 তাহার উপরে প্রভু জলধর শ্রাম ।
 সর্গভগ্ন নিধান লাভ্যমং ধাম ॥
 সম-রূপ-ভগ্ন-বেশ দাসাগণযুতা ।
 পরিচর্যা করে দেবী হয়্যা আনন্দিতা ॥
 কনকরাচিত দণ্ড চামর চুলায় ।
 রমণীমণ্ডল যোল চৌদিকে দাঁড়ায় ॥
 হেনরূপ সাক্ষাতে দোঁষিয়া ভগবান ।
 পার্শ্বারল নারদ আপন গুণ-গান ॥
 নারদে দোঁষিয়া কৃষ্ণ উঠিলা সত্বরে
 সিংহাসন তোজরা নাথিলা ভূমিতলে ॥
 ভূমিতে পড়িয়া কৈলা চরণ-বন্দন ।
 করজোড়ে কহে প্রভু বিনয় বচন ॥
 তুলিয়া বসাইল মূন নিজ সিংহাসনে ।
 পুণ্যজলে পদযুগ পাশ্বে আপনে ॥
 ব্রাহ্মণের পদজল নিজ শিরে ধরে ।
 নিজ গৃহে পরিজনে আভ্যষেক করে ॥
 শাস্ত্রজন-পাত-গতি একগত গুরু ॥
 ব্রহ্মণ্যশেখর ভক্তকূল-কল্পতরু ॥

আপনে করিয়া কর্ম জগতে ব্যায় ।
 ব্রহ্মা ভব-আদি বার চরণ ধিয়ার ॥
 বার পদযোত জল সর্বতীর্থ সাগর ।
 হেন প্রভু দ্বিজভক্তি করেন প্রচার ॥
 পাণ্ডাঅর্ঘ্য দিয়া মুনি পূজিল বিধানে ।
 তিজাগিল হিত মিত অমৃত বচনে ॥
 কি করিব কহ আমি কিহর তোমার ।
 ব্রাহ্মণ আমার গুরু পুজ্য স কাল ॥
 এতেক বচন শুনি ব্রহ্মার তনয় ।
 কহিতে লাগিলা মনে ভাবিয়া বিষয় ॥
 কিছু অদভূত নাথ না হয় তোমার ।
 অখিল-জগত-গুরু স'লোকপাল ॥
 নিজ জনে কর তুমি মিত্র ব্যবহার ।
 খলজনে দণ্ড ধর উচিত তোমার ॥
 জগত-রক্ষণ হেতু অবতার কর ।
 দোদ গুণ প্রিয় উচিত ফল ধর ॥
 আপন মায়ায় তুমি আপনে আচ্ছাদ ।
 নরনালা কারিয়া জগত কার্য সাধ ॥
 দেখিলু তোমার নাথ চরণকমল ।
 ব্রহ্মাদিবন্দিত সর্বজন-তাপ-ধর ॥
 সংসারে পাতিত পরিত্রাণ-অবলম্ব ।
 মহাভয়-বিনাশন সর্বদুঃখ ভঙ্গ ॥
 সবে নাথ মুঞি এই অমুগ্রহ চাঙ ।
 তব পদযুগ যেন সতত ধেরাঙ ॥
 সবে এই মাঝে নাথ চরণ-গণে ।
 স্তুতিভঙ্গ যোব যেন নহে কোনকালে ॥
 এতেক বালিয়া মহামূন যোঁষির ।
 আর এক পুরে মুনি চলিলা সত্বর ॥
 যোগমায়্য পত্নীর ঐকিতে তপোবন ।
 আর এক পুরে গিয়া ছেলা উপশয় ॥
 তথাতে দোঁষিল গিয়া প্রভু বনমালা ।
 উদ্ধবের সহ হার খেলে পাশ শার ॥
 নারদে দোঁষিয়া কৃষ্ণ উঠিল সত্বরে ।
 পাণ্ডা অর্ঘ্য দিয়া মুনি পূজিল আদবে ॥
 না জাগিঞা কৃষ্ণ যেন পুঁছিলা তাহারে ।
 কোথা হেতে আইলে মূন আমার মন্দিরে ॥
 আপনহঁ পূর্ণ তুমি সধশাস্ত্রধর ।
 সফল জনন যদি অমুগ্রহ কর ॥
 কিবা আরাধন আমি করিবারে পারি ।
 আপনে করিবে আজ্ঞা ভৃত্যে দয়া করি ॥ (১)

(১) পাঠান্তর,—

"তথাপি কবিবে আজ্ঞা মনে যুক্তি করি" ।

মাস্তর,—“গায়ত্রী” ।

এতেক বচন মূনি শুনিঞা বিস্ময় । (১)
 নিঃশব্দে চলিলা নারদ মহাশয় ॥
 আর এক পুরে গিয়া কৈলা পরবেশ ।
 তথা গিয়া নারদ দেখিল হৃষীকেশ ॥
 শিশু কোলে করি কৃষ্ণ করয়ে লালন ।
 তবে আর পুরে গেলা ব্রহ্মার নন্দন ॥
 তথা গিয়া দেখিল পুজার অনুবন্ধ ।
 আর পুরে দেখিলা যজ্ঞের সমারম্ভ ॥
 কোথাহো ব্রহ্মণ্যদেব ব্রাহ্মণ ভূজায় ।
 আপনে বিপ্রের অবশেষ অন্ন খায় ॥
 কোথাহো করেন হরি সন্ধ্যা উপাসনা ।
 কোথাহো জপেন্ত মন্ত্র ঈশ্বর-ভাবনা ॥
 খজা চর্ম্ম ধরি হরি খায় কোন পুরে ।
 রক্তভূমি মাঝে কোথা মল্লক্রীড়া করে ॥
 কোন স্থানে গজস্কন্ধে কোন স্থানে রথে ।
 কোন ঠাঞি অশ্বপুষ্ঠে ধায় রাজশপে ॥
 কোথাহ আছন্ত প্রভু করিয়া শয়ন ।
 ভট্টগণে গায় গুণ স্তাবকে স্তবন ॥
 কলকৌড়া কোথাও করেন্ত দিব্য জলে ।
 বেত্রাগণ সঙ্গে সঙ্গে কোঁতুকে বিহরে ॥
 কোথাহো ব্রাহ্মণ আনি করেন্ত গো-দান ।
 কোথাহ পণ্ডিত মুখে শুনেন পুরাণ ॥
 কোন স্থানে হাস্য পরিহাস-কথা কহে ।
 কোন স্থানে ধর্ম্মপরায়ণ হয়। রহে ॥
 কোন স্থানে করে হরি সুখ উত্তোগ ।
 কোন স্থানে করে ধন অরঞ্জন-যোগ ॥
 আপনাকে আপনে ধিয়ায় কোন স্থানে ।
 কোন স্থানে শুক সেবা করে দৃঢ় মনে ॥
 কোন স্থানে করে হরি সাজিয়া সংগ্রাম ।
 মন্ত্রিগণ লয়া করে মন্ত্রণা বিধান ।
 কস্তা-বর আনিঞা করয়ে শুভক্ষণ ।
 পুত্র কন্তা বিবাহ দেওয়ান কোন স্থানে ॥
 অপভা-উৎসব করে আনন্দ মজ্জলে ।
 কন্তা আনি কোথাহ পাঠায় পতিঘরে ॥
 দেবযজ্ঞ কোথাহ করেন্ত বজ্র করি ।
 কোন ঠাঞি গৃহকর্ম্ম করে বনমালী ॥

(১) পাঠান্তর,—

"এতেক বচন শুনি ভাবিলা বিস্ময় ।

কোন স্থানে দেন হরি দীঘি সরোবর ।
 কোথাতে মৃগয়া করে বনের ভিতর ॥
 কোন স্থানে গোপনে থাকিয়া নারায়ণ ।
 গুচ্ছপ পরীক্ষা করেন মন্ত্রিগণ ॥
 এইরূপে যোগমায়া দেখি মহোদয় ।
 দেখিয়া নারদ মূনি ভাবিল বিস্ময় ॥
 কে নাথ বুঝিব যোগমায়া-অনুভব ।
 অচিন্ত্য পরমানন্দ অচিন্ত্য প্রভাব ॥
 এই আজ্ঞা কর নাথ যদি কর দয়া ।
 জগতে ত্রিমঞা বলি লীলা যশ গাঞা ॥
 কি যোর শক্তি মায়া বুঝিব তোমার ।
 সতে গুণ গেয়া যেন বেড়াই সংসার ॥
 নারদের বচন শুনিঞা যোগেশ্বর ।
 কহিলা মূনিরে তবে প্রবোধ উত্তর ॥
 শুন শুন নারদ বিস্ময় পরিহয় ।
 আমার বচনে তুমি অবধান কর ॥
 আমি সে ধর্ম্মের কর্ত্তা বহু অধিকারী ।
 লোক শিক্ষা হেতু আমি এত কর্ম্ম করি ॥ (১)
 খেদ পরিহর মূনি চিন্ত কর স্থির ।
 মহাভাগবত তুমি পরম সুধীর ॥
 কৃষ্ণের বচন শুনি ব্রহ্মার নন্দন ।
 বিস্ময় ভাবিয়া কৈল চিন্ত নিবারণ ॥
 এক কৃষ্ণ নানারূপ দেখি স্থানে স্থানে ।
 বিস্ময় ভাবিয়া মূনি রহিলা ধৈর্য্যানে ॥
 এইরূপ নানা লীলা (২) করে নারায়ণ ।
 অখিল শর্কতধর জগৎকারণ ॥
 চালিলা নারদমূনি আজ্ঞা শিরে ধরি ।
 ষোড়শ সহস্রপুরে বিহরে শ্রীহরি ॥
 প্রভুর অনন্ত গুণ পরম পবিত্র ।
 অজ-ভব আদি যার না বুঝে চরিত্র ।
 যেবা শুনে যেবা কহে যে করে কীর্ত্তন ।
 হরিভক্তি হয় তার বৈষ্ণব-গমন ॥
 পণ্ডিত-মুহূট-মণি গদাধর জ্ঞান ।
 ভাগবত-আচাৰ্য্যের মধুর গান ॥

(১) পাঠান্তর,—“নানা কৌড়া করি” ।

(২) পাঠান্তর,—“নবলীলা” ।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

দশমস্কন্ধে একোনশততিতমোহধ্যায়ঃ ॥৬৯॥

সপ্ততিতম অধ্যায় ।

আহীর রাগ ।

ষোড়শ সহস্র প্রারী ষারকা নগরে ।
 রমণী-সমাঝে হরি আনন্দে বিহরে ॥
 সহিতে না পারে কেহ তিলেক বিচ্ছেদ ।
 রজনী-প্রভাত দেখি মনে পায় খেদ ॥
 পক্ষিগ-শব্দ শুনিঞা দেই গালি ।
 বিহরে রমণীগণ নঞা বনমালী ॥
 শয়ন তেজিয়া হারি উঠে রাত্রি শেষে ।
 হস্ত পদ পাখালিয়া রহে শুক্বেবেশে ॥
 প্রসন্ন হৃদয় করি করয়ে ধ্যান ।
 আপনে আপন রূপ চিন্তে ভগবান্ ॥
 অদ্বৈত পরমানন্দ নিত্য পরকাশ ।
 নিজরূপ চিন্তে হরি আনন্দ বিলাস ॥
 প্রভাত সময়ে হরি করিয়া মার্জ্জন ।
 ষথাবিধি সন্ধ্যাকৰ্ম করি সমাপন ॥
 তবে দিব্য বস্ত্র প্রভু করি পারধান ।
 ষথাবিধি হোম কৰ্ম করি সমাধান ॥
 মৌন আচরিয়া করে ব্রহ্মমন্ত্র জাপ ।
 ক্ষুদ্র উপস্থান করে ত্রৈলোক্যনাথ ॥
 নিজ অংশে দেব-ঋষি-পিতৃ-আরাধন ।
 বৃদ্ধমাত্ত গুরুজন ব্রাহ্মণ বন্দন ॥
 হেম-শূদ্র মুকুতা-মালাদী ক্ষারবতী ।
 পট্টপট-ভূষণ রতন-যুতা সতী ॥
 বৎসযুতা তরুণী রজত খুরময়ী ।
 অজিন কঙ্কল তিল পট্র বস্ত্র দেই ॥
 এই মত অষ্ট কোটি নবই অক্ষুদ ।
 চৌরাশী-অধিক-ত্রয়োদশ লক্ষযুত ॥
 এইরূপে খেচুগণ আন প্রাতিদিনে ।
 সৰ্ব্বগুণযুত বিপ্রে ভূষণা ভূষণে ॥
 পুরে পুরে প্রাতিদিন করে প্রভু দান ।
 হেন মহেশ্বর হরি পূণ ভগবান্ ।
 গো ব্রাহ্মণে দেবগণ বন্দিয়া চরণ ।
 বৃদ্ধগণ গুরুগণ করিয়া বন্দন ॥
 তবে প্রভু পরশে মঞ্জল এষা আনি ।
 অঙ্গ বিভূষণ তবে করে চক্ৰপাণি ॥
 নরলোক বিভূষণ নিজ কলেবর ।
 দিব্য বেশ ভূষণ করয়ে মনোহর ॥
 স্তুত দেখি দেখে প্রভু দর্পণে বন্দন ।
 গো বুঝ দেবতা ষিজ করে দরশন

তবে প্রভু পুরায় সকল-লোক কাম ।
 নিজ পুরজনে করে মনোরথ দান ॥
 পুরনারীগণে তবে করিয়া পীরিত্তি ।
 সৰ্বলোক ভূষণে ভূষিল সুরপতি ॥
 বিভজিয়া অন্নপান দিয়া সৰ্বজনে ।
 গন্ধ মালা তাহুল করিয়া বিভজনে ॥
 দাসদাসীগণে প্রভু দিয়া অন্নপান ।
 তবে পাছে করে প্রভু আপনে ভোজন ॥
 সাজিয়া সারথি রথ আনিঞা যোগায় ।
 রথে আরোহণ করি ত্রৈলোক্য-রায় ॥
 উচ্চবাহি যাত্রীগণ করিয়া সংহতি ।
 পুরের বাহির তবে হয় সুরপতি ॥
 সূর্য্যাস্ততার মাঝে দিব্য সিংহাসন ।
 তাহার উপরে তবে বৈসে নারায়ণ ॥
 নিজ অজতেজে দশদিগ্‌ বিরাতি ॥
 যদুসিংহগণে করে চৌদিগ্‌ বেষ্টিত ॥
 হাসিয়া উৎকলগণ (১) নিকটে দণ্ডায়
 হস্তারস-কথা কহি সভারে হাসায় ॥
 নন্তক-নন্তকৌগণ নটন-বিলাস ।
 বহুবিশ রস কথা হাস পরিচাস ॥
 শঙ্খ ভেরী মৃদঙ্গ মুরজ কোলাহল ।
 বহুবিশ নৃত্য গীত বাজন মঙ্গল ॥
 প্রাবকে শুভন করে মন্ত্রাভে মন্ত্রণা ।
 উচ্চনাদে ভট্টগণে পঠয়ে ভটিয়া ॥
 বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সব করে বেদধ্বনি ।
 কথকে পুরাণ-কথা কহয়ে বাখানি ॥
 হেনকালে আইল এক পুরুষ দুয়ারে ।
 দুয়ারী কহিল গিয়া কৃষ্ণের গোচরে ॥
 আজ্ঞা পেয়া প্রবেশিল পুরীর ভিতরে ।
 প্রণাম করিয়া কহে ষাড়ু দুই করে ॥
 ধরণীমণ্ডল জিনি জরাসন্ধ রা ॥
 বণ হন্যা ব্রপগণ করে তার পূজা ॥

(১) মূলে “উপমন্ত্রিঃ” পাঠ আছে ; অর্থ
 —পরিচাসক । উৎকলবাসিগণ স্বভাবতঃ
 সাত-রস অবতারণায় পটু ; সম্ভবতঃ পুরা-
 কালে পরিচাসক উৎকলবাসিগণ ভার-
 তীয় রাজসভাসমূহে বিদূষকের কাৰ্য্যে
 নিযুক্ত হইতেন ।

বশ হয়। না রহিল যতেক নৃপতি ।
 বাক্সিয়া আনিল তারে করিয়া শক্তি ।
 সে সব নৃপতিগণ তোমার কিঙ্কর ।
 তার নিবেদন করি তোমার গোচর ॥
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ নিজজন-দুরিত-ভঞ্জন ॥
 চরণারবিন্দে নাথ পশিলু শরণ ।
 ভবভীত আমি-সব অধম বঞ্চিত ॥
 তোমার পদারবিন্দে সকল বিদিত ।
 তোমার অর্চন বিনে আর যত কর্ষ ।
 সে সকল দীননাথ কেবল বিকর্ষ ॥
 বিকর্ষে সকল লোক রত নিরন্তর ।
 তোমার পদারবিন্দে বঞ্চিত সকল ॥
 কালরূপে কর তুমি সে সব সংহার ।
 অনন্তশক্তি তুমি অনন্তবিহার ॥
 নমো নমো জগত-নিবাস হৃদ্যকেশ ।
 নমো নমো কালরূপ দিব্য নর বেশ ॥
 খল নিবারণ হেতু ভক্ত-রক্ষ ॥
 অবতার কর নাথ এই সে কারণ ॥
 যে তোমার আজ্ঞা নাথ না করে পালন ।
 কোন্ গতি হৈব তার না জানি মরম ॥
 পরাধীন নৃপনুত স্বপন সমান ।
 নিরবধি ভর শোক লোভে অগেয়ান ॥
 তাণ্ডে অভিমান করি কেবল বঞ্চিত ।
 আমি সব তোমার মায়ায় বিমোহিত ॥
 প্রণতবৎসল-শোকহর-পদদ্বন্দ্ব ।
 ছিণ্ডিয়া উদ্ধার কর জরাসন্ধবন্ধ ॥
 লক্ষ সহস্র ধরে মস্ত মাতঙ্গজ-বল ॥
 এক চক্রে শাসিল সকল ক্ষিত্তিতল ॥
 মহাবল জরাসন্ধ জিনিঞা সংসার ।
 আমা সভা বাক্সিয়া রাখিল দুর্য্যচার ॥
 অষ্টাদশবার তুমি জিনিলে সংগ্রাম ॥
 একবার বৃদ্ধ জিনি করে অভিমান ॥
 আমি-সব তোমার কিঙ্কর হেন জানে ।
 নিজ ঘরে বাক্সিয়া-রাখিল ৩ কারণে ॥
 সকল বিদিত নাথ তোমার চরণে ।
 বুঝিয়া করিবে রূপা যে উচিত মনে ॥
 এইরূপে রাজসূত করে নিবেদন ।
 হেনকালে মিলিয়া নারদ তপোধন ॥
 সূর্যাসম তেজস্বী পিঙ্গল জটাতার ।
 মৃগাল-ধবল মুনি পরে বৃক্ষহাল ॥
 হরিগুণকীর্তন আনন্দে গতি মন্দ ।
 দেখিয়া নারদ মুনি সভার আনন্দ ॥

সভাগমে উঠিলা অখিল-লোকনাথ ।
 শিরে পদ পরশিয়া কৈলা দণ্ডপাত ॥
 পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া মুনি পুজিল বিধানে ।
 অতিথি-সভাষা কৈল বিনয় বচনে ॥
 আপনে করিয়া তুমি লোক-পর্যটন ।
 জগতের দুঃখ শোক কর নিবারণ ॥
 জগতে তোমায় কিছু নাহি অগোচর ।
 পঞ্চপাণ্ডবের কহ কল্যাণ কুশল ॥
 প্রভুর বচন শুনি ব্রহ্মার নন্দন ।
 হাসিয়া বলেন মুনি প্রভুর চরণ ॥ (১)
 হরি হরি বিষ্ণুমায়া বুঝনে না যায় ।
 ব্রহ্মা ভব-আদি যার অন্ত নাহি পায় ॥
 সর্গশক্তি ধরে প্রভু সর্গজীবে বৈসে ।
 সমভাব ধরি হরি সর্গজ্ঞ প্রকাশে ॥
 তমু যেন কিছুই না জানে হেন বলে ।
 কে বুঝে কৃষ্ণের মায়া ভুবনমণ্ডলে ॥
 কিন্তু রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম-কলেবর ।
 মহাযজ্ঞ করিব জিনিঞা ক্ষিত্তিতল ॥
 যজ্ঞ করি করিব তোমার আরাধন ।
 পুজিব তোমার অংশ যত দেবগণ ॥
 সার্বভৌম নরপতি হৈব মহীপাল ।
 জগতে তোমার যশ করিব বিস্তার ॥
 আপনে চলিবে তুমি যজ্ঞ মহোৎসবে ।
 দেখিবে তোমায়ে আমি যত সব দেবে ॥
 রাজগণ আসিয়া দেখিব পাদপদ্ম ।
 কপটে বিহর তুমি ধরি নরছদ্ম ॥
 পতিত চণ্ডাল হয় শ্রবণে পবিত্র ।
 দেখিলে তরিব তাণ্ডে এ কোন বিচিত্র ॥
 যার যশ ক্ষিত্তিতলে পাতালে আকাশে ।
 দ্রবময়ী হয় গঙ্গা জগতে প্রকাশে ॥
 ভুবনপাবন যার পদনখজল ।
 প্রিয়া করিবে আজ্ঞা প্রভু যোগেশ্বর ॥
 মুনির বচন শুনি সভাসদগণে ।
 কহিতে লাগিলা যার যেন লয় মনে ॥
 উদ্ধবের তরে -বে পুছিলা শ্রীহরি ।
 কহ চে উদ্ধব তুমি কোন্ যুক্তি করি ॥
 কৃষ্ণের বচন শুনি উদ্ধব সুধীর ।
 আজ্ঞা শিরে ধরি মনে যুক্তি কৈলা স্থির ॥

(১) পাঠান্তর,—

“—ব্রহ্মার তনয় ।

হাসিয়া কি বোলে মুনি মনে পাণ্ডা ভর ।

করযোড় করিয়া প্রভুর বিজ্ঞান ।
চিন্তিয়া উদ্ধব কহে ভকতপ্রধান ॥

গদাধর পণ্ডিত মুকুটমণি জ্ঞান ।
ভাগবত-আচার্যের-মধুরস-গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈরাগিক্যাং দশমস্কন্ধে সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭০ ॥

একসপ্ততিতম অধ্যায় ।

ভূপালী রাগ ।

সর্বভব জ্ঞান তুমি সর্বভূতে বৈস ।
জানিঞা আমারে তুমি কপটে িজ্ঞাস ।
তথাপি তোমার আজ্ঞা শ্রীরে উপরে ।
কহিব সাক্ষাতে নাথ বৃদ্ধি অমুসায়ে ॥
সাক্ষাতে নারদ মুনি কৈলা নিবেদন ।
দূতমুখে নৃপগণের শুনিলে বচন ।
অবশ্য করিতে চাহ নৃপগণ রক্ষা ।
করাইতে চাহ যুধিষ্ঠির যজ্ঞদীক্ষা ॥
দুহার করিতে চাহ অবশ্য নিস্তার ।
তাঁহাতে উত্তম দেখি এই যুক্তি সার ।
আগে যুধিষ্ঠির মহোৎসবে চলি যাহ ।
যজ্ঞ অনুবন্ধ গিয়া রাজ্যারে করাহ ॥
দশদিগ জিনিয়া আনিব নরেশ্বর ।
জরাসন্ধ বধ হৈব তাহার ভিতর ॥
এইরূপে নৃপগণে পাইব পবিত্রাণ ।
এক কার্যে দুই কাৰ্য্য হৈব উপাদান ॥
জরাসন্ধ-বধ হৈব ভকতউদ্ধার ।
সেবকের যশ হৈব ভগতে বিভার ॥
সর্বলোক সুখী হয় সত্যার পীড়িত ।
ভুবন ভরিয়া রহে অতুল খেয়াতি ॥
আগে গিয়া হই ইন্দ্রপ্রস্থে উপসন্ন ।
যুধিষ্ঠির জিনিয়া আনিব নৃপগণ ॥
জরাসন্ধ রাজ্য হয় অজর অমর ।
দশ সহস্র ধরে মত্ত গজের বল ॥
দ্বিজবেশে ভীম নিয়া করিব সংগ্রাম ।
দ্বন্দ্বযুদ্ধে তবে তার হরিব পরাণ ॥
তোমার সাক্ষাতে তারে করিব সংহার ।
সর্বলোক সাক্ষী তুমি ভগত আধার ॥

রাজার মহিষীগণ নিজ নিজ ঘরে ।
তোমার নিঃল যশ গায় উচ্চস্বরে ॥
পতিগণ উদ্ধারিব রিপুবধ করি ।
রহিব প্রভুর যশ ত্রিভুবন ভরি ॥
রাজার মহিষীগণ এই গুণ গায় ।
মুনিগণে নিরবধি চরণ ধৈর্য্যায় ॥
হরি অবতারে কৈলা গজেন্দ্র মোক্ষণ ।
‘নাকী উদ্ধার কৈলা বধিয়া রাবণ ॥
একরূপে নানা যশ গায় ত্রিভুবনে ।
এখনে যে কৰ্ম্ম কর গাইবে সর্বজনে ॥
যজ্ঞ আরম্ভিয়া কর যশের প্রকাশ ।
দৈবে তার মধ্যে হবে জরাসন্ধ নাশ ॥
এতক বচন যদি বলিলা উদ্ধবে ।
ধন্য ধন্য বলিয়া বাথানে লোক সবে ॥ (১)
আপনে করিয়া হরি উদ্ধবে প্রশংসা ।
গুরুজন আজ্ঞা লৈল করিয়া সন্তোষা ॥
দাক্ষকে আনিঞা আজ্ঞা দিল ভগবান ।
কাট করি আন রথ কারয়া সাজন ॥
সর্ব সৈন্য চলুক সামন্ত মন্বিগণ ।
পুত্র মিত্র চলুক সকল পরিজন ॥
দেবীগণ চলুক বিবিধ পরিচ্ছদে ।
রথ গজ তুরঙ্গ চলুক নিজ সাজে ॥
আজ্ঞা মাগি নিল দেব বলভদ্র স্থানে ।
উগ্রসেন সন্তোষিয়া চলিলা আপনে ॥
দাক্ষক আনিল রথ গরুড়-লাঞ্ছন ।
আপনে শ্রীহরি গিয়া কৈল আরোহণ ॥

(১) পাঠান্তর,—“প্রশংসে সভাসদে ।”

চলিল রথের আগে ঘোড়া আলোয়ার ।
 দুই পাশে মহাসেনা কৈলা পাটোয়ার ॥
 মত্ত গজগণ পাছে করিল যোগান ।
 মহাভট মহারথ কৈল আগুয়ান ॥
 শঙ্খ ভেরী মৃদঙ্গ শব্দ কোলাহল ।
 চৌদিগ ভরিয়া হৈল আনন্দ মঙ্গল ॥
 নরযান খরযান কাঞ্চন বিমান ।
 চলিলা মহাবীণ আনন্দ বিধান ।
 সপুত্র বান্ধবে দেবীগণ আগে যায় ।
 চৌদিগে বেঢ়িয়া মহাভটগণ ধায় ॥
 দিব্যবেশ বেড়াগণ ধরিল যোগান ।
 পুরনারীগণ যায় হয়্যা আগুয়ান ॥
 অশ্ব নিশ্চিত ঘর কথলনির্মাণ ।
 শিল্পিগণে কৈল গিয়া পুরীর বিধান ॥
 বিচিত্র পতাকা উড়ে ছত্রে ধ্বজ বানা ।
 কোটি কোটি রথ গজ কোটি কোটি সেনা ॥
 কৃষ্ণের চরণে মূনি করিয়া প্রণাম ।
 নারদ চলিয়া গেলা হয়্যা অস্ত্রধান ॥
 রাজদূতে প্রবেশিয়া বলেন শ্রীহরি ।
 ভয় পরিহর দূত ওয়াসক করি ॥
 জরাসন্ধে যারিয়া আনিব শূণগণ ।
 কহ গিয়া দূত তুমি এই বিবরণ ॥
 প্রণাম করিয়া দূত সত্বরে চলিল ।
 শূণগণ-বিভ্রমানে সকল কহিল ॥
 কৃষ্ণ দরশন হৈব বন্ধ-বিমোচন ।
 আনন্দিত হয়্যা সব রহে শূণগণ ॥
 চতুরঙ্গ সেনা সাজি চলিল শ্রীহরি ।
 আনন্দ সৌভাগ্য মরুদেশ গেল তরি ॥
 নন্দনদী পার্বত ভরিয়া নানা দেশ ।
 কুরুক্ষেত্রে ভরিয়া চলিলা হৃষীকেশ ॥
 দৃশ্যতী তরিল তরিল শরস্বতী ।
 ভরিয়া পঞ্চাল দেশ গেলা যত্নপতি ॥
 ইন্দ্রপ্রস্থে গেলা প্রভু মৎস্তদেশ তরি ।
 বাহ্য উপবনে গিয়া রহিলা শ্রীহরি ॥
 কৃষ্ণ-আগমন শুনি রাজা যুধিষ্ঠির ।
 বাহ্য পাসরিল রাজা পুলক শরীর ॥
 ভীম অর্জুনের হৈল হরষিত চিত্ত-
 সহদেব নকুল শুনিঞা আনন্দিত ॥
 কৃষ্ণ-আগারে রাজা চলিলা অরিতে ।
 পাত্র মিত্র পুরোহিত সাক্ষ্য সহিতে ॥
 বহুবিধ নৃত্য গীত বাজন-মঙ্গল ।
 জয় জয় বেদঘোষ শব্দ কোলাহল ॥

দেখিয়া সাক্ষাতে কৃষ্ণ ধর্মের নন্দন ।
 ভূজপাশে ধরি রাজা দিল আলিঙ্গন ॥
 মঞ্জিল ধর্মের পুত্র আনন্দসাগরে ।
 বাহ্য পাশরিল রাজা শরীর না ধরে ॥
 আলিঙ্গন দিয়া ভীম আনন্দে মঞ্জিল ।
 কোল দিয়া অর্জুনে সকল বিসরিল ॥
 সহদেব নকুলের হরল গেলান ।
 পঞ্চ পাণ্ডবের নাহি বাহ্য অবধান ॥
 অর্জুনের সঙ্গে কৃষ্ণ কৈলা অঙ্গসঙ্গ ।
 সহদেব নকুল বনিল পদদন্দ ॥
 বুদ্ধ মাস্ত্র বিজগণ কৈল নমস্কার ।
 কুশল বচনে কৈল লোক পুরস্কার ॥
 সূত মাগধ গায় কৃষ্ণের মহিমা ।
 উচ্চনাদে ভট্টগণে পড়য়ে ভট্টিয়া ॥
 শঙ্খ ভেরী মৃদঙ্গ বিবিধ বাজ্য বাজে ।
 প্রভুর চৌদিগ ভরি বন্ধুগণ সাজে ॥
 বহুবিধ নৃত্য গীত চলন স্তুগার ।
 আগে পাছে মহাবীরগণ পাটোয়ার ॥
 পুর-পরবেশ কৈলা ত্রিজগতরায় ।
 বেদমন্ত্র পড়িয়া ব্রাহ্মণে গুণ গায় ॥
 পুর পথে রাজপথে চলনের ছড়া ।
 ফলকে ফলকে চলে নানা বর্ণের ঘোড়া ॥
 মত্তগজ মদজলে উঠিল কর্দম ।
 রতন তোরণগণে দেখি মনোরম ॥
 সারি সারি মেঘকুণ্ড রত্না আরোপণ ।
 প্রবাল-তুল-ফল-পুষ্প-বরিষণ ॥
 ছত্রে ধ্বজ পতাকা বিবিধ বানা উড়ে ।
 বিচিত্র বিতান জাল প্রতি ঘরে ঘরে ॥
 দিব্যদেশ নরনারী পুর বিরাজিত ।
 প্রতি ঘরে ধূপ দীপ বিতান মণ্ডিত ॥
 মণিময় দীপগণ দিনমণি-আভা ।
 হেম ঘটে মাণ ঘটে সারি সারি শোভা ॥
 হেন পুরে উত্তরিল দৈবকীনন্দন ।
 স্তম্ভময় সাগরে মঞ্জিল পুরজ্ঞন ॥
 কৃষ্ণ আগমন শুনি পুরনারীগণে ।
 গৃহকর্ম পাসরিল কৃষ্ণ দরশনে ॥
 কেহ পতি কোলে করি আছিল শয়নে ।
 কেহ অঙ্গ মারজন মর্জ্জন ভোজনে ॥
 সেইক্ষণে সকল তেজিয়া পুরনারী ।
 আনন্দে চলিলা কৃষ্ণপদে মন ধরি ॥
 ঘরের উপরে কেহ করি আরোহণ ।
 কৃষ্ণের উপরে করে পুষ্প বরিষণ ॥

প্রবাল তল্ল ফল বিলসিত মালা ।
 লাজা-বরিষণ হয় মলয়জ ধারা ॥
 লজ্জা পরিহরি করে কুশল জিজ্ঞাসা ।
 স্বাগত বচনে করে অতীত (১) সন্তাষা ॥
 কৃষ্ণপত্নীগণ দেখি বলে পুরনারী ।
 এ সন্তে লভিল কৃষ্ণে কোন পূণ্য করি ॥
 পুরুষশেষর কৃষ্ণ কমলানিবাস ।
 তাহার শ্রীমুখ দেখি নয়নবিলাস ।
 এইরূপে যায় কৃষ্ণ পুর পরবেশি ।
 পথে পথে কৃষ্ণ হেরে সর্বলোকে আসি ॥
 মঙ্গল ধরিয়া করে করে নিবেদন ।
 প্রভুর পদারবিন্দ করিয়া বন্দন ॥
 এইরূপে দেখে লোক নয়ন ভরিয়া ।
 প্রভুর পদারবিন্দ হৃদয়ে ধরিয়া ॥
 পুর-পরবেশ তবে করিলা শ্রীহরি ।
 আনন্দে পূরিল কুন্তী কৃষ্ণে কোলে করি ॥
 ত্রিভুবন নাথ হরি দেব দেবেশ্বর ।
 করে ধরি নিল রাজা পুরের ভিতর ॥

(১) পাঠান্তর—“আতিথ্য” ।

কি দিয়া পুঞ্জিব কৃষ্ণ হৃদয় না ধরে ।
 আনন্দে মজিয়া রাজা আপনা পাগরে ॥
 কুন্তীর চরণ কৃষ্ণ করিয়া বন্দন ।
 সর্ব গুরুপত্নীগণের বন্দিলা চরণ ॥
 তবে আদেশিলা কুন্তী দ্রৌপদীর তরে ।
 কৃষ্ণপত্নীগণ যত পুঞ্জিলা সাদরে ॥
 সত্যভামা কুঞ্জিগী কালিন্দী জাহ্নবতী ।
 মিত্রবিন্দা শৈবাদেবী আর নাগজিতী ॥
 যোশ সহস্র আর মহাদেবীগণে ।
 একে একে সকল পুঞ্জিলা ধনে ॥
 ধর্মপুত্রে যুগিষ্ঠির বিধিবিদাঘর ।
 দিব্য অন্নপানে লোক পুঞ্জিলা সকল ॥
 সসৈন্তে পুঞ্জিল কৃষ্ণ বিবিধ বিধানে ।
 নব নব পীরিতি বাঢ়য়ে দিনে দিনে ॥
 পাণ্ডুপুত্রে পীরিতি করিতে বনমালী ।
 চারিমাগ তথাতে রহিলা কৃপা করি ॥
 অর্জুনের সঙ্গে প্রভু চটি দিবা রথে ।
 বিবিধ বিহার করি ফিরয়ে কোতুকে ॥
 পশ্চিমমুখমণি গদাধর জ্ঞান ।
 ভাগবত-আচাৰ্যের মধুর গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
 বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে একসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥৭১॥

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় ।

শ্রীরাগ ।

এক দিন সভামধ্যে বসি নরপতি ।
 লাক্ষ-মিত্র-বন্ধুগণ করিয়া সংহতি ॥
 ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য কুলপুরোহিত ।
 কুলবৃদ্ধ জ্ঞাতিগণ চৌদিকে বেষ্টিত ॥
 কৃষ্ণ সন্তাষিয়া রাজা বলে কোন বাণী ।
 শুন হে গোবিন্দদেব লোকশিখামণি ॥
 এই নিবেদেএ নাথ চরণ নিয়ড়ে ।
 রাজশ্রুয় যজ্ঞ করি ভজিব তোমায়ে ॥
 নিজ ভৃত্য মুঞি নাথ করয়ে নিবেদন । (১)
 আজ্ঞা কর যজ্ঞ যেন হয় সমাপন ॥

তোমার পাত্ৰকায্য যে করে ধ্যান ।
 যেই জন কীর্তন করয়ে অবিরাম ॥
 তারা সে লভিতে পারে অপবর্গ গতি ।
 যদি বা সম্পদ বাঞ্ছে লভে সর্বসিদ্ধি ॥
 তোমার পদারবিন্দ-সেবা-অমৃতভাব ।
 দেখুক সকল লোকে অতুল প্রভাব ॥ (১)
 যে ভজে তাহার হয় সর্বত্র কল্যাণ ।
 যে না ভজে তার কঙ্ক নহে পরিজ্ঞান ॥
 দেখুক সকল লোক আশ্রয়ের সীমা ।
 ভক্ত-জনের তুমি বাচাও মহিমা ॥

(১) পাঠান্তর.—

“মুঞি এবে নিজ সত্য কৈছ নিবেদন ।”

(১) পাঠান্তর.—

“প্রত্যেক ইউক সর তোমার প্রভাব” ।

যদি বল নিজ পর নাহিক আমার ।
তার কথা কহি নাথ চরণে তোমার ॥
পরিপূর্ণ ব্রহ্ম তুমি সর্বজ্ঞাবে বৈশ ।
সকলের আত্মা তুমি সর্বত্র প্রকাশ ॥
নজ পর ভেদ তুমি যদ্যপি না কর ।
তথাপি ভক্তভজনে অমুগ্রহ ধর ॥
আশ্রিত ভরণ কর যেন কল্লতরু
সেইরূপ প্রভু তুমি ত্রিজগৎ-শুভ ॥
সেবা-অমুরূপ কর ফলের উদয় ।
ইহাতে না কর আর কিছু বিপর্যয় ॥
রাজার বচন শুনি প্রভু গুণানধি ।
কহিতে লাগিল তবে সর্বযজ্ঞবিধি ॥
ওন পাণ্ডুপুত্র তুমি ধর্ম অবতার ।
ভুবন ভরিয়া যশ রহিব তোমার ॥
শুভকালে কর তুমি যজ্ঞ-অমুরূপ ।
দেব-ঋষি পিতৃগণ বাঢ়িব আনন্দ ॥
সভার সন্তোষ-হেতু আমার পারিততি ।
কিছু একখানি আছে কহি এ যুগতি ॥
জগত করিয়া বশ নৃপগণ জিনি ।
সকল পুণীর ধন জড় করি আনি ।
তবে যজ্ঞ কর তুমি চিন্তা পরিহর ।
তাইগণে পাঠায়্য জগত বশ কর ॥
আপনে সাক্ষাতে আমি আছি বিদ্যমান ।
জগত জিনিবে তাথে কোন বস্ত্র জ্ঞান ॥
যেন তেন করে যদি আমার আশ্রয় ।
ত্রিভুবনে তবে তার পরাভব নয় ॥
আছুক মানুষ দেবে না হয় সমান ।
সকল দেবের পূজ্য সভার প্রধান ॥
প্রভুর বচন শুন রাজা যুধিষ্ঠির ।
আনন্দে পূরিল তহু পলক শরীর ॥
ব্রাহ্মণে পাঠায়্য জিনিতে ক্ষতিতল ।
কৃষ্ণ-তেজে তার্য সব হৈল মহাবল ॥
সহদেবে দক্ষিণে পাঠাইল সৈন্ত দিগ্বা ।
পশ্চিমে নকুল বীর চলিলা সাজিয়া ॥
সৈন্ত সাজি ধনঞ্জয় চলিলা উত্তরে ॥
পূর্বদিকে বৃকোদর চলিলা সঙ্ঘরে ॥
মৎস্ত-কেকয়ে সৈন্ত (১) করিয়া সাজন ।
চারিদিকে তুরিতে চলিলা বীরগণ ॥
জিনিঞা আনিল সতে পুথিবীর ধন ।
দগদিগ জিনিঞা আনিল নৃপগণ ॥

সব সমাপিলা লঞা রাজার চরণে ।
জরাসন্ধ না জিনিলা শুনিলা শ্রবণে ॥
চিন্তিতে লাগিলা রাজা মনে পায়্য ভয় ।
জরাসন্ধ না জিনিলে কোন্ যুক্তি হয় ॥
বুঝিয়া রাজার মন কথৈ জগন্নাথ ।
উপায় করিব আমি না কর বিবাদ ॥
এতক বচন তবে বলিয়া শ্রীহরি ।
তিন জন মিলিয়া ব্রাহ্মণবেশ ধরি ॥
ভীষ্মাৰ্জ্জুনে লম্বা প্রভু চলিলা আপনে ।
রাজগিরি পর্বতে উঠিলা তিন জনে ॥
আতিথ্য-বেলায় গেল রাজার গোচর ।
মাজিয়া লইল ভিক্ষা তিন দ্বিজবর ॥
ব্রাহ্ম -ভকত তুমি ব্রূপতি সত্তম ।
আমি সব ব্রাহ্মণ অতিথি উপসন্ন ॥
সন্ধ্যাকালে অতিথি না ভেজে মতিমান ।
আমি সব যে মাগিব না করিবে আন ॥
ত্যাগশীল জনে কি না করে পরিত্যাগ ।
অগাধুর কি কি নহে মন্দ কর্মে রাগ ॥
দানশীল জনে কি না করে দ্রব্য দান ।
সমদৃষ্টি জনের না দোষ পত্র-জ্ঞান ॥
অনিত্য শরীরে যেবা না সাদ্যব নিত্য ।
সর্বগুণবুজ্ঞ যদি কেবল বঞ্চিত ॥
হরিশ্চন্দ্র রজিদের রাজা শিবি বলি ।
ব্যাধ কপোত উল্লুগুতি আদি করি ॥
অক্ৰবে সাজিয়া ক্রব এ সব চলিল ।
ভুবন ভরিয়া তাদের পুণ্য কাষ্ঠি হৈল ॥
তবে রাজা জরাসন্ধ চিন্তে মনে মনে ।
এ সব ব্রাহ্মণ নহে বুঝিল লক্ষণে ॥
তথাপি ব্রাহ্মণ-বেশ রহিল গোচরে ।
শির যদি চাহে তত্ব না হৈব কাতরে ॥ (১)
মায়াগে ব্রাহ্মণবেশ ধরি নারায়ণ ।
মাগিল খাঁর আগে কপটে বাহন ॥
জানিঞাও বাঁচ তার না কৈল খণ্ডনা ।
জগতে রহিল তার যশের ঘোষণা ॥
গুরুর বচন বলি করিয়া লজ্জন ।
দান দিল যশে পুরাইল ত্রিভুবন ॥
ভীষ্মসে না কৈল যে ব্রাহ্মণ-উপকার ।
ভীষ্মসেহ মণা ব্যর্থ সকল তাহার ॥
তবে জরাসন্ধ বলে শুনহে ব্রাহ্মণ ।
কি মাজিবে মাদ তাহা দিব এইক্ষণ ॥

তুমি-সব যে মাদ্রিবে না করিব আন ।
 শির যদি মাদ্র তমু নাহি বজ্র জ্ঞান ॥
 তবে কৃষ্ণ বলে রাজ্য শুন বিবরণ ।
 যুদ্ধ মাদ্রি আমি সব দেহসিয়া রণ ॥
 এ দুই অর্জুন ভীম আমি কৃষ্ণ নাম ।
 যুদ্ধ মাদ্রি আমি-সব দেহ যুদ্ধ দান ॥
 এ বোল শুনিয়া জরাসন্ধ মতিক্ষয় ।
 উচনাদ করিয়া হাসিল অতিশয় ॥
 ক্রোধ করি কহে বীর করিব সংগ্রাম ।
 তুমি অল্পবল কৃষ্ণ নহিবে সমান ॥
 যুদ্ধ-ভয়ে তুমি কৃষ্ণ যথুরা তেজিয়া ।
 সমুদ্র শরণ পশি আছ লুকাইয়া ॥
 বয়সে অর্জুন তুলা নহে সমবল ।
 অর্জুনের সনে মুক্তি না করো সমর ॥
 ভীম তুল্যবল মোর বয়সে সমান ।
 ইহা সহ যুদ্ধে মোর নাহি অপমান ॥
 এ বোল বলিয়া বীর তোলে গদাপাট ।
 পেলাইয়া দিল বীর দিয়া পাকসাট ॥
 আর গদা তুলিয়া নাখিল মহাবল ।
 দুই বীরে সংগ্রাম বাজিল ভয়ঙ্কর ॥
 গদায় গদায় যুদ্ধ শব্দ বিশেষ ।
 শিরে শিরে যুদ্ধ যেন যুঝে দুই মেঘ ॥
 বাহে বাহে যুদ্ধ যেন দুইত মাতঙ্গ ।
 পদে পদে যুদ্ধ যেন যুঝে তুরঙ্গ ॥
 গদাতে গদাতে যুদ্ধ তুমুল নির্ধাত ।
 চট, চট, শব্দ উঠে যেন বজ্রপাত ॥
 হস্ত-পদ ভাজিল ভাজিল নাক কাণ ।
 চুইপাট গদা ভাজি হৈল খান খান ॥
 অঙ্গেতে বাজিয়া গদা মিলিল বিদার ।
 থস থস, হৈল যেন আকন্দের ডাল ॥
 ভাজিল দৌ-দার গদা দৌহে কোপে জলে ।
 দুই বীরে যুঝে তবে মুষ্টি প্রহারে ॥

চড় চাপটেতে যুদ্ধ শব্দ নিষ্ঠুর ।
 দুই অঙ্গে পড়ে যেন বজ্র সমতুল ॥
 সম শিক্ষা সমবল সম পরাক্রম ।
 দুই বীরে যুঝে করো নাহি জয় ভঙ্গ ॥
 জনম মরণ তার জানেন্ত্রী শ্রীহরি ।
 বাঢ়ায় ভীমের বল নিজ তেজে করি ॥
 মরণ-কারণে তার চিন্তিয়া আপনে ।
 চিরিয়া বেণার পত্র দেখান তখনে ॥ (১)
 মহাবল-ভীম তার সন্ধান বুঝিয়া ।
 ভূমিতে পেলিয়া শত্রু ধরিল চাপিয়া ॥
 দুই পাশ দিয়া আর এক পাও ধরি ।
 দুই হাতে আরো পাণ্ড টান দিয়া তুলি ॥
 নির্যাসে তুলিয়া তাহে দিল এক টান ।
 দুই ভাগ জরাসন্ধ হৈল দুইখান (২) ॥
 এক ভুজ এবং আঁধি এক ভুজ শির ।
 এক অঙ্গ দুই ভাগে হৈল দুই বীর ॥
 রাজপুরে হাহাকার শব্দ উঠিল ।
 সাধু সাধু বলি লোক ভীমে প্রশংসিল ॥
 তবে কৃষ্ণ অর্জুন ভীমেরে দিল কোল ।
 ভুবন তরিয়া হৈল জয় জয় রোল (৩) ॥
 সহদেব তার পুত্রে অভিষেক করি ।
 রাজ্য-অধিকার দিয়া স্থাপিল শ্রীহরি ॥
 জরাসন্ধ-বধকথা কৃষ্ণ-গুণ-বাণী ।
 ভাগবত-প্রার্থ্যের প্রেমতরঙ্গিনী ॥

(১) পাঠান্তর—“নয়নে” ।

(২) পাঠান্তর,—

সমভাগে জরাসন্ধ হৈল দুই খান ।

(৩) পাঠান্তর,—

“জয় জয় শব্দ হৈল অবনীমণ্ডল ।”

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈষ্ণবিক্যাং

দশমস্কন্ধে দ্বিসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥৭২॥

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় ।

সিন্ধুড়া রাগ ।

দুই অযুত অষ্ট শতেক নরপতি !
 বাক্সিয়া রাধিয়াছিল রাজ্য দুষ্টমতি ।
 পর্বতগহ্বর হৈতে আনিল বাহিরে ।
 শাস্বাতে আসিয়া তারা কৃষ্ণরূপ হেরে (১) ।
 নবঘন-গ্রাম তহু শ্রীবৎস-লাঞ্জন ।
 পীতবাস পরিধান রাজীবলোচন ।
 শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম শোভে চারি করে ।
 হার বিরাজিত উরে বনমালা দোলে ।
 কিরীট কটক কটিন্মত্রে বিরাজিত ।
 মণিময় মকর-কুণ্ডল বিলোলিত ।
 হেন অপরূপ হরি দেখি নুপগণে ।
 দণ্ড পরণাম করি পড়িল চরণে ।
 কৃষ্ণ দরশনে হৈল আনন্দ-উদয় ।
 বন্ধনজনিত দুঃখ সব গেল ক্ষয় ॥
 স্তুতি করে নুপগণ শিরে ধরি কর ।
 নমো নমো দেবদেব ভকতবৎসল ।
 প্রেম-পালন প্রভু কর প্রতিকার ।
 এ ঘোর সংসার-দুঃখ হয় একবার ।
 অহুগ্রহ কৈল এই রাজ্য জরাসন্ধ ।
 তে কারণে দেখিলু তোমার পরদম্ব ।
 অহুগ্রহ লেশ থাকে যাহাতে তোমার ।
 সে রাজ্য নষ্ট হয় রাজ্য অধিকার ।
 তোমার মায়ায়ে বিমোহিত যে যে জনে ।
 অনিত্য সম্পদ সেই নিত্য করি মানে ।
 পিপাসিত জন যেন ৬লের কারণে ।
 যুগতৃষ্ণা জল বলি খায় আগেরানে ।
 নষ্ট বুদ্ধি আশ্রম-সব বুঝিলু এখনে ।
 অজ্ঞোত্তে বুঝিয়া মৈলু ভূমির কারণে ।
 প্রজা-বধ কৈলু দেব তেজি দিয়া ধর্ম ।
 সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু তার না বুঝিলু মর্ম ।
 কালযোগে এখনে সম্পদ হৈল নাশ ।
 তে-কারণে কৈলে তুমি কৃপা পরকাশ ।
 দর্পভঙ্গ হল নাথ খণ্ডল কুবুদ্ধি ।
 তে কারণে পাদপদ্ম চিস্তি নিরবধি ॥

(১) পাঠান্তর—

‘পর্বত গহ্বর হতে হইলা বাহিরে ।
 বাহির হইয়া সবে দেখে গদাধরে ॥’

যদি বল রাজ্যপদ দিব আরবার ।
 তার নিবেদন করি চরণে তোমার ॥
 যুগতৃষ্ণা সমতুল এ সব সম্পদ ।
 শ্রুতিসুখ-স্বর্গভোগ বিপদের পদ ॥
 সতত বিকল তহু দুঃখ-রোগময় ।
 আর যেন কত নাথ রাজ্যপদ নয় ॥
 এই কৃপা মাঝে নাথ চরণে তোমার ।
 স্মৃতিভঙ্গ কত যেন নহে আরবার ॥
 কর্মবন্ধে জন্ম যদি যথা তথা হয় ।
 চরণ স্মরণ-ভঙ্গ কত যেন নয় ॥
 নমো বাসুদেব কৃষ্ণ প্রণত-পালন ।
 নমো নমো নারায়ণ চরিত-ভঞ্জন ॥
 এইরূপে স্তুতি যদি কৈল নুপগণে ।
 কহিতে লাগিলা কৃষ্ণ মধুর বচনে ॥
 আজি হৈতে আমাতে রহিল দৃঢ়মতি ।
 রহিল পদারবিন্দে স্নুদূত ভকতি ॥
 ভাল ভাল তুমি সব করিলে নিশ্চয় ।
 আমার ভকতি বিনে কিছু সত্য নয় ॥
 রাজ্যপদ সম্পদ বিপদ হেন ান ।
 উন্মাদ-কারণ এ সকল অহুমান ॥
 নরক রাবণ বেণ নহয় নুপতি ।
 শ্রী-সম্পদ মদে তারা গেল অধোগতি ॥
 তুমি-সব হেন জান সকল অনিত্য ।
 সর্বভাবে আমার চরণে ধর চিত্ত ॥
 পুনরপি রাজ্য হৈয়া যজ্ঞ দান কর ।
 ধর্ম প্রজা পাণ্ডিয়া আমাতে চিত্ত ধর ।
 সুখদুঃখ ভালমন্দ চিন্তে না ভাবিহ ॥
 যখন যে হয় তাহা মনে না ধরিহ ॥
 দেহ গেহ স্ত্রী দারে হয়্যা উদাসীন ।
 বিষ্ণুব্রত করি ধর বৈষ্ণবের চিন ॥
 আমাতে ধরিয়া চিত্ত রহ হথা তথা ।
 সাধুসঙ্গে স্তনিহ আমার গুণগাথা ॥
 রাজ্য ভোগ কর লয়া এই উপদেশ ।
 তহু তেজি আমাতে করিবে পরবেশ ॥
 এতক বুঝিয়া হরি করুণা-সাগর ।
 অখিল ভুবনপতি মহামহেশ্বর ॥
 করাজ্ঞা নাপিত-কর্ম অঙ্গ মারজন ।
 নারীগণ নিয়োজিয়া করায় মজ্জন ॥

সহদেবে আনিঞা আপন বিদ্যামানে ।
 পুজায় নৃপতিগণে বিবিধ বিধানেনে ॥
 রাজযোগ্য বসন ভূষণ বিলেপন ।
 বহুবিধ অঙ্গপান তাহুল চন্দন ॥
 কৃষ্ণের আজ্ঞায় সহদেব মতিমান্ ।
 পুজিলা নৃপতিগণে হয়্যা সাবধান ॥
 দীপ্ত করে রাজগণ ভূষণে ভূষিত ।
 কুণ্ডলমণ্ডিত গণ্ড চন্দনে চর্চিত ॥
 দীপ্ত করে নৃপগণ দেবিতে সুন্দর ।
 বরিষা খণ্ডিলে যেন নক্ষত্রমণ্ডল ॥
 দিব্য রথ দিব্য থোড়া আনিল সাজিয়া ।
 মহামন্ত গজগণ কাকনে ঝুঝিয়া ॥
 চতুরঙ্গ বলে করি সেনার সাজন ।
 বিনয় বচনে সন্তোষিয়া নৃপগণ ॥
 নিজ নিজ দেশে তবে পুজিয়া পাঠায় ।
 কৃষ্ণপদ চিস্তিঞা নৃপতিগণ যায় ॥
 নিজ নিজ রাজ্যে গেলা সব নৃপগণ ।
 পুরজনে কহিল সকল বিবরণ ॥
 জরাসন্ধ বধ কৈলা যেমতে শ্রীহরি ।

যেদ্রুপে পুজিলা বন্ধ বিমোচন করি ॥
 কহিল সকল কথা সভা বিম্বমানেনে ॥
 আজ্ঞা শিরে ধরিয়া বসিলা রাজাসনে ॥
 জরাসন্ধ বধ করি দেব জনার্দন ।
 সহদেবে রাজ্য করি দিলা রাজাসন ॥
 ভীমার্জুন লইয়া চলিলা জুবীকেশ ॥
 ইন্দ্র প্রস্থে তিনজন কৈলা পরবেশ ॥
 তিন বীর একিবারে কৈলা শতধ্বনি ॥
 সর্বলোক হরষিত রিপু-বধ শুনি ॥
 জরাসন্ধ-বধ শুনি রাজা যুধিষ্ঠির ॥
 আনন্দে পুরিল তছু পুলক শরীর ॥
 ভীম অর্জুন আর শ্রীহরি আপনে ॥
 যুধিষ্ঠির চরণ বসিলা তিনজনে ॥
 সভামধ্যে কহিলা সকল বিবরণ ॥
 শুনিঞা বিস্মিত হইল সর্গ পুরজন ॥
 নয়নে আনন্দজল পুলকিত অঙ্গ ॥
 কিছু না বলিল রাজা হৈলা বরভঙ্গ ॥
 ধীরশিরোমণি শ্রীগদাধর জন ॥
 ভাগবত-আচার্যের মধুরস-গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে দশমস্কন্ধে

ত্রৈলোক্যভিমোহন্যায়ঃ ॥ ৭৩ ॥

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় ।

সারঙ্গ রাগ ।

তবে যুধিষ্ঠির বলে হয়্যা প্রেমযুত ।
 হরি হরি এত বড় হয় অদভুত ॥
 ত্রিভুবন-গুরু রাজা সর্ব অধিকারী ।
 তারা সব বার আজ্ঞা বহে শিরে ধরি ॥
 শঙ্কর বিধাতা যার না বুঝয়ে মর্ম্ম ।
 মোর আজ্ঞা ধরি হেন প্রভু করে কর্ম্ম ॥
 তথাপি প্রভুর কিছু না টুটে মহিমা ।
 কিন্তু মুঞি অধমের বড় বিড়ম্বনা ॥
 অষ্টমত পরমব্রহ্ম এক ভগবান ।
 সকলের আত্মা প্রভু সর্বত্র সমান ॥
 কর্ষে হৈতে তার তেজ না টুটে না বাড়ে ।
 সমস্তাব হয়্যা যেন এক সূর্য্য নড়ে ॥
 আছুক তোমার কথা ত্রিভুবন মাঝে ।
 ভক্তভজনের কেহ মহিমা না বুঝে ॥

তোমার ভক্তভজনে নাহি অভিমান ।
 পণ্ডিত তোর মোর নাহি অগেমান ॥
 এতেক বচন বুলি ধর্ম্মের নন্দন ।
 শুভকালে বরিল যাজ্ঞিক ষিঙগণ ॥
 বেদব্যাস ভরদ্বাজ শ্রমন্ত গৌতম ।
 বশিষ্ঠ মৈত্রেয় কথ আসিত চ্যবন ॥
 বিশ্বামিত্র বামদেব জৈমিনি শ্রুতি ।
 পৈল পরাশর গর্গ রাম কৃষ্ণপতি ॥
 অথচ কশ্যপ ধোম্য ক্রতু অকুতব্রজ ।
 মধুচ্ছন্দা বীতিহোত্র আদি মুনিগণ ॥
 বরিল নৃপতিসিংহ ভার্গব আশ্রয়ি ।
 তবে বত ব্রাহ্মণ আনিল আজ্ঞা করি ॥
 ভীম দ্রোণ কৃপাচার্য্য ধৃতরাষ্ট্র রাজা ।
 সপ্তক বান্ধব পাণ্ডা মিত্র সব প্রজা ॥

ব্রাহ্মণ কত্রিয় বৈশ্য শূদ্র আদি করি ।
 যজ্ঞ দেখিবারে গেলা সব নরনারী ।
 তবে যত বিজগণে করি শুভক্ষণ ।
 হুত্রে ধরি যজ্ঞস্থান কৈল নিরূপণ ।
 সুবর্ণ-লাঞ্ছনে তবে তাহে দিল চাব ।
 তবে যজ্ঞ বেদী ঘর কৈল পরকাশ ।
 তবে যুধিষ্ঠির রাজা আনি শুভক্ষণে ।
 যজ্ঞ-দীক্ষা করাইল সর্ব বিজগণে ।
 কনক-রচিত পাত্রে যজ্ঞের সম্ভার ।
 বন্ধনের যজ্ঞ যেন দেখি চমৎকার ।
 ইত্রে আদি দেবগণ সগণে শঙ্কর ।
 গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ সিদ্ধ বিভাধর ।
 আপনে বিরিকি দেব মিলিলা সগনে ।
 পল্লব চারণগণ সবল বাহনে ।
 পুঞ্জিয়া আনিল রাজা বিবিধ বিধানে ।
 রাজপত্নীগণ যত পুরনারীগণ ।
 পাণ্ডুপুত্র মহাযজ্ঞে হেল উপসন্ন ।
 ধর্ম্মপুত্র রাজসিংহ ভকত-প্রধান ।
 যজ্ঞারম্ভ কৈল হেন সর্বলোকের তান ।
 যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণে যজ্ঞ করায় বিধানে ।
 রাজশূদ্র যজ্ঞ রাজা করে হর্ষ মনে ।
 সোম অভিষব দিনে পেয়া শুভকাল ।
 পুঞ্জিব প্রধানগণ চিন্তে মহীপাল ।
 সভাতে প্রধান আছে বিরিকি শঙ্কর ।
 মহামুনিগণ চক্রে সূর্য্য পুরন্দর ।
 আপনে সাক্ষাতে যাথে ত্রিভুবন রায় ।
 কাহারে পুঞ্জিব আগে কি করি উপায় ।
 চিন্তে রাজা যুধিষ্ঠির মনে পেয়া ভয় ।
 সহস্রেব আসিয়া কি বোলে মহাশয় ।
 সাক্ষাতে অচ্যুত-দেব দেবের প্রধান ।
 সর্বদেবগণ এই এক ভগবান্ ।
 সর্ব যজ্ঞময় এই দেশ-কালময় ।
 সর্বলোক-গতি-পতি এই মহাশয় ।
 ময় তত্ত্ব সাধ্যা যোগ এই সর্বরূপ ।
 এই সর্বময় আর নহে সত্যরূপ ।
 আপনে আপনা হুত্রে পালয়ে সংহরে ।
 এই প্রভু নানারূপে নানা কর্ম করে ।
 এই প্রভু জগতে করায় নানা কর্ম ।
 ঐহ্যর রূপায় লোক লাগে নানা ধর্ম্ম ।
 হেন প্রভু থাকিতে সাক্ষাতে মহেশ্বর ।
 কাহারে পুঞ্জিব আগে সভার ভিতর ।

সর্বলোক পূজা হয় ঐহ্যারে পুঞ্জিলে ।
 সর্বলোক তুষ্ট হয় ঐহ্য তুষ্ট হৈলে ।
 এ বোল বুঝিয়া তুমি আগে কৃষ্ণ পূজ ।
 সর্বলোকনাথ এই সর্বভাবে ভজ ।
 পুণ্ড্রস্ব শুদ্ধস্ব নিত্য শাস্তময় ।
 এ দেব পুঞ্জিলে সর্বদেব পূজা হয় ।
 এতেক বলিয়া সহদেব মহামতি ।
 নিঃশব্দে রহিলা বুঝিয়া ধর্ম্মগতি ।
 সহদেব বচন শুনিঞা সর্বজনে ।
 সভাগদে সাধু সাধু বলিয়া বাথানে ।
 বুঝিয়া সভার মন রাজা যুধিষ্ঠির ।
 নয়নে আনন্দজল পুলকশরীর ।
 বিবিধে পুঞ্জিল রাজা প্রণয়ে বিহ্বল ।
 পুণ্যজলে পাখালিল চরণ বুগগ ।
 সফটুয়ে সগণে বান্ধবগণ মেলি ।
 কৃষ্ণপদজল মাথে নিল কুতূহলী ।
 বিবিধ বিধানে পীত-বসন পরায় ।
 দিব্য অলঙ্কার দিয়া শ্রীঅঙ্গ সাজায় ।
 মণিময় ভূষণ বিবিধ মহাধন ।
 দিব্য বেশ করে রাজা অঙ্গের সাজন ।
 নয়নে আনন্দজল পড়ে শতধারে ।
 ভূষণ পরায় রাজা চাহিতে না পারে ।
 ব্রহ্মা ভব পুরন্দর যুড়ি দুই কর ।
 সুর-মুনিগণ সব আনন্দ অন্তর ।
 নমো নমো জয় জয় করে সর্বজন ।
 হৃদ্যুতি বাজন বাজে পুষ্প বরিষণ ।
 সুরগণে মুনিগণে জয় জয় বাণী ।
 ত্রিভুবন ভরিয়া উঠিল জয়ধ্বনি ।
 তবে দমযোয-সুত রাজা শিশুপাল ।
 কৃষ্ণ-গুণ-বর্ণন শুনিয়া ছুরাচার ।
 উঠিল আসন হৈতে চিন্তে ক্রোধ করি ।
 উচ্চস্বরে ডাকিয়া কি বলে বাহ ভুলি ।
 ভর্ষিয়া কৃষ্ণকে গালি দিল অতিশয় ।
 সভার ভিতরে থাকি বলে ছুরাশয় ।
 সত্য সত্য কালগতি না যায় বুঝনে ।
 বুদ্ধ মতিভ্রষ্ট হয় ছাওয়াল-বচনে । (১)
 তুমি-সব পাত্র-শ্রেষ্ঠ বুদ্ধ মহাজন ।
 হেন হৈয়া তথ্য ধর শিশুর বচন ।

(১) পাঠান্তর,—

“সত্য সত্য কালগতি কে বুঝিতে পারে ।
 ছাওয়ালের বচন বুদ্ধের মতি চলে ।”

সভাপতি তুমি সব আছ বিজ্ঞমান ।
 হেন সভা যাবে কর গোবিন্দ প্রধান ॥
 ব্রত-বিজ্ঞা-তপোময় মহামুনিগণ ।
 দিব্যজ্ঞান ব্রহ্মনিষ্ঠ ভুবন-পাবন ॥
 এ সব থাকিতে মহাশয় যোগেশ্বর ।
 ব্রহ্মা ভব চক্রে সূর্য্য বাহে পুরন্দর ॥
 তাহাতে উত্তম পাত্র হয় কি গোবিন্দ ।
 কুলশীলবিবর্জিত আশ্রম-আচার ॥
 কুল বিনাশন সর্ব্বার্থবহিষ্কৃত ।
 বহুদ্রব্য আচার সর্ব্বগুণবিবর্জিত ॥ (১)
 হেন গোপজাতি কৃষ্ণ পূজিতে যুগ্ময় ।
 কাকে যেন যজ্ঞভাগ আগে বলি পায়ে ॥
 যযাতি রাজার শাপ আছে যদুকুলে ।
 যজ্ঞবংশে কেহ জানি রাজ্যপন করে ॥
 হেন যদুকুলে জন্ম লোক বহিস্কৃত ।
 বুধাপানরত সাধুজন বিবর্জিত ॥
 যজ্ঞজন-সেবিত ছাড়িয়া পুণ্যদেশ ।
 গড় বান্ধি করে গিয়া সাগরে প্রবেশ ॥
 হেন কৃষ্ণ হয় কি পূজার অধিকারী ।
 এইরূপ শিশুপাল দিল নানা গালি ॥
 বক্ত গালি দিল শিশুপাল হুটমতি ।
 সেই ক্ষতি করিয়া বর্ণিলা সরস্বতী ॥
 কিছু না বলিল তাণ্ডে প্রভু শ্রীনিবাসে ।
 শূণ্যল-শব্দে যেন কেশরী না রোষে ॥
 কৃষ্ণনিন্দা শুনিয়া উঠিল সভাগদে ।
 দুই কর্ণ ধরিয়া চলিল সর্চকতে ॥
 কৃষ্ণ-নিন্দা শুনে কিংবা সাধুনিন্দা শুনে ।
 কর্ণ ধরি যে জন না চলে তথা হনে ॥
 অযোগ্যগতি চলে তার পূর্ব্বপুণ্য ক্ষয় ।
 সাধু নিন্দা সয় পাপ কহেন না বায় ॥
 তবে পাণ্ডুমত আদি মহাবীরগণে ।
 ক্রোধ করি অস্ত্র ধরি উঠিল তখনে ॥
 খড়্গ চর্ম্ম ধরিয়া উঠিল শিশুপাল ।
 কৃষ্ণশক বীরগণ ভৎসিল অপার ॥
 তবে হরি বীরগণে করি নিবারণ ।
 চক্রে ধরি আপনে উঠিলা নারায়ণ ॥

(১) পাঠান্তর,—

"বহু-আচার গুণহীন বিনিশ্চিত" ।

কুরধার চক্রে মাথা কাটিয়া পেলিল ।
 হাহাকার কোলাহল শব্দ উঠিল ॥
 শিশুপাল পক্ষ যত আছিল বৃপতি ।
 প্রাণ লয়্যা তারা সব গেল ভিত্তাভিতি ॥
 তার অজ্ঞোতি গিয়া উঠিলা গগনে ।
 তড়িত সঞ্চরে যেন দেখে সর্পজনে ॥
 প্রবেশ করিল জ্যোতি গোবিন্দচরণে ।
 নয়ান মুদিয়া লোক রহিল ধোয়ানে ॥
 বৈরভাব ধরে দৈত্য তিন জন্ম ধরি ।
 সতত চিন্তিল কৃষ্ণে বৈরভাব করি ॥
 কৃষ্ণদান করি দৈত্য হ'ল কৃষ্ণময় ।
 জ্যোতীরূপে চিন্তিলে গোবিন্দরূপ হয় ॥
 তবে যজ্ঞ সমাধিল ধর্ম্মের নন্দন ।
 বিবিধ দক্ষিণা দিয়া পূজিলা ব্রাহ্মণ ॥
 বিধি অনুসারে কৈল সর্ব্বলোকে পূজা ।
 যজ্ঞ সমাধিল তবে বৃষ্টিরি রাজ্য ॥
 মহাযোগ যোগেশ্বর প্রভু ভগবান ।
 বৃষ্টিরি যজ্ঞ করাইল সমাধান ॥
 বহুগুণে রাণিল ধরি । পদগুণে ।
 কথোদীন রহিলা বাক্য-অনুরাগে ॥
 কথোদীন রহি বহুগুণ সজ্জাবরা ।
 চলিলা দ্বারকাপুরে নিজ গুণ লয়্যা ॥
 হেন অপরূপ কর্ম্ম করিলা শ্রীহারি ।
 অনন্ত কালের কর্ম্ম কে কহিতে পারি ॥
 যজ্ঞ সমাপিয় রাজ্য ধর্ম্মের নন্দন ।
 যজ্ঞশেষ পুণ্যভূলে কারিয়া মচ্ছন ॥
 আসনে বসিলা রাজ্য যেন পুরন্দর ।
 ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য রচিত মণ্ডল ॥
 সুর মুনি গন্ধর্ব্ব কিম্বদ নরনারী ।
 চলিল সকল লোক কৃষ্ণে মন ধরি ॥
 আনন্দে চলিলা লোক কৃষ্ণে প্রশংসিয়া ।
 তবে দুর্ঘোষন গেলা মনে ঝুংখ পায়া ॥
 শিশুপাল-বধ বৃপগণ বিমোচন ।
 মহাযজ্ঞ পুণ্যকথা যে করে কৌন্তিন ॥
 কৃষ্ণগুণ-কথা পুণ্য যশ পরকাশ ।
 সর্ব্বপাপ হরে তার বিষ্ণুপদে বাস ॥
 ভাগবত-আচার্যের মধুর-বাণী ।
 চিত্ত দিয়া শুন লোকে প্রেমতরঙ্গিণী ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতাস্তাং

বৈরাগিক্যাং দশমস্কন্ধে চতুঃসপ্ততিতমোঃধ্যায়ঃ ॥৭৪॥

পঞ্চসপ্ততম অধ্যায় ।

তুডি রাগ ।

তবে রাজা ভিজ্ঞাসিল মুনিসন্নিধান ।
 দুয়োধন রাজ্য কিবা পাইল অপমান ॥
 মহাবজ্র দেবি লোক পাইল আনন্দ ।
 দুয়োধন রাজ্য কেন হৈল নিদানন্দ ॥
 কহ গুরু যোগেশ্বর হৈয়ার কারণ ।
 তবে শুক মুনি বলে সব ব্যবধান ॥
 পিতামহ তোমার আশ্রিত আশ্রয় ।
 মহাবজ্র আরস্তিলা নৃপতি সুধীর ॥
 পরিচর্যা করিতে আনন্দ বন্ধুগণ ।
 যার যেন যোগ্য কায্য কৈল নিয়োজন ॥
 ভীষ্ম অধিকার পাইল কারণে রতন ।
 ধন অধিপতি বীর দিল দুয়োধন ॥
 সহদেবে লোকপূজা-কর্যে নিয়োজিল ।
 দ্রব্য আনি যোগ্যহস্তে নহুলে স্থাপিল ॥
 সাধু সেবা করিতে স্থাপন ধনজয় ।
 পদ পাখালিতে দিল কৃষ্ণ মধাশয় ॥
 অন্ন পরিষণে দিল ক্রপদকুমারী ।
 কর্ণ মহাদাতা দিল দানে অধিকারী ॥
 যুবধান বিরাট বিদুর সন্তপন ।
 নানা কর্যে নিয়োজিল যত মহাশয় ॥
 এইরূপে যজ্ঞ কৈল ধর্ম্মের নন্দন ।
 সর্বভাবে সর্বলোক কৈল আবাধন ॥
 যজ্ঞ সমাপিয়া দিল বিবিধ দক্ষিণা ।
 যার যেন পারিত না করিল লজ্জনা ॥
 দমযোবনুত যদি সভা-বিদ্যমান ।
 প্রবেশ করিল গিয়া গোবিন্দচরণে ॥
 তবে যজ্ঞে পূর্ণা দিয়া কৈলা সমাধান ॥
 সগণে চলিয়া গিয়া কৈলা গঙ্গাস্নান ॥
 দুন্দুভি মৃদল বাদ্য বাজে শব্দ ভেরী ।
 বিবিধ বাজন বাজে আনক ধুমুরী ॥
 নজ্জক নজ্জকী নাচে নানা নৃত্যগীত ।
 বিবিধ মজল রোল চৌদগে পুরিত ॥
 বিবিধ পতাকা ধ্বজ ডেড়ে ছত্র বান ।
 নানাবর্ণে দিব্য ঘোড়া নানাবর্ণে সেনা ॥
 মহাগজ মহারথ কাকনে নিখিত ।
 দিব্য বেশ নরনারী ভূষণে ভূষিত ॥
 কত কত রাজা যার রাজার গোচর ।
 সৈন্ততরে পৃথিবী করয়ে টলমল ॥

যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণে করে বেদধ্বনি ।
 দেব ঋষি পিতৃগণ স্তুতি জয়বাণী ॥
 গন্ধর্ব্বের কিয়রে গায় নাচে বিভাধরী ।
 পুষ্প বরিষণ করে দিব্য নরনারী ॥
 চন্দন ছিটায় কেহ গন্ধ বিলেপন ।
 নানা রসে কেহ কেহ করয়ে সেচন ॥
 কেহ গন্ধজল কেহ সুকুম ছিটায় ।
 হরিত্রা গোরস কেহ তলিয়া পেলায় ॥
 আগে দেবীগণ যায় চিটয়া বিমানে ।
 চৌদিকে বেষ্টিত তার মহাভটগণে ॥
 হাস পরিহাসে গন্ধ-চন্দন-সেচন ।
 চর্ম্মকোষ ভার করে জল-বরিষণ ॥
 স্তনবিনিহিত তনু-বসন-বিলাস ।
 কেশপাশ বিগলিত কুচ পরকাশ ॥
 কচির বিহার রসময় গতিভঙ্গ ।
 দেখিয়া কামুক জনে মদন তরঙ্গ ॥
 হেম বিনিখিত রণে করি আরোহণ ।
 চৌদিকে বেষ্টিত মহাভট বীরগণ ॥
 রথ গজ তুরঙ্গ রাজার আশ্রয়ন ।
 দুই পাশে নৃপগণে করিয়া যোগান ॥
 উত্তরিল গিয়া রাজা সুরনদীতীরে ।
 অভিষেক কৈল আগে যজ্ঞশেষনীরে ॥
 মহা অভিষেক আছে যজ্ঞের শিধান ।
 সপত্নীক হুয়া তাহা কৈলা সমাধান ॥
 আচমন করিয়া ঋণিল গঙ্গাজলে ।
 অভিষেক কৈলা রাজা বিধি অনুসারে ॥
 দেববাদ্য নরবাদ্য দুন্দুভি বাজন ।
 জয় ঙ্গ স্তুতিবাণী পুষ্প-বরিষণ ॥
 দেব ঋষি গন্ধর্ব্ব কিয়র পিতৃগণ ।
 মহাঅভিষেক-জলে করিয়া মজ্জন ॥
 সর্বলোক আনন্দিত হৈল পাণক্স ।
 মহাপাতকীর যাথে পাতক না রয় ॥
 মহাঅভিষেক করি ধর্ম্মের কুমার ।
 উঠিয়া পরিল বাস রাজ-অলংকার ॥
 যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণে বসন ভূষণে ।
 বিবিধ দক্ষিণা দিয়া পূজিল বিধানে ॥
 জাতি-বন্ধু-বাক্য সকল নৃপগণে ।
 একে একে পুত্রিলা সকলে জনে জনে ॥

ভকতসত্তম রাজা বিধিবিদাশ্রয় ।
 যার যেন যোগ্য পুঞ্জ পুঞ্জল সকল ॥
 বসন ভূষণে সর্বলোক বিরাজিত ।
 মুকুট কুণ্ডল হার চন্দন চর্চিত ॥
 বিবিধ বরণে পাগ অজের কাছনি ।
 বহুবিধ ভূষণে ভূষিত নরনারী ॥
 যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ যত সদস্ত ব্রাহ্মণ ।
 বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ যত ক্রীতপত্তিগণ ॥
 দেব ঋষি পিতৃগণ গন্ধর্ব্ব কিম্বর ।
 ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য যত নারীনর ॥ (১)
 সভাই চলিল করি রাজ্যারে সম্ভাষা ।
 মহাযজ্ঞ মহোৎসব করিয়া প্রশংসা ॥
 সর্বলোক গেল তবে নিজ নিজ ধাম ।
 আনন্দে রহিলা রাজা ভকতপ্রধান ॥
 ভাই বন্ধু বান্ধব শ্রুতদ্ মিত্রগণ ।
 মেহভার ধরিয়া রাখিলা সর্বজন ॥
 চরণে ধরিয়া কৃষ্ণে রাখিলা যতনে ।
 নব নব দিনে দিনে পুজিল বিধানে ॥
 রাজার পীরিত্তি হরি করিবারে চায় ।
 সব যত্নগণ আনি দ্বারকা পাঠায় ॥
 আপনে রহিলা প্রভু রাজার মন্দিরে ।
 পাঠায়্যা সকল লোক দিল নিজপুরে ॥
 ধর্ম্মশ্রুত রাজগিহ মহাশুণনিধি ।
 শ্রুতময় সাগরে মজিল নিরবধি ॥
 একদিন দুর্যোধন গেল অন্তঃপুরে ।
 রাজপুর শোভা দেখে অজিল অন্তরে ॥
 শূরেজ্ঞ-নরেন্দ্র লক্ষ্মী যাথে নানা ভাতি ।
 ত্রিভুবন সম্পদ একত্রে মুর্ত্তিমতী ॥
 ময়দানবের সভা বিচিত্র নির্মাণ ।
 তাহাতে বসিয়া আছে সুপতিপ্রধান ॥
 দিব্যবেশ দাসীগণ নিজ সজ্জে করি ।
 পরিচর্যা করে যথা দ্রুপদকুমারী ॥

(১) পাঠান্তর,—

“দেব ঋষি পিতৃগণ গন্ধর্ব্ব চারণ ।
 ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য যত নারীগণ ॥”

অতুল সম্পদ দেখি মহা অকুণ্ঠাব ।
 দুর্যোধনহৃদয়ে উঠিল অকুণ্ঠাপ ॥
 ষোড়শ সহস্র যথা কৃষ্ণের রমণী ।
 শিজ্জিত মঞ্জীর-পদ রণিত কিকিণী ॥
 রাজসিংহাসনে রাজা ধর্ম্মের নন্দন ।
 চৌদিকে বেষ্টিয়া আছে ভাই বন্ধুগণ ॥
 ইন্দ্রপুরে ইন্দ্র যেন ত্রিদিব-সমাবে ।
 দীপ্ত করে নরপতি দিব্য সভা মাঝে ॥
 নস্তকে নর্জন করে স্তাবকে মহিমা ।
 উচ্চনাড়ে ভাটগণ পড়য়ে ভট্টমা ॥
 হেনকালে গেলা তথা রাজা দুর্যোধন ।
 চৌদিকে বেষ্টিয়া তার আছে ভাইগণ ॥
 দেখিয়া সম্পদ রাজা ক্রোধে হৈল অন্ধ ।
 হাতে হাতে মোচড়ে দশনে পিষে দস্ত ॥
 ক্রোধে অচেতন রাজা হবল গেলান ।
 স্থলে জল জ্ঞান ধরি তোলে পরিধান ॥
 জলে স্থল ভরমে না তোলে নিজবাস ॥ (১)
 তা দেখিয়া নারীগণ করে উপহাস ॥
 কটাক্ষে ঠারিঞা দিল দৈবকীনন্দন ।
 ভীম আদি করি যত হাসে সুপগণ ॥
 ভরে বৃষ্টিরি রাজা করে নিবারণ ।
 হাসে সর্বলোক কেহ না ধরে বচন ॥
 আপনে রসিক যাথে প্রভু মনোহর ।
 আনের শক্তি তাথে কি করিতে পারি ॥
 লজ্জা পায়্যা দুর্যোধন গেলা নিশেবদে ।
 হাহাকার শব্দ উঠিল সভাসদে ॥
 বিবাদ ভাবিয়া রহে ধর্ম্মের নন্দন ।
 নিশেবদে রহিলা ঠাকুর নারায়ণ ॥
 পৃথিবীর ভার হরি হরিবারে চায় ।
 অন্ত্রান্তে করিয়া হরি বিনাদ বাঢ়ায় ॥
 যে কিছু পুড়িলে রাজা কহিলু সাক্ষাতে ।
 দুর্যোধন কুমতি বাড়িল যেন মতে ॥
 ভাগবত-আচার্যের মধুরস বাণী ।
 দুর্যোধন মানভঙ্গ প্রেমতরঙ্গিণী ॥

(১) পাঠান্তর,—“নাশারে নিজবাস” ।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পায়মহাত্ম্যং সংহিতাত্ম্যং
 বৈয়াসিক্যং দশমস্কন্ধে পঞ্চসপ্ততিতমোহধ্যায় ॥ ৭৫ ॥

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায় ।

তবে মূনি বলে রাজা শুন পরীক্ষিত ।
 অদভুত আর কথা গোবিন্দচরিত ॥
 ক্রীড়া নরকলেবর নরলীলা করি ।
 শাস্ত্র নামে অনুর বধিল শ্রীমুরারি ॥
 শিশুপাল-সখা শাস্ত্র আছিল অনুর ।
 সমর যুঝায় বীর পরম নিষ্ঠুর ॥
 কল্মশী-হরণে গেলা যখনে শ্রীহরি ।
 তখনে আসিয়াছিল শাস্ত্র মহাবলী ॥
 সংগ্রামে হারিয়া বীর পলাইল তখনে ।
 প্রতিজ্ঞা করিল শাস্ত্র সভা বিজ্ঞমানে ॥
 অযাদব পৃথিবী করিব বাহুবলে ।
 মোর যশ রহে যেন ধরণীমণ্ডলে ॥
 প্রতিজ্ঞা করিয়া এই চলিল দূরন্ত ।
 শিব আস্রাখিল গিয়া বৎসর পর্যন্ত ॥
 এক মুষ্টি পাংশু খায় দিন অবসানে ।
 তুষ্ট হয়্যা মহাদেব আইলা বিজ্ঞমানে ॥
 আনন্দিত হয়্যা শাস্ত্র মাঝে এই বর ।
 কামগতি এক রথ দেহ মহেশ্বর ॥
 গন্ধক কঙ্কর সিদ্ধ নর সুরাসুরে ।
 ত্রিভুবনে কেহ যেন ভাঙিতে না পারে ॥
 ত্রিভুবন ত্রিনিয়া আসিষু এক রথে ।
 হেন রথ মাঝে নাথ তোমার সাক্ষাতে ॥
 অলঙ্কিতগতি রথ লোক-ভয়ঙ্কর ।
 তুষ্ট হয়্যা পশুপতি দিলা সেই বর ॥
 ময় নামে দানব আনিয়া বিজ্ঞমান ।
 আজ্ঞা দিল দেহ রথ করিয়া নির্মাণ ॥
 রথ নিরমিয়া ময় দিল সচকিত ।
 সৌত নামে রথখান লোহার নির্মিত ॥
 অঙ্ককারময় রথ অলঙ্কিতগতি
 তাহাতে চড়িয়া শাস্ত্র চলিল দূর্য্যভি ॥
 বেটিল দ্বারকাপুরী লয়্যা মহা সেনা ।
 গড়ের বাহিরে গিয়া বেটি দিল হানা ॥
 বন উপবন ভাঙে প্রাচীর দুয়ার ।
 গোপুর বন্ধির ভাঙে বিমান বিহার ॥
 অস্ত্র বরিষণ পড়ে গাছ পাথর ।
 বজ্রপাত নিষ্ঠুর গর্জ্জন কণধর ॥
 পরচণ্ড চক্রবাত ধূলা-বরিষণ ।
 দশদিগ আচ্ছাদিল বন পরজন ॥

দেখিয়া প্রহুয় বীর কৃষ্ণের তনয় ।
 শাস্ত্রিয়া রাখিল লোকে না করিহ ভয় ॥
 এ বোল বলিয়া বীর মহারণে চটি ।
 মহাসেনাপতিগণ নিজ সঙ্গ করি ॥
 সাত্যকি অক্রুর গদ শুক সারণ ।
 সাধু ভানুবন্দ আদি মহাবীরগণ ॥
 আর বত সেনাপতি মহাধনুর্ধর ।
 মহাভট মারণ ভূদ্র কুল্লর ॥
 চলিল প্রহুয় বীর সাজি যতুসেনা ।
 নানা বর্ণের হাতী বোড়া ছত্র ধ্বজ বানী ॥
 বাজিল শাস্ত্রের সথে তুমুল সংগ্রাম ।
 নহিল নহিল যুদ্ধ তাহার সমান ॥
 ধনুকে টঙ্কার দিয়া বোড়ে চোখ শর ।
 কাটিল শাস্ত্রের মায়া কৃষ্ণের কোণর ॥
 তিলেকে শাস্ত্রের মায়া সব গেল নাশ ।
 সূর্য্য দরশনে যেন তমের বিনাশ ॥
 বিজিল পঁচিশ বাণে শাস্ত্র-সেনাপতি ।
 দশ দশ বাণে আর বিজিল সারথি ॥
 বিজিল শতেক বাণে শাস্ত্র-কলেবর ।
 তিন তিন বাণে বোড়া কৈল জরজর ॥
 একরূপ বহুরূপ নানারূপ ধরে ।
 অলঙ্কিত রথ কেহ লখিতে না পারে ॥
 বায়াময় রথখান দেখিতে না দেখি ।
 ক্রুরপে কোণাতে থাকে লখিতে না লখি ॥
 কণে জলে কণে স্থলে আকাশ মণ্ডলে ।
 কণে বনে কণে গিরিশিখরেতে চলে ॥
 বথা বথা চিন্তে রথ আছে সেই ঠাকুরি !
 কোথা শাস্ত্র কোথা সৈন্ত চিন্তিতে না পাই ।
 বত সেনাপতি যতকুলের প্রধান ।
 ধনুকে টঙ্কার দিয়া বোড়ে চোখ বাণ ॥
 বিজিয়া শাস্ত্রের সৈন্ত কৈল জরজর ।
 তবে কোন যুক্তি করে শাস্ত্র মহাবল ॥
 একধারে করে ভীত্ব বাণ-বরিষণ ।
 তবু যতুবীরগণে না তেজিল যুগ ॥
 আছিল শাস্ত্রের যন্ত্রী যন্ত্রী প্রধান ।
 দ্যামান তাহার নাম মহা বলবান ॥
 প্রহুয়ের বাণে বেটা সংগ্রাম ছাড়িয়া ।
 কুব্ধেতে পড়িয়াছিল মূরছিত হয়্যা ॥

আরবার উঠিয়া ডাকিল ভয়ঙ্কর ।
 তুলিয়া লোহার গদা ধাইল সত্বর ।
 প্রহ্মায়ের বুকে গিয়া মারে এক বাড়ি ।
 পড়িল প্রহ্মায় বীর রণে প্রাণ ছাড়ি ।
 দারুকনন্দন তার রথের সারথি ।
 রথখান বাহিরে আনিল মহামতি ।
 রণে হৈতে রথ লঞা আইল বাহির ।
 যুদ্ধধর্ম জানে সে যে পরম সুধীর ।
 উঠিল চৈতন্ত পেয়া কৃষ্ণের নন্দন ।
 সারথি দেখিয়া তবে কি বলে বচন ।
 কেন হেন কর্ম তুমি কৈলে বিপরীত ।
 সংগ্রাম তেজিতে বীরে না হয় উচিত ।
 যুদ্ধ তেজি পলায়ন নহে বীর-ধর্ম ।
 যদ্বংশে কেহ হেন নাহি করে কর্ম ॥
 কি বলিয়া রহিব কৃষ্ণের বিদ্যমানে ।

কি বোল বলিবে মোরে তাই বন্ধুগণে ॥
 বন্ধুগণ হাসিয়া করিব উপলব্ধ ।
 পুণ্যজনে দেখিয়া বলিব মোরে মন্দ ॥
 এতেক বচন শুনি দারুক-তনয় ।
 কহিতে লাগিলা ধর্ম জানিঞা নির্ণয় ॥
 শুন মহাপুরুষ ধর্মের বিবরণ ।
 আমি নাহি করি যুদ্ধ-ধর্ম বিলম্বন ॥
 সঙ্কটে পড়িলে বীর রাখিব সারথি ।
 সারথির প্রতিকার করে মহারথী ॥
 ও বোল বলিয়া কৈলু রথের বাহির ।
 ছুঃখ পরিহর তুমি মতি কর স্থির ॥
 এতেক বচন যদি বলিল সারথি ।
 চিন্ত-স্থির করিয়া রহিল মহামতি ॥
 ভাগবত আচার্য্যের মধুরস-ভাষা ।
 হরিকথা বিনে আর না করিহ আশা ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংসাতঃ সংহিতায়াঃ
 বৈষ্ণবিক্যাং দশমস্কন্ধে ষট্-সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥৭৬॥

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় ।

উঠিয়া বলিলা বীর ঋক্মিণীন্দন ।
 হাত পাও পাখালিয়া কৈল আচমন ॥
 ধনুকে টকায় দিয়া যুড়ে চোখ বাণ ।
 ডাকিয়া কি বলে তবে বীরের প্রধান ॥
 আরে রে সারথি রথ সহরে চালাও ।
 কোথাতে ছ্যামান্ বীর তুরিতে দেখাও ॥
 এতেক বচন বলি বেচি চারি পাশে ।
 বিক্সিল ছ্যামান্ বীরে অষ্ট বাণে রোষে ॥
 চারি বাণে চারি বোড়া বিক্সিল সন্ধানে ।
 ধনুখান কাটিয়া পেলিল একবাণে ॥
 দুই বাণে কাটে ধ্বজ সারথির নাথ ।
 চারি বাণে কাটিল রথের চারি চাকা ॥
 এক বাণে কাটে তবে ছ্যামানেয় শির ।
 সাধু সাধু বলিয়া ডাকিল সব বীর ॥
 তবে গদ সাধ শুক সাত্যকি সারণ ।
 চৌদিকে বেড়িয়া বুকে সব বীরগণ ॥
 কাটিয়া শাস্ত্রের সৈন্ত পেলিল সাগরে ।
 ছিন্ন ভিন্ন হয়্যা কত রহিল সমরে ॥

এইরূপে দুই সৈন্ত যুদ্ধে নিরস্তর ।
 সাতাইশ দিবস যুদ্ধ পৃথিবী ভিতর ॥
 ইন্দ্রপ্রস্থে তখনে আছিল শ্রীহরি ।
 ধর্মস্থত্রে নিঞাছিল নিমন্ত্রণ করি ॥
 রাজস্থয় যন্ত যদি কৈলা সমাধান ।
 শিশুপাল সংহার করিয়া ভগবান্ ॥
 জলভ দেখিয়া বিস্ময় করি চিতে ।
 বন্ধুগণ সন্তোষিয়া চলিলা তুরিতে ॥
 বন্ধুগণ সহ আসি এথা উপস্থিত ।
 না জানি কি হয় তথা কার্য্য বিপরীত ॥
 শিশুপাল পক্ষ যত বিপক্ষ নৃপতি ।
 না জানি কি করে তারা পুরীর দুর্গতি ॥
 এতেক বচন বলি প্রভু হৃবীকেশ ।
 দ্বারকা নগরে আসি কৈলা পরবেশ ॥
 নিজজন কদন দেখিয়া শ্রীহরি ।
 সারথিরে আজ্ঞা তবে দিল দ্বরা করি ॥
 চালাহ সারথি রথ না কর বিলম্ব ।
 শাস্ত্রের মারায় জানি যুদ্ধে দেহ ভল ॥

যথা শাস্ত তথা রথ চালাই সম্বরে ।
 সগণে মারিব তারে রণের ভিতরে ॥
 তবে রথ টিপিয়া সারথি দিল ঝাটে ।
 আঁখির নিমিখে নিল শাস্ত্রের নিকটে ॥
 হেনকালে তথাই গুরুড় দেখা দিল ।
 দেখিয়া সকল সৈন্ত চমকিত হৈল ॥
 তবে কোন কৰ্ম্ম করে শাস্ত্র ছুঁয়াচার ।
 শক্তিপাট তুলিয়া ফিরাই সাতবার ॥
 পেড়িল মারিল শক্তি সারথির শিরে ।
 উদ্ধাপাত হৈল যেন আকাশ উপরে ॥
 শক্তিপাট পড়িব দেখিয়া ভগবান ।
 তীক্ষ্ণবাটে কাটিয়া করিল শতধান ॥
 বিকিল বোড়শ বাণে শাস্ত্রের শরীরে ।
 রথখান জরজর কৈল শরজালে ॥
 তবে কোন কৰ্ম্ম করে শাস্ত্র ছুঁয়াচার ।
 আকর্ণ পুরিয়া দিল ধনুকে টকার ॥
 বাম হাত কৃষ্ণের বিকিল তীক্ষ্ণ বাণে ।
 ঋষিয়া পড়িল ধনু নিজ হাত হনে ॥
 পড়িল শরজ ধনু দেখি চমৎকার ।
 ত্রিভুবনে শব্দ উঠিল হাহাকার ॥
 ডাকিয়া বোলাই শাস্ত্র আয়ে রে গোয়ালা ।
 আজি মোর হাতে তোর নহিব নিস্তার ।
 মোর লখা তোর ভাই হয় শিশুপাল ।
 তার ভাষা সাক্ষাতে হরিল দুরাচার ।
 তে-সম নিলজ্ঞ কেহ নাহি ত্রিভুবনে ।
 সত্য মধ্যে তাই বধ কৈল অগেয়ানে ॥ (১)
 তীক্ষ্ণ বাণে আঁকি তোর হরিব পরাণ ।
 রণে স্থির হয়্য রহ যোর বচমান ॥
 শাস্ত্রের বচন শুনি বলেন শ্রীহরি ।
 কেন বেটা এতেক বলিঙ্গ দৰ্প করি ॥
 শূর হয়্য বিক্রম দেখায় আপনার ।
 বীর হয়্য বচনে না করে অহংকার ॥
 এ বোল বুলিয়া হরি গদাপাট তুলি ।
 মারিল শাস্ত্রের গালে তীক্ষ্ণ এক বাড়ি ॥
 কাঁপিয়া উঠিল শাস্ত্র রক্ত পড়ে ধারে ॥
 অস্ত্রীক হয়্য গেল আকাশ উপরে ॥
 কণেক অন্তরে এক পুরুষ আসিয়া ।
 রহিল কৃষ্ণের আগে প্রণাম করিয়া ॥
 দৈবকী তোমার মাতা পাঠাইল মোরে ।
 নিবেদন করোঁ নাথ তোমার গোচরে ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাত প্রমাদ ঘটিল ।
 বাকিয়া তোমার পিতা শাস্ত্রে লৈয়া গেল ॥
 কোন্ বুদ্ধি করিবে কি হইবে প্রকার ।
 কোন্মতে করিবে বাপের প্রতিকার ॥
 এ বোল শুনিঞা কৃষ্ণ ভাবিয়া বিস্ময় ।
 দুঃখ শোক পেয়া হরি চিন্তে অতিশয় ॥
 মাছুষপ্রকৃতি লীলা প্রকট করিয়া ।
 কহিতে লাগিল কিছু বিস্ময় ভাবিয়া ॥
 যেই ভাই তথাতে থাকিতে বলরাম ।
 ত্রিভুবনে নাহি বীর তাঁহার সমান ॥
 অল্পবল শাস্ত্র হরি পিতা লঞা যায় ।
 বিধি বাম হয় যথৈ কি করি উপায় ॥
 হেনকালে শাস্ত্র আসি দিল দরশন ।
 বশুদেব করে ধরি কি বলে বচন ॥
 হের দেখ ঋক্ষ তোর বশুদেব পিতা ।
 এইক্ষণে তোর বিদ্যমান কাটো মাথা ॥
 যদি কৃষ্ণ পারিল, বাপের রক্ষা কর ।
 নহে হের মাথা কাটি তোহার গোচর ॥
 এতেক বলিয়া শাস্ত্র খজো কাটি শির ।
 আকাশে উড়িয়া গেল শাস্ত্র মাথার ॥
 কণেক রহিল কৃষ্ণ হয়্য মুক্খিত ।
 মাছুষ-স্বভাবে চিত্ত করে নিয়োজিত ॥
 বদ্যপি পরমানন্দ শুদ্ধ জ্ঞানময় ।
 সজদোষে তথাপি অবশ্য দোষ হয় ॥
 এই বুঝাইতে প্রভু নরলীলা ধরি ।
 বুঝাএ সকল লোক এই শিক্ষা করি ॥
 তবে কৃষ্ণ উঠিল মালিয়া দুই আঁখি ।
 জানিলা শাস্ত্রের মায়া সৰ্বলোক সাক্ষী ॥
 নাহি দূত তথাতে বাপের কলেবর ।
 তিলেকে শাস্ত্রের মারা খণ্ডিল সকল ॥
 আকাশে দেখিল শাস্ত্রে সোতের উপরে ।
 ক্রোধ করি জগন্নাথ উঠিল সম্বরে ॥
 এইরূপ বলে কোন কোন মুনিগণ ।
 আপনা আপনে তাঁরা না বুঝে বচন ॥ (২)
 কোথা শোক কোথা মোহ কোথা প্রেমভয় ।
 কোথা বা পরমানন্দ শুদ্ধ জ্ঞানময় ॥
 যাহার পদারবিন্দ সেবা অমুভাব ।
 অবিজ্ঞা বিনাশ করে হরে ভবতাপ ॥

(১) পাঠান্তর,—

“আপনে না বুঝে তাঁরা আপন বচন ।”

(২) পাঠান্তর, “বিক্রমানে”

শান্তজন-গতি-পতি পুরুষ পুরাণ ।
 তবে শোক তারি বোহ কি হয় প্রমাণ ॥
 এইরূপ কেহ কেহ কহে আগেরানে ।
 তারা সব কৃষ্ণের মহিমা নাহি জানে ॥
 অল্প গন্ধে করে শাস্ত শর বরিষণ ।
 তা দেখিয়া ক্রোধ কৈলা দেবকীনন্দন ॥
 অস্ত্রের কবচ কাটি কৈলা জরজর ।
 আর বাণে কাটিলা হাতের ধনুশর ॥
 কাটিল মাথার মণি খরতর শরে ।
 রথখান চূর্ণ কৈল গদার প্রহারে ॥
 খণ্ড খণ্ড হয়্যা রথ পড়িল সাগরে ।
 লক্ষ দিয়া তবে শাস্ত পড়ে ভূমিতলে ॥
 গদাপাট তুলি শাস্ত হৈল আগুমান ।

গদা সহ বাহু কাটি কৈলা দুইখান ।
 ভরায়ে কাটিলা তুলু প্রভু চক্রধর ।
 তবে চক্র ভোলে যেন প্রলয়-অনল ॥
 চক্র করে ধরি হরি জলে অতিশয় ।
 উদয় পর্কিতে যেন সূর্য্যের উদয় ॥
 চক্রে মাথা কাটিল শাস্ত্রের চক্রধর ।
 ভূমিতে পড়িল মাথা মুকুট কুণ্ডল ॥
 বহ্নে যেন পর্কিত কাটিলা পুরন্দরে ।
 হাহাকার শব্দ উঠিল ক্ষিত্তিতলে ॥
 সৌত-সহে শাস্ত যদি পড়িল সংগ্রামে ।
 তবে যুঝিবারে আইলা দত্তবক্র নামে ॥
 ত্রিগদাধর বীর-শিরোমণি ডান ।
 ভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সন্থিতায়াং
 বৈরাগিক্যাং দশমস্কন্ধে প্রোক্ততরঙ্গিণী
 সপ্তসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ । ৭৭ ॥

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় ।

শিশুপাল শাস্ত্র যদি পড়িল সংগ্রামে ।
 পড়িল শৌণ্ড ক যদি তীক্ষ্ণ চক্রবাণে ॥
 সুরিবারে আইল বীর বন্ধুগণ ধার ।
 দত্তবক্র নামে এক মহাদ্বারাচার ॥
 পদতরে পৃথিবী করয়ে টলমল ।
 গদা লইয়া আইল বীর করিতে সমর ॥
 গদা হাতে দৈত্যোরে দেখিয়া গদাধর ।
 গদা ধরি রথে হৈতে নাছিল সঙ্কর ॥
 গদাধর দেখিয়া কি বলে দত্তবক্র ।
 ভাল কৃষ্ণ আজি তোম দূর করো দর্প ॥
 ভাল যিক্রোধোহী তুচ্ছ মাতুলের মোর ।
 গদার প্রহারে তোরে করিব সংহার ॥
 তবে আজি সুরি বান্ধবগণ-বল ।
 বন্ধুগণে শত্রু ভূমি ধর নর-চিন ॥
 এইরূপ বন্ধবাণী বলি অতিশয় ।
 সিংহনাদ করিয়া ডাকিল দুরাশয় ॥
 মারিল গদার বাড়ি কৃষ্ণের উপরে ।
 ভড়ু না টলিল হরি গদার প্রহারে ॥
 তবে কৌরবকী গদা তুলিয়া শ্রীহরি ।
 বুকের উপরে তার মারে এক বাড়ি ॥

বুক ভাঙ্গি দত্তবক্র হৈল দুই চার ।
 বলকে বলকে পড়ে মুখেতে রুধির ॥
 হস্ত পদ আছাড়িয়া তেজিল শরীর ।
 ভূমিতলে পড়িল দাক্ষণ মহাবীর ॥
 স্নান তেজ উঠিল দৈত্যের দেহ হনে ।
 কৃষ্ণে পরবেশ কৈল দেখে সর্বজন ॥
 বিদূরথ তার ভাই শোকেতে ব্যাকুল ।
 খজা চর্য ধরি বীর ডাকিল নিষ্ঠুর ॥
 একে মারিবারে বীর হৈল আগুসার ।
 চক্রে মাথা কাটি তার করিল সংহার ॥
 কিরীট কুণ্ডল সহে বিদূরথ শির ।
 ভূমিতে পড়িয়া তার লোচায় শরীর ॥
 এইরূপে সৌত শাস্ত্র দত্তবক্র কাটি ।
 বিদূরথ আদি আর বীর কোটি কোটি ॥
 ধারকা প্রবেশ কৈলা দৈবকীনন্দন ।
 সুরগণে স্তুতি করে পুষ্প-বরিষণ ॥
 গজরু কিঙ্করে গায় নাচে বিজাধরী ।
 সিদ্ধ মুনিগণে স্তুতি করে মন্ত্র পড়ি ।
 পিতৃগণ বন্ধগণ বিজাধরগণ ।
 কৃষ্ণের মহিমা বর্ণ করয়ে কীর্ত্তন ॥

চৌদিকে বেষ্টিত প্রভু যদুশ্রেষ্ঠগণে ।
 দ্বারকা প্রবেশ কৈলা সবল বাহনে ॥
 মহাবোগেশ্বর হরি পূর্ণ ভগবান ।
 জগত দৈবর প্রভু সর্বগুণশম ॥
 বিচারে না দেখি যার জয় পরাজয় ।
 পশুপুঞ্জজনে তাণ্ডে করয়ে নির্ণয় ॥
 কুব্জবংশে পাণ্ডুবংশে বাজিবে সংগ্রাম ।
 দুইগণে বিস্তর পাণ্ডিলা বলরাম ॥
 আপনে মধ্যস্থ হয়্যা কৈল নিবারণ ।
 নিবারিয়ে না পারিলা কৃষ্ণের ঘটন ॥
 তীর্থ পর্যাটনে গেলা প্রভু বলরাম ।
 প্রথমে প্রভাসে গিয়া কৈলা তীর্থস্নান ॥
 দেব ঋষি পিতৃগণ করিয়া তর্পণ ।
 তবে স্বরস্বতীতীরে কৈলা আগমন ॥
 কবে প্রতিশ্রোতা নদীজলে করি স্নান ।
 পৃথুদক নাম তীর্থে গেলা বলরাম ॥
 বিন্দুসর ত্রিত-কণ তরে স্নানদর্শন ।
 বিশালা নদীর জলে করিয়া মজ্জন ॥
 ব্রহ্মতীর্থ চক্রতীর্থ প্রাচী সরস্বতী ।
 তবে যমুনার তীরে গেলা যদুপতি ॥
 গঙ্গাস্নান করি গেলা নৈমিষ অরণ্যে ।
 ছাঙ্গিশ সন্ত্রস্ত তথা বৈসে মুনিগণে ॥
 যজ্ঞ লক্ষ্য করি তথা আছে মুনিগণ ।
 তা সভার সহে রাম কৈলা সন্তোষণ ॥
 উঠিয়া প্রণাম কৈলা যত মুনিগণ ।
 পাণ্ডু-অর্ঘ্য দিয়া পুজে রামের চরণ ॥
 পুজিয়া বসায় রামে কনক আসনে ।
 সগণে পুজিল রামে আতিথ্য বিবানে ॥
 বেদব্যাস শিষ্য তথা রোমহরষণ ।
 সভার ভিতরে আছে করিয়া আসন ॥
 পুরাণ বাখানে স্মৃত ছনি বিজ্ঞমানে ।
 আসন তেজিয়া ॥ উঠিলা সভা হনে ॥
 তবে ক্রোব কৈলা রাম দেখিয়া দুর্গম ।
 শূদ্র শূর্য্য। ব্রাহ্মণে পড়ায় দুরাশয় ॥
 ধর্মপাল আমি শাস্তি করিব উচিত ।
 ব্যাস শিষ্য। হয়্যা হেন করয়ে দুর্নীত ॥
 ধর্মশাস্ত্র পুরাণ যতেক ইতিহাস ।
 সকল পটিয়া এত বড় মতিনাশ ॥
 বিনয়বাহীন ঔষমতি দম্ভময় ।
 দুষ্টগণ গুণ কত স্মৃৎ-হেতু নয় ॥
 এই সে কারণে আমি কৈলু অবতার ।
 পাবণী দুর্জনজনে করিব সংহার ॥

এতেক বচন বলি প্রভু বলরাম ।
 ক্রোধ তেজি দিলা তবে চিন্তে সমীধান ॥
 অসৎ দুর্গত বধে কোন প্রয়োজন ।
 ততু তাঁর আছে এই অদৃষ্টে লিখন ॥
 কুশ অগ্র দিয়া মাত্র অস্ত্র পরশিল ।
 সেইক্ষণে ব্যাস-শিষ্য প্রাণ ছাড়ি গেল ॥
 হাহাকার শব্দ উঠিল মুনিগণে ।
 বিবাদ ভাবিয়া মনে চিন্তে মনে মনে ॥
 অধর্ম করিলে রাম না করিলে ভাল ।
 আপনে দৈবর হয়্যা কৈলা দুরাচার ॥
 ব্রহ্মাসন দিয়া আছি সভার ভিতরে ।
 পরমায়ু বজ্রি বল দিলু কলেবরে ॥
 সভাতে বসিয়া স্মৃত পড়িব পুরাণ ।
 যাবত মুনির যজ্ঞ হয় সমাধান ॥
 ব্রহ্মবধ তুমি নাথ কৈলে অশান্তি ।
 দৈবরের কর্ম কতু নহে বিপরীত ॥
 যত্নপি দৈবর নহে বেদের বাধিত ।
 তথাপি করিব ব্রহ্মবধ-প্রায়শ্চিত্ত ॥
 বেদপক্ষ রক্ষা-হেতু দৈবরের কর্ম ।
 দৈবরে সে বুঝায় সকল লোক ধর্ম ॥
 তবে প্রভু বলরাম বলে কোন বাধী ।
 ব্রহ্মবধ-প্রায়শ্চিত্ত-ততু মুনি (১) ॥
 প্রথমে করিব কিবা নিয়ম আচার ।
 যেরূপে কহয়ে ব্রহ্মবধ প্রতিকার ॥
 দীর্ঘ পরমায়ু বল দিব্য তত্ত্ব-জ্ঞান ।
 যোগবলে সকল সাধিব বিজ্ঞমান ॥
 রামের বচন শুনি বলে মুনিগণ ।
 শুন রাম মহাভূজ যোদের বচন ॥
 অস্ত্রের সাফল্য তুমি করিবে সর্বথা ।
 স্মৃতির মরণ কতু নহিব অন্তথা ॥
 মুনিগণ বচন করিতে চাহ তথ্য ।
 ছেন কর্ম কর যাণ্ডে সব হয় সত্য ।
 তবে বলরাম বলে শুন মুনিগণ ।
 পুত্ররূপে হয় গিয়া পিতার জনম ॥
 “আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ” ইতি বেদবাণী ।
 তে কারণে ধর্মসার কহি তত্ত্ব জানি ॥
 ঐক্যহার তনয় আছে উগ্রশ্রবা নাম ।
 মুনির সভাতে বসি পটু পুরাণ ॥

(১) পাণ্ডব,—

“ব্রহ্মবধ প্রায়শ্চিত্ত কহি তত্ত্ব জানি” ।

দীর্ঘ পরমায়ু দিলু মহা-বুদ্ধিবল ।
কহ মুনিগণ আর বিধিবিদাশ্বর ॥
মুনিগণ বলে শুন প্রভু হলধারী ।
ছুষ্ট বিনাশিয়া সাধু পরিজ্ঞাপকারী ॥
ইন্দ্রলের পুত্র আছে বঙ্গল অশ্বর ।
রক্ত-মাংস বরিষয়ে গর্জয়ে নিষ্ঠুর ॥
পর্কে পর্কে আসি করে যজ্ঞের দূষণ ।

রক্ত মাংস-মল-মূত্র করে বরিষণ ॥
তাহাকে মারিয়া কর তীর্থ পর্যটন ।
ভারতবর্ষিষ আইস করিয়া ভ্রমণ ॥
তীর্থস্নান করি হইব শুদ্ধ কলেবর ।
এই বোল শুনিয়া রহিলা হলধর ॥
শ্রীগদাধর দীর্ঘ-শিরোমণি জ্ঞান ।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংসাত্ম সংহিতায়াং
বৈরাগিক্যাং দশমস্কন্ধে অষ্টসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭৮ ॥

উনাব্বীতিতম অধ্যায় ।

তবে পরকাল আসি দিল দরশন ।
যজ্ঞের উপরে কৈল ধূল্য বরিষণ ॥
বিপরীত গন্ধ বহে বায়ু ভয়ঙ্কর ।
বিষ্ঠামূত্র বরিষয়ে যজ্ঞের উপর ॥
তবে রাম বঙ্গলে দেখিল শূন্যপথে ।
আকাশে ভ্রময়ে দৈত্য শূল বরি হাতে ॥
দন্ত মুখ বিকট লিঙ্গল জটাতার ।
শূন্যবর্ণ কলেবর পর্কত আকার ॥
তবে রাম অঙরিল শ্রীহল মুখল ।
পরচক্র-বিদারণ প্রলয়-আনল ॥
সেইক্ষণে ছুই অস্ত্র দিলা দরশন ।
লাজল তুলিলা রাম ছুই বিনাশন ॥
মুখল পরিয়া রাম আকাশে ফিরাইল ।
লাজল লাগিয়া গলে ভূমিতে নামায় ॥ (১)
ক্রেণ করি মাইল এক মুষলের বাড়ি ।
ভ্রমেতে পড়িল দৈত্য আর্জুনাদ করি ॥
ভাঙ্গিল দৈত্যের মাথা হৈল শতখান ।
কুণ্ডির উগারে বারে তেজিল পরাণ ॥
মারিলা বঙ্গল দত্য প্রভু হলধর ।
বজ্রে যেন পর্কত কাটিল পুরন্দর ।
অবিগণ ক্ষতি করে ভয় ভয় নাদ ।
শিরে হাত দিয়া মূনি করে আশীর্ব্বাদ ।
পুণ্যজলে অভিষেক কৈল মুনিগণে ।
বুজবনে ইন্দ্র যেন দেবের সদনে ॥

অমল কমল-মালা দিল দিবা বাস ।
বৈজয়ন্তী মালা দিল তড়িত বিলাস ॥
দিবা গন্ধ চন্দন বিবিধ অলঙ্কার ।
রামের চরণে দিল নানা উপহার ॥
আজ্ঞা দিল মুনিগণ তীর্থ পর্যটনে ।
চলিলা রোহিণী-স্রুত মূনির বচনে ॥
প্রথমে কৌশিকীজলে করিয়া মজ্জন ।
তবে সরোবর-তীরে হৈলা উপসন্ন ॥
বাহা হৈতে সরযু নদীর উপাদান ।
হেন পুণ্যজলে গিয়া কৈলা স্নান দান ॥
প্রয়াগে আসিয়া তবে রোহিণী-নন্দন ।
পুণ্যজলে স্নান দান করিলা তর্পণ ॥
পুলহ আশ্রমে গেলা গোমতীর তীরে ।
তবে স্নান কৈল গিয়া গণ্ডকীর জলে ॥
বিপাশা তরিয়া কৈলা শোণ নদে স্নান ।
তবে গঙ্গায় কৈল গিয়া পিতৃপিতৃদান ॥
তবে গঙ্গা-সাগর-সঙ্গমে স্নান করি ।
মহেন্দ্র পর্কতে গেল দুর্গ পথ তরি ॥
রাম দরশন করি বলিয়া চরণ ।
সপ্ত গোদাবরী-জলে করিলা মজ্জন ॥
বেণা পম্পা ভীমরথী মজ্জন করিয়া ।
শ্রীশৈল পর্কতে গেলা কাটিক দেখিয়া ॥
জাবিড়ে চলিলা শিব দরশন করি ।
তবে গেলা বেষ্টি পর্কতরাজে তরি ॥
কামকোষ্ঠী তবে রাম গেলা কাঞ্চীপুরী ।
কাবেরী তরিয়া গেলা স্নান দান করি ॥

(১) পাঠান্তর.—

“লাজল লাগিয়া গলে টানিএ পেলার ।”

শ্রীমদ দেখিলা তবে মহাপুণ্য স্থান ।
 আপনে বাহাতে হরি নিত্য সন্নিধান ॥
 হরিক্ষেত্রে তরি গেলা স্বভব-পঙ্কতে ।
 দক্ষিণ মথুরা তবে গেলা পুণ্যপথে ॥
 সেতুবন্ধে গিয়া আন কৈল সিদ্ধজলে ।
 অবত গো-দান কৈল ব্রাহ্মণের তরে ॥
 কৃতমালা ভাস্কর্য্য মলয় তরিল ।
 কুলাচলে গিয়া তবে অগস্ত্য দেখিল ॥
 মূনির চরণে রাম করি দণ্ডপাত ।
 চলিলা দক্ষিণমুখে লয়্যা আশীর্বাদ ॥
 দক্ষিণ সাগরে গিয়া হৈলা উপসন্ন ।
 তথা গিয়া কচ্ছাদেবী কৈল দরশন ॥
 অর্জুন দেখিয়া তবে গেলা পঞ্চাঙ্গর ।
 অবত গো-দান তথা কৈলা হলধর ॥
 বিষ্ণু সন্নিহিত তথা মহা পুণ্যস্থান ।
 তথা গিয়া বলরাম কৈলা মহাদান ॥
 কেরল ত্রিগুণদেশে করিয়া লঙ্ঘন ।
 গোকর্ণে শঙ্কর গিয়া কৈল দরশন ॥
 আৰ্য্যাদেবী দ্বৈপায়নী দরশন করি ।
 তবে রাম গেলা স্পর্শক তীর্থ তরি ॥
 তাপী নদী পয়োধৌ নিকিঙ্ক্যা করি আন ।
 দণ্ডক অরণ্যে তবে গেলা বলরাম ॥
 তবে রেবতীয়ে গেলা মাহিমতী পুরী ।
 বহুতীর্থ পুণ্যজলে আন দান করি ॥
 পভাসে আসিয়া রাম তবে উত্তরিলা ।
 ভারত যুদ্ধের কথা তথায় শুনিলা ॥
 বকুগণ-নিধন শুনিঞা দ্বিজমুখে ।
 ক্ষণেক চিন্তিয়া রাম রহে হৃৎশোকে ॥
 জানিলা পৃথীর ভার হরিলা শ্রীহরি ।
 বঝিয়া রহিলা রাম শোক পরিহরি ॥
 গদাঘুচ করি যবে ভীম দুৰ্য্যোধন ।
 লোকমুখে শুনিলা এ সব বিবরণ ॥
 কুরুক্ষেত্রে গেলা রাম যুদ্ধ নিবারণেতে ।
 যুধিষ্ঠির দেখিয়া সন্তোষ পাইলা চিতে ॥
 সহদেব নকুল বরিষা সন্তাবণ ।
 ভক্তি ভাবে পুজ্যে দোহে রামের চরণ ॥

কৃষ্ণ অর্জুনের সহে করিয়া গভাষা ।
 সর্ব বীরগণে কৈল কুশল জিজ্ঞাসা ॥
 কোন কার্য্যে এথাতে রামের আগমন ।
 নিশবদে রহিল সকল বীরগণ ॥
 ভীম দুৰ্য্যোধনে যুদ্ধ গদার প্রহারে ।
 দুইবীরে গদাঘুচ করে নিরন্তরে ॥
 দুই বীরে যবে কারো নাহি জয় ভজ ।
 ক্রোধে মূণ্ণহিত দোহে বজ্রসম অজ ॥
 তা দেখিয়া বলে রামে আরে দুৰ্য্যোধন ।
 শুন শুন আরে ভীম আমার বচন ॥
 দুৰ্য্যোধন শিবা মোর প্রাণ সমতুল ।
 প্রাণেতে অধিক ভীম এহ নহে মূল ॥
 সমস্ত হুঁহে যুদ্ধ কর কি কারণ ।
 বার্থ যুদ্ধ করি কেন পাও পরিশ্রম ॥
 দহে যুদ্ধ ছাড়ি রহ আমার বচনে ।
 তত্ব যুদ্ধ না ছাড়িল তারা দুই জনে ॥
 অদৃষ্ট মানিঞা রাম রতি নিশবদে ।
 ষারকা চলিলা রাম গেলা এই যতে ॥
 রামে দেখি আনন্দে উঠিল বকুগণে ।
 পুনরপি গেলা রাম নৈমিষ অরণ্যে ॥
 যজ্ঞ করাইল তবে মূনিগণ মেলি ।
 যজ্ঞময় যজ্ঞপতি যজ্ঞ-অধিকারী ॥
 তুই হয়্য তবে রাম দিলা তত্ত্বজান ।
 বাহা হৈতে জানি সব তড়িত সমান ॥
 যজ্ঞ সমাপিয়া রাম অভিব্যেক করি ।
 দীপ্ত করে যেন চন্দ্র দিব্য বাস পরি ॥
 এইরূপে অনন্তের অনন্ত মহিমা
 ব্রহ্মা ভব আদি ষাঁচ দিও নারে সীমা ॥
 রামের চরিত্র যোবা প্রভাতে শুভরে ।
 শুনেয়ে শুনয়ে যোবা গায় উচ্চসরে ॥
 বিষ্ণুভক্তি হয় তার ঋগুয়ে দ্বারত ।
 কৃষ্ণপারিষদ হয়ে কৃষ্ণের দমিত ॥
 ভাগবত-আচাৰ্য্যের মধুর-বাণী ।
 বলরাম-পুণ্যকথা প্রেমতরঙ্গিনী ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্ত্রং সংহিতায়াং

বৈষ্ণবাসিক্যাং দশমস্কন্ধে একোনশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭৯ ॥

অশীতিতম অধ্যায় ।

বসন্ত রাগ ।

তবে রাজা জিজ্ঞাসিলা মূনির চরণে ।
 আর কি কি কৰ্ম বৈলা প্রভু নারায়ণে ॥
 অনন্ত চরিত্র হরি অনন্ত বিহার ।
 তাঁর গুণ কথা কহ করিয়া বিস্তার ॥
 কৃষ্ণকথা শ্রুতময়ী অমৃতের ধারা ।
 পদে পদে নব নব শ্রুতি-মনোহরা ॥
 তৃপ্তি কাহার হয় হরি কণামৃত পানে ;
 বিশেষে যে জন জরজর কাম-বাণে ॥
 সেই বাণী কৃষ্ণগুণ গায় নিরন্তর ।
 কৃষ্ণকর্ম করে যদি সেহ চুই কর ॥
 সেই মন গোবিন্দ শ্রুত্রে নিরবধি ।
 স্বাবর-অঙ্গমে দেখে হরি গুণনিধি ॥
 সেই মন আন না শ্রুত্রে কৃষ্ণ বিনে ।
 সেই শ্রুতিগুণ যদি কৃষ্ণকথা শুনে ॥
 সেই সে উত্তম শির জানিব প্রধান ;
 কৃষ্ণ বৈষ্ণবের করে চরণে প্রণাম ॥
 সেই সে জানিব চুই সফল লোচন !
 কৃষ্ণমুখি দেখে আর দেখে সাধুজন ॥
 কৃষ্ণ বৈষ্ণবের যদি ধরে পদনীর ।
 সেই সে জানিব স্বতঃ সফল শরীর ॥
 শুক মহামুনি শুনি রাজার বচন ।
 কহিতে লাগিলা তবে ব্যাসের ন : ন ॥
 হরি-চরণাবিলম্ব মগন হৃদয় ।
 আনন্দিত হৈয়া মূনি কৃষ্ণ-কথা কয় ॥
 আছিল কৃষ্ণের এক সখা দ্বিজবর ।
 শাস্ত দাস্ত দ্রুত তপ যোগপর ॥
 বিষয়-বৈরাগ্যযুত গৃহাশ্রমে বৈসে ।
 যথালোভে তুষ্টি বিপ্র পূর্ণ জ্ঞানরসে ॥
 কুচেল মলিন দ্বিজ শীর্ণ-কলেবর ।
 জিতকাম জিতক্রোধ বেদবিদাধর ॥
 তার ভাষা সেইরূপ গুণ শীল ধরে ।
 কুচেল মলিন অঙ্গ জীর্ণ পট পরে ॥
 পতিব্রতা পতিসেবা পতিপরায়ণ ।
 কম্পে ধর ধর অঙ্গ মলিন বদনা ॥
 কহিতে লাগিলা কিছু পতি-সম্মিধান ।
 যোগ নিবেদন নাথ কর অবধান ॥
 সাক্ষাতে তোমার সখা ভুবন-ঈশ্বর ।
 লক্ষীকান্ত ভগবান্ ব্রহ্মণ্যশেখর ॥

সম্প্রতি দ্বারকাপুরে বৈসে যদুপতি ।
 ভকতবৎসল হরি দীনজন-গতি ॥
 চরণ শরণ যদি করি কোন পাকে ।
 আপনাকে দিয়া তবে বশ হয়্যা থাকে !
 অর্থ কাম দিব তার কোন বস্তুজ্ঞান ।
 অখিল-ভুবন-গুণ পুরুষপুরাণ ॥
 এইরূপে ভাষা যদি বলিল বিস্তর ।
 আনন্দিত হৈল দ্বিজ পুণ্য-কলেবর ॥
 এই ত উত্তম লাভ ভাগ্যের উদয় ।
 যদি কোনমতে কৃষ্ণ দরশন হয় ॥
 ভাল পতিব্রতা তুমি কুলবতী নারী ।
 তোমার প্রসাদে গিয়া দেখিব শ্রীহরি ॥
 যদি কিছু দিতে পার শীঘ্র চলি যাই ।
 প্রভুর চরণে গিয়া নিবেদিতে চাই ॥
 এ বোল শুনিয়া ভাষা চলিল সত্বরে ।
 মাগিয়া আনিল ভিক্ষা ব্রাহ্মণের ঘরে ॥
 ভাজা ভাতুলের খুদ আনিল মাগিয়া ।
 যতনে বাঞ্চিল ভগ্ন বহির্কাস দিয়া ॥
 ব্রাহ্মণের হাতে আনি দিল উপায়ন ।
 তাহা লয়্যা দ্বারকাতে চলিল ব্রাহ্মণ ॥ (১)
 কৃষ্ণ দরশন যোর হয় কোন মতে ।
 চিন্তিতে চিন্তিতে বিপ্র যায় পথে পথে ॥
 তিন খানা লজিয়া ব্রাহ্মণ চল যায় ।
 স্বরাংরি করিয়া চারি দুয়ার এড়ায় ॥
 তবে বিপ্র দুর্গম প্রহরীগণ তারি ।
 তবে গিয়া উত্তরিল দ্বারকানগরী ॥ (২)
 ষোড়শ সহস্র পুরী নিশাণ বিশেষ ।
 তার এক পুরে গিয়া কৈলা পরবেশ ॥
 আনন্দসাগরে যেন মজিল ব্রাহ্মণ ।
 বিপ্র দেখি সত্বরে উঠিলা নারায়ণ ॥
 কনক-পর্যাকে কৃষ্ণ আছিল বসিয়া ।
 স্বরিতে উঠিলা হরি ব্রাহ্মণ দেখিয়া ॥

(১) মূলের পাঠ এইরূপ,—

“যাচিষা চতুরো মূঠান্ বিপ্রান্ পৃথকতঙুলান্ ।
 চেলখণ্ডেন তান্ বন্ধু ভজ্ঞে প্রাদাহপায়নম্ ॥”

১০৮০/১৪

(২) “তবে বিপ্র দুর্গম পথ হরিগুণে তারি ॥”

বিশ্র-দরশনে হৈল আনন্দ বিশেষ ।
 একে প্রিয় সখা তাথে দ্বিজ মুনিকেশ ।
 ভূজপাশে ধরি দিল দৃঢ় আলিঙ্গন ।
 পুলকে পুরিত তহু সজল নয়ন ॥
 পর্যাঙ্কে তুলিয়া হরি ব্রাহ্মণে বসায় ।
 পাণ্ড অর্ঘ্য দিয়া বিশ্র পূজে যত্নবায় ॥
 পুণ্যজল দিয়া দুই পাখালে চরণ ।
 সেই জল শিরে ধরে ত্রিলোক পাবন ॥
 দিব্য গন্ধ চকনে লেপিয়া কলেবর ।
 ধূপ দীপ দিয়া পূজে ব্রহ্মণ্যশেখর ॥
 দিব্য অন্ন পান দিয়া করায় ভোজন !
 আচমন জল দিয়া তাহুল অর্পণ ॥
 স্বাগত বচনে কৈল আতিথ্য সন্তায় ।
 বিনয় বচনে কৈল কুশল জিজ্ঞাসা ॥
 কুশল মলিন নিজ ক্ষীণকলেবর ।
 আপনে আসিয়া দেবী তুল্য চামর ॥
 পরিচর্যা করে দেবী দেখে প্রবজন ।
 আপনে করয়ে হরি পাদসংবাহন ॥
 দেখি সব লোক বলে হেন অদভূত ।
 কোথা হৈতে আইল এনা দ্বিজ অবধূত ॥
 দুর্গাতি মলিন তহু ভিক্ষুকে ব্রাহ্মণ ।
 অধম নিন্দিত কাণ তহু কুলক্ষণ ॥
 পরিচর্যা করে তার আপনে শ্রীহার ।
 পর্যাঙ্ক তেজিয়া নিজ প্রিয়া পাবিকারি ॥
 কোন্ পুণ্য কেল দ্বিজ জন্ম জন্মান্তরে ।
 আপনে ওগত গুরু পারচর্যা করে ॥
 হাতাহাতি করিয়া বসিলা চক্রপাণ ।
 কহিতে লাগিলা তবে পুরুষ কাহিনী ॥
 কহ দ্বিজ গুরুকূলে বেদ সমাপিলে ।
 বিনয়ে দক্ষিণা দিয়া গুব সন্তোষিলে ॥
 বেদ পঢ়ি গৃহধর্ম আছ নিরাবুলে ।
 আপন সদৃশী ভাষা কি বা বিভা কৈলে ॥
 প্রায় হেন জানি তুমি পুরুষ নিন্দাম ।
 বনবাগে চিত্ত তুমি ধর অবিরাম ॥
 গৃহবাসে না'হ দেখি সন্তোষ তোমার ।
 তে কারণ এতেক জিজ্ঞাসি বার বার ॥
 কেহ কেহ কর্ম করে তেজি কর্মফল ।
 অবিজ্ঞা বিনাশ করে হয়্যা কর্মপর ॥
 আপনে করিয়া কর্ম এ লোক ব্যবায় ।
 কর্ম তেজি কেহ যেন বিকর্মে না ধায় ॥
 এখনে ব্রাহ্মণ কি সোঙর গুরুবাস ।
 বাহা হৈতে তত্ত্বজ্ঞান হয় পরকাশ ॥

অবিজ্ঞা বিনাশ হয় ভব-অন্ধকার ।
 হেন গুরুবাস মনে আছে কি তোমার ॥
 পিতা গুরু প্রথমে ভ্রম যাহা হৈতে ।
 জননী প্রধান গুরু জানিবা সাক্ষাতে ॥
 দ্বিতীয়ে ব্রাহ্মণ গুরু করে দশ কর্ম ।
 বেদ শিক্ষা কবায় লওয়ায় কলংক ॥
 জ্ঞানদাতা গুরুরূপে আমি ভগবান ।
 তিন গুরু কহিলু তোমার বিজ্ঞান ॥
 সর্ববর্ণে সর্বধর্মে এঁই স্তম্ভান্বিত ।
 তত্ত্ব উপদেশ লয় যে হয় পণ্ডিত ॥
 উপদেশ করি আমি গুরুরূপ ধরি ।
 গুরু-উপদেশে লোক যায় ভব তরি ॥
 গুরুকে সাক্ষাত হেন ঈশ্বর করি মানে ।
 সেই সে আমার প্রিয় সর্বভক্ত জানে ॥
 ভপ ভপ যজ্ঞ দান বিবিধ দক্ষিণা ।
 শম দম সাধে কিবা সমাধি ধারণা ॥
 তথাপি তাহারে তুষ্ট তত বড় নই ।
 গুরুসেবা হৈতে যত বড় সুখী হই ॥
 তুমি কি সোঙর বিশ্র পূর্ব বিবরণ ।
 গুরুবাসে কৈলু যে যে গুরু আরাধন ॥
 গুরু পত্নী আজ্ঞা কৈলা কাণ্ড আনিবারে ।
 সত্বেই গেলাও তবে বনের তিতরে ॥
 অকালে নিষ্ঠুর হৈল ঝড় বারিষণ ।
 বজ্রপাত মহা-ঘোর-ঘন-গরজন ॥
 অস্ত গেল দিনকর ঘোর অন্ধকার ।
 দশদিগ আচ্ছাদিল না দোখ সগর ॥
 উচ্চ নীচ কিছুই না দেখি জলময় ।
 কে কোথা আঁতল হেন না ছিল নির্ণয় ॥
 আমি-সব ব্যাকুল সে ঝড় বারিষণে ।
 পথ না চিন্‌ঞা তবে ভ্রামি বনে বনে ॥
 হাতাহাতি করিয়া ভ্রামিএ নিরন্তর ।
 শীত-বাত্তে কাম্পিত সকল কলেবর ।
 বাত বারিষণ গেল ডাঁদত ভাস্কর ।
 তবে সান্দাপান গুরু আনিলা সকল ॥
 চাহিতে বেড়ায় গুরু প্রীতি বনে বন ।
 কথোদরে গিয়া তবে পাইল দর্শন ॥
 অদ্ভুত দেখিয়া গুরু বোলে শিষ্যগণে ।
 এত বড় দুঃখ পাইলে আমার কারণে ॥
 প্রাণেতে অধিক প্রিয় কেহ কার নয় ।
 প্রাণ চাহি গুরুসেবা কৈলে আন্তর ॥
 এইকপে গুরুসেবা করয়ে যে জন ।
 সর্বভাবে করে সেবা আত্মসমর্পণ ॥

হরি-গুরু-চরণ সমান করি ধরে ।
সেই সে এ ঘোর ভব-অঙ্ককার তরে ॥
তুষ্ট হৈল শিষ্যগণ কর সমাধান ।
মনোরথ পূর্ণ হোক সৰ্বত্র কল্যাণ ॥
সৰ্ববিদ্যা ক্ষুরক সকল মন্ত্রতন্ত্র ।
ইহলোকে পরলোকে হও নিরাতঙ্ক ॥
এইরূপে কতমতে গুরুসেবা কৈলু ।
সৰ্বশিষ্য মিলি গুরুকূলেতে আছিলু ॥ (১)

(১) পাঠান্তর,—

"এইরূপে কত কত গুরুসেবা করি ।
গুরুকূলে আছিল সকল শিষ্য মেলি ॥"

গুরু-অমৃতগ্রহে হয় সৰ্বত্র কল্যাণ ।
বিনে গুরু ভুলিলে না হয় পরিজ্ঞান ॥
তবে বিপ্র বোলে দেবদেব নারায়ণ ।
ত্রিজগত-গুরু তুমি জগত জীবন ॥
তোমার কৃপায় পূর্ণ হৈল গুরুবাস ।
গুরুসেবা-ধর্ম তুমি কৈলে পরকাশ ॥
বেদময় প্রভু তুমি বেদমুষ্টি ধর ।
সকল সম্পদদাতা নানা লীলা কর ॥
অখিল-জগত-গুরু গুরুকূলে বাস ।
এত বড় বিড়ম্বন হৃদয়ে প্রকাশ ॥
দীর্ঘশিরোমণি শ্রীগদাধর জান ।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুর গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংসাত্মকং সংহিতায়াম্

বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে অশ্বতিমোহধ্যায়ঃ ॥৮০॥

একাদশীতিতম অধ্যায় ।

শ্রীরাগ ।

এইরূপে নানা কথা কহে চক্রপাণি ।
সর্বভক্ত জ্ঞানেন সর্বজ্ঞচূড়ামণি ॥
সাধুজন-গতি-পতি ব্রহ্মণ্যশেষ্বর ।
হাসিয়া কি বলে প্রভু কহ দ্বিজবর ॥
কি দ্রব্য এনেছ সখা মোর তরে দেহ ।
সকোচ মানিক্যা কেনে গুপ্ত করি রহ ॥
ভকতে যে কিছু করে অন্ন নিবেদন ।
সে হয় বিস্তর মোর পীরিত্তি কারণ ॥
যদি বা বিস্তর দেই ভক্তিহীন জনে ।
আমার সন্তোষ তাথে নাহি কোন মনে ॥
পত্র-পুষ্প যে কিছু ভকত জনে ধরে ।
ভকতি করিয়া মোর চরণ-নিয়ডে ॥
পীরিত্তি কলিয়া সেই করিয়ে ভোজন ।
ভকত-বান্ধব আমি ভকত-জীবন ॥
এতেক বচন যহি বলিলা শ্রীহরি ।
লাজ পেয়া রহে বিপ্র হেঁটম'থা করি ॥
জ্ঞানময় প্রভু জ্ঞানে সগর হৃদয় ।
আগমন কারণ বুঝিয়া মহাশয় ॥
চিন্তিয়া কি বোলে প্রভু তবে দ্বিজরাজে ।
সম্পদ বাঞ্ছিয়া বিপ্র ক'র নাহি ভজে ॥

কিন্তু পতিব্রতা নারী পীরিত্তি কারণে ।
আমা দেখিবারে বিপ্র আইল শুদ্ধমনে ॥
হুল ত সম্পদ দিব দেবের বাঞ্ছিত ।
হেন বুদ্ধি করি যেন না হয় বিদিত ॥
এতেক বচন বলি পুরুষ পুরাণ ।
ভগবন্তুখানি যাহি দিলা এক টান ॥
একি একি বলি হরি পোটলী খসায় ।
ভাজা তণ্ডুলের খুদ বিচারিয়া পায় ॥
ভাল ভাল সখা এই দিব উপায়ন ।
এই সে আমার হয় পীরিত্তি কারণ ॥
এই ত তণ্ডুলে হৈব আমার পীরিত্তি ।
বিশ্ব-সহে তুষ্ট হৈব আমি বিশ্বপতি ॥
এ বোল বলিয়া হরি কোন কর্ম করে ।
এক মুঠি খুদ খায়্যা আর মুঠি তোলে ॥
তাহা দেখি শৈবা দেবী লক্ষ্মী মুষ্টিমতী ।
ধরিয়া প্রভুর হস্তে বলে মহাসতী ॥
সকল সম্পদ-হেতু হয় এত দূরে ।
তোমার সন্তোষ-হেতু সর্বকল ধরে ॥
তুমি তুষ্ট হৈল তুষ্ট হয় ত্রিভুবন ।
তবে যদি কর তারে আত্মসমর্পণ ॥

ততু তুমি স্থখিতে নারিবে তার ধার ।
 হেন কৃপাময় তুমি বিচিঃ বিহার
 নিশবদে রহে কৃষ্ণ এ বোল শুনিয়া ।
 ব্রাহ্মণ চলিলা তবে রজনী বন্ধিয়া ॥
 স্নেহে পান ভোজন করিয়া দ্বিজবরে ।
 আনন্দে আছিল বিপ্র অচ্যুত-মন্দিরে ॥
 প্রভাতে উঠিয়া ঘরে চলিলা ব্রাহ্মণ ।
 সন্তোষিয়া ব্রাহ্মণে পাঠায় নারায়ণ ॥
 বিপ্র ধন না মাঙ্গিলা না দিলা শ্রীহরি ।
 লজ্জা পায়্যা যায় বিপ্র চিন্তা পরিহারি ॥
 আপনে ব্রহ্মণ্যদেব জানে সৰ্ব্বধর্ম ।
 দ্বিজভক্তি লওয়াইতে করে চেন কর্ম ॥
 ব্রাহ্মণ অধম মুঞি দরিদ্র বঞ্চিত ।
 কপট মলিন বেশ এ লোক-গার্হিত ॥
 লক্ষ্মীকাণ্ড হেলা লক্ষ্মী জেড়িয়া শয়নে ।
 আলিঙ্গন দিল মোকে নাশ্বির অপনে ॥
 দেবতা পূজিয়া বসায় নিজাসনে ।
 পাদ সংবাহন হরি করয়ে আপনে ॥
 স্বর্ণ অপবর্ণ সর্ব সম্পদের হেতু ।
 যার পাদপদ্ম ঘোর ভব-সিন্ধু-হেতু ॥
 হেন প্রভু হর্যা মোরে করে এত বড় ।
 আপনে কমলা দেবা চুলায় চামর ॥
 অধম দরিদ্র হয়ে ছুঃখিত ব্রাহ্মণ ।
 বন পায়্যা না করিব আমাকে সোভরণ ॥
 কঙ্কণাসাগর হরি এই কৃপা করি ।
 তে কারণে ধন মোকে না দিলা শ্রীহরি ॥
 এই মনে চিন্তিয়ে ব্রাহ্মণ চলি যায় ।
 আপনায় নিজ ঘর নিকটে লাভায় ॥
 বিচিহ্নে বিমান ঘর চৌদিকে বেষ্টিত ।
 সূর্য্যকোটি সম ভোজ কনকনির্মিত ॥
 আলিঙ্গন-বলাসিত বন উপবন ।
 কোলাহল শব্দ বাবধ খগগণ ॥
 প্রফুল্ল কমলকুল কুমুদ কল্লার ।
 বহুবধ জলচর শব্দ সকার ॥
 দিব্য বেশ নরনারী চৌদিকে বেষ্টিত ।
 কনকনির্মিত ঘর রতনে মাণ্ডিত ॥
 এঁক অদভূত কিবা হয় কার স্থান ।
 কোথা হেতে এনারূপ হৈল উপাদান ॥
 এইরূপে মনে মনে করয়ে নির্ণয় ।
 চিন্তিতে চিন্তিতে বিপ্র পড়িলা সংশয় ॥
 তবে নরনারীগণে ভূষিত ভূষণে ।
 চৌদিকে বেষ্টিল আসি মঙ্গল বাজনে ॥

বহুবধ কৃত্য গীত চতুরঙ্গ সেনা ।
 দিব্যবধ গজ ঘোড়া হস্তে ধন্য বান ॥
 লক্ষ্মী-মুষ্টি মতী যেন বিপ্রের ব্রাহ্মণী ।
 পতি-দরশনে আইলা পরম রমণী ॥
 পতি দেখি প্রণাম করিয়া পতিব্রতা ।
 মনে মনে আলি ন দিলা সুপণ্ডিতা ॥
 পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পত্নী পূজিল ব্রাহ্মণ ।
 ধূপ দীপ দিয়া কৈল পতির বন্দন ॥
 দিব্যবেশ দাসীগণে চৌদিকে বেষ্টিত ।
 দিব্যবস্ত্র পরিধান ভূষণে ভূষিত ॥
 দেখিয়া ব্রাহ্মণ হৈল অন্তরে বিস্মিত ।
 কোথা হৈতে এরূপ ঘটিল আচরিত ॥
 সগণে পূজিয়া পত্নী পতি লয়া যায় ।
 পূর-পূরবেশে লঞা ব্রাহ্মণী করায় ॥
 পুর নিরখিয়া চাহে চকিতনাসে ।
 আশ্চর্য্য দেখিয়া বিপ্র চিন্তে মনে মনে ॥
 রতনে নির্মিত ঘর যেন সুরপুরী ।
 শত শত মণিময় স্তম্ভ সারি সারি ॥
 পয়ঃফেন সম শয্যা ছেম বিনর্মিত ।
 ৮ বিনির্মিত মণি রতনে মাণ্ডিত ॥
 ললিত বিতানজাল মুমূর্ত্তা তোরণ ।
 বিলোল চামরজাল কনক-আসন ॥
 ক্ষুটিক ঘটিত ঘর মরকত স্থল ।
 রতন প্রদীপ জ্বলে মন্দির ভিতর ॥
 অতুল সম্পদ দেখি কি বোলে ব্রাহ্মণ ।
 সকল-সম্পদ-হেতু কৃষ্ণ-দরশন ॥
 অধম দরিদ্র মুঞি দুর্গত দেখিয়া ।
 ছুঃখ নিবারিল যোর মহাধন দিয়া ॥
 আছুক মাঙ্গিলে দিব্য এ ধন সম্পদ ।
 আপনেহি পুরায় তকত-মনোরণ ॥
 ইহে বরিষয়ে যেন বুঝিয়া সময় ।
 ভক্ত-কাম আপনে পুরায় দয়াময় ॥
 আপনে বিস্তর দিয়ে মানে অল্প ফল ।
 তকতে অলপ দিলে মানয়ে বিস্তর ॥
 এক মুষ্টি খুদ মুঞি দিতে ইৎসা কৈলু ।
 অল্প দেখিয়া মুঞি লুকায়া রাখিলু ॥
 আপনে কাচিয়া ঋণ পারিতি কারণে ।
 তকতবৎসল-গুণ দেখায় ভুবনে ॥
 প্রেম যৈজী যোর যেন হয় তাঁর সনে ।
 দাত্ত সখ্য রহে যেন জনমে জনমে ॥
 কোনকালে নহে ঘেন মোর স্থতিভঙ্গ ।
 তকতজনের সহে হয় যেন সঙ্গ ॥

ভকতের না বাঢ়ায় এ ধন সম্পদ ।
 সুখভোগ না বাঢ়ায় না দেই রাজ্যপদ ।
 আপনেহি বিচক্ষণ জগত নিবাস ।
 ধনমদ হৈলে হয় ভকত বিনাশ ॥
 তে কারণে ভকতের না বাঢ়ায় ধন ।
 ভকতের হিতকারী মহা বিচক্ষণ ॥
 এইরূপে মনে মনে চিন্তে মহাবুদ্ধি ।
 কৃষ্ণে মন ধরি বিপ্র রহে নিরবধি ॥
 এইরূপে মনে মনে ভাবিয়া নিশ্চয় ।
 বিষয় লক্ষ্য বিপ্র নহে অতিশয় ॥

সুখ-ভোগ সাধে বিপ্র মনে পরিহরি ।
 কৃষ্ণ ভক্তি সাধে বিপ্র কৃষ্ণে মন ধরি ॥
 ভকতসম্মত বিপ্র এইরূপে বৈসে ।
 পূর্ণ কলেবর বিপ্র কৃষ্ণাখ্যান-রসে ॥
 ভক্তিভাব করি কৈল কৃষ্ণ-আরাধন ।
 বৈকুণ্ঠে চলিল বিপ্র খসিল বন্ধন ॥
 শুনয়ে শুনায় যেবা এ পুণ্য চরিত ।
 ভক্তিবৃদ্ধ হয় তার খণ্ড দুহিত ॥
 ভক্তিরস কল্লতরু গদাধর জ্ঞান ।
 ভাগবত-আচার্যের মধুরস-গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং

বৈষ্ণবিক্যাং দশমস্কন্ধে একাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥৮১॥

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় ।

শ্রীরাগ ।

এইরূপে বৈসে হরি দারকানগরে ।
 সূর্য-উপরাগ হৈল হেন অবসরে ॥
 কল্লকর হৈল যেন মহা অঙ্ককার ।
 দেখিয়া সকল লোকে লাগে চমৎকার ॥
 স্রমস্ত-পঞ্চক ক্ষেত্রে তীর্থ চুড়ামণি ।
 সর্বলোক গেল তথা উপরাগ শুনি ॥
 নিন্দিত্রিয়া কৈলা পৃথ্বী ভূগুপতি রাম ।
 মহাহুদ কৈলা যথা ক্রুধিরে নিঃশ্রাম ॥
 তথাতে চলিল সব ভারতের প্রজা ।
 সপ্তত্র বান্ধবে গেলা পৃথিবীর রাজা ॥
 যদুবংশ বৃষ্ণবংশ চলিল সকল ।
 সগণে চলিল তথা দারক মণ্ডল ॥
 সাধ গদ প্রহৃত্য সুচক্রে সঙ্গে দিয়া ।
 অনিরুদ্ধে দারক-রক্ষক করি থুইঞা ॥
 রুতবর্ষা সঙ্গে তার দিয়া সেনাপতি ।
 আপনে চলিয়া গেলা ত্রিজগত-পতি ॥
 তুরঙ্গ সুরঙ্গ-গতি পবন সঞ্চার ।
 মহামন্ত গজগণ পর্বত-আকার ॥
 কোটি কোটি মহারথ সুরপুরী জিনি ।
 চলিলা ত্রিহরি সৈন্ত করিয়া সাজনি ॥
 দিব্য গন্ধ চন্দন ভূষণ মনোহর ।
 পথে পথে চলে লোক দেখিতে সুন্দর ॥

উত্তরীলা গিয়া কৃষ্ণ সঙ্গে যদুগণ ।
 উপবাস কৈলা তীর্থে করিয়া মজ্জন ॥
 পরদিন রামহুদে করিয়া মজ্জন ।
 যথাবিধি পিতৃদেব করিয়া তর্পণ ॥
 গ্রহণ সময়ে দান দিল ত্রিজগণে ।
 বিবিধ দক্ষিণা ধেহু ভূমিয়া কাঞ্চনে ॥
 দিব্য অন্নপান দিল বহুমূল্য ধন ।
 মহারথ মহাগজ দিব্য আভরণ ॥
 যদুগণ বৃষ্ণগণ ভক্তিতে প্রধান ।
 কৃষ্ণভক্তি হউক বলি দিল নানা দান ॥
 দিব্য অন্ন পানে বিপ্র করিলা ভোজন ।
 বিবিধ দক্ষিণা দিয়া ভূষিলা ব্রাহ্মণ ॥
 কৃষ্ণভক্ত যদুগণ আক্তা শিরে ধরি ।
 পারণা করিলে তবে স্নান দান করি ॥
 তবে কৃষ্ণ বসিলা শীতল তরুতলে ।
 চারিপাশে যদুগণ বসিলা মণ্ডলে ॥
 সাক্ষাতে আসিয়া কৃষ্ণে দেখিলা নয়ানে ।
 নৃপগণ গেলা তথা কৃষ্ণ দরশনে ॥
 নানা দেশী যত লোক মিলিলা সম্মর ।
 আশ্রপক্ষ পরপক্ষ যত নারীনয় ॥
 নন্দ আদি করি যত গোপগোপীগণ ।
 বিকশিত মুখপদ্ম সমোজ নয়ন ॥

কৌতুকে সতেই গেল দেখিতে শ্রীহরি ।
 বেঢ়িয়া রহিল লোক চারিদিক ভরি ॥
 হরি-দরশনে লোকে বাঢ়িল আনন্দ ।
 নরনে গলয়ে নীর পুলকিত অঙ্গ ॥
 কৃষ্ণ দেখি নারীগণে না ধরে শরীর ।
 মুখে বাণী না সরে নরনে করে নীর ॥
 আলিঙ্গন দিল হরি হৃদয়ে ধরিয়া ।
 ধোয়ানে রহিল নারী বাহ্য পাসরিয়া ॥
 নারীগণে নারীগণ করি আলিঙ্গন ।
 তনে তনে বিদেপিত কুঙ্কম লেপন ॥
 কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের বৈজ্ঞ চরণ বন্দন ।
 স্বাগত বচনে কৈল ইষ্ট সম্ভাষণ ॥
 নরগণে নারীগণে একত্রে মিলিয়া ।
 কৃষ্ণকথা কহে সতে হরমিত হয়্যা ॥
 কুন্তী আসি বন্ধুগণে কৈলা সম্ভাষণ ।
 বসুদেব সম্ভাবিয়া করে নিবেদন ॥
 স্নান ভাই বসুদেব তুমি মহাশয় ।
 জিজ্ঞাসা না কৈলে যোগ বিপত্ত্য সময় ॥
 এতেক জানিলু মুঞি অব্যবধিতা ।
 বন্ধুগণে না স্নোভরে বিমূখ বিবাতা ॥
 বসুদেব বলে ভয়ি না করিহ রোষ ।
 অগ্রে বিদ্যিয়া তুমি পাছে লেহ দোষ ॥
 অদৃষ্ট অধীন লোক অদৃষ্টে সঙ্করে ।
 লৈখর-ইৎসায় লোক তাল মন্দ করে ॥
 কংস-ভয়ে আমি সব যায়্যা দেশে দেশে ।
 প্রাণরক্ষা করিয়া আছিল ঔপবেশে ॥
 দৈববোলে এখনে ঘটিল দরশন ।
 যখনে যে হয় তাহে অদৃষ্ট কারণ ॥
 বসুদেব উদ্রসেন যত্নহুল মেলি ।
 পুজিল সকল লোক স্তুতি ভক্তি করি ॥
 ভীষ্ম দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্র পুজিল গান্ধারী ।
 দ্রুপদ্যন আদি কুঙ্কম-নরনারী ॥
 রাজা যুধিষ্ঠির ভীম অর্জুনাদি করি ।
 সঞ্জয় বিদুর কুপ দ্রুপদ-সুমারী ॥
 কুন্তিতোষ বিরাট ভীষ্মক নমস্কৃত ।
 যুধিষ্ঠির কান্দীরাজ শৈব পূজিত ॥
 দমঘোষ বিদর্ভ দ্রুপদ নরপতি ।
 বৃধামন্যু যজ্ঞক কেকয় মহামতি ॥
 অশ্বত্থা বাহ্লিক আদি নৃপতি মণ্ডল ।
 কৃষ্ণ দেখি আনন্দে পুরিল কলেবর ॥
 যায় বশ শ্রুতিগণে গায় নিরন্তর ।
 অগত পশিজে করে যার পদ-জল ॥

বেদশাস্ত্র হৈল যার বেদময় বাণী ।
 অখিল মঙ্গলধাম দেব চূড়ামণি ॥
 চরণ-পরশ যার পায়্যা ক্ষিত্তিতে ।
 ধন্ত পুণ্যময় হৈল সর্বশক্তি ধরে ॥
 হেন নারায়ণ সহে নিরন্তর বাস ।
 শয়ন ভোজন পান গমন বিলাস ॥
 তাঁর সহ সখ্য মৈত্রী করিয়া সখক ।
 গৃহবাসে স্নেহে বৈসে হয়্যা নিরাতঙ্ক ॥
 দুঃখময় গৃহবাস নরক দুয়ার ।
 তাখে বসি তুমি সব ভবে হৈলে পার ॥
 এইরূপে স্তুতি যদি কৈল শ্রুগণ ।
 তবে নন্দঘোষ আসি দিল দরশন ॥
 গোপগোপীগণ সব শকটে চঢ়িয়া ।
 কৃষ্ণ-দরশনে আইলা কৃষ্ণ-গাথ্যা ॥
 ভূতপাশে ধরি দিল যত্নগণে কোল ।
 হরি হরি শব্দ উঠিল উত্তরোল ॥
 নন্দ দেখি বসুদেব দিল আলিঙ্গন ।
 পুত্রকে পুরিল তম্বু বিহ্বল লোচন ॥
 পূর্ববিবরণ দুই শ্রবণ করি ।
 মুরছিত কৈলা দুহে কোলাকোলি করি ॥
 রাম-কৃষ্ণে নন্দঘোষ করি আলিঙ্গন ।
 বাহ্য পাসরিলা নন্দ না সরে বচন ॥
 নন্দ যশোদার দৌড়ে চরণ বন্দিয়া ।
 কিছু না বলিল দুহে অশ্রু-মুগী হয়্যা ॥
 রাম-কৃষ্ণ দুই পুত্রে ভূতপাশে ধরি ।
 গাঢ় আলিঙ্গন দুহে দিল কোলে করি ॥
 আনন্দে মজিল নন্দ যশোদা সুর্য্যী ।
 কতপ্রম উপজিল কহিতে না পারি ॥
 রোহিণী দেবকী আসি কৈলা সম্ভাষণ ।
 যশোদা করিয়া কোলে দিল আলিঙ্গন ॥
 শ্রবণ পূর্ব গুণ দুই বিমোচিতা ।
 নরনে গলয়ে নীর অঙ্গ পুলকিতা ॥
 স্নান হে যশোদা তোমার কি কহিব গুণে ।
 বিস্মিতে নারি গুণ দুঃখ উঠে মনে ॥
 যত উপকার তুমি কৈলে ব্রজেশ্বর ।
 জিজ্ঞাসন দিলে যার স্মৃতিতে না পারি ॥
 এই দুই ছাওয়াল তুমি পুত্র বত করি ।
 পোষণ পালন কলে দিঠে দিঠে ধরি ॥
 এত বড় কে কার করয়ে উপকার ।
 জিজ্ঞাসন দিলেহো স্মৃতিতে নারি যার ॥
 চির দিনে গোপীগণ দেখিলে শ্রীহরি ।
 বাহা বিনে তিলেক মানিল যুগ করি ॥

আঁখির নিমিষ সেহো না গেল সহন ।
 যেন কৃষ্ণ সহে চিরদিনে দরশন ॥
 বাহু পাশরিলা গোবিন্দ দেখিয়া ।
 দৃঢ় আলিঙ্গন দিল হৃদয় ধরিয়া ॥
 তবে কৃষ্ণ গোপতে আনিঞা গোপীগণ ।
 ভুজঙ্গশ্রেণী ধরি দিল দৃঢ় আলিঙ্গন ॥
 হাসিয়া কি বোলে কৃষ্ণ শুন ব্রজরামা ।
 আমার পুরষ দোষ যদি কর ক্ষেমা ॥
 তোমা সভা তেজি আমি নিজ প্রিয়তমা ।
 বন্ধুগণ হুঃখ শোক করিতে ঋণনা ॥
 কংস বধিবারে আমি যাই মধুপুরে ।
 সে দোষ রমণীগণ না দিহ আমারে ॥
 এ বিচ্ছেদে অকৃতজ্ঞ আশঙ্ক্য করিয়া ।
 নিন্দা নাহি কর মোরে এই দোষ দিয়া ॥
 শুন শুন ব্রজাঙ্গনা আমার বচন ।
 পরম কারণ শুনি না কর ছেলন ॥
 সর্বভূতে নিয়োজিত বৈসে ভগবান্ ।
 সেই ভগবান বিনে কেহ নাহি আন ॥
 ঈশ্বর অধীন লোক ঈশ্বরে ভ্রমায় ।
 সংযোগ বিচ্ছেদ গোপী ঈশ্বরে করায় ॥
 যেন তৃণ যেন রেণু যেন মেঘচয় ।
 পবনে সঞ্চারে যেন পবনে মিলায় ॥
 এইরূপে ভগন্ত ভ্রমায় নারায়ণে ।
 না বৃথিরা দোষ জানি দেহ অকারণে ॥
 এই বড় ভাগ্য গোপী সাধিলে ভক্তি ।
 ভক্তিতাবে কৈলে তুমি আমারে পীরিতি ॥

তোমাসভাকার হৈল বড় ভাগ্যোদয় ।
 বল্লভ বিচ্ছেদে প্রেম কৈলে অভিশয় ॥
 অতএব তুমি-সব মোরে পাইলে ধন্য ।
 তোমা সভা বিনে আমি নাহি জানি অন্ত ॥
 সর্বভূতে বসি আমি অন্তর বাহিরে ।
 আমি বিনে কিছু সত্য না হয় সংসারে ।
 যেন জল যেন মহী পবন আকাশ ।
 সন্তে এই সত্য মাত্র সন্তে যায় নাশ ॥
 এইরূপে আমি সত্য আর সব মিছা ।
 নানা চক্রে দেখি যেন আর সব সঁচা ॥
 এইরূপ নানা তত্ত্ব জ্ঞান উপদেশে ।
 কৃষ্ণময় হর্যা গোপী কৃষ্ণ পাইল শেষে ॥
 জীবকোষে যে উপাধি তাহা দূরে গেল ।
 নিরূপাধি প্রেম গোপী কহিতে লাগিল ॥
 হে কৃষ্ণ নলিননাভ কমল লোচন ।
 যোগেশ্বর ব্রহ্মাণ্ডের চিত্তিত্তরণ ॥ (১)
 ভব কুপ-পতিত-তরণ অবলম্ব ।
 গৃহসেবী গোপী মোরা নাহি যোগগন্ধ ॥
 গৃহেতে আসক্ত মোরা থাকি গৃহাশ্রমে ।
 চর-উদয় সদা কর মোদে মনে ॥
 এইরূপ কৃষ্ণপ্রতি গোপিকার বাণী ।
 ভাগবত-আচার্যের প্রেমভবজিহী ॥

(১) "হেন কৃষ্ণ কমলাকান্ত কমল-লোচন ।

ব্রহ্মাণ্ডবাসিত পদ বলিহু চরণ ।"

হঁতী শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং

বৈরাগিক্যাং দশমস্কন্ধে দ্ব্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥৮২॥

শ্রীরাগ ।

গোপিকার গতি বৃক্ষ গোপী প্রাণনাথ ।
 গোপীগণ সন্তাষিয়া কৈলা আশ্বসাৎ ॥
 তবে কৃষ্ণ যদুচন্দ্র আনন্দিত মনে ।
 যুধিষ্ঠির রাজ্যারে করিল সন্তাষণে ॥
 তবে আর বন্ধুগণে করিয়া সন্তাষা ।
 মধুর বচনে কৈল কুশল জিজ্ঞাসা ॥
 একে একে কুশল পুছিলা হৃষীকেশ ।
 সব লোক উপজিল আনন্দ বিশেষ ॥
 কৃষ্ণ-দরশনে সব খণ্ডিল দুঃখিত ।
 প্রত্যাশুর দিল লোক হয়্যা আনন্দিত ॥
 তোমার পদারবিন্দ মধু পান করে ।
 সাধু-মুখ-মুখরিত শ্রবণ বিবরে ॥
 তার কোন সিদ্ধি নহে রহে অকুশল । (১)
 গতাগত-শ্রম ধ্বংস চরণকমল ॥
 নমো নমো নরমায়া-লীলা কলেবর ।
 পরমহংসের গতি চরণযুগল ॥
 অখণ্ড পরমানন্দ সর্বগুণনিধি ।
 নমো নমো গোবিন্দ চরণ নিরবধি ॥
 এইরূপে সর্বলোকে কৃষ্ণ কথা কহে ।
 অন্তোন্তে মিলিয়া লোক যুখে যুখে রহে ॥
 নারীগণে নারীগণে করে হাতাহাতি ।
 কৃষ্ণকথা কহে তারা শুন ক্ষতিপতি ।
 দ্রৌপদী প্রাচল শুন ভীষ্মক নন্দিনী ।
 শুন ভদ্রা জাম্ববতী কালিন্দী রোহিণী ॥
 শুন সত্যভামা শৈবা কৌশল্যা লক্ষ্মণা ।
 শুন কৃষ্ণপত্নীগণ গোবিন্দ-জীবনী ॥
 নরলীলা প্রকটিয়া দেবশিরোমণি ।
 কি কিরূপে বিভা কৈল কহ দেখি শুনি ॥
 শুনিঞা কৃষ্ণিণী দেবী দ্রৌপদীর বাণী ।
 কহিতে লাগিলা নিজ বিবাহকাহিনী ॥
 শিশুপালে বিভা দিতে করিয়া মন্ত্রণা ।
 রাজগণ সাজি আইল চতুরঙ্গ সেনা ॥
 ধনুকে টঙ্কার দিয়া বেচি চারি পাশে ।
 ছেন সৈন্ত বিচািলি আশির নিমিষে ॥
 লীলায় হরিয়া মোরে ভূত-ভঙ্গে আনে ।
 সিংহ ভাগ হরে যেন ফেরপাল হনে ॥

এমত বৎসল গুণময় শ্রীনিবাস ।
 চরণ-অর্চন মাঞ সতে মোর আশ ॥
 সত্যভামা বলে শুন রূপদ দুহিতা ।
 ভাইর মরণ দেখি সত্রাজিত পিতা ॥
 মণি-হেতু দিল বাপে কৃষ্ণে পরিবাদ ।
 জাম্ববান্ জিনি প্রভু আনে মণিরাঙ ॥
 বাপে বিভা দিল আনি অপসাদ-ভয়ে ।
 দাস্তপদ মাজি মাত্র ওই দুই পায়ে ॥
 জাম্ববতী বোলে দেবী কর অবধান ।
 পাতালে আছেন মোর পিতা জাম্ববান ॥
 সপ্তবিংশতি দিন হৈল মহারণ ।
 তবে বাপ জানিল সাক্ষাৎ নারায়ণ ॥
 জানকীবল্লভ রাম জামিল সাক্ষাতে ।
 ভূমিতে পড়িয়া পিতা কৈল দণ্ডপাতে ॥
 মণি সহ আমা আনি কৈল সমর্পণ ।
 দাসী হয়্যা করি আমি মন্দির-মার্জ্জন ॥
 কালিন্দী কি বোলে শুনহ দ্রৌপদী ।
 এই বাছা করি তপ করি নিরবধি ॥
 চরণ পরশ যদি হয় কোন কালে ।
 অর্জ্জুনে পাঠায়া হরি আনায়ে সত্বরে ॥
 তবে আমা পাণিগ্রহ করিলা শ্রীহরি ॥
 দাসী হয়্যা আমি গৃহ মারজন করি ॥
 ভদ্রা বলে প্রভু মোরে স্বয়ম্বর-স্থলে ।
 নৃপগণ জিনিয়া আনিলা একেশ্বরে ॥
 সিংহ ভাগ হরে যেন জম্বুকের মাঝে ।
 বীরগণ জিনিয়া আনিল দেবরাজে ॥
 এই বর মাছো তবে ও দুই চরণে ।
 চরণ পাখালো যেন জনমে জনমে ।
 সত্যা বোলে শুন দেবী মোর বিবরণ ।
 ভীষ্মশূর সাত বুধ দিল দরশন ॥
 বীরবল পরীক্ষিতে বাপে আনি রাখি ।
 পালায় সকল বীর সাত বুধ দেখি ॥
 কোতুকে চলিলা হরি এ বোল শুনিঞা ।
 একবারে সাত বুধ পেলিল বাকিয়া ॥
 ছেন অদভূত কণ্ঠ করে যহরায় ।
 অজাশিত বাকি যেন ছাওয়ালে পেলায় ॥
 তবে বাপে বিভা দিল কোতুকম্বলে ।
 পাথে নৃপগণ জিনি আনিল মন্দিরে ॥

(১) পাঠান্তর,—“তার কোন বিষ নহে নহে অকুশল ।”

এই বর মাঝে মুক্তি ও দুই চরণে ।
 দাস্তভাব রহে যেন জনমে জনমে ॥
 মিত্রবিন্দা বলে যোর পিতা মতিমান ।
 আপনে আনিঞা কৃষ্ণে কৈল কল্যাদান ॥
 এক অক্ষৌহিণী সৈন্ত করিয়া সাজন ।
 কল্যাণমর্পিয়া দিল বহুমূল্য ধন ॥
 কর্মবশে যথা তথা না হয় জনম ।
 সব মাঝ সেবি যেন ও দুই চরণ ॥
 নন্দনা বোলয়ে বাণী শুন সাবধানে ।
 কহিব আমার কথা তোমা বিদ্যমান ॥
 নারদাদিমুখে শুনি কৃষ্ণের মহিমা ।
 আমার হৃদয়ে আর না ছিল ভাবনা ॥
 শুনিমু কমলাদেবী পদ্মহৃদে করি ।
 আপনে বরিল সব দেব পরিহারি ॥
 ব্রহ্মা আদি দেবে করে সতত খেদান ।
 তে-কারণে চিন্তে আমি না ভাবিয়ে আন ॥
 বৃহৎসেন পিতা যোর হৃদয় বুঝিয়া ।
 মৎস্তধ্বজ নিরমিল উপায় করিয়া ॥
 তোমার জনক যেন অর্জুনের তরে ।
 মৎস্ত নিরমাণ যেন কৈল স্বয়ম্বরে ॥
 আছে নাহি মৎস্ত কেহ লিখিতে না পারে ।
 সতে মৎস্ত দেখি মাঝ জলের ভিতরে ॥
 এতেক বচন শুনি যত ক্ষিতিপাল ।
 অস্ত্রশস্ত্র ধরি গেল মৎস্ত বিদ্ধিবার ॥
 সবল-বাহনে সৈন্ত করিয়া সাজন ।
 পৃথিবী পুরিয়া সব আইল নৃপগণ ॥
 পুজিলা নৃপতিগণ করিয়া বিনয় ।
 যার যেন যোগ্য পূজা পিতা মহাশয় ॥
 ধনতর শর বৃড়ি দিব্য শরাসনে ।
 আকর্ণ পুরিয়া বাণ ছাড়ে বীরগণে ॥
 গুণ চড়াইতে কেহ পড়িল আছাড়ে ।
 কেহ নিজ শরাঘাতে প্রাণ ছাড়ি পড়ে ॥
 কেহ গুণ চড়াইল অনেক বতনে ।
 ভীম দুর্ঘোধন কর্ত্ত আদি বীরগণে ॥
 জলে মৎস্ত দেখি কেহ বিদ্ধিল আকাশে ।
 অর্জুনের শর মাঝ কিঞ্চিৎ পরশে ॥
 এইরূপে নৃপগণ ভয়দর্প হইয়া ।
 কেহ মৈল কেহ গেল অপমান পেয়া ॥
 এ বোল শুনিঞা হরি পুরুষ-কেশরী ।
 ধনকে টকায় দিলা নিজ করে ধরি ॥
 সক্রম বেঝিয়া জলে ছাড়ে তীক্ষ্ণবাণ ।
 আকাশে কাটিয়া মৎস্ত কৈল দুই খান ॥

দ্বিতীয় প্রহর বেলা অভিজিৎ কণে ।
 কাটা গেল যদি মৎস্ত গোবিন্দের বাণে ॥
 আকাশমণ্ডলে বাজে দুন্দুভি বাজন ।
 জয় জয় শব্দ হৈল পুষ্প বরিষণ ॥
 তবে স্বয়ম্বরে মুক্তি কৈল পরবেশ ।
 বিগলিত মল্লীমালা বিলোলিত কেশ ॥
 রতন মঞ্জীর চাক্র চরণে রঞ্জিত ।
 উজ্জল কনক-মালা কর বিলোলিত ॥
 কটিতে পীতপট পুরট ভূষণ ।
 কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত হাস মুদিত বদন ॥
 হেন দিগ্ব্যবশে মুক্তি কৈল পরবেশ ।
 কুন্তল কুণ্ডল বিলসিত গণ্ডদেশ ॥
 ভুরুভঙ্গে নিরখিয়া নৃপতিমণ্ডল ।
 ধীরে ধীরে গেলা মুক্তি প্রভুর গোচর ॥
 রত্নমালা তুলিয়া প্রভুর দিল গলে ।
 দুন্দুভি বাজন হৈল আকাশমণ্ডলে ॥
 শব্দ-ভেরী শব্দ বাজন কোলাহল ।
 নর্ত্তক-নর্ত্তকী নাচে গীত মনোহর ॥
 এইরূপে মুক্তি যদি বরিল শ্রীহারি ।
 উঠিল নৃপতিগণ সহিতে না পারি ॥
 তবে কৃষ্ণ মোরে লঞা তুলি নিজরথে ।
 তুলিয়া শারদ ধন লৈল প্রভু হাথে ॥
 চতুর্ভুজ হইয়া মোরে দুই হাতে ধরি ।
 দুই হাথ দিয়া শর বরিষণ করি ॥
 খেলায়্যা নৃপতিগণ চলে যত্নবান ।
 সিংহ দরশনে যেন হরিণ পলায় ॥
 সাজিয়া বেটিল পথে কোন বীরগণ ।
 কুকুরে কেশরী যেন বেটে অকারণ ॥
 শারদ বৃড়িয়া কৈলা শর-বরিষণ ।
 লীলায়ে সকল সৈন্ত কৈল নিপাতন ॥
 হস্ত পদ কাটা গেল কার নাক কাণ ।
 রণ তেজ গেল কেহ রাখিয়া পরাণ ॥
 রিপু-সৈন্ত নিবারিয়া প্রভু স্বীকেশ ।
 দ্বারকামণ্ডলে তবে কৈলা পরবেশ ॥
 বিতান তোরণ জাল ধ্বজ ছত্র বান্য ।
 বিচিত্র-নির্ম্মাণ-পুরী বিবিধ ভূষণ ॥
 দ্বারকা প্রবেশ কৈলা ত্রিভুবনরায় ।
 পিতা যোর ভক্তিভাবে পুজিয়া পাঠায় ॥
 মহামূল্য ধন দিল দিব্য অলঙ্কার ।
 আগন ভূষণ শয্যা নানা উপহার ॥
 দাসীগণ দিল দিব্য ভূষণে ভূষিয়া ।
 রথ গজ ঘোড়া দিল রতনে ঞ্চিয়া ॥

অবশ্য দিল আর মহামূল্য ধন ।
ভক্তিতাবে কৈল পিতা কৃষ্ণ আরাধন ॥
হেন পরিপূর্ণ হরি নিত্য সুখানন্দ ।
কহিতে প্রভুর গুণ কেবা পারি অস্ত ॥
এই বর মাঝে সবে অম্বজমান্তরে ।
গৃহদাসী হয়্যা যে থাকে নিরন্তরে ।
বোড়শ সহস্র দেবী কি বোলে বচন ॥
শুনহ জ্যোপদী দেবী কহি বিবরণ ॥
আছিল নরক রাজা জিনিয়া সংসার ।
আবাগতা হরিয়া আনিল দুরাচার ॥

বোড়শ সহস্র আমি-সব রাজকন্যা ।
কুল-শীল-গুণবতী সর্বলোক ধন্যা ॥
নরক বধিয়া হরি নিজগুণে আনি ।
বোড়শ সহস্র বিভা কৈলা চক্রেপাশি ।
স্বর্গভোগ রাজ্যপদ অশেষ সম্পদ ।
ব্রহ্মপদ না মাগিব কিবা বিমুগ্ধ ॥
সন্তে ওই চরণ-পঙ্কজে ধরি আশা ।
তকতবৎসল প্রভু সকলে ভরসা ।
ধীর-শিরোমণি শ্রীগদাধর জ্ঞান ।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংসায় সংহিতায়
বৈরাগিক্যাং দশমস্কন্ধে ত্র্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥৮৩॥

চতুর্শাতিতম অধ্যায় ।

এতক বচন শুনি ক্রপদনন্দিনী ।
কুন্তী আদি আর যত রাজার রমণী ॥
গোপীগণ আর যত কুলবতী নারী । (১)
বিস্ময় ভাবিয়া রহে কৃষ্ণে মন ধরি ॥
এইরূপে নারীগণে নারীগণে মেলি ।
পুত্রবে পুত্রবে কথা হাস্যরস করি ॥
হেনকালে মূনিগণ ভুবন-পাবন ।
কৃষ্ণ দরশন হেতু কৈল আগমন ॥
বেদব্যাস নারদ চ্যবন যোগেশ্বর ।
বিষ্ণুমিত্র শতানন্দ অসিত দেবল ॥
বামদেব ভরদ্বাজ ভৃগুপতি রাম ।
বশিষ্ঠ গৌতম ভৃগু বাজ্রবল্লভ নাম ॥
পুলস্ত্য কশ্যপ অত্রি মূনি বৃহস্পতি ।
মার্কণ্ডেয় বীতিহোত্র আদি মহামতি ॥
অগস্ত্য অঙ্গিরা মূনি সনকাদি করি ।
কৃষ্ণ দেখিবারে গেল মূনিগণে মেলি ॥
দেখিয়া সজ্জমে লোক উঠিলা সকল ।
যুধিষ্ঠির আদি যত নৃপতিশেখর ।
রামকৃষ্ণ বসুদেব উঠিলা সত্বরে ।
দণ্ড পরণাম কৈলা চরণ-নিয়ড়ে ॥

পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া দিল সুগন্ধি চন্দন ।
ধূপ দীপ দিয়া কৈল প্রদীপ বন্দন ॥ (১)
আগনে বসায়্যা হরি পুঞ্জিল বিধানে ।
কহিতে লাগিলা কিছু বিনয় বচনে ॥
আমি-সব ধন্য হৈলাঙ সকল জনম ।
মহাযোগেশ্বর সহে হৈল দরশন ॥
সাধুজন-দরশন দেবের জলভ ॥
ভাগ্যে আজি ঘটে হেন অখিল সম্পদ ॥ (২)
অল্পতপ আমি সব অল্প বুদ্ধি ধরি ।
স্বভাবে মাছুষ জাতি অল্প অধিকারী ॥
প্রতিমাতে দেববুদ্ধি নহে সাধুজনে ।
যতিহীন আমি সব সাধু অবজ্ঞানে ॥
জলময় তীর্থ দেব ধাতু শিলাময় ।
এ সবে পবিত্র করে কিন্তু নীষ্র নয় ॥
দরশন মাঝে করে সাধুজনে জ্ঞাপ ।
দেব-তীর্থ ফল নহে মহাশক্তি সমান ॥
অগ্নি সূর্য্য শশধর আকাশ পবন ।
জল ভূমি বায়ু মন গ্রাহ শূন্যগণ ॥

(১) পাঠান্তর,—“প্রত্যক বন্দন” ।

(২) পাঠান্তর,—

“অখিল সম্পদ ভাগ্যে হইল সুলভ” ।

(১) পাঠান্তর,—“কুলের বোহরি” ।

এ সব সেবিলে নহে ছরিত-সঞ্চয়।
 কিঙ্ক ভেদ বুদ্ধি করি করে পাপকর।
 তিলেক মহাস্ত-সেবা যদি মাত্র করে।
 অশেষ ছরিত হুঃখ সেইক্ষণে হরে ॥
 যার আশ্রয়বুদ্ধি হয় মৃত কলেবরে।
 বাস্ত পিত্ত প্লেয়া তিন ষাট মাত্র ধরে ॥
 পুত্র মিত্র কলত্র আপন করি মানে।
 সুস্বামী প্রতিমা দেব এই মাত্র জানে ॥
 জলে মাত্র তীর্থ বুদ্ধি নাহি সাধুজনে।
 এ সব গোখর (১) কিবা গর্দভ সমানে ॥ (২)
 কৃষ্ণের বচন শুনি মহামুনিগণ।
 নিশব্দে রহে সতে বুদ্ধি হৈল ভ্রম ॥
 চিত্ত বিমরিষ করি রহে মুনিগণে।
 হেন অদভুত নাহি দেখি ত্রিভুবনে ॥
 ত্রিজগত-গুরু হরি দেব-শিরোমণি।
 লোক বুঝাইতে প্রভু বোলে হেন বাণী ॥
 আমি-সব বিমোহিত যার মায়াজালে।
 মহাবোগেশ্বর হয়্যা ভ্রময়ে সংসারে ॥
 আপনা আচ্ছাদে প্রভু নরলীলা করি।
 তার মায়া ত্রিভুবনে কে বুঝিতে পারি ॥
 আপনে আপনা সৃজে করয়ে সংহার।
 আপনে পালন হরি করে আপনার ॥
 এক হরি বহুরূপ ধরে নানা নাম।
 সর্বজীবে বৈসে প্রভু সর্বত্র সমান ॥
 মাটির নিশ্চিত ষট নানা পরকার।
 ষট পট সত্য নহে মাটি মাত্র সার ॥
 লোক-বিড়ম্বন হেতু নরলীলা করে।
 কপট-মাহুয-মায়া কে বুঝিতে পারে ॥
 সংপ্রতি ভকতজন প্রতিকার হেতু।
 অপার সংসার-সিদ্ধি পরিত্রাণ সেতু ॥
 পুরুষপুরাণ তুমি নরলীলাধর।
 বেদপথ রক্ষা হেতু দ্বিজভক্তি কর ॥
 তোমার হৃদয়ে বেদ ভগ্নযোগময়।
 বেদমুখে শুভাশুভ এ সব নির্ণয় ॥
 হেন বেদ ব্রাহ্মণের মুখে উতপত্তি।
 তে-কারণে কর তুমি ব্রাহ্মণ-ভকতি ॥
 সকল জনম আজি সফল জীবন।
 সকল সমাধি যোগ সফল নয়ন ॥

(১) গোখর অর্থে গোগণের মধ্যে খর
 অর্থাৎ দাক্ষ ; অত্যন্ত গো।

(২) গোগণের আহ্বারের জন্য তৃণাদি
 ভারবাহী গর্দভ।

কুল লীল আজি সে সফল তপ জ্ঞান।
 সর্বসিদ্ধি হৈল আজি পরিপূর্ণ কাম ॥
 নমো নমো গোবিন্দ মাধব ণামোদর।
 নমো নমো দেবদেব কৃষ্ণ যোগেশ্বর ॥
 আপন মায়ায় তুমি আচ্ছাদ আপনা।
 নিগম নিগূঢ় তুমি আপনার সীমা ॥ (১)
 এ সব শ্রুতিগণে তোমা নাহি জানে।
 আছুক আনের কাজ এই যদুগণে ॥
 একত্র বসতি বাস শয়ন ভোজন।
 তত্ব তত্ত্ব না জানিল যদু বুদ্ধিগণ।
 হেন মায়া জ্ঞান তুমি প্রকৃতির পর ॥
 তোমার মায়ায় নাথ বঞ্চিত সকল ॥
 আজি চরণারবিন্দ হৈল দরশন।
 যোগীর চিন্তিত পদ অঘ বিনাশন ॥
 সর্বতীর্থ তীর্থ সনকাদি সুখানন্দ।
 বিনিহিত ভকত ছরিত হুঃখবন্ধ ॥
 জ্ঞানময় প্রভু তুমি জ্ঞানে সব দেখ।
 তোমার ভকত করি আশা-সভা রাখ ॥
 এতক বচন বলি মহা মুনিগণে।
 স্তুতি ভক্তি প্রণাম করিয়া ভগবানে ॥
 যুধিষ্ঠির আদি সন্তাষিয়া জনে জনে।
 চলিতে উচ্চম কৈলা মহা মুনিগণে ॥
 তা দেখিয়া বনুদেব মহা মতিমান।
 মুনিগণ চরণে করিয়া পরণাম ॥
 করজোড় করি বোলে বিনয় বচনে।
 নমো নমো মুনিগণ করে নিবেদনে ॥
 কর্ম হনে কর্মনাশ কোনমতে হয়।
 হেন উপদেশ মোরে দেহ মহাশয় ॥
 বনুদেব বচন শুনিঞা মুনিগণে।
 ভুক্ততন্মে নিরখিয়া হাসে মনে মনে ॥
 নারদ কহিল তবে এ কোন্ বিষয়।
 ভাল জিজ্ঞাসিলে বনুদেব মহাশয় ॥
 পুত্রবুদ্ধি বনুদেব করে নারায়ণে।
 তে-কারণে জিজ্ঞাসিলা আশা-সভাস্থানে ॥
 নিকটে থাকিলে লোকে করে অনাদর।
 দূরতীর্থে যায় যেন তেজি গজাজল ॥
 স্থিতি স্থিতি প্রলয়ে যাহার নাহি ধ্বংস।
 নিষ্ঠুর পরমানন্দ নিত্য পরহংস ॥
 হেন প্রভু ধরেন মায়ায় নরলীলা।
 মায়ায় মাহুয ঘেষে করে নানা খেলা ॥

(১) পাঠান্তর—“আপনার মহিমা”।

বন্দুদেবে কি তার বুঝিব অমুভাব ।
 আমি-সব হই বার না বুঝি স্বভাব ॥
 এতেক বচন বলি যত মহামুনি ।
 বন্দুদেব সন্তাষিয়া বলে কোন বাণী ॥
 ভাল বন্দুদেব তুমি মনে কৈলে সাৱ ।
 কর্ম হনে কর্মবন্ধ খণ্ডিব তোমার ॥
 যজ্ঞদান করি কর কৃষ্ণ আরাধন ।
 সৰ্বকৰ্ম করি দেবদেবে সৰ্পণ ॥
 বিনি কর্ম কৈলে নহে চিত্তের সন্তোষ ।
 বিনি কৃষ্ণ-সমর্পণে না হয় নিদোষ ॥
 এই সে উত্তম পথ গৃহস্থের ধর্ম ।
 শ্রদ্ধাযুক্ত হৈয়া কর যজ্ঞ-দান কর্ম ॥
 জ্ঞান-উপাঙ্কিত বিস্ত করি সমর্পণ ।
 শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া ভজিব নারায়ণ ॥
 যজ্ঞ দান করি বিস্ত-আশা দূর করি ।
 গৃহবাসে পুত্র-দারে আশা পরিহারি ॥
 ভোগ পরিহারি স্বর্গ-সুখভোগ আশ ।
 বৃদ্ধজনে এইরূপে করে কর্ম নাশ ॥
 জনকাদি মহাজন আছিল সংসারে ।
 কত কত যজ্ঞদান কৈল ক্ষিত্তিতলে ॥
 পাছে কর্ম তেজি তাঁরা গেলা তপোবনে ।
 বন্দুদেব ভাল তুমি যুক্তি কৈলে মনে ॥
 তিন ঋণ লয়্যা হয়ে বিশ্রের জনম ।
 দেব-ঋণি পিতৃ-ঋণ এ তিন বন্ধন ॥
 যজ্ঞ করি দেব ঋণ সুধিব ব্রাহ্মণ ।
 বেদ পড়ি ঋণিগণ করিব খণ্ডন ॥
 পুত্র জন্মাইঞা শুধি পিতৃগণ-হার ।
 নহে তিন ঋণে বিগ্র না পার নিস্তার ॥
 তুমি তার ছই ঋণ পুরুষে সুধিলে ।
 ঋণি-ঋণে পিতৃঋণে পরিজ্ঞান পাইলে ॥
 দেব-ঋণ শোধ তুমি মহাযজ্ঞ করি ।
 তবে বন্দুদেব তুমি হেলে যাবে তরি ॥
 যজ্ঞ তুমি বন্দুদেব সফল জীবন ।
 ভগত-ঈশ্বর পুত্র হৈলা নারায়ণ ॥
 মুনিগণ-বচন শুনিঞা মহাশয় ।
 বন্দুদেব আনন্দিত প্রসন্নহৃদয় ॥
 মুনিগণ-চরণে করিয়া পরণতি ।
 বিনয় ভক্তি করি পুজে মহামতি ॥
 বিধি অনুসারে কৈল ব্রাহ্মণ-বরণ ।
 মহাধন ধেনু দিল বসন ভূষণ ॥
 তবে যজ্ঞ অনুবন্ধ করি শুভকণে ।
 যজ্ঞ করে মুনিগণ উত্তম বিধানে ॥

যজ্ঞায় ব্রাহ্মণগণ বিধি অনুসারে ।
 যজ্ঞ করে বন্দুদেব আনন্দ মঞ্চলে ॥
 নরনারী বিরাজিত বসন ভূষণে ।
 বিবিধ সুস্বয়মালা সুগন্ধি চন্দনে ॥
 রাজগণ স্বেমমণি ভূষণে ভূষিত ।
 কঙ্করী কুঙ্কুম গন্ধ চন্দনে চর্চিত ॥
 রাজমহিষীগণ মুদিত বদন ।
 দিব্যমণি অলঙ্কৃত বসন ভূষণ ॥
 শঙ্খ ভেরী মৃদঙ্গ বাজন সুমঙ্গল ।
 নটক-নটকীগণ-মৃত্যু মনোহর ॥
 সূত মাগধে স্তুতি করে স্তললিত ।
 গন্ধর্ব্ব কিন্নরে গায়ে সুমধুর গীত ॥
 তবে বন্দুদেব মহা অভিষেক করি ।
 নয়নে অঞ্জন পীত পরিধান ধরি ॥
 অঙ্গে পরে হেম মণি দিব্য অলঙ্কার ।
 করয়ে রমণীগণ মঙ্গল আচার ॥
 অষ্টাদশ পত্নী মাঝে শোভে মহাশয় ।
 তারকামণ্ডলে যেন চাঁদের উদয় ॥
 দুকূল বলয় হার কুণ্ডল নুপুর ।
 অলঙ্কৃত নরনারী মঞ্চল প্রচুর ॥
 পীতবাস পরিধান যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ ।
 যজ্ঞ ঘরে বিরাজিত দীপ্ত হতাশন ॥
 রাম-কৃষ্ণ দুই তাই নিজজন সঙ্গে ।
 বিহারে জীবমানন্দ নানারস-রসে ॥
 যজ্ঞপূর্ণ কৈল যদি যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ ।
 পূর্ণা দিল বন্দুদেব হরষিত মন ॥
 বিবিধ দক্ষিণা দিয়া পূজিলা ব্রাহ্মণ ।
 গো ভূমি কাঞ্চন কন্ডা দিলা মহাধন ॥
 অভিষেক-স্নান কৈল যজ্ঞশেষ জলে ।
 রামকৃষ্ণে স্নান কৈল বিধি অনুসারে ॥
 মুনিগণে দিল বস্ত্র নানা অলঙ্কার ।
 সর্কলোক পূজা কৈল পতিত চণ্ডাল ॥
 কুকুর পর্যন্ত পূজা কৈল অন্নপানে ।
 সর্কলোক পূজা কৈল বসন ভূষণে ॥
 বিদর্ভ কোশল কুরু কেকয় স্বয়য় ।
 পাঠায় সকল লোকে করিয়া বিনয় ॥
 সুর মুনি পিতৃগণ গন্ধর্ব্ব চাঁদন ॥
 যজ্ঞ প্রাশংসিয়া গেলা আপন ভবন ॥
 যতরাষ্ট্র ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর গান্ধারী ।
 কর্ম দুয়োধন আদি যত পুরনারী (১) ॥

যুধিষ্ঠির আদি করি পঞ্চ সহোদর ।
 কুন্তী আদি করি বত পুরনারী নর ॥
 আশনে নারদ ব্যাণ আদি মুনীগণ
 জাতি বহু বান্দব নুহন পরিজন ॥
 এ সবে চলিলা যজ্ঞ করিয়া প্রশংসা ।
 প্রেম আলিঙ্গন দিয়া করিয়া সন্তোষা ॥
 কিন্তু নন্দ আদি যত গোপগোপীগণ ।
 পুজিয়া রাখিল পূর্ব পীরিস্তি কারণ ॥
 বহুদেব মহামতি পরম-উদার ।
 যজ্ঞ করি হৈলা কর্ণ-সাগরের পার ॥
 বহুগণ সহে গেলা নন্দ সরিষানে ।
 করে ধরি বোলে কিছু বিনয় বচনে ॥
 শুন শুন তাই নন্দ ঈশ্বর-নির্ধিত ।
 ঘেহ-পাশে সর্বলোক আছে নিয়োজিত ॥
 আত্মক আনের কাজ মহানুগিণে ।
 ঘেহ দড়ি ছিড়িতে না পারে কোন জনে ॥
 তুমি যত কৈলে তাই পুরুষে মিতালী ।
 ত্রিভুবন দিলে তাহা স্মৃতিতে না পারি ॥
 পুরুষে না ছিল আমি কুশল কল্যাণে ।
 সন্তোষিতে তোমা না পারিল তে কারণে ॥
 সস্ত্রাতি শ্রীমদে অন্ধ এ দুই নয়ন ।
 ভে-কারণে নাহি করি বান্দব সেবন ॥
 এ ধন সম্পদ যদি হয় সাধুজনে ।
 শ্রীমদেতে যন্ত হর্যা না দেখে নয়নে ॥
 শুক বিজ নিজ জন নয়নে না চার ।

কতু জানি শ্রীমদ বা মহাজনে পার ॥
 এ বোল বুলিতে বহুদেব মহাশয় ।
 প্রেমে পুলকিত অঙ্গ শিথিল হৃদয় ॥
 শ্রুতি পূর্ব গুণ কান্দে উচ্চসরে ।
 অজ্ঞান মজিল দৌহে প্রেমগিছুজলে ॥
 এইরূপে রহে নন্দ কৃষ্ণে প্রেম ধরি ।
 তিন মাস গোঁড়াইল আজি কালি করি ॥
 রাম-কৃষ্ণ-বহুদেবে করিয়া আশ্বাস ।
 আজি কালি করিয়া রাখিল তিন মাস ॥
 বহুদেব ধন দিল বসন ভূষণ ।
 দিব্য পরিচ্ছদ দিল দিব্য আভরণ ॥
 বহুবিধ ভেট দিল শকটে পুরিয়া ।
 আশুবাড়ি খুঁইল নন্দে বিনয় করিয়া ॥
 মন নিয়োজিয়া কৃষ্ণ-চরণ-কমলে ।
 গোপগোপী লঞা নন্দ চলিলা গোকুলে ॥
 বরিষা সময় অগি দিল দরশন ।
 বহুদেব আদি যত যতু বৃষ্টিগণ ॥
 চলিলা দারকাপুরে রাম কৃষ্ণ লর্যা ।
 কহিল সকল কথা নিজপুত্রে গিয়া ॥
 তীর্থযাত্রা বহুগণ দরশন-কথা ।
 যজ্ঞ-মহোৎসব রাম-কৃষ্ণ-গুণ-গাথা ॥
 কহিল এসব কথা সব পুত্রজনে ।
 আনন্দিত হৈল লোক অদ্ভুত শ্রবণে ॥
 ভাগবত-আচার্য্যের মধুর-বাণী ।
 তীর্থযাত্রা পুণ্য কথা প্রেমতরঙ্গিনী ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

দশমস্কন্ধে চতুর্ন্বীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৪ ॥

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় ।

ভাটিয়ালী রাগ ।

শুকমুনি বোলে রাজা শুন সাবধানে ।
 আর এক অদভূত কহিব এখনে ॥
 এক দিন রাম-কৃষ্ণ দুই সহোদর ।
 প্রণাম করিতে গেলা বাপের গোচর ॥
 প্রণাম করিয়া বাপ মায়ের চরণে ।
 করপ্রোড়ি দুই ভাই রহে বিভ্রমানে ॥
 রাম-কৃষ্ণ শুক কথ্য মুনিসুখে শুনি ।
 পুত্র দেখি বহুদেব বোলে কোন বাণী ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগেশ্বর সনাতন ।
 হে রাম ধরণীধর লহস্র-বদন ॥
 তুমি কর্তা তুমি কর্তা তুমি সস্ত্রান ।
 তুমি হেতু সর্বাধারে তুমি উপাদান ॥
 দেখি শুনি যত কিছু তুমি সর্বময় ।
 তুমি বিনে বিশ্বনাথ আর কিছু নয় ॥
 আশনে প্রবেশ করি আপনাতে ণাব
 প্রাণময় হৈঞা তুমি সর্বজীব রাধ ॥

কারণ-কারণ তুমি কারণ-শক্তি ।
 তোমা বিনে সব যত নাহি কার গতি ॥
 তুমি সে সূর্যোর তেজ আশ্রয়ের প্রভা ।
 তুমি সে চক্রেয় কান্তি নক্ষত্রের আভা ॥
 পৃথিবীর ধৈর্য্য ধৈর্য্য তুমি গন্ধগুণ ।
 জলের তর্পণ-শক্তি তুমি সে বক্ষণ ॥
 পবনের গতি-শক্তি তুমি তেজ বল ।
 দশদিগ-অবকাশ আকাশমণ্ডল ॥
 তুমি নাদ তুমি বর্ণ তুমি সে ওঙ্কার ।
 আকৃতি প্রকৃতি তুমি জীবের আধার ॥
 সকল ইন্দ্রিয় তুমি ইন্দ্রিয়-শক্তি ।
 তুমি জ্ঞান তুমি বুদ্ধি তুমি জীবস্বতি ॥
 তুমি দৈব প্রকৃতি ত্রিবিধ অহঙ্কার ।
 অসত্য এ সব যত তুমি সন্তে সার ॥
 সত্ত্ব রজ তম তুমি ত্রিগুণ ঐনিত ।
 তোমার মায়ায়ে নাথ সকল কল্পিত ॥
 তুমি সত্য মাত্র প্রভু এ সব বিকার ।
 তোমা বিনে যত দেখি অসত্য সংসার ॥
 এই তত্ত্ব না জানিয়া এ লোক বঞ্চিত ।
 গতাগত দুঃখভোগ করে সুসঞ্চিত ॥
 দুর্লভ মানুষ-জন্ম পাঞ ভাগ্যবশে ।
 মুক্তি মোর বলিয়া মজয়ে গৃহবাসে ॥
 স্নেহপাশে বদ্ধ হয়ে পাঞা স্নতদার ।
 আপনে বঞ্চিত হয়ে না ঘুচে সংসার ॥
 তুমি-দৌহে পুত্র নহ পুরুষ পুরাণ ।
 তুমি রাম তুমি কৃষ্ণ নিত্য ভগবান ॥
 পৃথিবীর হরিতে ভার কৈলে অবতার ।
 মানুষ-লীলায় কর বিচিত্র বিহার ॥
 তোমার পদারবিন্দে লইলু শরণ ॥
 প্রপন্নজনের ভবদুঃখ-বিমোচন ॥
 তোমাতে মানুষ বুদ্ধি অপত্য গেয়ানে ।
 মুক্তিভ বঞ্চিত হৈলু অসত্য ধোয়ানে ॥
 স্মৃতিগৃহে তুমি নাথ কহিলে সকল ।
 যুগে যুগে ধর তুমি দিব্য কলেবর ॥
 নিজ ধর্ম্ম রক্ষা কর নানা মুক্তি ধরি ।
 তোমার মায়ায়ে তাহা রহিলু পাসরি ॥
 বাপের বচন শুনি প্রভু নারায়ণে ।
 কহিতে লাগিলা কিছু বিনয় বিধান ॥
 তুমি যে কহিলে বাপ সে নহে অজ্ঞতা ।
 পুত্র উদ্দেশিয়া তুমি কহ তত্ত্বকথা ॥
 আমি তুমি এ সব দ্বারকাবাসিগণ ।
 বিচারিয়া বুঝি যদি সব নারায়ণ ॥

নিলেপ নিষ্ঠুর আত্মা প্রকাশস্বরূপ ।
 এক আত্মা নানা ভেদ দেখি নানারূপ ॥
 যেন জ্যোতি তুমি জল পবন আকাশ ।
 নানা ভেদে দেখি যেন নানা পরকাশ ॥
 এতেক বচন যদি বলিলা শ্রীহরি ।
 তবে বন্দুদেব রহে চিত্ত স্থির করি ॥
 দৈবকী আসিঞা তবে পুত্র সন্নিধানে ।
 পুত্রের মহিমা শুনি কহে বিচ্যমানে ॥
 যমঘর হৈতে দিলে গুরুপুত্র আনি ।
 পুত্রের প্রভাব দেখি কি বোলে জননী ॥
 কান্দিতে লাগিলা দেবী পুত্র সোণ্ডরণে ।
 কান্দিতে কান্দিতে বেলে অঝোর নয়নে ॥
 রাম রাম কৃষ্ণ যোগেশ্বর দামোদর ।
 অনাদি পুরুষ তুমি দেব-দেবেশ্বর ॥
 ধর্ম্ম সংস্থাপন হেতু কৈলে অবতার ।
 পাবণ-খণ্ডন করি হরিবে ভূভার ॥
 ঈদ অংশ-অংশে করে উৎপত্তি প্রোক্ত ॥
 ঈদ ইচ্ছা মাজে কোটি ব্রহ্মাণ্ড উদয় ॥
 গুরুপুত্র আনি দিলে গুরু দক্ষিণা ।
 মুক্তি বড় বেরাকুলী ছয় পুত্রহীনা ॥
 ছয় পুত্র কংস মোর কৈল নিপাতন ।
 আনিঞা দেখাহ মোখে কমললোচন ॥
 এতেক বচন যদি বলিলা জননী ।
 স্নতলে প্রবেশ কৈলা রাম চক্রপাণি ॥
 যোগবশে প্রবেশিল স্নতল-বিবরে ।
 দুই ভাই উত্তরিল বালির মন্দিরে ॥
 রাম-কৃষ্ণে নিকটে দেখিয়া দৈত্যেশ্বর ॥
 সভাসদে বলি রাজা উঠিলা সত্বর ॥
 সগণে চরণে কৈল দণ্ড পরণাম ।
 পুলকে পুরিল তম্বু ভয়ে কম্পমান ॥
 নয়নে গলয়ে নীর শিখিল অন্তর ।
 পাশ্চ অর্ঘ্য দিয়া বলি পুজিল সত্বর ॥
 চরণ পাখালে বলি পুণ্য গন্ধজলে ।
 পুজিয়া বসায় বলি আসন উপরে ॥
 সগণে সবংশে বলি শিরের উপর ।
 আদ্রক্ষ-পাবন পুণ্য ধরে পদজল ॥
 মহাধন আভরণ বসন ভূষণে ।
 ধূপ দীপ দিয়া পুজে অবত-ভোজনে ॥
 সুগন্ধ চন্দন দিব্য অঙ্গে বিলেপন ।
 বিবিধ কুসুমমালা তাহুল অর্পণ ॥

চিন্তা বিস্ত সমর্পিয়া প্রভুর চরণে । (১)
 হৃদয়ে ধরিয়া বলি করে নিবেদনে ॥
 নয়নে আনন্দজল পুলকিত অঙ্গ ।
 আকুল হৃদয় গদগদ স্বর ভঙ্গ ॥
 নমো নমো নারায়ণ রাম হৃদীকেশ ।
 নমো যোগময় যোগনিধান যোগেশ ॥
 যোগীর ছল ভ যার পদ-দরশন ।
 হেন প্রভু মোর ভাগ্যে হৈল উপসন্ন ॥
 দৈত্যজাতি আমি-সব তমোগুণ ধরি ।
 দেখিল পদারবিন্দ কোন তপ করি ॥
 দৈত্য দানব সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব কিন্নর ।
 বক্ষ রক্ষ পিশাচ প্রমথ নিশাচর ॥
 বৈরিভাব আমি-সব ধরি নিরন্তর ।
 ভথাপি না কর তুমি কভো নিজ পর ॥
 কেহো বৈরীভাবে ভজে কেহো তন্ত্রি করি ।
 কেহো কামভাবে ভজে কাম আশা ধরি ।
 কিছ্র ক্রোধে অশ্রু যেরূপে তরি যায় ।
 সত্ত্বয় দেখ হৈয়া সে গতি না পায় ॥
 না বুঝে তোমার মায়ী মহাযোগিগণে ।
 কি নাথ বুঝি আমি কুয়োনিজনমে ॥
 প্রসীদ কমলাকান্ত অকিঞ্চন ধন ।
 জগত-বন্দিতগণ-বন্দিত-চরণ ॥
 গৃহ-অঙ্কুশ তেজি রহে তরুতলে ।
 অকিঞ্চন হয়্যা কিবা ভজো নিরন্তরে ॥
 ভকত-সমাজে কিবা নিরন্তর রহি ।
 তোমার নির্মল যশ যাত্র যেন কহি ॥
 এই কৃপা কর নাথ যদি কর দয়া ।
 এ সব সম্পদ মোর হব দেবমায়ী ॥
 বলির বচন শুনি দৈবকীনন্দন ।
 বলিতে লাগিলো তবে পূর্ব্ব বিবরণ ॥
 আছিল মরাঁচি মুনি ব্রহ্মার কুমার ।
 উর্গা নামে এক ভাষা আছিল তাহার ॥
 ছয় পুত্র জনমিল আদি মধুস্তরে ।
 ব্রহ্মা দেখিবারে গেলা ছয় সহোদরে ॥

(১) পাঠান্তর,—

“চিন্তা বিস্ত পরিবার অর্পিয়া চরণে ।”

দেখে ব্রহ্মা হঞা কত্না করে বিলম্বনে ।
 তা দেখিয়া উপহাস কৈল ছয় জনে ॥
 ব্রহ্মশাপে হৈল তারা অশ্রু-জনম ।
 হিরণ্যকশিপু-পুত্র হৈল ছয় জন ॥
 যোগমায়ী আনি দিল দৈবকী-উদরে ।
 কংসাসুর মারিয়া ফেলিল বারে বারে ॥
 সেই ছয় শিশু আছে নিকটে তোমার ।
 শৌকেতে ব্যাকুলী মাতা দেখিতে কুমার ॥
 তে কারণে আমার এখানে আগমন ।
 ছয় শিশু লৈব আমি দ্বারকাভূবন ॥
 সে ছয় শিশুর হৈব পাণ বিমোচন ।
 মায়ের করিতে চাহি শোক নিবারণ ॥
 সে ছয় জনের হৈব বিপদ বিনাশ ।
 আমার প্রসাদে হৈব বিকূপদে বাস ॥
 এতেক বচন বলি দেব দামোদর ।
 ছয় পুত্র দিল লঞা মায়ের গোচর ॥
 দেখিয়া দৈবকীদেবী দিল আলিঙ্গন ।
 মুখ নিরখিয়া করে বদন চূষন ॥
 প্রেমে পুলকিত অঙ্গ গলে পরোধর ।
 শুন পিয়াহিল মাতা কম্পিত অন্তর ॥
 মায়ার মোহিতা হৈলা প্রফের জননী ।
 কে বুঝিবে কৃষ্ণমায়ী যোগীন্দ্রমোহিনী ॥
 কৃষ্ণ-পান-শেষ শুন অমৃত সমান ।
 হেন শুন শিশুগণ কৈল সুখ পান ॥
 তত্ত্বজ্ঞান জনমিল কৃষ্ণ পরশনে ।
 প্রণাম করিয়া তারা কৃষ্ণের চরণে ॥
 বসুদেব-দৈবকীর বন্দিল চরণ ।
 বলভদ্রের পাদপদ্ম করিয়া বন্দন ॥
 বৈকুণ্ঠে চলিল তারা সর্বলোক দেখে ।
 বিশ্বয় ভাবিয়া লোক মনে পাইল সুখে ॥
 দেখিয়া দৈবকীদেবী ভাবিল বিশ্বয় ।
 হেন অদভূত কৰ্ম্ম করে কৃপাময় ॥
 অশেষ দুর্জিত-হর জগত পবিত্র ।
 ভকত শ্রবণর মুকুন্দ-চরিত্র ॥
 ব্যাসপুত্র-বিরচিত অমৃত শ্রবণ ।
 যেবা শুনে শুনার যে করার শ্রবণ ॥
 কৃষ্ণে চিন্ত হয় তার বিকূপদে গতি ।
 ভাগবত আচাৰ্য্যের মধুর ভারতী ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংসাত্ম সংহিতায়াং

বৈষ্ণবিক্যাং দশমস্কন্ধে পঞ্চাশ্চিত্তিভোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৫ ॥

ষড়শীতিতম অধ্যায় ।

ঐরাগ ।

ভবে রাজা জিজ্ঞাসিলা মুনির চরণে ।
 আর অদভুত কথা পুছিব এখনে ॥
 আছিল স্তূতদ্রা দেবী কৃষ্ণের ভগিনী ।
 কিরূপে অর্জুনে বিভা কৈলা বশস্বিনী ॥
 পিতামহী আমার পরম রূপবতী ।
 কিরূপে অর্জুনে বিভা কৈল মহাসতী ॥
 মুনি বোলে শুন রাজা কহি বিবরণ ।
 যখনে অর্জুন কৈল তীর্থ পর্য্যটন ॥
 পৃথিবী ত্রিমিঞা তেঁচো মিলিলা প্রভাসে ।
 লোকমুখে এই কথা শুনিল বিশেষে ॥
 কৃষ্ণের ভগিনী আছে স্তূতদ্রা স্তম্বরী ।
 ছুর্য্যোদনে বিভা দিব রাম অধিকারী (১)
 শুনিঞা সন্তোষ হৈলা অর্জুনের মনে ।
 বরিসা সন্ন্যাসবেশ চলিল আপনে ॥
 দ্বারকামণ্ডলে গেলা করিয়া সন্ন্যাস ।
 চারিমাংস রহিলা করিয়া তীর্থবাস ॥
 পুরজনে পূজা করে দেখিয়া সন্ন্যাসী ।
 অন্নপানে পূজা করে যত গৃহবাসী ॥
 না জানিঞা বলরাম করে তার পূজা ।
 ভক্তিতাবে পূজে তাঁরে দ্বারকার প্রজা ॥
 একদিন বলভদ্র দিয়া নিয়ন্ত্রণ ।
 ঘরে আনি ভিক্ষা দিয়া করয়ে ভোজন ॥
 মন্দিরে দেখিয়া কত্কা অর্জুন যোহিল ।
 কামে বিমোহিতচিত্ত চিন্তিতে লাগিল ॥
 অর্জুনে দেখিয়া কত্কা কামে বিমোহিতা ।
 কিকিঁত কুকিঁত ভুরুভঙ্গ সলজ্জিতা ॥
 দৌছে দৌহা ধেয়ান করয়ে নিরন্তর ।
 দৌহার হৃদয় কাম-শরে জরজর ॥
 দৈবযোগে তীর্থযাত্রা হৈল পুণ্যকালে ।
 রথে চটি গেলা কত্কা গড়ের বাহিরে ॥
 কৃষ্ণের ইঙ্গিত পায়া অর্জুন সুধীর ।
 রথে চটি বাহিরে চলিলা মহাবীর ॥
 হরিয়া তুলিলা কত্কা রথের উপরে ।
 থলুকে টকায় দিয়া চলে ধলুধরে ॥
 বীরগণে চারি পাশে বেঢ়িল সারৈ ।
 খেদিয়া সকল বীরে চলে একেধারে ॥

সিংহ বেন যুগগণ মাঝে হরে ভাগ ।
 কত্কা হরি যায় বীর অতুলপ্রভাপ ॥
 শুনিঞা কুশিলা রাম দীপ্ত হতাশন ।
 শান্তিরা রাখিলা কৃষ্ণ ধরিয়া চরণ ॥
 যৌতুক পাঠায়া দিল বহুমূল্য ধন ।
 দিব্য পরিচ্ছদ রথ কুঞ্জর বাহন ॥
 আর এক কথা কহি শুন পরীক্ষিত ।
 আছিল ব্রাহ্মণ এক উদারচরিত ॥
 গৃহাশ্রমে বৈসে বিপ্র ঐশ্বর্যদেব নাম ।
 শাস্ত্র শাস্ত্র অলম্পট ভকতপ্রধান ॥
 মিথিলা নগরে বৈসে চোটা পরিহারি ।
 যথালোভে তুষ্ট রহে নিজ কর্ম করি ॥
 দেহযাত্র ধারণ ধনের প্রয়োজন ।
 অধিক না লয়ে বিপ্র তৃষ্টিপরায়ণ ॥
 আছিল রাণ্যের রাজা বহলাশ্ব নাম ।
 সেইরূপ গুণ শীল ভকতপ্রধান ॥
 অহঙ্কার বিবর্জিত শুদ্ধ কলেবর ।
 কৃষ্ণ-কর্ম-পরায়ণ কৃষ্ণ-প্রিয়কর ॥
 দৌহারে করিব রূপা শ্রী গুণনিধি ।
 ডাকিয়া আনিল প্রভু দ্বারক সারথি ॥
 বাট করি আন রথ করিয়া সাজন ।
 সারথি আনিঞা রথ দিল ততক্ষণ ॥
 নারদাদি মুনিগণে নিজ রথে তুলি ।
 রথে চটি আপনে চলিলা বনমালী ॥
 বায়দেব বেদবাস অত্রি ব্রহ্মস্পতি ।
 নারদ চাবন কথ রাম মহামতি ॥
 মুনিগণে তুলি লৈয়া রথের উপরে ।
 আপনে চলিলা হরি মিথিলা নগরে ॥
 কুরু যম কঙ্ক মৎস্ত পঞ্চাল কোশল ।
 কুন্ডি যমু আদি দেশ কেঁকর জাজল ॥
 তরিয়া আনন্ত দেশ মিথিলাতে যায় ।
 পথে পথে আসিয়া সকল লোক চর ॥
 পাণ্ড অর্ঘ্য দিয়া পূজে কৃষ্ণের চরণ ।
 যন্ত হৈল সব লোক সব পুরজন ॥
 দেশে দেশে পূজে লোক দিয়া উপহার ।
 বিবিধ ভূষণ বাস বিবিধ সজ্জার ॥
 উদার রুচির হাস সযোজ-নয়ন ।
 বিলোল অলকাবলী মুদিত বদন ॥

হরষিত নরনারী শ্রীমুখ দেখিয়া ।
 সব লোকে যায় হরি কৃতার্থ করিয়া ॥
 দুরিত-হরণ-যশ সর্বলোকে গায় ।
 নিজ যশ শুনিতে কোতুকে চলি যায় ॥
 মিথিলা নগরে তবে উঠিল শ্রীহরি ।
 আনন্দিত হৈলা লোক পুর-নরনারী ॥
 পাশ্চ অর্ঘ্য লঞা লোক হৈলা আশুয়ান ।
 ভূমিতে পড়িয়া কৈল দণ্ড পরণাম ॥
 শিরে কর ধরিয়া দাঁড়ায় চারি পাশে ।
 শ্রীমুখ দেখিয়া লোক পুরিল হরিয়ে ॥
 শ্রুতদেব বচলাশ্ব পড়িয়া চরণে ।
 নিমন্ত্রণ কৈলা দৌহে আতিথ্য বিধানে ॥
 শ্রুণত কঙ্কর হই শিরে ধরি কর ।
 হিজগণ লৈয়া প্রভু আইস য়োর ঘর ॥
 বুঝিয়া দৌহার চিত্ত দৈবকীনন্দন ।
 চলিলা দৌহার ঘরে লয়্যা মুনিগণ ॥
 সব সৈন্ত পরিকর দুই রূপ করি ॥
 দুই ধর সেনা প্রভু দুই রূপ করি ॥
 দৌহে না জানিলা প্রভু গেলা দৌহা ঘরে ।
 মজিল দুহার চিত্ত আনন্দ-সাগরে ॥
 আনিঞা জনক রাজা কনক আসনে ।
 বসায়্যা পুঞ্জিল হরি আনন্দিত মনে ॥
 শিরের উপরে ধরি করিয়া বন্দন ।
 পুণ্যজল দিয়া দুই পাখালে চরণ ॥
 সব বন্ধু বান্ধবে রাজা শিরে জল ধরে ।
 আনন্দে ছিটায় জল এঘর দুয়ারে ॥
 গন্ধ মালা ধূপ দীপ বসন ভূষণে ।
 কঙ্কপদ পূজে রাজা মধুর বচনে ॥
 দিব্য গন্ধ বসন ভূষণ ধূপ দীপে ।
 মুনিগণ চরণ পূজিল একে একে ॥
 বৃকের উপরে ধরি কমল চরণ ।
 ধীরে ধীরে করে রাজা পাদ-সংবাহন ॥
 অজ পুলাকিত রাজা গদগদ ভাবা ।
 কি বোলে নৃপতি-সিংহ করিয়া সম্ভাষা ॥
 সর্বভূত আত্মা তুমি সাক্ষী স্বপ্রকাশ ।
 নয় বেশ ধরি কর আনন্দ বিলাস ॥
 নিরবধি পদযুগ করি স্মরণ ।
 তে কারণে পাদপদ্ম হৈল দরশন ॥
 সত্য করিবারে চাহ আপনার বাণী ।
 তে কারণে দরশন দিলে চক্ৰপাণি ॥
 একান্ত ভকত বিনে সহস্র-বদন ।
 শব্দর বিরিকি য়োর নহে প্রিয়ভম ॥

লেহুণ কমলা দেবী নহে প্রিয়ভম ।
 ভকতের সহে য়োর কারো নাহি সীমা ॥
 সত্য করিবারে চাহ আপন বচন ।
 তে-কারণে তুমি নাথ দিলে দরশন ॥
 হেন দয়ানিধি তুমি যে তোমাকে জানে ।
 সে জনে তোমাকে নাথ তেজিব কেমনে ॥
 শান্ত দান্ত আকিঞ্চন ভকত দেখিয়া ।
 বশ হৈয়া থাক তুমি আপনারে দিয়া ॥
 যদ্বংশে সম্প্রতি করিয়া অবতায় ।
 দুরিত-দহন যশ কর পরচার ॥
 নমো নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণু ভগবান ।
 বৈকুণ্ঠ মাধব হরি পুরুষ পুরাণ ॥
 কথোদিন য়োর ঘরে রহ কৃপা করি ।
 পদরঞ্জে য়োর কুল পরিত্রাণ করি ॥
 মুনিগণ সহে প্রভু রহ য়োর ঘরে ।
 পবিত্র সকল লোক হৌক পদজলে ॥
 ভৃত্যের বচন শুনি ভকতবৎসল ।
 সগণে রহিলা হরি মিথিলা নগর ॥
 শ্রুতদেব ঘরে যদি গেলেন শ্রীহরি ।
 ভূমিতে পড়িয়া বিপ্র পরণাম করি ॥
 বসন চুলায় বিপ্র নাচে বাহ তুলি ।
 চরণে লোটার বিপ্র হরি হরি বলি ॥
 কুশের আগন বিপ্র আনিঞা ভেটায় ।
 তৃণছাল পাতি পাতি সগণে বসায় ॥
 কমণ্ডলু ভরিয়া দ্রাক্ষণী দেই জল ।
 হরিবে পাখালে বিপ্র চরণযুগল ॥
 সবন্ধু-বান্ধবে বিপ্র পদজল ধরে ।
 আনন্দে ছিটায় জল এঘর দুয়ারে ॥
 বিরজার মূল জল স্নগন্ধি মুক্তিকা ।
 কোমল তুলসীদল পঙ্কজের কর্ণিকা ॥
 পুণ্যজল নীরাজন করি সর্পণ ।
 ভক্তিতাবে করে বিপ্র কৃষ্ণ-আরাধন ॥
 মনে চিন্তে বিপ্র মুক্তি হেন সে বঞ্চিত ।
 গৃহ-অন্ধরূপে মুক্তি কেবল পতিত ॥
 সর্বভীষণীন্দ্র য়ার পাদপদ্ম ধূলি ।
 তাঁর দরশন হয়ে কোন তপ করি ॥
 মুনিগণ পদরঞ্জে তীর্থ কোটি বৈসে ।
 কোন্ তপ করি মুক্তি লভিল সবংশে ॥
 তবে শ্রুতদেব বিপ্র সপুত্র বান্ধবে ।
 পাদ সংবাহন বিপ্র করে ভক্তিতাবে ॥
 চিন্ত সমাধানে কিছু করে নিবেদন ।
 পয়স পুরুষ তুমি অনাদি নিধান ॥

আজি দেখা দিলে তুমি এষ্ট সত্য নহে ।
 যখনে সৃজিয়া তুমি প্রবেশিলে দেহে ॥
 তখন তোমার সহে হয় দরশন ।
 মায়ায়ে মোহিত আমি না বুঝি কারণ ॥
 স্বপনে পুরুষ যেন নানা যুগি হয় ।
 আপনা পাগয়ে জীব সেই মনে লয় ॥
 তোমার মায়ায়ে সব লোক বিমোহিত ।
 তোমা পাগরিয়া লোক কেবল বঞ্চিত ॥
 শ্রবণ কীর্তন পদ-বন্দন অর্চন ।
 যে জন তোমার করে সদত চিন্তন ॥
 তার চিন্তে দেহ তুমি আপনে প্রকাশ ।
 সেইক্ষেণে হয়ে তাব অরিজ্ঞা বিনাশ ॥
 হৃদয়ে থাকিয়া তুমি আছ অতিদূর ।
 যে জন সংসার রত কশ্মেতে ব্যাকুল ॥
 নমো নমো চরণ পঙ্কজে নমস্কার ।
 প্রকৃতি পুরুষ পর স্বভাব বিহার ॥
 আজ্ঞা দেহ কোন্ কর্ম করিব তোমার ।
 আজি সে ঋজিল যোর এ যোর সংসার ॥
 বাবত তোমার সহে নহে দরশন ।
 তাবত জীবের থাকে এ ভব-বন্ধন ॥
 বিপ্রেয় বচন শুনি দেব-শিরোমণি ।
 হাথে হাথ ধরিয়া কি বোলে চক্রপাণি ॥
 শুন শুন দ্বিজবর কহিব বিশেষ ।
 কহিব তোমায়ে বিপ্র ধর্ম উপদেশ ॥
 অমুগ্রহ করিতে এ সব মুনিগণ ।
 তোমার মন্দিরে আসি হৈল উপসন্ন ॥
 ভুবন পবিত্র করে দিয়া পদরেণু ।
 লোক-পরিজ্ঞাণ-ছেতু ধরে দ্বিজভট্ট ॥

পুণ্যতীর্থ পুণ্যক্ষেত্রে দেব শিলাময় ।
 দরশনে পরশনে করে পাপক্ষয় ॥
 এ সব পবিত্র করে কিস্ত চিরদিনে ।
 তিলেকে পবিত্র করে সাধু দরশনে ॥
 জনমিলে মাত্র শ্রেষ্ঠ বুলি দ্বিজকূলে ।
 কি বুলিব যদি বিজ্ঞা তপ তুষ্টি ধরে ॥
 চতুভুজরূপ মোর নিজ কলেবর ।
 ব্রাহ্মণ চাহিতে তেন নহে প্রিয়তর ॥
 সর্ববেদময় বিপ্র সত্তার প্রদান ।
 সর্ববেদময় আমি পুরুষপুরাণ ॥
 সর্বলোক গুরু বিপ্র সত্তার ঈশ্বর ।
 দ্বিজরূপে ধরে বিপ্র বিষ্ণু-কলেবর ॥
 না জানিঞা দুইজনে অবজ্ঞান করে ।
 সকল প্রীতিমা মাতে দৈববুদ্ধি ধরে ॥
 ব্রাহ্মণ প্রসাদে আমি করিয়ে সৃজন ।
 ব্রাহ্মণপ্রসাদে করি প্রাণ পালন ॥
 এ বোল বুঝিয়া তুমি পুজ মুনিগণ ।
 সেই সে আমার পুজা ভক্তি আরাধন ॥
 কৃষ্ণের বচন শুনিয়া শ্রবণে ।
 মুনিগণে পুজা কৈল বিবধ বিধান ॥
 এইরূপে কথোদিন রহি ভগবান্ ।
 দুই ভকতের তরে কহে তত্ত্বজ্ঞান ॥
 ব্রহ্ম-পরায়ণ বেদ ব্রহ্মমন্ত্রে কহে ।
 ব্রহ্ম বিনে আর যত কিছু সত্য নহে ॥
 এই উপদেশ করি লৈয়া মুনিগণ ।
 চলিল দ্বারকাপুরে দৈবকীনন্দন ॥
 ভক্তিরসগুরু শ্রীগদাধর জ্ঞান ।
 ভাগবত আচার্য্যের মধুরসাগান ॥

ঠতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং

বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে ষড়শীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৬ ॥

সপ্তাশীতিতম অধ্যায় ।

তবে পরীক্ষিত রাজা ভাবিয়া বিস্ময় ।
 বিনয়ে পুছিল কিছু বুঝিতে নির্ণয় ॥
 নিগুণ নিরুল ব্রহ্ম প্রমাণরহিত ।
 প্রকৃতি-পুরুষপর উপাধি-বঞ্চিত ॥
 আপনে সত্ত্ব বেদ নির্ভণের মর্ম ।
 কল্পণে জানিব গুরু এত বড়প্রম ॥

মুনি বোলে ভাল রাজা কহিলে সর্বথা ।
 যে তুমি জিজ্ঞাস কতো নহে ত অত্থথা ॥
 জীবের ইন্দ্রিয় প্রভু স্বজিল আপনে ।
 বুদ্ধি প্রাণ মন স্বজে জীবের কারণে ॥
 ধর্ম অর্থ কাম মোক সাধিবার তরে ।
 জীবের কারণে প্রভু সৃষ্টি লীলা করে ॥

আপনে সঙ্গ বেদ প্রমাণ গোচর ।
 তথাপি নিঃসঙ্গ-সঙ্গ পারে নিরন্তর ॥
 এই সব বেদবাণী ব্রহ্মপরায়ণ ।
 ব্রহ্মা ভক্তি করিয়া ধরয়ে যেবা জন ॥
 ব্রহ্মে পরবেশ তার হয় ব্রহ্মময় ।
 কহিল তোমারে রাজা বেদের 'নর্ণয়' ॥
 পূরবে নারদ আর নর-নারায়ণে ।
 দৌড়ে এই কথা হৈল বদরিকাপ্রসে ॥
 পূরবে নারদ করি তীর্থ পয়াটন ।
 বদরিকাপ্রসে গেলা যথা নারায়ণ ॥
 লোক-পরিভ্রাণ হেতু ভারতবরিরষে ।
 আকল্প পর্যন্ত তপ করে মুনিবেশে ॥
 নারদ দেখিল গিয়া বদরিকাপ্রসে ।
 চৌদিকে বেষ্টিত তাঁরবাগী মুনিগণে ॥
 এই কথা জিজ্ঞাসিল ব্রহ্মার নন্দন ।
 কহিতে লাগিলা তবে ঋষি নারায়ণ ॥
 ওনলোকে যজ্ঞ কৈল ব্রহ্মসত্তা নামে ।
 ব্রহ্মার মানস পুত্র যত মুনিগণে ॥
 ষেতদ্বীপে ষেতদ্বীপে পতি দরশনে ।
 তুমি গিয়াছিলে বাপু আপনে তখনে ॥
 হেনকালে প্রাপ্ত হৈল মুনির সমাজে ।
 বেদ-সুহৃদ তব কথা বুঝিবার কাজে ॥
 ছোট বড় নাহি তাথে সন্তোষ সমান ।
 তুল্য তপ যোগবল তুল্য তত্ত্বজ্ঞান ॥
 মন্ত্রণা করিঞা তবে যত মুনিগণ ।
 কহিবার তরে নিম্নোজিল একজন ॥
 মুনিগণ মেলি এই করিল নিবন্ধ ।
 সন্তোষে শুনিব কথা কহিব গনন ॥
 শুনিঞা সনন্দ মুনি ব্রহ্মার নন্দন ।
 কহিতে লাগিলা কথা শুনে মুনিগণ ॥
 সর্গশক্তি লেয়া সৃষ্টি করিয়া সংহার ।
 অনন্ত শরান হরি রহে চিরকাল ॥
 প্রবোধ সময় বুঝি প্রবোধ বচনে ।
 স্তুতি করে শ্রুতিগণ পুণ্য বশোণানে ॥
 প্রভাত সময় যেন ভাটগণ মেলি ।
 নিজস্বায়ে জাগায়ে রাজা নানা ভক্তি করি ॥

ললিত বসন্তরাগ ।

ভয় জয় হে অতি ছেদ নিজমায়া ।
 জীবের আনন্দ হয়ে শুণুময়ী হৈয়া ॥
 সর্গশক্তিধর তুমি আনন্দ বিলাস ।
 তোমা হনে সর্গজীব শক্তি পরকাশ ॥

সর্গৈবৈব ধর তুমি সভার লেখক ।
 স্বতন্ত্র না হয়ে জীব ওড় কলেবর ॥
 বধনে প্রকৃতি সঙ্গে বিহর আপনে ।
 তখনে তোমার সঙ্গ গায় শ্রুতিগণে ॥
 দেখি শুনি যত কিছু শ্রবণ নয়নে ।
 ব্রহ্ম করি মানে সব মহাযোগিগণে ॥
 অন্তকালে ব্রহ্মমাত্র অবশেষ রয় ।
 বাহা হেতে অগতের উৎপত্তি প্রলয় ॥
 তথাপি নিঃসঙ্গ ব্রহ্ম-বিকার-বঞ্চিত ।
 ব্রহ্ম অধিষ্ঠান মাত্রে ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভিত ॥
 মাটির নিম্নিত পাত্র নানা পরকার ।
 ভাঙে চূরে হয়ে যায় মাটি মাত্র সার ॥
 যেহি মাটি সেই মাটি না টুটে না বাড়ে ।
 এইরূপে নিত্য ব্রহ্ম না হয় না মরে ॥
 এই সে কারণে প্রভু বেদমন্ত্রগণে ।
 তোমার চরণ ভজে কায়-বাক্য-মনে ॥
 যদি বোল শ্রুতিগণ নানা দেব ভজে ।
 শশি সূর্য্য পুন্দর প্রজাপতি পূজে ॥
 বহুমুখে শ্রুতিগণ নানা মুক্তিভেদে ।
 সর্গময় প্রভু তুমি সর্গভাবে সেবে ॥
 যথা তথা করি যদি পদ-আরোপণ ।
 গাছ পাথর কিবা গিরি আরোহণ ॥
 তমু তুমি বিনে নাথ না বলিব আন ।
 এইরূপ সর্গময় তুমি ভগবান ॥
 এই সে কারণে নাথ মহামুনিগণে ।
 তোমার পবিত্র কথা শ্রুধাশিক্ত পানে ॥
 অশেষ দুষ্কৃত তরি লভিল মুক্তি ।
 হেন সঙ্গ-নিধি তুমি ভকতের গতি ॥
 সঙ্গময়ী মায়ামূগী নটন-পণ্ডিত ।
 পরম পুরুষ তুমি ত্রিগুণ-বঞ্চিত ॥
 কথামাত্র শ্রবণে সকল পাপ তরে ।
 ভক্তি করি যে বা ভজে কি কহিব তারে ॥
 তত্ত্বজ্ঞান বোগে বার শোধিত অন্তর ।
 ভকতি করিয়া ভজে চরণবৃন্দল ॥
 অখণ্ড-পরমানন্দ-পদ-সুখময় ।
 কে পুন কহিব তার কোন্ গতি হয় ॥
 তোমার পদারবিন্দে ভক্তিহীন জন ।
 চামের হাথিনা (১) যেন বিফল জীবন ॥
 যদি বল স্মৃতিভোগ করে নিরবধি ।
 ভক্তিহীন জনের না হয়ে কোন সিদ্ধি ॥

যার অল্পগ্রহে সৃষ্টি করে তত্ত্বগণে ।
 ব্রহ্মাণ্ড নির্মাণ করে বিবিধ বিধানেনে ।
 ব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া কর ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ ।
 প্রলয়ে সকলে তুমি থাক অবশেষ ।
 কার্যকারণের পর ঋত সত্যময় ।
 তোমা বিনে কারো নাথ কিছু সিদ্ধ নয় ।
 ভকতজনের মিলে সর্বত্র কল্যাণ ।
 না ভজিলে কভো তার নহে পরিজ্ঞান ।
 এখনে কহিব ধ্যান গুরু-উপদেশ ।
 ধ্যান অবলম্ব করি ভজিব বিশেষ ।
 স্থূলবুদ্ধি-জনে করে উদরে চিস্তন ।
 মুনি যোগপথে যার স্থির নহে মন ।
 সূক্ষ্মমতি জনে ব্রহ্ম ধ্যেয়ায়ে শরীরে ।
 নাড়ীভেদে চিন্তে ব্রহ্ম হৃদয়-কমলে ।
 ষট্চক্র ভেদিয়া তোলে শিরের উপরে ।
 নিরমল জ্যোতি যথা সহস্র কমলে ।
 যার সমাগমে পুন না হয় সংসার ।
 যে ব্রহ্ম চিন্তিখা যোগী হয় তবে পার ।
 যদি সর্বদেহে আমি বসি নিরন্তর ।
 আমার জীবের সচে কি হয়ে অন্তর ।
 হেন যদি বল দেব কহে প্রতিগণে ।
 আর কিছু সত্য নাথ নহে তোমা বিনে ।।
 সর্বভূত-সাক্ষী তুমি বৈস গুরুরূপে ।
 নির্লেপ নিগুণ তুমি বৈস সর্বরূপে ।
 ছোট বড় তথা ভক্ত বিবিধ রচনা ।
 আপনে করিয়া তুমি ব্রহ্মাণ্ড ঘটনা ।
 আপনে সৃজিয়া তাথে কর পরবেশ ।
 দেহ-অনুরূপে তুমি ধর নিজবেশ ।
 শকতি প্রকাশ কর দেহ-অনুসারে ।
 কাঠ অনুরূপ যেন হস্তাশন জলে ।
 তথাপি অসত্য সব তুমি মাত্র সত্য ।
 এক রসময় ধাম তুমি সতে তথ্য ।
 নিরমল মতি যার বিগত সংসার ।
 তারা সব এইরূপ চিন্তয়ে তোমার ।
 কিন্তু পুন তোমার নাথ প্রকৃতি প্রসঙ্গ ।
 বিচারে জীবের কিছু নাহি ভববন্ধ ।
 ভকতি করিয়া জীব তোমার চরণে ।
 এ যৌর সংসার তরে কহে প্রতিগণে ।
 নিজ কথ বিনির্মিত প্রীতি কলেবর ।
 কর্তা হৈয়া জীব তাথে থাকে নিরন্তর ।
 তথাপি তোমার অংশ জীব বন্ধ নয় ।
 সর্বশক্তিধর তুমি সবার আশ্রয় ।

কার্য কারণের জীব না হয় অধীন ।
 দেহে মাত্র থাকে জীব দেহ নহে ভিন ।
 এইরূপ জীবগতি বুঝিয়া পণ্ডিত ।
 সর্বকৰ্ম তোমাতে করিয়া নিয়োজিত ।
 তোমার চরণযুগ ভব-নিবারণ ।
 বুঝিয়া পণ্ডিতজনে করে আরাধন ।
 অর্চন বন্দন সেবা শ্রবন কীৰ্ত্তন ।
 ভকতি সাধিয়া ভব তরে বৃঞ্চজন ।
 তোমাতে জানিতে নাহি কাহার শক্তি । (১)
 তে-কারণে ধর তুমি বিবিধ মুরতি ।
 জীব-পরিজ্ঞান হেতু নানা মুক্তি ধর ।
 নানা অবতারে তুমি নানা লীলা কর ।
 সেই লীলা-চরিত্র-অমৃত-সিদ্ধ জলে ।
 করিয়া মজ্জন পান পরিশ্রম হরে ।
 অপবগ-পদে তার নাহি অভিলষ ।
 ভক্তিরস-সুখে বিসরিল গৃহবাস ।
 তোমার চরণ-সরোরুহ-মধুকর ।
 তার সন্তস্বরসে পাসরে সকল ।
 নর-কলেবর নাথ ভঞ্জন ছুয়ার ।
 নরদেহ ধরি হযে সংসারের পার ।
 হেন দেহ আপনার প্রিয় করি মানে ।
 তুমি আত্মা প্রিয় সখা এ সব না জানে ।
 অসত্য সেবিয়া সে যে নহে শুদ্ধমতি ।
 তোমার পদারবিন্দে নহে তার রতি ।
 আত্মবাসী অসত্য ধ্যেয়ায় ছরাসয় ।
 না ভজে পদারবিন্দ না ঘুচে সংশয় ।
 অসত্য ধ্যেয়ানে নহে শুদ্ধ কলেবর ।
 মহাত্ম্য সংসারে ভ্রময়ে নিরন্তর ।
 সকল ইন্দ্রিয়গণ করিয়া রোদন ।
 দৃঢ়যোগে করি মন পবন সংযম ।
 মুনিগণ চিন্তে যারে হৃদয়-কমলে ।
 বৈরভাবে দৈত্যগণ সতত স্রঙরে ।
 ভোগী ভোগ ভুজয়ণ হৃদয় ধোয়ায় ।
 কামভাবে গোপীগণ সেই কৃষ্ণ পায় ।
 আমি সব প্রতিগণে সেই অনুসারে ।
 চরণ-পঙ্কজ ধরি হৃদয় কমলে ।
 যোগী যোগপথে থাকে চিন্তয়ে ধ্যেয়ানে ।
 বৈরভাবে হেন প্রভু পায় দৈত্যগণে ।

(১) পাঠান্তর,—

“তোমার জানিতে পাবে কাহার শক্তি ।”

কামভাবে চিন্তিয়া রমণীগণ পায় ।
 তে-কারণে ঐতিগণ চরণ ধোয় ।
 ভক্তি বিনে তত্ত্বজ্ঞান না হয় উদয় ।
 ভক্তি বিনে কতো যোগে পরিভ্রাণ নয় ।
 এই সে কারণে ভক্তি কহে ঐতিগণে ।
 কে তোমা জানিব নাথ ভক্তিব্যোগ বিনে ।
 যখন না ছিল কিছু ব্রহ্মা মহেশ্বর ।
 তখনে আছিলে মাত্র আপনে কেবল ।
 এখনে জন্মিঞা তোমা কে জানিতে পারে ।
 ব্রহ্মা উপজিল যার এ নাক্তি-কমলে ॥
 বাহা হনে দেবগণ সৃষ্টি-উপাদান ।
 হেন পরিপূর্ণ তুমি প্রভু ভগবান্ ।
 প্রাণয়ে যখনে সৃষ্টি করিয়া সংহার ।
 অনন্ত শরনে কর কেবল বিহার ।
 স্থূল সূক্ষ্ম তখনে না থাকে কাংগতি ॥
 ন বেদ বেদান্ত শাস্ত্র তক দণ্ডনীতি ।
 অলভ্যের উৎপত্তি বোলয়ে যে জনে ।
 সত্যের মরণ যেবা সত্য করি মানে ।
 আত্মমতে ভেদ যেবা করে নিরূপণ ।
 ব্যবহার সত্য করি বোলয়ে যে জন ॥
 এই সব উপদেশ যে যে জন কহে ।
 আরোপিত মাত্র সব কিছু সত্য নহে ।
 ঈশ্বর ত্রিগুণময় এহ সত্য নয়
 অজ্ঞান কল্পিত মাএ বুধ জনে কর ॥
 জ্ঞানঘন রসময় ব্রহ্ম মাত্র সার ।
 জ্ঞানে নাহি জানি ব্রহ্মজ্ঞানে হয়ে পায় ।
 ত্রিগুণ-অনিত যত মনের বিলাস ।
 সত্য অধিষ্ঠানে করে অসত্য প্রকাশ ॥
 অজ্ঞান-কল্পিত যত দোষি নানাক্রপ ।
 এক ব্রহ্ম সত্যমাত্র ধরে সৰ্বকপ ॥
 অসত্য মানয়ে সত্য সত্য অধিষ্ঠানে ।
 তে-কারণে সত্য বলে তত্ত্বজ্ঞানী জনে ॥
 কনক কিন্নরে যদি হেম-বাণিজার ।
 কনক কিনিতে কিনে হার অলঙ্কার ॥
 হার অলঙ্কার তেজি কনক না কিনে ।
 এইরূপ সত্য সব বলি তত্ত্বজ্ঞানে ॥
 ব্রহ্ম মাত্র সত্য সবে জানিব নিশ্চয় ।
 ব্রহ্ম বিনে তত্ত্বজ্ঞান কতু সত্য নয় ॥
 যে তোমার পরিচর্যা করে নিরবধি ।
 সৰ্বজীবে বৈস তুমি সৰ্বগুণনিধি ॥
 মৃত্যু শিরে পদ ধরে গণন না করে ।
 এ যোর সংসারতাপ দীপা মাত্র তরে ॥

সৰ্বশাস্ত্রে বিদগধ ভক্তিহীন জন ।
 পশুবত বেদপাশে কারয়া বধন ॥
 কৰ্মপথে ভ্রমায় না পায় প্রতিকার ।
 তকতি-বিমুখ তার না হয় নিস্তার ॥
 যে পুন পদারবিন্দে ভক্তিরস ধরে ।
 দৃষ্টিমাত্রে সৰ্বলোকে পরিভ্রাণ করে ॥
 জীব-পরিভ্রাণ কতো নাহি ভক্তি বিনে ।
 কারণ বুঝিয়া ভক্তি কহে ঐতিগণে ॥
 সৰ্বজীবে বসি আমি যদি সত্য হয় ।
 তবে কর্তা ভোক্তা আমি এহো মিছা নয় ॥
 জীবের আমার তবে কি হয় অন্তর ।
 ঐতিগণে মিল তার বুঝিয়া উত্তর ॥
 নাহি কর পদ মুখ প্রবণ নয়ন ।
 ইন্দ্রিয়-বজ্জিত তুমি অনাদি নিধন ॥
 সৰ্বজীব-শক্তি তুমি পরকাশ কর ।
 সৰ্বময় পতু তুমি সৰ্বশক্তিধর ॥
 এই সে কারণে ইন্দ্র আদি দেবগণে ।
 বলি সমর্পণে করে অভয় চরণে ॥
 অঙ্গ ভব মায়াদেবী সঙ্গিততে ভজে ।
 চক্রবর্তী রাজা যেন রাজাগণে পূজে ॥
 যে যে দেব নিয়োজিত যে যে অধিকারে ।
 ভয়ে চমকিত হৈয়া সেই কথ্য করে ॥
 আজ্ঞা পরিপালন তোমার আরাধন ।
 সৰ্বদেবপতি তুমি সত্যের জীবন ॥
 যখনে প্রকৃতি সঙ্গে বিহর আপনে ।
 স্বাবর অজয় যত জনমে তখনে ॥
 তোমার দৈক্য মাত্রে কারণ উদয় ।
 কারণগুণযোগে সৃষ্টি নানাক্রপ হয় ॥
 পরম উত্তম তুমি করুণা সাগর ।
 সৰ্বজীবে সম তুমি নাহি নিজ পর ॥
 সৰ্বত্র নিলে প তুমি আকাশ সমান ।
 মন বচনের পর না দেখি প্রমাণ ॥
 নিরালস্য নিরাধার প্রকৃতির পর ।
 সৰ্বজীব-গতি-পতি মহামহেশ্বর ॥
 যদি সৰ্বগত জীব নিত্য নিরাধার ।
 অসংখ্য অনন্ত জীব অজ নির্বিকার ॥
 ঈশ্বর কিঙ্কর তবে না হয়ে নির্ণয় ।
 কে দণ্ড ধরিব তবে কে করিব ভয় ॥
 বস্ত্রগতে সৰ্বজীব নাহি কিছু ভিন ।
 কিন্তু কেহো কার তবে না হয়ে অধীন ॥
 ঐতিগণে তাথে এই করে নিরূপণ ।
 চৌদিকে সকরে যেন আশ্রনের কণা ॥

এইরূপে পূর্ণ তুমি মহা জ্যোতির্শ্বর ।
 তোমা হনে সর্বজীবের উৎপত্তি হয় ॥
 তুমি সে পালন কর তুমি কর নাশ ।
 তোমা হনে সর্বজীবের শক্তি-পরকাশ ॥
 ব্রহ্ম করি সর্বজীব বুলি তে-কারণে ।
 ভিন্ন ভিন্ন সর্বজীব নহে তোমা হনে ॥
 পিতা হনে কিছু পুত্রের অন্তর
 তে-কারণে ব্রহ্ম বুলি সব চরাচর ।
 সর্বজীবগতি পতি প্রকৃতির পর ॥
 তুমি আদি অন্ত মধ্য মহামহেশ্বর ॥
 যে বোলে বিবাদ করি লঞা তর্ক বল ।
 ঈশ্বরের সহে নাহি জীবের অন্তর ॥
 সে কিছু না জানে তব্ব বোলে তর্ক ধরি ।
 ঈশ্বর কিঙ্কর দুই বোলে এক করি ॥
 যে বোলে আমি সে জানি সে কিছু না জানে ।
 তার মত শুদ্ধ নহে বোলে অভিমানে ॥
 যে বোলে না জানি মুঞি সেই সে পণ্ডিত ।
 অন্তর পদারবিন্দে সকল বিদিত ।
 প্রকৃতির উৎপত্তি না হয় ঘটনা ।
 পুরুষের জনম না করি নিরূপণা ॥
 পুরুষ-প্রকৃতি পর অজ সনাতন ।
 কোনমতে নাহি ঘটে দোহার জনম ॥
 কাহারে বুলিব জীব জনম কাহার ॥
 কাহার মুকতিপদ কাহার সংসার ।
 প্রতিগণ তাতে এই করে নিরূপণ ।
 প্রকৃতি পুরুষ যোগে জীবের জনম ॥
 জলের বদ্বন্দ্ব বেদন নহে জল বিনে ।
 পবনে সঞ্চার যেন চলয়ে পবনে ॥
 বিনি জল পবনে না হয় বদ্বন্দ্ব ।
 প্রকৃতি পুরুষ বিনে নহে সর্বভূত ॥
 তোমা হৈতে প্রকৃতি পুরুষ উপাদন ।
 প্রকৃতি পুরুষ হৈতে জগত নির্মাণ ॥
 এলয়ে সকলে তুমি থাক অবশেষ ।
 প্রকৃতি পর্যাঙ্ক করে তোমাতে প্রবেশ ॥
 নদ নদী প্রবেশিয়া সাগরের জলে ।
 আপনার নাম শুণ আপনে পাগরে ॥
 নানা পুষ্পরস যেন মধুরসে যেলি ।
 মধুর হয় যেন আপনা পাসরি ॥
 এইরূপ সকল তোমাতে পরবেশ ।
 তোমা বিনে কিছুই না থাকে অবশেষ ॥
 তোমা হতে হয় সব জীব উত্পন্ন ।
 এলয়ে সকল করে তোমাতে নিধন ॥

কল্পে কল্পে ভ্রমে জীব এ ঘোর সংসারে ।
 ভক্তিবোধে বিনে কেহো সংসার না ভরে ॥
 বুঝিয়া জীবের গতি মহাবুদ্ধজনে ।
 ভকতি করিয়া দুই ভয় চরণে ॥
 ত্রিত্ববনে ভক্তিবোধে করিয়া বিস্তার ।
 লীলাষাট্রে হয়ে ঘোর সংসারের পার ॥
 যে পুন পদারবিন্দে পরিচর্যা করে ।
 তার কি সংসার ভয় হয় কোন কালে ॥
 কালচক্র তোমার কেবল ভূকুণ্ডল ।
 ভকতিবিমুখ জনে বাচায় তরঙ্গ ॥
 ভকতজনের কভো নাহি কালভয় ।
 ভকতবৎসল তুমি হেন কৃপাশয় ॥
 ভক্তিবোধে নহে কভো গুরুরূপা বিনে ।
 তে-কারণে গুরুসেবা কহে শ্রুতিগণে ॥
 সকল ইন্দ্রিয়গণ করিঞা বোধন ।
 যতন করিয়া করি পবন সংযম ॥
 চঞ্চল দুষ্কার ঘোর মন তুরঙ্গম ।
 বিবিধ উপায় যদি করয়ে দমন ॥
 গুরু-রণারবিন্দে দূরে পরিহরে ।
 বিবিধ যতনে মন নিবারিতে নায়ে ॥
 বিনি গুরু উপদেশে স্থির নহে মন ।
 গুরু রূপা বিনে কারো না ঘুচে বন্ধন ॥
 কাণ্ডারী তেজিয়া যেন চলে বাণিজ্যার
 সাগরে মজিয়া মরে কভো নহে পার ॥
 স্নাত বিস্ত পশু দার বন্ধু পরিজন ।
 এ সব বিপদপদে কোন প্রয়োজন ॥
 তুমি নাথ থাকিতে সাক্ষাত রসগন্ধু ।
 সর্বজীব প্রিয় আত্মা হষ্ট ধন বন্ধু ॥
 তুমি সর্বরস সুখময় গুণধাম ।
 সত্য করি যে না জানে হয়্যা অগেয়ান ॥
 শ্রীঘরে সুখ সব সত্য করি মানে ।
 তার সুখ কোন কালে নাহি ত্রিত্ববনে ॥
 অশেষ-বিপন্নপদ সহজে নশ্বর ।
 হেন গৃহস্থকে জীব ভ্রমে নিরন্তর ॥
 তোমাকে ভক্তিলে নাথ কি কি সুখ নয় ।
 পরম-পরমানন্দ-সুখ-রসময় ॥
 এই সে কারণে গুরু-উপদেশ ধরি ।
 মহামুনিগণে তব্ব নিরূপণ করি ॥
 তোমার চরণ ধরি হৃদয়-কমলে ।
 মদ মান অহঙ্কার তেজিয়া সকলে ॥
 মহাপুণ্য তীর্থ সব গুরু সন্নিধানে ।
 বেহ মন নিরোজিয়া তোমার চরণে ॥

তুমি আত্মা নিত্য সুখ জ্ঞানীকো বিশেষে ।
 পুনরপি চিত্ত আর নহে গৃহবাসে ॥
 কমা শাস্ত্র ঐধ্যাহর বিবেক বিনাশী ।
 দেবীয়া এ সব দোষ নহে গৃহবাসী ॥
 জগত পবিত্র করে নি পদজলে ।
 তোমাতে ধরিয় মন আনন্দে বিহরে ॥
 পুণ্যতীর্থে পূণ্যক্ষেত্রে করিয়া আশ্রয় ।
 সাধু সঙ্গে এ ঘোর সংসার পার হয় ॥
 সত্য হৈতে উতপন্ন সব চরাচর ।
 যদি হেন কেহো বোলে মানখে সকল ।
 কনককুণ্ডলে যেন নাহি ভিন্ন ভেদ ।
 তর্কবলে সেহো পক্ষ করায় বিচ্ছেদ ॥
 অসত্য না হয়ে সত্য সত্য নহে মিছা ॥
 কুণ্ডল না হয় সত্য হেম মাণসীচা ॥
 কোন ঠাঞি ঘটে সেহো কোন ঠাঞি টুটে ।
 পিতা পুত্রে এক করি বলিতে না ঘটে ॥
 কোন ঠাঞি বিচারিতে সেহো নহে সত্য ।
 সর্প রজ্জু ভ্রমে যেন রজ্জু নহে তথ্য ॥
 সত্য অসত্য দোহে মিলিয়া সংসার ।
 সেহোত না ঘটে কিছু করিতে বিচার ॥
 যে হয়ে সেই সে হয়ে যে নহে না হয়ে ।
 সর্ববাদী মত এহ সত্য নির্ণয়ে ॥
 লোক ব্যবহার-হেতু সকল ভ্রম ॥
 সত্য কিছু নহে যদি বৃষ্টিয়ে মরম ॥
 আক্কেলে আক্কেলে যেন একত্র মিলিয়া ।
 বিপদে বাঢ়ায় পাণ্ড পথ না দেবীয়া ॥
 বেদময়ী তোমার শ্রীমুখ-সরস্বতী ।
 বৃথজন ভ্রমাক্রা করয়ে নানা ভাণ্ডিত ॥
 বেদজড় কক্ষজড় যে হয়ে পণ্ডিত ।
 কক্ষপথে নমাক্রা করয়ে বিমোহিত ॥
 জগত না হয়ে সত্য কেবল নির্ণয় ।
 এই নিরূপণ করি প্রতিপণে কয় ॥
 পূরবে ন ছিল কিছু এ লোকরচনা ।
 প্রলয় অন্তরে হৈব এমন ঘটনা ॥
 অসত্য সংসার সব মনের বিলাস ।
 সম্প্রতি তোমাতে মাত্র করে পরকাশ ॥
 নিত্য সত্য মাত্র তুমি এক রসময় ।
 সত্যযোগে অসত্য সংসার সত্য হয় ॥
 নাম জ্ঞান নানা ভেদ নানা পরকার ।
 মনের বিলাস সব ব্রহ্মমাত্র সার ॥
 বাটরি নির্মিত পাত্র বিবিধ ঘটনা ।
 বাটিমাত্র সার আর এসব কল্পনা ॥

অসত্য সংসার সত্য মানে কুপণ্ডিত ।
 তোমার মায়ায় নাথ সে হয় বঞ্চিত ॥
 যদি বা না হয়ে সত্য অনাদি সংসার ।
 যদি সত্য সহে নাহি সংযোগ তাহার ॥
 তবে কেনে জীবের সংসার-দুঃখ হয় ।
 কোন্ পুণ্য করিয়া জৈম্বর সুখময় ॥
 কে বা কর্ম করে কে বা ভুঞ্জে কর্মফল ।
 প্রতিগণ দিল তাথে উচিত উত্তর ॥
 যখনে জীবের সহে মায়ায় সংযোগ ।
 মায়াবশ হবা জীব করে কর্মভোগ ॥
 দেহের সংযোগে জীব হৈয় দেহময় ।
 অপার সংসার-দুঃখ ভুঞ্জে দুঃখময় ॥
 তুমি পুন নিজ মায়া দূরে পরিহার ।
 অনন্ত ঐশ্বর্য সুখে আনন্দে বিহার ॥
 অঙ্গের কণক যেন ভোজ ফলধর ।
 নিজ সুখে রথে নিঃশব্দ কলবর ॥
 এইরূপে নিজ মায়া দূরে পরিহার ।
 অনন্তমহিমা তুমি আচ্ছাদ্য করি ॥
 যে ভেদে পদারবিন্দ তরে প্রবতয় ।
 না ভজে তাহার কণ্ঠে পরিভ্রাণ নয় ॥
 যদি যতিগণ সুযোগে পরিহবে ।
 চিত্রগত কামজটা উদ্ধারিতে পারে ॥
 যতপি তাহার আচ্ছাদন-কমলে ।
 তথাপি তোমাতে তারা লাভিতে না পারে ॥
 কেহো যেন কণ্ঠগত মণি পারিয়ারা ।
 চাহিতে বেড়ায় যেন আকুল হইয়া ॥
 যোগহলে করে মাত্র ইচ্ছায় তপতি ।
 ইহলোক পরলোকে নাহি তার গতি ॥
 ইহলোকে দুঃখ তার গুটী-ভরণে ।
 পরলোকে না ভিক্ষা তোমার চরণে ॥
 যে তোমাকে জানে প্রভু সর্বক্ষলদাতা ।
 সর্বলোক গতি পতি সাংলোকপিতা ॥
 পুণ্য পাপ তার কিছু নাহি ত্রিভুবনে ।
 স্তম্ভান্ত কর্মফল সে কিছু না জানে ॥
 বিধি নিষেধের পার নাহি কর্মলেশ ।
 সুখ-দুঃখ ভেদ কিছু না জানে বিশেষ ॥
 যুগে যুগে গুরুমুখে উপদেশ ধায় ।
 শ্রবণ কীর্তন কথা শ্রবণান করি ॥
 তোমার পদারবিন্দ ভজে নিরবধি ।
 তুমি প্রিয়বদ্ধ তার অপবর্গ গতি ॥

ধ্যান বোগে নাহি ধরে কর্ম অধিকার । (১)
 প্রবণকীর্তনপর যে জন তোমার ॥
 বিধি নিষেধের নহে সে জন কিস্কর ।
 চরণারবিন্দ মাত্র ভঞ্জে নিরন্তর ॥
 ভক্তি দেখায়া লোকে করয়ে বঞ্জন ।
 সুখভোগ-হেতু যার অন্তরে বাসনা ॥
 ইহলোকে পরলোকে নাহি তার গতি ।
 এই তত্ত্ব নিরূপিয়া কহে সর্বশ্রুতি ॥
 অজতব আদি যত সুরপতিগণে ।
 এ সব তোমার অন্ত ন' পায় ধোয়ানে ॥
 আপনে না জানি তুমি অন্ত আপনার ।
 অন্ত যদি থাকে তবে পার গণিবার ॥
 অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকোটি যাচার অন্তরে ।
 রেণুবন্ত নিরন্তর গতাগতি করে ॥
 এই সে কারণে নাথ সব শ্রুতিগণে ।
 তত্ত্ব নিরূপণ করি কহিতে না জানে ॥
 সন্তানের গুণ অন্ত গণিতে না যায় ।
 নিগুণের কার্য অস্ত্রে সন্ধান না পায় ॥
 নাহি নাহি করিয়া নিষেধ যত দূরে ।
 তথাতে রহিয়া আর ঋণ্ডিতে না পারে ॥
 সেই সে ঈশ্বর করি করে নিরূপণ ।
 এইরূপে সফল তোমাতে শ্রুতিগণ ॥
 তোমা হনে উৎপত্তি তোমাতে নিধন ।
 তোমাতে সকল বেদ বলি তে-কাম ॥
 এইরূপে জ্ঞাত কৈল যত প্রতীকগণে ।
 কহিল নারদমুনি তোমা বিভ্রমানে ॥
 সনকাদি মুনিগণ গ্রামার তনয় ।
 সনন্দন মুখে শুনি ঈশ্বর নির্ণয় ॥
 বুঝিয়া জীবের গতি অনন্তানন্ত মন ।
 সনন্দন পু জয়া চলিলা মুনিগণ ॥
 এই সে অশেষ বেদ পুরাণের সার ।
 মহামুনিগণে কৈল পুরুষ উদ্ধার ॥

(১) পাঠান্তর,—

“জানে বোগে নাহি তার কৰ্মে অধিকার”

প্রজ্ঞা ভক্তি করি তুমি এষ্ট বাণী ধর ।
 পূর্ণকাম হৈয়া পৃথ্বী পথচিন কর ॥
 নয় নারায়ণ মুখে শুনি এষ্ট বাণী ।
 হৃদয়ে ধরিয়া পু চলিলা মহামুনি ॥
 নমো নমো নারায়ণ কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 অমল কমল রি যশ-গুণধাম ॥
 নমো নমো ভক্তবৎসল গুণনিধি ।
 তোমার চরণে রতি চহ নিরবধি ॥
 তবে নরনারায়ণ চর বন্দিত্য ।
 শিষ্য-মুনিগণ পায় পাম করিয়া ॥
 চলিলা নারদমুনি গ্রামার নন্দন ।
 ব্যাসের আশ্রমে গিয়া কৈলা উপসন্ন ॥
 নারদে দেখিয়া পিতা উল্লীয়া সন্তপ্ত ॥
 পাণ্ড অর্থা দিয়া মুনি পুজিয়া বিধান ॥
 আসনে বসিয়া মুনি গ্রামার নন্দন ।
 কহিলা ব্যাসের তর সব নিবরণ ॥
 সেই বেদবাণী শ্রবণে কহিল আমারে ।
 প্রকাশিল আমি রাজা তোমাং গোচরে ॥
 জগতের উতপত্তি পালন নিধনে ।
 যে চরি সাক্ষাতে দেখি লীলায় আপনে ॥
 প্রকৃতি পুরুষপর জীবের ঈশ্বর ।
 যে চরি মায়ায়ে সৃজে সব চরাচর ॥
 সৃজিয়া প্রাণেশ করে ব্রহ্মাণ্ড ভিতর ।
 সেই সে সবার পত্ন সত্ব র ঈশ্বর ॥
 আপনে পালন করে আপনে সংহার ।
 অনন্ত লীলায়ে করে অনন্ত বিহার ॥
 শরণ পশিয়া যার চর-কমলে ॥
 কেবল লীলায় জীব মায়াবদ্ধ তরে ॥
 অবিনাশ-বিনাশ-হতু তত্ত্ব নিবারণ ।
 অপার-সংসার সেতু কৃষ্ণের চরণ ॥
 নিরবধি অতঃ চরণ ধ্যান করি ।
 স্নেহে পার হয় লোক ভববদ্ধ তরি ॥
 অনন্ত চরিত স্মৃতিত শ্রুতিগীতা ।
 সাবধানে শুনি লোক কৃষ্ণগুণ কথা ॥
 তত্ত্বের স্তম্ভ শ্রীগোবিন্দর জান ।
 ভাগবত-আচাৰ্যের মধুরস গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পায়মহন্তাং সংহিতায়াং

বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে সপ্তাশ্চত্বিতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৭ ॥

অষ্টাশীতিতম অধ্যায় ।

শ্রীরাগ ।

রাজা বোলে আর কথা পুছিব তোমায়ে ।
দেব অমুর নর গন্ধর্ব্ব কিঙ্করে ॥
সভেত্রি শঙ্কর ভঞ্জে অমলধাম ।
সুখী ভোগী হয়ে লোক মহাধনবান্ ॥
লক্ষ্মীপতি-গুণনিধি-চরণ ভজিয়া ।
দুঃখ ভোগ করে মাত্র আকিঞ্চন হৈয়া ॥
এ বড় সংশয় গুরু পুছি তে-কারণে ।
বিপরীত ফল দেখি দৌহার ভঞ্জে ॥
অকস্মিৎ বোলে রাজা জিজ্ঞাসিলে ভাল ।
কহিব তোমায়ে সব করিয়া বিস্তার ॥
শঙ্কর ত্রিগুণযুত ধরে অহঙ্কার ।
পঙ্ক্তিযুত হৈয়া সৃজে ত্রিগুণ বিকার ॥
শঙ্কর বিকারময় বুলি তে কারণে ।
সকল সম্পদ মিলে শিবের ভঞ্জে ॥
হরি সে ত্রিগুণহীন প্রকৃতির পর ।
সর্বসাক্ষী পরিপূর্ণ আনন্দসাগর ॥
নিগুণ ভজিলে হয় ত্রিগুণ-বঞ্চিত ।
তে-কারণে আকিঞ্চন বিকাররহিত ।
পিতামহ তোমার আছিল দৃষ্টিগত ।
ধর্ম্মযুত গুণযুত নির্মলশরীর (১)
অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপিয়া নরেশ্বর ।
দ্বিজমুখে ধর্ম্মকথা শুনে নিরন্তর ॥
এই কথা জিজ্ঞাসিল কৃষ্ণের চরণে ।
তুষ্ট হৈয়া আপনে কহিলা নারায়ণে ॥
যত্ববংশে যে হরি করিয়া অবতার
নরলীলা ধরি করি বিবিধ বিহার ॥
বাখে অমুগ্রহ করি হরি তার ধন ।
তবে তাখে তেজি যায় বন্ধু পরিচন ॥
দেখিয়া দুঃখিত তারে বন্ধুগণ ছাড়ে ।
উভোগ করিয়া কিছু করিতে না পারে ॥
তবে ধন করি আর না করে উভোগ ।
অকন্তের সহে রহে করিয়া সংযোগ ॥
তবে অমুগ্রহ আমি করিয়ে তাহারে ।
বৈরাগ্য করিয়া আর উভোগ না করে ॥

নিত্য সত্য ব্রহ্মমাত্র সত্য করি জানে ।
সংসারসাগরে পার হয়ে সেইকণে ॥
এত দুঃখে আমারে করিয়া আরাধন ।
দুঃখভোগ করে মাত্র হইয়া অকিঞ্চন ॥
আমাকে তেজিয়া লোক এই সে কারণে ।
শঙ্কর ভজিতে সেবা করে দৃঢ় মনে ॥
রাজ্যপদ সম্পদ লভিয়া মহাধন ।
বর পাঞা আমাকে পাসরে মূর্খজন ॥
সর্বফলদাতা আমি সর্বভূতে বসি ।
সর্বময় প্রভু আমি সর্বগুণরাশি ॥
ধনমদে মত্ত হৈয়া আমাকে পাসরে ।
শঙ্করকিঙ্কর হৈয়া অবজ্ঞান করে ॥
শাপ বরদাতা প্রভু তিন সুরেশ্বর ।
ব্রহ্মা নারায়ণ আর আপনে শঙ্কর ॥
দণ্ড অমুগ্রহ শিরে করে সেইকণে ।
তুষ্ট রুষ্ট হয়ে শিব অন্ন দোষ-গুণে ॥
নতু ব্রহ্মা প্রজাপতি দেব ত্রীনিবাস ।
ইহাতে কহিব এক পূর্ব ইতিহাস ॥
বৃকাসুরে বর দিয়া প্রভু মহেশ্বর ।
সঙ্কটে পড়িা শিব ভ্রমিলা বিস্তর ॥
আছিল শকুনি নামে এক মহাসুর ।
বৃকনামে তার পুত্র দুঃস্বপ্ন নিষ্ঠুর ॥
নারদে দেখিয়া পথে পুছিল বিনয়ে ।
অন্ন গুণে শীত্র তুষ্ট কোন্ দেব হয়ে ॥
নারদ কহিল তুমি সর্বসক্তি বাব ।
শিব সন্তোষিয়া তুমি শঙ্কর আরাধ ॥
অন্ন গুণে অন্ন দোষে কিন্তু অন্নকালে ।
তুষ্ট রুষ্ট হয়ে শিব বিচার না করে ॥
দশগ্রীব বাণরাজা ভজিল কপটে ।
অতুল ঐশ্বর্য দিয়া পড়িল সঙ্কটে ॥
এ বোল শুনিঞা বৃক হরষিত মনে ।
স্মৃতিতে চলিল দৈত্য শিব-আরাধনে ॥
কাটিয়া অন্দের মাংস মাখিয়া কথিরে ॥
নিরবধি পোড়ে দৈত্য অলস অনলে ॥ (১)

(১) পাঠান্তর,—

“সর্বগুণযুত তেঁহো পবন সুখী” ।

(১) পাঠান্তর,—

“সত্য হবিল দৈত্য বলস্বত আনন্দ” ।

সাতদিনে না পাঞে শঙ্কর-দর্শন ।
 খোজো শির কাটিতে তুলিল ততক্ষণ ॥
 মহাকারণিক শিব উঠিয়া সম্মুখে ।
 হাথে হাথ ধরিয়া রাখিল সেইমনে ॥
 শিব-পরশনে হৈল সর্বদা সুন্দর ।
 বর মাঙ্গ বলিয়া বলিলা মহেশ্বর ॥
 তুষ্ট হইলাঙ আমি কেনে এথা হুংব কর ।
 সেই সেই বর দিব যত নিতে পার ॥
 তবে বর মাঙ্গে বুক পাঁপা দুরাচারে ।
 যার মাথে হাত দেও সেও যেন মরে ॥
 এ বোল শুনিঞা শিব চুঃখিত অন্তরে ।
 বর দিঞা বুক সন্তোষিল মহেশ্বরে ॥
 উঠিয়া কি বোলে দৈত্য শুন ভূতনাথ ।
 বুকিব তোমার মাথে দিয়া নিজ হাথ ॥
 পরীক্ষা করিঞা তবে চলিব হেথা হনে ।
 এ বোল শুনিঞা শিব ভয় পাইল মনে ॥
 তরাসে পালায় শিব কম্পতশরীর ।
 শঙ্করে খেদিঞা লঞা যায় মহাবীর ॥
 যতেক পৃথিবীতল আকাশমণ্ডল ।
 দশ দিগ নদ নদী পর্কিত সাগর ॥
 সুরলোক নাগলোক সপত পাতাল ।
 পলায় শঙ্কর দেব না পায় নিস্তার ॥
 তদ্ব না জানিয়া লোক বহে নিশবদে ।
 পলায় শঙ্কর দেব পড়িয়া প্রমাদে ॥
 শঙ্করে বিহ্বল দেখি প্রভু দয়াশীল ।
 দ্বিগ্বটু-বেশ ধরে সুলক্ষ্মশরীর ॥
 দণ্ড কমণ্ডল ধরে অজিন যেনলা ।
 জলন্ত আনল যেন পরে অক্ষয়াল ।
 আগুবাড়ি কৈল গিয়া অমুর-সন্তাষা ।
 বিনয় বচনে কৈল কুশল জিজ্ঞাসা ॥
 কহ কহ বৃকাসুর খেদ পরিহর ।
 কি কাজ তোমার কেন বিগ্রাম না কর ॥
 কি কাজ কোথাতে বাহ কহত অমুর ।
 দুর্গ বিলজিয়া কেন আইলে এতদূর ॥

কৃষ্ণের অমৃতময় স্নানিয়া বাচন ।
 কহিল সকল কথা শকুনি-নন্দন ॥
 তবে কৃষ্ণ বোলে বুক না করিলে ভাল ।
 শিবের বচনে আছে প্রতীত কাহার ॥
 যে শিব দক্ষের শাপে প্রেতবেশ ধরে ।
 ভূত পেত সঙ্গে করি আশানে বিহরে ॥
 যদি তার বাক্য থাকে প্রতীত তোমার
 শিরে হাথ দিয়া দোষ বুঝ আপনার ॥
 অসত্য বচন যদি শঙ্করের হয় ।
 তবে তুমি মারিহ শঙ্কর দুরাশয় ॥
 পুনরপি আর যেন অসত্য না বোলে ।
 দেখর-সেবক যেন এত না ভাড়ে ॥
 কৃষ্ণের অমৃত-বাণী মধুর ভাষণে ।
 ভরমে বিচার করি না বুকিল মনে ॥
 আপনার মাথে তুলি দিল নিজ হাথ ।
 ভয় হৈল বুক যেন হৈল বজ্রপাত ।
 নমো নমো জয় জয় শব্দ গগনে ॥
 সাধু সাধু শব্দ হৈল পুষ্প বরিষণে ॥
 দেব ঋষি পিতৃগণ গন্ধর্ব্ব কিয়র ।
 বাজন নাচন কৈল বিবিধ মঙ্গল ॥
 পুরুষ পুরাণ হরি গুণের নিধান ।
 পুনরপি আসিয়া শিবের সন্নিধান ॥
 শুন শুন মহাদেব দেখিল নরানে ।
 আপনার পাপে পাঁপী মজিল আপনে ॥
 মহাজনে পাপ করি কে তরিগতে পারে ।
 বিশেষে জগৎভ্রষ্ট তুমি মহেশ্বরে ॥
 অমোঘ-বিহার হরি অনন্ত-শক্তি ।
 অশেষ করুণানিধি সুরগণ পতি ॥
 শিবের লুট হরি কৈল পরিজ্ঞাপ ।
 যেবা কহে যেবা শুনে এ গুণ্য আখ্যান ।
 সর্বপাপ হরে তার ভব-বিমোচন ॥
 রিপুক্ষয় মিত্রজয় বৈকুণ্ঠে গমন ॥
 জান গুরু-গদাধর ধীরশিরোমণি ।
 ভাগবত আচায্যের প্রেমভরঙ্গিণী ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং

বৈরাগিক্যাং দশমস্কন্ধে অষ্টাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৮ ॥

উন্নতবীতিতম অধ্যায় ।

মল্লার রাগ ।

তকমুনি বোলে রাজ্য কর অবধান ।
 অদভূত কথা কহি তোমা বিদ্যমান ।
 সরস্বতী নদীতীরে পুণ্য তপোবন ।
 মহা যজ্ঞ করে তথা মহা মুনিগণ ।
 বিতর্ক উঠিল তথা মুনির সমাজে ।
 কে বড় ঈশ্বর তিন ঈশ্বরের মাঝে ।
 জিজ্ঞাসা করিতে তৃপ্ত প্রকার কুমার ।
 পাঠাঞা দিলেন্ত তাঁরা তত্ত্ব জ্ঞানিবার ।
 সতালোকে গেলা তত্ত্ব প্রকার সদনে ।
 লাগাঞা রহিল গিয়া এক-বিভ্রমানে ।
 প্রণাম স্থবন তৃপ্ত না কৈল কপটে ।
 পন্নীক্য করিতে গিয়া তৈলা নিকটে ।
 জুড় হৈল ব্রহ্মা যেন অগস্ত আনল ।
 পাছে ক্রোধ সঘারল মনের ভিতর ।
 পুত্র দেখি কৈল ব্রহ্মা তৈল সমাধান ।
 তবে তৃপ্ত মুনি গেলা শিব বিভ্রমানে ।
 কৈলাস পর্বতে গিয়া দেখিল শঙ্কর ।
 তৃপ্ত দেখি শিবদেব উঠিল। স্তব ।
 তৃপ্তযুগে ধরি হর দিল আলিঙ্গন ।
 বুঝিয়া উত্তর দিল তৃপ্ত তপো ন ।
 উন্নতবেশ শিব অট্টা ভঙ্গ্য ধরে ।
 তার সহ কোলাহুলি কি করিতে পারে ।
 ক্রোধ কৈল শিবদেব ঘূর্তি লোচন ।
 তুলিল শিশু যেন দীপ্ত চতান ।
 চরণে ধরিয়া দেবী রাখিল পার্শ্বতী ।
 বৈকুণ্ঠে চলিয়া তৃপ্ত গেলা শৌভ্রগতি ।
 লক্ষী সহে প্রভু যথা দেব জনাধিন ।
 বণি-সিংহাসনে আছে কারিয়া শয়ন ।
 তথা গিয়া উত্তরিলা তৃপ্ত মহাশক্তি ।
 যারিল প্রভুর একে দৃঢ় এক লাগি ।
 সম্মুখে উঠিয়া তবে লক্ষী নারায়ণ ।
 শিরে ধরি দৌড়ে কৈল চরণ বন্দন ।
 আগন্ত বচনে হরি বসায়্যা আগনে !

চরণে ধরিয়া বোলে বিনয় বচনে ।
 না জানিহা কৈল দোষ ক্ষেম একবার ।
 পদজল দিয়া কর এ লোক উদ্ধার ।
 পুণ্যতীর্থে তীর্থ করে বিপ্রপদ-জল ।
 ছেন জল ধরি আজি শিরের উপর ।
 তোমার চরণ-চিহ্ন একস্থলে ধরি ।
 আজি সে বৈকুণ্ঠ পদে হৈল অধিকারী ।
 একান্ত সম্পদ পদে হৈল প্রভুবনে ।
 সর্বলোকপুণ্য একা হৈল আজি হনে ।
 প্রভুর বচন শুনি তত্ত্ব যোগেশ্বর ।
 নিশেধে গেলা কিছু না দিলা উত্তর ।
 পুনরপি গেলা তত্ত্ব যথা মুনিগণ ।
 আদি হনে কাঁচল সকল বিবরণ ।
 তৃপ্ত বচন শুনি ভাবিল বিশ্বয় ।
 তুই হৈল মুনিগণ বাহুল্য সশয় ।
 হরি সে সভার প্রভু সভার প্রধান ।
 শাস্তি দিয়া ধর্ম যথ নিয়ম জ্ঞান ।
 চতুর্দিক বৈরাগ্য প্রদয়া অষ্টনিধি ।
 সর্বশক্তি বৈসে যথ যথ নিরবধি ।
 স্তম্ভদণ্ড শাস্ত দাত্ত মুনি আকিঞ্চন ।
 সমাচিত সর্বচিত্তেতে সাধুজন ।
 এসতের গাঁত পতি সভার আশ্রয় ।
 ইষ্টদেব বিপ্র যান লভ সন্ময় ।
 অকিঞ্চন প্রিয়জন দেবের ছেবতা ।
 অশেষ সম্পদলভ গাঁথের বিধাতা ।
 এতেক বচন বলি মহামুনিগণ ।
 তকতি করিঞা কৈল কৃষ্ণ আরাধন ।
 কৃষ্ণপদ আরাধিয়া হৈল কৃষ্ণময় ।
 কহিল তোমাণে রাজ্য ঈশ্বর নির্ণয় ।
 ব্যাসহৃত-মুখ শে কৃষ্ণ-বিগলিত ।
 হরিকথা-সমুদয়-বচন অমৃত ।
 নিরবধি পান করে শ্রবণ-বিশ্বরে ।
 গতাগতপ্রব তার ভদ্র বধ হরে ।

আর এক কথা শুন রাজা পরীক্ষিত ।
 দ্বারকানাথের ধন অদ্ভুত চরিত ॥
 এক দিন দ্বারকাতে ব্রাহ্মণের ঘরে ।
 জনমিঞা মাত্র পুত্র মেল সেইকালে ॥
 মরা পুত্র লঞা গেল রাজার দুয়ারে ।
 বিলাপ করিয়া বিপ্র কান্দে উচ্চস্বরে ॥
 ব্রহ্মঘাতী শঠমতি লোভা দুরাচার ।
 ছেন পাপী দ্বারকামণ্ডলে মর্দনপাল ॥
 তার কন্দলোবে মোর পুত্র মর্দন বায় ।
 ছুট রাজা ভজিয়া প্রকার দুঃখ পায় ॥
 হিংসক দুঃখী রাজ হৈল এনা দেশে ।
 জনমিঞা পুত্র মোর মৈল তার দোবে ॥
 এইরূপে করি বিপ্র করণ রোদন ।
 পুনরপি ঘরে গিয়া রাহিল ব্রাহ্মণ ॥
 ছুই তিন চার পী জন্মিল কুমার ।
 জনমিঞা মাত্র পুত্র মরে বায়ে বার ॥
 নয় পুত্র মৈল যদি এই পদবাসে ।
 পুত্র লঞা গেল বিপ্র রাজার দুয়ারে ॥
 উচ্চস্বরে কান্দে বিপ্র বিলাপ করিয়া ।
 অর্জুনে আসিয়া বোলে বিপ্র সম্ভাষিয়া ॥
 কেনে বিপ্র কান্দিছ রাজার মর্দনকারে ।
 কেহো কি তোমার পুত্রের রাগিতে না পারে ॥
 কেহো কি ইহাতে বীর নাহি নৃপকর ।
 এ সব ক্ষতিয় নহে দ্বিজ-কলেবর ॥
 ব্রাহ্মণে করয়ে শোক যে রাজার দেশে ।
 সে সব নাটুরা মাত্র জীয়ে ক্ষতিবেশে ॥
 আমি পুত্র আনি দিব ব্রাহ্মণ তোয়ার ।
 প্রতিজ্ঞা করিয়া আমি কেল অঙ্গীকার ॥
 যদি পুত্র আনিতে না পারি বিজ্ঞমানে ।
 তবে আমি প্রবেশিব দাপ্ত গুতাশনে ॥
 অর্জুনের এত বাণী শুনিয়া শ্রবণে ।
 প্রতীত না গেল বিপ্র এ সব বচনে ॥
 আপনে সাক্ষাতে যাথে কৃষ্ণ বলরাম ।
 প্রহ্লাদ সাক্ষাতে অমুকুচ্ছ বলবান ॥
 এ সব যে কর্ম না পারিল সাধিবার ।
 সে কর্ম করিতে আছে শক্তি কাহার ॥
 কহিল অর্জুন তুমি সব আগোয়ানে ।
 প্রতীত না যাই আমি এ সব বচনে ॥
 বিপ্রের বচন শুনি বোলে ধনঞ্জয় ।
 আমার বচনে বিপ্র না কর সংশয় ॥
 প্রহ্লাদ না হই আমি নহি কৃষ্ণ রাম ।
 অনিচ্ছ নহি আমি অর্জুন বলবান ॥

গাভীর আমার ধনু ধরি মহাবল ।
 সময় করিয়া আমি তুঘিল শকর ॥
 যম জিনি আনি দিব তোমার তনয় ।
 ঘরে চল বিপ্র তুমি না কর বিষয় ॥
 অর্জুনের বচন শুনিঞা দ্বিজবর ।
 পত্নী মনিঞা চিহ্নে গেল নিঃস্বর ॥
 কথোদিত বাহ তবৈ পুত্রের ব্রাহ্মণী ।
 অপত্য পুত্র হৈব তেন কাল জানি ॥
 অর্জুনের ঠাণ্ডি বিপ গেল অরাতার ।
 রক্ষ রক্ষ মহাবীর চল শীঘ্র কার ॥
 শুনিঞা চলিল বীর পাতুর নন্দন ।
 কর পদ পাতালিব বৈল আশ্রয়ন ॥
 শিবদেব চরণে করিয়া নমস্কার ।
 অংকণ পুরিয়া দিল ধনুবে টঙ্কার ॥
 স্মৃতিঘরে কৈল বীর শর-বারষণ ।
 চৌদিকে ক্রুদ্ধন ঘর কুণ্ডীর নন্দন ॥
 ক্রুদ্ধিল স্মৃতিকাঘর শরের পঙ্করে ।
 ব্রাহ্মণী প্রসব হৈল তেন অবসরে ॥
 ভূমিতে পড়িয়া মাত্র ব্রাহ্মণ-কুমার ।
 সশরীরে অন্তরাক্ষ হইল তৎকাল ॥
 বিপ্র বোলে দেখ মোর মর্দন বিপরীত ।
 নপুংসক অর্জুনের বচনে প্রতীত ॥
 আপনে শ্রীহার যাথে পুত্র বলরাম ।
 অনিচ্ছ প্রহ্লাদ যাহাতে বিজ্ঞমান ॥
 যে কর্ম করিতে নহে এ সব ভাজন ।
 কে হয় অর্জুন তাথে বৃদ্ধীর নন্দন ॥
 বিকৃষ্টিকৃষ্ণ তোর দিক্ দিক্ বল ।
 নপুংসক হৈয়া তোর গর্ভে এত বড় ॥
 আরে রে অর্জুন তুঁঞি হেন সে দৃশ্যতি
 দৈব নিয়োজিত কাজে করিস্ শক্তি ॥
 এইরূপে গালি দিতে ব্রাহ্মণ রহিল ॥
 মনে দুঃখ পাঞা তবে অর্জুন চলিল ॥
 কামগতি মহাবিন্দা অবলম্ব করি ।
 ভরিতে চলিল বীর সংযমণী-পুরী ॥
 যমপুরী সংযমণী করিয়া প্রবেশ ।
 চাহিতে চাহিতে বীর না পায় উদ্দেশ ॥
 তবে ইন্দ্রপুরী গেলা তবে অগ্নিপুরী ।
 তবে মৃত্যুপুরী গিয়া চাহিল বিচারি ॥
 বক্রেশ্বর পুরী চাহি শবনের পুরী ।
 তবে বিচারিল গিয়া কুবেরনগরী ॥
 শিবপুরী বিচারিয়া পশিল পাতালে ।
 সপ্ত পাতাল চাহি উঠিলা সত্বরে ॥

তবে বর্গ বিচারিলে চাহিল সকল ।
 না পায়্যা ব্রাহ্মণ স্নাত দুঃখিত অন্তর ।
 দ্বারকা ভুবনে বীর আইল বাহুড়িয়া ।
 কুণ্ড করি আগুনি জ্বালিল কাষ্ঠ দিয়া ॥
 প্রবেশ করিব গিয়া দীপ্ত হত্যাশনে ।
 নিষেধ করিয়া কৃষ্ণ রাখিল আপনে
 না কর অর্জুন তুমি আগুনি-পবেশ ।
 বিষাদ না এর মনে না ভাবিহ ক্রেশ ॥
 আনিঞা দেখাব আমি ব্রাহ্মণকুমার ।
 ভুবন ভরিয়া যশ রাখিব তোমার ॥
 এতেক বচন বুলি শ্রীমদ্বন্দন ।
 অর্জুনে তুলিয়া রথে কৈলা আরোহণ ॥
 চলিলা পশ্চিম দিগে অ কাশমণ্ডলে ।
 শূন্ত পথে যায় হরি রং উপরে ॥
 সপ্তদ্বীপ তরি গেলা সপত সাগর ।
 সপ্তদ্বীপ লোকালোক তরিয়া সকল ।
 মহাতমে প্রবেশিল ঘোর অন্ধকার ।
 না চলে রথের ঘোড়া না হয়ে সক্ষার ॥
 নিজ পাশে মহাচক্র দেখি ভগবান্ ।
 আজ্ঞা দিল চক্র তুমি হও আগুয়ান ।
 সূর্য্যকোটি সম চক্র আগু চলি যায় ।
 নিজ তেজে ঘোর তম কাটিয়া পলায় ॥
 যেন মন-পবন সক্ষার তৎকাল ।
 সেইরূপ চলে চক্র কাটি অন্ধকার ॥
 দুই পাশে তম কাটি দুই ভাগ করে ।
 সেই পথে চলে রথ চক্র অহুসারে ॥
 তবে এহা জ্যোতির্ময় প্রকাশ স্বরূপ ।
 সূর্য্যকোটি বারুকোটি নিকপম রূপ ॥
 দেখিয়া অর্জুন তবে মুদিল নমন ।
 রথোত্তে পড়িয়া বীর হেল অচেতন ॥
 তিলেকে তরিয়া তেজ গেলা হৃষাকেশ ।
 অশার সাগরতলে কৈল পরবেশ ॥
 তরঙ্গ কল্লোল কোলাহল আঁতশয় ।
 তার মাঝে এক পুরী মহামণিময় ॥
 সূর্য্যকোটি জিনি মণি-মন্দির উজ্জয় ।
 তার মাঝে মণি-সিংহাসন মনোহর ॥
 অনন্ত ধরনীধর সহস্র-বদন ।
 কণীমণি বিরাজিত বিলোললোচন ॥
 মৃণাল-ধবল গৌর কলেবর শোভা ।
 চক্রেকাটিনুশীতল সূর্য্যকোটি আভা ॥
 হেন মহা অমৃতাব অনন্ত শয়নে ।
 শয়ন করিয়া হরি আছেন আপনে ॥

নবধন জলধর শ্রীম-কলেবর ।
 গণ্ডবৃগ-বিলসিত মকর-গুণ্ডল ॥
 প্রকল্প কমলদল নয়ন বিশাল ।
 কৃষ্ণিত কুন্তল জাল বিলোলতমাল ॥
 কচির মধুর হাস মুদিত বদন ।
 মণিময় বিলসিত বিবিধ ভূষণ ॥
 আজ্ঞাহু পথান্ত অষ্ট ভূজ বিদ্যাজিত ।
 শ্রীবৎস কোমল বনমালা বিলসিত ॥
 নন্দ শুনন্দ আদি পারিষদগণে ।
 চক্রে আদি যত অস্ত্র ইয়া মুর্ত্তিমান ॥
 অষ্টশক্তি মুর্ত্তিমতী হৈরা অষ্টাঙ্গি ।
 অষ্টৈশ্বর্য্য মুর্ত্তি ধরি সেবে অষ্টানধি ॥
 এইরূপে দেবদেব দোহ ভগবান্ ।
 আপনার তরে কৈল আপনে প্রণাম ॥
 দাণ্ডায়া সম্মুখে রহে শিরে কর ধরি ।
 অর্জুন সঙ্কমে রহে দণ্ডবত কার ॥
 তবে দেবদেব সুরপতি-শ্রীমোমি ।
 কীৰ্ত্তিত হাসিয়া প্রভু বোলে কোন বাণী ॥
 এই দশ দ্বিজসুত লইয়া চল যাটে ।
 আপনে আনিয়া আমি রাখিল নিকটে ॥
 এত কর্ম্ম কৈল তোমা-সভা দেখিবারে ।
 তুমি সব জনামলে অংশ অবতারে ॥
 অম্বর বাধিয়া ভার পৃথিবীর হরি ।
 আমার নিকটে গিয়া রহ শত্রু করি ॥
 যতপি সাক্ষাৎ তুমি পূর্ণ ভগবান্ ।
 তথাপি ধরিহ নরনারায়ণ নাম ॥
 আকল্প পথান্ত তপ বদরিকাশ্রমে ।
 লোক-পরিজ্ঞান-হেতু কর দুই জন ॥
 এতেক বচন শুনি শ্রীহারি অর্জুনে ।
 প্রণাম করিয়া দেবদেবের চরণে ॥
 আজ্ঞা শিরে ধরি দশ পুত্র তুলি রথে ।
 পুনরপি দ্বারকা চলিলা সেই পথে ॥
 দশ পুত্র লঞা দিল ব্রাহ্মণ গোচরে ।
 অর্জুনে পাঠায়া প্রভু গেলা নিজ ঘরে ॥
 আশ্রয় দেখিয়া মনে পাইল বড় ডর ।
 বিষয় ভাবিয়া কিছু না দিল উত্তর ॥
 বুঝিল অর্জুন মনে এই সে নিশ্চয় ।
 কৃষ্ণ অহুগ্রহ বিনে কিছুই না হয় ॥
 এইরূপে নানা লীলা করয়ে শ্রীহারি ।
 নানা যজ্ঞ নানা দান নিতি নিতি করি ॥
 জীবমায়ে দেই প্রভু দিবা অরণ্যপান ।
 ব্রাহ্মণ ভোষণ করে দিয়া নানা দান ॥

যথাবিধি বথাকালে স্বাশ্রম আচার ।
লোক বুঝাইতে করে এত পরকার ।
কামভোগ করে হরি জীবনত হইঞা ।
বুঝার সকল লোকে আপনে করিয়া ।
ধর্ম সংস্থাপন-হেতু করে এত কর্ম ।
অনন্ত মহিমা তার কে বুঝিবে মর্ম ॥

ভাগবত-আচার্যের মধুরস বাণী ।
নরনারায়ণ-লীলা শ্রেয়স্তরঙ্গিনী ॥ (১)

(১) পাঠান্তর,—

“পণ্ডিত-মুকুটমণি গদাধরজান ।
ভাগবত-আচার্যের মধুরস-গান ।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংসভ্যং সংহিতায়াং
বৈরাগিক্যাং দশমস্কন্ধে উননবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৯ ॥

নবতিতম অধ্যায় ।

কেদার রাগ ।

এইরূপে বৈসে হরি দ্বারকামণ্ডলে ।
অশেষ সম্পদধাম মন্দিরে মন্দিরে ।
বৃষ্ণিগণ যদুগণ সর্বত্র বেষ্টিত ।
নবীন-যৌবন-নারীগণ বিরাজিত ।
ঘরের উপরে ঘর শত শত তালা ।
তথা তথা রহি দিক্য নারীগণ খেলা ।
মদমত্ত গজগণ ঘন পরকাশ ।
রাজপথ পুরপথ নাহি অবকাশ ।
অলঙ্কৃত ভটগণ পবন-সঞ্চার ।
চকতি চকল গতি ঘোড়া পাটোয়ার ।
কনকনির্মিত রথ তড়িতের (১) আতা ।
বন উপবন দৌষি সরোবর শোভা ।
নির্নাদিত খগা ভৃঙ্গ শব্দ মধুর ।
সুভূষিত সুধুপিত প্রীতি পুরে পুর ।
বোড়শ সহস্র দেবী এক ভগবান্ ।
বোড়শ সহস্র রূপে রহে স্থানে স্থান ।
কনক নির্মিত নন্দনদী সরোবর ।
কুল উৎপল কল্ল কুমুদ কমল ।
তরলিত বিমলিত সুবাসিত জল ।
অলিকুল শব্দ বিহগ কোলাহল ।
জলকেলি করে হরি রমণী-রমণ ।
অন-বিনিহিত-মৃগমদ বিলেপন ।
গন্ধর্বে কিয়রে গায় নাচে বিদ্যাধরী ।
মৃত মাগধগণ সেবে স্তুতি করি ॥

দেবীগণে চর্খের মোটরী (১) ভরি ভরি ।
জল ছিটাইটি করি করে জলকেলি ।
জলকেলি করে হরি রমণী-সমাঝে ।
বক্ষরাজ খেলে যেন যক্ষিকার (২) মাঝে ।
অনবিনিহিত তনু বসন বিলাস ।
কিঞ্চিত বিদিত কুচতট পরকাশ ।
গলিত কবরী ভার বিনিহিতমাল ।
ঘোড়িত মোটরী কর ঘটন সঞ্চার ।
সমুদিত কামশর জর জর অঙ্গ ।
বিকসিত মুখ সরোরুহবর ভঙ্গ ।
এইরূপে জলকেলি করে যদুরায় ।
রমণীমণ্ডলে হরি আনন্দে খেলায় ।
নর্তক নর্তকীগণ বসন ভূষণে ।
গুণিগণ পূজে মহাধন অন্নপানে ।
আপনে রমণীগণ রমিয়া রমায় ।
নিজ পদপত-চিস্ত পীরিত্তি বাচায় ।
রমণী-রমণে নাহি তিলেক বিচ্ছেদ ।
নিদ্রা অবসরে করে বহুবিধ খেদ ।
নানাতাবে দেবীগণ কৃষ্ণ আরাধিয়া ।
কৃষ্ণে শ্রবেণিল তারা কৃষ্ণময়ী হৈয়া ।
শঙ্কর বিরিকি আদি মহাযোগেশ্বর ।
ঈশ গুণ কীর্তন করয়ে নিরন্তর ॥

(১) মোটরী,—রেচক, জলসেক যন্ত্র
পিচকারী ভেল ।

(২) পাঠান্তর,—“বক্ষির” ।

(১) পাঠান্তর,—“করকের” ।

কেবল শ্রবণে হয়ে রমণীর মন ।
 হেন প্রভু দেবীগণে দেখে অলুপণ ॥
 পতি তাবে পরিচর্যা করে প্রেম ধরি ।
 তা-সভার পুণ্য তপ কে করিতে পারি ॥
 সর্বলোকে পতি-পতি ত্রিজগত-গুরু ।
 গণতবৎসল নিজ জন-কল্লতরু ॥
 হেন প্রভু সাক্ষাতে ভজিল দেবীগণ ।
 কে তার বর্ণিব তপ আছে হেন জন ॥
 এইরূপে গৃহকর্ম করে যত্নবান ।
 আপনে করিয়া কর্ম এ লোক বুঝায় ॥
 ধর্ম অর্থ কাম তিন সাধিবারে পারি ।
 গৃহধর্ম করিব গৃহস্থ অধিকারী ॥
 এই সে কারণে হরি করে গৃহধর্ম ।
 বেদ-বিপ্রমুখ মুখরিত নানা কর্ম ॥
 বোড়শ সহস্র একশত দিব্য নারী ।
 রমণী-রতন শ্রীকৃষ্ণ আদি করি ॥
 দশ দশ পুত্র প্রসবিল একজনে ;
 যার সম বলবীৰ্য নাহি ত্রিভুবনে ॥
 মহাবল পরাক্রম বিক্রমে বিশাল ।
 অষ্টাদশ পুত্র হৈল প্রধান তাহার ॥
 প্রহ্লাদ প্রহ্লাদপুত্র অনিরুদ্ধ নাম ।
 সাধু ভানু বৃহদভানু মধু দীপ্তিমান ॥
 ভানুসুন্দর বৃক আর অরুণ পুষ্কর ।
 বেদবাহু শ্রুতদেব মহাধনুর্জয় ॥
 সনন্দন চিত্রবাহি বীরের প্রধান ।
 বক্রথ শ্রোগোধ আর কবি বলবান ॥
 সভার প্রধান তার কল্পিণী তনয় ।
 বাতুল কৃষ্ণর কন্তা কৈলা পরিণয় ॥
 অমরুদ পুত্র হৈল তাহার উদরে ।
 মহামত্ত অমৃত মাতঙ্গবল ধরে ॥
 কল্পপুত্র কন্তা বিভা কৈল অমরুদে !
 কল্পী-বধ হৈল যাথে বলরাম যুদ্ধে ।
 অমরুদপুত্র বজ্র মহাবল ধরে ।
 বজ্র অবশেষে রৈল যুগল সমরে ॥
 তার পুত্র উপজিল প্রতিবাহু নাম ।
 সুবাহু তাহার পুত্র মহাবলবান ॥
 উপাসন তার পুত্র হৈল মহাবল ।
 তদ্রসেন তার পুত্র মহাধনুর্জয় ॥
 এবংশে জনমে নাহি দরিত্র নির্জন ।
 অন্নপুত্র অন্নবল অন্নপরাক্রম ॥
 অন্ন পরমায়ু যার নহে ধর্মশীল ।
 ভ্রাক্ষণকিঙ্কর নহে নহে মহাবীর

যত্নবংশে জন্ম না লভিল হেন জনা ।
 শঙ্কর বিরিক্তি যার না জানে মহিমা ॥
 শতেক বৎসর ধরি কেহ যদি গণে ।
 গণিতে না পারে তত্ব মহাবুদ্ধজনে ॥
 অষ্ট অশ্বতি শত অধিক তিন কোটি ।
 যত্নকুলে আচাৰ্য্য আছিল মহামতি ॥
 এতেক পণ্ডিত যাথে ছাওয়াল পঢ়ায় ।
 হেন যত্নকুল অস্ত্র কে গণিতে পারি ॥
 অমৃত অমৃত লক্ষ্য সেনাপতি লৈয়া ।
 আছক আছিল যাথে ক্ষতি পতি হৈয়া ॥
 দেবান্নর যুদ্ধে যত সৈন্ত-বধ হৈল ।
 তারার সব রূপরূপ ধরিয়। জন্মিল ॥
 তা-সভার সাহায্য করিতে যত্নবান ।
 যত্নকুলে দেবগণে ভনয় লভায় ॥
 একশত এক বংশ হৈল যত্নকুলে ।
 কত দেব জনমিল কত পরকারে ॥
 যত্নবংশে যত দেব হৈল উতপন্ন ।
 জানিতে প্রমাণ সন্তে এক নারায়ণ ॥
 অনন্ত কিঙ্কর ধরি অনন্তমুক্তি ॥
 তাঁর তত্ব জানে হেন কাহার শক্তি ॥
 আছক আনের কাজ এই যত্নগণে ।
 কিস্তি প্রভুর তত্ব কিছুই না সনে (১) ॥
 শয়ন ভো ন পাং একত্রে গমন (২) ।
 তমু তার তত্ব না জানিল যত্নগণ ॥
 যার গুণ কার্তন সকল তীর্থসার ।
 যত্নকুলে হৈল হেন তীর্থ অবতার ॥
 বৈরাভাবে রিপুগণ করিয়া চিন্তন ।
 কৃত্তময় হৈল কৃষ্ণ করিয়া স্মরণ ॥
 লক্ষ্মীদেবী যারে বংগ করে নিরন্তর ।
 ষাঁর কুপা বাহ্য করে ব্রহ্মা মহেশ্বর ॥
 ষাঁর নাম শ্রবণে ছুরিত বন্ধ হরে ।
 কুলধর্ম প্রকাশিল যে প্রভু সংসারে ॥
 এ কোন বিচিত্র তাঁর হবে কিস্তিতার ।
 কালচক্রে করে ষাঁর ব্রহ্মাণ্ড সংসার ॥
 জয় জয় প্রাণনাথ জগত-নিবাস ।
 জয় জয় দবকী জঠর পরকাশ ॥
 জয় যত্নবর পারিষদ-প্রাণপতি ।
 জয় জয় নিজকুল-নিবাসিত-ধর্মধাতী ॥

(১) পাঠান্তর,—“কভো নাহি জানে” ।

(২) পাঠান্তর,—“আলাপ গমন” ।

অয় অয় চরাচর ছুরিত হরণ ।
অয় অয় ব্রজপুত্রী রমণীরমণ ।
অয় অয় শ্রেয়সিত মুখ-মধুহাস ।
ভয় ব্রজপুরবধু কাম-পরকাশ ॥
পর্যাপর গতি (১) হরি পুরুষপুরাণ ।
যুগে যুগে নিজভক্ত করে পরিজ্ঞান ॥ (২)
একটি লীলাতমু দিব্যরূপ ধরে ।
কর্মজাল-দহন বিচিত্র কর্ম করে ॥ (৩)

(১) পাঠান্তর,—“পর্যাপর পর”,
অপরক “পর্যাপর-পর ।”
(২) পাঠান্তর,—
“যুগে যুগে নিজভক্ত করে পরিজ্ঞান ।”
(৩) পাঠান্তর,—
“একটি পরমানন্দ দিব্যরূপ ধর ।
নবজলধর হেন বিচিত্র কলবর ।”

যে হরি-পদারবিন্দ করিব ভজন ।
যে জন কেবল করে শ্রবণ কৌতুহল ।
যুকৃত শ্রীযুক্ত কথা শ্রবণ করিব ॥
অরণ চিন্তন করি চরণ ভজিব ॥
দুস্তর-দুহৃত-অরা-মরণ হরণ ।
কৃষ্ণের হৈরা তার বৈকুণ্ঠে গমন ॥
রাজ্য পদ পরিহরি ক্ষিতিপতিগণে ।
বন পরবেশ করে বাহার কারণে ॥
হেন চরণারবিন্দ ভজ সর্বলোক ।
হেলে ভব তরিতে ণ্ডিতে দুঃখ শোক ॥
শ্রীযুক্ত শ্রীগদাধর চরণ-ভরসা ।
ভাগবত আচার্যের মধুরস ভাষা ॥ (১)

(১) পাঠান্তর,—
“ভাগবত আচার্যের আর নাহি আশা ।”

হীতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে নবতিতমোঃধ্যায়ঃ ॥ ৯০ ॥
সমাপ্তাচ্যায়ঃ শ্রীদশবঃ স্কন্ধঃ ॥

একাদশ স্কন্ধ ।

—:—

দুস্তর সংসারসমুদ্রসেতুং সবেদবেদান্তনিষ্ঠান্তগুপ্তম্ ।
ওনন্ত সন্তো বিগমার্থমেকাদশং প্রবক্ষ্যে খলু সঙ্কটদৈঃ ॥

প্রথম অব্যায় ।

নট-রাগ ।

পরীক্ষিত মহাবতি	ভকত-প্রধান রাজা	অতোস্ত্রে কন্দল করি	বিরোধ বাচ্য হরি
তুনে হরি-চরিত রসাল ।		পৃথিবীর হরিতে গুহুতার ॥	
একাদশ ভাগবত	ভক্তি-জ্ঞান-সমুদিত	কুশাশা খেলন করি	কেশাকর্ষণ আদি ধরি
কহে শুক ব্যাসের কুমার ॥		বিবাদ বাচ্য রিপুগণে ।	
নিজ পারিষদগণ	যত্নবুল বলরায়	ক্রোধিত কদাই হরি	পাণ্ডুব্রত লক্ষ্য করি
রিপুদল করিএ সংহার ।		ক্ষিততার হয়ে নারায়ণে ॥	

আনে হৈতে পরাভব কল্যাণিত যত সব
 নাহিবা আমার প্রিয়গণে ।
 আমার আশ্রয় পদে অশেষ সম্পদপদে
 বস্তুজ্ঞান নাহি ত্রিভুবনে ।
 মনে অনুমান করি কন্দল বাঢ়িয়া হরি
 বিনাশিয়া চলে নিজ ধামে ।
 বাশে বাশে ঘরিয়ণে অগ্নি যেন জলে বনে
 পুন অগ্নি নিভায় সেই বনে ।
 সত্যবাদী ভগবান্ হরিব পৃথ্বীর ভার
 এই মনে করিয়া নিশ্চয় ।
 ব্রহ্মশাপ লক্ষ্য কর কুল বিনাশিয়া হরি
 তবে কৈল বৈকুণ্ঠ বিজয় ।
 অখিল জাবণ্যধাম নিজমুষ্টি প্রকটিয়া
 হরি লৈল ত্রিলোক লোচনে ।
 অগ্নিতে অগ্নিতে চিত্ত হরিয়া সভার বৃত্ত
 হরি লৈল মধুর বচনে ।
 দেখায়া চরণচিহ্ন হরিয়া লোকের কৰ্ম
 নিল হরি চরণকমলে ।
 শ্রবণ কীৰ্ত্তন করি এ লোক তরিব বলি
 যশ বিস্তারিলা ক্ষিত্তিতে ।
 অখিল গুণতত্ত্বক এ লোক বুঝাএ ছলে
 দেখে লোক অনিত্য সংসার ।
 যোগ যোগেশ্বর হরি চলিলা বৈকুণ্ঠপুরী
 নিজকুল করিয়া সংহার ।
 তবে রাজা জিজ্ঞাসিল এ বড় বিষয় হৈল
 কহ শুক সব বিবরণ ।
 শুক-বিজ্ঞ-সেবারত দানবৃত্ত গুণগত
 চিত্ত বিস্ত সব বহুগণ ।
 কেনে ব্রহ্মশাপ হৈল ভেদবৃদ্ধি উপজিল
 মহাভাগবত যত্নবলে ।
 রাজার বচন শুনি কহে শুক মহামুনি
 শুন রাজা কহিব তোমায়ে ।
 সকল সুললিত হরি নর কলেবর ধরি
 কৈল নানা বিচিত্র বিহার ।
 করি কুল-সংহারণ নিজপদ-আরোহণ
 করি মনে এই বৃক্ষি গার ।
 কল-কলুবহর পুণ্যকর সুমঙ্গল
 কৰ্ম করি অগতে প্রচার ।
 মুনিগণ নিয়োজিয়া প্রভাসে দিল পাঠায়া
 কালরূপে করিতে সংসার ।
 বিশ্বামিত্র বামদেব দুর্ভাসা অদ্বিত্য হুণ্ড
 বশিষ্ঠ নারদ মুনিগণে ।

দৈব-আদেশ ধরি পিণ্ডারক তীর্থে রহি
 তপ যোগ সাধে সমাধানে ।
 কৃষ্ণের কুমারগণে ক্রীড়া করে বনে বনে
 তথা গিয়া হৈল্য উপসরে ।
 সাধ জাষবতীস্বত তিরিবেশে বিহুবিয়া
 কহে কিছু বিনয় বচনে ।
 আসন্নপ্রসবা বধু চিরদিন গর্ভ ধরে
 সাক্ষাতে পুছিতে বাসে লাজ ।
 কিবা পুত্র কন্তা হৈব আমি সব তে-কারণে
 পুছি এই মূনির সমাধ ।
 এতেক বচন শুনি ক্রোধ করি সব মূনি
 বোলে আরে মন্দমতিগণ ।
 ভাল জিজ্ঞাসিলে তোরা লোহার মূল্য গর্ভে
 জনমিব কুলবিনাশন ।
 শুনিঞা কুমারগণে ভয়ে চমকিত মনে
 বিচারিয়া চাহিল উদরে ।
 লোহার মূল্য দেখি তারা সে মুদিল আঁখি
 না জানি কি পরমাদ ফলে ।
 মন্দমতি আমি সব হেন মন্দ কৰ্ম কৈলু
 না জানি কি বলে কেন ভনে ।
 এতেক বচন বলি চলিলা মূল্য লঞা
 দিল নিয়া সভা বিজ্ঞানে ।
 মলিনবদন হই সব বিবরণ কহি
 এক পাশে রহে শিশুগণে ।
 ব্রহ্মশাপ ব্যর্থ নৈব কুলের সংসার হৈব
 চিন্তিত লাগিল পুরজনে ।
 তবে রাজা উগ্রসেনে আজ্ঞা দিল ভূত্যাগণে
 মূল্য ঘষিয়া কর ক্ষয় ।
 ঘষি শিলার উপরে ফেলাই সাগরজলে
 কিছু যেন শেষ নাহি রয় ।
 আজ্ঞা পাঞা ভূত্যাগণে সত্বরে মূল্য আনে
 ঘষিয়া ফেলিল সিঙ্কুজলে ।
 কিছু অবশেষ রৈল ফেলিল সাগরজলে
 এক মৎস্ত গিলিল সত্বরে ।
 সমুদ্রের তীরে তীরে তরঙ্গকল্লোল জলে
 জনমিল এরকার বনে ।
 জালে মৎস্ত বন্দী করি কাটি খণ্ড খণ্ড করি
 বিকি নৈল মৎস্তবাতিগণে ।
 এক ব্যাধ লোহাখানি, মৎস্তের উদরে পাইল,
 তাহা দিয়া নিরমিল শর ।
 কালরূপ ধরে হরি জনেন্দ্র সকল ভব
 ততু কিছু না কৈল দৈব ।

যদি প্রভু ইচ্ছা করে জীলার খণ্ডিত পারে ধীরনিরোমণি শ্রীল গদাধর-পদ জানি
 ব্রহ্মশাপ না করিলা দূর । ভাগবত-আচাৰ্য্যের এ বাণী ।
 কুল-বিনাশন করি পৃথিবীর তার হরি কৃষ্ণভগ্ন-সমুদিত একাদশ ভাগবত
 আপনে চলিলা নিজপুর । শুন কৃষ্ণপ্রেমভরঙ্গিনী ।

ইতি শ্রীভাগবতে একাদশস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেম
 ভরঙ্গিনী প্রথমোহধ্যায়ঃ । ১ ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

সিদ্ধ রাগ ।

মুনি বলে শুন রাজা অদভুত বাণী ।
 কহিব ষারকাপুরী-অপূৰ্ণ কাহিনী ।
 কৃষ্ণ-মহাত্মজদণ্ড সদত গোপিতা ।
 প্রভুর ষারকাপুরী তুবন বলিতা ।
 নিরবধি তাহাতে নারদ মুনি বৈসে ।
 কৃষ্ণপদ-উপাসনা করে ভক্তিরসে ।
 কে হেন বন্দিত আছে নর কলেবরে ।
 মুকুন্দ-পদারবিন্দে ভক্তি পরিহরে ।
 সব ঠাঞি আছে মুহূর্ত্ত কোথাহ না ঘুচে ।
 যে হেন জানহে সে কি গোবিন্দ না ভজে ॥
 শতর বিরিঞ্চি যার করে উপসনা ।
 হেন প্রভুর চরণ না ভজে কোন জনা ।
 এক দিন গেলা মুনি বনুদেব ধরে ।
 নারদে দেখিয়া তিঁহো উঠিলা সঙ্করে ॥
 পদ্য অর্থ্য দিয়া কৈল চরণ-বন্দন ।
 আসনে বসিঞা তবে করে নিবেদন ।
 ভাগ্যে মোর ধরে তুমি কৈলে আগমন ।
 লোক-পরিজ্ঞান হেতু কর পর্য্যটন ।
 পিতা-মাতা-আগমনে পুত্রের কল্যাণ ।
 তজ্ঞ আগমনে যেন লোক পরিজ্ঞান ।
 শ্রবণ হেতু হুঃখ হেতু দেবের চরিত ।
 শ্রবণ যিনে সাধুগণে নহে বিপরীত ।
 তুমি-সব ণন মহাত্মকত প্রধান ।
 তুমি সব জীবমাংস কর পরিজ্ঞান
 যেক্ষেপে (১) যে দেব ভজে ভক্তি সেবা করে ।
 সে দেব তাহারে ভজে সেবা (২) অঙ্গুসারে ॥

ছায়াবত দেবগণ কর্ষের কিঙ্কর ।
 যার যত কর্ষ তারে দেই তত কল ।
 ভকত জনের কত নাহি নিজ পর ।
 বিশেষে সকল জন এ দীনবৎসল ।
 ব্রহ্মপি সকল সিদ্ধি হৈল আগমনে ।
 তথাপি বৈষ্ণব ধর্ম্ম পুছিব চরণে ।
 ভাগবত ধর্ম্ম তুমি কহ তপোধন ।
 যাহার শ্রবণে সব হুঃখবিমোচন ॥
 পুরুষে পুঞ্জিল আমি পুরুষ পুরাণ ।
 মুক্তি না মাগিল আমি হৈয়া পুত্রকাষ ।
 সম্ভ্রতি যেক্ষেপে মোর ঘুচে ভবতর ।
 এ বোর সংসারহুঃখ আর যেন নর ॥
 হেন উপদেশ মোরে দেহ যোগেশ্বর ।
 তবে দেবধ্বনি তাঁরে দিলেন উত্তর ॥
 ভাল বনুদেব তুমি করিলে জিজ্ঞাসা ।
 ভাগবত-ধর্ম্ম তুমি করিলে প্রত্যাশা (১) ॥
 ভাগবত-ধর্ম্ম যেবা শুনয়ে শ্রবণে ॥
 আদরে মোদন কিবা করয়ে চিন্তনে ॥
 দেব-বিপ্রদ্রোহী কিবা চণ্ডাল পতিত ।
 সেইক্ক্ষেপে হরে তার অশেষ হুরিত ॥
 ধন্য বনুদেব তুমি পরম কল্যাণ ।
 অরণ করাইলে আজি দেব ভগবান্ ॥
 শ্রীকৃষ্ণ অরণ আজি করাইলে মোরে ।
 শ্রবণ কীর্ত্তন যার সর্ব্বপাপ হরে ॥
 কহিব তোমায়ে ইতিহাস পুরাতন ।
 নবধ্বনি-নিমিরাজা সংবাদ কখন ॥

(১) পাঠান্তর—“যে পুন” ।

(২) পাঠান্তর—“দেই” ।

(১) পাঠান্তর —“অঙ্গুস” ।

বারম্বার মনু-পুত্র প্রিয়তম নামে ।
 অশ্রীত কুমার তার বিদিত ভুবনে ।
 তার পুত্র নাতি তার ঋষত কুমার ।
 ধর্ম ব্রাহ্মীতে বিষ্ণু অংশে অবতার ।
 একশত পুত্র তার বেদবিদ্যায় ।
 তরুত সবার জ্যেষ্ঠ ধর্ম কলেবর ।
 হরিপরাশর তিঁহো বিদিত ভুবনে ।
 তারঙ্গবরিশ নাম হৈল যার নামে ।
 রাজ্যভোগ করি তিঁহো রাজ্য পরিহারি ।
 বনে গিয়া ভ্রম করি আরাধিল হরি ।
 তিন অশ্ব হৈল তার বিষ্ণুপদে গতি ।
 নব পুত্র হৈল তার নবরূপপতি ।
 একাশী তনয় তার কর্মপরায়ণ ।
 কর্মপথে হৈল তারা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ।
 নব পুত্র হৈল তারা মহাবোগেশ্বর ।
 আশ্ববিজ্ঞাভিশারদ মুন দিগম্বর ।
 কবি হবি অন্তরীক্ষ এ তিন তনয় ।
 প্রবুদ্ধ শিল্পলারন দুই মহাশর ।
 অপাৰিহোত্রে দ্রাক্ষল চমস তিন জন ।
 কনিষ্ঠ তনয় তাথে এ কমভাঞ্জন ।
 এই নব বোগেশ্বর মুনির প্রধান ।
 সর্বজীবে বৈসে হারি সর্বত্র সমান ।
 জ্ঞানচক্ষে এই মাত্রে দেখে নিরন্তর ।
 অব্যাহত ইষ্টগতি নব সহোদর ।
 সুর সিংহ গজপতি কল্পর বক্ষ নাগ ।
 সর্বলোকে জন্মে নব ঋষি মহাভাগ ।
 শিবলোকে-ব্রহ্মলোকে গোলোকে সন্কার ।
 চৌকভূবন ভ্রমে এ নব কুমার ।
 নিমিরাজ্য বজ্র করে বিদেহ নগরে ।
 নব ঋষি গেতা তথা হেন অবসরে ।
 বজ্রধরে বজ্র করে মহাঋষিগণ ।
 নব ঋষি গিয়া তথা হৈলা উপসন্ন ।
 সূর্যাসন্ন পরকাশ দীপ্ত কলেবর ।
 তা-সভা দেখিয়া রাজা উঠিল সঙ্কর ।
 ক্রোধে হৈতে আঙনি উঠিল বিজগণ ।
 পাশ্চ অর্ঘ্য দিয়া রাজা পূজিলা চরণ ।
 প্রণাম করিয়া রাজা বসাইল আসনে ।
 করজোড়ে পুছে তবে বিনয় বচনে ।
 ভূমি-সব সাক্ষাৎ কৃষ্ণের অঙ্গুচর ।
 লোক-পরিভ্রাণ-হেতু ভ্রম নিরন্তর ।
 একেত দুর্জয় বলি মায়াব শরীর ।
 কণেকে ভবুর যেন ভড়িত অস্থির ॥

তাহাতে দুর্জয় কৃষ্ণপ্রিয়-দরশন ।
 একান্ত কুশল-পথ পুছি তে-কারণ ।
 তিলেক সংসদ হয় কোনহ প্রকারে ।
 সেই মহানিধি-লাভ ঋণিল সংসারে ।
 মুক্তি যদি শুনিবারে হও যোগ্য পাত্র ।
 তবে সতে ভাগবত-ধর্ম কহ মাত্র ।
 কেহ যদি কৃষ্ণ তজ্ঞে স্বধর্ম আচরি ।
 আপনাকে দিএ তার বশ হয় হরি ।
 নিমির বচন শুনি মহামুনিগণে ।
 প্রশংসিয়া বোলে রাজা শুন সাবধানে ।
 কবি বোলে আমি মা এ এই সবে বুঝি ।
 যেন-তেনে যতে কৃষ্ণপদযুগ তজ্জি ॥
 সবে ওই পাদপদ্ম অভয়-কল্যাণ ।
 মহাভয়-বিনাশন দুঃখ-পরিভ্রাণ ।
 দেহ গেহ সূত দার অসত্য ধোয়ানে ।
 চিত্তগত উদবেগ বাঢ়ে দিনে দিনে ॥
 এক চিত্ত হয় কত নানা পরকারে ।
 অভয়চরণ সতে দুঃখ প্রতিকারে ॥
 যত যত উপায় কহিলা নারায়ণে ।
 মূর্খজন-পরিভ্রাণ হয় যাহা হনে ॥
 সেই ভাগবত-ধর্ম জানিহ নিশ্চয় ।
 যাহা হৈতে কৃষ্ণ পাই কহিল নির্ণয় ॥
 যে ধর্ম আশ্রয় কৈলে নহে পরমাদ ।
 যে ধর্মে থাকিলে কিছু নহে বিষপাত ॥
 এ ধর্ম আশ্রয় করি মুদিত নরনে ।
 সুপথ তেজিয়া করে কুপথে গমনে ॥
 শ্রুতি স্মৃতি দুই শাস্ত্র বিপ্রের লোচন ।
 এক না থাকিলে বুলি কাণা এ ব্রাহ্মণ ॥
 দুই না থাকিলে অন্ধ বুলিএ তাহারে ।
 হেন বিপ্র হয় যদি তথাপি না পড়ে ॥
 হেন ভাগবত-ধর্ম লৈবের বাণী ।
 ইহাতে সংশয় বৃদ্ধি করে কেহো জানি ॥
 যে যে কর্ম করে যেবা কায়-মন-চিন্তে ।
 সহজ স্বভাবে কিবা করে বুদ্ধিগতে ॥
 সকল ইঞ্জিয়গণ-ব্যাক্য-অহঙ্কারে ।
 লৌকিক বৈদিক কর্ম যেবা যত করে ॥
 সকল করিব জীব কৃষ্ণে সমর্পণ ।
 লৈবের কহিল এই ভাগবত-ধর্ম ॥
 লৈবের ভজিলে কিবা আছে প্রয়োজন ।
 জ্ঞান হৈলে হয় সব বিপদ-খণ্ডন ॥
 হেন যদি বল রাজা কহিব তোমারে ।
 কৃষ্ণ না ভজিলে কেহো সংসার না তরে ॥

ঈশ্বরবিমুখ জনে হয় দেবমারা ।
 তুষ্টি মুষ্টি তেদবুদ্ধি করে দেহ পাঞা ॥
 তাথে শত্রু মিত্র হয় এ সব কল্পনা ।
 তবে শোক দুঃখ ভয় অশেষ ভাবনা ॥
 হুষ্টি দেহ হেন হয় বুদ্ধিবিপর্যায় ।
 তে-কারণে হয় তার নানা দুঃখ ভয় ॥
 বাহার মায়ায় হয় এত বিভ্রম ।
 এ বোল বুঝিয়া কৃষ্ণ ভঞ্জে বৃধজন ॥
 গুরু সে ঈশ্বর আত্মা করএ ভাবনা ।
 কৃষ্ণ গুরু এক করি করে উপাসনা ॥
 দুই হেন বস্তু নাহি বিচার করিতে ।
 যেন যুগ্মে মনোরথ মিলএ ভাবিতে ॥
 এ সব সকল দেখ মনের বিলাস ।
 মন নিরোধিলে সব ভয় যায় নাশ ॥
 এ সব দুর্গম পথ তজন শর্যস্ত ॥
 তে-কারণে কচি রাজা সুগম ভক্তি ।
 কৃষ্ণের মঙ্গল কৰ্ম্ম জনম চরিত ॥
 শ্রবণ-শ্রবণ ভরি য়ে হয় পণ্ডিত ॥
 উচ্চস্বরে নাম গুণ করিব কীর্তন ।
 লাজ ভয় পরিহারি বরে পর্যটন ॥
 মনের আসক্তি ছাড়ি রহে যথা তথা ।
 সে জন বৈষ্ণব রাজ্য জানিহ সৰ্বথা ॥
 শ্রবণ কীর্তন ব্রত সংকল্প যাহার ।
 শ্রবণ কীর্তনে চিত্ত জগ্নয়ে তাহার ॥
 উচ্চস্বরে হাসে ক্ষেপে করয়ে রোজন ।
 উচ্চস্বরে গায় ক্ষেপে ঘন গরজন ॥
 উনমত্তবত নাচ লোকবাহ হৈয়া ।
 লোক বেদ লা ভয় সব তেজাগিয়া ॥
 আকাশ পবন বহি মহী প্রোতি জল ।
 নদনদী তরুণ-পৰ্বত সাগর ॥
 সকল কৃষ্ণের তমু জানিব গেলানে ।
 প্রণাম করিব সব বিনয় বচনে ॥ (১)
 যদি বল বচ জন্ম তপস্যাগ করি ।
 এমত দুগত জ্ঞান লাভতে না পারি ॥
 কেবল কীর্তন মাঝে হেন দিব্য জ্ঞান ।
 এক জন্মে হয় এত না হয় প্রমাণ ॥
 হেন যদি বোল রাজা কহিব মরমে ।
 ভজিতে থাকুক মাঝে এৰণ কীর্তনে ॥
 তত্ত্ববোধ অল্পগত তত্ত্বজ্ঞান ক্ষুরে ।
 বিষয়-বৈরাগ্য তিন বাঢ়ে এককালে ॥

(১) পাঠান্তর,—“বিদানে” ।

তোজন করিতে যেন গরাসে গরাসে ।
 তুষ্টি মুষ্টি হয় যেন ক্ষুধাও বিনাশে ॥
 এইরূপে কৃষ্ণপদ ভজিতে ভজিতে ।
 ভক্তি বৈরাগ্য হয় ভক্তি সাধিতে ॥
 অমুভব তত্ত্বজ্ঞান করয়ে উদয় ।
 তবে শাস্ত্রিগণ পাঞ শাস্ত হৈয়া রয় ॥
 নির্বি রাজ্য বলে শুন মহাবোগিগণ ।
 কিরূপ ভক্তের চিহ্ন কি তাঁর লক্ষণ ॥
 কি বোলে কি করে তারা কি ধর্ম আচার ।
 হরি বোলে শুন রাজ্য কহিএ তোমারে ॥
 সৰ্বভূতে আত্মভাব এক নারায়ণ ।
 সব ভগবানে বৈসে দেখয়ে যে জন ॥ (১)
 ভাগবতোত্তম এই জানিহ নিশ্চয় ।
 ভক্ত মধ্যম তবে করিব নির্ণয় ॥
 ঈশ্বরে করয়ে প্রেম ভক্তে মৈত্রতা ।
 দীন হীন জনে এ পা বিপক্ষে ত্যাগিতা ॥
 এই সে জানিহ রাজ্য ভক্ত মধ্যম ।
 প্রাকৃত ভক্তের শুন কহিএ লক্ষণ ॥
 প্রতিমাতে পূজে কৃষ্ণ শঙ্খা ভক্তি করি ।
 তত্ত্বজন না পূজে ঈশ্বর বৃষ্টি ধরি ॥
 প্রাকৃত ভক্ত তাথে জানিব বিদিত্তে ।
 ত্রিবিধ ভক্ত রাজ্য কহিল সাক্ষাতে ॥
 দেহমাত্র কেবল বিষয় ভোগ করে ।
 হিংসা দ্বेष অহঙ্কার আকাঙ্ক্ষা না ধরে ॥
 দেখিব ঈশ্বরে মায়া এ তিন ভুবন ।
 এই সে উত্তম ভাগবতের লক্ষণ ॥
 ক্ষুধা তৃষ্ণা দুঃখ ভয় জনম মরণ ।
 এ সব সংসার-ধর্ম ছেড়ে কারণ ॥
 এ সতে মোহিত যেবা নহে অতিশয় ।
 হরির স্মরণে হয় আনন্দ উদয় ॥
 সেই সে জানিবে নিম্ন ভক্ত-প্রধান ।
 তবে আর কহি রাজ্য কর অবধান ॥
 যার চিত্তে বাম কৰ্ম্ম (২) না উঠে বাণী ।
 ঈশ্বর আশ্রয় মাঝে করয়ে যে জন ॥
 ভক্তউত্তম তারে জানিহ লক্ষণে ।
 জন্মকর্মে চিত্তে যার নাহি আত্মানে ॥

(১) পাঠান্তর,—

“সৰ্বভূতে সত্য বৈসে এক নারায়ণ ।

সৰ্ব নারায়ণে বৈসে দেখে যেই জন ॥”

(২) পাঠান্তর,—“কাম ক্রোধ”

ভাতিহুগে বর্ণধর্মে নাহি অহঙ্কার ।
 তকত উত্তম এই লক্ষণ ভাহার ।
 নিজ-পন্ন-বুদ্ধি বার নহে দেহ গেহে ।
 দ্রুতবিত্ত পেরে বার তেনবুদ্ধি নহে ।
 সর্বজীবে সমবুদ্ধি শান্তরগ ধরে ।
 তকত উত্তম তাথে আনিবে সংসারে ।
 এ তিন ভুবন রাজ্যপন্ন আধিকার ।
 ততু কৃষ্ণব্রতভজ না হয় বাহার ।
 বোগীজ্ঞ মুনীজ্ঞগণ চিহ্নিতে না পায় ।
 শব্দর বিরিকি আদি ধ্যানেন্তে ধিরায় ।
 হেন চরণারবিন্দ তিলেক না ছাড়্যে ।
 লব নিমিষের আধ যে জন না চলে ।
 এই সে লক্ষণ রাজা মহাভাগবতে ।
 বৈকব লক্ষণ এই কহিল সাক্ষাতে ।

কৃষ্ণচরণারবিন্দ পঙ্কজবিলাগ ।
 নখমণি-বিরাজিত চন্দ্রিকা প্রকাশ ।
 হৃদিগত তাপ সব হয় বিবোচন ।
 পুনরপি নহে তার তাপ উতপন্ন ।
 সূর্য্যতাপ হরয়ে উদ্ভিত শশধরে ।
 ভক্তের না রহে তাপ হৃদয়কমলে ।
 যেন-তেন-মতে ধরে হৃদয়পঙ্কজে ।
 তথাপি গোবিন্দ তার হৃদয় না তেজে ।
 হৃদয়ে চিহ্নিলে যোর এ সংসার তরে ।
 হেন কৃষ্ণে প্রেমপাশে যে বান্ধিতে পারে ।
 সেই মহাভাগবত তকত সত্তম ।
 কহিল ত্রিবিধ নিমি বৈকবলক্ষণ ।
 তত্ত্বিন্নস-সুধাসিদ্ধ গদ্যবর জ্ঞান ।
 ভাগবত-আচাৰ্য্যের মধুরস গান ।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে

দ্বিতীয়েঃধ্যায়ঃ ৷ ২ ৷

তৃতীয় অধ্যায় ।

ধানশী রাগ ।

নিমি বলে বিষ্ণুমারী অগতমোহিনী ।
 কিরূপ বৈকবীমারী কোন্ মতে জানি ।
 বিষ্ণুমারী কহ যোরে মহামুনিগণে ।
 কৃষ্ণি নাহি হয় হরি কথাষ্মত পানে ।
 এ যোর সংসারভাপে মুক্তি সে তাপিত ।
 দাস দেহ হরিকথা বচন-অমৃত ।
 অন্তরীক বলে রাজা শুন সাবধানে ।
 বিষ্ণুমারী কহিব কিঞ্চিৎ সমাধানে ।
 আদিপুরুষ হরি কারণ বরূপে ।
 চরাচর শরীর সৃজিলা নানারূপে ।
 শক্তি পরকাশ করি সৃজয়ে কারণ ।
 কারণে করয়ে হরি ভগৎ সৃজন ।
 জীবের বিষয়ভোগ বৃকতি কারণে ।
 সৃষ্টি করে নারায়ণ বিবিধ বিধানে ।
 বারায় করিয়া হরি ভগৎ নির্মাণ ।
 প্রবেশ করয়ে তাহে এক ভগবান ।
 অন্তর্ধানরূপে হরি ভূত্বয়ে ভূজায় ।
 কর্তা নহে ভোক্তা নহে করয়ে করায় ।

ইন্দ্রিয় বিষয় ভূজে দৈবরযোজিত ।
 আপনাতে অহঙ্কার করে কুপজিত ।
 এই সে কারণে জীব শরীর বন্ধনে ।
 মুক্তি কত্যা ভোক্তা করি আপনাতে যানে ।
 দেহযোগে শুভান্ত নানা কর্ম করে ।
 সুখ দুঃখ ফল ভূজে নানা কলেবরে ।
 বাবত পর্য্যন্ত হয় উভপতি-প্রলয় ।
 তাবত অনম-মৃত্যু সুখ দুঃখ হয় ।
 এইরূপে ভ্রমে লোক এ যোর সংসারে ।
 সুখ-দুঃখ-কর্মফল ভূজে নিরন্তরে ।
 ইন্দ্রিয় নিগুণ নিরাধার নিরালাষ ।
 সুখময় রসসিন্দু নিত্য সুখানন্দ ।
 প্রেমর সময় আসি মিলয়ে বধনে ।
 অনাদি নিধান কালে সংহরে তখনে ।
 অনাবৃষ্টি হয় তবে শতেক বৎসর ।
 তিন লোক দহিব প্রেচণ্ড দিবাকর ।
 অনন্তের মুখে হৈতে আশুনি উঠিব ।
 পাভাল পর্য্যন্ত লোক সকল দহিব ।

তবে যোগ-দেব সম্বন্ধক নামে ।
 শতেক বৎসর করে ধারা বরিষণে ॥
 গজসত্ত্ব হস্ত যেন ধারা বরিষণ ।
 বিরাট পুরুষ তবে তেজি ত্রিভুবন ॥
 ব্রহ্মে পরবেশ করে বিরাট দেহর ।
 কারণে কারণ গিয়া মিলয়ে সকল ॥
 সকল ঐশ্বর্য অহঙ্কারে পরবেশে ।
 অহঙ্কারের প্রলয় হয় অবশেষে ॥
 সকল প্রবেশ করে পুরুষ ভিতরে ।
 প্রকৃতি প্রবেশ গিয়া করে মহেশ্বরে ॥
 এই বিষ্ণুমায়া রাজা জগতমোহিনী ।
 কহিল তোমাতে সৃষ্টি সংহার-কাহিনী ॥
 আর কি জিজ্ঞাসা এবে কহ ক্রিতিপতি ।
 তবে নিমি রাজা বলে করিয়া বিনতি ॥
 কল্পে দেহর মায়া মন্দমাত জনে ।
 তাঁর উপায় তার কহিবে এখনে ॥
 রাজার বচন শুনি প্রবুদ্ধ সুধীর ।
 কহিতে লাগিল মনে যুক্তি করি স্থির ॥
 সূত্রে উপপন্ন হয় দুঃখ-বিনাশনে ।
 কর্ম করে গৃহী লোক এই সে কারণে ॥
 ভিত্তি সঙ্গে গৃহবাসীর দুঃখমাত্র সার ।
 দুঃখ বিনে পরিণামে কিছু নাহি আর ॥
 মৃত্যু-হেতু ধনমাত্র দুর্লভ ঘটনে ।
 দুঃখময় ধনে কিছু নাহি প্রয়োজনে ॥
 পশু ভূতা গৃহ দার বিজুরি চকল ।
 যতনে সাধিলে তাণ্ডে আছে কিবা ফল ॥
 ইহলোক পরলোক সকল বিনাশী ।
 দুঃখমাত্র সার যদি হয় গৃহবাসী ॥
 মদ মান হিংসা মাত্র হয় গৃহবাসে ।
 পুন নিপাতন হয় কর্মফল-নাশে ॥
 এ বোল বুঝিয়া গুরু করিয়া আশ্রয় ।
 তজ্জিব উত্তম গুরু করিয়া নির্ণয় ॥
 শব্দব্রহ্ম পত্রের দুই পশিত ।
 শান্তি দাস্ত ভক্তি যাগযজ্ঞ পরহিত ॥
 হেন গুরু ভাজব কপট পরিহারি ।
 শিখিব বৈষ্ণব ধর্ম গুরুসেবা করি ॥
 প্রথমে শিখিব পরিবার-শ্রেয়-ভঙ্গ ।
 মনে ক' না করিব কার মনে লজ ॥
 সাধুসঙ্গ সাধুসেবা দয়া সর্বজনে ।
 যথাযোগ্য শ্রেয় মৈত্রী শিখিব যতনে ॥
 ত্যাগ তপ শৌচ মৌন বেদ-অভ্যাস ।
 শম দম ব্রহ্মচর্য্য কপট বঞ্জন ॥

সর্বত্র দেহর দৃষ্টি মনে উদাসীন ।
 সর্বত্র থাকিব কারো নৈব মর্ম্ম ভিন ॥
 গৃহারম্ভ পরিত্যাগী থাকিব বিরলে ।
 যেন তেন মতে তুই থাকিব কুশলে ॥
 শ্রীভাগবত শাস্ত্র করিব অভ্যাস ।
 অজ্ঞ শাস্ত্র-নিন্দা না করিব পরকাশ ॥
 বাক্য-মন-দমন শিখিব কর্ম্মদণ্ডে ।
 সত্য বাণী শিক্ষা লৈব বঞ্চিত পাবণ্ড ॥
 কৃষ্ণ নাম শ্রবণ কর্ম্ম শ্রবণ কীর্ত্তন ।
 সর্বকর্ম্ম কেশবে করিব সমর্পণ ॥
 যজ্ঞ দান তপ যোগ স্বধর্ম্ম আচার ।
 প্রিয় হেন বস্ত্র যদি এনে আপনার ॥
 স্নত দার গৃহে প্রাণ কৃষ্ণে সমর্পিব ।
 সব নিবেদন করি উদাসীন হৈব ॥
 কৃষ্ণনাথজনে ভাব সাধিব পারিত (১) ।
 সাধুজন-পরিচর্যা শিখিব ভকতি ॥
 অত্রোক্তে করিব কৃষ্ণ-চরিত্রে-বধন ।
 তুষ্টি রতি শিখিব বৈষ্ণব-সম্ভাষণ ॥
 স্মরিব স্মরণাইব কৃষ্ণের চরিত্র ।
 কৃষ্ণ নাম লগ্ন্যইব জগত পবিত্র ॥
 ভকতি সাধিতে ভাক্ত হয় উত্তপতি ।
 পুলকিত তমু ধরে যেন উনমতি ॥
 ক্ষেণে কান্দে কৃষ্ণশ্রবণ করিয়ে চিন্তন ।
 ক্ষেণে হাসে ক্ষেণে নাচে ক্ষেণে গরজন ॥
 ক্ষেণে গায় ক্ষেণে বোলে অলৌকিক বাণী ॥
 ক্ষেণে নিশবদে রচে কৃষ্ণশ্রবণ শুনি ॥
 এই নানা ভাগবত-ধর্ম্ম শিক্ষা করি ॥
 গুরু আরাধিয়া কৃষ্ণে চিন্তবৃত্তি ধরি ॥
 তবে জীব হয় নারায়ণপরায়ণ ।
 তবে হয় বিষ্ণুমায় অবিভা খণ্ডন ॥
 রাজা বলে নিবেদন করয়ে চরণে ।
 নারায়ণ-তত্ত্ব মোরে কহ মুনীগণে ॥
 পুরুষ পুরাণ ব্রহ্ম এক নারায়ণ ।
 কৃপা করি তাঁর তত্ত্ব করাহ শ্রবণ ॥ (২)
 শুনিঞা পিপ্পলায়ন বোলে নরেশ্বর ।
 নারায়ণ তত্ত্ব শুনি আমার গোচর ॥

(১) পাঠান্তর,—

। জন সনে করিব পীরিত ॥

(২) পাঠান্তর —

“নারায়ণ-তত্ত্ব মোরে কহ যোগীগণ” ॥

যাহা হৈতে উৎপত্তি প্রায় পালন ।
 যাহা হৈতে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড ঘটন ॥
 তিন কালে সত্য যার নাহি শক্তি-ভঙ্গ ।
 সর্বজীবে বৈসে নাহি কারো সহে সঙ্গ ॥
 বুদ্ধি মন প্রাণ যার শক্তিবলে চলে ।
 সেই নারায়ণ রাজা কহিল তোমায়ে ॥
 মন বচনের নাহি যাহাতে প্রবেশ ।
 না দেখে ইন্দ্রিয়গণে নাহি গুণলেশ ॥
 মন বুদ্ধি প্রাণ যাহা হৈতে উপাদান ।
 সেই মন বুদ্ধি তার নহে সন্নিধান ॥
 আগুনের শিখা যেন উঠয়ে আনলে ।
 পুন যেন পরবেশ করিতে না পারে ॥
 কত যায় কত হয় নারায়ণ হৈতে ।
 কেহ পুন না জানয় নারায়ণভক্তে ॥ (১)
 শব্দব্রহ্ম বেদ সেই বুদ্ধি অঙ্গসারে ।
 নিবেশ করিতে গিয়া রহে যত দূরে ॥
 সেই ব্রহ্ম সতে এই করে নিরূপণ ।
 নহে তত্ত্ব অবধারি কহিতে ভাজন ॥
 এক ব্রহ্ম সতে মাত্র আছিল প্রথমে ।
 ত্রিগুণ প্রকৃতি জনমিল যাহা হেনে ॥
 তবে হুত্ব জনমিল মহৎ উদয় ।
 তবে জীব জনমিল জ্ঞান-কর্মময় ॥
 এক ব্রহ্ম নানা শক্তি করে পরকাশ ।
 বহুরূপে করে ব্রহ্ম আনন্দ বিলাস ॥
 যদি বল এক হৈয়া বহুরূপ ধরে ।
 তবে ব্রহ্ম বহু কেন না হয় সংসারে ॥
 হেন যদি বল রাজা শুন সমাধান ।
 না হয় না মরে ব্রহ্ম নিত্য ভগবান ॥
 না টুটে না বাটে ব্রহ্ম ছোট বড় নয় ।
 এক ব্রহ্ম উপাধিবদ্ধিত সুখময় ॥
 এক ব্রহ্ম আছে মাত্র সতে এই লখি ।
 মনের কল্পিত সব যত নানা দেখি ॥ (২)
 কীট পতঙ্গ তরু তৃণ আদি করি ।
 সব ঠাঞি বৈসে আত্মা সব রূপ ধরি ॥

(১) পাঠান্তর,—

“কন্তু হয় কত যায় নারায়ণ হেনে ।

নারায়ণ তত্ত্ব পুন কেহ নাতি জানে ।”

(২) পাঠান্তর,—

“মনেব কল্পনা যত নানা ভেদ দেখি” ।

এইরূপে করি মাত্র দৈশ্বর্য নির্ণয় ।
 আত্মা বিনে দেখি শুনি কিছু সত্য নয় ॥ (১)
 কৃষ্ণচরণারবিন্দ রূপা যদি হয় ।
 তবে তার ভক্তিব্যোগ করএ উদয় ॥
 তবে যদি চিন্তগত ভয় যায় নাশ ।
 নিরমল চিন্তে হয় ব্রহ্ম পরকাশ ॥
 এতেক বচন শুনি নিমি নরেশ্বর ।
 কর্মব্যোগ জিজ্ঞাসিল মুনির গোচর ॥
 কর্মব্যোগ কহ মোরে মহাব্যোগিগণ ।
 যাহা হৈতে হয় সর্ব কর্ম-বিমোচন ॥
 কর্মে কর্ম বিনাশিয়া কৃষ্ণপদে চলে ।
 হেন কর্মব্যোগ তুমি কহিবে আমারে ॥
 ইহা জিজ্ঞাসিলু আমি বাপ-বিজ্ঞমানে ।
 উত্তর না দিলা সনকাদি কি কারণে ॥
 কহিবে কারণ তার মহাব্যোগেশ্বর ।
 আনিহোত্র দিল তবে তাহার উত্তর ॥
 কর্মাকর্ম বিকর্ম এই তিন দেববাণী ।
 সাক্ষাত দৈশ্বর্য বেদ কহে সর্বমুনি ॥
 তে-কারণে বেদাবমোহিত সর্বজন ।
 বেদ বিচারিতে কেহ না জানে মরম ॥
 পরমুখে বেদবাণী বালক বুঝায় ।
 কর্ম বিনাশিতে কর্ম লোককে শিখায় ॥
 ছা(ও)য়ালে না করে যেন ঔষধভক্ষণ ।
 ঔষধ খাওঞা করে রোগ নিবারণ ॥
 বেদ-কর্ম উপদেশ মুখ দেখি ধরে ।
 কর্মপথে বেশে মুখ নিয়োজিত করে ॥
 আপনে বিষয়মত্ত মুখ আগেগান ।
 যে ধর্ম বুঝায় বেদে না করে যাজন ॥
 বিকর্মে অধর্ম বাটে হয় অধোগতি ।
 যত্নপথে গতাগতি করে মন্দমতি ॥
 বেদ যে বুঝায় ধর্ম করিব বিচারি ।
 কৃষ্ণে সমাৰ্পণ ফল পরিত্যাগ করি ॥
 সেই সে দুলভ মোক্ষ লভে মহামতি ।
 শ্রদ্ধা বাঢ়াইতে যত শুনি ফলশ্রুতি ॥
 শুভকর্মে করাঞা নিখল মতি করে ।
 এই সে কারণে বেদ ফলশ্রুতি ধরে ॥
 যে পুন হৃদয়গ্রহি কেলিষ হিণ্ডিয়া ।
 সে যেন গোবিন্দ ভজে একান্ত হইয়া ॥

(১) ইহার পর অত্র পৃথিবী অধিক পাঠ,—

“যেই আত্মা সেট কৃষ্ণ হৃদয়ে জানিব ।

সেই মুক্ত হবে যেইই ভাব ভাবিব ।

শুভ্র অমুগ্ধ লতি নৈব উপদেশ ।
কৃষ্ণমুষ্টি করিয়া পূজিব হৃষীকেশ ।
ইংসা অমুরূপ মুষ্টি করিয়া প্রকাশ ।
ভজিব গোবিন্দমুষ্টি করিয়া বিশ্বাস ।
শুদ্ধ কলেবর হই কল্লিব আসন ।
সম্মুখে বসিয়া প্রাণ করিব সংযম ।
ভূতভুজ্ঞ ভ্রাস করি শোধিব শরীর ।
রক্ষা বন্ধ করি কৃষ্ণ পূজিব সুধীর ।
প্রতিমাতে পূজি কিবা হৃদয়কমলে ।
যথাগাত উপহার ধরিব গোচরে ।
দ্রব্য ভূমি নিজ অঙ্গ করিয়া প্রোক্ষণ ।
সকল শোধন করি শোধিব আসন ।
পান্ড অর্ঘ্য দিয়' মুষ্টি অঙ্গভ্রাস করি ।
মূলমন্ত্রে সব দ্রব্য সমর্পণ করি ।
অঙ্গ উপাঙ্গ পূজি পারিবদগণ ।

মূলমন্ত্রে দিব পান্ড অর্ঘ্য আচমন ।
গন্ধ মালা ধূপ দীপ বসন ভূষণ ।
তবে সব উপহার করি নিবেদন ।
বিধিযত পূজা করি পূজিব শ্রীহরি ।
স্তুতিপাঠ দণ্ডবত পরণাম করি ।
কৃষ্ণায় হস্তা পাছে পূজিব চৈতন্য ।
তবে নিবেদিত ধরি শিরের উপর ।
তবে কৃষ্ণ ধরি নিজ হৃদয়কমলে ।
নিতি নিতি পূজা করি এই পরকারে ।
জলে কৃষ্ণ পূজি কিবা অনল ভাস্করে ।
অতিথে পূজিএ কিবা হৃদয় কমলে ।
এইরূপে কৃষ্ণ যোবা পূজ্য নিরবধি ।
মুক্তিপদ হয়ে তার মিলে সঙ্গসিদ্ধি ।
ভক্তিরস-ভরু শ্রীমদাধর জ্ঞান ।
ভাগবত-আচার্যের মধুর গান ।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে

তৃতীয়োধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায় ।

নিমি রাজা জিজ্ঞাসিলা শুন মুনিগণে ।
কোন্ অবতার হরি কৈল কোন্ স্থানে ।
কি কি কর্ম কৈল হরি কি কি অবতारे ।
অবতার পুণ্যকথা কহিবে আবারে ।
রাজার বচন শুনি দ্রবিড় সুধীর ।
কহিতে লাগিলা মুনি পুসক শরীর ।
যে বোলে কৃষ্ণের গুণ করিব গণনা ।
হেন বুদ্ধিহীন শিশু আছে কোন্ জনা ।
পৃথীধান ধূলা করি গণিবারে পারে ।
হেন জন থাকে যদি এ মহীয়শুলে ।
ভভূত কৃষ্ণের গুণ কহেন না যায় ।
গণিতে প্রভুর গুণ কেবা অন্ত পার ।
পঞ্চভূতবিচারিত একাগ্র রচিয়া ।
নিজ অংশে রহে তাথে প্রবেশ করিয়া ।
বিষাট বিগ্রহ তিহো আদি নারায়ণ ।
স্তীর দেহে বিচারিত এ তিন ভুবন ।
ঐহা হৈতে উতপত্তি পালন সংহার ।
আদি বর্ত্তা প্রভু তেঁহো আদি অবতার ।

প্রাথম্যে জন্মিলা ব্রহ্মা রজোশুণ ধরি ।
যজ্ঞপতি প্রভু তিহো স্থিতি-অধিকারী ।
তমোগুণে রুদ্ররূপে করএ সংহার ।
তিন গুণে ধরে হরি তিন অবতার ।
দক্ষের কুমারী মুষ্টি ধর্মের ঘরণী ।
তার ঘরে অবতার কৈল চক্রপানি ।
নয় নারায়ণরূপে শ্বষিকলেবর ।
বদরিকাশ্রমে তপ করেন দুষ্কর ।
আকল্প পযাস্ত তপ মুকতি-লক্ষণ ।
বদরিকাশ্রম তপ করে নারায়ণ ।
মুনিগণ-নিসেবিত চণ্ডমুগল ।
দেখিএ দুঃহার তপ চিন্তে পুনন্দর । (১)
ইন্দ্রপদ হয়ে কিবা হয়ে স্বরপুরী ।
তপভঙ্গ উৎসাহ করিব ব্রহ্ম করি ।

(১) পাঠান্তর,—

“দেখিয়া তাহার তপ চিন্তে পুনন্দর ।
অধিকার নিব এই চিন্তল অন্তর ।”

এতেক বচন বলি ইন্দ্র শশীপতি ।
 তপ অঙ্গ করিব চিহ্নিল মনমতি ॥
 সগণে পাঠায়্যা দিল রতিপতি কাম ।
 মন্দগতি পবন বসন্ত মূর্ত্তিমান্ ॥
 চলিল অপ্সরাগণ ইন্দ্রের বচনে ।
 বহু ভাতি নৃত্য করে প্রভু বিত্তমানে ॥
 পঞ্চ শরে রতিপতি বিকীর্ণ মরমে ।
 ললিত বসন্ত-বাত কুমুদিত গানে ॥
 আদিদেব নারায়ণ জ্ঞানল সকল ।
 তপভঙ্গ করে শচীপতি পুরন্দর ॥
 হাসিয়া কি বোলে তবে দেব নারায়ণ ।
 না কর না কর ভয় শুন ইন্দ্রগণ ॥
 স্মৃথে রহ তুমি সব না করিহ ভয় ।
 আগমনে যত্ন হৈল সকল আলয় ॥
 এতেক বচন যদি শুনিল শ্রীহরি ।
 চরণে পড়িল দণ্ড পরণাম করি ॥
 শিরে কর ধরি বোলে ভয়ে কম্পমান ।
 ইন্দ্রগণ বোলে প্রভু করে অবধান ॥
 এ কোন বিচিত্র প্রভু তুমি আবিহার ।
 অণু নিরঞ্জন তুমি প্রকৃতির পার ॥
 আত্মারাম নিকরবান্ধিত পাদপদ্ম ।
 যোগিগণ-সুদয় কমল নিজ সম্ম ॥
 তোমার পদারবিন্দ করিতে সেবন ।
 দেবকৃত বহু বিষয় হয় উপসন্ন ॥
 নিজপদ বলজিয়য়া উচ্চপদে চলে ।
 তে-কারণে দেবগণ বহু বিষয় করে ॥
 অস্ত্র দেব ভজিতে দেবের ক্রোধ নহে ।
 যজ্ঞভাগ লঞা তারা সুখী হঞা রহে ॥
 তোমার সেবক নাথ সর্গধর্ম তেজে ॥
 একান্ত ভক্তি করিতে তোমা ভজে ।
 আন দেব করিয়া না করে বস্তুজ্ঞান ॥
 তে-কারণে নানা বিষয় হয় উপাদান ॥
 তুমি যদি রক্ষা কর নিজ ভৃত্য করি ।
 যথা তথা রহে গ্নিষ-শিরে পদ ধরি ॥
 ক্ষুধা তৃষ্ণা শীত বাত জরা শোক ভয় ।
 কাম লোভ আদি সব মহা জালাময় ॥
 অপার সাগর ভরি রসে পদ-জলে ।
 ক্রোধবশে সেহো ব্যর্থ পুণ্য লোপ করে
 এইরূপে ইন্দ্রগণ করে নানা স্তুতি ।
 হেনকালে নারীগণ অদ্ভুত মুরতি ॥
 নারায়ণ পরিচর্যা করে চারি পাশে ।
 ইন্দ্রগণ দেখি আঁখি মুদিল তরাসে ॥

হয়ল অদ্বৈত গন্ধে ইন্দ্রগণ-চিহ্ন ।
 রূপ দরশনে সতে হৈলা বিমোহিত ॥
 হাসিয়া কি বোলে তবে নরনারায়ণ ।
 না কর সম্মম তোরা শুন দেবগণ ॥
 আমার সাক্ষাতে দেখ যতেক রমণী ।
 মালিয়া ইহার লেহ কত্যা একখানি ॥
 এক কত্যা লম্বা কর স্বর্গের ভূষণ ।
 আঞ্জা শিরে ধরিয় চলিল ইন্দ্রগণ ॥
 প্রণাম করিয়া আঞ্জা মাগিল চরণে ।
 একখানি কত্যা লম্বা গেল দেবগণে ॥
 ইন্দ্রের নাচনৌ সেই অঙ্গরা উকলি ॥
 সুর সিদ্ধ বিমোহিনী পরম রূপসী ॥
 হেন কত্যা দিল লঞা ইন্দ্র বিত্তমানে ।
 আদি হৈতে কহিল সকল বিবরণে ॥
 গণমুখে মহিমা শুনিঞা পুন্দর ।
 জ্ঞানিল সাক্ষাতে সেই পরম উৎসব ॥
 বিস্ময় ভাবিয়া ইন্দ্র রাহলা সম্মমে ।
 হংস অবতার রাজ্য শুন সাবধানে ॥
 হংসরূপে আত্মযোগ কৈল উপদেশ ।
 দস্তাজ্যে অবতরণ করে জড়বেশ ॥
 সনকাদিরূপে চারি ব্রহ্মার কুমার ।
 ঋষত আমার পিতা হংস অবতার ॥
 হয়গীর অবতারে বদ উদারিণ ॥
 মধু বধ করিয়া জগত নিস্তারিল ॥
 পৃথিবী করিয়া নোকা মৎস্য অবতারে ।
 বেদ উদ্ধারিলা হরি প্রায়-সাগরে ॥
 ধরিত্রা বরাহরূপে দমনশখরে ।
 পৃথিবী তুলিয়া থুইল জলের উপরে ॥
 কোতুকে ধরিত্রা প্রভু কূর্ম্ম-কলেবর ॥
 অমৃত-মথনে পুটে ধরিল মন্দর ॥
 হরি অবতার করি ভক্তের কারণে ।
 চক্রে নঞ কাটি কৈল গজেন্দ্র মোক্ষণে ॥
 বাটি সহস্র মূনি বালিখিলাগণে ।
 কস্তুরের যজ্ঞে তারা কাষ্ঠ বহি আনে ॥
 বাটি সহস্র মূনি বহে একখানি ডালে ।
 নানা দুঃখে হয় বৎস পদজল পারে ॥
 বৎসপদ জলে ঋষি মজিল সগণে ।
 আপনে আসিয়া উদ্ধারিলা নারায়ণে ॥
 বুত্রবধে ব্রহ্মবধ ইন্দ্রের হইল ।
 ইন্দ্র উদ্ধারিয়া দেব পরিজ্ঞান কৈল ॥
 নরসিংহ অবতারে আদি দৈত্য মারি ।
 দেব উদ্ধারিল হরি অম্বর সংহারি ॥

অদ্ভুত বামনবেশ ছিঁজ কলেবর ।
 বলি ছিল নিল হরি পাতাল ভিতর ॥
 পুনরপি ইজ্ঞে দিল নিজ অধিকার ।
 লীলা অবতারে কৈল বামন বিহার ॥
 ভৃগুপতি রামরূপ দিব্য অবতার ।
 নিঃকল্লিঙ্গ কৈল পৃথ্বী তিন-সাতবার ॥
 রাবণ সংহার কৈল রাম অবতারে ।
 সীতা উদ্ধারিয়া যশ স্থাপিলা সংসারে ॥
 বলরাম অবতারে হরিশা ভূভার ।

দৈত্য সংহারিয়া খুঁটল বল চমৎকার ॥
 বোদ্ধ অবতারে হরি অমর মোহিব ।
 করি অবতারে মেচ্ছকুল বিনাশিব ॥
 এইরূপে কত কত অনন্ত বিহার ।
 কতরূপে করে হরি কত অবতার ॥
 কাহার শক্তি তাহা কহিবারে পারে ।
 কহিল সংক্ষেপে কিছু ঐকি অমুসারে ॥
 ভক্তিরস-গুরু শ্রীগদাধর জ্ঞান ।
 তাগবত আচাৰ্য্যের মণ্ডর গান ॥

হীত শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায় ।

নিমি রাজ্য জিজ্ঞাসিল তাবিন্দ্য বিগম ॥
 প্রায় হরি না ভজে অনেক দুঃখসম ॥
 অশান্ত কামুক তার কোন্ গতি হয় ।
 বিচারিয়া কহ যোরে ঘৃণক সংসার ॥
 চমক উত্তর দিল রাজার বচনে ।
 কহিব সকল তত্ত্ব শুন সাবধানে ॥
 দৈবের মুখ ভুঞ্জ উরু পদ চনে ।
 চারি বর্ণ আশ্রম জন্মিল তিন গুণে ॥
 মুখে হৈতে ব্রাহ্মণ কক্সি দুই করে ।
 উরে বেশ্য জনমিল শূদ্র পদতলে ॥
 সে প্রভু সত্যার পিতা সত্যার দৈব ॥
 যে হরি না ভজে সেই পতিত পামর ।
 অযোগ্যগতি চলে যেন করে অবজ্ঞান ॥
 দূরে হরিকথা যার দূরে হরিনাম ॥
 শ্রী শূদ্র আলি যত নিদিত আচার ।
 ভূমি সব তা সত্যার করিহ উদ্ধার ॥
 ব্রাহ্মণ কক্সি বৈশ্য প্রায় শূদ্রজাতি ।
 কৃষ্ণপদ সন্নিধানে হয় যার স্থিতি ॥
 কিন্তু বেদবাদী বিপ্র বেদবিদ্ভাবলে ।
 কুলমদে ধনমদে মজে অহঙ্কারে ॥
 কক্ষ্মে পুণ্ডিত তার দম্ভতার ধরে ।
 মুখ হৈয়া পণ্ডিত মানরে আপনারে ।
 চাটুবাণী বোলে তারা সত্যার ভিতরে ॥

হাসিয়া হাসিয়া বোলে নানা পরকারে ॥
 সক্ষম কারিয়া কক্ষ্মে কণে রঞ্জনগণে ।
 স্বর্গবাস সুখভোগ ধন পুত্র কায়ে ॥
 অল্প কক্ষ্মে ক্রোধ করে ঘেন কাল সর্প ।
 দম্ভমান অহঙ্কার করে নানা দর্প ॥
 এ সব দুর্জ্ঞান জন পাণ্ডা মতিনাশ ।
 বৈষ্ণব দেখিয়ে তারা করে উপহাস ॥
 অতোত্তে বোলয়ে মন্দ নানা ভঙ্গী করি ।
 দেখিয়া বৈষ্ণব জন কটাক্ষে নেহারি ॥
 শ্রী ধরে শ্রীসেবা শ্রী সভাষণে ।
 ব্যর্থ কাল যায় তার অসত্য ধোয়ানে ॥
 শ্রীণ তুষ্টি হেতুমাত্র পশুধ করে ।
 দেবতা উদ্দেশ করি শাস্ত্র বলে চলে ॥
 বিধিহীন দাক্ষিণ্যবহন করে দান ।
 পশুধ-পাতক না করে অগেহান ॥
 শ্রীমদে কুলমদে ঐশ্বর্য্যগরবে ।
 ভাগ্য কক্ষ্মে-বজ্রামদ সম্পদ ভেতবে ॥
 নানা মদে অন্ধ হৈয়া খলমতি জনে ।
 সাধুজনে নিন্দা করে কৃষ্ণ অবজ্ঞানে ॥
 কৃষ্ণ বৈষ্ণবের নিন্দা করে খলমতি ।
 সর্বনাশ হয় তার হয় অযোগ্যগতি ॥
 সকলের আত্মা হরি সবার দৈব ॥
 সর্বভূতে বৈলে হরি না বুঝে পামর ॥

না বুঝে পায়র যার বেদে গুণ গায় ।
 যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র যারে দিয়ানে ধোয়ান ॥ (১)
 সদত কুৎসং কচৈ নানা মনোরথে ।
 তে-কারণে দুষ্টজন ভ্রমে কর্মপথে ॥
 মন্তমাংসে দ্বীপেবা লোকব্যবহার ।
 বেদে কতু না বুঝায় এ সব আচার ॥
 এ সব লোকের ধর্ম বেদঅজ্ঞা নয় ।
 ব্যবস্থা করিয়া বেদ করএ নির্ণয় ॥
 দ্বীপেবা করিবে যদি কামে হৈয়া অন্ধ ।
 বিভা করি তবে যেন করয়ে দ্রীসজ ॥
 মন্ত মাংস খায় যদি ছাড়িতে না পারে ।
 যজ্ঞ লক্ষ্য করি যেন পশুবধ করে ॥
 নহে বা ইহাতে কতু আদে বেদবিধি ।
 বেদতত্ত্ব না বুঝিয়া বলে পশুবধি ॥
 ধনে কর্ম সাধিব ধনের প্রয়োজন ।
 ধর্ম হনে তত্ত্বজ্ঞান হয় উতপন্ন ॥
 দেহ-গেহ-ভরণ-মাত্র করে হেন ধনে ।
 ছরন্ত দেহের মৃত্যু না দেখে নয়নে ॥
 মন্ত মাংস খাইব যদি যজ্ঞের বিধানে ।
 গন্ধমাত্র নৈব যা করিব সুরাপানে ॥
 পশুবধ করিব কেবল যজ্ঞকালে ।
 জীবহিংসা কদাচিৎ কেহো জানি করে ॥
 পুত্র হেতু স্ত্রী সন্তাষিব বৃদ্ধজনে ।
 দ্রীসজ না করিব সুরতি কারণে ॥
 সর্ব বেদে কহে এই জীবের অধর্ম ।
 অশান্ত ছরন্ত জনে না বুঝে এ ধর্ম ॥
 মুখ হঞা আপনাকে পণ্ডিত হেন বলে ।
 না বুঝিয়া বেদবাণী পশুবধ করে ॥
 যত পশুবধ করে দেবতা উদ্দেশে ।
 সেই পশুগণ তাথে খায় অবশেষে ॥
 যে বাথে হিংস্র তাথে করে সেই হিংসা ।
 প্রাণিবধ বৃদ্ধজনে না করে প্রশংসা ॥
 সত্যর হৈ র হরি এক ভগবান্ ।
 সর্বভূতে বৈসে হরি সর্বত্র সমান ॥
 কেবল দৈবদ্রোহী প্রাণিবধ করে ।
 প্রেম অমুৎসাহ করি মৃত কসেবরে ॥
 ছরন্ত পণ্ডিত তার হয় অযোগতি ।
 বিবিধ নরকভোগ করে প্রাণঘাতী ॥

যোগ্যগতি যে না বুঝে কিঞ্চিৎ পণ্ডিত ॥
 ধর্ম অর্থ কাম মাত্র কেবল বঞ্চিত ॥
 নানা কর্মে নাহি তার কণেক বিশ্রাম ।
 আত্মঘাতী পাপী তার নাহি পরিত্রাণ ॥
 সেই আত্মঘাতী যার নাহি শাস্ত দয়া ।
 আপনাকে বলে জ্ঞানী জ্ঞানে মুগ্ধ হঞা ॥
 দৈবে তার কালে হরে সকল বাঞ্ছিত ।
 এহ লোকে পরলোকে সেই সে বঞ্চিত ॥
 নানা দুঃখে নিরমিল স্রুত বিন্ত দার ।
 পশু ভৃত্য অশেষ সম্পদ পরিবার ॥
 অন্তকালে যায় পাপী সব পরিহার ।
 পাপ পুণ্য দুই মা ন নিজ সঙ্গে করি ।
 নরকে মজিয়া পাপী দুঃখভোগ করে ।
 শ্রীহরি-বিমুখ জনে কতু নাহি তরে ॥
 তবে রাজা জিজ্ঞাসিল নিম্ন মতিমান ।
 কোন্ যুগে কোন্ বর্ণ ধরে ভগবান্ ॥
 কোন্ রূপে কোন্ যুগে পূজে নরগণে ।
 কি নাম কি বিধি তার কহিবে এখনে ॥
 কহে করভাজন রাজার বাণী শুনি ।
 অবতার-কথা কলি-কলুষঘাতিনী ॥
 সত্য জ্যোতা দ্বাপর কলি চারি যুগে ।
 নানা নাম বর্ণ হরি ধরে নানারূপে ॥
 নানা বিধি বিধানে পূজয়ে নানা লোকে ।
 যুগ অবতার রাজা শুনি একে একে ॥
 সত্যযুগে শুক্লবর্ণ শিরে জটাভার ।
 কৃষ্ণাঙ্গিন অক্ষমালা পরে বৃক্ষহাল ॥
 চারু চতুর্ভুজ দণ্ড কমণ্ডলু ধরে ।
 শান্ত দান্ত হিতৈষী জনে পূজা করে ॥
 শম দম তপ কর সাধুজনে ভজে ।
 সমজ্ঞানে মুনীগণে ভক্তিভাবে পূজে ॥
 বৈকুণ্ঠ সপর্ণ হংস ধর্ম যোগেশ্বর ।
 পরমাত্মা পুরুষ ঈশ্বর নিরমল ॥
 সত্যযুগে ধরে হরি এই সব নাম ।
 শুক্লবর্ণে অবতার ধরে ভগবান্ ॥
 জ্যোতায়ুগে রক্তবর্ণ চারি ভূজ ধরে ।
 কনক বরু কেশ অকৃৎসন করে ॥
 কুশের মেথলা ধরে যজ্ঞ কলেবর ।
 সর্বদেবদত্ত হরি ভুবন ঈশ্বর ॥
 বেদবাদী কর্মপর মা যজ্ঞ ব্যাকুল ॥
 বেদবিজ্ঞায় যজ্ঞে পূজিল তখন ॥
 বিষ্ণু যজ্ঞ পুণ্ড্রগত সর্বদেব নামে ।
 উরুক্রম বুধাকাশে বোলেন সচজনে ॥

(১) পাঠান্তর,—

যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র যাকে ধোয়ানে না পায় ।

দ্বাপর যুগেতে হরি শ্রাম কলেবরে ।
 পীতবাস পরিধান নিজ অশ্ব ধরে ॥
 শ্রীবৎস কোমল আদি লক্ষণে লক্ষিত ।
 মহারাজ রাজেশ্বর ভুবনপুঞ্জিত ॥
 ভাস্করানিগণে 'রি তস্তে মস্ত্রে পুঞ্জে ।
 সর্গদেবময় হরি সর্গভাবে ভঞ্জে ॥
 নমো বাশ্রদেব নমো দেব সর্গধর ।
 প্রত্নায়ান নমো অনিরুদ্ধ নারায়ণ ॥
 নমো বিশ্বেশ্বর বিশ্বময় বিশ্বপতি ।
 নমো মহাপুরুষ ঈশ্বর সর্গগতি ॥
 এইরূপে স্তুতি কৈল দ্বাপরের যুগে ।
 নানা ভক্তবদানে পূজিল তিন লোকে ।
 কলিযুগ-অবতার শুন সাবধানে ॥
 কলিযুগে কেবল ভজিব সঙ্কীর্তনে ॥
 কৃষ্ণপদে কৃষ্ণ বল বর্ণপদে নাম ।
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম জ্ঞানব বিধান ॥
 শ্রীমদ্বাক্য অকৃষ্ণ গৌরঙ্গ নিজ ধাম ।
 নৌরক্তে অবতার বিদিত বাখান ॥
 অঙ্গ উপাঙ্গ অস্ত্র পারিষদ সঙ্গে ।
 গৌরচন্দ্র অবতার নৃত্য-রঙ্গ রঞ্জে (১) ॥
 যুগধর্ম সঙ্কীর্তন-যজ্ঞ লক্ষ্য করি ।
 বিচারিয়া সুপণ্ডিত ভজয়ে শ্রীহরি ॥
 কৃষ্ণ অবতার যদি বলি কলিযুগে ।
 তবে পূর্য্যাপর গ্রন্থে বিরোধ না ভাজে ॥
 তে-কারণে বুঝজনে মোর পরিহার ।
 দোষ দিহ পূর্য্যাপর করিএ বিচার ॥
 ধ্যানগম্য অমৃতব-লভ্য তীর্থপদ (২) ।
 সকল অভাষ্টনাতা অখিল সম্পদ ॥
 শঙ্কর বিরিঞ্চি করে সদত ধ্যান ॥
 নিজ ভৃত্য-আর্তিহর প্রণত-পালন ॥
 ভবসিদ্ধ তরণী ভকত-সুখানন্দ ।
 বন্দো মহাপুরুষ তোমার পদবন্দ ॥
 ইন্দ্রে আদি দেব যারে ধ্যানে বাহ্য করে ।
 হেন রাজলক্ষ্মী হরি দূরে পরিহরে ॥
 ধর্মময় প্রভু কৈলা ধর্মের পালনে ।
 অরণ্যে প্রবেশ কৈলা বাপের বচনে ॥
 ভকতবৎসল হরি ভক্ত-ইচ্ছা পালে ।
 সীতার ইচ্ছায় গেলা যুগ-অনুগারে ॥

হেন মহাপ্রভু তুমি পুরুষ-শেখর ।
 বন্দো বন্দো নিরন্তর চরণযুগল ॥
 এইরূপে করে হরি যুগ অবতার ।
 যুগে যুগে সর্গলোকে ভঞ্জে সর্গকাল ॥
 সারভাগী গুণজ্ঞ পণ্ডিত মহাজনে ।
 তারা সব কলিযুগ সন্ত বাখানে ॥
 ধন্য কলিযুগ যাতে কেবল কীর্তনে ।
 সর্গ ধর্ম-ফল প্রাপ্তি হয় সর্গজনে ॥
 এই সে পরম লভ্য জ্ঞানব সংসারে ।
 যেন-তেন-মতে হরি-সংকীর্তন করে ॥
 যাহা হৈতে শাস্তি হয় বস্তুয়ে সংসার ।
 হরি সংকীর্তন বিনে গাত নাঞি আর ॥
 সত্যযুগে প্রজাগণ বাঞ্ছে নিরন্তরে ।
 কলিযুগে জন্ম যেন হয় ক্ষতিতলে ॥
 কলিযুগে হৈব নর হরিপরায়ণ ।
 ধন্য জনে জন্ম বাঞ্ছে এই-সে-কারণ ॥
 ক্ষতিতলে কোন কোন আছে পুণ্যদেশ ।
 ধন্য মহা পুণ্যকর ড্রাবিড় বিশেষ ॥
 ভাত্রপর্গা নদী যাথে নদী কুম্ভমালা ।
 পর্যাশ্রিতী মহানদী সর্গপাপহরা ॥
 প্রতীচী কাবেরী যাথে নদী মহাপুণ্য ।
 সর্গতীর্থফলময়ী সর্গলোক ধন্য ॥
 এ সব নদীর জল যেবা করে পান ।
 হরিভক্তি হয় তার নিরমল জ্ঞান ॥
 দেব ঋষি পিতৃগণ না হয় অধীন ।
 না হয় কিঙ্কর কারো না ধরয়ে ঋণ ॥
 সর্গধর্ম পরিহারি তেজি সর্গকর্ম ।
 সর্গভাবে পৈশে যেবা মুকুন্দ শরণ ॥
 নিজ চরণারবিন্দ করিতে ভজন ।
 সর্গধর্ম পরিহারি যে করে চিন্তন ॥
 তার মধ্যে দৈবযোগে কার কথঙ্কিত ।
 কেনমতে হয় যদি বিবর্ম উদিত ॥
 হৃদয়ে প্রবেশ করি আপনে শ্রীহরি ।
 সর্গপাপ হয়ে তার নিজ ভৃত্য করি ॥
 এইরূপে কত কত ভাগবত-ধর্ম ।
 কহিলা যোগেন্দ্রগণ বিচারিয়া মর্ম ॥
 শুনিয়া বৈষ্ণবধর্ম নিমি নরেশ্বর ।
 পৌরিতে পুটিল তহু বাহ্য আভ্যন্তর ॥
 মুনিগণ চরণ পূজিল সুবিধানে ॥
 অন্তর্দ্বান কৈল তারা সত্য-বিজ্ঞানে ।
 নিমি রাজা সেই ধর্ম করিলা আশ্রয় ॥
 বিষ্ণুপদে গেলা রাজা হৈয়া বিষ্ণুময় ॥

(১) পাঠান্তর,—“সংকীর্তন রঞ্জে” ।

(২) পাঠান্তর,—

“ধ্যানগম্য পরিতবহর তীর্থপদ” ।

তুমি বসুদেব এই বিষ্ণুধর্ম ধর ।
 বিষ্ণু আরাধিয়া তুমি বিষ্ণুপদে চল ॥
 ধন্ত বসুদেব তুমি দৈবকী স্নানরী ।
 রহিল দৌহার যশ ঐত্ববন ধরি ॥
 আপনে ঈশ্বর হঞা প্রভু ভগবান ।
 পুত্র হৈয়া জনমিল পুরুষপুরাণ ॥
 শয়ন ভোজন পানে কর দরশন ।
 পুত্রভাবে কর তুমি ব্রহ্ম আলিঙ্গন ॥
 পুত্রপ্রেম ধর তুমি দেব নারায়ণে ।
 বসুদেব ধন্ত তুমি হৈলে জিতুবনে ॥
 বস্ত্রবন্ধ বিদূরথ শাস্ত শিশুপাল ।
 কংস ভরাসন্ধ আদি নৃপ দুয়াচার ॥
 তারাসব বৈরিভাব ধরি নারায়ণে ।
 অমূল্য কৃষ্ণ তারা চিত্তিল ধিয়ানে ॥
 বৈরিভাব ধরি তারা হৈল কৃষ্ণময় ।
 প্রেমভাবে ভজিলে না জানি কিবা হয় ॥
 তুমি বসুদেব না করিহ পুত্রবুদ্ধি ।

সর্কেশ্বর-ঈশ্বর অখিল গুণনিধি ॥
 গুঢ়রূপে মায়ার মাছুষরূপ ধরে ।
 হরিতে অমুরভার নরলীলা করে ॥
 অজ হয়্য করে হরি নর-অবতার ।
 জগতে তোমার যশ করিব বিস্তার ॥
 পুত্রের মহিমা শুনি নারদের মুখে ।
 বসুদেব দৈবকী পুরিল প্রেমমুখে ॥
 অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি প্রভু (১) নারায়ণ ।
 বসুদেব তত্ত্ব জানি স্থির কৈল মন ॥
 ধন্ত পুণ্য ইতিহাস পুরাণে গোপিত ।
 নরধাষি সখাদ নারদ-মুখরিত ॥
 যেবা কহে যেবা শুনে শুদ্ধভাব ধরে ।
 বিষ্ণুপদে বাস তার সর্বপাপ হয়ে ॥
 ভক্তিরসগুরু শ্রীগদাধর জান ।
 ভাগবত-আচার্যের মধুরস-গান ॥
 - - - - -
 পাঠান্তর,—“পুত্র” ।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশ

স্কন্ধে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

মুনি বোলে শুন রাজা ভুবন-পবিত্র ।
 বৈকুণ্ঠ-বিঃয় লীলা কৃষ্ণের চরিত্র ॥
 ব্রহ্মা ভব পুরন্দর শশী দিনকর ।
 কুবের স্বরূপ যম গন্ধর্ব্ব কিন্নর ॥
 রুদ্রগণ সিদ্ধ সাধা বিধ দেবগণ ।
 পিতৃগণ ঋষিগণ শুভক চারণ ॥
 সুর মুনি সিদ্ধ বিভাধর কণধর ।
 অহিপতি সুরপতি রুদ্র অমুরের ॥
 সবেহি চলিয়া গেলা আপন বাহনে ।
 ঝারকামণ্ডলে গেলা কৃষ্ণ-দরশনে ॥
 নর-কলেবর হরি করে অবতার ।
 কলিমলহর যশ করিতে বিস্তার ॥
 কোতুকে চলিয়া হরি ঝারকামণ্ডলে ।
 দেখিব প্রভুর রূপ ভুবনমন্ডলে ॥
 অশেষ সম্পদপদ পুরী-বিরাজিতা ।
 মুক্তিমতী সর্বসিদ্ধি ভুবনবোধিতা ॥

আকাশমণ্ডলে দেব রহি নিজ রথে ।
 ঝারকামণ্ডলে কৃষ্ণ দেখিল সাক্ষাতে ॥
 নন্দন-মল্লিকা জাতী পারিজাত-মালা ।
 বৃষ্টি কৈল দেবগণে যেন জলধারা ॥
 আচ্ছাদিল যদুগণে মালা-বরিষণে ।
 স্তুতি করে দেবগণ বিবিধ বিধানে ॥
 নমো নমো প্রাণনাথ চরণে তোমার ।
 অত্য চরণ বিনে গতি নাহি আর ॥
 সকল ইন্দ্রিয়গণ বৃদ্ধি যন প্রাণে ।
 অত্য পদারবিন্দে পশিল শরণে ॥
 যোগিগণ চিন্তে যাহা হৃদয়গন্ধজে ।
 যে পদ মুনীন্দ্রবৃন্দ ভক্তভাবে ভজে ॥
 কণ্ঠময় মহাপাপ বিনাশের হেতু ।
 হৃদিগত তমোহর ভংসিদ্ধ সেতু ॥
 হেন চরণারবিন্দ পশিল শরণ ।
 কৃপা কর জগন্নাথ জগত-জীবন ॥

রজোগুণ ধরি তুমি নৃষ্টিলালা কর ।
 তমোগুণ ধরি তুমি আপনে সংহার ॥
 সত্ত্বগুণে পাল তুমি মায়া যোগবলে ।
 তমু নাথ তুমি বদ্ধ নহ কর্ণফলে ॥
 নিজ সুখে থাক তুমি সর্বএ সমান ।
 শুভাশুভ বিবজ্জিত নিত্য ভগবান ॥
 দান ব্রত তপ যোগ সমাধি ধারণে ।
 তমু শুদ্ধ নহে লোক এ সব সাধনে ॥
 যেরূপে তোমার যশ করিতে শ্রবণ ।
 শ্রদ্ধা ভক্তি করি যেবা শুনে অমুক্ষণ ॥
 যেন ৭৬ হয় লোক কথা সুধাপানে ।
 তেনরূপ শুদ্ধ জীব নহে কথ্য হনে ॥
 তোমার পদারবিন্দ-ভব-সিন্ধু-সেতু ।
 দুয়াশয়-দুর্ভিত-দহন-ধুমকেতু ॥
 মুনিগণ ধরে যাহা হৃদয়কমলে ।
 আয়ুজ্ঞানী জনে যাহা পুণ্ড্র নিরন্তরে ॥
 সে পদপঙ্কজ নাথ কবক কল্যাণে ।
 এই বর মাগে' দেব তোমা বিজ্ঞমানে ॥
 তোমার অঙ্গের বিগলিত বনমালা ।
 তাহাতে সতিনী ভাব করএ কমলা ॥
 হেন লক্ষ্মীদেবী তোমা পদযুগ ভঞ্জে ।
 কমল ধরিয়া করে নিরবধি পুঞ্জে ॥
 শতে এই পদযুগ কুশলের হেতু ।
 দুয়াশয়-দুর্ভিত-দহন ধুমকেতু ॥
 নাকে দড়ি দিয়া যেন বলদ গাঁথুনি ।
 লাম দড়ি মাঝে মাঝে সভার বান্ধনি ॥
 এইরূপে একা আমি সব চরাচর ।
 তোমার মায়াতে নাথ গাথুনি সকল ॥
 প্রকৃতি-পুরুষপর তুমি কালরূপ ।
 আমি-সব যত কিছু তোমার স্বরূপ ॥
 তোমার চরণে নাথ করক কল্যাণ ।
 পুরুষ উত্তম তুমি পুরুষ পুরাণ ॥
 অগতের উতপত্তি প্রলয় পালন ।
 তুমি সে সভার হেতু কারণ কারণ ॥
 প্রকৃতি পুরুষ নাথ তোমাতে সংহার ॥
 —সকল সংহারকারী কাল চক্রাকার ॥
 যে কালে করয়ে নাথ অগত সংহার ।
 সেহো কাল অংশলেশ ধরয়ে তোমার ॥
 তোমা হৈতে প্রথমে পুরুষ উতপন্ন ।
 প্রকৃতি সংযোগে কৈল বীৰ্য্য আরোপণ ॥
 তবে তাহা হৈতে হৈল মহত উদয় ।
 তাহা হৈতে ব্রহ্মাণ্ড জন্মিল হেময় ॥

সাত আবরণযুক্ত ব্রহ্মাণ্ড ঘটনা ।
 তাহার ভিতরে নাথ এ লোক রচনা ॥
 স্বাবর অঙ্গম নাথ এ চৌদ্দ ভুবন ।
 ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে নাথ এ সব ঘটন ॥
 তোমার মায়াতে নাথ এ সব কল্পনা ।
 ত্রিগুণভরিত যত বিবিধ ঘটনা ॥
 জীবরূপে কর তুমি বিষয় বিলাস ।
 ততু লিপ্ত নহ তুমি নিত্য-পরকাশ ॥
 ষোল সহস্র দেবী রমণী তোমার ।
 কামবাণে না পারিল তোমা জিনিবার ॥
 কটাক্ষ বিলাস হাস ভুরুভঙ্গী বাণে ।
 যার মন জিনিতে নারিল নারীগণে ॥
 এক নদী তোমার অমৃত কথাময়ী ।
 তার নদী পদনীর বহে গঙ্গা হঠ ॥
 তিন লোক-পাপ হরে দোহার শক্তি ।
 দুই তীর্থে স্নান করে ধাত্ত মহামতি ॥
 শ্রুতিযোগে স্নান করি এক তীর্থে জলে ।
 অঙ্গগঙ্গে আর তীর্থে স্নান পান করে ॥
 এইরূপে দুই তীর্থে করে স্নানপান ।
 মহাতাগবত হয় বিমলগেয়ান ॥
 এইরূপে নানা স্তুতি করে সুরগণে ।
 তবে ব্রহ্মা প্রজাপতি করে নিবেদনে ॥
 রথের উপরে রাহি আকাশমণ্ডলে ।
 প্রণাম করিয়া ব্রহ্মা বোলে জোড় করে ॥
 দেবগণ নিবেদন চরণে তোমার ।
 ক্ষতিতলে অবতার হরিলে ভূতার ॥
 দেবদেব ভগবান প্রভু ঋষীকেশ ।
 দেবকার্য্য কৈলে কিছু নাহি অবশেষ ॥
 সত্য-শুদ্ধ-শান্ত জনে ধর্ম্ম আরোপিলে ।
 জগত ভরিয়া পুণ্য যশ বিস্তারিলে ॥
 দশদিগ ভরিয়া চলিল কীর্তিভার ।
 করিয়া অদ্ভুত কর্ম্ম থুইলে চমৎকার ॥
 সেই গুণ কর্ম্ম কলিমল-বিনাশন ।
 সুখে লোক কলিযুগে করিব কীর্তন ॥
 শ্রবণ কীর্তন করি তারিবে সংসার ।
 যত যত্বংশে তুমি কৈলে অবতার ॥
 পঁচিশ অধিক নাথ শতক বৎসর ।
 এতকাল বহি গেল ইহার ভিতর ॥
 এখনে এখানে আর নাহি প্রয়োজন ।
 বিশ্রামে হৈব যত্নকুল-বিনাশন ॥
 ইংসা যদি কর নাথ কর অবধান ।
 সম্প্রতি বৈকুণ্ঠে তুমি চল নিজধাম ॥

নিজ ভৃত্য আমি-সব প্রধান (১) কিঙ্কর ।
 রক্ষ রক্ষ প্রাণনাথ দেবদেবেশ্বর ।
 চতুশ্চ মুখে শুনি এতেক বচন ।
 কহিতে লাগিল তবে নৈকোনন্দন ।
 তুমি যে কহিলে একা সব অগোচর ।
 হরিব পৃথীর ভার চলিব সংহর ।
 কিন্তু যদুকুল আছে সর্বশক্তি ধরে ।
 লোক আচ্ছাদিব তারা নি- বাহুবলে ॥
 যদুকুল আমি যদি না করিব ক্ষয় ।
 আপনে করিব যদি বৈকুণ্ঠ বিজয় ॥
 যদুকুলে লোক তবে নাশিব সকল ।
 হরিষা পৃথীর ভার না কৈল কুশল ॥
 যদুকুল বিনাশিব সম্প্রতি এখনে ।
 তবে নিজধামে আমি চলিব আপনে ।
 এতেক বচন যদি বলিল শ্রীহরি ।
 ব্রহ্মা আদি দেবগণে প্রাণপাত করি ॥
 আনন্দে চলিলা গতে নিজ নিজ স্থানে ।
 তবে কোন্ কর্ম কৈল প্রভু ভগবানে ॥
 দ্বারকামণ্ডলে দেখি নানা উৎপাত ।
 বুদ্ধগণ আমি দ্বাক্ত করে জগন্নাথ ॥
 দেখ-দেখ বহুবিধ উঠা উৎপাত ।
 দ্বারকামণ্ডলে কিবা ফলে পরমাদ ॥
 ব্রহ্মশাপ হৈল যদুকুল-বিনাশন ।
 কোনমতে না দেখিএ তাহার শব্দন ॥
 এখানেতে বসিতে আর উচিত না হয় ।
 এতাস উত্তম তীর্থে আছে পুণ্যময় ॥
 বিলম্ব না কর তথা চলি যাহ ঝাটে ।
 যাবত প্রমাদ কিছু এখানেতে না ঘটে ॥
 দক্ষশাপে যক্ষারোগ চক্রেয় আছিল ।
 এতাসে আসিয়া চক্রে পরিগ্রাণ পাইল ॥
 আমি-সব তীর্থে করিয়া মজ্জন ।
 দান পুণ্য দেব পিতৃ করিব তর্পণ ॥
 যিজগণে ভুজাইব দিব্য অন্ন পানে ।
 দান দিব বিপ্রগণে বহুমূল্য ধনে ॥
 পরিগ্রাণ পাইব তবে ব্রহ্মশাপে তরি ।
 দানে হৈতে কোন্ কার্য সাধিতে না পারি ॥
 নৌকাতে সাগরে যেন তরে বাণিজ্যার ।
 দানে হৈতে কোন লিঙ্গি না হয় কাহার ॥
 এত বাক্য শুনি তবে বুদ্ধ যজ্ঞগণে ।
 গত্য করি লৈল সব কৃষ্ণের বচনে ॥

এতাসে চলিতে তবে স্থির করি মতি ।
 সাজিঞা আনিল রথ রথের সারথি ॥
 অস্ত-শস্ত্র ধনু শর করিয়া কাছনি ।
 চলিল সকল লোক করিয়া সাজনি ॥
 দেখিয়া উদ্ধব তবে চিন্তে মনে মনে ।
 জানিল সকল ময় (১) কৃষ্ণের বচনে ॥
 মহা ঘোর অরিষ্ট দেখিয়। ভয়ঙ্কর ।
 বিষয় পড়িলা মনে চিন্তিত অন্তর ॥ (২)
 কান্দিতে কান্দিতে গেল। কৃষ্ণসম্মিধানে ।
 গোপতে দেখে (৩) করে আশ্বনিবেদনে ॥
 প্রণাম করিয়া দুই ধরিয়া চরণে ।
 কান্দিতে কান্দিতে উদ্ধব কি বোলে বচন ॥
 দেব দেবেশ্বর পুণ্যশ্রবণকৌন্তন ।
 কুল সংহারিবে হেন দুঃখিন লক্ষণ ॥
 নরলোক তেজিয়া চলিবে নিজধাম ।
 ব্রহ্মশাপ না খণ্ডিলে হৈয়া ভগবান ॥
 তিলেক ছাড়িতে নারোঁ এ দুই চরণ ।
 না ছাড় না ছাড় নাথ পশিল শরণ ॥
 তোমার চরিত্র-লীলামৃত মধু-পানে ।
 সকল পাসরে লোক সন্তুষ্ট শ্রবণে ॥ (৪)
 আসন শয়ন পান মজ্জন ভোজনে ।
 তিলেক না ছাড় মোরে তেজিব (৫) কেনে ॥
 তুমি যে তেজিবে নাথ অঙ্গ অলঙ্কার ।
 গঙ্গামাল্য চন্দন বসন উপহার ॥
 সেই দিয়া নিজ অঙ্গ করিমু ভূষণ ।
 দাস হঞা করোঁ যেন উচ্চিষ্ট ভোজন ॥
 এইরূপে খণ্ডিমু তোমার মায়াবন্ধ ।
 রূপা করি নাথ মোয়ে দেহ নিজ সজ ॥
 দিগম্বর স্ববিগণ শ্রমিত অন্তর ।
 সন্ন্যাস করিয়া ব্রহ্ম চিন্তে নিরন্তর ॥
 শান্ত দান্ত উদ্ধরেতা নিরমল মতি ।
 ব্রহ্মধ্যান করি তারা পায় ব্রহ্মগতি ॥
 কর্মপথে যথা তথা না হয় জনম ।
 তোমার অমৃত-কথা শুনি অহঙ্কণ ॥

(১) পাঠান্তর—“তত” ।

(২) পাঠান্তর—

“বিষয় ভাবিয়া মনে চিন্তিত অন্তর” ।

(৩) পাঠান্তর—“উদ্ধব” ।

(৪) পাঠান্তর—“কৌন্তন শ্রবণে” ; অতঃপর,
 “শ্রবণ শ্রবণে” ।

(৫) পাঠান্তর—“তেজিব” ।

(১) পাঠান্তর—“পুণ্য” ।

নাথু সঙ্গ শ্রবণ কীৰ্ত্তন যদি করি ।
তবে নাথ হৈলে যাই ভবসিদ্ধি তরি ।
এইরূপে নিবোধিল ঔকতপ্রধান ।

শুনিঞা উত্তর ভবে দ্বিলা ভগবান ।
জান গুরু গদাধর ধীরশিরোমণি ।
ভাগবত-আচার্যের প্রেমভরদ্বীপ ।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায় ।

দেশাগ রাগ ।

শুন হে উদ্ধব তুমি ভকতপ্রধান ।
সকল করিলে তুমি বুঝি অমুমান ।
ব্রহ্মা ভব পুরন্দর আদি সুরগণে ।
নিবেদন কৈল আসি বেকুণ্ঠ গমনে ॥
দেবকার্য্য কৈল আমি সব সমাধানে ।
এখানে চলিয়া আমি যাই নিম্নধামে ॥
ব্রহ্মার বচনে আমি কৈল অবতারণা ।
দৈত্যবধ করিয়া হরিল ভূমিভার ॥
কুলনাশ হৈব ইবে অতোত্তম কুললে ।
সপ্তম দিবসে পুত্রী মজিব সাগরে ॥
যখনে তেজিব আমি এ মহীমণ্ডল ।
হতভাগ্য হব লোক খণ্ডিব মঙ্গল ॥
দুষ্ট কলি সেইকণে করিব সঞ্চার ।
তুমি জানি উদ্ধব এখানে থাক আর ॥ (১)
পাপমতি হৈব লোক দুষ্ট কলিযুগে ।
সর্বধর্ম্ম তেজিব মজিব দুষ্ক শোকে ॥
তুমি স্মৃত বিত্ত দার পেম পরিহর ।
সর্বধর্ম্ম তেজিয়া আমাতে চিত্ত ধর ॥
ভবে স্মৃতে কর এই পৃথ্বী পর্য্যটন ।
অসত্য দেখিবে তুমি এ তিন ভুবন ॥
বুদ্ধি মন বচন শ্রবণে যত লয় ।
জানিব অসত্য বৎস সব যায়াময় ॥
চিত্তের ভরমে হয় অশেষ ভয়ম ।
ভেদবুদ্ধি করে দোষ-গুণ-নিরূপণ ॥

কর্ম্ম অকর্ম্ম আর বিকর্ম্ম বিচার ।
গুণদোষ-বুদ্ধ্যে করে ভেদ ব্যাংহার ॥
বেদে যে বুঝায় সেই কর্ম্ম অবধারি ।
কর্ম্ম যদি না করি অকর্ম্ম করি বলি ॥
বিকর্ম্ম জানিবা বাপু নিষেধ আচারি ।
গুণ-দোষ-ভেদে হয় এ সব সঞ্চার ॥
এ বোল বুঝিয়া তুমি স্থির কর চিত্ত ।
সকল ইন্দ্রিয় মন কার নিয়োজিত ॥
আপনাতে আঙে সব দেহহ গেমানে ।
আপনে আরাতে আঙে দেহহ ধেমানে ॥
জ্ঞান-বিজ্ঞানপূত হয় আধ্বময় ।
তুষ্ট হয়্যা থাক তুমি খণ্ডিব সংশয় ॥
দোষ-গুণ ব্যাংহার হৃদয়ে নাহি ধরে ॥ (১)
সে জন নিষেধ বিধি কিছুই না করে ॥
বালকীড়া করে যেন বালক সমান ।
শুভাশুভ কর্ম্মে তার নহে বস্তুজ্ঞান ॥
সর্বভূতহিতপর শাস্ত্র হয়্যা থাক ।
জ্ঞানে চিন্তা দিয়া মন স্থির করি রাখ ॥
আমায় স্বরূপ সব দেখিবা সংসার ।
পুনরপি না ঘটিব বিপত্ত্য তোমার ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি উদ্ধব স্মৃতি ।
পুনরপি ভিজ্জাগিলা করিয়া প্রণতি ॥
মহাযোগ-যোগেশ্বর প্রভু যোগময় ।
এ সব বচন মোর হৃদয়ে না লয় ॥

পাঠান্তর—

(১) “ইহা জানি উদ্ধব তুমি নাথি থাক আর”
অর্থ—“তুমিও উদ্ধব এখা না থাকিও আর ।”

(১) পাঠান্তর,—

“গুণদোষে বুদ্ধি দার জ্ঞান না ধরে” ।

অর্থ—

“গুণদোষ ভেদ যদি জানিঞা না করে”

ভ্যাগধৰ্ম কহিলে তুমি সন্ন্যাসলক্ষণ ।
 কল্পে করিব ভ্যাগ কামে দৃঢ়মন ॥
 বিষয়লম্পট যার কামে দৃঢ়মতি ।
 যার নাহি হয় নাথ ভোমাতে ভক্তি ॥
 সে জন কল্পে নাথ ভেজবে সংসার ।
 মুক্তি নিবেদিএ নাথ চরণে ভোগার ॥
 মুক্তি মুঢ়মতি নাথ মায়ায় মোহিত ।
 মুক্তি মোর করি মুক্তি কেবল বঞ্চিত ॥
 স্নাত দার পারবার অসত্য ধ্যানে ॥
 কেবল মজিয়া আছে এ ভব বন্ধনে ॥
 এ সব অজ্ঞানজাল ছিও হরীকেশ ।
 নিজ ভণ্ড করি রাখ দিয় উপদেশ ॥
 তুমি আত্মা সত্য নিত্য তুমি প্রভু বিনে ।
 আর বস্তা নাহি নাথ বিবৃথসরনে ॥
 ব্রহ্মা আদি দেবগণ সব বিমোহিত ।
 বিষয় ধ্যানে নাথ মায়ায় বঞ্চিত ॥
 তারা সব কি কহিব তবু অবধারি ।
 সৰ্বগুণনিধি তুমি সৰ্ব অধিকারী ॥
 অনন্ত মহিমা তুমি সৰ্বজ্ঞ ঈশ্বর ।
 অকুণ্ঠ বৈকুণ্ঠধাম-প্রতিঅগোচর ॥
 নারায়ণ প্রাণনাথ পশিলু শরণ ।
 ছরিত-দহন তাপ (১) কর বিমোচন ॥
 উদ্ধবের বচন শুনিয়া দয়াময় ।
 কহিতে লাগিলা তাঁর (২) বুঝিয়া হৃদয় ॥
 লোকতত্ত্ব-বিচক্ষণ যে জন সংসারে ।
 পায় তারা আপনাকে আপনে উদ্ধারে ॥
 আপনে আপন গুরু হয় মতিমান ।
 সাক্ষাতে দেখে আর করে অনুমান ॥
 সৰ্বত্র কল্যাণ তায় হয় সৰ্বসিদ্ধি ।
 এ যোর সংসার পায় হয় মহাবুদ্ধি ॥
 তত্ত্বযোগবিশারদ মতাদৌরগণে ।
 সৰ্বশক্তিযুত রূপ দেখে সৰ্বস্থানে ॥
 কহি আর এক ইতিহাস পুরাতন ।
 অবধূত ষড়্রাজ্য লবাদ কথন ॥
 অবধূত এক দ্বিজ আইল আচম্বিত ।
 সৰ্বভূতে দয়াপর ভয়বিবৰ্জিত ॥
 ষড়্রাজ্য দেখিয়া পুছিল তার তরে ।
 কি কারণে দ্বিজ তুমি ভ্রম একেশ্বরে ॥
 কোথাতে শিথিলে বুদ্ধি কহিবে নিশ্চিত ।
 বালবৎ ভ্রম তুমি হৈয়া সুপণ্ডিত ॥

(১) পাঠান্তর,—“পাপ ।

(২) পাঠান্তর,—“তবে” ।

ধৰ্ম-অৰ্ধ-কাম মোতে ব্যাকুলিত চিত ।
 নানা ধৰ্ম সাধে লোক হয় বিমোহিত ॥
 তুমি সেহ শাস্ত দাও শুদ্ধ কলেবর ॥
 না কর না বোল কিছু দেখিতে সুন্দর ॥
 জড় উনমত্তবৎ ভ্রম কি কারণে ।
 না শুন না দেখ কিছু শ্রবণ নয়নে ॥
 নানা তাপে সৰ্বলোকে দহে নিরন্তর ।
 তার মাঝে আচ্ছ তুমি শাস্ত কলেবর ॥
 কহ দেখি দ্বিজ তুমি আনন্দ-কারণ ॥
 অবধূত দ্বিজ তবে কহে বিবর- ॥
 বিস্তর আমার গুরু কহি বিদ্যামানে ।
 যে যে শিক্ষা লৈল আমি যার যার স্থানে ॥
 পুণ্ডরীক পবন বহি আকাশমণ্ডল ।
 রবি শশি আপ সিন্ধু গঙ্গা মধুকর ॥
 কপোত পতঙ্গ অজগর সর্প মীন ;
 পিঙ্গলা কুরুর শিশু কুমারী হরিণ ॥
 উৰ্ণনাভি শরক্কৎ আর মধুহারী ।
 এ সব আমার গুরু কীট পেশকারী ॥
 এই সে চকিণ্ড গুঃ করিয়া আশ্রয় ।
 যার ঠাঞি যে শিখিলু শুন মহাশয় ॥
 অদৃষ্ট অধীন জীব অদৃষ্ট কারণ ॥
 নানা দুঃখ পীড়া যদি করে নানা জন ॥
 অদৃষ্ট মানিঞা জীব সহিব সকল ।
 নিজ পথ না ছাড়িব নহিব চঞ্চল ॥
 এ ধৰ্ম শিখিলু আমি পুণ্ডরীক স্থানে ।
 অদৃষ্ট মানিয়া চিত্ত করি সমাধানে ॥
 পরহিত-হেতু-সব করে সমর্পণ ॥
 পরহিত-হেতু যার এ ধন জীবন ॥
 এ ধৰ্ম শিখিলু আমি তরুণ স্থানে ।
 এ ধৰ্ম শিখিলু আমি পরীত গহনে ॥
 দেহমাত্র ধারণ কেবল প্রয়োজন ।
 সুখভোগ না করিব ইন্দ্রিয়তর্পণ ॥
 উতপন্ন তত্ত্বজ্ঞান না করিব ধ্বংস ।
 মন বচনের কড় না করিব ভ্রংশ ।
 গুণ দোষ না দেখিব বিষয় সংযোগে ।
 আসক্তি ছাড়িব যদি থাকে সুখভোগে ॥
 সব ঠাঞি বৈশে বায়ু অন্তর বাহিরে ।
 নানা গন্ধ হরি লয় সৰ্বত্র সকারে ॥
 সব ঠাঞি আছে বায়ু হয়্যা উদাসীন ।
 কারো ধৰ্ম (১) নহে বায়ু কারো নহে ভিন্ন ॥

(১) পাঠান্তর,—“কার ভিত্তি”

বাহুবল আছে আমি এই শিক্ষা ধরি ।
কোন কালে কারে সনে আসক্তি না করি ।
আকাশ নির্লেপ যেন আছে সর্বঠাঞি ।
এই শিক্ষা লৈয়া আমি সর্বত্র বেড়াই ॥
আকাশে জনমে মেঘ আকাশে সঞ্চারে ।
তত্ব মেঘ আকাশ পরশ নাচি করে ॥
এই শিক্ষা লৈয়া আমি থাকি সর্ব ঠাঞি ।
পরশ না কারি কিছু আনন্দে বেড়াই ॥
মধুর মুরতি নিরমল কলেবর ।
সর্বলোক তার্থ হই যেন পুণ্য জল ॥
দরশন পরশন শ্রবণ কীর্তন ।
তীর্থজলে করে যেন পাপ বিমোচন ॥
এই শিক্ষা লৈল আমি দেখি তীর্থজল ।
লোক পরিভ্রাণ-হেতু আমি নিরন্তর ।
মহাতেজ ধরি আমি দীপ্ত কলেবর ।
কেবল উদয় যাত্র লোক-ভয়ঙ্কর ॥
সর্বভক্ষ হুই আমি (১) থাকি যোগবলে ।
এ ধর্ম শিখিল আমি দেখিএ অনলে ॥
জন্ম মরণ জরা মৃত্যু হুই তর ।
এ শব দেহের ধর্ম জীবের না হয় ॥
চন্দ্রকলা টুটে যেন বাড়ে কোন কালে ॥
যেই চন্দ্র সেট চন্দ্র না টুটে না বাড়ে ॥
এইরূপে নিত্য আত্মা অজয় অমর ।
এ ধর্ম শিখিল আমি চন্দ্রের গোচর ॥
সকল ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ে সঞ্চারে ॥
যে যার বিষয় সে সেই ভোগ করে ॥
নিত্য শুদ্ধ আত্মা কিছু না করে বিষয় ।
সূর্য্যের কিরণে যেন রস হরি লয় ॥
রশ্মিজালে হরে রস সূর্য্য শুদ্ধময় ।
এইরূপে নিত্য জীব না করে বিষয় ॥
কারো সনে না করিব অধিক পীরিতি ।
কার সঙ্গে সঙ্গ না করিব মহামতি ॥
কেহ কার সঙ্গে যদি পীরিতি বাচায় ।
তবে জীব কপোতসমান দুঃখ পায় ॥
আছিল কপোত এক বনের ভিতরে ।
কপোতী ভার্য্যার সঙ্গে গৃহবাস করে ॥
বৃক্ষে বাসা তোলাএ আছিল কতকাল ।
স্নেহপাশে বান্ধাবান্ধি হৃদয় দুইয়ার ॥
দিঠে দিঠে অঙ্গে অঙ্গে দুইয়ার বন্ধন ।
ক্রীড়া কেলি কৃতৃহলে একএ মিলন ॥

তিলেক না করে কেহ জীবির অন্তর ।
এইরূপে থাকে পক্ষ বনের ভিতর ॥
একত্র শয়ন পান একত্র বেড়ায় ।
যে যে বাঞ্ছা করে ভাষা আনিঞা যোগায় ॥
কথোদ্দিন বহি গও দরিল কপোতী ।
পতি সন্নিধানে প্রসাবল মহাসতী ॥
কথোজ্ঞতা অণ্ড তার জন্মিল উদরে ।
দোহে মেলি নিরবধি অণ্ডসেবা করে ॥
কথোদ্দিন বহি অণ্ড ফুটিল সকল ।
জনমিল শিশুগণ সর্দাধি কোমল ॥
কপোত-কপোতী দোহে মেলিয়া দম্পতি ।
নিরবধি শিশু পোমে করিয়া পীরিতি ॥
তা-সভার কল্যায় কাণ পাতি শুনে ।
যুদিত নয়নে মুখ করে নিরীক্ষণে ॥
হুই মেলি শিশু রাখে দিঠে দিঠে ধরি ॥
অলপে অলপে পাখা উঠে লোমাবলী ॥
গুত্র দবলনে বাড়ে দুইয়ার পীরিতি ।
বিষ্ণুমায়া বিমোহিত কপোত-কপোতী ॥
এইরূপে হুই মেলি শিশুগণ পোষে ॥
আকুলহৃদয় হয়্য মরে কণ্ঠদোষে ॥
একদিন গেল তারা আনিতে আহার ।
কপোত-কপোতী মেলি বনের মাঝার ॥
আহার চাহিএ হুই বুলে বনে বনে ।
হেনকালে এক ব্যাধ আইল সেইখানে ॥
ভূমিতলে শিশুগণ চরে বনে বনে ।
তা দেখিয়া জাল দড়ি পাতিল সন্ধানে ॥
আহার ধরিয়া তাথে রহে কথোদুরে ।
তা দেখিয়া শিশুগণ বন্দী হৈল জালে ॥
কপোত-কপোতী আইল হেন অবসরে ॥
আহার লইয়া ঠোটে বাসার নিয়ড়ে ॥
শিশু না দেখিয়া হুই বুলে বনে বনে ।
দেখে জালে বন্দী হএ আছে শিশুগণে ॥
জালে পড়ি শিশুগণ করে খড়ফড় ।
তরিতে ব্যাকুল হয়্য করে কোলাহল ॥
দেখিয়া কপোতী হৈলা অস্তরে দুঃখিতা ।
ভূমেতে পড়িয়া কান্দে শোকে বিমোহিতা ॥
বিলাপ করিয়া কান্দে কপোতী দুঃখিনী ।
ঝাঁপ দিয়া জালে বন্দী হইল পক্ষিনী ॥
কপোত দেখিয়া তবে এতেক বিশান ।
লোটারিয়া লোটারিয়া কান্দে হৈয়া অগেহান ॥
প্রাণের অধিক মোর সব শিশুগণ ।
কোনকালে আমি আর রাখিব জীবন ॥

প্রাণের অধিক মোর ভাষা শুণবতী ।
 কোথাতে রহিল মোর হবে কোন গতি ॥
 বিধি মোর বাম হৈল ঘটিল অপায় ।
 আর কি জীবন মোর রাখিতে যুয়ার ॥
 পীরিতি নহিল মোর না পুরিল কাম ।
 গৃহস্থ গেল মোর বিধি হৈল বাম ॥
 পতিব্রতা নারী মোর প্রাণের ঘরনী ।
 আমি না বাধলে প্রিয়া না থায় অন্ন পানী ॥
 স্বর্গবাসে গেল মোরে শূন্য ধরে থুয়া ।
 সব হরি নিল মোর পুত্রগণে লয়া ॥
 এইরূপে কান্দে পক্ষ করিয়া বিলাপ ।
 ধরিতে না পারে পক্ষা মনের সন্তাপ ॥
 ঝাঁপ দিয়া কপোত পড়িল সেই জালে ॥

পক্ষিগণ লঞা ব্যাধ গেল নিজ ঘরে ॥
 কপোত-কপোতী আর কপোত ছা(ও)য়াল ।
 জালে বন্দী করি লৈঞা গেল দুরাচার ॥
 এইরূপে কুটুম্বী গৃহস্থ হুয়াশয় ।
 কুটুম্বভরণে যার আকুল হৃদয় ॥
 এ বোর সংসারে মরে অবোধ বঞ্চিত ।
 এ বোল বুঝিয়া রাজা স্থির কর চিত ॥
 যাহুব জনম দেখ মুকুতি-দুখার ।
 নর-দেহে পারি সতে ভব ভরিবার ॥
 নরদেহ পাঞ যার গৃহে দৃঢ়মতি ।
 সতে দুঃখ ভোগ তার অন্তে অধোগতি ॥
 ধীরশিরোমণি শ্রীগদাধর জ্ঞান ।
 ভাগবত-আচায্যের মধুর-গান ॥

হিত শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায় ।

অবধূত বোলে যহ স্তন আর কহি ।
 অজগর ধর্ম্ম আমি সব ঠাঞি রছি ॥
 স্বর্গ নরক দুই এক করি মানি ।
 সুখ দুঃখ সব আমি সম করি জানি ॥
 ভাল মন্দ যখন যে মিলয়ে আহার ।
 তাই খে এ তুষ্ট হৈ না করি বিচার ॥
 অজগর ধর্ম্ম থাকি কিছুই না বলি ।
 না মিলে আহার যদি উপবাস করি ॥
 অদৃষ্ট মানিঞা থাকি যেন অজগর ।
 ভাল মন্দ সুখ দুঃখ না করি অন্তর ॥
 এসম্মুহুদয়ে থাকি বিমলশরীর ।
 তিমিত অন্তর যেন সাগর গন্তীর ॥
 স্ত্রীজাতি জানিব সহজে দেবযায়া ।
 স্ত্রীর দরশনে চিত্ত রাখিব বাকিয়া ॥
 যদি বা অবোধ জন করয়ে স্ত্রীসজ ।
 অনলে পুড়িয়া যেন মরয়ে পতঙ্গ ॥
 আছুক আনের কাজ নারী দাক্ষমণী ।
 চরণে পরশ না করে যতি হই ॥
 স্ত্রীসজ করে যদি যতি মতিভঞ্জে ।
 গজরাজ বন্দী যেন গজনারী সঙ্গে ॥

গজের বন্ধন দেখি স্ত্রীর সঙ্গ তেজি ।
 নিজ সুখে আছি আমি জ্ঞানরসে মজি ॥
 দুঃখে খন অরজিয়া করয়ে সঞ্চয় ।
 দান ভোগ না করে রূপণ হুয়াশয় ॥
 তারে মারি তার ধন আনে লয়া যায় ।
 মধুমাছি মারি যেন মধু লঞা যায় ॥
 গ্রাম্যগীত না শুনিব যাতে বনচর ।
 তন্ত্বে মন ধরিয়া থাকিব নিরন্তর ॥
 লুক্কের গীতে যেন যুগ মরে বনে ।
 তা দেখিয়া গ্রাম্য গীত না শুনিব কাণে ॥
 নানা মনোহর গীত বৃত্ত্য বাত শুনি ।
 বেঙ্গা সঙ্গে বন্দী হৈল ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি ॥
 জিহবার আশ্বাদে বন্দী হয় রস লোভে ।
 নীন বন্দী হয় যেন বঁড়ার টোপে ॥
 সকল জিনিতে পারি বর্জিয়ে রসনা ।
 রসনা জিনিব হেন আছে কোন জনা ॥
 এ বোল বুঝিয়া যাকি জিনিব রসনা ।
 সকল ইচ্ছিয়গণে করিব রোধনা ॥
 আছিল পিচ্ছলা বেঙ্গা বিদেহনগরে ।
 তার শিক্ষাধর্ম্ম যহ কহিব তোমারে ॥

একদিন যুক্তি কৈল বৈরিণী পিজলা ।
 ধনলোভে কামভাবে হইখা ব্যাকুলা ॥
 সঙ্কেত করিয়া এক ধানক-দ্বারে ।
 মন্দিরে আনিব তারে চিহ্নিল প্রকারে ॥
 বসন ভূষণে অঙ্গ কৈল বিভূষণ ।
 রজনী সময় আসি দিল দরশন ॥
 ঘরে হৈতে যাব বেড়া বাহির দুয়ারে ।
 পথে যত লোক আইসে সভাকে নেহাঙ্গে ॥
 ছের কান্ত আইসে মোর কিবা অজ্ঞ হয় ।
 কত আইসে কত যা, কি তার নির্ণয় ॥
 না জানি সঙ্কেত করি না আইল কেন ।
 সেই বা ধনিক আইসে কিবা অজ্ঞ জন ॥
 এইরূপে মনে মনে চিন্তয়ে পিজলা ।
 ছটপটি করে বেড়া কামেতে ব্যাকুলা ॥
 ঘর হৈতে বাহির বাহির হৈতে ঘর ।
 এইরূপে গতগতি করে নিরন্তর ।
 অন্ধরাণি বহি গেল এইত প্রকারে ।
 বৈরাগ্য-চক্ষিল তার হেন অবসরে ॥
 দেখ দেখ মোর এত বড় মোহজাল ।
 ধনলোভে সর্বনাশ কৈলু আপনার ॥
 অশান্ত পুরুষে মুঞি কান্ত্যুর্গি ধরি ।
 এত কাল গেল বার্থ ধন-আশা করি ॥
 নিকটে উদ্ভয় কান্ত সর্বফলদাতা ।
 সর্বলোক গতিপতি বিধির বিধাতা ॥
 হেন কান্ত-রতন পুরুষ দূরে তেজি ।
 অশান্ত ছরস্ত কান্ত দুঃখময়ে তজি ॥
 অতি মতিহীন মুঞি বিধিবিমোহিতা ॥
 কুপুরুষ-পতি সঙ্গে কেবল বঞ্চিতা ।
 মুঞি নারী পরবেশ করি হেন ঘরে ।
 নিরন্তর করে ঘর এ নব দুয়ারে ॥
 বিষ্টা মুখে পরিপূর্ণ ঘরের ভিতরে ।
 নখ লোম কেশে তার ছাউনি উপরে ॥
 হাড়ময় বাঁশ দিয়া ঘরের সাজনি ।
 হেন ঘরে প্রবেশিএ মুঞি ছচারিণী ॥

সকলের আত্মা নাথ প্রিয় হিতকারী ।
 হেন প্রভু বিসারিয়ে দূরে পরিহরি ॥
 দুর্গত কামুক সঙ্গে রমিলু বিস্তর ।
 বার্থ কাল গেল মোর জনম বিফল ॥
 জনম মরণ যার নানা দুঃখ শোক ।
 তার সনে কোন কাঙ্খে কৈল বতিভোগ ॥
 আছুক মামুষ দেব সেহে যায় নাশ ।
 বিনে কৃষ্ণ ভাঁজলে না ছাড়ে যায় পাশ (১) ॥
 হেন বুঝি মোরে তুষ্ট হৈল ভগবান ।
 বৈরাগ্য-কারণে হেন জনমিল জান (২) ॥
 শরণ পশিল আজি সে দেব-চরণে ।
 সকল ছরাশা তেজি ভজিমু যতনে ॥
 সে প্রভুর সঙ্গে মুঞি রমিব অন্তরে ।
 যেন-তেন-মতে প্রাণ রাখিব শরীরে ॥
 ভবকূপে নিপাতিত বাক্যত সে জন ।
 বিষয়ে হরিল যার এ দুঃখ নয়ন ॥
 কালসর্পে গরাসিল যায় কলেবরে ।
 কৃষ্ণ বিনে পরিত্রাণ কে করিতে পারে ॥
 এই সে আপনে কৈল আপন উদ্ধার ।
 অন্তরে বৈরাগ্য থাকে বিষয়ে যাহার ॥
 এইরূপে বিস্তর চিন্তিল মনে মনে ।
 সকল তেজিল বেড়া চিত্ত সমাধানে ॥
 নৈরাশ্য পরম শ্রুত আশা দুঃখময় ।
 বুঝিয়া পিজলা বেড়া দাটাইল হৃদয় ॥
 তেজিয়া সকল আশা আনন্দে রহিল ।
 পিজলা দেখিয়া আমি সে ধর্ম শিখিল ॥
 স্নানিঞা উদ্ধব যোগ স্থির কর মতি ।
 ভাগবত-আচার্যের মধুর ভারতী ॥

(১) পাঠান্তর,—

“কৃষ্ণের ভজন বিনে না ছিড়ে মোহপাশ ॥”

(২) পাঠান্তর,—

“বৈরাগ্য-কারণে মোর হৈল দিব্যজ্ঞান ॥”

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায় ।

সিন্ধুড়া রাগ ।

অবধূত বলে যদু স্তন সাবহিতে ।
কহিব সকল তত্ত্ব তোমার সাক্ষাতে ॥
পরিগ্রহ দুঃখ-হেতু নাহি সুখলেশ ।
সুখে রহে অকিঞ্চন বুঝিয়া বিশেষ ॥
হরিয়া কুরর পক্ষ মাংস লঞা যায় ।
তাথে মারি তার মাংস আনে লঞা যায় ॥
তে-কারণে কোথাহ না চলি কিছু লৈঞা ।
নিজ সুখে থাকি আমি অকিঞ্চন হৈঞা ॥
মান অপমান আমি বিচার না করি ।
পুত্র দার পরিবার চিন্তা পরিহার ॥
আপনাতে রত হয়্যা আপনাতে রমি ।
বালবত নিজ সুখে যথা তথা ভ্রমি ॥
এক দিগ ঘরে এক আছিল কুমারী ।
তাহাকে বরিতে আহল জনা দুই চারি ॥
পিতা মাতা বন্ধুগণ না ছিল মন্দিরে ।
আপনে ব্রাহ্মণ কহা পুজিল আদরে ॥
আতিথ্যবিধানে পূজি ঘরে পরবেশে ।
তগুল কারণে ধাতু গোপতে আপসে ॥ (১)
ধাতু আপসিত শঙ্খ শব্দ উঠিল ।
কুজিত মানিয়। কহা মনে লাজ পাইল ॥
একে একে হাথের সকল শঙ্খ ভাজি ।
দুই দুই শঙ্খমাএ দুই হাতে রাখি ॥
তবে আর বার ধাতু আপসে কুমারী ।
তবু শব্দ হৈল দুই শঙ্খ শঙ্খ মেলি ॥
দুই হাথে দুই গাছি শঙ্খ মাত্র থুয়া ।
এক গাছি করি শঙ্খ কলিল ভাজিয়া ॥
তবে শঙ্খ শব্দ না হইল আরবার ।
সেই শিক্ষা লঞা আমি ভ্রমি একেশ্বর ॥ (২)
বহুসঙ্গে বসিতে কোন্দল নিতি নিতি ।
দুইজনে কথা বাস্তা হয় নিরবধি ॥
কুমারী কঙ্কণ দেখি যুক্তি করি মনে ।
একেশ্বর হৈয়া আমি ভ্রমি তে-কারণে ॥
আসন পবন জিনি মন নিরোধিয়া ।
বৈরাগ্য অভ্যাস যোগে রাখিব বাঙ্কিয়া ॥

একত্রে ধরিব মন গোবিন্দ-চরণে ।
ধীরে ধীরে কৰ্ম্মরেণু তেজিব যতনে ॥
সঙ্কল্পে রজ-তম ফেলিব ধূইয়া ।
সঙ্কল্পে সঙ্কল্পে ছাড়িব জ্ঞানঞা ॥
নির্ব্বাণ পরমপদে নিয়োজিব মন ।
বাখ অভ্যস্তরে মনে নহে স্মরণ ॥
শরক্ক শর যেন গড়ে হেঁট মাথে ।
না দেখিল রাজা চাল গেণ সেই পথে ॥
শরগত চিত্ত তার নাহি অবধান ।
এ ধর্ম্ম শিখিলু শরক্কত সান্নিধান ॥ (১)
একাচারী হৈব মূর্খ না কারব ঘর ।
সাবধানে থাকিব ভ্রমিব নিরন্তর ॥
আচারে লাইতে কেহ না পারিব মূনি ।
গুহারন্ত ছাড়িব কহিব অন্নবাণী ॥
আপন কারণে ব্যর্থ না পাতব ঘর ।
পরষরে যেন বৈশে সুখে ভগধর ॥
মায়ায় করয়ে সৃষ্টি এক নারায়ণে ।
কালমুষ্টি ধরি সেই সংহারে আপনে ॥
নিরাধায় নিরালাষ অখিল আশ্রয় ।
সর্ব শক্তি সম্বরীয়া সেই মাএ রয় ॥
প্রকৃতি-পুরুষপর পরাপর-পর ।
উপাধি বর্জিত মাত্র এক মলেশ্বর ॥
যখনে ইচ্ছয়ে পুন সৃষ্টি করিবার ।
মায়াতে লক্ষণ করি সৃজয়ে সংসার ॥
সেই সে ত্রিগুণময়ী বলি বিষ্ণুমায়া ।
জগত সৃজয়ে সেই নানা মূর্ত্তি হৈয়া ॥
মায়ায় করয়ে হরি জগত নিখাণ ।
শ্রীলয় পালন করে সেই ভগবান্ ॥
উর্গনাতি উর্গসূত্রে সৃজয়ে বদনে ।
সেই উর্গজালে পুন বিহরে আপনে ॥
সেই উর্গাসূত্রে পুন করয়ে গরাস ।
এইরূপে সৃষ্টিলীলা করে শ্রীনিবাস ॥
যথা তথা চিত্ত ধরে একান্ত ধোয়ানে ।
সেহে ঘেষে ভয়ে কিবা করে আরোপণে ॥

(১) আপসে,—অর্থাৎ আঘাত করে,

নিস্তেজ করে, বাড়ে ইতি ভাষা ।

(২) পাঠান্তর,—“ভ্রমি এ সংসার” ।

(১) পাঠান্তর,—

“শরগণে চিত্ত তার নহে সমাধান ।

এ ধর্ম্ম শিখিল আমি শরক্কত সনে

যেই ধ্যান করি মরে সেই মূর্তি ধরে ।
 কুমারিয়া কীট বেন নিজ মূর্তি করে ॥
 কুমারিয়া কীট অস্ত্র কীট ধরি আনে ।
 প্রবেশ করায় নিজ ঘরে সেই মনে ॥
 ভয়ে তার রূপ কীট চিত্তে নিরন্তর ।
 নিজরূপ ছাড়ি ধরে সেই কলেবর ॥
 এই সে কারণে আমি কৃষ্ণে ধরি মনে ।
 আনন্দে বিহার করি পৃথ্বী পর্ষাটনে ॥
 এত গুরু হৈতে এত উপদেশ ধরি ।
 নিজ মুখে পূর্ণ হৈয়া আনন্দে বিহরি ॥
 আপনার গুরু হঞা শিখিল আপনে ;
 নিজ কলেবরে গুরু বলি তে কারণে ॥
 বিচার করিয়া বুঝি মনের ভিতরে ।
 জ্ঞান-বৈরাগ্যের হেতু নিজ কলেবরে ॥
 দেহের জনম মাত্র দেহের মরণ ।
 আপনার জন্ম-মৃত্যু সে (হয়) ভরম ॥
 এ বোল বুঝিয়া দেহে না করি পীড়িত ।
 ভজিব মকুন্দপদ দৃঢ় করি মতি ॥ (১)
 পশু ভৃত্য গৃহ দার পরিবারগণ ।
 পোষণ পালন করে দেহের কারণ ॥
 অস্ত্রকালে চলে দেহ এ সব তেজিয়া ।
 আপনার নিজকর্ম সংহতি করিয়া ॥
 বুদ্ধধর্মী কলেবর অস্ত্রে যায় নাশ ।
 তে-কারণে নিজদেহে না করি বিশ্বাস ॥
 একদিগে জিহবার বান্ধিয়া লঞা যায় ।
 আর দিগে তৃষ্ণায় আকুল হঞা যায় ॥
 এক দিগে শ্রবণ নমন আর দিগে ।
 লিঙ্গে উদরে আর বাক্কে দুই ভাগে ॥
 কোন ঠাঞি বাঞ্ছে লঞা নালিকা-বিবরে ।
 বিস্তর সতিনে যেন গৃহপতি মরে ॥

(১) পাঠান্তর,—

“দেহ উল্লাসীন হৈঞা থাকি দিনরাত্তি” ।

কি কৰ্ম করিব জীব কি তার শক্তি ।
 সত্তিনী মেলিয়া যেন কাটে গৃহপতি ॥
 আপনে করিএ হরি এ লোক-রচনা ।
 কীট পতঙ্গ আদি ব্রহ্মাণ্ড কল্পনা ॥
 তত্ব তুষ্ট নহিল সৃষ্টি করিয়া নির্মাণ ।
 তবে নররূপ সৃষ্টি কৈলা ভগবান ॥
 যামুখ জনমে ব্রহ্মা দেখিব নয়নে ।
 তবে তুষ্ট হঞা হরি রহিলা আপনে ॥
 বহুকোটি জনম লভিয়া কর্মদোষে ।
 যামুখ জনম যদি হৈল ভাগ্যবশে ॥
 দুর্লভ যামুখ জন্ম অনিত্য সংসারে ।
 হেন জন্ম লভিয়া চিন্তিব পরকারে ॥
 যাবত শরীর নাহি পড়ে অকারণ ।
 শরীরের সহে মৃত্যু রহে অকারণ ॥
 তাবত যতন করি সাধিব মুক্তি ।
 সব ঠাঞি বিবয় মিলয়ে জীবগতি ॥
 এইমতে জনমিল হৃদয়-নির্বেদ ।
 জ্ঞানচক্ষে দেখি নব দীপ্ত অস্তর ॥
 সর্বসঙ্গ পরিহরি তেজ অহঙ্কার ।
 আনন্দে বিহরি আমি ত্রিএ সংসার ॥
 এতেক বচন বলি দ্বিজ অবধূত ।
 গভীর চরিত্র মহাধীর গুণযুত ॥
 বহু রাজা প্রশংসিয়া চলিলা ব্রাহ্মণ ।
 পীড়িতে পুঞ্জিল রাজা বিপ্রের চরণ ॥
 অবধূত-বচন শুনিঞা যজুরাজ ।
 প্রণীত করিয়া কৈল অবধূত-পূজা ॥
 পুঙ্কর বংশের তিঁহো আছিল পুঙ্কবে ।
 একচিন্তে কৃষ্ণ আরাধিল সর্বভাবে ॥
 সর্বসঙ্গ তেজিয়া ভজিলা গদাধর ।
 বিষ্ণুপদে গেলা তিঁহো সাধিয়া সকল ॥
 উদ্ধব সংবাদকথা কৃষ্ণগুণ বাণী ।
 ভাগবত-আচায্যের শ্রেমতরঙ্গিনী ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে

নবমোহিধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

দশম অধ্যায় ।

তবে পুন কহিতে লাগিলা ভগবান ।
 শুন হে উদ্ধব তুমি ভকত প্রধান ॥
 আমি যে কহিলি ধর্ম আগম পুরাণে ।
 সে ধর্ম আশ্রয় করি রহ সাবধানে ॥
 বর্ণ ধর্ম কুলধর্ম আশ্রম-আচার ।
 কর্মফল তেজি কর্ম করিব প্রচার ॥
 শুদ্ধচিত্তে দেখিব সকল মায়াময় ।
 বুঝিব আরম্ভমাত্রে সব বিপর্যয় ॥
 নানা উপভোগ যেন দিলএ স্বপনে ।
 নানা মনোরথ যেন চিত্তয়ে ধোয়ানে ॥
 যত নানা রূপ দেখি জানিব বিকল ।
 ত্রিগুণ-জনিত মিথ্যা জানিব সকল ॥
 সাধিব নিবৃত্তি-কর্ম প্রবৃত্তি তেজিয়া ।
 আদরে শিখিব ধর্ম জিজ্ঞাসা করিয়া ॥
 তবু জিজ্ঞাসিয়া যদি নিল উপদেশ ।
 তবে কর্ম তেজিয়া ভজিব হৃদীকেশ ॥
 সংযম নিয়ম দুই সাধিব যতনে ।
 শাস্ত গুরু আশ্রয় করিব শুদ্ধ মনে ॥
 চিত্তবৃত্তি বাহার আমাতে সমর্পণ ।
 আমি যার প্রাণধন আমি সে জীবন ॥
 হেন গুরু আশ্রয় করিয়া শুদ্ধমতে ।
 মান মদ অহঙ্কার না করিব চিতে ॥
 সর্বভূত-স্বরূপ নির্মল দয়াপর ।
 তবু জিজ্ঞাসিয়া জীব না হৈব চঞ্চল ॥
 দোষ-দুই না করিব অসত্য-ভাষণ ।
 সব ঠাঞি উদাসীন বিগত বন্ধন ॥
 ধনপুত্র কলত্র দেখিব মায়াময় ।
 সর্ব ঠাঞি উদাসীন বিগত সংশয় ॥
 দেহ ভিন্ন আপনাকে দেখিব গোয়ানে ।
 কাষ্ঠ হৈতে ভিন্ন যেন দীপ্ত তত্যাশনে ॥
 এ বোল বুঝিয়া গুরুউপদেশ লৈয়া ।
 সর্ব ঠাঞি বস্ত্র বুদ্ধি ছাড়িব বুঝিয়া ॥
 কতক হৈঞা কর্ম করে তোক্তা হৈয়া ভুজে ।
 তমুত স্বতন্ত্র নহে স্মৃৎ দুঃখ ভজে ॥
 দেহযোগে দেহীর না দেখে স্মৃৎলেশ ।
 যদি বা পণ্ডিত হয় সেহ পায় ক্লেশ ॥
 দুঃখে স্মৃৎবর্জিত করে স্মৃৎ দুঃখ বন্ধি ।
 ব্যর্থ অহঙ্কারে জীব লনে নিরবধি ॥

স্মৃৎ দুঃখ জীব যদি জানে আপনায় ।
 তবে কেন মৃত্যু না পারিব জিনিবার ॥
 অর্থ কাম যদি দৈবে হয় উপসর ।
 তবু স্মৃৎ নাহি তাণে দুঃখ-নিবারণ ॥
 বাকি লৈঞা যায় যদি কাটিবার তরে ।
 তবে অর্থ-কামে তার কোন স্মৃৎ ধরে ॥
 দেখি শুনি যত কিছু সব দুঃখময় ।
 মান মদ কাম ক্রোধ ভোগ অপচয় ॥
 দুঃখময় জগত কেবল হেন জান ।
 কক্ষে কোন গতি হয় চিত্ত দিয়া শুন ॥
 নানা পুণ্য দান ধর্ম বিবৎ বিধান ॥
 নানা যজ্ঞ করি দেব করে আরাধনে ॥
 স্বর্গলোক গিয়া তবে করে গুণভোগ ।
 দেবমত মিলে নানা দিব্য উপভোগ ॥
 নিজ-কর্ম বিনিমিত উচ্ছিন্ন বিমানে ॥
 গন্ধর্ব-কিয়রে গীত গায় বিজ্ঞমানে ॥
 দেবীগণ লঞা দিব্য বিমানে বিহার ॥
 বিলোল কিঙ্করীজাল বিনোদ মন্দিরে ॥
 তাবৎ বিনোদ করে স্বর্গের উপরে ॥
 যাবত সকল শঙ্ক হয় কণ্ঠফলে ॥
 পুণ্যক্ষয় হৈলে হয় পুন নিপাতন ।
 কালে সব হরে তার অদৃষ্ট কারণ ॥
 অসৎ-সঙ্গ হয় যদি দৈব নিবন্ধনে ॥
 অধর্মনিরত হয় কুসঙ্গ-মিলনে ॥
 কামহত হুঁজিত কপট রূপণ ॥
 ভূতাবহিংসক পরপ্যাড়াপরাধন ॥
 বিধিহীন পশুবৎ করে যজ্ঞ-হলে ॥
 ভূত-প্রোতগণ পুঞ্জে পিতৃযজ্ঞ করে ॥
 তবে অন্তকালে যৌব নরকে গমন ॥
 তবে নানা যোনি জীব করয়ে ভ্রমণ ॥
 স্থাবর জন্ম আদি কাটি যে পতঙ্গ ।
 পশু পক্ষ মুগ নাগ সিংহ যে মাতঙ্গ ॥
 এইরূপে নানা যোনি করিএ ভ্রমণ । (১)
 তবে সর্ব অবশেষে মাছুষ জন্ম ॥

(১) পাঠান্তর—

“এইমতে নানা যোনি করয়ে ভ্রমণ ।
 তবে অবশেষে হয় মানব-জন্ম ॥”

এইরূপে ভ্রমে জীব এ ঘোর সংসারে ।
পুনঃপুনঃ কৰ্ম করি দুঃখভোগ করে ।
দুঃখময় কৰ্ম তাতে নাহি স্মরণেশ ।
কথ করি দেহবোগে পায় নানা ক্লেশ ॥
কুবের বরুণ যম বহি পুণ্ডর ।
ঘোর ভয়ে তারা সব কম্পিত অন্তর ॥
আছুক আনের কাজ কল্প অধিকারী ।
ব্রহ্মা হয়্যা ঘোর ভয় ঋগ্বিতে না পারি ॥
গুণে কৰ্ম সৃজে গুণে সৃজয়ে বিষয় ।
কৰ্মফল ভুজে জীব হৈঞা কৰ্মময় ॥
যাবত বিষয়গতি গুণের কল্পনা ।
তাবৎ বিবিধরূপ জীবের ভাবনা ॥
নানারূপ যাবৎ তাবৎ পুরাণীন ।
তাবৎ ঈশ্বরে ভয় ঈশ্বরের তিন ॥
এ সব যাহার হয় মতি বিপদায় ।
সংসারে ভ্রময়ে তারা না ঘুচে সংশয় ॥
এতেক বচন শুনি উদ্ধব সুমতি ।

এই জিজ্ঞাসিলা তবে করিয়া প্রশ্নতি ।
সম্মত রজ তম তিনে দেহ উতপন্ন ।
সেই দেহে বৈসে জীব শুদ্ধ নিরঞ্জন ।
গুণে বদ্ধ নহে জীব নিত্য নিরাধার ।
কি কারণে তিন গুণে বন্ধন তাহার ।
সেই গুণে বদ্ধ জীব নহে কোন মতে ।
কিরূপে থাকয়ে জীব বিহরে কোথাতে ।
জানিবারে পারি জীব কেমনে লক্ষণে ।
শরন ভোজন জীব করয়ে কেমনে ॥
কিরূপে গমন তার কোথা তার স্থিতি ।
কহ নাথ অচ্যুত মাধব প্রাণপতি ॥
সহজে বা বদ্ধ জীব কিবা মুক্ত দৃঢ় ।
এক জীব মাত্র কিবা নানা প্রকার ॥
এই ভ্রম চিত্তে নাথ কৈলু নিবেদন ।
জ্ঞান দিয়া কর নাথ অজ্ঞান ঋগুন ।
জ্ঞান কল্পতরু শ্রীগদাধর জান ।
ভাগবত-আচার্যের মধুর-গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে

দশমোহিধ্যায়ঃ । ১০ ॥

একাদশ অধ্যায় ।

বসন্ত রাগ ।

উদ্ধবের বচন শুনিঞা ভগবান ।
কহিতে লাগিলা জীবগতি-ভবজ্ঞান ॥
বদ্ধ মুক্ত বলি জীব কেবল বাখানি ।
বস্তগতে বদ্ধ মোক্ষ একুই না মানি ॥
গুণে হৈতে বন্দী জীব গুণ মায়ায় ।
বদ্ধ মুক্ত দুই মিথ্যা এক সত্য নয় ॥
সুখ দুঃখ শোক মোহ জনম মরণ ।
এ সব সকল মায়া কেবল ভয়ম ॥
স্বপনে অনর্থ যেন দরশন হয় ।
জাগিলে স্বপন যেন জানি মায়ায় ॥
বিদ্যা অবিদ্যা দুই মুক্তি শরীরে আহার ।
বদ্ধ মোক্ষ করি দুই মায়ায়ে প্রচার ॥
তাথে এক জীব অংশ আমাতে অভিন্ন ।
অবিদ্যায় বদ্ধ তেঁহো হঞা মতিহীন ॥
নিত্যমুক্ত এক তার নিজ বিদ্যাবলে ।
অখণ্ড পরমানন্দ আনন্দে বিহরে ॥

দুই গুণী হংস পক্ষ এক বৃক্ষে বসে ।
সমশক্তি দুই লগ্না আনন্দে বিলসে ॥
এক গুণী হংস তার ঋণ বৃক্ষফল ।
নিরাহারে এক পাখী থাকে নিরন্তর ॥
নিজানন্দে পরিপূর্ণ ধরে মহাবল ।
জ্ঞানচক্ষে ভাল মন্দ দেখয়ে সকল ॥
নিজ পর সব দেখি বিমল গেলানে ।
বৃক্ষফল খাঞা পক্ষ কিছুই না জানে ॥
অবিদ্যাগুণযোগে জীব এহিরূপে বন্দী ।
নিজসুখে বিহরে ঈশ্বর মহানন্দী ॥
আছে দেহে নাহি দেহে সে হয় পণ্ডিত ।
দেহে নাহি থাকে দেহে সে হয় বক্তিত ॥
মিথ্যা হেন জানি যেন জাগিলে স্বপন ।
কুমতি জনের যেন স্বপনে ভয়ম ॥
ইন্দ্রিয় বিষয় ভুজে জীব উদাসীন ।
অহঙ্কারে কর্তা হএ মুখ মতিহীন ॥

অদৃষ্ট অধীন জীব গুণ-কর্মময় ।
 তাহে অহঙ্কারে মূর্খ কর্তা তোক্তা হয় ॥
 এইরূপে সর্বঠাঞি হৈব উদাসীন
 কারো কতো কোন ঠাঞি নহিব পরাধীন ॥
 শয়ন ভোজন পান আসন মজ্জনে ।
 দরশন পরশন গমন শ্রবণে ॥
 সর্ব ঠাঞি উদাসীন হৈব যতিমান ।
 দেহ গেহো না করিব নিজ অভিমান ॥
 মনে কতো না করিব সংকল্প ভাবনা ॥
 দেহে গেহে চিন্তগত তেজিব বাসনা ॥
 কেহ হিংসা করে কেহ করে অপকার ।
 কেহ পূজা করে কেহ করে নমস্কার ॥
 স্তুতি নিন্দা তাহাতে না করে যুগজনে । (১)
 অদৃষ্ট মানিঞা চিন্ত করে সমাধানে ॥
 সমাদৃষ্টি হৈব গুণ-দোষ-বিবজ্জিত ।
 না বোলে না কবে কিছু না চিন্তে পণ্ডিত ॥
 আত্মারাম ঐতর্য্য আনন্দে বহরে ।
 দেখি শুনি ভাল মন্দ হৃদয়ে না ধরে ॥ (২)
 সর্বশাস্ত্রে সুপাণ্ডব সর্বধর্ম্য জানে ।
 তবু যদি তবু বস্ত্র না লয় গয়ানে ॥
 ব্যর্থ তার সর্বশাস্ত্র শ্রমমাত্র সার ।
 কুধেহু রাখিয়া যেন ব্যর্থ যায় কাল ॥
 ছাছলে না পাই ছুঁই হেন ধেহু রাখি ।
 ছুট ভাষ্যা রাখে যদি নানা দোষ দেখি ॥
 পরাধীন কলেবর কুণ্ডল কুবাণী ।
 আমার মাহিমা বশ যাথে নাহি শুনি ॥
 পাত্রে পাঞা না কৈল যে ধন সমর্পণ ।
 এ সব রাখএ যে কুমার অচেতন ॥
 দুঃখীর অবিক দুঃখী বলিয়ে তাহারে ।
 এইলোককে বঞ্চিত পতিত পরকালে ॥
 আমার নিশ্চয় যশ নান গুণগায় ।
 বাহাতে না থাকে সে বচন ব্যর্থ মানি ।
 সে ব্যক্তি পণ্ডিত কহু নাহি লক্ষ মুখে ।
 তবু জিজ্ঞাসিএ পরে রহে নানা ভয়ে ।
 কহিল উদ্ধব যোগগতি তত্ত্বজ্ঞান ।
 যদি চিণ্ড করিতে না পায় সমাধান ॥

যদি চিন্ত আঘাতে ধরিতে নাহি পার ।
 তবে তুমি সর্বকর্ম সমর্পণ কর ॥
 সর্বকর্ম আঘাতে করিয়া সমর্পণ ।
 সর্বভাবে লও তুমি আমার শরণ ॥
 শ্রদ্ধা করি আমার পবিত্র কথা শুনি ।
 জন্ম কর্ম নাম-গুণ সত্য করি মানি ॥
 শ্রবণ কীর্তন গুণ কর শ্রবণ ।
 ধর্ম্যকাম আঘাতে করিয়া সমর্পণ ॥
 এইরূপে উদ্ধব করিএ উপাসনা ।
 আঘাতে লভিবে তবে ভক্তি আকঞ্চনা ॥
 সংসদ করিলে হয় নিমল ভক্তি ।
 ভক্তি করিএ যোরে ভজ্ঞে শুদ্ধমতি ॥
 তবে তত্ত্বপদ তুমি লভিবে সাক্ষাতে ।
 ভক্তিরোগ তোমাকে কহিল সুনিশ্চিতে ॥
 উদ্ধব জিজ্ঞাসা তবে কৈল যোড়করে ।
 ভকত-লক্ষণ নাথ কহিবে আমারে ॥
 কিরূপ ভকত নাথ কিরূপ ভক্তি ।
 কেমন লক্ষণ চিহ্ন ভকতের গাত ॥
 তুমি ব্রহ্ম পরিপূর্ণ প্রার্থ্যতার পর ।
 ভক্তের ইচ্ছায় ধর নর-বংশের ॥
 প্রণত-পালিন তুমি পুত্র পুত্র ॥
 ভকত-লক্ষণ যোরে কহ ভগবান ॥
 প্রভু বলে কহি শুনি ভকত-লক্ষণ ।
 সত্যসার শুদ্ধমাত সম দরশন ॥
 ত্যাগশীল শান্ত পর-দ্রোহ বিবাক্তিত ।
 ধাতবৃত্ত কপাল সকল-লাগিত ॥
 শুচি মুহু মিতভোজী মুনিস্থিরমতি ।
 অমানা মানদ কল্য (১) কার (২) মহাকৃতা ॥ (৩)
 অশ্রমাদা গিতকাম গভীর-আশয় ।
 এত গুণে জানিব বৈষ্ণব-পারদয় ॥
 এইরূপে গুণদোষ ব্যাখ্যা নির্ণয় ।
 সর্বধর্ম্য তেজিয়া যে ভজ্ঞে মহাপর ॥
 ভকত-গুণম শেহ যবহ বিচারি ।
 ভক্তের লক্ষণ তোমায় কহিল বিবারণ ॥ (৪)
 জামুক বা না জামুক আমার মাহিমা ।
 যেন-তেন-মতে ভজ্ঞে যেন তেন জনা ॥

(১) কল্য,—পরোপধানে দক্ষ ।

(২) কবি,—সম্যগজ্ঞানী ।

(৩) পাঠান্তর,—“মহামতি” ।

(৪) পাঠান্তর,—

“ভকত উত্তম তারে বুঝিব বিচারি ।

বৈষ্ণব-লক্ষণ এই কহিল বিস্তারি” ।

(১) পাঠান্তর—

“ভাল-মন্দ জ্ঞান কহু না করিব মনে” ।

(২) পাঠান্তর,—

“দেখে শুনে ভাল মন্দ কিছুই না বোলে” ।

গো ব্রাহ্মণ দিনমণি আকাশ পবন ।
পৃথিবী বৈষ্ণব আত্মা আপ হত্যাশন ॥
এই সব স্থানে হরি পূজিব বিধানে ।
শুনি কহি যে রূপে পূজিব যে যে স্থানে । (১)
বেদবিজ্ঞা মন্ত্রে পূজা করি দিনকরে ।
যত স্থানে পূজা করি জলস্ত্র অনলে ॥
আভিষ্য বিধানে পূজা করিব ব্রাহ্মণে ।
গোকৃতে পূজিব নব হুণ জলদানে ॥
বৈষ্ণবে পূজিব বন্ধু সৎকার সম্বানে ।
হৃদয়-আকাশে হরি পূজিব ধোয়ানে ॥
পবনে পূজিব হারি সুখবুদি ধরি ।
জলময় দ্রব্য নিয়া জলে পূজা করি ॥
স্থলে পূজা করি হারি নানা উপহারে ।
আত্মা পূজা করে নানা ভোগ পুরকারে ॥
সর্বভূতে পূজি হরি অন্তর্যামিক্রমে ।
এই মনে নানা ঠাঞি পূজি নানাভাবে ॥
এই সব স্থানে মূর্ত্ত কারব চিত্তন ।
জলধর কলোবর রাজীব লোচন ॥
পশ্চাৎ চক্রে গদা পদ্ম শোভে চারি করে ।
এইরূপে চিত্তস্থ পূজিব নিরন্তরে ॥
যজ্ঞদান বাপা উপ কারব নিম্মণে ।
সর্বগণে আমাকে পূজিবে মাতৃমান ॥
এরূপে ভক্তি লভে আমার চরণে ।
নিরন্তর স্মৃত হয় সাধুসেবা হেনে ॥
ভক্তিযোগে বিনে বাপু গাত নাহি আন ।
সাধুসঙ্গ বিনে ভক্তি নহে উপাদান ॥
কাহ্ন পরন শুদ্ধ আর এক কথা ।
তুমি ভূত, আনার বান্ধব প্রিয় সখা ॥
কাহ্ন উদ্ধর যোগ তৃষ্ণ-শুণ বাণী ।
ভাগবত-আচাৰ্যের প্রেমতরঙ্গিণী ॥

“ତୁମ କାନ୍ଦି ଚିତ୍କାନ୍ଦ, ପ୍ରୀତିର କାଳ ହାଲ

একাদশোহিত্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

ডাদশ অধ্যায় ।

কেদার রাগ ।

কর্মযোগ সাধ্যযোগ আর নানা ধর্ম ।
বেদপাঠ তপ ত্যাগ আর নানা কর্ম ।
মহাধর মহাপুর (১) দীর্ঘী সরোবর ।
ব্রত দান নানা পুণ্য (২) কাঁচ 'নরস্বর' ।
বিবিধ দক্ষিণা যজ্ঞ বহুমূল্য খন
সংযম নিয়ম নানা তীর্থ-পর্যটন ।
এতরূপে কেহো বশ করিতে না পারে ।
বিনে সাধুসঙ্গ কেহো না পায় আম'রে ।
সাধুসঙ্গে সকল কুসঙ্গ-দোষ হরে
গতিত পামর দীন সাধুসঙ্গে তরে ।
দৈত্য দানব খগ যুগ বিভাধর
সিদ্ধ চারণ যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিম্বর ।
স্বী শূদ্র অন্ত্যজ জাতি পতিত চণ্ডাল ।
সংসঙ্গে এ সব হেল ভবসিদ্ধ পার ।
বুষপক্ষী বলি বাণ ময় হনুমান ।
ঐহলাদ সুগ্রীব গজরাজ জাহ্নুবান ।
গৃধ ব্যাঘ্র বশিষ্ঠ কুব্জা আদি কতি ।
যজ্ঞপত্নীগণ আর ব্রজ পুরনারী ।
এ সতে পুরাণ শাস্ত্র বেদ নাহি পড়ে ।
নহাঙ্কের সেবা ব্রত তপ নাহি করে ।
কেবল সংসঙ্গ হৈতে আমাকে লভিল ।
জারভাবে কেবল রমণীগণ পাইল ।
কাঁট পতঙ্গ আদি পশুপক্ষগণ ।
এ সতে আমারে পাইল ভক্তি কারণ ।
সংসঙ্গ আমাকে মাত্র লভিল সাক্ষাতে ।
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র যাকে চিন্তে ধ্যানপথে ।
সাধ্যযোগ কোটি কোটি ব্রত যজ্ঞদান
সর্ব্বত্যাগ করে কিংবা সম্রাস বিধান ।
ভবুত আমারে কেহ না পারে লভিতে ।
এ সব সংসঙ্গে আমা লভিল সাক্ষাত ।
যখনে অকুর আমা নিল মধুপুরী ।
তখনে মজিল শোকে ব্রজপুরনারী ।
অনুরাগে চিন্ত ধরি আমার চরণে ।
জিভুবন শূন্ত গোপী দেখিল নয়নে । ১ ৩

যত রাতি বঞ্চিত আমার সনে বনে ।
তিল-আধ হেন গোপী মানিল তখনে ।
আমার বিচ্ছেদে তারা একখানি রাতি ।
কল্পকোটি সম করি মানিল যুবতী ।
আমা বিনে গোপীগণ না জানয়ে আন ।
আমাতে ধরএ গোপী তহু মন প্রাণ ।
কি নাম কোথাতে আছে আপনা না জানে ।
ত্রিভুবন শূন্তবৎ দেখে আমা বিনে ।
সমাধি করিয়া যেন রহে মুনীগণে ।
আপনার নাম রূপ পাগরে আপনে ।
নদনদী-সর যেন মিলএ সাগরে ।
আপনার নাম রূপ আপনে পাগরে ।
সেইরূপ গোপীগণ আমার কারণে ।
আপনার নাম রূপ পাগরে আপনে ।
তহু না জানএ গোপী জারবৃদ্ধি করি ।
আমি সে পরমব্রহ্ম পাইল প্রেম ধরি ।
সংসঙ্গে আমাকে পাইল কাঁট পতঙ্গ ।
কত কত ভরি গেল স্বাবর জন্ম ।
এ বোল বুঝিয়া তুমি তেজ সর্ব্বধর্ম্ম ।
লোক বেদ সব তেজ বিধিবৎ কর্ম্ম ।
প্রবৃন্তি-নিবৃন্তি-কর্ম্ম কর্ম্ম সকল তেজবে ।
তুলিলে তুলিবে যত দেখিলে দেখিবে ।
আমা । কারণে তুমি সর্ব্বধর্ম্ম তেজ ।
লোক বেদ পরিহারি সতে আমা ভজ ।
স মলের আত্মা আমি মহামহেশ্বর ।
আমার প্রসাদে ভয় তেজবে সকল ॥ (১)
শরণ করিয়া থাক চরণ আমার ।
আমি রক্ষা কৈলে ভবভয় নাহি আর ।
কৃষ্ণের বচন শুনি মনে পাই ভয় ।
উদ্ধব পুঁছিল তবে পড়িয়া সংশয় ।
এখনে বলিলে নাথ কর্ম্ম গানি তেজ ।
এখনে কহিলে মাত্র সতে আমা ভজ ॥ (২)

- (১) পাঠান্তর,—“মহাধর্ম্ম মহাপুণ্য”
(২) পাঠান্তর,—“কর্ম্ম”
(৩) পাঠান্তর,—“জিভুবন শূন্ত হই আমা বিনে” ।

- (১) পাঠান্তর,—“ভব তরিব সকল” ।
(২) পাঠান্তর,—
“এখনে বলিলে নাথ কর্ম্ম নাহি তেজ ।
এখনে বোলহ মাত্র সতে আমা ভজ ।”

কিবা কৰ্ম কৈলে নাথ হয় প্রতিকার ।
 কিবা কৰ্ম করিলে সংসার নহে আর ॥ (১)
 যে হয় উচিত নাথ কহিবে নিশ্চয় ।
 জ্ঞানধন্যো কাট মোর চিত্তের সংশয় ॥
 উদ্ধবের বচন শুনিঞা নারায়ণ ।
 কহিতে লাগিলা জীবগতি বিবরণ ॥
 আপনে নিষ্ঠুর জীব সহজে দেখর ।
 মায়া অবলম্ব করি ধরে কলেবর ॥
 অবিজ্ঞা বন্ধন হেতু কৰ্ম অধিকার ।
 তে কারণে কহি বিধি নিবেদ্য আচার ॥
 সমুত্তম পৰ্য্যন্ত করিব শুভকৰ্ম ।
 তবে ভক্তি সাধিব তোজয়া সৰ্ব্বদৰ্শ ॥
 শুভাশুভ কৰ্মে তার নাহি অধিকার ।
 তার বিবরণ কহি শুন যুক্তি সার ॥
 এক জীব সৃষ্টি মহেশ্বর নিরাধার । (২)
 ঘটচক্রে ভেদিলে জ্ঞান প্রকাশ তাহার ।
 প্রথমে আধারচক্রে জীব সৃষ্টিগর ।
 দ্বিতীয়ে মধ্যমচক্রে কিঞ্চিৎ নির্গর ।
 মণিপুরচক্রে কিছু পরকাশ হয় ।
 চক্রভেদে বুঝিব জীবের পরিচয় ॥
 তুলিয়া বিশুদ্ধ চক্রে নিব রক্ত দেশে ।
 ব্রহ্মরঞ্জে তুলিলে শাক্তিতে পরকাশে ॥
 শূন্তে যেন আনল কেবল মাত্র লবি ।
 কাঠে কাঠে মথিলে কিঞ্চিৎ মাত্র দেখি ॥
 কাঠ দিনে সেই অগ্নি বাড়ে অতিশয় ।
 যুত দিলে পুন যেন-প্রজ্জ্বলিত হয় ॥
 এই মত আমার শ্রীমুখ বিগলিতা ।
 ঘটচক্রে ভেদিয়া বেদবাণী প্রকাশিতা ॥
 এইরূপে জ্ঞানিবে জীবের তত্ত্বগতি ।
 নিন্দ্য সনাতন জীব অনন্তকর্তা ॥
 প্রথমে আছিল এক জীব নিরাধার ।
 অব্যক্ত ইন্দ্র জীব নিরাময় নিরাধার ॥
 সেই জীব এক হই নানা শক্তি ধরি ।
 নানারূপে পরকাশে নানা মুষ্টি ধরি ॥

(১) পাঠান্তর,—

“কৈলে পুন জন্ম নাহি আর ।
 অজ্ঞান কি কৰ্ম করিলে ভব সংসারের পার ॥”

(২) পাঠান্তর,—

“এক ব্রহ্ম নিরঞ্জন সৃষ্টি মহেশ্বর ॥”

রজোগুণে সেই প্রভু সৃষ্টি লীলা করে ।
 সমুত্তমে তমোগুণে পালয়ে সংহায়ে ॥
 প্রভুর মায়ায় করে ভগৎ নিৰ্মাণ ।
 জগত না হয় ভিন্ন এক ভগবান ॥ (১)
 দীঘল পাশাইলে (২) যেন সূতার গাঁথুনি
 সূতার বসনে যেন এক করি জ্ঞানি ॥
 এইরূপে ভগত গাঁথুনি নারায়ণে
 অন্তরে বাহিরে কিছু নাহি প্রভু বিনে ।
 অনাদি সংসার-বৃক্ষ এই কণ্ঠময় ।
 ভোগ অপবগ্ন শত্রে পুষ্প ফল হয় ॥
 পুণ্য পাপ দুই গাছ বৃক্ষ উৎপন্ন ।
 অনন্ত বাসনা-মূলে বৃক্ষের স্থাপন ॥
 তিন গুণে ১০ শত বৃক্ষের তিন নাল ।
 পঞ্চভূত ১৫৮০ এ পঞ্চ রসাল ॥ (৩)
 পঞ্চরস ধরে বৃক্ষ ৫ শত বিবয় ।
 একাদশ টোঙ্গ ১ বৃক্ষের শাখা হয় ॥
 দুই গুণে ১০৮ পঞ্চ বৃক্ষে করে স্থিতি ।
 তিন ধাতু ৩০৮ বৃক্ষের বাপিত ॥
 পুণ্য পাপ দুই গুণ বৃক্ষে ধরে ফল ।
 সূর্য্য পর্য্যন্ত সংসার বৃক্ষের প্রসার ।
 এক গুণে পাখী ১০৮ ধায় বৃক্ষ ফল ।
 নিজগুণে পাখী ধরে ধরে ধরে ॥
 না ধায় গাড়ে ফল আর এক পাখী ।
 বনে বনে বসে কানে দেখে সৰ্ব্বদাক্ষী ॥
 সে পাখী সংসার জ্ঞানে সব মায়াময় ।
 এক ব্রহ্ম বক্তৃত্তে নানারূপ হয় ॥
 সেই স জ্ঞানএ বদ-বেদান্তের সার ।
 তবে তার নাহি আর কৰ্মে অধিকার ॥
 এ বোল বুঝিয়া কণ্ঠ-উপা না ।
 ভকতি-কুঠারে ১০৮ কর দুর্জয়না ॥
 সাবধান হুয়া, হুই আপনাকে চিন ।
 অস্ত্র তেজি আপনাকে ব্রহ্ম হেন মান ॥
 ভাগবত-আচর্য্যের মধুর ভাষা ।
 গদাধরচরণারামমাত্র আশা ॥

(১) পাঠান্তর,—

“জগতে না দেখি ভিন্ন এক ভগবান ॥”

(২) দীঘল পাশাইলে — জ্ঞানি বিজ্ঞান,

টানা পড়ান দ্বিতীয় অঙ্গ ।

(৩) কণ্ঠময়

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে বাদশোঃপাঃ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

দেশাগ রাগ

শুন হে উদ্ধব তুমি যে কহিয়ে আর ।
 ভক্তিযোগ বিনে আর নাহি প্রতিকার ॥
 কহিল তোমাকে আমি সর্ষধর্ম তেজ ।
 একান্ত ভক্তি করি সতে আমা ভজ ॥
 তার পরকার কঠি সাবধানে শুন ।
 এই পরকারে তুমি তিন গুণ জিন ॥
 প্রকৃতির তিন গুণ সত্ত্ব রজ তম ।
 ঈশ্বর নিগুণ নিত্য সত্য সনাতন ॥
 রজোগুণ তমোগুণ জিন সত্ত্বগুণে ।
 ভক্তি-লক্ষণ ধর্ম হয় যাহা হনে ॥
 সাত্বিক সেবার সত্ত্ব হয় সাধুজনে ।
 রজোগুণে তমোগুণে জিনে সত্ত্বগুণে ॥
 য -তম জিনিলে অধর্ম যায় নাশ ।
 সত্ত্বময় ধর্ম তবে হয় পরকাশ ॥
 কাল কর্ম জনম আগম প্রজা দেশ ।
 ধ্যান মন্ত্র জল আর সংস্কার বিশেষ ॥
 জানিব এ সব বস্তু দ্বিগুণ-জড়িত ।
 সেবিব সাত্বিক তাথে যে হয় পণ্ডিত ॥
 তামস রাজস দুই দূরে পরিহারি ।
 সাত্বিক আশ্রয় করি সত্ত্ববৃদ্ধি করি ॥
 তবে সত্ত্বময় কর্ম হয় উপাদান ।
 বাহ্য হৈতে জনময় নিরমল জ্ঞান ॥
 পরমার্থ-শাস্ত্রমাত্র করিব অভ্যাস ।
 কৃতর্ক পাষণ্ড-শাস্ত্র না নৈব সংপাশ ॥
 স্নগন্ধ শীতল জল তেজি মতিম ॥
 সত্ত্বময় তর্জজলে করে স্নান দান ॥
 রাজস তামস দুরাচার-সজ তেজি ।
 সাত্বিকী নিবৃত্তি ধর্মপরায়ণ ভজি ॥
 সাত্বিক বিরল পুণ্য দেশে করি বাস ।
 দ্যুতক্রীড়া ছুটি দেশে তেজি অভিলাষ ॥
 পুণ্যকালে পুণ্যকর্ম করি সমাধান ।
 নিষেধ সময়ে কর্ম না করি বিধান ॥
 রাজস তামস কর্ম দূরে পরিহারি ।
 কেবল সাত্বিক মাত্র পুণ্য কর্ম করি ॥
 বিষ্ণুমন্ত্র উপাসনা সার্থক জনম
 শৈব শক্তি ক্ষুদ্র দীক্ষা তেজে বৃঞ্চন ॥
 সত্ত্বময় বিষ্ণুধ্যান করে বুদ্ধিমান ।
 স্নতকার গৃহ বিস্ত না করে ধোয়ান ॥

বিষ্ণুমন্ত্র-উপদেশ নৈব সত্ত্বময় ।
 অস্ত্র-মন্ত্র উপদেশ পণ্ডিতে না লয় ॥
 সাত্বিকে সংস্কারে চিন্ত করিব শোধন ।
 কেবল বাহির অঙ্গের মারজন ॥
 এই দর্শাবধ বস্তু ত্রিগুণ-জড়িত ।
 সাত্বিক ভজিব তাথে যে হয় পণ্ডিত ॥
 সাত্বিক সেবার সত্ত্ব বাঢ়ে নিরন্তর ।
 তবে তত্ত্বজ্ঞান উপজয়ে নিরমল ॥
 বাঁশে বাঁশে ঘষাঘষি অগ্নি জলে তার ॥
 পুড়িয়া সকল বন আপনে নিভায় ॥
 এইরূপে গুণময় দেহ পরিহারি ।
 শাস্ত্র হৈঞা রহে তবে সর্বকর্ম ছাড়ি ॥
 উদ্ধব পুঁছিল তবে ভকত-প্রধান ।
 মোর নিবেদন নাথ কর অবধান
 বিষয়-আপদপদ সর্বলোকে বলে ॥
 তথাপি বিষয়-ভোগ ছাড়িতে না পারে ॥
 ছাগ কুকুরবত গর্দভ সমান ।
 সাক্ষাতে দেখিতে আছে নানা অপমান ॥
 তথাপি বিষয়-ভোগ করে কি কারণে ।
 এ ব - বিষয় মোর কৈলু নিবেদনে ॥
 উদ্ধবের বচন শুনঞা চক্ৰপাণি
 কহিতে লাগিল তবে দেবচূড়ামণি ॥
 মুঞি হেন মিথ্যা বৃদ্ধ মন্ত্র জেনে হয় ।
 তে-কারণে রজোগুণ করএ উদয় ॥
 তে-কারণে হয় তার মনের বিকার ।
 সত্ত্ব বিকল হয় নানা পরকার ॥
 বিষয়-ধেয়ানে তার বাঢ়ে নানা কাম ।
 কুমতি জনের বাঢ়ে নানা কুসন্ধান ॥
 কামবশ হঞা কর্ম করে নিরবধি ।
 দুঃখময় কর্ম মাত্র না বুঝে কুবুদ্ধি ॥
 মনের বিকল্প রজোগুণে বিমোহিত ।
 আছুক আনের কাজ বিলম্বে পণ্ডিত ॥
 এ বোল বুঝিয়া মন করিব সংযম ।
 দোষময় সকল দেখিব বৃঞ্চন ॥
 চিন্তের আলস্ত (?) ছাড়ি র'ব সাবধানে ।
 মন নিয়োজিব ধীর আমার চরণে ॥
 অলপে অলপে চিন্ত করিব অর্পণ ।
 এ নব দুয়ার বাকি কথিব পবন ॥

আপন ভোজন ধীর জিনিব সন্ধান
মন নিয়োজিব ধীর আমার চরণে ॥
এই বোগ কহিল আমার শিষ্যগণে ।
সনকাদি চারি মুনি ব্রহ্মার নন্দনে ॥
সব ঠাঞি হৈতে মন আনি নিবারিঞা ।
আনন্দে রহিব মন আমাতে ধরিঞা ॥
উদ্ধবু পুছিল তবে ভাবিয়া বিশ্বয় ।
সনকাদি মুনিগণ ব্রহ্মার তনয় ॥
কি বোগ কহিলে তুমি কোন মুক্তি হৈয়া ।
সে বোগ কহিবে মোরে যদি কর দয়া ॥
কহিতে লাগিলা তবে দেব চক্রপাণি ।
ব্রহ্মার মানস পুত্র সনকাদি মুনি ॥
যোগগতি জিজ্ঞাসিল বাপ বিশ্বয়ানে ।
সংসার সাগর জীব তারিবে কেমনে ॥
বিষয়ে প্রবেশ চিত্ত করে নিরন্তর ।
সদত বিষয় থাকে চিন্তের ভিতর ॥
অন্তোন্তে সংযোগ হয় ছাড়ন না যায় ।
কহ পিতা যোগগতি করিয়ে উপায় ॥
চিন্তিয়া চাছিল ব্রহ্মা চিত্ত-সমাধানে ।
তত্ত্ব না বুঝিয়া ব্রহ্মা রহিলা ধৈর্যানে ॥
সমাধি করিয়া ব্রহ্মা চিন্তিলা আমায়ে ।
এই যোগতত্ত্বগতি জানিবার তরে ॥
তবে আমি হংসরূপে দিলু দরশন ।
মুনিগণে কৈল মোর চরণবন্দন ॥
ব্রহ্মা আগে করিয়া পুছিল মুনিগণে ।
কি নাম কে তুমি হেথা আইলা কি কারণে ॥
তত্ত্বজ্ঞান তবে মুনিগণে জিজ্ঞাসিল ।
তবে শুন কি তার উত্তর আমি দিল ॥
বস্তুগতে আত্মা নহে নানা পরকার ।
কিরাপে এ সব প্রশ্ন ঘটিবে তোমার ॥
পঞ্চভূত বিরচিত সমান সব কার ।
কে তুমি বচন ঘটে কেমন উপায় ॥
কেবল প্রায়স্তু মাত্র অনর্থ বচন ।
কে তুমি পুছিলে শত্রু না হয় ঘটন ॥
দেখি শুনি যত কিছু শ্রবণে নয়নে ।
বুদ্ধি মন লয় যত ইঞ্জিয় বচনে ॥
আমা হৈতে সব কিছু আর নহে শুষ্ক ।
সর্বময় প্রভু আমি সতে এই সত্য ॥
বিষয়ে প্রবেশে চিত্ত এ হয় নিশ্চয় ।
চিত্তে পরবেশ করে সতত বিষয় ॥
দেহ মাত্র চিত্তগত বিষয়-বাগনা ।
কিছু করিবারে পারি উপায় খণ্ডনা ॥

বিষয়ে প্রবেশে চিত্ত সেবিত্তে বিষয় ।
বিষয়-ধৈর্যানে চিত্ত হয় শুণময় ॥
যে জন আমার হয় দুই পরিহরে ।
কদাচিত্ত চিত্তগত বিষয় না করে ॥
তিনকালে সত্য জীব সব ঠাঞি থাকে ।
সর্বত্র সমান জীব সাক্ষিক্রমে দেখে ॥
যদি বা জীবের হয় অনাদি বন্ধন ।
মায়াগুণ বিরচিত দেহের কারণ ॥
আমাতে থাকিব চিত্ত করিয়া নিশ্চল ।
বিষয়-বাগনা চিত্ত তেজিব সকল ॥
জীবের সংসারবন্ধ ব্যর্থ অহঙ্কারে ।
অকারণে ভ্রমে জীব এ যোর সংসারে ॥
আমাতে ধরিব চিত্ত যে হয় পণ্ডিত ।
তেজিব সংসার-চিন্তা স্থির করি চিত্ত ॥
যাবত চিন্তের থাকে বিবিধ ভ্রম ।
জাগি তেহো যাবত না জানে মুখজন ॥
এ বোল বুঝিয়া চিন্তে কর বিমর্শন ।
স্বত্ব দুঃখ সব তেজ বিবাদ হরিষ ॥
সাধুস্বত্ব মুখরিত জ্ঞান ঝড়গ ধরে ।
চিন্তের জড়িয়া কাটি ফেল দূর করি ॥
চিত্তগত সকল সংশয়চর তেজ । (১)
একান্ত ভক্তি করি সতে আমা ভজ ॥
জগত দেখিবা তুমি মনের বিলাস ।
কেবল ভ্রম মাণ তড়িত-প্রকাশ ॥
অতি লোল বিশোল আলোয়া (২) সমরূপ
জ্ঞানময় এক ব্রহ্ম ধরে বহু রূপ ॥
অনিত্য সংসার মাত্র চিন্তে অসুখান ।
সব ঠাঞি হৈতে দৃষ্টি নিবারিয়া আন ॥
অনন্ত বাগনা সব তৃষ্ণা পরিহর ।
নিজ স্ববে পূর্ণ হঞা আনন্দে বিহর ॥
ভক্তিসংস মদে মস্ত সিদ্ধ যোগিগণে ।
আছে নাহি নিজ দেহ না দেখে নয়নে ॥
অদৃষ্টে মিলয়ে দেহ অদৃষ্টে সংসারে ।
জ্ঞান যোগী আছে নাহি বিচার না করে ॥
মদিয়া করিয়া পান ঘৃণিত নয়নে ।
আছে নাহি নিজ বাগ একুই না জানে ॥
এইরূপে জ্ঞানযোগী পূর্ণ জ্ঞান রসে ।
স্বত্বময় সিদ্ধদলে নিরবধি ভাসে ॥

(১) পাঠান্তর,—

“চিত্তগত বিষয় সকল বত তেজ” ।

(২) মূল “অলাভকর্য” পাঠ আছে ।

তুমি-সব সনকাদি ব্রহ্মার নন্দন ।
 কহিল পরম গুহ্য যোগের লক্ষণ ॥
 সত্যের আশ্রয় আমি সর্ববজ্রপতি ।
 সাংখ্য যোগ ঋত সত্য কীৰ্ত্তি যশোগতি ॥
 ধর্ম কহিবার তরে কৈল আগমন ।
 পরম আশ্রয় আমি সত্যের কারণ ॥
 সকলের গতি পতি জীবের আধার ।
 সঙ্করজ তমোগুণ কিঙ্কর আমার ॥
 সকলের আত্মা আমি প্রিয় হিতকারী ।
 নিরপেক্ষ নির্গুণ অনন্ত রূপধারী ॥
 অষ্টৈশ্বর্য অষ্টসিদ্ধি অষ্ট মহানিধি ।
 সর্বশক্তি সর্বগুণ ভজে নিরবধি ॥
 সতেজস্বী তোমাতে ভজে আমার কিঙ্কর ।
 তথাপি কাহার আমি নাহি নিজ পর ॥
 তুমি সব সনকাদি ব্রহ্মার কুমার ।

তে-কারণে হংসরূপে কৈলা অবতার ॥
 কহিলা পরম যোগ দূঢ় করি ধর ।
 তুমি-সব স্রুখে গিঞ পর্যটন কর ॥
 আমার বচন শুনি ব্রহ্মার নন্দন ।
 সনকাদি চারি মুনি যোগপরায়ণ ॥
 আনন্দিত হৈল সব ঋতুল সংশয় ।
 জ্ঞতি ভক্তি করিয়া পুজিল অতিশয় ॥
 ব্রহ্মার সাক্ষাতে আমি কৈল অন্তর্দান ।
 তবে আমি আপনে চলিল নিজ ধাম ॥
 কহিল তোমাতে বাছা যোগ আত্মকথা । (১)
 ভাগবত-আচার্যের মধুরল-গাথা ॥

(১) অত্র পুঁথির পাঠ,—
 “কহিলে তোমাতে সব ভাগ্যগতি কথা” ।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দশ অধ্যায় ।

শ্রীরাগ ।

উদ্ধব পুছিল তবে বঝিতে নির্ণয় ।
 কত কত মুকুতি-লক্ষণ ধর্ম হয় ॥
 নানা যোক্তধর্ম কহে বেদবাদিগণে ।
 কিবা এক মুখ্য কিবা সকল প্রধানে ॥
 তুমি সতে কহ মাত্র ভক্তিব্যোগ সার ।
 ভক্তিব্যোগ বিনে কতো না কহিলা আর ॥
 সর্বসঙ্গ সর্বধর্ম তেজি সর্বকর্ম ।
 ভজিবে তোমাতে সতে এই যোক্তধর্ম ॥ (১)
 এই মোর চিন্তের সংশয় অতিশয় ।
 কৃপা করি কহ নাথ কি হয় নির্ণয় ॥
 উদ্ধবের বচন শুনিঞা ভগবান্ ।
 আদি বেদবাণী কহে পুরুষ পুরাণ ॥

শ্রীলয়-সময়ে নষ্ট হৈল বেদবাণী ।
 তবে আমি কহিল ব্রহ্মাকে তবু জানি ॥
 স্বায়ম্ভুব মনু ছিলো ব্রহ্মার নন্দন ।
 ব্রহ্মা তাঁর মুখে কৈল বেদ সমর্পণ ॥
 সপ্ত মহাঋষিগণ ভৃগু আদি করি ।
 তাঁরা সতে বেদবাণী মনু-মুখে ধরি ॥
 তা-সত্যের মুখে বেদ পাইল পিতৃগণে ।
 দেব-দানব আর গুহক চারণে ॥
 সিদ্ধ বিভাধর যক্ষ গন্ধর্ব কিঙ্কর ।
 কিংদেব মনুষ্য নাগ রাক্ষস বানর ॥
 এইরূপে সর্বলোক বেদবাণী শুনি ।
 নানা মতি হৈল বেদতত্ত্ব নাহি জানি ॥
 সঙ্করজ তমোগুণে সব উতপতি ।
 তে-কারণে ভিন্ন ভিন্ন সত্যের প্রকৃতি ॥
 বার বেন প্রকৃতি তাহার তেন বাণী ।
 মতিভেদে বোলে বেদতত্ত্ব নাহি জানি ॥

(১) অত্র পুঁথির পাঠ,—
 “জিব তোমাতে আমি এই মাত্র ধর্ম” ।

পাষাণ পণ্ডিত কেহো কুতর্ক-খণ্ডনে ।
 এক বেদ নানা ভেদ করিয়া বাধানে ।
 সর্বলোক কর্তৃ করে শ্রদ্ধা অহরূপ ।
 কর্তৃ-অনুসারে ধর্ম কহে নানারূপ ।
 কেহ ধর্ম মানে কেহ অর্থ যশ কাম ।
 কেহ সত্য শম দম কেহ পুণ্য দান ।
 ত্যাগ ভোগ ঐক্য কাহার চিন্তে ধরে ।
 কেহ দ্রুত-আচার নিয়ম বজ্র করে ।
 নানা কর্তৃ নানা ফল নানা পরকার ।
 সকল বিনাশ ঘূত অন্তে দুঃখসার ।
 কর্তৃ-বিনির্মিত ফল নাহি সুখলেশ ।
 ত্যাগ ভোগ অরজন সার মাত্র ক্লেশ ।
 আমি আত্মা প্রিয় সখা সর্বফল-দাতা ।
 আমি গতি পতি হিত সর্বলোক পিতা ।
 আমাকে ভজিলে লোক হয় সুখময় ।
 এ ঘোর সংসারে পার লীলা মাত্র হয় ।
 বিষয় সংযোগে সুখ নহে কদাচিত ।
 কর্তৃপথে শ্রেয় মাত্র কেবল বঞ্চিত ।
 অকিঞ্চন সমাচিত শুদ্ধ শাস্ত দাস্ত ।
 আমার আনন্দরসে রসিক নিভান্ত ।
 আমার রূপায় তার নাহি দুঃখ তর ।
 অন্তরে বাহিরে দশ দিগ সখময় ।
 ব্রহ্মপদ ইন্দ্রপদ সাদভৌম পদ ।
 অষ্টযোগ অষ্টসিদ্ধি পাতাল সম্পদ ।
 না মানে নির্বাণ পদ তকত আমার ।
 চিত্তবৃত্ত সমর্পিত আমাতে বাহার ।
 পুত্র হঞা ব্রহ্মা প্রিয় নহে তত বড় ।
 আত্মা হঞা তেন প্রিয় না হয় শব্দর ।
 তাই সর্বধর্ম মোর তেন প্রিয় নহে ।
 লক্ষ্মী দেবী ভার্যা মোর বন্ধ-স্থলে রহে ।
 নিজ মুক্তি প্রিয় মোর নহে সাধুসম ।
 বৈরাগ্য উদ্ধব তুখি মোর প্রিয়তম ।
 নিরপেক্ষ শাস্ত দাস্ত বৈরা-বিবর্জিত ।
 সম দরশন শ্রেয়মুত পরহিত ।
 তার পাছে পাছে আমি সদত বেড়াই ।
 কোনমতে তার যেন পদরেণু পাই ।
 অকিঞ্চন সর্বজীব-বৎসল মহাস্ত ।
 জিতকাম শ্রেয়মুত কেবল সুসান্ত ।
 এ-সভে আমার নিজ সুখ অহুতায় ।
 অন্তে কি তাহার তত্ত্ব বিচারিলে পায় ।
 যার অহুতব সুখ সেই মাত্র জানে ।
 কহনে না যার লে যে অন্তের বরানে ।

মোর ভক্ত হয় যদি বিষয়-বাধিত ।
 অজিত ইন্দ্রিয়পদে (১) মতি বিচলিত ।
 তমু তাখে বিষয়ে বাধিতে নাহি পারে ।
 মোর ভক্ত ভক্তিরসে আনন্দে বিহরে ।
 অলস আনলে যেন পোড়ে কাঠচর ।
 তেন মোর ভক্তি করে সর্বপাপ ক্ষয় ।
 শুদ্ধ কথা কহি শুন উদ্ধব ভোমারে ।
 সাধ্য যোগে বশ মোরে করিতে না পারে ।
 দান দ্রুত তপ ত্যাগ স্বধ্য আচার ।
 এ-সভে না পারে মোরে বশ করিবার ।
 তকতের বশ আমি তকতি-কারণে ।
 অন্তে মোরে বাকিতে না পারে ভক্তি বিনে ।
 তকতে বাকিতে পারে মোরে ভক্তিপাশে ।
 তকতের প্রিয় মুক্তি থাকি ভক্তিরসে ।
 মোরে নিষ্ঠা ভক্তি হৈলে জন্মদোষ হয়ে ।
 স্বপাক চণ্ডাল-পাপমতি যে উদ্ধারে । (২)
 দয়া-সত্যযুত ধর্ম তপোবিভা ধরে ।
 তকতি বিহীন জনে পবিত্র না করে ।
 নরনে আনন্দ-জল অঙ্গ পুঙ্কিত ।
 দ্রবিত অন্তর যার মতি বিগলিত ।
 এ-সব লক্ষণ বিনে তকতি না হয় ।
 ভক্তি বিনে শুদ্ধ কতু না হয় আশয় ।
 গদ গদ বাণী যার দ্রবিত অন্তর ।
 কণে কানে হাসে পায় করি উচ্চসর ।
 উনমত বত মাচে লজ্জা পরিহারি ।
 তকত লক্ষণ মোর এই অবধারি ।
 মোর ভক্তজনে করে ভ্রগত পবিত্র ।
 নিরমল মতি তার উপার চারিত্র ।
 ছেয় মল ছাড়ে যেন পুড়িলে আনলে ।
 পুনঃ পুনঃ পুড়ে যদি নিজরূপ ধরে ।
 এইরূপে ভক্তিবোগে ভজিতে আমারে ।
 চিত্তগত অশেষ বাসনা দূর করে ।
 মোর পুণ্য গুণকথা-শ্রবণ-কীর্তনে ।
 যত যত দূর হয় অন্তর পোষনে ।
 তত তত সুখ বস্তু পরমার্থ দেখি ।
 জীবি নিরমল যেন অঙ্গন সংযোগে । (৩)

(১) অঙ্গপুঁথির পাঠ,—"ইন্দ্রিয়-দোষে" ।

(২) পাঠান্তর,—

"বপচ চণ্ডাল পানী পায়র উদ্ধারে" ।

(৩) অঙ্গ পুঁথির পাঠ,—

"আখি-মলা যেন যার অঙ্গন সংযোগে" ।

বিবরে প্রবেশে চিত্ত বিষয় ধোয়ানে ।
 আঘাতে প্রবেশে চিত্ত আমার অরণে ॥
 এ বোল বঝিয়া ছাড় অসত্য ধোয়ানে ।
 সর্বভাবে কর মোতে চিত্ত সমাধানে ॥
 শ্রী সজ শ্রী-সঙ্গীর সজ পরিহরি ।
 চিত্তিব আমারে সব চিন্তা পরিহরি ॥
 বিরল কুশল স্থানে করিব আসন ।
 আমার মধুর রূপ করিব চিস্তন ॥
 শ্রী সজ শ্রী-সঙ্গীর সঙ্গে যেন (রূপ) হয় ।
 আন সঙ্গে সংসার-বন্ধন তেন নয় ॥
 উদ্ধব পুছিল তবে ত্রিভুবননাথ ।
 কিরূপে তোমার ধ্যান ভগত-বিখ্যাত ॥
 তকতবৎসল শতপত্র বিলোচন ।
 ধ্যান করি চিন্তে বাহ্য মুক্ত মুনীগণ ॥
 কিরূপে চিত্তিব নাথ কিরূপে ধোয়ান ।
 কহ নাথ কল্পণ-সাগর ভগবান ॥
 উদ্ভবের বচন শুনিঞা জগন্নাথ ।
 ধ্যানবোধে কহে নিজ ভক্ত-সাক্ষাত ॥
 সমান আসনে বসি সমকলেবর ।
 দুই হাথ ধরি তোলে কোলের উপর ॥
 নাসিকার অগ্রে ধরি এ দুই লোচন ।
 পবন দুয়ারে করি অন্তর-শোধন ॥
 পুরক কৃন্তক করি রেচিব পবন ।
 অলপে অলপে চিত্ত করিব সংযম ॥
 হৃদয়-কমল হৈতে তুলিব ওঙ্কার ।
 ষট্টানাদবত যেন পদ্মের মুণাল ॥
 পুনঃপুন প্রবেশাই তুলিয়া পবন ।
 ওঙ্কার সংযোগে প্রাণ করিব সংযম ॥
 এইরূপে সাধিব দিবসে তিনবার ।
 একবারে বশ করি দশ দশ বার ॥
 এইরূপে জীব যদি সাধে নিরন্তরে ।
 এক মাসে প্রাণবায়ু জিনিবারে পারে ॥

হৃদয়-কমল যাবে বৈসে অষ্টদল ।
 উর্দ্ধমুখ অধোমুখ চিত্তিব কমল ॥
 ধানে উর্দ্ধমুখ করি পদ্মকর্ণিকার ।
 অধোমুখ বহি চিত্তি তাহার উপর ॥
 বহি-মধ্যে দিব্য মুক্তি চিত্তিব আমার ।
 আজ্ঞামূল্যিত চারি ভূজ সুবিশাল ॥
 স্মৃথ স্মর (শ্রীবা) স্মারক কপোলে ।
 মকর কুণ্ডল যুগ বনমালা গলে ॥
 জলধরশ্রাব-তরু কোমল ভূষণ ।
 পীতবাস পরিধান শ্রীবৎস লক্ষণ ॥
 শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ভূজ-বিরাজিত ।
 শিজিত মঞ্জীর পদযুগ-বিলসিত ॥
 কটিস্থত্র ব্রহ্মসূত্র হার মনোহর ।
 সর্বাঙ্গসুন্দর চারু বদনমণ্ডল ॥
 এই দিব্য মূর্তি ধ্যান করিব আমার ।
 রাখিব ইচ্ছায়গণ করিয়া নিবার ॥
 পণ্ডিত যে হয় ব্রহ্মি করিব সারথি ।
 যতনে আঘাতে চিত্ত ধরি নিরবধি ॥
 সব ঠাঞি হৈতে মন আনিব ছেদিয়া ।
 আঘাতে ধরিব মন নিশ্চল করিয়া ॥
 শ্রীমুখমণ্ডল বিনা না চিত্তিব আন ।
 স্থিরচিত্তে করিব আমার রূপ ধ্যান ॥
 তবে ধ্যান তেজি চিত্ত ধরিব আকাশে ।
 তখনে কেবল ব্রহ্ম হৃদয়ে প্রকাশে ॥
 যদি চিত্ত স্থির হৈয়া রহিল আঘাতে ।
 তবে আর অন্য না চিত্তিব ধ্যানপথে ॥
 সমাহিত চিত্ত যদি হৈল নারায়ণে ।
 আন না দেখিব কিছু আশি আশ্রা বিনে ॥
 এইরূপে ধ্যানে মন করিতে সংযম ।
 সব দূর যায় তার চিত্তগত ভ্রম ॥
 ভাগবত-আচার্যের পেমতরঙ্গিনী ।
 উদ্ধব-সংবাদ ধ্যান যোগ তত্ত্বাবলী ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে

চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

বিভাস রাগ ।

এইরূপে ধ্যানযোগ সাধে যোগিগণে ।
জ্ঞানযোগ সিদ্ধি যদি হৈল চিরদিনে ।
ভকতি সাধিতে ভক্তি হৈল উপায় ।
হেনকালে সৰ্বসিদ্ধি হয় উপায় ।
এ বোল শুনিঞা তবে পুছিলা উদ্ধবে ।
কোন ধারণায় সিদ্ধি হয় কোনরূপে ।
কত কত সিদ্ধি কিবা কি কি রূপ হয় ।
কহিবে সকল নাথ করিঞা নির্ণয় ।
শুনিল উত্তর তবে দিলা ভগবান ।
কহিব সকল সিদ্ধি কর অবধান ।
অষ্টাদশ সিদ্ধি কহে সিদ্ধ যোগিগণে ।
অষ্টসিদ্ধি তাহাতে প্রধান করি মানে ।
অগ্নিমানি অষ্টসিদ্ধি মুক্তি লক্ষণ ।
আর দশ সিদ্ধি তাহে জানিব সঙ্গণা ।
যোগিগণ সাধে যোগ ধারণা ধ্যাননে ।

ভক্তগণে সাধে ভক্তি শ্রবণ কীৰ্ত্তনে ।
সৰ্বযোগ-সিদ্ধি ভার হয় সেই কালে ।
ভকতজন্য কিবা দুঃখ সংসারে ।
বিষ-হেতু কেবল জানিব সিদ্ধিগণ ।
জ্ঞানযোগে ভক্তিযোগে বিরোধ-কারণ ।
সিদ্ধিপথে ভকতের ব্যর্থ কাল যায় ।
জ্ঞানযোগে ভক্তিযোগে সৰ্বসিদ্ধি পায় ।
সৰ্বসিদ্ধি-হেতু আমি প্রভু গতি পতি ।
আমি হৈতে সৰ্বযোগ সিদ্ধি উত্তপতি ।
আমি সাম্য যোগধর্ম আমি সর্বময় ।
অন্তরে বাহিরে আমি সভার আশ্রয় ।
সকলের আত্মা আমি সর্বভূতে বসি ।
সৰ্বসিদ্ধি-হেতু আমি সর্বগুণরাশি ।
ভাগবত আচার্যের মধুর ভাষা ।
সর্বধর্ম তেজ তাই কৃষ্ণে ধর আশা ।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে

পঞ্চদশোধ্যায়ঃ । ১৫ ।

ষোড়শ অধ্যায় ।

গোবিন্দী রাগ ।

উদ্ধব জিজ্ঞাসে তবে বিনয় বচনে ।
এক নিবেদন নাথ করিয়ে চরণে ।
তুমি সে পরম ব্রহ্ম অনাদি নিধান ।
বিশ্ব-উতপত্তি স্থিতি-প্রলয়-কারণ ।
সর্বভূতে বৈস তুমি জৈত্বেন-গতি ।
বুঝিবারে পারে তোমা কাহার শক্তি ।
ভকতি করিয়া নাথ মহাশয়িগণে ।
তোমার পদারবিন্দ ভঞ্জে যে যে স্থানে ।
উপাসনা করিয়া মুক্তিপদ লভে ।
সর্বভূতে বৈস প্রভু তুমি গুণরূপে ।
তুমি সব দেখে কেহ না দেখে তোমারে ।
তোমার মায়ার নাথ মোহিত সংসারে ।

দশদিগ স্বর্ণ মর্ত্ত পাতাল আকাশে ।
তোমার বিভূতি দেব যথা যথা বৈসে ।
কহিবে সকল মোরে করিয়া বিস্তার ।
তীর্থপর পদযুগে মোর নমস্কার ।
হাসিয়া উত্তর তবে দিলা গদাধর ।
তাল জিজ্ঞাসিলে তুমি ভকত-শেখর ।
ত্রিগুণ সহ হৈল তুমুল সময় ।
অর্জুন বুঝিল যাথে রণ ভয়ঙ্কর ।
জ্ঞাতি বধ দেখিয়া অর্জুন তরাসিল (১)
রণ তেজি (২) মহাবীর চিন্তিয়া বসিল ।

(১) পাঠান্তর,—“ভরাইল ।”

(২) পাঠান্তর,—“ছাড়ি” অর্জুন, “এড়ি” ।

অৰ্জুনে বুঝাইল আমি জ্ঞান উপদেশে ।
 সুখিয়া অৰ্জুন তবে আমাকে জিজ্ঞাসে ॥
 এই জিজ্ঞাসিল তবে বিভূতি বিস্তার ।
 তখনে কহিল আমি রণের মাঝার ॥
 এখনে কহিব বৎস তোমা বিজ্ঞানে ।
 বিভূতি বিস্তার তুমি শুন সাবধানে ॥
 সকলের আত্মা আমি স্নহদ ঈশ্বর ।
 সৰ্বভূতময় আমি প্রকৃতির পর ॥
 আমা হৈতে উতপত্তি প্রলয় পালন ।
 আমি গতি পতি কাল সংহার-কারণ ॥
 সত্ত্ব রজ তম আমি পুরুষ প্রকৃতি ।
 জগতকারণ-সূত্র মহত্তের পতি ॥
 হৃদয় মাঝে জীব চরিত্র মাঝে মন ।
 দেব-মাঝে ব্রহ্মা আমি জগত-কারণ ॥
 ব্রহ্মগণমধ্যে আমি সাক্ষাৎ ওকার ।
 অক্ষরের মাঝে আমি কেবল অকার ॥
 ছন্দোমধ্যে ত্রিপদা দেব মধ্যে পুরন্দর ।
 আদিত্যের মাঝে বিষ্ণু নামে দিনকর ॥
 নীললোহিত আমি রুদ্রগণ-মাঝে ।
 ব্রহ্মবিগণে আমি ভৃগু মুনীগণে ॥
 রাজশাসি মাঝে আমি মল্ল অবতার ।
 দেবশাসিগণ-মাঝে নারদকুমার ॥
 ধেনুগণ-মাঝে আমি নামে হবির্দানী ।
 সিদ্ধগণ-মাঝে আমি কপিল মহামুনি ॥
 পক্ষগণ মাঝে আমি গরুড় ঋগপতি ।
 প্রজাপতিগণ-মাঝে বৃক্ষ মহামতি ॥
 পিতৃগণ-মাঝে অধ্যমা নাম ধরি ।
 দৈত্যগণে প্রহ্লাদ দৈত্যের অধিকারী ॥
 নক্ষত্রের মাঝে আমি হই শশধর ।
 ষড়গণে ষড়পতি আমি ধনেশ্বর ॥
 গজগণ-মাঝে আমি ঐরাবত নামে ।
 বরুণ-স্বরূপ আমি জলচরগণে ॥
 তেজস্বীর মাঝে আমি সূর্য্য দিনকর ।
 মনুষ্যের মাঝে আমি সুপুরুষধর ॥
 অশ্বগণ মাঝে আমি উট্টৈঃপ্রবা নামে ।
 ধাতুগণমধ্যে আমি কনক প্রধানে ॥
 বন ধর্ম্মরাজ আমি সংহারক মাঝে ।
 সর্পগণ মধ্যে আমি বাসুকি সর্পরাজে ॥
 সাক্ষাতে অনন্ত আমি নাগরাজগণে ।
 শূদ্রগণ-মাঝে আমি ধরি সিংহ নামে ॥
 আশ্রমের মাঝে আমি হইএ সন্ন্যাস ।
 বর্ষমধ্যে বিজ্ঞরূপে করিএ প্রকাশ ॥

ভীৰ্ম্মধ্যে গঙ্গা আমি সিদ্ধ সরোবরে ।
 অশ্রমধ্যে ধনুরূপে ধরি কলং রে ॥
 ধনুর্ভর-মধ্যে আমি শিব ত্রিপুরারি ।
 স্বাগুন্মধ্যে আপনে সুরেক্ষ নাম ধরি ॥
 গিরিগণ মাঝে আমি হিমালয় গিরি ।
 বৃক্ষগণমাঝে আমি অশ্বখরূপ ধরি ॥
 ঔষধের মধ্যে আমি ধরি যবরূপ ।
 পুরোহিতমধ্যে আমি ঋষিষ্ট স্বরূপ ॥
 ব্রহ্মবাদিগণে আমি বৃহস্পতি নামে ।
 কাশিকি কুমার দেব-সেনাপতিগণে ॥
 শ্রেষ্ঠমধ্যে আপনে সাক্ষাত ভগবান ।
 বজ্রমধ্যে ধরি আমি ব্রহ্মবজ্র নাম ॥
 অহিংসাস্বরূপ নাম ব্রতমাঝে ধরি ।
 যোগমাঝে তত্ত্বজ্ঞানরূপে অবতারি ॥
 শতরূপা নারী আমি নারীগণের মাঝে ।
 পুরুষের মাঝে স্বায়ম্ভুব মহুরাজে ॥
 মুনীগণ-মাঝে নর-নারায়ণ নামে ।
 সনৎকুমার আমি ব্রহ্মচারীগণে ॥
 ধর্ম্মগণ মধ্যে আমি সন্ন্যাস-স্বরূপ ।
 গুহ্যগণ মধ্যে আমি ধরি সত্যরূপ ॥
 কালমাঝে বৎসর বসন্ত ঋতুগণে ।
 মাস মধ্যে ধরি আমি অগ্রহায়ণ নামে ॥
 নক্ষত্রগণের মধ্যে অভিজিত নাম ।
 যুগ-মধ্যে সত্যযুগ আমি ভগবান ॥
 ধীরমধ্যে অসিত দেবলরূপ আমি ।
 ব্যাস মধ্যে সত্যবতী স্নত ব্যাস মুনি ॥
 কবি-মধ্যে শুক আমি তত্ত্ব মধ্যে তুমি ।
 কপিগণ মধ্যে হনুমানরূপ আমি ॥
 বিজ্ঞাধরগণ মাঝে সূর্যদর্শন নাম ।
 রত্নমাঝে পদ্মরাগ রতনপ্রধান ॥
 দর্ভমাঝে বুশ আমি গব্য মাঝে দ্রুত ।
 ছলগণ মধ্যে (১) আমি কৈতব বিদিত ॥
 সঙ্কশালিগণ মাঝে সঙ্করূপে বসি ।
 বলবন্ত মধ্যে আমি বলরূপে আছি ॥
 গন্ধর্বেয় মাঝে বিশ্বাবসু নাম ধরি ।
 অশ্বরাগণের মাঝে পূর্বচিন্তি নারী ॥
 গন্ধরূপগুণে আমি বসি ক্ষিতিতলে ।
 রসরূপগুণ ধরি বসি সর্বজলে ॥
 আকাশের শব্দগুণ চক্রে সূর্য্য-প্রভা ।
 তেজস্বীর তেজ আমি নক্ষত্রের আভা ॥

ব্রহ্মণ্যের মধ্যে আমি বলি দৈত্যেশ্বর ।
বীরগণমধ্যে অর্জুন ধনুর্ধর ॥
সর্বভূত আত্মা আমি সর্বরূপধর ।
আমিত ব্যাপিরা আছি এ মহীমণ্ডল ॥
দুল সূক্ষ্ম আর কিছু নাহি আমি বিনে ।
কে বুঝে আমার লীলা এ তিন ভুবনে ॥
স্বপ্ন পরমাণু কালে পারি গণিবার ।
আমার বিভূতি গণে শক্তি কাহার ॥
কহিল তোমাতে কিছু বিভূতি-বিস্তার ।
সকল দেখিবে তুমি মনের বিকার ॥

এ সব দেখেই যত মনের বিলাস ।
স্বপ্ন-সমান সব তড়িত প্রকাশ ॥
বাহুবলি ছাড় তুমি এমন পবন ।
আপনে আপনা ছাড় এ সব করন ॥
বাক্য মন ছাড় তুমি সর্বকর্ম তেজ ।
একান্ত ভক্তি করি সতে আমা ভজ ॥
শান্ত হৈরা রহ কিছু না চিন্তিহ আর ।
তবে তুমি হইবে ঘোর সংসারের পার ॥
শ্রীমুত গদাধর ধীর শিরোমণি ।
ভাগবত আচার্যের প্রেমতরঙ্গিণী ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে

ষোড়শোহধ্যায়ঃ ১৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায় ।

ভক্তি মহিমা শুনি উদ্ধব সুধীর ।
ভাবে গদগদ বাণী পূজক শরীর ॥
ভক্তি লক্ষণধর্ম বুঝিবার তরে ।
পুছিল বৈষ্ণবধর্ম চরণকমলে ॥
কহ নাথ দেবদেব রাজীবলোচন ।
যে তুমি কহিলে ধর্ম ভক্তি লক্ষণ ॥
কিরূপে সে ধর্ম লোক করিব কিরূপে ।
বৈষ্ণবলক্ষণধর্ম কহিবে স্বরূপে ॥
পুরুষে পরমধর্ম সনকাদি স্থানে ।
হংসরূপ ধরি তুমি কহিলে আপনে ॥
এখনে সে ধর্ম নষ্ট হৈল চিরকালে ।
তোমা বিনে কে আর কহিব ক্ষিত্তিলে ॥
ধর্মকর্তা বক্তা আর নাহি তোমা বিনে ।
বিবৃৎসত্য কিবা ব্রহ্মার সননে ॥
ধর্মকর্তা বক্তা তুমি তেজিলে মেদিনী ।
কে আর কহিব ধর্ম কহ শুভ্র জানি ॥
সর্বভূত জ্ঞান তুমি সর্বজ্ঞ শেখর ।
ভক্তিলক্ষণ ধর্ম কহ বহুবর ॥ (১)

নিজভৃত্য-মুখ-মুখরিত বাণী শুনি ।
কহিতে লাগিলা ধর্ম প্রভু চক্রপাণি ॥
ধর্মমুত প্রসন্ন তুমি কৈলে মহামতি ।
বর্ণাপ্রম ধর্ম কহি কর অবগতি ॥
সত্যযুগে শুক্লবর্ণ আছিল আমার ।
হংসরূপে কৈল আমি যুগ-অবতার ॥
কেবল ওঙ্কার বেদ আছিল তখনে ।
বৃষরূপে ধর্ম আমি আছিল যখনে ॥
তখনে আছিল সর্বলোক ধর্মপর ।
তপ করি আমাকে তজিল নিরন্তর ॥
ত্রৈতাযুগে জনমিল হৃদয়ে আমার ।
বেদবিদ্যা বাহা হৈতে যজ্ঞ পরচার ॥
ত্রৈতাযুগে যজ্ঞরূপে আছিল আপনে ।
চারি বর্ণ জন্মিল আমার চারি স্থানে ॥
বাহুমূলে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ হৈল মুখে ।
উরুযুগে বৈষ্ণৱ হৈল শূদ্র পদযুগে ॥
ষষ্ঠাট ঈশ্বর আমি পুরুষ পুরাণ ।
আমা হৈতে সকল আচার উপাদান ॥
গৃহাপ্রম জনমিল অঘনে আমার ।
ব্রহ্মচর্য্য হনয়কমলে পরচার ॥
বনঃস্থলে আমার জন্মিল বনবাস ।
জন্মিল উদ্ধব তবে যত্নকে সন্ন্যাস ॥

(১) পাঠান্তর, —

“সর্বলোক গতি পতি সত্য ঈশ্বর” ॥

সৰ্ববৰ্ণ সৰ্বাশ্রম ভিন্ন ভিন্ন মতি ।
 জন্মভূমি অল্পসারে সভ্যত্ব প্রকৃতি ॥
 উভয়ের সঙ্গ হই উভয় আচার ।
 নীচ জন সঙ্গে হয় নীচ ব্যবহার ॥
 শম দম তপ শৌচ আয়ার ভক্তি ।
 কমা দয়া সত্যব্রত অকুটিল মতি ॥
 ব্রাহ্মণের এই সব স্বভাব লক্ষণ ।
 ক্ষত্রিয় লক্ষণ তবে কহিব এখন ॥
 তেজ বল বৈর্য্য শৌর্য্য তিতিক্ষা উত্তম ।
 হৈর্য্য-বীৰ্য্য বিজ্ঞভক্তি ঐশ্বর্য্য বিক্রম ॥
 এ সব ক্ষত্রিয়-কুল-ধর্ম নিত্যময় ।
 বৈশ্য কুল-ধর্ম কহি শুন মহাশয় ॥
 দাননিষ্ঠা বিপ্রসেবা দম্ব-বিবর্জিত ।
 অর্থ-উপার্জন নিত্যধন সুসংকীর্ণ ॥
 বৈশ্যকূলে এই ধর্ম শূদ্রধর্ম কহি ।
 শূদ্রকূলে ধর্ম নাহি বিজ্ঞ সেবা বহি
 বিপ্রসেবা দেবসেবা (১) না করিব মায় ।
 এহি শূদ্রলক্ষণ করিব জীবৈ দয়া ॥
 দম্ব মান কাম ক্রোধ অসত্য ভাষণ ।
 বিরোধ কল্ললবাদ আচাঃ জন্মন ॥
 পরহিংসা পরদার চুরি পরিবাদ ॥
 অন্ত্যজ পতিত জনে এ সব প্রমাদ ।
 কাম-ক্রোধ-লোভ-দম্ব-হিংসা-বিবর্জিত ।
 সত্যবাদী প্রিয়ভাষা সর্বভূত হিত ॥
 সর্বলোক এহি ধর্ম সর্বসাধারণ ।
 বিজ্ঞধর্ম কহি তবে আশ্রম-লক্ষণ ॥
 বিজ্ঞকূলে জনমিঞা ব্রাহ্মণ-কুমার ।
 ব্রহ্মহুত্র-দীক্ষা লৈব বেদমন্ত্র-সার ॥
 ব্রহ্মব্রহ্ম গায়ত্রী লিঙিয়া গুরু-মুখে ।
 গুরুকূলে ব্রাহ্মণ বসিব নিজ মুখে ॥
 গুরু-সম্মিধানে বেদ পঢ়িব ব্রাহ্মণ ।
 তিনকালে হোমকর্ম ত্রিসন্ধ্যা সেবন ॥
 দণ্ড কমণ্ডলু করে অজিন মেখলা ।
 মলিন বসন দম্ব পরে অক্ষমালা ॥
 মন্ত্রজাপ পূজা হোম মজ্জন ভোজন ।
 মৌন আচরিত্য কর্ম করিব ব্রাহ্মণ ॥
 কক্ষ-লিঙ্গগত লোম নখ না তেজিব ।
 ব্রহ্মচারী বীৰ্য্যপাত করু না করিব ॥
 কদাচিত্ত যদি বীৰ্য্য খসয়ে আপনে ।
 জলেতে মজিয়া আন করিবে তখনে ॥

অপিব গায়ত্রী মন্ত্র সূর্য্য দরশনে ।
 গুরুসেবা ব্রহ্মচারী করিব বিধানেনে ॥
 গো ব্রাহ্মণ গুরু বুদ্ধ করিব সেবনে ।
 ত্রিকাল অপিব মন্ত্র ত্রিসন্ধ্যা বন্দনে ॥
 সাক্ষাতে ঈশ্বর আমি গুরুকে জানিব ।
 গুরুদেহে ভেদবুদ্ধি করু না করিব ॥
 সর্কদেবময় গুরুরূপে ভগবান ।
 গুরুদেহে না করিব মাংস গেষ্মান ॥
 নিতি নিতি ভিক্ষা মাগি আনিব প্রভাতে ।
 ভিক্ষা নিবেদিব নিঞা গুরুর সাক্ষাতে ॥
 কিছু আছা করেন যদি গুরু কৃপা করি ।
 তাহা খাইয়া রজনী বন্ধিব ব্রহ্মচারী ॥
 সর্বক্ষণ গুরুসেবা করিব যতনে ।
 নীচবৎ দাণ্ডাইব গুরু সম্মিধানে ॥
 গুরুযান গুরুশয্যা আসন নিয়ড়ে ।
 না রহিব শিষ্য করু গুরুর গোচরে ॥
 ঘারে দণ্ডাইব শিষ্য যুড়ি দুই কর ।
 সতত সেবিব গুরু হইয়া তৎপর ॥
 এইরূপে গুরুসেবা করিব ব্রাহ্মণে ।
 সুখভোগ সকল তেজিব দিনে দিনে ॥
 যাবৎ পর্য্যন্ত বেদ পঢ়ে ব্রহ্মচারী ।
 তাবৎ থাকিব শিষ্য মহাব্রত কার ॥
 যদি ব্রহ্মপদে বাঞ্ছা থাকে কদাচিত্ত ।
 দেহ মন গুরুতে করিব নিয়োজিত ॥
 গুরুদেহে নিরবধি আমাকে পূজিব ।
 গুরু ভিন্ন আমি ভিন্ন করু না দেখিব ॥
 ব্রহ্মচারী না করিব নারী-দরশন ।
 স্ত্রীসঙ্গ আলাপ বর্জিব সম্ভাষণ ॥
 রজশ্চক্ষুঃ তন না করিব সঙ্গ ।
 সঙ্গদোষে নহে যেন নিজ ধর্ম-ভঙ্গ ॥
 শৌচ আচমন আন সন্ধ্যা উপাসনা ।
 তীর্থসেবা জপ হোম আয়ার অর্চনা ॥
 অসম্ভাষ্য-সম্ভাষণ অভক্ষ্য-ভক্ষণ ।
 না করিব ব্রহ্মচারিধর্ম বিলম্বন ॥
 সামান্তে কহিল ধর্ম সর্বসাধারণ ।
 সর্ববর্ণ-ধর্ম এই আশ্রম-লক্ষণ ॥
 বাক্য মন সংবম করিব ব্রহ্মচারী ।
 আমার ভজনে সর্ব বর্ণ অধিকারী ॥
 এইরূপে ব্রহ্মচর্য্য সাধিব ব্রাহ্মণ ।
 ব্রহ্মতেজ জলে যেন দীপ্ত হত্যাশন
 আমার ভক্তি বিপ্র ভীড় তেজ বলে ।
 সর্ব কর্ম দহে বিপ্র ভক্তি-আনলে ॥

যদি বেদ সকল পঢ়িল ব্রহ্মচারী ।
 গুরুকে দক্ষিণা দিয়া গুরু-আজ্ঞা ধরি ।
 জ্ঞান করি ব্রহ্মচর্য তেজিব ব্রাহ্মণ ।
 যবে প্রবেশিব কিবা প্রবেশিব বন ।
 আগে আর আশ্রম করিব আরোহণ ।
 পুরুষ আশ্রম তবে তেজিব ব্রাহ্মণ ।
 যদি গৃহবাসে চিত্ত যবে ব্রহ্মচারী ।
 কুলবতী কস্তা বিত্তা করিব বিচারি ।
 আপন সদৃশী ভার্যা করি পরিণয় ।
 গৃহধর্ম সাধিব গৃহস্থ মহাশয় ।
 বিপ্রকুলে ধর্ম যজ্ঞ দান অধ্যয়ন ।
 প্রীতি হ অধ্যাপন যজ্ঞন যাজন ।
 যদি বিপ্র জানে প্রীতিগ্রহ দোষময় ।
 বাহা হৈতে তপ তেজ যশ দূর হয় ।
 তবে বিপ্র করিব যাজ্ঞন অধ্যাপন ।
 বিপরীত কর্ম কর্ত্ত না করি ব্রাহ্মণ ।
 যথালোভে তুষ্ট বিপ্র বৈসে গৃহবাসে ।
 আমাতে আর্পিত চিত্ত রহে ভিত্তিরসে ।
 হরিপরায়ণ বিপ্র গৃহধর্ম তরে ।
 শুদ্ধভাবে আপনাকে আপনি উদ্ধারে ।
 দুঃখিত ব্রাহ্মণ দুঃখ শোকে অবসর ।
 দুঃখভাব দেখি তার যে করে রক্ষণ ।
 তার রক্ষা করি আমি বিপত্তা-বিনাশ ।
 যিহ্মখে কার আমি ধর্ম পরকাশ ।
 বিপদ পড়িলে বিপ্র হৈব বাণিজ্যর ।
 বিকি কিনি করিয়া তরিব দুঃখতার ।
 বিপ্রহত্যা কদ্যাচিৎ খজা ধরি জীব ।
 কদ্যাচিৎ বিপ্র নীচ-সেবা ন করিব ।
 ক্ষত্রিয় আপদকালে বৈশ্রবৃত্তি করি ।
 আপদে তরিব কিবা বিপ্ররূপ ধরি ।
 নীচসেবা না করিব ক্ষত্রিয় প্রেধান ।
 বৈশ্রকুলে শূদ্রবৃত্তি বিপদে বিধান ।
 আপদে তরিব শূদ্র বেতন করিয়া ।
 নিজধর্ম আচরিব বিপত্তো তরিয়া ।
 সর্ববর্ণ-ধর্ম এই কহিল সংক্ষেপে ।
 যে ধর্ম করিয়া লোক তরিবে যেক্রমে ।
 হুইবে আসক্তি না করিবে বৃদ্ধিমান ।
 জন-কুল-বন্ধুমে হবে সাবধান ॥ (১)

(১) পাঠান্তর,—“ঈশ্বর হেন জানি ।”

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে
 সপ্তদশোধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

দেখি শুনি সকল স্বপন হেন জানি ।
 মিছা হেন সকল বৃত্তিব অনুমানি ।
 পুত্র দার বন্ধু যেন পথিকের সঙ্গ ।
 ক্ষণেকে মিলিয়ে সব ক্ষণে চমক ভঙ্গ ।
 স্বপনে দেখিয়ে যেন নানা চমৎকার ।
 এহিরূপ জ্ঞান তুমি অনিত্য সংসার ।
 এই বিময়িশ বৃত্তি বৃদ্ধি কর স্থির ।
 অসত্য সকল দেখ অসত্য শরীর ।
 অতিথি স্বরূপে তুমি গৃহে কর বাস ।
 ধন পুত্র কলত্র তিলেকে যায় নাশ ।
 মোর মোর না করিব ধন পুত্র পাইয়া ।
 অহঙ্কার না করিব সব দেবমায়ী ।
 গৃহধর্ম সাধিব করিব যজ্ঞদান ।
 সন্তুষ্টিভাবে আমাকে ভজিব মতিমান ।
 এই মতে গৃহবাস নিব কথোকালা ॥ (১)
 তবে বনবাস বিপ্র করিবে সঞ্চার ।
 পুত্রবান্ হয় যদি করিব সন্ধ্যাস ।
 যার যত দূর হয় চিত্ত পরকাশ ।
 গৃহে দৃঢ় চিত্ত যার নিবদ্ধ-হৃদয় ।
 ধন পুত্র করিয়া আকুল আতশয় ।
 স্ত্রীজিত মুচ্যমিত্ত কুপণ বঞ্চিত ।
 মুক্তি মোর মোর করি সে হয় মোহিত ।
 বালক তনয় মোর বৃদ্ধ পিতা মাতা ।
 কিরূপে বস্তি (২) মোব দুঃখিনী বনিতা ।
 এইরূপে দুরাশয় আকুলহৃদয় ।
 ছাড়িতে না পারে চিন্তা বাঢ়ে অতিশয় ।
 পুত্র দার ধৈর্যানে চিত্তান্ত নিরবধি ।
 এইরূপে গৃহে মজে গৃহস্থ দুর্খতি ।
 যবে থাকি মরিয়া নরক ভোগ করে ।
 নিরন্তর ভ্রমে জীব এ ঘোর সংসারে ।
 ভাগবত-আচার্যের মধুরস-বাণী ।
 কৃষ্ণকণ সমুদিত প্রেমভরঙ্গিনী ॥

(১) পাঠান্তর,—

“এইরূপে গৃহে নিবাসি কত কাল ।”

(২) বস্তি—কীৰ্ত্তি থাকিবে । পাঠান্তর,

—“বকিব”

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

বানপ্রস্থ ধর্ম কহি সন্ন্যাস-লক্ষণ ।
 সাবধানে শুন বৎস ধর্ম-পরায়ণ ॥
 যদি বনে প্রবেশিব বিপ্র নতিমান ।
 পুত্রে ভাষ্যা সমর্পিয়া করিব পরায়ণ ॥
 নহে ভাষ্যা নঞা বিপ্র চলিব আপনে ।
 ছুই ভাগ পরমায়ু রহিব যখনে ॥
 কন্দ মূল ফল পাত্রে কর্ণিব আহার ।
 গাছের বাকল কিবা পরে মৃগছাল ॥
 ভূগ পত্রে শয়ন করিব বনবাসী ।
 নথ লোম না তেজিব অঙ্গমলা ঘষি ॥
 দস্ত না ঘষিব বিপ্র না ধাইব রড়ে ।
 ত্রিকাল করিব আন পুণ্য নদীজলে ॥
 গ্রীষ্মে পঞ্চ অগ্নি করি সাহিব সস্তাপ ।
 বরিষা সময়ে মহাবৃষ্টি ধারাপাত ॥
 আকণ্ঠ মজিয়া জলে শীতকালে রহি ।
 তপ করে বনবাসী নানা তাপ সহি ॥
 অগ্নিপক খাইব কিবা কালপক করি ।
 পাথরে কুটিয়া কিংবা খাইব দস্তে ছিঁড়ি ॥
 (আপনে আপন দাস আপন দ্বন্দ্বর ।
 আপনে আপন কর্ম করিব সকল) ॥
 আনে দ্রব্যে দিলে না লইব বনবাসী ।
 বস্ত্র ফলে সাধিব সকল কর্মরাশি ॥
 অগ্নিহোত্র চাতুর্মাস্ত্র পৌর্ণমাসী সাধি ।
 বনবাসী আমাকে ভজিব নিরবধি ॥
 এইরূপে তপ করি ভজিব আমারে ।
 ঋষিলোক যায় তবে দিব্য তপোবলে ॥
 যদি তপ সাধিতে জন্মিল দুঃখ শোক ।
 জরা পরবেশ কৈল জনমিল রোগ ॥
 ষোগবলে আশ্রমি জালিয়া কলেবরে ।
 পোড়াঞা শরীর তবে যাইব বিষ্ণুপুরে ॥
 সঙ্কটে বৈরাগ্য যদি ভাগ্যবশে হয় ।
 ইহলোক পরলোক দেখে দুঃখময় ॥
 সন্ন্যাস করিব তবে তেজিয়া সকল ।
 গুরু উপদেশ নঞা চলিব সত্তর ॥
 আচার্য্য করিয়া দিব সর্বস্ব দক্ষিণা ।
 নিরপেক্ষ হইব বিপ্র তেজিয়া বাসনা ॥
 হেনকালে দেবগণ জীবেশ ধরি ।
 তপোভক করে তার নানা বিদ্য করি ॥

আশা-সভা লজ্জিয়া চলিল বিষ্ণুপুরে ।
 তে-কারণে দেবগণ নানা বিদ্য করে ॥
 তরিব সে সব বিদ্য হয়্যা সাবধান ।
 তত্ত্বজ্ঞান ধরি দিব চিত্তে সমাধান ॥
 যদি বস্ত্র পরে মূনি নহে দিগম্বর ।
 কোপীন বসন যাত্র ধরিব কেবল ॥
 দণ্ড কমণ্ডলু যাত্র ধরিব সন্ন্যাসী ।
 যোগানলে দহিব সকল পাপরাশি ॥
 দৃষ্টিপূত পদগতি বস্ত্রপূত জল ।
 সত্যপূত বচন বলিব দণ্ডধর ॥
 মৌনব্রত মনঃপূত করিব আচার ।
 জিনিব পবন মন বচন আহার ॥
 দণ্ডমাত্র সন্ন্যাসী না হয় দণ্ডধর ।
 জিনিব পবন মন ইচ্ছায় সকল ॥
 চারি বর্গ হৈতে ভিক্ষা আনিব মাগিয়া ।
 পতিত নিঃশ্রুত দুরাচার বিবজ্জিয়া ॥
 দ্বার দ্বার সাত ঘরে ভিক্ষা মাগি নৈব
 যে কিছু মিলয়ে তাণে তুষ্ট হৈয়া রব ॥
 দূরে জল থাকে যথা গ্রামের বাহিরে ।
 ভিক্ষা নঞা তথা সন্ন্যাসী যাব একেখরে ॥
 ভিক্ষা বিভজ্জিয়া শেষ করিব ভোজন ।
 একেখরে দণ্ডধারী করিব ভ্রমণ ॥
 সমমতি পরহিত সঙ্গ-বিবজ্জিত ।
 আত্মকৌড় আত্মরত উদার চরিত ॥
 বিরল কুশল সেবি বিমল আশয় ।
 অভেদ চিন্তিব সব বিশ্ব ব্রহ্মময় ॥
 আপনার বন্ধ মোক্ষ দৈবিক গেষানে ।
 মনের বিক্ষেপ বন্ধ মোক্ষ সমাধানে ॥
 বড়রিপু জিনি হৈব ভক্তিরসে সুখী ।
 বিষয়-বিমূখ জন পরদুঃখে দুঃখী ॥
 পুণ্যগ্রামে প্রবেশিব ভিক্ষার কারণে ।
 পুণ্যদেশে ভ্রমণ ভ্রমণ পুণ্যবনে ॥
 পুণ্যতীর্থে নদ নদী গিরি সরোবর ।
 ভ্রমণ করিব মূনি দিব্য দণ্ডধর ॥
 সব ঠাঞি পীরিতি বজ্জিব বৃষজনে ।
 বস্ত্রবৃদ্ধি না করিব এ তিন ভুবনে ॥
 মনে বিচারিব ত্রিত্ববন মায়াময় ।
 অমুমানে চিত্তগত খণ্ডিব সংশয় ॥

জাননিষ্ঠ তত্ত্বনিষ্ঠ যে জন আহার ।
 সব ঠাঞি অনপেক্ষ বৈরাগ্য বাহার ॥
 তেজিয়া সকল ধর্ম আশ্রম লক্ষণ ।
 বথা তথা নিজস্বখে করে পর্যাটন ॥
 কর্মলেশ নাহি তার বিধি অধিকার ।
 বুধ হয় বালবত আহার বিহার ॥
 সর্বধর্ম জানে জড়বত হৈয়া রহে ।
 বুঝি তাঁহো উনমত্তদূত কথা কহে ॥
 বেদবাদরত নৈব নহিব পাষণ্ড ।
 তর্কবাদ-বিবাদ বর্জিব পদগুণ ॥
 পক্ষপাত না করিব কারো ভাল মন্দ ।
 কারে সহে না করিব চণ্ডগত সঙ্গ ॥
 উদবেগ না করিব কাহার কারণে ।
 না বাচাইব উদ্বেগ ভোগ কারো সনে ॥
 অতিবাদ না করিব কার অবজ্ঞান ।
 কারো সঙ্গে না করিব বৈরাহ্যবন্ধন ॥
 এক আত্মা সর্বভূতে বিবিধ কল্পনা ।
 এক চক্ষু জলভেদে যেন দেখি নানা ॥
 না লভিলে অবসাদ না করিব চিস্তে ।
 লভিলে হৃদয় না করিব স্থানগতে ॥ (১)
 অদৃষ্ট-অখান সব দৈব নিয়োজিত ।
 দৈবযোগে স্মৃৎ হুঃখ মিলে আচম্বিত ॥
 উপায় চিন্তিব কিছু উদর কারণে ।
 দেহের ধারণা হেতু করিব যতনে ॥
 দেহ রক্ষা হৈলে উতপন্ন তত্ত্বজ্ঞান ।
 তত্ত্বজ্ঞান হৈলে মুক্তিপদ উপাদান ॥
 দৈবযোগে অন্ন যদি ভালমন্দ মিলে ।
 ভৃগবাস ভগ্নশয্যা যেন তেন পাইলে ॥
 তাহা লঞা তুষ্ট হৈব'ম্যাসী দণ্ডধর ।
 সন্তোষ পরম স্মৃৎ জানিব কেবল ॥
 শৌচ আচমন স্নান বিধিবোধ করি ।
 না করে আচার ধর্ম মূনি দণ্ডধারী ॥
 ভাল মন্দ দণ্ডধর মূনি না বিচারে ।
 লীলায় দৈব যেন নানা কর্ম করে ॥

(১) পাঠান্তর,—

“অলভো বিবাদ কড় না করিব চিতে ।
 লভ্যেতে হরিব না করিব হৃদিগতে ॥”

স্বর্গবাস স্মৃৎভোগ হুঃখ পরকালে (১) ।
 এতেক জানিঞা যায় বৈরাগ্য অন্তরে ॥
 জিজ্ঞাসা করিয়া গুরু করিব আশ্রয় ।
 পরিচর্যা করিয়া ভজিব অতিশয় ॥
 আমি গুরু কেবল জানিহ দূচ মনে ।
 শ্রদ্ধা করি গুরু আরাধিব অনুক্ষণে ॥
 উপদেশ লইয়া তত্ত্ব শাধিব আমার ।
 তবে মূনি লীলাএ সংসার হয়ে পার ॥
 যদি ছয় রিণ না জিনিল দণ্ডধর ।
 প্রচণ্ড ইচ্ছায়গণ পাড়ে নিরন্তর ॥
 বিষয়-বৈরাগ্য নৈল জ্ঞান উতপন্ন ।
 দণ্ডধরি জীয়ে মাত্র সন্ন্যাস-লক্ষণ ॥
 সে না পাণ্ডী সর্বদেব কৈল অপহার ।
 আপনাকে আপনে হরিল দুরাচার ॥
 এই লোক পরলোক সব হৈল নাশ ।
 বিনাশের হেতু তার কেবল সন্ন্যাস ॥
 অহিংসা সন্ন্যাস-ধর্ম শম দম ক্ষান্তি ।
 বানপ্রস্থ-ধর্ম তপ তত্ত্বজ্ঞান শাস্তি ॥
 গৃহস্থকুলের ধর্ম সর্বজীবে রক্ষা ।
 ব্রহ্মচারি-ধর্ম গুরুসেবা ব্রত ত্রিকা ॥
 ব্রহ্মচর্য তপ শৌচ আমার সেবন ।
 ঋতুকালে ধর্মপত্নী কাম সন্তান ॥
 গৃহস্থ কুলের ধর্ম এ সব লক্ষণ ।
 চারি বেদ চারি ধর্ম কৈল নিরূপণ ॥
 স্বধর্ম করিয়া নিন্য যে ভঞ্জে আমারে ।
 সর্বভূতে বলি আমি দেখে চরাচরে ॥
 আমার ভঞ্জন বিনে আন নাহি জানে ।
 তত্ত্বযোগ হয় তার আমার চরণে ॥
 আমি ব্রহ্ম উতপত্তি প্রলয় পালন ।
 সর্বলোক মহেশ্বর সত্যার ভাবন ॥
 হেন আমি ব্রহ্ম পায় ভকতি-কারণে ।
 পরিজ্ঞান হেতু অংগ নাহি তত্ত্ব বিনে ॥
 কহিল উদ্ধব আমি যে কিছু পুছিছেল ।
 বেক্রপে আমারে পায় ভক্তগণ তরে ॥
 তত্ত্বরস গুরু শ্রীগদাধর জান ।
 ভাগবত আচার্যের মধুগুণ গান ॥

(১) পাঠান্তর,—“স্বর্গবাসে হুঃখভোগ নান্ন পরকালে” ।

ইতি শ্রীগণবতে মহাপুরাণে একাদশ স্কন্ধে

অষ্টাদশোধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

উনবিংশ অধ্যায় ।

পুনরপি কহে কথা প্রভু ভগবান ।
 শুন হে উদ্ধব তুমি ভকতপ্রধান ॥
 তত্ত্বজ্ঞান হৈল যার শ্রুতি-ভক্তগতি ।
 অহুমান বিচক্ষণ নিরমল মতি ॥
 যারিমাএ সব যদি জানিল গেলানে ।
 জ্ঞান সমর্পিব তবে আমার চরণে ॥
 জানীর বাঞ্ছিত আমি ইষ্টসম (১) ধন ।
 আমাকে লভিলে জ্ঞানে কিবা প্রয়োজন ॥
 স্বর্গ অপবর্গ নাহি বাঞ্ছে আমি বিনে ।
 জানী বিচক্ষণ মাত্র মোর তত্ত্ব জানে ॥
 জানী প্রিয়তম মোর জ্ঞানে মোরে ধরে ।
 আমাকে লভিলে জানী সব পরিহরে ॥
 তীর্থ তপ তপ দান পুণ্যকর্ম যত ।
 এক কলা জ্ঞান সম নহে ধর্মযুত ॥
 বুঝিয়া উদ্ধব তুমি জ্ঞানে আমি ভজ ।
 আমাকে লভিবে তুমি সর্বধর্ম তেজ ॥
 জ্ঞানযজ্ঞে আমাকে ভজিয়া মুনীগণে ।
 মুক্তিপদ পাইয়া গেল বৈকুণ্ঠভবনে ॥
 যে তুমি উদ্ধব দেখে ত্রিবিধ প্রকার ।
 এ সব কেবল মায়ী অনাদি সংসার ॥
 প্রলয়ে না থাকে কিছু না ছিল পুরুষে ।
 মধ্যকালে মায়ার বিলাস নানা রূপে ॥
 আদি অন্ত মধ্যে বেই সেই মাত্র সত্য ।
 আর সব যত দেখে কিছু নহে তথ্য (১) ॥
 ৭-নিঞা উদ্ধব তবে জ্ঞানের মহিমা ।
 জ্ঞান জিজ্ঞাসিল ভক্তি বৈরাগ্যের সীমা ॥
 বিশেষর বিঃমুক্তি পুরুষ পুরাণ ।
 ভক্তিব্যোগ কহ নাথ ভকতি বিধান ॥
 বিশুদ্ধ বিজ্ঞান কহ ভকতি লক্ষণ ।
 ভক্তিব্যোগ কহ যাহা বাঞ্ছে মুনীগণ ॥
 এ ঘোর সংসার মাঝে মুঞি নিপতিত ।
 নিরবধি তাপ রয়েছে কেবল তাপিত ॥

তোমার পদারবিন্দ-হস্তে শুষীতল ।
 অমৃতের ধারা যাহে বহে নিরন্তর ॥
 সতে এই চরণে শরণ মোর আশা ।
 এ দুঃখ তরিতে আর না দেখি ভরসা ॥
 কালসর্পে দংশিল সকল কলেবর ।
 ভবকূপে নিপতিত মুঞি সে কেবল ॥
 শরণবৎসল নাথ রূপায় উদ্ধার ।
 চরণ-অমৃতে অঙ্গ অভিষেক কর ॥
 উদ্ধবের বচন শুনিঞা অগম্য ॥
 কহিতে লাগিল তব পুরুষ সংবাদ ॥
 যুধিষ্ঠির রাজা ছিল ধর্ম কলেবর ।
 এই জিজ্ঞাসিল তিহো ভীষ্মের গোচর ॥
 হইল ভারতযুদ্ধ কুল হৈল ক্ষয় ।
 জাতিবধ ভয়ে রাজা আতুল হৃদয় ॥
 এই জিজ্ঞাসিল আমি সভা বিদ্যমানে ।
 ভাষ্মমুখে নানা ধর্ম শুনিঞা শ্রবণে ॥
 মোক্ষধর্ম জিজ্ঞাসিল ধর্মের নন্দন ।
 সেই ধর্ম কহি শুন মুকতিলক্ষণ ॥
 ভীষ্মমুখে শুনিল সকল তত্ত্বজ্ঞান ।
 বৈরাগ্য বিজ্ঞানযুত ভকতি-নিদান ॥
 কহিব উদ্ধব জ্ঞান ভীষ্ম মুখরিত ।
 ভক্তিজ্ঞানযুত হৈয়া স্থির কর চিত ॥
 অগত-কারণ তত্ত্ব কহি নানা ভেদে ।
 সতে এক তত্ত্ব মাত্র জানিবা সাক্ষাতে ॥
 এই সে আমার মত এই তত্ত্বজ্ঞান ।
 আর যত দেখে সব কিছু নহে আন ॥
 অগতের উতপত্তি প্রলয় পালন ।
 অগতের স্তির তত্ত্ব এক সনাতন ॥
 এক হৈতে একের জনম মৃত্যু ভয় ।
 একে হৈতে একের সন্তোষ দুঃখ হয় ॥
 (এ সব জানিহ তুমি মিছা মায়াময় ।
 মধ্যকালে দেখি আদি অন্ত সত্য হয়) ॥
 আদি অন্ত মধ্যে আর না দেখি বিশেষ ।
 নিত্যময় নিত্য সূত্র নিত্য পরকাশ ॥
 সেই সে জানিব সত্য আর সব মিছা ।
 জ্ঞানে বিচারিলে বৎস কিছু নহে সাতা ॥
 শুনিঞা সাক্ষাতে দেখি করি অহুমান ।
 বিকল্প করনা সব না হয় প্রমাণ ॥

(১) পাঠান্তর—“ইষ্টপ্রাণ ধন” ।

(২) পাঠান্তর,—

“আদি অন্ত মধ্যে সবে সেই মাত্র সত্য ।
 আর সব যত কিছু সকল অসত্য ।”

এক আত্মা সর্বদেহে দেখি তার রূপ ।
 জলভেদে চন্দ্র সূর্য্য দেখি নানারূপ ॥
 এইমতে আত্মা পূর্ণব্রহ্ম ভগবান ।
 সর্বজীবের রহে তিহো সর্বত্র সমান ॥
 আত্মাকে অভেদ করি নিঃ স্তান গড়ে ।
 েদবুদ্ধি পাশে পামর জনে করে ॥
 কর্মে বিনির্মিত সব কর্মের বিলাস ।
 প্রথমে কহিল ভক্তি যোগের মহিমা ।
 পুনরপি কহি ভক্তি মুক্তি-লক্ষণা ॥
 আমার অমৃত-কথা শ্রদ্ধা করি শুনে ।
 আমার কীৰ্ত্তন মাত্র করে অমুক্ষণে ॥
 পূজায় একান্ত মতি আদরে স্তবন ।
 পরিচর্যা-পরায়ণ সর্বাক বন্দন ॥
 আমার ভক্ত পূজা অধিক করিব ।
 সর্বদেহে আমি মাত্র কেবল দেখিব ॥
 করিব সকল চেষ্টা আমার কারণে ।
 আমার মহিমা গুণ কহিব বচনে ॥
 সর্বকৰ্ম আমাতে করিব সমর্পণ ॥
 আমার কারণে সর্বকাম বিবর্জন ॥
 সুখভোগ পরিভ্যাগ ধন সমর্পণে ।
 বজ্র দান তপ হোম আমার কারণে ॥
 আমার চরণে করি আত্ম নিবেদন ।
 এ সব উপায়ে ভক্তি করিব সাধন ॥
 ভক্তিব্যোগ হয় তবে চরণে আমার ।
 কি সিদ্ধি নহিল কিবা অবশেষ আর ॥
 যে জন আমাতে কৈল চিত্ত আরোপণ ।
 ধর্ম জ্ঞান বৈরাগ্য লাভিল সেই জন ॥
 আমার ভক্তি করে ধর্ম উপাদান ।
 আত্মভক্ত-দরশন হয় তত্ত্বজ্ঞান ॥
 বিষয়ে বৈরাগ্য হয় ভক্তিতে উদয়ে ।
 অগ্নিমাди অষ্টৈশ্বর্য্য সাক্ষাতে মিলয়ে ॥
 উদ্ধব পুছিল তবে বিনয় বিধানে ।
 এই জিজ্ঞাসিমু নাথ অভয়-চরণে ॥
 কত পরকার বল সংঘব নিয়ম ।
 কাথে শর দম বলে কহ তিবরণ ॥
 ভিত্তিকা কাহারে বল কারে বল ধৃতি ।
 ভূপ দান কারে বল প্রভু প্রাণপতি ॥
 স্বত সত্য কাথে বল কাথে বল ভ্যাগ ।
 কি ধন দক্ষিণা কাথে কহ বজ্রভাগ ॥
 বিজ্ঞা লজ্জা শ্রী কাথে বল গদাধর ।
 সুখ দুঃখ লাভ কাথে বল বহুবর ॥

পথ উপপথ কিবা কে মূর্থ পণ্ডিত ।
 ধনাঢ্য কাহারে বল দরিদ্র দুঃখিত ॥
 কে বান্ধব কিবা ঘর দৈবরূপণ ।
 কহ নাথ এই সব মার নিবেদন ॥
 এই সব প্রশ্ন মোর চিত্তের সংশয় ।
 যে হয় যে নহে নাথ কহিবে নির্ণয় ॥
 তৃত্যের বচন শুনি পুরুষকেশরী ।
 কহিতে লাগিলা তবে সর্ক অধিকারী ॥
 সত্যবাণী হিংসা-চৌধুর্য্য-বিবর্জন ।
 সর্বদান ভ্যাগ লজ্জা সঙ্কম-খণ্ডন ॥
 হৈষ্য ব্রহ্মচর্য্য মোন আশ্রিত্য-সাধন ।
 ক্ষমা ভয় আদি এই দ্বাদশ ধমন ॥
 শৌচ হোম জপ তপ আমার অচন ।
 দ্ব্যতিথি-তীর্থসেবা আচাৰ্য্য-সেবন ॥
 পর-হেতু সর্কচেষ্টা তুষ্টি আলম্বন ।
 দ্বাদশ প্রকার এই কহিল নিয়ম ॥
 আমাতে বুদ্ধির নিষ্ঠা শম হবে বলি ॥
 ইন্দ্রিয়সংযম দম ব্রিবি বিচারি ॥
 সর্ব দুঃখ সহিব তিতিক্ষা এই জ্ঞানি ।
 জিহবা-শিলা জয় ধৃতি এই সে বাধানি ॥
 পরদত্ত-পরিভ্যাগ এই মহা দান ।
 সর্বকাম-বিবর্জন এই তপ নাথ ॥
 স্বভাব জিনিব শৌচ্য পদে অব করি ।
 সভাপদে সমদৃষ্টি এই অবধারি ॥
 সর্বকর্ম ফলভ্যাগ শৌচের লক্ষণ ।
 সন্ন্যাস উত্তম ভ্যাগ বলে বৃথজন ॥
 ইষ্টধন ধর্ম্মদাতা যজ্ঞরূপ আমি ।
 উত্তম দক্ষিণা জ্ঞান-উপদেশ-বাণী ॥
 সেই সে পরম বল পবন-ধারণা ।
 এই মহাভাগ্য কহি দৈবরূপ-ভাবনা ॥
 সেই সে উত্তম লাভ ভক্তি আমার ।
 সেই বিজ্ঞা ভেদ বুদ্ধি না দেখি বাহার ॥
 বিকর্ম দেখিয়া নিন্দা প্রাণে লজ্জা বলি ।
 সব ঠাঞি নিরপেক্ষ গুণে কহি ছিরি ॥
 সুখ-দুঃখ-বিবর্জিত এই মহাসুখ ।
 কামভোগ-সুখাপেক্ষা এই মহাদুঃখ ॥
 বন্ধ বোক জানে সেই পণ্ডিতপ্রধান ।
 বেহ-গেহে অহঙ্কার মূর্ত্ততার নাথ ॥
 যে পথে আমাকে লতে সে পথ উত্তম ।
 চিত্তের বিক্ষেপ সে উৎপথ-লক্ষণ ॥
 সেই স্বর্গ সত্ত্বগুণ দেখিএ বাহার ।
 তমোজপ বাঢ়ে সেই নরক-দুয়ার ॥

আমি সে পরম বন্ধু গুরু হিতকর ।
সেই সে উত্তম ঘর নর-কলেবর ॥
সে জন ধনাত্ম্য যেহে পূর্ণ সৰ্বগুণে ।
অসম্ভব দারিদ্র জানিব ত্রিভুবনে ॥
অজিত-ইন্দ্রিয় যেহে সে জন রূপণ ।
গুণে সঙ্গ নাহি যার ঈশ্বর লক্ষণ ॥
কহিল উদ্ধব তুমি যে কিছু পুছিলে ।

সব ঠাকুর গুণদোষ বাকি বিচারিলে ॥
প্রয়োজন নাহি আর বিস্তর বর্ণনে ।
সেই দোষ—গুণদোষ দেখি অমূল্যে ॥
সেই গুণ—গুণদোষ এ দুই বর্জন ।
কহিল উদ্ধব সব প্রশ্ন বিবরণে ॥
ভাগবত-আচার্যের মধুরস ভাষা ।
সব পরিহর লোক কৃষ্ণে ধর আশা ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশ স্কন্ধে

একোবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

বিংশ অধ্যায় ।

কেদার রাগ ।

প্রভু বচন শুনি মতি করি স্থির ।
তবে আর ভিজ্ঞানিলা উদ্ধব সুখীর ॥
তোমার নিগম-বাণী বিনী প্রতিক্ষেপ ।
সব ঠাকুর কহে বেদে গুণ-দোষ-ভেদ ॥
বর্ণশ্রমধর্ম গুণ দোষ-দৃষ্টি ধরে ।
দ্রব্য দেশকাল গুণ-দোষ ভেদ করে ॥
স্বর্গ নরক দুই এই বেদ-বাণী ।
গুণ-দোষ দুই ভেদ বেদমুখে জানি (১)
সত্যের ঈশ্বর বেদ সফলোক-আঁখি ।
বেদ চক্ষে সব দেখি বেদ-মুখে সাক্ষী ॥
গুণদোষ-ভেদদৃষ্টি নিগম তোমার ।
গুণদোষ-ভেদজ্ঞানে না ছুটে সংসার ॥
সেই বেদে করে পুন ভেদ নিবারণ ।
এই বড় নাথ যোর চিত্তগত ভ্রম ॥
উদ্ধবের বাণী শুনি প্রভু ভগবান ।
কহিতে লাগিলা তবে ব্রহ্ম সমাধান ॥
লোক-পরিভ্রাণ-হেতু তিন যোগ কহি ।
কর্মযোগ জ্ঞান যোগ ভক্তিযোগ এহি ॥
উপায় না দেখি আর সংসার তারণে ।
তে-কারণে তিন যোগ কহিল আপনে ॥

কর্ম-জ্ঞান করিয়া নিকিল হৈয়া থাকে ।
সভে সেই মাত্র অধিকারী জ্ঞান যোগে ॥
নির্কিল না হয় কামভোগগত চিন্ত ।
তার হেতু কর্মযোগ বেদ বিনির্মিত ॥
কিঞ্চিৎ বৈরাগ্য মাত্র নির্কিল না হয় ।
সুখভোগগত চিন্ত নহে অতিশয় ॥
মহাভাগ্যোদয় হয় যখনে যাহার ।
শ্রদ্ধা মাত্র কবে কথা শ্রবণে আমার ॥
ভক্তিযোগ হয় তার চুটে ভবভয় ।
কর্মবন্ধ নহে আর সর্কসিদ্ধি হয় ॥
বিষয়-বৈরাগ্য যার নহে যত কাল ।
তাবৎ করিব কর্ম এ লোক আচার ॥
আমার অমৃত-কথা-শ্রবণ কথনে ।
শ্রদ্ধা নাহি যাবৎ জনমে যত দিনে ॥
তাবৎ করিব কর্ম এহি সুনিশ্চিত ॥
তিন যোগ-অধিকারী এ তিন নির্ণাত ॥
স্বধর্মে থাকিয়া নানা ঐজ করি যজ্ঞে ।
কর্মকল তেজিয়া কেবল আমা ভজ্ঞে ॥
স্বর্গ নরক দুই সে জন না যায় ।
যদি কদাচিত মন বিকর্ষে না ধায় ॥
এই দেখে সর্কসিদ্ধি হয় উপাদান ।
ভক্তিযোগ আমার বিভক্ত তত্ত্বজ্ঞান ॥
নরদেহ বাছা করে স্বর্গবাগিনে ।
নারকী না তরে দুঃখ নরদেহ যিনে ॥

(১) পাঠান্তর,—

“স্বর্গ আর নরক দুই বেদমুখে শুনি ।
গুণ দোষ ভেদ এত জানি তত্ত্ববাণী ।”

ভক্তি জ্ঞান সাধি যাত্র নর কলেবরে ।
 স্বর্গবাসী হয়।। কিছু সাধিতে না পারে ॥
 মানুষ-শরীর ধরি সাধি ভক্তি যোগ ।
 স্বর্গ নরকে যাত্র পাপ-পুণ্যভোগ ॥
 এ বোল বুঝিয়া বিচক্ষণ মতিমান ।
 স্বর্গ-নরক দুই দেখিব সমান ॥
 সকল ঈশ্বর-মায়া মনে বিচারিব ।
 স্বর্গ নরকমধ্যে এক না বাঞ্ছিব ॥
 মানুষ-শরীর না বাঞ্ছিব কদাচিত্ ॥
 দেহযোগে এ ঘোর সংসারে নিপতিত
 এ বোল বুঝিয়া মৃত্যু যাবত না ঘটে ।
 তাবত সাধিয়া মোক্ষ (১) তরি যাইব যাতে
 অনিত্য মানুষ-জন্ম সর্বসিদ্ধি হেতু ।
 অপার সংসার-সিন্ধু-পারজাগ-সেতু ॥
 হংস পক্ষী রহে ভববৃক্ষে করি বাস ।
 যমদূতে কাটিয়া সমূলে করে নাশ ॥
 বুঝিয়া ছাড়িব বৃক্ষ হংস চতিমান ।
 নিজ স্নেহে পারিপূর্ণ নিরমল জ্ঞান ।
 রাত্রি দিনে পরমায়ু কাল মৃত্যু হরে ।
 বুঝিয়া আকুল বৃদ্ধ কাম্পিত অন্তরে ॥
 সর্বসঙ্গ তেজি সর্ব চেষ্টা পরিহারি ।
 শাস্ত হয়্যা রহে বৃদ্ধ তজ্জেন মন ধরি ॥
 সর্বশ্রেষ্ঠ কলেবর নরদেহ ধরি ।
 মূলভ হুল'ভ তবে ভব সিন্ধু তরী ॥
 আমি অল্পকূল বাত গুরু কর্ণধার ।
 তবে যদি নহে জীব ভব-সিন্ধু পার ॥
 আশ্রয়াত্মী সেই পাপী জাণিব নিশ্চিত ।
 ভবরূপে নিপতিত কেবল বঞ্চিত ॥
 সর্বরস-পরিভ্যাগী নির্ঝিল সংসারে ।
 অত্যাগে চঞ্চল মন কথিব অন্তরে ॥
 যদি মন ধরিতে না পারে কদাচিত্ ।
 অজুরোধে মন বান্ধি রাখিব পণ্ডিত ॥
 মনোগতি না ছাড়িব পবন-দ্রয়ার ।
 জিনিব ইন্দ্রিয়গণ প্রাণ অহকার ॥
 সত্ত্বগুণে মনোবশ করিব যতনে ।
 এই সে পরম যোগ মন নিরোধনে ॥
 চঞ্চল তুরঙ্গ যেন বুঝি তার মন ।
 অলপে অলপে রাখে করিয়া দমন ॥
 এইরূপে বশ করি মন দুরাচার ।
 জনম মরণ যাত্র দেখিব সত্যার ॥

যাবত চঞ্চল মন নহেত প্রাসন্ন ।
 তাবত দেখিব সত্য নহে ত্রিভুবন ॥
 গুরু-উপদেশে যদি স্থির চিত্ত হৈল ।
 সর্বত্র বৈরাগ্য যদি কেবল জন্মিল ॥
 চিন্তিতে চিন্তিতে মন তেজে দুর্কাসনা ।
 স্থির হয়্যা রহে মন তেজিয়া কল্পনা ॥
 সংযম নিয়ম আদি যোগপথ সাধি ।
 তত্ত্বজ্ঞান মন বশ করি নিরবধি ॥
 আমার মধুর মুক্তি করি উপাশনা ।
 শ্রবণ কীর্ত্তন ধ্যান অচন বন্দনা ॥
 এইরূপে বশ করি মন তুরঙ্গম ।
 আমার চরণে ধরি করিব সংযম ॥
 যদি যোগী প্রমাদে নিমিত্ত কণ্ড বকে ।
 দহিব সকল পাপ নিজ যোগবলে ॥
 আমার কথায় যার শ্রদ্ধা জনমিলা ॥
 সর্বকর্ম তেজিয়া নির্ঝিল যদি হৈলা ॥
 যদি বিচারিল কামভোগ দুঃখময় ।
 তেজিতে না পারে রাগ দূর নাহি হয় ॥
 গীরিত্তি করিয়া তবে তজিব আমারে ।
 হৃদয়ে নিশ্চল করি শ্রদ্ধা পুরস্বারে ॥
 কামভোগ পরকালে দেখি দুঃখময় ।
 ভোগমাত্র করে দুঃখ ভাবিয়া হৃদয় ॥
 ভক্তিতাবে নিরবধি সতে আমি ভজে ।
 তবে আমি রহি তার হৃদয়-পঙ্কজে ॥
 হৃদিগত কাম তার সব দূর যায় ।
 সংসার তরিতে এই উত্তম উপায় ॥
 আমাকে দেখিলে সে সকল জীবময় ।
 হৃদিগত গ্রাসি ছুটে ছিঙয়ে সংশয় ॥
 সর্বকর্ম ক্ষয় তার হয় সেইক্ষণে ।
 এ বোল বুঝিয়া ভক্তি সাধিব যতনে ॥
 আমার তকত যত যোগী মহাশয় ।
 জ্ঞান বৈরাগ্যাদি তার যদি বা না হয় ॥
 পায় ভক্তিযোগে মুক্তিপদ উপাদান ।
 এই সে কারণে ভক্তি সাধে মতিমান ॥
 নানা কর্ম তপ-পুণ্য-দানধর্ম সাধি ।
 তবে জ্ঞান বৈরাগ্য যতেক হয় সিদ্ধি ॥
 স্বর্গ অপবর্গ যদি বাঞ্ছে কদাচিত্ ।
 তকত জনের মিলে অশেষ বাঞ্ছিত ॥
 আমার তকত কিছু বাঞ্ছা নাহি করে ।
 দিলেহ সম্পদ আমি দূরে পরিহরে ॥
 কৈবল্য সম্পদ আমি দিলেঅ না লয় ।
 সব ঠাঞি নিরপেক্ষ উদার আশয় ॥

নিরপেক্ষ নিষ্কাম যে জন মহামতি ।
সেই সে আমাতে লভে একান্ত ভক্তি ॥
একান্ত ভক্ত হয় যে জন আমার ।
সুভাষিত গুণ দোষ একো নাহি তার ॥
সমস্ত সাধুবুদ্ধি বচনের পার ।

সুভাষিত কর্মে তার নাহি অধিকার ॥
আমি যে কহিল পথ যে করে আলস্য
সর্বত্র কল্যাণ বিমুপদে গতি হয় ।
ভাগবত-আচার্যের মধুরস বাণী ।
ভক্তিরস-সমুদিত প্রেমভরান্বিত ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে
বিশেষাধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

একবিংশ অধ্যায় ।

বরাড়ী রাগ ।

এই সে আমার পথ ভক্তি লক্ষণ ।
সুদৃজ্ঞান বৈরাগ্য যাহাতে উতপন্ন ॥
এ পথ তেজিয়া যেবা ক্ষুদ্র পথে চলে ।
চঞ্চল জীবন পাইয়া কামভোগ করে ॥
গতাগত দুঃখ দূর না হয় তাহার ।
জনম মরণ মাত্র দুঃখ সতে সার ॥
ভক্তি-জ্ঞানে দোষগুণ একো হি না ধরি ।
কর্ম পথে দোষ গুণ বুঝিয়া বিচারি ॥
যার যে যে অধিকার সেই গুণ কহি ।
নিজ ধর্ম বিলজ্জন দোষ হয় সেই ॥
দ্রব্যগত দোষগুণ করিয়া বিচার ।
সুদ্ব্যস্ত নিরুপিয়া করি ব্যবহার ॥
ধর্ম-ব্যবহার দেহ ধারণ কারণে ।
আচার কারণে ধর্ম করি নিরুপণে ॥
ধর্মপর জনে এই দেখাই আচার ।
ভক্তি-জ্ঞানে নাহি কতু কর্ম অধিকার ॥
নানা নাম রূপ তার বেদবাণী ধরে ।
সকল সমান দ্রব্য নানা ভেদ পরে ॥
পঞ্চভূত দেহে করে বিবিধ ভাবনা ।
লোক ব্যবহার-হেতু বিবিধ কল্পনা ॥
দেশ কাল দ্রব্যগতি নির্ণয় করিয়া ।
দোষগুণ ধরি আমি দ্রব্য বিচারিয়া ॥
কৃষ্ণসারমৃগ-দ্বিজ ভক্তহীন দেশ ।
সে দেশ বর্জিব তাহে নাহি পুণ্যলেশ ॥
সুপুঙ্খ বৈসে যথা বৈসে কৃষ্ণসার ।
পুণ্যভন সে দেশ কর্মের অধিকার ॥ ১)

অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ সংস্কর বর্জিত ।
যে দেশ উত্তরভূমি সে দেশ পাতিত ॥
সুদ্ব্যস্ত বুঝি কর্ম করি সুদ্রকালে ।
অশুদ্ধ সময়ে কর্ম ফল নাহি ধরে ॥
সুদ্রকাল পাইয়া কর্ম কবে বিচক্ষণ ।
অশুদ্ধ সময়ে সর্বকর্ম বিবজ্জন ॥
দ্রব্যগত সুদ্ব্যস্ত করিয়া নির্ণয় ।
সুদ্রদ্রব্য দিয়া কর্ম করে সুদ্রাশয় ॥
কোন দ্রব্য সুদ্র হয় সন্নিহিত প্রাক্ষণে ।
কোন দ্রব্য সুদ্র হয় ব্রাক্ষণ-চেনে ॥
কোন দ্রব্য সুদ্র হয় সংস্কর-বিশেষে ।
অশুদ্ধ জ্ঞানিবে দ্রব্য অশুদ্ধ পরশে ॥
কোন দ্রব্য অশুদ্ধ পাতিত পরশনে ।
কোন দ্রব্য দুষ্ট হয় অশুদ্ধ বচনে ॥
কোন দ্রব্য কালে সুদ্র কালে দুষ্ট হয় ।
এইরূপে সুদ্ব্যস্ত করিব নির্ণয় ॥
অশৌচ সময়ে হয় অশুদ্ধ সকল ।
গ্রহণ সময়ে হয় পবিত্র কেবল ॥
যাত্রা তৃণ দাক্ষ সুদ্র হয় চিরকালে ।
অস্থি চর্ম ভূমি সুদ্র হয় রবিজালে ॥
রস-দ্রব্য ষাটু-দ্রব্য সুদ্র হতাশনে ।
পথ ভূমি সুদ্র হয় আলোপ পবনে ॥
গোময় মার্জনে সুদ্র অজল চক্ষুর ।
জল যুক্তিকারে সুদ্র বাহু কলোবর ॥
স্নান দান তপ শৌচ বিবিধ সংস্কারে ।
কলোবর সুদ্র হয় নানা পরকারে ॥
আমার অরণে যীর শোষিব অন্তর ।
সুদ্র হৈয়া কর্ম তবে সাধিব সকল ॥

(১) পাঠান্তর,—সে দেশে পানের কিছু নাহি অধিকার ।

শুক্লমুখে মল্লজান মস্তকের শোভন ।
 কৰ্ম শুদ্ধ আমার চরণে সমর্পণ ॥
 শুদ্ধ হৈয়া শুদ্ধ দ্রব্যে শুদ্ধ কৰ্ম করি ।
 তবে সে পরম ধর্ম সাধিবারে পারি ॥
 শুদ্ধকালে শুদ্ধকর্ম শুদ্ধদ্রব্য দিঞা ।
 বিচার না করে শুদ্ধ কৰ্ম শুদ্ধ হৈখা ॥
 সেই সে অধর্ম হয় ধর্ম বিপরীত ।
 যেই গুণ সেই দোষ শুদ্ধ বিবজ্জিত ॥
 যেই দোষ সেই গুণ বিধিযুক্ত হৈলে ।
 গুণ-দোষ ধরি বিধি নিয়মের বলে ॥
 গুণ দোষ যার যে যে সহজ আচার ।
 গুণ দোষ নাহি তাথে কুল ব্যবহার ॥
 কর্মদোষ পাতকীর পাতক না হয় ।
 সহজে পাতকী বর্ষ করে দোষময় ॥
 সহজে পাতকী হীন পাতক চণ্ডাল ।
 স্মরণান আদি করে নিদিত আচার ॥
 পাতকীর পাতক না হয় দুরাচারে ।
 আছাড়ে পড়িলে আদ না পড়ে আছাড়ে
 যাথে যাথে হৈতে লোক হয় নিবর্তন ।
 তাথে তাথে হৈতে তার হয় বিমোচন ॥
 এই সে পরমধর্ম দুঃখ নিবারণে ।
 বিষয়ে আসক্তি হয় বিষয় ধ্যানে ॥
 আসক্তি জন্মিলে কাম বাটে অনুক্ষণ ।
 কাম বাটাইলে সব হয়সে চেষ্টন ॥
 কাম জন্মিলে বাটে বিরোধ কল্লল ।
 কল্লল বাটিলে ক্রোধ বাড়ে নিরন্তর ॥
 তমোগুণে তবে তার চেষ্টন সংহরে ।
 চেষ্টন হরিলে রহে শূন্য কলেবরে ॥
 এই হেতু কামী পাপ করে নিরন্তর ।
 কামে বশ হয় পড়ে নরক ভিতর ॥
 বুদ্ধিভ্রম হয় তার মুচ্ছিত সমান ।
 মৃত-তুল্য নিজপর না হয় গেলান ॥
 বৃক্ষপ্রায় বার্ষ জীয়ে যেন চর্মকোষ ।
 বিষয়ের সঙ্গে এহি সব নানাদোষ ॥
 যত ফলশ্রুতি শুনি যত কর্মফল ।
 কর্ম ঋচি হেতু মাত্র জানিব সকল ॥
 পরিভ্রাণ হেতু কিছু নহে ফলশ্রুতি ।
 তত্ত্ব না বুঝিয়া ফল কহে জড়মতি ॥
 রোগ নিবারণ হেতু ঔষধ খাওয়াই ।
 খণ্ড লাড়ু দিয়া যেন ছাও(রা)ল ভণ্ডাই ॥
 এইমত ফলশ্রুতি মূর্থ বুকাইতে ।
 প্রবর্ত্ত করার বেদ মূর্খে কর্মপথে ॥

জনমিঞা মাত্র জীব কণ্ঠভোগে রত ।
 আকুল হৃদয় ধন স্তত দারগত ॥
 অর্থে কারণ ধন স্তত পরিবার ।
 ইহাতে আকুল চিত্ত সন্তত সভার ॥
 তত্ত্ব বিস্মরিঞা ভ্রমে এ ঘোর সংসারে ।
 সহজে অবর লোক কর্মপথে চলে ॥
 তবে কেনে নিয়োজিব পুণ্য কর্মপথে ।
 আপনে পণ্ডিত বেদ জানেন সাক্ষাতে
 বেদতত্ত্ব না জানিঞা কুপণ্ডিতগণে ॥
 কুসুমিত ফলশ্রুতি তত্ত্ব করি মানে ॥
 অজ্ঞান পণ্ডিত তারা জানে বিমোহিত ।
 পুষ্প ফলশ্রুতি ধরে কুপণ বঞ্চিত ॥
 কামলোভে মূঢ়মতি করে মধুপান ।
 নিজলোক পরলোক নাহি ভেদজ্ঞান ॥
 এ সবে আমাকে না জানিল কদাচিত ।
 হৃদিগত প্রভু আমি সাক্ষাতে বিদিত ॥
 প্রাণ মাত্র ভূপিত করয়ে বেদজড় ।
 বিষয় ধ্যানে চিত্ত আকুল কেবল ॥
 আমার সম্মত পথ এই সুনিশ্চিত ।
 তত্ত্ব না বুঝিয়া ফল মানে কুপণ্ডিত ॥
 যদি হিংসা করিব ছাড়িতে নাহি পারে ।
 তবে পশু হিংসিব কেবল যজ্ঞকামে ॥
 নহে বেদবিধি তাহে আছে কণ্ঠস্থিত ।
 বেদতত্ত্ব না বুঝিয়া ভ্রমে কুপণ্ডিত ॥
 পশুবধ কৌতুকে করয়ে যে যে জনা ।
 নানা যজ্ঞে দেব পিতৃ করে আরাধনা ॥
 ইহলোক পরলোক স্বপন সমান ।
 দেখিতে শুনিতে মাত্র শ্রিয় হেন ভাণ ॥
 ইহার কারণে নানা প্রাণিবধ করে ।
 ধনের কারণে নিজ ধন পরিহরে ॥
 লব্ধ করিয়া ধন তেজে আপনার ॥
 ধন দিয়া ধন যেন কিনে বাণিজ্যার ॥
 রজোগুণে তমোগুণে হয়সে চেষ্টনা ।
 ইন্দ্র আদি দেবগণে করে উপাসনা ॥
 প্রজ্ঞা নাহি করে চিন্তে স্বেচ্ছা ভজনে ।
 নানা যজ্ঞ করে দেব-পিতৃ-আরাধনে ॥
 এই অনুমান করে চিন্তের ভিতরে ।
 এথা থাকি দেব পিতৃ ভাজ নিরন্তরে ॥
 এই পুণ্য স্বর্গভোগ করিব বিহার ।
 এথা আসি জনম লাভিব আরবার ॥
 মহাকুল মহাধন দিব। ঘর পুরে ।
 এহিঙ্গপে বিহরিব কত কত বারে ॥

এই পরকারে চিন্তা ভ্রমে নিরবধি ।
 পুষ্টিত বচনে উপজন্মে ফল-বুद्धি ॥
 কাম্যেতে ব্যাকুল চিত্ত বাঢ়ে যদ মানি ।
 শুদ্ধ হঞা করে দ্বিজ গুরু অবজ্ঞান ॥
 আত্মক আয়ায় ভক্তি সাধিব সে জনে ।
 আমার পবিত্র কথা না শুনে শ্রবণে ॥
 কংকণ দেবকণ্ড জ্ঞানকণ্ড শ্রুতি ।
 ব্রহ্মপর সর্ববেদ ব্রহ্মেতে উৎপত্তি ॥
 পরমুখে ব্রহ্মমাত্র পরোক্ষে বুঝায় ।
 সাক্ষাতে না কহে পর দ্বারেতে দেখায় ॥
 শব্দব্রহ্ম বেদ যেন সমুদ্র বিশাল ।
 দ্ব্যক্শোদ গভীর বেদ নাহি অন্ত পার ॥
 পরিপূর্ণ ব্রহ্ম আমি অনন্ত শক্তি ।
 আমাতে অর্পিত আমি হইতে উৎপত্তি ॥
 অনন্ত চরিত নানা স্বরভেদ শ্রুতি ।

কে বুঝিবে বেদতত্ত্ব হুল হৃদয় গতি ।
 ষট্চক্র ভেদিয়া নাহ উঠে ব্রহ্মময় ।
 সেই নাহে নানা বর্ণ স্বর ভেদ হয় ॥
 গন্ধ পদ্ম ছন্দোময় বিবিধ ভাষণ ।
 নানা ছন্দ স্বরভাষা করে নিরূপণ ॥
 কিবা করে কিবা বোলে বিবিধ কল্পনা ।
 বেদ অভিপ্রায় বুঝে আছে কোন জনা ॥
 সতে আমি বিচক্ষণ বেদতত্ত্ব জ্ঞানি ।
 আমি বিনে কে আর বুঝিবে বেদবাণী ॥
 আমাকে বুঝায় বেদ নানা ভেদ কহি ।
 মায়ামাত্র সকল দেখায় আমি বহি ॥
 না বুঝিয়া বেদতত্ত্ব জড়মতি জনে ।
 তর্কবলে বহুবিধ কল্পিত বাথানে ॥
 ভাগবত আচার্য্যের মধুরস ভাষা ।
 সব পরিহারি তাই কৃষ্ণে ধর আশা ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে
 একবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশ অধ্যায় ।

ভাটিয়ালী রাগ ।

উদ্ধব পুছিল তবে তত্ত্ব জানিবারে ।
 এক তত্ত্ব কিবা কৃষ্ণ বহু পরকারে ।
 নানা পরকার তত্ত্ব বলে মুনিগণে ।
 কেহ ছয় সাত চারি একাদশ মানে ॥
 পঁচিশ ছাফিশ কেহ বলে সপ্তদশ ।
 কেহ বলে নব একাদশ ত্রয়োদশ ॥
 কেহ বলে তত্ত্বভেদ ষোড়শ প্রকার ।
 নব একাদশ তিন সম্মত আমার ॥
 তিন পাঁচ নব একাদশ তত্ত্ব বিনে ।
 আন নাহি শুনি নাথ তোমার বদনে ॥
 নানা পরকার তত্ত্ব মুনিগণে কহে ।
 সব সত্য কিবা নাথ নানা ভেদ নহে ॥
 ভূত্যের বচন শুনি দেব চূড়ামণি ।
 কহিতে লাগিল চিন্তাগত ভ্রম জানি ॥
 সব ঠাঞি শক্তি মূল কহে মুনিগণে ।
 বচনে দুইট কিছু নাহি ত্রিভুবনে ॥
 বিমোহিত মুনিগণ মায়ায়ে আমার ।

তর্কবলে বোলে তত্ত্ব নানা পরকার ॥
 কুতর্ক-বিবাদ-বলে নানা শক্তি ধরে ।
 নানা ভেদ তত্ত্ব কহে নানা পরকারে ॥
 মুনিগণে তত্ত্ব কহে নানা পরকার ।
 আমি যে কহিল তত্ত্ব সেই মাঝে গার ॥
 বিবাদ-বচনে তর্ক বাঢ়ে অভিযার ।
 তে কারণে মুনিগণে নানা ভেদ কয় ॥
 সত্যের বচনে আছে যুগতি ষটনা ।
 তে-কারণে কার ব্যাক্য না করি খণ্ডনা ॥
 আমার মায়ায় মুনি নানা শক্তি (১) বলে ।
 সত্যের বচন আমি স্থাপি যুক্তিমূলে ॥
 তিলেক বিচ্ছেদ নাহি পুরুষ দৈবরে ।
 বিকল্প কল্পনা ব্যর্থ জ্ঞানহীন করে ॥
 তথাপি সত্যের আমি স্থাপিএ বচন ।
 মতভেদে যুক্তি কহে সব মুনিগণ ॥

শক্তিভেদে তত্ত্ব ঘটে যত পরকার ।
কহিল সকল সায় করিয়া বিচার ॥ (১)
যুক্তিমূল ভ্রামবাণী শুনিতে শোভন ।
পণ্ডিত জনের নাহি দুর্ধট বচন ॥
ঈশ্বরের বচন শুনিঞা গুণময় ॥ (২)
উদ্ধব জিজ্ঞাসে তবে ভাবিয়া বিষয় ॥
ঈশ্বরের ভিন্ন যদি পুরুষ প্রকৃতি ।
অন্তোন্তে আশ্রয় দুহে একত্র বসতি ॥
পুরুষে প্রকৃতি থাকে প্রকৃতি পুরুষে ।
দুহার বিচ্ছেদ নাহি দুহে দুহা বসে ॥
চিন্তের সংশয় মোর ছেদহ শ্রীহরি ।
গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ পুরুষকেশরী ॥
তোমার মায়ায় সৰ্ব জীব বিমোহিত ।
তোমার রূপায় জ্ঞান হ্রদয়ে উদিত ॥
সৰ্বজীব আত্মা তোম জ্ঞান মায়াগতি ।
জ্ঞানগম্য শুক তুমি সৰ্বজীব-পতি ॥
এতেক বচন শুন দৈবকৌন্দন ।
পুরুষ প্রকৃতি গত কহিলা কারণ ॥
প্রকৃতি-পুরুষগত সংযোগ বিচ্ছেদ ।
বিতারিয়া কহিল সকল গুণভেদ ॥
পুরুষ প্রকৃতি ভেদ করিয়া নির্গম ।
নিজ ভৃত্য উদ্ধবে বুঝাইল রূপায় ॥
তবে আর পুছিল উ ব মতিমান ।
মোর নিবেদন নাথ কর অবধান ॥
তোমার বিমুখজন নানা দেহ ধরে ।
কৰ্ম্মপথে গতাগত দুঃখ ভোগ করে ॥
কিরূপে শরীর ধরে তেজে কোন রূপে ।
গতাগত দুঃখ ভোগ করে কৰ্ম্মপাকে ॥
কৃপা যদি কর নাথ ভকতবৎসল ।
কহ দেব গোবিন্দ মাধব দামোদর ॥
উদ্ধবের বচন শুনিঞা জগন্নাথ ।
জীবগতি কহে প্রভু ভূত্যের সাক্ষাত ॥
মনে নানা কৰ্ম্ম সৃজে মন কৰ্ম্মময় ।
যে দেহে শরীরে গন্য তথা হয় ॥
পাছে পাছে চলে আত্মা যথা চলে মন ।
অহঙ্কারে বন্ধ আত্মা অদৃষ্ট কারণ ॥
বিষয় সঙ্গীত - - - - - মনোরথে ।
ইন্দ্রপদ সুরপদ চিন্তে শ্রুতিপথে ॥

রাজপদ সুখভোগ দেখিয়া ধৈর্য্য ।
চিন্তিতে চিন্তিতে মন সৰ্ব্বত্র বেড়ায় ॥
চিন্তিতে যথায় গিয়া স্থির হয় মন ।
সেইরূপে পূর্বদেহ হয় বিষ্ময়ণ ॥
একান্ত প্রবেশ গিয়া পরদেহে করে ।
অতিশয় বিষ্ময়ণ পূৰ্ব কলেবরে ॥
পূর্বদেহ পাসরিয়া পরদেহ-সজ ।
এই মৃত্যু জীবের পূৰ্ব যুতিভঙ্গ ॥
পূর্বদেহ পরিত্যাগ পরদেহ ধরি ।
সৰ্বভাবে রহে মন আত্মভাব করি ॥
জীবের জন্ম এই শরীর-স্বীকার ।
পূৰ্ব পাসরিয়া পর শরীরে সঞ্চার ॥
স্বপ্ন-মনোরমে জীব যে যে রূপ ধরে ।
সেই সেই রূপ ধরি পুরুষ পাসরে ॥
জনম মরণ দুই এক নহে সাঁচা ।
জাগিলে স্বপন যেন সব হয় মিছা ॥
ভ্রম আদি মরণ পর্য্যন্ত জীবধৰ্ম্ম ।
কহিল সকল হরি (১) বিচারিয়া ধৰ্ম্ম ॥
তব গিরি কাঁপে যেন জলের কম্পনে ।
পৃথিবী ভ্রমে যেন আঁখির ভ্রমে ॥
স্বপনে অনর্থ যেন কেবল ভ্রম ।
এইরূপ সব মিথ্যা জন্ম মরণ ॥ (২)
বুঝিয়া উদ্ধব তুমি চিত্ত স্থির কর ।
বিষয়-আপদ-পদ দূরে পরিহর ॥
কিছু সত্য নচে সব বিকল্প-কল্পিত ।
ভ্রম পরিহর তুমি স্থির কর চিত্ত ॥ (৩)
অধিক্ষেপ কেহ যদি করে অপমান ।
ভৎসন তাড়ন কেহ করে অবজ্ঞান ॥
জ্ঞতি পূজা করে কেহো করে উপহাস ।
কেহো বান্ধে কেহ মারে কেহো ধননাশ ॥
খোলায় খাপরে কেহো ধূল ফেলি মারে ।
মুতিয়া ভরায় অস্ত্র কেহো বাউ ছাড়ে ॥
তথাপি না চলে ধীর গভীর আশ্রয় ।
অদৃষ্ট মানিঞা চিত্ত স্থির হয়্য রয় ॥
উদ্ধব পুছিল তবে মনে পাঞা ভয় ।
কে হেন পুরুষ আছে এত দুঃখ নয় ॥

- (১) পাঠান্তর—“এব” ।
(২) পাঠান্তর—“একরূপে জ্ঞান সব—”
অন্তর “এইরূপে দুই মিথ্যা—”
(৩) পাঠান্তর—
“ভ্রম পরিহর তুমি স্থির কর চিত্ত ।
পূর্য কলত্র করি না কর প্রতীত ॥”

- (১) পাঠান্তর—“কহিল সকল হরি করিয়া বিচার ।”
অন্তর—“তোমা করিয়া বিচার ।”
(২) পাঠান্তর—“উদ্ধবের বুঝাইল প্রভু গুণময় ।”

কুবচন শরে যার বিক্লি মরমে ।
চিস্ত নিবারণ হেন আছে কোন জনে ।
তোমার পদারবিন্দ-সুধারস পানে ।
নিরবধি মত্ত হৈয়া রহে মহাজনে ॥

কে এত সহিব দুঃখ বচন-প্রহার ।
এহি বড় নাথ মোর চিস্তে চমৎকার
ভাগবত-আচার্য্যের মধুর-বাণী ।
কৃষ্ণগুণ সমুদিত প্রেমভরজিগী ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে
ষাণ্মিংশ অধ্যায় ॥ ২২ ॥

ষাণ্মিংশ অধ্যায় ।

উদ্ধবের বচন শুনিয়া দামোদর ।
ভৃত্য প্রাশংসিয়া কৃষ্ণ কি দিলা উত্তর ।
ভাল তুমি কহিলে উদ্ধব ম'ভমান ।
যে তুমি কহিলে সত্য ক'হু নহে আন ॥
চিস্ত সমাধিতে পারে দুর্জয়-বচনে ।
এমন পুরুষ নাহি এ তিন ভুবনে ॥
রিপু বাণে অজ যদি হয় জর জর ॥
তত্ব না হয় দুঃখ চিস্তের ভিতর ॥
যেদ্রুপ দুর্জয় কুবচন-ভীকুবাণে ।
অস্তর ভেদিয়া বিক্রে মর্য্য স্থানে স্থানে ॥
কিন্তু এক মহাপুণ্য আছে ইতিহাস ।
তোমার শাস্তাতে আমি করিব প্রকাশ ॥
অবস্তিনগরে এক আছিল ব্রাহ্মণ ।
দম্ভাচার কামী লোভী ক্রোধপরায়ণ ॥
কুব্ধতি করিয়া ধন উপাঙ্কন করে ।
বাণিজ্য বন্ধক কৃষি ধার উপধারে ॥
জ্ঞাতি বন্ধু অতিথি না সেবে কদাচিত ।
বাক্য মাঝে ব্রাহ্মণ না করে পরহিত ॥
দুঃশীল কদর্য্য বিপ্র দুষ্ট ছুরাচার ।
দাস দাসী ভরণ না করে পুত্র দার ॥
কারেঅ না দেয় বিপ্র আপনে না ধায় ।
যক্ষবত ধন রাখে আকুল সদায় ॥
এইরূপে বঞ্চিত রহিল কথোকাল ।
ক্রুদ্ধ হৈল জ্ঞাতি বন্ধু ভৃত্য স্রুত দার ॥
কথোধন হরি নিল পুত্র পরিবারে ।
দাস দাসী কথোধন নিল দম্ভ্য চোরে ॥
আগুনে পুড়িল কথো ভলে নষ্ট হৈল ।
নানাপাকে ব্রাহ্মণের সব ধন গেল ॥
পুত্র দারে তেজিল তেজিল বন্ধুগণে ।
দাস দাসী তেজি গেল নিজ পরিজনে ॥

চিস্তিতে লাগিল বিপ্র মনে পাঞা খেদ ।
ধননাশ হইল বন্ধু বান্ধব বিচ্ছেদ ॥
চিস্তিতে চিস্তিতে বিপ্র পড়িল সংশয় ।
অস্তরে বৈরাগ্য হৈল হেনপ্রি সময় ॥ (১)
ধিক্ ধিক্ জন্ম মোর জনম বিফল ।
আপনার দোষে হৈলু আপনে বিকল ॥
বার্ষ নিজ কলেবর পোড়াইলু তাপে ॥
সর্ব্বত্র বঞ্চিত হৈলু নিজ কন্যপাকে ॥
পুত্র মিত্র কলত্র বান্ধব পরিবার ।
বুধা দুঃখ দিয়া ধন সঞ্চিলু অপার ॥
ধর্ম্ম কাম তেজিলু সকল সুখভোগ ।
প্রায় ধন হৈল মোর বিনাশের যোগ ॥
ইহলোকে সর্ব্বনাশ কৈল আপনার ।
পরলোকে কেবল নরক মাত্র সার ॥
আজ্ঞতে সাধিতে ধন করিতে সক্ষম ।
খাইতে বাচাইতে ধন ব্যয় অপচয় ॥
শ্রম চিন্তা লম ভয় এই মাত্র সার ।
ধনে হৈতে সর্ব্বনাশ হয় আপনার ॥
চুরি হিংসা মিথ্যা দম্ভ কাম ক্রোধ গর্ভ ।
মদভেদ বৈর অবিব্রাহ্ম ধনদর্প ॥
এ সব অনর্থ হয় ধনের কারণে ।
এ বোল বুঝিয়া ধন তেজে বৃথজনে ॥
ধনে হৈতে লাভভেদ পিতা-পুত্রভেদ ।
পুত্র দার পরিবার করায় বিচ্ছেদ ॥

(১) পরিব্রাজক পুস্তকের পাঠ,—

“ভেদ বৈর অবিব্রাহ্ম ধন জন লপ ।
সকলি বিনাশ হৈল মন হৈল খর্ব্ব ।
এ সব অনর্থ চিস্তিতে বিপ্র পড়িল সংশয় ।
অস্তরে বৈরাগ্য হৈল মনে পাঞা ভয় ॥”

অন্ন কারণে হরে সকল মহিমা ।
 অন্ন হেতুতে হয় মর্যাদা লক্ষ্যনা ।
 অন্ন কারণে বৈর বাটে নিরন্তর ।
 অন্ন কারণে বাটে বিরোধ কন্দল ।
 এতেক মাছুষ জন্ম তাহে দ্বিজকুলে ।
 অমর নগরবাসী যার বাঙা করে ।
 হেন জন্ম পাঞা তাথে কৈল অনাদর ।
 ধনের কারণে মুঞি তেজিল সকল ।
 স্বর্গ অপবর্গ হেতু মাছুষ জনম ।
 তাহা উপেক্ষিলু মুঞি ধনের কারণ ।
 দেব ঋষি পিতৃগণ না পুজিলু ধনে ।
 সকল তেজিলু মুঞি ধনের কারণে ।
 দেবধাম তেজিলু তেজিলু বন্ধুগণ ।
 আপনা বঞ্চিলু মুঞি হর্যা যক্ষাধম ।
 বএস টুটিল মোর বার্থ গেল কাল ।
 ধননাশ হৈল এবে কি করিব আর ।
 ঈশ্বরমায়ায়ে লোক সব বিমোহিত ।
 ধন-হেতু বার্থ দুঃখ পায় কুপণ্ডিত ।
 ধনে বা ধনিকে আর কোন প্রয়োজন ।
 কাল-মৃত্যু-মুখে মুঞি পাড়িলু এখন ।
 নিশ্চয় জানিলু তুষ্ট হৈল নারায়ণ ।
 বৈরাগ্য ভয়িল মোর নিস্তার কারণ ।
 পূর্ব পুণ্যে মিলে মোর হেন পুণ্যলক্ষণ ।
 তেজিলু সকল মুঞি ধন-জন-আশা ।
 সাধিব সকল সিদ্ধি হৈব উপাদান ।
 ঋণিব দুর্গতি মোর হব পরিত্রাণ ।
 আছিল ঋট্টাঙ্গ নামে এ মহাপাল ।
 তিলেক সাধিয়া সিদ্ধি হৈলা ভবে পার ।
 মুঞি আজু মনে দটাইলু সে যুগতি ।
 সাধিব সকল সিদ্ধি তরিব দুর্গতি ।
 এ বোল বলিয়া বিপ্র চলিল সত্বরে ।
 শাস্ত দাস্ত হর্যা পৃথী পম্যটন করে ।
 অজ্ঞানিতে ক্রমে দ্বিজ অবধূতবেশে ।
 তিক্ষা-হেতু পুরগ্রাম নগর প্রবেশে ।
 তিক্ষুক ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ কুপট মলিন ।
 অবদোত বেশ ধরে জাতি বর্ণহীন ।
 দুর্গত দেখিয়া কেহ করে অবজ্ঞান ।
 দুষ্টগণে বেচি করে নানা অপমান ।
 কেহ দণ্ড কমণ্ডলু কাটি লৈয়া যায় ।
 বজ্রহস্তে ছিড়ি কেহো সত্বরে পেলায় ।
 কেহো ভাঙ্গা বস্ত্রখানি কাঁথা কাটি লয় ।
 হাসিয়া খেদায় কেহো ভৎসে অতিশয় ।

মাগিয়া যে কিছু বিপ্র আনে অন্নজল ।
 মুত্তিয়া ভরায় কেহো তাহার উপর ।
 অধোবায়ু ছাড়ে কেহ সন্মুখে আসিয়া ।
 মারিয়া বোলায় কেহ বোল না দেওয়া ।
 তর্জন গর্জন কেহো ভৎসন তাড়ন ।
 ধর মার করে কেহো বন্ধন মারণ ।
 সর্বনাশ হৈল তেজি গেল বন্ধুগণে ।
 কপটে সন্ন্যাস বেশ ধরে তে-কারণে ।
 চুরি জাণি করে বিপ্র কার ধরে বৈসে ।
 মারিয়া খেদাহ যেন এগাতে না আইসে ।
 বকবত চাহে বিপ্র মৌন আচরিয়া ।
 কার ঘরে চুরি জাণি করে প্রবেশিয়া ।
 এই বলি দুষ্টজনে দেখায় তরাস ।
 কেহ মায়ে কেহ বান্ধে কেহো পরিহাস ।
 ধৈর্য্য আলখিয়া বিপ্র মনে দুঃখী নহে ।
 অদৃষ্ট মানিয়া বিপ্র সব দুঃখ সহে ।
 যখনে যে হয় বিপ্র না করে বিচার ।
 অদৃষ্ট-অদীন দুঃখ মিলে বার বার ।
 ধৈর্য্য আলখিয়া বিপ্র কহে একি কথা ।
 কার কতু কেহ নহে সুখ-দুঃখদাতা ।
 সুখ দুঃখ-হেতু নহে এ লোক আয়ার ।
 ন দেব ন গ্রহগ-নহে কঃকাল ।
 সুখ দুঃখ কারণ কেবল মাৎমন ।
 সুখ দুঃখ দুই মিথ্যা মনোময় ভ্রম ।
 মনে দোষগুণ সৃজে মনে নানা কাম ।
 মনে সুখ দুঃখ সৃজে মনে নানা ধর্ম ।
 মন নিরোধিলে হয় সব নিরোধন ।
 মন বশ হৈলে বশ হয় জিহুবন ।
 সমাধি ধারণা ধ্যান কার ব্রত দান ।
 কত পরকারে করি মন সমাধান ।
 শত্রু মিত্রে নিজ পর মনের কল্পনা ।
 মন সে সৃজিতে পারে দুর্বট ঘটনা ।
 চঞ্চল দুর্জয় মন শত্রু মহাবলী ।
 মন নিরোধিলে সব নিরোধিতে পারি ।
 দুঃখ দুঃখ শত্রু না জিনিঞা মন ।
 মিথ্যা শত্রু মিত্রে করি মরে মূঢ়জন ।
 অসত্য মাছুষ-তনু পাঞা মনোময় ।
 মুঞি মোর করিয়া বঞ্চিত দুঃখশয় ।
 অন্ধমতি হর্যা ফিরে দুঃখ সংসারে ।
 শত্রু মিত্রে নিজ পর অকারণে করে ।
 সুখ-চঃখদাতা কেহো নাহি ত্রিভুবনে ।
 মিছা কাজে শত্রু মিত্রে করে অকারণে ।

আপনার জিহ্বা কাটে আপন দশনে ।
করিব কাছাকে ক্রোধ বুদ্ধি অজ্ঞানে ॥
এক দেহে আর দেহ করে অপকার ।
কি দোষ জীবের তাথে জীব নির্জিকার ॥
এক অঙ্গ আপনার আর অঙ্গে হানে ।
বুঝ দেখি করে ক্রোধ করিব তখনে ॥
যদি বল গ্রহদোষে সুখ দুঃখ মিলে ।
সেহ মিছা এক গ্রহ আর গ্রহ পীড়ে ॥
কর্ম সুখদুঃখ-হেতু সেহ সত্য নয় ।
আত্মা নিরমল ব্রহ্ম নিত্য সুখময় ॥
যদি বল সুখ দুঃখ হয়ে কালে কালে ।
আত্মার কি দায় তাথে কালে সব চরে ॥
সুখ দুঃখ নাহি তাথে দেখ জড়ময় ।
পরমপুরুষ আত্মা হংস নিরাশ্রয় ॥
কার সুখ কার দুঃখ কেবা নিজ পর ।
বিচারে বুঝিল এই অনিত্য সকল ॥

অহঙ্কারে বন্দী জীব এ ঘোর সংসারে ।
শত্রু মিত্র সুখ দুঃখ মানে অহঙ্কারে ॥
এতেক বলিয়া বিপ্র মনে কৈল সার ।
শ্রীহরি-চরণ বিনে না চিন্তিল আর ॥
নষ্টধন হৈয়া বিপ্র নিরমল চিতে ।
পৃথীপাঠ্যটন বিপ্র করে হরষিতে ॥
মুকুন্দ-পদারবিন্দ করিয়া চিন্তন ।
বিষ্ণুপদে প্রবেশিল ছুটিল বন্ধন ॥
এ বোল বুঝিয়া বাপু সব পরিহর ।
আমাতে অর্পিয়া মন স্থির করি ধর ॥
ভিক্ষুগীতা পুণ্যময়ী যে করায় শ্রবণ ।
শ্রী-করি ধরে শুনে যে করে পঠন ॥
কাম ক্রোধ খণ্ডে তার সুখ দুঃখ নাশ ।
নিজ সুখে পরিপূর্ণ বিষ্ণুপদে বাস ।
ভাগবত আচায্যের মধুরস-ভাষা ।
গদাধর-পদরজ পরম ভরসা ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে

ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

চতুর্বিংশ অধ্যায় ।

সাধ্যাযোগ কহি বৎস কর অবধান ।
তুমি ভূত্যা প্রিয় সখা ভকত-প্রধান ॥
বিকল্প-বর্জিত জ্ঞান আছিল প্রথমে ।
বিবেকপ্রধান লোক আছিল তখনে ॥
জ্ঞানময় ব্রহ্ম আদিবৃগ সত্যযুগে ।
সেই ব্রহ্ম দুই রূপ হৈল দুই ভাগে ॥
এক ভাগে হৈল মায়ী-প্রকৃতি-স্বরূপা ।
সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়কারিণী জড়রূপা ॥
আর ভাগে হৈল মহাপুরুষ ঈশ্বর ।
দুই ব্রহ্ম নিরমল ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডল ॥
প্রকৃতির তিন গুণ সত্ত্ব রজ তম ।
তিন গুণ হৈতে হৈল সূত্র উত্পন্ন ॥
স্বরূপ হৈয়া তবে মচত জমিল ।
তাহা হৈতে গুণময় অহঙ্কার হৈল ॥
তিন ভাগে অহঙ্কার হৈল তিন গুণে ।
পঞ্চম বিবর হৈল তমোময় হনে ॥
একাদশ ইন্দ্রিয় রাজস অহঙ্কারে ।
বৈকুণ্ঠে দেবভাগ্য জমিল সংসারে ॥

এ সব জন্মিঞা কেহ একত্র না হয় ।
তবে আমি প্রবেশিল সভার হৃদয় ॥
সকলে মিলিয়া তবে সৃজিল ব্রহ্মাণ্ড ।
হেমময় আমার বিহার ক্রৌড়াভাণ্ড ॥
জলের উপরে ভাসে ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল ।
আপনে রহিলু আমি তাহার ভিতর ॥
পদ্ম জনমিল নাভি-বিবরে আমার ।
তাথে জনমিল ব্রহ্মা আদি অবতার ॥
রজোগুণে জনমিঞা ব্রহ্মা সুরেশ্বর ।
দিব্য তপ কৈল দিব্য শ.৩৭ বৎসর ॥
অজগ্রহ আমার লভিয়া সেই কালে ।
সৃষ্টি করে প্রজাপতি বিবিধ প্রকারে ॥
চৌদ্ধ ভুবন ব্রহ্মা ত্রৈলোক্যে গরে ।
সৃজিল সকল দেব দিব্য ত্রৈলোক্যে ॥
বলৌক সৃজিলা ব্রহ্মা দেবের বসতি ।
ভূলৌক সৃজিলা তাথে মর্ত্য লোক স্থিতি ॥
ভুবলৌক সৃজে বাতে ভূত-প্রেতগতি ।
তাহার উপরে সৃষ্টি করে প্রজাপতি ॥

সিদ্ধগণ যোগিগণ বাহাতে সঞ্চারে,
সৃষ্টি করে ব্রহ্মা তিন লোকের উপরে ।
পৃথিবীর তলে ব্রহ্মা সৃজিল পাতাল ।
অম্বর পন্নগ নাগ তাহাতে সঞ্চার ।
এই তিন লোক মাঝে ভ্রমে কশ্মিগণ ।
যোগী সন্ন্যাসী হয় উপরে গমন ।
মহলৌক জন তপ সত্যলোকে স্থিতি ।
তত্ত্বিযোগে আহার বৈকুণ্ঠলোকে গতি ।
ব্রহ্মাক্রপে সৃজি আমি এ লোক আধার ।
কালক্রপে করি আমি জগতসংহার ।
অনিত্য সংসার গুণযুত কর্মময় ।
ইহাতে মজিয়া দুঃখ ভুঞ্জে অভিশয় ।
স্থূল সূক্ষ্ম তূণ বেণু স্থাবর জন্ম ।
মায়ী-বিনির্মিত সব এ চৌদ্দ ভুবন ।
সভাতে দৈবের বৈসে সর্বত্র সমান ।
অনিত্য সংসার মাত্র সত্য ভগবান ।
ব্যবহার-হেতু মাত্র যতেক বিকার ।
আদি অন্ত মধ্য সত্য এই মাত্র সার ।
প্রকৃতি জনমভূমি পুরুষ আধার ।
বিষ-প্রকাশের হেতু নিরাশ্রয় কাল ।

এইক্রপে সৃষ্টি হয় ব্রহ্মাণ্ড ঘটন ।
যাবত কটাক্ষে আমি করি নিরীক্ষণ ।
ভুরুক্ষেপে আমি যদি করি অভিলাষ ।
তিলেকে ব্রহ্মাণ্ড ঘটি সব যায় নাশ ।
যাহা হৈতে যার যার উতপত্তি হয় ।
তার তার হয় গিয়া তাহাতে প্রলয় ।
সকল প্রবেশ করে প্রকৃতি ভিতরে ।
কালক্রপে দেবমায়ী প্রকৃতি সঞ্চারে ।
কালের প্রলয় হয় জীব মহেশ্বরে ।
আমাতে প্রবেশে জীব নিশ্চয় কেবলে ।
তবে আমি কেবল আপনে মাত্র থাকি ।
আমি বিনে আর কিছু বিচারে না লখি ।
আপনার আপনে আশ্রয় নিরাধার ।
আমি বিনে অবশেষে কিছু নাহি আর ।
এই সাংখ্য যোগ বৎস সংশয়-ভেদন ।
চিন্তাগত ভ্রমহর্য কেবল্য কারণ ।
নিরন্তর এহি যদি করি এ সন্ধান ।
অজ্ঞান বিৎসেদ হয় ক্ষুরে দিব্যজ্ঞান ।
দীর্ঘশিরোমণি শ্রীগদাধর ভান ।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুর গান ।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে

চতুর্বিংশোধ্যায়ঃ । ২৪ ।

পঞ্চাবংশ অধ্যায় ।

বরাড়ী রাগ ।

প্রভু বলে শুন বৎস ভকত উত্তম ।
সব রজ তমোগুণ কহিব লক্ষণ ।
শম দম তপ ত্যাগ সত্য দয়া স্তুতি ।
ভুষ্টি দয়া শ্রদ্ধা লজ্জা ধৃতি শুদ্ধমতি ।
সত্ত্বগুণ অমুমানি এ সব লক্ষণে ।
রজোগুণের লক্ষণ কহিব এখনে ।
কাম চেষ্টা তৃষ্ণা মদ গর্ক অভিলাষ ।
ভেদমতি মুখবাক্য বশ পরকাশ ।
হাস্ত বীৰ্য্য বল পরাক্রম অহঙ্কার ।
এ সব জানিব রজোগুণের বিকার ।
ক্রোধ লোভ হিংসা দম্ব অসত্য ভাবণ ।
বিবাদ কন্দল শোক আলস্য শয়ন ।

এ সব লক্ষণ তমোগুণে অমুমানি ।
তবে শুন উদ্ধব আমার হিতবাণী ।
দর্শ্য অর্ধ কামে যার গৃহে দূচ চিত্ত ।
সে জনে জানিব বৎস ত্রিগুণে জড়িত ।
শম দম শাস্তি দয়া দেখিব যে জনে ।
সত্ত্ববৃত্ত সে জনে বুঝিব অমুমানি ।
দম্ব মাৎসর্য্য ক্রোধ দোষএ বাহার ।
সে জনে জানিব তমোময় দুরাচার ।
সে জন আমাকে ভজি শ্রদ্ধা ভক্তি ধরি ।
সব ঠাঞি নিরপেক্ষ সর্ব পরিহারি ।
সে জনে সাত্বিক মহাপুরুষ জানিব ।
রজোগুণ তমোগুণ বিচারে বুঝিব ।

রজোগুণ তমোগুণ জিনিব সত্ত্বগুণে ।
 সত্ত্বগুণ হৈলে সৰ্বসিদ্ধি উপাদানে ॥
 সত্ত্বগুণে বাস হয় সত্যের উপরে ।
 তমোগুণে অধোগতি নরক সঙ্করে ॥
 রজোগুণে এ'হ লোক করে গতাগত ।
 সুখভোগ দুঃখভোগ সম্পদ আপদ ॥
 সত্ত্বগুণে মরণে উত্তম গতি হয় ।
 নরলোকে লমে রজোগুণে পরলয় ॥
 তমোগুণে মরণে নরক ভোগ করে ।
 নিগুণ পুরুষ আসি আমাতে সঙ্করে ॥
 আমাতে অর্পিত কিবা ফল-বিবজ্জিত ।
 এ সব সাত্বিক কর্ম ভগতে বিদিত ॥
 সঙ্কলিত যত কর্ম রাজস লক্ষণ ।
 দত্ত মাংসময় হিংস। তামস সাধন ॥
 সজ্জিত লক্ষণ (২) জ্ঞানে সত্ত্বগুণে জানি ।
 বিকল্প কল্পিত রজোগুণে অমুখানি ॥
 প্রাকৃত তামস জ্ঞান সংসার কারণ ।
 আমাতে অর্পিত জ্ঞান নিগুণ লক্ষণ ॥
 বনে বাস জানিব সাত্বিক মহাফল ।
 গ্রামে বাস জানিব রাজস ধর্মপর ॥
 দ্যুতকেলি পণ-পাশ তামসিক স্থান ।
 আমার মন্দির পুর নিগুণ সাধন ॥
 সাত্বিক কঠোর কর্মফল পরিত্যাগি ।
 রাজসিক জন কাম ভোগ অমুরাগী ॥
 অচেতন মুঢ় জন তমোগুণ ধরে ।
 আমার আশ্রিত জন নিগুণ সংসারে ॥

(১) পাঠান্তর,—“সমস্ত-লক্ষণ ।”

জানিব সাত্বিক শ্রদ্ধা তত্ত্বজ্ঞান রসে ।
 যদি কর্মফলে শ্রদ্ধা রজোগুণে বৈসে ,
 অধ্যর্ষে তামসী শ্রদ্ধা বাটে নিরন্তর ।
 আমার সেবায় শ্রদ্ধা নিগুণ কেবল ॥
 সাত্বিক আহার পথ পবিত্র ভোজন ।
 ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হেতু রাজস লক্ষণ ॥
 দুঃখময় আহার সকল গুণহীন ।
 আশ্রিত অন্তি সেই তামসের চিন ॥
 দ্রব্য দেশ কাল কর্ম জ্ঞান অধিকারী ।
 সকল ত্রিগুণময় বুঝিব বিচারি ॥
 দেখি শুনি যত কিছু ত্রিগুণ-জনিত ।
 প্রকৃতি পুরুষ যোগে সকল নির্মিত ॥
 তিন গুণ জিনিব যে জন মহামতি ।
 সে যদি কেবল সাধে আমাতে ভক্তি ॥
 আমার আশ্রণ ধরি ভক্ত্যযোগ সাধে ।
 সেই সে আমারে পায় সংসার না বাধে
 এ বোল বুঝিয়া জীব নরদেহ ধরি ।
 ভজুক আমাকে মাত্র সব পরিহারি ॥
 সর্বকাম তেজিয়া ভজুক মতিমান ।
 সর্বঠাঞি নিরপেক্ষ হুয়া সাবধান ॥
 তবে সে জিনিব তিন গুণ দেহকর্ম ।
 জীবগতি জিনিব (১) সকল গুণ-কর্ম ॥
 আমাকে লভিয়া পূর্ণ হয় ভক্তিরসে ।
 ভবভয় নাহি তার যথাতথা বৈসে ॥
 ভাগবত আচাৰ্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী ।
 শুনিলে দুর্গতি হয়ে হরিগুণ বাণী ॥

(১) পাঠান্তর,—“বহিল ।”

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে
 পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

ষড়্বিংশ অধ্যায় ।

মালব গোড় রাগ । (*)

তবে আর কথা কহে ত্রিভুবন রায় ।
 নানা উপদেশ দিয়া উদ্ধবে ব্রহ্মায় ॥
 নরকলেবর ধরি যে হয় পণ্ডিত ।
 আমার পদারবিন্দে নিম্নোজয়ে চিত ॥

লভিয়া পরমানন্দ রস সুখময় ।
 কেবল আমাকে পাইয়া পূর্ণ হুয়া রয় ॥
 গুণময় কলেবর নহে তার সজ ।
 অবিভা জনিত দোষে নহে স্থতিভজ ॥

(*) অস্ত পুঁথিতে—“সই রাগ ।”

অশান্ত ছরস্তু শিশ্রোদরপরায়ণ ।
 তার সঙ্গে সজ্ঞ জানি স্নেহ-সুখ-সুখ ।
 পুরুষের স্নেহে আছিল সুখীর ।
 উর্কশী-বিচ্ছেদে তেঁহো তেজিল শরীর ।
 লাজট উন্মত্ত হয়্যা অমিলা সংসার ।
 উর্কশী না পার্যা বীর কান্দিল অপার ।
 দেখ দেখ এতকাল উর্কশীর সঙ্গে ।
 কত রাত্তি দিন গেল না জানিলু রঙ্গে ।
 দেখ এত বড় মুক্তি কামে বিমোহিত ।
 ব্যর্থ পরমায়ু গেল ভেগেল বঞ্চিত ।
 দিন রাত্তি না জানি উদ্ভিত দিনকর ।
 স্ত্রী-সঙ্গে গেল যোর জনম বিফল ।
 চক্রবর্তী রাজ্য আমি বুপ শিরোমাণ ।
 স্ত্রীজিত হইলু মুক্তি আপনা বিকলি ।
 কৃপবত কৈলু মুক্তি হেন কলেবর ।
 উর্কশী-বিচ্ছেদে মুক্তি তেজিলু সকল ।
 কোথাতে রহিল যোর এ ধন সম্পদ ।
 একেধারে স্রমি মুক্তি হয়্যা উনমত ।
 উনমতবত মুক্তি চলি বাও পাছে ।
 লাজট হইয়া কান্দো এলাইয়া কচে (১) ।
 অবত উর্কশী যোরে কিরিয়া না চায় ।
 চিন্ত নিবারিতে নারে কি হবে উপায় ।
 খরবত করে যোরে চরণ তাড়না ।
 হেম সে নিলক্ষ তাহে না করো গণনা ।
 কি বিভা কি ভগ তার ত্যাগ বেদপাঠে ।
 স্ত্রীসঙ্গেতে যন বার হরিল কৃপণে ।
 বিকৃষ্ণ রহ যোর জনম বিফল ।
 নারীসজ হয়্যা যোর মজিল সকল (২) ।
 উর্কশীর সঙ্গে যোর গেল চিরকাল ।
 ভুলু না টুটিল যোর কান ছুরাচার ।
 বেঙ্গানারী সঙ্গে চিন্ত হরিল বাহার ।
 বিনে কৃষ্ণ উচ্চারিতে কে পারিব আর ।
 আত্মারামনিকর কৈবর্ত ভগবান ।
 হরি বিনে কে আর করিব পরিত্রাণ ।
 রক্ত মাংস বিটামুখে পুরিত অন্তর ।
 অহি চৰ্ম বিনির্মিত নর-কলেবর ।
 অমেধ্য বন্যম নরকলেবর ধরি ।
 ইহাতে রময়ে যন নিত্যবুদ্ধি করি ।

কৃষ্ণ কীট সহে তার কি হয় অন্তর ।
 যদি সত্য হেন যানে নব কলেবর ।
 এ বোল বুঝিয়া তেজি স্ত্রীসঙ্গীর সজ ।
 বুধজনে কভু না করিব মতিভঙ্গ ।
 বিষয় ইন্দ্রিয় দুই একত্র মিলনে ।
 মনের বিক্ষেপ বাড়ে সদত ধোয়ানে ।
 না দেখি না শুনি যাবি না উঠে তরঙ্গ ।
 এ বোল বুঝিয়া না করিব স্ত্রীসঙ্গ ।
 পণ্ডিতজনের সঙ্গদোষে মন হয়ে ।
 এ বোল বুঝিয়া জানি কেহ সজ করে ।
 এতেক বচন বলি মুগ্ধিত প্রধান ।
 তেজিয়া উর্কশী নারী দিল সমাধান ।
 হৃদয় কমলে ধরি আমার চরণ ।
 ভক্তিবোধে নিরবধি কেণ আরাধন ।
 চিন্তগত মোহজাল সব-গেল দূর ।
 আমার মুরতি ধরি গেল বিষ্ণুপুর ।
 এ বোল বুঝিয়া বীর কুসঙ্গ তেজিব ।
 সাধুসঙ্গে নিরবধি আনন্দে রহিব ।
 শাস্ত্রজনে ভিঙে সব মনের বাসনা ।
 মধুর ভাষণে করে কুমতি খণ্ডনা ।
 শাস্ত্রজন নিরপেক্ষ সমদরশন ।
 আরাতে অর্পিত চিন্ত শাস্ত্রপরাণ ।
 নিষ্কাম নিষ্কারিগ্রহ নির্ময় নির্বন্দ ।
 এই সব শাস্ত্রজন সহে কর সজ ।
 শাস্ত্র সঙ্গে আমার অমৃত-কথা শুনে ।
 অশেষ ছরিত হৃৎকথ হরে সেইক্ষেণে ।
 শাস্ত্র জন সত্য না হয় আন কথা (১) ।
 অস্তোস্তে আমার যাত্র কহে গুণ-গাথা ।
 শুনে বা শুনায় করে আদর মোদন ।
 অশেষ ছরিত হৃৎকথ হরে সেইক্ষেণে ।
 প্রছাবুত আমাতে অর্পিত চিন্ত বার ।
 আমার চরণে ভক্তিবোধ হয় তার ।
 ভক্তি লভিল যদি আমার চরণে ।
 কিবা অবশেষ আর আছে ত্রিভুবনে ।
 আমি ব্রহ্ম অমৃত-আনন্দস্বরূপ ।
 নির্ভণ অনন্তগুণ নিরূপমরূপ ।
 আমাতে ভক্তি বার হৈল অকিঞ্চন ।
 তবে কি তাহার রহে সংসার-বাসনা ।

(১) পাঠান্তর.—“আউনক কোর্স” ।

(২) “স্ত্রীসঙ্গ হইল মুক্তি তেজিল সকল”

(১) পাঠান্তর.—

“শাস্ত্রজন যতাব না কহে অস্ত কথা” ।

অগ্নির আশ্রয়ে যেন দূর হয় জাড় ।
সেইরূপে সাধুসেবা খণ্ডয়ে সংসার ॥
বহাধোর ভয়ঙ্কর এ ভব-সাগর ।
মজিয়া মজিয়া জীব উঠে নিরন্তর ॥
শান্তজন সন্তে যাত্র পরম আশ্রয় ।
নৌকা বিনে (১) জলে যেন পরিভ্রাণ নয় ।
অন্ন যাত্র প্রাণ যেন জীবের জীবন ।
আন্তর্য্যামর অ'মি বেবল শরণ ।

(2) 'अष्टाशुत - 'अन्य भाग' ।'

ধর্মমাত্র ধন বেন ধর্মমীলগণে ।
 শান্তিঅনন্য - অবতীতজনে ॥
 শান্তিঅন বিনে কেবা উদ্ধারতে পারে ॥
 জ্ঞান-আধি দিয়া হৃদিগত ভয় হরে ॥
 সূর্য অন্ধকার হরে কেবল বাহিমে ।
 নির্মল করিতে নায়ে অন্ধর শরীরে ॥
 এ বোল বুঝি। সর্বগণ পরিহরি ।
 সাধুসেবা করি লোক যায় গুণ তরি ॥
 ভাগবত আচার্যের স্মরণ-গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশ স্কন্ধে

ବଡ଼ ବିଂଶୋତ୍ଥାନ: ॥ ୧୭ ॥

ਸਤਵਿੰਸ਼ ਅਧਿਆਯ ।

দেশাগ ব্রাগ ।

উদ্ধব পুড়িল তবে প্রভুর চরণে ।
 কৰ্ম্মযোগে কহ নাথ ভকতি বিধানে ॥
 তকতে যেরূপে পুজি তোমার চরণে ।
 সেই সে পরম ধৰ্ম্ম বলে মুনিগণ ॥
 বেদব্যাগ নারদ অগ্নিরা আদি করি ।
 কৰ্ম্মযোগে তারা সব কহে অবধারি ॥
 তোমার বদন-সরোরুহ-বিগলিত ।
 কৰ্ম্মযোগে বিনে কতু স্থির নহে চিত ॥
 আপনে কহিলে তুমি মুনিগণ স্থানে ।
 কহিল শঙ্কর দেব দেবী-বিভ্রমানে ।
 কৰ্ম্মযোগে সৰ্ব্ববর্ণে ধরে অধিকার ।
 শ্রী শূদ্র আদি যত জীবের উদ্ধার ॥
 অমল কমল পএ বিশাল লোচন ।
 কৰ্ম্মযোগে কহ মোরে বন্ধ বিমোচন ॥
 উদ্ধবের বচন শুনিঞা ভগবান ।
 কৰ্ম্মযোগে কহে প্রভু ৩৩-বিভ্রমণ ।
 অনন্ত কৰ্ম্মের গতি কেবা অন্ত পায় ।
 কতরূপে কত কৰ্ম্ম গণনা না যায় ॥
 সংক্ষেপে কহিব কিছু কৰ্ম্মের বিধান ।
 যাহা হৈতে সৰ্ব্বজীব পায় পরিত্রাণ ॥
 বেদ আগম শাস্ত্র পুরাণে দ্ব্যায় ।
 ত্রিবিধ আহার যজ্ঞ পুজিতে উপায় ॥

যার যেন ইৎসা তেনরূপে আমা পূজে ।
কর্মযজ্ঞ করিয়া কেবল আমা তজে ॥
দ্বিজকুলে জনমিচ্ছা যজ্ঞস্থত ধরি ।
গায়ত্রী পঢ়িব গুরু উপাসনা করি ॥
ব্রহ্মভক্তি করি তবে পুজিব আমারে ।
পূজাবিধি কহি বৎস তোমার গোচরে ॥
ঐতিমাতে পুজি কিবা স্থণ্ডিলে আনলে ।
স্থধ্য জলে পুজি কিবা হৃদয়কমলে ॥
ভক্তি যুক্ত হয়্যা দ্রব্য করিব সঞ্চর ।
আমাকে পুজিব নিজ গুরু-অতিশয় ॥
দন্ত মুখ পাখালিয়া শুধিব শরীরে ।
প্রভাতে করিব স্নান পুষ্যক্ষেত্র-নীরে ॥ (১)
বেদ আগম-মধ্যে করি পুন স্নান ।
সঙ্ক্যা আদি নিত্যকর্ম করি সমাধান ॥
পুজিব আমাকে নিত্য কর্ম না তেজিব ।
কেবল ঐশ্বর মাত্র সঙ্কল্পে ভাবিব ॥
শিলা-দারুময়ী হেমময়ী বিলোপিতা ।
চিত্রে লেখিত মূর্তি সিকতানির্মিতা ॥

(১) পাঠান্তর—“পূণ্য ভীষ-নীরে ।”
অন্যত্র,—“পূণ্যনদী-নীরে ।”

মনোময়ী মণিময়ী প্ৰতিমা-বিধান ।
 অষ্ট পদ্বাৰে কৰি প্ৰতিমা নিৰ্মাণ ॥
 চলাচল হুই মূৰ্ত্তি প্ৰভুৰ মন্দিৰ ।
 মূৰ্ত্তি নিৰ্মিঞা কৃষ্ণ পুৰি ব সুধৌৰ ॥
 অচেনে না কৰি আবাহন বিসৰ্জন ।
 চলক্ৰমে বিকল্প কৰে বৃথজন ॥
 চিত্ৰ-নিৰ্মিতক্ৰমে না কৰাই জ্ঞান ।
 অঙ্গ-মায়জন কিবা দৰ্পণ বিধান ॥
 প্ৰসিদ্ধ উত্তম দ্ৰব্য আনব যতনে ।
 মান্য পৰিহাৰ পূজা কৰিব বিধান ॥
 তকতে যে কিছু লভে সেই (১) দিয়া পূজে ।
 হৃদয়ে ধৰিয়া ভক্তি সৰ্ব্বভাবে ভজে ॥
 প্ৰতিমাতে পূজি যদি দিব্য উপহাৰে ।
 মনোহৰ অন্নপান বস্ত্ৰ অলঙ্কাৰে ॥
 স্থণ্ডিলে পূজিব যদি তত্ত্বজ্ঞান ধৰি ।
 আশ্ৰমে পূজিয়ে যদি ঘৃতে হোম কৰি ॥
 সূৰ্য্যোত্তে পুৰি-ব অৰ্ঘ্য কল্পিত উদ্দেশে ।
 জলময় দ্ৰব্যে জলে পূজিব বিশেষে ॥
 তকতে যে কিছু যোৱে কৰে সমৰ্পণ ।
 জলমাত্ৰ দেই কিবা পত্ৰ আৰোপণ ॥
 তাহাতে পীৰিত যত কহিতে না পাৰি ।
 তকতে অলপ দিলে মানি বহু কৰি ॥
 মেক তুল্য হেম দেই অতকত জনে ।
 অশ্ৰদ্ধা কৰে নানা দ্ৰব্য সমৰ্পণে ॥
 গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নানা উপহাৰ ।
 তাহাতে নাহিক কিছু পীৰিত আয়াৰ ॥
 তবে শুন উদ্ধব কহিব পূজাবিধি ।
 যেক্ৰমে পূজিল জীব লভে সৰ্ব্বসিদ্ধি ॥
 জ্ঞান আচমন কৰি হুই শুদ্ধবেশ ।
 পূজা দ্ৰব্য লয়্যা ঘৰে কৰিব প্ৰবেশ ॥
 সৰ্ব্বপ্ৰাণ কৰি কুশে কল্পিব আসন । (২)
 পূৰ্ব্বমুখ হৈয়া তাথে বসিব ব্ৰাহ্মণ ॥
 অঙ্গজ্ঞান কৰি অঙ্গ কৰিব শোধন ।
 আমাৰ মূৰ্ত্তি কৰি কৰিব মাৰ্জ্জন ॥
 পূজাদ্ৰব্য পূজাভূমি নিজ কলেবৰ ।
 প্ৰোক্ষণ কৰিয়া শোধি দিয়া দিব্য জল ॥
 তিন পাত্ৰ সমুখে স্থাপিব শুদ্ধ কৰি ।
 পাণ্ড অৰ্ঘ্য আচমন হেতু দ্ৰব্য ভৰি ॥

নমোমন্ত্ৰে পাণ্ডপাত্ৰ কৰিব শোধন ।
 বাহ্যমন্ত্ৰে অৰ্ঘ্য পাণ্ড কৰিব প্ৰোক্ষণ ॥
 শিখামন্ত্ৰে আচমন পাণ্ড শুদ্ধি কৰি ।
 সৰ্ব্ব দ্ৰব্য শোধিব গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ পঢ়ি ॥
 হৃদয়-কমলে তবে কৰিব ধ্যান ।
 দিব্য মূৰ্ত্তি আমাৰ চিত্তিব মতিমান ॥
 মূৰ্ত্তিমন্ত্ৰ হৈঞা পাছে পূজিব মণ্ডলে ।
 আবাহন কৰি স্থাপি মূৰ্ত্তি কলেবৰে ॥
 ত্ৰাসমন্ত্ৰ পঢ়ি তবে কৰি মূৰ্ত্তিজ্ঞান ।
 দিব্য উপহাৰে পূজা কৰিব প্ৰকাশ ॥
 পাণ্ড অৰ্ঘ্য দিব দিব্য জলে আচমন ।
 তবে নানা উপহাৰ কৰি নিবেদন ॥
 ধৰ্ম্ম আদি অষ্টমূৰ্ত্তি কল্পিব আসনে ।
 নবমূৰ্ত্তি স্থাপি তবে যথাযোগ্য স্থানে ॥
 অষ্টদল পদ্ম তাথে ৰচিব উজ্জল ।
 কৰ্ণিকা কেশরযুত ৰচি মনোহৰ ॥
 দেবমন্ত্ৰে তত্ত্বমন্ত্ৰে পূজিব বিধান ॥
 শব্দ চক্ৰ গদ্যপদ্য পূজি শৱাসনে ॥
 লাজল মূল্য অস্ত্ৰ পূজা নিজ কৰে ।
 ত্ৰিবংস কৌন্তভ বনমালা বক্ষঃস্থলে ॥
 গৰুড় পূজিয়া পূজি নন্দ সুনন্দ ।
 বল মহাবল পূজি চণ্ড প্ৰচণ্ড ॥
 কুমুদ কুমুদেক্ষণে গণেশ পাৰ্ব্বতী ॥
 ব্যাস বিষ্ণুক্ৰমে পূজি গুৰু সুরপতি ॥
 সব পাৰিষদ পূজি নিজ নিজ স্থানে ।
 গন্ধ চন্দনে পূজা কৰিব বিধান ॥
 স্নগন্ধি শীতল জলে কৰাই মজ্জন ।
 দিব্য উপহাৰে নিত্য কৰিব অৰ্চন ॥
 বেদমন্ত্ৰে পূজি কিবা পুৰাণ বচনে ।
 বস্ত্ৰ আভৰণ মালা স্নগন্ধি চন্দনে ॥
 পাণ্ড অৰ্ঘ্য আচমন স্নগন্ধি কুম্ভৰে ।
 ধূপ দীপ উপহাৰ দিব মনোৱমে ॥
 পিষ্টক মোদক ঘৃতপক গুৰুপাক ।
 বিবিধ ব্যঞ্জন বহুবিধ স্থপ শাক ॥
 দধি দুগ্ধ আদি ঘৃত বিবিধ সস্তাৱ ।
 ধৰিব প্ৰভুৰ আগে বিতৰ বিস্তাৱ ॥ (১)
 প্ৰেম অল্পবন্ধ কৰি সব নিবেদিব ।
 চিত্ৰে বিচিত্ৰ কৰি অঙ্গ নিৰ্মিষ ॥

(১) "ভকত যে ইংস কৰে তাই" ।

(২) পৰিবৰ্ণ কৰ্কট প্ৰকাশিত পুস্তকৰ পাঠ,
 "পূৰ্ব্বভাগ কৰি কৰ্কট কল্পিব আসন ।"

(১) পাঠান্তৰ,—

"দধি হুই ঘটিত বিবিধ সস্তাৱ ।
 ধৰিব প্ৰভুৰ আগে বিবিধ বিস্তাৱ ॥

প্রথমে মন্ডন মহা অভিব্যক্তি করি ।
 বিধি অনুসারে তবে মহাপূজা করি ॥
 ভক্ষ্য ভোজ্য নৃত্য গীত বাজ্য স্তবজলে ।
 প্রতিদিন পূজিব বৈভব-অনুকূলে ॥
 তবে হোমকর্ম করি কুণ্ড নিরমাণ । (১)
 কুণ্ডগত বহিমুখে করি ঘৃত দান ॥
 চিহ্নিব আমার রূপ আশুনি ভিতরে ।
 তপত কাঞ্চন তুল্য অঙ্গ মনোহরে ॥
 শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে চারিভূজে ।
 কমল-কেশর তুল্য পীতবাস সাঙ্গে ॥
 মুকুট কুণ্ডল কটিশূত্র বিরাজিত ।
 কঙ্কণ কেশর করে শ্রীবৎস লাক্ষিত ॥
 বনমালা বিভূষিত কোমল ভূষণ ।
 বহিমুখে দিব্যরূপ করিব চিস্তন ॥
 মূলমন্ত্রে বহিমুখে করি ঘৃতদান ।
 এইরূপে হোমকর্ম করি সমাধান ॥
 পারিষদ-হোম করি নিজ নিজ নামে ।
 অর্চন বন্দন করি চরণ প্রণামে ॥
 পারিষদগণে করি বলি সমর্পণ ।
 মূলমন্ত্র জপি ব্রহ্মে করিয়া স্মরণ ॥
 নুবিয়া ভোজনশেষ দিব আচমন ।
 বিষকুসেনে করি নৈবেদ্য সমর্পণ ॥
 মুখবাস দিব তবে সুগন্ধি তাষল ।
 অঞ্জলি ভরিয়া দিব কুশুম প্রচুর ॥
 আমার পবিত্রে যশ-গুণ-নাম গান ।
 উচ্চস্বরে গায় নাচে মহিমা বাখান ॥
 শুনিব আমার কথা শুনাইব জনে ।
 কৃষ্ণ পূজা করিব সঘরিয়া মনে ॥
 স্তুতি পাঠ পড়িয়া করিয়া পরসন্ন ।
 বিবিধ স্তবন করি পুরাণ পঠন ॥
 প্রসাদ কমলাকান্ত কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 প্রদক্ষিণ করি করে দণ্ড পরণাম ॥
 জোহি জোহি কর প্রভু ভবসিন্ধু পার ।
 তোমার পদারবিন্দ আশ্রয়ের সার ॥
 এইরূপে করে পুনঃপুন পরণাম ।

(১) পাঠান্তর—“তবে হোম নিমিত্তক কুণ্ডনিরমাণে ।”

শেষ শিরে ধরি করে পূজা সমাধান ॥
 বিসর্জন করিব পূজিয়া মতিমান ।
 জানিব সাক্ষাতে মূর্ত্তিময় ভগবান্ ॥
 মূর্ত্তি প্রকাশিব ধীর বাহাতে পীরিত ।
 সেই মূর্ত্তি স্থাপিয়া পূজিব নীতি নীতি ॥
 এইরূপে যে আচারে পূজে নিরন্তর ।
 সর্বসিদ্ধি হয় তার সর্বত্র মঙ্গল ॥
 আমার মধুর মূর্ত্তি করিয়া প্রকাশ ।
 বিচিত্র মন্দির পুর নিশ্চয় আবাস ॥
 গুপ্তবন ক্রৌড়বন করিব নির্মাণ ।
 যাত্রাকালে বহুবিধ উৎসব-বিধান ॥
 পর্বে পর্বে মহাযাত্রা করি অনুবন্ধ ।
 বহুবিধ বলি পূজা উৎসব আনন্দ ॥
 কৃষিকর্ম করিব বাণিজ্য ব্যবহার ।
 পুরগ্রাম সমর্পিবে চরণে আমার ॥
 মো-সম ঐশ্বর্য্য তার বৈকুণ্ঠ গমন ।
 কহিল আমার পূজা বিধান লক্ষণ ॥
 ত্রিভুবনে এক পতি হয় গৃহ-দানে ।
 সাক্ষ্যভৌম-পদ লভে প্রতিষ্ঠা বিধানে ॥
 ব্রহ্মলোক পায় নর পূজিয়া আমারে ।
 সাক্ষ্য মুকুতি হয় এ তিন প্রকারে ॥
 নিরপেক্ষ তত্ত্বযোগে যে কেবল ভাজ ।
 আমার কারণে সর্ব লোকধর্ম্ম তেজে ॥
 সে কেবল আমাকে লভিয়া পূর্ণ হয় ।
 বিবিধ সন্তাপ দুঃখ কভু তার নয় ॥
 এইরূপে যে আচারে পূজে নিরবধি ।
 তত্ত্বযোগ হয় তার লভে সর্বসিদ্ধি ॥
 বদন্ত বা পরদন্ত হৈয়া অচেতন ।
 দেব ব্রাহ্মণের বৃত্তি যে করে হরণ ॥
 বিষ্টাকৃমি হৈয়া সে যে পচে নিরন্তর ।
 বিষ্টাভোজী হয় দশঅযুত বৎসর ॥
 কৃষ্ণসেবা করে যেবা যে হয় সহায় ।
 হেতু হৈয়া কৃষ্ণসেবা যে জন করায় ॥
 দেখিয়া যে জন হয় মুদিতবদন ।
 সমভাগী সমকল হয় চারিজন ॥
 ভাগবত আচার্য্যের মধুরস ভাষা ।
 কৃষ্ণপদ ভজ তাই কৃষ্ণে ধর আশা ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশ

স্কন্ধে সপ্তবিংশ অধ্যায় ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশ অধ্যায় ।

কেদার রাগ ।

কহিতে লাগিল তবে প্রভু ভগবান ।
 তনু হে উদ্ধব কহি কর অবধান ।
 সৰ্বলোক কর্ষ করে স্বভাব-বিহিত ।
 না নিন্দে না প্রশংশে যে সেই সে পণ্ডিত ॥
 জগত দেখিব এক নাচি নিজ পর ।
 প্রকৃতি-পুরুষ যোগে নিখিত সকল ॥
 দেখিয়া পরের কর্ষ স্বভাব আচার ।
 যদি নিন্দা করে কিবা প্রশংসা তাহার ॥
 জ্ঞান ব্রহ্ম (১) হয় তার অসত্য ধ্যানে ।
 নিদ্রাগত জীব যেন হয় অচেতনে ॥
 দেখি শুনি যত কিছু সব নহে তত্ত্ব ।
 ভাল মন্দ বলি তবে যদি হই সত্য ॥
 বচনে যে বলি কিছু দেখিএ নয়নে ।
 মনে ধ্যান করি যত করি অমুখানে ॥
 এ সব জানিবে তুনি অসত্য কেবল ।
 ব্যবহার হেতু মায়া রচিত সকল ॥
 অসত্য ধ্যানে যাত্রা জন্ম মৃত্যু লভে ।
 এ বোল বুঝিয়া ভ্রম ছাড় সৰ্বভাবে ॥
 যদি বল সব সত্য কহে ঋতিগণে ।
 আত্মা বিনে সত্য করি কিছুই না মানে ।
 আত্মা কর্ত্তা আত্মা চরিত্রাতা মহেশ্বর ।
 অহি বৃজে অহি পাশে সংহরে সকল ॥
 আত্মা বিনে কিছু সত্য নহে চরাচর ।
 ত্রিবিধ বিধান ময় নির্মাণ কেবল ॥ (২)
 ত্রিগুণ-জনিত সব মায়া বিলসিত ।
 বুঝিয়া ছাড়িব ভ্রম যে হয় পণ্ডিত ॥
 জ্ঞতি নিন্দা না করিব কভু নিজপর ।
 লোক মধ্যে বৈসে যেন দেখি দিনকর ॥
 সাক্ষাতে দেখিএ আর করি অমুখানে ।
 আগমে বুঝায় আর আপন গল্পানে ॥
 আদি অন্ত অসত্য জানিব ত্রিভুবন ।
 বুঝিয়া কুসঙ্গ ছাড়ি রহে বৃথজন ॥

উদ্ধব জিজ্ঞাসে তবে ভাবিয়া বিষয় ।
 অসত্য সংসার যদি জানিব নিশ্চয় ॥
 জীবের সংসার নাহি নিশ্চয়-বিকার ।
 পঞ্চভূত বিরচিত শরীর অসার ॥
 জনম মরণ কার কে হয়ে সংসারী ।
 কহ নাথ কৃপা কর ভ্রম দূর কার ॥
 আত্মা নিরঞ্জন গুণহীন ব্রহ্মময় ।
 সৰ্বভূতে বৈসে আত্মা স্মান উদয় ॥
 কাষ্ঠভেদে অগ্নি যেন ছোট বড় দেখি ॥
 এইরূপে পূর্ণব্রহ্ম আত্মা সৰ্বসাক্ষী ॥
 কাহার সংসার নাথ জনম মরণ ।
 আত্মা পরিপূর্ণ ব্রহ্ম দেহ অচেতন ॥
 উদ্ধবের বচন শুনিঞা ভগবান ।
 হাসিয়া উত্তর তবে দিল সমাধান ॥
 যাবৎ ইচ্ছিয় মন দেহ-অহঙ্কার ।
 তাবদ জানিহ তুমি জীবের সংসার ॥
 জীবের সংসার হেতু না দেখি ঘটনে ।
 তথাপি সংসারে জীব ভ্রমে অকারণে ॥
 জাগিতে পুরুষ যেন বিষয় দেখায় ।
 বিবিধ অনর্থ যেন স্বপনে দেখায় ॥
 শরনে স্বপন যেন সত্য কেন জানে ।
 জাগিলে সকল (১) যেন মিথ্যা করি মানে ॥
 কাম ক্রোধ মোহ হর্ষ বিষাদ ।
 অহঙ্কারে হয় যেন বিবন্ধ প্রমাদ ॥
 এইরূপে জ্ঞানযোগ করিয়া বিস্তার ।
 দূর কৈল চিত্তগত যত অহঙ্কার ॥ (২)
 জ্ঞান উপদেশে কৈল অজ্ঞান খণ্ডন ।
 চিত্তগত কৈল সব মোহ নিবারণ ॥
 অজ্ঞান-কল্পিত সব বুঝাঞা সংসার ।
 নানা পরকারে নিবারিল মোহজাল ॥
 উদ্ধবে বুঝাঞা হরি জ্ঞান-উপদেশে ।
 নিজ ভক্তিব্যোগ কিছু বিস্তারিলা শেবে ॥
 ধীর শিরোমার্গ শ্রীগদাধর জ্ঞান ।
 ভাগবত-আচার্যের মধুদস-গান ॥

(১) পাঠান্তর,—“ধ্বংস”; অন্তর,—“ভঙ্গ” ।

(২) পাঠান্তর,—

“ত্রিবিধ কারণ মায়া নিখিত কেবল” ।

(১) পাঠান্তর,—“স্বপন” ।

(২) পাঠান্তর,—“সব অহঙ্কার” ।

উনত্রিংশ অধ্যায় ।

ভাটিয়ালী রাগ ।

উদ্ধব শুনিলো তবে যোগতত্ত্ব গতি ।
মনে তব পাঞা জিজ্ঞাসিল মহামতি ॥
যোগধর্ম তুমি নাথ কহিলে বিস্তারি ।
কাহার শক্তি যোগ সাধিবারে পারি ॥
বহু জন্ম ধরি সাধে মহাযোগগিগণে ।
সমাধি ধারণা ধ্যান চিন্ত সমাধানে ॥
তবু কারো যোগসিদ্ধি হয় বা না হয় ।
হেন যোগ-উপদেশ কহ মহাশয় ॥
হেন উপদেশ কহ জগত-নিবাস ।
শ্রুখে যেন তরে লোক ত্রিণ্ডে ভব-পাশ ॥
অরবিন্দ-লোচন (৮) যদুবর-ধীর ।
তোমার পদারবিন্দ আনন্দ-মান্দীর ॥
আশ্রয় করিয়া নাথ চরণ পঙ্কজে ।
সারাসার বিচারি চতুরগণ ভঞ্জে ॥
শ্রুখে মায়া তরে নাথ ভক্তি সাধিয়া ।
যোগপথে যোগগণ না যায় তরিয়া ॥
এ কোন্ বিচিত্র নাথ বুঝি তোমার ।
কৃপা করি কর নাথ ভক্ত উদ্ধার (১) ॥
তোমা বিনে নাহি আর যাহার শরণ ।
তার বশ হয়্যা তুমি থাক অক্ষণ ॥
এ কোন অভূত নাথ চরিত্র তোমার ।
বনপশু বানরের সঙ্গে অবতার ॥
রঘুবংশ-ভিগ্নক বিধুত রাম-তনু ।
সুরেন্দ্র মুকুট-বিঘটিত-পদরেণু ॥
হেন প্রভু করে পশু বানর সহায় ।
তোমার চরিত্র নাথ বুঝি না যায় ॥
তুমি নাথ প্রাণধন সত্যার জীবন ।
অখিল-ভুবনপতি পরম কারণ ॥
ভৃত্য-কৃত্য বরা তুমি সর্বফল দাতা ।
জগতের গতি পতি সর্বলোক-পিতা ॥
কে হেন বঞ্চিত আছে তোমা পরিহরি ।
যোগপথে যাইব নাথ ভবসিদ্ধি তরি ॥
তোমাকে তেজিয়া নাথ অন্তরে পূজে ।
তপ জপ সাধে কিবা মোক্ষধর্ম ভঞ্জে ॥

সে কেবল অচেতন নহে কোন সিদ্ধি ।
মায়া-বিমোহিত তার বাম হয় বিধি ॥
যেন-তেন মতে মাত্র ভজুক তোমাতে ।
তার বশ হও তুমি সেই পরকারে (১) ॥
আনন্দ সাগরে ভাগে ব্রহ্মধ্বষিগণ ।
তোমার মহিমাশুণ করিতে অরণ ॥
শ্রুতিতে না পারে ধার ব্রহ্মার ব্রহ্মে ।
কেবল মজিয়া রহে প্রেম-ধারসে ॥
জীব-পরিত্রাণ হেতু তোমার বিহার ।
গুরুরূপ ধরি কর জীবের উদ্ধার ॥
অন্তর্যামিরূপে কর ছরিত ২ গুন ।
কে নাথ বুঝিবে তুমি সত্যার শরণ ॥
উদ্ধবের বচন শুনিলো শ্রীনিবাস ।
কহিতে লাগিলো তবু মন্দ-মধুহাস ॥
কহিব আমার ধর্ম পরম মঙ্গল ।
শুনিলে ছরিত্র মৃত্যু করে ওদয় (২) ॥
করিব সকল কথ্য আমার কারণে ।
বৃদ্ধি মন নিয়োজিব আমার চরণে ।
সাধিব আমার কর্ম করিব পারিতি ।
পুণ্যভূমি পুণ্যদেশে করিব বসতি ॥
ভক্ত আশ্রিত দেশে করিব আশ্রয় ।
সে দেশ জানিব যত্র সর্বতীর্থময় ॥
আমায় ভক্ত জন যে ধর্ম আছে ।
সেই সেই ধর্ম করি পূজিব আমারে (৩) ॥
পর্ক যাত্রা মহোৎসব করিব আনন্দ ।
মৃত্যু গীত কীর্তন মঙ্গল-অম্ববন্ধ ॥
মহারাজ বৈভব কবিব মহোৎসবে ।
সর্বত্যাগ করিয়া তজিব সর্বভাবে ॥
সর্বভূতে বসি আমি দেখিব যেখানে ।
অন্তরে বাহিরে কিছু নাহি আমা বিনে ॥
সর্বভূতে বসি নিরাশ্রয় নিরাধার ।
সর্বত্র আকাশ যেন দেখি নিরাকার ॥

(১) পাঠান্তর—

“তার বশ হৈঞা তুমি কর উপকারে ।”

(২) পাঠান্তর,—

“ভানাল হাবত করে মৃত্যু ভয়কর ।”

(৩) পাঠান্তর,—

“সেই সেই ধর্ম জীব করিব আমারে ।”

(১) পাঠান্তর,—

“এ কোন বিচিত্র নাথ বুঝি না যায় ।

কৃপা করি উদ্ধারহ প্রভু দয়াময় ॥”

সর্বকঠাঞ্ছি বসি আমি করিব ধোয়ানে ।
 সর্বজীবে প্রেম ধরি করিব সম্মানে ॥
 ব্রাহ্মণ পুঙ্গব হীন পতিত পামর ।
 আশুনির কণা কিবা শলী দিনকর ।
 কুর অকুর কিবা দেখিব সমান ।
 সেই সে পণ্ডিত তাথে বলি বুদ্ধিমান ॥
 সর্বজীবে আমাতে চিস্তি নিরন্তর ।
 মদ মান অহঙ্কার ত্রিভুবন কর ॥
 কুতুর চণ্ডাল খর পম্যন্ত দে পা
 দণ্ড পরণাম হব ভূমেতে পড়িয়া ॥
 লজ্জা মান ছাড়িয়া করিব পরণাম ।
 জগ দোষ পরিহরি দেখিব সমান ॥
 যাবত ঈশ্বরভাব সর্বভূতে হয় ।
 ভাবত সাধিব জীব না করিব ভয় ॥
 আমার সম্মত এহি সর্বধর্মসার ।
 এহি সে উত্তম গতি ধর্ম নাহি আর ॥
 সবে অল্পবন্ধ নাহি তিল মাত্র ধ্বংস ।
 এ ধর্ম আশ্রয় করি তরে হীনবংশ ॥
 ফল উপেক্ষিয়া ধর্ম করিব কেবল ।
 এই সে আমার ধর্ম জগত মঙ্গল ॥
 আছুক আমার ধর্ম করিব আচার ।
 ব্যর্থ শ্রম করে যত লোক-ব্যবহার ॥
 সেহ যদি আমাতে অর্পণ করি করে ।
 তথাপি হেলায় লোক ভব সিগু তরে ॥
 এই বুদ্ধিমান জন বুদ্ধির চাতুরী ।
 এই বৃথজন বিচারিব অবধারি ॥
 অসত্য সাধিব সত্য মর্ত্য কলেবরে ।
 কেবল আনন্দ ধাম লভিব আমারে ॥
 কহিল উদ্ধব এহি সর্ববেদসার ।
 সুরমুনিগণ যার নাহি পায় পার ॥
 এহি সে পরম জ্ঞান কহিল তোমায়ে ।
 এ ধর্ম জানিলে মাত্র ভবসিদ্ধি তরে ॥ (১)
 এ ধর্ম জানিব তার আছুক মহিমা ।
 শ্রবণ সন্ধান মাত্র করয়ে যে জনা ॥
 সেহ পরিত্রাণ পায় কি কহিব আর ।
 এ ধর্ম সাধিয়া কেবা নহে ভব পার ॥
 কহিল পরম ধর্ম ব্রহ্ম-নিরূপণ ।
 পরম গোপিত নিত্যশুদ্ধ সনাতন ॥

আছুক জানাতে মাত্র করিব সন্ধান ।
 ব্রহ্মময় হৈয়া তার ব্রহ্মপদে স্থান ॥
 আমার ভকতজনে যে করে প্রদান ।
 উপদেশ দেই ধৃত্ত এ গুণ্য বাহান ॥
 আপনে আপনা আমি দিএ তার তরে ।
 ব্রহ্মপদে অধিকার ব্রহ্মদান করে ॥
 পরম-পবিত্র পাপহর উপাখ্যান ।
 যেহি পদে পদে পদে এ কপটে পাপ ॥
 আমারে ভবন ত্রিভুগুণে কক্ষ পাশ ।
 পরম গোপিত ধর্ম কৈল পরকাশ ॥
 শুনিলে উদ্ধব তুমি কৈলে অবধান ।
 বুঝিলে কি সকল ঋণ্ডিল মদ মান ॥ (১)
 কাম ক্রোধ ছাড়িলে ঋণ্ডিল শোকভয় ।
 দূরে গেল মোহজাল ঋণ্ডিল সংশয় ॥
 দাস্তিক নাস্তিক শঠ প্রজ্ঞাহীন জনে ।
 ভক্তি শূন্য-বিনয়বিহীন যতহীনে ॥
 (নাহি দিব কদাচিত্ পরমাত্ম জ্ঞান ।
 কহিল উদ্ধব এই বেদের বিধান ॥)
 লোকপ্রিয় সাণ বুচি ধৃত্ত সুরচিত ।
 ব্রহ্মণ্য ভকতিবৃত্ত মোষ-বিবর্জিত ॥
 কহিব এ সব জনে এ ধর্ম আচার ।
 ভক্তিপথে স্বী শূদ্রে ধরে অধিকার ॥
 ভক্তিযুক্ত স্বী শূদ্রে দিব উপদেশ ।
 এ ধর্ম জানিলে কিছু-নাহি অবশেষ ॥
 পান কৈলে অমৃত কি আন রসে কর্ম ॥
 এ ধর্ম জানিলে কি জানিব আন ধর্ম ॥
 জ্ঞান কর্ম ভক্তিযোগ কহিল সকল ।
 ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্বিধ ফল ।
 সর্বধর্ম তেজি জীব ভজিব যখনে ।
 সব নিবেদিব জীব আমার চরণে ॥
 তখনে নির্কারণদ জানিব তাহার ।
 আমাকে লভিল সেই ছুটিল সংসার ॥
 এতেক বচন যদি বলিলা শ্রীহরি ।
 শুনিঞা উদ্ধব রহে করযোড় করি ॥
 প্রোমে কর্ত্ত কঙ্কিল না ধরে কলেবর ।
 পূলকে পুরিল অঙ্গ না সরে উত্তর ॥
 ক্ষণে চিত্ত নিবারিয়া কৈল অবধান ।
 করজোড়ে কহে শিরে করিয়া প্রণাম ॥

(১) পাঠান্তর,—

“এ ধর্ম শুনিলে মাত্র ভববন্ধ ছিঁড়ে” ।

অন্তর্য, “এ ধর্ম জানিলে মাত্র ভবভয় তরে ।”

(১) পাঠান্তর,—

“বুঝিলে সকল ঋণ্ডিল মদ মান” ।

অন্তর্য, “বুঝিলে সকল ধণ্ডে ঘটে মদ মান” ।

দূরে গেল সখ মোহময় অন্ধকার ।
 জন্তর পদারবিন্দ নিকটে জোয়ার ।
 নীতভয় রহে কি পল্লিঃ সন্নিধানে ।
 কভু কি অজ্ঞান রহে তোমা বিস্ময়ানে ॥
 ভূত্যা দেখি অল্পগত কৈলে এত বড় ।
 জ্ঞানদীপ প্রকাশিলে পরম উজ্জোর ॥
 তুমি হেন প্রভু নাথ জানিব যে জনে ।
 সে কেন ভজিব অস্ত্র প্রভু তোমা বিনে ॥
 দূরে গেল দূর যোর মায়ায়ময় জাল ।
 নিজ পরিজন গত মোহ-অন্ধকার ॥
 নমো নমো মহাযোগী প্রসন্ন-ভারণ ।
 যোগেন্দ্র-মুনীন্দ্র বন্দ-বন্দিত চরণ ॥
 হেন উপদেশ দিয়া বুঝাইবে যোরে ।
 নিরন্তর মতি যেন রহে পদতলে ॥
 প্রভু বলে উদ্ধব আমার বাণী ধর ।
 বদরিকাপ্রমে তুমি শত্রু করি চল ॥
 তথা গিয়া আমার চরণ-তীর্থ-জগে ॥
 স্নান পান করিয়া শুদ্ধ কলসবরে ॥
 অশেষ কল্মষ-নাশ গন্ধ-দরশনে ।
 করিয়া শুধিঞ চিত্ত স্মরণ মজ্জনে ॥
 বস্ত্র কল মূল মাত্র কলসে আহার ।
 সুখতোগ তেজিয়া পরিহ বৃক্ষছাল ॥
 নীতবাস্ত্র অনিত সকল দুঃখ সহিয়া ।
 কুশীল সংযত শান্ত সমাহিত হৈয়া ॥
 আমার শিক্তি ধর্ম সতত ভাবিয়া ।
 জ্ঞান-বিজ্ঞান যুত সমাচিন্ত হইয়া ॥
 যুক্তি-মন আমাতে করিহ নিয়োজিত ।
 সাবিত্র আমার ধর্ম ধর্যা সমুদিত ॥
 তেজিয়া ত্রিগুণ গতি লভিবে আমারে ।
 বদরিকাপ্রমে চল তীর্থ মনোহরে ॥
 আজ্ঞা শিরে ধরিয়া উদ্ধব মতিমান্ ।
 প্রদক্ষিণ করি কৈল বণ্ড পরণাম ॥
 কান্ধিতে লাগিলা শিরে ধরিয়া চরণে ।
 পড়িল উদ্ধব তুমি নাহি বাহজ্ঞানে ॥
 বিরহ-কাতর হৈয়া কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ।

বলিতে না পারে কিছু বচন না ক্ষুদ্রে ।
 পুনঃপুনঃ আজ্ঞা দেন প্রভু ভগবান ।
 উদ্ধবের নাহি কিছু বাহ অবধান ॥
 বিরহ-কাতর হৈয়া কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ।
 পুনঃপুনঃ প্রদক্ষিণ দণ্ডবত করে ॥
 উদ্ধব দুঃখিত দেখি বিরহ-কাতর ।
 কৃপা করি দিলা পত্নী পাছুকাষুগল ॥
 পুনরপি আজ্ঞা যদি দিলেন শ্রীহরি ।
 পুনঃপুনঃ প্রদক্ষিণ দণ্ডবৎ করি ॥
 পাছুকা করিয়া মাথে আকুল হৃদয় ।
 ধীরে ধীরে চলিলা উদ্ধব মহাশয় ॥
 হৃদয়-কমলে হরি করি আরোপণ ।
 চলিলা উত্তর দিগে করিয়া রোদন ॥
 মহাভাগবত ধীর বিরহ-কাতর ।
 চলিলা উত্তর দিগে মরমে বিভোল ॥
 বদরিকাপ্রমে গিয়া চৈলা উপসন্ন ।
 কৃষ্ণ উপদেশে কৈলা কৃষ্ণ আরাধন ॥
 তপ যোগ সাধিয়া লভিল কৃষ্ণগতি ।
 জগতে বিস্তার করি স্থাপিলা ভকতি ॥
 লোক বুঝাইতে ক' উদ্ধবে করায় ।
 প্রভুর ইঙ্গিত কেবা বিচারিলে পায় ॥
 নিজ ভূত্যা হেতু নিক-গীত জ্ঞানামৃত ।
 যে জন শুনয়ে ঋষু-মুখরিত ॥
 আনন্দ সমুদ্র তত্ত্ব-সুধানিধি ।
 ভক্তি প্রদ্বা করি যেন মনে নিরবধি ॥
 এ ভব সাগর পার হয় অনায়াসে ।
 জগত নিস্তার তারে ৩৮ সঙ্গবাসে ॥
 নিজ জন-ভবতর ৩৮ ত নিবার ।
 ভূদ্রবত প্রভু উদ্ধব'২৮ বেদসার ॥
 জ্ঞান বিজ্ঞান-সার ৩৮ -সুধাসিদ্ধ ॥
 ভক্তগণে পিয়াইল ৩৮ ভূত্যা-বদ্ধ ॥
 পুরুষ-রতন আদি অগাধ নিধান ।
 সে নন্দনন্দনে মোহ ৩৮ পরণাম ॥
 ভক্তিরস-সুধাসিদ্ধ গদাধর জ্ঞান ।
 ভাগবত-আচার্য্যে ৩৮ মধুস গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে

একোদ্বিংশোহধ্যায়ঃ । ২২ ।

ত্রিংশ অধ্যায় ।

পঠমঞ্জরী রাগ—দীর্ঘ ছন্দ ।

তবে রাজা জিজ্ঞাসিলা উদ্ধব চলিলা যদি
তবে হরি দ্বারকামণ্ডলে ।
কোন্ কৰ্ম কৈলা আর কালক্রপী ভগবান্
বিস্তারিয়া কহিবে আমারে ॥
বিজ্ঞ-শাপ-ছলে যহ কুল বিনাশন করি
তবে নিজ যদু-কলেবর ।
অশেষ মজল ধাম কিরূপে তেজিল হরি
সকল লোচন-মনোহর ॥
অবলা-নয়ন কোণ যে অঙ্গে লাগিলে পুন
নিবারিয়া আনিতে না পারে ।
সাধুজন শ্রুতিগণ যদি বিনিহিত হয়
পুন আর বিষয় না করে ॥
যার আভা কবিগণ বচন আনন্দকর
সময়-শমিত শূরগণে ।
রথগত দরশনে তার সমরূপ ধরে
হেন অঙ্গ তেজিল কেমনে ॥
মুনি বলে বহুবধ উতপাত উপগত
দেখি হরি দৈবকীনন্দন ।
সুধৰ্ম্ম। সত্যতে বসি কহিতে লাগিল প্রভু
শুন শুন যদুবীরগণ ॥
ধুমকেতু সম মহা উতপাত জনমিল
দেখ যদুগণ যদুপুরে ।
এথাতে রহিতে আর তিলেক উচিত নহে
চলি যাই প্রভাসে সম্বরে ॥
প্রাচী সরস্বতী যথা তীর্থজলে স্নান করি
তথা গিয়া করি উপবাস ।
বৃদ্ধ বাল স্ত্রীগণ সত্বরে চলুক আগে
ছাড় ছাড় দ্বারকার বাস ॥
নানা বলি উপহারে দেব পিতৃগণ পূজি
বিজ্ঞকুলে করি নানা দান ।
রজত কাঞ্চন দান গজ রথ মহাধন
গো ভূমি মন্দির সুরবান ॥
এই সে উত্তম বিধি সকল মজলময়
পিতৃ-দেব-গো-ব্রাহ্মণ-পূজা ।
অরিষ্ট খণ্ডন এহি বিধি বেদ-বিনিহিত
যন্ত হউ দ্বারকার প্রজা ॥
এতেক বচন শুনি বৃদ্ধ যদুগণ মেলি
যন্ত যন্ত করিয়া বাখানে ।

নৌকা আরোহণ করি প্রভাসে চলিলা সতে
পুণ্যতীর্থে কৈল স্নান দানে ॥
কৃষ্ণ উপদেশ ধরি ব্রত উপবাস করি
সৰ্ব্ব ধৰ্ম্ম কৈলা সমাধান ।
ঈশ্বর-যোজিত বিধি বিঘটিত যদুগণে
মেলিয়া মদিরা কৈল পান ॥
কৃষ্ণমায়া বিমোচিত মহামত্ত যদুগণে
গালাগালি বাজিল কন্দল ।
গদা খজা মুগরে তোমর ধনুকশরে
সিদ্ধুতীরে তুমুল সময় ॥
রণে রথিগণ যুঝে গো মহিষ খর নরে
কেহ যুঝে কুজসবাহনে ।
মুঘল মুদগর শণে বীরগণে হানাহানি
বাজিল তুমুল মহারণে ॥
সাম্য প্রছায়ে রণ কোধে ঘন গরজন
ভোজ অক্রুরে করে কাটাকাটি ।
অনিরুদ্ধ সাত্যাকি শ্রদ্ধাকরণ বাণ ছুটাইল
অস্ত্রোত্ত বাজিল রণ আনে আন জনে জন
যদে অরু যদুবীরগণে ।
মাথুর সে শূরসেন মধু ভোজ সাঙ্ঘত
বৃষ্ণিগণ যুঝে জনে জনে ॥
পিতা পুত্রো মিত্রে মিত্রে সুহৃদে সুহৃদে রণ
ভাই ভাই পিতৃব্য মাতুলে ।
বন্ধু বন্ধু জ্ঞাতি জ্ঞাতি হানাহানি কাটাকাটি
কেহ কারে পীরিত না ধরে ॥
ক্ষয় গেল শরজাল টুটিল ভাদিল অস্ত্র
যজ্ঞা যদু হৈল খণ্ড খণ্ড ।
এরকা ডিগুয়া আনি মুঠে মুঠে পরহার
বাজিল সময় পরচণ্ড ॥
গদা মুদগর তুল্য বজ্রসম পরহারে
পড়িল সংগ্রামে বীরগণ ।
কৃষ্ণ নিবারিতে গেলা বিকিল বেচিয়া তাঁরে
যদে মত্ত কোপে অচেতন ॥
যদুগণে বলভদ্র বোড়রা বিকিল কারো
নিজ পর নাহি অবধান ।
পড়িল সকল বীর এরকা মুষ্টির ঘাতে
তবে রণ হৈল সমাধান ॥

ঐক্ষ্মায়া-বিমোহিত ব্রহ্মশাপ উপহত
 পড়িল সকল বীরগণ ।
 ক্রোধে কুলক্ষয় কৈল বাঁশের আশুনি যেন
 পোড়য়ে সকল মহাবন ॥
 কুলক্ষয় হৈল যদি কালরূপী ভগবান
 মানিলা পৃথীর গেল ভার ।
 তবে বলভদ্র রাম নিজ যোগ অবলম্বে
 তেজিলা মানুষ-অবতার ॥
 নিজ ধামে গেল রাম দেবিত্রা দৈবকীমুত
 বসিলা অশ্বথ তবমূলে ।
 প্রকটিত নিজরূপ চারি ভুজ বিরাজিত
 সূর্য্য-কোটি জিনি কলেবরে ॥
 নিজ আভা বিরাজিত দশদিগ প্রকাশিত
 শ্রীবৎসলক্ষণ ধনশ্রাম ।
 তপ্ত হাটক-জ্যোতি পীত বসনবৃগ
 সকল মঙ্গল গুণধাম ॥
 সুলভ সুশ্চিত্তবৃত্ত বস্ত্র-কমল নীল
 স্নকৃষ্ণিত কুন্তলবিলাস ।
 বিকসিত কঙ্ক মঞ্জু শ্রীনয়ন যুগল
 মকরকুণ্ডল পরকাশ ॥
 কটিস্থত্র ব্রহ্মস্থত্র কিরীট কঙ্কণ হার
 নুপুর রতন অঙ্গুরী ।
 বনমালা বিলসিত কোমলত বিরাজিত
 অঙ্গগণ রহে মুক্তি ধরি ॥
 তুলিয়া দক্ষিণ উরে বাম পদ তরুমূলে
 বসিলা আপনে বনমালী ।
 জরা নামে ব্যাধ আইল মুবলের অবশেষ
 লোহার নির্মিত শর ধরি ॥
 যুগ আকার চরণ দেখি যুগ শঙ্কা করি
 চরণে বিক্লিষ্ট সেই শরে ।
 চতুর্ভূজ রূপ দেখি ভয়েতে ব্যাকুল ব্যাধ
 পড়িল প্রভুর পদতলে ॥
 না জানিঞা মুক্তি পাপী কৈলু হেন অপরাধ
 ক্ষেম ক্ষেম মুক্তি দুরাচার ।
 যার নাম শ্রবণে অজ্ঞান তিমির ধ্বংস
 সংসার-সাগর হয় পার ॥
 মুক্তি হার কি বলিব সকল তোমার মায়া
 ব্যাধজাতি পতিত বঞ্চিত ।
 স্বকরে বধিয়া মোরে এবার পাতক হর
 যেন হেন না করো দুহৃত ॥
 যার যোগ লীলাগতি না বুঝে বিরক্তি হর
 বেদবিশারদ মূনিগণে ।

তোমার মায়াতে নাথ বিমোহিত সর্বলোক
 মুক্তি পাপী জানিব কেমনে ॥
 ব্যাধের বচন শুনি আজ্ঞা দিলা নারায়ণ
 উঠ জরা পরিহর ভয় ।
 আমার হৃদিত এই যে কর্ম করিলে তুমি
 স্বর্গে চল হয়্যা পুণ্যময় ॥
 হংসা-কলেবর হরি আজ্ঞা দিলা গুণা করি
 শিরে ধরি উঠিলা সত্বরে ।
 পুনঃপুনঃ প্রদক্ষিণ দণ্ড পরণাম করি
 দিব্যরথে গেল সশরীরে ॥
 ঐরা স্বর্গবাসে গেল দারুক সারথি আইল
 দিব্য গন্ধ-বাত অমুসারে ।
 নিম্ন পতি দ্র্যাতমস্ত নিখিল জগতকাস্ত
 দেখিল অশ্বতরুতলে ॥
 প্রেমভাবে ভর জর বিগলিত কলেবর
 পড়ে দুই চরণ ধরিয়া ।
 হা কৃষ্ণ হা নাথ বল ভূমিতে লোটাঞা কান্দে
 কেন নাথ কর হেন মায়া ॥
 আজি আমি অন্ধ হৈলু অন্ধতমে প্রবেশিলু
 দশদিগ না দোষ নয়নে ।
 কোথা যাব কি করিব কিক্রপে বা আমি জীব
 তুমি প্রভু প্রাণনাথ বিনে ॥
 এইরূপে কান্ন করি দারুক সারথি কান্দে
 রথরাজ উড়িল আকাশে ।
 ভূষণ বাহন গুত গরুড় লাজনা রথ
 চক্রেকোটি সম পরকাশে ॥
 তার পাছে অঙ্গগণ কৈল ধামে আরোহণ
 তবে আজ্ঞা দিল জনাদন ।
 চল হৃত যদুপুরে পুরজনে কহ কথা
 জ্ঞাতিগণ-নিধন-ব্যরণ ॥
 বলভদ্র-গতিকথা কহিয়া আমার দশা
 কেহ জানি রহে যদুপুরে ।
 আমি পরিহরি যদি নিজপদে প্রবেশিলু
 যদুপুরী মজিব সাগরে ॥
 পুর পরিজন লঞা হৈল প্রবেশে রহ গিয়া
 অজ্ঞানে রাখিব নিজ সাথে ।
 তুমি জ্ঞাননিষ্ঠ হয়্যা সর্বধর্ম উপেখিয়া
 থাকিহ আমার ধর্মপথে ॥
 জানিহ আমার মায়া রচিত এ সব লোক
 শাস্ত হৈয়া চল নিশবদে ।
 প্রভুর এতক বাণী দারুক সারথি শুনি
 ভুতলে পড়িল প্রণিপাতে ॥

পুনঃপুনঃ প্রদক্ষিণ দণ্ড পরণাম করি বীর শিরোমণি জ্বী গদাধর পদযুগ
 - পদযুগ ধরি নিজ শিরে । বিনা মোর আর নাহি আশা ।
 শ্রুংশোকাদি ব্যাবুলে চলিলা দ্বারকাপুরে একাদশ ভাগবতে মুষল সমর কথা
 কান্দিতে কান্দিতে উচ্চস্বরে । ভাগবত-আচার্যের ভাষা ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে
 ত্রিশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশ অধ্যায় ।

তবে ব্রহ্মা আইলা তথ, শিবানী শব্দর দেব
 ইন্দ্র আদি দেব পিতৃগণ ।
 সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব কিম্বর যগ রক্ষ বিজ্ঞানর
 অহিপতি গুহুক চারণ ॥
 কৃষ্ণের গমন-খেল, দেখিবা উৎসব-গীলা
 দেবগণ চালালা হরিষে ।
 রথের উপরে রথ যুড়িয়া আকাশপথ
 ক্ষিতিতলে কুসুম বরিষে ॥
 কেহ স্ততি কৌন্তন পবিত্র চরিত্র গুণ
 কেহ নৃত্য পুষ্প বরিষণে ।
 তত্ত্বিষুত সুরগণ পদ্যপত্র-বিলোচন
 দেখিয়া চক্ৰিল মনে মনে ॥
 যার যার নিজপুরে আমাকে নিবার তরে
 সব দেবগণ আগমন ।
 আমি কেন কথ্য করি না-বতে না পারে কেহ
 দেখাইব সমাধি দক্ষিণ ॥
 এতেক বচন বলি সমাধি দ্বারণ করি
 রহে প্রভু মুদিত নয়নে ।
 আপনাতে আপনে যোগ কার যোগাসনে
 দেখায় ব্রহ্মাদি দেবগণে ॥
 বারণা-আশ্বিনী জালি দেখাইল নাচ হরি
 নিজরূপে গেলা নৈমিষ্য ॥
 লোকের আশ্রয় গতি ধ্যান বারণা ত্রিত
 অশেষ মঙ্গল অভিরাগ ॥
 দহিল সকল দেহে তে-কারণে তত্ব সহে
 অচ্যুত অচ্যুত পুরে গেলা ॥
 দুন্দুভি বাজনা বাজে সুর ধ্বনি নাচ
 পুষ্প বরিষণ দিব্যমালা ॥
 সব সুরগণে বলে এই পথে যাইব হারি
 আমি সব পুঁ বচরণ ।

বিবিধ উৎসব করি চলিলা কৃষ্ণের পাছে
 আনন্দে পুরিয়া দেবগণ ॥
 কোন পথে গেলা হরি কেহ না বুঝিলা গতি
 যেন মেঘে বিজুরি সন্ধ্যার ॥
 ব্রহ্মা ভব আদি দেব নিজ নিজ পুরে গেলা
 সভাকে লাগিল চমৎকার ॥
 আছুক প্রভুর কথা জীবের জনম মৃত্যু
 সেহ মায়া বস্তগত নহে ।
 আপনে হৃদয় হরি আপনে প্রবেশ করি
 আপন মাহিমাবলে রহে ॥
 দেখ রাজা পরীক্ষিত যে আনিল গুরুমুখ
 যমলোক-গত চিরকাল ।
 ব্রহ্ম অস্ত্রে দক্ষ তুমি গতে রাখে চক্রপাণি
 সে কি হয় নর-অবতার ॥
 অস্ত্রকের অস্ত্রকারী প্রাণের সংহারী
 ছেন হরি ঐনিলা সমরে ।
 জরা ব্যাধ-অপরোধ সকল ক্ষেমিঞা ঘেবা
 সে দেহ চালায় সুরপুরে ॥
 হেন প্রভু নিজমুখি রাখিতে নহিল শক্তি
 হেন কি কুমতি মনে লয় ।
 সৃষ্টি পরলয়-লীলা ইচ্ছামাত্র যার খেলা
 তাথে কুপাণ্ডিত বিপরায় ॥
 ষড়্যাপ প্রকৃতিপর অশেষ শকতিধর
 সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারণ ।
 তথাপি যাদব-বুল সংহারিয়া বিচারিল
 আর কিছু নাহি প্রয়োজন ॥
 তে-কারণে যন্তালোক তেজি নিজ কলেবর
 নিজ পুরে কৈল পরবেশ ।
 দেখাইতে দিব্যগতি সুরগণে সুরপাত
 নাচালীলা কৈলা স্বাক্ষর ॥

উঠিয়া প্রভাতকালে শ্রবণ কীৰ্ত্তন করে
ভক্তিতাবে করে শ্রবণ ।
কৃষ্ণের অদ্ভুত গতি সে হয় নিঃশব্দ মতি
বিষ্ণুপদে করে আরোহণ ॥
দাক্ষক সারথি তবে ষারকামণ্ডলে গিয়া
বহুদেব উগ্রসেন আগে ।
পড়িল চরণে ধরি কান্দে আন্তনাদ করি
কহিলা সকল মহাভাগে ॥
শুনিঞা দাক্ষকমুখে সব পুরঞ্জন শোকে
মুরছিত হৈল অচেতন ।
ধরিতে চলিলা কৃষ্ণ বিরচে বিহ্বল লোক
যথা বহুকুল-বিনাশন ॥
আঁখি মুখ শির হানি কান্দে সব নরনারী
ভূমিতলে লোটাঞা লোটাঞা ।
বহুদেব রোহিণী দৈবকী নিজ প্রাণ তেজ
গেল রাম-কৃষ্ণে না দেখিয়া ॥
পত্নীগণ পতি সঙ্গ চিন্তিয়া উপরে ধরি (১)
ভূজপাশে দিয়া আলিঙ্গনে ।
নিজ নিজ তনু ছাড়ি চলিল বৈবৃষ্ঠপুত্রী
প্রবেশিল দীপ্ত হৃতাশনে ॥
কৃষ্ণ-পত্নী অষ্ট প্রবেশিল হৃতাশন
বিমর্ভ ছুহিতা আদি করি ।
অর্জুন চিন্তিয়া মনে কৃষ্ণ-গীতা শ্রবণে
শান্তি হৈলা কৃষ্ণে মন ধরি ॥
হত বত বন্ধুগণ পিণ্ড জল-অগ্নিদান
অর্জুন করায় একে একে ॥

(১) পাঠান্তর,—
“চিতার উপরে অঙ্গ ।”

কৃষ্ণ গেলা পরিচরি সমুদ্রে ষারকাপুরী
মজিল দেখএ সর্বলোকে ।
কৃষ্ণের শ্রীধর ছাড়ি মজিল ষারকাপুরী
যাথে হরি নিত্য সন্নিধান ॥
শ্রবণে ছুরিতহর পুণ্যকর ধন্ততর
সর্বগুণ মঙ্গল বিধান ॥
বজ্রমাথে ছত্রে ধরি রাজ-অভিষেক করি
বাল বৃদ্ধ শ্রীগ 'লইয়া ।
ইন্দ্রপ্রস্থে নিজ দেশে অর্জুন চলিলা তবে
দুঃখ শোকে হতমতি হৈয়া ॥
তোমায় সকল পিতা মহাগণে শুনি তবে
অর্জুনের মূখে বিবরণ ।
তুমি বংশধর রাজা রাজ্যে অভিষেক করি
তবে কৈলা স্বর্গ আরোহণ ॥
এ সব কৃষ্ণের লীলা বিচিত্রে বিহার মধু
শ্রবণ কীৰ্ত্তন যেনা করে ।
ত্রিভুবনে সেহ ধন্য ব্রহ্মাদি দেবের মাত্ত
কৃষ্ণের হৈয়া সেই চলে ॥
হেলায় প্রসঙ্গ সঙ্গে যদি বা শুনয়ে মাত্ত
কৃষ্ণের মহিমা গুণ নাম ।
পাপাচার রত কিবা অশেষ ছুরিত রত
সেহ পাপা পায় পরিত্রাণ ॥
জন্ম কর্ম নিরন্তর যেনা শুনে ধন্যবর
কৃষ্ণে লভে হৈয়া কৃষ্ণময় ।
যথা তথা যেনা নরে শ্রবণ কীৰ্ত্তন করে
তার নারায়ণে ভক্তি হয় ॥
একাদশ ভাগবত রক্ষগুণ সমুদিত
কহিল সকল কথা বন্ধে ।
ভাগবত-আচার্য্যের বৃদ্ধি মন নিরোজিত
গদাধর-চরণারবিন্দে ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে

একত্রিশোঃধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

দ্বাদশ স্কন্ধ ।

—:—

প্রথম অব্যায় ।

মল্লার রাগ ।

মুনি বলে শুন রাজা কহিএ দ্বাদশ ॥
ভবিষ্য কহিব যাথে কৃষ্ণ গুণ যশ ।
পুরঞ্জয় নামে রাজা হৈব ক্ষিত্ততলে ।
পুত্র হৈয়া জনমিব বৃহদ্রথ-বরে ॥
তার পাত্র শুনক মারিষা তাথে বনে ,
আপন পুত্রকে রাজা করিব আপনে ॥
প্রচ্যোত তাহার নাম বসিব আসনে ।
তার পুত্র জন্মিব বিশা-বৃপ নামে ॥
রাজক তাহার পুত্র হৈব ক্ষিত্তীশ্বর ।
নন্দিবর্দ্ধন তার পুত্র মহা ধনুর্ধর ॥
এই পঞ্চ প্রচ্যোতন হৈব ক্ষিত্তিতলে ।
একশত আটত্রিশ বর্ষ অভ্যন্তরে ॥
তবে আর রাজা হৈব শিশুনাগ নাম ।
তার পুত্র কাকবর্ণ হৈব বলবান ॥
ক্ষেত্রধর্ম্য তার পুত্র ক্ষুদ্রধর্ম্য হৈব ।
ক্ষেত্রজ তাহার পুত্র পৃথিবী শাসিব ॥
বিধিগার তার পুত্র জাতুকর্ণ নাম ।
তার পুত্র জন্মিব দর্ভক বলবান ॥
তার পুত্র অজয় তার নন্দিবর্দ্ধন ॥
আজয়-কুমার তবে লভিল জনম ।
মহানন্দ তার পুত্র এই দশ জন ॥
শিশুনাগ বংশে রাজা হৈব উতপন্ন ।
তিন শত ষাট বৎসর পরিমাণ ।
পৃথিবী ভূজিব তারা মহা বলবান ॥
মহানন্দ-পুত্র হৈব বুযলী-উদরে ।
মহাপদ্মপতি নাম ধরিব সংসারে ॥
নন্দ নামে হৈব আর লোক-বিনাশন ।
সেই হৈতে শূদ্র রাজা হৈব উতপন্ন ॥
মহাপদ্ম রাজা হৈব দ্বিতীয় ভাস্কর ।
এক ছত্রে পৃথিবী শাসিল মহাবল ॥
সুমাণ্য প্রধান তার অষ্ট কুমার ।
শতক বৎসর হৈব রাজ্য অধিকার ॥
নব নন্দ রাজা হৈব ষড়্ধপরাধন ।
এক বিশ্রে উচ্চারিয়া করিব পালন ॥

তা-সভা অভাবে রাজ্য পাইব মোর্ধ্যগণে ।
চক্রে গুপ্ত রাজা সেই করিব ব্রাহ্মণে ॥
তার পুত্র বারিগার হৈব ক্ষিত্তিপাল ।
অশোকবর্দ্ধন তার জন্মিব কুমার ॥
সুযশা কুমার তার সন্তত তনয় ।
শালিশুক তার পুত্র হৈব মহাশয় ॥
সোমশর্ম্ম তার স্নাত শতধর্ম্মা নাম ।
তার পুত্র বৃহদ্রথ হৈব বলবান ॥
দশ মোর্ধ্য হৈব রাজা মেদিনীমণ্ডলে ।
একশত সাট্রিক্রিশ বৎসর ভিতরে ॥
অগ্নিমিত্র তার স্নাত স্ন্যেষ্ঠ তনয় ।
বসুমিত্র তদ্রূপ পুলিন্দ মহাশয় ॥
তার পুত্র ঘোষ তার বজ্রমিত্র স্নাত ।
তায় স্নাত ভাগবত মহাবল যুত ॥
অষ্ট শত রাজা হৈব মহা বলবান ।
দশোত্তর একশত বৎসর প্রমাণ ।
তবে কথবংশ রাজা হৈব গুণহীন ॥
কলিযুগে পৃথিবী ভূজিব কথোদীন ॥
শতবংশে কামী রাজা দেবভূতি নামে ।
কথামাত্য মহাবলী বাধব সংগ্রামে ॥
আপনে করিব রাজ্য বসুদেব নাম ।
তার পুত্র ভূমিত্র জন্মিব বলবান ॥
তার পুত্র নারায়ণ হৈব নরেশ্বর ।
তিন শত পঞ্চাধিক চল্লিশ বৎসর ॥
কথবংশে পৃথিবী পালিব কলিকালে ।
তার তৃত্য বুযল জন্মিব ক্ষিত্তিতলে ॥
সুশর্ম্মা বধিয়া রাজা হৈব অন্ধ জাতি ।
কথোদাল রাজ্যভোগ করিব দুর্ধ্যতি ॥
কৃষ্ণ নাম তার তাই বসিব আসনে ।
তার পুত্র জনমিব শান্তকর্ণ নামে ॥
তার পুত্র গোর্ণধাস হৈব ক্ষিত্তীশ্বর ।
তার পুত্র রাজা হৈব নামে লম্বোদর ॥
তার পুত্র চিবিবিলক হৈব নরপতি ।
তার পুত্র রাজা হৈব নামে মেঘমতি ॥

তার পুত্র রাজা হৈব নামে দৃঢ়মান্ ।
 তার পুত্র জনমিব অনিষ্টকর্মা নাম ॥
 হানেম তনয় তল তনয় তাহার ।
 জনমিব তার পুত্র পুরীষ কুমার ॥
 তার পুত্র রাজা হৈব নামে সুনন্দন ।
 চকোর তনয় তার বটক নন্দন ॥
 শিবস্বাতি পুত্র তার অরিন্দম নাম ।
 তাহার গোমতী পুত্র তার পুরীমান্ ॥
 মেদশিরা পুত্র তার শিবস্বক হৈব ।
 বজ্রশ্রী তাহার স্নাত বিজয় জন্মিব ॥
 অন্ধ বংশে শূদ্রজাতি কুড়ি ক্ষিতধর ।
 ছয়পঞ্চাশৎ চারি শতেক বৎসর ॥
 পৃথিবী ভূজিব তার নিজ ভূজবলে ।
 সাত আভীর হৈব তাহার অন্তরে ॥
 জন্মিব গর্দভকূলে দশ নরপতি ।
 তবে আর ষোড়শ জন্মিব বহুজাতি ॥
 তবে অষ্ট যবন জন্মিব ক্ষিতিতলে ।
 চতুর্দশ শুর হৈব তাহার অন্তরে ॥
 তবে দশ শুরও পৃথিবীবতি হৈব ।
 তবে একাদশ মৌল পৃথিবী ভূজিব ॥
 নয় অধিক নব্বই বৎসর দশ শত ।
 এ সবে পৃথিবী ভোগ কবি তাবত ॥
 একাদশ মৌল তবে হৈব আরবার ।
 তিনশত বৎসর করিব অধিকার ॥
 তবে কিলকিলা নামে আছে একপুরী ।
 তাতে ভূতনন্দ নামে হৈব অধিকারী ॥
 তবে রাজা বন্ধির স্নানদি তার পাছে ।
 তবে যশোনদি প্রবীর তার শেষে ॥
 ছয়াদিক একশত বৎসর প্রমাণ ।
 এ সবে কবির রাজ্য মহাবলবান্ ॥
 তা-সভার ত্রয়োদশ জন্মিব কুমার ।
 তবে হৈব বাহ্লিকের রাজ্য অধিকার ॥
 তবে পুন্সমিত্রে হৈব ক্ষত্রিয়-কুমার ।
 দুর্শিএ পাইব তবে রাজ্য-অধিকার ॥
 এক কালে এই সব নৃপতি হইব ।
 সপ্ত অঙ্ক সপ্ত কোশল জনমিব ॥
 জন্মিব বেহুন্নপতি তাহার অন্তরে ।
 তবে কত রাজা হৈব নিষেধের কূলে ॥

মগবংশে রাজা (১) হৈব বিশ্বকৃষ্ণ নাম ।
 তবে পুরঞ্জয় রাজা হৈব বলবান্ ॥
 আন বর্ণ করিয়া স্থাপিব আন জাতি ।
 যহু মদ্র পুলিন্দ করিব মন্দমতি ॥
 নিজ রাজ্য ভেজিয়া রহিব আন স্থানে ।
 পদ্মাবতী নামে পুরী করিয়া নির্মাণে ॥
 প্রমাগ অবধি ভাণ্ডারথী সম্বিধান ।
 তথাই রহিব পৃথ্বী ভূজি বলবান্ ॥
 সৌরাষ্ট্র আরণ্য (২) রাজা হৈব তার শেষে ।
 অর্জুদ মানব রাজা হৈব তার পাছে ॥
 তবে শূদ্র (৩) আভীর নৃপতিগণ হৈব ।
 শূদ্রবৃষ্টি হৈয়া বিপ্র কেবল বস্তি ॥
 শূদ্রপ্রায় রাজা হৈব সিদ্ধতীরে বাস । (৪)
 চন্দ্রভাগা কুন্তীদেশ কাশ্মীর-নিবাস ॥
 শূদ্রজাতি রাজা হৈব পতিত ব্রাহ্মণ ।
 কোম রাজ্যে মেচ্ছ কোন রাজ্যে হীনজন ॥
 প্রায় মেচ্ছ রাজা হৈব দুষ্ট কলিকালে ।
 অসত্য অধর্ম যাত্র জানিব সংসারে ॥
 অল্পদাতা তীব্রক্রোধ হৈব নৃপগণ ।
 পরদার পরধন লজ্জন হরণ ॥
 স্ত্রী বালক গো ব্রাহ্মণ বধিব পরাণে ।
 অল্পধন অল্পসত্য হৈব সর্বজননে ॥
 অল্প পরমায়ু হৈবে নিন্দিত আচার ।
 কুলকণ্ড-হীন দেহ-গেহ-অহঙ্কার ॥
 রাজ্যোগণে তমোগুণে সব বৈরাপতি ।
 ক্ষোত্রবেশে মেচ্ছ রাজা করিবে নিন্দিত ॥
 প্রজাক্ষয় করিব ভাঙ্গিব সর্বজন ।
 অতোক্তে সকল লোক কারব লজ্জন ॥
 দুষ্ট রাজা দেখি প্রজা হৈব দুঃখচার ।
 সেই ধর্ম লৈব সেই শাল ব্যবহার ॥
 এইরূপে কার্যবুগে হৈব প্রজাক্ষয় ।
 ভাগবত-আচাৰ্যের ভাষা রসময় ॥

(১) পাঠান্তর,—“মগধ বংশের।”

(২) “অবস্তী।”

(৩) শর ।

(৪) পাঠান্তর,—

“শূদ্র প্রায় হইয়া সিদ্ধতীরে হৈব বাস।”

হিতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে দ্বাদশস্কন্ধে
 প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

তবে বুদ্ধি সত্য শোচ ক্ষমা দয়া ধর্ম ।
 দিনে দিনে টুটিব সকল বল ধর্ম ॥ (১)
 বিস্তমাত্র অধর্ম-আচার গুণ ধরে ।
 বিস্তমাত্র-সর্বলোক পুজিব সংসারে ॥
 ভায়-ব্যবস্থায় বল কেবল কারণ ।
 ধর্ম-ব্যবহার মাত্র মায়-প্রভারণ ॥
 স্ত্রী পুরুষে হবে মাত্র রতি প্রয়োজন ।
 যজ্ঞশূত্র সম্বন্ধে মাত্র ব্রাহ্মণলক্ষণ ॥
 দম্বমাত্র সামুদ্রিক বিচা অঙ্গীকার
 জ্ঞানমাত্র কেবল দেহের পরিষ্কার ॥
 দূরে জনাশয় দেখি হৈব তীর্থভাগ ।
 উদয় ভরণে মাত্র পুরুষের মান ॥
 কুটুম্ব-ভরণ মাত্র কেবল দক্ষতা ।
 যশ-হেতু ধর্মসেবা কেবল মুখ্যতা ॥
 এইরূপে দুষ্টপ্রজা পূরিব সংসারে ।
 বলে বড় সেই রাজা হৈব ক্ষতিভলে ॥
 লোভী রাজা দম্ব্যপ্রায় কপটা নির্দয়
 ধন দায় হরিব করিব প্রজাক্ষয় ॥
 বন গিরি গহবরে করিব পরবেশ ।
 শাক মূল ফল পত্র আহার বিশেষ ॥
 কর-পীড়া অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ।
 শীত বাত আদি নানা সম্বন্ধে তাপিত ॥
 ক্ষুধা তৃষ্ণা নানা ব্যাধি দুঃখ শোক ভয় ।
 সব ঠাঞি বেয়াকুল চিন্তা অতিশয় ॥
 পরমায়ু হৈব সবে তিরিশ বৎসর । (২)
 নানা উত্তপাতে লোক সত্য বিকল ॥
 কলিতে চাইব ধর্ম পাবগুপ্রচুর ।
 দম্ব্যপ্রায় রাজা হৈব নির্দয় নিষ্ঠুর ॥
 কলিদোষে বেদপথ সব যাউব নাশ ।
 চুরি মিথ্যা ব্যর্থ হিংসা বৃদ্ধ-বিলাস ॥
 শূদ্রপ্রায় বিপ্র ছাগপ্রায় ধেনুগণ ।
 ভূগপ্রায় বৃক্ষ গৃহপ্রায় বনাশ্রম ॥
 বিদ্যাত-প্রমাণ (৩) মেঘ শূত্রপ্রায়-ধর ।
 গর্দভ সমান লোক শূত্র কলেবর ॥

এহিরূপে হৈল যদি কলিযুগ শেষ ।
 অবতার করিব আপনে হৃষীকেশ ॥
 ধর্ম-পরিভ্রাণ-হেতু দুষ্ট বিনাশিতে ।
 আপনে আসিয়া হরি জন্মিব সাক্ষাতে ॥
 জন্মিব সম্বল গ্রামে বিষ্ণুযশা ধরে ।
 দ্বিজপুত্র হৈব হরি কঙ্কি অবতারে ॥
 অশ্ব-আরোহণ করি বাউবেগ-গতি ।
 খজা ধরি চকিতে চলিব সুরপতি ॥
 এক অশ্বে করিব পৃথিবী পর্যটন ।
 কোটি কেটে বেজ্ঞ কাটি করিব নিধন ॥
 দম্ব্যগণ পলাইব ধরি নৃপবেশে ।
 কাটিয়া সকল সংহারিব হৃষীকেশে ॥
 দম্ব্য বিনাশিল যদি কঙ্কি সুরপতি ।
 তবে সর্বলোক হৈব নিরমল-মতি ॥
 কঙ্কি অদ পুণ্যগন্ধ বাত পরশনে ।
 পুণ্যযুত শুদ্ধচিত্ত হৈব সর্বজনে ॥
 ধর্মপতি প্রভু ধর্ম করিতে পালন ।
 কঙ্কিরূপে অবতার করিব যখন ॥
 সত্যযুগ সেই ক্ষণে হৈব সত্যময় ।
 সত্যযুত সর্বলোক হৈব শুদ্ধাশয় ॥
 পৃথিবী ভেঙিয়া কৃষ্ণ চলিলা যখনে ।
 দুষ্ট কলি পরবেশ হৈল সেইক্ষণে ॥
 যাবৎ পদারবিন্দ ধরনী পরশি ।
 আপনে আছিল রম্যপতি গুণরাশি ॥
 তাবৎ না ছিল দুষ্ট কলি-পরাক্রম ।
 উদ্দেশে কহিল কিছু ভবিষ্য লক্ষণ ॥
 হৈল হৈব যত রাজা আছে বিস্তমান ।
 তা-সভায় কৈল শু-চরিত্র বাথান ॥
 চন্দ্রবংশে সূর্য্যবংশে যত দণ্ডধর ।
 তা-সভায় গুণ কর্ম কাঁচল সকল ॥
 কথা মাত্র অবশেষ রহিল সংসারে ।
 কীষ্টি মাত্র কেবল থাকিল ক্ষতিভলে ॥
 সূর্য্যবংশে মরু নাম সঙ্কতি কারণে ।
 চন্দ্রবংশে থাকিব দেবর্ষি হেন নামে ॥
 যোগবলে রাহব চুহার কলেবর ।
 থাকিব কলাপ গ্রামে দুই বংশধর ॥
 কলিযুগ অন্তে নারায়ণ-আজ্ঞা পাঞা ।
 ধর্ম প্রচারিব দুই পূর্ববৎ হয়্যা ॥
 এইরূপে সত্য জ্যোতা ঘাপর কলি ।
 এইরূপে পুনঃপুন হয়ে যুগ চারি ॥

(১) পাঠান্তর,—“বুলকর্ম” ।

(২) পাঠান্তর,—“পরমায়ু বিশ কিংবা ত্রিশ বৎসর” ।

নূলে,—“ত্রিশত্রিংশতিবর্ষাণি পবনায়ুঃ কনৌ নৃণাম্”

পাঠ আছে ।

(৩) পাঠান্তর,—“বিদ্যাত সমান” ।

কহিল তোমায়ে রাজা শুন নৃপগণ ।
 অতুল সম্পদ মহাবল পরাক্রম ॥
 ভূমিতে মমত্ব করি তেজি কলেবরে ।
 সভার নিধন হৈব এই মহীতলে ॥
 ক্রিমি বিষ্ঠা ভস্ম হয় রাজ-কলেবর ।
 কি কারণে গর্ভ করে মতিহীন নর ॥
 দেহের কারণে পরপ্রাণবধ করে ।
 সতে প্রয়োজন মাত্র নরকে সঞ্চারে ॥
 আমার পুরুষ কত পুরুষ শাসিল ।
 এই ভূমি কারণে সকল গোষ্ঠী মৈল ॥
 আছিল আমার পিতা পিতামহগণ ।
 তারা সব মৈল এই ভূমির কারণ ॥
 সম্প্রতি সকল ভূমি এখনে আমার ।

পূর্ব হনে আমার বংশের অধিকার ॥
 পুত্র পৌত্র আমারি ভূজিব বসুমতী ।
 এই বুলি কত কত মৈল ক্রিতিপতি ॥
 মাটির নিখিল ভাণ্ড মিছা কলেবর ।
 ইহার লাগিয়া কত কত দণ্ডধর ॥
 মোর মোর বুলিতে সকল তেজি গেল ।
 কালে সব সংহারিল কথা মাত্র রৈল ॥
 ভাগবত আচার্যের এই কাকু ভাষা ।
 সব পরিহরি তাই কৃষ্ণে ধর আশা ॥

(১) পাঠান্তর,—

“ভাগবত-সুখারস অপূর্ণ কাহিনী ।
 পদবন্ধে কতি কৃষ্ণপ্রেমমত্তরজিনী ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে বাদশত্বে

দ্বিতীয়েঃধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

মুনি বলে শুন রাজা বিচিত্র কথন ।
 পৃথিবী হাসিয়া বোলে দেখ নৃপগণ ॥
 দেখ-দেখ কত রাজা আমার কারণে ।
 অজ্ঞোজ্ঞে যুঝিয়া ব্যর্থ মৈল অকারণে ॥
 ধরণী হাসিয়া বোলে অহো দেবমায়া ।
 কাল-বলক্রীড়াভাণ্ড নরদেহ পায়া ॥
 আছুক আনের কাজ পরম পণ্ডিত ।
 রাজ-অভিমানে সেহ কায়ে বিমোহিত ॥
 পরংকেন সম দেহ তড়িত-চঞ্চল ।
 তাহাতে বিশ্বাস করে মুঞি নরেশ্বর ॥
 প্রথমে জিনিব আমি রাজ-মন্ত্রিগণ ।
 তবে পাত্র সামন্ত জিনিব পুরজন ॥
 তবে মহামাতঙ্গ জিনিব মহা সেনা ।
 তবে রাজা জিনি রাজপুত্র দিব হানা ॥
 ধরণী শাসিব তবে সাগর পর্য্যন্ত ।
 এই আশাবন্ধে করে রাজ্য-অনুবন্ধ ॥
 নিকটে না দেখে যম কায়ে অচেতন ।
 পৃথিবী হাসিয়া বোলে অহো বিড়ম্বন ॥
 আমাকে জিনিঞা করে সাগরে প্রবেশ ।
 এহ লোকে পরিভ্রম পরলোকে ক্লেশ ॥

আমাকে তেজিয়া মনু মহাপুত্রগণ ।
 কতকত রাজা গেল তেজিয়া জীবন ॥
 বাপে পুত্রে হানাহানি আমার কারণে ।
 অজ্ঞোজ্ঞে যুঝিয়া মরে তাই বন্ধুগণে ॥
 আমি রাজা আমার সকল ভূমিধণ্ড ।
 সাগর পর্য্যন্ত ফিরে পরংগুণ্ড ॥
 এই বুলি নৃপগণ মরে অভিমানে ।
 আমার কারণে মৈল যুঝিয়া সংগ্রামে ॥
 পুথু গর পুরুষ নহু ভরত ।
 মাক্রাতা সগর তৃণবিন্দু ভগ্নীরথ ॥
 খট্টক অর্জুন বৃগ গাধি নরপতি ।
 নৈবধ শাস্ত্র রঘু বধাতি শর্যাতি ॥
 হিরণ্যকশিপু বুজ নমুচি শবর ।
 নরক রাবণ বাণ তারক ইন্দ্র ॥
 আর যত দৈত্যগণ নৃপভিমণ্ডল ।
 সর্কজিৎ সর্কবিৎ শূর মহেশ্বর ॥
 আমাতে মমতা কার মর্ত্য কলেবরে ।
 কথামাত্র অবশেষ সংহারিল কালে ॥
 মহাজনগণ-কথা কহিল তোমায়ে ।
 যশ বিভারিয়া তারা গেল ক্রিতিতলে ॥

বৈরাগ্য বিজ্ঞান-হেতু তা-সভায় কথা ।
কহিল তোমারে নতু পরমার্থ সাঁচা ॥
যে কৃষ্ণপদারবিন্দে ভক্তি বাঞ্ছা করে ।
সে জন গোবিন্দগুণ শুনে নিরন্তরে ।
ব্রহ্মা ভব সনকাদি নিরবধি গায় ।
হেন কৃষ্ণ-গুণগাথা শুনিব সদায় ॥
তবে বিষুরাত রাজা মূনির চরণে ।
এই সব জিজ্ঞাসিলা বিনয়বিধানে ॥
কলিদোষ বিনাশিতে কেমন উপায় ।
নানা পরকারে কলিদোষ দূর যায় ॥
লোকহিত-হেতু গুরু কহ উপদেশ ।
চারিবার যুগধর্ম কহিবে বিশেষ ॥
কালপতি কল্প পরলয় পরমাণ ।
মূনি বলে কহি রাজা কর অবধান ॥
সত্যযুগে ধর্ম চারি চরণে আছিল ।
সত্য দান দয়া তপ চারিপদ হৈল ॥
তুষ্টি হৃষ্ট শান্ত দান্ত ক্ষমা দয়াপর ।
সমদৃষ্টি শ্রমযুত আছিল সকল ॥ (১)
সত্যযুগে ধর্ম নৈ ধর্ম রক্ষা কৈল ।
ত্রেতাযুগে ধর্ম এক পদ হীন হৈল ॥
দান-ব্রত তপ-যোগ-কর্মপরায়ণ ।
সর্ব বর্ণ পুণ্যযুত আছিল তখন ॥
দুই পদ ধর্ম হইব ছাপর যুগে ।
দয়া দান তপ সত্য হৈব আধ ভাগে ॥
মহাশুণ শীল যশ ধর্মপরায়ণ ।
হৃষ্ট পুষ্ট ধনযুত হৈব সর্বজন ॥
এক পদ ধর্ম মাত্র হৈব কলিকালে ।
অসত্য কপট লোভে পূরিব সংসায়ে ॥
নিদ্দয় নিষ্ঠুর দুরাচার সর্বজন ।
হুত্যাগ্য দারিদ্র দণ্ড-ক্রোধ পরায়ণ ।
সন্ত রজ তমোগুণে জ্ঞানিত বিকার ॥
কালধর্ম-বিচলিত মতি দুরাচার ।
বুদ্ধি মনে সন্তগুণে বাঁচিব যখনে ।
যখনে জন্মিব মতি তপোযোগে জানে ॥
তখনে জ্ঞানিব সত্যযুগ উতপন্ন ।
কাম্য কর্মে রত যদি রাজস লক্ষণ ॥
তখনে জ্ঞানিবে ত্রেতাযুগের উদয় ।
শুনহ ছাপরযুগ লক্ষণ নির্ণয় ॥

মদ মান দম্ব হিংসা লোভ অসন্তোষ ।
যখন ভীবেব এই দেখি নানা দোষ ॥
তখনে জ্ঞানিব রজ তমোগুণ ছাপর ।
কলিযুগ-লক্ষণ কহিব নরেশ্বর ॥
নিদ্রা তন্দ্রা হিংসা মায়া অসত্য বিষাদ ।
শোক মোহ যখনে এ সব পরমাদ ॥
তখনে জ্ঞানিব কাল তামস প্ৰধান ।
গুণভেদে কহি চারি যুগ পরমাণ ॥
ক্ষুদ্রদৃষ্টি ক্ষুদ্রভাগ্য বিস্তর আহার ।
ধনহীন মহাকাশী নিদ্রিত আচার ॥
সতী কুলবতী নারী হৈব দোচারিণী ।
পাবণ্ড দুঃশীল বেদপথ বেদবাণী ॥
প্ৰজাভুক্ত রাজা ধন-দার-অপহারী ॥
ব্রহ্মচর্য্যব্রতহীন হৈব ব্রহ্মচারী ॥
দ্বিজগণ হৈব শিশোদর-পরায়ণ ।
লোলুপ সন্ন্যাসী হব কুটুম্ব-সদয় ॥
বানপ্রস্থ হৈব গ্রামবাণী মন্দাচার ॥
ব্রহ্মকায় হৈব সব লোক মহাহার ॥
কুলবতী কপটিনী ঙ্গা-ক্যা-ভাষিণী ।
নানা মায়া উচ্চহাস বিবাদকারিণী ॥
কপট কিরাট লোক হৈব কুটকারী ॥
করিব নিদ্রিত কর্ম কুলধর্ম হাড়ি ॥
নিদ্রন দেখিয়া পতি তেজিব কিঙ্করে ।
দুর্গত দেখিয়া ভৃত্য হাড়িব লৈখরে ॥
পিতামাতা ভাই বন্ধু জাতি পরিজন ।
সকল তেজিব নারী সুরতি-কারণ ॥
দীন হীন দ্বা-বিলত হইব কলিকালে ।
শুদ্রে প্ৰতিগ্রহ লৈব তপস্বীর ছলে ॥
সভাতে কহিব ধর্ম অধাৰ্ম্মিক জনে ।
বসিব অধিক হেয়া উদয় আসনে ॥
পরপীড়া ছুড়ি-পাণ্ডিত অতিশয় ।
অনাবৃষ্টি দুঃখ শোকে আকুল হৃদয় ॥
অন্ন-পান-বসন-শয়ন-বিবর্জিত ।
শিশাচ সমান হীন দেখিতে কুজিত ॥
কিন্ধিত কারণে লোক তেজিব জীবন ।
অন্নধন কারণে বধিব বন্ধুগণ ॥
বাণে পুত্র তেজিব তেজিব পুত্রে পিতা ॥
পতি কুলবতী ভাৰ্যা পুত্রে বৃদ্ধ মাতা ॥
কলিযুগে দীন হীন হৈব সর্বনয় ।
তেজিব সকল ধর্ম শিশোদর পর ॥
কলিযুগে কেহ না ভজিব শ্রীহরি ।
পাবণ্ড খণ্ডিত-মতি ভেদবুদ্ধি ধরি ॥

(১) সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকের পাঠ,—

“সদৃষ্ট শান্ত দান্ত ক্ষমা দয়াপর ।

সমদৃষ্টি আত্মারাম শ্রমণ সকল ॥”

অনার্যুটি হৈব এক শতৈক বৎসর ।
 অত্রোন্তে তক্ষিমা প্রজা যবিব সকল ।
 দ্বাদশ সপ্তর্ষি সহ সূর্য্য পরচণ্ড ।
 রসপান করিয়া শুবিব পৃথীখণ্ড ॥
 স্মদর্শন নামে বহি সঙ্কর্ষণ মুখে ।
 উঠিব পাতাল দহি এই মর্ত্যলোকে ॥
 হেটে বহি উপরে দহিব রবি-জালে ।
 পুড়িয়া ব্রহ্মাণ্ডখণ্ড জলিব অনলে ॥
 দেখিব ব্রহ্মাণ্ড যেন পোড়া ঘসিখান ।
 তবে সপ্তর্ষিক বহি হৈব উপাদান ॥
 তবে পরচণ্ড বাত শতৈক বৎসর ।
 রহিব ধূলায় গুরি আকাশ-মণ্ডল ॥
 তবে মহামেষগণ ধায়্য বারষণে ।
 শতৈক বৎসর বৃষ্টি করিব তখনে ॥
 নিষ্ঠুর গর্জ্জন ঘোর মহাভয়ঙ্কর ।
 জলময় হৈব সব ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল ॥
 পঞ্চভূত তত্ত্বগণ সব যাইব নাশ ।
 তথি পরবেশ যার যাথে পরকাশ ॥
 সব প্রবেশিব যায়্যা প্রাতি ভিতরে ।
 প্রকৃতি প্রবেশ যায়্যা করিব দ্বন্দ্বরে ॥
 আদি অন্ত নাহি যার না দেখি বেকতে ।
 না বাঢ়ে না টুটে কিছু থাকয়ে সাক্ষাতে ॥
 মন বচনের যাথে নাহি পরবেশ ।
 সত্ত্ব রজ তমোগুণ বিকারবিশেষ ॥
 বুদ্ধি মন সকল ইন্দ্রিয় দেবগণে ।
 উদ্দেশ না জানে যার নহে সন্নিধানে ॥
 নহে জল নহে ভূমি পবন আকাশ ।
 নহে জ্যোতি নহে চন্দ্র দিনেশ হুতাশ ॥
 অতর্ক্যমহিম শূন্যবত নিরালম্ব ।
 সেই সে সত্য মূল প্রকট আনন্দ ।
 কহিল তোমারে রাজা মহাপরলয় ।
 ব্রহ্মা পর্য্যন্ত ব্রহ্মে পরবেশ হয় ॥
 জ্ঞানময় রসময় সুখময় মাত্র ।
 আনন্দ পরমব্রহ্ম বিশ্রামের পাত্র ॥
 তাহাতে প্রলয় উত্তপতি তাহা হনে ।
 কিকিঁত সাদৃশ সত্য নহে তাহা বিনে ॥
 নানারূপ বত দেখি সব তার মায়া ।
 বিচারিলে সব বুঝা যেন ঘন-ছায়া ॥

এক সোণা বহু ভেদ যেন দেখি নানা ।
 এইরূপে লোকে বেদে বিবিধ করনা ॥
 ব্রহ্ম হনে উত্তপতি জীব একময় ।
 অহঙ্কারে অনাদি সংসারে বন্দী হয় ॥
 তে কারণে অহঙ্কারে দোষ নানা ভেদ ।
 গুরু জিজ্ঞাসিলে হয় অজ্ঞান বিচ্ছেদ ॥
 মায়ায় অহঙ্কার জীবের বন্ধন ।
 গুরু জিজ্ঞাসিলে বন্ধ হয় ব্যবোচন ॥
 উপাধিবর্জিত জীব হয়ে ব্রহ্মময় ।
 এই রাজা কহি আদি অষ্ট পরলয় ॥ (১)
 নিত্য পরলয় আর কহে জ্ঞানিগণ ।
 ব্রহ্মা আদি সর্গ জীবে হু অমুক্ষণ ॥
 কালবেগে জন্ম প্রলয় ক্ষণে ক্ষণে ॥
 প্রতি দেহে নিরন্তর গুণি অমুয়ানে ॥
 চতুর্বিধ প্রলয় কহিল সমাধানে ।
 বিস্তারিয়া কহিতে ব্রহ্মাহ নাহি জানে ॥
 কালক্রপী গগন জগত-বিশাখা ।
 উত্তপতি পরলয় তাঁর লীলা-কথা ॥
 দুর্লভ সংসার-যোগ সাগর তরিতে ।
 -গ্যাবশে যদি বাছা হয় কার চিতে ॥
 আন নৌকা নাহি কৃষ্ণ কথা-রস বিনে ।
 বহুবিধ দুঃখ দূর দহন তারণে ॥
 এই মহাভাগবত পুরাণ সংহিতা ।
 প্রকাশিল ভগবান সর্বলোকপিতা ॥
 স্থাপিলা ব্রহ্মার মুখে দেব হ্রদীকেশ ।
 ব্রহ্মা নারদে তেবে দিলা উপদেশ ॥
 নারদ ব্যাসের মুখে কৈল সমর্পণে ।
 বেদব্যাস বিস্তারিলা আমার বদনে ॥
 এই ভাগবত মহাপুরাণ সংহিতা ।
 সর্বপ্রতি সার বেদ-বেদান্ত সমুত্তা ॥
 কহিলেন সত্য শৌনকাদি মুনিগণে ।
 দীর্ঘ সত্রে সমুদিত নৈমিষ অরণ্যে ॥
 ভাগবত আচায্যের মধুরসংগী ।
 পরমার্থ-কথা কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী ॥

(১) পাঠান্তর,—

“এই রাজা কহিল আত্যন্তিক পবনয়”

ইতি ক্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে দ্বাদশস্কন্ধে

চতুর্থোহধ্যায়ঃ । ৪ ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

পদে পদে ইহাতে বর্ণিএ নিরন্তর ।
 পরম পুরুষ হরি অখিল যজ্ঞ ।
 ত্রৈলোক্য সৃষ্টি করে যার প্রসাদভঞ্জন ।
 ক্রোধে রক্ত জনমিল সংহারকারণ ।
 তুমি রাজ্য কুমতি ছাড়িয়া হরি ভজ ।
 মরিব আপনে হেন পশুবৃদ্ধি তেজ ॥
 না ছিলে পুরুষে তুমি জন্মিলে এখন ।
 দেহবত নাহি রাজ্য তোমার মরণ ॥
 আছিল নহিব আমি হেব আরবার ।
 পুত্র-পৌত্ররূপে জন্ম হইব অংমার ॥
 এ সকল মিথ্যা বত মনে অনুমান । (১)
 দেহ ভিন্ন তুমি ভিন্ন বিচারিয়া জান ॥
 কাণ্ড হনে ভিন্ন যেন বেকত আনল ।
 এইরূপে ভিন্ন তুমি ভিন্ন কলেবর ॥
 মাথা কাটা গেল হেন দেখএ স্বপনে
 স্বপনে আপনে মৈল হেন লয়ে মনে ॥
 সেহো রাজ্য কেবল দেহের মাএ দেখি ।
 অজর অমর জীব সৰ্বজীব-সাক্ষী ॥ (২)
 তাকিলে মাটির ঘট যেন দূর যায় ।
 ঘটের আকাশ যেন আকাশে মিলায় ॥
 এইরূপে ব্রহ্ম জীব দেহের মরণে ।
 ব্রহ্মময় হয়ে নিত্যময় সনাতনে ॥
 দেহ কর্মগুণ মনে করায় সৃজন ।
 দেবমারা সৃজে মন বন্ধনকারণ ॥
 এ সব সংযোগ হয় জীবের সংসার ।
 নহে সত্য নহে নিত্য অজ নিরাকার ॥

তৈল শলিতার আর দীপের আধার ।
 অগ্নির সংযোগে যেন দীপের আকার ॥
 যাবৎ এসব থাকে দীপের দীপত্ব ।
 এইরূপে দেহযোগে জীবের দেহত্ব ॥
 তিন গুণে দেহের জনম মৃত্যু ভয় (১) ।
 কার্য কারণের পর আত্মা নিত্যময় ॥
 আকাশ-স্বরূপ ঐব অনন্ত স্বরূপ ।
 নিরাকার নিরাদার নিরূপম-রূপ ॥
 এইরূপে আত্মা তুমি অনুমানে বুঝ ।
 বিমর্শিত করি চাহ পশুবৃদ্ধি তেজ ॥
 গুরু-উপদেশে চিন্ত পরবোধ কর ।
 কৃষ্ণচরণাবিন্দে বৃদ্ধি মন ধর ॥
 কে তুমি আপনে রাজ্য বুঝি বিচারে ।
 তক্ষকে তোমার না দংশিব কোন কালে ॥
 যে প্রভু যমের বম কাল-বিচালন ।
 সৰ্বভাবে কর তার চরণ-সেবন ॥
 আমি সেই ব্রহ্মতেত ব্রহ্ম সেই আমি (২) ।
 অপনাকে ভাব তুমি ব্রহ্ম হেন জানি ॥
 তক্ষকে দংশিব ততু তুমি না জানিবে ।
 আপনার ভিন্ন দেহ কাকে না দেখিবে ॥
 যে তুমি পুছিলে রাজ্য সকল কহিল ।
 কৃষ্ণের বিচিত্র লীলা শ্রবণমঙ্গল ॥
 কি আর শুনিতে রাজ্য ইৎসা কর মনে ।
 জিজ্ঞাসিলে কহিব তোবার বিজ্ঞানে ॥
 ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-বাণী ।
 পরীক্ষিত-জ্ঞানদান প্রেমতরঙ্গিনী ॥

(১) পাঠান্তর,—

“এ সব সকল মিছা মনে চেন মান ।”

(২) পাঠান্তর,—“অজ সৰ্বসাক্ষী ।”

(১) পাঠান্তর,—“হয়” ।

(২) পাঠান্তর,—

“আমি সেই ব্রহ্ম, যেই ব্রহ্ম সেই আমি ।”

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে বাদ*স্বকে

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

মৃত বোলে তুনি রাজা মূনির বচন ।
 পড়িলা ধরণীতলে ধরিয়া চরণ ॥
 মণ্ড পরণাম করি বুড়ি দুই কর ।
 কহে বিষ্ণুনাথ রাজা শুকের গোচর ॥
 অমুগ্রহ কৈলে মোরে তৈল সর্পিগতি ॥
 ভবকূপে উদ্ধারিলে তুমি দয়ানিধি ॥
 শ্রবণ-গোচর যোর কৈলে ভগবান্ ।
 সাক্ষাতে দেখায়া কৃষ্ণ কৈলে পরিব্রাণ ॥
 মহাত্ম অচ্যুত-চিন্ত য়ে পুরুষ হয় ।
 তার এহ অদভূত নহে অতিশয় ॥
 অমুগ্রহ করয়ে যে দান জন পাঞা ।
 জ্ঞানহীন ভব দাব-তাপিত দেখিয়া ॥
 শুনিল সকল মুঞি পুবাণ সংহিতা ।
 যাথে পদে পদে কহে কৃষ্ণগুণ-গাথা ॥
 তক্ষক করিয়া আব নাহি ভয়-লেশ ।
 নিকীর্ণ পরম পদে কৈল পরবেশ ॥
 তুমি দেখাইলে মোরে অভয়-শরণ ।
 আজ্ঞা দেহ গুরু মোর ছুটিল বন্ধন ॥
 বাক্য মন প্রবেশিয়া দেব নারায়ণে ।
 তেজমু শরীর আজ্ঞা মাজিল চরণে ॥
 অজ্ঞান খণ্ডিল মোর ভ্রম গেল দূর ।
 তত্ত্বজ্ঞান জনমিল মনোরথ পুর ॥
 তুমি দেখাইলে হরিপদ স্মরণ ।
 অচ্যুত পরমানন্দ অতম কুশল ॥
 রাজার বচন শুনি শুক মহামুনি ।
 ধন্ত সাধুবাদ করি রাজারে বাখানি ॥
 চলিলা আপন স্রুখে ব্যাসের নন্দন ।
 পুজিয়া পাঠাইল রাজা সঙ্গে মূনিগণ ॥
 তবে পরীক্ষিত রাজা বসিলা ধোয়ানে ।
 আপন হৃদয়ে কৈল আত্মসমাধানে ॥
 পূৰ্ব্ব অগ্রে কৃশ পাতি তাহার উপরে ।
 বসিলা উত্তরমুখে ভাগীরথী-কূলে ॥
 পবন কুথিয়া রহে বেন তরুণ ।
 মহাযোগী যোগবলে রহিল নিশ্চল ॥
 হেনকালে বিজয়ন্ত-আজ্ঞা শিরে ধরি ।
 চলিল তক্ষক মাগ মনে ভয় করি ॥
 পথে কস্তপের সহে হৈল দয়ন ।

কস্তপ পুড়িল তারে করি সন্তাপ ॥
 তক্ষকে কহিল কখনে সর্প বিবরণ ।
 বিজয়ন্ত-শাপে পর্শীক ৩-বিনাশন ॥
 বিজয়ন্ত-বাক্য চাঃঃ কারণে পালন ।
 দংশিয়া রাজারে ভয় করিব এখন ॥
 এ বোল শুনিঞা মিল কস্তপে উত্তর ।
 আমি জীয়াইব রাজা তোমার গোচর ॥
 তবে তাথে বহুধন দিয়া ফলধর ।
 বাহুড়িয়া কস্তপে পাঠাইল নিবধর ॥
 কামরূপী তক্ষক ধরিয়া বিজবেশ ।
 গুল মাঝে কৈল তা মন্দিরে প্রবেশ ॥
 স্তম্ভরূপ ধরি রাজার দংশিল চরণে ।
 ভয় হৈল রাজ কলেবর সেইক্ষণে ॥
 গরল আনিলে ভয় হৈল কলেবর ।
 হাহাকার শব্দ উঠিল কোলাহল ॥
 সব লোকে দেখিয়া লাগিল চমৎকার ।
 স্বর্গ মর্ত্য পাতালে উঠিল হাহাকার ॥
 স্বর্গে সুরবধু নাচে পুষ্প-বরিষণ ।
 গন্ধর্ব্ব কিররে গায় হৃদ্যুতি বাজন ॥
 সাধু সাধু করিয়া বাগানে সুরগণে ।
 চলিল বৈকুণ্ঠে রাজা ছুটিল বন্ধনে ॥
 শুনিয়া জনমেজয় সব বিবরণ ।
 তক্ষকে তক্ষিল পিতা বাহার কারণ ॥
 ক্রোধে রাজা জলে বেন প্রেলয়-আনল ।
 বাজিক ব্রাহ্মণগণ আনিল সত্তর ॥
 সর্পসত্তে আরম্ভিল সর্প-বিনাশন ।
 কুণ্ডে আসি পড়ে সর্প মস্তকের কারণ ॥
 পুড়িল সকল সর্প সৃষ্টি নাশ হয় ।
 তক্ষক পালাঞা বুলে আকুলহৃদয় ॥
 ইচ্ছের শরণ গিয়া পশিল তরাসে ।
 লুকায়া খট্টার তলে রহে গুপ্তবেশে ॥
 ক্রোধিত জনমেজয় বোলে কোন বাণী ।
 পড়ুক সকল সর্প কিছু রাখ জানি ॥
 গোড়া গেল সব সর্প যজ্ঞ অবশেষে ।
 তবে কেনে বিজগণ তক্ষক না আইসে ॥
 রাজার বচন শুনি বোলে বিজগণ ।
 তক্ষকে লইল সিংহ ইচ্ছের শরণ ॥

দেখিয়া শরণাগত ইন্দ্র রক্ষা করে ।
 তক্ষক পোড়াব রাজা কোন পরকারে ॥ (১)
 শুনি বলে জন্মেজয় বিপ্রে'র বচন ।
 ইন্দ্র সহে তক্ষক না পোড়ে কি কারণ ॥
 রাজার বচন শুনি যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণে ।
 ইন্দ্র সহে তক্ষক হনিল হতাশনে ॥
 পড় পড় স্বাহা মন্ত্রে বেদবাণী ধর ।
 ইন্দ্র সহে পড় সর্প বিলম্ব না কর ॥
 চলিল আসন ইন্দ্র রহিল বিমানে ।
 সগণে তক্ষক সহ রহিল গগনে ॥
 সগণে পড়িব ইন্দ্র দেখি বৃহস্পতি ।
 শান্তিল রাজারে তবে করি নানা স্তুতি ॥ (২)
 না কর না কর রাজা যতন বিফল ।
 পুড়িব না মরিব তক্ষক অমর ॥
 অমৃত মথনে নাগ কৈল সাধুপান ।
 মারিতে নারিবে সপ্ত দেহ সমাধান ॥
 জন্ম মরণ দেখ নিজ কর্মফলে ।
 যার যেন অদৃষ্ট তাহারে তেন মিলে ॥
 উত্তম-অধমগাত অদৃষ্টে করায় ।
 যার যেন সত্যশ্রুত সেই গতি পায় ॥
 তার তেন ফল ধরে যে করে বিধাতা ।
 যার যেন কর্ম তাহা না হয়ে অন্তথা ॥
 সর্প চোর ক্ষুধা ব্যাধি অদৃষ্টে ঘটায় ।
 যার হাথে যার মৃত্যু সংযোগ করায় ॥
 নিজ নিজ কর্ম জন্ম ভুজ্ঞে আপনার ।
 তার তেন ঘটে যেন অদৃষ্ট তাহার ॥
 অদৃষ্টে যে ঘটে তার অদৃষ্ট প্রধান ।
 এ বোল বুঝিয়া যজ্ঞ কর সমাধান ॥
 বিনা দোষে সর্প পুড়ি মারিলা বিস্তর ।
 এত দূরে সমাধিয়া রহ নরেশ্বর ॥
 প্রবোধ-বচন শুনি নৃপতি প্রধান ।
 মূনির বচনে দিল যজ্ঞ সমাধান ॥
 বৃহস্পতি পূজিয়া পাঠাইল সুরপুরে ।
 এই বিষ্ণু মহামায়া কহিল তোমারে ॥
 এই বিষ্ণু-মায়া-বিমোহিত চরাচর ।
 বিষ্ণুমায়া-বিনির্মিত আদ্রক্ষ স্বাবর ॥

মায়া-আজ্ঞাকারী যার মায়া রহে দূরে ।
 যার আজ্ঞা সাবধানে বহে সুরাসুরে ॥
 বিবিধ বিবাদ যাথে নাহি ছল তর্ক ।
 সকল বিকল নাহি কপট সম্পর্ক ॥
 সূক্ষ্ম নাহে স্রষ্টা নাহে নাহে জীব কাল ।
 বাধ্য বাধক নাহি নিষেধ যাহার ॥
 সেই সে পরমপদ কহে মুনিগণ ।
 অশেষ-নিষেধ-শেষ ব্রহ্ম সনাতন ॥
 একান্ত সৌন্দর্য্যভাবে সমাহিত-চিন্তে ।
 দুঃখতি ছাড়িয়া যদি চিন্তে হৃদি গতে ॥
 সেই সে পরমব্রহ্ম বিয়ুপদ পায় ।
 মুঞি যোর হেন যার ভেদ দূরে যায় ॥
 দেহ গেহ মুঞি যোর ছাড়িব গেযানে ।
 অভিবাদ না করিণ কারো অপমানে ॥
 বৈর না করিব কভু নরদেহ পায়্যা ।
 শত্রু মিত্র কেহ নাহে সব বিয়ুমায়া ॥
 নমো নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণু ভগবান্ ।
 নমো নমো হৃষীকেশ পুরুষ পুরাণ ॥
 যার পাদপদ্ম মকরন্দ দান বেশে ।
 পুরাণ সংহিতা এই পটিলু বিশেষে ॥
 শুনিঞা শৌনক মূনি হরষিত মনে ।
 আর এই জিজ্ঞাসিল স্মৃত সন্নিধানে ॥
 বেদ-বিশারদ বেদব্যাস শিষ্যকুলে ।
 এক বেদ বিতর্জিল কত পরকারে ॥
 কহ স্মৃত মহাভাগ বেদের বিস্তার ।
 তবে স্মৃত মূনি দিল উত্তর তাহার ॥
 হৃদয়-আকাশে যদি দিল দরশনে ।
 তবে নাদ জনমিল ব্রহ্মার আননে ॥
 যে নাদ চিন্তিয়া যোগী হৈলা তবে পায় ।
 সেই নাদে তিন বর্ণ জন্মিল ওকার ॥
 ওকারে জন্মিল বেদ হুঁকা চারি ভেদ ।
 বহু শাখা হৈল যার নাহি পরিচ্ছেদ ॥
 সেই চারি বেদ বেদব্যাস শিষ্যগণে ।
 বহু শাখা করি পাঠাইল জনে জনে ॥
 তারা তারা নিজ শাখা বহু শাখা করি ।
 বিভাগিল বেদশাখা গণিতে না পারি ॥
 কিছু বিভাগিলা স্মৃত মূনিগণ-হানে ।
 আমি কিছু কহিল অলপ সমাধানে ॥
 ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-বাণী ।
 পরীক্ষিত দেহভ্যাগ প্রেমভরবিশি ॥

(১) পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকের পাঠ, "অতএব

তক্ষক না আসে এধাকারে" ।

(২) পাঠান্তর,—"শান্তিল রাজার ভরে" ।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে দ্বাদশস্কন্ধে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ । ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায় ।

বেদাচার্য্য মুনিগণ বহুশাখা করি ।
পঢ়াইল বহু শিষ্য বেদ-অধিকারী ॥
কহিল সকল তোমা-সব বিদ্যমানৈ ।
পুরাণ-লক্ষণ কহি শুন সাবধানৈ ॥
সর্গ বিসর্গ বৃত্তি রক্ষা মনস্তর ।
বংশাবলী রাজবংশ-চরিত্রে সুন্দর ॥
প্রলয় বাসনা আর জীবের আশ্রয় ।
এই দশ লক্ষণ পুরাণ-পরিচয় ॥
কেহ পঞ্চবিধ কহে পুরাণ-লক্ষণ ।
অল্প বড় ব্যবস্থায় করি নিরূপণ ॥
অষ্টাদশ পুরাণ বাখানৈ মুনিগণে ।

ব্রহ্ম পুরাণ পদ্ম বিষ্ণু শিব নামে
লিঙ্গ পুরাণ আর গরুড় পুরাণ ।
নারদীয় পুরাণ যচা গাগবত নাম ॥
অগ্নি পুরাণ স্বন্দ ভবিষ্য পুরাণ ।
ব্রহ্মবৈবর্ত আর মার্কণ্ডেয় নাম ॥
বামন বরাহ মৎস্য কুর্খ নাম ধরি ।
ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ এই অষ্টাদশ গুলি ॥
বিষ্ণুখরিয়া বেদশাখা কহিল সকল ।
তবে আর কি কহিব কহ মুনিবর ॥
গদাধর-পদগুণ এই রস জ্ঞান ।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে দ্বাদশস্কন্ধে

সপ্তমোঃধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায় ।

শুনিঞা শৌনিক মুনি শ্রুতের বচন ।
সাধু সাধু বাখানিঞা কি বোলে বচন ॥ (১)
জীয় জীয় শ্রুত তুমি জীয় চিরকাল ।
তুমি দেখাইলে ঘোর সংসারের পার ॥
হেন শুনি চিরজীবী মার্কণ্ডেয় মুনি ।
কল্পক্ষয়ে নৈল বার মৃত্যু হেন ধ্বনি ॥
আমার পুরুষ বংশে তাহার উৎপত্তি ।
প্রলয়ে আছিল তঁহো এ কোন্ মুকুতি ॥
নাহি হয় পরলয় ইহার ভিতরে ।
কিরূপে ভাসিল তঁহো প্রলয়-সাগরে ॥
অদ্ভুত বালক মুনি দেখিল নিকটে ।
শরনে আছিল শিশু বটপত্রপুটে ॥
এ বড় সংশয় শ্রুত অতি কূতূহল ।
কহিবে তোমার নাহি কিছু অগোচর ॥
শ্রুত বলে ধন্ত ধন্ত মুনির প্রেধান ।
ভাল প্রশ্ন কৈলে তুমি লোক পরিজ্ঞান ॥

নারায়ণ-কথা যথা কলিমলহরা ।
সর্বকীর্ত্তি বৈসে তথা শ্রুতি-মনোহরা ॥
মার্কণ্ডেয় মহামুনি মৃক-কুমার ।
বাগে যদি কৈল তারে ব্রাহ্মণ-সংসার ॥
পঢ়িল সকল বেদ ঋক্-কুলে বসি ।
ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতধর পরম তপস্বী ॥
দণ্ড কয়শুলু করে শিরে জটাতার ।
যজ্ঞশ্রুত কৃষ্ণাজিন পরে বৃক্-ছাল ॥
গুরু দ্বিজ বহি সূর্য্য পূজে তিন কালে ।
ত্রিকাল পূজয়ে হরি হৃদয়-কমলে ॥
ভিক্ষা মাগি আনি করে গুরু-সমর্পণ ।
গুরু যদি আজ্ঞা করে করয়ে ভোজন ॥
গুরু আজ্ঞা নহে যদি করে উপবাস ।
এইরূপে করে দ্বিজ গুরুকুলে বাস ॥
তপ আরন্তিল তবে মুনির প্রেধান ।
অবৃত্ত অবৃত্ত কত বৎসর প্রমাণ ॥
কৃষ্ণ আরাধিয়া মৃত্যু জিনিল ব্রাহ্মণে
ব্রহ্মা ভব আদি যত সুর মুনিগণে ॥
দেব ঋষি পিতৃগণ শুনিয়া বিস্মিত ।
হেন মহাব্রতধর মুনি শ্রুতরিত ॥

(১) পাঠান্তর,—

“সাধু সাধু বাখানিঞা বলেন কখন”

অন্তর,—“আহ্লাদে পরিপূর্ণ হয় সর্বজন” ।

কদম্ব-পঙ্কজে হরি করিয়া ধোয়ান ।
 যোগবলে কৈলা যোগী চিত্ত সমাধান ॥
 সমাধি করিয়া যোগী রহিলা ধোয়ানে ।
 ছয় মনস্তর বহি গেল এইমনে ॥
 সাত মনস্তর বেলে দেব পুন্দর ।
 শুনিয়া মূনির তপ চিহ্নিল অন্তর ॥
 তপোভঙ্গ করিতে চিহ্নিল পরকার ।
 গন্ধর্ব্ব অঙ্গরাগণে পাঠায় তৎকাল ॥
 বসন্ত মলয় বাত কাম পঞ্চশর ।
 দন্ত লোভ মদ মান পাঠায় সত্তর ॥
 তারা সব শীঘ্র গেল মূনির আশ্রমে ।
 হিমালয়পর্ব্বত-উত্তর তপোবনে ॥
 পুষ্পাত্মা নদী বাহা বিচিত্র পাষণ ।
 পুণ্যাত্ম (১) লতাবলী ললিত উদ্যান ॥
 পুণ্য ঘিঙ্কুলাকুল পুণ্য জলাশয় ।
 মস্ত শুক পিকবর ভ্রমর সঞ্চয় ॥
 মস্ত বিহগকুল শব্দ ঝঙ্কার ।
 মস্ত ময়ূর নট নটন বিহার ॥
 মন্দ মাক্ত বহে হিমকণজাল ।
 কুম্ভ বরিষে গন্ধ মদনবিকার ।
 উদিত রজনী-নাথ রজনীবদন ।
 প্রবাল-স্তবকজাল ক্রম আলিঙ্গন ॥
 মূর্ত্তিমান হৈল আশি সাক্ষাত বসন্ত ।
 গন্ধর্ব্ব কিম্বরে গায় সুগীত সুমন্দ ॥
 রতিপতি দরশন দিল কুলশরে ।
 সুর-বিভাধরী সূতা করে মনোহরে ॥
 আসিয়া দেখিল মূনি মুদিত লোচন ।
 মহাতেজোময় যেন দীপ্ত হত্যাশন ॥
 ইন্দ্রের নাচনী নাচে মূনির গোচরে ।
 বীণা বেণু মৃদঙ্গ বাজন মনোহরে ॥
 পঞ্চশর মদন ঘুড়িল শরাসনে ॥
 সাক্ষাতে বসন্ত কৈল পুষ্প বরিষণে ॥
 সমুখে পুঞ্জিগুহলা গৌড়ীা খেলায় ।
 স্তনস্তর ললিত ময়ূর গতি যায় ॥
 বিগলিত কেশবন্ধ বিলোমিত মালা ।
 বিষটিত ভল্লাস কটিতে মেখলা ॥
 পবন-চলিত বাস মদন-বিলাস ।
 ভুরুভঙ্গ বিকসিত মন্দ মধুহাস ॥
 পঞ্চশর পঞ্চ বাণে বিক্সিল অন্তর ।
 চৌদিকে খেচিল মূনি ইন্দ্রের কিঙ্কর ॥

কেবা কত লীলা কৈল কত পরকার ।
 কেহো না পারিল তপোভঙ্গ করিবার ॥
 মূনির শরীর-তেজে দহে কণেবর ॥
 বাহুড়িয়া গেল যত ইন্দ্রের কিঙ্কর ।
 কহিল সকল কথা ইন্দ্রের গোচর ॥
 বিষয় পলিল ইন্দ্র চিহ্নিল বিষয় ॥
 এইরূপে তপোযোগ সমাধি ধোয়ানে ।
 নিরস্তর চিন্তে হরি চিত্ত সমাধানে ॥
 অমুগ্রহ করিতে আপনে ভগবান্ ।
 দরশন দিলা নর-নারায়ণ নাম ॥
 শুক কৃষ্ণ দু'হার বরণ মনোহর ।
 নবকল্প বিলোচন ভুবন স্নন্দর ॥
 চাক চতুভূজ মহাপুরুষ লক্ষণ ।
 বাঘছাল বৃক্ষছাল দু'হার বশন ॥
 দণ্ড কমণ্ডলু ধরে পবিত্র মেখলা ।
 ব্রহ্মহুত্রে কটিস্থরে ধরে অক্ষমালা ॥
 দীর্ঘ মহাভূজ ক্রটি তড়িত প্রবাল ॥
 নর-নারায়ণ ঋষি জগতনিবাস ॥
 দেখিয়া সন্তোষে মূনি উঠিলা সত্তরে ।
 দণ্ড পরণাম করি পড়ে ভূমিতলে ॥
 অন্তরে বাহিরে হৈল আনন্দ তরঙ্গ ।
 নয়নে আনন্দ-জল পুলকিত মন্দ ॥
 করযোড়ে করে স্তোত্র প্রণতকর ।
 নমো নমো নারায়ণ গঙ্গাদ অন্তর ॥
 রতন আসনে মূনি বসায়্যা আদরে ।
 পুণ্যজল দিয়া তাঁর চরণ পাখালে ॥
 ধূপ দীপে পূজে মূনি শ্রুগন্ধি চন্দনে ।
 পুনঃপুন প্রণময়ে বিনয় বিধানে ॥
 স্তুতি করে মুনিরাজ শিরে ধরি কর ।
 কি বর্ণিব প্রভু তুমি প্রকৃতির পর ।
 তোমা হনে সর্ব্ব জীব হয়ে উতপন্ন ।
 সকল ইন্দ্রিয়গণ বুদ্ধি বাণী মন ॥
 তোমা হনে উতপতি সঞ্চার সংহার ।
 তুমি সর্ব্বগতি পতি ভুবন-আধার ॥
 তথাপি ভকত বন্ধু প্রিয় হিতকারী ।
 তোমার মহিমা নাথ কি কহিতে পারি ॥
 লোক-পরিত্রাণ-হেতু কর অবতার ।
 আপনে অজিয়া পাল করহ সংহার ॥
 শ্রতিমুখে যেকূপে দিয়ার মূনিগণ ।
 স্তবন প্রণাম করে অর্চন বন্দন ॥
 সেই নারায়ণ তুমি প্রভু ভগবান্ ।
 দরশন দিলে যোরে কৈলে পরিত্রাণ ॥

তোমার পদারবিন্দ নির্মাণ নিধান ।
না ভজিলে কতু নহে এ লোক কল্যাণ ॥
কালরূপে কর তুমি জগত সংহার ।
ভূকৃভঞ্জে হয় ব্রহ্মপদ অধিকার ॥
তোমার মায়ায়ে তিন গুণ উপাদান ।
সত্ত্ব রজ তম এই ধরে তিন নাম ॥
সেই তিন গুণে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ।
এ সব তোমার লীলা কত কত হয় ॥
নমো নমো নারায়ণ ঋষি পুরাতন ।
নমো বিশ্বগুরু বিশ্বময় নরোত্তম ॥
নমো নমো নারায়ণ ভবভয়ধ্বংস ।

নমো নমো নিগম দ্বৈত পরহংস ॥
কেবল ইচ্ছায় পথে ভ্রমমতি জনে ।
হৃদয়ে থাকিতে কেহ তবু নাহি জানে ॥
সত্যের অন্তরে বৈস অন্তর্যামী রূপে ।
তথাপি তোমায়ে কেহ না জানে স্বরূপে ॥
শঙ্কর বিরক্তি তোমার মায়ায়ে মোহিত ।
না বুঝে তোমার তত্ত্ব নিগম-গোপিত ॥
বন্দে মহাপুরুষ তোমার পাদপদ্ম ।
নিগূঢ় পরমানন্দ ভক্তিচিন্ত-সদ্ব ॥
এইরূপে স্তুতি কৈল মুনি যোগেশ্বর ।
ভাগবত-আচাৰ্য্যের প্রবন্ধ সুন্দর ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে দ্বাদশ স্কন্ধে
অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায় ।

এইরূপে স্তুতি কৈল মার্কণ্ডেয় মুনি ।
নয়-নারায়ণ দেব বোলে কোন বাণী ॥
শুন শুন যোগেশ্বর হৈল সর্বসিদ্ধি ।
সমাধি ধারণা ধ্যান কৈলে নিরবধি ॥
ভক্তিতাবে তপ তুমি কৈলে নিরন্তর ।
বর মাগ তৈষ্ঠ হৈল দিব দিব বর ॥
বর মাগ যোগেশ্বর যে হয় বাঞ্ছিত ।
দরশন বিফল নহিব কদাচিত ॥
করষোড়ে কহে মুনি দেব দেবেশ্বর ।
অচ্যুত পরমানন্দ ভকত-বৎসল ॥
এই বরে আর মম নাহি প্রয়োজন ।
চর্য্যচক্ষে সাক্ষাতে তোমার দরশন ॥
অজ্ঞ ভব করে যার চরণ ধোয়ান ।
হেন প্রভু সাক্ষাতে দেখিল বিভ্রম্যান ॥
শতপত্রেন্দ্রে পুণ্যলোক শিখামণি ।
যদি বর দিবে নাথ দেব চক্ৰপাণি ॥
দেখাও তোমার মায়া দেব দেবেশ্বর ।
কিঞ্চিত হাঙ্গিরা প্রভু দিল সেই বর ॥
বর দিয়া গেলা হরি বদরিকাশ্রমে ।
চিন্তিতে চিন্তিতে মুনি রহিলা ধোয়ানে ॥
সর্বঠাই রহে হরি চিন্তিতে বিহবল ।
শ্রেয়স্তরে ক্লেণে ক্লেণে পাসরে সকল ॥
পুষ্পভদ্রা নদীতীরে পুণ্য তপোবনে ।
এইরূপে আছে মুনি গোবিন্দ ধোয়ানে ॥

হেনকালে হৈল মহা পরচণ্ড বাত ।
মহাভয়ঙ্কর মেঘ শব্দ উতপাত ॥
চলিত তড়িত জ্বাল বিশাল গর্জ্জন ।
পরচণ্ড মহামেঘ ধারা বরিষণ ॥
চারি দিগে দেখা দিল এ চারিসাগর ।
গভীর সমীর ঘোর তরঙ্গ হিমোল ॥
মহার্ণব ভয়ঙ্কর মকর কুন্তীর ।
জগত মজিল জলে শব্দ গম্ভীর ॥
ধরণী মজিল যদি প্রলয়-সাগরে ।
তরাসে মুদিল আঁখি মুনি যোগেশ্বরে ॥
ঘূর্ণিত প্রলয় জল-তরঙ্গ কম্বোল ।
নির্ধাত নিষ্ঠুর ধারাপাত উত্তরোল ॥
দশদিগ অন্তরীক্ষ নক্ষত্রমণ্ডল ।
স্বর্গ মর্ত্য ত্রৈলোক্য শব্দ দিনকর ॥
মজিল প্রলয়-জলে সব চরাচর ।
সবে মাত্র ভাসে মুনি জলের উপর ॥
ক্ষুণ্ণায় তুষার বিপ্র ভ্রমিয়ে বেড়ায় ।
এদিগে ওদিগে ঘোর তরঙ্গে চালায় ॥
বৎস মকরে বেচি বাইবারে আইসে ।
আকুল হৃদয়ে মুনি সিঁদুজলে ভাসে ॥
ক্ষেণে ক্ষেণে মহাগর্ভ জলে হয় তল ।
ডুবে ডুবে উঠে ক্ষেণে দেখিয়া ফাঁকর ॥
তরঙ্গে তুলিয়া ক্ষেণে আছাড় নিধাসে ।
ক্ষেণে ক্ষেণে মহামৎস ধরিয়া গরাসে ॥

ক্ষেণে শোক ক্ষেণে মোহ ক্ষেণে দুঃখ ভয় ।
 ক্ষেণে ভূবে ক্ষেণে উঠে আকুলহৃদয় ।
 এইরূপে ভ্রমে বিপ্র প্রলয়-সাগরে ।
 অমৃত অমৃত শত সহস্র বৎসর ।
 এইরূপে ভ্রমে বিপ্র আকুলহৃদয় ।
 কোথা হনে কোথা যায় না দেখে আশ্রয় ।
 এইরূপে কত কোটি রাহিল বৎসর ।
 আকুল হৃদয়ে বিপ্র ভ্রমে নিরন্তর ।
 এক দিন দেখে বিপ্র একখানি স্থল ।
 এক বটবৃক্ষ দেখে তাহার উপর ।
 ফল ফলে লম্বিত পল্লব বিরাজিত ।
 ললিত কোমল নবদল সুরঞ্জিত ॥
 পূর্ব উত্তর ভাগে আছে এক শাখা ।
 তাহার উপরে এক শিশু দিল দেখা ॥
 বট পাত্রে আছে শিশু কবিবা শয়ন ।
 মহা মদকত শ্যাম রাজীব লোচন ॥
 নিজ তেজে নিবারিল মহা অন্ধকার ।
 কনুগীব সুবলিত বক্ষ সুবিশাল ॥
 সুন্দর সে ভূক ভজ মন্দ মধু হাস ।
 ললিত লহরী বাত-বিলোলিত বাস ॥
 বিজ্ঞান-অধর-ভাঙ্গা বদ্যান মণ্ডল ।
 বিলোল অলকাবলী কপোল সুন্দর ॥
 মনোহর শ্রুতিযুগ মকর কুণ্ডল ।
 ত্রিবলী বলিত নাভি গভীর উদর ॥
 চরণ-পঙ্কজ ধরি বদ্যান-পঙ্কজে ।
 অঙ্গুলি পল্লব চূষে ধরি দুই ভুজে ॥
 দেখিয়া বিস্মিত মুনি কুল বিলোচন ।
 শিশু দরশনে গেল সব পরিশ্রম ॥

ভাবে পুলকিত অঙ্গ গদ গদ ভাবে ।
 পুছিবার তরে মুনি গেলা শিশু পাশে ॥
 মুখের শোয়াসে মুনি গর্ভে প্রবেশিল ।
 মশা এক শুটী যেন ভ্রমিতে লাগিল ॥
 গর্ভের ভিতরে মুনি দেখে ত্রিভুবন ।
 পূর্ববত বিস্ময়ে পড়িল ততক্ষণ ॥
 দশদিগ অন্তরীক্ষ আকাশমণ্ডল ।
 নদ নদী গিরি দরী কন্দর সাগর ॥
 বন উপবন পুর নগর আশ্রম ।
 পঞ্চভূত-বিরচিত স্থাবর ভঙ্গম ॥
 সুরাসুর গন্ধর্ব্ব কিম্বর বিভাধর ।
 শশা সূর্য্য গ্রহগণ নক্ষত্রমণ্ডল ॥
 পুষ্পভদ্রা নদী সেই গিরি হিমালয় ।
 দেখিয়া আকুল মুনি পড়িল বিস্ময় ॥
 ত্রিভুবনে দেখে মুনি উদর ভিতরে ।
 মুখের নিখাসে পুন পড়িল বাহিরে ॥
 পুনরপি ভাসে সেই প্রলয় সাগরে ।
 সেই বটবৃক্ষে শিশু দেখে আর বারে ॥
 সেই বটপত্রপটে করিয়া শয়ন ।
 করে ধরি চূষে শিশু আপন চরণ ॥
 বালক দেখিয়া মুনি পুরিল হরিরে ।
 আলিঙ্গন দিতে ধায়্যা গেল শিশুপাশে ॥
 হেন কালে অন্তর্দ্বান কৈল শিশুবর ।
 নাহি বট নাহি জল প্রলয়-সাগর ॥
 পূর্ববত রহে মুনি আপন আশ্রমে ।
 সেই পুষ্পভদ্রা নদী সেই তপোবনে ॥
 ভাগবত আচাৰ্য্যের মধুরস-বাণী ।
 মার্কণ্ডেয় উপাখ্যান ৭ মতরঞ্জিনী ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে দ্বাদশ স্কন্ধে

নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

দশম অধ্যায় ।

স্মৃত বোলে স্তন মুনি অপর্ক্স কাহিনী ।
 বিস্ময়ে পড়িয়া রহে মার্কণ্ডেয় মুনি ॥
 ঈশ্বর নির্মিত মায়া-প্রভাব দেখিয়া ।
 নিশ্চলে রহিলা মুনি বিস্ময় ভাবিয়া ॥
 প্রভুর চরণে মুনি পশিয়া শরণে ।
 বহুবিধ কৈল স্তুতি প্রণতি বন্দনে ॥
 হেনকালে ভবদেব ভবানী সহিতে ।
 বুধ-আরোহণ করি যায় শূন্তপথে ॥

সিদ্ধগণ সঙ্গে শিব করে পর্য্যটন ।
 দেখিয়া পার্ক্সভী বিপ্রো কি বোলে বচন ॥
 দেখ দেখ শিবদেব শঙ্কর মহেশ ।
 তপ সাধে মহামুনি করি নানা ক্রেশ ॥
 সকল ইন্দ্রিয়গণ রুধিয়া শরীরে ।
 পবন রুধিয়া যোগী রহে যোগবলে ॥
 তপ সিদ্ধি কত তুমি দেহ বরদান ।
 সিদ্ধিদাতা তুমি ওড়ু হয় তগবান ॥

এতেক বচন শুনি হর মহেশ্বর ।
 পার্শ্বতীর তরে দিল প্রবেশ উত্তর ॥
 এ ধন সম্পদ বিপ্র না মাগে মুকতি ।
 গোবিন্দ চরণে মাগে একান্ত ভকতি ॥
 হরি ভক্তি হৈল দূর গেল ভবতাপ ।
 তথাপি বিপ্রের সঙ্গ করিব আলাপ ॥
 এই সে পরম লাভ বৈষ্ণব-সত্তাবা ।
 ভক্তগণ সঙ্গ করি ভকতি জিজ্ঞাসা ॥
 এতেক বচন বুলি ভবানী সহিতে ।
 সগণে নাছিল শিব বিপ্র সন্তোষিতে ॥
 সর্ব বিজ্ঞাবিশারদ শাস্ত্রজ্ঞ গতি ।
 বিপ্র-সন্তোষিতে গেল ত্রিভুবন পতি ॥
 সাক্ষাতে হৈলা গিয়া পার্শ্বতী শঙ্কর ।
 না জানে ব্রাহ্মণ কিছু কেবা নিজপর ॥
 নিম্নলি আছিল মূর্খ সমাধি ধারণে ।
 সাক্ষাতে শঙ্কর দেবী সে কিছু না জানে ॥
 তবে শিব কৈল তার হৃদয়ে প্রবেশ ।
 অষ্টভুজ ভক্তি পিঙ্গল জটা কেশ ॥
 বাঘ ছাল পরিধান এ তিন লোচন ।
 ভাস্ববিভূষিত কোটি সূর্য্য বিলোচন ॥
 খজা চর্ম্ম ধমুর্কাণ ডমরু কপাল ।
 অষ্টভুজে বিরাজিত ত্রিশূল কুঠার ॥
 হৃদয়ে দেখিয়া শিব ব্রাহ্মণ বিস্মিত ।
 একি একি বুলি বিপ্র হৈল চমকিত ॥
 সমাধি ভাঙ্গিয়া বিপ্র মেলিল নয়ান ।
 সগণে দেখিল শিব নিজ সন্ন্যাসান ॥
 সন্ন্যাসে উঠিয়া বিপ্র কর ষোড় করি ।
 দণ্ড পরগাম কৈল ভূমিকলে পড়ি ॥
 কুশল জিজ্ঞাসা কৈল স্বাগত বচনে ।
 পান্ড অর্ঘ্য দিয়া শিব পুঞ্জিল সগণে ॥
 ধূপ দীপ গন্ধ পুষ্প নানা উপহারে ।
 ভক্তিভাবে পুঞ্জি শিব ব্রাহ্মণকুমারে ॥
 নমো নমো হর মহাদেব মচেশ্বর ।
 নমো ভবভয়হর গিরীশ শঙ্কর ॥
 এত স্তুতি করি বোলে হুই কর যুড়ি ।
 পূর্ণকাম প্রভু তুমি সর্ব অধিকারী ॥
 মুঞি কি কহিব নাথ চরণে গোচর ।
 আমি দীন হীন তুমি মহা মহেশ্বর ॥
 এত স্তুতি কৈল যদি ব্রাহ্মণ-তনয় ।
 কহিতে লাগিল তব শিব দয়াময় ॥
 বর মাগ বিপ্র তুমি যত ইচ্ছা মনে ।
 সেই বর দিব আমি তোমার কারণে ॥

আমার সাক্ষাত কত না হয় বিফল ।
 বর মাগ বরদাতা আমি মহেশ্বর ॥
 শাস্ত্র ভূতহিতরত নির্মল শরীর ।
 তত্ত্বজ্ঞান সঙ্গ-বিবজ্জিত দয়াময় ॥
 সমদৃষ্টি হৈয়া যুত নিকের ব্রাহ্মণ ।
 সর্বদেব করে তার ঈর্ষান বন্দন ॥
 ইন্দ্র অগ্নি দেব তার করে উপাসনা ।
 ত্রিভুবনে কেবা জানে বৈষ্ণব-মহিমা ॥
 আমি ভব ব্রহ্মা দেব আপনে শ্রীহরি ।
 অর্চন বন্দন সেবা আমি সবে করি ॥
 আমি ভব ব্রহ্মা বিষ্ণু এ তিন ঈশ্বরে ।
 তিলেকে না দেখে ভেদ ভক্ত সাধুরে ॥
 তে-কারণে বিপ্র আমি তোমাকে সন্তোষি ।
 পরম বৈষ্ণব তুমি সর্বগুণরাশি ॥
 জলময় তীর্থ দেব শিলা-ধাতুময় ।
 এ সবে পবিত্র কায় চিরকালে হয় ॥
 তুমি সব দৃষ্টি মাত্রে কর পরিত্রাণ ।
 তে-কারণে আইলা এ আমি তোমা বিজ্ঞমান ॥
 নিতি নিতি করি বিপ্রকূলে নমস্কার ।
 ব্রাহ্মণ প্রসাদে সব সম্পদ আমার ॥
 বেদময় বিপ্র সর্ব দেবরূপ ধরে ।
 সর্বদেব সর্ববেদ বিপ্র কলেবরে ॥
 হরিভক্তি যত বিপ্র উদার চরিত্র ।
 শ্রবণ কীর্তনে করে জগত পবিত্র ॥
 পতিত পামর মহাপতকী চণ্ডাল ।
 দরশন মাত্রে শুদ্ধ হবে অনাচার ॥
 এতেক বচন যদি বলিল শঙ্কর ।
 অমৃতের ধারা যেন স্রুতি-মনোহর ॥
 প্রলয়সাগরে বিপ্র ভ্রমিঞা দুঃখিত ।
 তাথে চিরকাল বিফলমুখাবিমোহিত ।
 শিবের অমৃত বাণী শুনিঞা শ্রবণে ॥
 খণ্ডিল সকল ক্লেশ কহে সাবধানে ।
 ঈশ্বরচরিত্র নাথ বুঝি না যায় ।
 কে বুঝে ঈশ্বর-দ্বীপ কেবা অস্ত্র পায় ॥
 ঈশ্বরে প্রণাম করে অধীন কিঙ্করে ।
 ধর্ম্ম লগ্ন্যহঁতে ভৃত্যজ্ঞানে স্তুতি করে ॥
 ঈশ্বরে বুঝায় ধর্ম্ম ঈশ্বরে লগ্ন্যয় ।
 ঈশ্বরে করিয়া কর্ম্ম জগতে করায় ॥
 এতেক ঈশ্বর ভেজ না টুটে না বাটে ।
 কৃহকের মায়া যেন কৃহকে না ধরে ॥
 নমো নমো ভগবান্ কেবল ঈশ্বর ।
 ত্রিজগত গুরু জ্ঞানময় মহেশ্বর ॥

কি বর মাগিব নাথ তোমার চরণে ।
 সর্বকাম সিদ্ধি হৈল তোমা দরশনে ॥
 তথাপি মাগিব এক বর বরেশ্বর ।
 শ্রীহরি চরণে ভক্তি রহ নিরন্তর ॥
 হরিতত্ত্বজনে ভক্তি তোমার চরণে ।
 না মাগিব আন বর এই বর বিনে ॥
 এত স্তুতি কৈল বিপ্র বচন অমৃত ।
 তুষ্ট হৈলা ভবদেব ভবানী সহিতে ॥
 এই বর দিলা ভক্তি রহ নারায়ণে ।
 আকল্প রহক যশ এ তিন ভুবনে ॥
 অজয় অমর হও হোক দিব্যজ্ঞান ।
 বিবস্ব-বৈরাগ্য হোক রচিহ পুরাণ ॥

এত বর দিয়া শিব শিবানীর তরে ।
 বিপ্রের পুরুষ কথা কহিলা সকলে ॥
 অন্তর্দান কৈল শিব মূনির গোচর ।
 মার্কণ্ডেয় মূনি হৈলা অজয় অমর ॥
 স্মৃত বোলে শুন শৌনকাদি পরধান ।
 কহিল তোমাকে মার্কণ্ডেয় উপাখ্যান ॥
 এ পুণ্য চরিত কৃষ্ণাঙ্গ-সমুদিত ।
 যেন শুন শুনায় শুনিকা আনন্দিত ॥
 হরিতত্ত্ব হয় তার ছিণ্ডে ভবপাশ ।
 বিষ্ণুমুখি হৈয়া অস্ত্রে বিষ্ণুপদে বাস ॥
 ভক্তিরস-গুরু শ্রীগদাধর জ্ঞান ।
 ভাগবত-আচার্যের মধুরস গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে ষাটশ
 স্কন্ধে দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

একাদশ অধ্যায় ।

শুনিকা শৌনক মূনি পুণ্য উপাখ্যান ।
 স্মৃত মুখমুখরিত অমৃতনিধান ॥
 এই জিজ্ঞাসিল আর স্মৃত সন্নিহিত ।
 কহ স্মৃত তুমি সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ॥
 ভাগবত গান করে কৃষ্ণ উপাসনা ।
 অজ উপাঙ্গ অস্ত্র করিয়া কল্পনা ॥
 কি কিরূপে করে তারা কৃষ্ণ আরাধন ।
 যাহা হৈতে তরে নর দুরন্ত বন্ধন ॥
 কহিবে সে সব স্মৃত করিয়া নির্ণয় ।
 কহিতে লাগিলা তবে স্মৃত মহাশয় ॥
 গুরুচরণারবিন্দে করিয়া প্রণাম ।
 ঈশ্বর-বিতৃষ্ণি কহি শুন মতিমান্ ॥
 ব্রহ্মা আদি যোগীগণে করিয়া কল্পনা ।
 বিরাট বিগ্রহে করে ঈশ্বরভাবনা ॥
 এই সে পুরুষ রূপ আদি নারায়ণ ।
 আকাশ-মণ্ডল নাতি পৃথিবী চরণ ॥
 স্বর্গ শির সূর্য্য আঁধি নাসিকা পবন ।
 ব্রহ্মা লিঙ্গ দশদিগ্ এ দুই শ্রবণ ॥
 লোকপাল চারি বাহ মন শশধর ।
 ভূক যম লক্ষ্মী লোভ অধরযুগল ॥
 যোতির্গণ দন্ত যার তরু লোমাবলী ।
 মেঘগণ কেশ যার বিশ্ব-অধিকারী ॥

জীবের চৈতন্য-গতি (১) কোন্তত ভূষণ ।
 কোন্তত মণির প্রভা শ্রীবৎস লক্ষণ ॥
 নিজমায়্য বনমালা নানা গুণময়ী ।
 ছন্দোগণ রহে অঙ্গে পীত বস্ত্র হই ॥
 ব্রহ্মহুত্রে হয়্যা গেল রহিল গুরুর ।
 মকর-কুণ্ডলযুগ সাংখ্য যোগ যার ॥
 প্রকৃতি অনন্তরূপে প্রভুর শরন ।
 সব গুণ পদ্মরূপে বসিতে আসন ॥
 প্রাণতত্ত্ব গদারূপ ধরি রহে করে ।
 জলতত্ত্ব শঙ্খরূপে উপাসনা করে ॥
 খজুররূপ ধরিয়া আকাশতত্ত্ব রয় ।
 চর্য্যরূপ ধরে তমোগুণ তমোময় ॥
 সূর্যদর্শন চক্ররূপে সেবে তেজোগণ ।
 মধুরূপ ধরি কাল সেবে অমৃতকণ ॥
 সকল ইন্দ্রিয়গণ ভজে শররূপে ।
 ধরিয়া চামররূপ ধর্ম্য যশ সেবে ॥
 ছত্ররূপ ধরিয়া বৈকুণ্ঠ নিজধাম ।
 গরুড় স্বরূপে চারি বেদ মুক্তিমান্ ॥
 নিজ শক্তি সেবা করে লক্ষ্মীরূপ ধরি ।
 অগ্নিবাতি অষ্টগুণ দুয়ারী প্রহরী ॥

(১) পাঠান্তর,—“চৈতন্য-জ্যোতি” ।

সর্বরূপে সর্বজন করে উপাসনা ।
কে কহিতে পারে হরি-মহিমা বর্ণনা ॥
সেই নারায়ণ পরিপূর্ণ ভগবান ।
শ্রুতিময় শ্রুতিগণ উৎপত্তির স্থান ॥
শঙ্কর বিরিকি হরি ধরে তিন নাম :
পালন সংহার সেই করে উপাদান ॥
তথাপি কিঞ্চিৎ নাহি লাভ অপচয় ।
অদ্বৈত পরমানন্দ শুদ্ধ জ্ঞানময় ॥
নিজ পর নাহি তার সর্বত্র সমান ।
তথাপি ভক্ত জন পালন সন্ধান ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণসখা বৃষ্ণিবংশ-পদ্ম ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে দ্বাদশস্কন্ধে একাদশোঃধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায় ।

প্রণাম করিয়া ধর্ম বৈষ্ণব চরণে ।
কৃষ্ণপদ বন্দিয়া বন্দিব বিজগণে ॥
কহিব সকল ধর্ম শুন মুনিগণ ।
ভাগবত ধর্ম কহি পুরাণ-লক্ষণ ॥
ইহাতে সাক্ষাতে রক্ষ কহি নারায়ণ ।
সর্বপাপহর হরি শ্রীমধুসূদন ॥
ইহাতে পরম ব্রহ্ম কহি জ্ঞানময় ।
ইহাতে বর্ণিয়ে সৃষ্টি স্থিতি পরলয় ॥
ভাগবতে কহি তত্ত্বজ্ঞান যুক্ত জ্ঞান ।
ভক্তিমুক্ত কহি পরীক্ষিত-উপাখ্যান ॥
বিষয়-বৈরাগ্য কহি নারদ-সংবাদ ।
বিশ্ব শাপে কহি পরীক্ষিত-দেহত্যাগ ॥
শুকদেব-পরীক্ষিত-সম্বাদ-কথন ।
সমাধি ধার- যোগ যোগেন্দ্র-গমন ॥
বিরিকি নারদে কহি পুরুষ সংবাদ ।
নানা অবতার গুণ কর্ম অনুবাদ ॥
বিদুর উদ্ধব হুঁহে সংবাদ কথন ।
মৈত্রেয় মুনির পায়ে বিদুর মিলন ॥
পুরাণসংহিতা প্রাপ্ত পুরুষ সংস্থান ।
প্রকৃতি পুরুষ তিন গুণ উপাদান ॥
প্রথমে কারণ সৃষ্টি ব্রহ্মাণ্ড নির্মাণ ।
বিরাট বিগ্রহ তবে পুরুষ পুরাণ ॥
লোক পদ্ম উৎপত্তি ভুবন আধার ।
প্রলয়ে পাতালতলে ধরণী উদ্ধার ॥
হিরণ্যাক্ষবধ কথা বরাহচরিত ।
চরাচর জীবসৃষ্টি মায়া-বিনির্মিত ॥
অর্জুননারীকূপ ধরে প্রজাপতি ।
ব্যাকুল্যে মনু শতরূপা উৎপত্তি ॥

কিতিক্রহ রাজধ্বংস ধর নব ছন্দ ॥
গোবিন্দ মাধব গোপ-বনিতা-বিহার ॥
নিত্যভূতা সনকাদি কৃত পরিবার ॥
ভৌরব শ্রবণমঙ্গল গুণধাম ॥
রাধ রাধ নিজ ভূতা কর পরিদ্রাণ ॥
প্রভাতে উঠিয়া মহাপুরুষ লক্ষণ ॥
একচক্রে নিরবধি যে করে শ্রবণ ॥
হৃদিগত ব্রহ্মা সেই জানে গুহ্যশ্রম ॥
অস্ত্রে ব্রহ্মপদে বাস খণ্ডে ভবভয় ॥
ভাগবত-আচার্যের মধুরস বাণী ॥
হরি-পরিচর্যা-বিধি প্রেমভরঙ্গিণী ॥

একাদশ ব্রহ্ম জন্ম কর্দম সঙ্কতি ।
দেবহুতি গর্তে নব কল্পা উৎপত্তি ॥
কপিল মুরতি নারায়ণ অবতার ।
ভক্তিব্যোগ-উপদেশ জননী-উদ্ধার ॥
নব ঋষি উতপত্তি দক্ষযজ্ঞ-ধ্বংস ।
ঋষ মহাচরিত পাবন মনুবংশ ॥
প্রাচীনবহির সনে নারদ-সংবাদ ।
পৃথুরাজ-চরিত পাবন গুণবাদ ॥
নদী-গিরি সপ্তদ্বীপ-সমুদ্র বর্ণন ।
নব খণ্ড জম্বুদ্বীপ বরিষ কথন ॥
নাভিরাজচরিত্র ঋষভদেব কথা ।
ভরত-চরিত্র তিন জন্ম গুণ-গাথা ॥
ভোয়াতিষমণ্ডল-স্থিতি পাতাল-কথন ।
প্রচেতস দক্ষজন্ম নরক-বর্ণন ॥
দশ প্রচেতস-জন্ম চরিত্র বাখান ।
দক্ষসৃষ্টি চরাচর জীব-উপাদান ॥
বৃদ্ধবধ হিরণ্যকশিপু বধকথা ।
প্রহ্লাদচরিত্র মহাপুণ্য গুণগাথা ॥
মহেশ্বর চরিত্র গভৈশ্চ বিমোচন ।
মহেশ্বরবতার চরিত্র বর্ণন ॥
মৎস্য কৃষ্ণ নরসিংহ বামন-বিহার ;
কীরোদ-মথন হর্যগ্রীব-অবতার ॥
দেবান্নর সংগ্রাম ইক্ষ্বাকু-উপাদান ।
সুহৃদ-চরিত্র পুরুষবা-উপাখ্যান ॥
সূর্য্যবংশ-কথা শশাদাদিগুণগ্রাম ।
যুগ-উপাখ্যান আর শর্ষাতি-বাখান ॥
ঋত্বিজ-চরিত্র কথা সাগর বর্ণন ।
মাক্ষাতা-সৌতরি মুনি-সম্বাদ কথন ॥

রাম অবতার লীলা-চরিত্র-বর্ণনা ।
 নিমি দেহ পরিত্যাগ জনম ঋণনা ॥
 ভৃগুপতি রাম অবতার-গুণ কথা ।
 চন্দ্রবংশচরিত্র যযাতি-পুণ্য গাথা ॥
 দ্রুমন্ত-ভরত-পুণ্যচরিত্র আখ্যান ।
 শান্তনু-চরিত্র যদুবংশ-গুণগ্রাম ॥
 যে বংশে সাক্ষাত কৃষ্ণ পূর্ণ অবতার ।
 বনুদেব-গৃহে জন্ম গোকুল-বিহার ॥
 তার পুণ্য যশ কাহি এই ভাগবতে ।
 অতুল-বিক্রম-লীলা বর্ণিল সাক্ষাতে ॥
 পুতনা ব্রাক্ষসী বধ বিষ স্তন-পানে ।
 শকট-ভঞ্জন পদভঙ্গুলি-ঠেকনে ॥
 ভৃগুবল্লভ-বধ বক-বৎস-বিনাশন ।
 ধেমুক-প্রলম্ব-বধ গোকুল-রক্ষণ ॥
 কালিনাগ দমিঞা কালিন্দীজল-পান ।
 দাবাগ্নি করিয়া পান গোপ পরিজ্ঞান ॥
 মহানাগ বধ নন্দগোপের উদ্ধার ।
 গোপকন্যা-ব্রতচর্যা বস্ত্র-অপহার ॥
 যজ্ঞপত্নী-অন্নভিক্ষা বিপ্র অমুতাপ ।
 গোবর্দ্ধন-ধারণ হৈক্রেম স্তুতিবাদ ॥
 শক্র সহে গোলোক সুরভি আগমন ।
 কৃষ্ণ অভিষেক কৈল সর্বদেবগণ ॥
 রমণীমণ্ডলে রাগজ্বাড়া অবতার ।
 শঙ্খচূড়-বধ কথা অরিস্ট-সংহার ॥
 কেশি-বধ গোকুলে অঞ্জন-আগমন ।
 অক্রুরের সহে রাম কৃষ্ণ সন্তাষণ ॥
 মধুরা-প্রবেশ ব্রজসুভী বিষাদ ।
 রত্নকার-মালাকার-প্রচুর-প্রসাদ ॥
 বজ্রভূমি-পরবেশ গজ-বিনাশন ।
 চানুর-মুষ্টি বধ কংস-নিপাতন ॥
 যমপুরে গুরুপুত্র আনিঞা প্রদান ।
 মধুপুরে যদুবংশ-স্থাপন-বিধান ॥
 জরাসন্ধ-সৈন্তবধ বহু বারোবার ।
 মুচুকুন্দে কুপা কালযবন সংহার ॥
 দ্বারকা-নিষ্কাশ দ্বারাবতী-পুরী-বাস ।
 পারিজাত-হরণ নরককুল-নাশ ॥
 দেবগণ-অপমান সুধর্ম্ম-হরণ ।
 কুশলিনী-হরণ বিপুল-বিনাশন ॥
 বাণ-যুদ্ধ রণভঙ্গ চর-পরাজয় ।
 বোল সহস্র কন্যা করি পরিণয় ॥
 দস্তবন্ধ ওরাসন্ধ শাস্ত্র শিশুপাল ।
 দ্বিবিদ-সম্বদ বধ বিপক সংহার ॥

কুরু-পাণ্ডুবিবাদ ভারতযুদ্ধ কথা ।
 ক্ষিত্তিভার হরণ গোবিন্দ-গুণগাথা ॥
 বিপ্রশাপচ্ছলে যদুকুলের বিনাশ ।
 উদ্ধব-সংবাদ ভক্তিয়োগ-পরকাশ ॥
 মর্ত্যলোক-পরিত্যাগ বৈকুণ্ঠ গমন ।
 কালগতি চারিযুগ প্রমাণ-লক্ষণ ॥
 চতুর্দিক প্রলয় বিবিধ উতপত্তি ।
 পরীক্ষিত দেহত্যাগ বিষ্ণুপদে গতি ॥
 চারিবেদ বহুশাখা-বিস্তার কথন ।
 নার্কণ্ডেয় মুনির প্রলয়-দরশন ॥
 তুমি সব যত জিজ্ঞাসিলে মুনিগণ ।
 আদি হনে কহিল সকল বিবরণ ॥
 লীলা-অবতার কথা বিচিত্র বিহার ।
 কহিল কৃষ্ণের যশ-মহিমা-বিস্তার ॥
 স্থানিত পতিত আও কাস যাস বশে ।
 উচ্চ করি হরি হরি শব্দ প্রকাশে ॥
 সর্বপাপ-বিমোচন হয়ে সেইক্ষণে ।
 কি কহিব নিরবধি শ্রবণ কৌন্তনে ॥
 অনন্ত পরমানন্দ প্রভু ভগবান ।
 যে জন কীর্তন তাঁর করে গুণগান ॥
 চিন্তে প্রবেশিয়া তার প্রভু নারায়ণ ।
 ধুনিয়া পেলায় হৃৎস্থ ছুরিত-বন্ধন ॥
 সূর্য্য তম হয়ে যেন বায়ু ঘনাবলী ।
 এইরূপে ভবভয় হয় সেই হরি ॥
 অসত্য প্রেলাপ কথা যথা তথা কহি ।
 মিছা বাণী জানিব কেবল পাপময়ী ॥
 যে কথায় না থাকে কৃষ্ণের গুণনাম ।
 সাধুজন নহে কভো তার সন্নিধান ॥
 সেই সত্য স্মরণ সেই পুণ্যময় ।
 যাথে কৃষ্ণ গুণ নাম-মহিমা-উদয় ॥
 সেই রম্য ধন যেন নব মহোৎসব ।
 সেই শোক-সমুদ্র শোষণ মনোভব ॥
 যাথে কৃষ্ণ-গুণনাম চরিত্র-বর্ণনা ।
 যাথে পদে পদে কহি গোবিন্দ-মহিমা ॥
 বিচিত্র অক্ষয়-পদ শ্রুতি-মনোহর ।
 কৃষ্ণকথা যশ যাথে অগত-মজল ॥
 যে বচন সর্বজন-অঘবিপ্লাবন ।
 যাথে প্রতিপদে হরিনাম সংকীর্তন ॥
 অপশব্দযুক্ত যদি সে বচন হয় ।
 তথাপি শ্রবণ মাঝে সর্বপাপ হয় ॥
 যে নাম শ্রবণ গান সাধুজনে করে ।
 উচ্চারণ কীর্তন মোদন নিরন্তরে ॥

নিরমল জ্ঞান যদি ভক্তি-বিবর্জিত ।
সেহো অতিশয় শোভা না করে বিদিত ॥
সে বচনে কাক সম নরগণে রমে ।
হংস সম সাধুগণ না শুনে শ্রবণে ॥
কি পুন বলিব কথ্য যদি অনর্পিত ।
আছুক আনের কাজ কর্ম-বিবর্জিত ।
বর্ণ ধর্ম তপ যোগ আশ্রম আচার ।
সম্পদ-কারণ মাত্র পরিশ্রম সাং ॥
শ্রবণ কীর্তন গুণ আদির বন্দনে ।
শ্রীধর-পদারবিন্দে নছে বিস্তরণে ॥
কৃষ্ণপদ-অবিস্মৃত অভ্যঙ্গ-তারণ ।
স্বশুদ্ধি ভক্তি জ্ঞান-বৈরাগ্য-কারণ ॥
তুমি সব বিজ্ঞশ্রেষ্ঠ ধাতু মহাভাগ ।
নারায়ণ চিহ্নে করি ধর অমুরাগ ॥
দেব দেবেশ্বর চরি সর্বদেবময় ।
ভক্তিভাবে তুমি-সব ভজ অতিশয় ॥
তুমি-সব মোরে করাইলে আশ্রয় ।
শ্রীভাগবত-কথা কহি তে-কাং ॥
পরীক্ষিত মহারাণা মুনিসভাসদে ।
গঙ্গার ভিতরে ছিলো উপবাস ব্রতে ॥
শুকদেব কহিল পুরাণ পুণ্য কথা ।
ভক্তি-জ্ঞানযুক্ত মহাভাগবত-গাথা ॥
মুনির কৃপায় আমি শুনিল তখনে ।
তে-কারণে কহি তোমা-সভা-বিজ্ঞমানে ॥
নারায়ণ-চরিত্র পবিত্র পাপহরে ।
অজিত-বিক্রম যশ শ্রবণ-মঞ্চলে ॥
যে পুন শুনায়ে এই পুণ্য উপাখ্যান ।
প্রতিক্ষণ সাবহিতে শুনে সাবধান ॥
নিজকুল উদ্ধারএ তখনপাবন ।
একান্ত ভকতি লভে বৈকুণ্ঠ গমন ॥
যেবা শুনে একাদশী ষাটশী দিনে ।
উপবাসব্রত করি পরম-যতনে ॥

হৈতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে ষাটশ স্বক্কে ষাটশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

অশেষ পাতক তার চয় বিমোচন ।
ভক্তিভাবে করে যদি শ্রবণ কীর্তন ॥
পুঙ্কর মথুরা দ্বারাবতাপুরে বসি ।
প্রদ্বাগত হৈয়া যদি পড়ে উপবাশী ॥
বিষ্ণুপদে গতি তাৎ গুণ্ডে ভবভয় ।
সর্বকাম সিদ্ধি যায়ে দুরিতসংহয় ॥
সর্ববেদ-সর্বযজ্ঞ-সম ফল লভে ।
প্রদ্বাগত হৈয়া দ্বিজ পড়ে ভক্তিলাবে ॥
ব্রাহ্মণ পাটিলে মাত্র হয়ে দিব্যজ্ঞান ।
ক্ষত্রিয় পৃথিবীপতি হয়ে বীৰ্য্যবান ॥
শূদ্রে যদি পড়ে সর্বপাপ বিমোচন ।
শুনিলে বৈষ্ণবশাস্ত্র ভরে সর্বজন ॥
কলিমলহর শুভ সর্বগুণনিধি ।
পদে পদে ভাগবত কহে নিরবধি ॥
সে দেব চরণে যোর রহুক প্রণাম ।
স্থিতি স্থিতি উতপতি প্রলয়-নিদান ॥
অনন্ত শক্তি হরি অং নিরঞ্জন ।
ব্রহ্মা ভব পুরন্দর না বুঝে মরম্ ॥
সর্বশক্তি ধরে প্রভু সভার আশ্রয় ।
আপনাতে আপনে স্বাজল জীবচয় ॥
চরাচরনিকর নিবাস ভগবান ।
জ্ঞানগম্য সুরবর পুঙ্কর পুরাণ ॥
নমো নমো অনাদি নিধন সনাতন ।
নমো নমো নিরবধি রহুক বন্দন ॥
নিজ মুখে পদিপূর্ণ নিবৃত্ত সংসার ।
অনন্ত রচির লীলা গত সর্বসার ॥
কৃপায় রচিল মুনি পরম পুরাণ ।
জ্ঞানদীপ প্রকাশিল ভাগবত নাম ।
যোর গুণ সেই শুক ব্যাসের নন্দন ॥
নমো নমো নিরবধি রহুক বন্দন ॥
মহাভাগবত গীত গদাধর জ্ঞান ।
ভাগবত-আচায্যের মধুরস গান ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায় ॥

তবে স্মৃত শুকদেব করিয়া বন্দনা ।
ভক্তিরূপে কহে কিছু অনন্ত মহিমা ॥
কুবের বরুণ যম ব্রহ্মা সুরপতি ।
মুনীন্দ্রযোগেন্দ্র রুদ্র করে দিব্য ভূতি ॥
বেদে গুণ গায় যার দিব্য নাম শ্রবণে ।
ধ্যান গত চিত্ত যাকে চিন্তে যোগেশ্বরে ॥

অন্ত নাহি জানে যার সুরাসুরগণে ।
গতত প্রণাম রহি সে দেব চরণে ॥
গ্রীবায়ে মন্দর পাষাণ ঘরিরণে ।
নিদ্রা ঘায়ে কুর্খরূপ পৃষ্ঠ চুলকানে ॥
কমঠ বিদ্রহ-হরি নিষাস-পবন ।
তোমা-সভা নিরবধি করুক রক্ষণ ॥

এইরূপে কোটি কোটি প্রণাম ত্বন ।
করি আর কহে স্মৃত পুরাণ-লক্ষণ ॥
দানফল পাঠফল পুরাণ মহিমা ।
একে একে কহে স্মৃত করিয়া গণনা ॥
পাঁচ পঞ্চাশ দশ সহস্র প্রমাণ ।
ব্রহ্মপুরাণের সংখ্যা এই সঙ্খ্যেদান ॥
তেইশ সহস্র বিষ্ণু পুরাণ লক্ষণ ।
চরিত্র সহস্র শৈব পুরাণ লিখন ॥
শ্রীভাগবত অষ্টাদশ পরিমাণ ।
পঞ্চবিংশতি লিখি নারদ পুরাণ ॥
মার্কণ্ডেয় পুরাণ নব সহস্র লিখনে ।
পঞ্চদশ চারিশত অগ্নিপু্রাণে ॥
চৌদ্দসহস্র সংখ্য । তবিষোর লিখি ।
তাহাতে অধিক আর পাঁচশত দেখি ॥
ব্রহ্মবৈবর্ত অষ্টাদশ পরিমাণ ।
একাদশ সংখ্যা করি লিখ পুরাণ ॥
একশতাধিক একাশতি সংখ্যা করি ।
স্বধ পুরাণের এই লেখা অবধারি ॥
যোল সহস্র লিখি বরাহপুরাণ ।
বামন পুরাণ দশ সহস্র বিধান ॥
কুর্ম সপ্তদশ সহস্র সংখ্যা বরি ।
মৎস্য পুরাণ চতুর্দশ সংখ্যা ধরি ॥
উনবিংশ সহস্র লেখি গরুড় পুরাণ ।
ষাট সহস্র হস্ত ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ॥
চারি লক্ষ অষ্টাদশ পুরাণের সংখ্যা ।
তাতে অষ্টাদশ শ্রীভাগবত লেখা ॥
পূর্ব এই ভাগবত দেব নারায়ণে ।
নাতিপঙ্কজবাসী ব্রহ্মার কারণে ॥
কঙ্কণাগাগর হরি সর্বভাব-গতি ।
প্রকাশিল ভাগবত দেখি প্রজাপতি ॥
আদি মধ্য অবসানে কৃষ্ণ-গুণ-কর্ম ।
ভক্তি-জ্ঞান-বৈরাগ্য সংযুত নানা ধর্ম ॥
হরিকথা বিনে ভাগবতে নাহি আন ।
হরিকথা-লীলা ধার অমৃত-নিদান ॥
কেবল কৈবল্যনিষ্ঠ দৈত বিবজ্জিত ।
বেদ বেদান্তের সারব্রহ্ম সুলক্ষিত ॥
দান করে যেনো ভাদ্র শৌর্গমাসী দিনে ।
হেম সিংহযুত ভাগবত মহাদানে ॥

সে পায় পরম গতি ভব বিমোচনে ।
ভাগবত-সম শাস্ত্র নাহি ত্রিভুবনে ॥
ভাগবত যাবৎ সাক্ষাতে নাহি দেখে ।
অন্ত শাস্ত্র তাবত ওকতগণ রাখে ॥
শ্রীভাগবত বেদ বেদান্তের সার ।
মহাভাগবত সম শাস্ত্র নাহি আর ॥
ভাগবত-রসসিদ্ধ-মধুবিন্দু পানে ।
অন্ত শাস্ত্রে শ্রদ্ধা নাহি করে বৃথাজনে ॥
নদী মধ্যে গঙ্গা যেন দেবমধ্যে হরি ।
বৈষ্ণবের মধ্যে যেন শঙ্কু ত্রিপুরারি ॥
পুরাণের মধ্যে তেন ভাগবত শাস্ত্র ।
হরিকথামৃত পান বিনিমিত পাত্র ॥
ভাগবত পুরাণ বৈষ্ণবের জীবন ।
পরম বৈরাগ্য-প্রেম-আনন্দ-বিধান ॥
পঢ়িলে শুনিলে কিবা করিলে বিচার ।
ভক্তিমুক্ত হৈয়া নর হয়ে তবপার ॥
জ্ঞানদীপ ভাগবত ব্রহ্মার আননে ।
উপদেশ দিয়া প্রকাশিলা নারায়ণে ॥
তবে ব্রহ্মা কৈলা নারদের উপদেশ ।
বেদব্যাসে সমর্পিল ধরি মুনিবেশ ॥
ব্যাসরূপে শুকমুখে কৈলা সমর্পণ ।
শুকরূপে পরীক্ষিত মুখে নিয়োজন ॥
হেগ সত্য পর শুদ্ধ নিত্য ভগবান ।
সে দেবচরণে রহ অনন্ত প্রণাম ॥
নমো নমো বাসুদেব দেব গুণধাম ।
কৃপায়ে ব্রহ্মার মুখে অর্পিল পুরাণ ॥
শুকদেব যোগেশ্বরে বন্দ্য নিরন্তর ।
মুনীন্দ্রবন্দিত পদ লীলা-কলেবর ॥
বর্ণিল সকল ভাগবত উপাখ্যান ।
বাহার কৃপায়ে বিষ্ণুরাত পরিভ্রাণ ॥
রঘুনাথ পণ্ডিতে রচিল গীতবন্ধ ।
শুনিলে সকল লোকে বাড়িবে আনন্দ ॥
মুখে ভাগবত লোক বৃদ্ধবার তরে ।
রঘুনাথ পণ্ডিত রচিল কথাছলে ॥
বৃথাজনে সবে মোর এই পরিহার ।
দোষ কমা করি শুণ করিহ বিচার ॥
ত্রিযুত শ্রীগদাধর পদযুগ আন ।
ভাগবত-আচাৰ্যের মধুরল গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং ষাটস্কন্ধে ত্রয়োদশোধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

সমাপ্তশ্চাং শ্রীভাগবতস্ততাব্য-প্রমত্তরঙ্গিণী-ষাটস্কন্ধঃ ॥ ১২ ॥

